# সমকালীন অর্থচিন্তা

[ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ( পাস ও অনার্স ), এবং বি. কম. ( পাস ও অনার্স ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত । ]

সম্পৎ মুখার্জি, এম. এ. ( কলিকাতা ), এম. এস্‌-সি , ইকন্‌ ( লণ্ডন )

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলিকাতা

ও

বাণিজ্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সি

৮/১ চিন্তামণি দাস লেন

[illegible]

স্বত্ব :
অলকানন্দা মুখার্জি, বি. এ.
৫৫/৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
( ফ্ল্যাট নং ৪এ )
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

প্রকাশক :
শ্রীঅমিতাভ সেন, বি. কম ডি. বি. এম. এল. এল. বি.
সেণ্ট্রাল এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজেস্-এর পক্ষে
৫৪বি পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিল কুমার দে
ইউনিয়ন প্রেস
৫/ই রামকৃষ্ণ লেন
কলিকাতা-৩

প্রচ্ছদ :
শ্রীপ্রশান্ত সুর

[illegible] :
[illegible] সুর

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া অমিয়লতা বাসুর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

# ভূমিকা

মাতৃভাষার শিক্ষাদানের ঔচিত্য আজ আর বিতর্কের বিষয় নহে, স্বীকৃত সত্য। পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ. পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় মাতৃভাষায় উত্তর-পত্র লিখিবার অনুমতি প্রদান করায় একদিকে যেমন মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, অন্যদিকে তেমন-ই বাংলা ভাষায় রচিত এবং প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যাও দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তথাপি ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড় অভিযোগ হইল এই যে, বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের উৎকর্ষতা এবং মান যেহেতু যথেষ্ট উন্নত নহে, সেহেতু তাহারা এখনও ইংরেজিতে রচিত পুস্তকগুলির প্রতি আকর্ষণবোধ করে এবং পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইবার আশায় সেই পুস্তকগুলিকে অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া মনে করে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উপরোক্ত আগ্রহ সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম বলিয়াই পূর্বেকার পুস্তকগুলি ইংরাজীতে রচনা করিলেও অর্থবিদ্যার মত একটি দুরূহ বিষয়ের উপর এই গ্রন্থখানি আমি বাংলায় রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং গ্রন্থখানি রচনার প্রতিটি মুহূর্তে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের উপরোক্ত অভিযোগ সম্পর্কে সজাগ থাকিয়া গ্রন্থখানির উৎকর্ষতা ও মান তাহাদের ইপ্সিত স্তরে উন্নীত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি। বিগত তিন বৎসরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস কর্মের ফলে আজ গ্রন্থখানির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইল বলিয়া আমি স্বভাবতঃই তৃপ্তিবোধ করিতেছি।

গ্রন্থখানি মূলতঃ অধ্যাপক স্যামুয়েলসন ও নর্দাস প্রণীত *Economics* এবং লিপ্‌সে প্রণীত *An Introduction to Positive Economics,* এই দুইটি প্রামাণ্য পুস্তককে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে; যদিও এ কথা বলাই বাহুল্য যে, গ্রন্থখানির রচনাকালে অন্যান্য বহু প্রামাণ্য ও দুর্লভ পুস্তকেরও সাহায্য লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানি যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট মনোজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে, সেইজন্য গ্রন্থখানিতে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিরই যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই নহে; বহু নূতন চিন্তা ও ধারণা সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে—যেমন, যোগানের দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থবিদ্যা, মূলধনী সামগ্রী ও বিনিয়োগ-সিদ্ধান্ত, বহুজাতিক সংস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, রাজস্ব-নীতি, চাহিদার দৃষ্টিকোণ হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি-বিশ্লেষণ, প্রতীয়মান চাহিদা-তত্ত্ব ইত্যাদি। উপরন্তু গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট সহজবোধ্য হয়, সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানিতে বহু এবং বিবিধ রেখাচিত্র ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বস্তু নূতন দৃষ্টিভংগি লইয়া এক একটি অধ্যায়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে একদিকে যেমন তিন শতাধিক রেখাচিত্র ব্যবহার করা হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই অর্থবিদ্যায় রেখাচিত্রের প্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে কয়েকটি নূতন রেখাচিত্র ব্যবহার করা হইয়াছে—যথা লেফার রেখাচিত্র, ফিলিপ্‌স রেখাচিত্র এবং নগদ অর্থের লেনদেন সংক্রান্ত চাহিদা-ভিত্তিক রেখাচিত্র। পক্ষান্তরে রেখা-চিত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেই সম্পর্কেও কতগুলি কার্যকরী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবার বাসনা লইয়া গ্রন্থখানিতে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং একান্তভাবে ঐ বিষয়ের উপর গ্রন্থখানিকে একটি পরিশিষ্টের সংযোজন করা হইয়াছে। গ্রন্থের শেষাংশে বহুসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে; কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—যেমন, জাতীয় আয়, চাহিদা ও যোগান-ব্যবস্থা, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতির উপর যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারিক প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কয়েক বৎসরের প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর লিখিতে সক্ষম হয়, গ্রন্থখানিতে তাহার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্বের সমসাময়িক প্রতিথযশ অর্থবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায় বিগত দুই বৎসরের ব্যক্তিগত পত্রালাপের মাধ্যমে সংগৃহীত পঞ্চাশ জনেরও অধিক অর্থবিজ্ঞানবিদের ছবিসহ জীবনী ও তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্য ও অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থটি প্রণয়নের ব্যাপারে যাঁহারা আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং নানাভাবে আমার সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন: অধ্যক্ষ সুনীল রায় (বেহালা কলেজ), অধ্যাপক মিহির সেন, যোগেন্দ্রনাথ সেন, অমিতাভ সেন, অধ্যাপক এস. এন. বাসু, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অমিত চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ সাহু, সন্তোষকুমার মৌলিক, এস. কে. পাল এবং অধ্যক্ষ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়।


## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন ঘোষ
সুধীর সোম
দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
ডক্টর বিশ্বজিৎ গুহ
দেবেশ মুখার্জি
অধ্যাপক নন্দদুলাল দাশ
গঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস
বিকাশ সান্যাল
জ্যোতিকুমার রায়
অধ্যাপক বিনয় নন্দী
সত্যেশ্বর সামন্ত
কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু
ডি. পি. চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক বরুন কাঞ্জিলাল
অধ্যাপিকা ইন্দ্রানী সেন
অধ্যাপক অভিজিৎ চক্রবর্তী
সুবোধ কুণ্ডু

অধ্যাপক জয়দেব সান্যাল
দুর্গাপ্রসাদ ব্যানার্জী
মৃণাল সেন
অধ্যাপিকা সবিতা বসু
অজিতকুমার ঘোষ,
সনাতন কুণ্ডু
অধ্যাপক জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
ডক্টর গোপাল ত্রিবেদী
ডক্টর অরুণ চক্রবর্তী
চিত্তব্রত চক্রবর্তী
অধ্যাপক রমেশ রায়
অশোক বর্ধন
অধ্যাপক হেমন্ত সেনগুপ্ত
অধ্যাপিকা মমতা দাস (ভৌমিক)
অধ্যাপক রঞ্জিত রায়
অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়


## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটির এতটা আদৃত হওয়াটা লেখক ও প্রকাশকের পক্ষে নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। এজন্য তাঁহারা বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম উপরে পেশ করা হইল।

পুস্তকটির নূতন সংস্করণ সম্পর্কে মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

গ্রন্থকার

সম্পৎ মুখার্জী প্রণীত

# সমকালীন অর্থবিদ্যা

সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত ও পরিমার্জিত ( দ্বিতীয় ) সংস্করণ, ১৯৮৭

## পাঠ্যক্রম অনুসারে বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ

### B. A. ( Pass )

কলিকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের B. A. পাশের ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাদ দিতে পারে :

| অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ২০ | ৩৭১—৩৭৬ |
| ২৫ | ৪২৪—৪৪৪ |
| ২৬ | ৪৪৫—৪৫২ |
| ৩০ | ৪৯৫—৫০২ |
| ৩১ | ৫০৩—৫১২ |
| ৩৫ | ৫৭৭—৫৮৬ |
| ৪০ | ৬৭৯—৬৮৩ |
| ৪৬ | ৭৮১—৭৯১ |

### B. Com. ( Pass )

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Com. পাশের ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাদ দিতে পারে :

| অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৭ | ৮৫—১০৪ |
| ২০ | ৩৭১—৩৭৬ |
| ২৫ | ৪২৪—৪৪৪ |
| ২৬ | ৪৪৫—৪৫২ |
| ২৯ | ৪৮৬—৪৯৪ |
| ৩০ | ৪৯৫—৫০২ |
| ৩১—৩৫ | ৫০৩—৫৮৬ |
| ৪০ | ৬৭৯—৬৮৩ |
| ৪৬ | ৭৮১—৭৯১ |

### B. Com. ( Hons. )

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Com. ( Hons. )-এর ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়গুলি বাদ দিতে পারে :

| অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১ | ১—১৭ |
| ২ | ১৮—২৫ |
| ১৩ | ২০৬—২২৯ |
| ২০ | ৩৭১—৩৭৬ |
| ২৯ | ৪৮৬—৪৯৪ |

# আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উত্তরাধিকার
## ( Our Intellectual Heritage )

**গারডনার একলে ( Gardner Ackley ) (১৯১৫—　　)**



অর্থবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের নিকট অধ্যাপক একলের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। একলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁহার লেখা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ হইল: *Macro-economic Theory* ( Macmillan, ) । তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে *Stemming World Inflation* ( Atlantic Inst. ' ); *Macro-economics : Theory and Policy* ( Macmillan, ; *Asia's New Giant : How the Japanese Economy Works* ( Brookings Institute, ( এই গ্রন্থের তাঁহার অবদান আছে ) ।

সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও মুদ্রাস্ফীতি তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত তিনি আয় নীতি ( incomes policy ) এবং মজুরী-দাম নিয়ন্ত্রণ ( wage- price controls ) সংক্রান্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ করেন।

**ইর্মা এ্ড্যালম্যান ( Irma Adelman) ( ১৯৩০—　　)**



এ্ড্যালম্যান হইলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। আয় বণ্টন ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ তত্ত্বে তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়সমূহের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া লইয়াও তিনি আলোচনা করেন। তাঁহার লেখা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল: *Theories of Economic Growth and Development* ( Stanford University Press, । তাঁহার লেখা অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে: *The Theory and Design of Development* ( Johns Hopkins Univetsity Press, ( সম্পাদিকা ); *Society, Politics and Economic Development—A Quantitative Approach* ( C. T. Morris-এর সহিত ) ( Johns Hopkins University Press, ; *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries* ( C. T. Morris-এর সহিত ) ( Standford University Press, ।



**রয় এলেন ( Roy Allen )**

অধ্যাপক এলেন বহুকাল যাবৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত জড়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের অধ্যাপক ছিলেন। এই গ্রন্থের লেখক তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

অর্থবিদ্যা গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্ত অধ্যাপক এলেন অল্প সময়েই বিশ্ববিখ্যাত হইয়া যান ইহা ব্যতীত অধ্যাপক হিক্‌সের সহযোগী হিসাবে কাজ করিয়া তিনি উপযোগ তত্ত্ব ও নিরপেক্ষতা রেখা ও আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাবের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করেন। সূচকসংখ্যা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁহার লেখা গ্রন্থের মধ্যে আছে: *Mathematical Analysis for Economists* (Macmillan, 1938); *Statistics for Economists* (Hutchison, 1949); *Macro-economic Theory* (Macmillan, *Index Numbers in Theory and Practice* (Macmillan, ; *Introduction to National Accounts Statistics* (Macmillan,



**কেনেথ জোসেফ্ এ্যারো ( Kenneth Joseph Arrow ) ( ১৯২১— )**

অধ্যাপক এ্যারো সালে অধ্যাপক হিক্‌সের সহিত যৌথভাবে অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি অর্থবিদ্যায় গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব ও কল্যাণকর অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত উৎপাদন অপেক্ষক, প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার লেখার গ্রন্থ ও রচনার মধ্যে আছে: *Social Choice and Individual Values* (Wiley, ); *Essays in the Theory of Risk-bearing* (North-Holland, ; *The Limits of Organisation* (Norton, The economic implications of learning by doing, RES,

**উইলিয়ম বমল ( William J. Baumol ) ( ১৯২২— )**

অর্থবিদ্যা ছাত্রছাত্রীদের নিকট অধ্যাপক বমল বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁহার লেখা: *Economic Theory and Operations Analysis* ( Prentice-Hall, N. J. ) বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কল্যাণকর অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আচরণ লইয়াও তিনি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুত, তিনিই বিক্রয়ের আয় সর্বাধিকীকরণ প্রকল্পটির ( the sales maximization hypothesis ) প্রবর্তক।



অধ্যাপক বমল হইল প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি A. S. Blinder-এর সহিত যৌথভাবে একটি পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। ইহার নাম হইল: *Economics* ( 3rd edn., Harcourt, । আগামী দু-এক বৎসরের মধ্যে অধ্যাপক বমলের নোবেল পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

**জগদীশ ভাগবতী ( Jagdish N. Bhagwati )**



ভারতীয়দের মধ্যে ইদানিংকালে যাঁহারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অমর্ত্য সেন ও জগদীশ ভাগবতীর নাম উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে অধ্যাপক ভাগবতীর অবদান ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ব্যতীত সরকারী আয়ব্যয়, মানবিক মূলধন, মেধা চালান ( brain drain ) ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে : *Trade, Tariffs and Growth* (Weidenfeld & Nicolson, MIT Press); *India : Planning for Industrialisation* ( তাঁহার স্ত্রী পদ্মা দেশাইএর সঙ্গে ) *Illegal Transactions and International Trade : Treory and Measurement* ( N. H. ; *The Brain Drain and Taxation : Theory and Empirical Analysis* ( N. H. 1976 ); *Foreign Trade Regimes and Economic Development ; The Anatomy of Exchange Control and its Consequences* ( Ballinger Co.,

**কেনেথ্ এওয়ার্ট বাউল্ডিং (Kenneth Ewart Boulding)**



অধ্যাপক বাউল্ডিং নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল ও কেইন্সের তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। ইহা ব্যতীত অর্থবিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান রহিয়াছে। তাঁহার রচিত *Economic Analysis* ( Harper & Row, ) অর্থবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের নিকট খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে: *The Reconstruction of Economics* ( Wiley, 1950 ); *The Image* (University of Michigan Press, 1950 ): *Conflict and Defense* (Harper, ); *Ecodynamics* (Sage Publications, এবং *Evolutionary Economics* ( Sage,



**আর্থার এফ. বার্ণাস ( Arthur F. Bruns ) ( ১৯০৪— )**

অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া ও বাণিজ্যচক্রের কারণসমূহ বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক পূর্বাভাষ প্রদানের জন্য কতকগুলি পদ্ধতির আবিষ্কার এবং অর্থ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কতকগুলি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধ্যাপক বার্নসের যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে : *Production Trends in the United States Since 1870* ( Princeton Univ. Press, 1934 ) ; *Measuring Business Cycles* ( with W. C. Mitchell ) ( NBER, 1946 ) ; *Frontriers of Economic Knowledge* ( Princeton Univ. Press, ) এবং *Reflections of an Economic Policy Maker* ( Amer. Enterprise Ins. Stand. 217, ) ।



**জেম্‌স বুকানন ( James Buchanan )**

অধ্যাপক বুকানন ১৯১৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তত্ত্বগুলির সমন্বয় সাধনের জন্যই নোবেল কমিটি বুকাননকে এই পুরস্কার প্রদান করেন। ৬৭ বৎসর বয়স্ক বুকানন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াস্থিত George Mason বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

**এড্‌ওয়ার্ড হেষ্টিংস চেম্বারলীন ( Edward Hastings Chamberlin )**



১৯৩৩ চেম্বারলীন একচেটিয়া প্রতিযোগিতা তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। ঐ একই বৎসরে অধ্যাপিকা জোন রবিনসন অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন। চেম্বারলীনের বিখ্যাত গ্রন্থ হইল : *The Theory of Monopolistic Competition* ( 1933 )। এই গ্রন্থে তিনি একটি শিল্পের আচরণ বিশ্লেষণ না করিয়া একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লইয়া আলোচনা করেন। এই প্রসংগে তিনি বিক্রয় ব্যয়ের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। মূল্য তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। মূল্যতত্ত্বের উপর তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম হইল : *Towards a More General Theory of Value* (1957)।

**জন মরিস্ ক্লার্ক ( John Maurice Clark)**



১৯১৭ সালে অধ্যাপক ক্লার্ক বিনিয়োগ তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া আয়নির্ভরশীল বা আয় দ্বারা প্রণোদিত বিনিয়োগ ও গতিবৃদ্ধি তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। ১৯৩৬ সালে অধ্যাপক কেইন্‌স এই প্রসংগে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন এই দুইটি তত্ত্বকে একত্র করিয়া বাণিজ্যচক্রের একটি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অধ্যাপক ক্লার্ক সরকারী আয়-ব্যয়, যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষতি, শ্রমের বাজার, উৎপাদন ব্যয় এবং অন্যান্য বহু বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে: *Studies in the Economics of Overhead Costs* ( 1923 ); *Social Control of Business* ( 1926 ); *Strategic Factors in Business Cycles* ( 1934 ); *Preface to Social Economics* ( 1936 ) এবং *Competition as a Dynamic Process*

**রোনাল্ড্ হ্যারি কোস্ ( Ronald Harry Coase )**



অধ্যাপক কোস্ সামাজিক ব্যয় (social cost) ধারণাটির প্রবর্তক। সামাজিক ব্যয় বলিতে একজনের আচরণ সমাজে অন্যান্য সকলের উপর যে কুফল প্রদর্শন করে তাহাকেই বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি স্থানে যদি একটি কারখানা স্থাপন করা হয় তাহা হইলে ইহার চিমনি দিয়া ধোঁয়া বাহির হইবে। ফলে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে। সুতরাং উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করিবার সময় এই ক্ষয়-ক্ষতির কথাও বিবেচনা করা উচিত। তাঁহার রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ হইল: *The Problem of Social Cost* ( Journal of Law and Economics, 3rd Oct., 1960 )। ইহা ব্যতীত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আচরণ লইয়াও তিনি আলোচনা করেন।

**রিচার্ড কুপার ( Richard Cooper ) ( ১৯৩৪— )**



আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থযোগান সংক্রান্ত বিষয়ের অধ্যাপক কুপারের অবদান উল্লেখযোগ্য। বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংশোধনের ক্ষেত্রে যে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। কিভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে



**এন্টয়নি অগাস্টিন কুর্নো ( Antoine Augustin Cournot )**

তিনি গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে চাহিদা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। অলিগোপলি তত্ত্ব তাঁহার আলোচনার উপর ভিত্তিশীল। ইহা ব্যতীত বাজারের অন্যান্য কাঠামো লইয়াও তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন যেমন একচেটিয়া কারবার ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা।



**গেরার্ড ডেব্রু (Gerard Debreu)**

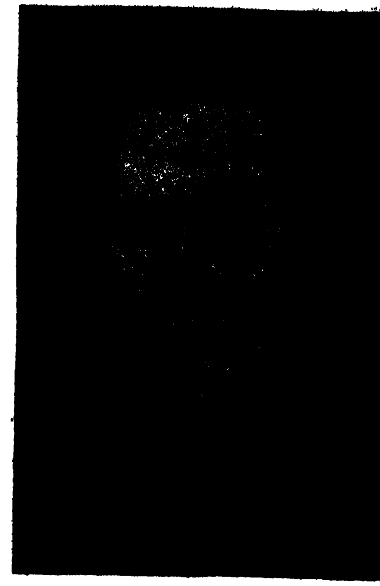
সালে অধ্যাপক ডেব্রু অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহারের সাহায্যে আধুনিক অর্থবিদ্যার বহু তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। মূল্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের বিশ্লেষণে তিনি অধ্যাপক এ্যারোর সহযোগী হিসাবে কার্য করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল : *Theory of Value—An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium* ( John Wiley তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের California বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

**রবার্ট ডর্‌ফম্যান ( Robert Dorfman )**

অর্থবিদ্যায় গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্যামুয়েলসনের মত অধ্যাপক ডর্‌ফম্যানেরও উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। স্যামুয়েলসন ও সোলোর সহিত সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁহাদের *Linear Programming and Economic Analysis* ( 1958, McGraw-Hill ) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বিগত কয়েক দশকে পুস্তকটি ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। বাজার ব্যবস্থা ও মূল্য ব্যবস্থার উপরও তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। বাজার ব্যবস্থার উপর তাঁহার লেখা পুস্তকের নাম হইল : *Prices and Markets* ( Prentice-Hall, । তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।



## পল্ হোয়ার্ড ডগ্লাস্ ( Paul Howard Douglas )



উৎপাদন তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক চার্লস্ কবের সহিত তাঁহার সহযোগিতার ফলে ১৯৪৮ সালে জন্মলাভ করে বিখ্যাত কব-ডগ্‌লাস উৎপাদন অপেক্ষক (Cobb-Douglas Production Function )। মজুরি তত্ত্বের উপরও তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। বিষয়টির উপর লিখিত তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল : *The Theory of Wages* ।

## জেম্স ডুইসেনবেরী ( James Duesenberry )



ভোগ অপেক্ষকের উপর অধ্যাপক ডুইসেনবেরীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেইন্‌সের অনাপেক্ষিক আয় তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া তিনি আপেক্ষিক আয় তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। ইহা ব্যতীত বাণিজ্যচক্র ও সম্প্রসারণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে : *Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour* ( Boston, Harvard University Press, 1949 )

## আরভিং ফিসার ( Irving Fisher ) ( ১৮৬৭—১৯৪৭ )



অর্থবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের নিকট অধ্যাপক ফিসারের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। অর্থের যোগানের সহিত দ্রব্য-মূল্যের সম্পর্ক দেখাইতে গিয়া তিনি অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। তত্ত্বটি ফিসারের পরিমাণ তত্ত্ব নামে পরিচিত। ইহা ব্যতীত সূচক সংখ্যা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। সুদের হার নির্ধারণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সূত্র দুইটি ব্যবহৃত হয় ফিসারই সর্বপ্রথম উহাদের আবিষ্কার করেন। সূত্র দুইটি হইল : নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি এবং আভ্যন্তরীন প্রতিদানের হার পদ্ধতি। তাঁহার রচিত তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ হইল : *The Purchasing Power of Money* ( 1911 ), *The Making of Index Numbers* ( 1922 ) এবং *The Theory of Interest* ( 1930 )।



**রেগ্‌নার ফ্রিস ( Ragnar Frisch )**

অধ্যাপক টিনবারজেন ও অধ্যাপক ফ্রিস অর্থবিদ্যায় সালে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম 'Econometrics' শব্দটি ব্যবহার করেন। অর্থবিদ্যায় গাণিতিক ও পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁহাকে পথীকৃত ( pioneer ) বলা যায়। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে: *New Methods of Measuring Marginal Utility* ( 1932 ); *Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems* ( 1934 ) এবং *Theory of Production*



**জন্ কেনেথ গল্‌ব্রেথ ( John Kenneth Galbraith )**

আধুনিককালে অধ্যাপক গল্‌ব্রেথের রচনা সর্বাধিক বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি কতকগুলি নূতন ধারণার প্রবর্তন করেন যেমন ভারসাম্য বা সমতা-রক্ষাকারী ক্ষমতা ( countervailing power ) কলাকৌশলগত কাঠামো (technostructure) ইত্যাদি। তিনি কিছুদিন ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে *American Capitalism : The Concept of Countervailing Power* ( Hougton Mifflin, 1952 ), *The Affluent Society* ( Hougton Mifflin, 1958 ), *The New Industrial State* ( Hougton Mifflin,



**গড্‌ফ্রায়েড্ হেবারলার ( Gottfried Harberler )**

এখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-তত্ত্বের ক্ষেত্রে অধ্যাপক হেবারলারের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তিনি রিকার্ডোর আপেক্ষিক ব্যয় বা সুবিধা নীতিকে নূতন রূপদান করেন এবং দেশের মোট কল্যাণের দিক হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি বাণিজ্যচক্রসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলির সমন্বয়সাধন করেন। এই প্রসংগে তিনি মুদ্রাস্ফীতি কারণসমূহ বিশ্লেষণ এবং মুদ্রাস্ফীতি দমনের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। পরিশেষে তিনি মূল্যস্তর ( অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ) এবং সূচকসংখ্যার মাধ্যমে



## এলভিন হেন্‌সেন

এলভিন হেন্‌সেনই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেইন্‌সের ধারণাগুলি প্রচার করেন। তাঁহাকে প্রায় সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা হইত এবং তিনি কেইন্‌সের ধারণাগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা বলিতেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যেমন বাণিজ্যতত্ত্ব, গুণক-তত্ত্ব, ফিস্‌ক্যাল নীতি, ইত্যাদি। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল: *A Guide to Keynes* ( 1953 )। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে: *Business Cycle Theory* ( 1927 ) *Monetary Theory and Fiscal Policy* ( 1949 ) ইত্যাদি।



## ফ্রায়েডরিক্ এ. ভন্. হায়েক

অধ্যাপক হায়েক সালে অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মূলধন গঠনের নির্ধারক হিসাবে মূল্য-ব্যবস্থার ভূমিকা লইয়া তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে হইলে সর্বপ্রকার সরকারী হস্তক্ষেপ বর্জন করিতে হইবে। তিনি এডাম স্মিথের মত বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল: *The Road to Serfdom* ( Routledge & Kegan Paul, Univ. Chicago Press, 1944)। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল: *Prices and Production* ( 1931 ) এবং *The Pure Theory of Capital* ( 1941 )।



## জন হিক্‌স ( John Hicks )

১৯১৯ সালে অধ্যাপক হিক্‌স অধ্যাপক এ্যারোর সহিত যুগ্মভাবে অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে অধ্যাপক হিক্‌সেরই সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য অবদান আছে। অর্থবিদ্যার যে সকল শাখায় তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য সেগুলি হইল—মজুরি, টাকাকড়ি, সাধারণ ভারসাম্য, কল্যাণকর অর্থবিদ্যা ( welfare economics ), সামাজিক হিসাবনিকাশ (social accounting), বাণিজ্যচক্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ভোক্তার আচরণ তত্ত্ব, সম্প্রসারণ তত্ত্ব এবং মূলধন তত্ত্ব ( capital theory )। তিনিই প্রথম পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতার ( elasticity of substitution ) ধারণাটি প্রবর্তন করেন। তিনি অর্থবিদ্যার বহু শাখায় গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি বহুসংখ্যক অর্থ-নৈতিক ধারণার ঐতিহাসিক প্রয়োগেও যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক হিক্‌স বহুকাল ধরিয়া Oxford

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক হিক্‌সের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল : *Value and Capital* ( OUP, 1939 )। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে : *Theory of Wages* ( 1932 ), *A Contribution to the Theory of the Trade Cycle* ( 1950 ), *Capital and Growth* *The Crisis in Keynesian Economics*

অধ্যাপক হিক্‌সের সহধর্মিনী আরসুলা হিক্‌সও ( Ursula Hicks ) একজন খ্যাতনামা অর্থবিদ্যাবিদ। সরকারী আয়ব্যয় তত্ত্বে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। শ্রীমতী হিক্‌স সালে পরলোক গমন করেন।

**হেন্‌ড্রিক হাউথেকার ( Hendrick Houthakker ) ( ১৯২৪— )**

অধ্যাপক হাউথেকারের জন্মস্থান হইল নেদারল্যাণ্ডের আমারস্টারডাম। এখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ভোক্তার আচরণ লইয়া গবেষণাই হইল তাঁহার মূল অবদান। এঞ্জেল রেখার বিভিন্ন রূপ লইয়া তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষণা করেন। ইহা ব্যতীত উৎপাদন অপেক্ষকের একটি নূতন রূপ প্রদান করেন। বিভিন্ন শিল্পের দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ-সংক্রান্ত আচরণ লইয়াও তিনি যথেষ্ট গবেষণা করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তিনি রিকার্ডোর তত্ত্বটিকে নূতন রূপ প্রদান করেন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব প্রদর্শন করেন। অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।





**লিওনিড্‌ কেন্‌টোরোভিচ্‌ ( Leonid Kantorovich )**

জন্ম সোভিয়েত ইউনিয়নের সেন্ট পিটারবার্গ শহরে। অর্থবিদ্যার ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তাঁহাকে রৈখিক কর্মসূচী ( Linear Programming ) পদ্ধতির একজন স্রষ্টা বলা চলে। অর্থবিদ্যায় এই পদ্ধতিটির ও অন্যান্য আপেক্ষিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য ১৯৭৫ সালে তিনি অধ্যাপক কুপম্যানসের সহিত যুগ্মভাবে অর্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে : *The Mathematical Method of Production Planning* ( 1939 সালে রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত

হয় এবং 1960 সালে ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়) ; *The Best Uses of Economic Resources* (1954, রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত) ; *Optimal Solution in Economics*



চার্লস পি. কিণ্ডলবার্জার (Charles P. Kindleberger) (১৯১০— )

অধ্যাপক কিণ্ডলবার্জার হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের M. I. T. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁহার রচিত *International Economics* (6th edn.) অর্থবিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত অপর একটি গ্রন্থের নাম হইল *Economic Development* (অধ্যাপক হ্যারিক্ হইলেন পুস্তকটির অপর একজন লেখক)। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব ও মূলধন গমনাগমনের ক্ষেত্রে অধ্যাপক কিণ্ডলবার্জারের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে।



লরেন্স আর ক্লায়েন (Lawrence R. Klein) (১৯২০— )

অধ্যাপক ক্লায়েন ১৯১৯ সালে অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। *'Econometrics'*-এর উপর তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বিভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থার গণিতিক রূপ প্রদান করেন। বাণিজ্যচক্রের পূর্বাভাষ প্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Pennsylvania বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কেইন্‌সের তত্ত্বে উপরও তিনি কাজ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল *The Keynesian Revolution* (Macmillan, 1947)



**জেল্‌ লিং কুপ্‌ম্যানস্‌ ( Tjalling C. Koopmans )**
**( ১৯১০ —      )**

অধ্যাপক কুপ্‌ম্যানস্‌ হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ১৯১৯ সালে অধ্যাপক ওনার মিরডালের সহিত যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অর্থবিদ্যার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গাণিতিক রূপ প্রদান, রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগের সাহায্যে অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিচার, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে উপকরণ বণ্টন, প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ( activity analysis ), ইত্যাদির উপর তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য।



**সাইমন কুজনেট্‌স ( Simon Kuznets )**

জন্ম রাশিয়ায়। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের পরিমাপ এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের উপর মোট জাতীয় উৎপন্ন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের প্রভাব লইয়া তিনি গবেষণা করেন। মূলত এই কারণেই ১৯১৯ সালে তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।



**ওয়েসিলি লিওনটিয়েফ ( Wassily Leontief )**
**( ১৯০৬—      )**

জন্ম রাশিয়ার St. Petersburge শহরে। তিনি এখন New York বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯১৯ সালে তিনি অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। উৎপন্ন-উপকরণ বিশ্লেষণের ( input-output analysis ) জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। রাশিবিজ্ঞানের তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি Heckscher-Ohlin তত্ত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। ফলে এক ধাঁধার সৃষ্টি হয় যাহা লিওন্‌টিয়েফের ধাঁধা ( the Leontief Paradox ) নামে পরিচিত। তাঁহার

রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে: *The Structure of the American Economy, 1919-1929* ( Oxford Uni. Press, 1941 ) ; *Input-Output Economics*



**অ্যাবা পি. লার্ণার ( Abba P. Lerner ) ( ১৯০৩— ৮২ )**

জন্ম রাশিয়ায়। 1944 সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Florida State University-এর অধ্যাপক ছিলেন। 1944 সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক দিক ( the economics of government control ) লইয়া তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। মজুরি বৃদ্ধির উপর কর বসাইয়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার সপক্ষে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে: *The Economics of Control* ( Macmillan, 1944 )। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে : *The Economics of Employment* ( McGraw-Hill, 1951 ) এবং *Essays in Economic Analysis* ( Macmillan, 1953 )।



**স্যার আর্থার লুইস্ ( Sir Arthur Lewis ) ( ১৯১৫— )**

থিয়োডর সুলজের সহিত যুগ্মভাবে 1944 সালে তিনি অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour* ( Manchester School, 1954 )। প্রবন্ধটি হইল ভারতের ন্যায় শ্রম-উদ্বৃত্ত দেশগুলিতে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব সে সম্পর্কে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তাঁহার দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ হইল: *The Theory of Economic Growth* এবং *Economic Planning*।



**রিচার্ড লিপ্‌সে ( Richard Lipsey ) ( ১৯২৮—     )**

জন্ম কানাডার ভিক্টোরিয়া শহরে। এখন তিনি কানাডার Queen's বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কল্যাণকর অর্থবিদ্যায় ( welfare economics ) ক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। ইহা ব্যতীত মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্ব লইয়া তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অধ্যাপক ডন প্যাটিনকিনের মডেলের তিনি একজন মূল সমালোচক। তাঁহার রচিত *An Introduction to Positive Economics* ( Weidenfeld & Nicolson 1944 ) তাঁহাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা আনিয়া দিয়াছে। পুস্তকটিকে ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে।



**জেমস্ মিড ( James Edmond Meade )
( ১৯০৭—     )**

জন্ম ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডে শহরে। ১৯৭৭ সালে তিনি অধ্যাপক ওলিনের সহিত যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আন্তর্জাতিক লেনদেন-উদ্বৃত্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রাথমিক ও যুগান্তকারী অবদান আছে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক নীতি ইত্যাদির উপরও তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল *Theory of International Economic*



**ফ্রেঙ্কো মডিগলিয়ানি ( Franco Modigliani )
( ১৯১৮—     )**

জন্ম ইতালির রোমে। এখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের M. I. T. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক। 1944 সালে

তিনি অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সঞ্চয় অপেক্ষকের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি সঞ্চয় সম্পর্কে জীবনচক্র প্রকল্পটির ( *Life Cycle Hypothesis* ) প্রবর্তক। মূলধন বাজার ও মূলধন দায়ের মূল্যায়ণ ( valuation ) লইয়াও তিনি গবেষণা করেন। এই ব্যাপারে অধ্যাপক মিলার তাঁহাকে সহায়তা করেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার অসংখ্য রচনা ও প্রবন্ধ আছে।

**গুনার মিরডাল ( Gunnar Myrdal )**

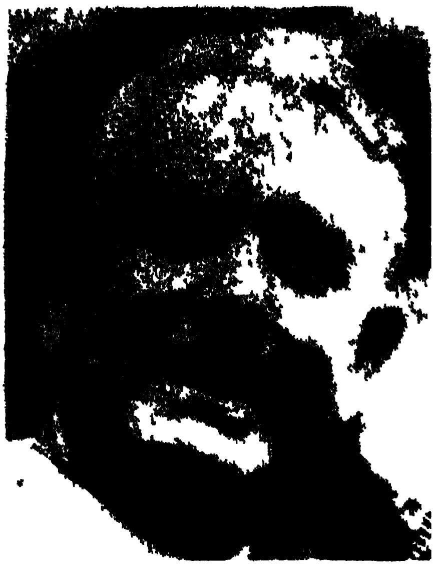


জন্ম সুইডেনে। তিনি এখন সুইডেনের Stockholm বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি অধ্যাপক হায়েকের সহিত যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অ্যাডাম স্মিথ যেরূপ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সম্পদ বৃদ্ধির নানাবিধ পন্থা লইয়া গবেষণা করেন সেরূপ অধ্যাপক মিরডাল এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের দারিদ্রের কারণসমূহ সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার রচিত তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ হইল : *Economic Theory and Underdeveloped Regions* ( Duckworth, Methuen, 1957 ) এবং *Asian Drama . An Inquiry into the Poverty of Nations, 3 vols*. ( Twentieth Century Fund, Pantheon Books, 1944

**উলিয়ম নর্ডাস ( William D. Northaus )**



জন্ম New Mexico রাষ্ট্রের Albuquerque শহরে যাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। তিনি1944 সাল হইতে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর গবেষণাই হইল অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁহার মূল অবদান। অধ্যাপক টবিনের সহিত একযোগে তিনি নীট অর্থনৈতিক কল্যাণের ( Net Economic Welfare—NEW ) ধারণাটি প্রবর্তন করেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের *Economics* গ্রন্থটির দ্বাদশ সংস্করণের তিনি সহ-গ্রন্থকার।



**বারটিল ওলিন ( Bertil Gotthard Ohlin )**

জন্ম সুইডেনের Klippan শহরে। তিনি অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তিনি রিকার্ডোর আপেক্ষিক ব্যয় বা সুবিধার নীতিটি সংশোধিত আকারে পেশ করেন। তাঁহার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, যে দেশে শ্রমের পরিমাণ অধিক ও অন্যান্য উপকরণের পরিমাণ সীমিত সে দেশ শ্রম-নিবিড় দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করিবে। সুতরাং উপকরণসমূহের আপেক্ষিক যোগান দ্বারাই দুইটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হল *Interregional and International Trade* ( 1933 )।



**ডন প্যাটিনকিন ( Don Patinkin )**

জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে। ১৯৪৯ সাল হইতে তিনি জেরুজালেমের Hebrew বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। সাধারণ ভারসাম্য দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করিয়া মূল্য তত্ত্ব ( value theory ) এবং অর্থসংক্রান্ত তত্ত্বের ( monetary theory ) সুষ্ঠু সমন্বয় এবং ইহার মাধ্যমে কেইন্‌সের তত্ত্বের সমালোচনাই হইল তাঁহার মূল অবদান। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল *Money Interest and Prices—An Integration of Monetary Theory and Value Theory* ( Row Peterson 1956 )। কেইন্‌সের General Theory-র মত প্যাটিনকিনের পুস্তকটিও অর্থবিদ্যায় বিপ্লব আনিয়াছে বলা যায়। পুস্তকটি অল্প সময়ের মধ্যে এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে ইহাকে বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়।



**লায়নেল রবিন্‌স ( Lionel Robbins )**

জন্ম ইংলণ্ডের Sipson শহরে আজীবন তিনি London School of Economics-এর অধ্যাপক ছিলেন। অর্থবিদ্যার উপর তাঁহার দেওয়া সংজ্ঞা সর্বাধিক জনপ্রিয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে: *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science* ( Macmillan 1932 ); *The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy* ( Macmillan, 1952 )

**জোন্ রবিন্সন্ (Joan Robinson)**

জন্ম ইংলণ্ডের Camberley শহরে। তিনি Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ধারণাটি প্রবর্তন করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Economics of Imperfect Competition* প্রকাশিত হয়। এই একই বৎসর প্রকাশিত হয় অধ্যাপক চেম্বারলীনের *The Theory of Monopolistic Competition*। ইহা ব্যতীত কেইন্‌সের তত্ত্বের উপর তাঁহার সমালোচনা-মূলক বহু প্রবন্ধ আছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৩৪ সালে তিনিই প্রথম ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের ধারণাটি প্রবর্তন করেন।



**পল্ স্যামুয়েলসন (Paul A. Samuelson)**
(১৯১৫— )

জীবিত অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অর্থবিদ্যাবিদ হইলেও স্যামুয়েলসনের পাণ্ডিত্য বহুমুখী।         সালে তিনি অর্থবিদ্যার উপর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *'Economics'* (পূর্বে নাম ছিল *'Economics : An Introductory Analysis'*) সর্বাধিক পরিচিত। বিখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার গবেষণা গ্রন্থের নাম *'Foundations of Economic Analysis'*—১৯৪৭ সালে প্রকাশিত। স্যামুয়েলসনই প্রথম অর্থবিদ্যাকে বহুলাংশে অংকশাস্ত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন।



**থিয়োডর স্কুলজ (Theodore W. Schultz)**
(১৯০২— )

অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবিক মূলধনের গুরুত্ব বিচার এবং পারম্পরিক কৃষি-ব্যবস্থার রূপান্তরের উপর অধ্যাপক স্কুলজের যথেষ্ট অবদান আছে। মূলত এই দুইটি কারণেই অধ্যাপক আর্থার লুইসের সহিত যুগ্মভাবে         সালে তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করা হয়।





## হারবার্ট সাইমন ( Herbert A. Simon )

অর্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি মুনাফা-সর্বাধিকীকরণ বা বিক্রয়-সর্বাধিকীকরণ কোনটিকেই একটি কার্মের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে একজন ভোক্তা বা একটি কার্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল সন্তুষ্টিকরণ ( satisficing )। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আচরণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি Cyert এবং March-এর সহিত নূতন একটি তত্ত্বের উপস্থাপন করেন। ইহা কার্মের আচরণ তত্ত্ব *( Behavioural Theory of the Firm )* নামে পরিচিত।

## জর্জ স্টিগলার ( George Joseph Stigler )



জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Washington শহরে। এখন তিনি Chicago বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মূল্য তত্ত্ব, শিল্পের সংগঠন এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস এই তিনটি ক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তিনি ১৯৮২ সালে অর্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

## জন রিচার্ড স্টোন ( John Richard Nicholas Stone )



জন্ম লণ্ডনে। ১৯৮৪ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। অধ্যাপক মিডের সহিত যুগ্মভাবে তিনি ১৯৪১ সালে সর্বপ্রথম সরকারীভাবে ব্রিটেনের জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাপ করেন। ভোক্তার ব্যয়ের পরিমাপ ও চাহিদার প্রাককলনের ক্ষেত্রেও তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

**অমর্ত্যকুমার সেন ( Sen, Amartya K. )**
**( ১৯৩৩—     )**



অমর্ত্য সেনের নাম উচ্চারণ করিয়া বাঙ্গালীর গর্ববোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে : জন্ম বোলপুরের শান্তিনিকেতনে। তাঁহার নামটা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। অধ্যাপক সেন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অর্থবিদ্যা লইয়া B. A. ( honours ) পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি ও অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী একই বৎসর ( ১৯৫৩ সালে ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যথাক্রমে প্রথম বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক সেন ১৯৫৫ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পুনরায় B. A. এবং ১৯৫৯ সালে Ph. D. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কলিকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন সুরু করেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সেই ওঁনাকে ওখানকার অর্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত করার বির্তকের সৃষ্টি হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৫৭ হইতে      সাল পর্যন্ত তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Trinity কলেজের fellow হইয়া থাকেন।      সালে তিনি পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক বছর ধরিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকেন। পুনরায়      সালে তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। ছয় বৎসর      লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত থাকার পর      সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। দশ বৎসর থাকার পর      সালে তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute Professor পদে যোগদান করেন। এই ধরনের সম্মান পৃথিবীর খুব স্বল্প সংখ্যক অধ্যাপককেই এ পর্যন্ত প্রদান করা হইয়াছে। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন M. I. T.-তে বহুদিন পূর্বেই এই সম্মান লাভ করিয়াছেন। বিশ্ব ব্যাংকের হইয়াও অধ্যাপক সেন কিছুকাল কাজ করেন। এই সময়ই তিনি রচনা করেন *Employment Technology and Development*

অবশ্য অধ্যাপক সেন রচিত সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ হইল *Choice of Techniques* ( Black-      । ইহাই তাঁহার গবেষণা গ্রন্থ। এই দুইটি পুস্তকে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার পরিমাপ ও ইহার পরিপ্রেক্ষিত সঠিক বিনিয়োগ সূত্র ( investment criteria ) নির্ধারণ সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে *Collective Choice and Social Welfare*

**রবার্ট এম. সোলো ( Robert M. Solow ) ( ১৯২৪—     )**

M. I. T-এর অধ্যাপক সোলো ১৯৮৭ সালে অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল সম্প্রসারণ তত্ত্বের ( neo-classical growth theory ) স্রষ্টা। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মূলধন তত্ত্ব ও সম্প্রসারণ তত্ত্বের উপর যুগান্তকারী অবদান আছে। সম্প্রতিকালে তিনি অপুর্ণ-নবীকরণ করা যায় এইরূপ সম্পদের ( non-renewable resources ) এবং সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। তাঁহার রচিত দুইটি প্রবন্ধ ( A Contribution to the

Theory of Growth), *Quarterly Journal of Economics* (Feb. 1956) এবং Technical Change and the Aggregate Production Function (*Review of Economics and Statistics, August, 1957*) অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে সে বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানিগণ সকলেই একমত। তাঁহার রচিত একটি পাঠ্যপুস্তক হইল *Growth Theory : An Exposition* (Oxford Univ. Press, ) । ইহা ব্যতীত অধ্যাপক ডরফ্‌ম্যান ও স্যামুয়েলসনের সহিত যুগ্মভাবে তিনি একটি উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটির নাম হইল *Linear Programming and Economic Analysis* (McGraw-Hill, 1958)। এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া নবীন অর্থবিজ্ঞানিগণ সম্প্রসারণ তত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।



**পল সুইজি (Paul M. Sweezy) (১৯১০— )**

জন্ম New York শহরে। এখন তিনি Monthly Review পত্রিকার সম্পাদক। তিনি অলিগোপলি সংক্রান্ত বাজারের আচরণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কোন বিশিষ্ট চাহিদা রেখার মডেলটি প্রবর্তন করেন। ইহা ব্যতীত বিকল্প অর্থ-ব্যবস্থার গুণাগুণ লইয়াও আলোচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে: *The Theory of Capitalist Development* (OUP, 1942) এবং *Monopoly Capital* [P. A. Baron-এর সহিত (Monthly Review Press,



**জেমস টবিন (James Tobin) (১৯১৮— )**

জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Champaign শহরে। মনে-প্রাণে তিনি কেইন্‌সের সমর্থক এবং মিলটন ফ্রিডম্যান ও চিকাগো স্কুলের বিরোধী। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ তত্ত্বের অর্থের ভূমিকা লইয়া তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। ইহা ব্যতীত মুদ্রাস্ফীতি তত্ত্বের উপরও তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে: *National Economy Policy* (Yale Univ. Press, ); *Essays in Economics : Macroeconomics* (Markham Pub.,



# সূচীপত্র

# দ্বিতীয় খণ্ড ১০৫—৫১২

## ব্যষ্টিবাচক অর্থ-ব্যবস্থা

### বাজার ও দাম

# তৃতীয় খণ্ড

## সমষ্টিবাচক অর্থ-ব্যবস্থা



### জাতীয় আয়, নিয়োগ ও মূল্যস্তর

# চতুর্থ খণ্ড

## আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থের যোগান ৭১৮—৭৯১

# ১ | অর্থবিদ্যার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র
## ( Nature and Scope of Economics )

*"Economics is the study of the arrangements that societies make for the use and development of their scarce resources."*

Paul Bennett and others : *Understanding Economics*

> আমরা কিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করি ইহা লইয়াই অর্থবিদ্যা আলোচনা করে। সীমাহীন অভাব পরিতৃপ্তির জন্য অর্থোপার্জনের যে বিবিধ ও বিরতিবিহীন প্রচেষ্টা অর্থবিদ্যার আলোচনা ইহা হইতেই সুরু।

### ১.১. অর্থবিদ্যা শাস্ত্রের বিবর্তন ( Evolution of Economics )

অর্থবিদ্যা চর্চা প্রথম সুরু হয় প্রাচীন গ্রীসে। ঐ দেশে অর্থবিদ্যাকে পরিবার পরিচালনার বিজ্ঞান ( science of household management ) বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু প্রকৃত অর্থে শাস্ত্র হিসাবে অর্থবিদ্যার ( Economics ) বয়স মাত্র দুইশত বৎসরের কিছু উপর—অর্থবিদ্যার উপর প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে। গ্রন্থকার ছিলেন এ্যাডাম স্মিথ এবং তিনিই অর্থবিদ্যার জনক বলিয়া পরিচিত। গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত নাম হইল *( The Wealth of Nations )*। এ্যাডাম স্মিথ বহু নূতন ধারণার অবতারণা করেন। তিনিই প্রথম শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ধারণাটির সুষ্ঠু রূপ দেন। তিনি মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতা বর্ণনা করিতে গিয়া অদৃশ্য হস্তের ( the invisible hand ) ধারণাটি আবিষ্কার করেন। উপরন্তু, একটি আদর্শ কর-ব্যবস্থায় কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সে-সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে তিনি আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতিটি ( The Law of Absolute Advantage or Cost ) আবিষ্কার করেন।

ইহার পর ১৭৯৮ সালে ইংলণ্ডের ধর্মযাজক টমাস রবার্ট ম্যালথাস জনসংখ্যার উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার জনসংখ্যাতত্ত্ব এখনও যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কয়েক বছর পরে ১৮০৩ সালে ফরাসী অর্থবিদ্যাবিদ জে. বি. সে ( J. B. Say ) একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকটির নাম হইল *A Treatise on Political Economy*। তিনি বাজার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি আবিষ্কার করেন যাহা সে-র নীতি ( Say's Law ) নামে পরিচিত। তাঁহার মূল বক্তব্য হইল—যোগান আপনা হইতেই চাহিদার সৃষ্টি করে ( *supply creates its own demand )*।

১৮১৭ সালে ডেভিড রিকার্ডো প্রকাশ করেন আর একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ, যাহার নাম হইল *( The Principles of Political Economy and Taxation )*। রিকার্ডো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কার করেন—খাজনা তত্ত্ব এবং আপেক্ষিক ব্যয় বা সুবিধার নীতি যাহা আজও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই চারজন লেখক ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদ নামে পরিচিত। এই পুস্তকের পরবর্তী স্তরে আমরা ইঁহাদের তত্ত্ব লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিব।

ইহার পর সুরু হয় নয়া ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণের যুগ। ১৮৪৮ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁহার *Principles of Political Economy* প্রকাশ করেন এবং তিনি এ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর

তত্ত্বের সামান্য আলোচনা করিয়া দু-একটি নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করেন—যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি পারস্পরিক চাহিদা সূত্রের ( The Law of Reciprocal Demand ) উদ্ভাবন করেন।

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয় কার্ল মার্ক্সের *Das Capital*। এই গ্রন্থে তিনি ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা বিবর্তিত হইয়া কিভাবে সমাজতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে ইহাই আলোচনা করেন।

১৮৯০ সালে আর একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা হইল এ্যালফ্রেড মার্শালের *Principles of Economics*। ইহাই হইল ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যার *( Micro-economics )* উপর লিখিত প্রথম গ্রন্থ।[১] অধ্যাপক মার্শালই প্রথম চাহিদা ও যোগানের ধারণাটি আবিষ্কার করেন। তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার আবিষ্কার করেন। ইহা হইল স্থিতিস্থাপকতার *( elasticity )* ধারণা।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৯০০ সাল নাগাদ—জে. বি. ক্লার্ক আয়বণ্টন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। ইহা আয়বণ্টন সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব *( marginal productivity theory of distribution )* নামে পরিচিত। মার্শাল ও ক্লার্ক নয়া-ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যা-বিদদের মধ্যে ( Neo-classical Economists ) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুটি নাম।

ইহার পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। গ্রন্থের রচয়িতা হইলেন জন মেনার্ড কেইন্স্ এবং তাঁহার গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম হইল *The General Theory*। ইহাই সমষ্টি-বাচক অর্থবিদ্যার উপর লিখিত প্রথম পুস্তক।

ইহাই হইল অর্থবিদ্যা শাস্ত্রের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সকল লেখকদের তত্ত্ব ও ধারণা লইয়াই আলোচনা করা হইবে। এ প্রসংগে নিম্নের তালিকাটি দ্রষ্টব্য।

## সারণি ১.১. অর্থবিদ্যা শাস্ত্রের বিবর্তন

| লেখকের নাম | পুস্তকের নাম | প্রকাশের সাল | মূল তত্ত্ব |
|---|---|---|---|
| ১. এ্যাডাম স্মিথ ( ১৭২৩-৯০ ) | The Wealth of Nations | ১৭৭৬ | সমাজ একটি অদৃশ্য হস্ত দ্বারা পরিচালিত হয়। |
| ২. টি. আর. ম্যালথাস ( ১৭৬৬-১৮৩৫ ) | An Essay on the Principles of Population as it Affects the Future Improvement of Society | ১৭৯৮ | জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে এবং খাদ্যশস্যের যোগান পাটি-গণিতিক পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পায়। |
| ৩. জে. বি. সে ( ১৭৬৭-১৮৩২ ) | A Treatise on Political Economy | ১৮০৩ | যোগান আপনা হইতেই চাহিদার সৃষ্টি করে। |
| ৪. জে. এস. মিল ( ১৮০৬-৭৩ ) | Principles of Political Economics | ১৮৪৮ | বাণিজ্য শর্ত পারস্পরিক চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। |
| ৫. কার্ল মার্ক্স ( ১৮৮৩- | Das Capital | ১৮৬৭ | ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা কালক্রমে সমাজতন্ত্রে পরিণত হইবে। |
| ৬. জে. এম. কেইন্স্ ( ১৮৮৩-১৯৪৬ ) | The General Theory of Employment, Interest and Money | ১৯৩৬ | সমাজের মোট ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াই নিয়োগ সৃষ্টি করা যায়—সুতরাং চাহিদাই যোগান সৃষ্টি করে। |

১. সারণি ১.১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা এই ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা লইয়াই আলোচনা করিব।

## ১.২. অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ( Subject Matter of Economics )

আমরা কিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করি ইহা লইয়াই অর্থবিদ্যা আলোচনা করে। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয় নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে।

মানুষের অপরিসীম অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু হয়। একদিকে আছে মানুষের অসংখ্য অভাব। আমরা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বহুবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ করি। আমাদের প্রয়োজন হয় খাদ্যের, বস্ত্রের, বাসস্থানের, আমোদপ্রমোদের। কিন্তু আমাদের সকলেই সমানভাবে এই সকল দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। ইহার কারণ হইল আয়ের সীমাবদ্ধতা।

আমরা প্রত্যেকেই নানাবিধ কাজকর্মে লিপ্ত থাকি। এগুলির মধ্যে যে-সকল কাজকর্ম অর্থ-উপার্জন ও অর্থব্যয়ের সহিত জড়িত তাহাদের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ( economic activity ) বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সকল কাজকর্মের মাধ্যমে আমরা যে অর্থ উপার্জন করি তাহা ব্যয়িত হয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার উপর।

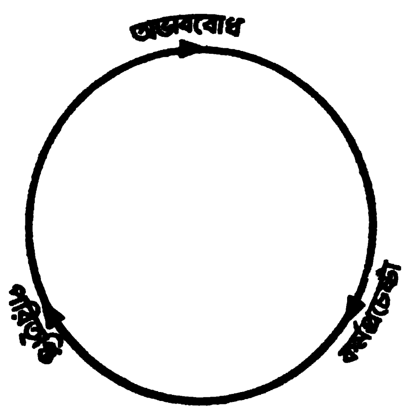
মানুষের প্রাথমিক অভাবগুলি পূরিত হইলে সে অভাববোধ করিবে উন্নত ধরনের জীবনের। অধিক পরিমাণে ও উৎকৃষ্ট জাতের ভোগ্যদ্রব্যের—যেমন টি. ভি সেট, মোটর গাড়ী, ইত্যাদি। তখন সে সচেতন হইবে এই সকল নূতন অভাব মিটাইতে। মাধ্যমিক এই সকল অভাব মিটিলে আবার দেখা দিবে নূতনতর অভাব—যেমন বিদেশ ভ্রমণ, নূতন অট্টালিকা ক্রয়, ইত্যাদি। এইভাবে সীমাহীন অভাবের পশ্চাতে সে ছুটিয়াই চলিবে।

---

**স্মর্তব্য বিষয় :** সীমাহীন অভাব পরিতৃপ্তির জন্য অর্থোপার্জনের এই যে বিবিধ ও বিরতিবিহীন প্রচেষ্টা অর্থবিদ্যার আলোচনা ইহা হইতেই শুরু।

---

নিম্নের চক্রটি দ্রষ্টব্য :




চিত্র নং ১.১ অর্থনৈতিক চক্র।

এ পর্যন্ত আমরা দুইটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি—(১) মানুষের অভাব হইল অপরিসীম। (২) কিন্তু মানুষের অভাবমোচনের ক্ষমতা হইল সীমাবদ্ধ ( কারণ তাহার আয় বা অর্থোপার্জনের ক্ষমতা সীমিত )। সুতরাং মানুষকে সতর্কভাবে চলিতে হয়। সীমিত অর্থ দ্বারা অপরিসীম অভাববোধের জন্য প্রয়োজন হয় নির্বাচনের (choice)।

---

**অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু :** অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনের সমস্যা লইয়াই অর্থবিদ্যা আলোচনা করে।

---

আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অপ্রচুর উপকরণগুলির বিকল্প ব্যবহারের কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি। এ কথা একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একজন

ব্যক্তিকে সীমিত আয় দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। একজন ছাত্র প্রথম মাসে সাধারণত একটি গণিতের বই ক্রয় করে। পরের মাসে সে অর্থবিদ্যার বই ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। অনুরূপভাবে ভারতে যে কয়লা আছে তাহার দ্বারা ইঞ্জিন চালান যায়, রান্না করা যায়, কলকারখানায় যন্ত্রপাতি চালান যায়। এই বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে সীমিত উপকরণকে বন্টন করা হইল অপর একটি অর্থনৈতিক সমস্যা।

এ প্রসংগে অধ্যাপক লর্ড রবিনসের (Lord Robbins)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি খুবই প্রাসংগিক।

---

**রবিনসের সংজ্ঞা : অসংখ্য উদ্দেশ্য (ends) এবং বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য উপকরণগুলির (means) মধ্যে মানুষের কাজকর্ম যে-সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থবিদ্যা তাহারই পর্যালোচনাকারী বিজ্ঞান।[১]**

---

উপরের সংজ্ঞাটি হইতে তিনটি বিষয় পরিস্ফুট হয় :

(১) মানুষের উদ্দেশ্য (বা অভাববোধ) হইল অসীম।

(২) অভাব মিটাইবার উপকরণগুলি হইল অপ্রচুর।

(৩) উপকরণগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যায়।

## ১.৩. অর্থনৈতিক কাজকর্মের লক্ষ্য ( Aims of Economic Activity )

অতএব, ঠিক অভাবের দরুন নয়, অভাবমোচনের উপকরণের অপ্রাচুর্যের জন্যই আমরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হই। উপকরণসমূহ অপ্রচুর বলিয়া প্রথমত আমাদিগকে অপচয় পরিহারের মাধ্যমে ঐ সকল উপকরণকে যথাসম্ভব সুপ্রচুর করিয়া তুলিতে হয়। ইহাকে বলা হয় ব্যয়সংক্ষেপ ( economising )। দ্বিতীয়ত, তৎসত্ত্বেও উপকরণসমূহ অপ্রচুর থাকিয়া যায় বলিয়া নির্বাচন ( choice ) বা বাছাই করিয়া উহাদের ব্যবহার করিতে হয়। অতএব, সমস্যা হইল দ্বিবিধ : মূলত অপ্রাচুর্যের ( scarcity ) এবং দ্বিতীয়ত নির্বাচনের ( choice )। এবং এই দ্বিবিধ সমস্যাই বর্তমানে 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বে' ( theory of scarcity and choice ) পরিণত হইয়া অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

**অর্থনৈতিক সমস্যা ( Economic Problem ) :** অর্থবিদ্যাবিদের আলোচ্য বিষয় হইল অর্থনৈতিক সমস্যা ( economic problems )। সাধারণ লোক জানে যে অর্থবিদ্যাবিদ মজুরি, দারিদ্র্য, মুদ্রাস্ফীতি, মন্দাবস্থা ( recession ), বেকার-সমস্যা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করেন। এই সকল সমস্যা যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির ন্যায় রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা হইতে পৃথক, সে-সম্বন্ধেও তাহাদের মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্তু পার্থক্য যে ঠিক কোথায় তাহা তাহারা ঠিক ধরিতে পারে না; রবিনসের সংজ্ঞার অনুসরণে বলা যায়, আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য উপকরণ'কে আয়ের ( income ) অর্থে এবং অসংখ্য উদ্দেশ্য বলিতে ঐ আয় বা অর্থ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য পোশাকপরিচ্ছদ আসবাবপত্র আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি যে-সকল প্রয়োজনীয় ও কাম্য দ্রব্য ক্রয় করিতে চাই তাহা বুঝি। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আয় বা অর্থ অপ্রচুর; ইহা দ্বারাই আমাদিগকে অসংখ্য অভাব পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা করিতে হয়। ফলে আমাদিগকে বিভিন্ন অভাব এবং অভাবের বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়—যেমন এ-মাসে একটি জামা কিনিব, না একখানি পাঠ্যপুস্তক কিনিব তাহা বিচার করিতে হয়; বাজারে গিয়া আর একটু মাছ কিনিব, না আর কিছুটা আলু-বেগুন কিনিব তাহা নির্ধারণ করিতে হয়।

---

১. "Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between *ends* and *scarce means* which have *alternative uses.*" Lord (Lionel ) Robbins : *Essay on the Nature and Significance of Economic Studies.*

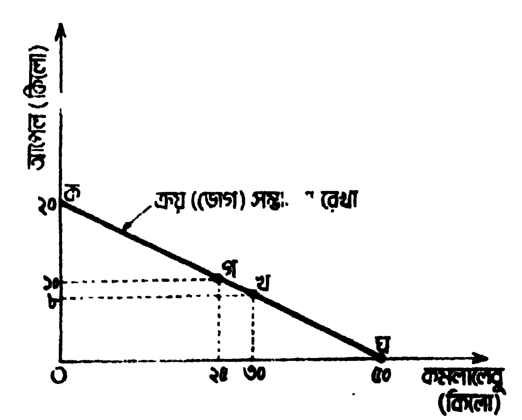
এই যে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনের সমস্যা তাহাই প্রতিফলিত হয় বৃহত্তর সামাজিক জীবনে এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এ-সম্বন্ধে তত্ত্বই হইল আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। আমরা সব সময়ই অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন আছি এবং চিরকালই থাকিব। এবং যদি অপ্রাচুর্য বলিয়া কিছু না থাকিত, তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থা ( economic system ) বলিয়া কিছু থাকিত না এবং অর্থবিদ্যার আলোচনারও প্রয়োজন হইত না।

নির্বাচন যে অপ্রাচুর্যের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত—তাহাও আমরা দেখিয়াছি (৩-৪ পৃষ্ঠা)। অপচয় পরিহারের মাধ্যমে উপকরণগুলিকে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উহারা অপ্রচুর থাকিয়া যায় বলিয়াই নির্বাচন বা বাছাই করিয়া—অর্থাৎ উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অংশবণ্টন ( apportionment of resources ) করিয়া—উহাদিগকে ব্যবহার করিতে হয়। ইহাকে ইংরাজীতে বলে প্রতিরক্ষা বনাম খাদ্যের প্রশ্ন ( the problem of guns *v.* butter )। অর্থাৎ, খাদ্য বা মাখন উৎপাদনে বেশী উপকরণ নিয়োজিত করিলে প্রতিরক্ষার অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন স্বভাবতই হ্রাস পায় এবং প্রতিরক্ষার দিকে বেশী দৃষ্টি দিলে খাদ্য (বা মাখন ) উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ব্যক্তির দিক হইতেও বিষয়টি দেখা যাইতে পারে। আমাদের অধিকাংশের আয় বা অর্থ অপ্রচুর বলিয়াই আমাদিগকে নির্বাচন করিতে হয়—সময় বা সামর্থ্য অপ্রচুর বলিয়াই তাহাদের নিয়োগ সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়। অর্থাৎ, বিভিন্ন ব্যবহারের ( uses ) মধ্যে আমাদের অর্থ, সময় ও সামর্থ্যের বণ্টনের সুব্যবস্থা করিতে হয়।

এইভাবে অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানকল্পে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন'ই ( scarcity and choice ) আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া উঠে।

ধরা যাউক, একজন ব্যক্তির মোট আয় হইল ১০০ টাকা এবং সে আপেল ও কমলালেবু এই দুই দ্রব্য ভোগ করে। আপেলের বাজার দাম হইল কিলো প্রতি ৫ টাকা এবং কমলা লেবুর দাম হইল কিলো প্রতি ২ টাকা। সে এই সীমিত আয় দ্বারা কি পরিমাণ এই দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে তাহা নিম্নের রেখাচিত্রটিতে দেখান হইয়াছে। এখানে ক খ সরলরেখাটিকে ক্রয় সম্ভাবনা রেখা ( purchase possibility curve ) বলিয়া গণ্য করা হয়। ক বিন্দুতে দেখা যাইতেছে আমাদের ভোক্তা তাহার আয়ের সমস্তটাই আপেলের উপর ব্যয় করিতেছে এবং ১০০ টাকা খরচ করিয়া ২০ কিলো আপেল ক্রয় করিতেছে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে খ বিন্দুতে সে ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ৫০ কিলো কমলালেবু ক্রয় করিতেছে। আবার সে যদি দুইটি দ্রব্যই ক্রয় করেন তাহা হইলে গ বা ঘ বিন্দুতে অবস্থান করিতে পারে। গ বিন্দুতে দেখা যাইতেছে যে সে ১০ কিলো আপেল ও ২৫ কিলো কমলালেবু ক্রয় করিতেছে।




চিত্র ১.২ ক্রয় সম্ভাবনা রেখা

## ১.৪. অর্থবিদ্যার একটি পূর্ণাংগ সংজ্ঞা ( A Fuller Definition of Economics )

এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক জীবনের পরিমাণগত দিকের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়—দেখা হয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ করা হইল এবং সংগে সংগে কতটা খাদ্য যোগান দেওয়া সম্ভব হইল। প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করিতে গেলে উপকরণবন্টনের ( resource allocation ) নূতন ব্যবস্থা করিতে হয় বলিয়া ব্যয় ও সুবিধার প্রশ্ন ( the question of cost and benefit ) উঠে। অর্থাৎ, দেখিতে হয় যে খাদ্যোৎপাদন কতটা হ্রাস পাইল ( ব্যয় ) এবং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা কতটা জোরদার হইল ( সুবিধা )। আবার উপকরণ-বন্টন পদ্ধতি যদি উন্নত হয় তাহা হইলেও আর এক প্রকার ব্যয় ও সুবিধার প্রশ্ন রহিয়াছে। কৃষিক্ষেত্র যন্ত্রীকরণের ( mechanisation of agriculture ) ব্যয় অবশ্যই আছে, আবার সুবিধাও আছে। ইহার ফলে বহু কৃষি-শ্রমিক যেমন বেকার হইয়া পড়িবে, তেমনি আবার কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবে, ইত্যাদি। সুতরাং এই ব্যয় ও সুবিধার প্রশ্নও অর্থবিদ্যার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এইরূপ একটি পূর্ণাংগ সংজ্ঞা হইল অধ্যাপক পল স্যামুয়েলসনের—যথা :

**কিভাবে ব্যক্তিসমূহ ও সামাজিক সংস্থা, টাকাকড়ির মাধ্যমে বা টাকাকড়ি ছাড়া, দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য উৎপাদনের অপ্রচুর উপকরণসমূহ নিয়োগ করে এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বন্টন করে— অর্থবিদ্যা তাহারই পর্যালোচনাকারী শাস্ত্র। উপরন্তু, এই শাস্ত্র উন্নততর উপকরণ-বন্টন পদ্ধতির ব্যয় ও সুবিধা লইয়াও আলোচনা করে।[১]**

সংজ্ঞাটিতে 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব' পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে—উহাতে বিভিন্ন ক্ষেত্র, বর্তমান-ভবিষ্যৎ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নির্বাচনের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। আবার টাকাকড়ি ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বিনিময়কে উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। টাকাকড়ি ছাড়াও যে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতে পারে, তাহাও বলা হইয়াছে। পরিশেষে ব্যয় ও সুবিধার ধারণাও উল্লিখিত হইয়াছে।

**উপসংহার :** তবুও কিন্তু বলা যায়, অর্থবিদ্যাশাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হইল অপ্রাচুর্যের সমস্যা।

স্টিগ্‌লারের ভাষায়, "সমাজের পক্ষে উহার সভ্যদের ইচ্ছামত পরিমাণে রুটি, টেলিভিসন-সেট ও বোমারু বিমান সরবরাহে অক্ষমতা হইতেই নির্বাচন, বিনিময় ইত্যাদির প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহ আসিয়া পড়ে। অতএব, অপ্রাচুর্য ও তৎপ্রসূত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

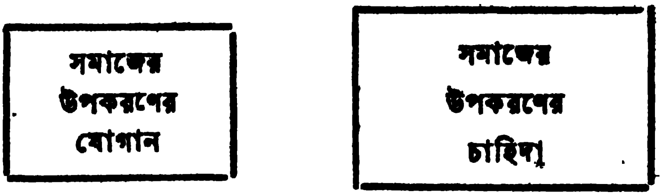
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আধুনিক অর্থবিদ্যা ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়ের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের পর্যালোচনা করিলেও ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির উপরই অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়—অর্থাৎ লোকে ব্যক্তি হিসাবে নয়, জাতি হিসাবে উক্ত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয়, তাহার আলোচনাই অধিক করে।

## ১.৫. সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ( Economic Problems of Society )

**সমস্যা ১ :** সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা বলিতে সাধারণত উপকরণের—যেমন জমি, শ্রম, মূলধন, ইত্যাদির অপ্রাচুর্যের সমস্যার কথাই উল্লেখ করা হয়। পরপৃষ্ঠায় চিত্রটির দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

---

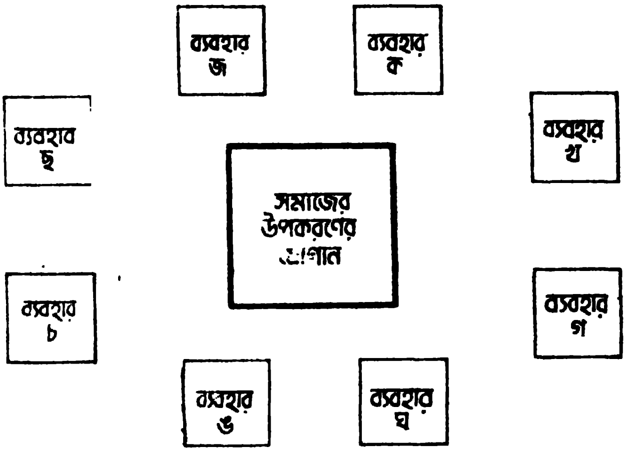
১. "Economics is the study of how men and society end up choosing, *with or without* the use of money, to employ scarce productive resources that could have alternative uses, to produce various commodities and distribute them for consumption, now or in the future, among various people and groups in society. It analyses the costs and benefits of improving patterns of resource allocation." *Economics* (10th Edn.)




চিত্র ১.৩ অপ্রাচুর্যজনিত সমস্যা

ইহাই হইল মূল অর্থনৈতিক সমস্যা। ইহা সমাজের উপকরণের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের অসামঞ্জস্যতার ভিতর পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু উপকরণগুলি অপ্রচুর এবং মানুষের অভাব অপরিসীম সেহেতু মানুষ বা সমাজকে সতর্ক হইয়া চলিতে হয়—ইহাকে অপ্রচুর উপকরণগুলির ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাকেই অপচয় ন্যূনতম করার ( economising problem ) সমস্যা বলা যায়। অর্থবিদ্যা শব্দটি অপচয় ন্যূনতম করা বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করা ( economy ) হইতে উদ্ভূত।

সমস্যা ২ : সমাজের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা হইল নির্বাচনের সমস্যা। নিম্নের চিত্রটির সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

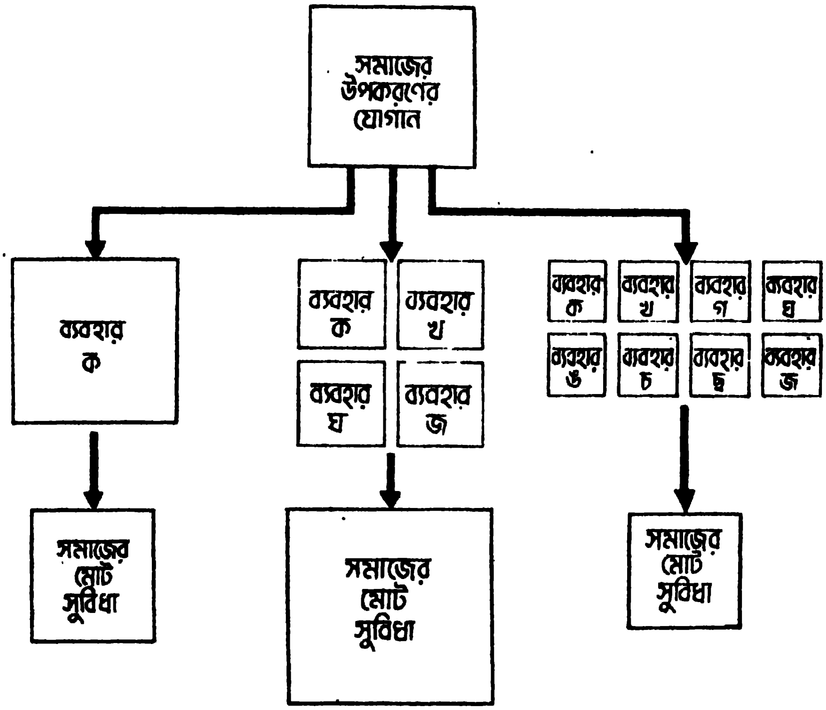



চিত্র ১.৪ নির্বাচনের সমস্যা

যেহেতু উপকরণগুলির যোগান সীমিত, সমাজকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে কোন্ চাহিদা বা অভাববোধ প্রথমে মিটান প্রয়োজন এবং কোন্‌টিকে এখন না মিটাইলেও চলে। যেমন, দেশের জমির পরিমাণ সীমিত বলিয়া ইহা প্রথমেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন কিভাবে জমি ব্যবহৃত হইবে—চাষবাসের জন্য না বাড়ী তৈয়ারীর জন্য না কলকারখানা স্থাপনের জন্য। উপরের রেখাচিত্রে একটি উপকরণের—ধরা যাউক জমির—মোট পরিমাণের সীমাবদ্ধতা দেখান হইয়াছে এবং ইহার বিকল্প ব্যবহারের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

সমস্যা ৩ : যেহেতু উপকরণের পরিমাণ অত্যল্প সেহেতু এগুলিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে হয়। এই প্রসংগে আমরা দক্ষতার ( efficiency ) ধারণাটার সূচনা করিব। দক্ষতা শব্দটি উপকরণের সহিত

উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন করিতে সহায়তা করে। সমাজের দক্ষতা তখনই সর্বাধিক হয় যখন সমাজের উপকরণগুলির সুষ্ঠু ও যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের মোট উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাধিক করা




চিত্র ১.৫ দক্ষতার সমস্যা

সম্ভব হয়। উপরের চিত্রটি দ্বারা ইহা দেখান হইয়াছে। সমাজের মোট উপকরণগুলিকে বিভিন্নভাবে বণ্টন করিলে সমাজের মোট সুবিধা ( total benefit to society ) কখনই এক হইবে না। উপরের তিনটি সম্ভাব্য উপকরণ বণ্টনের মধ্যে দ্বিতীয়টিই সর্বাপেক্ষা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয় কারণ ইহাই সমাজের মোট সুবিধাকে সর্বাধিক করে।

## ১.৬. মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা ( The Central Economic Problems )

প্রতিদিন এবং প্রতিনিয়ত আমরা বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হই—যেমন দারিদ্র্য, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, ইত্যাদি। অবশ্য আমরা যদি সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা ( the economic problem ) শব্দটি ব্যবহার করি তাহা হইলে আমরা অবশ্য মোট সম্পদের অপাচুর্যজনিত সমস্যার কথাই উল্লেখ করিতেছি বলা যায়। আমরা সোবিয়েত ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলি অথবা আর্জেনটিনা বা পোলাণ্ডের কথাই বলি আমরা দেখি যে প্রতিটি সমাজই এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রত্যেক সমাজকেই অপ্রচুর উপকরণসমূহের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়ে নির্বাচন করিতে হয়। প্রখ্যাত মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ পল স্যামুয়েলসনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে প্রতিটি অর্থনৈতিক সমাজকে নিম্নলিখিত তিনটি মৌল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হয় :

(ক) সীমিত উপকরণ দ্বারা কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে—জামাকাপড়, খাদ্যদ্রব্য, মোটরগাড়ী, সাবমেরিন, টেলিভিসন সেট, ইত্যাদি ?

(খ) কিভাবে নির্বাচিত দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করা হইবে? অর্থাৎ, কিরূপভাবে আমরা সীমিত উপকরণগুলিকে একত্র করিয়া উহাদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাম্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিব?

(গ) কাহার জন্য প্রস্তুত করা হইবে? অর্থাৎ, কিভাবে দ্রব্যাদি ও সেবা বন্টিত হইবে? অন্যভাবে বলিতে গেলে যখনই আমরা দ্রব্যাদি ও সেবা প্রস্তুত করি তখনই জনসাধারণের মধ্যে এগুলি বন্টন ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

## ১.৭. একই প্রশ্নসমূহের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর (Different Answers to the Same Questions):

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা সমাজের তিনটি মৌল সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছি। উপকরণ-সমূহের অপ্রাচুর্যের জন্য সকল অর্থ-ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সমাজ—তাহা ধনতান্ত্রিক হউক বা সমাজতান্ত্রিক হউক বা মিশ্র হউক—এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করিতে হয়। এখন দেখা যাইতে পারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থায় এই সমস্যাগুলির কিভাবে সমাধান করা হয়।

**সমাজতন্ত্র (Socialism):** সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় পরিকল্পনার ব্যবস্থার (planning system) সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করা হয়। রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা হইল অর্থ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার একটি যন্ত্রবিশেষ। এই পরিকল্পনার সাহায্যেই মৌল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সুষ্ঠু সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়। এ-সম্পর্কে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

**ধনতন্ত্র (Capitalism):** ধনতন্ত্রে বা অবাধ উদ্যোগমূলক (free enterprise) অর্থ-ব্যবস্থায় মূল্য-ব্যবস্থার সাহায্যে এই সকল সমস্যার সমাধান করা হয়। এই মূল্য-ব্যবস্থা বলিতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যেখানে সমাজের সকল অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বাজারের কার্যকলাপের সাহায্যে গ্রহণ করা হয়।[১]

বর্তমান সমাজে দেখা যায় প্রতিটি জিনিসের—শ্রম, খাদ্যদ্রব্য, শেয়ার ইত্যাদির—একটি করিয়া বাজার-দাম (market price) আছে। এই বাজার-দাম চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বাজার-দামসমূহের দ্বারা 'কি', 'কিভাবে' এবং 'কাহার জন্য'—এই তিনটি মূল বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর বহু ক্ষেত্রেই আমরা মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা করিব। অবশ্য অ্যাডাম স্মিথ ও মার্শালের মত অর্থবিদ্যাবিদগণ যে ধরনের মূল্য-ব্যবস্থার কথা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা আজিকার মত জটিল অর্থ-ব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃহদায়তনের একচেটিয়া ব্যবসায় এবং শ্রমিক সংঘের উৎপত্তির ফলে মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতার মধ্যে বহুবিধ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে আজিকার বাজার-ব্যবস্থাকে অবাধ উদ্যোগমূলক না বলিয়া ধনতান্ত্রিক বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত।

**মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (The Mixed Economy):** আজিকার দিনে প্রকৃত ধনতন্ত্র বা প্রকৃত সমাজতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই। সকল অর্থ-ব্যবস্থাতেই উভয়ের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই অর্থে সকল অর্থ-ব্যবস্থাই হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা—অর্থাৎ, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত ক্ষেত্রের (public sector) এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের সহাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় আমরা মূল্য বা বাজার ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা ব্যবস্থা উভয়েরই অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই কারণে উভয় দ্বারাই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়।

---

১. "The price system is the situation when the economic decisions in the economy are reached through the workings of the market." John Beardshaw : *Economics*

## ১.৮. অর্থবিদ্যার পরিধি ( Scope of Economics )

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই অর্থবিদ্যার পরিধি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। প্রথমত, দেখা গিয়াছে যে অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। সুতরাং ইহা মাত্র সমাজভুক্ত লোকেরই অভাবমোচনসংক্রান্ত কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কোন কাজকর্ম ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। দ্বিতীয়ত, আবার সমাজবদ্ধ লোকের অভাবমোচনসংক্রান্ত সকল কাজকর্মই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুভুক্ত নহে। ঐরূপ কাজকর্মের মধ্যে যেগুলি বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত এবং যেগুলির পরিমাপ সম্পদ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে করা সম্ভব, মাত্র সেইগুলিই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তৃতীয়ত, অর্থবিদ্যা শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা ও তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম লইয়া আলোচনাই করে না, সমস্যা সমাধানের ইংগিতও দেয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক' ( light-bearing ) বিজ্ঞান নহে, উদ্দেশ্যসাধক ( fruit-bearing ) শাস্ত্রও বটে। সুতরাং অর্থবিদ্যার পরিধি বিশেষ ব্যাপক।

---

**অর্থবিদ্যার নবদিগন্ত :** বস্তুত, উদ্দেশ্যসাধক শাস্ত্র হিসাবেই বর্তমানে অর্থবিদ্যা প্রাণবন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদ্দেশ্য হইল অর্থ-ব্যবস্থার 'সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' ( growth and development ) সম্ভব করা। ইহার দরুন অর্থবিদ্যার সহিত যে নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে তাহাকে বলা হয় 'সম্প্রসারণমূলক অর্থবিদ্যা' ( Growth Economics )।

---

## ১.৯. ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা ( Micro-economics and Macro-economics )

বর্তমানে অর্থবিদ্যার আলোচনা-পদ্ধতি দুই প্রকারের : (১) ব্যষ্টিগত আলোচনা বা অংশবিশেষের আলোচনা এবং (২) সামগ্রিক বা সমষ্টিগত আলোচনা। প্রথম পদ্ধতিতে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের বিশ্লেষণ করা হয়, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অর্থ-ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আলোচনার সুরু করা হয় ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রেরণা ও আচরণ—যেমন, ব্যক্তিগত চাহিদা ইত্যাদি হইতে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও উহার কার্যপদ্ধতির আলোচনাও করা হয়। তারপর পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন শিল্পের সংগঠন, উহাদের দোষত্রুটি, ব্যয়সংক্ষেপের সূত্র প্রভৃতির পর্যালোচনা করা হয়। পরিশেষে, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ প্রভৃতির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। এইভাবে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের পর্যালোচনাকে ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা ( micro-economics ) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অপরদিকে আলোচনা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতেই সুরু করা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক আচরণ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, পৃথক পৃথক শিল্পের সংগঠন প্রভৃতি আলোচনা না করিয়া জাতীয় আয় বা মোট উৎপাদন, মোট চাহিদা ও ভোগ, মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং মোট নিয়োগের সর্ত ও সূত্রসমূহ এবং মূল্যস্তর লইয়া আলোচনা করিতে পারি। এইরূপে করা হইলে পদ্ধতিটিকে সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা ( economics of aggregates or macro-economics ) বলা হয়।

**পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার :** সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলা যায় যে, সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা সমষ্টি লইয়া আলোচনা করে ( Macro-economics deals with aggregates )—যথা, মোট উৎপন্ন, ভোগ্যপণ্যের উপর মোট ব্যয়, মোট বিনিয়োগ, মূল্যের গড়, মজুরি ও সুদের হারের গড়, ইত্যাদি। ইহা দেখে যে, কিভাবে এই সকল সমষ্টি পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়া সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উপর কার্য করে। অপরদিকে ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা মূল্যতত্ত্ব লইয়া অধিক আলোচনা করে এবং দাম, মজুরির হার প্রভৃতিতে পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করে।

ইহা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই যে, ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত যে-কোন পদ্ধতির একটি অপরটি ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কতটা হইবে তাহা কেবল ঐ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংগতির উপর নির্ভর করে না। তাহা উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-দাম,

বাজারে কাঁচামাল ও শ্রমের চাহিদা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিগত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপন্ন দ্রব্য কতটা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে তাহা অনেকাংশে দেশের আর্থিক অবস্থা, নিয়োগের পরিমাণ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। যেমন, ব্যবসা- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি মন্দাবস্থা দেখা দেয় তবে নিয়োগহীনতার (unemployment) দরুন ব্যক্তিগত উৎপাদকের পক্ষে উৎপাদনের উপকরণগুলি সুলভে সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে, কিন্তু ঐ নিয়োগহীনতার দরুনই লোকের আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহাকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

অপরপক্ষে আমরা কেবলমাত্র সমষ্টির আলোচনা করিয়া অর্থ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র পাইতে পারি না। সামগ্রিক উৎপাদন অগণিত ব্যক্তি ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তের ফল। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতার জন্য এই সকল সিদ্ধান্ত একমুখী হয় না। আবার ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ধারণা অভিন্ন হইলেও এই সকল সিদ্ধান্ত একই প্রকারের হইতে পারে না। সাধারণভাবে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে সকল দ্রব্যের চাহিদা একইভাবে বৃদ্ধি পায় না। আবার সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

দেখা যাইতেছে, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং অর্থবিদ্যার পূর্ণাংগ আলোচনা কাহাকেও বাদ দিতে পারে না। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ এই ভুলই করিয়াছিলেন—তাঁহারা সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ফলে অর্থ-বিদ্যার আলোচনাও পূর্ণাংগ হইতে পারে নাই। মাত্র ১৯৩৬ সালে লর্ড কেইনসের (Keynes) যুগান্তকারী পুস্তক *The General Theory of Employment, Interest and Money* প্রকাশিত হইলে এই ত্রুটি সংশোধিত হয় এবং আলোচনা পূর্ণাংগ রূপ ধারণ করে। এই কারণে অনেক সময়ই কেইনসকে আধুনিক অর্থবিদ্যার জনক বলিয়া গণ্য করা হয়। সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার মৌলতম ধারণা হইল জাতীয় আয় (National Income)। ইহার উল্লেখ বিভিন্ন স্থানে করা হইবে।

### ১.১০. অর্থবিদ্যা কি বিজ্ঞান পদবাচ্য? (Is Economics a Science?)

অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায় কি না—এই লইয়া অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। এই মতবিরোধের দরুন বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা লইয়া প্রথমেই আলোচনা করিতে হয়।

**সপক্ষে যুক্তি:** সংক্ষেপে বিজ্ঞান হইল "কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞান; এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত এবং এইভাবে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা যায়।" অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সম্বন্ধে আমরা একরূপ শৃংখলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি। এই শৃংখলিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠাও করা যায় এবং এই সূত্রগুলি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীতে সাধারণত সহায়তা করে। এই দিক দিয়া দেখিলে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করিতেই হইবে।

দ্বিতীয়ত, সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী (natural scientists) পরিমাণ (quantities) লইয়া আলোচনা করেন; তাঁহাদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে পরিমেয় (measurable)। অর্থবিদ্যাবিদও মানুষের সেই সকল কাজকর্মের পর্যালোচনা করেন যাহাদের পরিমাণ টাকাকড়ির মাপকাঠিতে করা সম্ভব। বিজ্ঞানের এই লক্ষণ অন্য কোন সামাজিক শাস্ত্রের (social science) নাই। সুতরাং সামাজিক শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অর্থবিদ্যাকেই সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান (exact science) বলিয়া গণ্য করা হয়।

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ—যথা, পর্যবেক্ষণ তথ্যসংগ্রহ, পরীক্ষা প্রভৃতি অর্থবিদ্যাবিদদের অধিকতর করতলগত। অর্থবিদ্যার আলোচনায় তাঁহারা এই সকল পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। এই কারণেও অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিবার সপক্ষে যুক্তি রহিয়াছে।

**বিপক্ষে যুক্তি :** অপরদিকে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিবার বিরুদ্ধ যুক্তিও উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমত, মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হইলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব। এইজন্য অর্থবিদ্যাবিদকে সকল সময় অতি সতর্কভাবে চলিতে হয়। সকল সময় অর্থবিদ্যাবিদ ইহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না যে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ কি প্রকার আচরণ করিবে।

দ্বিতীয়ত, অর্থবিদ্যায় টাকাকড়ির মাপকাঠিতে মানুষের আচরণের পরিমাপ করা হইলেও এই পরিমাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুমানিক ( approximate ) হইতে বাধ্য। বস্তুত, মানুষের আচরণ জটিল বলিয়া ইহার সঠিক পরিমাপ সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ, দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে ইহা বলা যায়, কিন্তু কতটা পরিমাণ বাড়িবে তাহা বলা কঠিন।

তৃতীয়ত, পর্যবেক্ষণ তথ্যসংগ্রহ পরীক্ষা প্রভৃতি অর্থবিদ্যার অনুসন্ধান-পদ্ধতি ( methods ) হইলেও অর্থবিদ্যাবিদ মাত্র আংশিকভাবে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করিতে পারেন। বস্তুত, অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে মানুষকে গবেষণাগারে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না ; সম্ভব হইলেও ইহা বিশেষ বিপজ্জনক পদ্ধতি। রেলপথ, ডাকবিভাগ প্রভৃতির ন্যায় রাষ্ট্রায়ত্ত সকল উদ্যোগকে ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন করিলে অর্থ-ব্যবস্থা কি রূপ ধারণ করে তাহা লইয়া পরীক্ষা করা অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে সম্ভব নয় ; সম্ভব হইলেও সমীচীন নয়। সুতরাং অর্থবিদ্যাবিদকে অনেক সময়ই অনুমান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়।

---

**অনুমানসিদ্ধ সূত্র :** এইভাবে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অনুমানসিদ্ধ ( hypothetical ), পরীক্ষাসিদ্ধ নহে।

---

## অর্থবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ( Application of the Scientific Method in Economics )

অর্থ-ব্যবস্থার দৈনন্দিন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়াই অর্থবিদ্যাবিদগণ বিভিন্ন প্রকল্প ( hypothesis ) গঠন করেন। পরবর্তী স্তরে এগুলির আবেক্ষণভিত্তিক ( empirical ) পরীক্ষা বা বিচার করা হয়। যে প্রকল্পগুলিকে বর্জন করা হয় না তাহাদের ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ গঠন করা হয়। পরিশেষে, এই তত্ত্বগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ও সমাধানের কার্যে প্রয়োগ করা হয়। নিম্নের চিত্রটিতে এই চারটি ধাপের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।




চিত্র ১.৬ অর্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি মূল্যবান এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই মূল্যবত্তার মূলে আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব হইলেও তাহার সকল অভিজ্ঞতা ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই সুখ বা দুঃখের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুনাফা বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ী সুখী হইয়া অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহী হইবেই। এক্ষেত্রে সে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা দুঃখ অনুভব করিয়া উৎপাদন কমাইয়া দিতে

পারিবে না। এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা হইল অর্থনৈতিক সূত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অবিবেচক নহে। সে বিবেচনার সহিতই আচরণ করিয়া থাকে। অবশ্য অবিবেচক লোকও আছে; কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অত্যল্প। এইজন্য অর্থবিদ্যার সূত্র বর্ণনায় 'সাধারণত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয়, সাধারণত আমরা অল্প দামে দ্রব্য ক্রয় করিতে চেষ্টা করি, ব্যবসায়ী সাধারণত সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে সচেষ্ট থাকে, ইত্যাদি। তৃতীয়ত, আমাদের কতকগুলি অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা—যেমন, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ( Law of Diminishing Returns ) বাহ্য প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। এগুলি সর্বক্ষেত্রেই সত্য।

**উপসংহার :** উপসংহারে বলা যাইতে পারে, অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান কি না, তাহার বিচার নির্ভর করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণার উপর। বিজ্ঞান বলিতে যদি আমরা বুঝি যে, ঐ শাস্ত্রের সূত্রসমূহ সর্বস্থানে ও সর্বকালে সত্য এবং ঐ সকল সূত্রের প্রয়োগ দ্বারা সকল সময়ই নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইবে তবে অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত নহে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানকে এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞান বলিতে বর্তমানে বুঝায় কোন বিষয় সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞান, যে-জ্ঞান হইতে 'সাধারণ' সূত্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই দ্বিতীয় অর্থে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে এবং বর্তমানে উহাই করা হয়।

## ১.১১. অর্থনৈতিক বিধির প্রকৃতি ( Nature of Economic Laws )

দেখা গেল, অর্থবিদ্যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও বিজ্ঞান। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ বিধি বা সূত্র থাকে। অর্থবিদ্যারও আছে। এখন প্রশ্ন, এই সকল অর্থনৈতিক বিধির প্রকৃতি কি? কোন্ জাতীয় বিধির সহিত ইহারা তুলনীয়? এবং ব্যবহারিক জগতে ইহাদের কার্যকারিতা কতদূর?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বিধি ( law ) বা সূত্র কাহাকে বলে তাহার আলোচনা করিতে হয়। বিধি বা সূত্র নানা প্রকারের হইতে পারে : প্রথাগত বিধি, নৈতিক বিধি, রাষ্ট্রীয় বিধি, শাস্ত্রীয় বিধি প্রভৃতি। প্রথাগত বিধি সাম্প্রদায়িক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, নৈতিক বিধি ( moral laws ) ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়—যথা, সমাজজীবনের মংগলসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, হিংসা করা অনুচিত, ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় বিধি ( statutory laws ) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং এই বিধি আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। শাস্ত্রীয় বিধি বলিতে বুঝায় কোন বিজ্ঞান বা শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত সূত্র যাহা কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করে এবং যাহা হইতে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ইংগিত দেওয়া যায়। যেমন, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় বা দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে প্রভৃতি হইল কার্যকারণ সম্বন্ধের নির্দেশক। ইহা হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, মেঘ হইয়াছে; সুতরাং বৃষ্টি হইতে পারে—অথবা দাম কমিয়াছে; সুতরাং চাহিদা বাড়িতে পারে। অনেক সময় অবশ্য এইরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ ইংগিত না দিয়া নির্ভুলভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়—যথা, বলা যায় যে ফলটি বৃন্তচ্যুত হইলে মাধ্যাকর্ষণের ফলে নিচেই নামিয়া আসিবে, উপরে উঠিয়া যাইবে না। অথবা, বিশেষ পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বিশেষ চাপ ও উত্তাপে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইলে জলে পরিণত হইবেই।

অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান বা শাস্ত্র বলিয়া ইহার বিধি বা সূত্রসমূহ শাস্ত্রীয় বিধির পর্যায়ভুক্ত। অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিধির ন্যায় অর্থনৈতিক সূত্রও ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বা কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে ইংগিত দেয়। এই সকল অর্থনৈতিক সূত্র হইতে নির্ভুলভাবে না হইলেও কিছুটা—'বিস্তর' না হইলেও 'অল্প, অল্প' ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা যায়।

পরবর্তী প্রশ্ন হইল, অর্থনৈতিক বিধি কোন্ গোত্রীয় শাস্ত্রের বিধির সহিত তুলনীয়? এ-প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যেই একরূপ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, অর্থনৈতিক বিধি শাস্ত্রীয় বিধির পর্যায়ভুক্ত,

কিন্তু ইহারা মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের ন্যায় নিশ্চিত নয়। বস্তুত, অর্থবিদ্যা ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষকে লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার বিধিগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের ( natural sciences ) বিধির মত নিশ্চিত বিধি হইয়া উঠিতে পারে নাই ; অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে অর্থবিদ্যার বিধিগুলি হইতে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সম্বন্ধে সকল সময় ভবিষ্যবাণী করা সম্ভবপর হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোক্তা সর্বদাই ন্যূনতম দামে পণ্যক্রয়ের চেষ্টা করিবে ইহা হইল অন্যতম অর্থনৈতিক বিধি, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াই বন্ধুত্বের খাতিরে সে অপেক্ষাকৃত অধিক দামে পণ্য ক্রয় করিতে পারে। অবশ্য এ-ধরনের অর্থনৈতিক আচরণ অতি অল্প ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। তাই অর্থবিদ্যাবিদ এই সকল ব্যতিক্রমকে একরূপ উপেক্ষা করিয়া সাধারণভাবে প্রযোজ্য সূত্রের প্রতিষ্ঠাতেই সচেষ্ট থাকেন। এইজন্যই অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সাধারণত' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের বিধির ন্যায় অর্থনৈতিক সূত্র সরল ও নিশ্চিত নহে বলিয়া মার্শাল ইহাদিগকে জোয়ারভাঁটার নিয়মের ( laws of tides ) সহিত তুলনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সহিত নহে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম সরল ও নিশ্চিত। ইহা নির্ভুলভাবে বলা যায় যে, কোন দ্রব্যকে উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিলে পৃথিবীর আকর্ষণে উহা নিচে নামিয়া আসিবেই। দ্রব্যটির ওজন, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির পরিমাপ করিয়া কি বেগে উহা নিচে নামিবে তাহাও বলা যায়। অপরদিকে কিন্তু জোয়ারভাঁটার ক্ষেত্রে এরূপ নির্ভুল ভবিষ্যবাণী করা যায় না। জোয়ার কখন লাগিবে তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কিন্তু জোয়ারের জল কতটা উঠিবে সে-সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। বিপরীত দিকে তীব্র বায়ুপ্রবাহের জন্য জোয়ারের জল অনুমানমত নাও উঠিতে পারে। অনুরূপভাবে অর্থবিদ্যায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, বিশেষ পরিমাণ দাম কমিলে চাহিদা কতটা বাড়িবে।

অর্থনৈতিক সূত্র বা বিধির সাহায্যে যে-সকল ভবিষ্যবাণী করা হয় তাহারা যে কেবল আনুমানিক তাহাই নহে, ঐ সকল সূত্র পূর্বতন অনুমান ( hypotheses ) বা স্বীকৃতির উপরও নির্ভরশীল। অধ্যাপক সেলিগম্যানের ভাষায়, "অর্থনৈতিক সূত্রসমূহ সম্পূর্ণভাবেই অনুমানসাপেক্ষ" ( Economic laws are essentially hypothetical )। এই কারণে অর্থবিদ্যার কোন বিধি বিবৃত করার সময় 'অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে' ( *ceteris paribus* or other things being the same )—এই বাক্যাংশটি যোগ করা হয়। অর্থাৎ বলা হয়, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে তবেই নিয়মটি কার্যকর হইবে। উদাহরণস্বরূপ পূর্বোক্ত চাহিদার নিয়মটিকেই লওয়া যাইতে পারে। অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু অপরাপর বিষয় যদি অপরিবর্তিত না থাকে—যেমন, দ্রব্যটি যদি ক্রমশ ফ্যাসান-বহির্ভূত হইয়া পড়ে, বা যদি ক্রেতার আয় কমিয়া যায়—তবে দাম কমিলেও চাহিদা বাড়িবে না।

অর্থবিদ্যার সকল বিধিই অবশ্য অনুমানসাপেক্ষ নহে। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ন্যায় সূত্রও অর্থবিদ্যায় আছে যেগুলি অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে গৃহীত। এইগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিধির ন্যায়ই কার্যকর।

**উপসংহার :** অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া অর্থবিদ্যার বিধিসমূহও অনুমানসাপেক্ষ। এই সকল বিধি বা সূত্রের সাহায্যে মোটামুটিভাবে ভবিষ্যবাণী করা যায়। তবে অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বা মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ টাকাকড়ির মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয় বলিয়া অর্থবিদ্যা যে-কোন সামাজিক বিজ্ঞান হইতে অধিকতর সম্পূর্ণ বিজ্ঞান এবং ইহার সূত্রসমূহও অধিকতর নিশ্চিত। বিশেষ পরিমাণ দাম কমিলে চাহিদা কতটা বাড়িবে সে-সম্বন্ধে একরূপ ধারণা দেওয়া যাইতে পারে—ইহার

বেশী প্রয়োজনও নাই।[১] কিন্তু স্বেচ্ছাতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ কতটা আনন্দ অনুভব করিবে এবং আদৌ করিবে কি না সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন।

**১.১২. অর্থনৈতিক পর্যালোচনার সীমাবদ্ধতা ( Limitations of Economic Analysis )**

যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পর্কিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সার্থকতা। এই সম্পর্ক হারাইয়া ফেলিলেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মাত্র মানসিক কসরতে ( intellectual gymnastics ) পরিণত হইয়া মূল্যহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং অর্থবিদ্যাকে বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন তত্ত্বের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা ভুল এবং এই ভুলই অনেক অর্থবিদ্যাবিদ করিয়াছেন। বর্তমানে অবশ্য অর্থবিদ্যাকে এই সীমাবদ্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া বাস্তবের সংগে গভীরভাবে সম্পর্কিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতেছে। এবং বলা যায়, অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিবর্তন সংঘটনেই রহিয়াছে অর্থবিদ্যা পর্যালোচনার মৌল সার্থকতা। এ-সম্পর্কেই নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

বোল্ডিং ( Boulding ) অর্থবিদ্যার আর একটি সীমাবদ্ধতার নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্থবিদ্যা হইল মাত্র 'এক পরিমেয় প্রেরণার বিজ্ঞান' ( a science of measurable motives )—ইহা মানুষের আচরণের সেই দিকেরই পর্যালোচনা করে যাহা সংখ্যা দ্বারা পরিমেয়। কিন্তু মানুষ এমন প্রেরণা দ্বারাও পরিচালিত হয় সংখ্যা দ্বারা যাহাদের পরিমাপ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বাজাত্যবোধ ধর্মবোধ বন্ধুপ্রীতি দয়াপরায়ণতা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অর্থবিদ্যাবিদ এই সকল প্রেরণার শক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও অর্থনৈতিক পরিমাপযন্ত্রের অভাবে ইহাদের বিশ্লেষণে অগ্রসর হইতে পারেন না। ফলে তাঁহার পক্ষে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক আচরণের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করা সম্ভব হয় না; অর্থনৈতিক বিশ্লেষণও এমন কোন নির্দিষ্ট প্রণালীর ( formula ) সন্ধান দিতে পারে না যাহার দ্বারা মানবজীবনের কল্যাণসাধনের কার্যক্রমসমূহকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

**১.১৩. অর্থবিদ্যা পর্যালোচনার সার্থকতা ( Utility of the Study of Economics )**

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থবিদ্যার পর্যালোচনা বিশেষ সার্থকতাপূর্ণ। উপরে বলা হইয়াছে যে, বাস্তব জীবনের সংগে দিন দিন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইয়া অর্থবিদ্যা দিন দিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘঠন করিতেছে। কার্ল মার্ক্সের অনুসরণে বলা যায়, ইহাই অর্থবিদ্যা-বিদদের প্রধান কার্য।

এ্যাডাম স্মিথ বাজার-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, মার্শাল ভারসাম্যের অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। মধ্যবর্তীকালে অর্থবিদ্যাবিদগণ ঐ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু কেইন্‌সের সময় হইতে তাঁহারা অর্থবিদ্যাকে বিশেষভাবে উদ্দেশ্যসাধনেই নিয়োজিত করিয়াছেন। ফলে উদ্ভূত হইয়াছে যাহাকে বলা হয় 'নয়া অর্থবিদ্যা' ( New Economics )। এবং ইহার দরুন অর্থবিদ্যা শাস্ত্রের যেন বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে—আজ বিজ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হইবার দাবি উহার পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক।

দ্বিতীয়ত, এই শাস্ত্রের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নও বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। মন্দার সময় আমার নিয়োগের অবস্থা কি হইবে; অটোমেশনের ফলে বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে কি না; মূল্যস্ফীতি ভাল, না মন্দাবস্থা ভাল ?—এই সকল প্রশ্ন সর্বদাই আমাদের বিব্রত করে। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন—যেমন, বর্তমান অবস্থা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিবার প্রকৃষ্ট সময় কি না; ব্যাংক হইতে কি সুদে টাকা ধার করিয়া ব্যবসায়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে;

---

১. "...our answers need not be accurate to several decimal places if the right general direction of cause and effect can be determined, we shall have made a tremendous step forward." Samuelson.

পড়তি দাম, না উঠতি দামের অবস্থায় স্থায়ী ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা যাইতে পারে ; ইত্যাদি। অবশ্য অর্থবিদ্যা ব্যবসায়ীকে সফল এবং ভোক্তাকে বিবেচক করিয়া তুলে না। কিন্তু অর্থবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যবসায়ী ও ভোক্তা এবং সরকারী নীতি-নির্ধারককেও উপযুক্ত পটভূমিকায় স্থাপন করে। ফলে প্রত্যেকের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

## ১.১৪. অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার ( Nobel Prize in Economics )

১৯৬৯ সাল হইতে অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রদান সুরু হইয়াছে। প্রতি বৎসরই একজন অথবা দুইজন খ্যাতনামা অর্থবিদ্যাবিদকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদগণ কয়েকটি মৌল অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের যেমন—জাতীয় আয়, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার, অর্থের প্রচলনগতি, মুদ্রাস্ফীতির হার, ইত্যাদির পরিমাপের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন। ফলে অর্থবিদ্যায় এক নব দিগন্তের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জন্মলাভ করিয়াছে গবেষণামূলক অর্থবিদ্যা বা ইকনোমেট্রিক্স ( econometrics )।[১] ইঁহারা সকলেই অর্থনৈতিক জীবনের নানাবিধ ঘটনা লইয়া ব্যাপকভাবে গবেষণা করিয়াছেন। নিম্নে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থবিদ্যাবিদগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইল।

| সাল | নাম | দেশ | কৃতিত্ব |
|---|---|---|---|
| ১৯৬৯ | রেগনার ফ্রিশ<br>জেন টিনবারজেন | নরওয়ে<br>নেদার ল্যাণ্ড | গাণিতিক অর্থবিদ্যা ও গবেষণামূলক অর্থবিদ্যার উপর প্রাথমিক কার্য এবং মডেল ব্যবহার করিয়া বাস্তব জগতের নানাবিধ অর্থনৈতিক বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। |
| ১৯৭০ | পল স্যেমুয়েলসন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারিক অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর আলোকসম্পাত। |
| ১৯৭১ | সাইমন কুজনেটস্ | | অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিমাপ লইয়া প্রাথমিক গবেষণা এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের কারণসমূহের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ। |
| ১৯৭২ | কেনেথ জে. এ্যারো<br>জন. আর. হিকস | ব্রিটেন | সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বকে পরিস্ফুট করা এবং জটিল অর্থ-ব্যবস্থাসমূহ যে সকল বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে তাহাদের প্রদর্শন। |
| ১৯৭৩ | ওয়েসেলি লিওনটিয়েফ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | উপকরণ ও উৎপাদন কৌশল দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থার পরস্পর নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ ও প্রদর্শন। |
| ১৯৭৪ | ফ্রেডারিক এ. ভন হায়েক<br>গুণার মিরডাল | ব্রিটেন<br>সুইডেন | অর্থনৈতিক সমস্যার উপর তাহাদের পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী।<br>মিরডাল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করা এবং ইহাতে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য কতকগুলি সূত্রের অবতারণা করেন।<br>হায়েক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করেন। |

১. এই প্রসংগে লেখকের The Methods of Economic Investigation (1985) দ্রষ্টব্য।

| সাল | নাম | দেশ | কৃতিত্ব |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৫ | লিওনিড ভি. কেনট্রভিচ | সোবিয়েত ইউনিয়ন | পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উপকরণ-সমূহের কাম্য বন্টনের মৌল বিশ্লেষণ। |
| | টি. সি. কুপম্যানস্ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থায় উপকরণসমূহের কাম্য বন্টনের মৌল বিশ্লেষণ। |
| ১৯৭৬ | মিল্টন ফ্রিডম্যান | | টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপর গবেষণার সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের ক্ষেত্রে টাকাকড়ির ভূমিকা এবং অর্থ-সংক্রান্ত নীতির কার্যকারিতা লইয়া আলোচনা। |
| ১৯৭৭ | জেমস্ মিড<br>বারটিল ওলিন | ব্রিটেন<br>সুইডেন | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মূলধনের আন্তর্জাতিক গমনাগমনের উপর পথ প্রদর্শনকারী অবদান (path-breaking contribution)। |
| ১৯৭৮ | হারবার্ট সাইমন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য-সমূহ, কাঠামো ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী পদ্ধতির পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা। |
| ১৯৭৯ | আর্থার লুইস<br>থিয়োডর সল্জ | ব্রিটেন<br>মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানবিক মূলধনের অর্থনৈতিক প্রতিদানের উপর গবেষণা। |
| ১৯৮০ | লরেন্স ক্লায়েন | ” | ইকনমেট্রিক মডেল সৃষ্টি করিয়া উহার দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের হ্রাস-বৃদ্ধির বিশ্লেষণ এবং উহাদের সম্পর্কে পূর্বাভাস। |
| ১৯৮১ | জেমস টবিন | ” | অর্থসংক্রান্ত ও প্রকৃত বাজারের মধ্যে সম্পর্কের দ্বারা সমষ্টিগত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহা লইয়া গবেষণা। |
| ১৯৮২ | জর্জ স্টিগলার | ” | মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলাফল এবং মূল্যতত্ত্ব লইয়া গবেষণা। |
| ১৯৮৩ | জেরাল্ড ডেব্রু | ” | মূল্যতত্ত্ব লইয়া গবেষণা এবং গাণিতিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ দ্বারা অর্থ-নৈতিক তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। |
| ১৯৮৪ | রিচার্ড স্টোন | ব্রিটেন | জাতীয় আয় ও জাতীয় হিসাবরক্ষা পদ্ধতি লইয়া মৌল গবেষণা (তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতি এই হিসাবরক্ষা-ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটাইয়াছে)। |
| ১৯৮৫ | ফ্রাঙ্কো মদিগ্লানি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | সঞ্চয় ও অর্থ বিনিয়োগের উপর গবেষণা। |

## অতিরিক্ত পাঠ্য

১. Leonard Sick : *The Economists* ( Prentice Hall of India, 1977 )
২. Anderson & others : *Economics* ( Prentice Hall, U. S. A. )
৩. M. Blaug : *Who's Who in Economics*

# ২ | কতকগুলি মৌল ধারণার পরিচয়
## (Introducing Some Basic Concepts)

*"Economics has created its own vocabulary by taking words in ordinary everyday use and assigning special meanings to them "* A. K. Meyers

> **এই অধ্যায়টি ঠিক সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নহে। তবুও পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার সুবিধার জন্য এই অধ্যায়টি পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।**

কোন ভাষা শিক্ষা করিবার পূর্বে যেরূপ বর্ণপরিচয়ের প্রয়োজন হয় তেমনি কোন শাস্ত্র বা বিজ্ঞান পর্যালোচনা করিবার জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি মৌলিক ধারণার অনুধাবনের। নিম্নে প্রথম পাঠ গ্রহণকারীর জন্য অর্থবিদ্যার কয়েকটি মৌলিক ধারণার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

**ক। দ্রব্য (Goods) :** অভাবমোচনের দ্রব্যাদি অপ্রচুর বলিয়াই মানুষের পক্ষে অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। সুতরাং দ্রব্যকেই অর্থবিদ্যার মৌলিকতম ধারণা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই দ্রব্য। ইহা বস্তুগত ( Material ) এবং অ-বস্তুগত ( non-material )—উভয়ই হইতে পারে। বস্তুগত দ্রব্যকে সাধারণত 'সামগ্রী' ( commodity ) বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং অ-বস্তুগত দ্রব্যকে বলা হয় সেবা ( service )।

অবাধলভ্য ( free ) এবং অর্থনৈতিক ( economic )—এইভাবেও দ্রব্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অবাধলভ্য দ্রব্য হইল সেগুলি যাহাদের যোগান চাহিদার তুলনায় এত প্রচুর যে তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবহারের পক্ষে কোন বাধা নাই। নদীর জল, অরণ্যের কাষ্ঠখণ্ড, মরুভূমির বালুকা প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। অপরপক্ষে যে-সকল দ্রব্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং যাহাদের ক্ষেত্রে ব্যয়-সংক্ষেপের ( economising ) প্রশ্ন রহিয়াছে তাহাদিগকে বলা হয় অর্থনৈতিক পণ্য।

**প্রকৃতির প্রহেলিকা :** এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায় যাহাকে বলা হয় 'প্রকৃতির প্রহেলিকা' ( Paradox of Nature )। প্রকৃতির কতগুলি দান অফুরন্ত, আর কতকগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। এই দ্বিতীয়োক্ত উপকরণগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার ও ব্যয়সংক্ষেপের। এখানেই রহিয়াছে অর্থনৈতিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু।

দ্রব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগ হইল ভোগ্যদ্রব্য ( consumption goods ) এবং মূলধন দ্রব্যের ( capital goods ) মধ্যে। ভোগ্যদ্রব্য বলিতে সেই সকল পণ্যকেই বুঝায় যাহারা সরাসরি মানুষের অভাব দূর করে ; আর যে সকল দ্রব্য পরোক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করে—যেমন, কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি তাহাদের বলা হয় মূলধন-দ্রব্য। মূলধন-দ্রব্য উৎপাদকের দ্রব্য ( producers' goods ) বা বিনিয়োগ দ্রব্য ( investment goods ) নামেও অভিহিত হয়।

মূলধন-দ্রব্যের উদ্দেশ্য হইল পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়া ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারই হইল জীবনযাত্রার মানের সূচক।

**খ। উপযোগ ( Utility ) :** অর্থবিদ্যায় উপযোগ বলিতে অভাব তৃপ্ত করার ক্ষমতা বুঝায়। মেয়ার্সের ভাষায়, "উপযোগ হইল মানুষের অভাববোধ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা।" স্মরণ রাখিতে হইবে যে দ্রব্যটি উপযোগ নহে, ইহার গুণ বা ক্ষমতাই হইল উপযোগ। যে ঝর্ণা কলম দিয়া আমি লিখিতেছি তাহা উপযোগ নহে, আমাকে লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে-ক্ষমতা তাহাই উপযোগ।

আবার উপযোগ ও পরিতৃপ্তি ( satisfaction ) এক জিনিস নহে। উপযোগকে আকাংক্ষার অবস্থা (desiredness ) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কোন দ্রব্যের প্রতি আমাদের যেরূপ আকাংক্ষা থাকে তাহা ভোগের পর আমরা যে সেইরূপ পরিতৃপ্তিই লাভ করিব এরূপ কোন কথা নাই।

উপযোগ একটি আপেক্ষিক ( relative ) এবং মানসিক ( subjective ) ধারণা। কোন দ্রব্য একজনের অভাব পরিতৃপ্ত করিতে পারে, অপর একজনের পারে না। আবার একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির অভাব সমানভাবে পূরণ করিতে পারে না। সুতরাং উপযোগ আকাংক্ষার আপেক্ষিকতারই ( relativity of desiredness ) পরিমাপ করে; ইহা আকাংক্ষার বাঞ্ছনীয়তা ( desirability ) বা কাম্য-অকাম্যের বিচার করে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, "উপযোগ শব্দটির কোন নৈতিক তাৎপর্য নাই," উহার সহিত আবার কোন মনস্তাত্ত্বিক ও সৌন্দর্যবোধের ধারণাও জড়িত নহে। উপযোগ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হইল ব্যক্তির আকাংক্ষা। মদ্যপ মদের আকাংক্ষা করে, বিকৃতরুচি ব্যক্তি অশ্লীল চিত্র দেখিতে চায়, আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি বিষের খোঁজ করে। সুতরাং সাধারণের চক্ষে নীতি-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও মদ, অশ্লীল চিত্র, বিষ—সকলেরই উপযোগ আছে। এই প্রসংগে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপযোগ বিচারে দ্রব্যটি উপকারী কি ক্ষতিকারক তাহা দেখা হয় না। দুগ্ধ উপকারী কিন্তু মদ্য ক্ষতিকারক। কিন্তু মানুষ উভয়ই আকাংক্ষা করে বলিয়া অর্থবিদ্যাবিদের নিকট উভয়েরই উপযোগ আছে।

উপযোগ পরিমেয় কি না, সে-সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। তবে পরিমেয় উপযোগের ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে চাহিদার পরিমাণবাচক তত্ত্ব (Cardinal Theory of Demand)।

গ। সম্পদ ( Wealth ): অর্থবিদ্যায় সংক্ষেপে অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের দৃষ্টিতে "সম্পদ হইল এইরূপ দ্রব্যসমুদয় যাহাদের অর্থমূল্য ( money value ) আছে।" অর্থমূল্যের জন্য দ্রব্যটিকে অন্তত তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে: (১) ইহার উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিবে; (২) চাহিদার তুলনায় ইহার সরবরাহ অপ্রচুর হইবে এবং (৩) ইহা বিক্রয়যোগ্য হইবে।

প্রথমত, ইহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, কোন দ্রব্যের উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা না থাকিলে কেহই সেই দ্রব্যের আকাংক্ষা করিবে না; ফলে তাহার পরিবর্তে অর্থমূল্য প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইবে না।

দ্বিতীয়ত, উপযোগ থাকিলেই যে লোকে অর্থমূল্য প্রদান করিতে উৎসুক হইবে এরূপ কোন কথা নাই। দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হইতে পারে—অর্থ দ্রব্যটি অবাধলভ্য ( free ) হইতে পারে। অবাধলভ্য দ্রব্যের বেলায় ব্যয়সংক্ষেপের কোন প্রশ্ন নাই বলিয়া কোন অর্থনৈতিক সমস্যাও নাই। সুতরাং ইহারা অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সম্পদ বা অর্থনৈতিক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, কোন দ্রব্যের অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিলে এবং উহার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইলেই চলিবে না। সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য উহার পক্ষে বিক্রয়যোগ্য হওয়া চাই। স্বাস্থ্য আকাংক্ষিত বস্তু সন্দেহ নাই এবং উহার যোগানও অপ্রচুর; কিন্তু স্বাস্থ্য বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তর-যোগ্য ( transferable ) নয় বলিয়া অর্থবিদ্যায় উহা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত নহে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইবার জন্য দ্রব্যকে বিক্রয়োপযোগী হইতে হইবে এবং বিক্রয়োপযোগী হইবার জন্য হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে।[১] আবার হস্তান্তরযোগ্য হইবার জন্য বহিরাবস্থিতির ( externality ) প্রয়োজন হইবে। যাহা মানুষের অংগীভূত তাহা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। মানুষের স্বাস্থ্য পারদর্শিতা সংগঠন-নৈপুণ্য প্রভৃতি মানুষের অংগীভূত। এগুলির

---

১. হস্তান্তরযোগ্য বলিতে বুঝায় মালিকানার হস্তান্তর, সামগ্রীর স্থানান্তর নহে। জমি ( land ) স্থানান্তরিত হইতে পারে না; কিন্তু ইহার মালিকানা হস্তান্তরিত হইতে পারে। সুতরাং উহা হস্তান্তরযোগ্য।

মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না। সুতরাং ইহারা সম্পদ বলিয়া পরিগণিতও নয়। তবে ইহারা সম্পদসৃষ্টির সহায়ক ( creative of wealth ) এবং এইভাবেই ইহাদের অভিহিত করা যাইতে পারে।[১]

ব্যক্তিগত নৈপুণ্য আবার সম্পদের পরিবর্তও ( alternatives of wealth ) বটে। ব্যক্তির দিক দিয়া একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া ভাড়া দিলে আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে; পুত্রকে অধিকতর শিক্ষিত করিলেও আয়বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অনুরূপভাবে জাতি যদি স্বাস্থ্যোন্নয়নে মনোযোগ দেয় তবে ভবিষ্যতে অনেক সম্পদ সৃষ্ট হইতে পারে; আবার স্বাস্থ্যোন্নয়নের পরিবর্তে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন করিলেও অধিক সম্পদ সৃষ্ট হইতে পারে।

সম্পদকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে; কিন্তু উহাকে যে বিক্রয় করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাহাকে সামগ্রিক সম্পদ ( collective wealth ) বলা হয়—যথা, রাস্তাঘাট রেলপথ বন্দর পোতাশয় সংসরণ-ব্যবস্থা প্রভৃতিকে কখনই বাজারে ক্রয়বিক্রয় করা যায় না। তবুও উহারা সম্পদ। জাতির এই সমস্ত সামগ্রিক সম্পদ ও প্রত্যেক স্বজনের ( national ) ব্যক্তিগত সম্পদ ( individual wealth )—উভয়ের সমবায়ে জাতীয় সম্পদ ( national wealth ) গঠিত হয়। তবে জাতীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের সময় কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে আলোচনা একটু পরেই করা হইতেছে।

**সম্পদ ও কল্যাণ ( Wealth and Welfare ):** সম্পদ বলিতে মানুষের অভাবমোচনকারী দ্রব্যাদির সমষ্টি এবং কল্যাণ ( welfare ) বলিতে উন্নত দৈহিক সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা বা অনুভূতি বুঝায়। সাধারণ ভাষায় কিন্তু কল্যাণ ও সম্পদের মধ্যে এই পার্থক্য করা হয় না। যেমন, আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য সম্পদ নহে, স্বাস্থ্য কল্যাণের সূচক। স্বাস্থ্য বলিতে উন্নত দৈহিক অবস্থা বুঝায়, কোন দ্রব্য বুঝায় না। অবশ্য ব্যক্তিগত বা জাতিগত গুণ হিসাবে স্বাস্থ্য সম্পদসৃষ্টির সহায়ক ( creative of wealth )। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে একজন স্বাস্থ্যবান শ্রমিক স্বাস্থ্যহীন শ্রমিক অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিবে—ইহা বলা যায়।

সাধারণ ক্ষেত্রে সম্পদও আবার কল্যাণবৃদ্ধির সহায়ক ( creative of welfare )। কল্যাণ বা উন্নত মানসিক অনুভূতির জন্য কিছু পরিমাণ সম্পদ অপরিহার্য। সন্ন্যাসী-ফকিরেরও কিছু পরিমাণ আহার্য ও পরিধেয় না হইলে চলে না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কল্যাণ সম্পদের সমানুপাতিক নহে। অর্থাৎ, সাধারণ ক্ষেত্রেই সম্পদবৃদ্ধিতে কল্যাণবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, সকল ক্ষেত্রে নহে। যে-ব্যক্তির মাসিক আয় ২ হাজার টাকা সে ১ হাজার টাকা আয়ের ব্যক্তি অপেক্ষা ( অন্যান্য বিষয়—যথা, পরিবারের সভ্যসংখ্যা ইত্যাদি উভয় ক্ষেত্রেই এক ) দ্বিগুণ সুখ অনুভব করিবে এরূপ কোন কথা নাই। আবার কোন দেশে একটি মদ্যের কারখানা স্থাপন করা হইলে মদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া সম্পদবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু কল্যাণ হ্রাস পায়। কারণ, এই প্রকার সম্পদবৃদ্ধিতে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার অবনতিই ঘটে।[২]

বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। কল্যাণ বা উন্নত মানসিক অনুভূতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে সম্পদ অন্যতম উপাদান মাত্র। সুতরাং সম্পদের ন্যায় অপরাপর বিষয়ও কল্যাণকে প্রভাবান্বিত করে। এই 'অপরাপর বিষয়' হইল প্রধানত সংখ্যায় তিনটি: (১) উৎপাদন ও উপার্জন পদ্ধতি, (২) বন্টন-পদ্ধতি এবং (৩) ভোগের প্রকৃতি।

**উৎপাদন ও উপার্জন পদ্ধতি:** দেশের উৎপাদন-পদ্ধতির উপর কল্যাণ বিশেষ পরিমাণে নির্ভরশীল; অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিষ্পেষণের দ্বারা অধিক সম্পদ সৃষ্টি করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা কল্যাণের সূচনা করে না। মানুষকে পশুর পর্যায়ে আনিয়া যে-ধনবৃদ্ধি করা হয় তাহা কল্যাণের দ্যোতক

১. এইজন্য ইহাদিগকে অনেক সময় ব্যক্তিগত মূলধন ( personal capital ) বলা হয়।

২. এইরূপ কারণের জন্যই সম্প্রসারণ ( growth ) ও উন্নয়নকে ( development ) সমার্থক বলিয়া ধরা হয় না। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিলেই অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ( growth of the economy ) হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ঐ সম্প্রসারণ কাম্য রূপ ধারণ করিলে তবেই উহাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিয়া গণ্য করা হয়।

নহে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে, অবসরবিহীন ঘর্মাক্ত শ্রমের বিনিময়ে যে-উপার্জন তাহা কল্যাণের বাহক নহে ; কারণ তাহার পশ্চাতে থাকে মাত্র হতাশা ও বেদনার অনুভূতি, থাকে পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের অপচয় ঘটাইয়াও বর্তমানে ভোগ্যপণ্য সরবরাহবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে ভবিষ্যতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া বর্তমানের উপভোগ বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ভোগবৃদ্ধি ঘটিবে না। অতীতে ভোগের স্মৃতি একদিন অভাবের অনুভূতিকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে। ফলে ঘটিবে কল্যাণের হ্রাস।

আবার উৎপাদন-ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে উৎপাদন যদি বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল ( variable ) হয় তাহা হইলেও কল্যাণহ্রাস ঘটিবে। অভাবের একটানা স্রোত তত পীড়াদায়ক নহে যতটা পীড়াদায়ক হইল ভোগ ও অভাবের জোয়ারভাঁটা।

বণ্টন-পদ্ধতি : বণ্টন-পদ্ধতিও কল্যাণকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। দেশের বর্ধিত সম্পদের অধিকাংশ যদি মুষ্টিমেয়ের করতলগত হইতে থাকে তবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়িতেই থাকিবে। তুলাদণ্ডের একদিকে কয়েকজনের সুখানুভবের বিরুদ্ধে অপরদিকে জমা হইবে অধিকাংশের অভাব-অনটন ও ঈর্ষার অনুভূতি। ফলে যতই সম্পদবৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই ঘটিবে কল্যাণের হ্রাস এবং এই হ্রাসের হার হইবে ক্রমবর্ধমান।

ভোগের প্রকৃতি : ভোগের প্রকৃতি কল্যাণের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সম্পদবৃদ্ধির ফলে ব্যক্তি দেহমন ও নীতির পরিপন্থী ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, আবার ভোগকে উপেক্ষা করিয়া শুধু ধনবৃদ্ধিতেই ব্যাপৃত থাকিতে পারে। জাতির ক্ষেত্রেও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির ফলে জাতীয় জীবনের মূল্যমান হ্রাস পাইতে পারে। শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া ক্ষতিকারক ও দুর্নীতিমূলক বিলাসের চর্চায় জাতি নিমগ্ন হইতে পারে ; পররাষ্ট্রের প্রতি লোভবশত সমরায়োজনও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সম্পদবৃদ্ধি মাত্রেই কল্যাণবৃদ্ধি ঘটায় না, তবে কল্যাণের সম্ভাবনার বৃদ্ধি ঘটায়। তবে অধ্যাপক পিগুকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে সাধারণ ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা সার্থকতায় রূপায়িত হয়। কারণ, সাধারণত সম্পদবৃদ্ধির আনুষংগিক ফল হিসাবে উৎপাদন ও উপার্জন পদ্ধতিতে, বণ্টন-পদ্ধতিতে এবং ভোগের প্রকৃতিতে পরিবর্তন দেখা যায় না। সুতরাং অর্থবিদ্যার অন্যতম মৌলিক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে, অপর সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে সম্পদবৃদ্ধির অর্থ কল্যাণবৃদ্ধি এবং সম্পদহ্রাসের অর্থ কল্যাণের হ্রাস। "অর্থবিদ্যাবিদ সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে এই অনুমানসিদ্ধ সম্পর্ক ধরিয়া লইয়াই আলোচনায় অগ্রসর হন।"

**নীট আর্থিক কল্যাণ বা নিউ ( Net Economic Welfare—the NEW ) :** স্যামুয়েলসন প্রভৃতি আধুনিক লেখকের মতে, দেশের সমৃদ্ধির সংগে সংগে অন্যান্য বিষয়ের বিচারও করিতে হইবে। যেমন, জলবায়ু যদি দূষিত হয়, পুলিসী ব্যয় যদি বাড়িয়া যায় তবে এইগুলিকে বাদ দিয়া তবেই আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ করিতে হইবে। এইরূপ কল্যাণকে বলা হইয়াছে নীট আর্থিক কল্যাণ ( Net Economic Welfare বা সংক্ষেপে NEW )। এ-সম্পর্কে পরে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

**ঘ। আয় ( Income ) :** অনেক সময় 'আয়' ও 'সম্পদ' শব্দ দুইটিকে সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা ভুল। সম্পদ বলিতে বুঝায় দ্রব্যসমষ্টি বা মানুষের অভাবমোচনের সঞ্চিত মাধ্যম। অপরদিকে আয় বলিতে বুঝায় এই সকল মাধ্যমে উৎপাদিত সেবাপ্রবাহ। সেলিগম্যানের ভাষায়, আয় হইল অর্থনৈতিক পণ্য হইতে তৃপ্তিপ্রবাহ ( inflow of satisfaction from economic goods )। সুতরাং আয় সম্পদেরই সৃষ্ট ফল। মোটরগাড়ী সম্পদের উদাহরণ। কিন্তু ইহার পরিবহণ-কার্য, যাহা মানুষের স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন মিটায়, তাহা হইল আয়। অবশ্য কেবল অর্থনৈতিক দ্রব্য হইতেই আয় বা তৃপ্তিসাধন হয় না ; সেবামূলক কার্যও ( services )—যথা, ভৃত্যের, শিক্ষকের বা

চিকিৎসকের সেবামূলক কার্য—মানুষের অভাবমোচন করে। সুতরাং এই সকল কার্য হইতে যে-তৃপ্তি প্রবাহিত হয় তাহার মূল্যকেও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

**ব্যক্তিগত আয় :** এই আলোচনার ভিত্তিতে এখন ব্যক্তিগত আয়ের একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে: কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি যে-পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য ও সেবা ( value of goods and services ) ভোগ করিবার পরও পূর্বাবস্থাতেই থাকিতে সমর্থ হয়—অর্থাৎ তাহার সংগতি পূর্বাপেক্ষা অধিক বা অল্প হয় না, তাহাই তাহার আয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হইল যে ঐ ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূল্য ভোগ করিবার সামর্থ্যই তাহার আয়ের মাপকাঠি ; কিন্তু তাহাকে যে ঐ পরিমাণে ভোগ করিতেই হইবে এরূপ কোন কথা নাই। অতএব, যদি সে আয় অপেক্ষা অধিক ভোগ করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার সংগতি কমিয়া যাইবে ; আর যদি আয় অপেক্ষা কম ভোগ করে—অর্থাৎ সঞ্চয় করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার সংগতি বাড়িয়া যাইবে।

**জাতীয় আয় :** অনুরূপভাবে জাতিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ( সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে ) যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিবার পর পূর্বাবস্থাতে থাকিয়া যায়—সেই পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাই হইল সংশ্লিষ্ট বৎসরে ঐ দেশের জাতীয় আয়।

ব্যক্তি ও জাতির আয়ের উপরি-উক্ত ধারণাকে প্রকৃত আয়ের ( real income ) ধারণা বলা হয়। আয়কে কিন্তু আমরা সাধারণত আর্থিক আয় ( money income ) হিসাবেই দেখি। এই দিক দিয়া বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ ভোগে নিয়োজিত করিবার ফলে ব্যক্তি বা জাতির আর্থিক সংগতির কোন তারতম্য ঘটে না, তাহাই যথাক্রমে ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক আয়। যেমন, যে-ব্যক্তি শুধু ট্যাক্সি খাটাইয়া সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকে, তাহার ক্ষেত্রে ট্যাক্সি হইতে যে 'নীট আয়' ( net income ) তাহাই হইল তাহার আর্থিক আয়। এই নীট আয়-নির্ধারণের জন্য মোট প্রাপ্তি হইতে শুধু মেরামত, ট্যাক্স ইত্যাদির দরুন ব্যয় বাদ দিলেই চলিবে না, ট্যাক্সিটি যে একদিন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িবে তাহা স্মরণ রাখিয়াও কিছু টাকা নিয়মিত তুলিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ এমন একদিন আসিবে যে তাহার ট্যাক্সিও থাকিবে না, ফলে কোন আয়ও থাকিবে না। অনুরূপভাবে জাতির ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে মূলধনের অবচয়ের ( depreciation ) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং আয়প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়া যে-পরিমাণ অর্থ ভোগ করিতে পারা যায়, তাহাই হইল নির্দিষ্ট সময়ে আয়ের পরিমাপ।

**৬। উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান ( Production and Factors of Production ) :** যে-কোন 'অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা'র ফলে দ্রব্য ও সেবার সৃষ্টি হয় সংক্ষেপে তাহাকেই উৎপাদন বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত না হইলে এইরূপ কোন কর্মপ্রচেষ্টাকে উৎপাদন বলিয়া গণ্য করা যায় না। এজন্য উৎপাদনের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ; উৎপাদন হইল বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যাদি সৃষ্টি এবং মূল্যের বিনিময়ে সেবাকার্য সম্পাদন করা। সংজ্ঞাটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদন বলিতে শুধু বস্তুগত দ্রব্যসৃষ্টিই বুঝায় না সেবার সৃষ্টিও বুঝায়। মোটকথা, বিনিময়ের উদ্দেশ্যে যে-কোন প্রকার উপযোগের সৃষ্টিই হইল অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে উৎপাদন।

উপযোগ সৃষ্টির সহিত কোন নীতিগত প্রশ্ন জড়িত নাই। ফলে অর্থবিদ্যায় মদ্য উৎপাদনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা—উভয়ই উৎপাদন বলিয়া গণ্য। অবশ্য কল্যাণের ( welfare ) দৃষ্টিভংগি হইতে মদ্য উৎপাদনকে 'অকাম্য' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এইরূপ কর্মপ্রচেষ্টা বা উপযোগ সৃষ্টির জন্য যে-সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে উৎপাদনের উপাদান ( factors of production ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ উৎপাদনের উপাদানসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন—যথা, জমি, শ্রম ও মূলধন। বর্তমানে আবার ইহার সহিত সংগঠনকে যোগ করা হয়। অনেক লেখকের মতে অবশ্য উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি নহে—অসংখ্য। চারিটি শ্রেণীতে বিভাগ মাত্র তখনই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যখন

উহাদের মধ্যে সমজাতীয়তা ( homogeneity ) এবং পরিবর্তনহীনতা ( non-substitutability ) পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে বিপরীতই ঘটিতে দেখা যায়। কোন এক একর জমি অবস্থান বা উৎপাদিকাশক্তিতে অপর এক একর জমির ঠিক সমান নহে, দুইজন শ্রমিকও কর্মদক্ষতা বা কর্মনিপুণতায় পরস্পরের সমান নহে। আবার কোন কারখানায় দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি নূতন যন্ত্র স্থাপন করিলেও চলে। সুতরাং আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকের মতে, উৎপাদনে যে-সকল শক্তি বা উপাদান অংশগ্রহণ করে তাহারা সংখ্যায় অগণিত এবং ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কাজকর্ম ( productive services ) বলিয়াই অভিহিত করা উচিত। অনেক সময় আবার উহাদিগকে অন্তর্নিয়োগ ( inputs ) আখ্যাও দেওয়া হয়। বলা যায়, 'অন্তর্নিয়োগ' শব্দটিই দিন দিন প্রচলিত হইতেছে।

**চ। ভোগ ও ভোক্তার আচরণ ( Consumption and Consumer Behaviour ) :** উৎপাদন যেরূপ উপযোগের সৃষ্টি, ভোগ সেইরূপ উপযোগের ধ্বংস ( destruction of utility )। অবশ্য উপযোগের সকল প্রকার ধ্বংসসাধনই ভোগ নহে। আসন হিসাবে চেয়ারের উপযোগ আছে। উহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়া ধ্বংস করিলে ভোগ করা হয় না; কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যবহারের দ্বারা উহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলে ভোগ করা হয়। সুতরাং অভাবপূরণ-পদ্ধতিতে উপযোগের যে-ধ্বংস তাহাই ভোগ। খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিলে তবেই ভোগ করা হইল বলা যায়; জলে ফেলিয়া দিলে উহাকে অপচয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য ব্যক্তি যদি জলে ফেলিয়াই কোনরূপ তৃপ্তিলাভ করে তবে তাহার ক্ষেত্রে উহা ভোগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এইভাবে তৃপ্তিলাভ বা অভাবমোচনের জন্য প্রত্যেক মানুষ কিছু-না-কিছু ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করে। মাত্র বিনিময় বা ক্রয়ের সহিত সম্পর্কিত অভাবমোচনের প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যায় আলোচ্য বিষয় বলিয়া এইরূপ সংগ্রহকারীকে ভোক্তা ( consumer ) বলা হয়। ধরিয়া লওয়া হয়: (১) প্রত্যেক ভোক্তারই আয় সীমাবদ্ধ বলিয়া ক্রয়ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহাকে পদে পদে নির্বাচন করিতে হয়। (২) সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ( rational ) জীব বলিয়া সকল সময়ই তাহার নির্বাচন সুষ্ঠু হয়। (৩) সে পরিতৃপ্তির পরিমাণকে সর্বদাই সর্বাধিক করিয়া তুলিতে ( maximising satisfaction ) চায়। এই সকল অনুমানের ভিত্তিতে ব্যক্তির ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ ব্যাপারে যে-তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে বলা হয় 'ভোক্তার আচরণ-তত্ত্ব' ( Theory of Consumer Behaviour )। তত্ত্বটি অর্থবিদ্যার অন্যতম মূল উপাদান। তত্ত্বটি সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে এবং দাম-নির্ধারণ প্রসংগে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

**ছ। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ( Firm and Industry ) :** আধুনিক অর্থবিদ্যায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( firm ) বলিতে বুঝায় একই মালিকানাভুক্ত সমগোত্রীয় উৎপাদন-এককসমূহের ( units of production or plants ) সমষ্টি এবং এইরূপ সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া হইল সমগ্র শিল্প ( industry )। যেমন, একই মালিকানা ও পরিচালনাধীন সকল কাপড়ের কল লইয়া হইল একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠান লইয়া হইল কাপড়ের কল শিল্প। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে এই পার্থক্য বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক দিয়া, দাম-নির্ধারণের দিক দিয়া, শিল্পজোট সৃষ্টি ইত্যাদির দিক দিয়া অর্থবিদ্যার আলোচনার সহিত বিশেষভাবে জড়াইয়া আছে।

**জ। মূল্য-ব্যবস্থা ( Price System ) :** আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়—যথা, ভোক্তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, উৎপাদক বা ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, একধারে উৎপাদকগণ ও অন্যধারে ভোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি। এই প্রতিযোগিতার পশ্চাতে আছে সর্বাধিক-করণের প্রচেষ্টা ( attempt at maximisation )। ভোক্তারা চায় তাহাদের পরিতৃপ্তি বা উপযোগকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে এবং উৎপাদকরা প্রচেষ্টা করে তাহাদের মুনাফা বা ব্যবসায়ের

নিরাপত্তা বা ব্যবসায়-জগতে ক্ষমতা-প্রতিপত্তিকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে। অবশ্য অনেকের মতে, উৎপাদকের বেলায় মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যাহা হউক, এইরূপ বিভিন্ন প্রকার অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারিত লইয়া যে অবস্থা বা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় বলিয়া ধরা হয়, সংক্ষেপে তাহাকেই মূল্য-ব্যবস্থা ( price system ) বলে।

অবাধ প্রতিযোগিতার সমর্থকদের মতে, এই মূল্য-ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অদ্ভুত-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ইহার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য নির্ধারিত হয় ও বজায় থাকে, ভোক্তারা ন্যূনতম দামে জিনিসপত্র পাইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এইভাবে যেন এক 'অদৃশ্য হস্তে'র ( an invisible hand ) দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তি অচেতনভাবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থসাধন করে। বিভিন্ন প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিব যে এইরূপ ধারণা কতদূর সত্য এবং অবাধ প্রতিযোগিতাই বা কতদূর কাম্য।

**খ। মূল্য ও দাম ( Value and Price ) :** মূল্য শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্য বলিতে বুঝায় কখনও বা 'ব্যবহার মূল্য' ( value-in-use ), কখনও বা 'বিনিময় মূল্য' ( value-in-exchange )। জলের ব্যবহার-মূল্য অসীম ; কিন্তু জলের সরবরাহও অপরিসীম বলিয়া সাধারণ ক্ষেত্রে ইহার কিছুই বিনিময়-মূল্য নাই। সুতরাং কোন দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অসীম হইলেও উহার বিনিময়-মূল্য সম্পূর্ণ শূন্য হইতে পারে।

ব্যবহার-মূল্য বলিতে বুঝায় 'উপযোগ' বা অভাবমোচনের ক্ষমতা। 'ব্যবহার-মূল্য' কথাটির পরিবর্তে 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহার করাই সুবিধাজনক, কারণ এরূপ করা হইলে 'মূল্য' শব্দটি সকল সময়েই বিনিময়ের অর্থে ব্যবহার করা চলে। অর্থবিদ্যায় তাহাই করা হয়।

এই অর্থে শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছাকৃত বিনিময়ের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের পরিবর্তে অপরাপর যে-সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই হইল দ্রব্যটির ( বিনিময় ) মূল্য। যদি এক কুইণ্টাল চাউলের পরিবর্তে দুই কুইণ্টাল গম পাওয়া যায়, তাহা হইলে এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য হইবে দুই কুইণ্টাল গম এবং এক কুইণ্টাল গমের মূল্য হইবে আধ কুইণ্টাল চাউল। চাউল ও গমের মধ্যে এই যে বিনিময়-সম্পর্ক ইহাকেই অর্থবিদ্যায় মূল্য বলে।

এইভাবে কিন্তু একটি দ্রব্যের সহিত অপর একটি দ্রব্যের বিনিময়-সম্পর্ক নির্ধারণ করিলেই চলে না, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রব্যের সংগে বিনিময়-সম্পর্ক নির্ধারণ করাও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু কার্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এইরূপ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য দুই কুইণ্টাল গম, পাঁচ কুইণ্টাল লবণ, চার কুইণ্টাল জোয়ার, একখানা বড় বাড়ীর লক্ষ ভাগের এক ভাগ, ছোট বাড়ীর দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, এই মার্কা পেন্সিল পাঁচশত, ঐ মার্কা ঝর্ণা কলমের আধখানা, ইত্যাদি। সুতরাং দ্রব্যমূল্য এইভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টা করা হয় না, প্রকাশ করা হয় টাকাকড়ির অংকে। টাকাকড়ির দ্বারা প্রকাশিত মূল্যকে দাম ( price ) বলে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে গেলে, দাম হইল কোন প্রামাণিক মুদ্রার এককে নির্ধারিত মূল্য। যেমন, ভারতীয় টাকার অংকে চাউলের মূল্য নির্ধারণ করিয়া বলা যায় যে চাউলের কুইণ্টাল প্রতি দাম ২৫০ টাকা।

মূল্য ও দামের মধ্যে আর একটি পার্থক্য সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল যে, সকল দাম একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে না। গমের তুলনায় যদি চাউলের মূল্য বাড়ে তবে গমের মূল্য কমে। কিন্তু চাউল ও গমের দাম একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে। ইহার কারণ হইল যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয়কেই বিনিময় করা হইতেছে টাকাকড়ির পরিবর্তে। সুতরাং টাকাকড়ির যোগান বাড়িয়া গেলে চাউল ও গম উভয়ের জন্যই বেশী মুদ্রা ব্যয় হইবে, যোগান কমিলে উভয়ের জন্যই কম মুদ্রা ব্যয় হইবে। ফলে প্রথম ক্ষেত্রে উভয়েরই দাম বাড়িবে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয়েরই দাম কমিবে।

৬। ভারসাম্য ( Equilibrium ) : আধুনিক অর্থবিদ্যাকে অনেক সময় ভারসাম্যের অর্থবিদ্যা ( Equilibrium Economics ) বলা হয়, কারণ অর্থবিদ্যার কেন্দ্রস্থলাধিকারী মূল্যতত্ত্বের যে-আলোচনা প্রধানত তাহা ভারসাম্যেরই আলোচনা। অবশ্য ভারসাম্যকে এই কেন্দ্রীয় ধারণার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল।

ভারসাম্য সম্বন্ধে ধারণা গণিত হইতে আহৃত। সংক্ষেপে ইহা দ্বারা বুঝায় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। যদি দেখা যায়, চাহিদা ও যোগান এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহাদের কাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই তবে তাহারা ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় উপযোগ ও দাম পরস্পরের সমান হইলেই এইরূপ হয়। তখন ক্রেতা অধিক কিনিতে বা উৎপাদক অধিক উৎপাদন করিতে চাহিবে না। ভারসাম্য যে নানা প্রকারের এবং ভোক্তা, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, সমগ্র শিল্প প্রভৃতি সকলেরই ক্ষেত্রে হইতে পারে মূল্যতত্ত্বের আলোচনার সময় তাহা আমরা দেখিব।

# ৩ | অর্থনৈতিক সমস্যা : সম্পদ ও উহাদের ব্যবহার

## (The Economic Problem : Resources and Their Exploitation)

*"The economic problem, as one may call it for short, the problem of want and poverty and the economic struggle between classes and nations is nothing but a transitory and unnecessary muddle."* J. M. Keynes : *Essays in Persuasion*

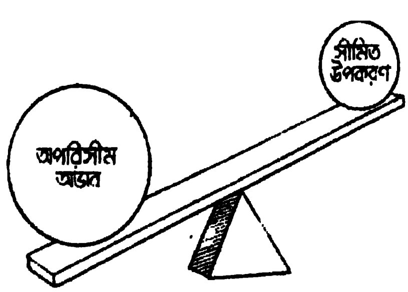
### ৩.১ অর্থনৈতিক সমস্যা ( The Economic Problem )

**সমস্যাটির পুনরাবৃত্তি ( The problem restated )**

> **এই অধ্যায়ে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা বলিতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা হইবে। এই সমস্যাটি প্রথম অধ্যায়ে অবশ্য কিছুটা আলোচনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনকে অনুসরণ করিয়া এখন আমরা অর্থনৈতিক সমাজের তিনটি কেন্দ্রীয় সমস্যার উপর আলোকপাত করিব।**

প্রথম অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে যে সমাজের মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা হইল উপকরণসমূহের অপ্রাচুর্য। সুতরাং সকল অর্থনৈতিক সমস্যাই হইল নির্বাচনসংক্রান্ত সমস্যা। এই নির্বাচনসংক্রান্ত সমস্যাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) সীমিত উপকরণসমূহ দ্বারা কি কি দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে, (২) কিভাবে প্রয়োজনীয় বা কাম্য দ্রব্যাদি ও সেবা উৎপাদন করা হইবে এবং (৩) সমাজের উৎপাদিত দ্রব্য কে লাভ করিবে ( অর্থাৎ কিভাবে সমাজের মোট উৎপন্নকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করা হইবে? ) এগুলিকে অধ্যাপক পল স্যামুয়েলসন অর্থনৈতিক সমাজের মৌল সমস্যা (central problems) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখন আমরা অর্থনৈতিক সমস্যার অন্য একটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি—ইহা হইল মানুষের অভাবের অপরিতৃপ্তি ( the insatiability of human wants )।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মানুষের নানাবিধ অভাবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি একপ্রকার অসম্ভব। কারণ, যখনই একটি অভাব মিটে তখন আর একটি নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়। বিষয়টিকে একটি নাগর-দোলার সহিত তুলনা করা যায়। একদিকে বিশ্বের সম্পদের বা উপকরণের পরিমাণ হইল সীমিত অন্যদিকে আবার মানুষের অভাব হইল অপরিসীম। নিম্নের ৩.১ চিত্রটিতে ইহা দেখান হইয়াছে।




চিত্র ৩.১ অর্থনৈতিক সমস্যা : সীমিত উপকরণ এবং অপরিসীম অভাব

মানুষের প্রয়োজন ( needs ) অবশ্যই মিটান যায়। যেমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন তিনটি শার্ট, দু'জোড়া জুতো এবং সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে যত্ন। কিন্তু এই প্রয়োজন এবং মানুষের অভাব কিন্তু এক জিনিস নয়। যদি জনসাধারণকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রয়োজন মিটিবে সত্য, কিন্তু অভাব মিটিবে না। ক্রমশ তাহাদের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের খাদ্যদ্রব্য ও আরও ভাল খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন দেখা দিবে। যদি জনসাধারণকে পরিধানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা ক্ষণিকের জন্য পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। ইহার পরই তাহাদের মধ্যে নতুন ফ্যাসানের বস্ত্র পরিধান করিবার অভাব দেখা দিবে। সুতরাং এই অর্থে অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান নাই।

**বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ্য (Conspicuous consumption) :** মানুষের অভাবের অপরিপূর্ণতা লইয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ বহুকাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন। প্রখ্যাত মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ থরসটিন ভেবলেন ( Thorstien Veblen—1857-1929 ) একটি নূতন বর্ণনার অবতারণা করেন। বর্ণনাটি হইল বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ। ইহার দ্বারা সেই সকল ভোক্তার প্রবণতার কথাই উল্লেখ করা হয় যাহারা জীবনধারণের ন্যূনতম মানের উর্ধ্বে বিচরণ করেন। এই ধরনের ভোক্তাদেরই অবসরভোগী শ্রেণী (leisure class) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে রুচি, পরিধেয় বস্ত্র এবং জীবনযাত্রার মানের মাধ্যমে অন্যান্য সকলকে গভীরভাবে প্রভাবিত বা চমৎকৃত করার প্রবণতা দেখা যায়। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে মানুষ নিজেদের জীবনধারণের ব্যাপারে প্রকৃত অর্থনৈতিক বিচারবুদ্ধিকে (strict economic rationality) পরিহার করিয়াই বসিবে। অবশ্য ইহা কেবলমাত্র বর্তমান সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য এইরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। প্রাচীনকালে রোমক সাম্রাজ্যেই এই ধরনের ভোগ-প্রবণতা বিশেষমাত্রায় দেখা গিয়াছিল।

আর সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক গলব্রেথ দেখাইয়াছেন যে অধিকাংশ উন্নত দেশগুলিতে জনসাধারণকে তাহাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের (physical necessity) বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞাপন ও ফ্যাসানের চাপে পড়িয়া ভোক্তারগোষ্ঠী ক্রমাগত এক ধরনের দ্রব্য ত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্য ক্রয়ে আগ্রহী হইবে।[১] অন্যদিকে আবার বৈচিত্র্যময় ভোগে আগ্রহ এরূপ লোকের সংখ্যাও কম নহে। পৃথিবীর দারিদ্র্য দেশগুলির ক্ষেত্রে এই ধারণা বিশেষভাবে সত্য। সংক্ষেপে বলা যায় ভেবলেনের তত্ত্ব ব্যতিরেকে বর্তমান জগতে ভোক্তার আচরণ ব্যাখ্যা করা একপ্রকার অসম্ভব।

**উৎপাদনের উপাদান (The Factors of Production) :** আমাদের অর্থনৈতিক অভাবমোচনের জন্য আমাদের সকল উপকরণ সমষ্টিকেই অর্থনৈতিক সম্পদ ( economic resources ) অথবা উৎপাদনের উপাদান ( factors of production ) বলা হয়। উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ ( inputs ) বলিতে আমরা সে-সকল বিষয়কেই বুঝি যাহারা যে-কোন দ্রব্যের উৎপাদনে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। অর্থবিদ্যায় এই উপকরণসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নের তালিকা দ্বারা ইহা দেখান হইল।

সারণি ৩.১

| উপকরণের নাম | প্রকৃতি | পুরস্কার |
|---|---|---|
| ১. জমি | প্রকৃতির দান | খাজনা |
| ২. শ্রম | যে কোন মানবিক প্রচেষ্টা | মজুরি |
| ৩. মূলধন | উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ | সুদ |
| ৪. সংগঠন | সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন | মুনাফা |

১. J. K. Galbraith : *The Affluent Society*

জমি ও শ্রমকে সাধারণত প্রাথমিক উপকরণ এবং মূলধন ও সংগঠন বা উদ্যোগকে দ্বিতীয় স্তরের ( secondary ) উপকরণ বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রথম দুইটি উপকরণকে প্রাথমিক উপকরণ বলা হয়, কারণ ইহারা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট নয় ; এগুলি যেন পূর্ব হইতেই আমাদের দেওয়া আছে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় স্তরের উপকরণগুলি হইল অর্থ-ব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্ট। মূলধন ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে এগুলিকে সৃষ্টি করিতে হয়। এখন প্রতিটি উপকরণ লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ক। জমি ( Land )

জমি হইল প্রকৃতির দান। জমি বলিতে পৃথিবীর মোট জমির যোগফল বুঝায়। জমি দ্বারা অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সুসংগঠিত করিবার জন্য যে জায়গায় ব্যবহার করা হয় তাহাকে নির্দেশ করা হয়। জমি বলিতে শুধুমাত্র মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তিকে নির্দেশ করা হয় না জলবায়ু, আবহাওয়া প্রভৃতির উল্লেখও করা হয়। প্রকৃতি হইতে যে সকল প্রকার খনিজ পদার্থ বা কাঁচামাল নিষ্কাশিত হয় সেগুলিকেও উৎপাদনের উপকরণ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং জমির সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অর্থে জমির সংজ্ঞার মধ্যে সমুদ্রকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, কারণ সমুদ্র হইতে মাছ ও নানাবিধ খনিজ দ্রব্য আহৃত হয়। অবশ্য অর্থবিদ্যায় 'জমি' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ জমির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার দরুণ জমি মূলধন হইতে স্বতন্ত্র।

**জমির বৈশিষ্ট্য ( Characteristics of Land )**

**(১) সীমিত যোগান :** জমির মোট যোগান নির্দিষ্ট বা সীমিত। পৃথিবীর মোট জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। অবশ্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ও সমুদ্র এলাকা হইতে জমি উদ্ধার করিয়া চাষযোগ্য জমির যোগান সামান্য বৃদ্ধি করা যায়। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখিব যে জমির অপ্রাচুর্যতার জন্যই অর্থনৈতিক খাজনার সৃষ্টি হয়।

**(২) উৎপাদন-ব্যয় :** জমি প্রকৃতির দান বলিয়া ইহার কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই। অর্থাৎ, জমি সৃষ্টি করিবার জন্য কোন উপকরণ প্রয়োজন হয় না। কোন ব্যক্তি একখণ্ড জমি চাষ করিতে চাহিলে, তাহাকে খাজনা দিতে হইতে পারে, কিন্তু সমাজকে জমির যোগানের জন্য কোন উপকরণ নিয়োগ করিতে হয় না—কোন ব্যয় বহন করিতে হয় না।[১]

**(৩) গতিশীলতা :** জমির ভৌগোলিক গতিশীলতা (geographical mobility) নাই। অর্থাৎ একখণ্ড চাষযোগ্য জমিকে স্থানান্তরিত করা যায় না—হস্তান্তরিত করা যায় মাত্র।

**(৪) বিকল্প ব্যবহার :** অবশ্য জমির মোট যোগান সীমিত হইলেও এবং ইহার গতিশীলতা না থাকিলেও উহার বিকল্প ব্যবহার থাকিতে পারে। যেমন, একখণ্ড জমি গম চাষে নিয়োগ করা যায়, অথবা উহার উপর কারখানা স্থাপন করাও সম্ভব হইতে পারে।

**(৫) গুণগত পার্থক্য :** জমি সমজাতীয় নয় ( not homogeneous )। অর্থাৎ, সকল প্রকার জমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নয়। পরবর্তী এক অধ্যায়ে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা এই বৈশিষ্ট্যটি পরিস্ফুট করিব এবং দেখিব যে জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্যের দরুনই উদ্ভূত হয় পার্থক্যজনিত খাজনার ( differential rent )।

**(৬) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি :** পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ( The Law of Diminishing Returns ) বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে।

---

১. "The individual who is trying to rent a piece of land may have to pay a great deal of money, but it never costs society as a whole anything to produce land." John Beardshaw

## খ। শ্রম ( Labour )

শ্রম বলিতে আমরা দ্রব্যাদি ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টাকেই বুঝায়।[১] এই সংজ্ঞা অনুসারে স্ব-নিয়োজিত হইয়া বা অন্যভাবে মজুরি বা বেতনের মাধ্যমে উপার্জনের জন্য মানুষ যে পরিশ্রম বা কর্মপ্রচেষ্টা করে তাহাকেই বুঝায়। সুতরাং যে-সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া অর্থ উপার্জন করা হয় না তাহাদের শ্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। যেমন, প্রতিটি পরিবারেই বধূ-গৃহিনীরা নানা ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। অথবা প্রতিটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে বহু সমাজকল্যাণকর কাজ করিয়া থাকেন। এগুলিকে টাকার অংকে পরিমাপ করা যায় না বলিয়া ইহারা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে এই বিষয়গুলিকে হিসাবনিকাশের বাহিরে রাখার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে এই ব্যাপারে একটি সমস্যা দেখা দেয়, কারণ এই সকল দেশে জীবনধারণের জন্য কৃষি ( subsistence agriculture ) অর্থ-ব্যবস্থার এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়া থাকে।

আরও সূক্ষ্ম অর্থে শ্রমের যোগান বলিতে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকেই ( working population ) বুঝায়। এ-সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

**শ্রমের বৈশিষ্ট্য :** এখন শ্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) **গতিশীলতা :** শ্রম গতিশীল। এই গতিশীলতা দুই প্রকারের হইতে পারে : ভৌগোলিক গতিশীলতা ( geographical mobility ) এবং পেশাগত গতিশীলতা ( occupational mobility )। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ হইতে একজন শ্রমিক অধিক উপার্জনের আশায় মহারাষ্ট্র বা গুজরাটে চলিয়া যাইতে পারে। আবার পশ্চিমবঙ্গের একজন চটকল কর্মী একটি চা বাগানে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

(২) **স্থায়িত্ব :** শ্রম সম্পূর্ণ অস্থায়ী উপাদান—ইহাকে ধরিয়া রাখিবার কোন উপায় নাই। আজ যদি কেহ বসিয়া কাটায় তবে ঐ নষ্ট সময় আর ফিরিয়া আসিবে না।

(৩) **কার্যের শর্তাবলী :** একজন মূলধনের মালিক ডাকযোগে একটি চেক পাঠাইয়া একটি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে পারেন এবং ডাকযোগে চেকের মাধ্যমে বাৎসরিক লভ্যাংশ ভোগ করিতে পারেন। অপরদিকে শ্রমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল এই যে একজন শ্রমিককে কারখানায় বা খেতখামারে উপস্থিত হইয়া কাজ করিতে হয়। অন্যান্য উপকরণের ক্ষেত্রে অবশ্য ইহা দেখা যায় না। এই কারণে শ্রমের যোগান শুধুমাত্র আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না। ইহা কার্যের শর্তাবলী, কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ের[১] উপর নির্ভর করে। মজুরি তত্ত্বের আলোচনার সময় এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

(৪) **দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা :** চতুর্থতঃ কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়। শ্রমের দক্ষতা অবশ্য আরও বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে : জলবায়ু, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অন্যান্য উপকরণের যোগান, মজুরির স্তর, উৎসাহ-উদ্দীপনা ইত্যাদি।

(৫) **শ্রমের যোগান রেখা :** পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে মজুরি বৃদ্ধি পাইলেই শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায় না। মজুরির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে একটি স্তর পর্যন্ত শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। ইহার পরও যদি মজুরি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে লোকের অবসর ভোগের ইচ্ছাই বাড়িতে থাকিবে। ফলে শ্রমের যোগান হ্রাস পাইবে। এই কারণেই দেখা যায় যে শ্রমের যোগান রেখা সর্বস্তরে ঊর্ধ্বমুখী না হইয়া পশ্চাৎগামী ( backward bending ) হয়।[২] এ সম্পর্কে পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

---

১. "Labour may be defined as the exercise of human and physical effort in the production of goods and services." John Beardshaw

২. যেমন একজন শ্রমিকের একটি বিশেষ কাজ করিতে ভাল লাগিতেছে কিনা অবশ্যই বিচার্য বিষয়।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বল্পকালে শ্রমের যোগান অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূলত মজুরির হার দ্বারা নির্ধারিত হয়। দীর্ঘকালে কিন্তু শ্রমের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তিগণের অনুপাতের উপর। সুতরাং শ্রমের দীর্ঘকালীন যোগানের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদিগকে জনসংখ্যা তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। এই জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে উল্লেখ্য হইল (১) ম্যালথাসের তত্ত্ব ও (২) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব।

**গ। মূলধন ( Capital )**

মূলধন হইল উৎপাদনের তৃতীয় উপকরণ। জমি হইল প্রকৃতির দান এবং ইহাকে ভাণ্ডার ( stock ) বলিয়া গণ্য করা যায়। অপরপক্ষে শ্রম হইল প্রবাহ (flow)। শ্রম বলিতে একটি বিশেষ সময়ে শ্রমের সর্বাধিক প্রবাহকে বুঝায়। যেমন বলা যায় কলিকাতায় দৈনিক শ্রমের পরিমাণ হইল ২০,০০০ ঘণ্টা। মূলধন একটু স্বতন্ত্র ধরনের উপকরণ। ইহাকে একটি বিশেষ সময়ে সম্পদের ভাণ্ডার বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়।[১]

এই সংজ্ঞা অনুসারে মূলধন বলিতে সমাজের সকল প্রকৃত সম্পদকেই ( real *physical* assets ) বুঝায়। অর্থবিদ্যাবিদগণ কখনও কখনও মূলধনের একটি বিকল্প সংজ্ঞাও নির্দেশ করিয়া থাকেন: মূলধন হইল সেই সকল দ্রব্য যেগুলি অধিকতর সম্পদ সৃষ্টির কার্যে ব্যবহৃত হয় ( Capital is all those goods which are used in the production of further wealth )।

মূলধনকে স্থায়ী ও চলতি এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বাড়ীঘর রাস্তা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ। অপরপক্ষে মজুত করা কাঁচামাল এবং অর্ধ-সমাপ্ত শিল্পজাত দ্রব্য হইল চলতি মূলধনের দৃষ্টান্ত। এই দুই প্রকারের মূলধনের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় যে স্থায়ী মূলধনকে বহুবার উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা যায় কিন্তু চলতি বা কার্যকর মূলধনকে ( working capital ) মাত্র একবারই উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কাজু বাদামের খোলা ছাড়াইবার জন্য যে মেসিন ব্যবহার করা হয় তাহাকে স্থায়ী মূলধন এবং কাজু বাদাম প্রস্তুত করিবার সময় যে গোটা বাদামের ভাণ্ডার ব্যবহৃত হয় তাহা চলতি মূলধন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মূলধন হইল উপাদানের অপ্রধান বা আনুষঙ্গিক বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ( secondary ) উপকরণ। ইহার অর্থ হইল ইহা অর্থ-ব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্ট হয়। জনসাধারণ তাহাদের বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ইহা সৃজন করে। অর্থাৎ, জনসাধারণ তাহাদের বর্তমান সম্পদকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ না করিয়া এবং ইহার একাংশ সঞ্চয় করিয়া কতকগুলি স্থায়ী ও উৎপাদনশীল উপকরণ সৃষ্টি করে যেগুলিকে 'মূলধন' আখ্যা দেওয়া হয়। এই সঞ্চিত উপকরণগুলি ( saved resources ) ব্যবহার করিয়া আরও সম্পদ সৃষ্টি করা যায়। ধরা যাক, অর্থ-ব্যবস্থায় এক ব্যক্তির সমগ্র সম্পদ হইল কয়েক মন আলু। যদি ঐ ব্যক্তি সমস্ত আলু ভোগ না করিয়া কিছুটা সরাইয়া রাখিয়া বীজ হিসাবে ব্যবহার করে তবে ভবিষ্যতে তাহার সম্পদের ( আলুর ) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব বলা যায় যে, মূলধন-দ্রব্যের সংজ্ঞা হইল উহার কার্যকারিতার দিক হইতে, প্রকৃতিগত দিক হইতে নয় ( a capital good is defined, not from what it is, but from what it does )। আমাদের উদাহরণে আলু হইল মূলধন-দ্রব্য যদি ইহা অধিকতর আলু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তবেই।

মূলধন অন্যান্য উপকরণকে অধিক উৎপাদনশীল করিয়া তুলে। এই কারণে মূলধন-গঠন অর্থ-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। বস্তুত, মূলধন-গঠন অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ( অর্থাৎ ক্রমাগত মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির ) একটি মূল সূত্র। যে দেশ যত দ্রুতগতিতে মূলধন গঠন করিতে সমর্থ হইবে সেই দেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ হার তত দ্রুততর হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

মূলধন গঠন নির্ভর করে মূলত সঞ্চয়ের উপর। সঞ্চয় আবার নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ক্ষমতা

১. "We define capital as the stock of wealth existing at any one time." J. Beardshaw

এবং (খ) সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর। সঞ্চয়ের ক্ষমতা মূলত আয়ের উপর এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছা মূলত সুদের হারের উপর নির্ভরশীল।[১]

**ঘ। উদ্যোগ ( Enterprise )**

উদ্যোগ কোন স্বতন্ত্র উপকরণ কি না এ-সম্পর্কে কিছু সংখ্যক অর্থবিদ্যাবিদ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকের মতে, উদ্যোগ এক বিশেষ ধরনের শ্রম মাত্র। এই বক্তব্য অবশ্য আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের সকলেই মানিয়া লন নাই। কারণ, জমি, শ্রম ও মূলধনকে একে অপরের পরিবর্ত হিসাবে উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উদ্যোগ হইল এমনই একটি উপকরণ যাহার ভূমিকা অন্য কোন উপকরণ গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রসংগে আমরা উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সামান্য ব্যাখ্যা করিতে পারি। উদ্যোক্তা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে :

(১) ইহা অন্যান্য উপকরণ নিয়োগ করে এবং ইহাদের একত্রিত ( combine ) করে।

(২) চাহিদা সৃষ্টি হইবার প্রত্যাশায় উৎপাদন কার্য সম্পাদন করিয়া ইহা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একটি উদ্যোক্তার ভূমিকাকে সহজেই সনাক্ত করা যায়, কিন্তু বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহে উদ্যোক্তার কার্য বিভিন্ন পরিচালক এবং বিভাগের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া কোম্পানীর শেয়ারের মালিকগণও উদ্যোক্তার কার্যে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। এই কারণে উদ্যোক্তার ভূমিকাকে সহজে বাছিয়া লওয়া যায় না। তবে উদ্যোক্তার ভূমিকাকে সনাক্ত করিবার ব্যাপারে নানাবিধ অসুবিধা দেখা দিলেও যে-কোন অর্থ-ব্যবস্থাতেই উদ্যোক্তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একমাত্র উদ্যোক্তাই উৎপাদন-পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ( process ) ব্যাপারে সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে কার্য সম্পাদন করে তাহা অনুধাবন করিতে হইলে উদ্যোক্তার ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

**উপকরণসমূহের আয় ( Factor incomes )**

উৎপাদনের উপকরণসমূহ যে নানাবিধ অর্থ উপার্জন করে তাহাদের উপকরণসমূহের পুরস্কার বা পারিশ্রমিক ( factor rewards or remuneration ) অথবা উপকরণসমূহের প্রতিদান ( factor returns ) বলা হয়। শ্রম মজুরি ও মাইনা পাইয়া থাকে, জমি খাজনা উপার্জন করে, মূলধন লাভ করে সুদ এবং উদ্যোগ লাভ করে মুনাফা। বাস্তব জগতে অবশ্য ইহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করিয়া দেখা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, একটি বাড়ীর খাজনার মধ্যে দুইটি পৃথক পৃথক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় : যে জমির উপর বাড়ীটি নির্মিত করা হইয়াছে তাহাই খাজনা এবং মূলধনের সুদ। এক্ষেত্রে বাড়ীটিই হইল মূলধন।

## শ্রমবিভাগ ( Division of Labour )

বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল বিশেষীকরণ, যাহাকে শ্রমবিভাগ বা শ্রমের বিশেষীকরণ ( division or specialization of labour ) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।[২] বলা যায়, শ্রমবিভাগকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। আজও যদি কোন বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ারকে কোন নির্জন দ্বীপে ছাড়িয়া দিয়া আসা হয় তবে তিনি আদিম মানুষের মতই অসহায় বোধ করিবেন। যদি তিনি সভ্য জগতেও বাস করেন এবং তাঁহাকে সহায়তা করিবার লোক যদি না থাকে তবে তাঁহার বিদ্যা বা দক্ষতা কোন কাজে লাগিবে কি ?[৩] সুতরাং বিশেষীকরণ বা শ্রমবিভাগই বর্তমান দিনের উন্নত জীবনের মূলসূত্র।

---

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের 'উচ্চতর বাণিজ্যিক অর্থবিদ্যা' ( ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ ) দ্রষ্টব্য।

২. "Economists call...allocation of different jobs to different people *specialization of labour.*
Lipsey and Steiner : *Microeconomics.*

৩. Bertrand Russell : *History of Western Philosophy*

**শ্রমবিভাগ—প্রকৃতি (Division of Labour—Nature) :** শ্রমবিভাগের প্রকৃতি-ব্যাখ্যায় লিওনার্ড রীডের একটি চিত্তাকর্ষক গল্প প্রচলিত আছে। বিষয়বস্তু : একটি পেন্সিলের আত্মজীবনী।

পেন্সিল বলে : আমার জীবনবৃত্তান্ত কেহই পুরাপুরি জানে না···প্রথমে একটি সীডার গাছ কাটা হইল, হয়ত উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ার কোন জংগলে। কাটিবার জন্ত অনেক কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হইয়াছে—করাত, দড়ি, কুড়ুল ইত্যাদি। এগুলি তৈয়ার হইয়াছে বহু লোকের পারস্পরিক সহযোগে—তাহারা কাজ করিবার সময় নিশ্চয়ই চা-কফি পান করিয়াছে, যাহা আবার উৎপন্ন হইয়াছে আরও অনেকের পারস্পরিক সহযোগে।

তারপর সেই সীডার কাষ্ঠখণ্ড হইতে পেন্সিল তৈয়ার করিতে অন্তান্ত কত যন্ত্রপাতিই না ব্যবহৃত হইয়াছে···

শেষে আসে পেন্সিলের রবার, যাহা হয়ত আসিয়াছে ইন্দোনেশিয়া হইতে···

এইভাবে আমাকে (পেন্সিলকে) তুমি যে ব্যবহার করিতেছ তাহা কিভাবে তৈয়ার হইয়াছে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?···

অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রমবিভাগ আজ বিশ্বব্যাপী এবং জটিল প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য নির্মাণ করিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতেছে এবং একজনের উৎপন্ন দ্রব্য (output) অপরের উপকরণ (input) হিসাবে কার্য করিতেছে।

**সূত্রপাত ও প্রসার :** শ্রমবিভাগ প্রথমে সুরু হয় পেশা বা কর্মবিভাগ হিসাবে। আদিমতম যুগে কর্মবিভাগ বলিয়া কিছু ছিল না। ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠীর সকলে মিলিয়া পশুপক্ষী শিকার ও ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহার পর কৃষিকার্য সুরু ও গ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভব হইলে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগ দেখা দিল। কতক লোক মাত্র কৃষিকার্যেই নিযুক্ত রহিল, আবার কতক লোক সংগে সংগে অন্তান্ত পণ্যও উৎপাদন করিতে লাগিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে কৃষিকার্য ছাড়িয়া তাহাদের বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিল। যেমন যে-ব্যক্তি লাঙল তৈয়ার করিত সে শুধু লাঙল তৈয়ারেই নিযুক্ত রহিল। এইভাবে যে পেশাগত বিভিন্নতা বা কর্মবিভাগ সুরু হইল সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে তাহা অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল। ফলে একদিন গড়িয়া উঠিল অসংখ্য পেশার ভিত্তিতে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা। বর্তমান দিনে কেহই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য স্বয়ং উৎপাদন করে না। ইহার পরিবর্তে সাধারণত একটিমাত্র পেশা অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জনে নিযুক্ত থাকে এবং অর্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক মাত্র শিক্ষকতার কার্যেই নিযুক্ত থাকেন এবং ইহার বিনিময়ে যে-অর্থ পান তাহা দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন।

কিন্তু বিভিন্ন পেশায় উৎপাদনকার্যের বিভাগই শ্রমবিভাগের শেষ কথা নয়। শ্রমবিভাগ আরও অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি পেশাও আবার বিভিন্ন অংশ বা প্রক্রিয়ায় (processes) বিভক্ত। পূর্বে চিকিৎসককে—যেমন, কবিরাজ বা হকিমকে—রোগনির্ণয়, ঔষধপত্র তৈয়ার, ঔষধপত্র প্রদান সকল কার্যই স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইত। বর্তমানে চিকিৎসক রোগনির্ণয় করিয়া ব্যবস্থাপত্র (prescription) লিখিয়া দিয়াই ক্ষান্ত। ঔষধ তৈয়ার ও ঔষধ প্রদানের ভার হইল অন্তান্ত শ্রেণীর লোকের উপর।[1] জুতা তৈয়ারের উদাহরণও লওয়া যাইতে পারে। পূর্বে জুতা তৈয়ারের জন্ত চর্মকারকে চর্ম সংগ্রহ করিতে হইত। এখন চর্ম সংগ্রহ করে একদল লোক, চর্ম পরিষ্কার ও শোধন করে দ্বিতীয় একদল লোক এবং প্রকৃত জুতা তৈয়ার করে আর একদল লোক। আবার বাটা কোম্পানীর মত জুতার কারখানায় মাত্র জুতা তৈয়ারের কার্যই শতাধিক ক্ষুদ্রতর প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। কেহ শুধু গোড়ালি লাগায়, কেহ বা শুধু ফিতা পরায়, কেহ বা মাত্র চাকিটি করিয়া পেরেক বসায়, ইত্যাদি। অর্থবিদ্যার জনক অ্যাডাম স্মিথ দেখিয়াছিলেন যে আলপিন তৈয়ারির কার্য ১৮টি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত।

১. অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য চিকিৎসক এখনও নিজে ঔষধ দিয়া থাকেন। কবিরাজ বা হকিম নিজে ঔষধপত্র তৈয়ারও করিয়া থাকেন। তবে গতি হইল চিকিৎসার কার্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করার দিকে।

এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শুধু শতাধিক নহে সহস্রাধিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদনকার্যও আছে।

**সুবিধা :** শ্রমবিভাগের মূল অবদানের উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে—ইহার দরুনই শিল্প-বাণিজ্যের এবং জীবনযাত্রার মানের বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমবিভাগ ছাড়া যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও 'বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। তবুও বলা যায়, শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে ইহা কোন উপকারেই আসিত না। উদাহরণ দিয়া একজন অর্থবিদ্যাবিদ বলিয়াছেন যে ইঞ্জিন-নির্মাতা, ইঞ্জিন-চালক, গার্ড, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে যদি শ্রমবিভাগ না থাকিত তবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা কখনও রেলগাড়ী চালানো সম্ভব হইত না। আবার ইঞ্জিন নির্মাণের কার্যও যদি মাত্র একজনকে করিতে হইত তবে কখনই ইঞ্জিন নির্মিত হইত না।[১] দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছে। বিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণায় নিযুক্ত থাকা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছে। তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।[২] (অনুরূপভাবে আঞ্চলিক বিশেষীকরণ অঞ্চলের এবং অর্থনৈতিক সমাজের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ অর্থনৈতিক সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।) অ্যাডাম স্মিথই প্রথম দেখিয়াছিলেন যে কোন লোকই সকল কাজের জন্য সমান উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে পারে। চতুর্থত, একই কাজে মনোনিবেশ করার জন্য সে পারদর্শিতাও লাভ করে। পঞ্চমত, শ্রমিককে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে হয় না বলিয়া সময়ও বাঁচে। ষষ্ঠত, শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতে থাকে। পরিশেষে, এই সকল সুবিধার সমন্বয়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং শ্রমিককে অধিক মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়।

**অসুবিধা :** অবশ্য শ্রমবিভাগের অসুবিধাও আছে। প্রথমত, অতি সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে: তাঁহার অন্য কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে না। দৈনিক সহস্র সহস্র জুতার গোড়ালি লাগানো যাহার কাজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ জুতা নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যবিহীন একই ধরনের কাজ শ্রমিকের মনের উপর আঘাত করে বলিয়া তাহাকে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তাহার ব্যক্তিত্বও পরিস্ফুটিত হইতে পারে না।[৩] কার্ল মার্ক্স ইহাকে (সমাজ হইতে) বিচ্যুতি (alienation) হিসাবেই ধরিয়াছেন।[৪] তৃতীয়ত, শ্রমিক যে-দ্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহার চাহিদা কমিয়া গেলে শ্রমিকের পক্ষে বেকার হইয়া থাকিবার আশংকা থাকে। কারণ, অন্য কাজে তাহার দক্ষতা থাকে না বলিয়া অন্য কা[জে] নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। পরিশেষে, শ্রমবিভাগের জন্য অসংখ্য শ্রমিক অসংখ্য রকমের কাজ করে বলিয়া পরিচালক-গণের পক্ষে তাহাদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই সকল অসুবিধার জন্য শ্রমবিভাগ সীমাহীনভাবে সম্প্রসারিত হইতে পারে না।

**বিশেষীকরণের আর একটি দিক।** এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশেষীকরণ শ্রম-বিভাগেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও বিশেষীকরণ ঘটিয়াছে—শ্রমের মত জমি, মূলধন—এমনকি সংগঠনও আজ বিশেষীকৃত। জমিকে বিশেষ ফসল উৎপাদনের বা বিশেষ কার্যের উপযোগী করিয়া তোলা হয়, মূলধনকে বিশেষভাবে আবদ্ধ (sunk) করা হয়[৫] এবং সংগঠক বা

---

১. Sir Henry : *Economics for the General Reader*

২. "...the greater the opportunity for specialization—division of labour—the greater the efficiency." J. K. Galbraith : *Almost Everyone's Guide to Economics*

৩. "Specialization too often breeds half men—anemies clerks, brutish stockers." Samuelson

৪. *Das Capital* (Kapital)

৫. যেমন রেল-ইঞ্জিন বা স্টীম রোলার। উহারা মাত্র একপ্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহার্য।

৫ [ সমঃ অঃ বিঃ ]

পরিচালককে কলাকৌশলের একটা দিকেই প্রয়োগকৌশলী ( technocrat ) হিসাবে শিক্ষাদান করা হয়। এই বিশেষীকরণ ঠিক শ্রমবিভাগ হিসাবে গণ্য না হইলেও ইহাও একপ্রকার বিশেষীকরণ—বিশেষীকরণের আর একটি দিক।

**বিশেষীকরণের আরও ব্যাপ্তি :** বিশেষীকরণের আরও ব্যাপ্তি হইল অঞ্চলের ক্ষেত্রে। ব্যক্তির ন্যায় বিভিন্ন অঞ্চলকে—বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমাজকেও বিশেষীকৃত হইতে দেখা যায়। ইহাই শিল্পের স্থানিকতা বা আঞ্চলিকতা ( localization of industries ) এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই বিশেষীকরণ তত্ত্ব—যাহাকে সাধারণত আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়তত্ত্ব ( The Theory of Comparatative Advantage or Cost)—বলিয়াই অভিহিত করা হয় তাহা ডেভিড রিকার্ডোরই ( David Ricardo—( 1772-1823 ) অবদান।[১]

**যন্ত্রপাতির ব্যবহার ( Use of Machinery ) :** বিশেষীকরণের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত হইল যন্ত্রপাতির ব্যবহার। বিশেষীকরণ বা শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতেছে। অপরদিকে আবার নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও শ্রম-বিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিয়াছে। উৎপাদনকার্যে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে দুই প্রকার সুবিধা লাভ করা যায় : (ক) শক্তি ( power ) এবং (খ) সূক্ষ্মতা ( precision )। যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদনকার্যে মানুষের শক্তি নানাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। জলস্রোত ও কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরমাণু হইতে পারমাণবিক শক্তির সৃষ্টি প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ নদী সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি সকল প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করিয়াছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে মানুষের পেশীর উপর চাপও কম পড়িতেছে। তাজমহল নির্মাণে মানুষের পেশী দ্বারা যত বড় পাথর তুলিতে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় পাথর আজ যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা সূক্ষ্ম, নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ একই প্রকার জিনিসপত্রও তৈয়ার করা সম্ভব হইতেছে। পরিশেষে, যন্ত্রপাতি দ্বারা অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজও করা যায়।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অবশ্য অসুবিধাও আছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে করিতে শ্রমিকও যান্ত্রিক হইয়া উঠে। তাহার পেশীর উপর চাপ কমিলেও মনের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় শ্রমিক ইহা সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রপাতি আবার প্রথম প্রথম শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অবশ্য পরে ঐ নূতন যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা গড়িয়া উঠিলে কর্মচ্যুত শ্রমিকের অধিকাংশ পুনর্নিযুক্ত হয়। আরও বলা যায় যে কদর্য কারখানা জীবন, বৈচিত্র্যবিহীন পরিশ্রম ইত্যাদি যেমন শ্রমবিভাগের ফল তেমনি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও ফল।

এই যন্ত্রপাতিই প্রধানত মূলধন বলিয়া আখ্যাত।

**আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ( Economies of Scale ) :** উৎপাদনের সকল উপাদানেরই বিশেষীকরণের ( specialization ) ফলে যে-সমস্ত সুবিধা বা ব্যয়সংক্ষেপ ( economies ) ঘটে তাহা সকলই বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বিক্রয় ব্যাপারে এবং অর্থ-সংগ্রহেও কতকগুলি সুবিধা হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনের এই সমস্ত সুবিধাকে সংক্ষেপে 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' ( economies of scale ) বা বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ( advantages of large-scale production ) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।[২]

---

১. রিকার্ডো আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন খাজনাতত্ত্বের ( Theory of Rent ) প্রসংগে।

২. ইহাকে 'বহুল উৎপাদনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ'ও ( 'economies of mass production' ) বলা হয়। Samuelson : *Economics*

**সমাজের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি ( Basic Economic Problems of Society)**

অধ্যাপক লিপসের মতে প্রথম অধ্যায়ের যে কতকগুলি নির্দিষ্ট ( specific ) প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে সেগুলিকে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত সাতটি প্রশ্নে ভাগ করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ধনতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক অথবা মিশ্র সকল অর্থ-ব্যবস্থাকেই এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইতে হয় ( ৮—১০ পৃষ্ঠা )।

## সকল প্রকার অর্থ-ব্যবস্থা যে সাতটি সমস্যার সম্মুখীন হয় ( SEVEN QUESTIONS FACED BY ALL ECONOMIES )

(১) কি কি দ্রব্য উৎপাদন করা হইতেছে এবং কি কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইতেছে? **( What commodities are being produced and in what quantities ? )** উপকরণসমূহের অপ্রাচুর্যতা হইতে সরাসরিভাবে এই প্রশ্নটির সৃষ্টি হয়। এই প্রশ্নটি অপ্রচুর উপকরণগুলির বিকল্প ক্ষেত্রে বন্টনের সহিত সম্পর্কিত। যেমন ভারতে ইস্পাতের মোট যোগান সীমিত। কিন্তু ইস্পাত বহু ক্ষেত্রে একটি মূল উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইস্পাত দিয়া সেতু নির্মাণ করা যায়, স্টেডিয়াম প্রস্তুত করা যায়, আবার ইস্পাত রপ্তানী করা যায়। যদি অধিক পরিমাণ ইস্পাত সেতু নির্মাণের কার্যে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য স্বল্প পরিমাণ ইস্পাত পড়িয়া থাকিবে। অনুরূপভাবে জমির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। জমির যোগান সীমিত। সুতরাং, যদি অধিক পরিমাণ জমি ধান চাষে নিয়োজিত হয় তাহা হইতে স্বল্প পরিমাণ জমিই ইক্ষু বা পাট চাষের জন্য পড়িয়া থাকিবে। যেহেতু উপকরণসমূহের যোগান সীমিত ও উহাদের বিকল্প ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় সেহেতু সমাজকে এই উপকরণগুলির ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়—অর্থাৎ সীমিত উপকরণগুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের মোট সুবিধাকে ( total benefit to society ) সর্বাধিক করার প্রচেষ্টা করিতে হয়। এক্ষেত্রে 'দক্ষতার' প্রশ্নটি আসিয়া যায়। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমিত উপকরণগুলি বন্টন করাই যথেষ্ঠ নহে। এগুলি দক্ষতার সহিত বন্টন করিতে হইবে যাহাতে সীমিত উপকরণসমূহ হইতে সমাজ সর্বাধিক সুবিধা লাভ করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইল (১) বিভিন্ন সমাজে উপকরণসমূহের বন্টন কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়? এবং (২) উপকরণসমূহের বন্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাইলে কি কি ফলাফল দেখিতে পাওয়া যায়? এই প্রশ্ন দুইটি লইয়া বহুকাল ধরিয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ চিন্তিত ছিলেন উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় উপকরণসমূহের বন্টনসংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত মূল্য-ব্যবস্থাই ( the price system গ্রহণ করিয়া থাকে। সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনা-ব্যবস্থা (the planning system) দ্বারা ঐ একই সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়। আর ভারতের ন্যায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় এই সিদ্ধান্তগুলি আংশিকভাবে মূল্য-ব্যবস্থা দ্বারা এবং আংশিকভাবে পরিকল্পনা ব্যবস্থা দ্বারা গ্রহণ করা হয়। কিভাবে মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যাটির সমাধান করা হয় তাহা মূল্যতত্ত্বের ( the theory of price ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(২) কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করা হইবে **( By what methods are these commodities produced ? )** আমরা সকলেই জানি যে একই দ্রব্য বা সেবা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত করা যায়। বস্তুত কলাকৌশলের দিক হইতে একাধিক পদ্ধতির সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। ভারতের উদাহরণ লইয়া বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ভারতে কৃষির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের যে সকল অঞ্চলে জমির পরিমাণ স্বল্প সে সকল অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা হয়। ইহার নিবিড় চাষ ( intensive cultivation ) নামে অভিহিত হয়। অপরদিকে যখন জমির প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে অধিক পরিমাণ জমির উপর স্বল্প পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। ইহা ব্যাপক চাষ ( extensive cultivation ) নামে পরিচিত। সুতরাং অধিক পরিমাণ জমি এবং স্বল্প পরিমাণ শ্রম ও মূলধন অথবা স্বল্প পরিমাণ জমি ও অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন ব্যবহার করিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন

করা যায়। এখন, প্রশ্ন হইল: কোন পদ্ধতিটি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত? ইহার উত্তরে বলা যায় যে যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করিয়া একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ন্যূনতম হইবে সেই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা নিঃসন্দেহ কাম্য। বিষয়টি লইয়া উৎপাদন তত্ত্বের ( the theory of production ) পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় আলোচনা করা হইবে ( ২৬৪-২৭৮ পৃষ্ঠা )।

**(৩) কিভাবে সমাজের মোট দ্রব্য ও সেবা বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে ভাগ করা হয়? ( How is society's output of goods and services divided among its members? )** আমরা দেখিতে পাই যে সমাজের কিছুসংখ্যক লোক অধিক পরিমাণে সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতেছেন। অপরদিকে অধিক সংখ্যক লোক দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছেন না। ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যায় সমাজের মোট উৎপন্ন ( যাহাকে আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে মোট জাতীয় উৎপন্ন আখ্যা দিব ) বিভিন্ন উপকরণের মালিকদের মধ্যে বন্টিত হইয়া যায়। যাঁহার আয় যত অধিক সমাজের মোট উৎপন্নে তাঁর ভাগও তত অধিক। সুতরাং দ্রব্য বন্টন মূলত আয় বন্টনের উপর নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন হইল: সমাজের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কেন অধিক পরিমাণ অর্থ আয় করেন এবং কেন সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির আয় এত কম যে তাঁহারা নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিকেই ঠিক মত মিটাইতে পারেন না? এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে আয়বন্টন মূলত নির্ভর করে উপকরণসমূহের বাজার দামের উপর এবং উপকরণসমূহের বাজার দাম নির্ভর করে উহাদের আপেক্ষিক চাহিদা ও যোগানের ( relative demand and relative supply ) উপর। পরবর্তী এক অধ্যায়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহের দাম নির্ধারণ তত্ত্বের আলোচনার সময় বিষয়টির উপর পুনরায় আলোকসম্পাত করা হইবে।

**(৪) সমাজের উৎপাদন ও বন্টন কতটা দক্ষ ( How efficient is the society's production and distribution? )** উত্তরে উল্লিখিত ১, ২ এবং ৩ নম্বর প্রশ্নগুলি হইতেই এই প্রশ্নটির সৃষ্টি হয়। উপরের তিনটি প্রশ্ন ( অর্থাৎ কি পরিমাণ বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, কি ভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং কাহাদের জন্য বন্টিত হয় ) উৎপন্ন করার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে উৎপন্ন ও বন্টন সিদ্ধান্তগুলি দক্ষ কিনা ( whether the production and distribution decisions are efficient )।

দক্ষতার প্রশ্নটি ন্যায়ের প্রশ্ন ( the question of justice ) হইতে স্বতন্ত্র। সমাজের মোট উৎপন্ন ন্যায্যভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টিত হইতেছে কি না উহা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কল্যাণকর অর্থবিদ্যায় ( welfare economics ) এ বিষয়টি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। এই পুস্তকে অবশ্য আমরা 'ন্যায়' অপেক্ষা 'দক্ষতা' লইয়াই অধিক আগ্রহী। উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অদক্ষ বলিয়া গণ্য করা হয় যদি কেবলমাত্র উপকরণসমূহের পুর্নবন্টনের মাধ্যমে একটি দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস না করিয়াই অধিক পরিমাণে অপর একটি দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়।[১] যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে এগুলিকে যদি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এইভাবে পুর্নবন্টন করা সম্ভব হয় যাহাতে অন্য কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কল্যাণ হ্রাস না করিয়া অন্তত একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে সমাজের দ্রব্য বন্টন সংক্রান্ত কার্যাবলী অদক্ষভাবে সম্পাদিত হইয়াছে বলা হয়। যেহেতু এই ধরনের প্রশ্ন হইল কল্যাণকর অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় এই পুস্তকে এই বিষয়গুলি লইয়া আমরা পুনরায় আলোচনা করিব না।[২]

---

১. "Production is said to be inefficient if it would be possible to produce more of at least one commodity without simultaneously producing less of any other by usually reallocating resources." R. G. Lipsey

২. "The commodities that are produced are said to be inefficiently distributed if it would be possible to redistribute them among the individuals in the society and make at least one person better off without simultaneously making any one worse off." R. G. Lipsey

উপরে উল্লিখিত চারিটি প্রশ্ন হইল উপকরণ বণ্টন ও আয় বণ্টনের সহিত সম্পর্কিত এবং বাজার দাম দ্বারা পরিচালিত বা উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় ইহারা মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতার সহিত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এগুলি হইল ব্যক্তিবাচক অর্থবিদ্যার ( micro-economics ) আলোচ্য বিষয়।

**(৫) একটি দেশের উপকরণসমূহ কি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতেছে না কিছু কিছু উপকরণ অলস অবস্থায় পড়িয়া আছে ? ( Are the country's resources being fully utilized, or are some of them lying idle ? )** আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে সমাজের উপকরণসমূহের মোট যোগান এতই সীমিত যে ইহাদের যথাসম্ভব দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়াও সকল ভোক্তার ন্যূনতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ( most pressing ) চাহিদা বা অভাব মিটান সম্ভব নহে। সুতরাং এই প্রশ্নটি আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। বস্তুত সমাজের চাহিদার তুলনায় যদি উপকরণগুলি এতই অপ্রর্যাপ্ত যে এগুলির সাহায্যে সমাজের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ( urgent ) সকল দ্রব্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব না হয় তা হইলে এই উপকরণগুলির অলস হইয়া পড়িয়া থাকার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হইল এই যে কখন কখন এই অমূল্য উপকরণ বা সম্পদগুলি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত না হইয়া অলস হইয়া পড়িয়া থাকে। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় প্রায়ই এই ধরনের অপচয় দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এইরূপ ঘটে তখন উপকরণগুলি অনিচ্ছাকৃতভাবে বেকার হইয়া ( involuntarily unemployed ) পড়িয়া আছে বলা যায়। বেকার শ্রমিকগণ কাজে যোগদান করিতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ যোগাড় করিতে পারে না। যে সকল কারখানায় তাহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক সে সকল কারখানা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই কারখানাগুলির পরিচালক ও মালিকগণ কারখানাগুলিতে উৎপাদন চালাইয়া যাইতে খুবই আগ্রহী। প্রয়োজনীয় কাঁচামালও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। এবং এই কারখানাগুলি দ্বারা যে সকল দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব বাজারে সেগুলির পর্যাপ্ত চাহিদা আছে। ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে বিশেষ কোন কারণে কোন কিছুই ঘটিতেছে না, কারখানার দরজা বন্ধ হইয়া আছে। শ্রমিকগণ বেকার হইয়া বসিয়া আছে এবং কাঁচামালগুলি ব্যবহৃত হইতেছে না। ইহার ফলে দেশের মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ দেশের প্রকৃত উৎপন্ন ( actual output ) ইহার সম্ভাব্য উৎপন্ন ( potential output ) অপেক্ষা কম হয়। এই অবস্থায় বহুসংখ্যক শ্রমিককে অনিচ্ছাকৃতভাবে বেকার হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হইল : বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থায় কেন এই ধরনের অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যাহা কেহই চাহে না ? এই ধরনের বেকারত্ব সৃষ্টিকে প্রতিহত করা যায় না ? বাণিজ্যচক্র সংক্রান্ত তত্ত্বের আলোচনার সময় এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এই ধরনের প্রশ্ন লইয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ বহুকাল ধরিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ১৯৩০-এর দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে এই ধরনের প্রশ্নে অর্থবিদ্যাবিদগণ নূতন করিয়া উৎসাহী হন। এই ধরনের সমস্যাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতেই জন মেনার্ড কেইন্স তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থটি ( *The General Theory of Employment, Interest and Money* ) রচনা করেন। বইটি ১৯৩৬ সালে ( অর্থাৎ মন্দা সমাপ্তির তিন বৎসর পর ) প্রকাশিত হয়। ইহাই হইল সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার ( macro economics ) উপর রচিত প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কেইন্স অলস উপকরণসমূহের সমস্যার উপর আলোকসম্পাত করেন।

**(৬) টাকা ও সঞ্চয়ের ক্রয়ক্ষমতা কি অপরিবর্তিত আছে না মুদ্রাস্ফীতির ফলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে ? ( Is the purchasing power of money and savings constant, or is it being eroded because of inflation ? )** পৃথিবীর বহু দেশই প্রায়ই অতি দ্রুতগতিতে বহুকাল ধরিয়া মূল্যস্তর বৃদ্ধির সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে কোন উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে কখনও কখনও মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কখনও কখনও হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য বিগত তিন দশক ধরিয়া মূল্যস্তর হ্রাসের দৃষ্টান্ত আমরা খুব একটা দেখিতে পাই নাই। বরং মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৭০ দশকে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র, ইওরোপ ও পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই অতি দ্রুতগতিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার দ্রুত হইতে ক্রমাগত দ্রুততর হইয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতি টাকাকড়ির ও সঞ্চয়ের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেয়। অবশ্য ইহা দেশের মোট অর্থের যোগানের সহিত সম্পর্কিত। টাকাকড়ি হইল মানুষেরই একটি আবিষ্কার, প্রকৃতির নহে এবং অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির মোট যোগান মানুষই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অর্থের যোগানের পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল এবং মূল্যস্তরের উপর ইহার প্রভাব লইয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ নানা ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং এইগুলি সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া থাকেন।

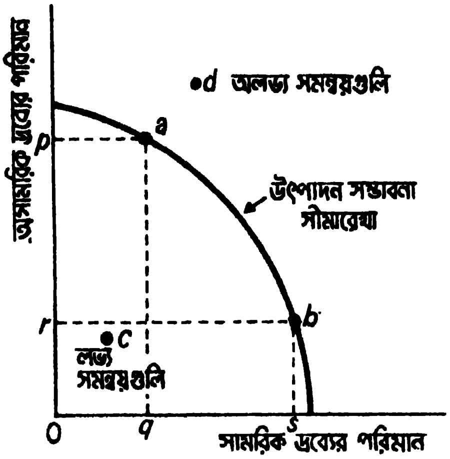
**(৭) অর্থ-ব্যবস্থার দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ক্ষমতা কি প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে না ইহা বহুকাল ধরিয়া অপরিবর্তিত আছে? (Is the economy's capacity to produce goods and services growing from year to year or is it remaining static?)** পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিগত ১৫০ বৎসরে জীবনযাত্রার মানের কিছুটা উন্নতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদনক্ষমতার সম্প্রসারণের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মান ইত্যাদি দেশে যে হারে উৎপাদনক্ষমতার সম্প্রসারণ বা বিস্তার ঘটিয়াছে ভারত, বাংলাদেশ বা ব্রহ্মদেশে নিশ্চয়ই সেই হারে ঘটে নাই। এখন প্রশ্ন হইল: কেন পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে উৎপাদনক্ষমতার অতি দ্রুত হারে সম্প্রসারণ ঘটে এবং অন্যান্য দেশে ইহা অতি মন্থর গতিতে ঘটিতে থাকে? জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাজারের আয়তন ব্যাপ্তি বা সম্প্রসারণ, মূলধন গঠন, কলাকৌশলগত উন্নতি ইত্যাদি নানা কারণে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও ইহার ফল হিসাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটাতে থাকে। এই সকল বিষয় লইয়া অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ তত্ত্বে (the theory of economic growth) আলোচনা করা হয়।

উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলি সকল প্রকারের অর্থ-ব্যবস্থাকেই সম্মুখীন হইতে হয়। এই পুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা এই সমস্যাগুলি ও কিভাবে একটি আধুনিক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় (modern mixed economy) এগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা যায় তাহা লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

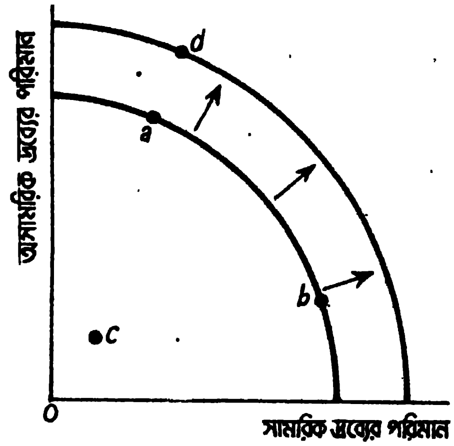
## রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রশ্নগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ (The questions distinguished diagrammatically)

একটি সহজ রেখাচিত্রের সাহায্যে উপরে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে চারটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। আধিকার দিনে যে কোন অর্থ-ব্যবস্থাই অসামরিক (civilian goods) ও সামরিক দ্রব্য (military goods) উৎপাদনের মধ্যে নির্বাচনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইহা হইল মূলত উপকরণ বণ্টন সংক্রান্ত সমস্যা—কি পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ বা ব্যবহার করিয়া সামরিক বাহিনীর জন্য বন্দুক উৎপাদন করা হইবে এবং কি পরিমাণ উপকরণ জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হইবে। পর পৃষ্ঠায় ৩.২ নম্বর রেখাচিত্রের সাহায্যে সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আমরা সামরিক দ্রব্যের এবং উল্লম্ব অক্ষে অসামরিক (অবাক্ষরীয়) দ্রব্যের পরিমাপ করি। ইহার পর সমাজের সকল উপকরণগুলি পূর্ণভাবে নিয়োগ করিয়া এই দুইটি দ্রব্যের যে ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়গুলি উৎপাদন করা যায় সেগুলিকে প্লট করি। ইহার পর এই বিন্দু বা পয়েন্টগুলি যোগ করিয়া যে লাইনটি পাই তাহাকে সমাজের উৎপাদন সম্ভাবনা সীমারেখা (the production possibility boundary or frontier of society) বলা হয়। রেখাচিত্রের ভিতর অবস্থিত যে কোন বিন্দু (যেমন c বিন্দু) দ্বারা আমরা অসামরিক ও সামরিক দ্রব্যদ্বয়ের যে সমন্বয়গুলি দেখাই সেগুলি সমাজের দিক হইতে মোট উপকরণসমূহ ব্যবহার করিয়া উৎপাদন করা সম্ভব। অপরদিকে এই সীমারেখার বাহিরে অবস্থিত

যে কোন বিন্দু ( যেমন *d* বিন্দু ) দ্রব্য দুইটির যে সমন্বয়গুলি প্রদর্শন করে সেগুলি সমাজের পক্ষে বর্তমান ( সীমিত ) উপকরণগুলি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন করা সম্ভব নহে। সীমারেখার উপর অবস্থিত




রেখাচিত্র ৩.২ : সামরিক ও অসামরিক দ্রব্যের মধ্যে নির্বাচন




রেখাচিত্র ৩.৩ : অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমারেখার ডানদিকে স্থান পরিবর্তন

বিন্দুগুলির দ্বারা দ্রব্য দুইটির যে সমন্বয়গুলি দেখান হয় সমাজের সকল উপকরণের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সেগুলি কোন রকমে উৎপাদন করা সম্ভব।

এই সীমারেখাটি নিম্নমুখী। ইহার কারণ হইল এই যে ইহার ঢাল ( slope ) দ্বারা অন্য দ্রব্যটির পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন একটি দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় দেখান হয়। এক্ষেত্রে সুযোগ ব্যয় বলিতে একটি দ্রব্যের একটি অতিরিক্ত একক উৎপাদন করিতে হইলে অপর দ্রব্যটি কি পরিমাণে ত্যাগ করিতে হয় তাহাকেই বুঝান হয়। উদাহরণস্বরূপ সীমারেখার *a* বিন্দু হইতে *b* বিন্দুতে গমন করার অর্থ হইল এই যে আমাদের অর্থনৈতিক সমাজে অসামরিক দ্রব্য হইতে উপকরণসমূহ সরাইয়া লইয়া সামরিক ক্ষেত্রে পুনরায় নিয়োগ করিতেছে—অর্থাৎ উপকরণসমূহের পুর্নবণ্টনের মাধ্যমে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করিয়া সামরিক দ্রব্যের ( যেমন বন্দুকের ) উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেছে। এক্ষেত্রে সামরিক দ্রব্যের উৎপাদন যদি *q* হইতে বৃদ্ধি পাইয়া *s* হয়, তাহা হইলে অসামরিক দ্রব্যের উৎপাদন *p* হইতে হ্রাস পাইয়া *r* হইবে। অর্থাৎ *s—q* পরিমাণ অতিরিক্ত সামরিক দ্রব্য ( যথা অস্ত্রশস্ত্র ) উৎপাদন বা অর্জন করিতে হইলে *p—r* পরিমাণ অসামরিক দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। যখন আমরা *a* হইতে *b* বিন্দুতে গমনের কথা বলিতেছি তখন আমরা পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত উপকরণ বণ্টনের কথাই পুনরায় বলিতেছি।

যদি অর্থ-ব্যবস্থা রেখাচিত্রের *b* বিন্দুতে অবস্থান করিতে পারিত তাহা হইলে ইহা *c* বিন্দুতেও অবস্থান করিতে পারিত এবং *c* বিন্দুতে থাকিয়া উভয় দ্রব্যই স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিত। সীমারেখার ভিতরে অবস্থিত যে কোন বিন্দু সম্পর্কেই এই একই কথা প্রযোজ্য। রেখাচিত্রটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে যখন অর্থ-ব্যবস্থা সীমারেখার ভিতরে যে কোন বিন্দুতে অবস্থান করে তখন ইহা সীমারেখার উপর অবস্থান করিলে যে পরিমাণে উভয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিত তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণে দ্রব্য দুইটি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। দুইটি কারণে যে কোন অর্থ ব্যবস্থা উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখার ভিতরে যে কোন বিন্দুতে ( যেমন *c* বিন্দুতে ) অবস্থান করিতে পারে।

(১) হয় ইহার কিছুসংখ্যক উপকরণ অলস হইয়া পড়িয়া আছে ( উপরে উল্লিখিত ৫ নম্বর প্রশ্ন ) অথবা (২) ইহার উপকরণগুলি অদক্ষভাবে উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে ( উপরে উল্লিখিত ৪ নম্বর প্রশ্ন )।

এখন আমরা একটা প্রশ্ন করিতে পারি : কি করিয়া একটি অর্থ-ব্যবস্থা অধিক পরিমাণে সামরিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই

জানিতে হইবে যে বর্তমানে সমাজ উৎপাদন সম্ভাবনার সীমারেখার কোথায় অবস্থান করে। যদি অর্থ-ব্যবস্থা ইহার উপর অবস্থান করে এবং আমরা এই মুহূর্তে যদি অনুমান করি যে এই সীমারেখাটির কোন স্থান পরিবর্তন সম্ভব নহে, তাহা হইলে আমাদের উত্তর হইল অতি সহজ : কেবলমাত্র অসামরিক দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করিয়া ( যেমন *a* বিন্দু হইতে *b* বিন্দুতে গমন করিয়া ) অধিক পরিমাণে সামরিক দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। যদি অবশ্য অর্থ-ব্যবস্থা সীমারেখা ভিতর যে-কোন বিন্দুতে ( যেমন *c* বিন্দুতে ) অবস্থান করে তাহা হইলে একযোগে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমাজকে নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না। যদি সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দেয় এবং ইহার ফলে অর্থ-ব্যবস্থা সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে ইহা সহজেই অনুমেয় যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বেকারত্ব হ্রাস করা যায় সেগুলি সমাজকে অধিক পরিমাণে উভয় দ্রব্য লাভ করিতে সহায়তা করিবে। অপরদিকে যদি সমস্ত উপকরণ পূর্ণভাগে নিয়োজিত হয় এবং ইহা সত্ত্বেও দক্ষতা হ্রাসের জন্য সমাজ সীমারেখার ভিতরে অবস্থান করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে উপকরণ ব্যবহারের ব্যাপারে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে সেগুলি সমাজকে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হইবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র যখন অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় উপনীত হয় ( অর্থাৎ সীমারেখার উপর অবস্থান করে ) তখনই এই নির্বাচন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠে।

এখন অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ( অর্থাৎ ৭ নম্বর প্রশ্নের ) কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি অর্থ-ব্যবস্থার দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমারেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। উপরের ৩.৩ নম্বর রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহাই দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থার পক্ষে প্রথম সীমারেখাটি অতিক্রম করিয়া এবং দ্বিতীয় সীমা-রেখায় অবতীর্ণ হইয়া উভয় দ্রব্যই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ *a* বিন্দু হইতে *d* বিন্দুতে সরিয়া গিয়া সমাজ অধিক পরিমাণ উভয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।

সুতরাং একযোগে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে নিম্নের দুইটির মধ্যে যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন :

(১) যদি সীমারেখার ভিতরে অবস্থিত যে কোন বিন্দুতে উৎপাদন কার্য সম্পাদিত হয় তাহা হইলে সমাজকে সীমারেখার নিকটবর্তী বা ইহার উপরে অবস্থিত যে কোন বিন্দুতে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ ৩.২ নম্বর রেখাচিত্রে *c* বিন্দু হইতে *b* বিন্দুতে গমন করিয়াই ইহা সম্ভব।

(২) যদি অর্থ-ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সীমারেখায় পৌঁছাইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে একমাত্র সীমারেখাটিকে ডানদিকে সরাইয়া লইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। ৩.৩ নম্বর রেখাচিত্রের *a* বিন্দু হইতে *d* বিন্দুতে গমন করিয়াই ইহা সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হইল কি কি কারণ উৎপাদন সম্ভাবনা সীমারেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে এই রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ দুইটি কারণে ঘটিতে পারে :

(১) উপকরণসমূহের ( যেমন জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদির ) যোগান বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার ফলে উভয় দ্রব্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

(২) আবার কলাকৌশলগত পরিবর্তনের ( technological progress ) ফলেই ইহা ঘটিতে পারে। এক্ষেত্রে উপকরণসমূহের যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া উহাদের দক্ষতা বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে সমপরিমাণ উপকরণের সাহায্যে অধিক পরিমাণে দ্রব্য দুইটি উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

তাৎপর্য : উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার তাৎপর্য হইল নিম্নলিখিত রূপ :

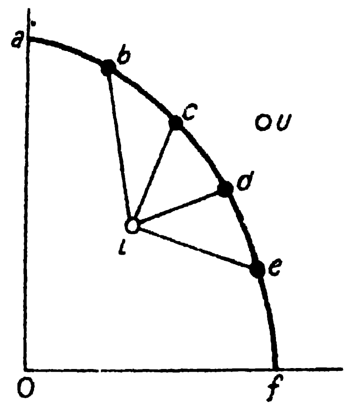
যে অর্থ-ব্যবস্থায় পূর্ণনিয়োগাবস্থা ( full employment ) প্রবর্তিত সেখানে একটি দ্রব্যের

উৎপাদন পরিহার করিয়া তবেই আর একটি দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। সুতরাং বলা যায়, পরিবর্তন (substitution) পূর্ণনিয়োগাবস্থা প্রবর্তিত এরূপ অর্থ-ব্যবস্থার জীবন-পদ্ধতির অপরিহার্য বিধি এবং উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্ত (production-possibility frontier) সমাজের সম্মুখে নির্বাচন তালিকারই দ্যোতক।[১]

পূর্ণনিয়োগাবস্থা প্রবর্তিত না থাকিলে কিন্তু পরিবর্তন না করিলেও চলিতে পারে। কারণ, তখন অনিয়োজিত উপকরণের সাহায্যে যে-কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা সমাজের উৎপাদন-সীমান্তের নির্দেশক মাত্র—ইহা দ্বারা বুঝায় সমাজ কি কি পরিমাণে দ্রব্যাদি (আমাদের উদাহরণে দুইটি দ্রব্য) উৎপাদন করিতে সমর্থ। ইহার তাৎপর্য এই নহে যে সমাজ বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইয়া সেইমত সম্ভাব্য সর্বাধিক উৎপাদন করিতেছে। উপকরণসমূহ পূর্ণভাবে নিয়োজিত না হইলে, অথবা সম্পদ বণ্টনে অব্যবস্থা ঘটিলে কার্যক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার নিচে কোন স্থানে নির্দেশিত হইবে।

ধরা যাউক, পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটিতে *a f* রেখাটি হইল আমাদের পূর্বোল্লিখিত উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা এবং *b c* ইত্যাদি হইল বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন-সম্ভাবনার নির্দেশক। *I* বিন্দুটি (নিয়োগহীনতা ও সম্পদ বণ্টনে অব্যবস্থার ফলে দক্ষতা হ্রাস) দ্বারা বুঝাইতেছে যে সমাজ সম্ভাব্য অপেক্ষা কম উৎপাদন করিতেছে। অতএব অধিক পরিমাণে উপকরণ নিয়োগ করিয়া *b c d* ইত্যাদি দ্বারা সূচিত যে-কোন দ্রব্য-সমন্বয়ে পৌঁছানো সম্ভব। *u* বিন্দুটি কিন্তু উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্তের বাহিরে কলাকৌশলগত উন্নয়ন (technological improvement) ব্যতীত ওখানে পৌঁছানো সম্ভব নহে।



রেখাচিত্র ৩.৪ : উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার বিভিন্ন বিন্দু

এই কলাকৌশলগত উন্নয়ন অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের (economic growth) অন্যতম উপাদান। আর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল : (ক) মূলধনের পরিমাণবৃদ্ধি, (খ) শ্রমশক্তির পরিমাণবৃদ্ধি।

মাত্র কলাকৌশলগত উন্নয়নের ফলে উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্ত কিভাবে সম্প্রসারিত হইতে পারে কৃষিক্ষেত্র হইতে সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উন্নততর বীজ ও সারের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের জন্য তুলা উভয়েরই উৎপাদন-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে স্বল্পতর পরিমাণ উপকরণ লইয়া পূর্বের মতই উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। ইহাতে বিমুক্ত উপকরণসমূহ (released inputs) অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া ঐ সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিবে। আর যদি শুধু খাদ্য বা খাদ্য ও বস্ত্রের উৎপাদনবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তবে তাহাও সম্ভব হইবে। (অবশ্য বস্ত্রের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য বেশী তুলা উৎপাদন করিলেই চলিবে না, সংগে সংগে শ্রম ও যন্ত্রপাতির অধিক নিয়োগের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে—যাহা হইল সর্বাংগীণ সম্প্রসারণের প্রশ্ন।) মোটকথা, উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা ডানদিকে সরিয়া আসিয়া বর্ধিত সম্ভাবনা নির্দেশ করিবে।

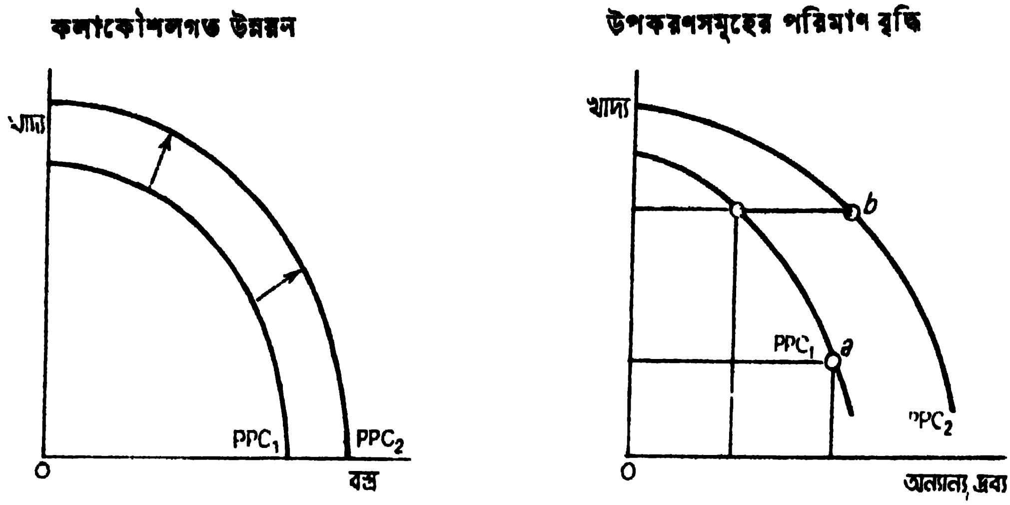
শুধু কলাকৌশলগত উন্নয়ন এবং সর্বাংগীণ সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা কিভাবে সরিয়া আসিয়া সম্প্রসারিত সীমান্তের নির্দেশক হয় পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্র দুইটির মাধ্যমে তাহা পরিস্ফুট করা হইল :

(ক) রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, কলাকৌশলগত উন্নয়নের ফলে মূল উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা ($PPC_1$) ডানদিকে সরিয়া আসিতেছে ($PPC_2$)।

উপকরণসমূহের যোগান বৃদ্ধির ফলে (খ রেখাচিত্র) অনুরূপ ঘটে। তবে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার আকার কিছুটা ভিন্নতর হইতে পারে। সমাজ মূল রেখার ($PPC_1$) *a* বিন্দুতে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিলে সম্প্রসারণের পর (দ্বিতীয়—$PPC_2$ রেখার) *b* বিন্দুতে চলিয়া আসিতে পারে। তাৎপর্য : অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের (খাদ্য) উৎপাদন যতটা বাড়ে, অন্যান্য দ্রব্যের (আরামপ্রদ

১. *"Substitution is the law of life in a full-employment economy.* **The production possibility frontier depicts society's menu of choices."** Samuelson

ইত্যাদি ) উৎপাদন বাড়ে তাহা অপেক্ষা অধিক। ইহা উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্যের

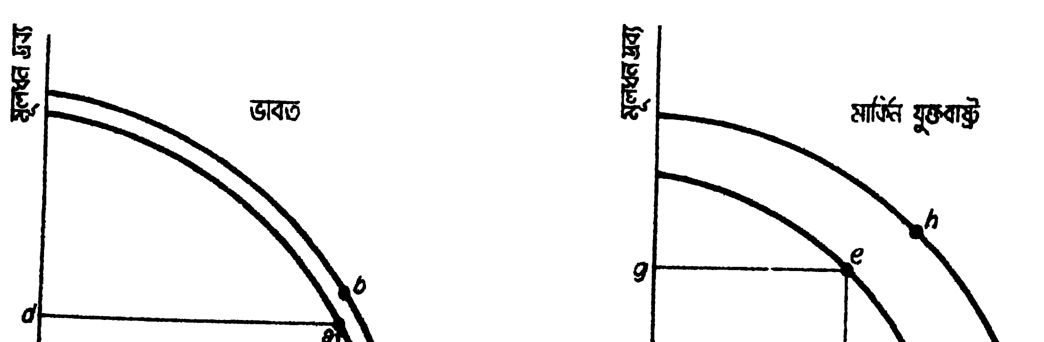



রেখাচিত্র ৩.৫ : উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার স্থান পরিবর্তন

প্রতিফলন। উন্নত দেশে উৎপাদন-সম্ভাবনার বেশীটা নিয়োজিত হয় অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনে—অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগের পরিমাণ তুলনায় কম।

**উৎপাদন-সম্ভাবনা নির্বাচন—বর্তমান বনাম ভবিষ্যৎ ( Choice of Product-Combination—Present *v.* Future ) :** উপরিল্লিখিত সম্প্রসারণের প্রসংগে অর্থনৈতিক সমাজের উৎপাদন-সম্ভাবনার নির্বাচনের বিষয়টি বিচার করা যাইতে পারে।

ধরা যাউক, দুইটি দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্ত অভিন্ন। এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, উভয় দেশ মূলধন-গঠন ( capital formation ) বা মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় বাছিয়া লইয়া উপকরণ নিয়োগ করিতেছে। যে-দেশটি বর্তমান ভোগ অপেক্ষা মূলধন-গঠনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিবে তাহার উৎপাদন-সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হইবে— উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা ডানদিকে সরিয়া আসিবে। এরূপ দেশকে বলা হয় মিতব্যয়ের ফলে উন্নয়নশীল ( developing being thrifty ) দেশ। কিন্তু এক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার অর্থ হইল বর্তমান ভোগকে পরিহার করা। ইহা কতদূর সম্ভব তাহা নির্ভর করে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাব্যবস্থার উপর।




রেখাচিত্র ৩.৬ : বর্তমান বনাম ভবিষ্যৎ

অপরপক্ষে যে-দেশটি ভোগের জন্যই বেশী পরিমাণ উপকরণ তাহা বর্তমানে খাইয়া-পরিয়া থাকিবে ভাল কিন্তু তাহার সম্প্রসারণ ঘটিবে না।

রেখাচিত্র ৩.৬ (ক)-এ দেখা যাইতেছে উভয় দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা অভিন্ন। কিন্তু ভারত *da* পরিমাণ উপকরণ—অর্থাৎ উপকরণের প্রায় সমগ্রটাই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে। ফলে উহার উৎপাদন সীমান্ত অধিক মাত্রায় ডানদিকে সরিয়া আসিবে না।

অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন ও মূলধন-গঠনে উপকরণ নিয়োগের পরিমাণ হইল যথাক্রমে *of* ও *og* পরিমাণ। ইহার ফলে ঐ দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা ৩.৬ (খ) রেখাচিত্রের ন্যায় ডানদিকে সরিয়া অসিবে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে উভয় দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

**উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্ত হইতে কি কি বিষয় জানা যায় ( Uses of the P-P Frontier ) :** উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ব্যবহার বা কার্যকারিতা নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, কিভাবে অপ্রচুর উপকরণ ( scarce or limited resources or means ) ব্যবহার করিয়া অভীষ্ট লক্ষ্যে ( ends ) পৌঁছানো যায় উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা তাহার উপর আলোকসম্পাত করে।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা হইতে অপ্রাচুর্যের তাৎপর্যও অনুধাবন করা যায়। স্যামুয়েলসনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, অর্থনৈতিক অপ্রাচুর্য ( economic scarcity ) জীবনের একটি মৌল বৈশিষ্ট্যই নির্দেশ করে : সমাজের মানবিক ও অমানবিক ( human and non-human ) উভয় সম্পদই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট এবং উন্নততম কলাকৌশলের সাহায্যেও প্রত্যেকটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণই উৎপাদন করা যায়, অপরিসীমভাবে নহে। ফলে প্রত্যেক পরিবারের ক্ষেত্রে ( ফলে সামগ্রিক সমাজের ক্ষেত্রেও ) অনটনের সমস্যা থাকিয়াই যায়।

তৃতীয়ত, উৎপাদন-সম্ভাবনা সূচী ( p-p schedule ) হইতে সমাজের নির্বাচন-পদ্ধতি সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার নির্বাচিত বিন্দুই নির্দেশ করে সংশ্লিষ্ট সমাজ কোন্ কোন্ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ও ভোগ করে।

চতুর্থত, কোন্‌টি কাম্য উৎপাদন-পদ্ধতি এবং বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ উপকরণের কাম্য বণ্টন কোন্‌টি—উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা হইতে এই দুই বিষয় সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। ধরা যাউক, কোন কুশলী কারখানা-শ্রমিককে ধানচাষে নিযুক্ত করা হইল, অথবা ধানচাষের উপযুক্ত জমিতে এমন কিছু বুনা হইল যাহার বাজার-দাম অনেক কম। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমান্তের অভ্যন্তরে ( inside the p-p frontier ) থা ব, এবং ইহার অর্থ হইল দক্ষতার অপচয়। কারণ : অকাম্য উৎপাদন-পদ্ধতি ( যাহা কলাকৌশলগত প্রশ্ন ) এবং উপকরণের অদক্ষ বণ্টন ( অর্থনৈতিক অদক্ষতার পরিচায়ক )।

পঞ্চমত, উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার যে-কোন বিন্দু জনসাধারণের জীবনযাত্রার স্তরের ( level of living of the population ) নির্দেশক। যদি মোটরগাড়ী অপেক্ষা বেশী খাদ্যই উৎপাদন করা হয় তবে বুঝিতে হইবে যে জনসংখ্যার মধ্যে সম্পদ ও আয় বণ্টন বিশেষ বৈষম্যমূলক নহে। অপরপক্ষে বেশী মোটরগাড়ী উৎপাদন করা হইলে উহাকে বৈষম্যের দ্যোতক বলিয়াই ধরিতে হইবে।

ষষ্ঠত, সকল উৎপাদন-রেখা অবতল বক্রতাসম্পন্ন ( of concave curvature ) হইলেও উহাদের মধ্যে প্রকারভেদ থাকে ( ৪২ পৃষ্ঠার ৩.৫ নং রেখাচিত্রটি দেখ )। এই বক্রতার প্রকারভেদ হইতে বুঝা যায় যে দেশটি উন্নত বা অনুন্নত।

অতএব, সমাজের তিনটি মৌল এবং অন্য একটি অর্থনৈতিক সমস্যা ( ৩৫-৩৬, ৩৮ পৃষ্ঠা ) পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্তের বিশ্লেষণের ফলে—কি এবং কি পরিমাণে, কিভাবে এবং কাহার জন্য ( what, how and for whom ) উৎপাদন করা হইবে, এবং সমাজের সম্পদের সম্যক ব্যবহার হইতেছে কি না সম্পদসমূহের পূর্ণনিয়োগ ঘটিতেছে কি না এবং সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা স্থিতিশীল থাকিয়েছে না সম্প্রসারিত হইতেছে ?—এই সব কয়টি প্রশ্নেরই উত্তরের সূত্র রহিয়াছে উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্তে বা উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখার মধ্যে।

## প্রশ্নাবলী

১. সমাজের মৌল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখ।

২. উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা বলিতে কি বুঝায়? ইহা দ্বারা কি দেখান হয়? ইহার উপর কলাকৌশলগত উন্নতির ফল ব্যাখ্যা কর।

৩. ক্রমবর্ধমান ব্যয়, আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির সংজ্ঞা দাও।

৪. শ্রমবিভাগের অসুবিধাগুলি ইহার সুবিধাগুলিকে কতদূর ছাড়াইয়া যাইতে পারে তাহার মূল্যায়ন কর।

৫. নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির মধ্যে কোন কোনটির উৎপাদনের ক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়: (ক) পেট্রল, (খ) দুধ, (গ) মোটরগাড়ী, (ঘ) কয়লা, (ঙ) রেডিমেড জামাকাপড়, (চ) সিল্ক বড়াইসূটি।

৬. সমাজের মৌল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে মূল্য-ব্যবস্থার ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

৭. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সুযোগ-ব্যয় বিবেচনা কর:

(i) একটি ছাত্রের কলেজে নিয়মিত ক্লাস করা।

(ii) বৃদ্ধ লোকদের পেনশন দিবার জন্য অর্থসংগ্রহ।

(iii) ভূগর্ভ রেলপথ গঠন।

(iv) মহাকাশে যাত্রী পাঠান।

(v) পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি।

## অতিরিক্ত পাঠ্য

১. P. A. Samuelson: *Economics* ( McGraw-Hill Kogakusha 11th edn )

২. R. G. Lipsey: *An Introduction to Positive Economics* ( Weidensfeld & Nicolson )

৩. John Bearshaw: *Economics : A Student's Guide* ( Macdonald & Evans )

# ৪ | শ্রম ও জনসংখ্যা
## ( Labour and Population )

*"The power of population is indefinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for man."* T. R. Malthus

*"Men multiply like mice in a barn of they have unlimited means of subsistence."* Richard Cantillon

জনসংখ্যা হইল সকল অর্থ-ব্যবস্থার মানবিক ভিত্তি ( human basis )। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে শ্রমের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর। এই অধ্যায়ে আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিব।

### ৪.১ জনবিস্ফোরণ ( The Population Explosion )

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বিশ্বে এক ধরনের জনবিস্ফোরণ ঘটিয়াছে বলা যায়। মানুষের সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পশ্চাতে যে মূল শক্তি কার্য করিয়াছে তাহা হইল জনসংখ্যা। একটি কার্মের ক্ষেত্রে ইহা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহা কার্মকে উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ শ্রম সরবরাহ করে। ইহা ক।ড।হ্যা কার্মের উৎপন্নের ও সেবার বাজার সৃষ্টি করে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুইটি দিক আছে—একটি যোগানের দিক এবং একটি চাহিদার দিক। এই কারণেই বহুকাল পূর্বে হেনরী কেরী বলিয়াছেন, জনসংখ্যার প্রতিটি ক্রমানুগতিক বৃদ্ধির ফলে একজন ভোক্তা এবং একজন উৎপাদকের জন্ম হয়।[১]

সরকারী নীতি গ্রহণের বা পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ও প্রয়োজন ভবিষ্যতের জনসংখ্যার পরিবর্তনের পরিমাপ করা বা উহা সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করা। যদি মনে হয় পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে স্থায়িত্ব দেখা গিয়াছে তাহা হইলেও একথা অস্বীকার করা যায় না বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহা ভবিষ্যত সম্পর্কে নানাবিধ অনির্ণেয় বা অপরিমেয় ( imponderable ) সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে।

### ৪.২ জনসংখ্যা সম্পর্কে ম্যালথ্যাসের তত্ত্ব ( Malthusian Theory of Population )

জনবৃদ্ধি অন্যতম স্বাভাবিক ঘটনা—যে-কোন দেশের জনসংখ্যার ঝোঁকই হইল বৃদ্ধির দিকে। ইহার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইংরাজ ধর্মযাজক ও অর্থবিদ্যাবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথাস ( Thomas Robert Malthus—1766-1834 )।

তাঁহার বক্তব্য হইল এইরূপ :

প্রকৃতি সকল জীবকে সন্তানোৎপাদনের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। ফলে জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometrical progression) বাড়িয়া চলে। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার দরুন খাদ্যোৎপাদন বাড়ে পাটিগাণিতিক প্রগতিতে ( arithmetical progression )। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে গুণিতক হারে ( by multiplication ), কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় যোগের হারে ( by addition )।[২]

---

১. "Each successive addition to the population brings a consumer and a producer." —Henry Charles Carey ( 1793-1879 )

২. "To get land's fruit in quantity
Take jolts of labour even more.
Hence food will grow like one, two three...
While numbers will grow like one, two, four..." Song of Malthus

পরবর্তী যুগে দেখা যায় যে ম্যালথাসের তত্ত্ব বিচারবিহীনভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত উন্নয়নের সংগে সংগে জন্মের হারও কমিয়া যায় এইজন্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায় জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য বিলম্বে বিবাহ করে, পরিবার পরিকল্পনার পথে চলে, ইত্যাদি। সুতরাং উন্নত দেশসমূহে জন্মহার ম্যালথাস যাহা কল্পনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

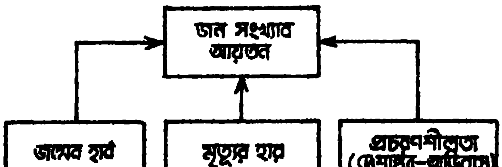
অনুন্নত বা ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশ সম্পর্কে কিন্তু এ-কথা খাটে না। ম্যালথাস ও তাঁহার পূর্ববর্তী অর্থবিদ্যাবিদ অ্যাডাম স্মিথের ধারণা ছিল যে 'শ্রমের চাহিদাই জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ'। ভারতে শ্রমের চাহিদা যতটা বাড়িয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার অনেক অধিক। এখানে শিল্পোন্নয়নের ফলে আসল মজুরি ( real wages ) বৃদ্ধি পাইয়া অধিকসংখ্যক সন্তানসন্ততির ইচ্ছার দরুন জনবিস্ফোরণ ঘটে নাই, ঘটিয়াছে ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক প্রথাপ্রসূত জন্মহারের আধিক্যের জন্য।

**তত্ত্বটি স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য :** ভারতে শুধু যে অল্প বয়সে বিবাহ হয় তাহাই নহে, বিবাহ আবার বিশ্বজনীন প্রথাও বটে। বিবাহ না করিলে, পুত্রসন্তানের জনকজননী না হইতে পারিলে নরকে যাইতে হয়—এরূপ ধারণাও প্রচলিত আছে। আর অনেকের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের কারণে এ-বিষয়ে সচেতনতাও নাই। দরিদ্র যখন তাহাদের চিরসংগী তখন সন্তানসংখ্যা সীমিত করিয়া লাভ কি—ইহাই হইল তাহাদের মনোভাব। বরং পুত্রসন্তান দু'একটি বেশী হইলে তাহারা মাটেঘাটে খাটিতে পারিবে, কিছু উপার্জনও করিতে পারিবে। মোটকথা, যে-দেশে সাক্ষরতার হার ( literacy rate ) এখনও ৩৭ শতাংশে পৌঁছায় নাই[১], যে-দেশে ৫০ শতাংশের মত লোক দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করে[২] এবং যেখানে ধর্মীয় অনুশাসন এখনও প্রবল সেখানে জন্মহার অধিক হইবেই।

চূড়ান্ত বিচারে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যকেই জনবৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে খাদ্যোৎপাদন যোগের হারে এবং জনসংখ্যার গুণিতক হারে বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার বাড়তি অংশটুকু মহামারী অর্ধাহার দুর্ভিক্ষ যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি দ্বারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সুতরাং দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার যত অধিক হইবে মৃত্যুহারও তত অধিক হইবে। ১৯২১ সাল অবধি ভারতে ইহাই ঘটিতেছিল—জন্মহারের মত মৃত্যুহারও ছিল বিশেষ অধিক। তাহার পর হইতে মৃত্যুহার হ্রাস পাইতে থাকে, কিন্তু জন্মহার খুব একটা কমে না। ফলে ১৯২১-৫১—এই ৩০ বৎসরে অবিভক্ত ভারতবর্ষের যে-অংশ বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়ন বলিয়া অভিহিত তাহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে ৪৪ শতাংশ।

## জনসংখ্যার আয়তন নির্ধারক বিষয়সমূহ ( Factors Influencing the Size of Population )

জনসংখ্যা তিনটি মূল বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় : জন্মের হার, মৃত্যুর হার এবং প্রচরণশীলতা[৩] ( migration )। নিম্নের ছকটিতে ইহা দেখান হইয়াছে।




১. ১৯৮১ সালের জনগণনার ( প্রাথমিক ) তথ্য ( ৩৬·১৭ ) শতাংশ।

২. ষষ্ঠ পরিকল্পনা ( ১৯৮০-৮৫ ) অনুসারে দারিদ্র্য-সীমার নিচে অবস্থিত লোকের সংখ্যা ৪৮·৪৪ শতাংশ।

৩. এখানে প্রচরণশীলতা ( migration ) হইল দেশান্তর ( emigration ) এবং অভিবাসনের ( immigration ) ব্যবধান মাত্র।

**নীট পুনরুৎপাদনের হার ( Net Reproduction Rate )**

উন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমে ; তৎপূর্বে কিন্তু জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর হারেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

---

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে জন্মের হার পূর্বের ন্যায় অধিক থাকে, কারণ জন্মের হার অতি দ্রুত হ্রাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু নানারূপ উন্নয়নকার্য ও জনস্বাস্থ্যোন্নয়নের ফলে মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। ইহার ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার আরও অধিক হয়।

---

প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে—অর্থাৎ বেশ কিছু উন্নয়ন সাধিত হইলে—জনসংখ্যা কম হারে বাড়িতে থাকে। তারপর উন্নয়নের পরিমাণ আরও বাড়িলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিতে সুরু করে। অবশ্য উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ের শেষদিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার আবার সামান্যই বাড়িতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ উন্নত দেশে এরূপই দেখা যাইতেছে। অতএব, উন্নয়নকার্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উহার ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়।[1]

---

**ভারতের দৃষ্টান্ত :** ভারত এখন পরিকল্পিত উন্নয়নকার্যের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত। সুতরাং বর্তমানের একপ্রকার অকল্পিত জনবৃদ্ধির বা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ উন্নয়নকার্যেরই প্রাথমিক ফল।

---

এই প্রসংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসাবে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাহাকে বলা হয় 'নীট পুনরুৎপাদনের হার'।

ভারতে সর্বজনীন বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু বিবাহের সহিত উচ্চ জন্মহারের কোন অংগাংগি সম্পর্ক নাই। ইহা নির্ভর করে জনসংখ্যার গঠন, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অনুপাত এবং স্ত্রীলোকদের সন্তানধারণের ক্ষমতার উপর। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া একটি সূচক প্রণয়ন করা হয় যাহাকে বলা হয় 'নীট পুনরুৎপাদনের হার'। ইহা নির্ধারণ করা হয় কন্যা-সন্তানের সংখ্যার বিচার করিয়া। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের ভাষায়, যদি বর্তমান পুরুষের ( generation ) ১০০০ জন স্ত্রীলোক ১০০০ জন কন্যা-সন্তান রাখিয়া মারা যায় এবং ১০০০ জন কন্যা-সন্তানের ক্ষেত্রে যদি অনুরূপই ঘটে তবে জনসংখ্যা একই থাকিবে। অতএব, স্থির জনসংখ্যার সর্ত হইল নীট পুনরুৎপাদনের হার=১·০।

**ভারতে এই হার :** ভারতে ইহা ১ অপেক্ষা অনেক বেশী— এর মত। মৌল কারণ হইল বাল্যবিবাহ প্রথা। বাল্যবিবাহ সন্তানধারণের সময়কে বাড়াইয়া দেয়। শিশুমৃত্যু ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ফলেও নীট পুনরুৎপাদনের হার বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতে বিপুল হারে জনবৃদ্ধি ঘটিতেছে।

মৃত্যুর হার নির্ভর করে শিশু মৃত্যুর হার ( infant mortality ) এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর। জন্মের হার নির্ভর করে বিবাহের এবং পরিবারের আয়তন, জন্মদানের ক্ষমতার হারের ( fertility rate ) উপর।

**জনসংখ্যার আয়তন পরিবর্তনের ফলাফল ( Consequences of the Changing Size of Population )**

জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার হ্রাসের নানাবিধ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি জনসংখ্যার আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে, অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন, মাথাপিছু জমি ও অন্যান্য উপকরণের যোগান ক্রমাগত হ্রাস পাইবে। স্বল্পকালে ইহার ফলে বিদেশ হইতে দ্রব্যাদি আমদানি করার প্রয়োজন হইতে পারে। ফলে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে ঘাটতি দেখা দিবে। অপরদিকে অবশ্য ইহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ব্যাপ্ত হইবে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমাগত আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দিবে।

---

১. তত্ত্ব হিসাবে ইহা Demographic Transition—জনসংখ্যার এক অবস্থা হইতে অন্য এক অবস্থায় উপনীত হওয়া—নামে অভিহিত।

অপরদিকে আবার অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকায় যদি জনসংখ্যা হ্রাস পায় তাহা হইলে সকল উপকরণের মাথাপিছু যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য এক্ষেত্রে বাজার সীমিত হইল বলিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হইবে না। ফলে উৎপাদকগণ মোটেই কলাকৌশলগত উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিবে না। অর্থ-ব্যবস্থার উপর ইহার দীর্ঘকালীন ফল খারাপ হইবে।

## ৪.৩ কাম্য জনসংখ্যা ( The Optimum Population )

### কাম্য জনসংখ্যার ধারণা ( The Concept of the Optimum Population )

কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়: কাম্য জনসংখ্যা বলিতে জনসংখ্যার সেই আয়তন ও কাঠামোকে বুঝায় যাহা সমাজের মোট সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়ক।[১]

যদি উপকরণসমূহের তুলনায় জনসংখ্যার আয়তন অতি ক্ষুদ্র হয় তাহা হইলে দেশে জন-বিরলতা ( under-population ) আছে বলিয়া ধরা হয়। বহুকাল পূর্বে স্যার উইলিয়ম পেটি ( ১৬২৩-৮৭ ) বলিয়াছিলেন যে প্রকৃত দারিদ্র্য হইল কতিপয় জনগণ ( fewness of people is real poverty )। অপরদিকে আবার জনসংখ্যার আয়তন যদি অতি বৃহৎ হয় তবে একটি দেশ জনাধিক্যের সমস্যায় ভুগিতেছে বলা হয়। অবশ্য এই সকল ধারণাগুলিতে আক্ষরিক মান দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। এই কারণে একটি দেশের মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের *( gross domestic product per capita )* সাহায্যে জনাধিক্যের বা জনবিরলতার সমস্যার পরিমাপ করা হয়। বস্তুত, পৃথিবীর কয়েকটি দেশে বিগত দুই দশকে মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নের সারণিটি দ্রষ্টব্য

সারণি ৪.১ : পৃথিবীর যে-সকল দেশে মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের সম্প্রসারণ ঋণাত্মক হইতেছে

| দেশ | মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের সম্প্রসারণ ( ১৯৬০-৮০ ) |
|---|---|
| চাদ | —১·৮% |
| উগাণ্ডা | —০·৭% |
| মাডাগাস্কর | —০·৫% |
| ঘানা | —১·০% |
| সেনেগল | —০·৩% |
| এঙ্গোলা | —২·১% |

জনগণ এবং উপকরণসমূহের সরবরাহ ( availability ) লইয়া কোন সহজ সরল সূত্র নাই। উদাহরণস্বরূপ, সিঙ্গাপুর জনাধিক্যের সমস্যাকে শিল্পোন্নয়নের সুবিধায় রূপান্তরিত করিয়াছে। অপরদিকে আবার নিউজিল্যাণ্ড জনবিরলতার অসুবিধাকে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের সুবিধায় রূপান্তরিত করিয়াছে। সুতরাং জনসংখ্যার ধারণাটি অবশ্যই কলাকৌশলের স্তর, মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ এবং জনগণের পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার উপরও নির্ভর করিবে।

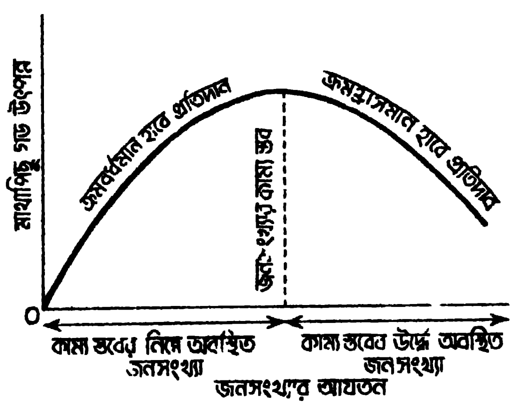
কাম্য জনসংখ্যা বলিতে স্কোয়ার মাইল প্রতি কত লোকের বসতি হওয়া উচিত তাহা নির্দেশ করা হয় না। এই কারণে এক দেশের কাম্য জনসংখ্যার সহিত অন্য দেশের কাম্য জনসংখ্যার তুলনা করা কঠিন। শিল্পের উপর ভিত্তিশীল একটি দেশের পক্ষে যাহা কাম্য তাহা কৃষির উপর নির্ভরশীল একটি দেশের পক্ষে কাম্য নাও হইতে পারে। ইহা ছাড়া এই কাম্য স্তরটি কখনও স্থির থাকে না। আজ

১. "The optimum population may be defined as that size and structure of population which is most conducive to the betterment of the wealth and welfare of a society." Beardshaw

জনসংখ্যার যে স্তরকে কাম্য বলিয়া বিচার করা হয় কাল তাহাকে কাম্য নাও মনে হইতে পারে। বস্তুত, দুই শতাব্দী পূর্বে ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল ৫½ কোটির মত এবং এই কারণে জনাধিক্যের সমস্যা আছে বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু এই দুই শতাব্দী ধরিয়া মূলধনের ব্যাপক ব্যবহার এবং কলাকৌশলগত উন্নতি এত দ্রুতগতিতে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘটিয়াছে যে জাতীয় আয় জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

## ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান ( Diminishing Returns )

আমরা এখন কাম্য জনসংখ্যার ধারণাটির সহিত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির সম্পর্ক দেখাইতে পারি। যদি আমরা ধরিয়া লই অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে ইহা সহজেই দেখা যায় একটি দেশের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এক সময়ে এরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে অবস্থায় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা সুরু হইবে। ইহাকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা কাম্য জনসংখ্যা বলিতে জনসংখ্যার সেই আয়তন বা স্তরকে বুঝি যাহা মাথাপিছু গড় উৎপন্নকে সর্বাধিক করে। অবশ্য বাস্তব জগতে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে না। যদি অবশ্য কলাকৌশলগত উন্নতি অথবা নূতন সম্পদের সম্ভব হয় তাহা হইলে অবশ্যই জনসংখ্যার কাম্য স্তর বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, এই রেখাচিত্রের আয় বা উৎপন্ন রেখাটির শীর্ষবিন্দু ডানপার্শ্বে সরিয়া যাইবে।




রেখাচিত্র ৪.১ : জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদান

অপরদিকে আমাদের এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিতে হইবে যে শুধুমাত্র কলাকৌশলগত উন্নতিই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধির কার্যকারিতাকে স্থগিত রাখিতে পারে তাহা হইলে উৎপাদনশীলতা হ্রাসকে রোধ করিবার জন্য প্রয়োজন হই কলাকৌশলের ক্রমাগত উন্নতি। জনবিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের কথা বিবেচনা করি তখন ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্পর্কে বহু সংখ্যক কর্তৃপক্ষ ও সংগঠনই চিন্তিত হইয়া পড়েন।

### সংক্ষিপ্তসার

১. জনবিস্ফোরণ হইল মানবিক ইতিহাসের বিগত দুইশত বৎসরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
২. জনসংখ্যার মোট আয়তন তিনটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় : জন্মের হার, মৃত্যুর হার এবং প্রচরণশীলতা।

৩. জন্মের হার নির্ভর করে বিবাহের বয়স, বিবাহের সংখ্যা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের ও গর্ভপাতের সুযোগ-সুবিধার উপর।

৪. জনসংখ্যা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তত্ত্ব হইল ম্যালথাসের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে অনিয়ন্ত্রণ থাকিলে জনসংখ্যা খাদ্যশস্যের উৎপাদন অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশে জনাধিক্যের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৫. আধুনিককালে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের উপস্থাপনা করা হইয়াছে। এই তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যার কাম্য স্তর বলিতে সেই স্তরকেই বুঝায় যে স্তরে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয় এবং যে স্তর সম্পদ ও কল্যাণবৃদ্ধিতে সর্বাধিকভাবে সহায়ক।

## প্রশ্নাবলী

১. জনসংখ্যা সম্পর্কে ম্যালথাসের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। তাঁহার তত্ত্বটি কি বাস্তববাদী?

২. কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা প্রদানের সহিত যে-সকল সমস্যা জড়িত আছে তাহাদের বর্ণনা কর।

৩. জনসংখ্যার মোট আয় কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়?

## অতিরিক্ত পাঠ্য

১. Ian Hobday : *Economics—a first course* ( Arnold, England )

২. G. F. Stanlake : *Introductory Economics* ( 4th edn,, Longman, England )

# ৫ | বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি
## ( The Basis of the Market Economy )

*"Fundamentally, there are only two ways of co-ordinating the economic activities of millions. One is a central direction involving the use of coercion—the technique of the army and the modern totalitarian state. The other is a voluntary cooperation of individuals—the technique of the market place."* **Milton Friedman**

*"What is a cynic ? A man who knows the price of everything, and the value of nothing."* Oscar Wilde

### ৫.১ মূল্য-ব্যবস্থা ( The Price System )

**ব্যষ্টিবাচক এবং সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা ( Micro- and Macro-Economics )**

প্রচলিত রীতি অনুসারে অর্থনৈতিক তত্ত্বকে **ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা** ( micro-economics ) এবং **সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা** ( macro-economics )—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় আমরা অর্থ-ব্যবস্থার ছোট ছোট অংশ লইয়া আলোচনা করি—যেমন, জুতার দাম, মজুরি ইত্যাদি। অপরদিকে সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে এরূপ কতকগুলি বৃহৎ সমষ্টিগত বিষয় ( broad aggregates )—যেমন, মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব-আচরণ—লইয়া আলোচনা করে। অবশ্য ব্যষ্টিবাচক ও সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার মধ্যে আরও মৌল পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ এই দুই শাখা অর্থবিদ্যা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে। ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায় যে অর্থ-ব্যবস্থা দ্রব্যমূল্যসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অপরদিকে সমষ্টিবাচক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে দেখা যায় যে অর্থ-ব্যবস্থার বৃহৎ সমষ্টিগত বিষয়গুলির আচরণ প্রতিটি স্বতন্ত্র বাজারের আচরণ হইতে পৃথক। সাম্প্রতিককালে অর্থ-ব্যবস্থার এই দুইটি দৃষ্টিকোণকে একীভূত করিবার নানাবিধ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে আমরা ব্যষ্টিবাচক দৃষ্টিকোণের মূল বিষয়গুলিকে ( essentials ) পেশ করিব।

**মানবিক আচরণ সম্পর্কে অনুমান ( Assumptions about human behaviour )**

মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিবার সময় আমরা অবাস্তব শক্তি ( abstract forces ) লইয়া আলোচনা করি না আলোচনা করি জনগণের আচরণ লইয়া। সুতরাং আলোচনার সুরুতেই মানবিক আচরণ লইয়া আমরা যে অনুমানগুলি করি সেগুলিকে বিবৃত করা প্রয়োজন।

**প্রথম অনুমান :** আমরা প্রথমেই অনুমান করি যে একজন মানুষের লক্ষ্য হইল কোনকিছুকে সর্বাধিক করা। সে সর্বদাই সর্বাধিক সম্পদ অথবা আনন্দ ( pleasure ) লাভ করিতে প্রচেষ্টা করে। মানুষ যে-সকল জিনিস পাইবার জন্য সংগ্রাম করে সেগুলি তাহাকে উপযোগ প্রদান করে বলিয়া ধরা হয়। এগুলি দ্রব্য, সেবা বা অবসর সবকিছুই হইতে পারে। অবশ্য সোবিয়েত ইউনিয়নের মত একটি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ সমাজের সর্বাধিক মংগলের জন্য কঠোরভাবে বা সাগ্রহে চেষ্টা করেন। তবে আমাদের মত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ ব্যবস্থায় ইহা সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বক্তব্যের অর্থ হইল এই যে মানুষ হইল প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক জীব ( economic creature )। যদি রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্ট ( aesthetic ) উদ্দেশ্যসমূহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারিত তাহা হইলে আমাদের বাজার এবং উৎপাদন সংক্রান্ত অধিকাংশ তত্ত্বগুলি ভাঙিয়া যাইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা মানুষের অর্জন করার প্রবৃত্তি বা আকাংক্ষার সত্যতা দেখিতে পাই।

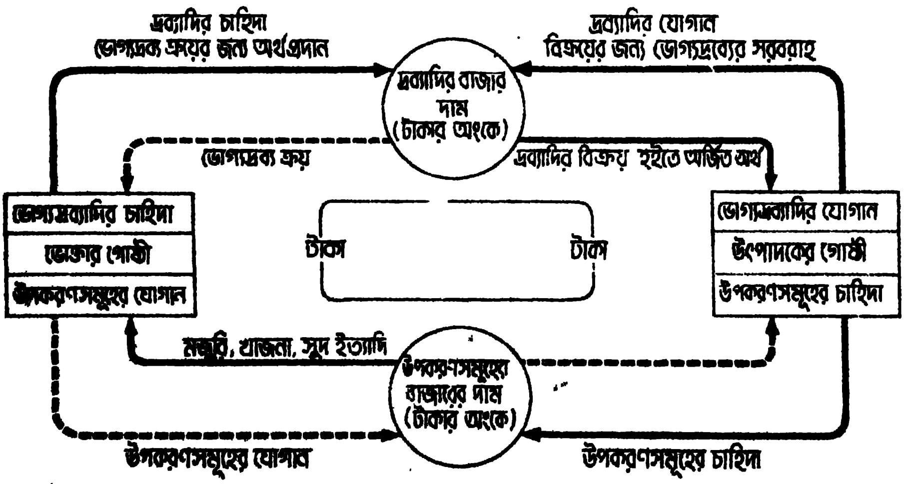
**দ্বিতীয় অনুমান :** আমরা আরও অনুমান করি যে মানুষ হইল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। জনসাধারণ সর্বদা বিবেচনা করিয়া দেখে কত কম খরচে বা অর্থব্যয়ে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করা যায়।

**তৃতীয় অনুমান :** আমরা আরও অনুমান করি যে জনসাধারণ হইল প্রতিযোগিতামুখী ( competitive )। ইহা অর্জন করিবার ইচ্ছা ( acquisitiveness ) হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ইহার অর্থ হইল এই যে সকলেই চেষ্টা করে অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করিতে। ইহা হইতে দেখা যায় যে মানুষ হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ( individualistic )। আমাদের মত প্রতিযোগিতামূলক সমাজে জনসাধারণ শুধুমাত্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হয় না, অর্থ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্য-সম্পাদন জনসাধারণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার উপরও বহুলাংশে নির্ভর করে।

**চতুর্থ অনুমান—ঋণাত্মক উপযোগ ( Disutility ) :** আমরা পূর্বেই অনুমান করিয়াছি যে জনগণ যথাসম্ভব উপযোগ লাভ করিবার জন্য সাধারণত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। আমরা আরও অনুমান করি যে তাহাদের কাজ করিতে ভাল লাগে না। কাজ করার সহিত ঋণাত্মক উপযোগ বা উপযোগহীনতা জড়িত আছে বলিয়া কাজ করার ব্যাপারে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বস্তুত, এই কারণেই কার্যসম্পাদনের জন্য মজুরি দেওয়া হয়। অবশ্য এমন লোকও আছেন যাঁহারা কাজ লইয়া থাকিতে ভালবাসেন। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে যদি জন-সাধারণকে স্বল্প সময়ে কাজ করার জন্য নায্য মজুরি দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা এই ব্যবস্থাকে সানন্দে গ্রহণ করিবে।

## মূল্য-ব্যবস্থা ( The Price System )

আমরা যখন মূল্য-ব্যবস্থার কথা বলি তখন আমরা সেই সকল অবস্থার কথাই ভাবি যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি মূল্যসমূহের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার-দাম হইল ভোক্তাদের চাহিদা এবং উৎপাদকগণের যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। অবশ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে উৎপাদকগণকে নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অর্থ-ব্যবস্থার সমস্ত উপকরণগুলির মালিকানা ভোক্তাগোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত থাকে। এই কারণে উৎপাদকগণকে ভোক্তাদের নিকট হইতে উপকরণগুলি কিনিতে বা ভাড়া করিতে হয়। সুতরাং দ্রব্যাদির বাজার




রেখাচিত্র ৫.১ : মূল্য-ব্যবস্থা

ছাড়াও অর্থ-ব্যবস্থায় উপকরণসমূহের বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রটির সাহায্যে ইহাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এই চিত্রে ভোক্তাগোষ্ঠী এবং উৎপাদকগণের মধ্যে সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপন করিবার যন্ত্র হিসাবে মূল্যসমূহের গুরুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

**ভোক্তার সার্বভৌমিকতা ( Consumer Sovereignty )**

মূল্যতত্ত্বের আলোচনায় কখনও কখনও বলা হয় যে ভোক্তা হইল রাজা ( The consumer is king )। ইহার অর্থ হইল বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর অর্থব্যয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভোক্তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কি কি দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে। আরও সূক্ষ্মভাবে বলিলে বোধ হয় বলিতে হয় যে ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে যৌথ সার্বভৌমিকতা ( joint sovereignty ) দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ উৎপাদকের আচরণ এবং উদ্দেশ্যসমূহও বাজারের উপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

মূল্য-ব্যবস্থাকে আবার গণতান্ত্রিক বলিয়াও গণ্য করা হয়, কারণ কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে তাহা প্রতিদিন ভোক্তারা তাহাদের অর্থব্যয়ের সাহায্যে নির্ধারণ করে। যেমন, অধিকাংশ লোকই যদি রুটি কিনিবার জন্য অর্থব্যয় করে তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে তাহারা রুটির সপক্ষে ভোট প্রদান করিতেছে। ফলে অধিক পরিমাণে রুটি উৎপাদিত হইবে। কিন্তু এই বিবৃতিটি আংশিকভাবে সত্য। বর্তমান জগতে ইহার মধ্যে সামান্য রদবদল ( modification ) দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ি সংক্রান্ত ভোট ( money votes ) সমভাবে বণ্টিত হয় না। সেই কারণে যাহাদের আয় অধিক তাহাদের ভোটদানের ক্ষমতাও দরিদ্র জনগণের অপেক্ষা অধিক।

**বাজার-দাম ( Market Prices )**

অর্থবিদ্যার অনেকাংশই বাজার-দামের আচরণের সহিত সম্পর্কিত। দ্রব্যাদি ও উপকরণসমূহের বণ্টন পদ্ধতি হিসাবে মূল্য-ব্যবস্থাকে নানাভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মূল্য-ব্যবস্থার শক্তি ও দুর্বলতার বিচার করিবার পূর্বে আমাদের অবশ্যই ইহার কার্যকলাপকে সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। সুতরাং আমরা দ্রব্যাদির চাহিদা ও যোগানকে এবং ইহার ফলে কিভাবে বাজার-দাম সৃষ্টি হয় ( the formation of market prices ) তাহা লইয়া আলোচনা করিব।

## ৫.২ চাহিদা ( Demand )

**বাজারের চাহিদা ( Market Demand )**

চাহিদা বলিতে একটি নির্দিষ্ট দামে এবং একটি বিশেষ সময়ে একটি দ্রব্যের কত পরিমাণ ক্রয় করা হয় তাহাকেই বুঝায়। সুতরাং চাহিদার তিনটি উপাদান আছে : দাম, পরিমাণ ও সময়। ইহাই হইল একটি দ্রব্যের কার্যকরী চাহিদা ( effective demand )। কার্যকরী চাহিদা বলিতে শুধুমাত্র ক্রয়ের ইচ্ছাকেই বুঝায় না, ক্রয়ের ক্ষমতাকেও বুঝায়। একজন লোকের যদি একটি দ্রব্য কিনিবার মত টাকা না থাকে তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদার কথা বিবেচনা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

আলোচনার সুরুতে আমরা প্রত্যাশিত চাহিদা ( ex-ante demand ) এবং পরিতৃপ্ত চাহিদার ( ex-post demand ) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি। প্রত্যাশিত চাহিদা বলিতে একটা বিশেষ দামে ভোক্তারা একটি দ্রব্যের কত পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে তাহাকেই বুঝায়। অর্থাৎ, ইহা দ্বারা একটি দ্রব্য ক্রয়ের আকাংক্ষাকেই বুঝায়। অপরদিকে আবার পরিতৃপ্ত চাহিদা বলিতে ভোক্তারা দ্রব্যটির কত পরিমাণ কিনিতে সমর্থ হয় তাহাকেই বুঝায়। যোগানের ঘাটতির ফলেই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় ( নিম্নে উদ্বৃত্ত চাহিদার আলোচনা দেখ )।

অর্থবিদ্যায় বহুক্ষেত্রে আমরা একটি অনুমানের সাহায্য লই। ইহা হইল এই যে কোন একটি চলের ( variable )—যেমন চায়ের মোট চাহিদা—আচরণ বিশ্লেষণ করিবার সময় ধরিয়া লই যে একটিমাত্র চলের—যেমন চায়ের বাজার-দাম—পরিবর্তিত হয় কিন্তু অন্যান্য সকল চলই

অপরিবর্তিত[১] থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে একটি দ্রব্যের দাম যখনই হ্রাস করা হয় তখনই ইহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী এক অধ্যায়ে ইহার কারণসমূহ বিবিধং বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই স্তরে আমরা ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধির প্রসংগতা বিবেচনা করিতে পারি।

### উপযোগের সংজ্ঞা ( Utility Defined )

আমরা পূর্বেই উপযোগ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। সাধারণ লোকের নিকট উপযোগ বলিতে একটি দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা বুঝায় কিন্তু অর্থবিদ্যায় উপযোগ কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা একটি দ্রব্যের অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকেই বুঝান হয়। অন্যভাবে বলিলে উপযোগ বলিতে দ্রব্যটি অথবা সেবা ভোগ করিয়া মানুষ যে পরিতৃপ্তি লাভ করে তাহাকেই বুঝায়। অবশ্য একটি দ্রব্যকে প্রচলিত অর্থ অনুসারে উপযোগী ( useful ) হইতে হবে এমন কোন কথা নাই। উদাহরণস্বরূপ, ধূমপায়ীদের নিকট সিগারেটের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে যদিও সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উপযোগের ধারণাটি ভোগের সহিত জড়িত বলিয়া ভোগ হইতেই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

### ভোগ ও উপযোগ ( Consumption and Utility )

ভোগ হইল মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্য। ভোগ বলিতে ভোগ্যদ্রব্যের উপর অর্থ-ব্যয় দ্বারা তৃপ্তি পাওয়াকেই বুঝায়। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য ভোগ্যদ্রব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: (১) একবার ভোগ করিয়া নিঃশেষ করা যায় এরূপ দ্রব্য ( once-for-all goods ), যেমন—কমলালেবু, রুটি ইত্যাদি, (২) স্বল্পস্থায়ী দ্রব্য ( semi-durable goods ), যেমন—ফাউন্টেন পেন, জামাকাপড় ইত্যাদি এবং (৩) স্থায়ী দ্রব্য ( durable goods ), যেমন—মোটরগাড়ী, ঘরবাড়ী ইত্যাদি।

অর্থবিদ্যায় ভোগতত্ত্বের আলোচনা দুই দিক হইতে করা হয়—ব্যক্তির দিক হইতে এবং সমাজের দিক হইতে। এই অধ্যায়ে আমরা ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ( personal consumption expenditure ) লইয়াই আলোচনা করিব।

ভোক্তার আচরণ সম্পর্কে অর্থবিদ্যায় দুই প্রকারের দৃষ্টিভংগি দেখিতে পাওয়া যায়। মার্শালের ন্যায় নয়া-ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণ উপযোগের মাধ্যমে ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করেন। অপরদিকে হিক্স্ প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ নিরপেক্ষ রেখার ( indifference curve ) মাধ্যমে ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করিবার প্রচেষ্টা করেন। এই অধ্যায়ে আমরা মার্শালের উপযোগ তত্ত্ব লইয়াই আলোচনা করিব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা নিরপেক্ষ রেখা লইয়া আলোচনা করিব। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য ভোগ সম্পর্কে সামান্য ধারণা করা যাইতে পারে।

### ৫.৩ ভোগ ও ভোগব্যয়-নির্ধারণকারী বিষয় ( Consumption and Factors Affecting Consumption Expenditure )

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভোগ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভোগ হইল উৎপাদনের বিপরীত ক্রিয়া। অর্থাৎ, উৎপাদন বলিতে যেমন উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়, ভোগ বলিতে বুঝায় উপযোগকে ধ্বংস করা।[২] এখন প্রশ্ন হইল: কোন ব্যক্তির ভোগ বা ভোগব্যয় কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—অর্থাৎ কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়?

ভোগ-নির্ধারণকারী প্রধান প্রধান বিষয়সমূহকে নিম্নে উল্লেখ করা হইল:

(১) আয়ের পরিমাণ: আমরা সকলেই জানি যে একজন ব্যক্তির ভোগব্যয় মূলত নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর। যাহার আয় অধিক তাহার ভোগব্যয়ও অধিক। একজন ধনী লোকের পক্ষে

---

১. ইহাকে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকা ( ceteris paribus ) অনুমান বলা হয়।

২. "Consumption may be regarded as negative production." Alfred Marshall

মোটরগাড়ী করিয়া ভ্রমণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন দরিদ্রের পক্ষে একটি সাইকেল ক্রয় করাও নিঃসন্দেহে কঠিন। বিখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ জে. এম. কেইনস্‌ই ( J. M. Keynes ) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *'The General Theory'*-তে দেখাইয়াছেন যে আয়ের সহিত ভোগের একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক আছে। ভোগ নির্ভর করে মূলত আয়ের উপর। আয়ের সহিত ভোগের এই সম্পর্কটিকে ভোগ অপেক্ষক ( consumption function ) বলা হয়। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়: $c=f(y)$ যেখানে c হইল ভোগব্যয় এবং y হইল আয়ের পরিমাণ। এই অপেক্ষকটি হইতে বুঝা যায় যে ভোগ আয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পাইবে, যদিও সমানুপাতিক হারে নয়। সাধারণত দেখা যায় আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পায় যদিও ক্রমহ্রাসমান হারে। সুতরাং ভোগব্যয় নির্ধারক অপর একটি বিষয় হইল ভোগ-প্রবণতা ( propensity to consume )।

**(২) ভোগ-প্রবণতা :** কেইনস্‌ই প্রথম উল্লেখ করেন যে ভোগব্যয় শুধুমাত্র আয় দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ইহা আংশিকভাবে ভোগ-প্রবণতা বা ভোগের ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দুই ব্যক্তির মাসিক আয় যদি ১০০০ টাকা হয়, উহাদের একজনের মাসিক ভোগব্যয় ৮০০ টাকা এবং অপর একজনের মাসিক ভোগব্যয় ৩০০ টাকা হইতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা বলিয়া থাকি যে প্রথম ব্যক্তির ভোগ-প্রবণতা অধিক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির সঞ্চয়-প্রবণতা অধিক। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আয়ের যে অংশ ভোগব্যয়ে নিয়োজিত হয় না তাহা সঞ্চয় করা হয়।

**(৩) অতীতের আয় :** অধ্যাপক জেমস্‌ ডুসেনবেরী ( James Dusenberry ) ও অন্যান্য কয়েকজন অর্থবিদ্যাবিদ অবশ্য মনে করেন যে একজনের ভোগ শুধুমাত্র বর্তমান আয়ের উপর নির্ভর করে না, মূলত নির্ভর করে অতীতের আয়ের উপর বা অতীতে সর্বাধিক আয়ের ( previous peak income ) উপর। কারণ, যে কোন ব্যক্তি যখন আয়বৃদ্ধির সহিত সংগতি রাখিয়া ভোগবৃদ্ধি করিতে করিতে একটি বিশেষ স্তরে উপনীত হন তখন হঠাৎ আয় হ্রাস পাইলে ভোগ হ্রাস পায় না। তিনি সঞ্চয় হ্রাস করিয়াও ভোগের স্তর বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা করিবেন। হঠাৎ, কোন ব্যক্তি দু-এক মাসের জন্য বেকার হইয়া পড়িলে এইরূপ ঘটিবে।[1]

**(৪) চিরস্থায়ী আয় :** ১৯৭৬ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মিলটন ফ্রিডম্যান অবশ্য মনে করেন যে ভোগব্যয় ক্ষণস্থায়ী আয়—যেমন, লটারীতে হঠাৎ ১০০ টাকা পাওয়া অথবা রাস্তা হইতে ১০ টাকার একটি নোট কুড়াইয়া পাওয়া—দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ইহা চিরস্থায়ী আয়—অর্থাৎ, ভবিষ্যতের কয়েক বৎসরের প্রত্যাশিত আয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, কলেজ শিক্ষকদের ভোগ-ব্যয় মোটামুটিভাবে তাঁহাদের মাস-মাহিনার উপরই নির্ভর করে। খাতা দেখিয়া অথবা বাড়ীতে ছাত্র পড়াইয়া তাঁহারা যে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করেন তাহা আমোদপ্রমোদ ও ভ্রমণে ব্যয়িত হয়।

**(৫) দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন :** দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে সাধারণত আয়ভোগ হ্রাস হয়, যদিও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। যেমন, আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি যে ১০ বৎসর পূর্বে ১০০ টাকা দ্বারা যাহা ক্রয় করা যাইত আজ ২০০ টাকার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। সাধারণত দ্রব্যমূল্য ও আর্থিক আয় সমহারে বৃদ্ধি পায় না বলিয়া ভোগব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

**(৬) সুদের হার :** ভোগব্যয় কিছুটা সুদের হার দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে সাধারণত সঞ্চয় প্রবণতা বা সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায় এবং ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়।

**(৭) ভোক্তার দৃষ্টিভংগি :** ভোগব্যয় ভোক্তাদের দৃষ্টিভংগি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। আজ-কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদেরও অর্থ উপার্জন করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা গৃহের কার্যে অধিক সময় ব্যয় করিতে পারেন না। সেই কারণে তাঁহার শ্রম-সঞ্চয়ী যন্ত্রপাতি, যেমন—প্রেসারকুকার,

---

১. কিছুদিন পূর্বে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনের তিন মাসের যে লক-আউট ঘোষণা করা হয় তাহা ঐ কোম্পানীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের চিন্তিত করে সত্য কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভোগব্যয়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে নাই।

রান্না করা খাদ্য ইত্যাদি ব্যবহার করেন। উপরন্তু, আধুনিককালে সকলের আশা-আকাংক্ষা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অনেকেই অতিরিক্ত সময় কর্মে নিযুক্ত করিয়া অধিক অর্থ উপার্জন করিতেছেন। এক্ষেত্রে আমরা বলিতে পারি যে ভোগই আয়কে নির্ধারণ করে ( consumption determines income )। অধ্যাপক গ্যালব্রেথ দেখাইয়াছেন যে সমৃদ্ধ সমাজে ( affluent society ) ক্রমাগত নূতন নূতন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবার ফলে নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে। যেমন, আমাদের দেশে ২০ বৎসর পূর্বে টেলিভিসন ছিল না, বহু গৃহেই বাতানুকূল যন্ত্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত না। আজ বাড়ীতে একটি করিয়া টেলিভিসন সেট ও বাতানুকূল যন্ত্র প্রত্যেকেরই স্বপ্ন। ইহাকে নির্ভরশীলতার প্রভাব ( dependence effect ) বলা হয়।

(৮) ভোক্তার রুচি ও পছন্দ : ভোগব্যয় ভোক্তার রুচি ও পছন্দের উপর নির্ভর করে। একই গৃহে কেহ চা, কেহ কফি পছন্দ করেন, কেহ পছন্দ করেন মাছ, কেহ মাংস। আবার কতকগুলি দ্রব্যের ভোগ নির্ভর করে দীর্ঘকালের অভ্যাসের উপর—যেমন ধূমপানের অভ্যাস।

(৯) প্রদর্শন প্রভাব : অধ্যাপক রেগনার নার্কস ও ডুসেনবেরী ভোগ নিবারণকারী অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। একজন ব্যক্তির ভোগ শুধুমাত্র তাঁহার নিজের আয়ের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সমাজের বা গোষ্ঠীর অন্যান্য সকলের আয় ও ভোগ্যব্যয়ের উপর। কারণ, একজন ব্যক্তি সর্বদাই তাঁহার প্রতিবেশীর ভোগের ধরন ( pattern ) অনুকরণ করিবার চেষ্টা করেন। ইহা সাধারণত ফ্যান্সী পরিধেয় বা আধুনিক রুচিসম্মত আসবাবপত্রের ও দামী পত্র-পত্রিকার জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইহাকে প্রদর্শন ফল ( demonstration effect ) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

(১০) অন্যান্য বিষয় : অন্যান্য ভোগনিবারণকারী বিষয় হইল নূতন নূতন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, ভোগ্যদ্রব্যের সরবরাহ, আয়ের স্তর ও অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নের স্তর ইত্যাদি। তবে ভোগব্যয় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় না, অন্যান্য বিষয় দ্বারাও বহুলাংশে নির্ধারিত হয়—যেমন, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার প্রসার, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি।

(১১) চাহিদা নির্ধারক বিষয়সমূহ : দ্রব্যাদি ও সেবাকার্যের জন্য ভোক্তার চাহিদা যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেই সকল বিষয়গুলিও ব্যক্তিগত ভোগব্যয়কে নিবারণ করে। এইগুলি হইল ভোক্তার আর্থিক আয়, দ্রব্যাদির বাজার-দাম, ভোক্তার রুচি ও পছন্দ, ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

### ৫.৪ ভোগব্যয় সম্পর্কে এঞ্জেলের বিধি ( Engel's Law of Consumption Expenditure )

ব্যক্তিগত ভোগব্যয় সম্পর্কে অর্থবিদ্যায় যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে এঞ্জেলের বিধি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ভোগব্যয়ের উপর নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন পরিসংখ্যানবিদ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের সমীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে বিভিন্ন আয়ের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিলেও কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর—যেমন, ভোগ্যদ্রব্য, জামাকাপড় ইত্যাদি—তাঁহাদের ভোগব্যয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এঞ্জেলের বিধি এই পর্যবেক্ষণের উপরই প্রতিষ্ঠিত। উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানীর পরিসংখ্যানবিদ আরনেস্ট এঞ্জেলের ( Ernest Engel ) সূত্রটি এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

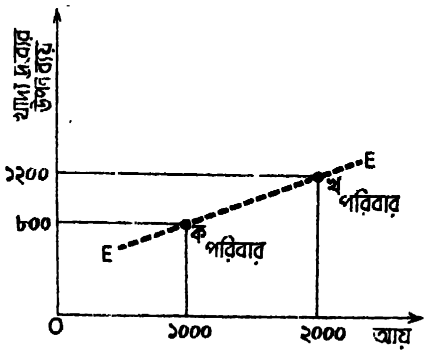
যখনই আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখনই আয়ের শতকরা যে অংশ খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় তাহা ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে।[১]

তথ্যের ভিত্তিতে এঞ্জেল যে পর্যবেক্ষণগুলি করিয়াছিলেন সেগুলি হইল এরূপ :

(ক) একজন ব্যক্তির বা পরিবারের আয় যতই কম হইবে খাদ্যদ্রব্যের উপর উহার ব্যয় ততই অধিক হইবে। আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস পাইবে। নিম্নের

১ "The percentage of income spent on food declines as income increases." L. Klein

রেখাচিত্রটির সাহায্যে ইহাকে দেখান যায়। যখন আয়ের পরিমাণ ১000 টাকা তখন খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় হইল ৮00 টাকা অর্থাৎ শতকরা ৮0 ভাগ। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। জীবনধারণের জন্য




রেখাচিত্র ৫.২ : এঞ্জেলের সূত্র

খাদ্যদ্রব্য হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে লোকে যে-কোন দামেই খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। একটি দরিদ্র পরিবার আয়ের অধিকাংশই খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হইবে। আয় বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় সামান্য বৃদ্ধি পাইবে। অন্যান্য দ্রব্যের, যেমন—আমোদপ্রমোদ, বিলাসদ্রব্য, ইত্যাদির উপর ব্যয় অধিক বৃদ্ধি পাইবে। ইহার কারণ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন মিটিয়া গেলে যে বাড়তি অর্থ ভোক্তার হাতে থাকে তাহা অপ্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য (যেগুলি পূর্বে ক্রয় করা সম্ভব হয় না) ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে আয় ২000 টাকা হইলে খাদ্যদ্রব্যের উপর ১২00 টাকা অর্থাৎ আয়ের শতকরা ৬0 ভাগ ব্যয় করা হয়। উপরের রেখাচিত্রে দুইটি পরিবারকে তুলনা করা যাইতে পারে—একটি দরিদ্র পরিবার (ক) এবং একটি ধনী পরিবার (খ)। এঞ্জেলের মতে ক-পরিবারের আয়বৃদ্ধি পাইয়া খ-পরিবারের মত হইলে উহার ভোগব্যয়ও খ-পরিবারের মত হইবে।

(খ) আয়ের প্রতিটি স্তরে অবশ্য কয়েকটি দ্রব্যের উপর ব্যয় মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, যেমন—পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উপর ব্যয়।

**চিন্তা করিয়া দেখ**

ভারতের ন্যায় দেশে এঞ্জেলের সূত্র কার্য করে কি না? ভারতে কি আয়বৃদ্ধির সহিত পোশাক-পরিচ্ছদের উপর ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে?

এঞ্জেলের পর্যবেক্ষণগুলি অন্যান্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এগুলি এঞ্জেলের বিধি (Engel's Law) আখ্যা পাইয়াছে। জার্মানির সেকসনি সম্প্রদায়ের জনসাধারণের ভোগব্যয় বিশ্লেষণ করিয়া এঞ্জেল পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকাটি প্রস্তুত করেন।

পর পৃষ্ঠার তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে দরিদ্র সম্প্রদায়ের আয়ের শতকরা ৯৫ ভাগ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয়। আবার ধনীক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদির উপর ব্যয় করা হয়।

**সারণি ৫.১ : এঞ্জেলের বিধির দৃষ্টান্ত[1]**

| ভোগের বিষয় | পরিবারের আয়ের তুলনায় ব্যয়ের অনুপাত | | |
|---|---|---|---|
| | শ্রমিকশ্রেণী বা দরিদ্র সম্প্রদায় | মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় | ধনীক সম্প্রদায় |
| খাদ্যদ্রব্য … | ৬২ | ৫৫ | ৫০ |
| পোশাক-পরিচ্ছদ … | ১৬ | ১৮ | ১৮ |
| বাসস্থান ( ভাড়া ) … | ১২ | ১২ | ১২ |
| বিদ্যুৎ ও জ্বালানি … | ৫ | ৫ | ৫ |
| | ৯৫ শতাংশ | ৯০ শতাংশ | ৮৫ শতাংশ |
| শিক্ষা … | ২ | ৩·৫ | ৫·৫ |
| আইনগত সংরক্ষণ ও কর … | ১ | ২ | ৩ |
| চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য … | ১ | ২ | ৩ |
| আরামপ্রদ দ্রব্যাদি ও আমোদপ্রমোদ … | ১ | ২·৫ | ৩·৫ |
| | ৫ শতাংশ | ১০ শতাংশ | ১৫ শতাংশ |
| মোট | ১০০ | ১০০ | ১০০ |

## ৫.৪ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ( The Law of Diminishing Marginal Utility )

যে-কোন দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়াই আমরা উহা বাজার হইতে দাম দিয়া ক্রয় করি। একটি দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে উহার উপযোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। নয়া ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণ অর্থবিদ্যায় একটি নূতন ধারণার প্রবর্তন করেন। ইহা হইল প্রান্তিক উপযোগের ( marginal utility ) ধারণা। এই ধারণাটি প্রয়োগ করিয়াই তাঁহারা চাহিদা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ধর একজন ভোক্তা একটি কমলালেবু কিনিল এবং ইহা খাইয়া কিছুটা পরিতৃপ্তি পাইল। সে যদি আর একটি কমলালেবু ভোগ করে তাহা হইলে তাহার মোট উপযোগ ( total utility ) বৃদ্ধি পাইবে, কারণ দ্বিতীয় এককটি তাহাকে কিছুটা অতিরিক্ত উপযোগ প্রদান করিবে।

মার্শাল, ওয়ালরাস, বেনথাম ইত্যাদি নয়া ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণ ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করিয়া একটি সূত্রের আবিষ্কার করেন। এই সূত্রটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি ( The Law of Diminishing Utility ) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

এই বিধিটি অনুসারে একজন ভোক্তা যতই অধিক পরিমাণে একটি দ্রব্য ভোগ করিতে থাকে ততই তাহার মোট ( মনস্তাত্ত্বিক[2] ) উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু দ্রব্যটির ভোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে দেখা যায় যে প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্য যে অতিরিক্ত উপযোগ প্রদান করে তাহার হার ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। আমরা জানি যে অতিরিক্ত দ্রব্য ভোগ করিয়া যে অতিরিক্ত পরিতৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করা যায় তাহাকেই প্রান্তিক উপযোগ ( marginal utility ) বলা হয়। সুতরাং একটি

---

১. এই সারণীটি Jather and Beri-প্রণীত *Elementary Principles of Economics* হইতে বংগানুবাদ করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে।

২. উপযোগ হইল একটি মনস্তাত্ত্বিক ( psychological ) ধারণা।

দ্রব্যের যতই অধিক অতিরিক্ত একক ভোগ করা হইবে ততই মোট উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকিবে, কারণ দ্রব্যটির প্রতি আকাংক্ষার তীব্রতা হ্রাস পাইবে। ফলে প্রান্তিক উপযোগও হ্রাস পাইবে। ইহাই হইল ক্রমহ্রাস উপযোগ তত্ত্বের মূল কথা। তত্ত্বটিকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় :

**যখনই একটি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখনই উহার প্রান্তিক উপযোগের —অর্থাৎ দ্রব্যটির শেষ এককটি ভোগ করিয়া যে বাড়তি উপযোগ লাভ করা যায়—হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা যায়।**

উদাহরণস্বরূপ, কলমের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একজন ব্যক্তি একটি কলম লইয়া সর্বদা সন্তুষ্ট নাও থাকিতে পারেন। তিনি সমজাতীয় আর একটি কলম ক্রয় করিতে পারেন। একটির কালি নিঃশেষিত হইলে সময় নষ্ট না করিয়া অন্যটি তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় কলমটি হইতে প্রথমটি অপেক্ষা কম উপযোগই লাভ করিবেন বলিয়া অনুমান করা যায়। ঐ ধরনের আরও একটি কলমও হয়ত তিনি ক্রয় করিতে পারেন। তবে তৃতীয় কলমটি হইতে তিনি আরও কম উপযোগ লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়। এই প্রসংগে জেভন্স বলিয়াছেন যে, "একটি দ্রব্যের উপযোগের মাত্রা দ্রব্যটির ভোগের সহিত উঠানামা করে এবং অবশেষে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উপযোগ হ্রাস পায়।"[১]

**বিধিটির অনুমান :** এই বিধিটি কতকগুলি অনুমানের ( assumptions ) উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে :

(১) অনুমান করা হইয়াছে যে ভোক্তার উপযোগকে সংখ্যায় ( যেমন ১, ২, ৩, ইত্যাদি ) অথবা টাকার অংকে পরিমাপ করা যায়। যেমন, একজন ব্যক্তি যখন ৪ টাকা দিয়া একটি সিনেমার টিকিট কাটেন তিনি নিশ্চয়ই মনে করেন যে সিনেমাটি দেখিয়া অন্তত ৪ টাকার মত উপযোগ লাভ করিবেন। তিনি অধিক উপযোগও লাভ করিতে পারেন। ভোক্তা একটি দ্রব্যের জন্য যে দাম দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহাই উহার প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করে বলিয়া ধরা হয়।

(২) ভোক্তার আর্থিক আয় ( money income ) এবং রুচি ও পছন্দের কোন পরিবর্তন হয় না বলিয়া ধরা হয়।

(৩) অনুমান করা হয় যে অন্যান্য সকল দ্রব্যের মত অর্থেরও প্রান্তিক উপযোগ আছে এবং আর্থিক আয়ের প্রান্তিক উপযোগ ( marginal utility of money income ) সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে।

(৪) ভোক্তা একটি দ্রব্যের সকল একক একই সংগে ভোগ করিবে। উদাহরণস্বরূপ, রাত্রে নিমন্ত্রণ খাইবার সময় ৪টি রসগোল্লা খাইয়া একজন সন্তুষ্ট হইতে পারে। তাহার আর একটি রসগোল্লা খাইবার কোন ইচ্ছা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু পর দিন সকালে আবার রসগোল্লা খাইবার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক।

(৫) ভোগের প্রাথমিক এককগুলি পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে।

(৬) ভোগ্য দ্রব্যটির দামের ও উহার সহিত সম্পর্কিত দ্রব্যগুলির দামের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। যেমন ভোগ্য দ্রব্যটি যদি চা হয় তাহা হইলে ধরা হইবে যে চা এবং কফির দামের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।

**বিধিটির দৃষ্টান্ত :** নিম্নের উদাহরণটি দ্বারা বিধিকে ব্যাখ্যা করা যায়। একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রথম কেকটি ভোগ করিবার জন্য ৮০ পয়সা দিতে প্রস্তুত থাকিবে, কারণ তিনি ইহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ উপযোগ লাভ করিবেন। কিন্তু প্রথম কেকটি খাইবার পর দ্বিতীয় কেকটি খাইবার ইচ্ছা কম হইবে এবং এই কারণে তিনি ইহার জন্য ৭০ পয়সা দিতে রাজী হইবেন। ইহার পর তৃতীয় কেকটির জন্য তিনি মাত্র ৬০ পয়সা দিতে রাজী হইবেন। এইভাবে ভোগ বৃদ্ধি পাইলে উপযোগ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি

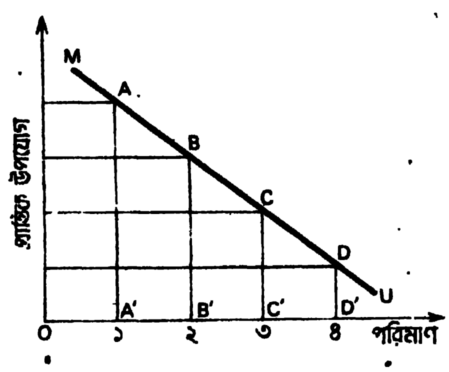
১. "The degree of utility varies with the quantity of commodity and ultimately decreases as that quantity increases." W. S. Jevons ( 1835-82 )

পায় না বলিয়া একজন ব্যক্তি একটি দ্রব্যের প্রতিটি অতিরিক্ত এককের জন্ত ক্রমাগত কম দাম দিতে প্রস্তুত থাকেন। এইভাবে আমরা ভোক্তা প্রতি কেকের জন্ত যে দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবেন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।

সারণি ৫.২ : প্রান্তিক উপযোগের তালিকা

| কেকের একক | দামের অংকে উপযোগের পরিমাপ |
|---|---|
| প্রথম | ৮০ পয়সা |
| দ্বিতীয় | ৭০ পয়সা |
| তৃতীয় | ৬০ পয়সা |
| চতুর্থ | ৫০ পয়সা |
| ইত্যাদি | — |

সুতরাং কেক হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। ইহাই হইল ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির মূল কথা। বিধিটিকে নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে পরিস্ফুট করা যায়। দ্রব্যটির প্রথম একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ হইল AA', দ্বিতীয় একক হইতে BB', ইত্যাদি। A, B, C ইত্যাদি বিন্দু দ্বারা ইহা দেখান হইয়াছে। এই বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করিয়াই আমরা যে MU রেখাটি পাই উহাকেই প্রান্তিক উপযোগ রেখা বলা হয়। ভোগ বৃদ্ধি পাইলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত হ্রাস পায় বলিয়া এই রেখাটি নিম্নমুখী। (পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে একজন ভোক্তার যে-কোন দ্রব্যের চাহিদা রেখা সাধারণত নিম্নমুখী হয়। এই নিম্নমুখী চাহিদা রেখার পশ্চাতে যে শক্তি কার্য করে তাহা হইল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি।)



রেখাচিত্র ৫.৩ : প্রান্তিক উপযোগ রেখা

**বিধিটির কারণ :** এই বিধিটির পশ্চাতে তিনটি বিষয় কার্য করে :

প্রথমত দেখা গিয়াছে যে একটি দ্রব্য একটি বিশেষ অভাবমোচনে সাহায্য করে। এই কারণে ভোগবৃদ্ধির সহিত মানুষের একটি বিশেষ অভাব মিটিয়া গেলে ঐ অভাবের তীব্রতা ক্রমাগত হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক স্যামুয়েলসনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে একটি দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে মানুষের পক্ষে উহার গুণাগুণ বা ধর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।[১]

তৃতীয়ত, দেখা যায় যে কোন এক ব্যক্তির কোন একটি দ্রব্যের বহুসংখ্যক একক থাকিলে তিনি প্রথম কয়েকটি একক অতি প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহার করিবেন এবং পরের এককগুলি

১. "With successive new units of the good, your total utility will grow at a slower and slower rate because of a fundamental tendency for your psychological ability to appreciate more of the good to become less keen." P. A. Samuelson

অনাবশ্যক কার্যে নিয়োগ করিবেন। যেমন, একজন ধনী ব্যক্তির চারটি মোটরগাড়ী থাকিলে প্রথম দুইটি নিজের কার্যে ব্যবহার করিবেন বলিয়া মনে হয়। অন্য দুইটি গাড়ী আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের ব্যবহার করিতে দিবেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে গাড়ীর প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

**বিধিটির ব্যতিক্রম :** ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিটিকে অনেকেই বাস্তব জগতে প্রয়োগ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে এই বিধি সবক্ষেত্রে কার্য করে না। ইহার কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে। এগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

**(১) রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন :** রুচি ও পছন্দের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির ভোগবৃদ্ধির সহিত যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করা যায় তাহা বৃদ্ধি পায়। যেমন, এক ব্যক্তি যিনি কখনও সিনেমা দেখেন নাই হঠাৎ একটি সিনেমা দেখিয়া এমনই নেশাগ্রস্ত হইতে পারেন যে যতই অধিক সিনেমা দেখিবেন ততই তাঁহার প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে।

**(২) ভোগের একক :** ভোগের একক সমজাতীয় না হইলে বিধিটি কার্য করিবে না। একজন মদ্যপায়ীকে প্রথম স্তরে খুব অল্প পরিমাণ মদ্য পান করিতে দিলে তাঁহার ভোগের ইচ্ছা মিটিবে না। ফলে পরবর্তী স্তরে অধিক পরিমাণ মদ্য পান করিয়াই তিনি অধিক উপযোগ লাভ করিবেন।

**(৩) টাকার প্রান্তিক উপযোগের অপরিবর্তনীয়তা :** টাকার প্রান্তিক উপযোগ কখনই অপরিবর্তিত থাকে না। আয় বৃদ্ধি পাইলে প্রতিটি টাকার দাম কম মনে হয়। এই কারণেই বলা হয় যে একজন দরিদ্রের নিকট এক টাকার প্রান্তিক উপযোগ একজন ধনী ব্যক্তির নিকট এক টাকার প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অধিক।

**(৪) সময়ের ব্যবধান :** একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক একই সংগে ভোগ না করা হইলে বিধিটি কার্য করে না। এ প্রসংগে পূর্বের রসগোল্লা খাওয়ার উদাহরণটি স্মরণ করা যাইতে পারে।

**(৫) নেশা :** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি দ্রব্যের ভোগ ক্রমানুগতিক ( successive ) এককগুলির ভোগকে পরিবর্তিত করে না। যেমন, একজন ধূমপায়ী দেখেন যে তিনি যতই ধূমপান করেন তাহার ধূমপানের ইচ্ছা ততই বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে একজন যতই স্ট্যাম্প সংগ্রহ করিতে থাকেন তাঁহার নূতন নূতন দেশের স্ট্যাম্প সংগ্রহের ইচ্ছা ততই বৃদ্ধি পায়। অবশ্য দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সূত্রটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। একজন ধূমপায়ী একদিনে নির্দিষ্ট সংখ্যক সিগারেট খাইতে পারেন এবং একজন বড়লোকের নূতন গাড়ী বা বাড়ীর চাহিদা একদিন না একদিন অবশ্যই মিটিয়া যাইবে।

**(৬) প্রদর্শন :** পরিশেষে, উপযোগ লাভ হইল কিছুই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। একজন ব্যক্তির একটি মোটরগাড়ী থাকাই যথেষ্ট মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশী যদি দুইটি গাড়ী ক্রয় করেন তিনিই তাহাই করিবেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় গাড়ীটি হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

**উপসংহার :** এই সকল ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং অর্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই বিধিটি হইল চাহিদার সূত্রটির ( the Law of Demand ) উৎপত্তি। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

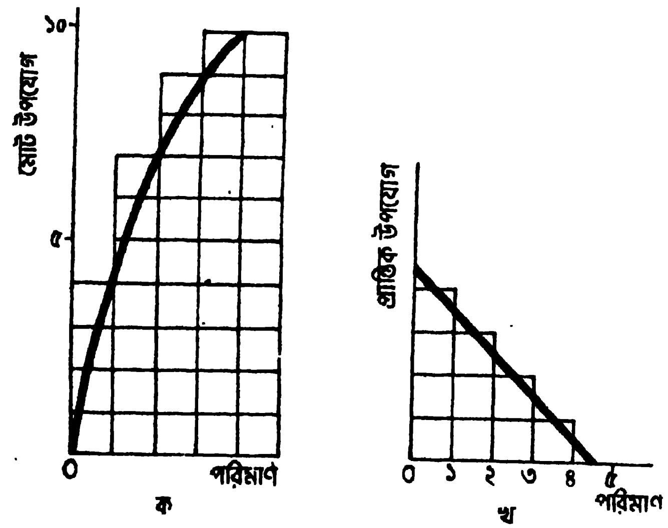
## ৫.৫ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ ( Total Utility and Marginal Utility )

ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ কখনই বুঝিতে পারিতেন না কেন হীরার দাম এত বেশী এবং জলের দাম এত কম, যদিও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জল একান্ত প্রয়োজন এবং হীরার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। আসল কথা হইল তাঁহারা প্রান্তিক ও মোট উপযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারেন নাই। মোট উপযোগ বলিতে একটি দ্রব্য—যেমন চার গ্লাস জল—পান করিয়া যে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় তাহাকেই বুঝায়। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ বলিতে এক গ্লাস অতিরিক্ত জল পান করিয়া যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকেই বুঝায়। নিম্নের সারণি ও রেখাচিত্রটি দ্বারা বিষয়টিকে বুঝান যায় :

সারণি ৫.৩ : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

| ভোগের পরিমাণ | মোট উপযোগ | প্রান্তিক উপযোগ |
|---|---|---|
| ০ | ০ | |
| ১ | ৪ | ৪ |
| ২ | ৭ | ৩ |
| ৩ | ৯ | ২ |
| ৪ | ১০ | ১ |
| ৫ | ১০ | ০ |

রেখাচিত্র (ক) হইতে দেখা যাইতেছে যে ভোগ বৃদ্ধি পাইলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু সমানুপাতিক হারে নয়, ক্রমহ্রাসমান হারে। এই কারণে রেখাচিত্র ৫.৪ (খ)-এর প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি নিম্নমুখী হইয়া থাকে।




*রেখাচিত্র ৫.৪ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ*

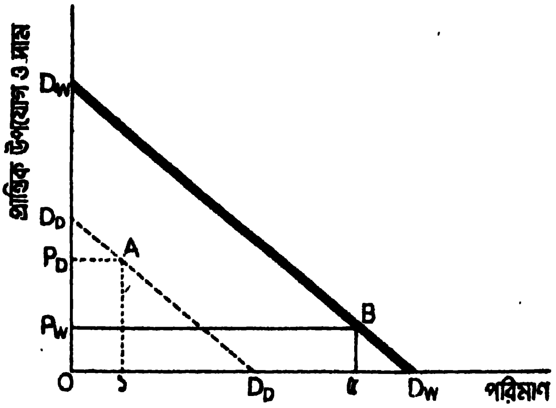
ইহার পশ্চাতে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে। একটি দ্রব্যের ভোগ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ভোক্তার দ্রব্যটির প্রতি আকাংক্ষা ততই ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে যতই অতিরিক্ত একক ভোগ করা হয় ততই প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। ইহাই হইল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ( Law of Diminishing Utility ) মূলকথা। এই সূত্রটি কার্য করিবার ফলেই চাহিদা-রেখাটি নিম্নমুখী হয়।

**৫.৬ মূল্যের ধাঁধাঁ ( The Paradox of Value )**

নিম্নের রেখাচিত্রটি দ্বারা উপরের ক্লাসিকাল সমস্যাটির সমাধান করা যাইতে পারে।

এখানে *DwDw* হইল জলের চাহিদা রেখা। ভোগের পরিমাণ যখন ৫-একক তখন প্রান্তিক উপযোগ হইল *B* ৫। কিন্তু মোট উপযোগ চাহিদা রেখার নিম্নে অবস্থিত সমগ্র ক্ষেত্রটি (*OD Dw*) দ্বারাই পরিমাপ করা হয়।

অপরপক্ষে হীরার মোট উপযোগ হইল $OD_D D_D$। কিন্তু যখন ১-একক ক্রয় করা হইতেছে তখন প্রান্তিক উপযোগ হইত $A$ ১। এক্ষেত্রে জলের দাম হইল $OP_W$ যাহা ইহার প্রান্তিক উপযোগের সমান, কিন্তু হীরার দাম হইল $OP_D$ যাহা ইহার প্রান্তিক উপযোগের সহিত সমান। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দাম প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং, তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা যাইতে পারে :



রেখাচিত্র ৫.৫ মূল্যের ধাঁধা

(১) জলের মোট উপযোগ হীরার মোট উপযোগ অপেক্ষা অধিক।

(২) কিন্তু হীরার প্রান্তিক উপযোগ জলের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অধিক।

(৩) সুতরাং হীরার দাম জলের দাম অপেক্ষা অধিক।

## ৫.৭ প্রান্তিক উপযোগ ও দাম ( Marginal Utility and Price )

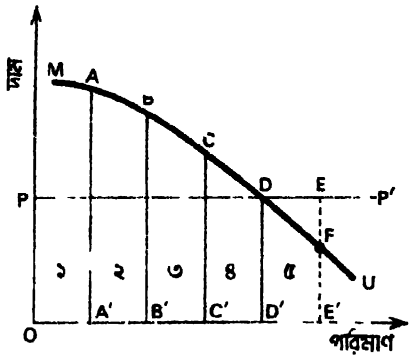
সুতরাং দেখা গেল যে দাম নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা, মোট উপযোগ দ্বারা নহে। চাহিদা তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার একটি মূল উদ্দেশ্য আছে : একজন ভোক্তা কোন একটি দ্রব্য কত পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা নির্ধারণ করা। অর্থবিদ্যাবিদগণ দেখাইয়াছেন যে একজন ভোক্তা সেই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিবেন যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিলে দ্রব্যটির দাম ও উহার প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়।

কোন একটি দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে দাম দিতে হয়—অর্থাৎ ভোক্তাকে টাকার অংকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহাকে টাকার প্রান্তিক উপযোগ ত্যাগ করিতে হয়। অপরদিকে আবার দ্রব্যটি ভোগ করিয়া উপযোগ লাভ করা যায়। সুতরাং একজন ব্যক্তি একটি দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় অবশ্যই তাঁহার ত্যাগ ও লাভের মধ্যে তুলনা করিয়াই দ্রব্যটি ক্রয় করিবেন।

ধরা যাউক, একটি দ্রব্যের বাজার-দাম অপরিবর্তিত আছে। এক্ষেত্রে একজন ভোক্তার পক্ষে দ্রব্যটির ক্রয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই সহজ। তিনি যতই দ্রব্যটির অতিরিক্ত একক ভোগ করিতে থাকিবেন ততই তিনি অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাইবেন। কিন্তু ভোগবৃদ্ধির সহিত প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত হ্রাস পায়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ দ্রব্যটির দাম অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দ্রব্যটি ক্রয় করিবেন। ভোগের একটি বিশেষ স্তরে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ উহার দামের সহিত সমান হইবে। এই স্তরে ভোক্তা দ্রব্যটির ভোগবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহার পরেও যদি ভোগ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে তিনি যে বাড়তি উপযোগ লাভ করিবেন তাহা দ্রব্যটির বাজার-দাম অপেক্ষা কম হইবে। ফলে লাভ-ক্ষতির অংকে তাঁহার লোকসানই হইবে।

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে দামের সহিত প্রাণ্ডক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখানে MU হইল দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ রেখা। ( ইহা কেন নিম্নমুখী হয় তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে )। এখানে PP' রেখাটি দ্বারা আমরা দ্রব্যটির দাম যে অপরিবর্তিত থাকে তাহা দেখান হইয়াছে। ইহা দাম রেখা ( price line ) বলা যাইতে পারে। প্রথম তিনটি একক ভোগ করা পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগ দাম অপেক্ষা অধিক হয়। চতুর্থ এককটির দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হওয়ায় তিনি দ্রব্যটির ভোগ এই স্তরে বন্ধ করিয়া দিবেন। পঞ্চম এককটি ভোগ করিলে তাঁহার লোকসানই হইবে এবং উপযোগ বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে

চাহিদার দিক হইতে দেখিলে ভারসাম্য অবস্থায় কোন দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। এক্ষেত্রে দাম OP হইল প্রান্তিক উপযোগ DD' এর সমান।




রেখাচিত্র ৫.৬ : দাম ও প্রান্তিক উপযোগ

## ৫.৮ চাহিদা রেখা ( The Demand Curve )

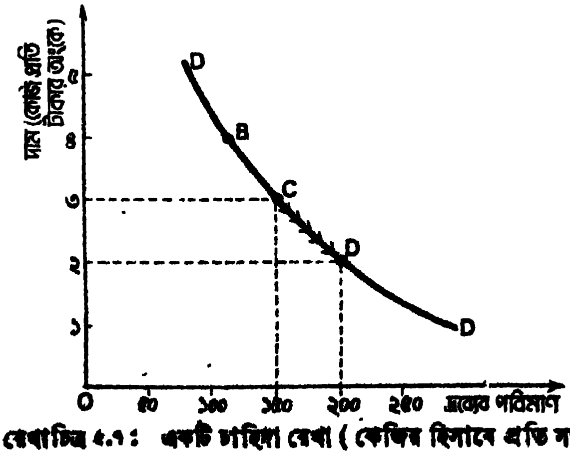
নিম্নের সারণিটিতে যে তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা হইল একটি দ্রব্যের—যেমন X দ্রব্যের—কাল্পনিক চাহিদা তালিকা। ইহা চাহিদার প্রথম সূত্রটিতে ( the first law of demand ) ব্যাখ্যা করে। এই সূত্রটিকে এইভাবে বিবৃত করা যায় :

**অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে, স্বল্প দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ অধিক হইবে। অর্থাৎ, দ্রব্যটির দাম যতই হ্রাস পাইবে ইহার চাহিদার পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে।**

**সারণি ৫.৪ : X-দ্রব্যের চাহিদা তালিকা**

| | দ্রব্যটির দাম ( কেজি প্রতি টাকার অংকে ) | দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ ( কেজির হিসাবে প্রতি সপ্তাহে ) |
|---|---|---|
| A | ৫ | ১১০ |
| B | ৪ | ১২০ |
| C | ৩ | ১৫০ |
| D | ২ | ২০০ |
| E | ১ | ২৫০ |

এই তথ্যটিতে সাধারণত রেখা বা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া আমরা একটি চাহিদা রেখা পাইয়া থাকি। নিম্নের রেখাচিত্রে DD রেখাটি বাঁদিক হইতে ডানদিকে নিম্নমুখী। অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে একটি বিরোধী সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যদি কেজি প্রতি দাম ৩ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ২ টাকা করা হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ ১৫০ কেজি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০০ কেজি হইয়া দাঁড়ায়। ইহা চাহিদা রেখাটির C বিন্দু হইতে D বিন্দুতে স্থানান্তর




রেখাচিত্র ৫.৭ : একটি চাহিদা রেখা ( কেজির হিসাবে প্রতি সপ্তাহে )

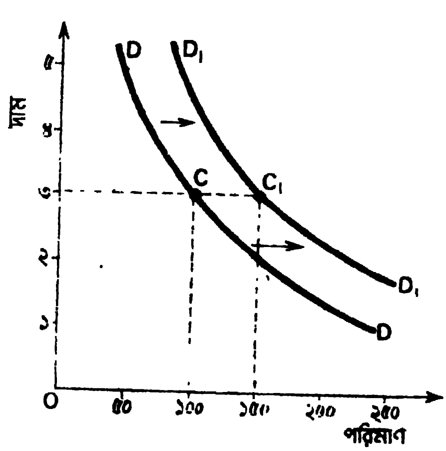
( movement ) দ্বারা বুঝান হইয়াছে। ইহাকে চাহিদার পরিমাণবৃদ্ধি ( an extension of demand ) বলা হয়। বিপরীতভাবে দেখিলে আবার দেখা যায় যে যদি X-দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করা হইলে ইহার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং ইহাকে চাহিদা রেখার নিম্ন স্থানে অবস্থিত C বিন্দু হইতে উচ্চ স্থানে অবস্থিত B বিন্দু দ্বারা দেখান যাইতে পারে। ইহাকে চাহিদার পরিমাণহ্রাস ( contraction of demand ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বস্তুত, চাহিদার পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে একমাত্র দ্রব্যটির নিজস্ব দামের পরিবর্তনের ফলে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়।

**চাহিদা বনাম চাহিদার পরিমাণ ( Demand versus Quantity Demanded )**

এই প্রসংগে চাহিদা ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। চাহিদা বলিতে একটি দ্রব্যের সমগ্র চাহিদা রেখাটিকেই বুঝায়। অপরপক্ষে আবার চাহিদার পরিমাণ বলিতে চাহিদা রেখার একটি বিশেষ বিন্দুকে বুঝায়। চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন চাহিদা রেখার উপর গমনাগমনেরই নির্দেশক। অপরপক্ষে চাহিদার পরিবর্তন বলিতে চাহিদা রেখাটির স্থান-পরিবর্তনকে বুঝায়। চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। ইহা দ্বারা দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাহাকেই বুঝান হয়। এখন আমরা চাহিদার পরিবর্তন লইয়া আলোচনা করিতে পারি।

**চাহিদা বৃদ্ধি ( An Increase in Demand )**

ধরা যাক, X-দ্রব্যটি হইল গম এবং কোন এক বৎসর বন্যার জন্য আলুর উৎপাদন হ্রাস পাইল। সুতরাং লোকে অধিক পরিমাণে গম ক্রয় করিতে চাহিবে যদিও গমের বাজার-দাম মোটেই হ্রাস পায় নাই। এই অবস্থাকে নিম্নের রেখাচিত্রে চাহিদা রেখাটির ডানপার্শ্বে সরিয়া যাওয়া দ্বারা দেখান হইয়াছে। রেখাচিত্র-এ চাহিদা রেখাটি D D হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $D_1$ $D_1$ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে গমের বাজার দাম কিলো প্রতি ৩ টাকা হওয়া সত্ত্বেও গমের চাহিদা ১০০ কেজি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ কেজি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাকে C এবং $C_1$ বিন্দু দুইটি দ্বারা দেখান হইয়াছে। চাহিদা রেখার এরূপ স্থান পরিবর্তন করাকে চাহিদা বৃদ্ধি (an increase in demand) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। যদি চাহিদা রেখাটি স্থান পরিবর্তন করিয়া বাঁদিকে—যেমন




রেখাচিত্র ৫.৮ : চাহিদা বৃদ্ধি

D D হইতে $D_1$ $D_1$—সরিয়া যাইত তাহা হইলে ইহাকে চাহিদা হ্রাস ( a decrease in demand ) বলিয়া বর্ণনা করা হইত। একটি দ্রব্যের নিজস্ব দাম ব্যতীত যে কোন বিষয়ের পরিবর্তনের ফলেই চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

---

**ক্যাপসুল টীকা :** একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অন্যান্য যে কোন বিষয়ের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। প্রথম ক্ষেত্রে একই চাহিদা রেখার উপর গমনাগমন দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি স্থান পরিবর্তন করে।

---

সুতরাং চাহিদা বৃদ্ধি এবং চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে যাহাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি বা চাহিদার প্রসার ( extension of demand ) ঘটে একটি দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পাইবার ফলে। অপরপক্ষে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে যখন দ্রব্যটির দাম ব্যতীত অন্য যে কোন বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে।

### মোট আয় ( Total Revenue )

মোট আয় হইল একটি বিশেষ দামে বাজার হইতে যে অর্জিত মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কেই ( total sales revenue) বুঝায়। উপরের সারণিটিতে দেখা যাইতেছে যে যদি গমের দাম কিলোপ্রতি ৩ টাকা হইত তাহা হইলে গমের সাপ্তাহিক চাহিদা হইত ১৫০ কেজি। ফলে মোট আয় হইত ৪৫০ টাকা। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে :

$$\text{মোট আয় } O = \text{দাম} \times \text{পরিমাণ}$$

যদি দাম কমাইয়া ২ টাকা করা হইত তাহা হইলে মোট আয় হইত ৪০০ টাকা। দেখা যাইতেছে যে উপরের ৫.৮ রেখাচিত্রে মোট আয়কে চাহিদা রেখার নিম্নে অবস্থিত চতুর্ভুজ ( rectangle ) —যাহাকে ভগ্ন রেখাগুলি দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে— দ্বারা দেখান যায়।

### ৫.৯ চাহিদার সূত্রের ব্যতিক্রম ( Exceptions to the Law of Demand ) :

চাহিদার সূত্র সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলেও দুই-একটি ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। প্রথমত, অনেক দ্রব্যের বেলায় দাম বাড়িলেই উহাদের চাহিদা বাড়িয়া যায়—যেমন, দামী শাল ফ্যাসানের পোশাক, দামী গাড়ী, হীরক প্রভৃতির ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার কারণ হইল যে যাহারা এগুলি ব্যবহার করে তাহারা বহুমূল্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করিতে চায় এবং মনে করে ইহার দ্বারা তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অর্থবিদ্যাবিদ ভেবলেন ( Thorstein Veblen ) এইরূপ ভোগকে 'বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ' ( conspicuous consumption ) আখ্যা দিয়েছেন।[১]

দ্বিতীয়ত, ক্রেতারা যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে কোন জিনিসের দাম আরও বাড়িয়া যাইবে তাহা হইলে দামবৃদ্ধি সত্ত্বেও চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। শেয়ার বাজারে প্রায়ই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে। কোন শেয়ারের দাম সামান্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এরূপ ধারণা জন্মাইতে পারে যে ভবিষ্যতে উহার দাম আরও বৃদ্ধি পাইবে ; ফলে উহার চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনুরূপভাবে ক্রেতারা যদি মনে করে ভবিষ্যতে কোন দ্রব্যের দাম আরও কমিয়া যাইবে তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের দাম কমিলেও লোকে বর্তমানে উহার ক্রয় কমাইয়া দিতে পারে। যখন তাহারা নিশ্চিত যে দ্রব্যটির দাম আর কমিবার সম্ভাবনা নাই বরং উহার দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে তখন তাহারা ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়।

## ৫.১০ যোগান ( Supply )

### বাজারের যোগান ( Market Supply )

এখন আমরা বাজারের অন্যদিকে—যোগানের দিকে—দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। যোগান বলিতে আমরা একটি বিশেষ দামে উৎপাদকগণ একটি দ্রব্যের কত পরিমাণ সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক তাহাকেই বুঝায়। ইহা নিম্নের সারণিটিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা দেখি যে দাম যতই বৃদ্ধি পায়, একজন উৎপাদক একটি দ্রব্য তত অধিক পরিমাণ সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক হয়। যদি দাম ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে তাহা হইলে আমরা এমন একটি স্তরে পৌঁছাইব যেখানে উৎপাদকগণ কোন লাভ করিতে পারিবে না বলিয়া দ্রব্যটির এক এককও যোগান দিতে ইচ্ছুক হইবে না।

সুতরাং যোগানের প্রথম সূত্রটি হইল এই যে, অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে, অধিক দামে একটি দ্রব্যের অধিক পরিমাণ সরবরাহ করা যায় কারণ এই দামে অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় বহন করা সম্ভব।

---

১ যে গ্রন্থে ভেবলেন 'বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার নাম হইল *The Theory of the Leisure Class* (1899)।

সারণি ৫.৫ X-দ্রব্যের যোগান তালিকা

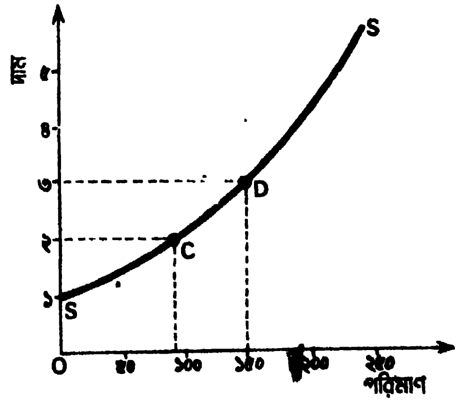
| | X-এর দাম ( কেজি প্রতি টাকার অংকে ) | X দ্রব্যের যে পরিমাণ উৎপাদকগণ যোগান দিতে ইচ্ছুক ( কেজির হিসাবে প্রতি সপ্তাহে ) |
|---|---|---|
| A | ৫ | ২৫০ |
| B | ৪ | ২০০ |
| C | ৩ | ১৫০ |
| D | ২ | ৯০ |
| E | ১ | ০ |

উপরের সূত্রটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অধিক দামে একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে সরবরাহ করা হয় কারণ দাম বৃদ্ধি পাইলে যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রব্যটি পূর্বের স্বল্পদামে লাভজনকভাবে উৎপাদন করিতে পারিত না তাহাদের পক্ষে এখন অধিক দামে দ্রব্যটি প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে দাম বৃদ্ধি পাইলে শুধুমাত্র পুরাতন ফার্মগুলিই অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি প্রস্তুত করে না। ক্রমশ স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন ফার্মগুলি শিল্পে প্রবেশ করা সুরু করে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের উচ্চ বম্বের ( Bombay High ) তৈলের কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতে তৈল নিকাসনের ব্যয় আরব দেশের ব্যয় অপেক্ষা ৪-৫ গুণ অধিক। এই কারণে ১৯৫০ হইতে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তৈলের বাজার দাম স্বল্প থাকায় ভারতের পক্ষে লাভজনকভাবে তৈল নিকাসন করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ১৯৭৩ সাল হইতে তৈলের দাম ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের পক্ষে এখন তৈল উৎপাদন লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যখন একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন অধিক দামে একটি দ্রব্যের অধিক পরিমাণ সরবরাহ করা সম্ভব হয় তখন সে নিশ্চয়ই বলিবে 'অধিক মুনাফা লাভ করা যায় বলিয়া।' কিন্তু এই উত্তরটি সঠিক নয়। যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলি স্বল্পদামে মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহারা অধিক দামে অবশ্যই আরও অধিক মুনাফা লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত যোগান সৃষ্টি হয় সেই সকল প্রান্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ফার্মগুলি ( marginal firms ) দ্বারা যাহারা এখন শিল্পে যোগদান করে।

### ৫.১১ যোগান রেখা ( The Supply Curve )

চাহিদার মত যোগানের ক্ষেত্রেও উপরের তথ্যটিকে আমরা একটি চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে পারি। নিচের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে যোগান রেখাটি বাঁদিক হইতে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী। এক্ষেত্রে দামের সহিত যোগানের পরিমাণের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখিতে পাই। দাম যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে যোগানের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন দাম যদি কেজি প্রতি ২ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ টাকা হয় তাহা হইলে উৎপাদকগণ যে পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে ( বা যোগান দিতে ) ইচ্ছুক তাহা ৯০ কেজি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ কেজি হইয়া দাঁড়ায়। চাহিদার মত যোগানের ক্ষেত্রেও যোগান রেখার উপর




রেখাচিত্র ৫.৯ : একটি যোগান রেখা

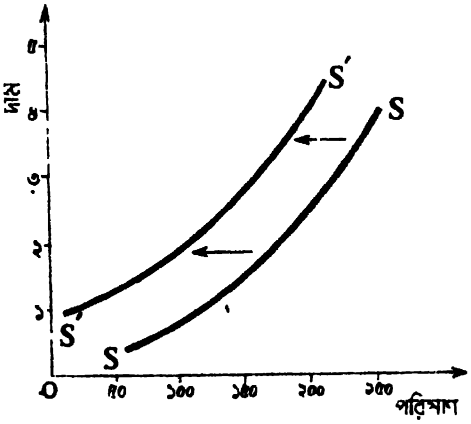
C বিন্দু হইতে D বিন্দুর এই গমনাগমনকে যোগানের সম্প্রসারণ ( an extension of supply) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অনুরূপভাবে যোগান রেখার ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে গমনাগমনকে যোগানের সংকোচন ( a contraction of supply ) বলিয়া গণ্য করা হয়। চাহিদার মত যোগানের ক্ষেত্রেও এই সম্প্রসারণ বা সংকোচন দ্রব্যটির নিজস্ব দামের পরিবর্তনের জন্যই ঘটে ( অন্য কোন বিষয়ের পরিবর্তনের জন্য নয় )।

যোগান রেখা কেন ঊর্ধ্বমুখী হয় এ সম্পর্কে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।[১] এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আমরা ইতিমধ্যেই দুইটি মূল নীতির আলোচনা করিয়াছি—ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি এবং ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নীতি। যোগান বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন ব্যয় কেন বৃদ্ধি পায় তাহা এই দুইটি নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

### ৫.১২ যোগান নির্ধারক বিষয়সমূহ ( The Determinants of Supply )

যোগান তত্ত্ব হইল এই পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মূল ভিত্তি। অবশ্য এই অধ্যায়ে আমরা শুধু সে সকল বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করিব যেগুলি একটি দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

(১) দাম: যোগানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইল দাম। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে দামের পরিবর্তন ঘটিলে যোগান রেখার উপর গমনাগমন সুরু হয়। যোগান নির্ধারক অন্যান্য বিষয়গুলিকে যোগানে সর্তাবলী (the conditions of supply) আখ্যা দেওয়া হয়। যোগানের সর্তাবলীর পরিবর্তনের ফলে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ইহার ফলে যোগান রেখা বাঁদিকে অথবা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ টমাটোর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে কোন এক বৎসর টমাটোর যোগান হ্রাস পাইল। ৫.১০ রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে ইহার ফলে যোগান রেখাটি বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করে। ইহার অর্থ হল এই যে প্রতিটি দামে স্বল্প পরিমাণ টমাটো যোগান দেওয়া হইবে। অপরদিকে আবার অনুকূল আবহাওয়ার ফলে টমাটোর ফলন ভাল হইতে পারে এবং ইহার যোগান রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইতে পারে।



রেখাচিত্র ৫.১০ যোগান হ্রাস

(২) উপকরণসমূহের দাম ( Prices of Factors of Production ): যেহেতু বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়ের দ্বারাই দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় সেহেতু উপকরণসমূহের দাম হইল যোগান নির্ধারক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি একটি উপকরণের বাজার দাম বৃদ্ধি পায়—যেমন যদি মজুরি ( অর্থাৎ শ্রমের বাজার দাম ) তাহা হইলে একটি কার্মের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে যোগান রেখা বাঁদিকে সরিয়া যাইবে। ১৯৭৩ সালে তৈলের আন্তর্জাতিক দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাই দেখা গিয়াছিল।

(৩) অন্যান্য দ্রব্যাদির দাম ( The Price of Other Factors ): একটি দ্রব্যের যোগান শুধুমাত্র ইহার নিজস্ব বাজার দামের উপরই নির্ভর করে না ইহা অন্যান্য দ্রব্যাদির বাজার

১. যেরূপ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতার জন্য চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয় সেরূপ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক ব্যয় নীতির কার্যকারিতার ফলে যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়।

দামের উপরও নির্ভর করে।[১] ইহা সাধারণ কৃষির ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তব জগতে জমির বিকল্প ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। একই জমিতে গম ও ইক্ষু উভয়ই চাষ করা যায়। এক্ষেত্রে গমের যোগান শুধুমাত্র গমের দামেরই উপর নয় ইক্ষুর দামের উপরও নির্ভর করে। যদি কোন বৎসর চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে ইক্ষুর বাজার দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে চাষীদের পক্ষে ইক্ষু উৎপাদন লাভজনক হইবে। ফলে চাষীরা গম চাষ হ্রাস করিয়া অধিক পরিমাণ জমি ইক্ষুচাষে নিয়োগ করিবে। এক্ষেত্রে গমের দাম অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও ইহার যোগান হ্রাস পাইবে এবং ইহার যোগান রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে।

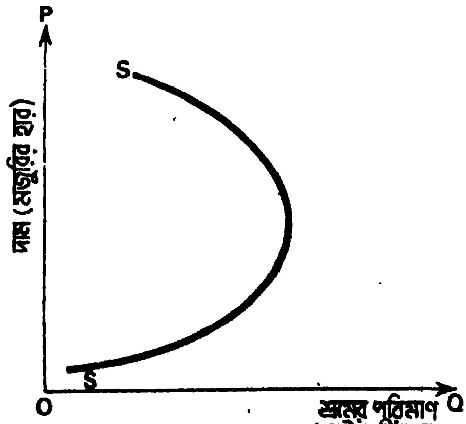
**(৪) কলাকৌশল ( Technology ) :** কলাকৌশলগত উন্নতির ফলেও যোগানের পরিবর্তন দেখা যায়। ইহার ফলে উপকরণসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্বল্প উপকরণ ব্যবহার করিয়া অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদন করা যায়। যেমন একজন কৃষককে যদি একটি ট্রাক্টর দেওয়া হয় তাহলে একই জমি চাষ করিয়া এবং কম শ্রম নিয়োগ করিয়া তাঁহার পক্ষে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং একই দামে অধিক পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে। অর্থাৎ যোগান রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। সাম্প্রতিক কালে পকেট কালকুলেটরের ক্ষেত্রে ইহা দেখা গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে যে যন্ত্রটি ৭০০ টাকায় বিক্রয় করা হইত আজ উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য মাত্র ১০০ টাকায় পাওয়া যায়।

**(৫) উৎপাদকগণের রুচি ( Tastes of Producers ) :** তত্ত্বগত দিক দিয়া দেখিলে অবশ্য বলিতে হয় যে উৎপাদকগণ হইল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব এবং তাঁহারা যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা হইতে সর্বাধিক প্রতিদান লাভ করিতে আগ্রহী। তবে ভোক্তাদের মত উৎপাদকগণেরও রুচি ও পছন্দ বলিয়া একটা জিনিস আছে। যদি কোন একটা দ্রব্য উৎপাদন করা সামাজিক দিক অধিক সম্মানজনক হয় অথবা কোন একটি ব্যবসায় যদি উদ্দীপক বা সময়োপযোগী হয় তাহা হইলে উৎপাদকগণ স্বল্প প্রতিদান পাইয়াও অনেক সময় খুশী থাকেন। উদাহরণস্বরূপ পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। অপরদিকে আবার উৎপাদকগণ সেই সকল ক্ষেত্রগুলি পরিহার করিয়া চলেন যেগুলি অপ্রীতিকর বা যেখানে সামাজিক মানমর্যাদা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা আছে। এই প্রসঙ্গে মদ্য দ্রব্যের উৎপাদনের কথা উল্লেখ করা যায়।

**(৬) বহিরাগত বিষয়সমূহ ( Exogenous Factors ) :** একটি দ্রব্যের যোগান কেবলমাত্র বাজার দ্বারা নির্ধারিত বিষয়গুলি ( market forces ) দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, বাজার বহির্ভূত কতকগুলি বিষয়গুলি দ্বারাও নির্ধারিত হয়। ইহার সর্বাপেক্ষা দৃষ্টিগোচর উদাহরণ হইল আবহাওয়া।

**পশ্চাদ্‌গামী যোগান রেখা ( Regressive Supply Curves )**

সাধারণত যোগান রেখা বাঁদিক হইতে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। অবশ্য কখনও কখনও ইহা গতিপথ পরিবর্তন করে। যেমন পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে যোগান রেখাটি পশ্চাদ্‌গামী। ইহা সাধারণ শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কারণ শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণত অবসর ভোগের একটি তীব্র বাসনা ( a high leisure preference ) দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়লাখনির শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করা যায়। তাহাদের কার্য অত্যধিক অপ্রীতিকর বলিয়া প্রায়ই দেখা যায় যে যখনই মজুরির হার বৃদ্ধি পায়



রেখাচিত্র ৫.১১ শ্রমের যোগান রেখা

১. ইহার অর্থ হইল একটি দ্রব্যের দাম শুধুমাত্র ইহার অনাপেক্ষিক দামের ( absolute price ) উপরই নির্ভর করে না ইহা বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের ( relative price ) উপরই নির্ভর করে।

তখনই শ্রমিকগণ অল্প সময় ধরিয়া কার্য করেন। ইহার কারণ হইল এই যে তাহাদের অতিরিক্ত মজুরি টাকার অংকে না লইয়া তাহারা অধিক পরিমাণে অবসর ভোগ করেন।

## ৫.১৩ ভারসাম্য দাম ( Equilibrium Price )

### একটি ভারসাম্য দাম সৃষ্টি ( The Formation of an Equilibrium Price )

এখন আমরা চাহিদা ও যোগানের আলোচনাকে একত্র করিয়া. কিভাবে বাজার দাম নির্ধারিত হয় তাহা দেখাইব। নিম্নের সারণিটিতে চাহিদা ও যোগান তালিকা দুইটিকে একত্র করা হইয়াছে। ভোক্তার গোষ্ঠী এবং উৎপাদকগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত কারণ ভোক্তার উদ্দেশ্য হইল সুলভে দ্রব্য ক্রয় করা এবং উৎপাদকের উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক দামে দ্রব্য বিক্রয় করা। এখন দেখা যাইতে পারে কিভাবে এই পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যগুলির সমন্বয়সাধন করা যায়।

সারণি ৫.৬ ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

| | পটলের দাম ( কেজি প্রতি টাকার অংকে ) | পটলের চাহিদার পরিমাণ ( প্রতি সপ্তাহে কেজির হিসাবে ) | পটলের যোগানের পরিমাণ ( প্রতি সপ্তাহে কেজির হিসাবে ) | অবস্থা | দামের উপর চাপ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ৫ | ১১০ | ২৪০ | উদ্বৃত্ত যোগান | নিম্নমুখী |
| B | ৪ | ১২০ | ২০০ | উদ্বৃত্ত যোগান | নিম্নমুখী |
| C | ৩ | ১৫০ | ১৫০ | ভারসাম্য | নিরপেক্ষ |
| D | ২ | ২০০ | ৯০ | উদ্বৃত্ত চাহিদা | ঊর্ধ্বমুখী |
| E | ১ | ২৫০ | ০ | উদ্বৃত্ত চাহিদা | ঊর্ধ্বমুখী |

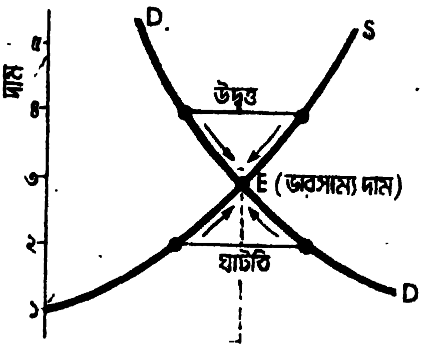
উদাহরণস্বরূপ উপরের সারণিটিতে যদি আমরা A লাইনটিকে পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখি যে যখন দ্রব্যটির ( পটলের ) দাম কেজি প্রতি ৫ টাকা। তখন ২৪০ কেজি সরবরাহ করা হইবে। অবশ্য এই দামে ভোক্তারা মাত্র ১১০ কেজি দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। এই কারণে অবিক্রীত দ্রব্য মজুতের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং উৎপাদকগণ ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিয়া এই উদ্বৃত্তকে নিঃশেষ করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিবেন। এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে দামের উপর একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হইয়াছে। অপরদিকে আমরা D লাইনটি পরীক্ষা করিতে পারি। এখানে দাম হইল কেজি প্রতি মাত্র ২ টাকা। এই দামে যদিও ভোক্তারা ২০০ কেজি পটল ক্রয় করিতে চায় উৎপাদকগণ মাত্র ৯০ কেজি পটল যোগান দিবে। এক্ষেত্রে বাজারে বহু ক্রেতাকেই হতাশ হইতে হইবে এবং উৎপাদকগণ ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে তাঁহারা দ্রব্যটির দাম সহজেই বৃদ্ধি করিতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে দামের উপর ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি হইবে। এই প্রক্রিয়া যদি ক্রমাগত চলিতে থাকে তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে পরিশেষে বাজারে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে উদ্বৃত্ত যোগান বা উদ্বৃত্ত চাহিদা কোনটাই সৃষ্টি হয় না। ইহাকেই ভারসাম্য অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং এই অবস্থায় যে দাম সৃষ্টি হয় তাহাকে ভারসাম্য দাম বলা হয়। এই দামে ভোক্তার গোষ্ঠী ও উৎপাদকগণকে একযোগে সন্তুষ্ট করা যায়।[১]

আমরা যদি চাহিদা রেখার উপর যোগান রেখাকে চাপাইয়া দিই তাহা হইলে আমরা নিম্নের ( ৭১ পৃষ্ঠা ) রেখাচিত্রটি অংকন করিতে পারি। এই চিত্রে ( রেখাচিত্র ৫.১১ )দেখা যাইতেছে যে এই

১. "The equilibrium price is the price at which the wishes of buyers and sellers coincide" Milton Friedman

দুইটি রেখার ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য ঘটে এবং ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হইয়া যায়। এই দুইটি রেখার মধ্যে ব্যবধানের সাহায্যে আমরা উদ্বৃত্ত যোগান (চাহিদার অপ্রাচুর্য) এবং যোগানের অপ্রাচুর্যতা (উদ্বৃত্ত চাহিদা) দেখাইতে পারি। এই রেখাচিত্রে তীর চিহ্নগুলি দ্বারা সেই সকল শক্তিকেই দেখান হইয়াছে যেগুলির কার্যকারিতার ফলেই দাম ভারসাম্যের দিকে ধাবিত হয়।

এই ভারসাম্য দামই অপ্রচুর দ্রব্যসমূহ ও সেবাকে রেশন করিয়া দেয়। সাধারণত উৎসবের সময় ছাড়া মাংসের দোকানের সম্মুখে খুব বেশী লোককে মাংস ক্রয়ের জন্ত লাইন দিতে দেখা যায় না। আবার মাংসের দোকানে অবিক্রীত মাংসের বিশেষ মজুত দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারসাম্য দাম চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ইতিমধ্যেই সমতা সৃষ্টি করিয়াছে।

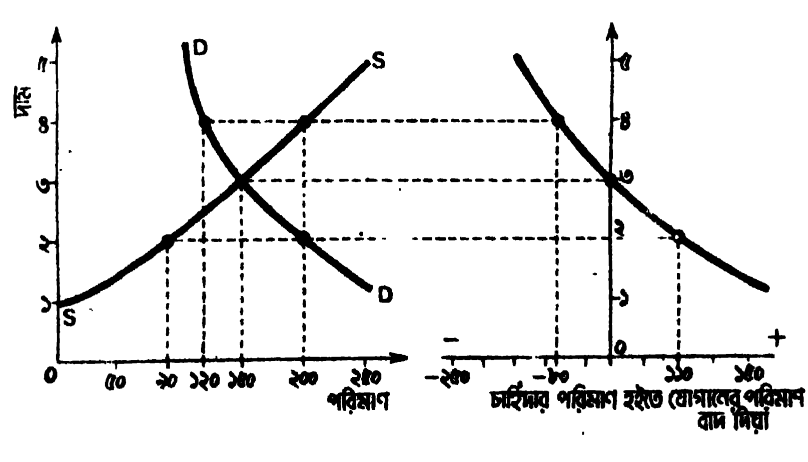



রেখাচিত্র ৫.১১ : ভারসাম্য দাম

অনেকে অবশ্য মনে করেন যে মূল্যব্যবস্থা (the price mechanism) হইল দ্রব্য বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি অন্যায় (unjust) যন্ত্র কারণ যাহাদের আয় অধিক তাহারাই একমাত্র অধিক দাম দিয়া নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। যেমন কেজি প্রতি আপেলের দাম যখন ১০ টাকা করিয়া হয় তখন একমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই অথবা যাঁহারা ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে উপযোগ লাভ করেন (যেমন রুগ্ন ব্যক্তি) তাঁহারাই একমাত্র সকালের জলখাবারে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত আপেল খাইতে সক্ষম হন। সমাজতন্ত্রে এই কারণে মূল্যব্যবস্থার কোন স্থান নাই। পরিকল্পনা ব্যবস্থার (the planning mechanism) দ্বারাই দ্রব্যসমূহ বণ্টিত হয় এবং সকলেই যাহাতে অপ্রচুর দ্রব্যগুলি অন্তত কিছু পরিমাণে ভোগ করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

### ৫.১৪ উদ্বৃত্ত চাহিদা ও যোগান (Excess Demand and Supply)

যদি একটি দ্রব্যের দাম কোন কারণে ইহার ভারসাম্যের উপরে অবস্থান করে তাহা হইলে দ্রব্যটির জন্ত যে পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি হইবে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি সরবরাহ করা হইবে।




রেখাচিত্র ৫.১২ : উদ্বৃত্ত চাহিদা রেখা

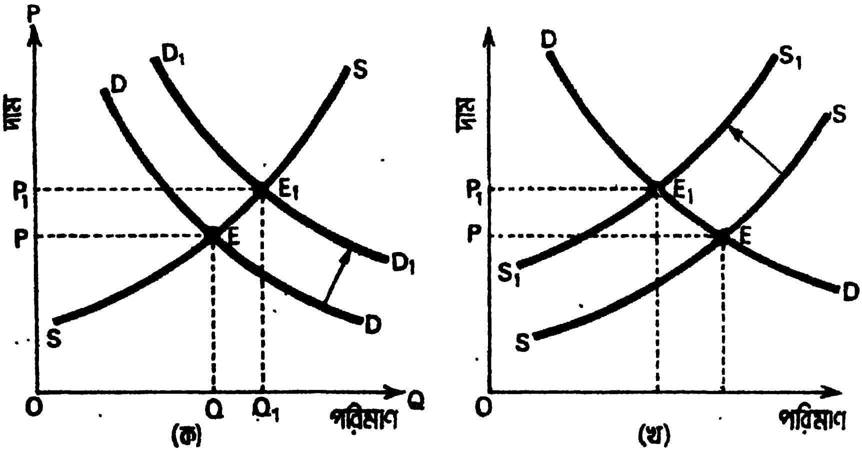
চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হওয়ায় যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহাকে উদ্বৃত্ত যোগান ( excess supply ) বলা হয়। অপরদিকে দাম যদি ভারসাম্যের নিম্নে অবস্থান করে তাহা হইলে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহাকে উদ্বৃত্ত চাহিদা ( excess demand ) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ উপরের সারণিটিতে আমরা দেখি যে যদি দ্রব্যটির দাম কেজি প্রতি ২ টাকা হয় তাহা হইলে প্রতি সপ্তাহে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ হইবে ২০০ কেজি কিন্তু ঐ দামে কেবলমাত্র ৯০ কেজি দ্রব্য সরবরাহ করা হইবে এবং এক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে ১১০ কেজির মত উদ্বৃত্ত চাহিদা দেখা দিবে। অবশ্য এমনও একটি রেখা অঙ্কন করা সম্ভব যাহার দ্বারা সকল দামে উদ্বৃত্ত যোগান বা চাহিদা দেখান যায়। পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ইহা করা হইয়াছে।

এই রেখাটি ভারসাম্য দামে উল্লম্ব অক্ষটিকে ছেদ করিয়া যায়। ইহা হইতে আমরা দেখি যে অধিক দামে উদ্বৃত্ত যোগান ( বা ঋণাত্মক উদ্বৃত্ত চাহিদা ) এবং স্বল্প দামে উদ্বৃত্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়।

### ৫.১৫ চাহিদা ও যোগানের স্থান পরিবর্তন ( Shifts in Demand and Supply )

যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে একটি নূতন ভারসাম্য দাম সৃষ্টি হইবে। নিম্নের (ক) রেখাচিত্রটিতে ইহা দেখা হইয়াছে। অনুরূপভাবে (খ) রেখাচিত্রটিতে আমরা ভারসাম্য দামের উপর যোগান হ্রাসের ফল দেখিতে পাই।

ভারসাম্য দামের পরিবর্তনের সহিত জড়িত সমস্যাগুলি একাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। যদি ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের কোন পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে সম্পদ-




রেখাচিত্র ৫.১৩ : ভারসাম্যের পরিবর্তন

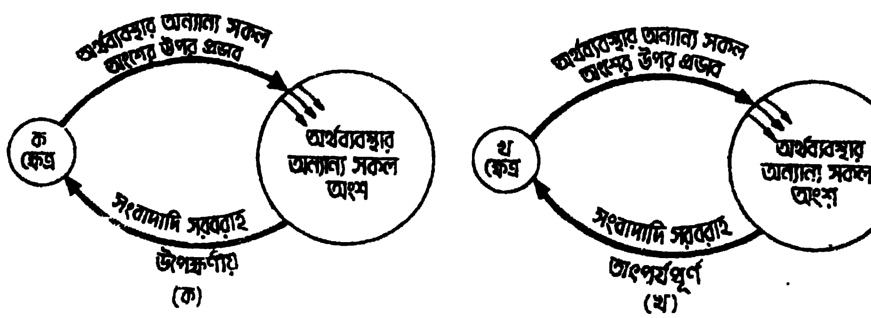
সমূহের পুনর্বণ্টন সুরু হয়। উদাহরণস্বরূপ উপরের (ক) রেখাচিত্রে চাহিদা বৃদ্ধির কথাই ধরা যাক। ধরা যাক অধিকাংশ লোকের টমাটো ভোগ করিবার ইচ্ছা বা পছন্দ বৃদ্ধি পাইল। ফলে টমাটোর মোট চাহিদা এবং ফলে ইহার বাজার দামও বৃদ্ধি পাইবে। স্বাভাবিক কারণেই টমাটো উৎপাদন অধিক লাভজনক হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে কৃষকগণ ক্রমাগত অধিক সংখ্যায় টমাটো চাষ করা সুরু করিবে। ইহার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে—যেমন আলু, কপি বা বীট গাজর ইত্যাদি হইতে—জমি স্থানান্তরিত করিয়া টমাটো চাষে নিয়োগ করা হইবে। ইহার জন্য কোন পরিকল্পনা কমিশন বা কেন্দ্রীয় নির্দেশনার ( central direction ) প্রয়োজন নাই। ইহা বাজার দামের পরিবর্তনের ফলে আপনা হইতেই ঘটিবে।

### ৫.১৬ আংশিক ও সাধারণ ভারসাম্য ( Partial and General Equilibria )

#### আংশিক ভারসাম্য ( Partial Equilibrium )

এ অধ্যায়ে এ পর্যন্ত আমরা যে সকল বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়াছি সেগুলিকে আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ ( partial equilibrium analysis ) বলা হয়। ইহাকে এই কারণে 'আংশিক' বলা হয় যে

ইহা অর্থ-ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়া নাড়াচাড়া করে। উদাহরণস্বরূপ সুতার বাজার দামের কথা উল্লেখ করা যায়। এই স্তরে ইহা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধরনের বিশ্লেষণ কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন আমরা অর্থ-ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়া আলোচনা করি যাহা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিম্নের রেখাচিত্রটিতে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। (ক) রেখাচিত্রে ক ক্ষেত্রটির আয়তন সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই কারণেই এই ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটিলে সাধারণ মূল্যস্তরের কোন পরিবর্তন না ঘটাই স্বাভাবিক এবং এই পরিবর্তনের ফলে অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য সকল অংশ হইতে ক-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি প্রদান করা ( feedback ) হইবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা অর্থ-ব্যবস্থার মৌল অনুমানটির—অর্থাৎ অপর সকল বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকে—বাস্তবতা দেখিতে পাই।




রেখাচিত্র ৫.১৪ : আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ

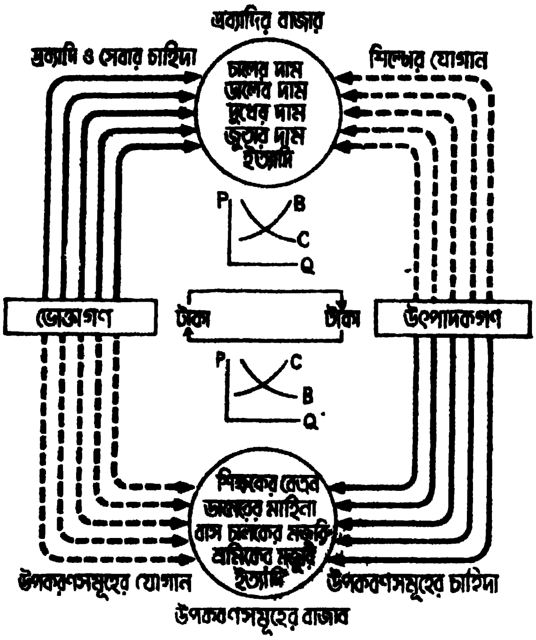
অবশ্য (খ) আমরা দেখি যে খ ক্ষেত্রটি আয়তন পর্যাপ্তভাবে বৃহৎ হওয়ায় ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন ঘটে তাহা অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য সকল অংশকে প্রভাবান্বিত করে এবং অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রণোদিত পরিবর্তনগুলি ( induced changes ) ঘটে তাহারা খ ক্ষেত্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রকে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সরবরাহ করে। এই সকল অবস্থায় আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ আর সম্ভব নয়। ইহার কারণ আমরা ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা ত্যাগ করিয়া সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় অনুপ্রবেশ করিয়াছি। এক্ষেত্রে একটি নূতন ধরনের বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়।

## সাধারণ ভারসাম্য ( General Equilibrium )

এই পুস্তকের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা বিস্তারিতভবে লইয়া আলোচনা করিব। অবশ্য এই স্তরে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্পাদনকে ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে আমরা কল্পনা করি যে শুধুমাত্র একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা হাজার হাজার দাম লইয়া একত্রে নাড়াচাড়া করিতেছি। এই সকল দামই একযোগে অর্থ-ব্যবস্থাকে সৃষ্টি করে। সুতরাং দামগুলি হইল পরস্পরনির্ভরশীল।

বিভিন্ন জ্বালানীর বাজারের মধ্যে যে পরস্পরনির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয় তাহার সাহায্যে সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণকে ব্যাখ্যা করা যায়। ইহার জন্য আমাদের খনি হইতে কয়লা নিষ্কাশন, বিদ্যুতের দামসমূহ, তৈলের ট্যাংকসমূহ ( oil tankers ), গ্যাস নিষ্কাশন ইত্যাদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে এবং সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার উপর ইহাদের যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের পরিবর্তনের কি সুদূরপ্রসারী ফল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। আংশিক ভারসাম্য অপেক্ষা সাধারণ ভারসাম্য বহুগুণ জটিল কারণ এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সংবাদাদি আদান-প্রদানের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রখ্যাত ফরাসী অর্থবিজ্ঞাবিদ লিওন ওয়ালরাসই ( ১৮৩৪-১৯১০ ) ১৮৭৪ সালে প্রথম এই সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালে অবশ্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ওয়েসেলি লিওন্টিএফ এই বিশ্লেষণটিকে গণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা আরও বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভুল ( accurate ) করিয়া তোলেন।




**৫.১৭ : মূল্য-ব্যবস্থার মূল্যায়ণ ( The Price System Assessed )**

মূল্য-ব্যবস্থা যে কোন অর্থ-ব্যবস্থার মৌল সমস্যাটির একটি সুষ্ঠু জবাব দিয়া থাকে। এই মূল্য-ব্যবস্থা দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থা অপরিসীম উপকরণসমূহের দ্বারা কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাধারণত যে সকল দ্রব্যের উপর ভোক্তাগণ অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক সেগুলি উৎপাদন করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেগুলি অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। ইহা ছাড়া আমরা দেখিয়াছি যে কিভাবে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হইবে তাহাও নির্ভর করে দ্রব্যাদির দামসমূহের উপর কারণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে উৎপাদকগণকে উপকরণসমূহকে বাজার হইতে দাম দিয়া ক্রয় করিতে বা উহাদের সেবা ভাড়া করিতে হয়। পরিশেষে, এই উপকরণসমূহের বাজারে যে আয় সৃষ্টি হয় তাহাই নির্ধারণ করে কাহাদের নিকট উৎপাদিত দ্রব্যগুলি ক্রয় করিবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ থাকিবে। বস্তুত সমাজের দ্রব্য বণ্টন নির্ধারিত হয় আয় বণ্টন দ্বারা এবং আয় বণ্টন নির্ভর করে উপকরণসমূহের বাজার দামের উপর। মূল্য-ব্যবস্থা মোটেই ত্রুটিমুক্ত নয় এবং এখন আমরা মূল্য-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থার কার্যকলাপের সহিত কতকগুলি বৃহদাকারের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিব। অবশ্য বাজারের সকল দিকগুলি সুষ্ঠুভাবে বিবেচনা করার পরই এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

**আয় বণ্টন ( The Distribution of Income )**

বাজার-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল এই যে জনসাধারণের মধ্যে দেশের মোট আয় সমভাবে বণ্টিত হয় না। তত্ত্বগত দিক দিয়া দেখিলে অবশ্য জনসাধারণের আয় নির্ধারিত হয় উপকরণসমূহের বাজারের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। কিন্তু বাস্তব জগতে আমরা দেখি যে এই সকল বাজারের মধ্যে নানা প্রকারের দক্ষতাহীনতা পরিলক্ষিত হয়। আরও অধিক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল এই যে একজনের আয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বা অর্থ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

অধিকাংশ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় এত অধিক পরিমাণে অসাম্য দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায় সকল দেশের সরকারই দারিদ্র্য দূরীকরণের নিমিত্ত বাজার-ব্যবস্থার উপর নানাভাবে হস্তক্ষেপ করেন।

উদাহরণস্বরূপ ভারতে সরকার বৃদ্ধ বয়সে পেনসন, বেকারভাতা, নানা ধরনের ভরতুকী ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রশ্রেণী ও বৃদ্ধদের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণে সচেষ্ট হইয়াছেন।

**বিপজ্জনক দ্রব্য ( Dangerous Products )**

মূল্য-ব্যবস্থাকে স্বাধীনভাবে কার্যসম্পাদন করিতে দিলে ভয়াবহ দ্রব্যাদি—যেমন মাদক দ্রব্য বা নেশা করার জন্য ঔষধ—প্রস্তুত করা হইবে। ইহার ফলে সমাজের কল্যাণ হ্রাস পাইবে। এই কারণেই সরকার বাজার-ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

**প্রতিযোগিতা ( Competition )**

এই অধ্যায়ে আমরা অর্থ-ব্যবস্থার যে চিত্র অংকন করিয়াছি তাহার অস্তিত্ব একমাত্র উৎপাদকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা বজায় থাকিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে ইহা অদৃশ্য হস্তের ( the invisible hand ) সহিত একযোগে কাম্য উপকরণসমূহ বন্টন সম্ভব করে। অবশ্য আমরা যখন একটি অর্থব্যবস্থাকে পরীক্ষা করি তখন আমরা বহুসংখ্যক একচেটিয়া কারবার এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে নানা বিষয়ের বাধাবিপত্তি (restrictions) দেখিতে পাই। এই সকল কারণে মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয়। একজন একচেটিয়া কারবারী কৃত্রিমভাবে একটি দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করিয়া এবং ইহার দাম বৃদ্ধি করিয়া ভোক্তাদের শোষণ করিতে পারে। ফলে সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হয়।

**৫.১৮ কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্য-ব্যবস্থা কার্য করে না ( where the price system does not work )**

অর্থবিদ্যার যে সুন্দর জগতের কথা চিন্তা করা হয় সেই জগতে প্রতিটি জিনিসেরই একটি বাজার দাম আছে বলিয়া ধরা হয়। এই দামে চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণের সমান হইয়া যায় বলিয়া ভোক্তার গোষ্ঠী ও উৎপাদকের গোষ্ঠী উভয়েই একযোগে সন্তুষ্টি লাভ করে। ভোক্তাগণ তাহাদের আয়, রুচি ও পছন্দ এবং প্রকল্পের ভিত্তিতে যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটা দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। এক্ষেত্রে কোন দোকানের সামনে কোন বড় লাইন বা প্রতিক্ষাকারী ভোক্তা দেখা যাইবে না। অপ্রাচুর্যজনিত কোন সমস্যা সৃষ্টি হইবে না এবং লুকাইয়া চুরাইয়া কোন দ্রব্য অধিক দামে বিক্রয় করা হইবে না। বিক্রেতাগণ যতখুশী বিক্রয় ক[illegible]ত পারে এবং বাজারে কোন কার্যকরী উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে না। বাস্তবে কিন্তু ইহা ঘটে না।

মূল্য-ব্যবস্থার একটি অকার্যকরিতাকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমরা চারিটি অবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারি। প্রথমত আমরা চাকুরির বাজারের কথা চিন্তা করিতে পারি। এই বাজারে প্রায় সর্বদা দেখা যায় যে চাকুরির সংখ্যা কার্য করিতে ইচ্ছুক লোকগণের সংখ্যা অপেক্ষা অল্প বলিয়া বেকারসমস্যা বা উদ্বৃত্ত শ্রমের সমস্যা সৃষ্টি হয়। ইহার পর আমরা হাসপাতাল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মুনাফা বহির্ভূত উদ্দেশ্যসমূহ দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলির কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য যে দাম ধার্য করা হয় তাহার দ্বারা মোটেই ব্যয় সংকুলান হয় না এবং এই সকল ক্ষেত্রে দাম ধার্য করার সময় ইহা মোটেই আশা করা হয় না যে চাহিদা যোগানের সহিত সমান হইবে। তৃতীয়ত, আইন দ্বারা জনসাধারণের বিষয় সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন ভারতে ১৯৭৬ সালে আইন দ্বারা শহরাঞ্চলে জমি দামের উর্ধ্বতন মাত্রা স্থির করা হইয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে কেহই ৭½ কাঠার অতিরিক্ত খালি জমি রাখিতে পারিবেন না এবং অতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট নির্দিষ্ট দামে জমা দিতে হইবে। চতুর্থত, আমরা রেডিও, টেলিভিসন, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সরকার দ্বারা সৃষ্ট দ্রব্যের (public goods) ক্ষেত্রে আমরা মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতা দেখিতে পাই না। আমরা অধিক পয়সা দিতে রাজী হইলেও যখন তখন টিভি অনুষ্ঠান উপভোগ করিতে পারি বা অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক বার রাস্তা দিয়া হাঁটিতে পারি না।

**উপসংহার**

এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা ক্রমাগতই বাজার সম্পর্কে গবেষণা করি কারণ ইহার সাহায্যে আমরা একটি মডেল প্রস্তুত করিতে পারি যাহা আমাদের বাস্তব জগতের অর্থনৈতিক অদক্ষতাকে বিচার করিতে সাহায্য করে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. মূল্য-ব্যবস্থা হইল বাজার দামসমূহ দ্বারা একটি অর্থ-ব্যবস্থাকে চালনা করিবার একটি পদ্ধতি।

২. চাহিদা প্রথম সূত্রটি আমাদের বলে যে, অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে, স্বল্প দামে একটি দ্রব্যের চাহিদা অধিক হইবে।

৩. ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধি বিবৃত করে যে, অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে, একটি দ্রব্যের ভোগ যতই বৃদ্ধি পাইবে ইহার প্রতিটি অতিরিক্ত একক হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইবে।

৪. অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি একটি দ্রব্যের নিজস্ব দামের পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে চাহিদার সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটিবে। কিন্তু চাহিদা নির্দেশক অন্য যে কোন বিষয়ের পরিবর্তন হইলে চাহিদা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইবে।

৫. যোগানের প্রথম নীতিটি হইল এই যে, অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে, উচ্চ দামে একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে যোগান দেওয়া হইবে কারণ উচ্চ দামে বর্ধিত উৎপাদন ব্যয় বহন করা সম্ভব।

৬. যোগানের সর্তাবলীর যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলেই যোগান বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইবে।

৭. যোগান নির্ধারক বিষয়সমূহ হইল দ্রব্যটির দাম, অন্যান্য দ্রব্যের ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের দামসমূহ, কলাকৌশলের অবস্থা, উৎপাদকগণের রুচি ও পছন্দ এবং অন্যান্য বাহ্যিক বিষয়সমূহ।

৮. ভারসাম্য দাম বলিতে সেই দামকেই বুঝায় যে দামে ক্রেতাগণ ও বিক্রেতাগণ উভয়েরই ইচ্ছার মিলন ঘটে।

৯. ভারসাম্য দাম ব্যতীত যে কোন দামে হয় উদ্বৃত্ত চাহিদা অথবা উদ্বৃত্ত যোগান সৃষ্টি হইবে এবং ফলে দামের উপর নিম্নমুখী অথবা ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি হইবে।

১০. আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ একমাত্র তখনই সম্ভব যখন যে ক্ষেত্রের কথা আমরা বিবেচনা করিতেছি এবং অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য সকল ক্ষেত্র পরস্পরনির্ভরশীল নয় এবং ইহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কোন সংবাদাদির আদান-প্রদান ঘটে না।

১১. মূল্য-ব্যবস্থার গুণাবলী বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা সমাজের সম্পদগুলির কাম্য বন্টনে সাহায্য করে কিন্তু আয়বন্টন সংক্রান্ত সমস্যা এবং প্রতিযোগিতার অভাবের ফলে মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতা বহুলাংশেই ব্যাহত হয়।

## প্রশ্নাবলী

১. গমের যোগান যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহাদের বর্ণনা কর।

২. আমাদের দেশে সরকার যে সকল ক্ষেত্রে মূল্য-ব্যবস্থার আপনা হইতেই কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে ( যেমন ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্য ) তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৩. কিভাবে বাজারে উদ্বৃত্ত যোগান থাকিলে বাজার দাম হ্রাস পায় তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪. নিম্নের সারণিটিতে আমরা টম্যাটোর চাহিদা ও যোগান তালিকা দেখাইয়াছি।

| টম্যাটোর দাম ( কেজি প্রতি ) | চাহিদার পরিমাণ ( দৈনিক কেজি প্রতি ) | যোগানের পরিমাণ ( দৈনিক কেজি প্রতি ) |
|---|---|---|
| ৯ টাকা | ১০০ | ৮০০ |
| ৭ „ | ৩০০ | ৬০০ |
| ৫ „ | ৫০০ | ৪০০ |
| ৩ „ | ৭০০ | ২০০ |
| ১ „ | ৯০০ | ০ |

উপরের সারণিটির আক্ষরিক মানগুলি হইতে—

(i) চাহিদা ও যোগান রেখা অংকন কর।

(ii) ভারসাম্য দামটি নির্ধারণ এবং বিবৃত কর।

(iii) যদি দাম কেজি প্রতি (ক) ৭ টাকা এবং (খ) ২ টাকা হয় তাহা উদ্বৃত্ত চাহিদা এবং উদ্বৃত্ত যোগানের পরিমাণ কি হইবে ?

(iv) ধরা যাক প্রতিটি দামে চাহিদার পরিমাণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় নূতন চাহিদা রেখাটি অংকন কর এবং নূতন ভারসাম্য দামটি নির্ধারণ কর।

(v) প্রাথমিক আক্ষরিক মানগুলি হইতে উদ্বৃত্ত চাহিদা অপেক্ষক ( the excess demand function ) গঠন কর।

(vi) প্রাথমিক চাহিদা রেখা হইতে দ্রব্যটির দাম যথাক্রমে ১ টাকা, ২ টাকা এবং ৩ টাকা ইত্যাদি থাকাকালীন মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ কর। ইহার পর এই তথ্য হইতে একটি রেখা অংকন কর এবং উলম্ব অক্ষে মোট আয় এবং অনুভূমিক অক্ষে পরিমাণ দেখাও। যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে মোট আয় সর্বাধিক হয় তাহা বিবৃত কর।

৫. নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির ফলে বাজারে হরলিক্সের চাহিদা কিভাবে অপরিবর্তিত হইবে ?

(i) প্রত্যেকের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি।

(ii) জনসংখ্যার আয়তন বৃদ্ধি।

(iii) বিভা ও নিউট্রামূল কোম্পানী দ্বারা অধিক বিজ্ঞাপন ও প্রচার।

(iv) কমপ্লানের বাজার দাম বৃদ্ধি।

(v) দুধের বাজার দাম হ্রাস।

৬. (ক) চায়ের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে এবং (খ) কফির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে কফির ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের কি কি পরিবর্তন ঘটিবে ?

৭. (ক) একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সীমিত আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং (খ) শহরাঞ্চলে যানবাহন সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলায় মূল্য-ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করিলে যে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহাদের লইয়া আলোচনা কর।

৮. আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ এবং সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

৯. ধরা যাক যে একটি দ্রব্যের চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখা যথাক্রমে নিম্নের দুইটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হইল :

$$y=1{,}000-x \qquad \cdots(১)$$
$$y=1{,}000+2x \qquad \cdots(২)$$

এক্ষেত্রে (ক) ভারসাম্য দাম কি হইবে ?

(খ) যদি দাম যথাক্রমে (i) 900 টাকা এবং 400 টাকা হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত চাহিদা অথবা যোগানের পরিমাণ কি হইবে ?

(গ) এই উদাহরণের চাহিদা ও যোগান তালিকার উপর ভিত্তি করিয়া উদ্বৃত্ত চাহিদা অপেক্ষকের ( excess demand function ) একটি সমীকরণ নির্ণয় ( derive ) কর।

## অতিরিক্ত পাঠ্য

১. P. A. Samuelson : *Economics* ( 11th edn. McGraw Hill-Kogakusha )

২. A. K. Sen & S. Mukherjee : *Contemporary Economics* ( Central, 1985 )

৩. G. F. Stanlake ; *Introductory Economics* ( Fifth edn., Longman)

# ৬ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা
## (The Mixed Economy)

*"The imperatives of technology and organisation, not the images of ideology, are what determine the shape of economic society."* J. K. Galbraith

প্রথম অধ্যায়েই আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্বের প্রায় সকল অর্থ-ব্যবস্থাই হইল কম বা অধিক মাত্রায় 'মিশ্র' ( mixed )। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে সেই সকল অর্থ-ব্যবস্থাকেই বুঝায় যেখানে একটি বৃহৎ অংশ বাজার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ইহার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। পাশ্চাত্য ইওরোপের প্রায় সকল দেশের ক্ষেত্রে এই শব্দ বা ধারণাটি প্রয়োগ করা যায়। এমনকি আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও হইল একটি মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার উদাহরণ কারণ ঐ দেশে সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।[১]

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হিসাবে ব্রিটেন আমেরিকার বিশ্বে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সুতরাং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার কিভাবে সৃষ্টি হইল এবং ইহার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি তাহা জানিতে হইলে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ইতিহাস লইয়া সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

## ৬.১ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার উদ্ভব ( The Origins of the Mixed Economy )

### উন্মুখ বাজারের বিলুপ্তি ( The decline of the free market )

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের অর্থ-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুখ ( অনিয়ন্ত্রিত ) এবং প্রতিযোগিতামুখী। জনসাধারণ ও সংগঠনগুলি স্বাধীন ভাবে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিত। এই সময় সকলেই মনে করিবেন যে অর্থ-ব্যবস্থায় যদি সরকার কোন ভাবে হস্তক্ষেপ না করে তাহা হইলে ইহা সুষ্ঠুভাবে কার্য করিতে সমর্থ হইবে। এই ধারণাটি অ্যাডাম স্মিথের ( ১৭২৩-৯০ ) লেখার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। অ্যাডাম স্মিথ যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছিলেন যে অর্থ-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা ভাল নিয়ন্ত্রক হইল প্রতিযোগিতা। তিনি যে নীতিকে সমর্থন করিয়াছিলেন তাহা স্বাতন্ত্র্যনীতি ( laissez faire ) বলিয়া পরিচিত। ইহার অর্থ হইল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের অনস্তিত্ব। অর্থাৎ সে সময় বাণিজ্য অনিয়ন্ত্রণ হওয়াই কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এই প্রসংগে অ্যাডাম স্মিথ অদৃশ্য হস্তের ধারণাটি প্রবর্তন করেন এবং তিনি মনে করেন যে অর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি যেন এই অদৃশ্য হস্ত দ্বারা পরিচালিত হয়।

### অ্যাডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হস্তে'র ধারণা

অবাধ প্রতিযোগিতার সমর্থকদের মতে, এই মূল্য-ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ইহার ফলে প্রতিটি চাহিদা ও যোগানের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য স্থাপিত হয় ও বজায় থাকে, ভোক্তারা ন্যূনতম দামে জিনিসপত্র পাইয়া থাকে, উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ ( জমি শ্রম মূলধন ) সরবরাহকারীরা উপকরণের দরুন ( খাজনা মজুরি সুদ ইত্যাদির মাধ্যমে ) উচিত মূল্য পাইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক লাভ করিতে

১. "Ours is a mixed economy in which both public and private institutions exercise economic control." P. A. Samuelson

সমর্থ হয় না। এইভাবে যেন এক 'অদৃশ্য হস্ত' ( an invisible hand ) দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তি অবচেতনভাবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থসাধন করে।[১]

অ্যাডাম স্মিথের অনুসরণে বলা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার মূলধন ( সম্পদ ) এমনভাবে নিয়োগ করে যেন উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণের স্বার্থসাধন তাহার লক্ষ্য নয়, সে জানেও না তাহার কার্যের দ্বারা সাধারণের স্বার্থ কতদূর সাধিত হইতেছে। সে মাত্র নিজেরই নিরাপত্তা, নিজেরই স্বার্থসাধনে লিপ্ত থাকে। কিন্তু ইহাতে সে যেন এক অদৃশ্য হস্ত দ্বারা পরিচালিত হইয়া এমন এক স্বার্থসাধন করিয়া থাকে যাহা হয়ত সে সচেতনভাবে করিতে সমর্থ হইত না।

**তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়**

অ্যাডাম স্মিথের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে চাহিদা ও যোগানের শক্তিই নির্ধারণ করিয়া দেয় কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে ( What, How and For Whom ? )। যেমন, লোকে যদি তুলাবস্ত্রের পরিবর্তে টেরিলিনের পোষাকই বেশী পছন্দ করে তবে টেরিলিনের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে, দামও বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন বেশী টেরিলিন উৎপন্ন হইবে। অপরদিকে আবার লোকে যদি কফি পান কমাইয়া দেয় তবে চাহিদা হ্রাসের জন্য প্রথমে কফির দাম এবং পরে উৎপাদন কমিয়া আসিবে। প্রথম ক্ষেত্রে তুলাবস্ত্র শিল্প হইতে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কফি-রোপণ হইতে উৎপাদনের উপাদানসমূহ অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

---

সুফল: এইভাবে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাম্য বণ্টন ( optimum allocation of resources ) সম্ভব হইবে। তাহারা তাহাদের যোগ্যমূল্য ( খাজনা মজুরি ইত্যাদি ) পাইবে, সর্বাধিক উৎপাদনও সম্ভব হইবে এবং দ্রব্য ও সেবার দাম হইবে যথোপযুক্ত ( natural ) বা ন্যূনতম স্বাভাবিকভাবেই সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ সাধিত হইবে।

---

**যথোপযুক্ত দাম ( Natural Price )**

যথোপযুক্ত দাম বলিতে স্মিথ বুঝিয়াছিলেন উৎপাদন-ব্যয়ের সমতুল্য দাম। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল সমাজে ইহা নির্ধারিত হয় শ্রমের পরিমাণ দ্বারা কিন্তু উন্নত সমাজে মজুরি খাজনা ও মুনাফা দ্বারা। কোন পণ্যের বাজার-দাম হইতে বিচ্যুত হইলে বাজারের শক্তি আবার উহাকে স্বাভাবিক দামে ফিরাইয়া আনিবে। যেমন, কোন পণ্যের দাম যথোপযুক্ত দামের অধিক হইলে ঐ পণ্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও বাজারে আনীত হইবে। যাহার ফলে দাম আবার যথোপযুক্ত পর্যায়ে ফিরিয়া আসিবে। এইভাবে বাজার-ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে স্বয়ংনিয়ন্ত্রণশীল ( self-regulating )।

**কাম্যতমকরণধর্মী অর্থ-ব্যবস্থা**

অতএব, প্রতিযোগিতাভিত্তিক অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থা হইল কাম্যতমকরণ প্রকৃতির ( of optimising character ) সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসাধনের প্রচেষ্টায় পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া সমাজের স্বার্থকেই সর্বাধিক করিয়া তুলে। লক্ষ্যের দিক দিয়া ইহাই কি কাম্য নয় ?

**কুফল**

কিন্তু সকল দিক হইতে বিচার করিলে কাম্যের ধারণাকে কিছুটা ছাড়বাদ দিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমত, সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হয় বাজারে যাহাদের দাম অধিক হইবার সম্ভাবনা।[২]

---

১. "...the effort of the individual to serve himself would bring the greatest possible benefit for society as a whole and for other individuals." Daniel R. Fusfeld : *The Age of the Economist*

২. ( Under *laissez-faire* ) "Wrong commodities are produced". Laski

কোন্ কোন্ দ্রব্যের দাম অধিক হইবে তাহা নির্ভর করে জাতীয় আয়-বণ্টনের ( distribution of national income ) উপর। একজন অর্থবিদ্যাবিদ ইহাকে নিলাম-ব্যবস্থার ( auction ) সহিত তুলনা করিয়াছেন। নিলামে যে বেশী ডাক দেয় জিনিসটি তাহারই মিলে; কিন্তু তাহারই যে প্রয়োজনীয়তা বেশী তাহার নিশ্চয়তা কি ?[১]

ঘাটতির সময় মূল্য-ব্যবস্থার এই ত্রুটি বিশেষ প্রকট হইয়া পড়ে—যাহাদের পয়সা থাকে তাহারাই চাল-চিনির মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে এবং দরিদ্ররা না খাইতে পাইয়া মরে। সুতরাং নৈতিক দিক দিয়া মূল্য-ব্যবস্থা সমর্থিত হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আয়-বণ্টন অকাম্য ততক্ষণ উৎপাদন-ব্যবস্থা কাম্য হইতে পারে কি ?[২]

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, কলাকৌশলের উন্নয়ন ইত্যাদির দরুন শ্রমের চাহিদা হ্রাস পাইতে পারে, এবং তখন প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমের মজুরি হ্রাস পাইতে বাধ্য। ইহাকেও আদর্শ বা ন্যায্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তৃতীয়ত, শ্রমের মূল্য বা মজুরি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে সকল সময় শান্তিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় তাহাও নহে। শ্রমিকের নিকট মজুরি তাহার শ্রমের মূল্য মাত্র নহে, ইহাও তার আকাংক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্যের পরিচায়ক। যদি সে মনে করে যে আকাংক্ষার তুলনায় প্রাপ্তি কম তবে সে দাবি করিবেই, আর নিয়োগকর্তা সে দাবি মানিয়া না লইলে ঘটিবে শিল্প-বিরোধ ( industrial dispute )।

**ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণ**

পরিশেষে বলা যায়, মূল্য-ব্যবস্থার অধীনে ধনতন্ত্র প্রসারলাভ করে। কারণ, উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহকারীরা সংখ্যায় বহু, কিন্তু নিয়োগকর্তাগণ সংখ্যায় অত্যল্প বলিয়া শেষোক্ত শ্রেণী তুলনামূলকভাবে জাতীয় উৎপন্নের বেশী দাবি করিবে এবং আদায় করিয়া লইবেই। ফলে ধনবৈষম্য বর্ধমান হইতে থাকিবে। ইহার পরোক্ষ ফল হিসাবে দেখা দিবে শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশা যাহা কোন কল্যাণব্রতী সরকার উপেক্ষা করিতে পারে না।[৩]

**অদৃশ্য হস্ত ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা**

তবুও কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে অস্বীকার করা যায় না। অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে 'অদৃশ্য হস্তে'র ইংগিতে অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যায়। উৎপাদকের দিক হইতে 'অদৃশ্য হস্ত' হইল সংবাদাদি সংগ্রহ এবং ন্যূনতম ব্যয়-সমন্বয়ের ( economy of information and least-cost co-ordination ) অনন্যসাধারণ ব্যবস্থা ইহার মাধ্যমেই সে জানিতে পারে বাজারে কোন্ দ্রব্যের চাহিদা কত এবং বিভিন্ন উপাদানের দাম। কিরূপ চলিতেছে। সুতরাং উৎপাদন-পরিকল্পনা ( production planning ) করিয়া ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে তাহার পক্ষে মোটেই অসুবিধা হয় না।

এইভাবে সকলেই উৎপাদন পরিকল্পনা করিলে ( ধরিয়া লওয়া হয় যে করে ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিল্পসমূহের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত কাম্য সম্পদ বণ্টন ( optimum allocation of resources ) সম্ভব হয়।

সুতরাং স্মিথের নিকট অর্থ-ব্যবস্থা ছিল একটি স্বনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মত ( a self-regulating structure )। তিনি মনে করিতেন যে অর্থ-ব্যবস্থাকে স্বনিয়ন্ত্রিত হইতে হইলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ন্যূনতম হওয়াই কাম্য কারণ সরকারী হস্তক্ষেপ বাজার ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকলাপকে ব্যাহত করে।

---

১. Samuelson : *Economics* ( 11th edn., 1979 )
২. Daniel R. Fusfeld : *The Age of the Economist*
৩. Ivor Jennings : *Law and the Constitution*

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতাই ( free competition ) ছিল পাশ্চাত্য দেশের অর্থ-ব্যবস্থাগুলির বৈশিষ্ট্য। ইহার পর হইতে ক্রমাগতই এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি চোখে পড়িতে থাকে। বাজার দ্বারা পরিচালিত উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থার দুইটি মূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত দেখা যায় যে যদিও এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থা খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষ তবুও অন্যান্য কতকগুলি দ্রব্য—যেমন, স্বাস্থ্য অথবা শিক্ষা—উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহার ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে প্রতিযোগিতা গা'ঢাকা দিয়াছে এবং ফলে জন্মলাভ করিয়াছে একচেটিয়া কারবার।

এই দুইটি সমস্যার সমাধান করিতে গিয়াই রাষ্ট্র অর্থ-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ সুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ( ১৯১৪-১৮ ) অর্থ-ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়—যেমন, রেলপথ। কৃষিকেও সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। ইহা ছাড়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ জারি করা হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণকে সৈন্যদলে নিয়োগ করা হয়। অবশ্য ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হইবার পর হইতেই সরকার বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থার শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা করে। ১৯২১ সালে ব্রিটেনে মন্দা সুরু হয় এবং ১৯২৯ সালে ইহা একটি বিশ্বব্যাপী মন্দার ( a world-wide slump ) রূপ গ্রহণ করে। বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থা এই মন্দা হইতে জনসাধারণকে মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন বা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। ফলে প্রয়োজন হইয়া পড়ে সরকারী হস্তক্ষেপের।

### কেইন্‌সের বিপ্লব ( The Keynesian Revolution )

১৯২১ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ব্রিটেন ও অন্যান্য পশ্চাত্য দেশে বেকার-সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। স্বভাবতই এই সমস্যার মোকাবিলার কথা চিন্তা করা হয়। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে উপকরণ-সমূহের চাহিদার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে মজুরির হার উচ্চ হইলে বেকার-সমস্যা সৃষ্টি হইবে। সুতরাং বেকার-সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হইল মজুরি ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস। ইহার ফলে জনসাধারণ অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে এবং উৎপাদকগণ অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন। বস্তুত, ক্লাসিক্যাল নিয়োগ তত্ত্বটি ছিল সে-র নিয়মের ( Say's Law ) উপর ভিত্তিশীল। এই নিয়ম অনুসারে যদি বাজার-ব্যবস্থাকে ( the market mechanism ) কার্য সম্পাদন করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহার ফলে পূর্ণ-নিয়োগ ( full-employment ) অবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইহাই হইল স্বাভাবিক ভারসাম্য ( the natural equilibrium )।

এই তত্ত্ব অবশ্য অধ্যাপক কেইন্‌স মানিয়া লন নাই। তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থে : *The General Theory of Employment Interest and Money* ( 1936 ) তিনি ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা করেন। কেইন্‌স মূলত অর্থনৈতিক মন্দার সমস্যাগুলি লইয়া চিন্তিত ছিলেন। তিনি যুক্তি দ্বারা দেখান যে স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা কেবলই বাণিজ্যচক্রের সম্মুখীন হইবে। সুতরাং অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে হইলে প্রয়োজন সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের। তাঁহার মতে বেকার-সমস্যার মূল কারণ হইল চাহিদা ঘাটতি। মন্দার সময় আয় স্বল্প হওয়ায় অধিকাংশ দ্রব্যের পর্যাপ্ত চাহিদা থাকে না। এই কারণে উৎপাদকগণ উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হন। উৎপাদন হ্রাস পাইলে নিয়োগও হ্রাস পায়। অন্যভাবে বলিলে বলা যায় যে বেকার সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলা করিতে হইলে মোট কার্যকরী চাহিদা ( effective demand ) বৃদ্ধি করিতে হইবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে নিয়োগও বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, মজুরি হ্রাস দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

সুতরাং দেখা গেল যে যেহেতু সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে অর্থ-ব্যবস্থা আরও সুনিয়ন্ত্রিত হয় সেহেতু স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইতে থাকে। কেইন্‌স যে সমাধানের কথা উল্লেখ করিলেন তাহা হইল এই যে বেসরকারী চাহিদার ঘাটতি দেখা

দিকে সরকারকে অগ্রণী হইয়া জনগণের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। সরকার যদি সড়ক ও সেতু নির্মাণ, বেকার ভাতা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় করে তাহা হইলে বহুসংখ্যক লোক কর্মে নিযুক্ত হইবে এবং তাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। ফলে তাহারা খাদ্যদ্রব্য, স্থায়ী দ্রব্য ইত্যাদির উপর অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিবে। পরিশেষে, জাতীয় আয় ও নিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। প্রথমে অবশ্য কেইন্‌সের ধারণাগুলি স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পরবর্তী কালে কেইন্‌সের ধারণাসমূহ সরকারী নীতি প্রণয়নে ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র হিসাবে কার্য করে।

### ৬.২ সমাজতন্ত্র ( Socialism )

মার্ক্স‌এর মত ধনতন্ত্রকে বিলোপ করা কেইন্‌সের মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্রকে সামান্য রদবদল করা। সুতরাং কেইন্‌স মোটেই সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন না। সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন যে উৎপাদনের উপকরণসমূহ সরকারী মালিকানায় আনা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সমাজতন্ত্র হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতে স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার সংগে সংগে ব্রিটেনে সরকার অর্থ-ব্যবস্থার গতি নির্ধারণ করিতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। খাদ্যদ্রব্য বন্টনের ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই সময় ব্রিটেনের অর্থ-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়-পরিকল্পনা দ্বারা চালিত অর্থ-ব্যবস্থা ( centrally planned economy ) বলিয়া গণ্য করা যাইত। এই সময় হইতে উপলব্ধি করা হয় যে সরকার সার্থকতার সহিত অর্থ-ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং এই উপলব্ধি ক্রমাগত ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। পরিশেষে কেইন্‌সের ধারণাগুলি বিশ্বব্যাপী গ্রহণ করা হইতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই যখন বিশ্বব্যাপী শান্তি ফিরিয়া আসে তখনই রাষ্ট্রনৈতিক নেতাগণ ক্ষমতা লাভের আশায় বেকার-সমস্যা দূরীকরণ বা নিয়োগসৃষ্টির প্রচেষ্টা করেন। এবং কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া মোট চাহিদার সুষ্ঠু পরিচালনা দ্বারাই নিয়োগের স্তর বৃদ্ধি এবং নিয়োগের স্তরে স্থায়িত্ব আনয়নের কার্যে অগ্রসর হন।

### সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র ( The Welfare State )

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার জনসাধারণের কল্যাণে ব্রতী হইয়াছে। সরকার বেকার ভাতা, বিধবাদের পেনসন, অবৈতনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সকল কারণে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আধুনিক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমরা স্বাতন্ত্র্যনীতির যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি বলা যায়।

### মিশ্র অর্থবিদ্যার উপকরণগুলি ( The Components of Mixed Economy )

এই সকল পরিবর্তনের ফলে ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে জন্মলাভ করে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা। এই অর্থ-ব্যবস্থার তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়—সমাজতান্ত্রিক ধারণাসমূহ, কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুসারে মোট চাহিদা পরিচালনা এবং ধনতন্ত্র। এখন আমরা মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মৌল উপাদানগুলির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারি। এই উপাদানগুলি হইল মূলত চারটি :

(i) একটি অবাধ উদ্যোগক্ষেত্র ( a free enterprise sector ) যেখানে বাজারের কার্যাবলীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ।

(ii) বাজেটের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অর্থ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ।

(iii) কয়েকটি শিল্পের সরকারী মালিকানা।

(iv) সরকার দ্বারা সরাসরি অথবা সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পগুলি ( schemes ) দ্বারা জনকল্যাণমূলক সেবা ( welfare services )।

এই তালিকায় প্রথম পদটি ( item ) হইল বেসরকারী ক্ষেত্র এবং অন্যান্য সকল পদগুলি হইল সরকারী ক্ষেত্রের নির্দেশক।

এই অধ্যায়ের শেষাংশে আমরা সরকার বিভিন্নভাবে অর্থ-ব্যবস্থাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা আলোচনা করিব।

## অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা ( Management of the Economy )

### ৬.৩ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ ( The Objectives of Economic Policy )

আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থার যে চারিটি মৌল উদ্দেশ্যসাধনের প্রচেষ্টা করা হয় সেগুলি হইল :

(i) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ( control of inflation ),

(ii) বেকারত্ব হ্রাস ( reduction of unemployment ),

(iii) অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে উন্নত করা ( promotion of economic growth ) এবং

(iv) লেনদেন-উদ্বৃত্তকে ধনাত্মক করা ( attainment of a favourable balance of payments )।

এই সকল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সরকার তিন প্রকারের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে :

(ক) ফিসক্যাল নীতি ( fiscal policy ),

(খ) অর্থসংক্রান্ত নীতি ( monetary policy ) এবং

(গ) সরাসরি হস্তক্ষেপ ( direct intervention )।

#### (ক) ফিসক্যাল নীতি

ফিসক্যাল নীতি বলিতে কর ও সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে অর্থ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করাকে বুঝায়। ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল নানাবিধ কর ও ব্যয়ের মধ্যে মোট সম্পর্ক ( over-all relationship)। যদি কোন বৎসর সরকারী ব্যয় ইহার কর-রাজস্ব অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে এই অবস্থাকে ঘাটতি বাজেট ( a budget deficit ) বলা হয়। ইহা অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণে সহায়ক হইতে পারে। আবার ইহা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিতে পারে। অপরদিকে আবার যদি সরকারের কর-রাজস্ব চলতি ব্যয় ( current expenditure ) অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে এই অবস্থাকে বাজেট-উদ্বৃত্ত ( a budget surplus ) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে রোধ করিতে এবং মুদ্রাহ্রাসে ( deflation ) সহায়ক হইতে পারে।

যদি সরকারী ব্যয় ইহার রাজস্বকে ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে এই ঘাটতি মিটাইবার জন্য সরকারকে অর্থ লগ্নী ( borrowing ) করিতে হয়।

#### (খ) অর্থসংক্রান্ত নীতি

অর্থসংক্রান্ত নীতি বলিতে অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে অর্থ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করাকে বুঝায়। মোট অর্থের যোগানের পরিবর্তনের ফলে সুদের হারে পরিবর্তন ঘটে এবং ইহার ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণেও হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বিনিয়োগ হারের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও নিয়োগের স্তরও পরিবর্তিত হইতে থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার হ্রাস পায় এবং ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ইহার অর্থ সমাজের মোট ব্যয় ( total spending ) বৃদ্ধি। ইহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং নূতন নিয়োগ সৃষ্টি হয়। আবার মোট ব্যয়বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতিও দেখা দিতে পারে। অপরদিকে আবার অর্থের যোগান হ্রাস পাইলে সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং ইহা অর্থ-ব্যবস্থার উপর একটি সংকোচনকারী প্রভাব ( restraining effect ) বিস্তার করে। ফলে মুদ্রাসংকোচও দেখা দিতে পারে।

মোট অর্থের যোগানের একটি মোটা অংশ ব্যাংক আমানত দ্বারা গঠিত বলিয়া অর্থের যোগান হ্রাস করিতে হইলে শুধুমাত্র নোট ছাপাইবার পরিমাণ হ্রাস করাই যথেষ্ট নয়, ব্যাংকের ঋণ প্রদানের পরিমাণ হ্রাস করাও প্রয়োজন। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রতিনিয়ত নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়। সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক ঋণের চাহিদা হ্রাস করিয়া মুদ্রাস্ফীতি দমন করিবার প্রচেষ্টা করে।

**(খ) সরাসরি হস্তক্ষেপ**

আইন পাশ করিয়া অথবা অর্থব্যয়ের মাধ্যমে সরকার অর্থ-ব্যবস্থার উপর ইহার নীতিগুলি জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে পারে। ফিসক্যাল নীতি ও অর্থসংক্রান্ত নীতি এখনও অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা করে যেগুলির সহিত তাল রাখিয়া শিল্প ও জনসাধারণকে সরকারের ইচ্ছা অনুসারে চলিতে হয়। অপরদিকে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরকার ইহার ইচ্ছাকে সরাসরিভাবে জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেয়। ফলে জনসাধারণের নির্বাচন করিবার কোন সুযোগ থাকে না। আইন দ্বারা দ্রব্যাদির দাম নির্ধারণ ও আয়সংক্রান্ত নীতি ( incomes policy ) জনসাধারণের উপর প্রয়োগ করা বা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

## সংক্ষিপ্তসার

১. স্বাতন্ত্র্যনীতিতে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু দেশেই সরকার অর্থ-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন।

২. ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যা বেকারত্বকে ব্যাখ্যা করিতে অথবা বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই।

৩. অর্থনৈতিক কার্যকলাপ লইয়া কেইন্‌সের অন্তর্দৃষ্টি ( insight ) অর্থবিদ্যার জগতে বিপ্লব আনিয়াছে বলা যায়।

৪. মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইল স্বাতন্ত্র্যনীতি, সরকারী পরিচালনা, সরকারী মালিকানা এবং কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সংমিশ্রণ।

৫. ফিসক্যাল নীতি, অর্থসংক্রান্ত নীতি এবং সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরকার অর্থ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

## প্রশ্নাবলী

১. মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা কিভাবে জন্মলাভ করিয়াছে আলোচনা কর।

২. মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কি এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. Sampat Mukherjee : *Economic Environment of Business* ( Central, 4th edn. 1988 )
2. Stigum and Stigum : *Economics* ( Addison Wesley, 1968 )
3. Ian Hobday : *Economics : A First Course* ( 1983, Arnold )

# ৭ | জাতীয় আয়[১]

## ( National Income )

*"Money should circulate like rain water."* Thornton Wilder : *The Match-maker*

*"In producing detailed accounts…we are attempting to do for economic units collectively what few do for themselves individually."* Harold Copeman

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ব্যষ্টিবাচক ও সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা হইল অর্থ-ব্যবস্থাকে জানিবার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভংগি। সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অর্থনৈতিক বিষয় লইয়া আলোচনা করে। এই সমষ্টিবাচক বিষয়গুলির পরিমাপ করা হয় জাতীয় আয়ের সাহায্যে। এই অধ্যায়ে আমরা জাতীয় আয়ের মৌল উপাদানগুলিকে সংক্ষেপে পেশ করিব এবং জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে যে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেগুলি লইয়া আলোচনা করিব। পরবর্তী স্তরে ( পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ) আমরা জাতীয় আয় নির্ধারক বিষয়গুলিকে পরীক্ষা করিব।

## জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ( The Circular Flow of National Income )

### ৭.১ জাতীয় উৎপন্ন ( The National Product )

জাতীয় উৎপন্ন বলিতে আমরা একটি সময়ের মধ্যে অর্থ-ব্যবস্থায় মোট যে পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ করা হয় তাহাকেই বুঝায়। ইহাকে সাধারণত মোট জাতীয় উৎপন্ন ( gross national product ) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

এই জাতীয় উৎপন্ন ( বা জাতীয় আয় ) হইল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রবাহের মত। ইহাকে টাকার অংকে প্রকাশ করা হয়—যেমন, এখন ভারতের মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল ৮০,০০০ কোটি টাকার মত। ইহা একটি সমাজের মোট সম্পদের একটি নিশ্চল পরিমাপ ( a count of the static wealth ) নয়। সমাজের কল্যাণের দিক হইতে ইহার পরিমাণ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটি দেশের নিয়োগের স্তর এবং জীবনযাত্রার মান ইহার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

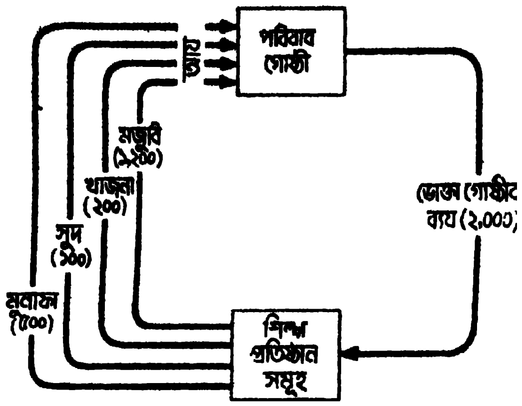
### ৭.২ চক্রাকার প্রবাহ ( The Circular Flow )

জাতীয় উৎপন্নের নানাবিধ পরিমাপকে বুঝিতে হইলে প্রথমেই অর্থ-ব্যবস্থার সমষ্টিগত দিকটি সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে আমরা এমন একটি সরল অর্থ-ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করিয়াছি যেখানে কোন সরকারী হস্তক্ষেপ নাই এবং যেখানে কোন বৈদেশিক বাণিজ্যের অস্তিত্ব নাই। এইরূপ একটি সমষ্টিগত অর্থ-ব্যবস্থার ( macroeconomy ) দুইটি মূল উপাদান হইল: পরিবারগোষ্ঠী এবং ফার্ম বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ। এখানে আমরা ধরিয়া লই যে পরিবার হইল ভোগের একক এবং ফার্ম হইল উৎপাদনের একক। দেশের প্রতিটি লোকই একজন ভোক্তা, কারণ প্রত্যেকেই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কিছু না কিছু ভোগ করেন। ইহা ছাড়া পরিবারগোষ্ঠী হইল উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক। দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে হইলে ফার্মগুলিকে পরিবারগুলির নিকট হইতে উপকরণসমূহ ক্রয় করিতে হয়। এই উপকরণগুলির বিনিময়ে ফার্মগুলি পরিবারগুলিকে মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফার আকারে অর্থপ্রদান করে। এই প্রদেয় অর্থের যোগফল বা সমষ্টিই হইল মোট উৎপাদন-ব্যয় এবং জাতীয় উৎপন্নের মূল্য।

---

১. অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকেই জাতীয় আয়ের আলোচনা পরবর্তী স্তরে করা হয়। কিন্তু জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা না থাকিলে জাতীয় আয়ের বণ্টন—যাহা ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। এই কারণে সূত্রতেই—প্রারম্ভিক আলোচনার মধ্যেই—জাতীয় আয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। ইহার ফলে 'আয় ও জীবনযাত্রার মান' সম্পর্কে ধারণা করা আরও সহজ হইবে।

উপকরণসমূহ ব্যবহারের জন্য যে অর্থ প্রদান করিতে হয় তাহাকে আয় বলে এবং ইহাকে *Y* চিহ্ন দ্বারা দেখান হয়। পরবর্তী স্তরে আমরা দেখিব যে ইহা হইল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ( gross domestic product ) সাহায্যে মোট জাতীয় উৎপন্নের পরিমাপ মাত্র।




রেখাচিত্র ৭.১ : আয়ের চক্রাকার প্রবাহ—জাতীয় আয় এবং ভোক্তাগোষ্ঠীর মোট ব্যয় একই জিনিস।

যেহেতু আমরা উপকরণসমূহকে প্রদেয় অর্থের মধ্যে মুনাফাকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি সেহেতু আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে মোট উৎপন্নের উপর অর্থব্যয়ের পরিমাপ করিয়া আমরা জাতীয় উৎপন্নের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করিতে পারি। এই কারণে আমরা যদি সকল ভোক্তার ব্যয়কে ( যাহাকে *C* চিহ্ন দ্বারা সাধারণত দেখান হয় ) উপরের রেখাচিত্রের ডানদিকে যোগ করি তাহা হইল এই যোগফল বামদিকের সকল উপকরণসমূহের আয়ের যোগফলের সমান হইবে। সুতরাং জাতীয় উৎপন্নকে দুইভাবে পরিমাপ করা যায়—জাতীয় আয়কে পরিমাপ করিয়া অথবা জাতীয় ব্যয়কে পরিমাপ করিয়া।

উপরের রেখাচিত্রটির সাহায্যে যে বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহাকে কেন আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ( circular flow of income ) বলা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। ফার্মগুলি দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া পরিবারসমূহ হইতে অর্থ লাভ করে। এই অর্থই পুনরায় মজুরি, সুদ, খাজনা ইত্যাদি হিসাবে পরিবারসমূহকে প্রদান করা হয়। ফার্মের বিক্রয়লব্ধ আয় এইভাবে ব্যয় করিয়া অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি করা হয় এবং এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রতিটি লোকের আয় হইল অপর একজনের ব্যয় ( everyone's income is someone else's expenditure )।

### ৭.৩ পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি ( Two Methods of Measurement )

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের এই দুইটি পদ্ধতির সহিত হিসাবশাস্ত্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিচের ৭.১ সারণিটিতে আমরা একটি কৃষি খামারের ব্যালান্স সীট পেশ করিয়াছি। এক্ষেত্রে মুনাফা হইল কৃষকটির ( বা খামারের মালিকের ) আয়, কারণ কৃষকটি হইলেন একটি পরিবারের মত। এই মুনাফা অন্যান্য আয়ের মত দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হয়।

যদি একটি কাল্পনিক অর্থ-ব্যবস্থায় ২০ লক্ষ ফার্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহাদের সকলের ব্যালান্স সীটকে একত্র করিয়া আমরা জাতীয় উৎপন্নের পরিমাপ করিতে পারি। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ৭.২ সারণিটিতে ইহা করা হইয়াছে।

সারণি ৭.১ : একটি খামারের ব্যালান্স সীট

| বিক্রয়লব্ধ আয় ( ভোক্তাদের ব্যয় ) | | ব্যয় ( উপকরণসমূহের আয় ) | |
|---|---|---|---|
| গম বিক্রয় | ১,০০০ টাকা | মজুরি | ৬০০ টাকা |
| | | খাজনা | ১০০ " |
| | | সুদ | ৫০ " |
| | | মুনাফা | ২৫০ " |
| মোট | ১,০০০ টাকা | মোট | ১,০০০ টাকা |

সারণি ৭.২ : জাতীয় উৎপন্ন

| বিক্রয়লব্ধ আয় ( ভোক্তাদের ব্যয় ) | | ব্যয় ( উপকরণসমূহের আয় ) | |
|---|---|---|---|
| গম বিক্রয় (২০ লক্ষ×১,০০০ টাকা) | ২০০ কোটি টাকা | মজুরি (২০ লক্ষ×৬০০ টাকা) | ১২০ কোটি টাকা |
| | | খাজনা ( ২০ লক্ষ×১০০ টাকা ) | ২০ „ „ |
| | | সুদ ( ২০ লক্ষ× ৫০ টাকা ) | ১০ „ „ |
| | | মুনাফা (২০ লক্ষ×২৫০ টাকা) | ৫০ „ „ |
| জাতীয় ব্যয় | ২০০ কোটি টাকা | জাতীয় আয় | ২০০ কোটি টাকা |

অতএব, আমরা দেখি যে ব্যালান্স সীটের দুই দিক হইল সমপরিমাণ জাতীয় আয় পরিমাপের দুইটি পৃথক পৃথক পদ্ধতি এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে :

জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়।

কোন দেশের জাতীয় উৎপন্নের প্রকৃত পরিসংখ্যানের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে উভয় পদ্ধতিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয় উৎপন্ন পরিমাপের একটি তৃতীয় পদ্ধতিও আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি শিল্প দ্বারা যে মূল্যবৃদ্ধি ( value added ) হয় তাহার সমষ্টিই হইল জাতীয় উৎপন্ন।

## ৭.৪ একটি তৃতীয় পরিমাপ ( A Third Measure )

বহুসংখ্যক দ্রব্যকেই চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করিবার ( অর্থাৎ ভোক্তার নিকট পৌঁছাইবার ) পূর্বে উৎপাদনের নানা স্তরের মধ্য দিয়া চলিতে বা নানা স্তর অতিক্রম করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, পাঁউরুটির কথাই ধরা যাইতে পারে। পাঁউরুটি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে আমাদের গম উৎপাদন করিতে হইবে। ইহার পর গমকে পিষিয়া ময়দা প্রস্তুত করিতে হইবে। উৎপাদনের তৃতীয় স্তরে ময়দাকে সেঁকিয়া পাঁউরুটি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং পরিশেষে দ্রব্যটি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। জাতীয় উৎপন্নের পাউরুটির মোট মূল্য হইল ইহার বিক্রীত দাম।[১] মোট ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় উৎপন্নকে পরিমাপ করিতে হইলে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসমূহের ( final products ) উপর ব্যয়ের যোগফল নির্ধারণ করিতে হইবে। পাঁউরুটি নিঃসন্দেহে একটি , গন্ত পর্যায়ের দ্রব্য, কারণ ইহা ভোগ করার সংগে সংগে নিঃশেষ হইয়া যায়। অবশ্য বাজারে আমরা নানাবিধ মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্যের ( intermediate goods ) কেনাবেচা দেখিতে পাই এবং যদি আমরা উহাদের অর্থমূল্য ( value ) পরীক্ষা করি তাহা হইলে আমরা প্রতিটি শিল্পভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থায় কত পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি করে তাহার পরিমাপ করিতে পারি। এবং এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমরা জাতীয় উৎপন্নের অপর একটি পরিমাপে উপনীত হই। এই পরিমাপকেই জাতীয় উৎপন্ন ( national output ) বলা হয়।

এই উৎপন্ন পদ্ধতি ( output method ) অনুসারে জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণের সময় আমাদের একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের দেখিতে হইবে যে একই দ্রব্য যেন দ্বিতীয়বার বা বহুবার গণনা ( double counting ) করা না হয়। এই উদ্দেশ্যে গণনার সময় চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্যের ( final products ) অর্থমূল্যই ধরা হয়, মধ্য-পর্যায়ের দ্রব্য ( ntermediate goods ) বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না, কারণ সম্পূর্ণ দ্রব্যের অর্থমূল্যের মধ্যেই উহা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, পাঁউরুটির দামের মধ্যেই ময়দা বা গমের দাম রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং পাঁউরুটির দামের সংগে ময়দা বা গমের দাম পৃথকভাবে যোগ দেওয়া হইলে একই জিনিসের অর্থমূল্য একাধিকবার ধরা হইবে। অতএব, ময়দার দামই ধরিতে হইবে, গমের দাম নহে।

---

১. "The total value of bread to the national product will be its final selling price".

এই সমস্যাটির সমাধান করা হয় উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যে 'মূল্যবৃদ্ধি' ( value added ) হয় তাহার পরিমাপ করিয়া। নিম্নের উদাহরণটির সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :

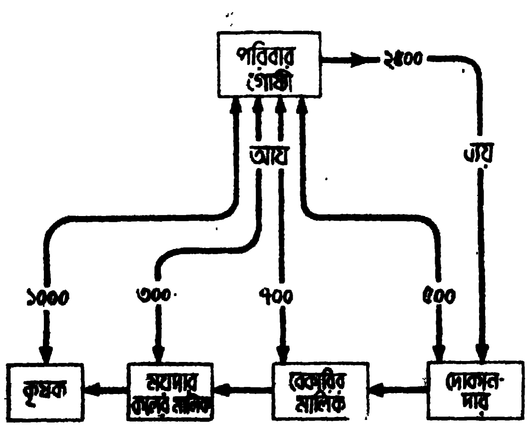
সারণি : ৭.৩ মূল্যবৃদ্ধি

| উৎপাদনের স্তর | (১) বিক্রয়-মূল্য ( টাকা ) | (২) মধ্যপর্যায়ের দ্রব্য বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ( টাকা ) | (৩)=(১)—(০) মূল্যবৃদ্ধি 'মজুরি' মুনাফা, ইত্যাদি ) ( টাকা ) |
|---|---|---|---|
| গম চাষ | ১০০ | —০ | =১০০ |
| ময়দা প্রস্তুত | ১৩০ | —১০০ | = ৩০ |
| পাঁউরুটি প্রস্তুত | ২০০ | — ৩০ | = ৭০ |
| খুচরা বিক্রয় | ২৫০[১] | —১০০ | = ৫০ |
| | ৬৮০ | ৫৩০ | ২৫০[২] |

সুতরাং আমরা যদি অর্থ-ব্যবস্থায় যে-কোন একটি শিল্প দ্বারা মূল্যবৃদ্ধির পরিমাপ করিতে চাই তাহা হইলে এই শিল্পের উৎপন্নের অর্থমূল্য হইতে দ্রব্যটি উৎপাদন করিবার জন্য কাঁচামাল ও মধ্যপর্যায়ের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ইহাকে যে অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে তাহা বাদ দিতে হইবে। এই দিক দিয়া দেখিলে একটি শিল্পের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ হইল ইহা যে-সকল উপকরণ ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের সেবার সমষ্টি।[৩] এই উপকরণসমূহ ব্যবহারের জন্য মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসাবে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা পুনরায় আয় হিসাবে পরিবারগোষ্ঠীর নিকট ফিরিয়া আসে।

### ৭.৫ উৎপাদনের স্তরসমূহ ( The Stage of Production )

নিম্নের রেখাচিত্রটি দ্বারা আমরা উপরের উদাহরণটিকে পরিস্ফুট করিতে পারি এবং দেখাইতে পারি যে জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা যায়। উপরের পাঁউরুটি উৎপাদনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা জাতীয় উৎপন্নর অর্থ-মূল্যকে পাঁউরুটির উপর পরিবারসমূহের মোট আয়-ব্যয়—অর্থাৎ ২৫০০ কোটি টাকা—হিসাবে দেখান যায়। উৎপাদনের চারিটি স্তরের মূল্যবৃদ্ধির যোগফল হইতে আমরা একই আক্ষরিক মানে উপনীত হই। জাতীয় উৎপন্নকে আবার উপকরণ-সমূহ সরবরাহ করিয়া পরিবারগোষ্ঠী যে অর্থ উপার্জন করে তাহার প্রবাহ হিসাবেও পরিমাপ করা যায়।[৪] জাতীয় উৎপন্ন হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ-ব্যবস্থায় যে সম্পদ ( আমাদের উদাহরণে পাঁউরুটি ) সৃষ্টি বা উৎপাদিত হয় তাহার পরিমাপ ছাড়া




রেখাচিত্র ৭.২ : উৎপাদনের স্তরসমূহ

১. চূড়ান্ত ব্যয়-পদ্ধতি ( final expenditure method ) অনুসারে জাতীয় উৎপন্ন।

২. মূল্যবৃদ্ধি পদ্ধতি ( value added method ) অনুসারে জাতীয় উৎপন্ন।

৩. "Thus the value added by an industry is the factor services it has applied to the product." Beardshaw

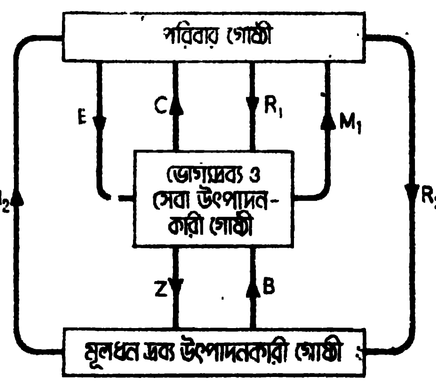
৪. "The national product can also be measured as the flows of income to households in return for the factor services." Beardshaw

আর কিছুই নয়। আমরা এখন দেখিতে পাই যে একই বিষয়ের পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি আছে। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি যে :

জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়=জাতীয় উৎপন্ন। পূর্ব-পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

জাতীয় আয় ( ১০০০+৩০০+৭০০+৫০০ )=জাতীয় ব্যয় ( ২,৫০০ )=জাতীয় উৎপন্ন [ ১০০০+( ১,৩০০−১,০০০ )+( ২,০০০−১,৩০০ )+( ২,৫০০−২,০০০ ) ]

এই তিনটি পদ্ধতি যে একই ফল প্রদান করে তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নের ৭.৩ রেখাচিত্রটির সাহায্য লওয়া যায়। এই রেখাচিত্রে একটি সরল অর্থ-ব্যবস্থায় কি ভাবে আয়প্রবাহ সৃষ্টি হয় তাহাই দেখান হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা অনুমান করি যে অর্থ-ব্যবস্থায় মাত্র তিনটি ক্ষেত্র আছে। প্রথম ক্ষেত্রটি হইল পরিবারগোষ্ঠী অথবা ব্যক্তিগত ক্ষেত্র। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হইল উৎপাদনক্ষেত্র যাহার সাহায্যে সকল বেসরকারী ফার্ম ও সরকারী করপোরেশনকে বুঝান হয়। ইহারা ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা প্রস্তুত করে। তৃতীয় ক্ষেত্রটি হইল মূলধন দ্রব্য উৎপাদনকারী ক্ষেত্র। এই রেখাচিত্রের ভগ্ন রেখাগুলির সাহায্যে আমরা প্রকৃত হিসাবে ( in real terms ) এই প্রবাহগুলিকে দেখাইয়াছি। পরিবারগোষ্ঠী অর্থনৈতিক উপকরণ যেমন শ্রম সেবা ( labour services ) এবং জমি ও মূলধনের সেবা সরবরাহ করে। এখানে $R_1$ এবং $R_2$ বিন্দুদ্বয়ের সাহায্যে উৎপাদনশীল উপকরণের প্রবাহ দেখান হইয়াছে। ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন-ক্রয়কে $B$ বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে পরিবারগোষ্ঠী দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় $C$ বিন্দু দ্বারা দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ৭.৩ : জাতীয় আয়, জাতীয় ব্যয় এবং জাতীয় উৎপন্ন

অভগ্ন রেখাগুলির সাহায্যে অর্থপ্রবাহ দেখান হইয়াছে : $M_1$ এবং $M_2$ হইল আয়ের সমষ্টি ; মজুরি, বেতন, লভ্যাংশ, খাজনা, সুদ ইত্যাদি হইল ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে $E$ হইল ভোগ্যদ্রব্যের ও সেবার উপর ব্যয় এবং $Z$ হইল মূলধন বা বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্যয়।

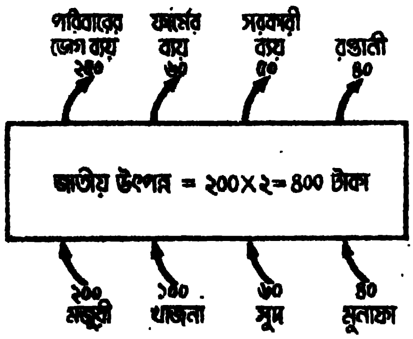
উপরের রেখাচিত্র হইতে দেখা যায় যে জাতীয় উৎপন্নকে $B$ এবং $C$ বিন্দুর সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এখানে জাতীয় আয় হইল $M_1$ এবং $M_2$-এর সমষ্টি এবং জাতীয় ব্যয়কে $E$ এবং $Z$ বিন্দুর সাহায্যে দেখান হইয়াছে।

এই রেখাচিত্রে $R_1$ এবং $R_2$ বিন্দুদ্বয়ের সাহায্যে উৎপাদনকার্যে যে উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হয় তাহাদের দেখান হইয়াছে। অবশ্য আয় ও সম্পদের পরিবর্তনের মূল্যায়ন করিবার পূর্বে স্থির মূলধনের ( fixed assets ) ক্ষয়-ক্ষতি বা অবপূর্তির জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

### একটি সহজ উদাহরণ

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে যে জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়=জাতীয় উৎপন্ন। ধরা যাউক ভারতে মাত্র একটি দ্রব্য—গম—উৎপাদন করা হয় এবং মাত্র একজন লোক প্রতি বৎসর ২০০ কেজি গম উৎপাদন করিতে পারে। যদি গমের দাম কেজি প্রতি ২ টাকা হয় তাহা হইলে ভারতের মোট জাতীয় আয় হইবে ২০০×২=৪০০ টাকা। এখন ধরা যাউক এই গম উৎপাদন করিতে হইলে

২০০ টাকা মজুরি, ১০০ টাকা খাজনা এবং ৬০ টাকা সুদ প্রদান করিতে হয়। এগুলি হইল উপকরণসমূহের উপর ব্যয়। ইহার সহিত ৪০ টাকা মুনাফা যোগ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইল মোট জাতীয় আয়। আবার অনুমান করা যাইতে পারে যে মোট উৎপন্নের একাংশ (২৪০ টাকার মত) পরিবারগোষ্ঠী ভোগ করে, একাংশ (৭০ টাকার মত) বেসরকারী ক্ষেত্রে ক্রয় করা হয় এবং একাংশ (৫০ টাকার মত) সরকার ক্রয় করে। ইহার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে (অর্থাৎ ৪০ টাকার মত পণ্য) বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই উপকরণগুলিকে একত্র করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইল মোট জাতীয় ব্যয়। পার্শ্ববর্তী চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১.৪ : জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়=জাতীয় উৎপন্ন

## ১.৬ জাতীয় আয়ের উপাদানসমূহ ( The Components of National Income )

এ পর্যন্ত আমরা এমন একটি সরল অর্থ-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিয়াছি যাহা কেবলমাত্র ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে এবং যেখানে সরকারী হস্তক্ষেপ অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যের কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য বাস্তব জগতে কোন দেশের জাতীয় আয়ের বা উৎপন্নের গণনার সময় এই সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আমরা এখন এই সকল বিষয়গুলি লইয়া একে একে আলোচনা করিব।

### (১) মূলধন দ্রব্য ( Capital Goods )

ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদের প্রয়োজন হয় যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘর, মজুত মাল ইত্যাদির মত মূলধন দ্রব্যের। সুতরাং একটি অর্থ-ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র ভোগ্যদ্রব্য ( $C$ ) প্রস্তুত করিলেই চলিবে না মূলধন বা বিনিয়োগ দ্রব্যও ( $I$ ) প্রস্তুত করিতে হইবে। আমরা মোট জাতীয় উৎপন্নের ( gross national product ) অংশ হিসাবে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন দ্রব্য উভয়কেই গণনা করি। যদিও আমরা প্রকৃতভাবে কলকারখানা বা যন্ত্রপাতি ভোগ করি না তাহা সত্ত্বেও যদি এগুলির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থা আরও সমৃদ্ধ হয়, কারণ এগুলি আমাদের অধিক পরিমাণে সম্পদ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। সুতরাং জাতীয় উৎপন্নের অংশ হিসাবে বিনিয়োগ দ্রব্যকে ( investment goods ) গণনা করিতে হইবে। ইহা হইতে আমরা দেখি যে জাতীয় উৎপন্ন হইল ভোগ্যদ্রব্য ও বিনিয়োগ দ্রব্যের সমষ্টি।

### (২) চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ( Final Goods )

জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় আমাদের সমস্ত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, পাঁউরুটি হইল একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য, কারণ ইহা প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা হয়, অন্য কোন দ্রব্যের উৎপাদনের উপকরণ[১] হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। অনুরূপভাবে পাঁউরুটি তৈয়ার করিবার সময় যে চুল্লীগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলিকেও চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য বলা হয়, কারণ এগুলিকে অন্য কোন দ্রব্যে রূপান্তরিত করা হয় না। অবশ্য কাঁচামালের বা মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্যের যে অংশ মজুত করিয়া রাখা হয় তাহাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। যদি বৎসরের শেষে আমাদের মজুত মালের পরিমাণ বৎসরের সুরুতে যে মজুত মাল ছিল উহা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে অবশ্য আমাদের মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। এই কারণেই

১. অর্থাৎ কাঁচামাল বা মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্য।

আমরা জাতীয় আয় হিসাব করিবার সময় মজুত মালের বৃদ্ধির আর্থিক মূল্যকে জাতীয় উৎপন্নের অন্তর্ভুক্ত করি।

**(৩) মোট উৎপন্ন ও নীট উৎপন্ন ( Gross and Net Output )**

একটি নির্দিষ্ট সময়ে মূলধন দ্রব্যের মোট উৎপন্নকে মূলধন গঠন ( capital formation ) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই মূলধন দ্রব্য স্থায়ী মূলধন ( fixed capital ) যেমন বাড়ীঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হইতে পারে অথবা কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্যের মত চলতি মূলধনের (circulating capital ) রূপও গ্রহণ করিতে পারে। জাতীয় আয়ের হিসাবে এই দুইটি পদকে ( items ) পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়। বাড়ীঘর ও যন্ত্রপাতির উৎপন্নকে মোট অন্তর্দেশীয় স্থির মূলধন গঠন ( gross domestic fixed capital formation ) হিসাবে দেখান হয়। চলতি মূলধনের পরিবর্তনকে মজুত মালের পরিমাণ এবং চলমান কার্যের ( work-in-progress ) পরিবর্তন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই শেষোক্ত পদটি ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক উভয়ই হইতে পারে। ইহা নির্ভর করে এই আর্থিক বৎসরে মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি না হ্রাস পাইয়াছে তাহার উপর।

আমরা যদি রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর এবং যন্ত্রপাতির মত মূলধন দ্রব্যের কথা বিবেচনা করি তাহা হইলে ইহা দৃষ্টিগোচর হয় যে আমরা যতই এগুলিকে ব্যবহার করি ততই এগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রতি বৎসরই যে-সকল মূলধন দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেগুলিকে প্রতিস্থাপন করিবার বা বজায় রাখিবার জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু পরিমাণ মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে। সুতরাং একটি বিশেষ বৎসরে মূলধন দ্রব্যের মোট উৎপন্নের যোগফলকে মোট মূলধন গঠন ( gross capital formation ) বলা হয়। অবশ্য ইহা হইতে অবপূর্তি ( depreciation ) বা মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকে নীট মূলধন গঠন ( net capital formation ) বলা হয়। মূলধন অবপূর্তিকে —অর্থাৎ মূলধনকে ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়—তাহাকে মূলধন ভোগ ( capital consumption ) বলা হয়।

সুতরাং জাতীয় উৎপন্নের দুইটি পরিমাপ আছে। যদি আমরা শুধুমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ের সকল দ্রব্যের—অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন দ্রব্য উভয়ই—উৎপন্নকে গণনা করি তাহা হইলে আমরা যে পরিমাপে উপনীত হই তাহাকে মোট জাতীয় উৎপন্ন ( gross national product ) বলা হয়। কিন্তু আমরা যদি মূলধন ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহা হইলে আমরা যে পরিমাপে উপনীত হই তাহাকে নীট জাতীয় উৎপন্ন ( net national product ) বলা হয়।

**৭.৭ সরকার ও জাতীয় উৎপন্ন ( The Government and the National Product )**

এ পর্যন্ত আমরা পরিবারের ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় এবং ফার্মের মূলধন দ্রব্যের উপর ব্যয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য সকলপ্রকার দ্রব্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভোক্তা হইল সরকার। সুতরাং মোট জাতীয় ব্যয়ের হিসাব করিবার সময় ভোগব্যয় ($C$) এবং বিনিয়োগ ব্যয়ের ($I$) সহিত দ্রব্যাদি ও সেবার উপর সরকারী ব্যয়কেও ($G$) অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ, দ্রব্যাদি ও সেবার মোট চাহিদাকে $C+I+G$ দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে।

সরকারী ব্যয়ের মধ্যে যে-সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে তাহা হইল নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যয় এবং সরকারী স্কুলসমূহের শিক্ষকদের বেতন, নানাবিধ সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তিগণের যেমন দমকল বাহিনীর কর্মীগণের মাহিনা এবং প্রতিরক্ষার খাতে ব্যয়। সংক্ষেপে সরকারী ব্যয় হইল সরকারী কর্মচারীগণের মাহিনা এবং সরকার বেসরকারী ক্ষেত্রসমূহ হইতে যে-সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করে ( যেমন হাসপাতালের জন্য ঔষধ, বিভিন্ন অফিসের জন্য কাগজপত্র, টাইপ মেসিন ইত্যাদি ) তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টি।

অবশ্য সরকারী ব্যয়ে সরকারের সকল প্রকার খরচকে অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে না। যেমন, পেনসন বা বেকার ভাতা প্রদানের জন্য সরকার যে অর্থব্যয় করে তাহাকে সরকারী ব্যয় হইতে বাদ

দিতে হইবে। ইহার কারণ যাহারা এই সকল সুযোগসুবিধা লাভ করেন তাহারা ইহাদের পরিবর্তে সরকারকে কিছুই প্রদান করেন না। সরকার কিছুসংখ্যক লোকের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া এই সকল লোককে অর্থসাহায্য বা ভরতুকি প্রদান করে। এই কারণে এই সকল ব্যয়কে হস্তান্তর ব্যয় ( transfer payments ) বলা হয়। সরকারী ঋণের ( public debt ) উপর প্রদেয় সুদও হইল এই হস্তান্তর ব্যয়ের একটি উদাহরণ। এইগুলিকে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় বাদ দেওয়া হয়, কারণ এগুলি চলতি বৎসরে যে উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হয় তাহাদের উপর ব্যয় নয় এবং চলতি বৎসরে জাতীয় উৎপন্ন সৃষ্টি করিবার ক্ষেত্রে ইহাদের কোন অবদান নাই। কিন্তু যদি সরকার গোডরেজ কোম্পানী হইতে টাইপ মেসিন ক্রয় করে অথবা রেলওয়ে বোর্ড টেক্‌সমেকো হইতে ওয়াগন ক্রয় করে তাহা হইলে এই ব্যয়কে জাতীয় আয়ের বা মোট জাতীয় উৎপন্নের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

## ৭.৮ বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাতীয় উৎপন্ন ( Foreign Trade and the National Product )

এ পর্যন্ত আমরা যে অর্থ-ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিয়াছি তাহাকে আবদ্ধ অর্থ-ব্যবস্থা (a closed economy) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা হইল একটি উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থার ( open economy ) উদাহরণ, কারণ ইহার সহিত সারা বিশ্বের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রহিয়াছে। ভারত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য আমদানি করে, যেমন তৈল, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ( কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ভারত খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত আমদানি করিত। ) এই সকল দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার। এই বৈদেশিক মুদ্রা মূলত অর্জন করা হয় বহুবিধ দ্রব্য রপ্তানি করিয়া—যেমন, চা, চিনি, বস্ত্র এবং নানাবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য।

ভারতে উৎপাদিত নানা দ্রব্যও দেশবিদেশে বিক্রয় করার ফলে এদেশের লোকদের আয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জাতীয় উৎপন্নের হিসাব করিবার সময় এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অপরদিকে আবার আমরা আমদানি দ্রব্যের উপর যে অর্থ ব্যয় করি তাহা বিদেশের লোকদের আয় বৃদ্ধি করে। সুতরাং জাতীয় উৎপন্ন হইতে এগুলিকে বাদ দিতে হইবে। রপ্তানিকে জাতীয় উৎপন্নের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং আমদানিকে ইহা হইতে বহির্ভূত করিয়া আমরা জাতীয় উৎপন্নের সকল উপাদানগুলির একটি পূর্ণ বিবৃতিতে উপনীত হইতে পারি। ইহা হইল এইরূপ :

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

যেখানে $X$ হইল মোট রপ্তানি এবং $M$ হইল মোট আমদানি।[1]

সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে আমদানি ও রপ্তানির পরিবর্তন করিয়া জাতীয় উৎপন্নের মোট অর্থমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু আমদানি বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়।

## ৭.৯ জাতীয় আয়ের হিসাবনিকাশ ( National Income Accounts )

আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জাতীয় উৎপন্নের অর্থমূল্যের সমষ্টিতে উপনীত হওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখিব কি করিয়া জাতীয় আয়ের হিসাবনিকাশের ( national income accounts ) মধ্যে এগুলিকে বাস্তবে উপস্থাপন করা হয়।

## ৭.১০ জাতীয় ব্যয়পদ্ধতি ( National Expenditure Method )

পরবর্তী পৃষ্ঠার কাল্পনিক সারণিটির সাহায্যে মোট ব্যয়ের কিভাবে হিসাব করা হয় তাহা দেখান হইয়াছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা জাতীয় আয়ের উপাদানগুলিকে সুস্পষ্টভাবে দেখাইতে পারি।

**(i) ভোক্তাদের ব্যয় ( Consumers' Expenditure ):** ভোক্তাদের দ্রব্যাদি ও সেবার উপর সকল প্রকার ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে।

---

১. এই দুইটির ব্যবধানকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ( balance of trade ) বলা হয়।

নূতন বাড়ী ক্রয়কে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, কারণ ইহাকে মোট স্থায়ী মূলধন গঠনের মধ্যে ধরা হয়। অবশ্য এই মালিকগণ দ্বারা দখল করা বাড়ীর অন্তর্নিহিত খাজনা ( imputed rent for owner-occupied dwellings ) এই বিষয়টির ( item ) অংশীভূত।

সারণি ৭.৪ : ব্যয়ের শ্রেণী অনুসারে মোট জাতীয় উৎপন্ন
( GNP by catagory of expenditure )

| বিষয় ( Item ) | কোটি টাকা |
|---|---|
| ভোক্তার ব্যয় *(C)* | ১,৬৭,১২৮ |
| চূড়ান্ত দ্রব্যের উপর সরকারী ব্যয় *(G)* | ৬০,০৮২ |
| মোট অভ্যন্তরীণ স্থির মূলধন গঠন *(I)* | ৪২,১৭২ |
| মজুতমালের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং চলমান কার্যাবলী ( value of physical increase in stocks and work-in-progress ) | —১,১৬২ |
| মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয় *(TDE)* | ২,৬৮,২২০ |
| দ্রব্য ও সেবা রপ্তানি *(X)* | ৭৩,১২৮ |
| চূড়ান্ত দ্রব্যের উপর মোট ব্যয় *(TFE)* —ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে | ৩,৪১,৩৪৮ |
| দ্রব্য ও সেবা আমদানি *(M)* | —৬৭,১৬৫ |
| মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন ( বাজার দামের ভিত্তিতে ) | ২,৭৪,১৮৩ |
| উপকরণের উপর ব্যয়ের ক্ষেত্রে ছাড়বাদ ( factor cost adjustments ) —অর্থাৎ, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন হইতে বাদ দিতে হইবে | |
| (i) ব্যয়ের উপর কর | —৪৭,০৮২ |
| (ii) ভরতুকি | ৫,৪৫২ |
| মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন ( উপকরণসমূহের দামের ভিত্তিতে ) | ২,৩২,৫৫৩ |
| সম্পত্তির খাতে বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয় | ১,৫৭৭ |
| মোট জাতীয় উৎপন্ন ( উপকরণসমূহের দামের ভিত্তিতে ) —ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে | ২,৩৪,১৩০ |
| মূলধন ভোগ | —৩৩,০৫৭ |
| জাতীয় আয়, অর্থাৎ, নীট জাতীয় উৎপন্ন | ২,০১,০৭৩ |

**(ii) সরকারের চূড়ান্ত ভোগব্যয় (General Government Final Consumption) :** ইহার মধ্যে রাজ্য, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল প্রকার চলতি ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ, ইহার মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের মজুরি ও বেতনকেও ধরা হয়। ইহা হইতে যে-সকল বিষয়কে বাদ দেওয়া হয় সেগুলি হইল : সরকারী বাণিজ্য পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির সকল প্রকারের ব্যয় যেমন বন্দর, জল সরবরাহ, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া অনুদানের উপর ব্যয়, ভরতুকি, সুদ ও হস্তান্তর ব্যয়, স্থায়ী সম্পদের উপর ব্যয় এবং ধণের ও ঋণ পরিশোধের উপর ব্যয়কেও বাদ দেওয়া হয়।

**(iii) মোট স্থায়ী মূলধন গঠন ( Gross fixed capital formation ) :** ইহা হইল বাড়ীঘর, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদের উপর ব্যয়। এই ব্যয় স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ

বৃদ্ধি বা বর্তমান সম্পদ হইতে যে অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহাকে প্রতিস্থাপন করা—উভয় কারণেই হইতে পারে। ইহা হইল অর্থ-ব্যবস্থার মোট বিনিয়োগের একটি বৃহৎ উপাদান।

**(iv) মজুতমালের পরিমাণবৃদ্ধির বাজার-দাম এবং চলমান কার্যকলাপ ( The value of physical increases in stocks and work-in-progress ) :** পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ( ১১ পৃষ্ঠা ) যে জাতীয় উৎপন্ন হিসাব করিবার সময় আমরা একটি নির্দিষ্ট বৎসরে মজুত মালের পরিমাণের পরিবর্তনকে বিবেচনা করি। ইহার আঙ্কিক মান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উভয়ই হইতে পারে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার সারণিটিতে দেখা যাইতেছে যে একটি কাল্পনিক দেশের ক্ষেত্রে ১৯৮৪ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ১,১৬২ কোটি টাকা।

**(v) মোট অন্তর্দেশীয় ব্যয় ( Total domestic expenditure ) :** উপরের সকল বিষয়গুলির ( items ) একত্র করা হইলে আমরা যাহা পাই তাহাকে মোট অন্তর্দেশীয় ব্যয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

**(vi) রপ্তানি ও আমদানী (Imports & Exports) :** আমরা যদি মোট অন্তর্দেশীয় ব্যয়ের সহিত রপ্তানির উপর ব্যয়কে যোগ করি তাহা হইলে আমরা যাহা পাই তাহাকে মোট চূড়ান্ত ব্যয় ( total final expenditure ) বলা হয়, কারণ ইহা দ্বারা চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যাদির উপর সকল ব্যয়কেই দেখান হয়। অবশ্য নানাবিধ আমদানি দ্রব্যের উপর এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় বলিয়া ইহাকে চূড়ান্ত ব্যয় হইতে বাদ দেওয়া হয়। ইহার পর আমরা যাহাতে উপনীত হই তাহাকে বাজার-দামে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন ( gross domestic product at market prices ) বলা হয়।

**(vii) মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন ( Gross domestic product ) :** বাজার-দামে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন হইল প্রকৃত ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ( বৈদেশিক বাণিজ্য বাদ দিয়া ) জাতীয় উৎপন্নের আর্থিক মূল্য। অবশ্য ইহা অনেক সময়ে ভুলভ্রান্তির সৃষ্টি করে, কারণ বহুবিধ দ্রব্যের বাজার দামের মধ্যে কর বা ভরতুকিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং উপকরণসমূহ ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় উৎপন্নের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের উপকরণসমূহের উপর অর্থব্যয় হইতে দু-একটি বিষয় বাদ দিতে হইবে এবং দু-একটি বিষয় যোগ করিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের একদিকে যেমন পরোক্ষ করকে দ্রব্যাদির বাজার-দাম হইতে বাদ দিতে হইবে অন্য দিকে সেরূপ ভরতুকিকে বাজার-দামের সহিত যোগ করিতে হইবে। এই সকল যোগ-বিয়োগের ( factor cost adjustment ) মাধ্যমে আমরা যে আঙ্কিক মানে ( figure ) উপনীত হইব তাহাকে উপকরণসমূহের উপর অর্থব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন ( gross domestic product at factor cost ) বলা হয়। ইহাই হইল জাতীয় উৎপন্ন পরিমাপের সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি এবং আমরা লক্ষ্য করি যে জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতির মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

**(viii) মোট জাতীয় উৎপন্ন ( Gross national product ) :** মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের সাহায্যে আমরা উপকরণসমূহের ( বা সম্পদের ) ব্যবহারের পরিধি দেখাইবার প্রচেষ্টা করি। অবশ্য জাতীয় উৎপন্ন বিদেশ হইতে অর্জিত বা বিদেশে প্রেরিত খাজনা, মুনাফা, সুদ ও লভ্যাংশ দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার সারণিটিতে ইহাকে সম্পত্তির খাতে বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয় ( net property income from abroad ) হিসাবে দেখান হইয়াছে। ইহার আঙ্কিক মান ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক উভয়ই হইতে পারে। ইহাকে হিসাবনিকাশের মধ্যে ধরিয়া আমরা যাহা পাই তাহাকে উপকরণসমূহের উপর অর্থব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মোট জাতীয় উৎপন্ন ( gross national product at factor cost ) বলা হয়।

**(ix) নীট জাতীয় উৎপন্ন ( Net national product ) :** পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, যে কোন দেশের মূলধনের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পায়। সুতরাং মোট স্থায়ী মূলধন গঠনের একটি

অংশ পুরাতন মূলধনকে প্রতিস্থাপন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ইহাকে মূলধন ভোগ (capital consumption) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মোট জাতীয় উৎপন্ন হইতে ইহাকে বাদ দিলে আমরা যে আক্ষরিক মানে অবতীর্ণ হই তাহাকে নীট জাতীয় উৎপন্ন (net national product) বলা হয়।

এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে: জাতীয় উৎপন্ন (আয়) হইল ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারী ব্যয় এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্তের যোগফল মাত্র।

মূল বিষয়টিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

যেখানে $Y$ হইল জাতীয় আয়, $C$ হইল মোট ভোগব্যয়, $I$ হইল বিনিয়োগ ব্যয়, $G$ হইল চলতি বৎসরে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর সরকারী ব্যয়, $X$ হইল মোট রপ্তানি এবং $M$ হইল মোট আমদানি। উল্লেখ করা হইয়াছে যে $X$ এবং $M$-এর ব্যবধানকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (the balance of trade) বলা হয় (১২ পৃষ্ঠা)।

### ৭.১১ জাতীয় উৎপন্ন পদ্ধতি (National Income Method)

নিচের ৭.৫ সারণির সাহায্যে আমরা জাতীয় উৎপন্ন পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করিব। ইহা হইতে দেখা যায়, যে সকল সূত্র হইতে অর্জিত আয়কে একত্র করিয়া আমরা মোট অভ্যন্তরীণ আয় (total domestic income) নির্ধারণ করি।

সারণি ৭.৫: মোট জাতীয় উৎপন্ন (ব্যয়ের শ্রেণী অনুসারে)

| বিষয় (item) | কোটি টাকা |
|---|---|
| নিয়োগ হইতে আয় | ১,৫৫,১৩৩ |
| স্বয়ং-নিয়োগ হইতে আয় | ২০,০৬৮ |
| কোম্পানীর মোট বাণিজ্যিক মুনাফা | ৩৩,৩৪৪ |
| সরকারী করর্পোরেশন ও সরকারী উদ্যোগের মোট বাণিজ্যিক মুনাফা | ৯,১১২ |
| খাজনা | ১৬,১৬৬ |
| বাণিজ্য-বহির্ভূত মূলধন ভোগের জন্য অন্তর্নিহিত চার্য (imputed charge for consumption of non-trading capital) | ২,৫০৭ |
| —ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে | |
| মজুতমালের মূল্যবৃদ্ধি (stock appreciation) | —৩,২০৭ |
| মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন (আয়ের উপর ভিত্তিশীল) | ২,৩২,৫০৩ |
| হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত ভুলত্রুটি | ৫০ |
| মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন (ব্যয়ের উপর ভিত্তিশীল) | ২,৩২,৫৫৩ |
| বিদেশ হইতে অর্জিত সম্পত্তির খাতে নীট আয় | ১,৫৭৭ |
| মোট জাতীয় উৎপন্ন (উপকরণসমূহের দামের ভিত্তিতে) | ২,৩৪,১৩০ |
| —ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে | |
| মূলধন ভোগ | —৩৩,০৫৭ |
| জাতীয় আয়, অর্থাৎ, নীট জাতীয় উৎপন্ন | ২,০১,০৭৩ |

বাণিজ্য-বহির্ভূত মূলধন ভোগের অন্তর্নিহিত ব্যয় বলিতে কোম্পানীর মালিকগণ যে সকল বাড়ীঘর ভোগ করেন তাহাদের অন্তর্নিহিত খাজনাকেই বুঝায়। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নে উপনীত

হইতে হইলে মজুত মালের দামবৃদ্ধির খাতে একটি অংশ বাদ দিয়া ধরিতে হইবে। যে সকল মাল মজুত করিয়া রাখা হয় সারা বৎসর ধরিয়া তাহাদের বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই বর্ধিত দামকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে (উপকরণসমূহের উপর অর্থব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে) উহাদের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহাকে ৭.৪ সারণির (৯৩ পৃষ্ঠা) মজুতমালের পরিমাণবৃদ্ধির ফলে উহাদের দামবৃদ্ধির সহিত তুলনা করা যায়। পূর্ববর্তী সারণিতে (৭.৫) অবশ্য আমরা মজুতমালের এই পরিমাণবৃদ্ধিকে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

আয় পদ্ধতির সাহায্যে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের হিসাব করার পর ইহাকে ব্যয় পদ্ধতির সাহায্যে পরিমিত জাতীয় আয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দুইটির মধ্যে যদি কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় তাহা মূলত পরিসংখ্যানগত কারণে ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাকে হিসাবনিকাশসংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি (the residual error) বলিয়া গণ্য করা যায়।

পূর্ববর্তী সারণির (৭.৪) মত এক্ষেত্রেও (অর্থাৎ ৭.৫ সারণিতে) সামান্য পরিবর্তনের সাহায্যে আমরা মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন ও নীট অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের আক্ষরিক মানে উপনীত হইতে পারি।

## ৭.১২ ব্যক্তিগত আয় (Personal Income)

জাতীয় আয়ের সমগ্র অংশটি কেবলমাত্র ব্যক্তিগণ অর্জন করে না। কোম্পানীগুলিও আয়ের একাংশ অর্জন করে এবং এই অংশটি লভ্যাংশ হিসাবে বন্টিত হয় না। ইহা ব্যতীত জাতীয় আয়ের একটি অংশ সরকার কর হিসাবে পাইয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় আয় সকল ব্যক্তির আয়ের যোগফল নয়। জাতীয় আয় হইতে সকল প্রকার ভরতুকি বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত আয়ের হিসাব করিবার সময় সকল সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়কে একত্র করা হয়। ইহার মধ্যে বেকার ভাতা বা পেনসনের মত সকল প্রকারের হস্তান্তর ব্যয় বা পাওনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অবশ্য এই ব্যক্তিগত আয়ের একটা মোট অংশ করবাবদ সরকার কাটিয়া লয়। যদি ব্যক্তিগত আয় হইতে আয়করসমূহ এবং প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের জন্য অবদান (provident fund contributions) কাটিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে আমরা যাহা পাই তাহাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (personal disposable income) বলা হয়।

ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। খুচরা বিক্রেতাগণ সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব করিবার সময় ইহার দিকে দৃষ্টি দেন। ব্যক্তিগণের দিক দিয়াও ইহা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহাই নির্ধারণ করে লোকের পকেটে খরচ করিবার জন্য মোট কত টাকা পড়িয়া আছে। এই ব্যয়যোগ্য আয়েরই একটি মোটা অংশ খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় এবং যাহা পড়িয়া থাকে তাহা সঞ্চয় করা হয়। মোট আয় হইতে মোট ভোগব্যয় বাদ দিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকে সঞ্চয় বলা হয়। সুতরাং একটি উদ্বৃত্ত (residue)। ১৯৮২-৮৩ সালে ভারতে নীট অন্তর্দেশীয় সঞ্চয়ের হার ছিল ১৬.৭ শতাংশ। ১৯৭১ সালে ইহা ছিল মাত্র ১১.৩ শতাংশ। সুতরাং সঞ্চয়ের অনুপাত এক দশকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা যায়।

## ৭.১৩ জাতীয় উৎপন্ন পদ্ধতি (National Output Method)

ইহা হইল জাতীয় উৎপন্ন পরিমাপের চূড়ান্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি অনুসারে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের (বা শিল্পের) অবদানকে একত্র করা হয়। নিম্নের সারণিটিতে (৭.৬) ইহাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে দেখা যায় যে শিল্পের অবদান হইল সর্বাপেক্ষা অধিক।[১] অবশ্য ইদানিংকালে উন্নত দেশগুলিতে শিল্পের গুরুত্ব সামান্য হ্রাস পাইয়াছে এবং সেবাপ্রদানকারী ক্ষেত্রসমূহের, যেমন ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই পদ্ধতি অনুসারে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের হিসাবনিকাশ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে কোন দ্রব্য একাধিকবার গণনা করা চলিবে না। অর্থাৎ, ইহার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি শিল্পের দ্বারা

১. অবশ্য ভারতের ন্যায় বল্পোন্নত দেশের কৃষি ও ইহার সহিত সম্পর্কিত ক্ষেত্রসমূহের অবদান অধিক।

যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করা। এ-সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে ( ৮৮ পৃষ্ঠা )। যেমন, মোটরগাড়ীর বাজারমূল্য হিসাব করিবার সময় টায়ারের দাম বাদ দিতে হইবে।

সারণি ৭.৬ : মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন ( শিল্প অনুসারে )

| বিষয় ( item ) | কোটি টাকা |
|---|---|
| কৃষি, বনসম্পদ আহরণ ও মৎস চাষ | ৫,৭৫২ |
| শক্তি ও জল সরবরাহ | ২৬,০৩৭ |
| উৎপাদন শিল্প | ৫৬,৪৯২ |
| নির্মাণ শিল্প | ১৩,৪৮০ |
| বিপণন, হোটেল এবং কেটারিং | ২৯,৯৭১ |
| যানবাহন | ১০,৩১১ |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা | ৬,৮৫৩ |
| ব্যাংকের অর্থ, বীমাসংক্রান্ত সেবা এবং লিজ্ দেওয়া সংক্রান্ত কার্যকলাপ | ২৯,০৩৪০ |
| বসত বাড়ীর মালীকানা | ১৭,৬৯০ |
| সরকারী প্রশাসন, জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা | ১৬,৭২৪ |
| শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সেবা | ২০,৮৬৮ |
| অন্যান্য সেবা | ১৪,৫৪৩ |
| মোট | ২৪৪,৭৬১ |
| অর্থসংক্রান্ত সেবাপ্রদানের জন্য ছাড়বাদ | —১২,২৫৮ |
| হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি | ৫০ |
| উপকরণসমূহের দামে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন | ২৩২,৫৫৩ |

উপরের সারণিতে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে বিভিন্ন ক্ষেত্র আর্থিক ক্ষেত্রটি ( the financial sector ) হইতে যে অর্থ লগ্নী করে উহার নিমিত্ত যে নীট সুদ প্রদান তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্বেই উহাদের আক্ষরিক মানকে দেখান হইয়াছে। ইহাকে অর্থসংক্রান্ত সেবা-প্রদান করার জন্য যে-সকল বিষয় গণনা করা এবং বাদ দেওয়া হয় তাহাকে মোট আক্ষরিক মান ( composite figure ) হিসাবে দেখান হইয়াছে। ইহার পর হিসাবনিকাশের সময় যে ভুলভ্রান্তি হয় ( residual error ) তাহাদের বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে উপকরণসমূহের উপর অর্থব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন ( gross domestic product at factor cost ) বলা হয়। ইহার সহিত বিদেশ হইতে অর্জিত সম্পত্তির খাতে নীট আয়কে যোগ করিয়া এবং ইহার পর মূলধনী ভোগকে বাদ দিয়া আমরা মোট জাতীয় উৎপন্ন ( gross national product ) এবং নীট জাতীয় উৎপন্নের ( net national product ) মানে অবতীর্ণ হই।

### ৭.১৪ আয় ও সম্পদ ( Income and Wealth )

এখন আমরা মূল বিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়া আয় ও সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইতে পারি। জাতীয় উৎপন্ন পরিমাপ করিবার যে নানাবিধ পদ্ধতি আছে সেগুলির সাহায্যে আমরা একটি বিশেষ বৎসরের জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে পারি। অবশ্য ইহা জাতীয় সম্পদের পরিমাপ করে না। একটি জাতীয় মূলধন দ্রব্যের পরিমাণ সাধারণত অত্যধিক হয়। আমরা আমাদের পিতামহ ও

প্রপিতামহদের কার্যকলাপের ফল এখনও ভোগ করি—যেমন ব্রিটিশ আমলে প্রস্তুত করা হাওড়া ও বালী ব্রীজ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রস্তুত করা বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ইত্যাদি। জাতীয় মূলধনের এই মোট মজুত হইল অর্থনৈতিক ইতিহাসের সমগ্রকাল ধরিয়া মোট উৎপন্ন হইতে যে অংশ বা যাহা কিছু সরাইয়া বা বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে তাহাদের যোগফল মাত্র।

বস্তুত, যে কোন দেশের জাতীয় সম্পদ ইহা জাতীয় উৎপন্ন অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে জাতীয় আয়ের আক্ষরিক মানের কোন গুরুত্ব নাই। জাতীয় ও মাথাপিছু আয় পর্যাপ্ত না হইলে জীবনযাত্রার মান সন্তোষজনক হয় না। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয় কম হইয়া সম্পদ অধিক হয় তাহা হইলে মূলধনের উপর তাঁহার নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। আয় হ্রাস পাইতে থাকিলে ভোগের ও সঞ্চয়ের উভয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। একটি দেশের ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। আমরা আমাদের মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিব কি না তাহা মূলত নির্ধারিত হয় জাতীয় আয় দ্বারা। যদি নীট মূলধন গঠনের পরিমাণ অধিক হয় তাহা হইলে অনুমান করা হয় যে একটি জাতির সম্পদের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দেশটি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে।

### ৭.১৫ সমস্যাসমূহ ও আন্তর্জাতিক তুলনা ( Problems and International Comparisons )

এই অধ্যায়ের শেষাংশে জীবনযাত্রার মানের নির্দেশক হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাপের ক্ষেত্রে যে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহাদের লইয়া আলোচনা করিব। উপরন্তু, আমরা একটি দেশের জাতীয় উৎপন্নের সহিত অন্য দেশের জাতীয় উৎপন্নের তুলনা করিবার সময় যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহাদের উপরও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব।

#### (১) মুদ্রাস্ফীতি ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নহ্রাসক ( Inflation and the GDP Deflator )

একটি দেশের এক বৎসরের জাতীয় উৎপন্নের সহিত অপর একটি বৎসরের জাতীয় উৎপন্নের তুলনা করিবার সময় মুদ্রাস্ফীতির ফলে একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি জাতীয় উৎপন্ন ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং ঐ একই সংগে দেশে ১০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় তাহা হইলে প্রকৃত হিসাব অনুসারে ( in real terms ) জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ মোটেই বৃদ্ধি পাইবে না।

এক্ষেত্রে প্রকৃত জাতীয় উৎপন্নকে ( real national product ) স্থির দামের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা কষ্টপ্রসূ হইবে। আর্থিক আয়কে মুদ্রাস্ফীতির অংক ( amount of inflation ) দ্বারা ভাগ করিয়া আমরা প্রকৃত আয়ের হিসাব করিতে পারি। আমরা সাধারণ সূচকসংখ্যার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ করি। এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত সূচক হইল খুচরা দামের সূচক ( the retail price index )। অবশ্য জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য ইহা উপযুক্ত নয়, কারণ ইহা কেবলমাত্র ভোক্তার ব্যয়ের পরিমাপ করে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে জাতীয় উৎপন্নের আরও মূল দুইটি উপাদান হইল বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারী ব্যয়। সুতরাং আরও একটি জটিল অথচ নির্ভরযোগ্য সূচক ব্যবহার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং এই সূচককে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নহ্রাসক ( GDP deflator ) বা সংক্ষেপে উৎপন্নহ্রাসক বলা হয়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক চলতি দামের হিসাবে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯৭৫ সালে ৯৪·৩ কোটি টাকা, ১৯৮০ সালে ১৯৬ কোটি টাকা এবং ১৯৮২ সালে ২৩২·৫ কোটি টাকা। ধরা যাউক এই সকল বৎসরের উৎপন্নহ্রাসক হইল যথাক্রমে ৫১.৯, ১০০·০ এবং ১১৭·৩। এখন মোট উৎপন্নকে স্থির দামে প্রকাশ করিতে হইলে আর্থিক উৎপন্নকে এই আয়হ্রাসক দ্বারা ভাগ করিয়া উহাকে আবার ১০০ দ্বারা গুণ করিতে হইবে। অতএব আমরা পাই :

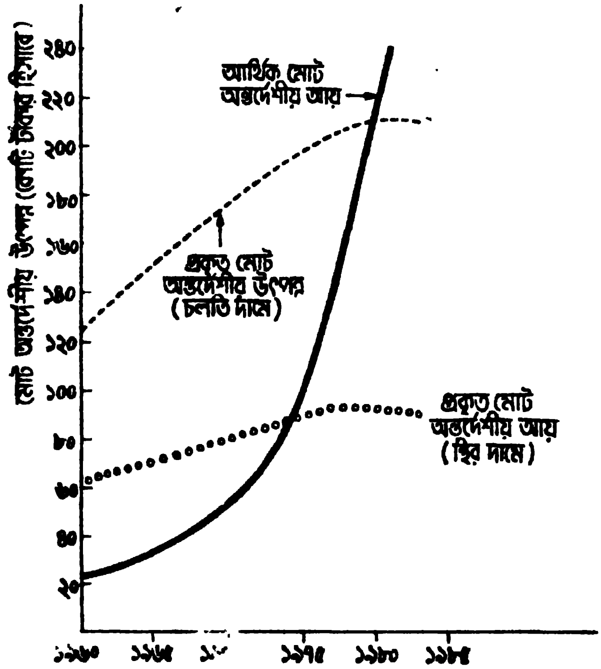
১৯৭৫ $\quad \dfrac{\text{৯৪.৩ কোটি টাকা}}{\text{৫১.৯}} \times \dfrac{\text{১০০}}{\text{১}} = \text{১৮১.৭ কোটি টাকা}$

১৯৮০ $\quad \dfrac{\text{১৯৬ কোটি টাকা}}{\text{১০০.০}} \times \text{১০০} = \text{১৯৬.০ কোটি টাকা}$

১৯৮২ $\quad \dfrac{\text{২৩২.৫ কোটি টাকা}}{\text{১১৭.৩}} \times \text{১০০} = \text{১৯৮.২ কোটি টাকা}$

সুতরাং ১৯৮২ সালে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের প্রকৃত মূল্য ( real value ) ছিল ১৯৮.২ কোটি টাকার মত। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ১৯৮০ এবং ১৯৮২ সালের মধ্যে মোট উৎপন্নের প্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি পায় মাত্র ১.১ শতাংশ যদিও ইহার আর্থিক মূল্যবৃদ্ধি পায় ১৮.৬ শতাংশ। নিম্নের রেখাচিত্রে ১৯৬০ সাল হইতে একটি কাল্পনিক দেশের প্রকৃত ও আর্থিক মূল্যের তুলনা করা হইয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দ্রুতগতিতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে মোট উৎপন্নের প্রকৃত ও আর্থিক মূল্যের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের জাতীয় আয়ের তুলনা করা একটি জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

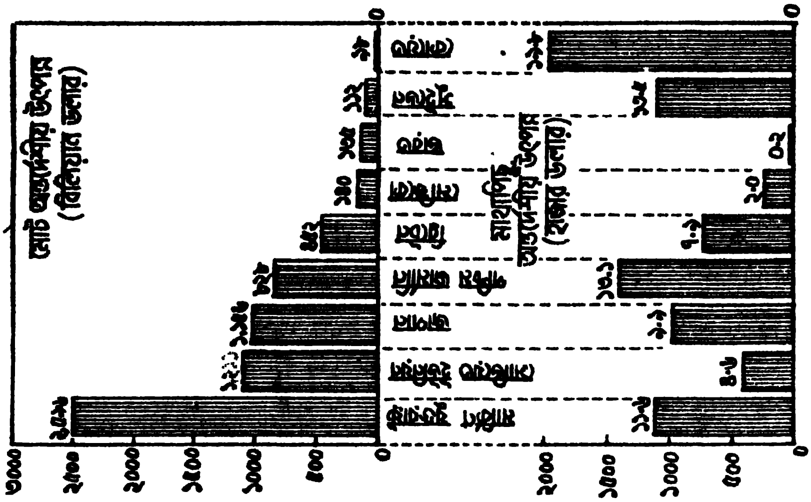



রেখাচিত্র ৭.৫ : একটি কাল্পনিক অর্থ-ব্যবস্থায় আর্থিক ও প্রকৃত মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন

## (২) মাথাপিছু জাতীয় আয় ( National income per head )

জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া আমরা মাথাপিছু আয় নির্ধারণ করি। নিম্নের আয়তচিত্রটি ( histogram ) দ্বারা ১৯৮০ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় দেখান হইয়াছে। ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ছিল সর্বাধিক। ভারতের মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ১৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মত, আর সুইডেনের ক্ষেত্রে ইহা ছিল ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মত। কিন্তু ভারতের মোট উৎপন্নকে ৬৭৩ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ভাগ করিতে হইয়াছে বলিয়া মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয় হইয়াছিল মাত্র ২৪০ ডলারের মত আর সুইডেনের মোট জনসংখ্যা মাত্র ৮.২ মিলিয়ন হওয়ায়, ঐ একই বৎসরে মাথাপিছু আয় ছিল ১৩,৫০০ ডলারের মত। ইহা পৃথিবীর উচ্চ আয়সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি দেশ বলিয়া গণ্য হয়। তৈল-সমৃদ্ধ কোয়েটের ক্ষেত্রে আরও ভীষণ বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার

১'৪ মিলিয়ন লোক বৎসরের ১১,৮০০ ডলারের মত গড় আয় ভোগ করিয়াছে যাহা ১৯৮০ সালে পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ ছিল।



রেখাচিত্র ৭.৬ : জাতীয় আয় ও সম্পদের বণ্টন

## ৭.১৬ আয়ের বণ্টন ( The Distribution of Income )

যদিও মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা করিতে পারি ইহা জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভ্রম সৃষ্টি করে। ইহার কারণ একটি দেশের মধ্যে আয় অত্যন্ত অসমভাবে বণ্টিত হইতে পারে। যেমন চলতি দামের হিসাবে ১৯৮৩-৮৪ সালে ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ২১৫০ টাকা ( ১৯৮২-৮৩ সালে ১৮৯০'১ টাকা )। কিন্তু জাতীয় আয় সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয় নাই। জনসংখ্যার মুষ্টিমেয় কয়েকজন অত্যন্ত ধনী এবং কোটি কোটি লোক ভীষণভাবে দরিদ্র। অপরদিকে সুইডেনে মাথাপিছু আয় শুধুমাত্র অতি উচ্চই নয়, ইহা সমভাবে বণ্টিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাগরিকগণের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত।

নিম্নের সারণিটিতে একটি কাল্পনিক দেশের করপ্রদানের পূর্বের আয়ের বণ্টন দেখান হইয়াছে। আমরা দেখি যে জনসংখ্যার মধ্যে ২০ শতাংশ লোক—যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক ধনী—তাহারা জাতীয় আয়ের ৪২'৬ শতাংশ লাভ করিয়াছে। এই তথ্যটি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখান যায়। এই রেখাচিত্রটিকে লোরেঞ্জ রেখা ( The Lorenz Curve ) বলা হয়। ইহাকে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হইল। যদি জাতীয় আয়কে সমভাবে বণ্টিত হইত তাহা হইলে প্রতি ১ শতাংশ লোকের ১ শতাংশ আয় প্রাপ্তি হইত। এই অবস্থাকে একটি ৪৫ ডিগ্রী রেখা দ্বারা দেখান যাইতে পারে। নিম্নের ৭·৭

সারণি ৭.৭ : করপ্রদানের পূর্বে আয়বণ্টন

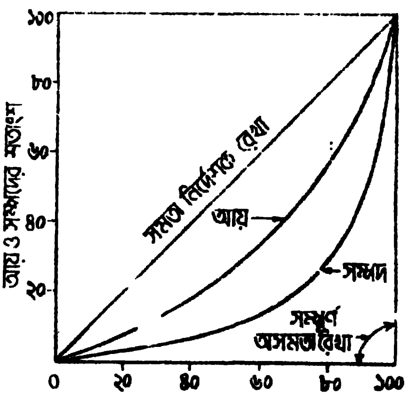
| মানক্রমে পরিবারের আয় ( Family income by rank ) | | জাতীয় আয়ের শতাংশ ( Percent of national income ) | ক্রমযৌগিক শতাংশ ( Cumulative percentage ) |
|---|---|---|---|
| সর্বনিম্ন | এক-পঞ্চমাংশ | ৬.১ | ৬.১ |
| দ্বিতীয় | এক-পঞ্চমাংশ | ১০.৫ | ১৬.৬ |
| তৃতীয় | এক-পঞ্চমাংশ | ১৬.৪ | ৩৩.০ |
| চতুর্থ | এক-পঞ্চমাংশ | ২৪.৪ | ৫৭.৪ |
| সর্বোচ্চ | এক-পঞ্চমাংশ | ৪২.৬ | ১০০.০ |

রেখাচিত্রে ইহাকে সমতা-নির্দেশক রেখা ( the line of absolute equality ) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার পর উপরের সারণিটির শেষ স্তম্ভের আক্ষরিক মানগুলি ব্যবহার করিয়া লোরেঞ্জ রেখা অঙ্কন করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জনসংখ্যার সর্বাধিক দরিদ্র ২০ শতাংশ লোক জাতীয় আয়ের মাত্র ৬.১ শতাংশ লাভ করে, জনসংখ্যার সর্বাধিক দরিদ্র ৪০ শতাংশ লোক লাভ করে জাতীয় আয়ের মাত্র ১৬.৬ শতাংশ ইত্যাদি। লোরেঞ্জ রেখা হইতে সমতা-নির্দেশক রেখার বিচ্যুতির দূরত্ব দ্বারাই আয় বন্টনের অসমতার পরিধি দেখান হয়।[১]

যদি জাতীয় আয় সম্পূর্ণ অসমভাবে বন্টিত হইল তাহা হইলে দেশের মাত্র একজনের নিকট সমস্ত আয় চলিয়া যাইত এবং অন্য সকলের আয় হইত শূন্য। এই অবস্থায় লোরেঞ্জ রেখা একটি সমকোণের ( right angle ) রূপ গ্রহণ করিত। ইহাকে সম্পূর্ণ অসম রেখা ( the curve of absolute inequality ) দ্বারা দেখান হইয়াছে।

লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে শুধুমাত্র আয় বন্টনই দেখান যায় না। ইহার সাহায্যে সম্পদ বন্টন —যেমন জমি বন্টনও দেখান যায়। যে কোন মিশ্র ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বন্টনের গতিধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় আয় অপেক্ষা সম্পদ অধিক অসমভাবে বন্টিত হয়। এই কারণে উপরের চিত্রটিতে দ্বিতীয় রেখাটির সাহায্যে সম্পদ বন্টন দেখান হইয়াছে।

অনেক সময় বিভিন্ন দেশের লোরেঞ্জ রেখার তুলনা করা হয়। সাধারণত দেখা যায় যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে আয়বন্টন ব্যাপারে স্বল্প অসমতা বা অধিক সমতা পরিলক্ষিত হয়। দেখা যাইতেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ব্রিটেন ও সুইডেন জাতীয় আয়ের বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিক সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ উভয় দেশই গতিশীল করব্যবস্থার প্রচলন করিয়া আয় বন্টনের অসমতা যথেষ্ট পরিমাণ দূর করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য প্যারেটোর সূত্রকে ( Pareto Law ) ভুল প্রমাণ করে। প্যারেটোর[২] সূত্র অনুসারে জাতীয় আয় যে ভাবে বন্টিত হয় ইহার ক্রমাগত সেইভাবেই বন্টিত হইবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবণতা দেখা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা এবং কর ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন স্তরেই আয় বন্টনের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব নয়।



রেখাচিত্র ৭.৭ : বিভিন্ন দেশে আয়ের-বন্টন

## ৭.১৭ সরকারী ব্যয় ( Government expenditure )

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের একটি বৃহৎ উপাদান হইল সরকারী ব্যয়। সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। জীবনযাত্রার মানের উপর সরকারী ব্যয়ের কি ফল হইবে তাহা নির্ভর করে সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতির উপর। উদাহরণস্বরূপ প্রতিরক্ষার খাতে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইলে জীবনযাত্রার মানে কোন তাৎক্ষণিক উন্নতি ঘটিবে না কিন্তু হাসপাতালের উপর অর্থ ব্যয় হইলে সামাজিক কল্যাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। সরকারী ব্যয় ক্রমাগত

১. "The extent to which the curve deviates from the line of absolute equality shows the extent of inequality of income distribution." John Beardshaw

২. Vilfredo Pareto হইলেন ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ডের এক প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ।

বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি না ঘটার কারণ হইল সরকারী বাজেটের সিংহভাগই লইয়া লয় প্রতিরক্ষা ও সরকারী ঋণের উপর প্রদেয় সুদ।

### ৭.১৮ অর্থ-বহির্ভূত লেনদেন ( Non-monetary transactions )

জাতীয় আয় হিসাবনিকাশ করিবার সময় কেবলমাত্র সেই সকল লেনদেনকেই পরিমাপ করা হয় যেগুলির ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কার্য অবৈতনিকভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া এগুলিকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। যেমন গৃহবধূরা বহুসংখ্যক কার্য সম্পাদন করেন যেগুলিকে জাতীয় আয়ের হিসাবনিকাশ করিবার সময় বাদ দেওয়া হয়। যেমন কাপড়কাচা, ছেলেমেয়েদের পড়ান, রান্না করা ইত্যাদি। যদি হঠাৎ একদিন গৃহবধূরা তাঁদের সমস্ত জামাকাপড় লণ্ড্রীতে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে যদিও আমরা যে সেবা ভোগ করি তাহার ক্ষেত্রে কোন প্রকৃত ব্যবধান ঘটিবে না।

ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে এই সমস্যাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করে। আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষকই জীবনধারণের বা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য শস্যাদি উৎপাদন করেন। তাঁহারা নিজেরাও খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন এবং ভোগ করেন। এগুলি যেহেতু বাজারে বিক্রীত হয় না ইহাদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। সুতরাং এগুলিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন হইতে বাদ দেওয়া হয়। ইহার ফলে মোট উৎপন্নের যে হিসাবে আমরা উপনীত হই তাহা আসল উৎপন্ন অপেক্ষা কম।

### ৭.১৯ কর ফাঁকি দেওয়া ( Tax evasion )

বহু সংখ্যক লেনদেনের কোন লিখিত রেকর্ড থাকে না। ইহার কারণ হইল কর ফাঁকি দেওয়া। করের হার যে দেশে যত অধিক হয় সে দেশে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাও তত বৃদ্ধি পায়। ভারতে এই সমস্যাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাই কালো টাকার সমস্যা বলিয়া পরিচিত। ইহার ফলে জাতীয় উৎপন্নের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহা কখনই নির্ভুল হয় না।

### ৭.২০ অবসর ( Leisure )

বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মান তুলনা করিবার ব্যাপারে একটি জটিল বিষয় হইল অবসর। যদি জাতীয় আয় অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু প্রতি সপ্তাহে গড় কার্যকরী ঘণ্টার ( the average working week ) পরিমাণ হ্রাস পায় তাহা হইলে জীবনের গুণগত দিকের ( the quality of life ) উন্নতি ঘটিয়াছে বলা যায়, যদিও জাতীয় উৎপন্নের অংকে ইহা প্রতিফলিত হয় না।

### ৭.২১ আন্তর্জাতিক তুলনার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ ( Difficulties in International Comparisons )

আয় বণ্টন, অর্থ-বহির্ভূত লেনদেন এবং সরকারী ব্যয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হারের ( exchange rates ) পরিবর্তনের ফলেও জটিলতার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত একটি মার্কিন ডলারের দাম ছিল ভারতের ৮ টাকার মত। কিন্তু বিগত দুই বৎসরে ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন একটি ডলারের দাম হইল ১৩ টাকার মত। ইহার ফলে ভারতের মাথাপিছু আয়ের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের তুলনা করার কোন উপযোগিতা আছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে। যখন আমরা বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনা করি তখন বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার একই সংগে পরিবর্তিত হইতে পারে। ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এক্ষেত্রে সকল দেশের মাথাপিছু আয়কে তুলনা করিবার জন্য যে কোন একটি দেশের মুদ্রাকে—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করিলে নির্ভুল হিসাব পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন একটি ধনতান্ত্রিক দেশের মাথাপিছু আয়ের সহিত আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনা করিবার প্রচেষ্টা করি। ইহার কারণ দুইটি দেশের মধ্যে হিসাবের এককের ( unit of account ) মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

## ৭.২২ জাতীয় আয় ও কল্যাণ ( National Income and Welfare )

উপরে যে সকল সমস্যা আলোচনা করা হইয়াছে সেগুলির জন্য জাতীয় আয়ের পরিমাপকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। বিশেষত জাতীয় আয় বা দেশের মোট সম্পদের বৃদ্ধিকে ও জনকল্যাণ-বৃদ্ধিকে এক করিয়া দেখার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে আয় বণ্টনের মত বিষয়গুলির জন্য জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আমাদের অভিমতকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। একটি দেশের জীবনযাত্রার মান শুধুমাত্র আর্থিক আয়ের উপরই নির্ভর করে না, ইহা নানাবিধ অনর্থনৈতিক বিষয়—যেমন জীবনের প্রত্যাশা, অপরাধের হার, স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্নাদির মান, ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এ প্রসংগে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আমরা ক্রমাগত অর্থনৈতিক দ্রব্যের ( economic goods ) উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছি, কিন্তু ইহার ফল হিসাবে আমরা কতকগুলি খারাপ জিনিষের সৃষ্টি করিতেছি। যেমন কারখানাগুলি হইতে ক্রমাগত ধোঁয়া বাহির হওয়ায় আবহাওয়া দূষিত হইতেছে। ইহার ফলে মানুষ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। যে ব্যক্তি কর্কট রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর জন্য দিন গুণিতেছেন তিনি মোটেই জানিতে আগ্রহী নন সপ্তম পরিকল্পনাধীন সময় ভারতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে।

অতি আধুনিক কালে জাতীয় উৎপন্নের পরিমাপের জন্য একটি বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা জাতীয় উৎপন্ন হইতে কতকগুলি অকাম্য বিষয়—যেমন আবহাওয়া দূষিত হওয়া—বাদ দেয় আর কতকগুলি কাম্য বিষয়—যেমন ক্রমবর্ধমান অবসর ভোগ—জাতীয় উৎপন্নের অন্তর্ভুক্ত করে। অধ্যাপক জেমস টবিন এবং উইলিয়ম নর্দাস এই প্রসংগে একটি নূতন ধারণার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহাকে অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিমাপ ( a measure of economic welfare বা সংক্ষেপে MEW ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে সামাজিক কল্যাণ সে হারে বৃদ্ধি পায় নাই।

এই সকল সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি যে মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন হইল একটি সমাজের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের স্তরকে মূল্যায়ন করিবার সর্বাধিক সহজ পদ্ধতি। অবশ্য যদি সমাজের কল্যাণের পরিমাপ করিতে হয় তাহা হইলে জনসাধারণের খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের স্তরের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে সামাজিক কল্যাণ পরিমাপের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। তবে এখনও পর্যন্ত একথা অনস্বীকার্য যে যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য পরিমাপের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হইল জাতীয় উৎপন্ন। একমাত্র ইহার সাহায্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা করা হয়।

### সংক্ষিপ্তসার

১. জাতীয় আয় হইল কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কি পরিমাণ সম্পদ উৎপাদিত হইয়াছে, বণ্টিত হইয়াছে এবং ভোগ করা হইয়াছে তাহার পরিমাপ।

২. আয়, ব্যয় ও উৎপন্ন হইল একই বিষয় পরিমাপ করিবার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি।

৩. জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় মূলধন দ্রব্যকে গণনা করিতে হইবে। অবপূর্তির বা মূলধন ভোগের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইজন্য মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন হইতে প্রতি বৎসর একটি অংশ সরাইয়া রাখা উচিত। নতুবা জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে।

৪. জাতীয় উৎপন্নের আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল সরকারী ব্যয় এবং নীট রপ্তানী ( বা বাণিজ্য উদ্বৃত্ত )।

৫. জাতীয় উৎপন্নের উপাদানগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

৬. উপকরণসমূহের উপর অর্থব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ব্যয়ের হিসাব করিতে হইলে সকল চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের উপর মোট ব্যয়ের সহিত একদিকে যেমন মজুতমালের পরিমাণকে যোগ দিতে হইবে অন্যদিকে আবার ভোগ ব্যয়ের উপর সকল প্রকারের করকে ( বা পরোক্ষ করকে ) বাদ দিতে হইবে এবং ভরতুকিকে যোগ দিতে হইবে।

৭. জাতীয় আয়ের পরিমাপ করিতে হইলে সকল ব্যক্তিগত আয়কে যোগ করিতে হইবে এবং এই যোগফল হইতে হস্তান্তর পাওনা ( transfer payments ) এবং মজুত মালের দামবৃদ্ধিকে বাদ দিতে হইবে।

৮. জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন দ্রব্যকে একাধিক বার গণনা করা চলিবে না। জাতীয় আয়ের মধ্যে কেবলমাত্র বিভিন্ন শিল্পের মূল্য-বৃদ্ধিকে ধরিতে হইবে।

৯. আর্থিক আয়কে মুদ্রাস্ফীতির হার বা আয়-হ্রাসক দ্বারা ভাগ করিয়া আমরা প্রকৃত আয়ে উপনীত হই।

১০. জাতীয় আয়ের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় :

(ক) জনসংখ্যার আয়তন।
(খ) আয় বণ্টন।
(গ) সরকারী ব্যয়।
(ঘ) অর্থ-বহির্ভূত লেনদেন।
(ঙ) কর ফাঁকি।
(চ) অবসর।

## অতিরিক্ত পাঠ্য

১. Ian Hobday : *Economics*—a first course.
২. L. Hey : *Economics of Public Finance* ( Pitman ).
৩. E. V. Bowden : *Abridged Economics* ( South-Western, 2nd edn. ).
৪. D. Salvatore : *Principles of Economics* ( McGraw-Hill ) [ for practical problems ].

## প্রশ্নাবলী

১. জাতীয় আয় কাহাকে বলে ? ইহাকে কিভাবে পরিমাপ করা যায় ?

২. জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় যে সকল তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহাদের লইয়া আলোচনা কর।

৩. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই কি সমাজের মোট কল্যাণ বৃদ্ধি পায় ?

# দ্বিতীয় খণ্ড

## ব্যষ্টিবাচক অর্থ-ব্যবস্থা
## ( The Micro Economic System )

### বাজার ও দাম
### ( Markets and Prices )

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা কতকগুলি সাধারণ বিষয় ও মৌলিক ধারণা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। পুস্তকের এই অংশে আমরা ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা লইয়া আলোচনা করিব। ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় আমরা অর্থ-ব্যবস্থার দুইটি মৌল এককের আচরণ বিশ্লেষণ করি। এই দুইটি একক হইল ভোক্তা বা পরিবার এবং ফার্ম বা শিল্প প্রতিষ্ঠান। ভোক্তার উদ্দেশ্য হইল উপযোগ সর্বাধিক করা। অনুরূপভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। সুতরাং এখন আমরা এই দুইটি বিষয় এবং ইহাদের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ লইয়াই আলোচনা করিব।

ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার উপর প্রথম পুস্তক হইল অধ্যাপক মার্শালের : *The Principles of Economics* যে গ্রন্থটি ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক মার্শালই প্রথম চাহিদা ও যোগানের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে কোন দ্রব্য বা উপকরণের বাজার দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার পশ্চাতে কার্য করে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি এবং যোগানের পশ্চাতে কার্য করে ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিধি। ইহা ছাড়া মার্শাল একটি নূতন ধারণা আবিষ্কার করেন। ইহা হইল স্থিতিস্থাপকতার ধারণা। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই সকল বিষয় লইয়াই আমরা এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

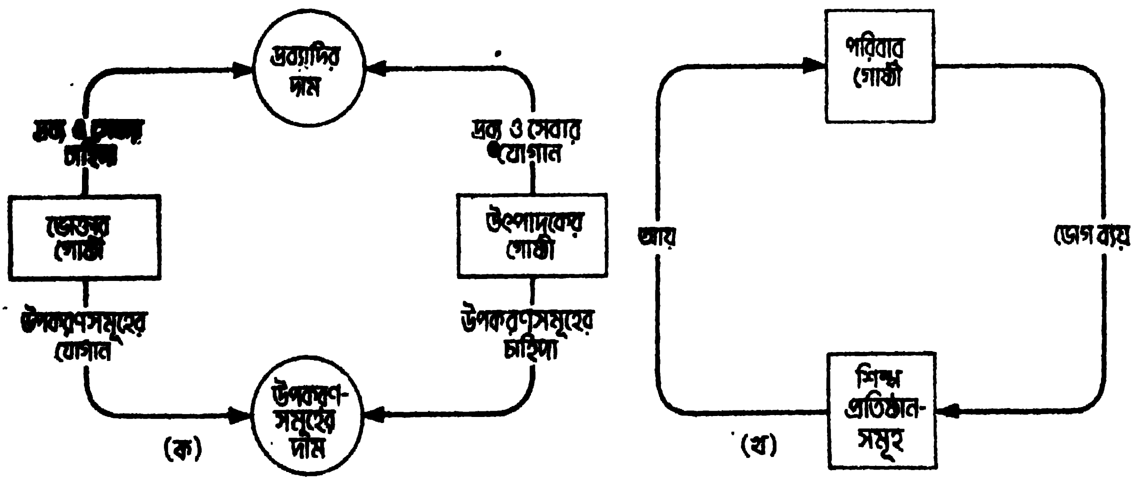
# মূল্য-ব্যবস্থা
## ( The Price System )

*"We must look at the price system as a mechanism for communicating information if we want to understand its real function."* F. A. Von Hayek

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমরা অর্থবিদ্যার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে সাধারণভাবে নিরীক্ষণ করা হইয়াছে। এখন আমরা অর্থবিদ্যার বিস্তারিত আলোচনা সুরু করিব। পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে আমরা ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা লইয়া আলোচনা করিব। এই অংশে আমরা মূলত বাজারসমূহ কিভাবে কার্য করে তাহা বিশ্লেষণ করিব। পুস্তকের পরবর্তী চারটি পরিচ্ছেদে অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডে আমরা সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার মূল বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিব।

### ৮.১ মূল্য-ব্যবস্থার সহিত চক্রাকার-প্রবাহের তুলনা ( The Circular Flow Compared with the Price System )

অর্থবিদ্যার ব্যষ্টিবাচক ও সমষ্টিবাচক দৃষ্টিকোণের ( views ) সমন্বয়সাধন করিতে যাওয়া অবশ্যই একটি আকর্ষণীয় বিষয়। ৮.১ রেখাচিত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের মূল্য-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণের এবং সপ্তম অধ্যায়ের চক্রাকার আয়-প্রবাহের মূল ধারণাগুলির সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। অবশ্য এই দুইটি বিষয় দ্বারা আমরা অর্থ-ব্যবস্থার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা করি। মূল্য-ব্যবস্থার রেখাচিত্রে দেখি যে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারাই দ্রব্যাদির ও উপকরণসমূহের দাম নির্ধারিত হয়। নিম্নের রেখাচিত্রের (ক) অংশে ইহাকে তীর চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ৮.১ : অর্থ-ব্যবস্থার দুইটি দৃষ্টিকোণ ( Two views of the economy )

অর্থ-ব্যবস্থার এই দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে পারি : (ক) একটি দ্রব্যের বাজার দাম কি ভাবে নির্ধারিত হয়, (খ) দ্রব্যাদির আপেক্ষিক মূল্য ( relative prices ) কি ভাবে নির্ধারিত হয় এবং (গ) কি ভাবে এই আপেক্ষিক মূল্যের পরিবর্তন ঘটে ; উদাহরণস্বরূপ ইহা আমাদের বলিয়া দেয় গমের দাম পরিবর্তিত হইলে পাঁউরুটির দাম কি ভাবে পরিবর্তিত হয়। অবশ্য সকল দ্রব্যের সাধারণ স্তর ( the general level of all prices ) কি ভাবে নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে ইহা আমাদের বিশেষ কোন ইংগিত দেয় না। ইহার জন্য আমাদের সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে দেখিতে হয় এবং সূচকসংখ্যা ব্যবহার করিতে হয়।

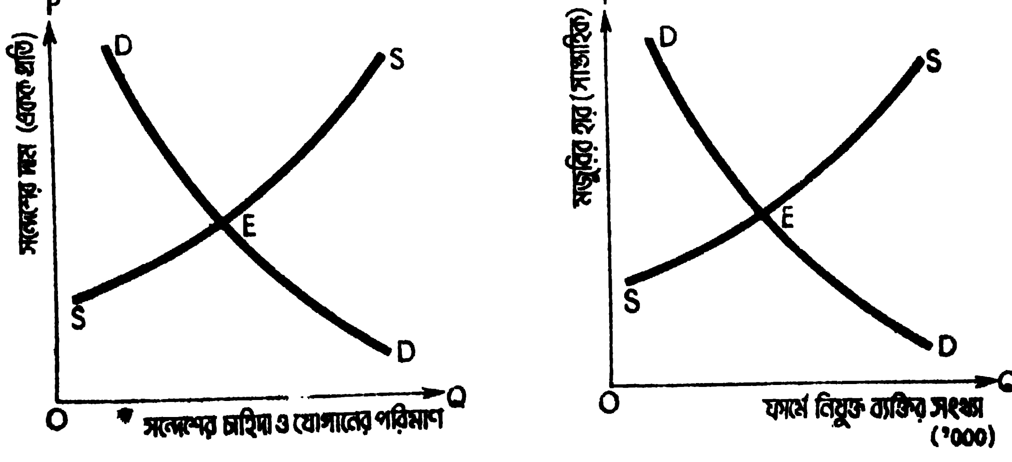
অপরদিকে আবার চক্রাকার-প্রবাহ রেখাচিত্রটিতে আমরা অর্থ-ব্যবস্থার একটি গতিশীল ( dynamic ) বা চলমান ( moving ) দৃশ্য দেখিতে পাই। এখানে ব্যয় একদিকে যেমন আয় সৃষ্টি করে সেরূপ আয় অপরদিকে ব্যয় সৃষ্টি করে এবং আয়-ব্যয়ের এই চক্রাকার-প্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। মূল্য-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ হইতে যেমন দুইটি বিরোধী শক্তির ( অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার ) মধ্যে সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় এক্ষেত্রে উহার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন হইল : কোন দৃষ্টিকোণটি সঠিক ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে কোন দৃষ্টিকোণই অর্থ-ব্যবস্থার সকল দিকের একটি সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক ছবি তুলিয়া ধরে না। মূল্য-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ যেরূপ কতকগুলি বিষয় ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে ভাল সেরূপ চক্রাকার-প্রবাহের দৃষ্টিকোণ হইতে অন্য কয়েকটি বিষয় সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

চক্রাকার-প্রবাহের দৃশ্যটি হইল ১৯৩০-৪০-এর দশকে কেইনস ও তাঁহার অনুগামীদের কার্যের উপর ভিত্তিশীল। ইহাকে কখনও কখনও আধুনিক বা নূতন অর্থবিদ্যা ( the new economics ) আখ্যা দেওয়া হয়। অপরদিকে মূল্য-ব্যবস্থার দৃষ্টিভংগীটি এ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ তুলিয়া ধরেন। দুর্ভাগ্যজনিত বিষয়টি হইল এই যে অর্থবিদ্যাবিদ এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটি বিষয় বা দৃষ্টিভংগী যে অন্য একটি বিষয় হইতে প্রকৃষ্ট তাহা প্রমাণ করিবার একটি প্রবণতা রহিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত কারণ বর্তমানে কোন একটি তত্ত্ব অর্থ-ব্যবস্থায় যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহাদের সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ছাত্র-ছাত্রীগণের অবশ্য সকল তত্ত্বের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে এবং এই তত্ত্বসমূহের সেই সকল অংশকে ব্যবহার করিতে হইবে যেগুলি যুক্তিযুক্ত বা ন্যায্য ( reasonable ) বলিয়া মনে হয়। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে অর্থবিদ্যার যে মূল শাখাটি ( mainstream economics ) বিস্তারিত হইয়াছে ইহাই তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের পুরাতন ধারণাসমূহের সহিত আধুনিক অর্থবিদ্যার ধারণাসমূহের সংমিশ্রণকে নয়া-ক্ল্যাসিকাল সমন্বয় ( the neo-classical synthesis ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

## ৮.২ বাজার দাম ও উপকরণসমূহের দাম ( Market Prices and Factor Prices )

এখন আমরা ক্রমাগত যতই মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতা লইয়া আলোচনা করিব ততই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা শুধুমাত্র ভোগ দ্রব্যাদির, যেমন—খাদ্যদ্রব্য বা মোটরগাড়ী বা সেবার




রেখাচিত্র ৮.২ : একটি দ্রব্যের দাম ও একটি উপকরণের দামকে একই দৃষ্টিতে দেখা যায়

দামকেই ব্যাখ্যা করে না, ইহা উপকরণসমূহের দামকেও ব্যাখ্যা করে। সুতরাং মজুরি ও খাজনাকেও সন্দেশ বা কেকের দামের মতই দেখিতে হইবে। ৮.২ রেখাচিত্রে (১০৭ পৃষ্ঠা) আমরা দেখি যে কোন একটি দ্রব্যের—যেমন সন্দেশের দাম এবং যে কোন উপকরণের—যেমন শ্রমের দামকে (মজুরি) একই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়। সুতরাং যখন আমরা মূল্য-ব্যবস্থা লইয়া আলোচনা করি তখন আমরা শুধুমাত্র কি ভাবে দ্রব্যাদির দাম নির্ধারিত হয় তাহার ব্যাখ্যা খুঁজিয়া বেড়াই না, অর্থ-ব্যবস্থার সকল বিষয়ের—দ্রব্যাদি, সেবা, উপকরণসমূহ—দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা লইয়াও গভীরভাবে চিন্তা করি।

## ৮.৩ বাজার লইয়া আলোচনা করা হয় কেন ( Why Study the Market ? )

এখন প্রশ্ন হইল আমরা বাজার লইয়া আলোচনা করি কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় আমরা বাজার লইয়া এই কারণে আলোচনা করি যে ইহা আমাদের অর্থনৈতিক সমাজের তিন মৌল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সাহায্য করে। পুনোরুল্লেখ করা যায় যে এই তিনটি প্রশ্ন হইল: (১) সীমিত উপকরণের সাহায্যে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে? (২) কিভাবে প্রস্তুত করা হইবে? এবং (৩) কাহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইবে? ইহার নানাবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একমাত্র বাজার ব্যবস্থাই কিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক সমাজ কার্য সম্পাদিত হয় তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে। ইহা শুধুমাত্র ভোক্তাদের আচরণই ব্যাখ্যা করে না ইহা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের আচরণও ব্যাখ্যা করে।

যখন আমরা বাজার ব্যবস্থার মূল্যায়ন করিব তখন আমরা দুই প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হইব। প্রথমত, আমরা সেই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইব যেগুলি অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রভাবসমূহের সহিত সম্পর্কিত—অর্থাৎ যেগুলি অর্থ-ব্যবস্থার ভিতরে লুকাইয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখাইতে পারি যে বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্ব থাকিলে উপকরণসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার ফলে সমাজের কল্যাণ হ্রাস পায়। এই দিক দিয়া দেখিলে মূল্য-ব্যবস্থার গুরুত্ব হইল এই যে ইহাকে একটি মানদণ্ড হিসাবে লইয়া আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষতার বিচার করিতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমরা অর্থ-ব্যবস্থা বহির্ভূত কতকগুলি আদর্শ প্রশ্নের ( normative questions ) সম্মুখীন হই। আমরা এই ধরনের দুইটি প্রশ্ন লইয়া পূর্বেই বিবেচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে বর্তমান দিনের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার সম্পদ ও আয় উভয়ের বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে মূল্যব্যবস্থা তত্ত্বের কিছুই বলিবার নাই। আর একটি সমস্যা হইল এই যে প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য-ব্যবস্থার কোনই ভূমিকা নাই। এখানে আবার সমাজকে আদর্শের দিক হইতে বিচার ( normative judgement ) করিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্যাদি উৎপাদন করা উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল বিষয় অবশ্য কল্যাণকর অর্থবিদ্যার ( welfare economics ) অংশ এবং এই পুস্তকে এসম্পর্কে আলোচনা বিশেষ কোন সুযোগ নাই।

### সংক্ষিপ্তসার

১. মূল্য-ব্যবস্থা এবং চক্রাকার প্রবাহ অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প দৃশ্য তুলিয়া ধরে। অবশ্য কোনটিই সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয়।

২. মূল্য-ব্যবস্থা অর্থ-ব্যবস্থার সকল বিষয়ের দামকেই ব্যাখ্যা করে।

৩. মূল্য-ব্যবস্থা শুধুমাত্র অর্থ-ব্যবস্থার একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে না, ইহা অর্থ-ব্যবস্থার দক্ষতা পরিমাপ করিবারও প্রচেষ্টা করে।

৪. মূল্য-ব্যবস্থা ত্রুটিবিচ্যুতি লইয়া অর্থবিদ্যার যে শাখা আলোচনা করে তাহাকে কল্যাণকর অর্থবিদ্যা ( welfare economics ) বলা হয়।

## অতিরিক্ত পাঠ্য

১. A. J. Allport & C. M. N. Stewart : *Economics* ( Cambridge University Press, 2nd edn. )
২. R. Dorfman : *Prices and Markets* ( Prentice Hall of India, 2nd edn. )
৩. Daniel Fusfeld : *Economics* ( 2nd edn. )

## প্রশ্নাবলী

১. পাঁচটি বিষয়ের উদাহরণ দাও যেগুলি মূল্য-ব্যবস্থার সাহায্যে প্রদান করা হয় এবং চারটি অন্য বিষয়ের উদাহরণ দাও যেগুলি মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করা যায় না।

২. সরকার কি ভাবে একটি বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভোক্তার ও কার্মের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে তাহা আলোচনা কর।

৩. 'অদৃশ্য হস্ত' বলিতে কি বুঝায় ? এই ধারণাটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

# ৯ | ভোক্তার চাহিদা তত্ত্ব

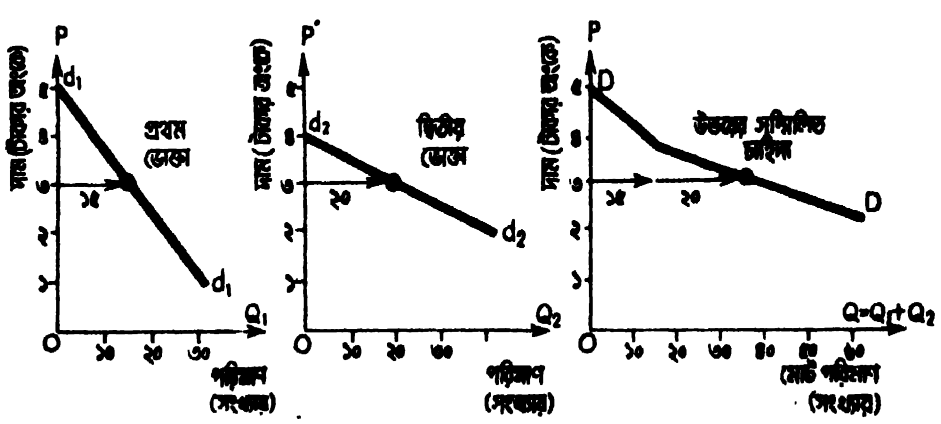
## ( The Theory of Consumer Demand )

*"All men know the utility of useful things ; but they do not know the utility of futility."* Chuang-tzu, 369-286Bc

*"Revealed preference is just a funny way of saying that individuals do whatever individuals do, and whatever they do, economists call it utility maximisation."* Lester Thurow

### ৯.১ বাজারের চাহিদা এবং ব্যক্তির চাহিদা ( Market Demand and Individual Demand )

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা চাহিদা তত্ত্ব লইয়া সাধারণ আলোচনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে আমরা চাহিদা তত্ত্বের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করিব। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমরা বাজারের চাহিদার ( market demand ) মূল বিষয়গুলি ( fundamentals ) লইয়া আলোচনা করিব। অধ্যায়ের বাকী অংশে আমরা ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। অবশ্য এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা ( incompatibility ) নাই কারণ আমরা যদি একজন ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে পারি তাহা হইলে আমরা বাজারের মোট চাহিদাকেও ব্যাখ্যা করিতে পারিব। বস্তুত বাজারের চাহিদা রেখা ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা রেখাগুলির অনুভূমিক যোগফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।




রেখাচিত্র ৯.১ : বাজারের চাহিদা রেখা—যে কোন দামে যেমন, তিন টাকা, আমরা প্রতিটি ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ যোগ করিয়া বাজারের চাহিদা রেখা সৃষ্টি করি।

### ৯.২ চাহিদা নির্ধারক বিষয়সমূহ ( Determinants of Demand )

#### পুনরায় চাহিদার প্রথম সূত্রটি ( The First Law of Demand Again )

এ পর্যন্ত আমরা বাজারের চাহিদার ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং উল্লেখ করিয়াছি যে ইহা হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি বিশেষ দামে একটি দ্রব্যের মোট চাহিদার পরিমাণ। অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে চাহিদার প্রথম সূত্রটি হইল এই যে একটি দ্রব্যের দাম হ্রাস করা হইলে ইহার

চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই হইল চাহিদার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। [এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।] একটি দ্রব্যের নিজস্ব দাম ছাড়া অন্যান্য যে সকল বিষয় দ্বারা ইহার চাহিদার পরিমাণ নির্ধারিত হয় তাহাদের চাহিদার সর্তাবলী ( conditions of demand ) বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

**চাহিদা সূত্রের ব্যতিক্রম ( Exceptions to the Law of Demand )**

চাহিদার এই প্রথম সূত্রটির কতকগুলি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমরা এমন কতকগুলি অবস্থার সম্মুখীন হই যখন একটি দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পাইলে ইহার চাহিদার পরিমাণও হ্রাস পায়, অথবা ইহার বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

(i) **প্রথম ব্যতিক্রম**—যে সকল দ্রব্য দামের ভিত্তিতে ক্রয় করা হয়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদাদির অভাবে—যেমন একটি দ্রব্যের গুণগত দিক, পরিবর্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব, ইত্যাদি—একটি দ্রব্যের দামকেই ইহার গুণগত মানের সূচক ( index of quality ) বলিয়া ধরা হয়। কতকগুলি দ্রব্য যেমন কনটেসা গাড়ী অথবা বিমলের সুটিং ইত্যাদির দাম অধিক বলিয়াই লোকে ক্রয় করে। এই সকল দ্রব্য ক্রয়ের মূল আকর্ষণ হইল উহাদের দাম এবং উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইলে উহাদের আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়। এই ফলকে মূল্য ( snob value ) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

(ii) **দ্বিতীয় ব্যতিক্রম**—আরও দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা। একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে অনেক সময় ক্রেতাগণ মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে দাম আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে তাহাদের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহাকে চাহিদার বিপরীত সূত্র ( perverse demand relationship ) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ শেয়ার বাজারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পাইলে অধিকাংশ লোক মনে করেন যে দাম আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে তাঁহাদের শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(iii) **তৃতীয় ব্যতিক্রম**—গিফেন দ্রব্য। উনবিংশ শতাব্দীর পরিসংখ্যানবিদ এবং অর্থবিদ্যাবিদ স্যার রবার্ট গিফেন একটি বিষয় দেখিয়া ভীষণভাবে বিস্মিত হইয়াছিলেন। রুটির দাম যতই হ্রাস ( বৃদ্ধি ) পাইতে থাকে শ্রমিক সম্প্রদায়ের রুটির চাহিদাও তত হ্রাস ( বৃদ্ধি ) পাইতে থাকে। ইহার চাহিদার প্রথম সূত্রকে খণ্ডন করে বলিয়া গিফেন মনে করেন। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে চাহিদা সূত্রের একটি ব্যতিক্রম বলিয়াই ধরা হয়। ইহা চাহিদা সূত্রকে ভুল প্রমাণ করে না। বস্তুত দুইটি সর্ত পূরিত হইলেই গিফেনের ধাঁধার ( the Giffen paradox ) সৃষ্টি হয়। প্রথমত দ্রব্যটিকে একটি নিকৃষ্ট দ্রব্য ( inferior good ) হইতে হইবে। এ সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহাকে এমনই একটি দ্রব্য হইতে হইবে যাহার উপর ভোক্তার বা পরিবার গোষ্ঠীর আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়। গিফেন পর্যবেক্ষণ করেন যে যখনই রুটির দাম হ্রাস পায় তখনই ভোক্তার প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইহাকে আয়-প্রবাহ ( income effect ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভোজন প্রণালীকে পরিবর্তন করার জন্য এই অতিরিক্ত আয় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করা হয়। সুতরাং রুটির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। যখনই রুটির দাম বৃদ্ধি পায় তখনই ভোজন প্রণালীকে বিপরীতভাবে পরিবর্তন করিয়া পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে রুটির উপর নির্ভর করিতে হয়। [অর্থবিদ্যার পরিভাষা ব্যবহার করিয়া বলা যায় যে নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে গিফেনের ধাঁধা তখনই সৃষ্টি হয় যখনই আয় প্রভাব দাম প্রভাবকে ( price effect ) অতিক্রম করিয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।]

**আয় ( Income )**

যেহেতু কার্যকরী চাহিদা বলিতে একটি দ্রব্য ক্রয়ের ইচ্ছা এবং ইহা ক্রয় করিবার ক্ষমতা উভয়কেই বুঝায় ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে একটি ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা এবং ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে

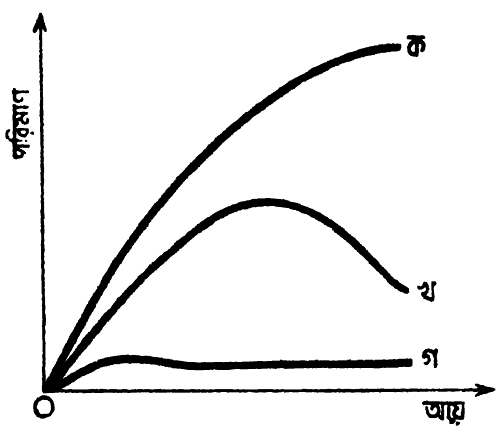
অবশ্যই একটি সম্পর্ক থাকিবে। ক্রয়ক্ষমতা সাধারণ আয়ের সহিত ভীষণভাবে সম্পর্কিত। আয় ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি মূলত দ্রব্যের প্রকৃতি এবং ভোক্তাদের আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে। সাধারণ অবস্থায় আয় বৃদ্ধি পাইলে অধিকাংশ ভোক্তাই যে অধিক পরিমাণে রুটি ক্রয় করিবে বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ আয় বৃদ্ধি পাইলে লোকে রঙীন টিভি বা মারুতী গাড়ী ক্রয় করিবে।

১। **অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন** আয় বৃদ্ধি পাইলে যদি একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দ্রব্যটিকে একটি সাধারণ বা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ( normal or superior good ) বলিয়া গণ্য করা হয়।

২। **অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন** যদি আয় বৃদ্ধির ফলে একটি দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলে ইহাকে নিকৃষ্ট দ্রব্য ( inferior good ) বলা হয়।

আবার কতকগুলি দ্রব্যের ক্ষেত্রে—যেমন নুন—দেখা যায় যে আয় যাহাই হউক না কেন ইহাদের চাহিদা সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। এই সম্ভাবনাগুলিকে নিম্নের রেখাচিত্রে দেখান হইল।

মনে রাখিতে হইবে যে আয়ের নিম্নস্তরে সাধারণ দ্রব্যের চাহিদার আচরণ নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার আচরণেরই মত।[১] সমস্ত নিকৃষ্ট দ্রব্যগুলিই সুরুতে সাধারণ দ্রব্যের মত আচরণ করে এবং আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি থাকিলে এগুলি নিকৃষ্ট দ্রব্যের রূপ গ্রহণ করে। যেমন, তুলাবস্ত্রকে তখনই নিকৃষ্ট বলা হয় যখন একজন ভোক্তা আয়বৃদ্ধির জন্য তুলাবস্ত্রের পরিবর্তে টেরিলিনের জামা ক্রয় করে। অন্যভাবে বলিতে গেলে কোন দ্রব্যই অনির্দিষ্টভাবে নিকৃষ্ট নয়; যাহা নিকৃষ্ট তাহা হইল ভোক্তার আয়ের সহিত দ্রব্যটির সম্পর্ক।[২] বস্তুত রুটি, আলু ইত্যাদি দ্রব্যকে নিকৃষ্ট দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হয় কারণ ইহাদের ক্ষেত্রে বাজারের চাহিদা এবং গোষ্ঠীর ( community ) আয়ের সম্পর্ক হইল নিকৃষ্ট। অপরপক্ষে টেরিলিনের জামা বা বেনারসী শাড়ীর ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক মোটেই নিকৃষ্ট নয়।




রেখাচিত্র ৯.২ : আয় ও চাহিদা

**অন্যান্য দ্রব্যাদির দাম ( The Prices of Other Goods )**

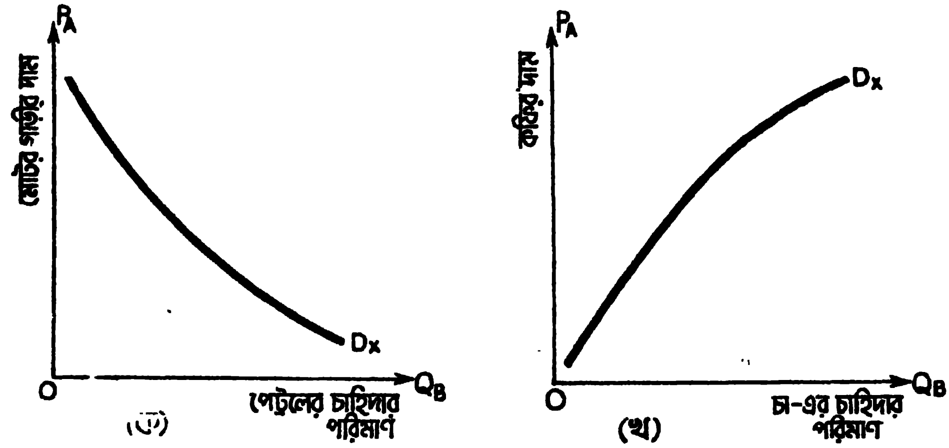
সকল দ্রব্যের চাহিদা পরস্পর সম্পর্কিত কারণ ভোক্তার সীমিত আয় দ্বারা নানাবিধ দ্রব্যাদির ক্রয় করা হয়। সুতরাং আয় নির্দিষ্ট থাকাকালীন একটি দ্রব্যের ( যেমন রুটির ) ভোগবৃদ্ধি পাইলে অন্যান্য দ্রব্যের ( যেমন চা, কফি, মাছ, মাংস ইত্যাদির ) চাহিদা হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক। আবার একটি দ্রব্যের ( যেমন সরিষার তেলের ) বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে অন্য একটি দ্রব্যের ( যেমন মাছের ) চাহিদা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। একটি দ্রব্যের বাজার দামের পরিবর্তন অন্য একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটায় বলিয়া যে কোন দ্রব্যের চাহিদা বিশ্লেষণের সময় আমরা দুই বিশেষ প্রকার চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্কের ( interrelationships of demand ) পরিমাপ করি যে দ্রব্যগুলি হইল একে অপরের পরিবর্ত ( substitute ) অথবা একে অপরের পরিপূরক ( complement )।

---

১. "The demand for inferior goods behaves like the demand for normal goods at lower levels of income." Beardshaw

২. "The goods are not intrinsically inferior; it is the commodity's relationship with income which is inferior." Beardshaw

মাখন ও ঘি অথবা চা ও কফি হইল দুইটি পরিবর্ত দ্রব্যের উদাহরণ। আবার মোটরগাড়ী ও পেট্রল অথবা কলম ও কালি অথবা চা ও চিনি হইল পরিপূরক বা যৌথ চাহিদার (joint demand) উদাহরণ। এই সকল ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের সহিত অপর একটি দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয়টি নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইল। রেখাচিত্র ১.৩ (ক)-এ আমরা দেখি যে মোটর গাড়ীর দাম হ্রাস করা হইলে পেট্রলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে আবার রেখাচিত্র ১.৩ (খ)-এ দেখা যাইতেছে যে কফির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলেই চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।




রেখাচিত্র ১.৩: অন্যান্য দ্রব্যের দাম চাহিদা নির্ধারণ করে

(ক) পরিপূরক দ্রব্য—মোটরগাড়ী ও পেট্রল
(খ) পরিবর্ত দ্রব্য— চা ও কফি

## ১.৩ চাহিদা নির্ধারক অন্যান্য বিষয়সমূহ (Other Factors Influencing Demand)

চাহিদা নির্ধারক অন্যান্য বিষয়গুলি হইল রুচি ও পছন্দ, স্বভাব (habits) এবং রীতি বা প্রথা (customs), জনসংখ্যার পরিবর্তন, ঋতুগত বিষয়সমূহ (seasonal factors), আয়বণ্টন, বিজ্ঞাপন, সরকারের প্রভাব ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

### (১) রুচি, স্বভাব এবং প্রথা (Tastes, Habits and Customs)

এই বিষয়গুলি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অধিকাংশ লোকই খাদ্যগ্রহণের স্বভাব ত্যাগ করিতে চায় না। যেমন, যিনি মাছ খাইতে ভালবাসেন তিনিই অধিক পরিমাণে মাছই খাইবেন। হঠাৎ মাছ ছাড়িয়া মাংস খাইবেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য রুচির পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে।[১] যেমন, অফিসে ক্রমাগত কফি খাইতে খাইতে ভোক্তার এমন অভ্যাস দাঁড়াইয়া যাইতে পারে যে ফলে তিনি বাড়ীতেও চায়ের পরিবর্তে কফি খাওয়া সুরু করিতে পারেন।

### (২) জনসংখ্যার পরিবর্তন (Changes in Population)

চাহিদা শুধুমাত্র জনসংখ্যার মোট আয়তন দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয় না ইহা জনসংখ্যার বয়স, লিঙ্গ, এবং ভৌগোলিক বণ্টন দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়।

### (৩) ঋতুগত বিষয়সমূহ (Seasonal Factors)

বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যের চাহিদা ঋতু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, শীতকালে আমরা গরম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করি এবং অধিক পরিমাণে চা খাই। অপরদিকে

১. "A change in taste in favour of a commodity causes an *increase* in demand." John Beardshaw

আবার গরমকালে আমরা অধিক পরিমাণে লিমকা জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয় দ্রব্য ভোগ করি এবং অধিক পরিমাণে বিদ্যুত ব্যবহার করি, কারণ আমাদের সর্বদা বৈদ্যুতিক পাখা চালাইতে হয়।

### (৪) আয়ের বণ্টন ( The Distribution of Income )

বাজারের মোট চাহিদা শুধুমাত্র আয়ের স্তর দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয় না, ইহা আয়ের বণ্টন দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে যদি অধিক সমতা দেখা যায় তাহা হইলে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং কনটেসা গাড়ী বা দামী গহনার মত বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইবে।

### (৫) বিজ্ঞাপন ( Advertising )

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি দ্রব্যের প্রচার যদি সার্থক হয় তাহা হইলে ইহার চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি দ্রব্যের চাহিদাকে অল্প স্থিতিস্থাপক ( less elastic ) করিবারও প্রচেষ্টা করা হয় [ পরবর্তী এক অধ্যায়ে ইহা আলোচনা করা হইবে। ]

### (৬) সরকারী প্রভাব ( Government Influences )

সরকার প্রায়ই চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করে। যেমন, ভারতে মোটর সাইকেল চালকদের ক্ষেত্রে মাথায় হেলমেট পরিধান করা বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে হেলমেটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে আবার সরকার কতকগুলি দ্রব্যের ক্রয় আইন দ্বারা বন্ধ করিতে অথবা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—যেমন বন্দুক বা মাদকদ্রব্য।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেক সময় একটি ধারণার সৃষ্টি হয় যে যোগান হইল চাহিদা নির্ধারক একটি বিষয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। যোগান একমাত্র দামের মাধ্যমে চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করে। অনুরূপভাবে বলা যায় বিক্রয় করের ( sales tax ) মত পরোক্ষ কর ( indirect tax ) হইল যোগান নির্ধারক একটি বিষয়, কারণ ইহা একটি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়কে প্রভাবান্বিত করে। ইহা মোটেই চাহিদা নির্ধারক বিষয় নয়।

## ৯.৪ চাহিদার বৃদ্ধি ( An Increase in Demand )

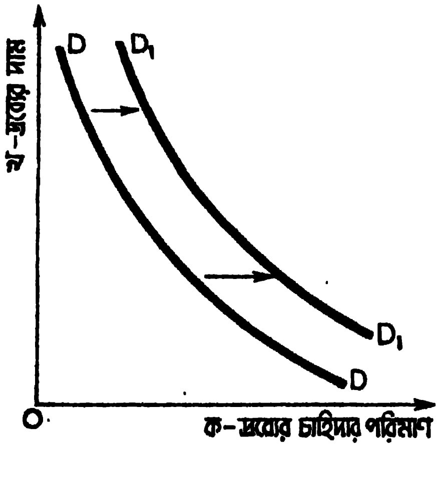
একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনকে চাহিদা রেখার ঊর্ধ্বে বা নিম্নে গমনাগমন দ্বারা দেখান হয়। অবশ্য আমরা যদি চাহিদার যে-কোন একটি সর্তাবলীর পরিবর্তন করি তাহা হইলে চাহিদার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিবে। এক্ষেত্রে ক-দ্রব্যের চাহিদা রেখাটি ডানদিক অথবা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে আমরা ক-দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধি দেখাইতেছি। নিম্নলিখিত কারণগুলির ফলে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে :

(i) ভোক্তার আয় বৃদ্ধি ( যদি অবশ্য $X$ একটি সাধারণ দ্রব্য হয় ) ;

(ii) ভোক্তার আয় হ্রাস ( যদি $X$ একটি নিকৃষ্ট দ্রব্য হয় ) ;

(iii) একটি পরিপূরক দ্রব্যের দাম হ্রাস ;

(iv) একটি পরিবর্ত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ;




রেখাচিত্র ৯.৪ : চাহিদার বৃদ্ধি

(v) অন্যান্য বিষয়—যেমন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি দ্রব্যের সার্থক প্রচার।

## ৯.৫ চাহিদা ও প্রান্তিক উপযোগ ( Demand and Marginal Utility )

### দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী ( Two Approaches )

এখন আমরা ভোক্তার আচরণ লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব কিভাবে ভোক্তাগণ তাঁহাদের সীমিত অর্থ ব্যয় করিয়া উপযোগকে সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করেন। ভোক্তার আচরণের দুইটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে; অবশ্য কোনটিই সম্পূর্ণভাবে ভোক্তার আচরণকে তুলিয়া ধরিতে পারে না। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কারণ আমরা ব্যক্তিবিশেষের আচরণ ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করিতেছি। প্রথম দৃষ্টিভংগীটি হইল প্রান্তিক উপযোগ অথবা পরিমাণবাচক দৃষ্টিভংগী ( cardinalist approach )। ইহা দুইটি মূল অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। প্রথমত অনুমান করা হয় যে উপযোগ বা পরিতৃপ্তিকে সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ বা প্রমাণ করা যায়। দ্বিতীয় অনুমানই হইল যে কোন দ্রব্যের মত টাকাও একটি দ্রব্য এবং টাকারও প্রান্তিক উপযোগ আছে এবং টাকার প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। দ্বিতীয়ত আমরা নিরপেক্ষতা রেখার বিশ্লেষণের উপরও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। ইহাকে মাত্রাবাচক দৃষ্টিভংগী ( the ordinalist approach ) আখ্যা দেওয়া হয়। অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অংশে আমরা ভোক্তার আচরণ-সংক্রান্ত সর্বাধুনিক দৃষ্টিভংগী—যাহাকে প্রতিফলিত পছন্দ ( revealed preference ) বলা হয়—লইয়া আলোচনা করিব।

### প্রান্তিক উপযোগ ( Marginal Utility )

আমরা ইতিপূর্বেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধির সম্মুখীন হইয়াছি ( ৫৮-৬১ পৃষ্ঠা )। এই বিধি অনুসারে একটি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, প্রতিটি অতিরিক্ত একক হইতে উদ্ভূত অতিরিক্ত উপযোগের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। অবশ্য যদি আর ও অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকে তবেই এই বক্তব্যটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। মার্শাল প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিয়াছিলেন যে অঙ্কের সাহায্যে উপযোগকে পরিমাপ করা সম্ভব। এই কারণে এই অর্থবিদ্যাবিদগণকে পরিমাণবাচক তত্ত্বের সমর্থক ( cardinalists ) আখ্যা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বলিতে পারি যে একজন ব্যক্তি একটি দ্রব্যের প্রথম এককটি ভোগ করিয়া ১০ একক উপযোগ ( utils[1] of utility ) লাভ করে, দ্বিতীয় এককটি ভোগ করিয়া ৮ একক, ইত্যাদি।

বস্তুত, এইভাবে উপযোগকে পরিমাপ করা অবাস্তব, কারণ একজন ব্যক্তি এক একক দ্রব্য ভোগ করিয়া কতটা উপযোগ লাভ করিবেন তাহা সম্পূর্ণভাবে মানসিক বিচারের ( subjective judgement ) উপর নির্ভর করে। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে এই দৃষ্টিভংগীটি অনুসরণ করিয়া আমরা ভোক্তার আচরণ সম্পর্কে কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

### সম-প্রান্তিক উপযোগ ( Equi-marginal Utility )

এখন প্রশ্ন হইল: একজন ভোক্তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নানাবিধ দ্রব্য ক্রয়ে কিভাবে বণ্টন করেন যাহাতে তাহার মোট উপযোগ সর্বাধিক হয়? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইলে আমাদের সম-প্রান্তিক উপযোগের ধারণাটি প্রবর্তন করিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্বেই মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছি। নিম্নের সারণিটির সাহায্যে এই বিষয়টির সামান্য পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

১. উপযোগ পরিমাপ করিবার জন্য যে-সকল আক্ষরিক মান ব্যবহার করা হয় তাহাদের উপযোগের একক ( utils ) বলা হয়।

সারণি ৯.১ : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ

| X-দ্রব্যের ভোগের একক | মোট উপযোগ ( একক ) | প্রান্তিক উপযোগ ( একক ) |
|---|---|---|
| ০ | ০ | |
| ১ | ১৫ | ১৫ |
| ২ | ২৫ | ১০ |
| ৩ | ৩৩ | ৮ |
| ৪ | ৩৮ | ৫ |
| ৫ | ৪০ | ২ |
| ৬ | ৪০ | ০ |
| ৭ | ৩৯ | -১ |

দেখা যাইতেছে যে প্রথম একক হইতে আমাদের প্রতিনিধি ভোক্তা ( the representative consumer ) ১৫ একক পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে, দ্বিতীয় একক হইতে ১০ একক ইত্যাদি। দ্রব্যটির ভোগ যতই বৃদ্ধি পায় ইহা হইতে উদ্ভূত অতিরিক্ত উপযোগ—অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ—ক্রমাগত হ্রাস পায়। যদি ভোক্তা ক্রমাগত দ্রব্যটির ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে অবশেষে আমরা দেখিব যে ষষ্ঠ এককটি কোন অতিরিক্ত পরিতৃপ্তি প্রদান করে না এবং যদি দ্রব্যটির সপ্তম এককটি ভোগ করা হয় তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে মোট উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হইয়া যায়। ঋণাত্মক উপযোগকে অনুপযোগ ( disutility ) বলা হয়।

যদি আমরা অনুমান করি যে ভোক্তাদের উদ্দেশ্য হইল উপযোগকে সর্বাধিক করা, অর্থাৎ তাহারা যথাসম্ভব অধিক উপযোগ লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে আমাদের ভোক্তা X-দ্রব্যটির ৫ একক ভোগ করিবে, কারণ এই স্তরে তাহার মোট উপযোগ সর্বাধিক হয়। অবশ্য এই স্তরে আমাদের দুইটি জটিল বিষয়কে বিবেচনা করিতে হইবে।

(i) ভোক্তার আয় হইল সীমিত।

(ii) ভোক্তাকে নানাবিধ দ্রব্য ক্রয়ের জন্য সীমিত আয়কে বণ্টন করিতে হইবে।

ধরা যাইতে পারে যে ভোক্তাকে X এবং Y এই দুই দ্রব্যের মধ্যে নির্বাচন করিতে হইবে। যদি X এবং Y উভয়েরই বাজার দাম ১ টাকা করিয়া হয়, এবং ভোক্তার আয়ও ১ টাকা হয় তাহা হইলে সে অবশ্যই সেই দ্রব্যটি ক্রয় করিবে যে দ্রব্যটি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগ প্রদান করিবে। এই নীতিটিকে যদি ভোক্তাদের ব্যয়ের প্রতিটি ধারাবাহিক এককের ( successive units ) ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে: **উপযোগ তখনই সর্বাধিক হইবে যখন আয় এইভাবে বণ্টিত হয় যে X-দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত এক টাকা ব্যয় করিয়া যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করা হইয়াছে তাহা Y-দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত এক টাকা ব্যয় করিয়া যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করা হইয়াছে তাহার সমান।**

যদি এই সর্তটি পূরিত না হয় তাহা হইলে অবশ্যই ভোক্তা X দ্রব্যের ভোগ হ্রাস ( বৃদ্ধি ) করিয়া এবং Y দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি ( হ্রাস ) করিয়া মোট উপযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ভোক্তা মনে করেন যে এক টাকা দিয়া মাছ কিনিলে যে উপযোগ লাভ করা যায় তাহা ঐ এক টাকা দিয়া তরিতরকারী কিনিয়া যে পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় তাহা অপেক্ষা অধিক তাহা হইলে তিনি মাছই কিনিবেন। অন্য একজন ভোক্তা হয়ত তরিতরকারী হইতে অধিক উপযোগ লাভ করিবেন বলিয়া মাছের পরিবর্তে তরিতরকারীই কিনিবেন।

$X$-দ্রব্য হইতে যে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ লাভ করা যায় তাহাকে $MU_A$ এবং $Y$-দ্রব্য হইতে যে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ লাভ করা যায় তাহাকে $MU_B$ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। ইহা ব্যতীত আমাদের $X$ এবং $Y$-এর আপেক্ষিক দামকে বিবেচনা করিতে হইবে। এই দুই দ্রব্যের দামকে যথাক্রমে $P_A$ এবং $P_B$ প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। এখন আমরা দেখিতে পাই যে উপযোগ-সর্বাধিকীকারী সর্তটি তখনই পূরিত হয়—অর্থাৎ তখনই ভোক্তার মোট উপযোগ সর্বাধিক হয়—যখন দুইটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ এবং দামের অনুপাতে সমান হয়—অর্থাৎ :

$$\frac{MU_A}{P_A}=\frac{MU_B}{P_B}$$

এ-পর্যন্ত আমরা মাত্র দুইটি দ্রব্য লইয়া আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যে কোন সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই সর্ত দুটি প্রযোজ্য।

এই সূত্রটি কেন সত্য হয়? ইহার কারণ যদি কোন দ্রব্যের—যেমন মাছের উপর এক টাকা ব্যয় করিয়া যে উপযোগ লাভ করা যায় তাহা অন্য একটি দ্রব্য—যেমন ডিমের উপর এক টাকা ব্যয় করিলে যে উপযোগ পাওয়া যাইত তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ভোক্তা ডিমের ক্রয় হ্রাস করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিবেন তাহার দ্বারা অতিরিক্ত একক মাছ ক্রয় করিবে। ফলে ডিমের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে এবং মাছের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইবে। যতক্ষন না পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধির কার্যকারিতার ফলে প্রতিটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ইহার বাজার-দামের সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা চলিতে থাকিবে। সুতরাং একজন ভোক্তা যদি এই দুইটি দ্রব্য এমনভাবে ভোগ করেন যে প্রতিটি দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ইহার দামের সহিত আনুপাতিক হয় তাহা হইলে ভোক্তার মোট উপযোগ সর্বাধিক হইবে এবং ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হইবেন। এই ভারসাম্য হইতে বিচ্যুত হইলে ভোক্তার কল্যাণ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পাইবে।[১]

মোট উপযোগকে সর্বাধিক করিতে হইলে আমাদের ভোক্তাকে তাঁহার মোট আয়কে এমনভাবে বন্টন করিতে হইবে যে নিম্নের সর্তটি পূরিত হয় :

$$\frac{MU_A}{P_A}=\frac{MU_B}{P_B}=\frac{MU_Y}{P_Y}=MU_M$$

যেখানে $MU_M$ হইল টাকার প্রান্তিক উপযোগ ( marginal utility of money )। মূল বিষয়টি হইল এই যে যদি ভোক্তা $X$, $Y$ এবং $Z$ এই তিনটি দ্রব্য ক্রয় করিতে চায় এবং প্রতিটি দ্রব্যের বাজার দাম একক প্রতি এক টাকা হয় তাহা হইলে তিনি এক একক করিয়া তিনটি দ্রব্যই ক্রয় করিবেন যদি অবশ্য প্রতি দ্রব্যের উপর এক টাকা ব্যয় করিয়া তিনি সম-পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাই হইল সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধির মূল কথা। যদি $X$-এর প্রান্তিক উপযোগ $Y$ এর প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে তিনি $Y$-এর ভোগ হ্রাস করিয়া $X$-এর ভোগ বৃদ্ধি করিবেন। ফলে $X$-এর প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং $Y$-এর প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং একটি স্তরে আসিয়া একে অপরের সমান হইবে। ইহার পর ভোগের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। অন্য কোনভাবে মোট আয়কে বন্টন করিয়া অধিক উপযোগ লাভ করা সম্ভব নয়।

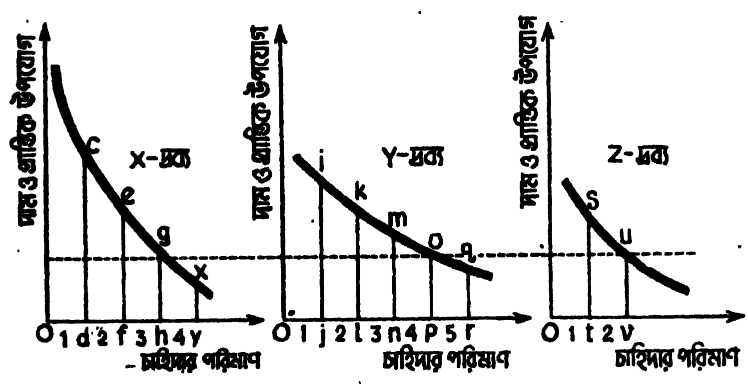
এই তত্ত্বকে সম-প্রান্তিক উপযোগের ধারণা ( the concept of equi-marginal utilities ) আখ্যা দেওয়া যায়। ভোক্তার আয় সর্বাধিক করিবার সূত্রটি হইল এই যে :

১. "In short, if I arrange my consumption so that every single good is bringing me marginal utility just exactly *proportional* to its price, then I am assured that I cannot better myself by departing from such an equilibrium." Samuelson

একজন ভোক্তার মোট উপযোগ তখনই সর্বাধিক হইবে এবং তিনি ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হইবেন। যখন সকল ক্রয়যোগ্য দ্রব্যের ( purchasable goods ) উপর একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি সমান অতিরিক্ত ( প্রান্তিক ) উপযোগ লাভ করিবেন।[১] এক্ষেত্রে তাহার কল্যাণ ( welfare ) সর্বাধিক হইবে বলিয়া তাহার ক্রয় পরিকল্পনার ( purchase plan ) কোন পরিবর্তন না হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে সম-প্রান্তিক উপযোগের নীতিকে পরিবর্তনের নীতিও ( the law of substitution ) বলা হয়।

**একটি সহজ উদাহরণ**

আর একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাউক। ধরা যাউক আমাদের ভোক্তার মোট আয় হইল ৯ টাকা এবং তিনি পূর্বের ন্যায় *X, Y* এবং *Z* এই তিনটি দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাঁহার মোট আয়কে নিঃশেষ করিতে চান। আলোচনাকে সহজ করিবার জন্য আমরা অনুমান করিতে পারি যে প্রতিটি দ্রব্যের বাজার দাম হইল একক প্রতি মাত্র এক টাকা। নিম্নের রেখাচিত্রে তিনটি দ্রব্যের ধারাবাহিক এককের প্রান্তিক উপযোগ কিভাবে হ্রাস পায় তাহা দেখান হইয়াছে। যেমন *X* দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রথম এককের প্রান্তিক উপযোগ হইল *cd* ; দ্বিতীয় এককের প্রান্তিক উপযোগ




রেখাচিত্র ৯.৫ : রেখাচিত্রের সাহায্যে সমপ্রান্তিক উপযোগনীতির ব্যাখ্যা।

হইল *ef* এবং তৃতীয় এককের প্রান্তিক উপযোগ হইল *gh* এবং চিত্রটি হইতে দেখা যায় যে *gh=op=uv*। এই অনুমানগুলি অনুসারে আমাদের ভোক্তার মোট উপযোগ তখনই সর্বাধিক হইল যখন তিনি *X* দ্রব্যের উপর ৩ টাকা, *Y* দ্রব্যের উপর ৪ টাকা এবং *Z* দ্রব্যের উপর ২ টাকা ব্যয় করেন। কারণ তিনটি দ্রব্যের একমাত্র এই সমন্বয় ক্রয় করিলেই তিনটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সমান হইবে ( *gh=op=uv* )। তাঁহার মোট আয়কে অন্য কোনভাবে বণ্টন করিলে মোট পরিতৃপ্তি হ্রাস পাইবে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক যে ৪ একক *Y* and ৩ একক *X* ক্রয়ের পরিবর্তে ৩ একক *Y*, এবং ৪ একক *X* ক্রয় করা হইল। এক্ষেত্রে *X*-এর অতিরিক্ত ( চতুর্থ ) একক *xy*-এর মত পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে। কিন্তু *xy* হইল *op* অপেক্ষা কম। ঐ একই অর্থ ব্যয় করিয়া এবং *Y* দ্রব্যের চতুর্থ এককটি ক্রয় করিয়া *xy*-এর পরিবর্তে *op* পরিমাণ পরিতৃপ্তি লাভ করা যাইত।

সাধারণ জীবনে অবশ্য কেউই উপযোগের এইরূপ সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশ করিয়া দ্রব্য ক্রয় করেন না বা উপযোগ সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে না। ইহা সত্ত্বেও বাস্তব জগতে আমরা এইরূপ লোকেরও

---

১. "The consumer with a fixed amount of money income and fixed prices of purchasable commodities will reach the point of maximum welfare when he succeeds in deriving the same marginal utility from each commodity by spending the same amount of money on each." A. K. Sen and S. Mukherjee : *Contemporary Economics* ( Central, 1985 )

সন্ধান পাই যাঁহাদের নিকট ব্যয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির আপেক্ষিক গুরুত্ব এক নয়। তাঁহারা কখনও একটি দ্রব্যের উপর অধিক এবং এবং অন্য দ্রব্যের উপর অল্প অর্থ ব্যয় করেন এবং এইভাবে সীমিত আয়ের সাহায্যে উপযোগ সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে।[১]

**চাহিদা রেখা ( The Demand Curve )**

প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্ব চাহিদা রেখার আকৃতিকে ব্যাখ্যা করে। ধরা যাউক, আমাদের ভোক্তা মাত্র $X$ এবং $Y$ এই দুইটি দ্রব্য ভোগ করেন এবং তিনি ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। এখন অনুমান করা যাইতে পারে যে ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হইবার পর $X$-এর দাম হ্রাস পাইল এবং $Y$-এর দাম অপরিবর্তিত থাকিল। এখন আমরা নিম্নের সর্তটি পাইব :

$$\frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y}$$

এক্ষেত্রে পুনরায় ভারসাম্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হইলে ভোক্তাকে অধিক পরিমাণে $X$ এবং স্বল্প পরিমাণে $Y$ ক্রয় করিতে হইবে। ইহার ফলে $X$-এর প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে ভোক্তা ততক্ষণ পর্যন্ত $Y$-এর পরিবর্তে $X$ ক্রয় করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমরা সাধারণ দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্কটিতে ( the normal demand relationship ) উপনীত হইয়াছি। অর্থাৎ, আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে, যদি $X$-এর বাজার-দাম হ্রাস পায় তাহা হইলে অধিক পরিমাণ $X$ ক্রয় করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা একটি সাধারণ নিম্নমুখী (downward sloping ) চাহিদা রেখার অস্তিত্ব দেখিতে পাইব। আমরা পূর্বে যে চাহিদা রেখাটি অংকন করিয়াছি তাহা হইল একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা রেখা ( the individual's demand curve )। এখন সকল ব্যক্তির চাহিদা রেখাকে একত্র বা যোগ করিয়া আমরা বাজারের মোট চাহিদা রেখাটি পাইতে পারি।

সাধারণত দাম ( অথবা পরিবর্তন ) প্রভাবের [ price ( or substitution ) effect ] মাধ্যমে চাহিদা রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়। $X$-এর দাম যদি হ্রাস পায় ভোক্তাগণ অধিক পরিমাণে $X$ দ্রব্য এবং অল্প পরিমাণে $Y$ দ্রব্য ক্রয় করেন। অর্থাৎ $Y$-এর পরিবর্তে অধিক পরিমাণে $X$ ভোগ করা হয়। অর্থাৎ $X$-এর বাজার-দাম কমিলে ইহার মোট চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ইহাকে পরিবর্তন প্রভাব ( substitution effect ) আখ্যা দেওয়া হয়।

আর একটি কারণে একটি দ্রব্যের মোট চাহিদা নিম্নমুখী হয়। $X$-এর বাজার দাম হ্রাস পাইলে ভোক্তাদের প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা তাঁহারা অধিক পরিমাণ $X$ ক্রয় করিতে সমর্থ হন। ইহাকে আয় প্রভাব ( income effect ) বলা হয়।[২]

পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে, একটি দ্রব্যের বাজার-দাম হ্রাস পাইলে নূতন ক্রেতারা দ্রব্যটি ক্রয় করিতে সমর্থ হন। ফলে দ্রব্যটির মোট চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী হয়।

## ৯.৬ নিরপেক্ষতা রেখার বিশ্লেষণ ( Indifference Curve Analysis )

**মাত্রাবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ( The Ordinalist Approach )**

প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বের একটি মৌল সমালোচনা ( major criticism ) হইল এই যে উপযোগকে সঠিকভাবে পরিমাপ করিবার কোন সন্তোষজনক পদ্ধতি নাই। উপযোগ হইল সম্পূর্ণ

---

১. "We do find people weighing the relative advantage of this or that mode of expenditure, spending more on one, less on another and in this manner trying to realize the maximum utility from a given limited income". Jather and Beri

২. দাম প্রভাব ( price effect ) বলিতে আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাব উভয়ের সম্মিলিত ফলকে বুঝায়।

মানসিক ( subjective ) ব্যাপার। ইহাকে বিষয়মুখী ( objective ) বা বস্তুগতভাবে পরিমাপ করিবার কোন পদ্ধতি নাই। দ্বিতীয়ত, সমপ্রান্তিক উপযোগবিধির একটি মূল সমালোচনা হইল এই যে টাকার প্রান্তিক উপযোগ সর্বদাই পরিবর্তিত হয়। আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইলে প্রতিটি টাকার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। বস্তুত, এক ব্যক্তির মাসিক আয় ১,০০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,৫০০ টাকা হইলে তাহার নিকট প্রতিটি টাকার গুরুত্ব হ্রাস পাইবে। আবার মাসের সুরুতে টাকার প্রান্তিক উপযোগ স্বল্প হয় এবং মাসের শেষে অধিক হয়। ১৯৩০-৪০-এর দশকে অধ্যাপক হিকস্ ও এল্যান প্রমুখ কয়েকজন অর্থবিদ্যাবিদ এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হন যে উপযোগের পরিমাণগত পরিমাপের ( cardinal measurement of utility ) কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে চাহিদার আচরণকে মাত্রাবাচক সংখ্যার ( যেমন—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ) সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁহাদের যুক্তি অনুসারে ইহার কারণ হইল এই যে ব্যক্তিগণ তাঁহাদের পছন্দকে মানক্রমে সাজাইতে সক্ষম। অর্থাৎ, তাঁহারা বলিতে পারেন যে তাঁহারা এই দ্রব্য সমন্বয় ( bundle of goods ) অপর একটি দ্রব্য সমন্বয় অপেক্ষা অধিকতর পছন্দ করেন অথবা করেন না। সুতরাং উপযোগের সসীম পরিমাপ ( finite measurement ) অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং ইহার পরিবর্তে ভোক্তার পছন্দকে প্রকাশ করাই যথেষ্ট।[১] বস্তুত, ভোক্তার আয় বণ্টন ও তাঁহার চাহিদা তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিবার একটি আধুনিক পদ্ধতি হইল নিরপেক্ষতা তালিকা ও রেখার ( indifference schedule and curve ) ব্যবহার। ইহার সাহায্যে ভোক্তার আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়। এই নিরপেক্ষতা রেখার ব্যবহারের ফলে চাহিদা ও ভোক্তার আচরণ সংক্রান্ত নানাবিধ সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা সহজ হইয়া পড়ে।[২] ইহা ছাড়া ইহার সাহায্যে আমরা প্রান্তিক উপযোগ দৃষ্টিভংগীর তাৎপর্যকে (implication)—অর্থাৎ উপযোগকে যে পরিমাণসূচক সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় এই বিশ্বাসটি —পরিহার করিতে পারি। পরিশেষে, ইহা বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরস্পর সম্পর্কের উপর জোর দেয়।

## নিরপেক্ষতা রেখা ( Indifference Curves )

নিরপেক্ষতা রেখাকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদের এই সহজ অনুমানটি করিতে হইবে যে ভোক্তা কেবলমাত্র দুইটি দ্রব্য ক্রয় করে, যেমন $X$ এবং $Y$[৩]। নিম্নের সারণিটিতে $X$ এবং $Y$ দ্রব্যের নানাবিধ সমন্বয় দেখান হইল। ধরা যাউক সকল সমন্বয় হইতে তিনি সমান পরিতৃপ্তি লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ, $C$ সমন্বয়টি হইতে—অর্থাৎ ৮ একক $X$ এবং ২০ একক $Y$ হইতে—এবং $D$ সমন্বয়টি হইতে—অর্থাৎ ১২ একক $X$ এবং ১০ একক $Y$ হইতে—তিনি সমান পরিতৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করেন ( যদিও উপযোগকে টাকার অংকে বা আক্ষরিক মানের সাহায্যে পরিমাপ করার কোন প্রয়োজন নাই )।

সারণি ৯.২ : একটি নিরপেক্ষ তালিকা

| সমন্বয় | $X$-দ্রব্যের একক | $Y$-দ্রব্যের একক |
|---|---|---|
| A | ০ | ৫০ |
| B | ৪ | ৩২ |
| C | ৮ | ২০ |
| D | ১২ | ১০ |
| E | ১৬ | ৪ |
| F | ২০ | ০ |

১. "Finite measurement of utility becomes unnecessary and it is sufficient to simply place in order of consumer's preferences". John Beardshaw

২. "The use of indifference curves facilitates explanation of various demand and consumer behaviour relationship". Due and Clower : *Intermediate Economic Theory*

৩. এই দুইটি দ্রব্য শ্রম ( labour ) ও অবসরভোগও ( leisure ) হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে Speight : *Economics* দ্রষ্টব্য।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে দুইটি দ্রব্যের *A*, *B*, *C*, ইত্যাদি সকল সমন্বয়ের মধ্যে তিনি নিরপেক্ষ। এই কারণে এই ধরনের বিশ্লেষণকে নিরপেক্ষতা রেখার বিশ্লেষণ বলা হয়।

উপরের সারণিটিকে রেখাচিত্রের সাহায্যেও নূতন ভাবে পেশ করা যায়। নিম্নের রেখাচিত্রে তাহাই করা হইয়াছে। এই রেখাচিত্রের *A F* রেখাটিকে নিরপেক্ষতা রেখা বলা হয়। ইহার একটি সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে :

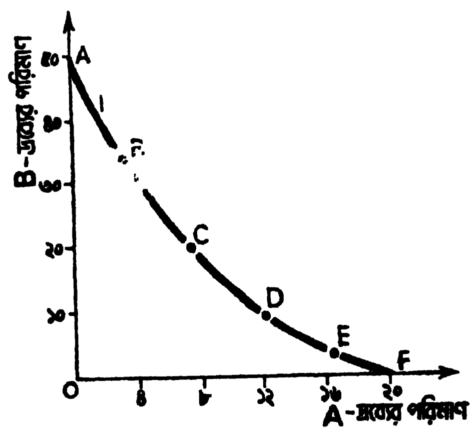
**একটি নিরপেক্ষতা রেখা হইল A, B, C, D, ইত্যাদি বিন্দুর একটি সঞ্চারপথ ( locus )। এই বিন্দুগুলি দুইটি দ্রব্যের নানাবিধ সমন্বয় দেখাইয়া থাকে, যেগুলির প্রত্যেকটি হইতে ভোক্তা সমান উপযোগ বা পরিতৃপ্তি লাভ করে বলিয়া উহাদের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকে।**

নিরপেক্ষতা রেখার প্রতিটি বিন্দুতে ক্রেতা বিশ্বাস করেন যে তিনি সমপরিমাণ উপযোগ লাভ করিতেছেন। অধ্যাপক বমলের ভাষায় বলা যায়: *"We may define an indifference curve as the locus of points each of which represents a collection of commodities such that the consumer is indifferent among any of these combinations."*[১]

আলোচনা সুরুতেই নিরপেক্ষতা রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি ( properties ) লইয়া সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহার কারণ, ভোক্তার ভারসাম্য আলোচনার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

## নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য ( Properties of Indifference Curves )

প্রথমত, নিরপেক্ষতা রেখা নিম্নগতিসম্পন্ন হয় এবং বামদিক হইতে ডানদিকে চালু হইয়া নামে ( indifference curves slope downwards from left to right )। যেহেতু আমরা ধরিয়া লই যে ক্রেতা হইল একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ( rational ) ব্যক্তি সেহেতু আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে যদি একজন ক্রেতা *A*-দ্রব্যের কয়েকটি একক ছাড়িয়া দিতে রাজী হন তাহা হইলে তিনি ইহার পরিবর্তে অধিক পরিমাণ *B*-দ্রব্য দাবী করিবেন। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে একটি নিরপেক্ষতা রেখা নিম্নগতিসম্পন্ন ( negatively sloped ) হইবে। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। নিরপেক্ষতা রেখার বিশ্লেষণ পরিবর্তনের সূত্রের ( the law of substitution ) ভিত্তিশীল। অর্থাৎ ক্রেতার আর্থিক আয় ( money income ) অপরিবর্তিত থাকিলে তিনি যদি অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে *B*-দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। এক্ষেত্রে *B*-এর পরিবর্তে তিনি অধিক পরিমাণ *A*-দ্রব্য ভোগ করিবেন। সীমিত আয়ের দ্বারা দুইটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করা সম্ভব নয়। যদি ইহা সম্ভব হইত তাহা হইলে নিরপেক্ষতা রেখা ঊর্ধ্বমুখী হইত। ইহাকে নিম্নের রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যদি রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হইত তাহা হইলে ইহার তাৎপর্য হইত এই যে ভোক্তা যখনই *A*-দ্রব্যের কয়েক একক ত্যাগ করিবেন তখনই যখন তিনি একথাই বিবেচনা করিবেন যে অতিরিক্ত কয়েক একক *A*-এর জন্য *B*-এর কয়েক একক ত্যাগ করিয়া তিনি সমপরিমাণ মোট উপযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

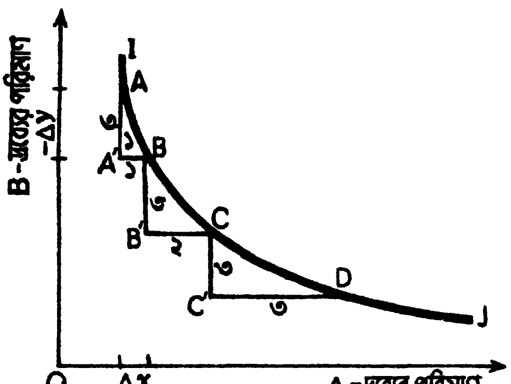


রেখাচিত্র ১.৬ : একটি নিরপেক্ষতা রেখা

১. W. J. Baumol : *Economic Theory and Operations Analysis* ( 4th edn., Prentice Hall of India, 1980 )

**(ii)** দ্বিতীয়ত, নিরপেক্ষতা রেখাগুলি উৎসের দিকে উত্তল ( convex to the origin ) হয়। উপরের রেখাচিত্রে ইহাই দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ হইল এই যে যখনই ভোক্তা *A*-দ্রব্য ত্যাগ করিতে থাকেন তখনই তিনি ক্ষতিপূরণ হিসাবে অধিকতর পরিমাণ *B*-দ্রব্য চাহিয়া থাকেন। এইরূপ হইবার কারণ হইল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার সূত্র ( the Law of Diminishing Substitutability ) বা পরিবর্তনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক হারের সূত্র ( the Law of Diminishing Marginal Rate of Substitution )। এ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

**(iii) পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ( The Marginal Rate of Substitution ) :** আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে যখনই ভোক্তা নিরপেক্ষতা রেখার উপর গমনাগমন করেন তখনই তিনি *B*-এর পরিবর্তে অধিক পরিমাণে *A* অথবা *A*-এর পরিবর্তে অধিক পরিমাণে *B*-এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। অর্থাৎ নিরপেক্ষতা রেখার বিভিন্ন অংশের বা বৃত্তখণ্ডের উপর *A* ও *B*-দ্রব্যের বিনিময় হার ( the rate of exchange ) ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়।




রেখাচিত্র ৯.৭ : পরিবর্তনের প্রান্তিক হার

যে হারে একজন ভোক্তা একটি দ্রব্যের এক এককের বিনিময়ে অন্য একটি দ্রব্যের এক একক লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে বিনিময়ের বা পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ( the marginal rate of substitution ) আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাকে নিরপেক্ষতা রেখার ঢালের ( slope ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

নিরপেক্ষতা রেখার ঢালের সাহায্যে আমরা পরিবর্তনের প্রান্তিক হারের পরিমাপ করি। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে একজন ভোক্তা যখন উপরের নিরপেক্ষতা রেখার *a* বিন্দু হইতে সরিয়া *b* বিন্দুতে চলিয়া যান তখন তাঁহার মোট উপযোগ অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ *B*-দ্রব্যের ভোগ হ্রাস পাওয়ার ফলে তাঁহার যে প্রান্তিক উপযোগ নষ্ট হয় তাহা *A*-দ্রব্যের ভোগবৃদ্ধির পাওয়ার ফলে পূরিত হয়। অর্থাৎ

$$-\Delta_B . MU_B = \Delta_A . MU_A$$

$$\text{অথবা, } \frac{-\Delta_B}{\Delta_A} = \frac{MU_A}{MU_B}$$

ইহাই হইল দুইটি দ্রব্যের বিনিময় হার এবং ইহাকেই পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ( the marginal rate of substitution ) বলা হয়। এবং ইহা হইল দুইটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের অনুপাত ( the ratio marginal utilities of the two commodities )। ইহাকে দ্রব্য বিনিময়ের কাম্য হার ( the desired rate of commodity substitution ) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাকে নিরপেক্ষতা রেখার ঢালের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। খ-এর ভোগ যতই হ্রাস পাইতে থাকে ততই অধিক পরিমাণ *A*-দ্রব্য ভোগ করিয়া এই ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে বিনিময়ের এই হ্রাস ক্রমাগত হ্রাস পায়। যেমন *A* হইতে *B* বিন্দুতে যাইবার সময় ভোক্তা ৩ একক *B*-দ্রব্যের পরিবর্তে কেবল ২ একক *A*-দ্রব্য দাবি করে। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার হইল ৩ : ১ বা ৩। কিন্তু *B* বিন্দু হইতে *C* বিন্দুতে যাইবার সময় তাহার সমপরিমাণ *B*-এর পরিবর্তে ৩ একক *A*-দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার হ্রাস পাইয়া ৩ : ৩ বা ১ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ হইল এই যে যে দ্রব্যের—যেমন *A*—ভোগের পরিমাণ হ্রাস তাহার প্রান্তিক উপযোগ বা

তাৎপর্য ( marginal utility or significance ) বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যে দ্রব্যের—যেমন X—ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। সুতরাং ক্রমশ অধিক পরিমাণ A-দ্রব্য ভোগ করিয়া B-দ্রব্যের প্রতি একক ভোগ হ্রাস-সংক্রান্ত ক্ষতিকে পূরণ করিতে হয়। নতুবা মোট উপযোগ হ্রাস পাইবে এবং ভোক্তা A, B, C ইত্যাদি বিন্দু হইতে সম পরিমাণ উপযোগ লাভে অসমর্থ হইবে। ফলে নিরপেক্ষতার ধারণাটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইবে। সুতরাং বলা যায় যে :

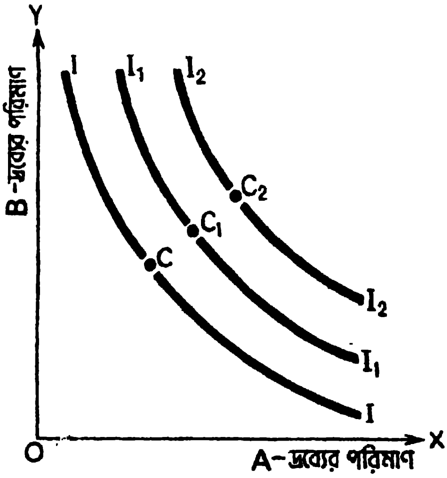
**যখনই ভোক্তা একটি নিরপেক্ষতা রেখার বামদিক হইতে ডানদিকে গমন করেন তখনই যে হারে তিনি B-দ্রব্যের পরিবর্তে A ভোগ করেন তাহা ক্রমাগত হ্রাস পায়।**

### একটি নিরপেক্ষতা মানচিত্র ( An Indifference Map )

আমরা যদি প্রথম নিরপেক্ষতা রেখার ডানদিকে আর একটি নিরপেক্ষতা রেখা অংকন করি ( রেখাচিত্র ৯.৬ দ্রষ্টব্য ) তাহা হইলে আমরা দেখি যে আমাদের ভোক্তা অধিক পরিমাণ মোট উপযোগ লাভ করিতে পারেন, কারণ নূতন রেখাটির প্রতিটি বিন্দুতে ভোক্তা A এবং B উভয় দ্রব্যই অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে সমর্থ হন। আমরা বলিতে পারি যে :

**একটি নিরপেক্ষতা রেখার ডানদিকে গমনের বা স্থান পরিবর্তনের অর্থ হইল মোট উপযোগ বৃদ্ধি।**

অন্যভাবে বলা যায় যে নিরপেক্ষতা রেখাটি অন্য একটি রেখার উপরে এবং ডানদিকে অবস্থান করে সেই রেখাটি দুইটি দ্রব্যের একটি অধিকতর **পছন্দসই** সমন্বয় ( preferred combination দেখাইয়া থাকে।[১] ইহা নিরপেক্ষতা রেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য।




রেখাচিত্র ৯.৮ : একটি নিরপেক্ষতা মানচিত্র

এই কারণে নিম্নের রেখাচিত্রে $C_1$ বিন্দুটি C বিন্দু অপেক্ষা অধিক উপযোগ প্রদান করে। অনুরূপভাবে $C_2$ বিন্দু $C_1$ বিন্দু অপেক্ষা অধিক উপযোগ প্রদান করে, ইত্যাদি। আমরা এখন মাত্রাবাচক দৃষ্টিভংগীর গভীরে প্রবেশ করিয়াছি। এখানে ভোক্তা $I$ রেখা অপেক্ষা $I_1$ হইতে এবং $I_1$ অপেক্ষা $I_2$ হইতে অপেক্ষা অধিক উপযোগ লাভ করেন। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের মোটেই জানিবার প্রয়োজন নাই $I$ রেখা হইতে তিনি টাকার অংকে বা আক্ষরিক মানের হিসাবে কি পরিমাণ উপযোগ লাভ করেন। সকল নিরপেক্ষতা রেখা একত্র হইয়া নিরপেক্ষতা মানচিত্রের ( an indifference map ) সৃষ্টি করে। ইহা হইল নিরপেক্ষতা রেখাসমূহের একটি সারি ( series )।

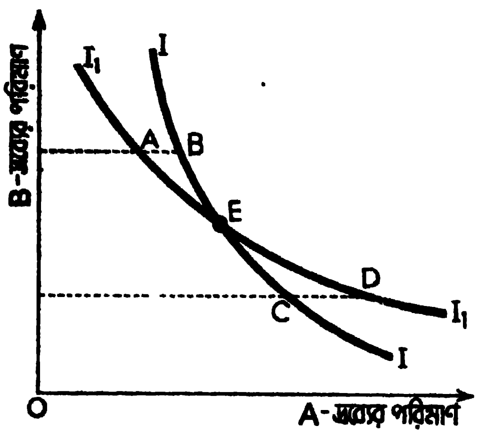
নিরপেক্ষতা রেখার সংখ্যা যে সীমিত হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুত, আমরা একটি অসীম সংখ্যক নিরপেক্ষতা রেখার কথা ভাবিতে পারি। ভোক্তার অভিরুচির মাপনী ( scale of preferences ) দেওয়া থাকিলে, একটি নিরপেক্ষতা মানচিত্রের উপর যে-কোন সংখ্যক নিরপেক্ষতা রেখা অংকন করা সম্ভব। প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখাটি ডানদিকে সরিয়া গেলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে।

### (v) নিরপেক্ষতা রেখাগুলি কখনই একে অপরকে ছেদ করিতে পারে না ( Indifference curves never cross )।

যদি দুইটি নিরপেক্ষতা রেখা একে অপরকে ছেদ করে তাহা হইলে ভোক্তার ব্যবহার অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। কারণ, এক্ষেত্রে ভোক্তা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে সমসংখ্যক A এবং অধিক পরিমাণ B-দ্রব্যের

১. "An indifference curve which lies above and to the right another shows a preferred combination of the two commodities." W. J. Baumol

মধ্যে নিরপেক্ষ হইবেন। নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। এখানে




রেখাচিত্র ৯.১ : পরস্পরবিচ্ছেদকারী নিরপেক্ষতা রেখা

$I$ রেখাটি $E$ বিন্দুতে $I_1$ রেখাকে ছেদ করে। ইহার বামদিকে $A$ এবং $B$ এই দুইটি বিন্দুকে তুলনা করিলে দেখা যায় যে $B$ হইল $A$ অপেক্ষা অধিক কাম্য বিন্দু, কারণ $B$ বিন্দুতে ভোক্তা সমসংখ্যক $B$-দ্রব্য কিন্তু অধিক সংখ্যক $A$-দ্রব্য ভোগ করিয়া মোট উপযোগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং তিনি প্রথম রেখাটিতে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইবেন। অপরদিকে $E$ বিন্দুর ডানদিকে $C$ এবং $D$ এই দুইটি বিন্দুকে তুলনা করিলে দেখা যায় যে ভোক্তা $C$ অপেক্ষা $D$ বিন্দুকে পছন্দ করিবে, কারণ এই বিন্দুতে থাকিয়া তিনি সমপরিমাণ $B$-দ্রব্য কিন্তু অধিক পরিমাণ $A$-দ্রব্য ভোগ করিয়া অধিক পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা রেখার উপর অবস্থান করাকে অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু এই সংগে কি ভোক্তা $I$ এবং $I_1$ রেখার উপর অবস্থান করিতে পারেন? নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং নিরপেক্ষতা রেখাগুলি একে অপরকে ছেদ করিতে পারে না।[১]

### বাজেট রেখা ( The budget line )

একটি নিরপেক্ষ রেখা শুধুমাত্র একজন ভোক্তার দ্রব্য ক্রয়ের ও ইচ্ছা বা অভিরুচিকে ( পছন্দকে ) প্রকাশ করে। কিন্তু দ্রব্য ক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকাই যথেষ্ট নয়। ক্রয়ের ক্ষমতা থাকাও প্রয়োজন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে অর্থবিদ্যার চাহিদা বলিতে কার্যকরী চাহিদাকেই ( effective demand ) বুঝায়। সুতরাং পণ্যের বাজারে ভোক্তার প্রকৃত অবস্থা নিরপেক্ষতা রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ক্রয়ের ইচ্ছা তাঁহার আয় এবং $A$ এবং $B$-দ্রব্যের বাজার দাম দ্বারা সীমিত। এই উভয় বিষয়কেই বাজেট রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। ধরা যাউক $A$ ও $B$-দ্রব্যের দাম হইল যথাক্রমে একক প্রতি ৫ টাকা ও ২ টাকা এবং ভোক্তার আয় হইল ১০০ টাকা। এক্ষেত্রে তাহার বাজেট রেখার সমীকরণটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$M = P_A A + P_B B$$

যেখানে $M$ হইল ভোক্তার আর্থিক আয়, $P_A$ হইল $A$-দ্রব্যের দাম এবং $A$ হইল $A$-দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ। অনুরূপভাবে $P_B$ হইল $B$-দ্রব্যের দাম এবং $B$ হইল খ-দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ। আমাদের উদাহরণ অনুসারে ইহাকে এইভাবে প্রকাশকরা যায় :

১০০ টাকা=৫ টাকা×$A$-দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ+২ টাকা×$B$-দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ।

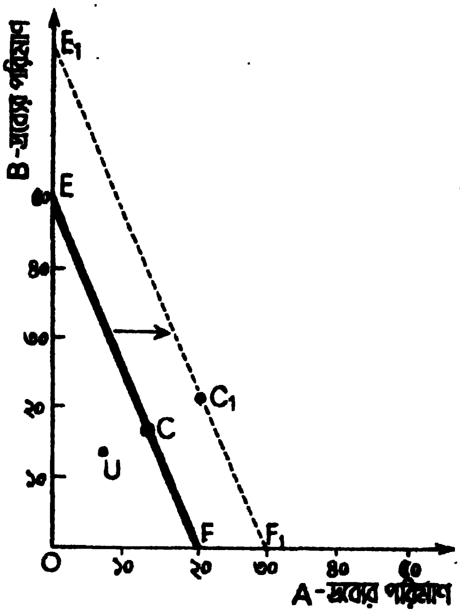
সুতরাং ভোক্তার আয় হইল সীমিত। এখন ভোক্তার নিকট প্রশ্ন হইল : এই সীমিত আয়কে কিভাবে ব্যয় করিয়া নির্দিষ্ট দামে দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিয়া মোট উপযোগকে সর্বাধিক করা যায়? পরবর্তী পরিচ্ছেদে ( section ) আমরা ইহা লইয়া আলোচনা করিব। এখন আমরা বাজেট লাইনের তাৎপর্য লইয়া সামান্য আলোচনা করিতে পারি।

---

১. "Indifference curves do not cross, because consumer preferences are transitive—which means that if you prefer A to B and B to C, you will prefer A to C." E. G. Dolan: *Basic Economics*

সীমিত আয় দ্বারা নির্দিষ্ট দামে দুইটি দ্রব্যের যে-সকল সমন্বয় ক্রয় করা যাইতে পারে বাজেট লাইনের সাহায্যে তাহাই দেখান হয়।[1] এই রেখাটির সাহায্যে দুইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম (relative price) দেখান হয়।

নিম্নের রেখাচিত্রে একটি কাল্পনিক বাজেট রেখা অংকন করা হইয়াছে। আমাদের উদাহরণে *B*-দ্রব্যের দাম একক প্রতি ২ টাকা বলিয়া ভোক্তা যদি শুধুমাত্র *B*-দ্রব্য ক্রয় করে তাহা হইলে ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ৫০ একক ক্রয় করিতে পারে। ইহা *E* বিন্দুর সাহায্যে দেখান হইয়াছে। অপরদিকে ভোক্তা যদি সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া শুধুমাত্র ক-দ্রব্য ক্রয় করে তাহা হইলে ২০ একক *A*-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে (কারণ *A*-দ্রব্যের দাম হইল একক প্রতি ৫ টাকা)। সুতরাং বাজেট রেখার সমীকরণটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :




$$M = P_A . A + O$$

অথবা, $M = O + P_B B$

রেখাচিত্র ১.১০ : বাজেট রেখা

এখন $M = P_A . A$ সমীকরণটিতে $M$ এবং $P_A$-এর মান আমাদের জানা আছে। শুধুমাত্র $A$-এর মান—অর্থাৎ কত পরিমাণ *A*-দ্রব্য ক্রয় করা হইবে—তাহা আমাদের জানা নাই। তবে ইহা সহজেই নির্ধারণ করা যায়। ভোক্তার আয় $M$ হইলে এবং ক-এর দাম $P_A$ হইলে আমাদের ভোক্তা $M/P_A$ সংখ্যক অর্থাৎ ১০০/৫=২০ *A*-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। অর্থাৎ :

$$M = P_A A = P_A \frac{M}{P_A} = ১০০ = ৫ \frac{১০০}{৫} = ৫ \times ২০$$

এখানে *OF* অনুভূমিক দূরত্বের সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ৫০ একক *B*-দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব—অর্থাৎ :

$$B = \frac{M}{P_B}$$

অনুরূপভাবে শুধুমাত্র দ্রব্য ক্রয় করা হইলে এই সমীকরণটি এইরূপ হইবে—

$$M = P_B \frac{M}{P_B} = ১০০ = ২ . \frac{১০০}{২} = ২ \times ৫০$$

এখানে *OA* উল্লম্ব দূরত্বের সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ২০ একক *A*-দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব—অর্থাৎ :

$$A = \frac{M}{P_A}$$

এখান বাজেট রেখাটির ঢাল হইল *OA/OF*—অর্থাৎ :

$$\frac{M}{P_B} \div \frac{M}{P_A} \text{ অথবা } \frac{M}{P_B} \times \frac{P_A}{M} \text{ অথবা } \frac{P_A}{P_B} ।$$

১. "A budget line shows all the combinations of two products which can be purchased with a given level of income." John Beardshaw

যেহেতু বাজেট রেখার ঢালের সাহায্যে দুইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামকে দেখান হয় সেহেতু বাজেট রেখাকে মূল্য রেখা বা দাম রেখা (the price line) বলা হয়। আবার বাজেট রেখার সাহায্যে সীমিত অর্থ ব্যয় করিয়া দুইটি দ্রব্যের কি কি সমন্বয় ক্রয় করা সম্ভব তাহা দেখান হয় বলিয়া ইহাকে ভোগ সম্ভাবনা রেখাও (consumption possibility line) বলা হয়।

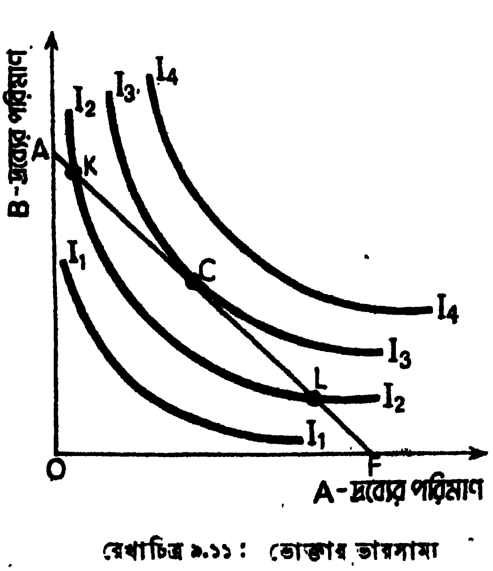
উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে $A$ এবং $B$-দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম অথবা বিনিময়ের অনুপাত (exchange ratio) হইল ২.৫ : ১। কারণ $A$-দ্রব্যের দাম ৫ টাকা এবং $B$-দ্রব্যের দাম ২ টাকা। ভোক্তা এই রেখার যে কোন বিন্দুতে—যেমন $C$ বিন্দুতে—অবতীর্ণ হইতে পারে। অথবা ভোক্তা এই রেখার অভ্যন্তরেও অবস্থান করিতে পারে। অবশ্য $C$ বিন্দুতে তাহার ব্যয় আয় অপেক্ষা কম। অবশ্য সীমিত আয়ের সাহায্যে ভোক্তার পক্ষে বাজেট রেখার ডানপার্শ্বের কোন বিন্দুতে—যেমন $C_1$ বিন্দুতে—অবস্থান করা সম্ভব নয়। ইহা এখনও পর্যন্ত ভোক্তার নাগালের বাহিরে রহিয়াছে। অবশ্য যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বাজেট রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে এবং $C_1$ বিন্দুটি ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িবে।

এখানে $A_1F_1$ রেখাটির সাহায্যে বাজেট রেখার উপর আয়বৃদ্ধির ফল দেখান হইয়াছে। যেহেতু বাজেট রেখাটি সম্পূর্ণভাবে ডানদিকে সরিয়া গিয়াছে সেহেতু ভোক্তা অধিক পরিমাণে $A$ এবং $B$ উভয় দ্রব্যই ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। বাজেট লাইন ডানদিকে সরিয়া যাওয়ার অর্থ হইল ভোক্তার আর্থিক আয় ও ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি।

**ভোক্তার ভারসাম্য (The consumer equilibrium)**

ভোক্তার উদ্দেশ্য হইল নির্দিষ্ট বাজার-দামে সীমিত আয় দুইটি দ্রব্যের উপর ব্যয় করিয়া উপযোগ সর্বাধিক করা। উপযোগ সর্বাধিক হইলেই ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পর ভোক্তার ক্রয় পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন না হওয়াই স্বাভাবিক।

ভোক্তা তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন তাহার ক্রয়ের ইচ্ছা ও ক্রয়ের ক্ষমতা এক হইয়া যায়।




রেখাচিত্র ৯.১১ : ভোক্তার ভারসাম্য

তাঁহার ক্রয়ের ইচ্ছা নিরপেক্ষতা রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তাঁহার ক্রয়ের ক্ষমতা প্রকাশিত হয় বাজেট রেখার মাধ্যমে। ভোক্তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইল বাজেট রেখার উপর থাকিয়া সর্বাধিক উচ্চ নিরপেক্ষতা রেখায় অবতীর্ণ হওয়া।[১] যখন ভোক্তার বাজেট রেখা নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করে তখনই ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হয়। এই ভারসাম্য অবস্থাকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে বাজেট রেখা এবং নিরপেক্ষতা মানচিত্রকে একত্র করিতে হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে $C$ বিন্দুতে ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হন কারণ, এই বিন্দুতে বাজেট রেখা $AF$ ও নিরপেক্ষতা রেখা $I_3$-এর ঢাল একই। সুতরাং ভোক্তার ভারসাম্যের সর্ত হইল :

নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল=বাজেট রেখার ঢাল।

১. "The objective of the consumer is to reach the highest possible indifference curve permitted by the budget line·" A. K. Sen and S. Mukherjee

আমরা জানি যে নিরপেক্ষতা রেখার ঢালকে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার বলা হয় এবং ইহা হইল A এবং B এই দুইটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের অনুপাত মাত্র। অপরদিকে বাজেট রেখার ঢাল হইল দুইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বা বিনিময়ের অনুপাত মাত্র। সুতরাং ভোক্তার ভারসাম্যের সর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{MU_A}{MU_B}=\frac{P_A}{P_B}$$

[ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে এই সর্তটির সহিত সমপ্রান্তিক উপযোগ সূত্রের বিশেষ কোন তফাৎ নাই। অর্থাৎ উপরের সর্তটিকে এইভাবেই প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{MU_A}{P_A}=\frac{MU_B}{P_B}$$

প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের আলোচনার সময় আমরা অনুরূপ একটি সর্তের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এখানে কেবলমাত্র মূল অনুমান হইল এই যে উপযোগকে পরিমাপ করা যায় না। ]

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হইল এই যে : **ভোক্তা তখন উপযোগ সর্বাধিককারী ভারসাম্যে উপনীত হন যখন দুই দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম উহাদের প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের সহিত সমান হয়।**[১]

এই ভারসাম্যের পশ্চাতে কি যুক্তি কার্য করে ? অর্থাৎ, কি কারণে একমাত্র C-ই ভারসাম্য বিন্দু হইতে পারে, K এবং L বিন্দু হইতে পারে না ? বস্তুত, K বিন্দুতে নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল বাজেট রেখার ঢাল অপেক্ষা অধিক—অর্থাৎ

$$\frac{MU_A}{MU_B}>\frac{P_A}{P_B}$$

ইহার অর্থ হইল $MU_A>P_A$ এবং $MU_B<P_B$। এক্ষেত্রে ভোক্তার A-এর ভোগ বৃদ্ধি এবং B এর ভোগ হ্রাস করিতে থাকিবে। ফলে A-এর প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত হ্রাস এবং B-এর প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পরিশেষে দুইটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সহিত সমান হইবে এবং উহাদের প্রান্তিক উপযোগের অনুপাত উহাদের আপেক্ষিক দামের সহিত সমান হইবে। অপরদিকে আবার L বিন্দুতে ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একমাত্র C বিন্দুতেই ভোক্তার ভারসাম্য ঘটিতে পারে, অপর কোন বিন্দুতে নয়।

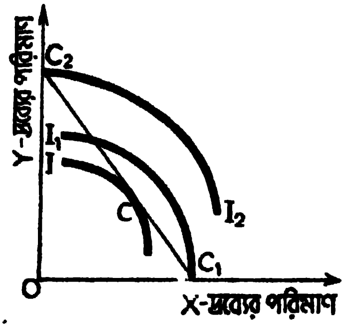
## কয়েকটি বিপরীত উদাহরণ ( Some Counter Examples )

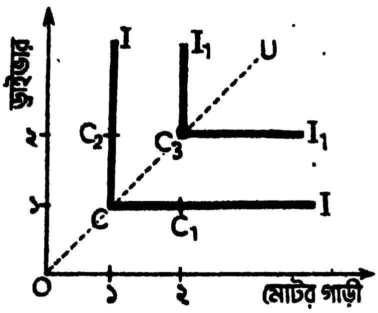
ভোক্তার ভারসাম্য বিশ্লেষণের জন্য নিরপেক্ষতা রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন একটি বৈশিষ্ট্যের অনস্তিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ভোক্তার ভারসাম্য অদ্ভুত স্থানে ঘটিবে।

প্রথমত যদি নিরপেক্ষতা রেখা উৎসের দিকে উত্তল না হইয়া ( convex to the origin ) উৎসের দিকে অবতল ( concave to the origin ) হয় তবে নিরপেক্ষতা রেখা ও বাজেট রেখা পরস্পরের স্পর্শ বিন্দু ( অর্থাৎ ৯.১১ (ক) রেখার C বিন্দু ) সর্বাধিক পরিতৃপ্তির অবস্থার পরিবর্তে ন্যূনতম পরিতৃপ্তি বুঝাইতে পারে। এক্ষেত্রে স্পর্শ বিন্দু ছাড়িয়া উপরের দিকের কোন নিরপেক্ষতা রেখায় গিয়া একটিমাত্র দ্রব্য ক্রয় করিয়াই ভোক্তা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় শেষ করিবে। ইহাকে একটি দ্রব্য কেনার বাতিক ( monomania ) বলা যাইতে হয়। এক্ষেত্রে $C_1$ এবং $C_2$ বিন্দুতে আমরা যে সমাধান

১. "The consumer's utility maximisation occurs when relative prices are equal to the marginal rate of substitution." John Beardshaw

পাই তাহাকে কোণ সমাধান ( corner solution ) বলা হয়। দেখা যাইতেছে $C_1$ বিন্দুতে ভোক্তা শুধুমাত্র ক দ্রব্য ক্রয় করিতেছে এবং $C_2$ বিন্দুতে ভোক্তা কেবলমাত্র B-দ্রব্য ক্রয় করিতেছে।




রেখাচিত্র ৯.১২ : দুইটি বিপরীত উদাহরণ

দ্বিতীয়ত আমরা দেখিয়াছি যে নিরপেক্ষতা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন হয়। ইহার কারণ একটি দ্রব্য আর একটি দ্রব্যের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এখন একটি দ্রব্য যদি অপরটির পরিপূরক দ্রব্য হয় তাহা হইলে নিরপেক্ষতা রেখাগুলি L-এর আকৃতির হইবে—অর্থাৎ ইহারা একই সংগে অনুভূমিক ( horizontal ) এবং উল্লম্ব ( vertical ) হইতে পারে। অথবা ইহারা ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন ( upward sloping ) হইবে। উপরের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এইরূপ পরিপূরক দ্রব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণগুলি হইল মোটরগাড়ী ও ড্রাইভার। দুইটি গাড়ী একই ড্রাইভার ঘুরিয়া-ফিরিয়া চালাইতে পারেন। অর্থাৎ, দুইটি ড্রাইভার মাসে ১৫ দিন করিয়া একটি গাড়ী চালাইতে পারেন। অথবা দুইজন ড্রাইভার রোজই দুইটি গাড়ী চালাইতে পারেন। এই অবস্থায় গাড়ীর মালিক কোন বিন্দুতে ভারসাম্যে উপনীত হইবেন এবং আদৌ হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন।

## ৯.৭ নিরপেক্ষতা রেখা বিশ্লেষণের প্রয়োগ ( Application of Indifference Curve Analysis )

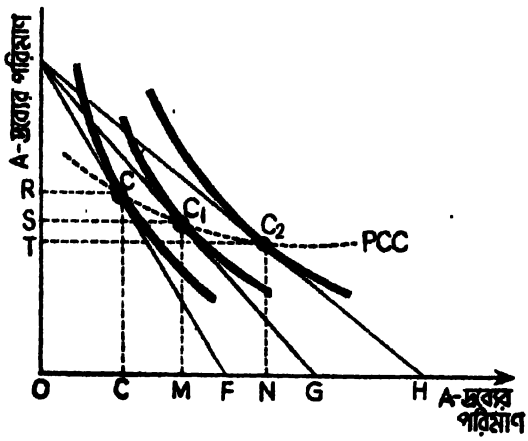
ভোক্তার ভারসাম্য নির্ধারণ করিবার পর আমরা ইহার ভিত্তিতে অধ্যায়ের প্রথম অংশের চাহিদার সম্পর্ক ও ফলগুলি ( demand relations and effects ) লইয়া আলোচনা করিতে পারি। এ পর্যন্ত আমাদের মৌল অনুমান ছিল এই যে, ভোক্তার আর্থিক আয় সীমিত থাকে এবং দুই দ্রব্যের বাজার দামও নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু বাস্তব জগতে ইহা কখনই ঘটে না। ভোক্তার আয় ও দ্রব্যাদির বাজার দাম সদা পরিবর্তিত হয়। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হইল চাহিদার সর্তাবলীর এই সকল পরিবর্তনের ফলে ভোক্তার উপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা।

### দাম-ভোগ রেখা ( Price Consumption Curve )

ধরা যাউক ভোক্তার আয় হইল নির্দিষ্ট ও সীমিত এবং তাহাকে পূর্বের ন্যায় A এবং B এই দুইটি দ্রব্যের মধ্যে নির্বাচন করিতে হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে B-এর তুলনায় A-এর বাজার দাম হ্রাস পাইলে কি ঘটে তাহা দেখান হইয়াছে। সূচনাতে AF হইল ভোক্তার বাজেট-রেখা এবং C বিন্দুতে ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে। যখন A-এর বাজার দাম হ্রাস পায় তখন বাজেট-রেখাটি ডানদিকে ঘুরিয়া যায় এবং চেপটা ( flatter ) হইয়া যায়। ইহার ফলে ভোক্তা একটি উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখার গমন করিয়া $C_1$ বিন্দুতে ভারসাম্যে উপনীত হয়। B-এর তুলনায় A-এর দাম যদি আরও হ্রাস পাইতে থাকে তাহা হইলে বাজেট-রেখাটি আরও চেপটা হইয়া AH হইবে এবং $C_2$ বিন্দুতে

ভোক্তার ভারসাম্য ঘটিবে। দেখা যাইতেছে যে B দ্রব্যের তুলনায় A-দ্রব্যের দাম যখন হ্রাস পাইয়াছে তখন B-দ্রব্যের ভোগও OR হইতে হ্রাস পাইয়া OS এবং OS হইতে হ্রাস পাইয়া OT হইয়াছে। অপরদিকে আবার A-দ্রব্যের ভোগ OC হইতে বৃদ্ধি পাইয়া প্রথমে OM এবং পরে ON হইয়াছে।

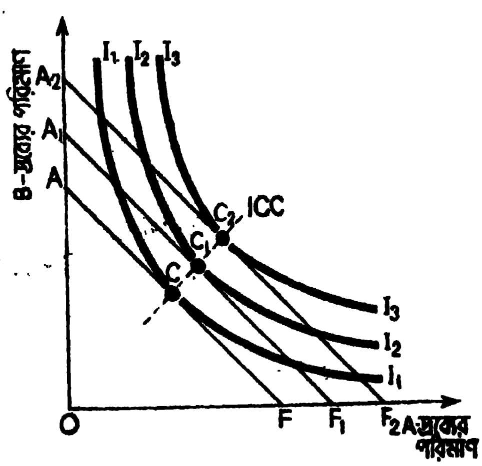
যে ভগ্ন রেখাটি (dotted line) C, $C_1$ এবং $C_2$ বিন্দুগুলিতে সংযুক্ত করে তাহাকে দাম-ভোগ রেখা (price-consumption curve) বলা হয়। দাম পরিবর্তনের ফলে ভোগের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে এই রেখাটির সাহায্যে তাহাই দেখান হয়। অর্থাৎ, ইহা ভোক্তার উপর দাম পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া দেখায়।




রেখাচিত্র ৯.১৩ : দাম ভোগ রেখা

## আয়-ভোগ রেখা (Income Consumption Curve)

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি (রেখাচিত্র ৯.৮) আয় বাড়িলে ভোক্তার বাজেট রেখা ডানদিকে সমান্তরালভাবে সরিয়া যায়। এই কারণে নিচের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে যতই বাজেট রেখা ডানদিকে সরিয়া যায় ততই ভোক্তা ক্রমশ ডানদিকের নিরপেক্ষতা রেখার উপর গমন করে। এই কারণে বাজেট রেখাটি AF হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $A_1F_1$ হইয়া দাঁড়ায়। ভোক্তার ভারসাম্য বিন্দু C হইতে সরিয়া $C_1$ হইয়া দাঁড়ায়। বাজেট লাইন যদি আরও সরিয়া $A_2F_2$ হয় তাহা হইলে ভোক্তা $C_2$ বিন্দুতে ভারসাম্য উপনীত হইবে। সুতরাং আয়বৃদ্ধির ফলে A এবং B উভয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান হইল উভয় দ্রব্যই স্বাভাবিক দ্রব্য (normal goods)। ইহার সহিত এই অধ্যায়ের সূত্র আলোচনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইতেই আমরা ৯.২ রেখাচিত্রের (১২২ পৃষ্ঠা) আয়ানুগ চাহিদা রেখার (the income demand curve) অস্তিত্বের প্রমাণ করিতে পারি। এখানে ভগ্ন রেখাটিকে আয়-ভোগ রেখা বলা হয়, কারণ ইহা আয় পরিবর্তনের ফলে ভোক্তার উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাহা দেখায়।

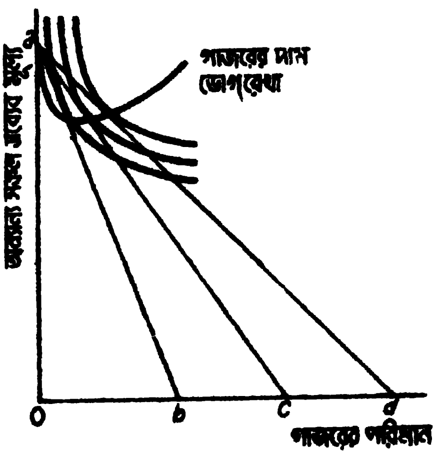



রেখাচিত্র ৯.১৪ : আয় ভোগ রেখা

## পরিবারের চাহিদা রেখা (The household's demand curve)

যে কোন একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবারের চাহিদা রেখা অংকন করিতে হইলে আমাদের পূর্বের জগতের সহিত ক্ষণিকের জন্য সম্পর্ক ছেদ করিতে হইবে। এ পর্যন্ত আমাদের মূল অনুমান ছিল এই যে আমাদের প্রতিনিধি পরিবার দুইটি দ্রব্য ভোগ করে। এখন আমরা অন্য একটি বিষয় জানিতে আগ্রহী—অন্যান্য সকল ক্রয়যোগ্য দ্রব্যের বাজার দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি একটি বিশেষ

দ্রব্যের, যেমন গাজরের বাজার দামের পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে পরিবারের চাহিদার কি ধরনের (এবং কতটা) পরিবর্তন ঘটে এখন আমরা তাহাই জানিতে চাই। নিচের (১.১৩) রেখাচিত্রে আমরা একটি নূতন নিরপেক্ষতা মানচিত্র অংকন করি। এই মানচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আমরা গাজরের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে অন্যান্য সকল দ্রব্যের ক্রয়মূল্য (value) দেখাই। গাজর ও অন্যান্য সকল দ্রব্যের ভোগের প্রতিটি স্তরে কি হারে আমাদের পরিবার চালের পরিবর্তে অর্থ অর্জন করিতে (এবং অর্জিত অর্থের মাধ্যমে অন্যান্য সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে) আগ্রহী ১.১৩ রেখাচিত্রের নিরপেক্ষতা রেখা-গুলি আমাদের তাহাই বলিয়া দেয়।




রেখাচিত্র ১.১৫ : পরিবারের গাজরের চাহিদা রেখা অংকন

এখন আমরা টাকার (অর্থাৎ উল্লম্ব) অক্ষে পরিবারের আয় চিহ্নিত করি। রেখাচিত্রে পরিবারের মাসিক আয় হইল *a* টাকা এবং ইহা *a* টাকার (অর্থমূল্যের) সমান অন্যান্য সকল দ্রব্য ভোগ করিতে সক্ষম (যদি অবশ্য ইহা মোটেই গাজর ভোগ না করে)। গাজরের বাজার দাম ও পরিবারের আয় দেওয়া থাকিলে আমরা একটি বাজেট রেখা অংকন করিতে পারি। এই বাজেট রেখা দ্বারা যে সকল সমন্বয়গুলি পরিবার ভোগ করিতে পারে সেগুলির প্রত্যেকটিকে দেখান হইয়াছে। এখন আমরা গাজরের বাজার দামের পরিবর্তন ঘটাইতে পারি। ফলে *a* বিন্দুর মাধ্যমে বাজেট রেখার ঢালের পরিবর্তন ঘটিবে। প্রতিটি বাজেট রেখা একটি নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করিবে এবং প্রতিটি স্পর্শক বিন্দুতে একটি করিয়া নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। এখন এই বিভিন্ন ভারসাম্য বিন্দুকে যুক্ত করিয়া আমরা গাজর ও অন্যান্য সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি দাম-ভোগ রেখা (price-consumption curve) অংকন করিতে পারি। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পূর্বে এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা অপর দুইটি দ্রব্যের (যেমন *A* এবং *B* অথবা খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র) ক্ষেত্রে অনুরূপ একটি লাইন অংকন করিয়াছিলাম।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রেখাচিত্র ১.১৫ এবং রেখাচিত্র ১.১৬ একে অপরের অনুরূপ। কেবল অক্ষরে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরিমাপ করা হইয়াছে এবং ১.১৫ রেখাচিত্রের দাম-ভোগ লাইনকে রেখাচিত্রের উপরের অংশে অংকন করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়—গাজরের বাজার দাম যাহাই হউক না কেন আমাদের পরিবার ইহার আয়ের একটি বৃহৎ অংশ (বা অনুপাত) ইহার উপর ব্যয় করে না।

দাম-ভোগ রেখার প্রতিটি বিন্দু দ্বারা একটি নির্দিষ্ট দামে গাজরের চাহিদার পরিমাণ দেখান হইয়াছে। পরিবারের চাহিদা রেখা অংকন করিতে হইলে আমাদের নূতন একটি রেখাচিত্র দাম ও চাহিদার পরিমাণের বিভিন্ন সমন্বয়গুলি অংকন করিতে হইবে। এই রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে গাজরের দাম ও অনুভূমিক অক্ষে গাজরের চাহিদার পরিমাণ দেখাইতে হইবে। ১.১৬ রেখাচিত্রে গাজরের বাজার দাম হ্রাস পাইলে ইহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে গাজরের চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়। রেখাচিত্রটি হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

**পরিবারের চাহিদা রেখা কি কখনও ঊর্ধ্বমুখী হইতে পারে? —আয় ও পরিবর্তন প্রভাব ( Can the household's demand curve ever slope upward ? —The income effect and the substitution effect )**

উপরে যে আমরা চাহিদা রেখা অংকন করিয়াছি তাহা হইল নিম্নমুখী। ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে গাজরের দাম কমিলে ইহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা কি সর্বদা সত্য? অর্থাৎ ইহা কি সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে? এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর প্রদান করিতে হইলে আমাদের দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে হইবে। বিষয় দুইটি হইল আয় প্রভাব ( the income effect ) ও পরিবর্তন প্রভাব ( the substitution effect )।

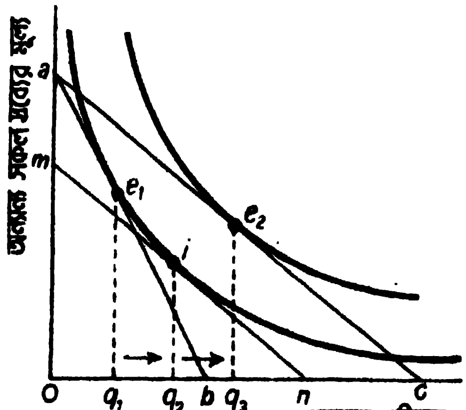
ধরা যাউক আমাদের পরিবারের আর্থিক আয় ( money income ) অপরিবর্তিত আছে। এই অবস্থায় গাজরের বাজার দাম হ্রাস পাওয়ার অর্থ হইল পরিবারের প্রকৃত আয় (real income) বা ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি। ফলে একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা আমাদের পরিবার অধিক পরিমাণে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান হইল যে অন্যান্য সকল দ্রব্যের বাজার দাম অপরিবর্তিত আছে। নিম্নের ৯.১৬ রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে গাজরের দাম হ্রাসের ফলে পরিবারের বাজেট লাইন *ac* হইতে সরিয়া ( অর্থাৎ আরও চ্যাপটা হইয়া ) *ad* হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পরিবার এ পর্যন্ত *ac* লাইনে যে কোন বিন্দুতেই অবস্থান করুক না কেন এখন ইহা ইচ্ছা করিলে *ad* লাইনের উপরে ও ডানদিকে উঠিয়া গিয়া অধিক পরিমাণে গাজর এবং অন্যান্য সকল দ্রব্য ভোগ করিতে পারে। ইহাই দাম প্রভাব ( price effect ) বা কোন একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের উপর উহার দামের পরিবর্তনের মোট ফল নামে পরিচিত। এই দাম প্রভাবের দুইটি উপাদান আছে। এই উপাদান দুইটি আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাব নামে অভিহিত হয়। এই প্রভাব দুইটি লইয়া এখন পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

এখন আমরা এমন একটি অবস্থার কথা কল্পনা করিতে পারি যে দামের পরিবর্তনের ফলে পরিবারের আয়বৃদ্ধিজনিত লাভকে এমনভাবে দূরীভূত করা হইল যাহাতে প্রকৃতভাবে আমাদের পরিবারের কোন লাভ বা ক্ষতি না হয়—অর্থাৎ দামের পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের পরিবার যেন দাম-হ্রাসের পূর্বে যে নিরপেক্ষতা রেখার উপর অবস্থান করিত এখনও *c*–*c* রেখার উপর অবস্থান করিতে পারে। আপেক্ষিক দামের যে কোন পরিবর্তনের ফলেই বাজেট লাইনের ঢালের ( slope ) পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু যদি পরিবার পূর্বের ( original ) নিরপেক্ষতা রেখার উপর অবস্থান করিতে চায়, তাহা হইলে আর্থিক আয়ের এইরূপ পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে যাহাতে বাজেট রেখাটি এমনভাবে স্থান পরিবর্তন করে যে ইহা যেন ( দাম পরিবর্তনের ) পূর্বের নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করিতে পারে। যদি ইহা পূর্বের নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করে তাহা হইলে আমাদের পরিবারের আর্থিক কল্যাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি কোনটিই ঘটিবে না—অর্থাৎ একই নিরপেক্ষ রেখার উপর অবস্থান করিয়া ইহা সম পরিমাণ মোট উপযোগ লাভে সমর্থ হইবে ( যদিও নিরপেক্ষতা রেখার বিশ্লেষণের সময় টাকার অংকে অথবা আক্ষরিক মানের সাহায্যে উপযোগ পরিমাপ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই )।

ধরা যাউক, গাজরের দাম কমিয়া হঠাৎ অর্ধেক হইয়া গেল। ফলে বাজেট রেখাটির ঢাল আগের তুলনায় অর্ধেক খাড়া হইল—অর্থাৎ ইহা *ab* হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া *ac* হইল। ৯.১৬ রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এই রেখাচিত্রের $e_1$ বিন্দুতে আমাদের পরিবার প্রথমে ভারসাম্যে উপনীত হয়। দাম হ্রাসের ফলে বাজেট লাইনটি *ac* হইয়া দাঁড়াইবে এবং $e_2$ বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য ঘটিবে। এই বিন্দুতে পরিবারের নূতন বাজেট রেখা উচ্চে অবস্থিত একটি নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করে। এখন যদি আমরা *ac* বাজেট লাইনটি এরূপভাবে ক্রমাগত বাঁদিকে সরাইতে থাকি যে ইহা দাম পরিবর্তনের ( এক্ষেত্রে হ্রাসের ) পূর্বের নিরপেক্ষতা রেখার উপর অবস্থান করে তাহা হইলে *f* বিন্দুতে ইহার নূতন

ভারসাম্য ঘটিবে। এখানে *mn* বাজেট লাইনটি হইল *ac* লাইনের সমান্তরাল এবং ইহার ঢাল নূতন আপেক্ষিক দামগুলির ( the new set of relative prices ) পরিমাপ করে। এক্ষেত্রে দাম হ্রাসের ফলে গাজরের ভোগ বৃদ্ধিকে $q_1$ হইতে $q_2$ দূরত্ব দ্বারা দেখান হইয়াছে। রেখাচিত্রের তীরচিহ্ন ইহারই নির্দেশক। এক্ষেত্রে পরিবার একই নিরপেক্ষতা রেখার উপর অবস্থান করে বলিয়া $e_1$ বিন্দু হইতে *i* বিন্দুতে গমন করার পরও ইহার মোট উপযোগ ( total utility ) অপরিবর্তিত থাকে। যেহেতু একটি নিরপেক্ষতা রেখা ডানদিকে নিম্নমুখী হয়, সেহেতু গাজরের দাম হ্রাসের অর্থ হইল ইহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ( যদি অবশ্য উপযোগের স্তরকে অপরিবর্তিত রাখা হয় )। সুতরাং পরিবর্তন প্রভাব সর্বদা ঋণাত্মক হয় : দামের যে কোন পরিবর্তনে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে ঠিক বিপরীত পরিবর্তন ঘটে।[১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে গাজরের বাজার দাম হ্রাস পাইয়া অর্ধেক হইলে আমাদের পরিবার একই নিরপেক্ষতা রেখার $e_1$ বিন্দু হইতে *i* বিন্দুতে গমন করিবে। কিন্তু বাস্তব জগতে যখন গাজরের দাম কমে তখন ভোক্তার ক্ষেত্রে ঠিক ইহা ঘটে না। দাম হ্রাসের ফলে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইলে উপযোগের স্তর অপরিবর্তিত বলিয়া অনুমান করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। কোন অর্থ-ব্যবস্থায় এমন কোন অর্থনৈতিক শক্তি নাই যাহা ভোক্তার আর্থিক আয়কে হ্রাস করিয়া উপযোগ হ্রাস করিতে সমর্থ হইবে। আয় বৃদ্ধির ফলে বাজেট লাইনটি ডানদিকে সরিয়া যাওয়ার ফলে পরিবার উচ্চে অবস্থিত একটি নিরপেক্ষতা রেখার উপর অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া পরিবারের মোট উপযোগবৃদ্ধি পাইবে। বস্তুত, আয় বৃদ্ধির ফলে বাজেট লাইনটি *a* বিন্দু হইতে সুরু করিয়া আরও চ্যাপটা হইয়া যাইবে। ইহার ফলে পরিবার ইচ্ছা করিলে প্রতিটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে অর্জন ও ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। ১.১৬ রেখাচিত্রে নূতন বাজেট রেখা হইল *ac* এবং নূতন ভারসাম্য বিন্দু হইল $e_2$। অর্থাৎ, যখন দাম হ্রাস পায় তখন গাজরের ভোগের পরিমাণ $q_1$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $q_3$ হয়। তত্ত্বগত দিক হইতে এই গমনাগমনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। রেখাচিত্রে $e_1$ এবং *i* বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ দ্বারা পরিবর্তন প্রভাব দেখান হইয়াছে। ইহার ফলে গাজরের ভোগ $q_1$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $q_2$ হয়। ইহাই হইল ভোগের উপর আপেক্ষিক দাম পরিবর্তনের ফল। ইহা ব্যতীত *i* বিন্দু হইতে *e* বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশ দ্বারা আয় প্রভাব দেখান হইয়াছে। লিপ্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে, "আপেক্ষিক দামগুলি তাহাদের নূতন স্তরে স্থির থাকাকালীন বাজেট রেখার ডানদিকে স্থান পরিবর্তনের ফলে ভোগের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহাকেই আয় প্রভাব বলিয়া গণ্য করা হয়।"[২]




রেখাচিত্র ১.১৬ : গাজরের দাম হ্রাসের ফলে আয় ও পরিবর্তন প্রভাব

১. "The substitution effect is thus negative : a change in price leads quantity demanded to change in the opposite direction." R. G. Lipsey, ১৮০ পৃষ্ঠা

২. "This income effect is equivalent to the increase in consumption that would have occurred owing to an outward shift in the budget line, relative prices being held constant at their new level."

এই প্রসংগে দুইটি বিষয় স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন :

(১) নিরপেক্ষতা রেখার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিলে পরিবর্তন প্রভাব হইল আপেক্ষিক দামের পরিবর্তনের ফলে একই নিরপেক্ষতা রেখার উপর পরিবারের গমনাগমনের ফলে ভোগের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকেই বুঝায়।[১]

(২) আয় প্রবাহ বলিতে প্রথম ( original ) নিরপেক্ষতা রেখা হইতে ইহার উচ্চে অবস্থিত নূতন নিরপেক্ষতা রেখার উপর গমনের ফলে ভোগের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকেই বুঝায়। এক্ষেত্রে আপেক্ষিক দামকে ইহার নূতন স্তরে অপরিবর্তিত রাখা হয়।[২]

## দাম প্রভাবের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ( Economic significance of price effect )

এ পর্যন্ত পরিবর্তন প্রভাব ও আয় প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইল। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি যে কোন্ কোন্ সর্তাবলী পূরিত হইলে একটি দ্রব্যের চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়। আমরা দেখিয়াছি যে একটি দ্রব্যের বাজার দামের পরিবর্তনের ফলে ইহার চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন ঘটে তাহা হইল আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাবের সম্মিলিত ফল। অর্থনৈতিক তত্ত্বে এই ভবিষ্যবাণী করা হয় যে পরিবর্তন প্রভাব হইল ঋণাত্মক। অর্থাৎ, মোট উপযোগের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি ক্রয়যোগ্য দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম হ্রাস করা হইলে ইহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। সকল স্বাভাবিক দ্রব্যের ( normal goods ) ক্ষেত্রে ইহাই ঘটে। অর্থাৎ, যখন পরিবারের আয় বৃদ্ধি ( এবং ইহার বাজেট লাইন সমান্তরালভাবে ডানদিকে স্থান পরিবর্তন ) দ্রব্যটির চাহিদার বৃদ্ধি ( rise in demand ) ঘটায় তখন অর্থনৈতিক তত্ত্ব একার্থভাবে ( unamiguously ) এই ভবিষ্যবাণী করে যে একটি দ্রব্যের বাজার দাম কমিলে ইহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

লিপসের ভাষায় বলিতে গেলে, "একটি স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখাকে অবশ্যই নিম্নমুখী হইতে হইবে। ইহার দাম হ্রাস কলে পরিবর্তন প্রভাব ও আয় প্রভাব উভয়ের ফলে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।"

## নিকৃষ্ট দ্রব্য ( Inferior Goods )

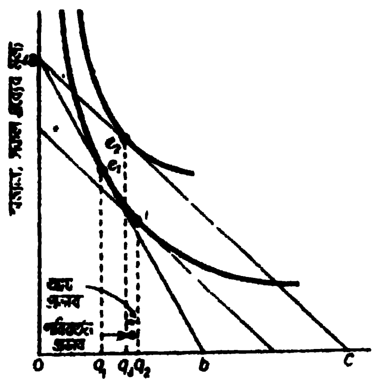
একটি নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে কি ঘটিবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন ভবিষ্যবাণী করা যায় না। দাম হ্রাসের ফলে আয়বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যটির ভোগ হ্রাসের প্রবণতা দেখা দেবে। কিন্তু অন্যদিকে পরিবর্তন প্রভাবের ফলে দ্রব্যটির দাম হ্রাস পাইলে অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে পরিবার অধিক পরিমাণ এই দ্রব্যটি ( অর্থাৎ যাহার দাম হ্রাস পাইয়াছে ) ভোগ করিবে। সুতরাং চূড়ান্ত ফল কি হইবে তাহা

---

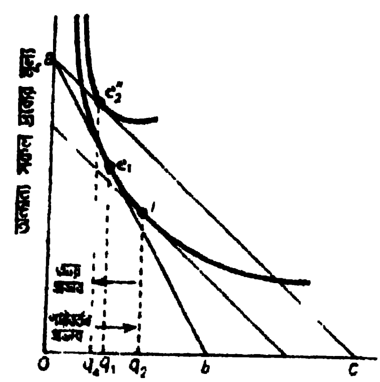
১. "In indifference theory the substitution effect is the change in consumption that would occur if relative price changes but the household is held on its original indifference curve." Lipsey

২. "The income effect is the change in consumption as a result of the movement between the original indifference curve and the new indifference curve when the relative price is held constant at its new value." Lipsey

মূলত নির্ভর করে এই দুইটি প্রভাবের আপেক্ষিক শক্তির ( অর্থাৎ সম্মিলিত ফলের ) উপর। নিম্নের দুই রেখাচিত্রে ( ৯.১৭ এবং ৯.১৮ ) দুইটি বিশেষ অবস্থায় ঋণাত্মক আয় প্রভাবের ফল বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পরিবারের আসল ( original ) ভারসাম্য বিন্দু হইল $e_1$। এই অবস্থায় পরিবার প্রতি মাসে $q_1$ পরিমাণ গাজর ভোগ করে। ইহার পর গাজরের বাজার দাম হ্রাস পায়। ফলে পরিবার $i$ বিন্দুতে গমন করিয়া নূতন ভারসাম্যে উপনীত হয়। অর্থাৎ, দাম হ্রাসের ফলে ইহা প্রতি মাসে $q_2$-$q_1$ পরিমাণ অতিরিক্ত গাজর ভোগ করে। এখানে আয় প্রভাব হইল ঋণাত্মক, কিন্তু ইহা পরিবারকে ৯.১৭ রেখাচিত্রের $e'_2$ বিন্দুতে গমন করায় ( বা সরাইয়া লইয়া যায় )। এই দুই প্রভাবের নীট ফল হইল গাজরের ভোগ $q_1$ হইতে $q_2$ পরিমাণ বৃদ্ধি। রেখাচিত্র ৯.১৮-এ দেখা যাইতেছে যে ঋণাত্মক আয়




রেখাচিত্র ৯.১৭ : একটি ঋণাত্মক আয় প্রভাব যাহা পরিবর্তন প্রভাবকে ছাড়াইয়া যায়




রেখাচিত্র ৯.১৮ : একটি ঋণাত্মক আয় প্রভাব যাহা পরিবর্তন প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া গিফেন দ্রব্য সৃষ্টি করে

প্রভাব ধনাত্মক পরিবর্তন প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। ফলে $e''_2$ বিন্দুতে পরিবারের চূড়ান্ত ভারসাম্য ( final equilibrium ) ঘটে। এক্ষেত্রে দাম হ্রাসের ফলে প্রতি মাসে গাজরের ভোগ $q_1$-$q_4$ পরিমাণ হ্রাস পায়।

## গিফেন দ্রব্য ( Giffen Good )

যে দ্রব্যের বাজার দাম ও চাহিদার পরিমাণ একই দিকে ভেদ ঘটে তাহাকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়।[১] স্যার রবার্ট গিফেন এইরূপ একটি ফল আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া ফলটি গিফেন ফল

১ "A commodity whose price and quantity vary in the same direction is called a Giffen Good." R. G. Lipsey

( Giffen effect ) নামে পরিচিত। গিফেন দ্রব্যকে অবশ্যই একটি নিকৃষ্ট দ্রব্য হইতে হইবে যাহার ক্ষেত্রে আয় প্রভাব পরিবর্তন প্রভাবকে ছাড়াইয়া যায়—অর্থাৎ যাহার ক্ষেত্রে আয় প্রভাব পরিবর্তন প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তব জগতে এই ধরনের দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন। ইহা হইল চাহিদার সূত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম। এই ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা নিম্নমুখী না হইয়া উর্ধ্বমুখী হয়।

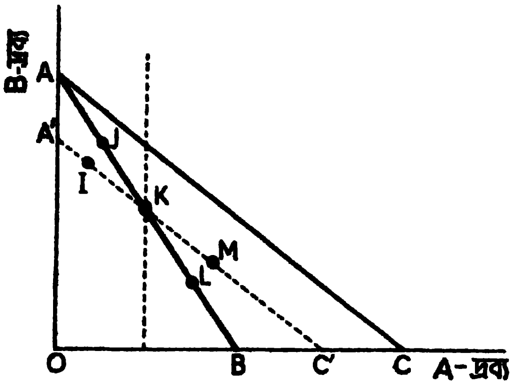
সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে একটি দ্রব্যের উর্ধ্বমুখী চাহিদা রেখা হইল একটি তত্ত্বগত সম্ভাবনা ( theoretical possibility ) মাত্র। চাহিদা রেখাকে উর্ধ্বমুখী হইতে হইলে দ্রব্যটিকে অবশ্যই একটি নিকৃষ্ট দ্রব্যের পর্যায় ফেলিতে হইবে যে-ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে আয় প্রভাব এতই শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায় যে ইহা পরিবর্তন প্রভাবকে ছাড়াইয়া যায়। বাস্তব জগতে আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাবের এই ধরনের সমন্বয় ঘন ঘন দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং উর্ধ্বমুখী চাহিদা রেখাকে চাহিদা সূত্রের একটি বিরল ব্যতিক্রম ( rare exception ) বলিয়া গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

## ৯.১১ চাহিদার সর্বাধুনিক তত্ত্ব : প্রতীয়মান পছন্দের তত্ত্ব ( The Most Modern Theory of Demand : Revealed Preference Theory )

অধ্যাপক পল স্যামুয়েলসন চাহিদার সর্বাধুনিক তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা প্রতীয়মান পছন্দের তত্ত্ব নামে অভিহিত। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল উভয় তত্ত্বের—প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্ব ও নিরপেক্ষতা রেখা তত্ত্বের মানসিক উপাদানকে দূর করিয়া ভোক্তার প্রকৃত আচরণ বা নির্বাচনের (actual behaviour or choice ) ভিত্তিতে চাহিদার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা। তাঁহার তত্ত্বটি দুইটি মূল অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। প্রথম অনুমানটি হইল এই যে একজন ব্যক্তির বা ভোক্তার আচরণ হইল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। অর্থাৎ তিনি কখনই কোন দ্রব্যের ভোগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন না। সুতরাং তিনি অধিক পরিমাণ $A$-দ্রব্য সর্বদা স্বল্প পরিমাণ $A$-দ্রব্য অপেক্ষা পছন্দ করেন। দ্বিতীয় অনুমানটি হইল এই যে ভোক্তার আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ—অর্থাৎ তিনি যদি বলেন যে তিনি $B$-দ্রব্য অপেক্ষা $A$-দ্রব্য অধিক পছন্দ করেন তাহা হইলে তিনি পরবর্তী মুহূর্তে হঠাৎ বলিবেন না যে $A$-দ্রব্য অপেক্ষা তিনি $B$-দ্রব্য অধিক পছন্দ করেন।

পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে আমরা ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করিব। শুরুতে $BA$ হইল ভোক্তার বাজেট রেখা। এই বাজেট রেখার উপর অবস্থিত যে কোন বিন্দুতেই তিনি অবস্থান করিতে পারেন। কিন্তু ধরা যাইতে পারে যে যখন $J$, $K$ এবং $L$ এই তিনটি সমন্বয়ই তিনি ক্রয় করিতে পারেন তিনি $K$

সমন্বয়টিকে পছন্দ করিতেছেন।[১] এখন ধরা যাউক *A*-দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইল এবং তাঁহার বাজেট রেখাটি চ্যাপটা হইয়া *AC* আকার ধারণ করিল। ইহাকেই আমরা দাম প্রভাব বলি। এখন দাম প্রভাব হইল আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাবের যোগফল। যদি আমরা দাম প্রভাব হইতে আয় প্রভাব বাদ দিই তাহা হইলে ভোক্তার বাজেট রেখাটি সমান্তরালভাবে বাঁদিকে সরিয়া গিয়া *A 'C'* হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইহাকে অবশ্যই *K* বিন্দুর মধ্য দিয়া গমন করিতে হইবে যাহাতে ভোক্তা আগের দ্রব্য সমন্বয়টি ক্রয় করিতে এবং তাঁহার মোট উপযোগ বা পরিতৃপ্তিকে অপরিবর্তিত রাখিতে পারেন। এখন তিনি অবশ্য নূতন বাজেট রেখার *A'K* অংশের কোন কিছুই নির্বাচন করিবেন না। ইহার কারণ *I* বিন্দুটি পূর্বেই তাঁহার হাতের মধ্যে ছিল। ইহা সত্ত্বেও তিনি *K* বিন্দুকে পছন্দ করিয়াছেন। সুতরাং *A*-দ্রব্যের দাম হ্রাস পাওয়ার পর *K*-এর পরিবর্তে *I* বিন্দুটি নির্বাচন করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। অনুরূপভাবে *J* বিন্দুটিও তিনি পূর্বে পছন্দ করেন নাই এবং এখন ইহা তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে। কিন্তু এই নূতন পরিস্থিতিতে *M* বিন্দুটিকে তিনি পছন্দ করিতে পারেন কারণ পূর্বে (অর্থাৎ *A*-এর দাম হ্রাসের ঠিক আগের অবস্থায়) ইহা তাঁহার ক্রয় ক্ষমতা বহির্ভূত ছিল। এখন *A*-দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে ইহা তাঁহার হাতের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি এখন নূতন বাজেট রেখার *A'C'*-এর উপর *K* বিন্দু অপেক্ষা *M* বিন্দুকে অধিক পছন্দ করিবেন এবং তাঁহার এই আচরণ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে যে *M* বিন্দুতে তিনি অধিক পরিমাণ *A*-দ্রব্য এবং স্বল্প পরিমাণ *B*-দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন। ইহা পরিবর্তন প্রভাবের ফল। *A*-দ্রব্যের দাম হ্রাসের ফলে *B*-দ্রব্যের পরিবর্তে তিনি অধিক পরিমাণে *A*-দ্রব্য ক্রয় করিবেন। অর্থাৎ আমরা যদি দাম প্রভাব হইতে আয় প্রভাবকে বাদ দিয়া দিই তাহা হইলে আমরা দেখাইতে পারি যে শুধুমাত্র পরিবর্তন প্রভাবের ফলে *A*-দ্রব্যের চাহিদা রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগতি সম্পন্ন হয়।[২] অন্যভাবে বলিতে গেলে *A*-দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে *A* এবং *B*-দ্রব্যের এমন একটি সমন্বয় ক্রয় করা হইবে যাহা উক্ত রেখাটির ডানদিকে অবস্থান করিবে।




রেখাচিত্র ৯.২০ : প্রতীয়মান পছন্দতত্ত্ব

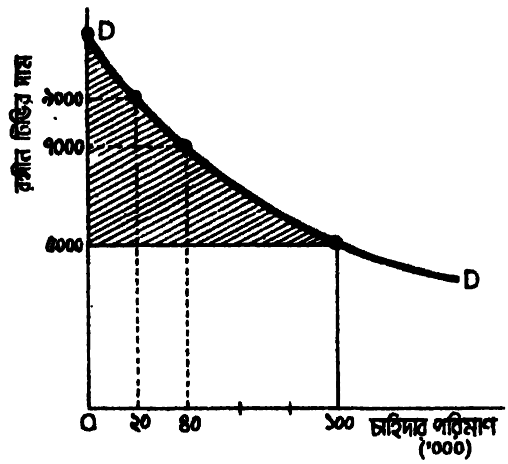
## ৯.১২ বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তার উদ্বৃত্ত (Market Demand and Consumer's Surplus)

অধ্যায়ের শেষে ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে যখন ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের বাজার দাম হইল ৫০০০ টাকা তখন দ্রব্যটির ১০০,০০০ একক বাজারে বিক্রীত হয়। অবশ্য এই রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে দ্রব্যটির দাম ৯০০০ টাকা হইলে ২০,০০০ লোক দ্রব্যটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে। সুতরাং

১. উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন লোকের পক্ষে মিনিবাস বা ডিলাক্সবাসে চড়িয়া অফিসে যাওয়ার মত আর্থিক ক্ষমতাআছে। কিন্তু মিনিবাসে দাঁড়াইয়া যাওয়া কষ্টকর বলিয়া তিনি ডিলাক্সবাস অধিক পছন্দ করিতে পারেন। এখানে ইহাই বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

২. "The negative slope of the demand curve can be demonstrated from revealed preference analysis." B. Lowes and J. R. Sparkes: *Modern Managerial Economics* (Heineman, London, 1980)

আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে এই ২০,০০০ লোক মনে করেন যে তাঁহারা দ্রব্যটি হইতে ৯০০০ টাকার মত উপযোগ লাভ করিবেন ( নতুবা তাঁহারা অত দাম দিয়া কেনই বা দ্রব্যটি ক্রয় করিবেন )। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে দ্রব্যটির দাম ৭০০০ টাকা হইলে ৪০,০০০ লোক দ্রব্যটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবেন। কিন্তু বাজারে সমজাতীয় দ্রব্যের নানাবিধ দাম থাকিতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যেকেই বাজার দামে—অর্থাৎ ৫০০০ টাকা দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিবেন। সুতরাং যাঁহারা দ্রব্যটির জন্য অধিক দাম দিতে প্রস্তুত তাঁহারা অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবেন। এই বাড়তি উপযোগ লাভ করিবার জন্য অবশ্য তাঁহাদের কোন বাড়তি দাম দিতে হইবে না। এক্ষেত্রে একমাত্র শেষ ভোক্তাটি যাহার মান (rank) হইল ১০০০,০০০ তিনি দ্রব্যটি হইতে কোন অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবেন না।




রেখাচিত্র ৯.২১ : ভোক্তার উদ্বৃত্ত

তাঁহার ক্ষেত্রে দ্রব্যটির উপযোগ ইহার বাজার দামের সহিত সমান হইবে। সুতরাং দ্রব্যটির মূল্য রেখার ( price line ) উপরে ও চাহিদা রেখার নিম্নে অবস্থিত সকল অংশই হইল ভোক্তার উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত হইল দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া ভোক্তারা যে অতিরিক্ত বা বাড়তি উপযোগ লাভ করেন এবং যাহার জন্য তাঁহারা কোন দাম দেন না। এই উদ্বৃত্তকেই ভোক্তার উদ্বৃত্ত ( consumer's surplus ) আখ্যা দেওয়া হয়।

আপাতদৃষ্টিতে ভোক্তার উদ্বৃত্তের ধারণাটি অবাস্তব বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু পরবর্তী এক অধ্যায়ে ( বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার বিশ্লেষণের সময় ) আমরা দেখিব যে দ্রব্যটির বিক্রয়করণের ( marketing ) ক্ষেত্রে ধারণাটির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য র ছ।

এই অধ্যায়ে আমাদের চাহিদা তত্ত্বের উপর প্রাথমিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে বলা যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা চাহিদা ও যোগানের পরিমাপ এবং বাজারে যে নানা ধরনের গতিবিধি ( movement ) এবং পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা লইয়া আলোচনা করিব।

ভোক্তার উদ্বৃত্ত ( consumer's surplus ) সম্বন্ধে ধারণাও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত। ভোগ ও প্রাপ্তির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে উপযোগ বা আকাংক্ষা কমিতে কমিতে আসিয়া প্রান্তিক এককের দামের সমান হয়। দাম কিন্তু সকল এককের জন্য একই। সুতরাং ভোক্তা ( consumer ) প্রান্তিক এককের পূর্বে কতকটা 'উদ্বৃত্ত তৃপ্তি' উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাকে 'ভোক্তার উদ্বৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

**মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞা :** অধ্যাপক মার্শাল 'ভোক্তার উদ্বৃত্তে'র ধারণাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "যখন কোন ব্যক্তি বেশী দাম দিতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত কম দামে ক্রয় করিতে সমর্থ হন তখন তিনি যে-সুবিধা ভোগ করেন তাহা ঐ ভোক্তার উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।"[১]

বলা হইয়াছে, ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্যই ইহার ভিত্তি।

**ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ এবং ধারণাটির মূল্য ( Measurement of Consumer's Surplus and Value of the Concept ) :** উপরের পর্যালোচনা হইতে এই ধারণা হইবে যে দুইভাবে ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ করা যায় : (ক) টাকাকড়ির অংকে এবং (খ) তৃপ্তির এককের

( units of satisfaction or utils ) মাধ্যমে। অনেকের মতে, বিভিন্ন কারণে টাকাকড়ির অংকে ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ করা যায় না। প্রথমত, সমপরিমাণ অর্থব্যয় সমপরিমাণ তৃপ্তির নির্দেশ করে না বলিয়া কোন বিশেষ দ্রব্যের ভোগ বা ক্রয় হইতে কে কতটা উদ্বৃত্ত লাভ করিল তাহার হিসাব করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ( necessaries ) ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত অপরিসীম ও অপরিমেয় হইতে বাধ্য। এক মুঠা ভাতের জন্য মানুষ তাহার সর্বস্ব দিতে পারে, এক গ্লাস মদের জন্য মাতাল তাহার পকেট নিঃশেষ করিতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে আকাংক্ষার তীব্রতার পরিমাপ করা যাইবে কিরূপে ? তৃতীয়ত, বলা হয় যে প্রান্তিক বা ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্ববর্তী এককসমূহের উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। যে-ব্যক্তি প্রথম গ্লাস শরবত হইতে ৫০ পয়সার মত উপযোগ তৃপ্তি লাভ করে দ্বিতীয় গ্লাস পান করিবার পর তাহার পক্ষে প্রথম গ্লাস হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণ কমিয়া যায়—এইরূপ যুক্তিই প্রদর্শন করা হয়। চতুর্থত, যে-সকল দ্রব্যের পরিবর্ত আছে বা পরিপূরক প্রয়োজন হয় তাহাদের ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা সম্ভব নহে। যেমন, মাছের জন্য লোকে যে-দাম দিতে চাহিবে ( potential price ) তাহা অনেক ক্ষেত্রে মাংসের দামের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মাছের মোট উপযোগের পরিমাপ করা যায় না। পরিশেষে ইহাও বলা হয় যে, কোন দ্রব্যের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি এককের জন্য কে কত দাম দিতে চাহিত তাহা সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ভোক্তার উদ্বৃত্ত অনুমানসিদ্ধ ( hypothetical ) মাত্র।

১. "The benefit which a person derives from purchasing at a low price for which he would rather pay a high price than go without; may be called his consumer's surplus."
Marshall : *Economics of Industry*

তৃপ্তির এককের মাধ্যমে পরিমাপের বিরুদ্ধেও ঐ একই অভিযোগ করা যায়—বলা যায় যে পূর্ববর্তী এককসমূহ হইতে কে কতটা তৃপ্তিলাভ করিল তাহা জানা অসম্ভব। আরও বলা হয় যে প্রান্তিক একক হইতে লব্ধ উপযোগের পরিমাণও জানা যায় না।

ক। তত্ত্বগত মূল্য : অবশ্য পরিমাপের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ খণ্ডনেরও প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। যাহা হউক তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক দিয়া ধারণাটির যে কিছু মূল্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা অ্যাডাম স্মিথ কৃত ব্যবহার মূল্য ( value-in-use ) ও বিনিময়-মূল্যের ( value-in-exchange ) পার্থক্য অনুধাবন করিতে এবং ঐ পার্থক্য পরিমাপ করিতেও কতকটা সহায়তা করে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে জিনিষপত্রের জন্য আমরা যে-দাম দিই তাহাই উহাদের আকাংক্ষার পরিমাপ নহে। ভোক্তার উদ্বৃত্তই হইল এই দুই এর মধ্যে পার্থক্যের পরিমাপ। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন স্থান বা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের তুলনা করিতে ইহা আমাদিগকে সহায়তা করে। ভোক্তার উদ্বৃত্ত যত অধিক হইবে জীবনযাত্রার মানও তত উন্নত হইবে। কোন স্থানে বিদ্যুৎ কারেন্টের ইউনিট ৫০ পয়সার স্থলে ২৫ পয়সা হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়িবে। এইজন্য সাধারণ ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় বর্তমানে এবং সকল ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশের তুলনায় উন্নত দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।[১] তৃতীয়ত, ইহা হইতে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে-সুবিধা ভোগ করি তাহাও কিছুটা পরিমাপ করিতে পারি। যে-দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা অধিক তাহা আমদানি এবং যাহার জন্য আকাংক্ষা কম তাহা রপ্তানি করিলে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির পরিমাণ বাড়িতে থাকে।

খ। ব্যবহারিক মূল্য : ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী, অর্থমন্ত্রী প্রভৃতিকে ভোক্তার উদ্বৃত্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দ্রব্যমূল্য ও নীতি নির্ধারণ করিতে হয়। যদি একচেটিয়া কারবারী ভোক্তার কিছুই উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট না রাখে তবে তাহার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে ; ভবিষ্যতে লোকে ঐ দ্রব্য ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে ; ধীরে ধীরে পরিবর্ত-দ্রব্যের প্রতি আকর্ষিত হইতে পারে ; ইত্যাদি। অর্থমন্ত্রীর পক্ষে যদি দুইটি করের মধ্যে বিচার করিতে হয় তবে যাহার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অধিক তাহা ধার্য করাই যুক্তিযুক্ত। ইহাতে করভার কম অনুভূত হয়।

১. Consumer's surplus [illegible]

৩. চাহিদার সর্তাবলী হইল ভোক্তাদের আয়, অন্যান্য দ্রব্যের দাম, বিজ্ঞাপন ব্যয় এবং অন্যান্য অপরিমেয় বিষয়সমূহ —যেমন ভোক্তাদের রুচি।

৪. চাহিদার প্রান্তিক উপযোগ ( বা পরিমাণবাচক ) তত্ত্ব অনুসারে ভোক্তা তখনই ভারসাম্যে উপনীত হন যখন A-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও উহার দামের অনুপাত B-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও উহার দামের অনুপাতের সমান হয়। এই সূত্রটি যে-কোন সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৫. নিরপেক্ষতা রেখা ( বা মাত্রাবাচক ) তত্ত্ব অনুসারে ভোক্তা তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন সে দুইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের সহিত তাঁহার প্রান্তিক পরিবর্তনের হারকে সমান করিতে সক্ষম হন।

৬. নিরপেক্ষতা রেখাকে প্রয়োগ করিয়া আমরা দাম-প্রভাব, পরিবর্তন প্রভাব ও আয়-প্রভাবকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি। ইহা ছাড়া নিরপেক্ষতা মানচিত্র ( অথবা দাম-ভোগ রেখা ) হইতে আমরা চাহিদা রেখা অংকন করিতে পারি।

৭. প্রতীয়মান পছন্দ তত্ত্ব হইল উপযোগের ধারণাটির সাহায্য না লইয়া ভোক্তার আচরণকে ব্যাখ্যা করিবার ক্ষেত্রে একটি সার্থক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ, এই তত্ত্বটিতে উপযোগ পরিমাপ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

৮. ভোক্তার উদ্বৃত্ত বলিতে ভোক্তা দাম না দিয়া যে অতিরিক্ত বা বাড়তি উপযোগ লাভ করেন তাহাকে বুঝায়।

## প্রশ্নাবলী

১. দাম দেওয়া থাকিলে ভোক্তা তাঁহার নির্দিষ্ট আয়কে দুইটি দ্রব্যের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করেন ?

২. নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

৩. নিরপেক্ষতা-রেখা উৎসের দিকে অবতল হইলে ভোক্তা কিভাবে তাঁহার ক্রয়কার্য সম্পাদন করে ?

৪. নিরপেক্ষতা-রেখা কিভাবে অংকন করা হয় তাহা ব্যাখ্যা কর এবং দুইটি দ্রব্যের মধ্যে ভোক্তার প্রান্তিক পরিবর্তন হারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

৫. কোন দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় কেন তাহা নিরপেক্ষতা-রেখার সাহায্যে দেখাও।

৬. যদি কোন ভোক্তা তাহার ভোগ-সম্ভাবনা রেখার এমন এক বিন্দুতে থাকে যেখানে উহা কোন নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করিতেছে, তবে কেন তিনি ভারসাম্যে উপনীত হয় নাই ব্যাখ্যা কর। এখন তিনি কোন দিকে উপরে না নিচে যাইবেন।

৭. কোন ভোক্তার হাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আছে এবং উহা দ্বারা যে দুইটি এমন দ্রব্য কিনিতে পারেন যাহাদের দামও নির্দিষ্ট। তাঁহার ভারসাম্য অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটি রেখাচিত্র অংকন কর। (ক) তাঁহার আয়ের পরিবর্তন এবং (খ) ঐ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির দামের পরিবর্তনে তাঁহার ভারসাম্য অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তাহাও দেখাও।

৮. যদি কোন ভোক্তা তাঁহার আয় কেবলমাত্র খাদ্য ও বস্ত্রের উপর ব্যয় করেন তাহা হইলে (ক) তাঁহার আয় বাড়িলে কিন্তু A-দ্রব্য ও B-দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিলে এবং (খ) মাত্র খাদ্যের দাম কমিলে তাঁহার পুরাতন ভারসাম্য অবস্থার তুলনায় নূতন ভারসাম্য কি হইবে তাহা ভোক্তার A-দ্রব্য ও B-দ্রব্যের মধ্যে নিরপেক্ষতা-রেখা ও ভোগ-সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে দেখাও।

৯. নিরপেক্ষতা-রেখার সাহায্যে ভোক্তার ভারসাম্য দেখাও। ভোক্তা যখন দুইটি দ্রব্যের পরিবর্তে একটিমাত্র দ্রব্য ভোগে ( ক্রয়ে ) আগ্রহান্বিত হন তখন নিরপেক্ষতা-রেখাসমূহের আকৃতি কি হইবে ?

১০. দ্রব্যের দাম ও ভোক্তার আয় দেওয়া থাকিলে বিশেষ ভোক্তা কিভাবে তাঁহার সর্বাধিক কল্যাণের ( পরিতৃপ্তির ) স্তরে উপনীত হন তাহা দেখাও।

১১. চাহিদার পরিমাণবাচক ও পর্যায়বাচক তত্ত্বের পার্থক্য নির্দেশ কর।

১২. (ক) বাজেটের সীমাবদ্ধতা-সাপেক্ষে কোন বিশেষ ভোক্তার উপযোগ সর্বাধিকিকরণের সর্তাবলীর পর্যালোচনা কর। (খ) দ্রব্যাদির দাম ও ভোক্তার আয় উভয়ই দ্বিগুণ হইলে তাঁহার ভারসাম্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে কি ?

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. J. M. Due and R. W. Clower : *Intermediate Economic Analysis* ( 5th edn., 1966, Irwin )
2. R. G. Lipsey : *An Introduction to Positive Economics* ( 6th edn., ELBS, 1983 )
3. R. L. Miller : *Economics Today* ( 4th edn. 1984, Harper and Row )
4. W. J. Baumol : *Economic Theory and Operations Analysis* ( 4th edn. Prentice Hall )
5. A. Stonier and D. C. Hague : *A Textbook of Economic Theory* ( 5th edn. ELBS )

# ১০ | চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
## ( Elasticities of Demand and Supply )

*"The concept of elasticities of demand is important to the businessman because it provides information about the effect on total revenue of a change in price."* B. Lowes and J. R. Sparkes : *Modern Managerial Economics*

### ১০.১ সূচনা ( Introduction )

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে চাহিদা ও যোগানের সাহায্যে কিভাবে দাম নির্ধারিত হয় তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ চাহিদার প্রথম সূত্রটি অনুসারে, যদি একটি দ্রব্যের দাম কমে এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে ইহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এই অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য হইল এই ধরনের পরিবর্তনকে পরিমাপ করা এবং এই ধরনের পরিবর্তনকে আক্ষরিক মানের সাহায্যে প্রকাশ করা।

আমরা প্রত্যেকেই এই ধারণার সহিত পরিচিত যে কোন একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে ইহার দাম সাধারণত হ্রাস পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে দেখা গিয়াছে যে যখনই ভাল ফসল হইত তখন ইহার দাম শুধুমাত্র হ্রাস পাইত না, কৃষকদের আয়ও হ্রাস পাইত। আবার বাস্তব জগতে দেখা যায় যে যখন নুনের দামের ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় চাহিদা মাত্র ১ শতাংশ হ্রাস পায়। কিন্তু মোটরগাড়ীর দাম ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা ১৫ শতাংশ হ্রাস পায়। এই অদ্ভুত ব্যাপারগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদের স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির সাহায্য লইতে হইবে।

### ১০.২ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ( Elasticity of Demand )

**চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা ( Elasticity of demand defined )**

দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে। ইহাই হইল চাহিদার সূত্র। কিন্তু কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম সামান্য কমিলে চাহিদা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। আবার অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দাম ভীষণভাবে কমিলেও চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে দামের পরিবর্তনে চাহিদা কিভাবে সাড়া দেয় তাহারই মাত্রার পরিমাপ করা হয়।[১]

অবশ্য এই সংজ্ঞাটি একটু সংকীর্ণ, কারণ একটি দ্রব্যের চাহিদা শুধুমাত্র ইহার নিজস্ব দামের উপরই নির্ভর করে না, ভোক্তার আয়, অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং প্রতিটি বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত, আমরা এই অধ্যায়ে চার প্রকারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার কথা আলোচনা করিব : চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা ( price elasticity of demand ), চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ( income elasticity of demand ), চাহিদার ক্রস স্থিতিস্থাপকতা ( cross elasticity of demand ) এবং পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা ( elasticity of substitution )।[২] সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে :

---

১. "Elasticity is a measure of price responsiveness of the quantity demanded." R. L. Miller : *Economics*

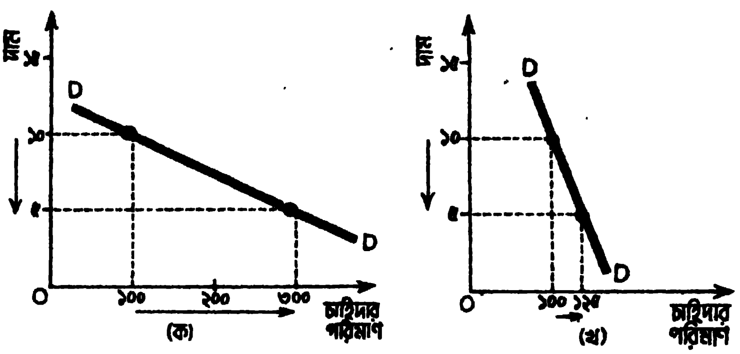
২. ইহা ছাড়া বাণিজ্যিক অর্থবিদ্যায় অন্যান্য কয়েকটি স্থিতিস্থাপকতার ধারণা প্রবর্তন করা হইয়াছে, যেমন বাজারের ভাগ সম্পর্কিত স্থিতিস্থাপকতা ( market share elasticity ), বিজ্ঞাপন ব্যয়সংক্রান্ত স্থিতিস্থাপকতা ( advertisement elasticity of sales ), ইত্যাদি।

যে-কোন চাহিদা নির্ধারক বিষয়ের বা শর্তাবলীর পরিবর্তনের ফলে যে-কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যে সাড়া দেয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে তাহার মাত্রার পরিমাপ করা হয়।

চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা লইয়াই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে সাধারণত আমরা মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতাকেই বুঝি (যদি অবশ্য না অন্য কোন ধরনের স্থিতিস্থাপকতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা থাকে)।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ দামের শতকরা পরিবর্তনের সহিত ইহার ফল হিসাবে চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে তাহাকে তুলনা করার উপর নির্ভর করে। দামের পরিবর্তনের ফলে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ভীষণভাবে অথবা খুব সামান্যই পরিবর্তিত হইতে পারে।

নিম্নের রেখাচিত্রটি দ্রষ্টব্য। উভয় ক্ষেত্রেই দাম সমানভাবে হ্রাস পাইয়াছে—অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে ৫ টাকা। কিন্তু দুইটি ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণের উপর ইহার ফল ভিন্ন হইয়াছে। *X*-দ্রব্যের




রেখাচিত্র ১০.১ : স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদা।

(ক) স্থিতিস্থাপক চাহিদা, (খ) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা।

ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে—১০০ একক হইতে ৩০০ একক, কিন্তু *Y*-দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক হইতে বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র ১২৫ একক হইয়াছে। সুতরাং দামের একই শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার শতকরা পরিমাণের পরিবর্তন ভিন্ন হইয়াছে। (a) রেখাচিত্রে চাহিদাকে স্থিতিস্থাপকে (elastic) এবং (b) রেখাচিত্রে চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক (inelastic) বলা হয়। ইহার কারণ *X*-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনে চাহিদা ভীষণভাবে সাড়া দেয় কিন্তু *Y*-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনে চাহিদা বিশেষ সাড়া দেয় না। কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা প্রকৃত কিরূপ হইবে—অর্থাৎ ইহা স্থিতিস্থাপক না ইহা অস্থিতিস্থাপক হইবে—তাহা মূলত নির্ভর করে দ্রব্যটির (প্রকৃতির) উপর। যেমন লবণের দাম যদি ৫০ শতাংশ হ্রাস পায় লোকে অধিক পরিমাণে লবণ ক্রয় করিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মোটরগাড়ীর দাম যদি ৫০ শতাংশ হ্রাস পায় তাহা হইলে মোটরগাড়ীর এজেন্টদের অফিসে বা শোরুমে লোকের একটা বিরাট লাইন (queue) সৃষ্টি হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে:

স্থিতিস্থাপক, বা অস্থিতিস্থাপকতা চাহিদার প্রকৃতিকে প্রকাশ করে, দ্রব্যের প্রকৃতিকে নয় (It is the demand which is elastic or inelastic, not the product)।

## ১০.৩ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার শ্রেণীবিভাগ (Categories of elasticity of demand)

ব্যাপকভাবে দেখিলে আমরা তিন ধরনের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান পাই: স্থিতিস্থাপক (elastic), অস্থিতিস্থাপক (inelastic) এবং একক স্থিতিস্থাপক (unitary elastic)। একটি বিশেষ

দ্রব্যের চাহিদা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবে তাহা দাম ও চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক শতকরা পরিবর্তনের উপর এবং ভোক্তাদের মোট ব্যয় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের উপর এই পরিবর্তনের ফলের উপর নির্ভর করে। এখন তিন ধরনের স্থিতিস্থাপকতার এইভাবে সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে :

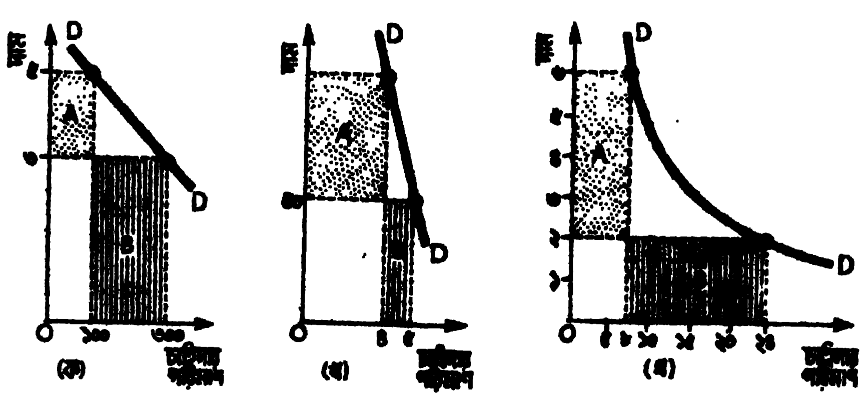
(১) যখন দামের একটি নির্দিষ্ট শতকরা হ্রাসের ফলে চাহিদার শতকরা বৃদ্ধি উহা অপেক্ষা অধিক হয় যাহার ফলে মোট আয় বৃদ্ধি পায় তখন চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

(২) যখন দামের একটি নির্দিষ্ট শতকরা হ্রাসের ফলে চাহিদার শতকরা বৃদ্ধি উহা অপেক্ষা কম হয় যাহার ফলে মোট আয় হ্রাস পায় তখন চাহিদার অস্থিতিস্থাপক।

(৩) যখন দামের একটি নির্দিষ্ট শতকরা হ্রাসের ফলে চাহিদা শতকরা বৃদ্ধি সমান হয় যাহার ফলে মোট আয় অপরিবর্তিত থাকে তখন চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক।

## ১০.৪ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ( Elasticity of demand and total revenue )

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে উপরের তিন ধরনের স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞাকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল একটি দ্রব্যের বাজার-দাম ও উহার চাহিদার পরিমাণের গুণফল। (ক) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে যখন দ্রব্যটির দাম ৫ টাকা হইতে কমাইয়া ৩ টাকা করা হয় তখন মোট আয় ৫০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯০০ টাকা হইয়া দাঁড়ায়। দাম কমিলে মোট আয় কতটা হ্রাস পায় তাহা A অক্ষরাঙ্কিত আয়তক্ষেত্র




রেখাচিত্র ১০.২ : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও মোট আয়।

ক) স্থিতিস্থাপক চাহিদা ( দাম কমিলে মোট আয় বৃদ্ধি পায়), (খ) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ( দাম কমিলে মোট আয় হ্রাস পায় ) এবং (গ) একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা ( দাম কমিলে বা বাড়িলে মোট আয় অপরিবর্তিত থাকে )।

( shaded rectangle ) দ্বারা দেখান হইয়াছে। অপরদিকে দাম হ্রাসের এবং বিক্রয় বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হইয়াছে তাহা B অক্ষরাঙ্কিত আয়তক্ষেত্রটির দ্বারা দেখান হইয়াছে। এখানে B আয়তক্ষেত্রের আকার যেহেতু A আয়তক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক সেহেতু ইহা সহজেই অনুমেয় যে দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষেত্রে চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক, কারণ যখন দাম হ্রাস করা হয়, তখন মোট আয় বৃদ্ধি পায়।

(খ) রেখাচিত্রে ঠিক একটি বিপরীত অবস্থা দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে দাম ১০০ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৫০ টাকা করা হইলে মোট আয় ৪০০ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ২৫০ টাকা হয়। এক্ষেত্রে চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক।

পরিশেষে, (গ) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে দাম হ্রাস ও পরিমাণ বৃদ্ধি শতাংশের হিসাবে একে অপরের সমান বলিয়া যখন দাম ৬ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ২ টাকা হয় তখন মোট আয় ৫৮ টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে $A$ আয়তক্ষেত্রের আয়তন $B$ আয়তক্ষেত্রের সমান। সুতরাং এক্ষেত্রে চাহিদা হইল একক স্থিতিস্থাপক। এই রেখাচিত্রের অন্যান্য সকল বিন্দু পরীক্ষা করিলে এই একই ফল পাওয়া যাইবে। দ্রব্যটির দামের পরিবর্তন যাহাই হউক না চাহিদার পরিবর্তন সমপরিমাণ হইবে বলিয়া মোট আয় অপরিবর্তিত থাকিবে। এ ধরনের রেখাকে ( graph ) পরাবৃত্ত ( hyperbola ) বলা হয়। এই রেখার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহার নিচে যে কোন আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করা হইবে তাহার আয়তন নির্দিষ্ট হইবে। বস্তুত, এই আয়তনটির সাহায্যে মোট আয় দেখান হয়। এই রেখাটি দুইটি অক্ষের দিকে ক্রমাসন্ন ( asymptotic ), অর্থাৎ, ইহা ক্রমশ দুইটি অক্ষের কাছাকাছি চলিয়া যায় কিন্তু কখনও উহাদের স্পর্শ করে না। ইহা যদি অনুভূমিক অক্ষকে স্পর্শ করিত তাহা হইলে মোট আয় শূন্যে পরিণত হইত এবং রেখাটিকে একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা ( unitary elastic demand curve ) বলা যাইত না।

এ পর্যন্ত দাম হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার কথা আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইল দাম বৃদ্ধি পাইলে কি হয় ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে এই একই সূত্র কার্যকরী হয় যদিও বিপরীত দিক দিয়া। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখিয়াছি যে দাম হ্রাসের ফলে মোট আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক বলিয়া ধরা হয়। অনুরূপভাবে দাম বৃদ্ধি পাইলে যদি মোট হ্রাস পায় তাহা হইলেও চাহিদা স্থিতিস্থাপক বলিয়া ধরিতে হইবে। এই অবস্থাটিকে সংক্ষেপে এইভাবে পেশ করা যায় :

(i) দাম হ্রাস পায়—মোট আয় বৃদ্ধি পায়
দাম বৃদ্ধি পায়—মোট আয় হ্রাস পায় } চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক।

(ii) দাম হ্রাস পায়—মোট আয় হ্রাস পায়
দাম বৃদ্ধি পায়—মোট আয় বৃদ্ধি পায় } চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক।

(iii) দাম বৃদ্ধি পায়
দাম হ্রাস পায় } মোট আয় অপরিবর্তিত থাকে। চাহিদা হইল একক স্থিতিস্থাপক।

দামের পরিবর্তন এবং মোট আয়ের মধ্যে সম্পর্ক অবশ্যই একটি ব্যবসায় সংগঠনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহার দ্রব্যাদির দাম হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে মোট আয় বৃদ্ধি পায় তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন ও ভীষণভাবে লাভজনক।[১]

## ১০.৫ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ ( The Measurement of Elasticity )

রেখাচিত্র ১০.১ এবং ১০.২ এর দিকে পুনরায় দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে যে চাহিদা রেখা যতই স্থিতিস্থাপক হয় ইহা ততই চ্যাপটা ( flatter ) হয় এবং ইহা যতই খাড়া ( steeper ) হয় চাহিদা ততই অস্থিতিস্থাপক হয়। অবশ্য এই রেখাগুলির চেহারা বা রূপ প্রতারণাপূর্ণ হইতে পারে। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে ইহা ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে পারে। নিচের রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে উভয় চাহিদা রেখাই একই সংবাদাদি সরবরাহ করে। কিন্তু একটি খাড়া এবং অপরটি চ্যাপটা, কারণ আমরা মাপনীর ( scale ) পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মোট আয়ের উপর দামের পরিবর্তনের ফল বিবেচনা করিয়াই আরও নির্ভুলভাবে আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার শ্রেণীবিভাগ করি। ইহার ভিত্তিতে আমরা তিনটি ব্যাপক ধরনের স্থিতিস্থাপকতার ধারণা লাভ করি। এখন আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব কিভাবে সংক্ষেপে গাণিতিক পদ্ধতিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায়।

১. Furguson and Gould : *Microeconomics* ( 6th edn. India )

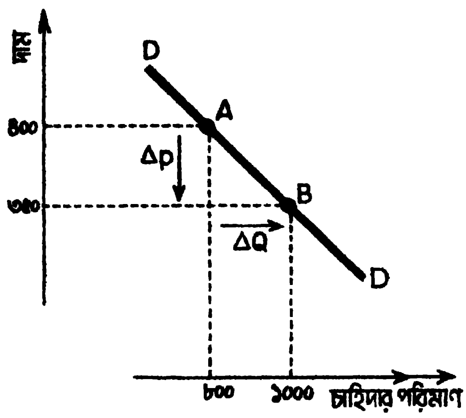
### ১০.৬ স্থিতিস্থাপকতার সহগ ( The coefficient of elasticity )

স্থিতিস্থাপকতার গাণিতিক মানকে স্থিতিস্থাপকতার সহগ আখ্যা দেওয়া হয়। দামের শতকরা পরিবর্তন এবং ইহার ফল হিসাবে চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের মধ্যে তুলনা করিয়াই ইহাকে নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি দ্রব্যের দাম শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পায় এবং ফলে ভোক্তারা দ্রব্যটির ২০ শতাংশ অধিক ক্রয় করে তাহা হইলে আমরা বলি যে চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক, কারণ চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন দামের শতকরা পরিবর্তনের অপেক্ষা অধিক এবং এক্ষেত্রে ইহার গাণিতিক মান হইল ২। চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তনকে দামের শতকরা পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করিয়াই আমরা এই মানটি নির্ধারণ করি।

আমরা ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগ } (E_D) = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}\ ।$$

এই সহগের পরিমাপ করি'ত হইলে আমাদের চাহিদা রেখার উপর সামান্য গমনাগমন ( a small movement ) পরীক্ষা করিতে হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে চাহিদা রেখার একটি ক্ষুদ্র অংশ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এখন আমরা ইহাকে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করিতে পারি।




রেখাচিত্র ১০.৩ : দাম হ্রাস ও চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি।

এই চাহিদা রেখার $A$ বিন্দু হইতে $B$ বিন্দুতে গমনের পথে দ্রব্যটির দাম ৪০০ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩৫০ টাকা হইয়াছে। ইহার শতকরা পরিবর্তন নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের আসল দাম ($P$) অর্থাৎ ৪০০ টাকা দ্বারা দামের ( অনাপেক্ষিক ) পরিবর্তন ( $\Delta P$ —অর্থাৎ ৫০ টাকা দ্বারা ভাগ দিতে হইবে।[১] এবং এই ফলকে ১০০ দ্বারা গুণ করিতে হইবে।

$$\text{দামের শতকরা পরিবর্তন} = \frac{\Delta P}{P} \times \frac{১০০}{১}$$

$$= \frac{৫০}{৮০০} \times \frac{১০০}{১}$$

পরিমাণের ক্ষেত্রেও ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার পর আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগের সূত্রকে ( formula ) এইভাবে সাজাইতে পারি :

$$\text{স্থিতিস্থাপকতার সহগ } (E_D) = \frac{\Delta Q/Q \times ১০০/১}{\Delta P/P \times ১০০/১}$$

যেহেতু হর ও লব উভয়ের ক্ষেত্রেই ১০০/১-এর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সেহেতু ইহাকে আমরা বাদ দিতে পারি এবং পরিশেষে নিম্নের সূত্রে ( formula ) উপনীত হইতে পারি :

$$E_D = \left[\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}\right] = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

উপরের রেখাচিত্র হইতে আমরা এখন স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে পারি :

$$E_D = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{২০০/৮০০}{৫০/৪০০} = \frac{২০০}{৮০০} \times \frac{৪০০}{৫০} = ২.$$

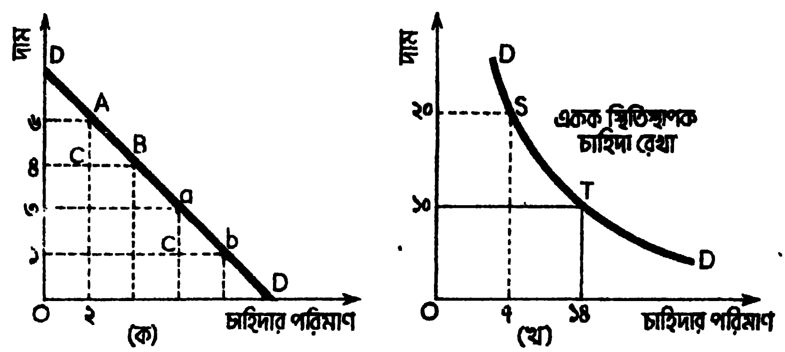
১. যে কোন চলের ( variable ) অনাপেক্ষিক পরিবর্তনকে ইহার আসল মান দ্বারা ভাগ করিয়াই আমরা শতকরা পরিবর্তন নির্ধারণ করি।

সুতরাং এই উদাহরণে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান হইল ২। ইহাকে সাধারণ একটি সংখ্যার ( number ) সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, কারণ ইহা হইল দুইটি শতকরা পরিবর্তনের ( চাহিদার শতকের পরিবর্তন ও দামের শতকরা পরিবর্তনের ) অনুপাত। ইহা দাম ও চাহিদার পরিমাণ পরিমাপ করিবার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তাহাদের উপর নির্ভর করে না।[১]

## ১০.৭ সহগের মানসমূহ ( The values of the coefficient )

উপরের রেখাচিত্রটি দেখিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে স্থিতিস্থাপকতার মান হইল চাহিদা রেখার ঢাল বা প্রবণতার মান ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। আমরা যাহার পরিমাপ করিতেছি তাহা চাহিদা রেখার ঢাল নয়, তাহা হইল ইহার অক্ষদ্বয় ধরিয়া আপেক্ষিক গমনাগমন।[২] সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের পুনরায় সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে একটি রেখার আকৃতি দেখিয়া প্রতারিত হইবার কোন কারণ নাই।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে একটি রেখার ঢালের সাহায্যে আমরা অনাপেক্ষিক পরিবর্তন ( absolute change ) পরিমাপ করি কিন্তু স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা আমরা শতকরা পরিবর্তন ( percentage change ) পরিমাপ করি। সুতরাং নিম্নের সরলরেখাটিতে দেখা যায় যে ঢাল সর্বত্র




রেখাচিত্র ১০.৪ : স্থিতিস্থাপকতার মানসমূহের শ্রেণীবিভাগ

এক, কিন্তু স্থিতিস্থাবকতা অবশ্যই এক নয়। অনুরূপভাবে উপরের সমাপরাবৃত্ত চাহিদা রেখার ঢাল *S* এবং *T* বিন্দুতে অবশ্যই পৃথক, কিন্তু রেখাটির সকল বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার মান হইল এককের সমান। ইহার কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দামের শতকরা হ্রাস ও চাহিদার শতকরা বৃদ্ধি একে অপরের সমান। এক্ষেত্রে মোট আয় স্বভাবতই অপরিবর্তিত থাকে।

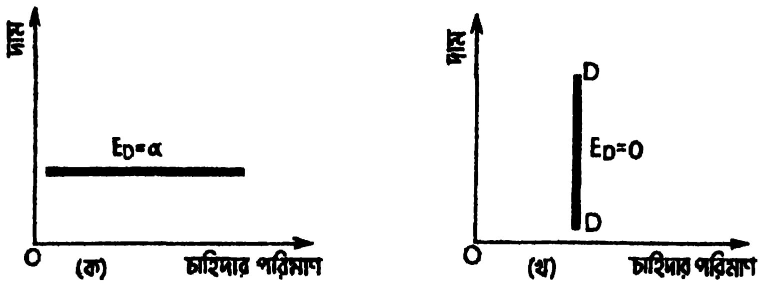
অবশ্য দুইটি চরম অবস্থায় চাহিদা রেখার ঢাল হইতে আমরা স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে পারি। পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে এই দুইটি অবস্থা দেখান হইল। (ক) রেখাচিত্রে চাহিদা রেখাটি হইল অনুভূমিক। ইহার অর্থ হইল ভোক্তার একটি বিশেষ দামে দ্রব্যটির যে কোন পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু দামের সামান্য বৃদ্ধি ঘটিলে বিক্রয়ের পরিমাণ অসীম পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ইহাকে সম্পূর্ণ ( বা অসীম ) স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয় এবং এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান হইল অসীম ( $E_D = \infty$ )। অপরদিকে (খ) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে দ্রব্যটির বাজার দাম যাহাই হউক না কেন ভোক্তার গোষ্ঠী সর্বদাই দ্রব্যটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং এক্ষেত্রে দামের

---

১. যেমন দামকে টাকার অংকে ও চাহিদাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২. "What is being measured is not the slope of the value but the relative movement along the axes." Beardshaw

পরিবর্তনে চাহিদা কোন সাড়া দেয় না। এই অবস্থায় চাহিদা হইল সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক এবং ইহার সহগের মান হইল শূন্য।




রেখাচিত্র ১০.৫ : (ক) অসীম (সম্পূর্ণ) স্থিতিস্থাপক চাহিদা, (খ) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

উপরের এই তিনটি চূড়ান্ত অবস্থার (যখন $E_D=1$, $E_D=\infty$ এবং $E_D=0$) বিবেচনা করার পর আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের স্থিতিস্থাপকতার মানের সীমারেখা টানিতে পারি :

(i) যদি সহগটির মান একের অধিক হয় কিন্তু অসীম অপেক্ষা কম (যেমন $E_D = 2, 3, \ldots, 15$, ইত্যাদি) হয় তাহা হইলে চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক।

(ii) যদি সহগটির মান ঠিক একের সমান হয় ($E_D = 1$) তাহা হইলে চাহিদা হইল একক স্থিতিস্থাপক।

(iii) যদি সহগের মান এককের কম হয় কিন্তু শূন্যের অধিক হয় ($E_D = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$, ইত্যাদি) তাহা হইলে চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

### ১০.৮ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উদাহরণ

নিম্নের চাহিদা তালিকাটিকে পরীক্ষা করিয়া আমরা উপরের তিন ধরনের স্থিতিস্থাপকতার ধারণাকে ব্যাখ্যা করিতে পারি।

**সারণি ১০.১ : একটি চাহিদা তালিকা**

| | দাম (টাকার অংকে) | সাপ্তাহিক চাহিদার পরিমাণ (কেজি) | মোট আয় (টাকার অংকে) | স্থিতিস্থাপকতার শ্রেণী |
|---|---|---|---|---|
| A | ১০ | ০ | ০ | স্থিতিস্থাপক চাহিদা |
| B | ৯ | ১০ | ৯০ | |
| C | ৮ | ২০ | ১৬০ | |
| D | ৭ | ৩০ | ২১০ | |
| E | ৬ | ৪০ | ২৪০ | |
| F | ৫ | ৫০ | ২৫০ | একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা |
| G | ৪ | ৬০ | ২৪০ | অস্থিতিস্থাপক চাহিদা |
| H | ৩ | ৭০ | ২১০ | |
| I | ২ | ৮০ | ১৬০ | |
| J | ১ | ৯০ | ৯০ | |
| K | ০ | ১০০ | ০ | |

চাহিদা স্থিতিস্থাপকতার শ্রেণীবিভাগের সর্বাপেক্ষা সহজ পথনির্দেশক ( guide ) হইল মোট আয় ( $P \times Q$ )। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি দ্রব্যের দাম কেঃ জিঃ প্রতি ৪ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ১ টাকা করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে উপরের সারণিটির তৃতীয় স্তম্ভে ( column ) মোট আয় ১৬০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১০ টাকা হয়। সুতরাং দাম হ্রাসের ফলে মোট আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ; এক্ষেত্রে চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক। কিন্তু চাহিদা রেখা ধরিয়া আর নিচে গমন করিলে কিন্তু ইহা ঘটিবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি দ্রব্যটির দাম ৪ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৩ টাকা করা হয় তাহা হইলে মোট আয় হ্রাস পায়। সুতরাং এক্ষেত্রে চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক।

আমরা স্থিতিস্থাপকতার সহগের পরিমাপ করিয়া এই ফলগুলিকে ( findings ) নির্ভুল প্রমাণ করিতে পারি।

(i) যদি আমরা দ্রব্যটির দামকে ৪ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ১ টাকা করি তাহা হইলে চাহিদা ২০ কেজি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ কেজি হয়। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার সহগ হইল :

$$E_D = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{১০/২০}{১/৮} = \frac{১০}{২০} \times \frac{৮}{১} = ৪$$

যেহেতু $E_D$ মান এককের অধিক কিন্তু অসীমের কম সেহেতু চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক।

(ii) যদি আমরা দামকে ৪ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৩ টাকা করি তাহা হইলে চাহিদা ৬০ কেজি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ কেজি হয়। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান হইল :

$$E_D = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{১০/৬০}{১/৪} = \frac{১০}{৬০} \times \frac{৪}{১} = \frac{২}{৩}$$

যেহেতু $E_D$-এর মান এককের কম কিন্তু শূন্যের অধিক সেহেতু চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক।

আমাদের উদাহরণে দামের ঊর্ধ্ব প্রসারে ( higher price ranges ) চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক, কিন্তু দামের নিম্ন প্রসারে চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক। সুতরাং স্থিতিস্থাপকতার সহগের মানের ভিত্তিতে আমরা একই চাহিদা রেখার বিভিন্ন অংশের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি।[1] কোন না কোন বিন্দুতে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইতে রূপ পরিবর্তন করিয়া অস্থিতিস্থাপক হইয়া যাইবে এবং এই বিন্দুতে ইহা একক স্থিতিস্থাপক হইবে। উপরের তালিকাটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে যখন দ্রব্যটির দাম ৫ টাকা তখনই ইহা এইরূপ হয় এবং এই অবস্থায় মোট আয় সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ, এই বিন্দুতে মোট আয়ের সাময়িকভাবে কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না মিলিয়া ইহা অপরিবর্তিত থাকে। স্থিতিস্থাপকতার সহগের পরিমাপ করিয়া আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে এই স্তরে চাহিদা হইল একক স্থিতিস্থাপক :

$$E_D = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{১০/৫০}{১/৫} = \frac{১০}{৫০} \times \frac{৫}{১} = ১$$

এক্ষেত্রে সহগটির মান এক হওয়ায় চাহিদা হইল একক স্থিতিস্থাপক।

উপরের তালিকাটির ভিত্তিতে পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি অংকন করা হইয়াছে। আমরা দেখি যে ইহা একটি সরলরেখা যদিও ইহার স্থিতিস্থাপকতাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে একটি চাহিদা রেখার ঢাল যদি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে ইহার স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন হয় ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে স্থিতিস্থাপকতা ঢালের উপর নির্ভর করে না। ইহা নির্ভর করে দাম ও পরিমাণের আনুপাতিক ( proportional ) পরিবর্তনের উপর। উদাহরণস্বরূপ, একটি দ্রব্যের দাম যদি ১০ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৯ টাকা হয়

১. "On the basis of elasticity, particular segments of demand schedules can be grouped into three major classes : elastic demand segments, inelastic demand segments and demand segments of unitary elasticity." Due and Clower

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার ক্ষেত্রে সূত্র বা নীতিটি প্রয়োগ করিলে ইহা পরিস্ফুট হয় যে অধিক আয়সম্পন্ন ভোক্তাগণ দামের সামান্য পরিবর্তনে খুব বেশী সাড়া দেন না। অন্যভাবে বলিতে গেলে দামের সামান্য পরিবর্তনে স্বল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভীষণভাবে সাড়া দেন। অনুরূপভাবে আমরা যদি একটা দেশের জাতীয় আয়ের যুগব্যাপী বৃদ্ধির কথা বৃদ্ধি করা বিবেচনা করি তাহা হইলে আমরা দেখি যে, যে দ্রব্যগুলি কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত দুর্মূল্য বিলাসদ্রব্য (expensive luxuries) বলিয়া বিবেচিত হইত—যেমন রঙীন টেলিভিশন বা মোটরগাড়ী—সেগুলি এখন অধিকাংশ লোকের নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহার কারণ দ্রব্যটির দাম এখন ভোক্তাদের আয়ের অনুপাত হিসাবে দশ বৎসর পূর্বে যত অধিক ছিল এখন ততটা অধিক নয়।

**(৪) সময় (Time)**

একটি চাহিদা রেখার আকৃতি নির্ধারণে সময়কালও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধরা যাউক, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় মাংসের দাম ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইল। খাদ্য গ্রহণের স্বভাব বহুকাল ধরিয়া গড়িয়া ওঠে বলিয়া ইহাকে পরিবর্তিত করিতে সময় লাগে। সুতরাং লোকে অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করিয়া বা সঞ্চয় না করিয়া মাংস ক্রয় করিবে। কিন্তু মাংসের দাম যদি বহুকাল ধরিয়া একটি অতি উচ্চ স্তরে বিরাজ করে তাহা হইলে লোকে পরিবর্ত দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করিতে সচেষ্ট হইবে। আমরা ইদানিং কালে দেখিতেছি যে লোকে মাংসের পরিবর্তে সয়াবীন বা হেমবারগার খাইতেছে। এই নীতিটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

**একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনকে অনুসরণ করিয়া চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্বল্পকালের তুলনায় দীর্ঘকালে অধিক হইবে।**

ইহার ফল আদৌ চোখে পড়িবে কি পড়িবে না তাহা নির্ভর করে ভোক্তাদের পর্যাপ্ত পরিবর্ত দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করার উপর।

আবার এক্ষেত্রে বিপরীত ফল দেখিতে পাওয়াও সম্ভব। যেমন যদি ট্রেনের ভাড়া অতি দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অধিকাংশ লোকে বাস বা ট্রামে করিয়াই যাতায়াত করিবে।[১] কেউ কেউ অবশ্য সাইকেল ক্রয় করিতে আগ্রহী হইবে। আর যাহাদের পক্ষে কোনটিই সম্ভব নয় তাহারা পদচারণা করিবেন। সুতরাং এক্ষেত্রে দামের পরিবর্তে চাহিদা ভীষণভাবে সাড়া দিবে। অবশ্য কিছু কাল পরেই লোকে আবিষ্কার করিবে যে বাসগুলি অতি মন্থরগতিতে চলে, সাইকেল চড়িয়া আসা মোটেই আরামদায়ক নয় (বরঞ্চ কলকাতায় মত ব্যস্ত শহরে বিপদজনক) এবং পায়ে হাঁটিয়া অফিস বা কর্মস্থলে যাওয়া খুবই কষ্টকর। সুতরাং একটি সময়ের পর লোকে আবার ট্রেনে করিয়া যাতায়াত সুরু করিবে। এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে জনসাধারণ পরিবর্ত দ্রব্য ব্যবহারের ফলকে কাম্য বলিয়া মনে করে না। সুতরাং **দীর্ঘকালে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে।**[২]

**(৫) অন্যান্য দ্রব্যের দাম (The prices of other products)**

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি একটি দ্রব্যের চাহিদা অন্যান্য দ্রব্যের দাম দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়। একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে ইহার পরিবর্ত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং ইহার পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা কি ফল প্রদান করে তাহা নিম্নের রেখাচিত্র হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে।

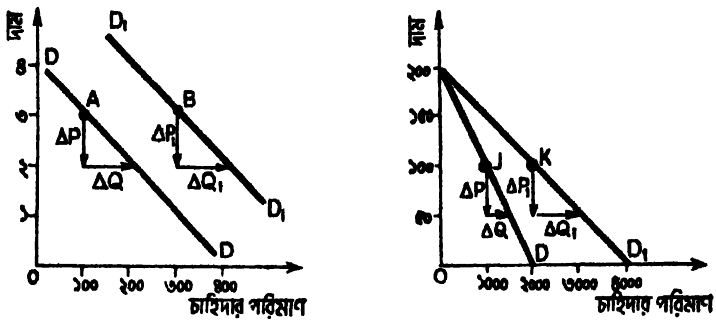
উভয় রেখাচিত্রে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। ১০.৭ *(ক)* রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে চাহিদা রেখাটি সম্পূর্ণভাবে অন্যদিকে সরিয়া যাওয়ার ফলে ইহার

১. অবশ্য এক্ষেত্রে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করার ইচ্ছা বা প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে।

২. আপাতদৃষ্টিতে ইহা আশ্চর্যজনক মনে হইলেও বাস্তব জীবনে এই ধরনের ঘটনার যথেষ্ট সত্যতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পাইয়াছে। অন্যদিকে আবার (খ) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে প্রতিটি দামে চাহিদা নির্দিষ্ট পরিমাণ—১০০ শতাংশ—বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে :

**শতকরা হিসাবে নির্দিষ্টভাবে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে স্থিতিস্থাপকতা অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু রেখাটি যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান হ্রাস পায়।**




রেখাচিত্র ১০.৭ : চাহিদা বৃদ্ধি ( চাহিদা রেখার ডানদিকে স্থান পরিবর্তন ) ও স্থিতিস্থাপকতা

**(৬) স্থায়িত্ব ( Durability )**

আলুর দাম বৃদ্ধি পাইলে একই আলু দুইবার খাওয়া যায় না। কিন্তু যদি জামাকাপড়ের দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আমরা পুরাতন জামাকাপড় আর একবার ভাল করিয়া সেলাই করি যাহাতে ইহা আরও কিছুদিন চলে। আসবাবপত্রের মত স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে :

**একটি দ্রব্যের স্থায়িত্ব যতই অধিক হয় ইহার চাহিদা ততই স্থিতিস্থাপক হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে একটি দ্রব্য যতই ক্ষণস্থায়ী হয় ইহার চাহিদা ততই অস্থিতিস্থাপক হয়।**

**(৭) নেশা ( Addiction )**

কতগুলি দ্রব্য ভোগ করা মানুষের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়—যেমন ধূমপান। এই সকল দ্রব্য মানুষ নেশার ফলে ভোগ করিতে বাধ্য হয় সেগুলির চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়।

(ক) যদি সম্পূর্ণ চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায় কিন্তু যদি চাহিদা রেখা ডানদিকে আরও চেপটা হইয়া যায় ( swivels outwards ) তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতার মান অপরিবর্তিত থাকে :

(ক) A বিন্দুতে $Ed=\frac{১০০}{১০০}\times\frac{৩}{১}=৩$

B বিন্দুতে $Ed=\frac{১০০}{৩০০}\times\frac{৩}{১}=১$

(খ) J বিন্দুতে $Ed=\frac{৫০০}{১,০০০}\times\frac{১০০}{৫০}=১$

K বিন্দুতে $Ed=\frac{১,০০০}{২,০০০}\times\frac{১০০}{৫০}=১$

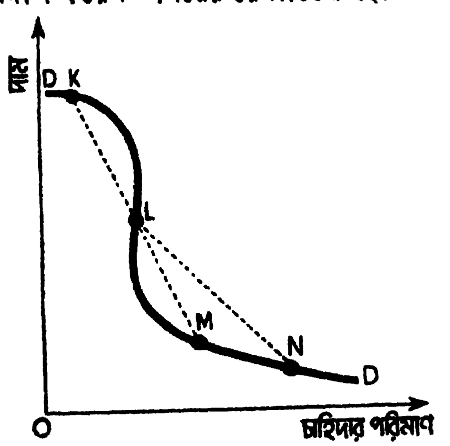
**(৮) অর্থনৈতিক ও মানবিক প্রতিবন্ধক ( Economic and human constraints )**

এ পর্যন্ত আমরা দেখিলাম যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আমরা যদি আরও সযত্নে তালিকাটি পরীক্ষা করি তাহা হইলে আমরা দেখিব যে প্রায় সমস্ত বিষয়গুলিই পরিবর্তনের সম্ভাবনার ( the possibility of substitution ) উপর নির্ভর করে।

পরিবর্তনের সম্ভাবনা দুইটি মূল কারণে সীমিত হয়। প্রথমত আমরা মানুষের স্বভাবের কথা উল্লেখ করিতে পারি। মানুষের রুচি, পছন্দ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ( aspiration ) হইল স্বভাবের অংগ। এই কারণে যে দ্রব্যটি এক ব্যক্তির নিকট একটি গ্রহণযোগ্য পরিবর্ত দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা অন্য এক ব্যক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, আছে প্রাকৃতিক জগতের ( natural world ) বস্তুগত ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকসমূহ ( physical and economic constraints )। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি কালে সারা বিশ্বকে তৈলের অত্যধিক দাম বৃদ্ধির সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইয়াছে এবং যদিও তৈলের পরিবর্ত দ্রব্য আছে কিন্তু এগুলির সহিত মানুষের প্রয়োজনকে খাপ খাওয়াইতে বহু বছর লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

## ১০.১১ বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা ও চাহিদা রেখার বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতা ( Arc Elasticity and Point Elasticity )

এ পর্যন্ত আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার যে ধারণাটি প্রবর্তন করিয়াছে তাহাকে বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। অর্থাৎ, ইহা একটি চাহিদা রেখার একটি বৃত্তখণ্ডের ( বা অংশের ) গড় মানের পরিমাপ করে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা ব্যাখ্যা করা হইল।




রেখাচিত্র ১০.৮ : বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা

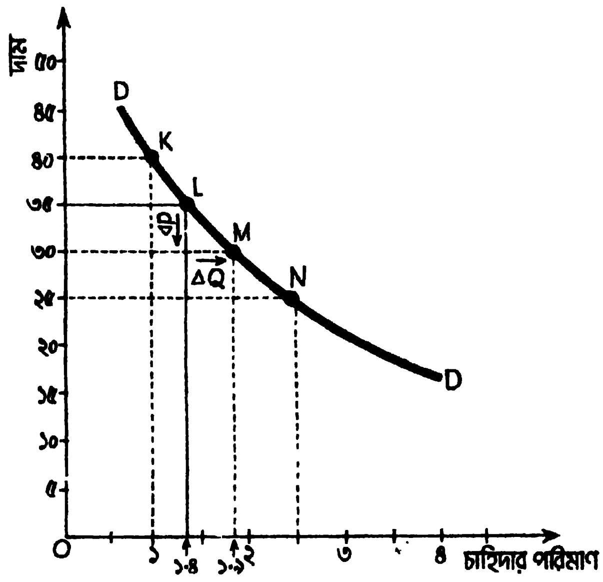
*L বিন্দুতে বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা এক রেখাচিত্রের উপর অংকিত অন্যান্য বিন্দু হইতে অংকিত সরলরেখাগুলির মান নির্ধারণ করে, কিন্তু L বিন্দুর মান নির্ধারণ করে না।*

আমরা $L$ বিন্দুতে $E_D$-এর মান নির্ণয় করিবার প্রচেষ্টায় দাম হ্রাস করিয়া $M$ বিন্দুতে লইয়া আসিতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা $L$ এবং $M$ বিন্দুর মধ্যস্থলের সরলরেখাটির মান পাইব। উপরের রেখাচিত্রে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এইভাবে $E_D$-এর যে মান নির্ণয় করা হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে যে পরিবর্তনের ফল আমরা বিবেচনা করিতেছি তাহার দিক ও পরিমাণের উপর। অর্থাৎ, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন হয় তাহার দিক ও ব্যাপ্তির ( direction and magnitude ) সহিত তাল রাখিয়া স্থিতিস্থাপকতার মান পরিবর্তিত হইবে। এই পরিবর্তনের ব্যাপ্তি যতই অধিক হইবে আমাদের উত্তর ততই ভ্রান্তিমূলক হইবে। এই পরিবর্তনের পরিমাণ যতই অধিক হইবে আমাদের উত্তরও ততই সঠিক হইবে। ইহা ১০.৯ রেখচিত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

দ্রব্যটির দাম যখন ৩৫ টাকা তখন যদি আমরা $E_D$-এর মান নির্ধারণ করিবার প্রচেষ্টা করি এবং দামকে যদি হ্রাস করিয়া ৩০ টাকা করি তাহা হইলে $E_D$-এর মান হইবে ২.৫-এর মত। যদি দামকে হ্রাস করিয়া ২৫ টাকা করা হয় তাহা হইলে $E_D$ = ২.৭৫ এবং যদি দাম ৩৫ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪০ টাকা করি তাহা হইলে $E_D$-এর মান হইল ২.০০।

আমাদের উত্তরের মধ্যে যে ভ্রান্তি ( inaccuracy ) পরিলক্ষিত হয় তাহাকে ন্যূনতম করিতে হইলে আমাদের যথাসম্ভব সামান্য পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা যদি চাহিদা রেখাটির ঢালের একটি বিন্দুকে বিবেচনা বা মূল্যায়ন করিতে সমর্থ হই তাহা হইলে আমরা যে মানটি পাইব তাহাকে বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতা ( point elasticity ) আখ্যা দেওয়া হয়।

বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা হইল চাহিদা রেখার একটি বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতার গড় মান। অপরদিকে বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতা হইল রেখাটির একটি বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার মান।[১]




রেখাচিত্র ১০.৯ : বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতার সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ।

আমরা যদি বিভিন্ন বৃত্তখণ্ডের কথা বিবেচনা করি তাহা হইলে $L$ বিন্দুতে আমরা বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটি ( অর্থাৎ $E_D=\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$ ) প্রয়োগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মান পাইব। $LM$ বৃত্তখণ্ড হইতে আমরা পাই :

$$E_D=\frac{৫০০/১,৪০০}{৫/৩৫}=৩.৫$$

$LN$ বৃত্তখণ্ড হইতে আমরা পাই :

$$E_D=\frac{১,১০০/১,৪০০}{১০/৩৫}=২.৭৫$$

এবং $LK$ বৃত্তখণ্ড হইতে আমরা পাই :

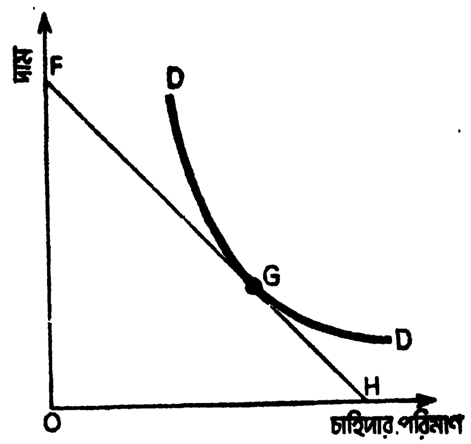
$$E_D=\frac{৪০০/১,৪০০}{৫/৩৫}=২$$

**রেখাচিত্রের সাহায্যে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ ( The graphical measurement of elasticity )**

রেখাচিত্রের সাহায্যে একটি ঋজু রৈখিক চাহিদা রেখার ( linear demand curve ) ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার সহজ পরিমাপের একটি সহজ পদ্ধতি আছে। আমরা যদি চাহিদা রেখার একটি

১, "Arc elasticity is the average value of elasticity over a segment of the curve, while point elasticity is the value at any one point on the curve." Beardshaw

বিন্দুকে বিবেচনা করি তাহা হইলে ঐ বিন্দুতে $E_D$-এর মান নির্ধারণ করিতে হইলে ঐ বিন্দুর ডানদিকের ( অর্থাৎ চাহিদা রেখাটির নিচে অবস্থিত ) অংশটিকে ঐ বিন্দুর বামদিকে ( অর্থাৎ চাহিদা রেখাটির ঊর্ধে অবস্থিত ) অংশ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ১৪৮ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি হইতে বিষয়টি বুঝা যাইবে। আমরা ধরি যে উল্লম্ব অক্ষের প্রতিটি একক হইল অনুভূমিক অক্ষের দশটি এককের সমান। এই রেখার C-বিন্দুতে $E_D$=৮/২=৪ যদিও F বিন্দুতে $E_D$ হইবে ৫/৫=১ এবং G বিন্দুতে $E_D$ হইবে ৪/৬=২/৩।




১০.১৬ : একটি স্পর্শক হইতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান চাহিদা রেখার যে কোন একটি বিন্দুর স্পর্শক হইতে নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, G বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল স্পর্শ বিন্দুর (অর্থাৎ G-এর) নিম্নাংশ ও উপরাংশের অনুপাত—অর্থাৎ $E_D=\frac{GH}{FG}$

একটি বক্ররেখা ( curved line ) বিশিষ্ট চাহিদা রেখার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যায়। ইহার যে কোন বিন্দুতে $E_D$-এর মান নির্ণয় করিতে হইলে ঐ বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানিতে হইবে। ইহা পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে। চাহিদা রেখাটির G বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে হইলে অক্ষদ্বয়কে স্পর্শকারী একটি স্পর্শক টানিতে হইবে। এখন এই বিন্দুটি স্পর্শকের ডানদিক ও বাঁদিকের মধ্যে সীমারেখা টানে। স্পর্শকের ডানদিকে অবস্থিত অংশ দ্বারা বামদিকের অবস্থিত অংশকে ভাগ করিলেই আমরা স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ধারণ করিতে পারিব। এক্ষেত্রে $E_D$ মান হইল ২/৩।

ইহা হইতে আমরা বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতার পরিবর্তে বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ণয় করি। অবশ্য একটি নির্ভুল স্পর্শক অংকনের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অসুবিধাগুলির জন্য এই পদ্ধতির উপযোগিতা সাধারণত সীমিত হয়।

এ পর্যন্ত চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল। এখন আমাদের আলোচনার মূল বিষয়গুলিকে নিয়ে সংক্ষেপে পেশ করা যাইতে পারে।

সারণি ১০.২ : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

| শ্রেণী | মান | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক | $E_D=0$ | দাম ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিলেও চাহিদার কোন পরিবর্তন হয় না। |
| অস্থিতিস্থাপক | $0<E_D<১$ | চাহিদার আনুপাতিক ( শতকরা ) পরিবর্তন দামের আনুপাতিক পরিবর্তন অপেক্ষা অল্প। |
| একক স্থিতিস্থাপক | $E_D=১$ | চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন দামের আনুপাতিক পরিবর্তনের সমান। |
| স্থিতিস্থাপক | $১<E_D<\infty$ | চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন দামের আনুপাতিক পরিবর্তন অপেক্ষা অধিক। |
| সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক | $E_D\rightarrow\infty$ | একটি বিশেষ দামে চাহিদা যে কোন পরিমাণ ( অর্থাৎ অসীম ) হইতে পারে কিন্তু অন্য কোন দামে চাহিদার পরিমাণ শূন্য হইবে। |

## ১০.১২ ধারণাটির ব্যবহারিক উপযোগ (Practical Utility of the Concept of Elasticity)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি কেবলমাত্র তত্ত্বগত দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহার কতক-গুলি ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) **মূল্যতত্ত্ব:** প্রথমত, মূল্যতত্ত্বে ইহার উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। ইহা আমাদের ভারসাম্যের সর্তাবলী নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে একটি কার্ম তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ইহার প্রান্তিক আয় (marginal revenue) প্রান্তিক ব্যয়ের (marginal cost) সমান হয়।[১] প্রান্তিক আয়ের মান নির্ভর করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। [পরে আমরা দেখিব যে $MR=P=(১-\frac{১}{E_D})$ যেখানে $MR$ হইল প্রান্তিক আয়, $P$ হইল দ্রব্যটির দাম এবং $E_D$ হইল স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান।]

**উদাহরণ ১:** যদি একটি কার্মের পণ্যের স্থিতিস্থাপকতা ($E_D$) ২.২৫ এবং প্রান্তিক রিভিনিউ ($MR$) ১৫ টাকা হয়, তবে দাম কত হইবে? [B. U. B. Com. (H) 1984]

**উত্তর:** আমরা জানি যে $MR=P\left(১-\frac{১}{E_D}\right)$। আমাদের উদাহরণে $E_D$=২.২৫ এবং $MR$=১৫ টাকা। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি:

$$১৫ \text{ টাকা}=P\left(১-\frac{১}{২.২৫}\right)$$

$$=P(0.৫৬)$$

$$\text{অথবা } \frac{১৫ \text{ টাকা}}{P}=0.৬১$$

$$\text{অথবা } P=(0.৬৫)(১৫ \text{ টাকা})=৮.৫০ \text{ টাকা।}$$

(২) **করতত্ত্ব:** কর তত্ত্বেও স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্থিতিস্থাপকতার উপর ভিত্তি করিয়া কর সংক্রান্ত কয়েকটি নীতি প্রণয়ন করা যায়। কোন দ্রব্যের উপর বিক্রয়কর বা অন্তঃশুল্ক স্থাপন করা হইলে দ্রব্যটির বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। যদি দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে দাম বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ ভীষণভাবে হ্রাস পাইবে এবং ঐ কর হইতে সংগৃহীত সরকারী রাজস্বের পরিমাণ অতি সামান্যই হইবে। অপরদিকে যে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (যেমন -লবণ) কর স্থাপনের ফলে উহার চাহিদা অতি সামান্যই হ্রাস পাইবে বলিয়া সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং একটি দ্রব্যের উপর কর স্থাপনের পূর্বে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার কথা অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে।

(৩) **অর্থনৈতিক নীতি:** অর্থনৈতিক নীতিসমূহের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল:

**(ক) কৃষিজ পণ্যের মূল্যনীতি (The price policy of agricultural products)**

স্বাভাবিক কারণে অধিকাংশ কৃষিজ পণ্যের চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়। সুতরাং সরকার যদি কৃষিজ পণ্যের এক অংশ খোলা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া মজুত করে অথবা মোট উৎপন্নের পরিমাণ আইনের সাহায্যে হ্রাস করে তাহা হইলে দ্রব্যটির বাজার দাম ও ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু কৃষিজ পণ্যের দাম হ্রাস করিলে কৃষকদের আয় মোটেই বৃদ্ধি পাইবে না, বরং হ্রাস পাইবে।

---

১. উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয়ের সমতা হইল প্রয়োজনীয় সর্ত, যথেষ্ট সর্ত নহে।

**মধ্যবিন্দু সূত্র ( The mid-point formula )**

চাহিদার ( অথবা যোগানের ) স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা আমরা শতাংশের পরিবর্তনের ( percentage change ) পরিমাপ করি। কিন্তু শতাংশের পরিবর্তনের দ্বারা অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক একটি দ্রব্যের বাজার দাম ৪ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩ টাকা হইল। ফলে ইহার চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ একক হইল। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান হইবে :

$$e_p = -\left(\frac{\Delta Q\%Q}{\Delta P\%P}\right) = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{৫০\%}{২৫\%} = ২$$

অর্থাৎ চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক।

এখন ধরা যাউক দাম ৩ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ টাকা হইল এবং ফলে চাহিদার পরিমাণ ১৫০ একক হইতে হ্রাস পাইয়া ১০০ একক হইল। এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে :

$$e_p = \frac{৩৩\frac{১}{৩}}{৩৩\frac{১}{৩}} = ১$$

অর্থাৎ চাহিদা হইল একক স্থিতিস্থাপক।

এই অবস্থায় আমরা যদি একটি সংশোধিত সূত্র ( revised formula ) ব্যবহার করি তাহা হইলে আরও নির্ভুলভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে পারি। এই নূতন সূত্রটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$e_p = \frac{\dfrac{\Delta Q}{Q_0+Q_1/2}}{\dfrac{\Delta P}{P_0+P_1/2}} = \frac{\dfrac{\Delta Q}{Q_0+Q_1}}{\dfrac{\Delta P}{P_0+P_1}}$$

( হর ও লব উভয় হইতে 2-কে বাদ দিয়া )

$$= \frac{\dfrac{৫০}{১০০+১৫০}}{\dfrac{১}{৪+৩}} = \frac{\dfrac{১}{৫}}{\dfrac{১}{৭}} = \frac{১}{৫} \times \frac{৭}{১} = ১.৪$$ যাহা উপরের দুইটি চূড়ান্ত মানের মধ্যবর্তী অবস্থায় বিরাজ করে।

সুতরাং এই নূতন সূত্রটি ব্যবহার করিয়া আমরা আরও নির্ভুলভাবে $e_p$-এর মান নির্ভুল পরিমাপ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

## ১০.১২. ধারণাটির ব্যবহারিক উপযোগ ( Practical Utility of the Concept of Elasticity )

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি কেবলমাত্র তত্ত্বগত দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইহার কতগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) **মূল্যতত্ত্ব :** প্রথমত, মূল্যতত্ত্বে ইহার উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। ইহা আমাদের ভারসাম্যের সর্তাবলী নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে একটি ফার্ম তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ইহার প্রান্তিক আয় ( marginal revenue ) প্রান্তিক ব্যয়ের ( marginal cost ) সমান হয়।[১] প্রান্তিক আয়ের মান নির্ভর করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। [ পরে আমরা দেখিব যে $MR = P = (১ - \frac{১}{E_D})$ যেখানে $MR$ হইল প্রান্তিক আয়, $P$ হইল দ্রব্যটির দাম এবং $E_D$ হইল স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান। ]

(২) **করতত্ত্ব :** করতত্ত্বেও স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্থিতিস্থাপকতার উপর ভিত্তি করিয়াই কর সংক্রান্ত কয়েকটি নীতি প্রণয়ন করা যায়। কোন দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর বা অন্তঃশুল্ক স্থাপন করা হইলে দ্রব্যটির বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। যদি দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে দাম বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ তীব্রভাবে হ্রাস পাইবে এবং ঐ কর হইতে সংগৃহীত সরকারী রাজস্বের পরিমাণ অতি সামান্যই হইবে। অপরদিকে যে দ্রব্যের (যেমন—লবণের) চাহিদা স্থিতিস্থাপক কম স্থাপনের ফলে উহার চাহিদা অতি সামান্যই হ্রাস পাইবে বলিয়া সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং একটি দ্রব্যের উপর কর স্থাপনের পূর্বে কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীকে দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার কথা অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে।

**(ক) কৃষিজ পণ্যের মূল্যনীতি : ( The price policy of agricultural products )**

স্বাভাবিক কারণে অধিকাংশ কৃষিজ পণ্যের চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়। সুতরাং সরকার যদি কৃষিজ পণ্যের এক অংশ খোলা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া মজুত করেন অথবা মোট উৎপন্নের পরিমাণ আইনের সাহায্যে হ্রাস করেন তাহা হইলে দ্রব্যটির বাজার দাম ও ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু কৃষিজ পণ্যের দাম হ্রাস করিলে কৃষকদের আয় মোটেই বৃদ্ধি পাইবে না, বরং হ্রাস পাইবে।

১. উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয়ের সমতা হইল প্রয়োজনীয় সর্ত, যথেষ্ট সর্ত নহে।

**(ঘ) বৈদেশিক মুদ্রামান হ্রাস ( Devaluation ):** একটি দেশের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিলে অনেক সময় বৈদেশিক মুদ্রামান হ্রাস করা হয়। যেমন টাকা ও ডলারের বিনিময় হয়। ১ ডলার= ১২ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ১ ডলার=১৮ টাকা করা হইলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস পাইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহার কারণ ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের দাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হ্রাস পাইবে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সকল দ্রব্যাদি ভারতে আমদানি করা হয় উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইবে। পরিশেষে ভারতের বহির্বাণিজ্যে উন্নতি দেখা দিবে এবং বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইবে। কিন্তু যদি উভয় দেশেই আমদানি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে রপ্তানি হইতে আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এইজন্য বলা হয় যে মুদ্রামান হ্রাসের সার্থকতা নির্ভর করে একটি সর্ত পূরিত হওয়ার উপর। সর্তটিকে এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা যায় : উভয় দেশের আমদনি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার যোগফলকে এককের অধিক হইতে হইবে ( the sum of the elasticities of demand for imports must be greater than unity)। এই সর্তটিই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বে মার্শাল-লার্ণার সর্ত ( The Marshall-Lerner condition ) বলিয়া পরিচিত।

**(ঙ) রেলভাড়াসংক্রান্ত নীতি ( The railway rate policy ) :** যদি রেলপথে ভ্রমণ ও মাল পাঠানর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে রেল কর্তৃপক্ষ অতি সহজে ভাড়া ও মাসুল বৃদ্ধি করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরদিকে চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে রেল ভাড়া ও মাসুল হ্রাস করাই যুক্তিযুক্ত হইবে।

## ১০.১৩ চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ( Income Elasticity of Demand )

**সংজ্ঞা ( Definition )**

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে একটি দ্রব্যের চাহিদা বহু সংখ্যক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই দ্রব্যের চাহিদা নির্ধারক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল দ্রব্যটির নিজস্ব দাম এবং এ পর্যন্ত এই অধ্যায়ে আমরা দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। চাহিদা নির্ধারক আর একটি বিষয় হইল ভোক্তার আয় ( $Y$ )। আয়ের পরিবর্তনে চাহিদা কতটা সাড়া দেয় তাহাও পরিমাপ করা যায়।

চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা আয়ের পরিবর্তনের একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কি মাত্রায় সাড়া দেয় তাহার পরিমাপ করে।[১]

আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার সহগকে আমরা এইভাবে বিবৃত করিতে পারি :

$$Ey=\frac{\text{একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ শতকরা পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$$

ইহাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$Ey=\dfrac{\Delta Q/Q}{\Delta Y/Y}$ যেখানে $Q$ হইল একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং $Y$ হইল ভোক্তার আয়।

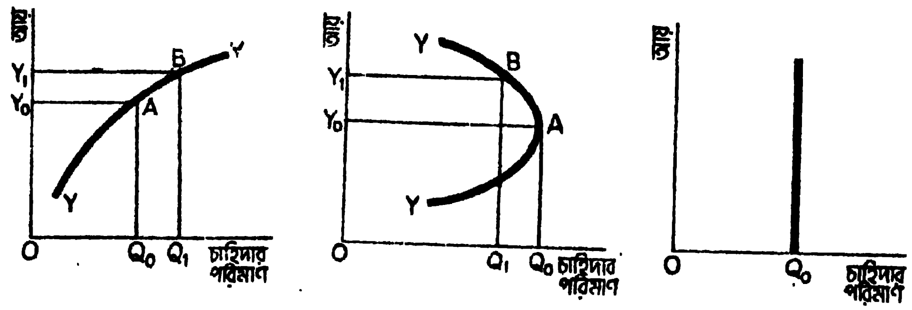
## ১০.১৪ আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার শ্রেণীবিভাগ ( Categories of income elasticity )

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি যে আয় বৃদ্ধি পাইলে একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে না হ্রাস পাইবে তাহা মূলত নির্ভর করে দ্রব্যটির প্রকৃতির উপর—অর্থাৎ দ্রব্যটি স্বাভাবিক দ্রব্য না নিকৃষ্ট দ্রব্য তাহার উপর। আয় বৃদ্ধি পাইলে একটি স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা সাধারণত বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে উপরের সহগটির হর ও লব উভয়ই ধনাত্মক হইবে এবং ফলে উহাদের অনুপাতও ধনাত্মক হইবে। কিন্তু আয় বৃদ্ধি পাইলে একটি নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে সহগটির মান ঋণাত্মক হয়।

---

১. "Income elasticity of demand measures the degree of responsiveness of the quantity demanded of a product to changes in income." Beardshaw

বাস্তব জগতে অবশ্য একটি তৃতীয় সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায়: আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও একটি বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হয়। নিম্নের রেখাচিত্রে এই তিন সম্ভাবনাই দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লম্ব অক্ষে আমরা দামের পরিবর্তে আয়ের পরিমাপ করি। এখানে আয় হইল স্বাধীন চল (independent variable) এবং চাহিদার পরিমাণ পূর্বের ন্যায় নির্ভরণ চল (dependent variable)।




রেখাচিত্র ১০.১২: চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা: তিনটি সম্ভাবনা

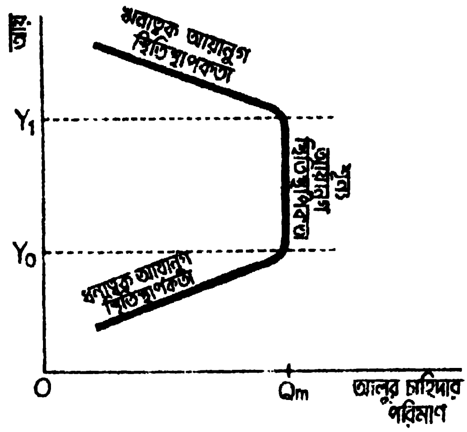
(A) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—এক্ষেত্রে আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার সহগ ধনাত্মক হইবে। রঙীন টেলিভিশনের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। (B) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে আয় $Y_0$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $Y_1$ হইলে চাহিদার পরিমাণ $Q_0$ হইতে হ্রাস পাইয়া $Q_1$ হয়। তুলাবস্ত্রের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। পরিশেষে (C) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে আয় হ্রাসবৃদ্ধিতে চাহিদার পরিমাণ কোন সাড়া দেয় না—অর্থাৎ আয়ের সকল স্তরেই চাহিদার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। লবনের চাহিদার ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে চাহিদার দামানুগ স্থিতিস্থাপকতার মান সর্বদাই ঋণাত্মক হয় কিন্তু আমরা একটি বিশেষ কারণে এই ঋণাত্মক চিহ্নকে অবজ্ঞা করি। কিন্তু আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক উভয়ই হইতে পারে। সুতরাং ইহার সহগের মান উল্লেখ করিবার সময় ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক চিহ্ন দেওয়া ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঋণাত্মক আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা আবার তিনটি শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে: স্থিতিস্থাপক, অস্থিতিস্থাপক এবং একক স্থিতিস্থাপক। নিম্নের সারণিতে এই সম্ভাবনাগুলিকে সংক্ষেপে পেশ করা হইল।

সারণি ১০.৩: আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা

| শ্রেণী | মান | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| ঋণাত্মক আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা | $Ey<0$ | আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পায়। |
| শূন্য আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা | $Ey=0$ | আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার কোন পরিবর্তন হয় না। |
| আয়ানুগ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা | $0<Ey<1$ | আয়বৃদ্ধির অনুপাত অপেক্ষা চাহিদাবৃদ্ধির অনুপাত কম। |
| একক আয়ানুগ স্থিতিস্থাপক চাহিদা | $Ey=1$ | আয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় চাহিদা ঠিক সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। |
| আয়ানুগ স্থিতিস্থাপক চাহিদা | $1<Ey<\infty$ | দাম যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় চাহিদা উহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। |

চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করিবার সময় আমরা আবিষ্কার করিয়াছি যে একই চাহিদা রেখার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তখণ্ডে ভিন্ন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা থাকিতে পারে। আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ আলুর কথা উল্লেখ করা যায়। যদি একটি দেশ খুব দরিদ্র হয় তাহা হইলে আয় বৃদ্ধি পাইলে লোকে অধিক পরিমাণ আলু খাইবে এবং আলু স্বাভাবিক দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু আয় যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে লোকে পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও গ্রহণ করিবে। এক্ষেত্রে আলুর চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিবে এবং ইহার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হইবে। যখন দেশটি যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিবে এবং প্রত্যেকের মাথাপিছু আয় ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইবে তখন সকলেই আলু ছাড়িয়া মাংস, চিংড়িমাছ, আপেল, কাজুবাদাম ইত্যাদি দ্রব্য ভোগ করিবে। ফলে আলুর চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১০.১৩: আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা: তিনটি মান

## ১০.১৫ ধারণাটির গুরুত্ব ( The importance of the concept )

চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার মত আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতারও কয়েকটি ব্যবহারিক তাৎপর্য দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ( economic growth ) ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং ইহা দেশের পক্ষে সুফলপ্রদায়ী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যে-সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা মোটেই কাম্য নয়। কারণ নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে এই সকল প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পায়। এমন কি যখন আমরা সেই সকল দ্রব্যসমূহকে বিবেচনা করি যাহাদের আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা হইল ধনাত্মক তখন আমরা চাহিদার সাড়া দেওয়ার মাত্রায় যথেষ্ট তারতম্য দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ খাদ্যদ্রব্য বা পরিধেয় বস্ত্রের ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদনশীলতা (productivity ) বৃদ্ধির হার চাহিদা বৃদ্ধির হারকে সাধারণত অতিক্রম করিয়া যায় বলিয়া কিছু শিল্পে ( বা ক্ষেত্রে ) নিয়োগহীনতা লক্ষ্য করা যায়। টেলিভিশন, মোটরগাড়ী বা প্রমোদভ্রমণ ইত্যাদি শিল্পে আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা অধিক হয় বলিয়া এই শিল্পগুলি জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির ফলে ক্রমাগতই সম্প্রসারিত হইতে থাকে। অর্থাৎ, এই সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট তেজী ভাব পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে জাতীয় আয় হ্রাস পাওয়ার অর্থ হইল এই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রয়শক্তিতে চাহিদা হ্রাস।

সুতরাং আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা সম্পদ বণ্টনের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং একটি বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই যে একটি দেশের যে সকল অঞ্চলগুলিতে আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা উচ্চ সেগুলিই সমৃদ্ধশালী অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হয়।

## ১০.১৬ চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা ( Cross Elasticity of Demand )

একটি দ্রব্যের নিজস্ব দাম ও ভোক্তার আয় ছাড়াও বহু দ্রব্যের চাহিদা অন্যান্য দ্রব্যের বাজার দাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যখন আমরা এই সম্পর্ককে পরিমাপ করিতে পারি তখন উহাকে আমরা ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা আখ্যা দিয়া থাকি।

**একটি দ্রব্যের ( যেমন B ) দাম পরিবর্তনে অন্য একটি দ্রব্যের ( যেমন A ) চাহিদা যে মাত্রায় সাড়া দেয় চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা তাহারই পরিমাপ করে।**

ক্রম-স্থি ইস্থাপকতার সহগকে আমরা এইভাবে বিবৃত করিতে পারি :

$$Ec=\frac{B \text{ দ্রব্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{A \text{ দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

ইহাকে আবার এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$Ec=\frac{\Delta B/Q_B}{\Delta P_A/P_A}$$

পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে—যেমন মোটরগাড়ী এবং পেট্রল—একটি দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পাইলে অন্য একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা এমন অবস্থার কথা বিবেচনা করিতেছি যেখানে একটি দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে ( − ) অন্য একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ( + )। সুতরাং ইহার অর্থ হইল এই যে পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে *Ec* হইল ঋণাত্মক। অপরদিকে আবার চা ও কফির মত পরিবর্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে *Ec*-এর মান ধনাত্মক হইবে কারণ একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে ( + ) অন্য একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ( + )। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (১৩৫ পৃষ্ঠা)। বস্তুত, *Ec*-এর মান $-\infty$ হইতে $+\infty$ মধ্যে যে কোন কিছুই হইতে পারে। একটি দ্রব্য যদি অপর একটি দ্রব্যের পরিবর্ত বা পরিপূরক হয় তাহা হইলে চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতার মান উচ্চ হইবে। অপরদিকে যখন দুইটি দ্রব্যের মধ্যে সম্পর্ক অতি সামান্য বা কোন সম্পর্কই নাই তখন *Ec*-এর মান শূন্যের কাছাকাছিই থাকিবে।[১] যেমন জমি চাষ করিবার জন্য যে ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয় এবং হিসাবনিকাশ করিবার জন্য যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা হয় উহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। সুতরাং উহাদের ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হইবে।

## ১০.১৭ ধারণাটির গুরুত্ব ( Importance of the concept )

ক্রম-স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির যথেষ্ট ব্যবহারিক উপযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সাহায্যে শিল্পের সীমারেখার ( industry boundaries ) সংজ্ঞা দেওয়া হয়। চাহিদার দৃষ্টিকোণ হইতে যে সকল দ্রব্যের ক্রম-স্থিতিস্থাপকতার মান উচ্চ সেই সকল দ্রব্য একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।[২] ইহা ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা একটি উপযোগী ব্যাখ্যা ( useful interpretation ). কারণ আমরা যোগানের দিক হইতেই সর্বদা শিল্পের সংজ্ঞা প্রদান করি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যোগানের দিক হইতে ধাতু-উৎপাদনকারী শিল্পের কথা উল্লেখ করিতে পারি। বস্তুত, এই শিল্প যে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তাহাদের মধ্যে ক্রম-স্থিতিস্থাপকতার মান সাধারণত অতি স্বল্প হয়। আমরা যদি ক্রম-স্থিতিস্থাপকতার সহিত সম্পর্কিত শিল্পের সীমারেখার কথা উল্লেখ না করিয়া বাজারের সীমারেখার কথা উল্লেখ করি তাহা হইলে চাহিদা ও যোগান এই দুইটি দৃষ্টিকোণের মধ্যে পার্থক্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সুতরাং যখন একজন কোম্পানীর পরিকল্পনাবিদ ( corporate planner ) একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন করেন, আমি কোন্ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ? তখন সেই বাজারের সীমারেখার কথা বিবেচনা

---

১. "For goods which are neither substitutes nor complements, cross elasticity may be expected to be near zero." Lowes and Sparkes

২. "From the demand point of view goods with high elasticities are regarded as being in the same industry." Lowes and Sparkes

করা প্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে যাহার মধ্যে বিচরণ করিয়া তাঁহার দ্রব্যটিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। যোগানের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে দ্রব্যটি হয়ত 'ধাতু উৎপাদনকারী শিল্পের' অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মোটেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। ফলে আমরা সেই ব্যাপক বাজারকে উপেক্ষা করিব যে বাজারে ফার্মের দ্রব্যগুলি অন্যান্য ফার্মের পরিবর্ত বা পরিপূরক। এবং অন্যান্য ফার্মের দ্রব্যগুলি ভোক্তার দিক হইতে প্রতিযোগী অথবা পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও আংশিকভাবে পৃথক। একটি ধাতু প্রস্তুতকারী ফার্মের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয়তার একটি দৃষ্টান্ত হইল এই যে যে-সকল বাজারে পরম্পরাগতভাবে টিনের কৌটা ( tin containers ) ব্যবহার করা হইত সেখানে প্লাস্‌টিকের কৌটা ( plastic containers ) ব্যবহার।

## ১০.১৮ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ( Elasticity of Supply )

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে সত্য। বস্তুত, ইহার সংজ্ঞাও অনুরূপ।

**দামের পরিবর্তনে যোগান কি মাত্রায় সাড়া দেয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতা তাহারই পরিমাপ করে ;**

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সহগকে এইভাবে বিবৃত করা যায় :

$$Es = \frac{\text{যোগানের পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

ইহাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$Es = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

আপাতদৃষ্টিতে ইহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র ( formula ) হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য স্মরণ করা যাইতে পারে যে ( ১৪৮ পৃষ্ঠা ) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সর্বদা ঋণাত্মক হয়। কিন্তু যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সর্বদা ধনাত্মক হয়, কারণ যোগান রেখা বাঁদিক হইতে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। অবশ্য কখন কখনও আমাদের পশ্চাৎগামী ( backward bending ) যোগান রেখারও সম্মুখীন হইবার সম্ভবনা আছে। এক্ষেত্রে যোগান রেখার পশ্চাতগামী অংশটিতে স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হইবে।

## ১০.১৯ যোগান রেখা ( Supply Curves )

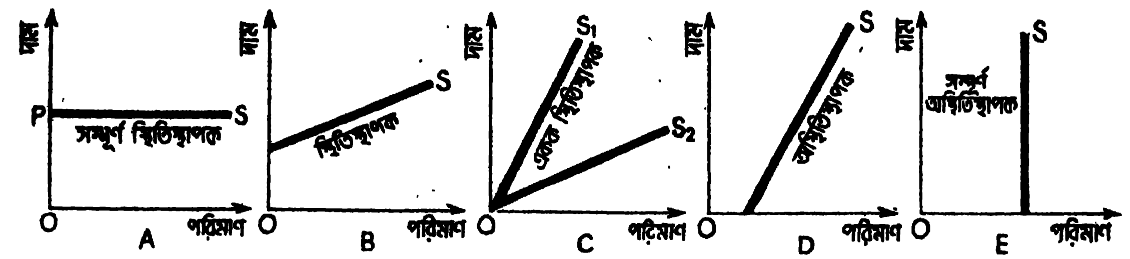
চাহিদা রেখাগুলি পরীক্ষা করার সময় আমরা আবিষ্কার করিয়াছি যে একটি চাহিদা রেখার ঢাল হইতে স্থিতিস্থাপকতা অনুমান করা বিপদজনক। যোগান রেখার ক্ষেত্রে অবশ্য এত জটিলতার সৃষ্টি হয় না এবং যোগান রেখা হইতে স্থিতিস্থাপকতা অনুমান করা অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। যদি কোন ঋজু রৈখিক যোগান রেখা ( linear supply curve ) উলম্ব অক্ষকে স্পর্শ করে তাহা হইলে ইহা স্থিতিস্থাপক হইবে এবং ইহার মান এক এবং অসীমের মধ্যে বিরাজ করিবে। অপরদিকে যদি কোন ঋজু রৈখিক যোগান রেখা অনুভূমিক অক্ষকে স্পর্শ করে তাহা হইলে ইহা অস্থিতিস্থাপক হইবে এবং ইহার মান শূন্য এবং এককের মধ্যে থাকিবে। একটি ঋজু রৈখিক যোগান রেখা যদি অক্ষের মধ্য দিয়া গমন করে তাহা হইলে ইহার স্থিতিস্থাপকতা সর্বদা একক হইবে।[১]

এই কারণে নিম্নের ১০.১৪ (খ) রেখাচিত্রে $S_1$ এবং $S_2$ উভয় যোগান রেখারই স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান। ইহার কারণ যোগান রেখার যে কোন বিন্দুতে $P$, $Q$ এবং $\Delta P$, $\Delta Q$ যোগান রেখার বাহিরে অনুরূপ ত্রিকোণ ( triangle ) সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ঢালবিশিষ্ট যোগান রেখা পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়া এই বিষয়টিকে নির্ভুল প্রমাণ করা যায়।

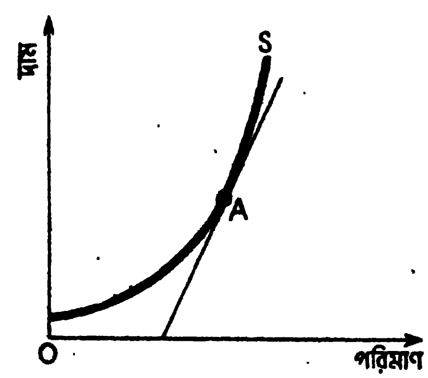
---

১. "Any straight-line supply curve through the origin will have unitary elasticity."
Beardshaw

যোগান যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে যোগান রেখার আকৃতির মতই হইবে। এই পাঁচটি সম্ভাবনাকে নিয়ে প্রকাশ করা হইল।




রেখাচিত্র ১০.১৪ : যোগানের বিভিন্ন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা




রেখাচিত্র ১০.১৫ : যোগানের বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতা

যোগান রেখার যে কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা বিচার করিতে হইলে ওই বিন্দু হইতে একটি স্পর্শক টানিতে হইবে। যদি স্পর্শকটি উল্লম্ব অক্ষের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে যোগান ঐ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপক। অপরদিকে ইহা যদি অনুভূমিক অক্ষের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে যোগান অস্থিতিস্থাপক। ১০.১৫ রেখাচিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

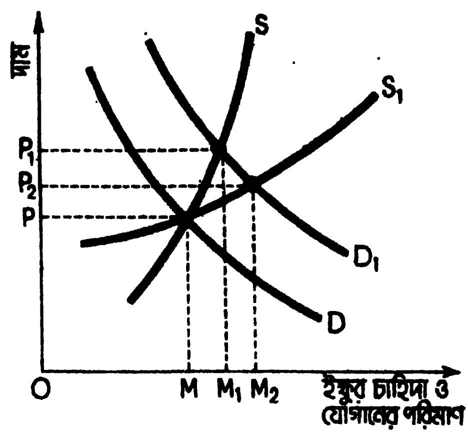
## ১০.২০ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব (The importance of elasticity of supply)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সরকার ও সরকারী করপোরেশন সকলেরই ক্ষেত্রেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও ইহার পরিমাপ সম্পর্কে তীব্র আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট আয় নির্ভর করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। সুতরাং দামের পরিবর্তন কিভাবে মোট আয়কে প্রভাবিত করে সে ব্যাপারে প্রত্যেকেই কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশ্য যোগান রেখা হইতে মোট আয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং *Es*-এর সংক্ষিপ্ত ও নির্ভুল পরিমাপের ব্যাপারে সকলের আগ্রহ কম থাকাই স্বাভাবিক।

অবশ্য যেহেতু আমরা যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি সেহেতু ইহা ধরিয়া লইবার কোন কারণ নাই যে ধারণাটি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুত, যেহেতু দীর্ঘকালীন ব্যয়রেখার আকৃতি উৎপাদন-ব্যয়ের উপর নির্ভর করে সেহেতু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহার ঢাল হইল ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যখন আমরা উৎপাদন-ব্যয় এবং উৎপাদন তত্ত্ব লইয়া বিবেচনা করিব তখন আমরা যোগান রেখার আকৃতি নির্ধারক বিষয়গুলি লইয়া অনুসন্ধান করিব। এখন সংক্ষেপে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ব্যবহারিক উপযোগ (practical uses) লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রসংগে দুইটি মৌল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(i) যখন একটি দ্রব্যের চাহিদার শর্তাবলীর পরিবর্তন ঘটে তখন দ্রব্যটির দাম কতটা পরিবর্তিত হইবে তাহা নির্ধারণকারী একটি মূল বিষয় হইল দ্রব্যটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা।[১]

উদাহরণস্বরূপ আমরা ইক্ষুর কথা উল্লেখ করিতে পারি। ইক্ষুর চাহিদা স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে বৃদ্ধি পাইলে উহার দাম কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা ১০.১৬ রেখাচিত্রে দেখান হইল। আমরা অনুমান করিতে পারি যে ইক্ষুর চাহিদা রেখা হইল মোটামুটিভাবে অস্থিতিস্থাপক। এক্ষেত্রে আসল দাম হইল $OP$। ইহার পর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা রেখা $D$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $D_1$ হয়। স্বল্পকালে ইক্ষুর যোগান সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়, কারণ জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম, সার, ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইয়া $OP_1$ হইবে। কিন্তু দীর্ঘকালে অন্যান্য অনেক জমিকে ইক্ষু চাষের কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে। সুতরাং দীর্ঘকালে যোগান অধিক স্থিতিস্থাপক হইবে। এই রেখাচিত্রে এই অধিক স্থিতিস্থাপক যোগানকে $S_1$ রেখার সাহায্যে দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন দাম হ্রাস পাইয়া $OP_2$ হয়।



রেখাচিত্র ১০.১৬ : ইক্ষুর স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দাম

(ii) করের ক্ষেত্রেও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, যখন একটি দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়, তখন অর্থমন্ত্রী উৎপাদকের উপর কর স্থাপন করিলে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ অপরিবর্তিতই থাকে। আমরা অনুমান করিতে পারি যে একজন লোকের একটি ছোট জমি আছে যেটি কেবলমাত্র মেষ পালনের পক্ষেই উপযুক্ত। ধরা যাউক এই জমিটিতে মেষ পালনের জন্য একজন কৃষক সর্বাধিক যে পরিমাণ খাজনা দিতে রাজী হইবেন তাহা হইল বৎসরে ১০০ টাকা এবং জমির মালিক ইহাতেই রাজী। এখন ধরা যাউক সরকার এই ধরনের জমির উপর বাৎসরিক ৫০ টাকা হারে একটি কর স্থাপন করিল। ইহার অর্থ হইল জমির মালিককে এখন নিজের পকেট হইতে এই কর প্রদান করিতে হইবে। ইহার কারণ হইল এই যে মেষপালক ইহা অপেক্ষা অধিক খাজনা দিতে রাজী হইবেন না এবং জমিকে অন্য কোন ব্যবহারে নিয়োগ করা যাইবে না। বস্তুত, সরকার এক্ষেত্রে জমির খাজনার সম্পূর্ণটাই করের সাহায্যে জমির মালিকের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে। ইহার ফলে জমির ব্যবহারের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না—অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় সমসংখ্যক মেষই জমিটিতে চরিবে। অবশ্য এই অবস্থায় অর্থাৎ যখন খাজনার সম্পূর্ণ ভাগই সরকার বাজেয়াপ্ত করে তখন জমির মালিক হতাশ হইয়া জমিটিকে ফেলিয়া রাখিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, একটি দ্রব্যের উপর যদি সরকার কোন পরোক্ষ কর—যেমন বিক্রয় কর বা অন্তঃশুল্ক—স্থাপন করে তাহা হইলে দ্রব্যটির বাজার-দাম বৃদ্ধি ও চাহিদা হ্রাস পাইবে। অবশ্য দু-একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার-দাম অপরিবর্তিত থাকিতে পারে। একটি দ্রব্যের চাহিদা ও দামের উপর বিক্রয় করের কি ফল হইবে এবং এই করের অনুপাত কিভাবে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে বণ্টিত হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক স্থিতিস্থাপকতার উপর।

## ১০.২১ যোগানের সময়কাল ( Periods of Supply )

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সময়ের সহিত সম্পর্কিত। সাধারণত বলা হয় যোগান স্বল্পকাল অপেক্ষা দীর্ঘকালে অধিক স্থিতিস্থাপক হয়। ইহার কারণ দীর্ঘকালে ফার্মগুলি উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়

১. "The elasticity of supply of a good is a major factor in determining how much its price will alter when there is a change in the conditions of demand." J. Harvey : *Basic Economics*

নিয়ন্ত্রণসাধন ( adjustment ) করিতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল উল্লেখ করিয়াছিলেন যে যোগানের তিনটি সময়কাল আছে—মুহূর্তকালীন, স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন সময় ( the momentary, short-run and long-run periods )। অবশ্য দীর্ঘকাল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাটি প্রদান করেন কেইনস্। তাঁহার ভাষায়, "দীর্ঘকালে আমরা সকলেই মৃত" ( "In the long run we are all dead." )। আরও প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি হইল এইরূপ :

(i) মুহূর্তকাল : এই নির্দিষ্ট মুহূর্তে যোগান নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (*Es*) শূন্য হয়।

(ii) স্বল্পকাল : স্বল্পকালে যোগানের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব। অবশ্য স্বল্পকালে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনক্ষমতা ( যেমন—যন্ত্রপাতি, কারখানা, আয়তন, ইত্যাদি ) সীমিত থাকে বলিয়া দামবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। ইহার পর দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান যোটেই সাড়া দেয় না।[১]

(iii) দীর্ঘকাল : দীর্ঘকালে সকল প্রকার ব্যয়ই হইল পরিবর্তনশীল এবং নূতন কার্ম শিল্পে যোগদান করিতে বা পুরাতন কার্ম শিল্প পরিত্যাগ করিতে পারে।

ধরা যাউক, কলিকাতা বিদ্যুত সরবরাহ করপোরেশনে হঠাৎ ধর্মঘট হওয়ায় বিদ্যুতের যোগান শূন্য হইল। ফলে মোমবাতির চাহিদা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইবে। একটি মুহূর্তকালীন সময়ে বিভিন্ন দোকানের মজুত মাল হইতে যতটা যোগান দেওয়া সম্ভব ততটাই যোগান দেওয়া হইবে। স্বল্পকালে অবশ্য মোমবাতি প্রস্তুতকারী শিল্পগুলি অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া এবং পুরাতন শ্রমিকগণকে অতিরিক্ত সময় ধরিয়া কার্যে নিযুক্ত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইবে। যদি মোমবাতির চাহিদাবৃদ্ধিকে চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে দীর্ঘকালে অধিক সংখ্যক কারখানা স্থাপন করা হইবে। ইহার ফলে উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে মোমবাতির বাজার-দাম হ্রাস পাইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে উৎপাদন-ব্যয়ের উপর যোগানের সময়কালের ফল লইয়া আলোচনা করা হইবে।

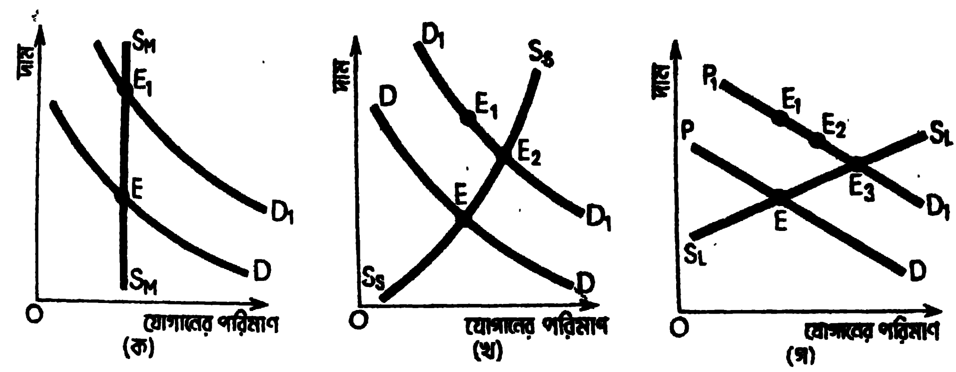
## ১০.২২ যোগানের সময়কাল এবং ভারসাম্য দাম ( Periods of supply and the equilibrium price )

যদি আমরা মার্শালের যোগানের সময়কালের ধারণাকে মানিয়া লই তাহা হইলে ভারসাম্য দামের উপর উহাদের ফল দেখিতে পাইব। পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে মার্শালের বিশ্লেষণকে অনুসরণ করা হইয়াছে। এই রেখাচিত্রটির সাহায্যে আমরা টাটকা মাছের বাজারকে বর্ণনা করিতে পারি। প্রতিটি রেখাচিত্রে আমরা অনুমান করি যে চাহিদা সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিক পরিমাণে মাংস খাওয়ার ফলে বিশেষ কোন ব্যাধির সৃষ্টি হইলে লোকে মাংসের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে মাছ খাইতে সুরু করিবে।

প্রতিটি চিত্রে *E* হইল আসল ভারসাম্য বিন্দু। (a) রেখাচিত্রে মাছের যোগান সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনশীল। এক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মাছের দাম *E* হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $E_1$ হয় কিন্তু যোগানের কোন তারতম্য ঘটে না। (b) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে দামবৃদ্ধির ফলে স্বল্পকালে মাছের যোগান সামান্য বৃদ্ধি পায়। দামবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইয়া জেলেরা অধিক সময় ধরিয়া মাছ ধরিবে এবং অধিক জাল ব্যবহার করিবে। এক্ষেত্রে ইহার মুহূর্তকালীন দাম $E_1$ হইতে হ্রাস পাইয়া $E_2$

১. "In the short-run supply can be varied with the limit of the present fixed costs ( buildings, machines, etc. )."—Beardshaw

হয় কারণ এক্ষেত্রে যোগান সম্প্রসারিত হইয়াছে। (c) রেখাচিত্রে আমরা দীর্ঘকালীন সময়ে চাহিদা-বৃদ্ধির ফল বিশ্লেষণ করিয়াছি। দীর্ঘকালে চাহিদাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া যোগানও পর্যাপ্ত পরিমাণে




রেখাচিত্র ১০.১৭ : যোগানের বিভিন্ন সময়কাল

(ক) মুহূর্তকাল (খ) স্বল্পকাল (গ) দীর্ঘকাল

বৃদ্ধি পাইবে। জেলেরা এখন অধিক সংখ্যক নৌকা ক্রয় করিবে (অর্থাৎ স্থির ব্যয়কে পরিবর্তন করিবে) এবং অনেকেই জমি চাষ ছাড়িয়া মাছ ধরা সুরু করিবে। এই সকল কার্যকলাপের ফলে যোগান ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং মাছের দাম হ্রাস পাইয়া $E_3$ হইবে। মার্শাল অবশ্য ধারণা করিয়াছিলেন যে এখনকার দাম $E_3$ পূর্বের দাম $E$ অপেক্ষা অধিক হইবে—অর্থাৎ যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হইবে। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে শিল্পটি ইতিপূর্বেই আয়তনজনিত ব্যয়সংকোচের সুফল লাভ করিয়াছে এবং অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এই শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিলে ইহাকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সমস্যা হইতে ভুগিতে হইবে (৩৭ পৃষ্ঠা)। যেহেতু $S_L$ রেখা $S_M$ অথবা $S_S$ রেখা অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপক সেহেতু আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে :

**যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সময়ের সহিত তাল রাখিয়া বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা আছে।**

অবশ্য ইহা চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই যে ভারসাম্য দাম হঠাৎ $E_1$ হইতে হ্রাস পাইয়া $E_3$ হয়। সাধারণত দামবৃদ্ধি হইল একটি ধীর ও ক্রমান্বয়িক পদ্ধতি, কারণ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সময়ের সহিত বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যখন এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে তখন উহার ফল তিনটি পর্যায়েই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই অংশে এই বিষয়টি লইয়াই বিস্তারিত আলোচনা করিব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন লইয়া আলোচনা করিব।

### ১০.২৩ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক বিষয়সমূহ (Determinants of elasticity of supply)

চাহিদার মত যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

**(১) সময় (Time) :** ইহা হইল সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি স্থিতিস্থাপকতা সময়ের সহিত বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ ইহা স্বল্পকাল অপেক্ষা দীর্ঘকালে অধিক স্থিতিস্থাপক হয়।

**(২) উপকরণসমূহের গতিশীলতা (Factor mobility) :** উপকরণসমূহকে কত সহজে একটি ক্ষেত্র (বা ব্যবহার) হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্য ক্ষেত্রে (বা ব্যবহারে) লইয়া যায় তাহা যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করে। উপকরণসমূহের চলনশীলতা যতই অধিক হইবে, স্থিতিস্থাপকতা ততই অধিক হইবে।

**(৩) প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকসমূহ ( Natural constraints ) :** প্রাকৃতিক জগতও যোগান বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকের কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি অধিক পরিমাণে রবার প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হইলে রবার গাছ রোপণ করিয়া ১০ হইতে ১৫ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।

**(৪) ঝুঁকি-বহন ( Risk-taking ) :** উদ্যোক্তাগণ যতই অধিক ঝুঁকি বহনে আগ্রহী হইবেন যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ততই অধিক হইবে। ইহা অবশ্য অর্থ-ব্যবস্থা যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তাহার দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি করের প্রান্তিক হার অধিক হয়—অর্থাৎ কর-ব্যবস্থা যদি সমানুপাতিক ( proportional ) না হইয়া গতিশীল ( progressive ) হয়—তাহা হইলে অতিরিক্ত উৎপাদনের ইচ্ছা এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা হ্রাস পাইবে।

### ১০.২৪ যোগানের ক্রস-স্থিতিস্থাপকতা ( Cross Elasticity of Supply )

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার একটি নূতন ধারণা প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা হইল যোগানের ক্রস-স্থিতিস্থাপকতা। কৃষির ক্ষেত্রে এই ধারণাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় এবং ইহার সাহায্যে আমরা দুইটি কৃষিজ পণ্যের যোগানের পরস্পরনির্ভরশীলতা দেখাইতে পারি। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হইল জমি। কিন্তু জমির যোগান অপ্রচুর বলিয়া কৃষকদের সর্বদাই নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কোন বৎসর একটি দ্রব্যের ( যেমন, গমের ) বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে কৃষকগণকে অধিক পরিমাণে গম উৎপাদনে উৎসাহী হইতে দেখা যায়। ফলে তাঁহারা অন্যান্য ব্যবহার হইতে জমি সরাইয়া আনিয়া গমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। ফলে অন্যান্য সকল পণ্যের বাজার-দাম অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও উহাদের উৎপাদন হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ গমের বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে গমের উৎপাদন অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ইহার ফল হিসাবে ইক্ষুর যোগান হ্রাস পাইবে, কারণ ইক্ষু উৎপাদন পূর্বের ন্যায় ততটা লাভজনক হইবে না। অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একটি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন শুধুমাত্র ইহার বাজার দামের উপরই নির্ভর করে না। ইহা সময়ের উপরও নির্ভরশীল। বস্তুত, কোন একটি দ্রব্যের বর্তমান বৎসরের যোগান মূলত নির্ভর করে দ্রব্যটির অতীত দামের উপর। ১৯৮৫ সালে যদি গমের দাম অধিক থাকে তাহা হইলে ১৯৮৬ সালে ইহার যোগান বৃদ্ধি পাইবে। দাম বৃদ্ধি পাইলেই অবশ্য যোগান তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি পায় না। যোগান বৃদ্ধি করিতে হইলে সময় লাগে। যদি গমের দাম ১৯৮৫ সালে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ইহার ফল হিসাবে ১৯৮৬ সালে ইক্ষু উৎপাদন হ্রাস পাইবে। যদিও ইক্ষুর বাজার-দামে কোন পরিবর্তন হয় নাই )। আবার ১৯৮৫ সালে গমের বাজার-দাম যদি ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং ইক্ষুর দাম যদি ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে।

পরবর্তী বৎসরে ইক্ষুর যোগান হয়ত শতকরা ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু গমের যোগান হয়ত ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। যোগানের ক্রস-স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা আমরা দুইটি দ্রব্যের, বিশেষত কৃষিজ পণ্যের যোগানের পরস্পরনির্ভরশীলতা দেখাইবার প্রচেষ্টা করি। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$Esc = \frac{\text{১৯৮৬ সালে গমের যোগানের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{১৯৮৫ সালে ইক্ষুর দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

অথবা $$Esc = \frac{\text{১৯৮৬ সালে ইক্ষুর যোগানের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{১৯৮৫ সালে গমের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

এখানে *Esc* হইল যোগানের ক্রস-স্থিতিস্থাপকতার সহগ। ইহা সর্বদাই ঋণাত্মক হইবে, কারণ যে কোন একটি কৃষিজ পণ্যের বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে বিকল্প একটি পণ্যের যোগান হ্রাস পাইবে। যেমন, গমের দাম ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইলে ইক্ষুর যোগান ০.২৫ শতাংশ হ্রাস পাইতে পারে। এক্ষেত্রে $Esc = -\frac{1}{4}$ হইবে।

এই ধারণাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে। ইহার দ্বারা আমরা কৃষিজ পণ্যের যোগানের ব্যাপারে পরস্পরনির্ভরশীলতার মাত্রা নির্ধারণ করিতে পারি। একটি দ্রব্যের উৎপাদন

বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত অন্য একটি দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ, এই ধারণাটির দ্বারা আমরা অপ্রাচুর্যজনিত সমস্যা ও নির্বাচনের প্রয়োজনের উপর আলোকসম্পাত করিতে পারি। জমির পরিমাণ অপর্যাপ্ত বলিয়া একটি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে অন্য দ্রব্যে ব্যবহার হইতে ইহাকে সরাইয়া লইয়া আসিতে হইবে। এ প্রসংগে আমরা সুযোগ-ব্যয়ের ( opportunity cost ) ধারণাটির ব্যবহার করিতে পারি এবং উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখাচিত্র ( the production possibility curve ) অংকন করিয়া সমাজের মূল সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারি।

ইহা ব্যতীত কৃষিজ পণ্য পরিকল্পনার ( agricultural crop planning ) ক্ষেত্রে ধারণাটির ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কতকগুলি পণ্যের ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্য ও অন্যান্য কতকগুলি পণ্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্য যোগানের ক্ষেত্রে সুষমতা বজায় রাখিতে হইলে প্রতিটি পণ্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

## ১০.২৫ উপসংহার

এই অধ্যায়ে আমরা চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বগত দিকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখিতে পাইব। ইহাকে রপ্তানি ও আমদানির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের উপর মুদ্রামানহ্রাসের ( devaluation ) ফলাফলের মূল্যায়ন করিতে পারিব। দ্বিতীয়ত, একটি পরোক্ষ করের স্তর নির্ধারণ করিবার পূর্বে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার কথা অবশ্যই চিন্তা করিবেন। তৃতীয়ত, উৎপন্নের দাম ও উৎপাদনসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের পূর্বে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ইহা লইয়া ভীষণভাবে চিন্তিত থাকিবেন।

### সংক্ষিপ্তসার

১. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে দামের পরিবর্তনের একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কিভাবে সাড়া দেয় তাহার পরিমাপ করা হয়। চাহিদা স্থিতিস্থাপক, অস্থিতিস্থাপক অথবা একক স্থিতিস্থাপক হইতে পারে। ইহা নির্ভর করে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে মোট আয় বৃদ্ধি পায়, না হ্রাস পায়, না অপরিবর্তিত থাকে তাহার উপর।

২. স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান নির্ধারণ করিতে হইলে চাহিদার ( বা যোগানের ) পরিমাণের শতকরা পরিবর্তনকে চাহিদা নির্ধারক যে-কোন বিষয়ের ( যেমন দ্রব্যটির দাম, ভোক্তার আয় অথবা অন্যান্য দ্রব্যের দাম ) শতকরা পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।

৩. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রাথমিকভাবে পরিবর্তনের সহজশীলতার উপর নির্ভর করে।

৪. একটি চাহিদা রেখার কোন বিশেষ অংশের উপর যদি স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয় তাহা হইলে ইহাকে বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বলে। কিন্তু চাহিদা রেখার কোন একটি বিশেষ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা হইলে ইহাকে বিন্দুক স্থিতিস্থাপকতা বলে।

৫. আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে আমরা আয়ের পরিবর্তনে চাহিদা কি পরিমাণ সাড়া দেয় তাহার পরিমাপ করি। ইহা ধনাত্মক, ঋণাত্মক অথবা শূন্য হইতে পারে। ইহার মান নির্ভর করে আয়বৃদ্ধির ফলে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, না হ্রাস পায়, না অপরিবর্তিত থাকে তাহার উপর।

৬. ক্রসস্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে আমরা অন্য একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে একটি বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা কিভাবে সাড়া দেয় তাহার পরিমাপ করি। ইহা ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক উভয়ই হইতে পারে। ইহার মান নির্ভর করে দুইটি দ্রব্যের পরস্পর সম্পর্কের উপর—অর্থাৎ দ্রব্য দুইটি একে অপরের পরিবর্ত না পরিপূরক তাহার উপর।

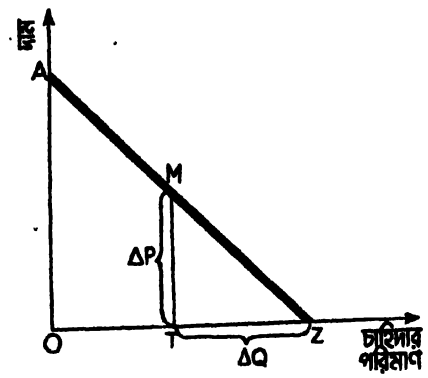
৭. চাহিদার মত যোগানের ক্ষেত্রেও আমরা স্থিতিস্থাপক যোগান, অস্থিতিস্থাপক যোগান এবং একক স্থিতিস্থাপকতা যোগানের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ইহা নির্ভর করে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান অধিক হারে, না স্বল্প হারে, না সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় তাহার উপর।

৮. যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সময়ের সহিত বৃদ্ধি পায়। ইহাকে মার্শালের তিনটি সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এই তিনটি সময়কাল হইল—মুহূর্তকালীন সময়, স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল।

## পরিশিষ্ট

### স্থিতিস্থাপকতা-পরিমাপের জ্যামিতিক পদ্ধতি (Geometrical method of calculating elasticity)

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে একটি চাহিদা রেখার যে কোন বিন্দু হইতে একটি স্পর্শক টানিয়া এবং উহার নীচের অংশ দ্বারা উপরের অংশকে ভাগ করিয়া চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহাকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝান যায়। আমরা এখানে একটি ঋজু রৈখিক চাহিদা রেখা ( *AZ* ) অংকন করিয়াছি। ইহার *M* বিন্দুতে আমরা স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে চাই। এই কারণে এই বিন্দু হইতে *MT* লাইনটি অংকন করিলাম। আমরা জানি যে :




রেখাচিত্র ১০.১৮ : বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতার জ্যামিতিক পরিমাপ

$$E_D=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q}$$

এক্ষেত্রে $\Delta Q=TZ$, $\Delta P=MT$, $Q=OT$ এবং একটি বিশেষ বিন্দুতে *P* হইল *MT*। সুতরাং স্থিতিস্থাপকতার সহগকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$E_D=\frac{TZ}{MT}\times\frac{MT}{OT}=\frac{TZ}{OT}$ এবং সমজাতীয় কোণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে $TZ/OT=MZ/MA$ এবং ইহাই হইল *M* বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান।[১]

## প্রশ্নাবলী

১. কি কি বিষয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ নির্ধারক ? ঐ সকল বিষয়ের মাপকাঠিতে বিচার কর নিম্ন-লিখিত দ্রব্যগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক, না অস্থিতিস্থাপক : (ক) স্বর্ণহার, (খ) লবণ, (গ) সিগারেট, (ঘ) মোটর গাড়ী এবং (ঙ) পাঠ্যপুস্তক।

২. চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝায় ? এমন একটি দ্রব্যের চাহিদা তালিকা প্রস্তুত কর যাহার চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা সর্বত্র একক। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

৩. উদাহরণসহ চাহিদার মূল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

৪. কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিস্থাপক কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫. কোন বস্তুর মূল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ধারণার ব্যাখ্যা কর। চাহিদা-রেখা যদি একটি সরলরেখা হয় তাহা হইলে মূল্যের পরিবর্তনের সংগে সংগে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা দেখাও।

৬. টীকা রচনা কর : (ক) চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা, (খ) চাহিদার ক্রস-স্থিতিস্থাপকতা, (গ) বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা এবং (ঘ) স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব।

৭. একটি ঋজু রৈখিক চাহিদা-রেখার একটি বিন্দুতে কিভাবে চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যাইতে পারে তাহা দেখাও। প্রমাণ করিয়া দেখাও যে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার অনাপেক্ষিক মান শূন্য ও অসীমের মধ্যে পরিবর্তিত হয়।

৮. তুমি কিভাবে (দামের পরিপ্রেক্ষিতে) দুইটি কৃষিজ পণ্যের যোগানের ক্রস-স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? ধারণাটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য কি ?

৯. যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝায় ? ইহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

## অতিরিক্ত পাঠ্য

১. John Beardshaw : *Economics*—A Student's Guide ( M & E, 1984 )
২. " : *Investigating Economics* ( Longman )
৩. J. F. Due and R. M. Clower : *Intermediate Economic Analysis* (5th edn., Irwin., 1966)
৪. R. L. Miller : *Economics Today* ( Harper & Row, 4th edn., 1983 )

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য D. W. Watson-এর Price Theory and Its Uses গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

# ১১ বাজারের বিচলন
## ( Markets in Movement )

***"We might as reasonably dispute whether it is the upper or the under blade of a pair of scissors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by utility or cost of production."*** Alfred Marshall

***"You can take a parrot the most learned economist in the world ; just teach it the words supply and demand."*** Anon

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা সেই সকল বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছি যেগুলি চাহিদা ও যোগান রেখার আকৃতি নির্ধারণ করে এবং যেগুলি ভারসাম্য দাম সৃষ্টি করে। এখন আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব কিভাবে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে বাজার-দাম প্রভাবান্বিত হয়। আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিয়াই আলোচনা সুরু করিব।

### ১১.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার পুনরীক্ষণ ( Some Important Ideas Reviewed )

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এই অধ্যায়ে তাহাদের কয়েকটি সংক্ষেপে পেশ করিব। অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে এগুলির অর্থ সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

**(ক) ভারসাম্য দাম ( Equilibrium price )**

আমরা জানি যে বাজারে তখনই ভারসাম্য সৃষ্টি হয় যখন চাহিদা রেখা যোগান রেখাকে ছেদ করে এবং একমাত্র ঐ বিন্দুতে বিক্রেতা ও ক্রেতার ইচ্ছার মিল দেখিতে পাওয়া যায়। অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থায় ভারসাম্য দামকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্টনকারী কার্যও ( allocative function ) সম্পাদন করিতে হয়। (১) কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে, (২) কিভাবে প্রস্তুত করা হইবে এবং (৩) কাহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইবে—সমাজের এই তিন মৌল সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ইহা অর্থনৈতিক সমাজকে সহায়তা করে। অবশ্য কোন ভারসাম্য অবস্থাই চিরস্থায়ী হয় না; ততক্ষণ পর্যন্তই ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যতক্ষণ সেই সকল শক্তিগুলি অপরিবর্তিত থাকে যেগুলি সম্মিলিতভাবে ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে। চাহিদা ও যোগানের সর্তাবলীর পরিবর্তনের ফলে একটি নূতন ভারসাম্য দাম সৃষ্টি হয়।

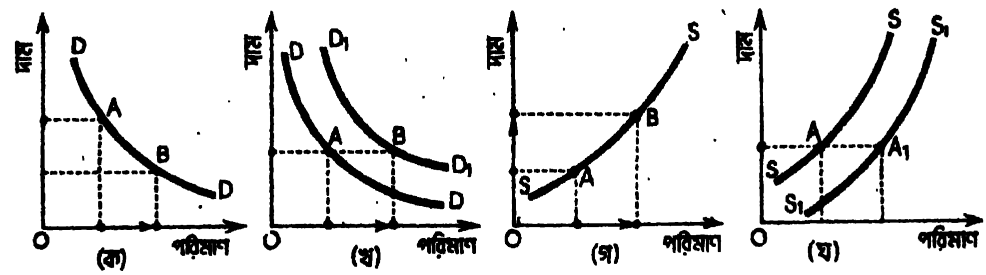
**(খ) অন্যান্য সকল বিষয়ের অপরিবর্তনীয়তা ( Ceteris paribus )**

যদি একটি বিশেষ সময়ে মাত্র একটি বিষয়ের পরিবর্তনের কথা আমরা বিবেচনা করি তবেই একমাত্র কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার অধিকাংশ বক্তব্যগুলির সুরুতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তাহা হইল 'অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে' ···।

**(গ) চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ( Changes in demand and supply )**

আলোচনার সুরুতেই চাহিদা অথবা যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন এবং চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, একটি দ্রব্যের বাজার-দাম হ্রাস করিলে ইহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ; ইহা কোন নূতন চাহিদা রেখা সৃষ্টি করিবে না। রেখাচিত্র ১১.১ রেখাচিত্রে (ক) অংশে ইহাকে একই চাহিদা রেখার *A* বিন্দু হইতে *B* বিন্দুতে গমনের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। ইহাকে চাহিদার প্রসার ( extension of demand ) আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য যদি ভোক্তার আর্থিক আয় ( money income ) বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রতিটি দামে পূর্বের তুলনায়

অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করা হইবে। ইহার ফলে চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে, কারণ এক্ষেত্রে নূতন চাহিদা সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকে চাহিদার বৃদ্ধি ( an increase in demand ) বলিয়া গণ্য করা হয় যোগানের ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলির সত্যতা দেখিতে পাওয়া যায়।




রেখাচিত্র ১১.১ : চাহিদা ( যোগানের ) পরিবর্তন বনাম চাহিদার ( যোগানের ) পরিমাণে পরিবর্তন

একই যোগান রেখার উপর গমনাগমনকে যোগানের সংকোচন বা প্রসার আখ্যা দেওয়া হয় এবং যোগান রেখার স্থান পরিবর্তন করাকে যোগনের হ্রাস বা বৃদ্ধি বলা হয়। সুতরাং উপরের রেখাচিত্রে (খ) এবং (গ) অংশে চাহিদা অথবা যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন দেখান হইয়াছে। অনুরূপভাবে (খ) এবং (ঘ) অংশে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন দেখান হইয়াছে।

**(ঘ) স্থিতিস্থাপকতা ( Elasticity )**

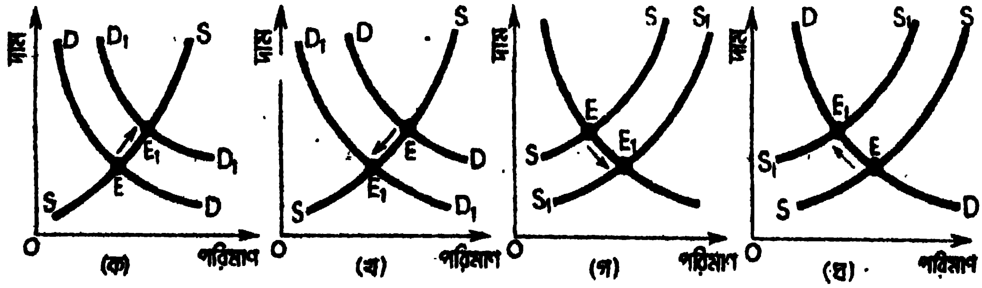
দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে কি মাত্রায় পরিবর্তন ঘটে তাহা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। এবং এই মাত্রার ক্ষেত্রে ভীষণ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

## ১১.২ বাজার দামের পরিবর্তন ( Changes in Market Price )

**পরিবর্তনের চারিটি সম্ভাবনা ( Four possibilities for change )**

আমরা যদি চাহিদা ও যোগানের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করি তাহা হইলে আমরা দেখিব যে ভারসাম্য দামের কেবলমাত্র চারিটি মূল বিচলন ( basic movements ) সম্ভব। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাদের ব্যাখ্যা করা হইল।

অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকিলে, চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে যোগানের প্রসার ঘটে এবং অধিক দামে অধিক পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেওয়া হয় [ রেখাচিত্র (ক) ]। চাহিদা হ্রাস পাইলে যোগানের




রেখাচিত্র ১১.২ : ভারসাম্য দামের পরিবর্তন

(ক) চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দামে লোকে অধিক পরিমাণ ক্রয় করে। (খ) চাহিদা হ্রাস পাইলে অল্প দামে অল্প পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হয়। (গ) যোগান বৃদ্ধি পাইলে অল্প দামে অধিক পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। (ঘ) যোগান হ্রাস পাইলে অধিক দামে অল্প পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হয়।

সংকোচন ঘটে। এক্ষেত্রে অল্প দামে কম সংখ্যক দ্রব্য ক্রয় করা হয় [ রেখাচিত্র (খ) ]। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে যোগানের বৃদ্ধির ফলে চাহিদার প্রসার ঘটে। এক্ষেত্রে অল্প দামে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হয় [ রেখাচিত্র (গ) ]। পরিশেষে আমরা দেখিব যে যোগান হ্রাস পাইলে চাহিদা সংকুচিত হয়। এক্ষেত্রে অধিক দামে অল্প পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হয় [ রেখাচিত্র (ঘ) ]।

আমরা যদি পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের যোগান ও চাহিদা নির্ধারক বিষয়সমূহে ফিরিয়া যাই তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব কি কি বিষয় এই সকল পরিবর্তন ঘটায়। তুমি কি নিম্নের চারিটি উদাহরণকে উপরের রেখাচিত্রের বিভিন্ন অংশের সহিত খাপ খাওয়াইতে পার? উপরের কোন রেখাচিত্রটি নিম্নের বাজারগুলির ফল প্রদর্শন করে :

(i) কলাকৌশলগত উন্নতির ফলে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি ;

(ii) গরমকালে হঠাৎ টমেটোর আবির্ভাব ;

(iii) ভোক্তার আয়বৃদ্ধির ফলে মারুতি গাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধি ;

(iv) ভোক্তার আয়বৃদ্ধির ফলে টমেটোর চাহিদা হ্রাস ?

তুমি এই উত্তরগুলি পাইবে : (i) (গ) ; (ii) (ঘ) ; (iii) (ক) ; (iv) (খ) ( স্মরণ রাখিতে হইবে যে আলু হইল একটা নিকৃষ্ট দ্রব্য )।

**একটি সাধারণ হেত্বাভাস ( A common fallacy )**

অধিকাংশ সময় একটি ভ্রান্তিমূলক যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে যে "যদি যোগান বৃদ্ধি পায় [ রেখাচিত্র (গ) ] তাহা হইলে দাম হ্রাস পাইবে। কিন্তু যদি দাম হ্রাস পায় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এই চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং এই বর্দ্ধিত দামের ফলে যোগানও বৃদ্ধি পাইবে, ইত্যাদি। সুতরাং যোগানের প্রাথমিক বৃদ্ধির ( original increase ) ফল কি হইবে সে-সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বলা অসম্ভব।"

এই যুক্তিটি আসলে যোগান ও চাহিদার পরিবর্তনের সহিত যোগান ও চাহিদা রেখার উপর গমনাগমনকে তালগোল পাকাইয়া ফেলে। যোগানের প্রকৃত বৃদ্ধির ফলে চাহিদার মোটেই পরিবর্তন ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ, কলাকৌশলগত উন্নতির অর্থ হইল এই যে সুলভে অধিক সংখ্যক পকেট ক্যালকুলেটর সরবরাহ করা হইবে। ইহা চাহিদার সূচীর মোটেই পরিবর্তন ঘটায় না—উদাহরণস্বরূপ, ইহা লোকের আয়বৃদ্ধি করে না। বরঞ্চ ইহার অর্থ হইল এই যে পকেট ক্যালকুলেটর সরবরাহকারীগণের নিকট এখন বিক্রয়ের জন্য অধিক সংখ্যক ক্যালকুলেটর থাকিবে। এবং এই অধিক সংখ্যক ক্যালকুলেটর বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হইবে। ইহার ফলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। যদি আর কোন পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে একটি নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে, যে অবস্থায় অল্প দামে লোকে অধিক সংখ্যক ক্যালকুলেটর ক্রয় করিবে।

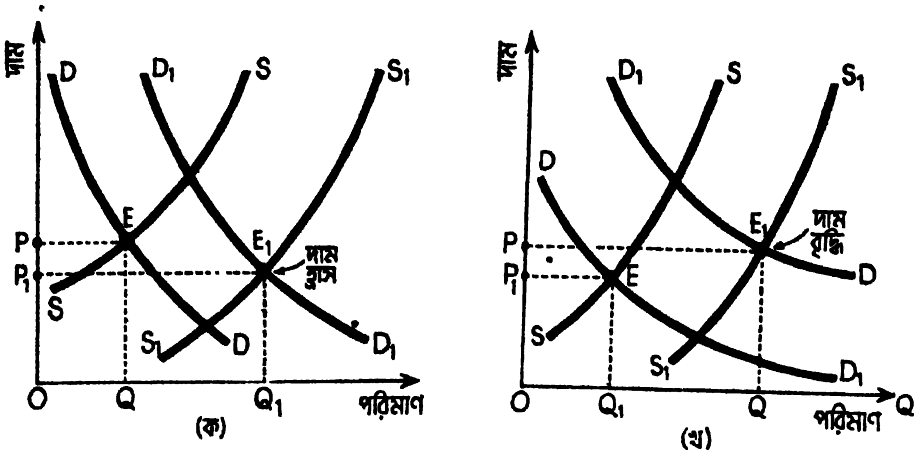
**জটিল পরিবর্তনসমূহ ( Complex changes )**

এ পর্যন্ত আমরা একটি সময়ে শুধুমাত্র একটি পরিবর্তনের কথাই বিবেচনা করিয়াছি। এই কারণে আমরা কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। বাস্তব জগতে অবশ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে একাধিক বিষয়ের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ধরা যাউক, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ফলে আপেলের চাহিদা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইল। এবং ধরা যাউক, ঠিক এই সময় ভাল ফসলের ফলে আপেলের উৎপাদনও অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি পাইল। পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইল :

এই রেখাচিত্রটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উভয় চিত্রেই আমরা উপরের উদাহরণটিকে ব্যাখ্যা করিতে পারি। অবশ্য যদিও উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিমাণই বৃদ্ধি পায় ১১.৩ (ক) রেখাচিত্রে দাম হ্রাস পায়, কিন্তু ১১.৩ (খ) রেখাচিত্রে দাম বৃদ্ধি পায়।

যখন চাহিদা ও যোগান রেখাগুলির বহুধা স্থান পরিবর্তন ঘটে তখন ভারসাম্য দামের উপর

ইহাদের নীট ফল কি হইবে সে সম্পর্কে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব যদি না অবশ্য আমাদের এই পরিবর্তনের মাত্রা ( magnitude ) সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা থাকে।[১]




রেখাচিত্র ১১.৩ : চাহিদা ও যোগানের জটিল পরিবর্তন

**ছাত্রছাত্রীদের জন্ত একটি উপদেশ**

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে অর্থবিদ্যার পরীক্ষা দিবার সময় যে-কোন ছাত্রছাত্রীকে উপরের সিদ্ধান্তটি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ফল প্রদান করে। ধরা যাইতে পারে তোমাকে একটি বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের কয়েকটি পরিবর্তনের ফল বিবেচনা করিতে বলা হইল। উপরের ১১.৩ রেখাচিত্র হইতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে উভয় পরিবর্তনই একই দিকে না ঘটিলে কোন দৃঢ় বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, একই সঙ্গে যোগান বৃদ্ধি ও চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলে ভারসাম্য দাম অবশ্যই হ্রাস পাইবে। এখন প্রশ্ন হইল : কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? ইহার উত্তরে বলা যায় নির্দিষ্ট সময়ে একটি পরিবর্তনকেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উপরের উদাহরণে প্রথমে চাহিদা বৃদ্ধির ফল ব্যাখ্যা কর এবং ইহাকে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও। ইহার পর যোগান বৃদ্ধির ফল ব্যাখ্যা কর এবং অন্য একটি রেখাচিত্র অংকন করিয়া ইহাকে দেখাও। সর্বদা এই সূত্রটি মনে রাখিবে যে একটি সময় একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করিতে হইবে ( যদি না অবশ্য তোমার নিকট চাহিদা ও যোগানের বিস্তারিত ও নির্ভুল তথ্যাদি থাকে )।

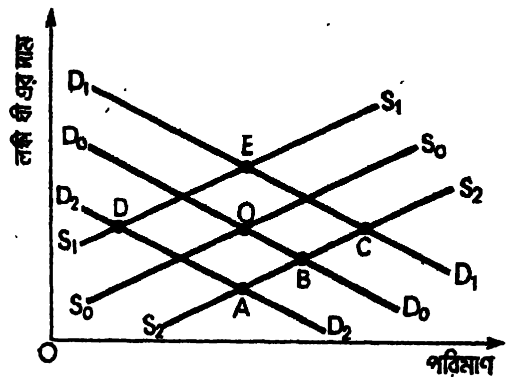
**বহুল নির্বাচনমূলক পরীক্ষা ( Multiple Choice Examination )**

কিছুদিন পূর্বে B. A. এবং B. Com. পাশ কোর্সে বহুল নির্বাচনমূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। এই কারণে বিষয়টি লইয়া সামান্য আলোচনা করা হইল। যদি তোমার প্রশ্নপত্রে চাহিদা ও যোগানের একটি বহুল নির্বাচনমূলক প্রশ্ন থাকে তাহা হইলে তুমি নিম্নের রেখাচিত্রের মত একটি রেখাচিত্রের সম্মুখীন হইবে। এক্ষেত্রে আমরা চাহিদা ও যোগানের বহুধা পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান করিতে পারি, কারণ নিম্নের রেখাচিত্র হইতে আমরা এই সকল পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিমাণ ( precise magnitude ) সম্পর্কে ধারণা লাভ করিতে পারি। ধরা যাউক প্রশ্নটি হইল এইরূপ :

১১.৪ রেখাচিত্রে *O* হইল বাদাম তেলের আসল ভারসাম্য দাম। অবশ্য আজকাল স্বাস্থ্যহানী

১. "When multiple shifts in demand and supply curves are considered it is impossible to reach any firm conclusion about the effect on the equilibrium price unless the precise magnitude of the changes is known." John Beardshaw

ঘটিবার ভয়ে বহুলোক সরিষার তেল ছাড়িয়া বাদাম তেল খাইতেছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাদাম তেল প্রস্তুতকারী ফার্মগুলি এই বিষয়টি প্রচার করিয়া লোকের মনে ভয় সৃষ্টি করিতে পারে। যেহেতু চীনা-বাদাম হইতে বাদাম তেল প্রস্তুত হয় সেহেতু বাদামের বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে কোনটি ভারসাম্য দাম হইবে? *A*? *B*? *C*? *D*? *F*? এই প্রশ্নটির উত্তর প্রদানের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল *O* বিন্দুটি খুঁজিয়া বাহির করা এবং অন্যান্য চাহিদা এবং যোগান রেখাগুলিকে সম্পূর্ণ-ভাবে উপেক্ষা করা।



রেখাচিত্র ১১.৪ : সনাক্ত করিবার সমস্যা

ইহার পর প্রশ্নটিকে ধাপে ধাপে অনুসরণ কর। সরিষার তেলের বিরুদ্ধে যদি সংবাদপত্রে বিরূপ প্রচার হয় তাহা হইলে ইহার দাম হ্রাস পাইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা *SoSo* রেখার সহিত $D_2D_2$ রেখার ছেদবিন্দুতে উপনীত হইবে। চীনাবাদামের দামবৃদ্ধির ফলে বাদাম তেলের যোগান হ্রাস পাইবে। ফলে আমরা *D* বিন্দুতে সরিয়া যাইব এবং ইহাই হইল নির্ভুল উত্তর।

এই রেখাচিত্রের উপর যদি আরও প্রশ্ন থাকে তাহা হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তোমাকে সর্বদা আসল ভারসাম্য বিন্দুতে (*O*) ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইহার পর উপরে যে পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে অনুসরণ কর।

## ১১.৩ দামের উপর সময়ের ফল ( The Effect of Time on Prices )

### সময়ের ব্যবধান ( Time Lags )

চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে সংগেই যোগান বৃদ্ধি পায় না। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে দাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দামের বৃদ্ধিতে উৎপাদকগণের সাড়া দিতে সময় লাগে। দামবৃদ্ধি ও যোগানের বৃদ্ধির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতটা হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে যে দ্রব্যের কথা আমরা বিবেচনা করিতেছি তাহার প্রকৃতির উপর। আমরা দুই ধরনের সময়ের ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি।

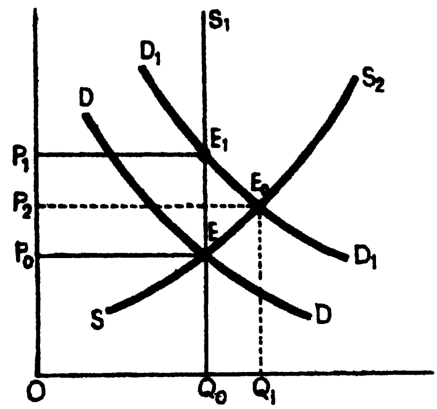
**(i) একটি নির্দিষ্টকালের সময় ব্যবধান ( One-period time lag ) :** সাধারণত কৃষিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এক সময়ের যোগান পূর্ববর্তী সময়ের দামের উপর নির্ভর করে। ধরা যাউক, এ বৎসর বাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে পাটের দাম বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সংগে সংগেই পাটের মোট যোগান বৃদ্ধি পাইবে না। পরের বৎসর আবার পাটের বীজ বপন করিতে হইবে, সারের প্রয়োগ করিয়া জমিকে উর্বর করিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত জল সরবরাহের মাধ্যমে ও কীটনাশক ঔষধাদি ব্যবহারের দ্বারা পাট গাছগুলিকে যত্নে বড় করিতে হইবে। তবেই একমাত্র পাটের উৎপাদন সম্ভব হইবে। যদি এই সকল ব্যবস্থার মাধ্যমে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তাহা হইলেই একমাত্র পরবর্তী বৎসর বাজারে পাটের মোট যোগান বৃদ্ধি পাইবে। এই সময়ের ব্যবধানকে যে সর্বদা এক বৎসর হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। রবার বা কাঠের ক্ষেত্রে যোগান বৃদ্ধি করিতে ৮–১০ বৎসর সময় অতি সহজেই অতিক্রান্ত হইয়া যায়।

**(ii) বণ্টিত সময়ের ব্যবধান ( Distributed time lag ) :** সাধারণত শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই ধরনের সময়-ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি বাজারে মোটর গাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে গাড়ী উৎপাদনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের উপকরণসমূহ ও উৎপাদনক্ষমতাকে আরও নিবিড়ভাবে ব্যবহার করিয়া অধিক সংখ্যক গাড়ী-উৎপাদনের প্রচেষ্টা করিবে।

ইহাতেও যদি গাড়ীর চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটান সম্ভব না হয় তাহা হইলে নূতন নূতন কারখানা স্থাপন ও গাড়ী প্রস্তুত করার জন্য নূতন নূতন কোম্পানীকে আহ্বান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে দামের বৃদ্ধিতে চাহিদা যে ভাবে সাড়া দেয় তাহা জটিল রূপ ধারণ করে এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বণ্টিত হইয়া যায়।

## সময়ের ব্যবধান এবং দাম (Time Lags and Prices)

আমরা অতি সহজেই এককালীন সময়ের ব্যবধান লইয়া আলোচনা করিতে পারি। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহার একটি সম্ভাব্য ফল দেখান হইল। ধরা যাউক এই রেখাচিত্রে আমরা পাটের চাহিদা ও যোগানকে ব্যাখ্যা করি। পাটের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে চাহিদা রেখা $DD$ হইতে ডানদিকে সরিয়া $D_1D_1$ হইবে। অবশ্য ফসল কাটার সময় পাটের মোট যোগান নির্দিষ্ট হইবে। ইহাকে নিম্নের রেখাচিত্রে $S_1$ উল্লম্ব রেখাটি দ্বারা দেখান হইল। এক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইয়া $OP_1$ হইবে। কিন্তু দামের বৃদ্ধিতে চাহিদা মোটেই সাড়া দিবে না। অবশ্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া কৃষকগণ পরবর্তী বৎসরে অধিক পরিমাণ পাট চাষ করিবে। ইহাকে $E_2$ বিন্দু দ্বারা দেখান হইয়াছে। দাম বৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় বৎসরে অতিরিক্ত যোগান সৃষ্টি হইবে।




রেখাচিত্র ১১.৫ : ভারসাম্য দামের উপর সময়ের ফল

এই অংশের আলোচনা মূলত যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই করা হইয়াছে। দামের উপর সময়ের প্রভাব লইয়া পরবর্তী অধ্যায়ে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

### সংক্ষিপ্তসার

১. চাহিদা অথবা যোগানের বৃদ্ধির ফলে চাহিদা অথবা যোগান রেখা ডানদিক স্থান পরিবর্তন করিবে। ইহার ফলে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন ভারসাম্য দামের ক্ষেত্রে চারি প্রকারের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

২. চাহিদা বৃদ্ধিতে যোগান কতটা সাড়া দেয় তাহা সময় দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৩. কৃষিজ পণ্যের যোগান মূলত সময়কালের উপর নির্ভর করে।

### প্রশ্নাবলী

১. কমলালেবুর চাহিদা ও যোগানের উপর নিম্নের তথ্যাদি প্রদান করা হইল :

| দাম (টাকার অংকে) | চাহিদার পরিমাণ (বাক্স প্রতি প্রতি সপ্তাহে) | যোগানের পরিমাণ (বাক্স প্রতি প্রতি সপ্তাহে) |
|---|---|---|
| ৮ | ৫০০ | ১,৭০০ |
| ৭ | ৮০০ | ১,২০০ |
| ৬ | ১,১০০ | ৭০০ |
| ৫ | ১,৪০০ | ২০০ |
| ৪ | ১,৭০০ | ০ |

(i) ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ কর।

(ii) ধরা যাউক, সরকার কমলালেবুর উৎপাদকগণকে সাহায্য করিবার জন্য ইহার দাম বাক্স প্রতি ৭ টাকায় বাঁধিয়া দিল। ইহার কি ফল হইবে?

(iii) যদ প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিটি দামে চাহিদার পরিমাণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইল। এখন ভারসাম্য দাম কি হইবে?

২. "চাহিদা কমিলে দাম কমে।" "দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।" তুমি কিভাবে দুটি বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে ?

৩. ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে X-দ্রব্যের দাম ছিল প্রতি ৭০০ টাকা এবং বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা ছিল ৬০ একক। ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইয়া ৮০০ টাকা হওয়া সত্ত্বেও চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ৮০ একক হয়। দেখাও যে এই পর্যবেক্ষণগুলির চাহিদা ও যোগান বিশ্লেষণের সহিত সামঞ্জস্য আছে।

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. Werner Sichel and Peter Eckstein: *Basic Economic Concepts* ( Rand McNally, Chicago, 2nd edn., 1977 )
2. F. Neal and R. Shone : *Economic Model Building* ( Macmillan, London, 1976 )
3. F. Livesey : *Textbook of Economics* ( 2nd edn. )
4. W. P. Field : *Basic Economics* ( Allyn and Bacon, 1983 )

১২

# মূল্যতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ : কর, ভরতুকি, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি

## ( Application of The Theory of Price : Taxes, Subsidies, Price Control and Agriculture )

১. *"We are gradually moving towards a situation where everybody is subsidising everybody else."* **H. S. Houthakker**

২. *"Taxes, after all, are the dues that we pay for the privileges of membership in an organised society."* **Franklin D. Roosevelt**

চাহিদা ও যোগান ব্যবস্থা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ তত্ত্বটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারের এবং যে-সকল বাজারে সরকারী হস্তক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায় সে-সকল বাজারের আচরণ ব্যাখ্যা করিবার ও এই আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করিবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য হাতিয়ার। প্রথমত, এই তত্ত্বটি ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণকে ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বটি চাহিদা ও যোগান রেখার নানাবিধ স্থান পরিবর্তনের ফলাফল লইয়াও আলোচনা করে। এই ফলাফলগুলিই হইল এই তত্ত্বের নিহিতার্থ ( implications ) অথবা ভবিষ্যবাণী ( predictions )।

এই অধ্যায়ে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বকে বাস্তব জগত সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করার ব্যাপারে প্রয়োগ করাই হইল আমাদের উদ্দেশ্য। ইহার জন্য চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে আমাদের অনুমানগুলি সঠিক হওয়া প্রয়োজন। যেমন, ভারসাম্য বলিতে এমনই একটি অবস্থার কথা বুঝায় যেখানে ভোক্তাগোষ্ঠী ও শিল্পগোষ্ঠী উভয়েরই উদ্দেশ্য সফল হয়। এইরূপ ভারসাম্য অবস্থা হইতে সামান্য বিচ্যুতি ঘটিলে আপনা হইতেই এইরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে দামের হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকিবে এবং পরিশেষে আমরা পুনরায় এই ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হইব।[১]

### ১২.১ ভারসাম্য দামের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ( Government Interference with Equilibrium Prices )

**প্রকৃত সমস্যা ( The real problem )**

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মূল্যব্যবস্থা ( the price system ) ভোক্তাগোষ্ঠীর মধ্যে অপ্রচুর দ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। অবশ্য বাস্তব জগতে আয়বণ্টনের ক্ষেত্রে ভীষণ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে বহু সংখ্যক দ্রব্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হইলেও অধিকাংশ ভোক্তার পক্ষে সীমিত আয়ের উহাদের ক্রয় করা সম্ভব হয় না। এই দ্রব্যগুলি যদি জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে কোন গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের পক্ষে এই সকল দ্রব্যের বাজারে হস্তক্ষেপ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, বাড়ীর খাজনার কথা উল্লেখ করা যায়। যদি কলিকাতার মত বড় বড় শহরে বাড়ীর খাজনা অত্যধিক হয় তাহা হইলে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থার সুষ্ঠু মোকাবিলা করিবার জন্য সরকার অধিক সংখ্যায় গৃহ নির্মাণ করিতে পারে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সরকার ভারসাম্য খাজনা অপেক্ষা কম হারে খাজনার হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। তবে এই ধরনের সরকারী হস্তক্ষেপে কতকগুলি অকাম্য ফল প্রদর্শন করিতে বাধ্য। এই অধ্যায়ে আমরা তাহাই দেখিব।

---

১. "If there is a change in the equilibrium price the actual price will move fairly quickly towards the new equilibrium price." R. G. Lipsey

আইন দ্বারা কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত যে-কোন দামকে ফিয়েট দাম ( fiat price ) বলা হয়। যখন সরকারী কর্তৃপক্ষ কোন দ্রব্যের বা উপকরণের সর্বাধিক দাম স্থির করিয়া দেয় তখন ইহাকে দামের উচ্চসীমা ( ceiling price ) বলা হয় এবং যখন সরকার ন্যূনতম দাম স্থির করিয়া দেয় তখন ইহাকে দামের নিম্নসীমা ( price floor ) বলা হয়।

**উদ্দেশ্যসমূহ ( The objectives )**

সরকার যে সর্বদা দ্রব্যাদির দাম অতি নিম্নস্তরে বাঁধিয়া দেয় তাহা নহে; কখন কখনও সরকার দ্রব্যাদির দাম অতি উচ্চ স্তরে কৃত্রিমভাবে বজায় রাখিবারও প্রচেষ্টা করে। সরকারের পক্ষে একই সময়ে কয়েকটি দ্রব্যের দাম অতি উচ্চস্তরে এবং কয়েকটি দ্রব্যের দাম অতি নিম্নস্তরে স্থির করা সম্ভব। ইহার কারণ সরকারকে একই সময়ে নানাবিধ উদ্দেশ্যসাধন করিতে হয়।

প্রথমত, সরকারের উদ্দেশ্য হইল সুলভ দামে একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করা। এই কারণেই সাধারণত রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সরকারের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদকগণের বিক্রয়লব্ধ আয়কে উচ্চস্তরে বজায় রাখা যাহাতে তাহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস না পায়। বিশেষত কৃষির ক্ষেত্রে বাজার-দামে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অধিকাংশ সময় ইহা সম্ভব হয় না। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক নীতির একটি অন্যতম অংগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয়ত, প্রতি বৎসরই কৃষিজ পণ্যের দাম ভীষণভাবে উঠা-নামা করে বলিয়া ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়কেই অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং সরকারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দাম হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা দূরীকরণের প্রচেষ্টা করা হয়।

## ১১.২ দাম নিয়ন্ত্রণ ( Price Control )

**ভারসাম্যহীন দামে দ্রব্যবিনিময় ( Quantity exchanged at non-equilibrium prices )**

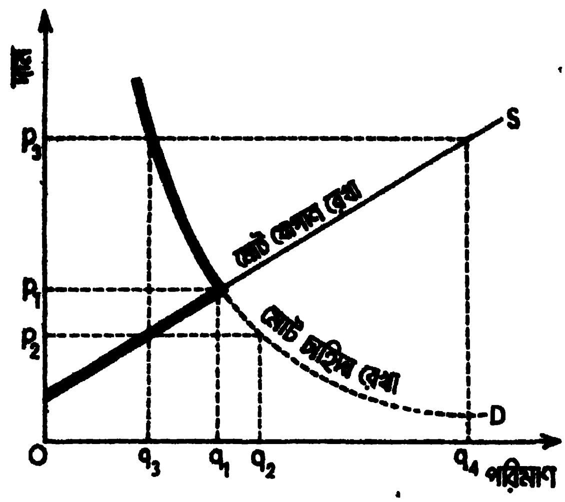
প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যখন একটি দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ ইহার চাহিদার পরিমাণের সমান হয় না তখনই দ্রব্যটির বাজার-দামে পরিবর্তন ঘটে। এইরূপে বাজার-দামটি ইহার ভারসাম্যের স্তরের দিকে অগ্রসর হয় যে স্তরে কোন অতৃপ্ত ভোক্তা বা কোন অতৃপ্ত বিক্রেতা থাকে না। কিন্তু দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে এই সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় যে বাজারে অনির্দিষ্টকাল ধরিয়া একটি দ্রব্যের ভারসাম্যহীন দাম (a disequilibrium value) অবস্থান করে। যখন এইরূপ ঘটে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে বাজারে মোট লেনদেনের পরিমাণ—অর্থাৎ যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাহার পরিমাণ কে নির্ধারণ করিবে। একটি স্বেচ্ছামূলক লেনদেনের জন্য প্রয়োজন হয় একজন ইচ্ছুক ক্রেতা ও একজন ইচ্ছুক বিক্রেতার অস্তিত্বের। ইহার অর্থ হইল কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যদি ইহার যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা স্বল্প হয় তাহা হইলে ক্রেতাগণই নির্ধারণ করেন প্রকৃত কত পরিমাণ দ্রব্য বিনিময় করা হইবে এবং যে পরিমাণ দ্রব্যের কোন চাহিদা নাই তাহা ব্যর্থ বিক্রেতাদের নিকট পড়িয়া থাকিবে। ভারতে এখন স্টাণ্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ীর ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বিপরীতভাবে বলা যায় যে কোন একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যদি ইহার যোগানের পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে বিক্রেতাগণই নির্ধারণ করিবেন বস্তুত কত পরিমাণ দ্রব্য বাজারে ছাড়া হইবে। এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক ক্রেতাকে যে হতাশ হইতে হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অতৃপ্ত ক্রেতাগণের ক্রয়ের ইচ্ছা ও ক্রয়ক্ষমতা উভয়ই থাকিলেও দ্রব্যটি বাজারে পাওয়া যাইবে না। যেমন, ভারতে সিমেন্টের বাজারে বহুদিন ধরিয়া এইরূপ একটি অবস্থা দেখা গিয়াছে।

সুতরাং বলা যায় যে কোন ভারসাম্যহীন দামে, প্রকৃত বিনিময়ের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে যেটি ন্যূনতম সেটি দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।[১]

---

১. "At any disequilibrium price, quantity exchanged is determined by the lesser of quantity demanded or quantity supplied." R. G. Lipsey : *Positive Economics* ( 6th edn. )

নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। দ্রব্যটির $P_1$ দামে বাজারটি ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে—অর্থাৎ এই দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানে উভয়ের পরিমাণই হইল সমান ($Q_1$)। দ্রব্যটির দাম $P_1$ অপেক্ষা কম হইলে, কত পরিমাণ দ্রব্য বিনিময় করা হইবে তাহা যোগান রেখা দ্বারা নির্ধারিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ, $P_2$ ভারসাম্যহীন দামে $Q_3$ পরিমাণ দ্রব্য বিনিময় করা হইবে যদিও এই দামে $Q_2$-$Q_3$ পরিমাণ উদ্বৃত্ত চাহিদা পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু বাজার-দাম $P_1$ অপেক্ষা অধিক হইলে প্রকৃত বিনিময়ের পরিমাণ চাহিদা রেখা দ্বারা নির্ধারিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ, $P_3$ দামে দ্রব্য বিনিময়ের পরিমাণ হইবে কেবলমাত্র $Q_3$, যদিও এই দামে $Q_4$-$Q_3$ পরিমাণ উদ্বৃত্ত যোগান সৃষ্টি হইবে। এই রেখাচিত্রে মোটা কাল রেখাটি দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন দামে প্রকৃত বিনিময়ের পরিমাণগুলি দেখাইয়াছি।




রেখাচিত্র ১২.১ : ভারসাম্যহীন অবস্থান দ্রব্য বিনিময়ের পরিমাণ নির্ধারণ

অধ্যাপক লিপসেকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়: **ভারসাম্যহীন অবস্থায় বাজারের ক্ষুদ্র অংশটিই প্রাধান্য বিস্তার করে।**

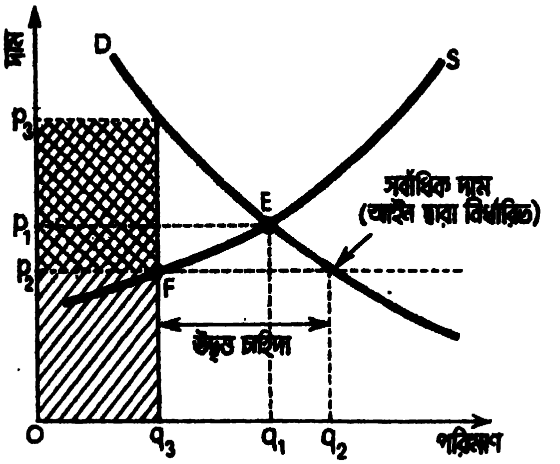
## ১২.৩ সর্বাধিক-দাম সংক্রান্ত আইন ( Maximum-price legislation )

বহুকাল ধরিয়া বহুদেশে সরকার বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার-দাম নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা সর্বাধিক-দাম স্থির করা সংক্রান্ত আইনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিব। এই ধরনের দাম স্থির করাকে সর্বোচ্চ দাম ( pricé ceilings ) বলা হয়। এই ধরনের আইনের বহুবিধ উদ্দেশ্য আছে। প্রায়ই এই ধরনের আইন পাশ করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস ও খাদ্যদ্রব্যের সাময়িক অপ্রাচুর্যজনিত দামবৃদ্ধিকে রোধ করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। মধ্যবর্তী যুগে বহু দেশেই গমের ফলন হ্রাস পাইলে পাঁউরুটির যে দামবৃদ্ধি ঘটিত তাহা হইতে জনসাধারণের রক্ষা করিবার জন্ত রুটির সর্বাধিক বাজার-দাম স্থির করা হইত। আধুনিক কালে সরকারের একটি অন্যতম কার্য হইল খাজনা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিম্ন আয়বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে সুলভে বসবাসের সুযোগ প্রদান করা। অতি আধুনিক কালে ব্রিটেনে ইহা করা হইয়াছে। এই সকল নীতির যাহাই উদ্দেশ্য হউক না কেন চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের সাহায্যে আমরা দাম-নিয়ন্ত্রণের নানা প্রকারের ফলাফল সম্পর্কে কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। এখন চাহিদা ও যোগান ব্যবস্থা দ্বারা কোন দ্রব্যের দাম নির্ধারিত না হইয়া যদি কৃত্রিমভাবে আইন পাশ করিয়া ইহার দাম স্থির করা হয় তাহা হইলে ইহার ফল কি হইবে সে-সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে।

### দাম ও পরিমাণের উপর প্রভাব ( The effect on price and quantity )

নিম্নের রেখাচিত্রে কোন একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখা দেখান হইয়াছে। এখানে ভারসাম্য দাম হইল $P_1$ এবং ভারসাম্য পরিমাণ হইল $Q_1$। এখন যদি সরকার ভারসাম্য দামের উপর একটি সর্বাধিক দাম স্থির করে তাহা হইলে এইরূপ হস্তক্ষেপের কোনই ফল হইবে না। এই অবস্থাতেও ভারসাম্য দামে উপনীত হওয়া সম্ভব এবং বাজার দ্বারা সৃষ্ট ভারসাম্যের সহিত সরকারী নীতির কোন অসামঞ্জস্যতা দেখা যাইবে না। কিন্তু যদি এই সর্বাধিক দামকে এমনই একটি স্তরে স্থির করা হয় যাহা ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম তাহা হইলে এই ভারসাম্য দামে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না।

উদাহরণস্বরূপ, যদি সর্বাধিক দামকে $P_3$ স্তরে স্থির করা হয় তাহা হইলে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া $Q_2$ হইবে কিন্তু যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া $Q_3$ হইবে। এক্ষেত্রে প্রকৃত বিনিময়ের পরিমাণ হইবে $Q_3$। ফলে $Q_2$-$Q_3$ পরিমাণ উদ্বৃত্ত চাহিদার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আইন দ্বারা স্থির করা দাম বৃদ্ধি পাইতে পারে না বলিয়া দ্রব্যটির দামটি কখনই ভারসাম্য স্তরে ফিরিয়া আসিবে না।




রেখাচিত্র ১২.২ : সর্বোচ্চ দাম ও কালোবাজারে দাম নির্ধারণ

অধ্যাপক লিপসের মতে, "যদি আইন দ্বারা সর্বাধিক দাম এরূপভাবে স্থির করা হয় যাহা ভারসাম্যের সহিত সমান অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক তাহা হইলে ইহার কোন ফল পাওয়া যাইবে না. কিন্তু আইন দ্বারা সৃষ্ট দামটি যদি ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে দ্রব্যটির ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্যতার সমস্যা সৃষ্টি হইবে।"[১] দ্বিতীয় অবস্থায় দ্রব্যটির প্রকৃত বিনিময়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ইহার ভারসাম্য স্তরের নিম্নেই অবস্থান করিবে।

**যোগানের বণ্টন ( Allocation of available supply )**

সর্বোচ্চ দাম স্থির করিয়া ইহাকে কার্যকরী করা হইলে দ্রব্যটির যোগান সকলের চাহিদা মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত হইবে না। আবার এক্ষেত্রে দ্রব্যটির দামের পরিবর্তন ঘটাইয়া প্রকৃত যোগানকে সম্ভাব্য বা ভাবী ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার অনুমতিও দেওয়া হইবে না। এক্ষেত্রে অপ্রচুর দ্রব্যাদি বহুসংখ্যক অতৃপ্ত ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিকল্প ব্যবস্থাগুলির কথা সাধারণত চিন্তা করা হয় :

(১) **লাইন দিয়া দ্রব্য ক্রয় ( Queueing ) :** অধিকাংশ দোকানের মালিক যাহারা প্রথমে আসিবেন তাঁহাদের দ্রব্যটি বিক্রয় করিবেন। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রব্যটি নিঃশেষ হইয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দোকানের সামনে লাইন দিয়া সেই দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে সিনেমা বা থিয়েটারের টিকিটগুলি এইভাবে ভোক্তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশে—যে দেশগুলিকে আদেশ-নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থা ( command economies ) বলা হয়—এই ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) **বিক্রেতাদের পছন্দ অনুসারে বণ্টন ( Allocation by sellers' preferences ) :** বাস্তব জগতে দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দোকানদাররা নিজেরাই ঠিক করেন একটি অপ্রচুর দ্রব্য, যেমন বেবিফুড কাহাকে দেওয়া এবং কাহাকে দেওয়া হইবে না। তাঁহারা দ্রব্যটি লুকাইয়া রাখিতে পারেন এবং একমাত্র স্থায়ী ক্রেতাদের দ্রব্যটি গোপনে সরবরাহ করিতে পারেন। অপরিচিত কোন ক্রেতাকে বা অস্থায়ী ক্রেতাদের সাধারণত দ্রব্যটি হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইহা ছাড়া বর্ণের ভিত্তিতে বা কখনও কখনও ধর্মের ভিত্তিতে দ্রব্যটি বণ্টন করা হয়। এই সকল নীতি অনুসারে দ্রব্য বণ্টনকে 'বিক্রেতাদের পছন্দ অনুসারে বণ্টন' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

---

১. "The setting of a maximum price either will have no effect ( maximum set at or above the equilibrium ) or will cause a shortage of the commodity ( maximum price set below the equilibrium ), reducing the quantity actually bought and sold below its equilibrium value." R. G. Lipsey : *Positive Economics* ( 6th edn. )

(৩) প্রশাসনিক রেশনিং ( Administrative rationing ) : যদি সরকারী কর্তৃপক্ষ উপরি-উক্ত বণ্টন-ব্যবস্থা দুইটিকে পছন্দ না করে তাহা হইলে ইহা নিজেই অপ্রচুর দ্রব্যটির $Q_8$ পরিমাণ ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারে। ভারতে চাল, গম, চিনি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য এইভাবেই জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেক পরিবারের সভ্যের সংখ্যার ভিত্তিতে রেশন কার্ড দেওয়া হয় এবং কার্ড দেখাইয়া দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিতে হয়।

উপরে আলোচনার ভিত্তিতে আমরা লিপসেকে অনুসরণ করিয়া আর একটি পূর্বাভাস প্রদান করিতে পারি :

**যখন জনসাধারণের মধ্যে লাইন দিয়া দ্রব্য ক্রয়ের এবং বিক্রেতাদের পছন্দ অনুসারে দ্রব্য বণ্টন বিরোধী মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায় তখন সর্বাধিক দাম স্থির করা নীতি কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক বণ্টন-ব্যবস্থার স্বপক্ষে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে।[১]**

**কালোবাজার ( Black markets )**

কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে কালোবাজারের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। এই বাজারে আইনবিরুদ্ধভাবে যে-কোন দামে দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়। অধিকাংশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদকের সংখ্যা কতিপয় কিন্তু খুচরা কারবারীদের সংখ্যা অগণিত হইতে দেখা যায়। এই কারণে যদিও উৎপাদকগণের উপর কড়া নজর রাখা সম্ভব কিন্তু অসংখ্য খুচরা কারবারীদের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। বহু ক্ষেত্রে খুচরা কারবারীদের খুঁজিয়া পাওয়াই মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়। ফলে সরকারের পক্ষে উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা নিঃসন্দেহে কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে খুচরা বিক্রেতাগণ যে-কোন দামেই দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

উপরের রেখাচিত্রটির সাহায্যে কালোবাজারের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে উৎপন্নের পরিমাণ $Q_8$-তে অপরিবর্তিত থাকিবে। ইহার কারণ উৎপাদকগণকে একটি নিয়ন্ত্রণ দামেই দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু খুচরা বিক্রয়ের স্তরে কালো বাজারের সৃষ্টি হইবে। ইহার কারণ দ্রব্যটির সীমিত পরিমাণ ক্রয় করিবার জন্য উৎসাহী ক্রেতাগণ নিয়ন্ত্রিত দাম অপেক্ষা অধিক দাম প্রদানে রাজী থাকিবেন। যদি দ্রব্যটি সম্পূর্ণভাবে কালোবাজারে বিক্রীত হয় তাহা হইলে ইহার খোলা বাজারে একক প্রতি দাম হইবে $P_8$। দ্রব্যটির উপর ভোক্তাদের ব্যয়ের পরিমাণ হইবে $P_8 \times Q_8$, যাহাকে উপরের রেখাচিত্রে আবৃত অংশটি দ্বারা দেখান হইয়াছে। কালোবাজারীদের আইন-বহির্ভূত মোট আয়ের পরিমাণকে $P_2 P_8 GF$ বর্গক্ষেত্রটি দ্বারা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, উৎপাদকগণের মোট আয়ের পরিমাণ হইবে $OP_2 + Q_8$।

এই তত্ত্ব হইতে আমরা ভবিষ্যবাণী করিতে পারি যে যখনই সর্বোচ্চ দাম স্থির করা হয় এবং এই নীতিকে কার্যকর করা হয় তখনই কালোবাজারের মাধ্যমে মুনাফা লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়া যায়।

যদি সরকারের মৌল উদ্দেশ্য হয় একটি অপ্রচুর দ্রব্যের সুষ্ঠু ও ন্যায্য বণ্টন তাহা হইলে নিয়ন্ত্রিত দামে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় এবং খুচরা বিক্রয়ের স্তরে ইহার অনিয়ন্ত্রিত কালোবাজারের সহাবস্থানের ফলে অর্থ-ব্যবস্থার উপর এই নীতির সর্বাপেক্ষা কুফল প্রদর্শিত হইবে। যদি অবশ্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য হয় একটি দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করিয়া উহাতে নিয়োজিত উপকরণগুলিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী শিল্পে স্থানান্তরিত করা তাহা হইলে এই নীতিটি কার্যকরী হইবে সত্য, তবে ইহা সমাজের দিক দিয়া কাম্য নাও হইতে পারে। যেখানে সরকারের উদ্দেশ্য হইল দ্রব্যাদির মূল্য নিম্নস্তরে রাখা সেখানে কালোবাজারের অস্তিত্বের

১. "Where there is a feeling against allocation on the basis of first-come-first-served or sellers preferences, effective price ceilings will give rise to strong pressure for a centrally administered system of rationing." R. G. Lipsey

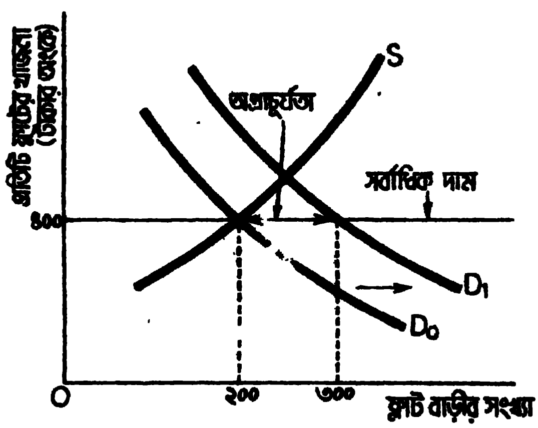
ফলে সরকারী নীতিটি ব্যর্থ হইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দামে যদি সকল লেনদেন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে নীতিটি অবশ্যই সার্থক হইবে।

## ১২.৫ বাস্তব জগতের অর্থবিদ্যা : খাজনা নিয়ন্ত্রণ ( Real World Economics : Rent Control )

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে বহুকাল ধরিয়া বসবাসের বাড়ীর খাজনার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হইয়াছে। কখন এই খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে এবং কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে তাহা আইনের মাধ্যমে স্থির করা হয়। ইহার ফলে অন্যান্য শহরের সমজাতীয় বাড়ীঘর হইতে যে খাজনা লাভ করা যায় তাহা অপেক্ষা নিউ ইয়র্কে কম খাজনায় বাড়ীঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ইহার ফলে দুইটি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমত, নিউ ইয়র্ক শহরে এখন বসবাসের জায়গা পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে বলা চলে। দ্বিতীয়ত, যাঁহারা বাড়ী যোগাড় করিতেছেন তাঁহারা আইন-বহির্ভূতভাবে বাড়ীর মালিকদের গোপনে অর্থপ্রদান করিতে বাধ্য হইতেছেন। অর্থাৎ, বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে এক প্রকার কালোবাজার জন্মলাভ করিয়াছে বলা যায়।

তবে অন্যান্য শহরের মত নিউ ইয়র্কেও বাসস্থানের অপ্রাচুর্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অপ্রাচুর্যতা দূরীকরণের জন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা সুফল প্রদান করে না।

খাজনা নিয়ন্ত্রণ হইল সর্বাধিক দাম স্থির করার একটি উদাহরণ। ইহার সাহায্যে বসবাসের বাড়ীর সর্বাধিক নৈতিক খাজনা বা ভাড়া স্থির করা হয়। ইহার ফলে যে অকাম্য ফলগুলি প্রদর্শিত হয় তাহা পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১২.৩ : খাজনা নিয়ন্ত্রণ

ধরা যাউক, একটি বিশেষ ধরনের ফ্ল্যাট বাড়ীর ভারসাম্য খাজনা হইল মাসিক ৪০০ টাকা। এই ভাড়া যাহাতে বৃদ্ধি না পাইতে পারে সেজন্য সরকার আইনের মাধ্যমে এই ভাড়া বাঁধিয়া দিল। যদি চাহিদা ও যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে ইহা কোন ফল প্রদান করিবে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা কদাচিৎ হইয়া থাকে।

যখন ফ্ল্যাটের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন কেহই নূতন করিয়া ভাড়া দিবার উদ্দেশ্যে বাড়ীঘর বা ফ্ল্যাট নির্মাণে উৎসাহিত হইবে না। যদি ভাড়া বৃদ্ধি না করা হয় তাহা হইলে নূতন করিয়া গৃহ নির্মাণ মোটেই লাভজনক হইবে না। কিন্তু যেহেতু বাড়ী ভাড়া ৪০০ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে সেহেতু চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কেবল ফ্ল্যাট বাড়ীর অপ্রাচুর্যতাই সৃষ্টি হইবে। ফলে যাঁহারা অতি অল্প ভা... দিয়া বড় বড় বাড়ী বা ফ্ল্যাট ভোগ করিতেছেন তাঁহারা লাভবান হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের বসবাসের জায়গা নাই তাঁহাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ঐ অল্প ভাড়ায় ফ্ল্যাট যোগাড় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও সরকারী আইন লঙ্ঘন করিয়া অধিক ভাড়ায় ফ্ল্যাট যোগাড় করা মোটেই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে না। এক্ষেত্রে গোপনে অধিক টাকা দিয়া ফ্ল্যাট যোগাড় করিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। গোপনে বাড়ীর মালিক অথবা দালালদের অর্থ উপার্জন বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের কোন সুবিধা হইবে না। সুতরাং খাজনা নিয়ন্ত্রণকে সামাজিক কল্যাণের দিক দিয়া কোনভাবেই সমর্থন করা যায়

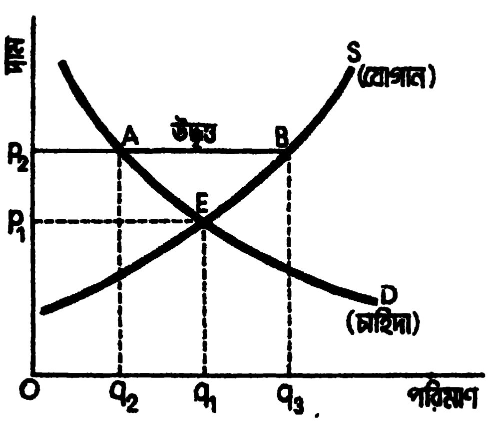
না। ইহার ফলে একদিকে গৃহের অপ্রাচুর্যতা যেরূপ বৃদ্ধি পায়, সেরূপ সেলামী দিয়া বা অগ্রিম টাকা দিয়া ফ্ল্যাট লওয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকে না।

**ন্যূনতম-দাম সংক্রান্ত আইন ( Minimum-price Legislation )**

কখন কখনও সরকার ন্যূনতম-দাম স্থির করিবার জন্য আইন পাশ করিয়া থাকে। এই আইনের মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ দ্রব্য ও সেবা সরকার কর্তৃক উল্লিখিত ন্যূনতম-দাম অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আজিকার পৃথিবীর বহু সভ্যদেশেই ন্যূনতম-মজুরি সংক্রান্ত আইন পাশ করা হইয়াছে। ভারতেও এই নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। বহু দেশেই পুনঃবিক্রয় দাম সংরক্ষণ ( resale price maintenance ) পদ্ধতিটির কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই নীতিটির মাধ্যমে খুচরা বিক্রেতাগণ উৎপাদক দ্বারা নির্ধারিত দাম অপেক্ষা কম দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিবার প্রচেষ্টা করিলে উৎপাদককে বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

**দাম ও পরিমাণের উপর ফলাফল ( The effects on price quantity )**

একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা ন্যূনতম-দাম স্থির করার অর্থনৈতিক ফলাফল নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে অনিয়ন্ত্রিত বাজারের ভারসাম্য দাম হইল $P_1$ এবং ভারসাম্য পরিমাণ হইল $Q_1$। যদি এই ন্যূনতম-দামকে ভারসাম্য দামের নিম্নে স্থির করা হয় তাহা হইলে বাজারের উপর ইহা কোন ফল প্রদর্শন করিবে না। অর্থাৎ, উন্মুক্ত বাজারের ভারসাম্য এবং ন্যূনতম-দাম স্থিরকারী আইনের কার্যকারিতার মধ্যে কোন অসংগতি বা অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় না। বিপরীতভাবে বলা যায় যে যদি এই ন্যূনতম-দাম ভারসাম্যের ঊর্ধ্বে ( যেমন $P_2$-তে ) স্থির করা হয় তাহা হইলে উন্মুখ-বাজারের ভারসাম্য অবস্থায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এই রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে $P_2$ দামে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ ইহার চাহিদার পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া যাইবে—অর্থাৎ দ্রব্যটির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে। উৎপাদকগণ $Q_3$ পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক হইবে কিন্তু ক্রেতাগণ কেবলমাত্র $Q_2$ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে আগ্রহী থাকিবে। এক্ষেত্রে প্রকৃত ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে $Q_2$ এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে $Q_3$-$Q_2$। এই আলোচনা হইতে আমরা ন্যূনতম-দাম সম্পর্কে আমাদের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি :



রেখাচিত্র ১২.৪ : ন্যূনতম-দাম নিয়ন্ত্রণ

ন্যূনতম-দাম স্থির করা হইলে যদি ইহা ভারসাম্যের দামের নিকটবর্তী স্তরে বা নিম্নে অবস্থান করে তাহা হইলে ইহার কোন অর্থনৈতিক ফলাফল লক্ষ্য করা যাইবে না। কিন্তু দামটি যদি ভারসাম্যের উপরে স্থির করা হয় তাহা হইলে দ্রব্যটির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে। ইহার ফলে দ্রব্যটির ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ইহা ভারসাম্য স্তরের নিম্নে অবস্থান করিবে।[1]

---

১. "The setting up of minimum prices either will have no effect ( minimum prices at or below the equilibrium ) or will cause a surplus of the commodity ( minimum price set above the equilibrium ), reducing the quantity actually bought and sold below its equilibrium value." R. G. Lipsey

**বিকল্প বণ্টন-ব্যবস্থার ও কালোবাজারের অনস্তিত্ব ( No alternative allocation systems and no black markets )**

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে আইন দ্বারা যে দাম স্থির করা এবং বলবৎ করা হইয়াছে সেই দামে দ্রব্যটির কোন অপ্রাচুর্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি না যে এই অবস্থায় কোন বিকল্প বণ্টন-ব্যবস্থা জন্মলাভ করিবে। বরং এক্ষেত্রে ক্রেতাদের অপ্রাচুর্যতা পরিলক্ষিত হইবে এবং সম্ভাব্য বিক্রেতাগণ সীমিত সংখ্যক ক্রেতাদের আকর্ষণ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন। প্রত্যেক বিক্রেতাই এই অবস্থায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে দাম-হ্রাসের নানাবিধ উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবেন। আইনের ফাঁক খুঁজিয়া বাহির করা হইবে এবং অনেকেই আইনের মধ্যে থাকিয়া ও নানাবিধ চাতুর্যের সাহায্য লইবেন। উদাহরণস্বরূপ, গত কয়েক বৎসরে আমাদের দেশে ও বিদেশে বহুসংখ্যক ভ্রমণ প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহারা সুলভে ভ্রমণ করিবার সুযোগ প্রদান করে। এক দলে বহু ব্যক্তি থাকিলে স্বল্প খরচে ভ্রমণ করার সুযোগ প্রদান করা হয়। অধিকাংশ দেশেই বিমান প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে বলিয়া ইহারা সরাসরি ভোক্তাদের এই সুযোগ প্রদান করিতে পারে না।

এক্ষেত্রে কালোবাজারীদের পক্ষে দ্রব্যটির বণ্টনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ ঘটিবে না। ইহার কারণ নিয়ন্ত্রণ দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া খোলা-বাজারের দামে বিক্রয় করিলে তাহাদের লোকসান হইবে। এক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হইল দ্রব্যটি সম্পূর্ণভাবে বিক্রয় না করা ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিয়ন্ত্রিত দাম অপেক্ষা কম দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে উৎসাহিত হইবেন। সুতরাং আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে :

**ন্যূনতম-দাম সংক্রান্ত আইনকে কার্যকরী করা হইলে বিকল্প বণ্টন-ব্যবস্থা বা সুপ্রতিষ্ঠিত কালোবাজারের সৃষ্টি হইবে না সত্য কিন্তু ইহার ফলে বিক্রেতারা বেআইনীভাবে আইন দ্বারা স্থিরীকৃত ন্যূনতম দাম অপেক্ষা স্বল্প দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে উৎসাহিত হইবেন।**[১]

## ১২.৭ কৃষির সমস্যা ( The problems of agriculture )

চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটি বাস্তব জগতের বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। প্রথমত, ইহাকে কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। দ্বিতীয়ত, ইহাকে ফাটকা বাজারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। এই পরিচ্ছেদে আমরা কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান ব্যবস্থাটির প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করিব।

**দামের ও আয়ের স্বল্পকালীন হ্রাসবৃদ্ধি ( Short-run fluctuations in prices and incomes )**

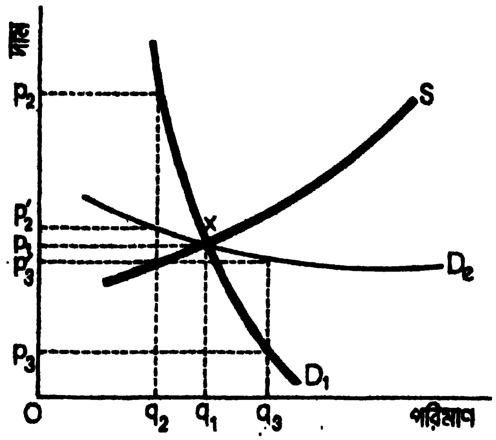
যে-কোন কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভীষণ হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ইহার কারণ হইল এই যে কোন পণ্যের উৎপাদন ও যোগান কতকগুলি প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর—যেমন, আবহাওয়া, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, বন্যা ইত্যাদির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিলেই উৎপাদন হ্রাস পায় এবং কৃষকগণের পরিকল্পিত উৎপাদন অপেক্ষা প্রকৃত উৎপাদন স্বল্প হয়। আবার কোন বৎসর ভাল বৃষ্টি হইলে ও কোন প্রকার বিপর্যয় না ঘটিলে প্রকৃত উৎপাদন কৃষকদের পরিকল্পিত উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হয়। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে মূল্য-তত্ত্বের সাহায্যে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের অপরিকল্পিত হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে আমরা কি পূর্বাভাস প্রদান করিতে পারি।

একটি যোগান রেখার সাহায্যে সাধারণ প্রতিটি বাজার-দামে উৎপাদকগণ কত পরিমাণ দ্রব্য

---

১. "Effective minimum-price laws will not give rise to alternative allocation systems or to organized black markets, but will be accompanied by some clandestine selling by individual producers at prices below the legal minimum." R. G. Lipsey

প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাই দেখান হয়। যদি কোন পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত ভেদ ( unplanned variation ) ঘটে তাহা হইলে প্রকৃত উৎপাদন ও বিক্রয় পণ্যটির পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে ভিন্ন হইবে। নিম্নের যোগান রেখাটি দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন দামে কৃষকগণ একযোগে কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবেন এবং বাজারে সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা দেখান হইয়াছে। এই রেখাচিত্রে দুইটি চাহিদা রেখা অংকন করা হইয়াছে। এখানে উৎপাদনের $Q_2$ হইতে $Q_3$ প্রসারের ( range ) মধ্যে *De* রেখাটি হইল আপেক্ষিকভাবে স্থিতিস্থাপক এবং *Di* রেখাটি হইল আপেক্ষিকভাবে অস্থিতিস্থাপক।




রেখাচিত্র ১২.৫ : দামের হ্রাসবৃদ্ধি

যদি কৃষকদের পরিকল্পনা অনুসারে পণ্যটি উৎপাদিত হয় এবং তাহাদের আশা-প্রত্যাশা পরিপূর্ণ হয় তাহা হইলে পণ্যটির ভারসাম্য পরিমাণ $Q_1$ হইলে ভারসাম্য দাম হইবে $P_1$। কিন্তু বাস্তব জগতে পণ্যটির উৎপাদনের অপরিকল্পিত হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ইহার দামেও যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র $Q_2$ হয় তাহা হইলে দ্রব্যটির ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্যতা দেখা দিবে। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা *Di* হইলে দ্রব্যটির খোলা বাজারে দাম বৃদ্ধি পাইয়া $P_2$ হইবে এবং চাহিদা রেখা $D_e$ হইলে ইহার দাম $P'_2$ হইবে। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া প্রকৃত যোগানের সহিত সমান হইবে। বিপরীত দিক দেখিলে দেখা যায় যে কোন এক বৎসর আবহাওয়া সহায়ক হইলে প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে। দ্রব্যটির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে এবং ইহার বাজার-দাম হ্রাস পাইবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি উৎপাদনের পরিমাণ $Q_3$ হয়, তাহা হইলে চাহিদা রেখাটি *Di* হইলে দাম হ্রাস পাইয়া $P_3$ হইবে এবং চাহিদা রেখাটি $D_e$ হইলে দাম হ্রাস পাইয়া $P'_3$ হইবে। উভয়ক্ষেত্রেই দ্রব্যটির দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে ইহার চাহিদার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে এবং এই অবস্থায় দ্রব্যটির অপরিকল্পিত অতিরিক্ত যোগানের সম্পূর্ণটাই ভোক্তারা স্বল্প দামে ক্রয় করিয়া লইবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে চাহিদা যতই অস্থিতিস্থাপক হইবে দ্রব্যটির দাম ততই হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ, চাহিদা রেখাটি $D_e$ না হইয়া *Di* হইলে দাম অধিক হ্রাস পাইবে।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা নিম্নলিখিত পূর্বাভাসটি প্রদান করিতে পারি : একটি দ্রব্যের উৎপন্নের অপরিকল্পিত হ্রাসবৃদ্ধির ফলে ইহার দামে বিপরীতভাবে ভেদ ঘটিবে। অর্থাৎ, উৎপন্নের পরিমাণ যতই অধিক হইবে ইহার দাম ততই স্বল্প হইবে। উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিলে উহার চাহিদা যতই অস্থিতিস্থাপক হইবে, উহার দামে ততই ভেদ পরিলক্ষিত হইবে।[১]

এখন আমরা কৃষকদের বিক্রয়লব্ধ আয়ের ( revenue ) উপর এই হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল লইয়া আলোচনা করিতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি বাস্তবে প্রয়োগ করিব। স্মরণ করা যাইতে পারে চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মোট আয় বৃদ্ধি পায়। একটি কৃষিজ পণ্যের চাহিদাও যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে দ্রব্যাদির যোগান অপরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি পাইলে কৃষকদের মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং যোগান অপরিকল্পিতভাবে হ্রাস পাইলে কৃষকদের মোট আয়

১. "Unplanned fluctuations in output will cause price variations in the opposite direction ( the higher the output, the lower the price ); for given output fluctuations the smaller the elasticity of demand for the product, the larger the price variations." Lipsey

হ্রাস পাইবে। বিপরীত দিক দিয়া বলা যায় যে দ্রব্যটির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে দাম বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যটির উপর ভোক্তাদের মোট ব্যয় এবং কৃষকগণের মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম হ্রাস পাইলে ভোক্তাদের মোট ব্যয় এবং কৃষকদের মোট আয় হ্রাস পাইবে। সুতরাং ফসল ভাল হইলে দাম হ্রাস পাইবে এবং কৃষকদের মোট আয়ও হ্রাস পাইবে এবং ফসল অপর্যাপ্ত হইলে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে কৃষকদের মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে। যদি চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ ও দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে কৃষকদের মোট আয়ের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়: এক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রে দ্রব্যটির উৎপাদনের পরিমাণ ও দ্রব্যটির দামের পরিবর্তন সমানুপাতিক হয় বলিয়া দ্রব্যটির উপর ভোক্তাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।

উৎপন্নের অপরিকল্পিত হ্রাসবৃদ্ধি বা ভেদের ফলে কৃষকদের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের নিম্নলিখিত তিন প্রকারের ভেদ ঘটে:

**(১) যদি দ্রব্যটির চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মোট আয় ও উৎপন্নের একটি দিকে ভেদ ঘটিবে;**

**(২) যদি দ্রব্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মোট আয় ও উৎপন্নের মধ্যে বিপরীত দিকে ভেদ ঘটিবে;**

**(৩) যতই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান একক হইতে যে কোন দিকে সরিয়া যায় —অর্থাৎ এককের অধিক বা একক অপেক্ষা কম হয়—ততই মোট আয়ে অধিক হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।**

কৃষির ক্ষেত্রে ঘন ঘন উৎপন্নের অপরিকল্পিত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যেখানে পণ্যগুলির দাম অনিয়ন্ত্রিত বাজারে নির্ধারিত হয় সেখানে দামের ভীষণ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। অধিকাংশ কৃষিজপণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদা হইল মোটামুটিভাবে অস্থিতিস্থাপক।[১] এই সকল ক্ষেত্রে আমরা দামের ভীষণ হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পাই। ইহার একটি বিস্ময়কর ফলও দেখিতে পাওয়া যায়: যখন প্রকৃতি সহায় হয় এবং উৎপন্নের পরিমাণ প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায় তখন কৃষকগণ দেখেন যে তাহাদের আয় হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতি সামান্য নির্দয় হইলে পণ্যের যোগান অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পায় এবং ফলে কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সকল অবস্থাতেই কৃষকদের ও ভোক্তাদের স্বার্থের মধ্যে বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়।

**দাম ও আয়ের চক্রাকার হ্রাসবৃদ্ধি ( Cyclical fluctuations in prices and incomes )**

কৃষিজ পণ্যের বাজারে উৎপন্নের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া যে শুধুমাত্র স্বল্পকালীন অস্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয় তাহা নয়, কতকগুলি কাঁচামালের বাজারে চাহিদার পরিবর্তনের ফলে চক্রাকার অস্থায়িত্বও দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থ-ব্যবস্থার উন্নতির ( prosperity ) সময় পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান থাকে বলিয়া জনসাধারণের আয়ের পরিমাণ পর্যাপ্ত হয় এবং সকল দ্রব্যের চাহিদাই অধিক হয়। অপরদিকে অর্থ-ব্যবস্থার মন্দার অবস্থা (depression) দেখা দিলে যথেষ্ট পরিমাণ বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে জনসাধারণের আয় হ্রাস পায় এবং পরিশেষে অধিকাংশ দ্রব্যের চাহিদাও হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং বাণিজ্যচক্রের নানাস্তরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে বলিয়া দ্রব্যাদির চাহিদা রেখাগুলি নামাওঠা করে। দ্রব্যাদির দামের উপর ইহার ফলাফল কি হইবে তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান রেখা মোটামুটি স্থিতিস্থাপক হয় বলিয়া চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে উৎপাদনের পরিমাণে ভীষণ পরিবর্তন ঘটে কিন্তু দামের ক্ষেত্রে অতি সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কৃষিজ পণ্যের যোগান রেখাগুলি মোটামুটিভাবে অস্থিতিস্থাপক হয়। এই কারণে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সামান্য মন্দা দেখা দিলে যখন চাহিদা হ্রাস পায় তখন কৃষিজ পণ্যের দাম ভীষণভাবে হ্রাস পাইবার কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত

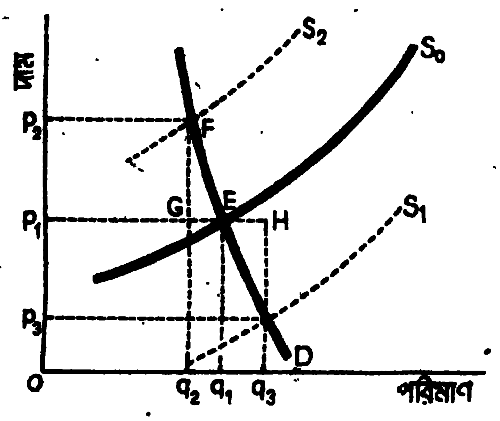
১. কৃষিক্ষেত্র হইতে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য—যেমন চাল, গম, তুলাবস্ত্র—ইত্যাদি সংগ্রহ করি। এবং আমরা জানি যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, কারণ দাম সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও এই সকল দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হয় না।

থাকার প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য উভয় অবস্থাতেই বিক্রয়লব্ধ আয়ের চক্রাকার হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। যখন চাহিদা হ্রাস পায় এবং যোগান ভীষণভাবে অস্থিতিস্থাপক হয় তখন দাম ভীষণভাবে হ্রাস পায় বলিয়া মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ও হ্রাস পায়; আবার যখন যোগান ভীষণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় এবং চাহিদা হ্রাস পায় তখন উৎপাদনের পরিমাণ ভীষণভাবে হ্রাস পায় বলিয়া মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পায়।

## ১২.৮ কৃষিক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আনয়নকারী কার্যকলাপ ( Agricultural stabilisation programmes )

অনিয়ন্ত্রিত বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষিজ আয়ের এক অতি নিম্ন গড় স্তরের চারি-পার্শে হ্রাসবৃদ্ধির প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে কৃষিক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আনয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আনয়নকারী কার্যকলাপের দুইটি মৌল উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি এই হ্রাসবৃদ্ধিকে ন্যূনতম করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হইল কৃষিজ আয়ের গড় স্তরকে—অর্থাৎ কৃষকগণের মাথাপিছু আয়কে—বৃদ্ধি করা। অবশ্য এই দুই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন আমরা স্থায়িত্ব আনয়নকারী ব্যবস্থা-সমূহের ( schemes ) ব্যাখ্যা করিব: এই ব্যবস্থাসমূহের সাহায্যে কৃষিজ পণ্যের যোগানের অপরিকল্পিত হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফলকে হ্রাস করা যায়। কৃষিজ পণ্যের চাহিদার অপরিকল্পিত হ্রাস-বৃদ্ধির ফলাফলকে রোধ করিবার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।




রেখাচিত্র ১২.৬ : দামে স্থায়িত্ব আনয়ন

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে যখন কৃষকদের উৎপাদন পরিকল্পনাগুলি সফল হয় তখন ভারসাম্য দাম হইল $P_1$ এবং ভারসাম্য পরিমাণ হইল $Q_1$। কিন্তু উৎপন্নের অপরিকল্পিত হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মোট উৎপন্ন $Q_2$ এবং $Q_3$ এই প্রসারের ( range ) মধ্যেই বিরাজ করে। ফলে $P_2$ এবং $P_3$ এই দুই স্তরের মধ্যে দামেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

### উৎপাদকগণের সংঘের সাহায্যে বাজার-দামে স্থায়িত্ব আনয়ন ( Market stabilisation by a producers' association )

দাম ও আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি রোধ করিবার একটি পন্থা হইল সকল কৃষক একজোট হইয়া উৎপাদক সংঘ গঠন করা। ইহার ফলে উৎপাদনে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেও বাজার-দামে স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব। কৃষি হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি উদাহরণ। অর্থাৎ, প্রতিটি কৃষকই হইল দামগ্রহীতা। সুতরাং একজন কৃষক তাহার মোট উৎপন্নের একাংশ বাজার হইতে সরাইয়া রাখিলে বাজার-দাম মোটেই বৃদ্ধি পায় না। বরঞ্চ ইহার ফলে তাহার নিজস্ব আয় হ্রাস পাইবে। কিন্তু সকল কৃষক একত্র হইয়া যদি দ্রব্যটির যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাহা হইলে দ্রব্যটির দামের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। যদি দ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস করা সম্ভব হয় তবেই একমাত্র দ্রব্যটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে।

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে উৎপাদকের গোষ্ঠী দ্রব্যটির দামকে $OP_1$ স্তরে বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে। এক্ষেত্রে কৃষকদের মোট আয় হইবে $OP_1EQ_1$। কোন এক বৎসর মোট উৎপন্নের পরিমাণ যদি $OQ_1$ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ইহাকে খোলা বাজারে বিক্রয় না করিয়া মজুত করিয়া রাখা হইবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন এক বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ যদি $OQ_3$ হয় তাহা হইলে $Q_3Q_1$

পরিমাণ দ্রব্য প্রতিষ্ঠানটির মজুতের সহিত যোগ করা হইবে এবং $OP_1$ দামে মাত্র $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে। অপরদিকে যদি মোট উৎপাদনের পরিমাণ $OQ_1$ অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস করিয়া এবং মোট যোগান বৃদ্ধি করিয়া বাজার-দামে স্থায়িত্ব আনয়ন করা হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি উৎপন্নের পরিমাণ $OQ_3$ হয় তাহা হইলে $Q_1$-$Q_3$ পরিমাণ দ্রব্য মজুত মাল হইতে বিক্রয় করা হইবে। ইহার ফলে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে $OQ_1$ এবং দাম হইবে $OP_1$। এইভাবে উৎপাদকের সংঘ উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও দ্রব্যটির বিক্রয়, দাম ও আয়কে যথাক্রমে $OQ_1$, $OP_1$ এবং $OP_1EQ_1$ স্তরে স্থায়ীভাবে বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে।

**সরকারী ক্রয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে বাজারে স্থায়িত্ব আনয়ন ( Market stabilisation by government sales and purchases )**

যদি কোন কারণে উৎপাদকগণের সংঘ গঠন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ, সরকারকে খোলা বাজারে ধান, গম, পাট ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যের দামে স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে হইবে। উপরের রেখাচিত্রের উপর পুনরায় দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, সরকার একটি দ্রব্যের দামকে $OP_1$ স্তরে স্থির রাখিতে ইচ্ছুক। এই কারণে উৎপাদনের পরিমাণ যখনই $OQ_1$ অপেক্ষা অধিক হইবে তখনই বাজার হইতে এই অতিরিক্ত শস্য ক্রয় করিতে হইবে। অপরদিকে যদি উৎপাদনের পরিমাণ $OQ_1$ অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে মজুত মাল হইতে এই ঘাটতি মিটাইয়া মোট যোগানকে $OQ_1$ স্তরে স্থির রাখিতে হইবে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান হইল এই যে সরকার প্রত্যক্ষভাবে কোন দ্রব্য ভোগ করে না। ইহা কেবল কৃষিজ পণ্য মজুত করে।

যদি গড় উৎপাদনের স্তর $OQ_1$ হয় এবং এই স্তরের চারিপাশেই প্রকৃত উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে সরকার অবশ্যই কৃষিজ পণ্যের বাজার-দাম $OP_1$ ক্ষেত্রে সাময়িক কালের জন্য স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। অবশ্য এই নীতির প্রয়োগের ফলে কৃষকদের বিক্রয়লব্ধ আয়ের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কৃষিজ পণ্যটির চাহিদা রেখাটি $OP_1$ দামে সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হইবে। কৃষকগণের উৎপন্নের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন $OP_1$ দামে তাঁহারা যত খুশী বিক্রয় করিতে পারে। যদি এই দামে জনসাধারণের মোট চাহিদার পরিমাণ পর্যাপ্ত না হয় তাহা হইলে সরকারকে দ্রব্যাদির যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত হইবে তাহার পুরাভাগই ক্রয় করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মোট উৎপাদনের পরিমাণ $OQ_2$ হয় এবং জনসাধারণ কেবলমাত্র $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে তাহা হইলে $Q_2$-$Q_1$ পরিমাণ মাল সরকারকে ক্রয় করিতে হইবে। এক্ষেত্রে মোট কৃষিজ আয় হইবে $OP_1HQ_2$। যদি অন্য কোন বৎসরে মোট উৎপাদন কেবলমাত্র $OQ_3$ হয়, তাহা হইলে কৃষকগণ ইহার সম্পূর্ণটাই বাজারে বিক্রয় করিবেন এবং সরকারও মজুত হইতে $Q_1$-$Q_3$ পরিমাণ মাল বিক্রয় করিবে যাহাতে দ্রব্যটির দাম $OP_1$ স্তরে স্থির থাকে। এক্ষেত্রে মোট কৃষিজ আয় হইবে $OP_1GQ_3$। ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে যদি দাম অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং কৃষকগণ প্রতি বৎসর তাহাদের উৎপন্নের সমগ্র অংশই বাজারে বিক্রয় করেন তাহা হইলে উৎপাদনের সহিত তাল রাখিয়া তাঁহাদের আয়ে সমানুপাতিক হারে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে। সুতরাং সরকারী নীতির সাহায্যে আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব নয় কেবলমাত্র ইহা গতিবিধিকে উল্টাইয়া দেওয়াই সম্ভব।[১] এক্ষেত্রে ফসল ভাল হইলে আয় বৃদ্ধি পাইবে আর ফসল আশানুরূপ না হইলে আয় হ্রাস পাইবে।

কৃষকগণের মোট আয়ে স্থায়িত্ব আনয়নই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে প্রশ্ন হইল : এক্ষেত্রে সরকারের কি ধরনের নীতি গ্রহণ করা উচিত? দামের ক্ষেত্রে অত্যধিক স্থায়িত্ব দেখা দিলে মোট আয় উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে উঠানামা করিবে। এ পর্যন্ত আমরা ইহাই আলোচনা করিয়াছি।

---

১. "The government policy, therefore, will not eliminate income fluctuations but will simply reverse their direction." Lipsey

অপরদিকে দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব কিছিৎকর হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় উৎপাদনের সহিত বিপরীতভাবে উঠানামা করিবে। সরকারী হস্তক্ষেপের অবর্তমানে—অর্থাৎ সাধারণ ও উন্মুক্ত বাজারে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটিই অধিক কাম্য নয় বলিয়া সরকারের পক্ষে এই দুইটি চূড়ান্ত অবস্থার মাঝামাঝি পথ দিয়া চলাই ভাল। বস্তুত, সরকার যদি উৎপাদনের সহিত ব্যস্ত ভেদে দামকে উঠানামা করিতে দেয় তাহা হইলে অবশ্যই কৃষিজ আয়ে স্থায়িত্ব বজায় থাকিবে।[১] উদাহরণস্বরূপ, যে বৎসর মোট উৎপাদন ১০ শতাংশ বৃদ্ধি (হ্রাস) পাইবে সেই বৎসর দামকেও ১০ শতাংশ হ্রাস (বৃদ্ধি) করিতে হইবে।

**ত্রুটি :** অবশ্য সরকারী ব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসংগে একটি বিষয়ের অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত। কোন্ স্তরে দামকে স্থির থাকিতে হইবে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। যদি সরকার খুবই উচ্চস্তরে দামে স্থির করে তাহা হইলে উদ্বৃত্ত যোগান সৃষ্টি হইবে, অবিক্রীত মজুতের স্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে মোট উৎপাদনকে হ্রাস করিবার জন্য সরকারের উপর নূতন করিয়া চাপ সৃষ্টি হইবে।

## ১২.৯ কর ও ভরতুকি ( Taxes and Subsidies )

**করের ধরন ( Types of tax )**

কর বলিতে একজন ব্যক্তি বা একটি কার্মকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে—যেমন অর্থ আয়, সম্পত্তির মালিকানা অথবা ভোগব্যয়—বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করিতে হয় তাহাকেই বুঝায়। কর সাধারণত দুই শ্রেণীর হয়—প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ কর বলিতে সেই সকল করকেই বুঝায় যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে জনগণের আয় বা সম্পদের উপর চাপান হয়। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল আয় কর (income tax)। যাহার উপর আয় কর চাপান হয় তাহাকেই আয় কর প্রদান করিতে হয় বলিয়া এই ধরনের করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। অপরদিকে ভোগব্যয়ের উপর যে-সকল কর বসান হয় তাহাদের অপ্রত্যক্ষ কর বলা হয়—যেমন বিক্রয় কর ( sales tax ) অথবা অন্তঃশুল্ক ( excise duty )। এক্ষেত্রে করটি প্রথমে উৎপাদকের উপর চাপান হয় কিন্তু উৎপাদক করটির বোঝা দামবৃদ্ধির মাধ্যমে ভোক্তার উপর চাপাইয়া দেয়। অর্থাৎ, এই করের বোঝা ( incidence ) স্থানান্তরিত করা যায়।[২] উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন বাটার দোকান হইতে জুতা ক্রয় করি তখন জুতার উপর ৭ শতাংশের মত বিক্রয় কর দিতে হয়। অথবা নামী রেস্টুরেন্টে খাইবার পর বিলের মধ্যে বিক্রয় করের উল্লেখ থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা শুধুমাত্র পরোক্ষ কর এবং চাহিদা ও যোগানের উপর উহাদের ফলাফল লইয়া আলোচনা করিব।

ভারতের দুইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ কর হইল : বিক্রয় কর এবং অন্তঃশুল্ক। আবার অন্তঃশুল্ক নির্দিষ্ট ( specific ) অথবা মূল্যবৃদ্ধিজনিত ( ad valorem ) উভয় প্রকারের হইতে পারে। যেমন বৈদ্যুতিক পাখার উপর ২০ টাকার মত নির্দিষ্ট কর স্থাপন করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে বাজার-দাম যাহাই হউক না কেন পাখা পিছু ২০ টাকা কর প্রদান করিতে হইবে। অথবা বৈদ্যুতিক পাখার বাজার-দামের উপর ৭ শতাংশ কর স্থাপন করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে যদি একটি পাখার দাম ২০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০ টাকা হয় তাহা হইলে প্রদেয় করের পরিমাণ ১৪ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১ টাকা হইবে।

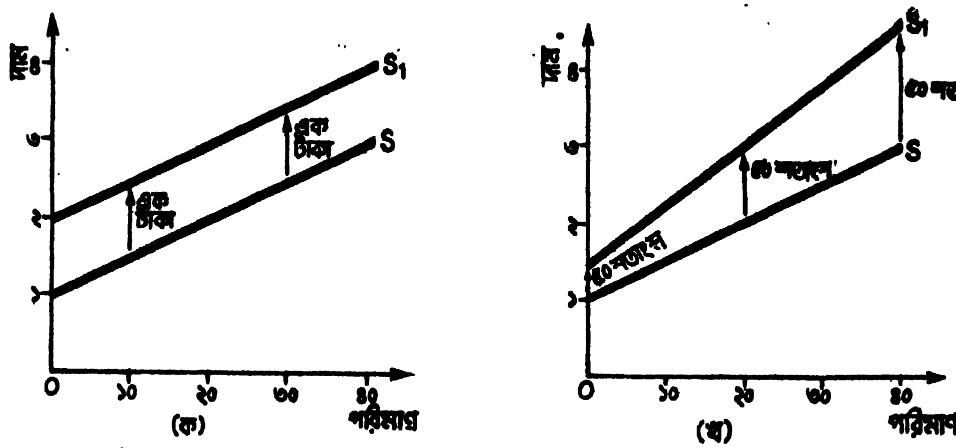
## ১২.১০ করের ফল ( The effect of a tax )

একটি দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর বা অন্তঃশুল্ক চাপান হইলে ইহার যোগান রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করে। নির্দিষ্ট এবং মূল্যবৃদ্ধিজনিত এই দুই প্রকার করের ক্ষেত্রে যোগান রেখা কিভাবে স্থান

১. "In fact, if it ( the government ) allows prices to vary in inverse proportion to variations in production, revenues will be stabilised." Lipsey

২. বস্তুত এই ধরনের কর যদি সূত্রতেই উৎপাদকের পরিবর্তে ভোক্তার উপরই চাপান হইত তাহা হইলে ইহাদের বিক্রয় করের পরিবর্তে ক্রয় কর ( purchase tax ) বলা হইত।

পরিবর্তন করে তাহা নিম্নের রেখাচিত্রে দেখান হইল। স্থির বা নির্দিষ্ট করের ক্ষেত্রে যোগান রেখাটি সমান্তরালভাবে উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। অপরদিকে মূল্যবৃদ্ধিজনিত করের ক্ষেত্রে যোগান রেখাটি বাঁদিকে সরিয়া যায় সত্য, কিন্তু সমান্তরালভাবে নয়। বরঞ্চ উভয়ের—অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন যোগান রেখার—




রেখাচিত্র ১২.৭ : কর ও যোগান রেখা

মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উপরের (ক) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে একটি নির্দিষ্ট কর স্থাপনের ফলে যোগান রেখাটি *So* হইতে সরিয়া *Si* হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি কেজি চায়ের উপর যদি ১ টাকার মত বিক্রয় কর স্থাপন করা হয় তাহা হইলে উভয়ের যোগান রেখার মধ্যে উল্লম্ব ব্যবধান সর্বদা ১ টাকার মত হইবে। অপরদিকে (খ) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে রঙীন টিভির উপর ৫০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধিজনিত কর স্থাপন করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে উভয় রেখার মধ্যে ব্যবধান ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

## ১২.১১ কর ভার ( The incidence of a tax )

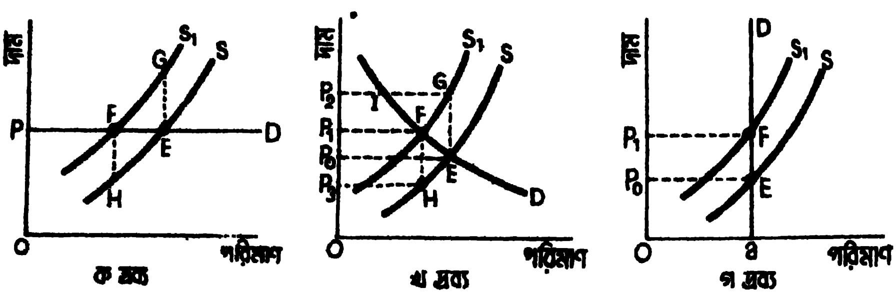
'করভার' বলিতে কাহার উপর করটি চাপান হয় তাহাকেই বুঝায়। আইনগত দিক হইতে যাহার উপর কর স্থাপন করা হয় কর প্রদান করা তাহারই নৈতিক দায়িত্ব বলিয়া গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে মদ্যদ্রব্য ক্রয় করে অথবা বিদেশ হইতে আমদানি করে তাহাকেই এই কর প্রদান করিতে হয়। অবশ্য কতকগুলি করকে ভোক্তার উপর চালনা করা যায়। এক্ষেত্রে করভার চালনা করা হইয়াছে বলা হয় এবং করের প্রকৃতি বোঝা বা ভার ভোক্তাকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বহন করিতে হয়।

একজন ভোক্তা সাধারণত মনে করে যে একটি দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করা হইলে দ্রব্যের দামটি সমপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সাধারণত ইহা ঘটে না। একটি দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করা হইলে ইহার যোগান রেখা উর্ধ্বে ও বামদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে সত্য, কিন্তু ইহার ফলে আদৌ দাম বৃদ্ধি পাইবে কি না এবং পাইলে কতটা পাইবে তাহা মূলত নির্ভর করে দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। নিম্নে তিনটি পৃথক পৃথক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৫ টাকা করিয়া কর স্থাপন করা হইলে ইহার ফল কি হয় তাহা দেখান হইল।

সারণি ১২.১ : করভার নির্ধারণ

| দ্রব্য | পুরাতন দাম | কর | নূতন দাম | করভার ক্রেতা | করভার বিক্রেতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ক | ১৫ টাকা | ৫ টাকা | ১৫ টাকা | — | ৫ টাকা |
| খ | ১৫ টাকা | ৫ টাকা | ১৮ টাকা | ৩ টাকা | ২ টাকা |
| গ | ১৫ টাকা | ৫ টাকা | ২০ টাকা | ৫ টাকা | — |

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।




রেখাচিত্র ১২.৮ : চাহিদা রেখার প্রকৃতি ও করভার

এক্ষেত্রে ক-দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। ফলে দ্রব্যটির উপর ৫ টাকা কর স্থাপন করা হইলে ভোক্তা কর পরিহার করিবার জন্য দ্রব্যটির ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিবে। ফলে যোগান রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করা সত্ত্বেও দ্রব্যটির দাম অপরিবর্তিত থাকিবে। অর্থাৎ, এই অবস্থায় বিক্রেতাকে সম্পূর্ণভাবে করের বোঝা বহন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে করের পরিমাণ হইল $EG(=FH)$।

খ-দ্রব্যের ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ কর স্থাপন করা হইলে $E$-এর পরিবর্তে $F$ বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য ঘটিবে। এক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণভাবে করটি ভোক্তার উপর চাপান হইত তাহা হইলে দ্রব্যটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইয়া $OP_2$ হইত $(OP_0+EG)$। কিন্তু এই দামে উদ্বৃত্ত যোগান সৃষ্টি হইত। ইহাকে $DG$ দূরত্ব দ্বারা দেখান হইয়াছে। এই অবস্থায় দ্রব্যটির সমগ্রটাই যদি বাজারে বিক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে দাম হ্রাস করিতে হইবে। এখানে $F$ বিন্দুতে ভারসাম্য সৃষ্টি হইয়াছে। এখন $P_1$ হইল নূতন বাজার-দাম যাহা পূর্বের বাজার-দাম অপেক্ষা অধিক। সুতরাং এই করের ফলে ভোক্তাকে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে হইলে $PP_1$ এর মত বাড়তি দাম দিতে হইবে। এই কারণে উপরের উদাহরণে দ্রব্যটির দাম ১৫ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮ টাকা হয়। অপরদিকে করের একাংশ বিক্রেতাকে মুনাফা হ্রাস করিয়া প্রদান করিতে হয়। রেখাচিত্রে ইহাকে $PP_3$ দূরত্ব দ্বারা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, যখন চাহিদা রেখার আকৃতি স্বাভাবিক হয় তখন করের বোঝা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়। চাহিদা রেখাটি যতই অস্থিতিস্থাপক হয় ক্রেতার করভার ততই বৃদ্ধি পায়। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটে। এই সকল দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস করা নিঃসন্দেহে কঠিন বলিয়া ভোক্তাকে অধিক দামে দ্রব্যগুলি ক্রয় করিতে হয়।

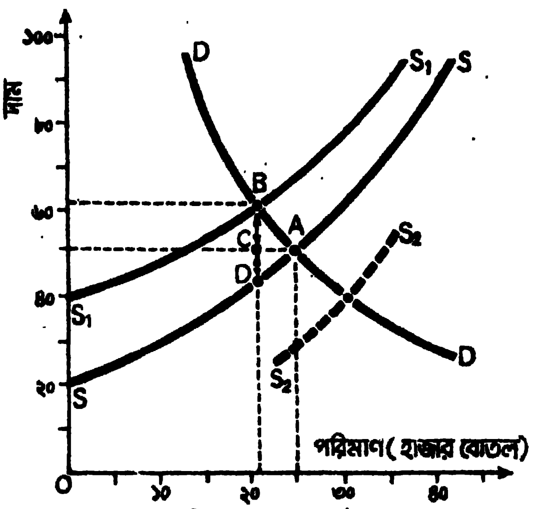
পরিশেষে গ-দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে চাহিদা হইল সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক। এক্ষেত্রে ভোগ হ্রাস সম্ভব নয় বলিয়া ভোক্তাকে করের বোঝাটি সম্পূর্ণভাবে বহন করিতে হয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম করের পরিমাণের মতই বৃদ্ধি পায়।

**আর একটি উদাহরণ**

ধরা যাউক প্রতি বোতল মদের উপর ২০ টাকা করিয়া কর স্থাপন করা হইল। যদি দ্রব্যটির দাম ২০ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মদ্যপেয়ীগণ বিয়ার, সিদ্ধকা বা অন্যান্য পরিবর্ত দ্রব্যের দিকে ঝুঁকিবে। ফলে মদের চাহিদা হ্রাস পাইবে। ইহাতে মদ্যব্যবসায়ীগণ উদ্বিগ্ন হইয়া মদের দাম হ্রাস করিবে। অর্থাৎ, তাহারাও করের একাংশ বহন করিবে। এক্ষেত্রে করভার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে বলা চলে।

পর-পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে আমরা দেখি যে এক বোতল মদের প্রকৃত দাম হইল ৬০ টাকা এবং এই দামে ২৫,০০০ বোতল মদ বিক্রীত হয়। এখন ২০ টাকা করিয়া

বিক্রয় কর স্থাপন করা হইলে মদের দাম বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে নূতন ভারসাম্য দাম হইল ৬২ টাকা এবং বিক্রয়ের পরিমাণ হইল ২১,০০০ বোতল। ভোক্তার নিকট দামটি ১২ টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে একজন উৎপাদক দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া ৬২ টাকাই পাইয়া থাকেন কিন্তু ইহা হইতে ২০ টাকা সরকারকে কর বাবদ প্রদান করিতে হয় বলিয়া তাঁহার প্রাপ্তির পরিমাণ হইল ৪২ টাকা। ইহা পূর্বের প্রাপ্তির তুলনায় ৮ টাকা কম। সুতরাং করভারের ৬০ শতাংশ বহন করে ভোক্তা এবং ৪০ শতাংশ বহন করে উৎপাদক (বিক্রেতা)। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ভোক্তা করের *BC* অংশ বহন করে আর উৎপাদক বহন করে *CD* অংশ।

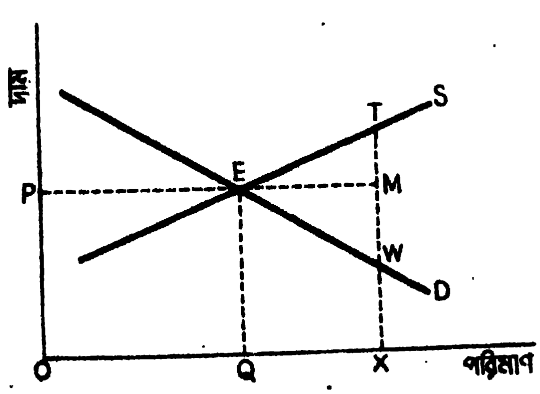



রেখাচিত্র ১২.৯ : একটি করের ফল

এক্ষেত্রে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ কত হইবে? ইহা নির্ধারণ করিতে হইলে করের পরিমাণকে (২০ টাকা) বিক্রয়সংখ্যা দ্বারা (২১,০০০) গুণ করিতে হইবে।

## ১২.১১ ভরতুকি ( Subsidy )

কখনও কখনও সরকার একটি বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদকগণকে নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করে। সাধারণত কৃষির ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। ভারতে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এইরূপ ভরতুকি প্রদান করা হয়। কর ও ভরতুকি হইল একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত দিক বা বিষয়। ভরতুকিকে ঋণাত্মক করও ( negative tax ) বলা হয়।[১] ভরতুকির সুফল ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়ের মধ্যেই বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে যোগান রেখা $S_2$-এর সাহায্যে আমরা একক প্রতি ১ টাকা ভরতুকির ফল ব্যাখ্যা করিতে পারি। এক্ষেত্রে দাম হ্রাস পাইয়া ৪২ টাকা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভোক্তা ৮ টাকা এবং উৎপাদক ১২ টাকা ভরতুকি লাভ করে।




রেখাচিত্র ১২.১০: উৎপাদন ভরতুকি

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে করা হয় যে ভরতুকি প্রদানের মাধ্যমে একটি অদক্ষ শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই ধারণা সত্য নয়। ভরতুকির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদনবৃদ্ধিতে সহায়তা করা যায়।

ধরা যাউক একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে উৎপাদকগণকে ভরতুকি প্রদান করা হইল। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইল।

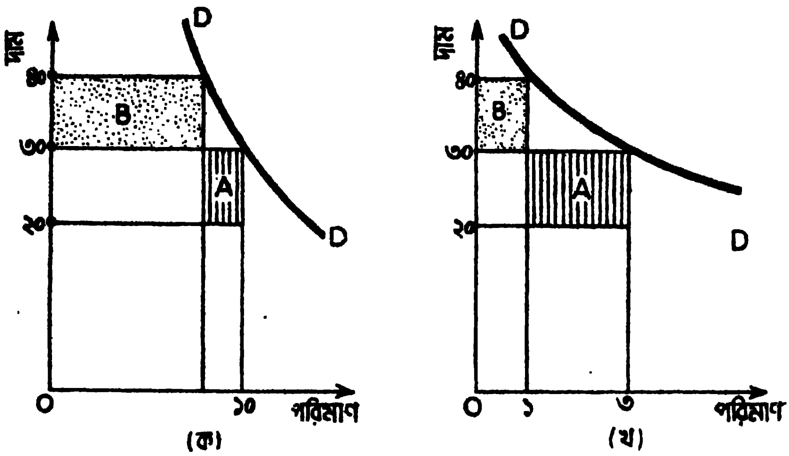
এখানে *D* এবং *S* হইল যথাক্রমে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান রেখা এবং *OP* ও *OQ* হইল ভরতুকি প্রদানের পূর্বে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ। এখন দ্রব্যটির-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একক প্রতি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরতুকি প্রদান করা হইল। রেখাচিত্রে ভরতুকির পরিমাণ হইল *TW*। ইহার ফলে দ্রব্যটির

১. "A subsidy is a fiscal handout paid to certain sections of society at the cost of the taxpayer." S. Mukherji : *Financial Express* (May 21, 1977).

উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে কারণ উৎপাদকগণ দ্রব্যটি *XT* দামে বিক্রয় করিতে পারিবে এবং ভোক্তারা মাত্র *XW* দাম দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারিবে। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে এখানে দ্রব্যটির দাম হ্রাসের পরিমাণ হইল *MW*। অর্থাৎ, যে পরিমাণ ভরতুকি প্রদান করা হইয়াছে দ্রব্যটির দাম সে পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। এক্ষেত্রে ভরতুকির ফল ভোক্তা ও বিক্রেতা উভয়ই যৌথভাবে ভোগ করিতেছে। ইহা হইতে কে কতটা লাভবান হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক স্থিতিস্থাপকতার উপর।

## ১২.১৩ সরকারের কর রাজস্ব ( Government tax revenues )

যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় কর রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা তাহা হইলে সরকারকে সেই সকল দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করিতে হইবে যেগুলির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। অন্যভাবে বলিতে গেলে যে-সকল




রেখাচিত্র ১২.১১ : একটি পরোক্ষ কর হইতে উদ্ভূত রাজস্ব

দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক সেগুলির উপর কর স্থাপন করা হইলে উহাদের বিক্রয় ভীষণভাবে হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে সরকারের রাজস্বের পরিমাণও পূর্বের তুলনায় কম হইবে। নিম্নের দুইটি রেখাচিত্রে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝাইবার জন্য যোগান রেখা অংকন করা হয় নাই। কেবলমাত্র চাহিদা রেখার সাহায্যেই বিষয়টিকে বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। (ক) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে করের পরিমাণ যদি একক প্রতি ১০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০ টাকা করা হয়, তাহা হইলে দ্রব্যটির দাম ২০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ টাকা হয় এবং সরকারের মোট রাজস্ব ১০০ টাকা ( ১০×১০ ) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮০ টাকা ( ২০×৯ ) হইয়া দাঁড়ায়। অপরদিকে (খ) রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে মোট রাজস্ব ৩০ টাকা ( ৩×১০ ) হইতে হ্রাস পাইয়া ২০ টাকা ( ১×২০ ) হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং নীতিগত দিক হইতে বলা যায় যে, একমাত্র লবণ, চিনি, ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর অধিক পরিমাণে কর স্থাপন করিয়াই সরকারের পক্ষে অধিক রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব। কারণ, এই সকল দ্রব্যের চাহিদা মোটামুটিভাবে অস্থিতিস্থাপক। অপরদিকে যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় তাহাদের ক্ষেত্রে কর হ্রাস করিয়াই একমাত্র রাজস্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব।[১]

## ১২.১৪ বাজার-দাম সম্পর্কে গতিশীল তত্ত্বের দিকে ( Towards A Dynamic Theory of Market Prices )

### মাকড়সার জাল তত্ত্ব ( The Cobweb Theory )

কৃষির ক্ষেত্রে দামের উপর সময়ের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, যদি আজ বাজারে চিনির ও ইক্ষুর চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কালই অধিক পরিমাণে ইক্ষু সরবরাহ করা সম্ভব নয়। আমাদের

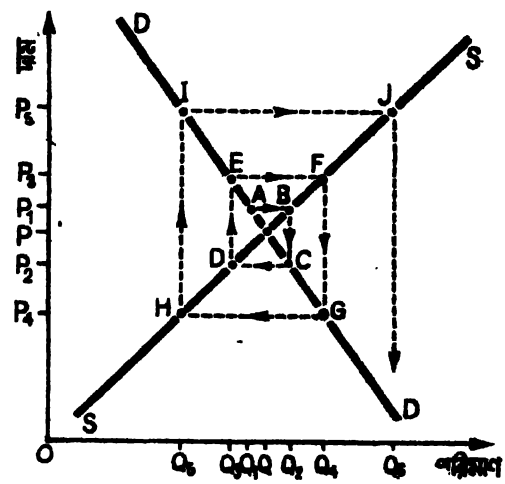
১. "If a government wanted to increase its tax revenue from those products with elastic demands it would do best to lower the tax." Beardshaw

পরবর্তী ইক্ষু ঋতুর জন্য (যাহা সাধারণত অক্টোবর মাস হইতে শুরু হয়) অপেক্ষা করিতে হইবে। এই কারণে বলা হয় কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বর্তমান দামের উপর নির্ভর করে সত্য কিন্তু যোগান নির্ভর করে পূর্ববর্তী বৎসরের দামের উপর। যদি গত বৎসর ইক্ষুর দাম অধিক হইয়া থাকে তাহা হইলে কৃষকগণ এ বৎসর অধিক পরিমাণে ইক্ষু চাষ করিবেন। প্রয়োজন হইলে অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করিয়াও ইক্ষু চাষ করা হইবে। সুতরাং যোগান অপেক্ষককে আমরা এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$St=F\ (P_{t-1})$$

যেখানে $St$ হইল বর্তমান বৎসরের যোগান এবং $P_{t-1}$ হইল পূর্ববর্তী বৎসরের দাম। এখানে $St$-এর পরিমাণ $P_{t-1}$ এর উপর নির্ভরশীল।

এখন দেখা যাউক বাজারের উপর এইরূপ যোগান অপেক্ষকের ফল কি হয়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এখানে $P$ এবং $Q$ হইল যথাক্রমে ইক্ষুর বাজারের স্বাভাবিক ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ। ধরা যাউক, প্রথম বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে ইক্ষুর উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই। এক্ষেত্রে যোগান হইবে $Q_1$। ইহাকে $A$ বিন্দুর সাহায্যেও দেখান যায়। এবং দাম হইবে $P_1$। এই দামে কৃষকগণ $Q_2$ পরিমাণ ইক্ষু সরবরাহ করিতে উৎসাহিত হইবেন। $B$ বিন্দুর সাহায্যে ইহা দেখান হইয়াছে। কিন্তু এই $Q_2$ পরিমাণ দ্রব্য একমাত্র $P_2$ দামেই বিক্রয় করা সম্ভব। সুতরাং দাম হ্রাস পাইয়া $P_2$ হইবে। ইহাকে $C$ বিন্দু দ্বারা দেখান হইয়াছে। অবশ্য দাম হ্রাসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কৃষকদের ইক্ষু চাষের উৎসাহ কিছুটা কমিয়া যাইবে। ফলে পরবর্তী বৎসরে উৎপাদন হ্রাস পাইয়া $Q_3$ হইবে এবং যোগান ঘাটতির ফলে দাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া $P_3$ হইবে এই উচ্চ দামের ফলে কৃষকগণ পুনরায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিবেন এবং পূর্বের ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। উপরের রেখাচিত্রে বাজারের কার্যকলাপের গতিপথকে অনেকটা মাকড়সার জালের মত দেখায় বলিয়া এই তত্ত্বকে কবওয়েবের তত্ত্ব বলা হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্যটি হইল অস্থায়ী ( unstable ), কারণ যোগান রেখাটি হইল চাহিদা রেখা অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপক। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে যোগান রেখাটি যদি চাহিদা রেখা অপেক্ষা অধিক অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে ভারসাম্যটি অবশ্যই স্থায়ী হইবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দু হইতে কোন বিচ্যুতি ঘটিলে তাহা সহজেই দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে শীঘ্রই অপসারিত হইবে।



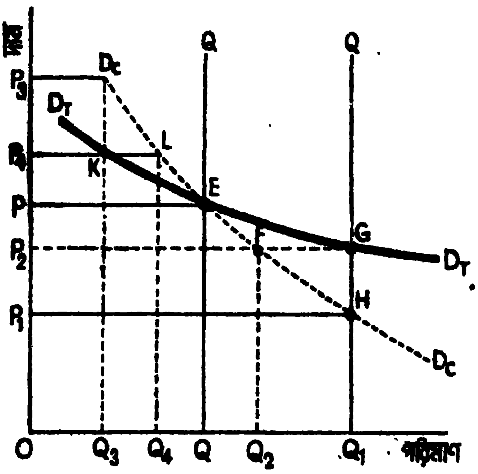
রেখাচিত্র ১২.১২ : কবওয়েবের তত্ত্ব

## ১২.১৫ ফটকা বাজারের অর্থনৈতিক দিক ( Economic Aspects of Speculation )

কৃষিজ পণ্যের বাজারে অথবা শেয়ার বাজার অথবা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে দামের প্রবল হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার ফলে ফটকা কারবারের পথ প্রশস্ত হইয়া পড়ে। যদি অধিকাংশ ফটকা কারবারী মনে করেন যে একটি দ্রব্যের—যেমন পাটের—দাম অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় তাঁহারা এখন হইতেই দ্রব্যটি ক্রয় করিতে থাকিবেন। ফটকা কারবার বলিতে মুনাফা উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া দামের প্রত্যাশিত কিন্তু অনিশ্চিত পরিবর্তনে সাড়া দেওয়াকেই বুঝায়। অর্থাৎ, ফটকা কারবারীরা যদি প্রত্যাশা করেন একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে তাঁহারা দ্রব্যটি ক্রয় করিবেন। কিন্তু এই প্রত্যাশাটা হইল অনিশ্চিত। দাম ক্ষণিকের জন্য বৃদ্ধি পাইয়া পরমুহূর্তে হঠাৎ হ্রাস পাইতে পারে। ফলে ফটকা কারবারীদের মুনাফাহ্রাসেরও সম্ভাবনা থাকে।

ফটকা কারবারীকে আমরা কখনই ভালো চোখে দেখি না এবং ফটকা কারবারীকে আমরা সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই ধারণাটি ভ্রান্ত। বস্তুত, সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ফটকা কারবার সমাজের দিক হইতে উপযোগী।

**ফটকা কারবারের সুফল :** একটি কৃষিজ পণ্যের বাজারের আচরণ হইতে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি স্বাভাবিক বৎসরে ( যে বৎসরে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি কোনটিই হয় নাই ) একটি দ্রব্যের মোট উৎপাদন হইল $OQ$। দ্রব্যটির যোগান রেখা হইল $QQ$। এখন $DD_T$ চাহিদা রেখাটি যোগান রেখাকে $E$ বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে দ্রব্যটির বাজার-দাম ($OP$) সহজেই নির্ধারিত হইয়া যায়। ধরা যাউক, এ বৎসর আবহাওয়া অতি সুন্দর হওয়ায় ফসলটির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া $OQ_1$ হইল। যদি এই শস্যটি সম্পূর্ণভাবে এখনই বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে ইহার বাজার-দাম হইবে $OP_1$। এই দাম দ্রব্যটির স্বাভাবিক দাম অপেক্ষা অনেক কম।




রেখাচিত্র ১২.১৩ : ফটকা কারবারের অর্থনৈতিক ফলাফল

অনুমান করা যাইতে পারে যে দ্রব্যটি রক্ষণশীল। সুতরাং ইহার একাংশ এখন বাজারে বিক্রয় করিয়া অপরাংশ ভবিষ্যতে উচ্চ দামে বিক্রয়ের আশায় মজুত করা যাইতে পারে। ফটকা কারবারীগণ সাধারণত মনে করেন যে এ বৎসর একটি দ্রব্যের বাজার-দাম ভীষণ কম হইলে পরবর্তী বৎসর ইহা অবশ্যই ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে তাঁহারা স্বল্প দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে অধিক দামে বিক্রয়ের আশায় গুদামে মজুত করিবেন।

এক্ষেত্রে $D_c$ হইল ভোক্তাদের চাহিদা রেখা। ইহার সহিত আমরা ফটকা কারবারীদের চাহিদা রেখা যোগ করিয়া আমরা দ্রব্যটির মোট চাহিদা রেখা ($D_T$) অংকন করিতে পারি।[1] এক্ষেত্রে দুইটি চাহিদা রেখার মধ্যে অনুভূমিক দূরত্বের ( horizontal distance ) সাহায্যে আমরা ফটকা কারবারীদের চাহিদার পরিমাণ করি। দ্রব্যটির প্রকৃত দাম ( actual price ) যতই স্বাভাবিক দাম ( normal price ) $OP$ অথবা ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত দাম হইতে হ্রাস পাইতে থাকে ততই দুইটি চাহিদা রেখার দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনুরূপভাবে বলা যায় যদি প্রকৃত দাম $OP$ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ফটকা কারবারীগণ মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে দ্রব্যটির বাজার-দাম হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে তাঁহারা ক্রয়ের পরিবর্তে গুদাম হইতে দ্রব্যটি বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রচেষ্টা করিবেন। সুতরাং বাজার-দাম যখন $OP$ অপেক্ষা অধিক হয় তখন মোট চাহিদা ভোক্তাদের চাহিদা অপেক্ষা কম হয় এবং এক্ষেত্রে $D_T$ রেখা $D_C$ রেখার বামদিকে অবস্থান করে।

সুতরাং শস্যের উৎপাদন $OQ_1$ হইলে দ্রব্যটির দাম $Q_1Q_1$ এবং ইহার যোগান রেখা মোট চাহিদা রেখা $D_T$-এর ছেদ বিন্দুতে নির্ধারিত হইবে। এক্ষেত্রে ফটকা কারবারীগণের ক্রয়ের পরিমাণ হইবে $FG$। তাঁহারা যদি এই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় না করিতেন তাহা হইলে বাজার-দাম $OP_1$ স্তরেই বিরাজ করিত। কিন্তু এক্ষেত্রে বাজার-দাম $OP_1$-এর পরিবর্তে $OP_2$ হইবে। ইহা অবশ্য স্বাভাবিক দামের খুবই নিকটেই অবস্থান করে। উপরন্তু, দ্রব্যটির সম্পূর্ণ ভাগই একইসংগে ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় না করিয়া কেবলমাত্র $OP_2$ অংশ বিক্রয় করা যাইতে পারে এবং বাকী অংশ—অর্থাৎ $Q_1$-$Q_2$ ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য ফটকা কারবারীগণ মজুত করিতে পারেন।

---

১. মোট চাহিদা ($D_t$)—ভোক্তাদের চাহিদা ($D_c$)+ফটকাকারবারীদের চাহিদা ($D_s$)। যে বাজারে ফটকা-কারবারের কোন সুযোগ নাই সেখানে $D_t$—$D_c$ হইবে।

আমরা বিপরীত অবস্থার কথাও চিন্তা করিতে পারি। ধরা যাক, কোন এক বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য দ্রব্যটির উৎপাদন ভীষণভাবে হ্রাস পাইল ($OQ_3$)। ফলে বাজার-দাম আকাশছোঁয়া হইবে ($OP_3$)। এক্ষেত্রে প্রকৃত দাম স্বাভাবিক দাম অপেক্ষা অধিক হওয়ায় ফটকা কারবারীগণ দ্রব্যটি ক্রয়ের পরিবর্তে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করিবেন। তাঁহারা যদি $Q_3 Q_4$ ($KL$) পরিমাণ দ্রব্য বাজারে ছাড়েন তাহা হইলে মোট যোগান বৃদ্ধি পাইবে ($OQ_4$) এবং ফলে দ্রব্যটির বাজার-দাম হ্রাস পাইবে ($OP_4$)। ভোক্তারা স্বল্প দামে দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।[১]

সুতরাং আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ফটকা কারবার সমাজের দিক দিয়া দুইটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমত, ইহা একটি দ্রব্যের স্বাভাবিক দামকে কেন্দ্র করিয়া প্রকৃত দামের যে অস্বাভাবিক হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাহাকে বহুলাংশে রোধ করে। ফটকা কারবারের অস্তিত্ব না থাকিলে বাজার-দাম $P_1$-$P_2$ এই প্রসারের ( range ) মধ্যে উঠানামা করিত। কিন্তু ফটকা কারবারের ফলে এই উঠানামা $P_3$-$P_4$ প্রসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। দ্বিতীয়ত, ইহা সমাজের মোট উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করে।[২] যে বৎসর ফসল আশাতীত হয় সে বৎসর যদি ফটকা কারবারীরা দ্রব্যটি ক্রয় না করিত তাহা হইলে ইহা স্বল্প দামে পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার একাংশ অপচয় করা হইত। পরবর্তী বৎসরে দ্রব্যটির যোগান হঠাৎ হ্রাস পাইলে দাম বৃদ্ধি ও ভোগ হ্রাস পাইত। কিন্তু ফটকা কারবারীগণ এক বৎসরের উদ্বৃত্ত শস্যকে সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া পরবর্তী বৎসরে বিক্রয় করে বলিয়া সমাজের মংগলই হয়। অনাবৃষ্টির বৎসরে ভোক্তারা মোট উৎপাদন অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ববর্তী রেখাচিত্রে অনাবৃষ্টির বৎসরে মোট উৎপন্নের পরিমাণ $OQ_3$ হওয়া সত্ত্বেও মোট ভোগের পরিমাণ $OQ_4$ হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের মজুত মাল হইতে এই অতিরিক্ত দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। যদি ফটকা কারবারীগণের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান নির্ভুল হয় তাহা হইলে তাহারা মুনাফা লাভ করিবে। কিন্তু বাজারে যদি ইহাদের সংখ্যা অসীম এবং ইহারা প্রত্যেকেই যদি সমভাবে পারদর্শী হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মুনাফার পরিমাণ অতি সামান্যই হইবে। এই কারবারে নিযুক্ত থাকিবার জন্য যতটুকু মুনাফা লাভ করা অত্যাবশ্যক তাহারা ততটুকু মুনাফাই লাভ করিবে। কিন্তু বাস্তব জগতে দেখা যায় যে সকল ফটকা কারবারীই সমমাত্রায় পারদর্শী হয় না। ফলে সকলের ভবিষ্যত সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী বা প্রত্যাশাও পৃথক হয়। সুতরাং যাহারা অত্যধিক চতুর এবং অভিজ্ঞ তাহারা পর্যাপ্ত পরিমাণে মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হয় এবং ইহার ফলে যাহারা অনভিজ্ঞ ও যাহাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তাহাদের মুনাফাও হ্রাস পায়।

## ফটকা কারবারের কুফল

ফটকা কারবার কখনও কখনও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও হইতে পারে। বস্তুত, ইহার দুইটি কুফল পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, যদি ফটকা কারবারীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়—অর্থাৎ তাহারা যদি দ্রব্যটির দাম অধিক থাকাকালীন দ্রব্যটি ক্রয় করে এবং দ্রব্যটির দাম স্বল্প থাকার সময় দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে তাহাদের কার্যকলাপের ফলে বাজারে দামে স্থায়িত্বের পরিবর্তে অস্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হইবে। এরূপ কার্যকলাপকে বিরূপ ফটকা কারবার (perverse speculation ) আখ্যা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ভোক্তা ও ফটকা কারবারী উভয়েরই ক্ষতি হইবে।

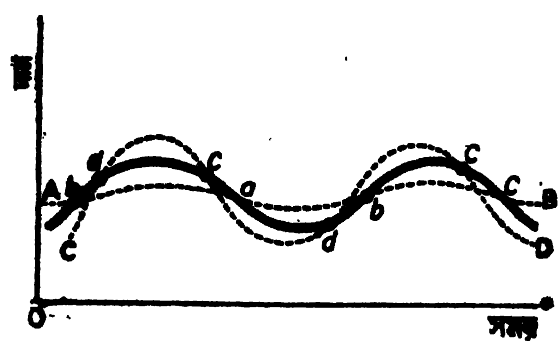
---

১. "...even though speculators never touch the real thing, they may under certain conditions be helping (1) to even out the consumption of the crop between harvest prices and (2) to carry over the proper amounts of food and fiber between seasons." P. A. Samuelson

২. "Speculation serves two useful purposes : it reduces fluctuation of price around its normal level : and it evens out the rate of consumption by diverting supplies from bumper year to poor years." L. G. Reynolds : *Microeconomics* ( Irwin, 3rd edn. )

দ্বিতীয়ত, উল্লেখ করা যায় যে অনেক সময় অত্যধিক ফটকা কারবারই দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির আসল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যদি ফটকা কারবারীগণ একটি বাজারের মোট অংশ দখল করিয়া থাকে— অর্থাৎ, অধিকাংশ লেনদেনকার্যই যদি তাহাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এবং তাহাদের অধিকাংশই যদি মনে করে একটি দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইবে তাহা হইলে সত্যসত্যই দাম হ্রাস পাইবে। ইহার কারণ হইল এই যে ক্রেতাগণের অধিকাংশই দ্রব্যটি ক্রয় করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে। বিপরীতভাবে বলা যায় যে যদি অধিকাংশ ফটকা কারবারী মনে করে যে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে সত্যসত্যই দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইবে। উভয় ক্ষেত্রে উহাদের প্রত্যাশা স্ব-যুক্তিপূর্ণ ( self-justifying )। কিন্তু ইহার ফল হিসাবে আমরা দেখি যে যখন ( অর্থাৎ, ফটকা কারবারের অবর্তমানে ) দ্রব্যটির দামের পরিবর্তনের কোন কারণ নাই তখনও ( ফটকা কারবারের জন্যই ) দ্রব্যটির দাম কৃত্রিমভাবে উঠানামা করে। অথবা দেখা যায় যে ফটকা কারবারের ফলে চাহিদা ও যোগানের বা বাজারের স্বাভাবিক শক্তিসমূহের কার্যকলাপের গতিবৃদ্ধি ঘটে এবং ফলে বাজার-দাম খুব দ্রুতগতিতে উঠানামা করে।[১]

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ফটকা কারবার তখনই সমাজের পক্ষে মংগলকর যখন ফটকা কারবারীগণের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান নির্ভুল প্রমাণিত হয় এবং যখন তাহারা দামে হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটাইয়া দামের হ্রাসবৃদ্ধিতে সাড়া দেয়।




রেখাচিত্র ১২.১৪ : দামের হ্রাসবৃদ্ধি

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ফটকা কারবারের কুফলকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে অভগ্ন রেখাটির সাহায্যে ফটকা কারবারের অবর্তমানে দামের সঞ্চারপথ ( course of prices ) দেখান হইয়াছে। অপরদিকে *AB* ভগ্ন রেখাটির সাহায্যে ফটকা কারবারের বর্তমানে দামের আচরণ কিরূপ হয় তাহা দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে ফটকা কারবারীগণ *b* বিন্দুগুলিতে দ্রব্যটি বিক্রয় এবং *a* বিন্দুগুলিতে দ্রব্যটি ক্রয় করা সুরু করে। ডট দিয়া চিহ্নিত *CD* রেখাটির সাহায্যে আমরা বিরূপ ফটকা কারবারের ফলে দামের আচরণ কিরূপ হয় তাহা দেখাইয়াছি। অথবা ইহার সাহায্যে দামের উপর ফটকা কারবার অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করিলে উহার ফল কি হয় আমরা তাহা দেখাই—অর্থাৎ আমরা দেখাই যখন ফটকা কারবারীগণ *c* বিন্দুসমূহে বিক্রয় এবং *d* বিন্দুসমূহে ক্রয় করা সুরু করে তখন দাম কিভাবে উঠানামা করে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্রব্যাদি ও উপকরণের বাজারে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে কতকগুলি অকাম্য ফল প্রদর্শিত হয়। সরকার যে উদ্দেশ্যে দাম নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করে ঠিক ইহার বিপরীত ফল ফলিতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কালো-বাজারের কথা উল্লেখ করা যায়।

২. ভারসাম্য দামের নিম্নে দাম স্থির করা হইলে অপ্রাচুর্যতার সমস্যা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ভারসাম্য দামের উর্ধ্বে দাম স্থির করা হইলে উদ্বৃত্ত যোগানের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসংগে আমরা ন্যূনতম দাম ও সর্বাধিক দামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি।

৩. কবওয়েবের তত্ত্বের সাহায্যে আমরা কয়েকটি বাজারে ভারসাম্যহীন দামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে পারি।

---

১. "...prices rise and fall further than they would have done if the 'normal' market forces of demand and supply had not been strongly reinforced by the activities of the speculators." H. S. Speight : *Economics* ( Methnen, 1960 )

৪. চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা ফটকাবাজার লইয়াও আলোচনা করিতে পারি। ফটকা কারবারীরা সমাজের দিক হইতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে।

৫. কৃষির ক্ষেত্রেও চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কৃষি হইল বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেখানে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা একটি দ্রব্যের বাজার-দাম নির্ধারিত হয়।

৬. কৃষিজ পণ্যের দামে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অনেক সময় ভরতুকি প্রদান করা হয়, আবার কখনও কখনও সরকার খোলা বাজার হইতে একটি নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্য ক্রয় করে। এই সকল ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের আয়ের স্থায়িত্ব আনয়ন করা হয়।

৭. চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে আমরা কর ও ভরতুকির প্রভাবও বিশ্লেষণ করিতে পারি। যে-কোন একটি ভোগ্যদ্রব্যের উপর বিক্রয় কর চাপান হইলে ইহার যোগান রেখাটি উপরের দিকে ( অর্থাৎ, বাঁদিকে ) স্থান পরিবর্তন করে। ফলে দ্রব্যটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পায়। তবে বাজার-দাম কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা মূলত নির্ভর করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। দ্রব্যটির চাহিদা যতই স্থিতিস্থাপক হইবে ভোক্তার করের বোঝা ততই কম হইবে।

## পরিশিষ্ট ক

### কৃষিজ পণ্যের দাম সম্পর্কে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ ( Further Analysis of Agricultural Prices )

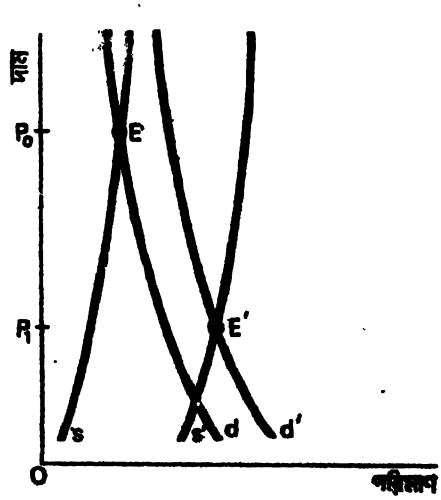
এই অধ্যায়ে কৃষিজ দ্রব্যের দাম লইয়া সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। এই পরিশিষ্ট অংশে কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইবে। কৃষি হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কারণ একটি কৃষিজ পণ্যের দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। আলোচনার সুরুতে কৃষিজ পণ্যের বাজারের দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে :

**(১) অস্থিতিস্থাপক যোগান :** প্রথমত, কৃষিজ পণ্যের যোগান শুধুমাত্র দামের উপর নির্ভর করে না সময়ের উপরও নির্ভর করে। ফলে দামের বৃদ্ধিতে যোগান বিশেষভাবে সাড়া দেয় না। এই কারণে কৃষিজ দ্রব্যের যোগান রেখা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়।

**(২) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা :** দ্বিতীয়ত, কৃষিক্ষেত্রে সাধারণত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য—যেমন শিল্পে ব্যবহৃত হয় এইরূপ কাঁচামাল—উৎপাদিত হয়। এগুলির চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়। বস্তুত, কৃষিজ পণ্যের চাহিদার মূল্যানুগ ও আয়ানুগ উভয়প্রকার স্থিতিস্থাপকতারই সহগের মান এককের কম হয়।[১]

### কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা ( The Problems of Agriculture )

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রের সমস্যার উপর আলোকসম্পাত করা যায়। এখানে *E* হইল অতীতের কোন এক সময়ের চাহিদা ও যোগানের আসল ভারসাম্য। এখন ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। চাহিদাবৃদ্ধির অপর একটি কারণ হইল লোকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি। ইহার ফলে লোকে একই দামে অধিক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ভোগ করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হইবে। কিন্তু আয় বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না ( কারণ, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয় )। সুতরাং চাহিদা রেখা ডানদিকে সামান্য স্থান পরিবর্তন করে।




রেখাচিত্র ১২.১৫ : কৃষিপণ্যের দাম হ্রাস

অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রে নূতন কলাকৌশলের প্রবর্তনের ফলে বিগত কয়েক বছরে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে যোগান রেখা তীব্রভাবে ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। এক্ষেত্রে

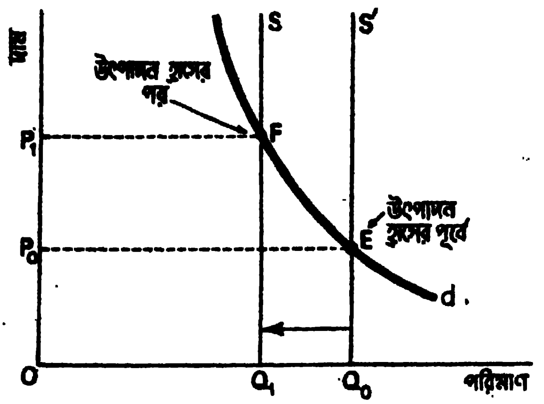
১. পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে এঞ্জেলের সূত্রের কার্যকরীতার ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান এককের কম হয়।

$E'$ বিন্দুতে ভারসাম্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং যেহেতু যোগান রেখার স্থান পরিবর্তন চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তনকে অতিক্রম করিয়া যায় সেহেতু ভারসাম্য দাম তীব্রভাবে হ্রাস পাইয়াছে।[১] ফলে কৃষকদের মোট আয়ও হ্রাস পাইয়াছে। অর্থাৎ, কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কৃষকগণ ব্যতীত সমাজের আর সকলেই উপকৃত হইয়াছে।

কৃষির এই দীর্ঘকালীন গতিধারাকে পরিবর্তন করিবার জন্য এবং কৃষিজ পণ্যের দামে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য বিভিন্ন দেশে সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আমরা এইরূপ তিন প্রকারের ব্যবস্থা লইয়া আলোচনা করিতে পারি।

## (ক) উৎপাদনসীমা নির্ধারণকারী কর্মসূচী ( Crop Restriction Programme )

যদি কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে উৎপাদন হ্রাসের মাধ্যমে প্রতিটি কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা যায়। ধরা যাউক, কোন দেশের ১০০০ জন কৃষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে একটি দ্রব্যের মোট উৎপাদন হইল ১০,০০০ একক। অর্থাৎ, গড় উৎপাদন হইল ১০ একক। দ্রব্যটির বাজার-দাম হইল একক প্রতি ৪ টাকা। ফলে প্রতিটি কৃষকের গড় মোট আয় হইবে ১০ × ৪ = ৪০ টাকা। এখন যদি সরকার আইনের বা আদেশ-নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে দ্রব্যটির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১০,০০০ একক হইতে হ্রাস করিয়া ৯০০০ একক করে তাহা হইলে দ্রব্যটির বাজার-দাম ৪ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ টাকা হইতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কৃষককে ৯ এককের অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ, তাহাদের জমির একাংশ অন্য কোন শস্যের উৎপাদনে নিয়োগ করিতে হইবে। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের প্রত্যেকের আয় ৪০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫ টাকা হইবে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। দ্রব্যটির উৎপাদন $Q_0$ হইতে হ্রাস করিয়া $Q_1$ করা হইলে উহার বাজার-দাম $P_0$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $P_1$ হইবে। ফলে কৃষকদের মোট আয় ৪০,০০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫,০০০ টাকা হইবে। এক্ষেত্রে কৃষকদের আয় $OP_0EQ_0$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $OP_1FQ_1$ হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।[২] অবশ্য ইহার জন্য একটি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন : কৃষিজ পণ্যের যোগান রেখাকে অস্থিতিস্থাপক হইতে হইবে।[৩]



রেখাচিত্র ১২.১৬ : উৎপাদন হ্রাস কর্মসূচী

## (খ) সমর্থন দাম ( Support Price )

একটি বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে এই একই ফল অর্জন করা যায়। সরকার খোলা বাজার হইতে একটি দ্রব্যের একাংশ ক্রয় করিয়া দ্রব্যটির বাজার-দাম ও কৃষকদের আয়-হ্রাস রোধ করিতে সমর্থ হইবে। উপরের রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা দেখান হইল। এখানে সরকারী হস্তক্ষেপ না থাকিলে দ্রব্যটির বাজার-দাম হইত $OP_0$ এবং কৃষকদের মোট আয় হইত

---

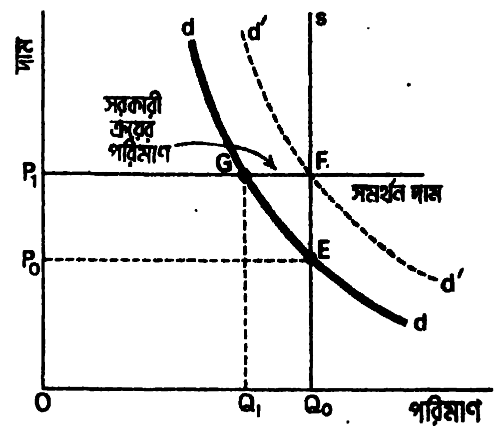
১. "Certainly a shift in supply that outstrips the shift in demand must lead to a *downward trend of market prices.*' Paul Samuelson

২. যদি কোন বৎসর কোন একটি দ্রব্যের মোট উৎপাদন আশাতীত হয় এবং ইহার ফলে ইহার দামহ্রাসের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সরকার দ্রব্যটির একাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে অথবা ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে খাদ্য সহায়তা ( food aid ) হিসাবে প্রেরণ করে। তাহাদের নিজেদের কৃষকগণকে উৎসাহ প্রদান করাই হইল ইহার মূল উদ্দেশ্য, স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করা নয়। এই প্রসংগে অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের এই মন্তব্যটি উল্লেখ্য :

*"To guarantee a price higher than the free market would dictate, government must purchase the gap between supply and demand at the support price, storing the difference or dumping it abroad."*

৩. *"If the demand for farm products is inelastic rather than elastic, then a program of*

$OP_oEQ_o$। কিন্তু সরকার যদি দ্রব্যটির একাংশ বাজার হইতে ক্রয় করে তাহা হইলে চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে ($dd'$)। ফলে দ্রব্যটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পায় ($OP_1$) এবং কৃষকগণ $P_o P_1FE$ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে। এক্ষেত্রে $GF$ হইল সরকারী ক্রয়ের পরিমাণ। ইহার ফলেই দ্রব্যটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পায়।

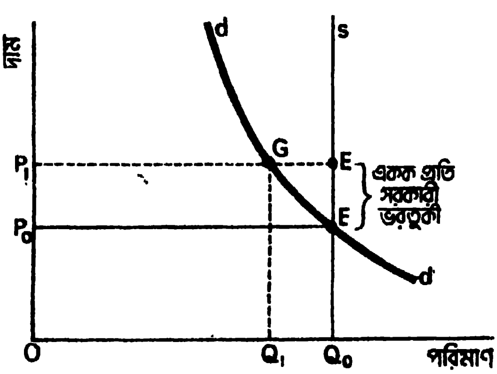



রেখাচিত্র ১২.১৭: সমর্থন দাম

পূর্বের রেখাচিত্রে সরকার আইনের মাধ্যমে দ্রব্যটির উপাদান হ্রাস করিতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে সরকার দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া ইহার দামবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ভারতের ন্যায় দেশে এই ধরনের সরকারী হস্তক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়।

## (গ) ভরতুকি ( Subsidy )

পরিশেষে আমরা সরকারী ভরতুকির কথাও উল্লেখ করিতে পারি। ইহার ফলে ভোক্তারা স্বল্পদামে একটি দ্রব্য ভোগ করিতে পারে এবং স্বল্পদামে একটি দ্রব্য বিক্রয় করিলে কৃষকদের যে লোকসান হয় তাহা সরকার ভরতুকি প্রদানের মাধ্যমে পূরণ করিয়া দিতে পারে। যেমন ধরা যাউক, একটি দ্রব্যের মোট উৎপাদন হইল ১০,০০০ একক। ইহার দাম যদি একক প্রতি ৬ টাকা হয় তাহা হইলে ভোক্তারা মাত্র ৮,০০০ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মোট উৎপন্নের একাংশ অবিক্রীত হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এখন সরকার যদি একক প্রতি ২ টাকা করিয়া ভরতুকি প্রদান করে তাহা হইলে ভোক্তারা ৪ টাকায় দ্রব্যটি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। এই দামে তাহারা দ্রব্যটির সমগ্রটাই ভোগ করিবে। ইহার ফলে কৃষকদের মোট আয় (৮,০০০×৬) ৪৮,০০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া (১০,০০০×৬) ৬০,০০০ টাকা হইবে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে এই ধরনের একটি কার্যসূচীকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম $OP_1$ হইলে মাত্র $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হইবে। কিন্তু দ্রব্যটির দাম হ্রাস করিয়া $OPo$ করা হইলে ভোক্তারা দ্রব্যটির সমগ্র অংশই ভোগ করিবে। এক্ষেত্রে ভোক্তাদের নিকট দ্রব্যটির দাম একই ($OPo$) থাকিবে। কিন্তু কৃষকদের নিকট দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইবে ($OP_1$)। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সরকারকে একক প্রতি $EF$ পরিমাণ ভরতুকি প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ভোক্তাদের এবং পরোক্ষভাবে কৃষকদের সাহায্য করিতে হইবে। ফলে সরকারকে $PoP_1FE$ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। অর্থাৎ, কৃষকদের সহায়তা করিবার জন্য করদাতাদের উপর চাপ সৃষ্টি হইবে।[১]




রেখাচিত্র ১২.১৮: ভরতুকি

### পরিশিষ্ট খ

## শেয়ার বাজারের উপর একটি টীকা ( A Note on the Stock Market )*

যে কোন দেশের অর্থসংক্রান্ত বাজারকে ( the financial market ) সাধারণত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—অর্থের বাজার ( the money market ) এবং মূলধনের বাজার ( the capital

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য Beardshaw : *Economics* গ্রন্থটির ১২ নম্বর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম. ( অনার্স ) পরীক্ষায় প্রায়ই এই বিষয়টির উপর প্রশ্ন দেওয়া হয় বলিয়া ... অন্য কোর্সের ছাত্রছাত্রীগণ বিষয়টি বাদ দিতে পারে।

market)। অর্থের বাজার স্বল্পকালীন ঋণপত্র ( short-run credit instruments ) লইয়া কেনাবেচা করে। এইগুলির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল চেক, হুণ্ডি, বিনিময়ের বিল (bills of exchange), প্রতিজ্ঞাপত্র ( promissory notes ), ইত্যাদি। এইগুলি স্বল্প সময়ের—সাধারণত এক বৎসর অপেক্ষা কম সময়ের জন্য বৈধ থাকে। অর্থের বাজারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবস্থা ( the commercial banking system)। ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকেও—যেমন বিনিয়োগ কোম্পানী, বেসরকারী ঋণপ্রদানকারী সংস্থা ও ব্যক্তি, ইত্যাদি—অর্থের বাজারের অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়। শুধু তফাৎ হইল এই যে এই সংস্থাগুলি সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে পড়ে না। অপরদিকে মূলধনের বাজার বণ্ড, স্টক, শেয়ার, বাড়ী বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি গচ্ছিত রাখার দলিল ( mortgages ) ইত্যাদি দীর্ঘকালীন ঋণপত্র লইয়া লেনদেন করে। এই সকল ঋণপত্রগুলি এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য বৈধ থাকে।[1] আবার কতকগুলি ঋণপত্রের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ (fixed maturity date) নাই যেমন কনসোল (consoles[2])। অবশ্য অর্থের বাজারের সহিত মূলধনের বাজারের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত অর্থের বাজারের সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বাজার, দ্রব্যের বাজার, বীমা এবং ধাতুর বাজারের ( bullion[3] markets ) সহিতও যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে, কারণ প্রতিটি বাজারকেই অর্থ লগ্নী করিবার জন্য অর্থাৎ ঋণের জন্য অর্থের বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়।

মূলধনের বাজারকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়: নূতন প্রচারের বাজার ( the new issue market ) এবং শেয়ারের বাজার ( the stock market )। প্রথম বাজারটি নূতন নূতন কোম্পানীর শেয়ার লইয়া অথবা নূতন শেয়ার লইয়া কেনাবেচা করে। অপরদিকে শেয়ার বাজার ঋণের পুরাতন নিদর্শনপত্র ( second hand security ) লইয়া কারবার করে।[4] এই নিদর্শনপত্র সরকারী নিদর্শনপত্র বা স্টক ( stock )[5] ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাপত্র ( shares ) উভয়ই হইতে পারে। সংভার-বিনিময়কেন্দ্র (the stock exchange) হইল এমন একটি বাজার যেখানে নিদর্শনপত্রের ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের ভাষায়, শেয়ারবাজার হইল জনগণের ধনতন্ত্র ( people's capitalism ), কারণ এই বাজারে যে কোন ব্যক্তিই সমাজের মূলধন কেনাবেচায় অংশ গ্রহণ বা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

প্রতিটি মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় একটি করিয়া শেয়ার বাজারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের ন্যায় বৃহৎ একটি দেশে অবশ্য বহুসংখ্যক শেয়ার বাজার আছে। বস্তুত, ভারতের চার মহানগরীতে—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে একটি করিয়া শেয়ারের বাজার আছে। এই শেয়ার বাজারের মাধ্যমেই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের মূলধনে একটি মোট অংশ সংগ্রহ করে। এখন এই বাজার লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।[6]

---

১. "*A money market* is a center where short-run credit instruments such as treasury bills and certificate, short-run promissory notes of business, and bankers' acceptances are bought and sold. It is thus distinguished from the *capital market*, which deals with long-run instruments such as bonds, stocks and mortgages." M. H. Spencer : *Contemporary Economics*

২. ইহা হইল এমন এক ধরনের বণ্ড যাহা অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রচার ( issue ) করা হয়।

৩. Bullion শব্দটির অর্থ হইল স্বর্ণ বা রৌপ্যের পিণ্ড বা বাট।

৪. "The Stock Exchange is a market for second hand securities." L. Hobday : *Economics*

৫. সাধারণত ঋণের দীর্ঘকালীন সরকারী নিদর্শনপত্রকে gilt-edged securities বলা হয়।

৬. আমরা দুইটি কারণে বাজারের আচরণ বিশ্লেষণ করি। প্রথমত ইহা হইল একটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উদাহরণ যে বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা দাম নির্ধারিত। দ্বিতীয়ত, ইহা হইল একটি ফটকা বাজার যে বাজারে দামের তীব্র হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং বিনিয়োগকারীদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

**কেন বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার ও স্টক ক্রয় করেন ( Why do investors buy stocks and shares )**

বিনিয়োগকারীগণ সাধারণত তিনটি কারণে শেয়ার বা স্টক ক্রয় করিয়া থাকেন। এই তিনটি কারণ নিয়ে ব্যাখ্যা করা হইল :

**(১) কোম্পানীর মালিকানাপত্র ক্রয় করিলে লভ্যাংশ ( dividends ) অর্জন করা যায় :** লভ্যাংশ হইল কোম্পানীর মুনাফা হইতে শেয়ারের মালিকগণকে প্রদেয় অর্থ। ইহাকে সাধারণত নিদর্শনপত্রের আর্থিক মূল্য অথবা সমতা মূল্যের ( nominal or par value of security ) শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। ইহা হইল নিদর্শনপত্রটির আসল মূল্য—অর্থাৎ যে মূল্য দিয়া ইহাকে ক্রয় করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি শেয়ারের সমতা মূল্য ১ টাকা হয় এবং ইহার উপর ১০ পয়সা লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তাহা হইলে শতাংশের হিসাবে লভ্যাংশ হইল—

$$\frac{১০}{১০০} \times ১০০ = ১০\%$$

$$\text{সুতরাং লভ্যাংশের শতাংশ} = \frac{\text{লভ্যাংশ}}{\text{নিদর্শনপত্রের সমতা মূল্য}} \times ১০০।$$

**(২) একটি নিদর্শনপত্র হইতে একটি প্রতিদান ( yield ) লাভ করা যায় :** ইহা লভ্যাংশ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা দ্বারা শেয়ারের মালিকরা প্রকৃত কত টাকা পাইয়া থাকেন তাহা দেখান হয়। নিদর্শনপত্রটির বাজার-দাম বা বর্তমান মূল্য দ্বারা লভ্যাংশকে ভাগ করিয়াই ইহাকে নির্ধারণ করা হয় :

$$\text{প্রতিদান} = \frac{\text{নিদর্শনপত্রের সমতা মূল্য}}{\text{নিদর্শনপত্রের বাজার মূল্য}} \times \text{লভ্যাংশ ( শতাংশের হিসাবে )।}$$

ধরা যাউক, একটি শেয়ারের সমতা মূল্য হইল ১ টাকা এবং ইহার উপর ১০ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এখন যদি শেয়ারটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা হয় তাহা হইলে :

$$\text{প্রতিদান} = \frac{১০০}{২০০} \times ১০ = ৫ \text{ শতাংশ।}$$

**(৩) নিদর্শনপত্রটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইতে পারে :** একটি শেয়ারের বাজার-দাম যে সর্বদা ইহার আসল বা সমতা দামের সমান হইবে এমন কোন কথা নাই। যে শেয়ারটি কিছুকাল পূর্বে ১ টাকা দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে আজ তাহার বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা হইতে পারে। সুতরাং এই শেয়ারটি অধিক দামে বা প্রিমিয়মে বিক্রয় করিয়া শেয়ারের মালিক অর্থ লাভ করিতে পারেন। এই লাভকেই আমরা মূলধনী লাভ ( capital gain ) আখ্যা দিয়া থাকি। অপরদিকে শেয়ারটির দাম ১ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৫০ পয়সাও হইতে পারে। এক্ষেত্রে ইহাকে অল্প দামে—অর্থাৎ ডিস্কাউন্ট দিয়া—বিক্রয় করিতে হইবে এবং ইহার ফলে যে লোকসান হইবে তাহাকে মূলধনী লোকসান ( capital loss ) বলা হয়।

**(৪) শেয়ার ক্রয় করিয়া কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায় :** পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আর একটি কারণে শেয়ার ক্রয় করা হয়। ইহা হইল কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। যদি অবশ্য সাধারণ শেয়ার ( ordinary shares ) ক্রয় করা হয় তবেই ইহা সম্ভব, কারণ সাধারণ শেয়ার ক্রয় করিয়া একজন শেয়ারের মালিক কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনের ব্যাপারে ভোটদানের অধিকার অর্জন করেন। সুতরাং যদি একটি কোম্পানী অপর একটি কোম্পানীর মালিকানা হস্তগত করে তাহা হইলে সাধারণ শেয়ার ক্রয় করা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

**শেয়ারের দালাল ও শেয়ার ব্যবসায়ী ( Stock brokers and Stock jobbers )**

যে-কোন শেয়ারের বাজারে দুই ধরনের শ্রেণী বা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যবসায়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত শেয়ার দালালের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা ইহাদের মক্কেলগণের হইয়া

শেয়ার ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে শেয়ার ক্রয় করেন এবং ইহার জন্য ইঁহারা কমিশন পাইয়া থাকেন। কেহ যদি একটি বিশেষ কোম্পানীর যেমন Tata Chemicals-এর শেয়ার ক্রয় করিতে চান তাহা হইলে এই শেয়ার ক্রয়ের একজন দালালের সংস্পর্শে আসিতে হইবে এবং এই দালাল এমন একজন শেয়ার ব্যবসায়ীর নিকট যাইবেন যিনি এই কোম্পানীর শেয়ার লইয়া কারবার করেন।

অপরদিকে একজন শেয়ার ব্যবসায়ী হইলেন একজন ফটকাকারবারী (speculator)। তিনি নিজের হইয়াই শেয়ার ক্রয় করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল স্বল্পদামে শেয়ার ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে অধিক দামে শেয়ারটি বিক্রয় করা। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার পূর্বাভাস যদি সঠিক হয় তাহা হইলে তাঁহার মূলধনী লাভ হইবে, নতুবা মূলধনী ক্ষতি হইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শেয়ার বাজারে দালালগণ অপেক্ষা ইঁহাদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ-সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

## বুল, বিয়ার ও স্টাগ (Bulls, bears and stags)

শেয়ার ব্যবসায়ী—অর্থাৎ ফটকাকারবারীগণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—বুল, বিয়ার ও স্টাগ। বুল হইলেন এমন ফটকাকারবারী যিনি শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন এবং ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধির আশায় নিজের শেয়ার ধরিয়া রাখেন। অপরদিকে বিয়ার হইলেন এমন একজন ফটকাকারবারী যিনি ভবিষ্যতে মূল্যহ্রাসের আশংকায় শেয়ার বিক্রয় করেন। পরিশেষে স্টাগ হইলেন এমন একজন কারবারী যিনি নূতন শেয়ার ক্রয়ে বিশেষীকরণ করেন। তিনি আশা করেন যে বহুসংখ্যক লোক শেয়ারটি ক্রয় করিতে আগ্রহী হইবেন বলিয়া কিছু লোকের অতৃপ্ত থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে শেয়ারটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং এখন যতগুলি সম্ভব শেয়ার ক্রয় করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ইহাদের বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হইবে।

এই তিন ধরনের শেয়ার ব্যবসায়ীগণ একজোট হইয়া শেয়ারের দামে ভীষণ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একদল বিয়ার একত্র একযোগে একটি বিশেষ শেয়ার বিক্রয় করিতে এবং ইহার দ্বারা ইহার দাম হ্রাস করিতে পারেন। ইহার পর তাঁহারা নিজেরাই স্বল্পদামে ঐ একই শেয়ার পুনরায় ক্রয় করিতে পারেন। ইহার ফলে তাঁহাদের লাভ হইবে। এইভাবে কৃত্রিমভাবে শেয়ারের দাম হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইবার জন্য ফটকাকারবারীদের অনেক সময় সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়।

## শেয়ারের দামে হ্রাসবৃদ্ধি (Movements in share prices)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে একটি শেয়ারের সমতা (বা আসল) মূল্য ইহার প্রকৃত বা বাজার মূল্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। একটি শেয়ারের বাজার-দামে প্রতি নিয়ত—প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি দিন—হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যে-কোন দ্রব্যের মত একটি শেয়ারের বাজার-দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি কোন একটি শেয়ারের চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলে ইহার বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে।

শেয়ারের চাহিদা ও যোগান অবশ্য বহু বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

(১) প্রথমত, কোম্পানীর বার্ষিক ফলাফল দ্বারা ইহার শেয়ারের চাহিদা নির্ধারিত হয়। একজন ব্যক্তি কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবার পূর্বে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সযত্নে পরীক্ষা করিবেন:

(ক) কোম্পানীর মূলধনী হিসাব বা ব্যালান্স সীট;

(খ) গত বৎসর কোম্পানীটি কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিয়াছে এবং

(গ) এই মুনাফার কি পরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ারের মালিকগণের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। শেয়ার ক্রয়ের সময় ইহার প্রতিদানের (yield) কথাও বিবেচনা করা হয়।

(২) দ্বিতীয়ত, একটি কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্ক সংবাদপত্রের কোন রচনা, প্রবন্ধ এবং বাজারের গুজবও ইহার শেয়ারের চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। –উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি সংবাদপত্র

হইতে জানিতে পারি যে একটি কোম্পানী বিদেশের বাজারে একটি দ্রব্য রপ্তানির ব্যাপারে একটি বৃহদাকারের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে তাহা হইলে কোম্পানীটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে—অর্থাৎ ইহার মুনাফা অর্জন সম্ভাবনা সম্পর্কে—সকলেই আশাবাদী হইবেন এবং ইহার শেয়ারের চাহিদা ও বাজার-দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে।[১]

(৩) তৃতীয়ত, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও শেয়ার বাজারকে প্রভাবান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ, দেশে বেকারত্বের শতকরা হার, মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার, শ্রম-সম্পর্ক ইত্যাদি অর্থনৈতিক নির্দেশকগুলি যদি আপেক্ষিকভাবে সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে অনেকেই শেয়ার ক্রয় করিবেন। আবার দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থাও শেয়ার ক্রয়ের ইচ্ছাকে প্রভাবান্বিত করে। কতকগুলি আন্তর্জাতিক বিষয়ও—যেমন তৈল সংকট, যুদ্ধ, ইত্যাদি—শেয়ারের চাহিদাকে পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

## শেয়ার বাজারের সুবিধা ও অসুবিধা ( The advantages and disadvantages of the Stock Exchange )

শেয়ার বাজার হইল একটি ফটকা বাজার ( speculative market )। এই কারণেই অনেকেই এই বাজারের সমালোচনা করিয়া থাকেন। এই বাজারে ফটকা ব্যবসায়ীগণ নিজেদের সুবিধার জন্য —অর্থাৎ মুনাফার অংককে বৃদ্ধি করিবার জন্য শেয়ারের দামে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারেন। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে বহু সময়েই কৃত্রিমভাবে শেয়ারের দাম বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ঠিক পরবর্তী মুহূর্তেই—অর্থাৎ যে মুহূর্তে ফটকাকারবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে—শেয়ারের দাম ভীষণভাবে হ্রাস পাইয়াছে। বস্তুত, ১৯২৯ সালে সারা বিশ্বব্যাপী যে মন্দার সৃষ্টি হয় তাহার মূল কারণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজার ( যাহার নাম হইল wall street ) ভাঙিয়া পড়া।[২]

অবশ্য শেয়ার বাজারের সমর্থকগণ কখনই অস্বীকার করেন না যে শেয়ার বাজার মুনাফা লাভের জন্য ফটকাকারবার সর্বদাই চলিয়া থাকে। তবে তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে শেয়ার বাজারের লেনদেনকেই বৈধ ( valid ) এবং প্রকৃত বিনিয়োগ ( genuine investment ) বলিয়া গণ্য করা যায়। শুধুমাত্র মুনাফালাভের জন্যই এই সকল লেনদেনকার্য সম্পাদিত হয় না। বস্তুত, শেয়ার বাজার বহু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এ-সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) প্রথমত, শেয়ার বাজার হইল এমন একটি বাজারে যে বাজার ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ একে অপরের সহিত সম্পর্ক ( contact ) স্থাপন করিতে পারেন। ইহার ফলে বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার ক্রয়ে আগ্রহী হন, কারণ তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা যখন ইচ্ছা শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন। এই কারণেই বলা হয় একটি দক্ষ শেয়ার বাজারের অস্তিত্ব থাকিলে শেয়ার-গুলি প্রায় নগদ টাকার মতই আকর্ষণীয় হইয়া পড়ে। যে-কোন সময় ইহাকে অর্থে রূপান্তরিত করা যায়।

(২) দ্বিতীয়ত, শেয়ার বাজারের অস্তিত্বের ফলেই সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির পক্ষে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। বিনিয়োগকারীগণ তখনই শেয়ার ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবেন যখন তাঁহারা এই আশ্বাস পান যে শেয়ারগুলি প্রয়োজন হইলে পুনরায় বিক্রয় করা যাইবে। বস্তুত, শেয়ার বাজারের অস্তিত্ব না থাকিলে ভারতের বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে মূলধনের অভাব বা সংকট বোধ করিতে হইত।

১. অপরদিকে যদি অবহেলার জন্য ও অন্যান্য কারণে একটি কোম্পানীতে দুর্ঘটনা ঘটে তাহা হইলে ইহার শেয়ারের চাহিদা ও দাম ভীষণভাবে হ্রাস পায়। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউনিয়ন কার্বাইডের ভূপালের কারখানায় গ্যাস নির্গমনের ফলে ২০০০-এর অধিক লোক প্রাণ হারায়। ফলে জনসাধারণের নিকট কোম্পানীটির প্রতিবিম্ব ( image ) সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহার ঠিক পরই কোম্পানীর শেয়ারের দাম ভীষণভাবে হ্রাস পায়।

২. J. K. Galbraith : *The Great Crash*

(৩) তৃতীয়ত, শেয়ারের দালাল ও শেয়ার ব্যবসায়ীগণ শেয়ারের দামে স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে সহায়তা করেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি বিশেষ শেয়ারের দাম হ্রাস পাইতে থাকে তখন সকলেই মনে করেন যে শেয়ারটির দাম ক্রমাগতই হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই আশংকায় তাঁহারা শেয়ারটি বিক্রয় করিতে থাকেন। কিন্তু একজন শেয়ার ব্যবসায়ীর বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে বলিয়া তিনি হয়ত মনে করিতে পারেন একটি শেয়ারের দাম ক্ষণিকের জন্য বা স্বল্পকালের জন্য হ্রাস পাইবে।[১] শীঘ্রই আবার ইহার দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ফলে যখন সকলেই শেয়ারটি বিক্রয়ে আগ্রহী তখন শেয়ার ব্যবসায়ীগণ শেয়ারটি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া ইহার মূল্যহ্রাস রোধ করিতে সহায়তা করিবেন। এই বক্তব্যটি বিপরীতভাবেও সত্য। সুতরাং বলা যায় যে শেয়ার ব্যবসায়ীগণ শেয়ারের দামের প্রবল হ্রাসবৃদ্ধি রোধ করিতে পারেন।

(৪) যদি একটি শেয়ারের কথা শেয়ার বাজারে উল্লিখিত হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে ইহা শেয়ারের বাজারের কর্তৃপক্ষ ( The Stock Exchange Council ) ইতিমধ্যেই ইহার সপক্ষে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানকার্য সম্পাদন করিয়াছে। সুতরাং কোম্পানীটির বাস্তবে অস্তিত্ব আছে ধরিয়া লইয়া সকলেই নিঃসন্দেহে ইহার শেয়ার ক্রয় করিতে পারেন।

(৫) পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একটি শেয়ার বাজার হইল একটি অর্থ উন্নয়নের আবহমানযন্ত্র ( a barometer of economic progress ) মাত্র। যদি *The Economic Times* সংবাদপত্রে দেখা যায় যে শেয়ার মূল্যের সূচক ( share price index ) ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে অর্থ-ব্যবস্থায় সকলেরই আস্থা আছে এবং ইহা হইল অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সু-নির্দেশক ( a good indicator )। অপরদিকে যদি এই সূচক যদি ক্রমাগত হ্রাস পায় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা হইল অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি কু-নির্দেশক ( a bad indicator )।[২]

## প্রশ্নাবলী

১. $X$ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখাকে নিম্নের সমীকরণ দুইটির সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

$$DD = y = 10 - x$$

$$SS = y = 1 + 2x$$

আরও ধরিয়া লও যে $S_t = f(P_{t-1})$। যদি দ্বিতীয় বৎসরে উৎপন্নের পরিমাণ $Q_s = 1$ হয় তাহা হইলে তৃতীয় বৎসরে $X$-দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণ কত হইবে ?

২. তিন দ্রব্যের—$X$, $Y$ এবং $Z$—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে নিম্নের তথ্যটি দেওয়া আছে :

$X$-এর ক্ষেত্রে $E_D = 2$

$Y$-এর ক্ষেত্রে $E_D = 1$

$Z$-এর ক্ষেত্রে $E_D = 0.75$

এখন ধরা যাউক প্রতিটি দ্রব্যের উপর ১৫ শতাংশ বিক্রয়কর চাপান হইল। গত বৎসর কর রাজস্বের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে $X$ দ্রব্য = ২০০ কোটি টাকা, $Y$ দ্রব্য = ১০০ কোটি টাকা এবং $Z$ দ্রব্য = ৩০০ কোটি টাকা। এই বৎসর সরকার বিক্রয়কর হইতে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এই তিনটি দ্রব্য হইতে ৭০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে চায়। তুমি এই অবস্থায় সরকারকে কি উপদেশ দিবে ?

৩. কেন কয়েকটি দ্রব্যের দাম অন্তর্নিহিতভাবে অস্থায়ী ?

---

১. বাস্তবে ভূপালের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর Union Carbide কোম্পানীর শেয়ারের বিশ্বব্যাপী দাম কিছু দিনের জন্য হ্রাস পায় কিন্তু পরে ইহা পুনরায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

২. বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য J. Harvey : *Basic Economics* ( MacMillan ) এবং লেখকের : *Economic Environment of Business* ( 2nd edn., New Central Book Agency, 1986 ) দ্রষ্টব্য।

৪. কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সমস্যার সমাধানে কোটা-ব্যবস্থার কার্যকারিতা ( effectiveness ) লইয়া আলোচনা কর।

৫. ভারত সরকার দ্রব্যাদির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য সর্বাধিক দাম ( price ceilings ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহা কেন ভারতের খাদ্যসমস্যাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে ?

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. **A. A. Achian & Allen :** ***Exchange and Production*** **( Wordsworth )**
2. **Ferguson :** ***Economic Analysis***
3. **Stigum and Stigum :** ***Economics***
4. **Miller :** ***Economics Today***

# ১৩ ব্যবসায় সংগঠন : ইহার আয়তন, স্থানীকরণ এবং রূপ

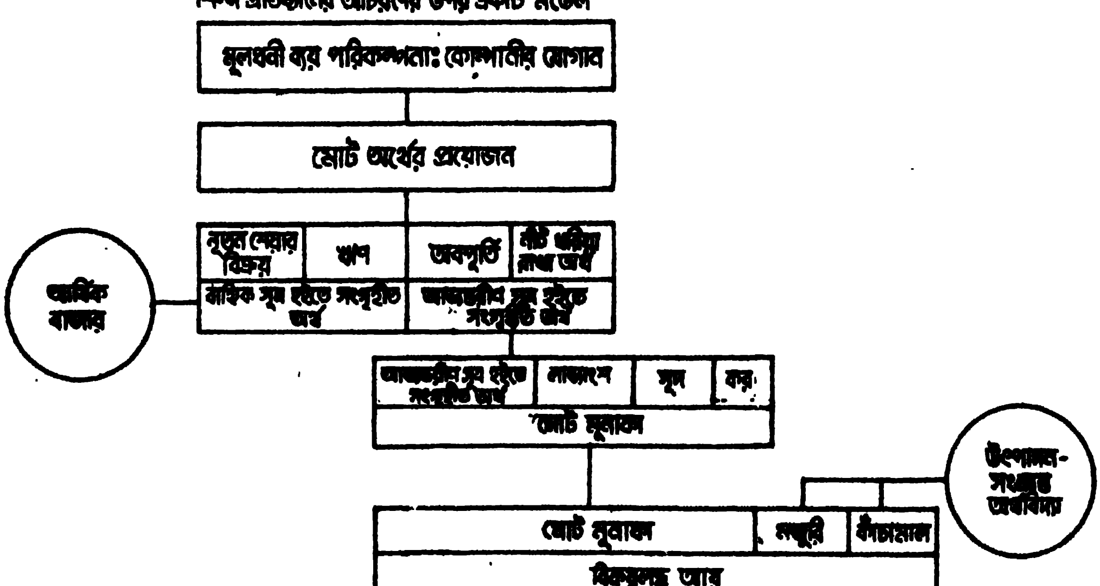
## ( The Business Organisation : Its Size, Location and Form )

*"Different models of company behaviour can be devised depending on which elements of reality are selected."* **D. Jackson** : *Introduction to Economics : Theory & Data*

এ-পর্যন্ত আমরা ভোক্তার আচরণ লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আচরণ লইয়া আলোচনা করিব। যেরূপ ভোগের একক হইল একটি পরিবার সেরূপ উৎপাদনের একক হইল একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান হইল এমন একটি একক ( technical unit ) যাহার মধ্যে উপকরণসমূহ চূড়ান্ত ( ভোগ্য ) দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজার হইতে উপকরণসমূহ—যেমন জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি—ক্রয় করিয়া ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে এবং এগুলি ভোক্তার গোষ্ঠীর নিকট বিক্রয় করিয়া মুনাফালাভের প্রচেষ্টা করে। সুতরাং মুনাফা সর্বাধিক করাই হইল একটি ফার্মের উদ্দেশ্য। অবশ্য এই উদ্দেশ্য যে সর্বদা সফল হইবে এমন কোন কথা নাই। মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে একটি ফার্মকে দক্ষ হইতে হইবে—অর্থাৎ ন্যূনতম ব্যয়ে একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে। একমাত্র উপকরণসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা উহাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই ইহা সম্ভব। এই কারণেই বলা হয় মুনাফা সর্বাধিক করার অপর একটি নাম হইল উৎপাদন-ব্যয়কে ন্যূনতম করা। ইহা একটি মুদ্রার দুইটি দিক মাত্র।

নিম্নে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি মডেল পেশ করা হইল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ হইল একটি অগ্রগামী দৃষ্টিসম্পন্ন অর্থনৈতিক একক ( a forward-looking economic entity )।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের আচরণের উপর একটি মডেল




রেখাচিত্র ১৩.১ : শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি মডেল

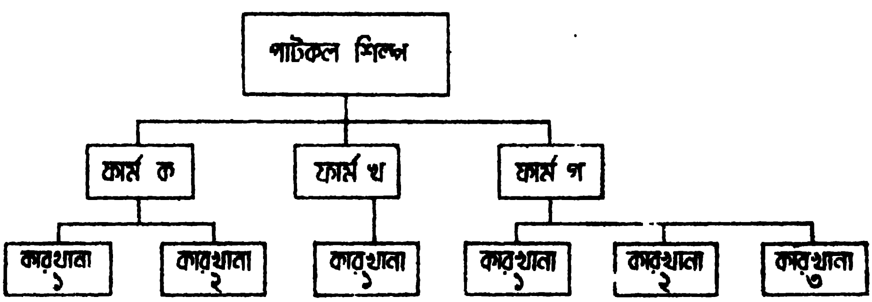
এই রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে প্রয়োজন হয় অর্থের। এই অর্থ সংগ্রহের দুইটি সূত্র আছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অর্থের বাজার ( financial market ) হইতে বাহ্যিক অর্থ ( external finance ) সংগ্রহ করিতে হয়। আবার মোট মুনাফার একটি মোট অংশ

পুনরায় বিনিয়োজিত হয়। ইহাই হইল আভ্যন্তরীণ অর্থের ( internal finance ) মূল সূত্র। এই অর্থ ব্যয় করিয়াই উপকরণসমূহ ক্রয় করা হয় এবং উহাদের ব্যবহারের দ্বারাই দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। ইহাই হইল উৎপাদনতত্ত্বের মূল কথা। এই সকল উৎপাদিত দ্রব্য ভোক্তাদের বিক্রয় করিয়া যে অর্থ অর্জিত হয় তাহাকে বিক্রয়লব্ধ আয় ( sales receipts ) বা আয় ( revenue ) বলা হয়। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ভোক্তার আচরণের ( consumer behaviour ) উপর নির্ভর করে।

বাস্তব জগতে আমরা বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই যাহারা জনসাধারণের সংগে কারবার চালাইয়া যায়—অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তে নানাবিধ দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করে। ব্যবসায় সংগঠন বলিতে আমরা সেই সকল সংগঠনকেই বুঝি মুনাফা সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে যেগুলির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে ব্যবসায় সংগঠন বলিতে আমরা সাধারণত বেসরকারী সংগঠনগুলিকেই বুঝি। পোস্ট অফিস, বীমা কোম্পানী, পানীয় জল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উদ্দেশ্য অবশ্যই মুনাফা সর্বাধিক করা নয়। এই কারণে এগুলি সরকারী ক্ষেত্রের ( public sector ) আওতায় পড়ে।

## ১৩.১ কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ( Plants, Firm and Industries )

আলোচনার সুরুতে কারখানা, ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। কারখানা হইল একটি শিল্পের উৎপাদন একক ( unit of production )। অপরপক্ষে একটি ফার্ম হইল ইহার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের একক ( the unit of ownership and control )। একটি শিল্প হইল একটি বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুতকারী ফার্মসমূহের গুচ্ছ ( collection ) মাত্র। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চটকল একত্রিত হইয়া সৃষ্টি করে পাটকল শিল্প। নিম্নের তালিকাটি দ্রষ্টব্য :




রেখাচিত্র ১৩.২ : শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্প

ধরা যাউক, পশ্চিমবঙ্গের পাটকল শিল্প মাত্র তিনটি ফার্ম লইয়া গঠিত। এখানে প্রথম ফার্মটির দুইটি কারখানা থাকিতে পারে। দ্বিতীয়টির মাত্র একটি এবং তৃতীয়টির তিনটি। যেমন, প্রথম ফার্মটি বজবজ ও নৈহাটি এই দুইটি স্থানে দুইটি কারখানা স্থাপন করিয়া পৃথক পৃথকভাবে পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। কোন ফার্মের মাত্র একটি কারখানা থাকিলে ইহাকে এক-কারখানাবিশিষ্ট ফার্ম ( single-plant firm ) বলা হয় আর যদি একাধিক কারখানা থাকে উহাকে বহু-কারখানাবিশিষ্ট ( multi-plant firm ) বলা হয়।

## ১৩.২ ফার্মের শ্রেণীবিভাগ ( The Classification of Firm )

আমরা নানাভাবে ফার্মের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আয়তনের ভিত্তিতে আমরা ফার্মকে তিন শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি—যেমন বৃহদায়তনের ফার্ম, মধ্যায়তনের ফার্ম এবং ক্ষুদ্রায়তনের ফার্ম। অবশ্য অর্থবিদ্যায় যাহা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল বাজারের প্রতিযোগিতার

প্রকৃতি ( the type of competition ) অনুসারে কার্যের শ্রেণীবিভাগ। এই পুস্তকের বহুসংখ্যক অধ্যায়েই আমরা এই শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিব। অবশ্য এই অধ্যায়ে আমরা ব্যবসায় সংগঠনের নৈতিক রূপ ( legal forms of business ) লইয়া আলোচনা করিব।

**১৩.৩ ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ**

পূর্বে ব্যবসায় সংগঠনের রূপ ছিল অতি সরল। তখন একজনের ব্যবসায় ছিল রীতি। ব্যবসায়ীকে স্বয়ং মূলধন যোগান দিয়া, জমিজায়গা-শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় সংগঠন করিতে হইত। উপরন্তু, তখন ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রে শুধু মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইত। বর্তমানে এই অবস্থা হইতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন শুধু একজনই ব্যবসায় পরিচালনা করে না, অনেকজন মিলিয়া যৌথভাবেও ব্যবসায় সংগঠন করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মুনাফা লাভ করা নয়। বর্তমানে পারস্পরিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সমবায়িক ভিত্তিতে এবং জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়া থাকে। ইহাদের ফলে ব্যবসায় সংগঠন যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান। একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনা।

**একমালিকী কারবার ( Single-owner Firm )**

একজন মালিকের কারবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায় সংগঠনের আদি রূপ এবং বর্তমানেও অধিকাংশ ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় এই পর্যায়ভুক্ত।

**গঠন :** ইহাতে মালিক নিজের জায়গায় ব্যবসায় করে অথবা ব্যবসায়ের জন্য জায়গা ভাড়া লয়, শ্রমিক নিয়োগ করে, নিজেই মূলধন যোগান দেয় অথবা মূলধনের একাংশ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি নিজে বহন করে। এই কারণে লাভলোকসানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মালিককে একাই বহন করিতে হয়।

**সুবিধা :** ব্যবসায়ের সকল দিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধান এই প্রকার কারবারেই সম্ভব। কারবার সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মালিক সর্বদা সতর্ক, মাত্র রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না।

**অসুবিধা :** কিন্তু একমালিকী কারবারে অনেক অসুবিধাও আছে। যাহার মূলধন যোগাইবার সামর্থ্য আছে তাহারই যে ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়ত, বর্তমান মালিকের হয়ত পরিচালনার যোগ্যতা আছে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর নূতন মালিকেরও যে পরিচালনার যোগ্যতা থাকিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এই কারণে একমালিকী কারবার অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৃতীয়ত, অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইলে একজনের পক্ষে তাহা যোগান দেওয়া বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই একমালিকী কারবার অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে।

**একমালিকী কারবারের সুবিধা-অসুবিধা**

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| ১। স্থাপন সহজসাধ্য | ১। সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহে অসুবিধা |
| ২। সহজ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা | ২। স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা |
| ৩। ব্যক্তিগত প্রভাবের আধিক্য | |

**অংশীদারী কারবার ( Partnership Firm )**

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি লাভক্ষতির অংশীদার হইতে স্বীকৃত হইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে থাকিলে উহাকে অংশীদারী কারবার বলে। অবশ্য সকলকে যে সমান অংশীদার হইতে হইবে

এমন কোন কথা নাই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং পেশায় বেলায় যেমন ডাক্তারি, ওকালতি, কোম্পানীর হিসাবনিকাশ ও উৎপাদনের ব্যয় নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, দুইজন ডাক্তার একটি চেম্বার ভাগ করিয়া লইতে পারেন, অথবা একসংগে ব্যবসা করিতে পারেন—যেমন কলিকাতার পার্ক স্ট্রীটের ত্রিবেদী ও রয়। এখন অংশীদারগণ কর্মঠ ( active ) অথবা সুপ্ত ( sleeping ) হইতে পারেন। তাঁহারা একটি আইনগত কাগজ ( deed of partnership ) সহি করেন যাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকে :

(১) প্রতিটি অংশীদার কতটা পরিমাণ মূলধন যোগান দিবে ;
(২) প্রতিটি অংশীদারের দায়িত্ব কতটা ;
(৩) তাহারা কিভাবে কোম্পানী হইতে টাকা তুলিতে পারে ;
(৪) কিভাবে মুনাফা ও লোকসান বন্টিত হইবে ;
(৫) নূতন অংশীদার গ্রহণের ব্যাপারে কি কি সর্তাবলী আরোপ করা হইবে।

**সুবিধা :** অংশীদারী কারবারও ব্যবসায় সংগঠনের অতি পুরাতন রূপ এবং ইহা একমালিকী কারবারের ত্রুটিগুলি হইতে অনেকাংশে মুক্ত। একজনের হয়ত মূলধন যোগাইবার সংগতি আছে, অপর একজনের ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা আছে। উভয়ে মিলিয়া কারবার করিলে উহা সফল হইবারই সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে পুরাতন মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, একমালিকী কারবার অপেক্ষা ইহা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে এবং ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিধির হইতে পারে। তৃতীয়ত, অডিটর এটর্নি প্রভৃতির ব্যবসায়ে অনেক সময় কিছু দায়িত্বশীল লোককে বাহিরে এবং কিছু লোককে ভিতরে কাজ করিতে হয় বলিয়া এইরূপ ব্যবসায় অংশীদারীর ভিত্তিতেই গঠিত হওয়া সুবিধাজনক।

**অসুবিধা :** অংশীদার কারবারেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, একজনের কুপরিচালনার ফল সকল অংশীদারকে ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, মাত্র দুই বা কয়েকজন অংশীদার মিলিয়া মূলধন যোগান দেয় বলিয়া উহা অধিকাংশ সময়ই যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। সুতরাং যে-ব্যবসায়ে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় অংশীদারী কারবার তাহার অনুকূল নহে। তৃতীয়ত, এইরূপ কারবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসীম দায়ের ( unlimited liability ) ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। ইহার ফলে কারবার ফেল পড়িলে উহার যদি কোন দেনা থাকে তাহা এক⋯র অংশীদারের নিকট হইতেই আদায় করা যাইতে পারে। ইহা অতি বিপজ্জনক ব্যবস্থা। এইজন্য লোকে অংশীদারী কারবারে সহসা যোগদান করিতে সাহসী হয় না। আজকাল অবশ্য অনেক সময় অংশীদারী কারবারের এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য অংশীদারদের দায় সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট ( limited ) করিয়া দেওয়া হয়। চতুর্থত, অংশীদারদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ মনোমালিন্যের ফলে কারবার বন্ধের দিকে যাইতে পারে। পরিশেষে, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে একজন অংশীদারের স্থান শূন্য হইলে তাহা পূরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

### অংশীদারী কারবারের সুবিধা-অসুবিধা

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| ১। ব্যবসায়-পরিচালনায় প্রতিভা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি | ১। অংশীদারগণের মধ্যে কর্তৃত্ব বণ্টন এবং মতবৈধতার ফলে স্থায়িত্বের হানি |
| ২। অংশীদারগণ কর্তৃক নিজেদের আর্থিক সম্পদকে একত্রীকরণ | ২। মৃত্যু বা অন্য কারণে একজন অংশীদারের অভাবে কারবারের ক্ষতি |
| ৩। কার্য সম্পাদনে গোপনীয়তা | ৩। অংশীদারগণের অসীম দায় |
| ৪। নূতন দক্ষ অংশীদার গ্রহণের সম্ভাব্যতা | |

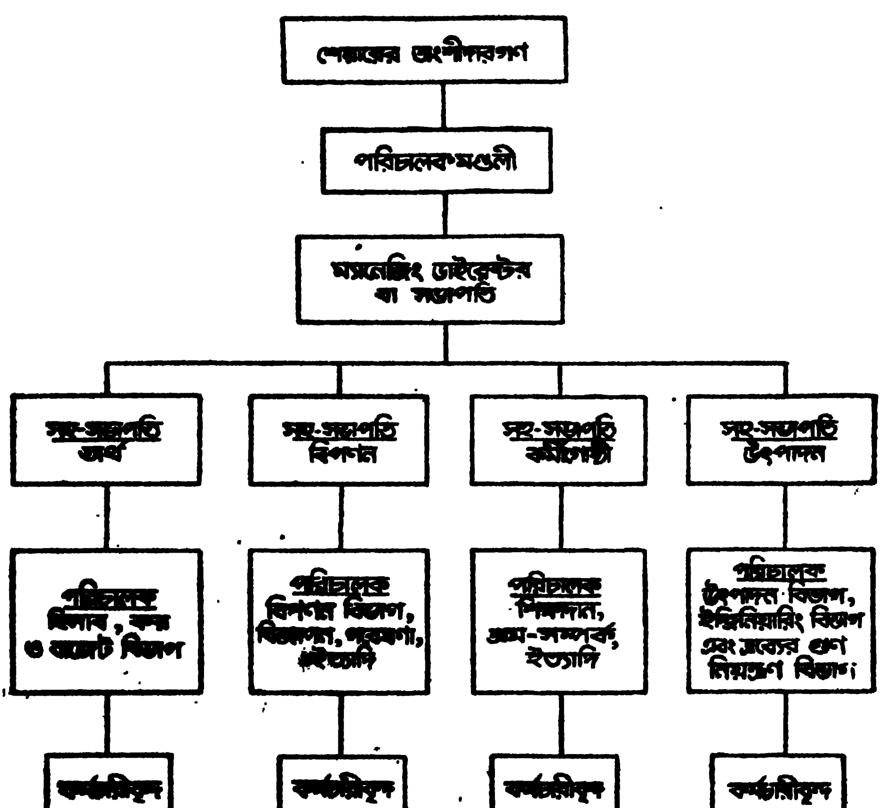
**যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ( Joint Stock Company )**

বর্তমান ব্যবসায় সংগঠনের যে রূপটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান। ইহা হইল একটি কৃত্রিম সংগঠন যাহাকে চোখে দেখা বা ধরা-ছোঁয়া যায় না এবং যাহা অশরীরী কিন্তু যাহার পশ্চাতে নৈতিক সমর্থন আছে এবং যাহা অনন্তকাল ধরিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া যায়। ইহার মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার।

**গঠন :** বহুসংখ্যক ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এইসব মূলধন প্রদানকারীকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ( shareholders ) বলা হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান অংশীদারগণের যৌথ কারবার হইলেও গঠিত বা রেজিস্ট্রীকৃত হইবার পর আইনের দৃষ্টিতে ইহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংস্থায় পরিণত হয়। ইহা সম্পত্তির মালিক হইতে পারে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে, আদালতে অভিযোক্তা এবং অভিযুক্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেও পারে। যৌথ মূলধনী কারবার পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট দেশের কোম্পানী আইনের ( Company Act ) দ্বারা।

মালিক অসংখ্য বলিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার থাকে অংশীদারগণের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত এক পরিচালকমণ্ডলীর ( Board of Directors ) উপর। পরিচালকমণ্ডলী নীতি-নির্ধারণ করে এবং উহারই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালিত হয়। নিম্নের ছকটি দেখ।

ছক ১৩.১ : যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কোম্পানী সংগঠন




**অসীম দায় :** পূর্বে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান অসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইত। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ততদিন পর্যন্ত যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই, কারণ লোকে স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রতিষ্ঠানের সামান্য নিষ্ক্রিয় অংশীদার হইয়া উহার সমগ্র দায়,

বহন করিতে চাহিত না। ১৮৫৫ সালে ইংল্যাণ্ডে সসীম দায়ের ( limited liability ) নীতি প্রবর্তিত হইলে এই অসুবিধাটি দূর হয়।

তখন হইতে অংশীদারদের দায় তাহাদের ক্রীত অংশ বা শেয়ারেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ, কোম্পানীর দেনার দায়ে অংশীদারকে তাহার ক্রীত শেয়ারের মূল্যের পরিমাণ অর্থই হারাইতে হইতে পারে, কোন ক্ষেত্রেই ইহার অধিক নহে।

| যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য |
|---|
| ১। সসীম দায় |
| ২। আইনগত মর্যাদা |
| ৩। মালিকানা হইতে নিয়ন্ত্রণের স্বতন্ত্রীকরণ |

**মূলধন সংগ্রহের পন্থা :** এই অংশ বা শেয়ার বিক্রয়ই যে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের প্রধান পন্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহাতে অনেকেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে পারে তাহার জন্য সমগ্র মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ( share ) বিভক্ত করা হয়। মোট মুনাফার পরিমাণ অনুসারে শেয়ারের উপর শতকরা হারে লভ্যাংশ ( dividend ) ঘোষণা করা হয়।

শেয়ার ছাড়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্চার ( debenture ) বিক্রয় করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করে। ডিবেঞ্চার হইল এক রকমের তমসুক ( bond ) যাহার বিরুদ্ধে কোম্পানীর সম্পত্তি ( assets ) জামিন থাকে এবং যাহার উপর কোম্পানীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। সুতরাং ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ কোম্পানীর মালিক নয়, মহাজন মাত্র। মহাজন বলিয়া কোম্পানীর মুনাফার উপর কোন অধিকার অথবা পরিচালনার সংগে কোন সম্পর্ক তাহাদের থাকে না।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সাধারণত দুই প্রকারের হয়: (১) অগ্রগণ্য শেয়ার ( preference shares ) এবং (২) সাধারণ শেয়ার ( ordinary or equity shares )। অগ্রগণ্য শেয়ার যাহারা ক্রয় করে, কোম্পানীর লাভ হইলে তাহাদেরই দাবি অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু তাহারা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় এবং কোম্পানীর পরিচালনায় তাহাদের বিশেষ কোন মতামত থাকে না।

সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে বলিয়া প্রতিষ্ঠানের উপর সাধারণ অংশীদারগণের ( ordinary shareholders ) নিয়ন্ত্রণও অধিক হয় এবং এই সাধারণ অংশীদারগণই সর্বাধিক ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে।

**যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ( Advantages of Joint Stock Companies ) :** যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহা ব্যতীত শিল্পবাণিজ্য বর্তমান উন্নত রূপ ধারণ করিত না। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসায়। যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতেই বৃহদায়তন ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়া সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে।

এরূপ কতকগুলি ব্যবসাবাণিজ্য আছে যাহাতে প্রচুর মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনিজ তৈল উত্তোলন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠিলে এগুলি রাষ্ট্রকেই পরিচালনা করিতে হইত। সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতটা করিয়া উঠিতে পারিত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপরন্তু, ব্যাংক-ব্যবসায়, বীমা-ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠান যত বৃহদায়তন হয় উহার মর্যাদা ও মুনাফা তত বাড়ে। ফলে প্রতিষ্ঠানও তত সফল হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানই এই সকল ব্যবসায়ের আয়তনের প্রসার সম্ভব করিয়াছে। একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার প্রভৃতির আয়তন প্রসারের পথে যে-প্রতিবন্ধকগুলি ছিল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হওয়ায় সেগুলি অপসারিত হইয়াছে। ফলে অভূতপূর্ব আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপও ( economies of scale ) ঘটিয়াছে।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান সমাজে নানাভাবে বিনিয়োগ-অভ্যাস ( investment habit ) গড়িয়া তুলে। প্রথমত, যাহাদের অর্থ আছে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনা করিবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা কোনটাই নাই, তাহারা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিয়া বিনিয়োগ করিতে পারে। দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে লোকের টাকা খাটাইতে আগ্রহ থাকে। ইহা ছাড়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া বিনিয়োগের ঝুঁকি ( risk ) কমিয়া যায়। বিনিয়োগকারী ইচ্ছামত শেয়ার বেচিয়া কমবেশী টাকা ফেরত পাইতে পারে। পরিশেষে, যাহাদের বেশী মূলধন আছে তাহাদের পক্ষে একই ব্যবসায়ে উহা বিনিয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া তাহারা তাহাদের ঝুঁকিকে ছড়াইয়া দিতে ( diffusion of risk ) পারে।

**স্থায়িত্ব :** স্থায়িত্ব যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের আর একটি গুণ। একমালিকী বা অংশীদারী কারবারের মত একজনের মৃত্যু হইলেই ব্যবসায় উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই কারণে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান দূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করিতে পারে, ব্যবসায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ব্যবসায় বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ক্ষুদ্র পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া পরিচালনা ব্যাপারে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

**যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা ( Disadvantages of Joint Stock Company ) :** যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা বা ত্রুটি দেখা যায়। অংশীদারগণ সংখ্যায় অধিক এবং ভাসমান প্রকৃতির বলিয়া পরিচালনার সহিত তাহাদের কোন যোগাযোগ থাকে না। অংশীদারেরা যেন হোটেলের অতিথি। হোটেল ভাল চলিতেছে কি মন্দ চলিতেছে তাহাতে যেমন অতিথিদের কোন আগ্রহ থাকে না, সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাইলেই তাহারা যেমন সন্তুষ্ট থাকে—তেমনি নিয়মিত লাভ্যাংশ পাইলেই অংশীদারগণ যথেষ্ট মনে করে। ইহার ফলে কোম্পানীর ভাগ্যনিয়ন্তা পরিচালকগণ নানা অসদুপায়ে নিজেদের স্বার্থসাধন করিবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ত, যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালনা তত্ত্বগতভাবে গণতান্ত্রিক হইলেও কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায়। তত্ত্বের দিক দিয়া সকল অংশীদারই পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে কতিপয় অংশীদার শেয়ারের অধিকাংশ হস্তগত করিয়া কারবারের পূর্ণ নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৃতীয়ত, পরিচালনার ভার অনেক সময় বেতনভুক্ ম্যানেজারের হস্তে অর্পণ করা হয় বলিয়া অংশীদারগণ ও পরিচালনার মধ্যে সম্পর্ক আরও দূর হইয়া পড়ে। বেতনভুক্ ম্যানেজার রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই চলে এবং ফলে পরিচালনা গতানুগতিক রূপ ধারণ করে। সুতরাং যে-সকল ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বেশী প্রয়োজন হয় যৌথ মূলধনী কারবার তাহাদের উপযোগী নয়।

**শ্রমিক-মালিক তিক্ত সম্পর্ক :** সাধারণ মালিক বা অংশীদারগণের সংগে পরিচালনার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া শ্রমিক-মালিকে সম্পর্কও মধুর হয় না।

**শেয়ার-হস্তান্তরের অসুবিধা :** শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতার যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। শেয়ার বিক্রয়যোগ্য বলিয়া লোকে ফটকা বাজারের কার্যে আগ্রহশীল হয়। ইহার ফলে দেশের সঞ্চয় উৎপাদনশীল কার্যের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। উপরন্তু, দেখা যায় যে লোকে ফটকা বাজারে লোকসান খাইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় সঞ্চয়কারীদের ঠকাবার জন্য ভুয়া কোম্পানী গড়িয়া উঠে। ইহাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লোকের বিনিয়োগ ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়।

**অন্যান্য ত্রুটি :** প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ, অপচয়, ব্যবসায়ের আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব, ইত্যাদি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ত্রুটি।

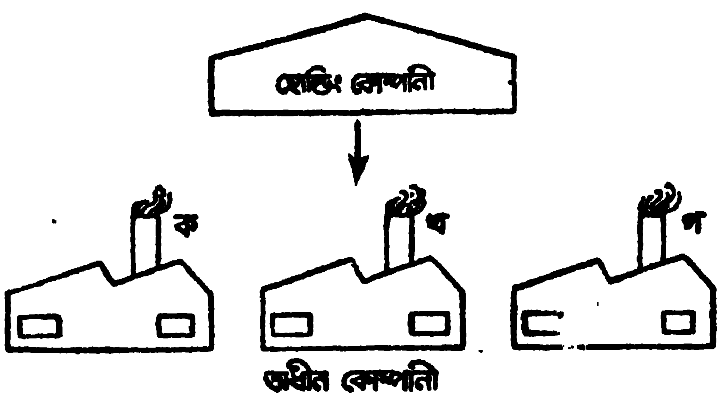
**উপসংহার :** তবুও বলা যায়, ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপের অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই বেশী। তাই ইহা প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

**হোল্ডিং কোম্পানী ( Holding Company ) :** যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অধীনে এক বা একাধিক 'অধীন কোম্পানী' ( subsidiary companies ) থাকিতে পারে। যে প্রতিষ্ঠানের অধীনে এইরূপ কোম্পানীসমূহ থাকে তাহাকে হোল্ডিং কোম্পানী বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধীন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন পদ্ধতি, বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে হোল্ডিং কোম্পানী বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকে। বহুক্ষেত্রে হোল্ডিং কোম্পানীগুলি শুধুমাত্র অন্যান্য কোম্পানীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং নিজেরা কোন দ্রব্যই উৎপাদন করে না। যেমন—ডানকান ব্রাদার্স।

উদাহরণের জন্য নিম্নের তালিকা দেখ :

| হোল্ডিং কোম্পানী | অধীন কোম্পানী |
|---|---|
| ১। ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী | (ক) এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ কোঃ লিঃ<br>(খ) এসিয়ান কেবলস্ করপোরেশন লিঃ<br>(গ) ফিলিপস্ কারবন ব্লাক লিঃ |
| ২। লারসেন এণ্ড টিউব্রো লিঃ | ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকসন কোম্পানী লিঃ |
| ৩। আই. সি. আই. লিমিটেড | ইণ্ডিয়ান একপ্লোসিভ লিঃ |

নিম্নের রেখাচিত্রটি দেখ :




যে-সকল প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে তাহাকে সাধারণত কার্যকরী কোম্পানী ( operating companies ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বস্তুত, একই কোম্পানী একাধারে হোল্ডিং কোম্পানী ও কার্যকরী কোম্পানী হইতে পারে। লারসেন এণ্ড টিউব্রো হইল কার্যকরী কোম্পানী এবং ইহা নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা একটি হোল্ডিং কোম্পানিও বটে, কারণ ইহা ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকসন কোম্পানী লিমিটেডের অধিকাংশ শেয়ারেরও মালিক।

অধীন প্রতিষ্ঠানগুলি যে একজাতীয় হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই—বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হোল্ডিং কোম্পানীর অধীনে থাকিতে পারে। বাজার হইতে কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বেশী অংশ কিনিয়া অথবা অধীনস্থ নূতন কোম্পানীর সৃষ্টি করিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান হোল্ডিং কোম্পানীতে পরিণত হয়।

**সুবিধা :** এইরূপ ব্যবস্থার কয়েকটি সুবিধা আছে : (ক) ইহাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকারী ও অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। (খ) মূলধনও চালাচালি করা যাইতে পারে—কোন প্রতিষ্ঠানের মূলধন অলস অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে অন্য প্রতিষ্ঠানে তাহা নিয়োগ করা সম্ভব হয়। এইজন্য এইরূপ জোটবাঁধা প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত কম মূলধনের অভাব ভোগ করে।

**অসুবিধা :** কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল যে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে একচেটিয়া আধিপত্যের উদ্ভব ঘটিতে পারে—একজাতীয় অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান একজোটে থাকিলে উৎপাদন হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে ভোক্তা ( consumer ) ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। আবার অধীন কোম্পানীর দুর্বলতা হোল্ডিং কোম্পানীর বিপদ টানিয়া আনিতে পারে এবং উহার বিপরীতও ঘটিতে পারে।

**সমবায় ( Co-operation )**

একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায় সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ ( capitalistic form ) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই সকল সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। ইহাদের ফলে সমাজজীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন, প্রচারকার্য প্রভৃতির জন্য প্রভূত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম প্রদান করিতে বাধ্য হয়, অকাম্য ও 'অপ্রয়োজনীয়' দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে, ইত্যাদি।

**সমবায়িক সংগঠনের প্রকৃতি :** একশ্রেণীর লেখকের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল ত্রুটি দূর করিবার উপায় হইল সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠন করা। সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত ব্যবসায়কে সমবায় সমিতি ( co-operative society ) বলা হয়।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সাধারণত দুই ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়—সরকারী ও বেসরকারী। বেসরকারী সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। অপরদিকে সরকারী সংস্থা, যাহার দুইটি উদ্দেশ্য থাকে : (ক) মুনাফা অর্জন ও (খ) জনসাধারণের সেবা করা। সমবায় সমিতি হইল এই দুই প্রতিষ্ঠানের একটি মধ্যবর্তী রূপ। ইহারা সাধারণত পারস্পরিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়।

**সংগঠন :** সমবায় সমিতি ইহার সভ্যগণ দ্বারাই পরিচালিত হয়। ইহার সদস্যগণ ইহার অংশ নিজেদের দ্রব্য ক্রয় বা অর্থ বিনিয়োগের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া লয়। যাহাদের শেয়ার আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া ভোট থাকে।

**বিভিন্ন রূপ :** সমবায় সমিতি প্রধানত তিন প্রকারের হয় :

**ক। ভোক্তাগণের সমবায় সমিতি ( Consumer Co-operatives ) :** ইহা সাধারণত খুচরা দোকান বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যেমন, আজকাল যে-কোন আবাসন সমিতির নিচেই একটি ছোট মুদিখানার দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্ল্যাটের সভ্যরাই ইহার মালিক।

**খ। উৎপাদকদের সমবায় সমিতি ( Producers' Co-operatives ) :** ইহা সাধারণ কৃষির ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন একটি ফসল খুব ভাল হয় তখন ইহার বাজার-দাম পড়িয়া যাওয়ার ও কৃষকদের আয় হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন এই সমিতি এই ফসলের একাংশ কিনিয়া মজুত করিয়া রাখে। পরে ইহার বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে ইহা বাজারে বিক্রয় করে। ইংল্যাণ্ডে বিপণন বাণিজ্যে ইহার প্রাধান্য দেখা যায়।

**গ। ঋণদান সমবায় সমিতি ( Co-operative Credit Societies ) :** ইহা সাধারণ কলেজ ও অফিসের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, কলিকাতার সিটি কলেজের অধ্যাপকগণ এরূপ একটি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের সঞ্চয়ের একাংশ ইহার নিকট জমা রাখেন। ইহা হইতে কম সুদে সভ্যদের ঋণ দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন রেলপথ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এমনকি কয়েকটি কলেজেও সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া গৃহ-নির্মাণ সমিতি ( Housing Co-operatives ), সেচ সমিতি ( Irrigation Co-operatives ), কৃষি সমবায় সমিতি ( Co-operative Farming Societies ) প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলি উৎপাদক-সমিতির মধ্যেই পড়ে।

**সমবায়ের উপযোগিতা :** সমবায়িক ব্যবসায়িক সংগঠন মানুষকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার উন্নতিসাধনের পথ নির্দেশ করে। ইহাতে যাহারা দরিদ্র, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া একমালিকী বা অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান খুলিতে পারে না তাহারা পরস্পরের সহিত সাম্যের ভিত্তিতে মিলিত হইয়া পরস্পরের আর্থিক স্বার্থসাধন করিতে পারে। এই কারণে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, ক্ষুদ্র ঋণ-ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমবায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। গৃহনির্মাণেও ইহার উপযোগিতা প্রমাণিত হইয়াছে।

কৃষির ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। ইহারা কৃষি-মূলধন ও বীজও সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সুবিধাও আছে : (ক) ইহারা গণতান্ত্রিক নীতি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। (খ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব দেখা যায়, কারণ সভ্যগণ ইহাকে নানাভাবে সমর্থন করে। (গ) ইহারা শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকে।

**সমবায়ের সীমাবদ্ধতা :** কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে এই সকল ক্ষেত্রেও সমবায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মূলে আছে সমবায়ের কয়েকটি স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা।

প্রথমত, অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ফলে সমবায়িক প্রতিষ্ঠানে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের ( economies of scale ) বিশেষ সুযোগ ঘটে না। দ্বিতীয়ত, সমবায় সংগঠনে পরিচালকগণের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকে না। অনেক সময়েই অযোগ্য ব্যক্তির হস্তেই পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। পরিশেষে, পারস্পরিক স্বার্থসাধনের নীতিকে বলবৎ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

## রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ( Public or Nationalised Enterprises )

কতকগুলি ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি ব্যবসাদারের পক্ষে মোটেই লাভজনক নয়। এ-সকল ক্ষেত্র দ্বারা যে দ্রব্যাদি ও সেবা সরবরাহ করা হয় সেগুলি সরকারই প্রদান করিয়া থাকে। সরকারই এগুলি সরাসরি প্রদান করিতে পারে অথবা পরোক্ষভাবে সরকারী করপোরেশনের সাহায্যে প্রদান করিয়া থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদির দায়িত্ব হইল সরকারের। ইহা ছাড়া, সরকার জল, বিদ্যুৎ, কয়লা, যানবাহন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সেবা সরবরাহ করিয়া থাকে।

**রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণের কারণ :** রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রতি আকর্ষণের কারণের তালিকা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে :

**(ক) স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবার :** যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, ইত্যাদির সরবরাহের ক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়। একই অঞ্চলে দুই-তিনটি কোম্পানী গ্যাস সরবরাহ করিলে অপচয় হইবার সম্ভাবনা থাকে।

**(খ) মূলধন-ব্যয় :** একমাত্র সরকারই বহুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ ও অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম। বৃহদায়তনের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য অথবা বাঁধের উন্নতির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা বেসরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে যোগাড় করা কঠিন। কিন্তু সরকার নানা ধরনের কর বসাইয়া বা নোট ছাপাইয়া অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া এই সকল ব্যয় সংকুলান করিতে পারে।

**(গ) জাতীয় গুরুত্ব :** কতকগুলি শিল্প যেমন প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা, বা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত বেসরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে তুলিয়া দেওয়া যায় না।

**(ঘ) অর্থনৈতিক ক্ষমতাহ্রাস :** অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাহাতে কেন্দ্রীভূত না হইতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজন কতকগুলি সংস্থাকে সরকারের হাতে তুলিয়া লওয়া। সম্ভবত এই কারণেই ১৯৬৯ সালে ভারতের ১৪টি ( পরে আরও ৬টি ) শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল।

(ঙ) বেকার-সমস্যা : সরকার প্রয়োজন হইলে একটি পড়তি শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কারখানাকে নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়া বেকার-সমস্যার অবরোধ করিতে পারে। যেমন, ভারতে সম্প্রতিকালে কয়েকটি চটকলকে জাতীয়করণ করিবার দাবি উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসারের ফলে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিবহণ ও সংসরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্য ( public utility services ) ছাড়াও অন্যান্য শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সপক্ষে ও বিপক্ষে—উভয় দিকেই যুক্তি বিশেষ প্রবল। তবুও কিন্তু দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মূলে আছে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার।

কতকগুলি ক্ষেত্র বেসরকারী ব্যবসায়ীগণের পক্ষে লাভজনক হয় না বলিয়া এই ক্ষেত্রগুলিতে সরকার সরাসরিভাবে বা ইহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাইতে হয়। যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। ইহা ব্যতীত বিদ্যুত বা জল-সরবরাহকারী স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারীর ( natural monopolies ) কথাও উল্লেখ করা যায়।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠান সরকারের কোন বিভাগ বা বোর্ড দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইতে পারে। যেমন, আমাদের দেশে রেলপথ, ডাক ও তার, আকাশবাণী প্রভৃতি বিভাগীয় এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনার দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানকে আইন-সৃষ্ট বা সরকারী করপোরেশনের ( Statutory or Public Corporations ) মাধ্যমে পরিচালিত হইতে দেখা যায়। করপোরেশনগুলি স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিলেও কার্যসম্পাদনে সরকারের নিকট দায়ী থাকে। ভারতে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন, জীবনবীমা করপোরেশন, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স করপোরেশন প্রভৃতিকে এই ধরনের পরিচালনার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

তৃতীয়ত, সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠান সরকারী কোম্পানীর ( Government Companies ) অধীনেও পরিচালিত হয়। এইরূপ কোম্পানী সরকারী মালিকানায় হইলেও যৌথ মূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হয়। অর্থাৎ, ইহার শেয়ার বা অংশের (shares) সম্পূর্ণটাই রাষ্ট্র ক্রয় করিয়া থাকে। ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড প্রভৃতি এইরূপ পরিচালনার দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে, সরকারী কোম্পানীতে বেসরকারী অংশীদার রাখা হইলে তাহা মিশ্র মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত কোম্পানী ( Mixed Ownership Companies ) বলিয়া অভিহিত হয়—যেমন, অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ইত্যাদি। অবশ্য এইরূপ মিশ্র মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত কোম্পানীকে সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠান না বলিয়া যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রস্থিত প্রতিষ্ঠান ( Joint Sector Projects ) বলিয়াই অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত।

**জাতীয়করণের কারণসমূহ ( The reasons for nationalization )**

বস্তুত, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রসমূহের সহবস্থানই একমাত্র মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ধারণাটিকে অর্থবহুল করিয়া তুলিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ধারণাটি প্রবর্তন করা হইয়াছে। ধারণাটি সার্থক রূপদানের জাতীয় দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ সকল শিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে। যেমন, ১৯৬৯ সালে ১৪টি শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংককে, এবং ১৯৮০ সালে আরও ৬টি ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে কয়লা শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু জাতীয়করণের

সপক্ষে নানাবিধ অর্থনৈতিক যুক্তিও প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। এখন জাতীয়করণের মুখ্য কারণসমূহ লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

**(১) সমাজের স্বার্থ :** একটি কোম্পানীর শেয়ারের মালিকগণ ও সমাজের সকল গোষ্ঠীর স্বার্থ সাধারণত এক হয় না। জাতীয়করণের ফলে সমাজের স্বার্থ জয়লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিল্পের শেয়ারের মালিকগণ নূতন বিনিয়োগকে পছন্দ না করিতে পারেন অথবা বিলম্ব করিয়া বিনিয়োগ করার নীতিকে সমর্থন করিতে পারেন কারণ বিনিয়োগ একটি ব্যয়বহুল বিষয় এবং বিনিয়োগ হইতে মুনাফা অর্জন করা হইল যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এখনই যদি এই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তাহা হইলে জাতীয় স্বার্থ সাধিত হইবে।

**(২) একটি শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখা :** একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এমনই দুর্দশার সম্মুখীন হইতে পারে যে কেবলমাত্র বহুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমেই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব। যদি ইহা ঘটে তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কাম্য বিবেচিত হয়। বস্তুত, এই উদ্দেশ্যেই ভারতে কয়লা শিল্পকে জাতীয়করণ করা হইয়াছিল।

**(৩) নিয়ন্ত্রণ :** কখনও কখনও সরকার শিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাধারণ স্তরকে প্রভাবান্বিত করিতে সচেষ্ট হয়। যদি বেসরকারী ক্ষেত্রসমূহে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ইহাকে রোধ করিবার জন্য সরকার সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নূতন নিয়োগ সৃষ্টি করিতে প্রচেষ্টা করিতে পারে।

**(৪) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংরক্ষণ :** অনেক সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে জাতীয় স্বার্থে সংরক্ষণ করিবার জন্যও জাতীয়করণ করা হয়। যেমন ভারতে কৃষি ও অন্যান্য শিল্প অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

**(৫) দক্ষতার সহিত উৎপাদন :** উৎপাদনক্ষেত্রে দক্ষতা বজায় রাখিতে হইলে উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের এককটিকে অবশ্যই বৃহদায়তনের হইতে হইবে। আভ্যন্তরীণ বাজারের আয়তন ক্ষুদ্র হইলে ইহার ফল হিসাবে অনেক সময় একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয় এবং মাত্র একটি উৎপাদকই এককভাবে একটি দ্রব্যের বাজারকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ভোক্তারা শোষিত হন। ইহাকে রোধ করিতে হইলে এই শিল্পগুলিকে সরকারী ক্ষেত্রে আনা প্রয়োজন হইয়া পড়ে যাহাতে অল্প দামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

**(৬) অপচয় রোধ :** বেসরকারী ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করিবার জন্যও জাতীয়করণের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করা হয়। যদি ডাকঘরগুলি বেসরকারী ক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত হইত তাহা হইলে আমরা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম যে একটি গ্রামের দুইটি বাড়ীতে দুইজন পিওন একটি করিয়া চিঠি বিলি করিতেছেন। অতি সহজেই চিঠি দুইটি একজন পিওন মোটামুটি একই সময়ে বিলি করিতে পারিতেন। ফলে ডাকঘর ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অপচয় হ্রাস পাইত। বস্তুত, অধিকাংশ সরকারী উদ্যোগ হইল স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারের উদাহরণ। এই সকল ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ এতই অধিক যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অহেতুক প্রতিযোগিতা সমাজের দিক দিয়া নিঃসন্দেহে অপচয়মূলক হইত।[১] যেমন, ভারতে বিমান চলাচল ব্যবস্থা যদি ১০টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা হইলে বহুসংখ্যক উড়োজাহাজকেই খালি সিট লইয়া গমনাগমন করিতে হইত।

**(৭) অর্থনৈতিক দিক দিয়া লোকসানজনক দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ :** যদি বেসরকারী ক্ষেত্রকে স্বাধীনভাবে কার্য করিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে কতকগুলি ক্ষেত্র যে সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত সরবরাহ প্রাথমিক স্তরে মোটেই লাভজনক নয় বলিয়া কেহই গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত সরবরাহে আগ্রহান্বিত হইতেন না বা কেহই শহরের পরিবর্তে গ্রামে ব্যাংকের শাখা

১. "Many nationalized industries are *national monopolies* where capital costs are so great that competition would be wasteful." Derek Lobley : *Success in Economics*

বিস্তারে উদ্যোগী হইতেন না। কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রের মাধ্যমে এই সকল সেবা সরবরাহ করিতে যে বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাহা দেশের করদাতা ও নাগরিকগণ যৌথভাবে বহন করেন বলিয়াই এগুলি সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

**সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অসুবিধাসমূহ ( The difficulties of the public corporations )**

এ-পর্যন্ত শিল্প জাতীয়করণের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হইল। এখন ইহার বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদান করা যাইতে পারে।

(১) **আয়তনজনিত ব্যয়বৃদ্ধি :** সরকারী উদ্যোগগুলিতে প্রায়ই আয়তনজনিত ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায়। একটি উদ্যোগের আয়তন যখনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখনই একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ইহার মূল কারণ হইল ভীষণভাবে কেন্দ্রীভূত করপোরেশনগুলিতে সংগঠনমূলক বা পরিচালনাগত অসুবিধা। ইহাকে আয়তনজনিত ব্যয়বৃদ্ধি ( diseconomies of size ) বলা হয়।

(২) **দক্ষতার অভাব :** অনেক সময়ই সরকারের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতির ( general economic policy ) সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হয় বলিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে দক্ষতা হ্রাস করা হয়। সরকারের পক্ষে সরকারী ক্ষেত্রগুলিতে দ্রব্যাদির দাম অথবা মজুরির উপর চাপ সৃষ্টি করা খুবই সহজ। এই কারণে সরকারী ক্ষেত্রের পরিচালকগণকে একটি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। একদিকে একটি করপোরেশনকে সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট সমস্যার লক্ষ্যে উপনীত হইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অপরদিকে এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য যদি তাঁহারা দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি করিবার অথবা মজুরি বৃদ্ধি বৃদ্ধি রোধের প্রচেষ্টা করেন তাহা হইলে সরকার বাধা সৃষ্টি করে।

(৩) **স্থির ব্যয় :** সসীম দায়যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান (a limited company) যদি কোন এক বৎসর লোকসানের সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সাধারণ শেয়ারের মালিকগণকে লভ্যাংশ প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। ইহা ব্যতীত কোন একটি বৎসরে ইহা মুনাফা বণ্টন না করিয়া কোম্পানীর সম্প্রসারণের কার্যে নিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। লাভ হউক বা লোকসান হউক প্রতি বৎসর ইহাকে মোট মূলধনের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) **উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব :** যেহেতু সরকারী ক্ষেত্রে লোকসান হইলে কর-ব্যবস্থা বা বাজেট ঘাটতির মাধ্যমে ইহা পূরণ করা সম্ভব সেহেতু সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকগণ কিছুটা নিশ্চিত মনে দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পাদন করেন। লাভ হইলেই বা কি আর লোকসান হইলেই বা কি? মূলত এই কারণে সম্ভাব্য প্রতিদানের কথা চিন্তা না করিয়াই ভারতের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে।

(৫) **মূল্যনীতি :** পরিশেষে, দ্রব্যমূল্যের দাম স্থির করার ব্যাপারেও সরকারী ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সাধারণত মূল্যনীতির উদ্দেশ্য দামগুলির সহিত নানাবিধ সেবা সরবরাহের গড় ব্যয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা। একটি বিশেষ সেবা সরবরাহ করিবার সময় দামের সহিত গড় ব্যয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। যেমন, আমি যদি নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রেরণের জন্য আমার দুই বন্ধুকে দুইটি সমজাতীয় কার্ড পাঠাই তাহা হইলে আমাকে উভয় ক্ষেত্রেই একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এক্ষেত্রে হয়ত প্রথম কার্ড বালিগঞ্জ হইতে টালিগঞ্জে পাঠান হইল এবং দ্বিতীয়টি বালিগঞ্জ হইতে বম্বেতে পাঠান হইল। উভয় ক্ষেত্রেই আমাকে ৫০ পয়সা করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ডাকঘরের ক্ষেত্রে ব্যয় উভয় ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এক হইবে না। বোম্বেতে কার্ডটি পাঠাইতে ইহার ব্যয় অবশ্যই অধিক হইবে। এইরূপ মূল্যনীতি গ্রহণের কারণ হইল এই যে প্রশাসনিক দিক দিয়া প্রতিটি চিঠির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক দাম স্থির করা অসুবিধাজনক।

**১৩.৪ ফার্মের অর্থসংগ্রহের পন্থা ( Financing of Firms )**

আধুনিক বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নানাবিধ সূত্র হইতে মূলধন সংগ্রহ করে। মূলধন সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলি হইল: (১) ইকুইটি শেয়ার বিক্রয়; (২) ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া

অর্থলগ্নী ; (৩) ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে অর্থলগ্নী ; এবং (৪) মুনাফার একাংশ পুনরায় বিনিয়োগ।

### ১৩.৪.১ মালিকগণের মূলধন ( Owners' Capital )

একটি ফার্মের মালিকগণই হইলেন ইহার মূলধনের প্রাথমিক সূত্র। একমালিকী কারবারে বা অংশীদারী কারবারে এক বা একাধিক মালিক তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ ফার্মের প্রয়োজন অনুসারে আংশিক-ভাবে বা সম্পূর্ণভাবে সরবরাহ করেন। একটি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রয় করিয়াই মূলধন সংগ্রহ করে। শেয়ারক্রেতাগণই হইলেন যৌথভাবে কোম্পানীর মালিক। এই শেয়ারগুলি মালিকানা পত্র ( ownership certification ) ব্যতীত আর কিছুই নয়। শেয়ারের মালিকগণ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া কোম্পানীর লাভ-লোকসানের অংশীদার হন। অর্থাৎ, তাঁহারাই ব্যবসায়ের প্রকৃত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করেন।

### ঋণপত্র ( Debenture )

যাঁহারা কোম্পানী হইতে ঋণপত্র ক্রয় করেন তাঁহারা কোম্পানীর মালিক নন। তাঁহারা কোম্পানীর উত্তমর্ণ বা পাওনাদার মাত্র। ঋণপত্রের পরিবর্তে তাঁহারা কোম্পানীকে অর্থ ঋণ দেন। এই ঋণপত্র হইল প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা ও একটি নির্দিষ্ট সময় ( যেমন পাঁচ, দশ বা কুড়ি বৎসর ) অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর ঋণ পরিশোধের একটি চুক্তিপত্র বা প্রতিজ্ঞা ( promise ) মাত্র। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহাকে সুদ ( interest ) বলা হয় এবং যে পরিমাণ অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিশোধ করা হয় তাহাকে আসল ( the principal ) বলা হয়। যে সময়ে এই আসলটি ফেরত দেওয়া হয় সে সময়কে দায়মোচন তারিখ ( the redemption date ) বলা হয়। একটি ফার্ম ঋণপত্রের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ প্রদান করিতে এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে আসল ফেরত দিতে আইনগতভাবে বাধ্য।

অর্থবিদ্যায় এই ঋণপত্রকে 'বণ্ড' আখ্যা দেওয়া হয়। এখন হইতে আমরা এই ঋণপত্রগুলিকে এবং অনুরূপ অন্যান্য সকল ঋণপত্রগুলিকে ( credit instruments ) তমসুক ( bonds ) বলিয়া উল্লেখ করিব।

### অন্যান্য ঋণ ( Other Borrowing )

একটি ফার্ম ব্যাংক হইতে অর্থ লগ্নী করিয়া ইহার অধিকাংশ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে শেয়ার বা তমসুক বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয় বলিয়া ব্যাংকের নিকট হইতে অর্থ লগ্নী করিতে বাধ্য হয়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি স্বল্পকালীন মূলধনের—অর্থাৎ দৈনন্দিন কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়ার জন্য মূলধনের ( working capital ) এবং উন্নয়ন ব্যাংকগুলি দীর্ঘকালীন মূলধনের—অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য স্থায়ী মূলধনের ( fixed capital ) প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। এ প্রসংগে পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

### মিশ্র তমসুক ( Hybrid Convertibles )

আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে এক নূতন ধরনের তমসুক ছাড়িয়া অর্থসংগ্রহ করা হয়। এগুলিকে মিশ্র তমসুক বলা হয় এবং এগুলি শেয়ার ও বণ্ড উভয়ের সুবিধাগুলিকে একত্র করে। একজন বণ্ড ক্রেতা ইচ্ছা করিলে এগুলিকে বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট হারে শেয়ারে রূপান্তরিত করিতে পারে। যেমন, একজন যদি ৫০০টি বণ্ড কিনিয়া থাকে তাহা হইলে ৫ : ১ এই অনুপাতে এগুলিকে ১০০টি ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করিতে পারে। এই ধরনের বণ্ড প্রচারের উদ্দেশ্য হইল বণ্ডের মালিকগণকে মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে কিছু রক্ষা করা। কোম্পানীর দিক হইতেও এই পদ্ধতি সুবিধাজনক। বণ্ডগুলি শেয়ারে রূপান্তরিত হইলে কোম্পানীকে প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ প্রদান করিতে হয় না। কোম্পানীর লাভ-লোকসানের উপর ভিত্তি করিয়া বণ্ডের মালিকগণকে প্রতিদান দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের স্থির ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। ভারতে টাটা কেমিক্যাল কোম্পানী ইদানিং এই ধরনের বও বাজারে ছাড়িয়াছে এবং প্রকল্পটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

(৪) মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ ( **Reinvestment of Profits** ): একটি ফার্ম যখন বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহার আর অর্থ সংগ্রহের সমস্যা থাকে না। ইহা ইহার মুনাফার একাংশ পুনরায় বিনিয়োগের কার্যে নিয়োগ করিতে পারে। একটি ফার্মের নীট মুনাফা হইতে একাংশ কর বাবদ সরকারকে দেওয়া হয়। ইহার পর একাংশ লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ারের মালিকগণকে দিতে হয়। ইহার পর যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তনের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য দিকে প্রসারের ( diversification ) কার্যে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। বস্তুত, অবন্টিত মুনাফার সাহায্যে বিনিয়োগের জন্য অর্থসংগ্রহ বর্তমান যুগে মূলধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

**সুতরাং একটি আধুনিক ফার্ম ইহার মালিকগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, জনসাধারণের ও অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে অর্থ ধার্য করিয়া এবং ইহার নিজস্ব মুনাফার অবন্টিত অংশ পুনরায় বিনিয়োগ করিয়া ইহার বিনিয়োগকার্য সুসম্পন্ন করে।**

## ১৩.৫ অর্থবিদ্যার ফার্মের ভূমিকা ( The Firm in Economic Theory )

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে ফার্ম হইল অর্থ-ব্যবস্থার এমন একটি একক যাহা দ্রব্যাদি উৎপাদন ও উহাদের বিক্রয় এই দুইটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে আইনগতভাবে একটি ফার্ম নানা রূপ গ্রহণ করিতে পারে। আমরা জানি যে বৃহদায়তনের ফার্মে কেহই এককভাবে উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অনেকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা সত্ত্বেও আমরা একটি ফার্মকে একটি সংগতিপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী একক ( consistent decision-making unit ) হিসাবেই গণ্য করি। ইহার কারণ আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে এই ফার্মের আইনগত রূপ বা কাঠামো যাহাই হউক না কেন ইহার সকল সিদ্ধান্তগুলি একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ( common goal ) বা লক্ষ্য অর্জন করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রহণ করা হয়। এবং এই লক্ষ্যটি হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা।

## ১৩.৬ ফার্মের উদ্দেশ্য ( Motivation of the Firm )

সুতরাং আমাদের মূল অনুমানটি হইল এই যে একটি ফার্ম সর্বদা মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে এবং এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা ফার্মের আচরণ সম্পর্কে এবং ইহাকে যে নানাবিধ নির্বাচনমূলক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয় সেগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করিতে পারা যায়। আমাদের ভবিষ্যবাণী হইল এই যে একটি ফার্ম সেই বিকল্পগুলিকেই নির্বাচন করিবে যেগুলি ইহার মুনাফাকে সর্বাধিক করে।

অবশ্য বাস্তব জগতে দেখা যায় যে একটি ফার্মের সর্বদা মুনাফা সর্বাধিক করারই প্রচেষ্টা করে না। বর্তমান দিনে যৌথমূলধনী সংস্থাগুলি স্থির বেতনভোগী কর্মচারী ও পরিচালকগণ দ্বারা চালিত হয়। ইহাদের বেতন নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া ইহারা কখনও অত্যধিক ঝুঁকি লইয়া মুনাফা সর্বাধিক করার প্রচেষ্টা করেন না। কারণ মুনাফা কোন এক বৎসর অত্যধিক হইলে ইহারা যে পুরস্কৃত হইবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে কোন কারণে যদি মুনাফা হ্রাস পায় তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই সমালোচনার সম্মুখীন হইবেন এবং দুই একজনের নিয়োগহীনতার সম্ভাবনা থাকিবে। অবশ্য মুনাফা সর্বাধিক হইলে শেয়ারের মালিকগণ যে অধিক হারে লভ্যাংশ পাইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্তমান দিনের যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। একদিকে আছেন শেয়ারের মালিকগণ যাঁহারা যৌথভাবে কোম্পানীর আসল মালিক। অন্যদিকে আছেন পেশাগত পরিচালকগণ ( the professional managers ) যাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল নিজেদের চাকুরি বজায় রাখা ও সময়ের ব্যবধানে পদোন্নতি লাভ করা। সুতরাং যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালিকানা এবং পরিচালনার (ও নিয়ন্ত্রণের) মধ্যে পৃথকীকরণের [ separation

of ownership and management ( control ) ] ফলে মুনাফা সর্বাধিকীকারী অনুমানটির সত্যতা কিছুটা নষ্ট হইয়াছে বলা যায়। ইহা সত্ত্বেও অর্থবিদ্যার কার্যের আলোচনা এই অনুমানটি দিয়া শুরু এবং এই অনুমানটি দিয়াই শেষ হয়।[১]

## ১৩.৭ শিল্পের একদেশতা ( Localisation of Industries )

শ্রমবিভাগ দুই প্রকারের হয় : (ক) ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ বা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রমবিভাগ ( individual division of labour ), এবং (খ) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমবিভাগ ( territorial division of labour )।

**কাহাকে বলে :** আঞ্চলিক শ্রমবিভাগকে 'শিল্পের একদেশতা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, একটি শিল্প যদি দেশের এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয় তবে তাহাকে শিল্পের একদেশতা বলে।

**উদাহরণ :** পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প, বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কল শিল্প প্রভৃতি এই একদেশতার উদাহরণ। ভারতের পাটকলের অধিকাংশ পশ্চিমবংগেই কেন্দ্রীভূত ; কাপড়ের কলের বেশীর ভাগ বোম্বাই ও আমেদাবাদে অবস্থিত ।

**একদেশতার কারণ :** একদেশতার প্রধান কারণ হইল ব্যয়সংক্ষেপের ( economies ) জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ। এই ব্যয়সংক্ষেপের জন্য তাহারা সুবিধাজনক স্থানে গিয়া ভিড় করে ; ফলে শিল্পটি ঐ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। নানা কারণে কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর অববাহিকায় ( basin ) পাটকল স্থাপন করা সুবিধাজনক বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই পশ্চিমবংগের এই অঞ্চলে পাটকল শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। যে যে কারণে শিল্পের একদেশতা ঘটে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) **ভৌগোলিক কারণ ( Geographical Factor ) :** একদেশতার প্রাথমিক কারণ হইল ভৌগোলিক। সঞ্চিত সম্পদের উপরই খনির কার্য নির্ভরশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আফ্রিকার সোনা উৎপাদন এবং বিহারের কয়লা উৎপাদনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। চাষবাসের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা ও জলবায়ুর প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। এই কারণেই কাশ্মীরে আপেল, পশ্চিমবংগের ডুয়াই অঞ্চলে[২] চা এবং উত্তরপ্রদেশে ইক্ষু উৎপাদিত হয়। আবার ল্যাংকাশায়ারে বস্ত্রশিল্পের উদ্ভব ও প্রসারের মূলে আছে ঐ অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু।

(২) **কাঁচামালের সান্নিধ্য ( Nearness to Raw Materials ) :** ইহাও ভৌগোলিক কারণের অন্তর্ভুক্ত, তবে ইহাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখান হয়।

যে অঞ্চলে কাঁচামাল পাওয়া যায় তাহার নিকটবর্তী স্থানেই শিল্পটি গড়িয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যায়। কাঁচা পাট পাওয়া যায় বলিয়াই কলিকাতার নিকট ভারতের পাটকল শিল্পের একদেশতা ঘটিয়াছে ; দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ভাল তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়া বোম্বাই ও গুজরাটে কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(৩) **শক্তির সান্নিধ্য ( Nearness to Power ) :** শক্তিসম্পদের সুযোগ লাভ করিবার জন্যও শিল্পের একদেশতা ঘটে। লৌহ শিল্প কয়লাখনির নিকটেই গড়িয়া উঠে। ইহাও একরূপ ভৌগোলিক কারণের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য ( Nearness to Market ) :** প্রাচীনকালে একমাত্র বিক্রয়-বাজারের সান্নিধ্যই শিল্পের একদেশতার কারণ ছিল। ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক ও বাসনপত্র শিল্পের একদেশতার কারণ ছিল ইহাই। বর্তমানেও দেখা যায় যে বিক্রয়বাজারের সুবিধা লাভ করিবার

---

১. আধুনিক কালে অধ্যাপক বমল ও অন্যান্য অর্থবিদ্যাবিদ্গণ কার্যের আচরণ সম্পর্কে বিকল্প কতকগুলি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পরবর্তী এক অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

২. হিমালয়ের পাদদেশ।

জন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকট কেন্দ্রীভূত হইতেছে। যেমন, নূতন দিল্লীর নিকট ফরিদাবাদ লঘু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের একটি কেন্দ্র।

(৫) শ্রমের যোগান (Supply of Labour): শিল্পের একদেশতার জন্য প্রয়োজন শ্রমের প্রাচুর্য—বিশেষ করিয়া দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য।

(৬) কল্যাণকর ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা (Welfare and Other Facilities): দক্ষ শ্রমিকদের প্রয়োজন হয় চিকিৎসার সুযোগসুবিধা, ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল ও নিজেদের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। যেমন, উত্তরবঙ্গে চার-পাঁচটি চা-বাগান পিছু একটি করিয়া ক্লাব আছে, সেখানে প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া সিনেমা দেখান হয়।

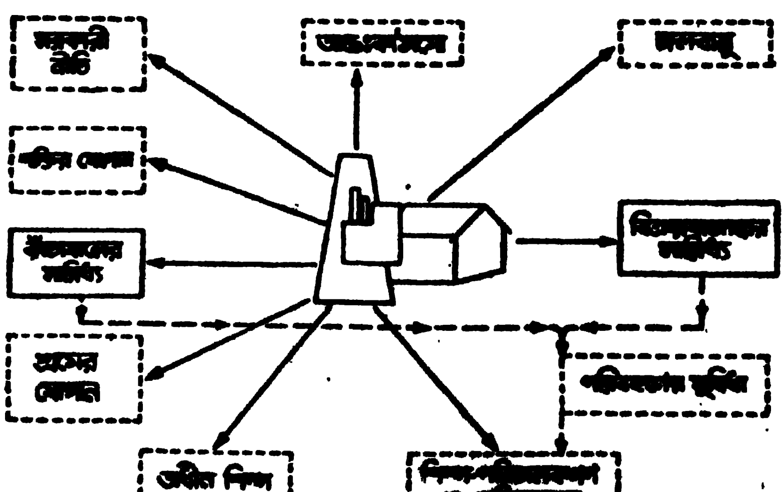
(৭) পরিবহণের সুযোগসুবিধা (Transport Facilities): অনেক সময় বন্দর, রেলপথ ইত্যাদির সুবিধা লাভ করিবার জন্যও শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। বলা যায়, শিল্পের একদেশতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইল পরিবহণ-ব্যয় (transport cost) জনিত সুবিধা।

যে-স্থানে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে কাঁচামাল ইত্যাদি লইয়া আসা ও নির্মিত দ্রব্য বিক্রয়-বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, শিল্পপতিগণ অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহান্বিত হয়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার।

(৮) অধীন শিল্প (Subsidiary Industries): একটি শিল্পের পক্ষে সর্বদা অধীন শিল্পগুলির—যে-গুলি উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যবহৃত অংশ বা উপাদানগুলি সরবরাহ করে—নিকট অবস্থান করা সুবিধাজনক। যেমন, হাওড়ায় ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলি গেস্টকীন উইলিয়াম্সের নিকট অবস্থিত।

(৯) আন্তঃকাঠামো (Infrastructure): একদেশকতার কারণ হিসাবে ব্যাংক-ব্যবস্থা, বীমা-ব্যবস্থা, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য পোস্ট অফিস ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এগুলিকে আন্তঃকাঠামো (infrastructure) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মেরামত, যন্ত্রাংশ সরবরাহ, উপজাত দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদির জন্য সহায়ক শিল্পসমূহ (ancillary industries) এই আন্তঃকাঠামোরই অন্তর্ভুক্ত।

(১০) সরকারী নীতি (Government Policy): পরিশেষে সরকারী নীতির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। আজকাল শিল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ সরকারী হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যাইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, ইত্যাদি উন্নত অঞ্চলগুলিতে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে—যেমন, হলদিয়া, শিলিগুড়ি, ইত্যাদি—শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেছে। নিম্নের ছকটি দ্রষ্টব্য:




ছক ১৩.১

**একদেশতার সুবিধা :** একদেশতার ফলে শিল্পের নানা সুবিধা হয়। প্রথমত, অনেক দক্ষ শ্রমিক ঐ স্থানে আসিয়া কর্মপ্রার্থী হয় বলিয়া শ্রমিক সংগ্রহ করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান একসংগে গড়িয়া উঠে বলিয়া যানবাহন ইত্যাদির সুবিধা পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, নানা সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে উপজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুবিধা হয়। যেমন, চা-পাতা হইতে সার, চিনি হইতে গুড়, ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। চতুর্থত, শিল্পের একদেশতা ঘটিলে ঐ স্থানে যন্ত্রপাতি মেরামত ও নির্মাণের কারখানাও গড়িয়া উঠে। পরিশেষে, ঐ স্থানে নির্মিত শিল্পদ্রব্যের সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। যেমন, মুর্শিদাবাদের সিল্কের শাড়ী ক্রয় করিবার সময় লোকে কোন্ কারখানার বা কোন্ তাঁতীর তৈয়ার তাহা খোঁজ করে না।

**একদেশতার বিপদ :** একদেশতার কিন্তু কয়েকটি বিশেষ বিপদ আছে। কেন্দ্রীভূত শিল্প যে-দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার চাহিদা যদি বিশেষ কমিয়া যায় তবে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক বেকার-সমস্যা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেশবিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা (বৈদেশিক বা পরিবর্ত [ substitute ] হইতে প্রতিযোগিতার দরুন) বিশেষ হ্রাস পাইলে পশ্চিমবংগের পাটকলগুলির অধিকাংশ বন্ধ হইয়া পাটকল-শ্রমিকদের অনেক বেকারের সৃষ্টি করিবে। দ্বিতীয়ত, একটি অঞ্চলে খুব বেশী কারখানা স্থাপিত হইলে শ্রম-বিরোধ দেখা দিতে পারে। পরিশেষে, যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থা, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদির উপর চাপ সৃষ্টি হইতে পারে এবং ইহাদের প্রদেয় সুযোগসুবিধাগুলি অপর্যাপ্ত মনে হইতে পারে।

## ১৩.৮ যোগান তত্ত্বের পূর্বভাস ( A Preview of the Theory of Supply )

আমরা মুনাফার আচরণ সম্পর্কে এই কারণে আগ্রহ প্রকাশ করি যে আমরা ধরিয়া লই ফার্মের মূল উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। মুনাফা হইল ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় ($R$) এবং দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে যে মোট ব্যয়হয় ($C$) তাহার ব্যবধান মাত্র। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা : $\pi = R - C$

এখানে $\pi$ হইল মুনাফা এবং ইহার আচরণ নির্ভর করে বিক্রয়লব্ধ আয় ( revenue ) এবং ব্যয়ের ( cost ) আচরণের উপর।

যোগান তত্ত্ব গড়িয়া তোলার পূর্বে আমাদের প্রথমেই উৎপাদন-ব্যয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করিতে হইবে এবং এই প্রসংগে আমাদের উৎপাদন-ব্যয়ের আচরণ সম্পর্কে তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই তত্ত্বটি সকল ফার্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহার পর আমরা বিক্রয়লব্ধ আয়ের আচরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব—আমরা দেখিব বিক্রয়ের সহিত ফার্মের আয় কিভাবে পরিবর্তিত হয় এবং এই প্রসংগে আমরা প্রতিযোগিতমূলক বাজার ও একচেটিয়া কারবার এই দুই ক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ আয়ের আচরণ লইয়া পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিব। ইহার পর ব্যয় ও আয়ের ধারণাগুলিকে একত্র করিয়া আমরা প্রতিযোগিতার তীব্রতার দিক দিয়া বিভিন্ন ধরনের বাজারে মুনাফা সর্বাধিক করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ফার্মগুলি কিভাবে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা নির্ধারণ করিব। যখন একটি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করিতে সমর্থ হয় তখন ইহা ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বলা হয়।

ফার্মের ভারসাম্য সংক্রান্ত তত্ত্ব গড়িয়া তোলার পর আমাদের পক্ষে চাহিদা, ব্যয়, কর ও ভরতুকি ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে ফার্মের ও শিল্পের উপর ইহারা কি ফল প্রদর্শন করে সে-সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করা সম্ভব হইবে। পরিশেষে, পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভবিষ্যবাণীগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে সচেষ্ট হইব।

## পরিশিষ্ট ( Appendix )

### শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ও শিল্পের এককেন্দ্রীভূত হওয়া ( Concentration of Firms and Industry )

এ-পর্যন্ত আমরা একটি শিল্পের স্থান নির্বাচন যে বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় সেগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখন আমরা শিল্পের একদেশতার মাত্রার পরিমাপ করিব। এই মাত্রার পরিমাপ করা হয় সাধারণত একদেশতার ভাগফল ( Location Quotient বা সংক্ষেপে LQ ) দ্বারা। এই ভাগফল দুই প্রকারের হইতে পারে :

**(i) বিশেষীকরণ-নির্দেশক একদেশতার ভাগফল ( The specification LQ ) :** ইহার সাহায্যে সমগ্র দেশের গড় বিশেষীকরণের তুলনায় একটি বিশেষ শিল্প কতদূর বিশেষীকৃত তাহার পরিমাপ করা হয়।[১] ইহাকে এইভাবে নির্ণয় করা হয় :

$$\text{বিশেষীকরণ-নির্দেশক } LQ = \frac{\text{ক শিল্পে খ অঞ্চলের শ্রমিকদের শতাংশ}}{\text{ক শিল্পে সারা দেশের মোট শ্রমিকের শতাংশ}}\text{।}$$

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক খ অঞ্চলটি পশ্চিমবংগ এবং ইহার শ্রমিকসংখ্যা দেশের মোট কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকের ৪ শতাংশ। আবার ধরা যাউক ক শিল্পটি হইল কৃষি এবং পশ্চিমবংগের কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের ১২ শতাংশ লোকে কৃষিকর্মে নিযুক্ত। এক্ষেত্রে $LQ$-এর মান হইবে $\frac{১২}{৪}=৩$।

**(ii) এককেন্দ্রীভূত-করান একদেশতার ভাগফল ( The concentration LQ ) :** ইহার সাহায্যে একটি বিশেষ অঞ্চলে সমগ্র শিল্পের তুলনায় একটি বিশেষ শিল্প কতদূর কেন্দ্রীভূত তাহার পরিমাপ করা হয়।[২] ইহাকে এইভাবে নির্ণয় করা যায় :

$$\text{এককেন্দ্রীভূত-করান } LQ = \frac{\text{খ অঞ্চলে ক শিল্পের অনুপাত}}{\text{খ অঞ্চলে সমগ্র দেশের শিল্পের অনুপাত}}\text{।}$$

উদাহরণস্বরূপ ক যদি কৃষি হয় এবং খ যদি বিহার হয়, তাহা হইলে আমরা পাই :

$$\text{এককেন্দ্রীভূত-করান } LQ = \frac{২৮}{৮}=৩.৫\text{।}$$

এই দুইটি অনুপাতের একে অপরের সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। উপরের উদাহরণে ইহাই দেখান হইয়াছে। একদেশতার ভাগফল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের একই ধরনের শিল্পের মধ্যে সাধারণত একই হইতে দেখা যায় ( যদি অবশ্য উহারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্তরে বিরাজ করে )।

অধ্যাপক সারজেন্ট ফ্লোরেন্স ( Sargent Florence ) ও এ. জে. ওয়েন্‌সলী ( A. J. Wensley ) একদেশতার সহগের ( coefficient of concentration ) ধারণাটি প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে একটি অঞ্চলে একটি শিল্পের কেন্দ্রীভূত হইবার আধিক্যের ( over-concentration ) সুষ্ঠু পরিমাপ করা হয়।[৩] যদি একটি শিল্প একটি অঞ্চলে সমভাবে ছড়াইয়া যায় তাহা হইলে এই সহগটির মান হইবে শূন্য। অপরদিকে যদি শিল্পটি একটি বিশেষ স্থানে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে ইহার মান এককের সমান হইবে।

আমরা যত সংকীর্ণভাবে ( closely ) একটি শিল্পের সংজ্ঞা প্রদান করি ততই এই সহগের মান উচ্চ হইবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি সমগ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সহগ পরিমাপ করি তাহা হইলে দেখি যে ইহার মান অতি নিম্ন, কারণ শিল্পটি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু যদি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের একটি বিশেষ শাখার—যেমন, ইস্পাত টিউব নির্মাণকারী শিল্পের—কথা বিবেচনা করি তাহা হইলে আমরা দেখি যে ইহার একদেশতার মান অতি উচ্চ, কারণ ইহা একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।

---

১. "This measures the extent to which a particular region specialises in a particular industry, compared with the average specialisation for the whole nation." J. Beardshaw

২. "This measures the extent to which a particular industry is concentrated in a region compared with the proportion of all industry there." J. Beardshaw

৩. ইহাকে জিনির সহগের সহিত তুলনা করা যায়।

**মোট এককেন্দ্রীকরণ অনুপাত ( The aggregate concentration ratio )**

ইহার সাহায্যে একটি শিল্পের মালিকানায় এককেন্দ্রীকরণের পরিমাপ করা হয়। ইহার পরিমাপের জন্য যে সাধারণ পদ্ধতিটির ব্যবহার করা হয় তাহা হইল এইরূপ : আমরা যে কোন শিল্পের ১০০টি সর্বাধিক বৃহৎ ফার্মকে বিবেচনা করি এবং শিল্পের মোট উৎপন্নের মধ্যে ইহাদের অবদান পরিমাপ করি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮২ সালে ব্রিটেনে ১০০টি বৃহদায়তনের ফার্ম শিল্পের মোট উৎপন্নের ৪৪ শতাংশ দ্রব্য উৎপাদন করিয়াছিল। ভারতের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে আমরা ইহার পরিমাপ করিতে পারি না।

**বাজার-এককেন্দ্রীকরণ অনুপাত ( The market concentration ratio )**

ইহার সাহায্যে একটি দ্রব্যের মোট বাজারের কত অংশ বা ভাগ তিনটি হইতে পাঁচটি সর্ববৃহৎ ফার্ম দখল করে তাহারই পরিমাপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হিন্দুস্থান মোটরস্, মারুতি উদ্যোগ লিমিটেড এবং প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস লিমিটেড যাত্রীবাহী মোটরগাড়ীর ( passenger cars ) বাজারের প্রায় সম্পূর্ণটাই ( ৯০ শতাংশ ) দখল করিয়া আছে।

**শিল্পজোট ও মালিকানাগ্রহণ ( Mergers and Takeovers )**

সাধারণত তিনটি কারণে ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি পায় :

**(ক) আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ ( internal growth )**—অর্থাৎ, নূতন কারখানা বা যন্ত্রপাতি অর্জন ইত্যাদির ফলে ;

**(খ) শিল্পজোট**—অর্থাৎ, যখন দুইটি ফার্ম স্বেচ্ছায় একজোট হয়। ইহার ফলে অবশ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ( holding company ) সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয় এবং এই নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাই অধীন কোম্পানীগুলিকে ( subsidiaries ) নিয়ন্ত্রণ করে ;

**(গ) মালিকানাগ্রহণ**—অর্থাৎ, একটি ফার্ম কর্তৃক অন্য একটি ফার্মকে ক্রয় করা। যেমন, ভারতের বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থা এস. চাঁদ এণ্ড কোম্পানী অন্য একটি বিদেশী সংস্থা—ব্ল্যাকীর—মালিকানা গ্রহণ করিয়াছে।

**শিল্পজোট এবং মালিকানাগ্রহণের কারণসমূহ ( Reasons for mergers and takeovers )**

শিল্পজোট ও মালিকানাগ্রহণের নানাবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি কারণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ :

**(i) আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ( Economies of scale ) :** প্রায়ই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে একটি ফার্মের আয়তন ক্রমাগত সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে নানাবিধ আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয়। ইহার জন্য অবশ্য প্রয়োজন একটি নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পুনঃসংগঠন ( reorganisation )। নতুবা নূতন অবস্থায়—অর্থাৎ ফার্মের আয়তনবৃদ্ধির পর—দক্ষতা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

**(ii) বাজারে প্রাধান্য বজায় রাখা ( Market domination ) :** একজোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হইল বাজারে প্রাধান্য বজায় রাখা এবং একচেটিয়া ক্ষমতা ( monopoly power ) লাভের মাধ্যমে নানা সুযোগসুবিধা ভোগ—যেমন, চড়া দামে দ্রব্য বিক্রয় অথবা কম দামে কাঁচামাল ও উপকরণ ক্রয়, ইত্যাদি।

**(iii) স্থায়িত্ব ( Stability ) :** একজোট হইবার ফলে এক নতুন ফার্মের বাজারের মধ্যে এবং উপকরণ সরবরাহকারী সূত্রগুলির মধ্যে স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয়।

**(iv) বৈচিত্র্য ( Diversification ) :** সাধারণত একজোট শব্দটি সংযোজন (integration) ও আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের সহিত জড়িত। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে একজোট হইবার কারণ হইল ফার্মের কার্যকলাপের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে একটি দ্রব্যে আবদ্ধ না থাকিয়া নানাবিধ দ্রব্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ ইণ্ডিয়া

টোবেকো কোম্পানী সিগারেট ও তামাকের বিক্রয় ভবিষ্যতে হ্রাস পাইতে পারে এই আশংকা করিয়া হোটেল শিল্পে বৃহদাকারে অংশগ্রহণ করিয়াছে। যে ফার্ম নানাবিধ শিল্পের মধ্যে অংশগ্রহণ করে তাহাকে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতকারী ফার্ম বা সংস্থা ( conglomerate ) বলা হয়।[১] এক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্যের কোন পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে না।

**(v) সম্পদ ছাঁটকাট ( Asset stripping ) :** যখন দেখা যায় যে একটি কোম্পানীর প্রকৃত সম্পদের—যেমন জমি, মূলধন দ্রব্য, ইত্যাদির—মূল্য হইল ইহার শেয়ার বাজারের দাম অপেক্ষা অধিক তখন কোম্পানীটিকে অন্য মালিকাধীন করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন ঐ কোম্পানী সম্পদের একাংশ বা সমগ্র অংশই অন্য মালিকাধীন করিয়া ইহার সম্পদের আসল দাম উদ্ধার ( realise ) প্রচেষ্টা করা হয়। সম্পদ হ্রাসের উদ্দেশ্য হইল উপকরণসমূহের আরও সুষ্ঠু ও উৎপাদনশীল ব্যবহার।

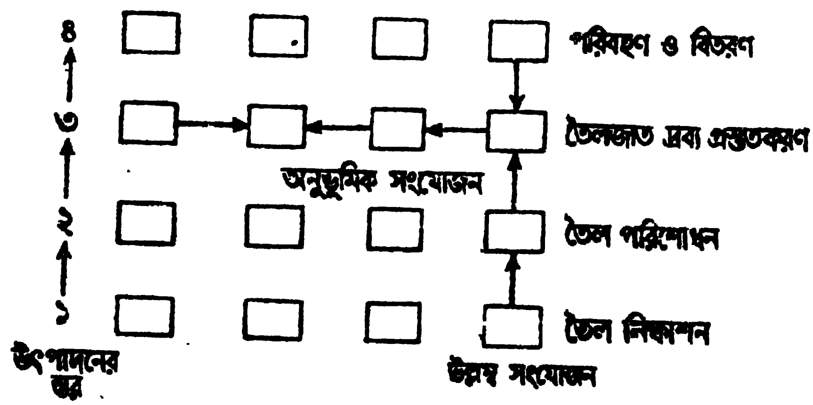
**উল্লম্ব ও অনুভূমিক সংযোজন ( Vertical and horizontal integration )**

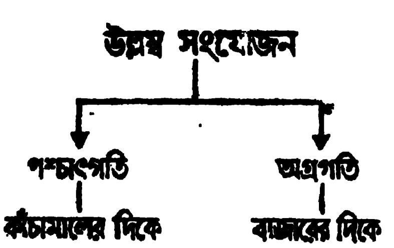
উল্লম্ব সংযোজন তখনই ঘটে যখন একটি ফার্ম পশ্চাতমুখীভাবে ইহার উপকরণসমূহের সূত্রের দিকে অগ্রসর হয় অথবা যখন ইহা সম্মুখগতিতে ইহার বাজারের অভিমুখে ধাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরিশোধিত তৈল ( refined oil ) প্রস্তুতকারী একটি ফার্ম যদি একটি তৈল খনি ক্রয় করে তাহা হইলে এই অভিযানকে পশ্চাতমুখী সংযোজন বলিয়া গণ্য করা হইবে। অপরদিকে ইহা যদি তৈল বিক্রয় ও বন্টনের জন্য দু-একটি পেট্রল পাম্প ক্রয় করে তাহা হইলে ইহা হইবে সম্মুখগতিসম্পন্ন সংযোজনের উদাহরণ।

অনুভূমিক সংযোজন তখনই ঘটে যখন একটি ফার্ম উৎপাদনের সমস্তরভুক্ত অন্যান্য কয়েকটি ফার্মের মালিকানার ভার গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পেট্রল পাম্পের মালিক অন্য একটি পেট্রল পাম্পকে ক্রয় করিতে পারে অথবা একটি বইয়ের দোকান অন্য একটি বইয়ের দোকানকে ক্রয় করিতে পারে।[২]

পেট্রোলিয়াম শিল্পের সংযোজন

ছক ১০.২




১. "A firm with interests in many different fields is known as a *conglomerate*."

২. যেমন সেন্ট্রাল এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজেস্ অতি সম্প্রতিকালে কলিকাতার প্রখ্যাত কোম্পানী দি নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সীকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে।

অবশ্য একটি কার্মের পক্ষে একযোগে উল্লম্ব ও অনুভূমিক উভয় প্রকার সংযোজন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব। পূর্ব-পৃষ্ঠার ছকের সাহায্যে ইহা দেখান হইয়াছে। এখানে একটি তৈল প্রস্তুতকারী সংস্থাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহার সহিত একদিকে যেরূপ তৈল খনি এবং পেট্রল পাম্পগুলির উল্লম্ব সংযোজন ঘটিয়াছে অন্যদিকে সেরূপ অন্য চারটি পেট্রল পাম্পের অনুভূমিক সংযোজনও ঘটিয়াছে।

**ক্ষুদ্র শিল্পের অস্তিত্ব ( The continuance of the small business )**

এ-পর্যন্ত আমরা বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃতি, গঠন, মালিকানা ও নৈতিক দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্প মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এইরূপ বৃহদাকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সত্যই স্বল্প। অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই হইল ক্ষুদ্রায়তনের। ইহার সংখ্যা অগুণতি বলা চলে। কিন্তু দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় ইহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখন প্রশ্ন হইল বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি কি করিয়া টিকিয়া আছে ? শুধু টিকিয়া আছে বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে। ইহারা কখনও কখনও বৃহদায়তনের শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াও বহুকাল ধরিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে এবং সম্প্রসারিত হইতে সক্ষম হইয়াছে।

আজিকার যুগ হইল বৃহদায়তন শিল্পেরই যুগ। বৃহদায়তন শিল্পের প্রাধান্যের মূল কারণ হইল আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ। এই ব্যয়সংক্ষেপের অবশ্য নানাবিধ সীমা-পরিসীমা আছে। এই কারণেই ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করিতেছে। বস্তুত, কতকগুলি ক্ষেত্রে—যেমন কৃষি ও কাঠকাটা ( pumbing ), শাল প্রস্তুত, মুদিখানা, দর্জীর দোকান, ইত্যাদি—আয়তনজনিত ব্যয়-সংক্ষেপের পরিমাণ ও পরিধি অতি সীমিত বলিয়া এই সকল ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত, বৃহদায়তন শিল্পের যেগুলি সুবিধা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সেগুলি অসুবিধা। অনুরূপভাবে বলা যায় বৃহদায়তন শিল্পের যেগুলি অসুবিধা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সেগুলি সুবিধা। সুতরাং বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধা—অর্থাৎ আয়তনজনিত ব্যয়বৃদ্ধির ( diseconomies of scale )—ফলেই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বাঁচিয়া থাকে। ক্ষুদ্র শিল্পের বাঁচিয়া থাকার কারণগুলি সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায়।

**(১) নিজের বস হইয়া কাজ করা (Being one's own boss) :** অনেক সময় একজনের পক্ষে অন্যের অধীনে চাকুরি না করিয়া নিজে একটি ছোট কারখানা স্থাপন করা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে তাঁহার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাঁহার পক্ষে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা সম্ভব হয়। উপরন্তু, বর্তমানে মুনাফা স্বল্প হইলেও ভবিষ্যতে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইদানিংকালে আমাদের দেশে অনেক ইঞ্জিনিয়ারকেই GEC, Dunlop, GKW, ইত্যাদি নামী কোম্পানী হইতে পদত্যাগ করিয়া ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিতে দেখা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বনহুগলী অঞ্চলে এই ধরনের বহু ফার্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বেকার ইঞ্জিনিয়ারগণও নিরুপায় হইয়া সরকারী সাহায্য লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিতেছেন।

**(২) উপকরণের বাজারে অচলতা ( Immobility in factor markets ) :** উপকরণের বাজারে সচলতার অভাবে লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্ম স্থাপন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। একজন কুটির শিল্পের মালিকের পক্ষে বৃহদায়তন ফার্মে—যেমন একটি চটকলে—চাকুরী পাওয়া সত্যই কঠিন। এই কারণে সারাজীবন তাঁহাকে কুটির শিল্পের মালিক হইয়াই কাটাইতে হয়। অনুরূপভাবে কলকৌশলগত উন্নতির ফলে একজন অদক্ষ শ্রমিক যদি হঠাৎ বেকার হইয়া পড়েন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নূতন চাকুরি খুঁজিয়া না পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এক্ষেত্রে অনেক সময় নিরুপায় হইয়া তিনি একটি মুদির দোকান খুলিয়া জীবনধারণের প্রচেষ্টা করিতে পারেন।

**(৩) সুনাম ( Goodwill ) :** সুনামের জন্যও একটি ছোট ফার্ম বহুদিন ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং যদি ব্যক্তিগত সেবা ভোগ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে খরিদ্দারগণ অধিক দাম

গিয়াও ইহার দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারেন। ছোট ছোট অনেক নাপিত বাড়ীতে গিয়া চুল কাটিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের মত অনেককেই সেলুনে গিয়া এক-আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট করিতে হয় না। ফলে আমরা দু-এক টাকা বেশী পারিশ্রমিক দিতে রাজী থাকি। অনুরূপভাবে ছুতোর মিস্ত্রীরা বাড়ী বাড়ী গিয়া কাজ করেন বলিয়াই বাঁচিয়া আছেন। নতুবা সকলেই রেডিমেড আসবাবপত্রই ক্রয় করিতেন।

**(৪) রুচি ও পছন্দসই দ্রব্য বা সেবা ক্রয় ( Purchasing goods and/or services according to tastes and preferences ):** বড় বড় দোকান হইতে আমরা নিজেদের রুচি ও পছন্দসই জিনিসপত্র কিনিতে সক্ষম হই না। কিন্তু ছোট ছোট দোকানে গিয়া আমাদের নিজেদের ইচ্ছামত পছন্দসই দ্রব্য ক্রয় করিতে পারি। যেমন, পাড়ার দর্জির দোকান হইতে ইচ্ছামত জামাকাপড় বানানো যায় কিন্তু নুইয়র্কের মত বড় দোকানে গিয়া তাহা সব সময় সম্ভব হয় না।

**(৫) সহ-চুক্তি প্রদান ( Sub-contracting ):** অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট ছোট কার্মগুলি বড় বড় ফার্মের সহায়ক হিসাবে কার্য করে। যেমন, বাটার মত বড় জুতা প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলি ছোট ছোট ফার্মকে সহ-চুক্তি প্রদান করে। বড় বড় লণ্ড্রির ক্ষেত্রেও ইহা দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশ জামাকাপড়ই ছোট ছোট ধোপারা কাচিয়া থাকে।

**(৬) একচেটিয়া কারবার ( Monopoly ):** একটি শিল্পে একটি বৃহদাকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি বিষয়ে ছোট ছোট বহুসংখ্যক ফার্মের অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারে। ইহার ফলে ইহার একচেটিয়া কারবার ও ইহা দ্বারা ভোক্তাদের শোষণ জনসাধারণ ও সরকারের চোখে পড়ে না।

**(৭) একজোট হওয়া ( Banding together ):** স্বাধীন ব্যবসায়ীগণ কখনও কখনও একজোট হইয়া সস্তায় বিপুল পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করিতে পারেন এবং ইহার ফলে তাঁহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণই থাকে। কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত ইহা দেখা যায়। ফসল কাটার পর ব্যবসায়ীগণ একজোট হইয়া কৃষকদের নিকট হইতে সস্তায় ধান বা পাট ক্রয় করেন। এক্ষেত্রে একজন কৃষকের পক্ষে অধিক দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. একটি শিল্পে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের একক হইল একটি ফার্ম।

২. ব্যবসায়ের সংগঠনের নানাবিধ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, সমবায় ও সরকারী সংস্থাই হইল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

৩. বস্তুত, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহঅবস্থানের ফলেই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ধারণাটি তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠে।

৪. একটি শিল্পের একদেশতা নানাবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি হইল প্রাকৃতিক ( natural ) এবং বাকীগুলি হইল মানুষ-দ্বারা সৃষ্ট ( man-made )। যে তিনটি মূল বিষয় ইহাকে প্রভাবিত করে তাহা হইল: উপকরণের ও উৎপন্নের বাজারের সান্নিধ্য, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সরকারী নীতি।

৫. শিল্পের একদেশতাকে একদেশতার সহগ ( quotient ) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। অনুরূপভাবে শিল্পে মালিকানার এককেন্দ্রীকতা ( concentration ) কেন্দ্রীকতা অনুপাতগুলি ( concentration ratios ) দ্বারা পরিমিত হয়।

৬. বর্তমানে শিল্পে উলম্ব ও অনুভূমিক—মূলত এই দুইপ্রকারের সংযোজন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল একটি বাজারকে একচেটিয়া কারবারের আওতায় লইয়া আসা।

৭. বৃহদায়তনে উৎপাদনের নানাবিধ সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি শিল্প সম্প্রসারণের পথে নানাবিধ বাধাবিপত্তিরও সৃষ্টি হয়। ফলে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি শিল্পে টিকিয়া থাকে।

## প্রশ্নাবলী

১. অসংখ্য ক্ষুদ্রশিল্পের বাজারে টিকিয়া থাকার কারণগুলি উল্লেখ কর।
২. যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কি কি?
৩. কি কি কারণে একটি শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়? জাতীয়করণের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।
৪. শিল্পের একদেশতার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর।
৫. শিল্প মূলধন সংগ্রহের মূল পন্থাগুলি কি কি? উহাদের আপেক্ষিক দোষ ও গুণ বিচার কর।

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. W. J. Baumol and A. S. Blinder : *Economics* ( 3rd edn., 1984 )
2. P. Graham : *Managerial Economics* ( Addison Wesley, 1980 )
3. J. Harvey : *Basic Economics* ( McMillan, 2nd edn. )

# ১৪ ব্যয়তত্ত্ব (The Theory of Costs)

*"Cost of production would have no effect on competitive price if it could have none on supply."* J. S. Mill

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মুনাফা হইল বিক্রয়লব্ধ আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান মাত্র। যে কোন উৎপন্নের হারের সহিত একগুচ্ছ উপকরণ জড়িত থাকে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এইরূপ উপকরণগুলির প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক মূল্য নির্ধারণ করা। উপকরণসমূহের ব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। উহাদের উপর ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। উপকরণসমূহের ব্যবহারকে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা কখনও কখনও অতি সহজ আবার কখনও কখনও অতি কঠিন। উপরন্তু, একটি উপকরণের আর্থিক মূল্য বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পৃথক হইতে পারে।

আলোচনার সুরুতেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তিনটি মূল কারণে আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-সংক্রান্ত আচরণ ( production behaviour ) লইয়া আলোচনা করি :

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে-সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় সেগুলির পরিবর্তন ঘটিলে তাহাদের আচরণে কিরূপ পরিবর্তন হইবে সে-সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করা ;

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উহাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত ( best decision ) গ্রহণে সহায়তা করা : এবং

(গ) কত সুষ্ঠুভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সীমিত উপকরণসমূহকে ব্যবহার করিতেছে সমাজের দিক হইতে তাহার যথাযথ মূল্যায়ন করা।

ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক দিয়া ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হইল সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা। ইহা হইতেই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

## ১৪.১ সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা ( The concept of opportunity cost )

সমাজের মৌল সমস্যাগুলির আলোচনার সময় আমরা সুযোগ-ব্যয়ের ধারণাটি প্রবর্তন করিয়াছি ( ৪২ পৃষ্ঠা )। এইভাবে ইহার সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে :

**কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কিছু ব্যবহারের ব্যয় হইল বিকল্প একটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহারের মাধ্যমে যে সুবিধা লাভ করা যাইত তাহা।**

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি দ্রব্য—যেমন, বিস্কুট উৎপাদন করিতে ১০,০০০ টাকার মত আর্থিক মূলধন ব্যবহার করিতেছে। এই দ্রব্যটি উৎপাদন না করা হইলে এই টাকাটি খোলা বাজারে বাৎসরিক ২০ শতাংশ সুদের হারে খাটান যাইত। কিন্তু বিস্কুট উৎপাদন করিতে হইলে এই সুযোগটি হাতছাড়া হইয়া যাইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে মূলধনের সুযোগ-ব্যয় হইল বাৎসরিক ২০০ টাকা ( ১০,০০০ টাকার ২০ শতাংশ )।

ভাড়া করা উপকরণের ক্ষেত্রে এই একই জিনিস ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের শ্রম ভাড়া করা হয় এবং ইহার জন্য মজুরি প্রদান করা হয়।[১] কিন্তু যেহেতু নিয়োগকারীকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেন্সন, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় করিতে হয় সেহেতু শ্রমের উপর ব্যয় মজুরি অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং শ্রমের সুযোগ-ব্যয় নির্ধারণ করিতে হইলে প্রত্যক্ষ মজুরির ( direct wage ) সহিত এই সকল ব্যয়কে যোগ করিতে হইবে।

১. একমাত্র ক্ষুদ্র শিল্পে মালিক নিজেই শ্রম সরবরাহ করে।

আবার কখন কখনও দেখা যায় যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এমন একটি উপকরণ ব্যবহার করিতেছে যেটি ইহাকে বাজার হইতে ক্রয় করিতে বা ভাড়া করিতে হয় না। অর্থাৎ, শিল্প প্রতিষ্ঠানটি নিজেই ইহার মালিক। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যয়ের হিসাব করা প্রয়োজন। এই ধরনের উপকরণ ব্যবহারের ব্যয়কে আরোপিত ব্যয় ( imputed costs ) বলা হয়। একটি বিকল্প ক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহার করিলে যে প্রতিদান পাওয়া যাইত তাহা হইল ইহার আরোপিত ব্যয়।[১] উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রকাশনা সংস্থার নিজস্ব ছাপাখানা থাকিতে পারে। এই ছাপাখানাটি ৭ দিন পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইলে একটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা সম্ভব। যদি এই পুস্তকটি মুদ্রণ না করা হয় তাহা হইলে ঐ ছাপাখানায় যে-কোন একটি কোম্পানীর ব্যালান্স সীট ছাপা যাইতে পারে এবং ধরা যাউক ইহা হইতে ৩,০০০ টাকার মত অর্থ আয় সম্ভব। সুতরাং এক্ষেত্রে মেসিনটির আরোপিত ব্যয় হইল ৩,০০০ টাকা। নিম্নলিখিত কারণে এই ধরনের আরোপিত ব্যয়ের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়:

(১) ব্যবসায়ে মালিকের নিজস্ব মূলধন নিয়োগ ;

(২) মূলধনের অবপূর্তি ( depreciation ) ;

(৩) ঝুঁকি-বহনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ; এবং

(৪) একটি ফার্ম যদি কোন বিশেষ সুবিধা ( যেমন, সুনাম, ট্রেডমার্ক অথবা পেটেন্ট ) ভোগ করে সেগুলির মূল্য নির্ধারণ।

যদি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সর্বাধিক লাভজনক উৎপাদন ক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে হয় তাহা হইতে ব্যয়ের নির্ভুল আরোপণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

**অর্থের ব্যয় ( The cost of money ) :** ধরা যাউক একটি ফার্ম ইহার নিজস্ব ১,০০,০০০ টাকা ব্যবহার করিতেছে। এই পরিমাণ টাকা ১৫ শতাংশ সুদে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে ধার দেওয়া যাইত। সুতরাং এক্ষেত্রে ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে অন্তত ১৫,০০০ টাকা বাদ দিয়া নীট আয়ের হিসাব করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকা হইল উৎপাদন ক্ষেত্রে ইহার নিজস্ব পুঁজি বা ভাণ্ডার ব্যবহারের ব্যয়। যদি ফার্মটির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় মাত্র ১৪,০০০ টাকা হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে ফার্মটির ১০০০ টাকার মত লোকসান হইয়াছে। ইহার কারণ ফার্মটি যদি ইহার দরজা বন্ধ করিয়া দিত এবং ইহার মূলধন অন্য কাহাকে ধার দিত তাহা হইলে ইহা ১৫,০০০ টাকা অর্জন করিতে পারিত।

**বিশেষ সুবিধা ( Special advantages ) :** কতকগুলি ফার্ম ব্যবসায়িক জগতে কতকগুলি বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, কোকাকোলার কথা উল্লেখ করা যায়। ইহার বাজারে যথেষ্ট সুনাম আছে। যদি ইহা দ্রব্যটি প্রস্তুত না করিত অন্য যে কোন ফার্ম এই সুনামটি ব্যবহার করিয়া বহুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিতে পারিত। সুতরাং এক্ষেত্রে সুনামের একটি সুযোগ ব্যয় আছে, কারণ দ্রব্যটি প্রস্তুত না করিয়া কেবল সুনাম ভাড়া দিয়াই ইহা বহুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিতে পারিত। অবশ্য কোকাকোলা কোম্পানীটি যে দামে বা যে পরিমাণ অর্থ-ব্যয়ে এই সুনামটি অর্জন করিয়াছে তাহা ইহার বর্তমান সুনামের বাজার-দাম হইতে নিশ্চয়ই পৃথক। এই প্রসংগে আমরা নূতন ধারণার প্রবর্তন করিতে পারি। ইহা হইল ঐতিহাসিক ব্যয়ের ( historical cost ) ধারণা। প্রাথমিক স্তরে যে দাম বা অর্থ-ব্যয়ে কোকাকোলার সুনামটি অর্জন করা হইয়াছে তাহাকেই ঐতিহাসিক ব্যয় আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা দ্রব্যটির বর্তমান সুযোগ-ব্যয় অপেক্ষা নিঃসন্দেহে পৃথক।

**বর্তমান যন্ত্রপাতির অবপূর্তি ( Depreciation of existing equipment ) :** উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতি বা মেসিনের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহাকে অবপূর্তি বলা হয়। হিসাবরক্ষকগণ নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া একটি সম্পদের আসল দামের ভিত্তিতে অবপূর্তির পরিমাপ করেন। ঐতিহাসিক ব্যয়গুলির উপর ভিত্তি করিয়া অবপূর্তির যে হিসাবনিকাশ করা হয়

---

১. "Imputed costs are reckoned at values reflecting what the firm could earn if it shifted these factors to their next best use." Lipsey

এবং সুযোগ-ব্যয় নীতির উপর ভিত্তি করিয়া অবপূর্তির যে পরিমাপ করা হয় তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এক্ষেত্রে যে সম্ভাব্য ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তাহা দুইটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যায়।

উদাহরণ ১: ধরা যাউক একটি কোম্পানীর মালিক ৬০০০ টাকা ব্যয়ে একটি মোটরগাড়ী ক্রয় করেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য হইল ৬ বৎসর ধরিয়া ইহাকে ব্যবহার করিয়া ইহাকে বাতিল করিয়া দেন। কিন্তু ধরা যাউক ঠিক এক বৎসর পরেই গাড়ীটির দাম হ্রাস পাইয়া ৪৫০০ হইল—অর্থাৎ এই এক বৎসরে এই গাড়ীটি ব্যবহার করিতে তাঁহার ১৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল: কেন তিনি ১৫০০ টাকার এই অবপূর্তির হিসাব করিবেন, কারণ ৬ বৎসরের পূর্বে তাঁহার গাড়ীটি বিক্রয় করিবার কোন ইচ্ছাই নাই? ইহার উত্তরে বলা যায় যে বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে তিনি এক বৎসরের পুরাতন একটি গাড়ী ক্রয় করিতে পারিতেন এবং পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইহাকে ব্যবহার করিতে পারিতেন। বস্তুত, এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন তিনি ঠিক অনুরূপ অবস্থারই সম্মুখীন হইয়াছেন। তিনি পছন্দ করুন বা না করুন তিনি প্রথম বৎসর গাড়ীটি ব্যবহার করিবার জন্য ১৮০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যদি এক বৎসর পর পুরাতন গাড়ীটির দাম ৪৫০০ টাকার পরিবর্তে ৫,৮০০ টাকা হইত তাহা হইলে সঠিক অবপূর্তি ব্যয় ( correct depreciation charge ) হইত মাত্র ২০০ টাকা।

উদাহরণ ২: ধরা যাউক একটি ফার্ম ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি মেসিন ক্রয় করিয়াছে। এই মেসিনগুলি প্রত্যাশিত জীবনকাল হইল ১০ বৎসর এবং ফার্মের হিসাবরক্ষক নির্ধারণ করিয়াছেন যে এই মেসিনগুলির বাৎসরিক 'অবপূর্তি ব্যয়' ( depreciation cost ) হইল ১০,০০০ টাকা। এই মেসিনগুলি ব্যবহার করিয়া মাত্র একটি দ্রব্য উৎপাদন করা যায় এবং যেহেতু এগুলিকে কারখানার অভ্যন্তরে স্থাপন করা হইয়াছে সেহেতু এগুলিকে অন্য ফার্মের নিকট ভাড়া খাটাইয়া অর্থ উপার্জন করার কোন সুযোগ নাই এবং পুরাতন মেসিন বা লৌহের পিণ্ড হিসাবে এগুলির বাজার-দাম অতি অল্প।

ধরা যাউক যে এই মেসিনগুলি ব্যবহার করিয়া দ্রব্যটি উৎপাদন করা হইলে অন্যান্য উপকরণের উপর বাৎসরিক ব্যয় হইবে ২৫,০০০ টাকা। মেসিনটি ক্রয় করার ঠিক পর মুহূর্তেই ফার্মটি দেখে যে দ্রব্যটির বাজার-দাম অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে ফার্মটি ইহার উৎপন্নের সমগ্রটি বিক্রয় করিয়া মাত্র ২৯,০০০ টাকা অর্জন করিতে পারে কিন্তু দ্রব্যটির বাজার-দাম হ্রাস না পাইলে ফার্মটির প্রত্যাশিত বিক্রয়লব্ধ আয় হইত ৩৫,০০০ টাকা। এখন ফার্মটি কি করিবে?

যদি ইহার ব্যয়ের হিসাব করিবার সময় ফার্মটি পূর্ব নির্ধারিত ১০,০০০ টাকার মত অবপূর্তি ব্যয় যোগ করে, তাহা হইলে উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাওয়ার জন্য ইহার মোট ব্যয় হইবে ৩৫,০০০ টাকা। কিন্তু বিক্রয়লব্ধ আয় মাত্র ২৯,০০০ টাকা হওয়ার ফলে ইহার ৬০০০ টাকা লোকসান হইবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দ্রব্যটি উৎপাদন করা উচিত নয়। কিন্তু এই ধারণাটি ভ্রান্ত। যেহেতু মেসিনগুলির কোন বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ নাই, সেহেতু উহাদের আরোপিত সুযোগ-ব্যয় ( imputed opportunity cost ) হইল শূন্য। উৎপাদন বন্ধ হইয়া গেলে মেসিনগুলি অলস হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এগুলিকে ভাড়া দিয়া কোন অর্থ অর্জন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যটি উৎপাদনের বাৎসরিক মোট ব্যয় হইল ২৫,০০০ টাকা মাত্র। সুতরাং উৎপাদনকার্য চালাইয়া গেলে ফার্মটির নীট আয় ( অর্থাৎ মোট আয় ও মোট ব্যয়ের ব্যবধান ) বাৎসরিক ৪,০০০ টাকা হইবে—৬,০০০ টাকা লোকসান হইবে না। প্রত্যাশিত লোকসান এড়াইবার জন্য যদি দ্রব্যটি উৎপাদন না করা হইত তাহা হইলে ইহার লোকসানের পরিমাণ বাৎসরিক ৪,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইত )।

অবশ্য ফার্মটি যদি পূর্ব হইতেই অনুমান করিতে পারিত যে দ্রব্যটির বাজার-দাম শীঘ্রই হ্রাস পাইবে তাহা হইলে ইহা কখনই মেসিনটি ক্রয় করিত না। কিন্তু যেহেতু ইহা ইতিমধ্যেই মেসিনটিকে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, সেহেতু ইহাকে ব্যবহার করিবার ব্যয় হইল শূন্য ( অর্থাৎ ইহাকে ব্যবহার করিবার জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না )। অতএব মেসিনগুলি হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত নীট আয় ধনাত্মক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি ব্যবহার করাই লাভজনক বিবেচিত হইবে।

উপরের দুইটি উদাহরণের সাহায্যে যে নীতিটিকে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ নীতি বা নিয়মের ( maxim ) রূপে সংক্ষেপে বিবৃত করা যায়:

**যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা হইল সম্পূর্ণভাবে অতীত এবং বর্তমানে যে কার্যটি সর্বাপেক্ষা লাভজনক তাহার উপর ইহার কোন প্রভাব থাকা উচিত নয়।**[১]

**নূতন মূলধন দ্রব্য ( New Capital Equipment ):** যে মুহূর্তে একটি মূলধন দ্রব্য—যেমন একটি মেসিন স্থাপন করা হয়, সে মুহূর্তে ইহার সুযোগ-ব্যয় অতি সামান্য বা শূন্য হয়। এক্ষেত্রে ইহাকে যতক্ষণ পর্যন্ত চালান যায় ততক্ষণ পর্যন্ত চালান হইবে যদি অবশ্য উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় সংকুলান সম্ভব হয়। কিন্তু ব্যবহারের ফলে মূলধন দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং উৎপাদনকার্যে যাহাতে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য কিছুকাল অন্তর পুরাতন ও অকেজো মূলধন দ্রব্যগুলিকে সরাইয়া নূতন মূলধন দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে অবশ্য একটি ফার্মকে ইহার মূলধন দ্রব্য হইতে এমন একটি প্রতিদান লাভ করিতে হইবে যাহা অন্যান্য শিল্পে অনুরূপ একটি বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। যদি তাহা না হয় তবে মূলধনের মালিকের পক্ষে মূলধনকে স্থানান্তরিত করাই লাভজনক হইবে। এক্ষেত্রে একটি পুরাতন মেসিনকে সরাইয়া নূতন মেসিন স্থাপন না করিয়া এ একই পরিমাণ অর্থ অন্য কোন শিল্পে বিনিয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

### ১৪.২ ব্যয় হইতে মুনাফা ( From cost to profit )

অনেক সময় মূলধনের প্রতিদানকে তিন ভাগে ভাগ করা সুবিধাজনক বিবেচিত হয়: একটি অবিমিশ্র প্রতিদান (a pure return), ঝুঁকিবহনের জন্য প্রিমিয়াম ( a risk premium ) এবং অবিমিশ্র মুনাফা (pure profit)। এক্ষেত্রে অবিমিশ্র প্রতিদান বলিতে এক ঝুঁকিবিহীন বিনিয়োগে মূলধন হইতে যে প্রতিদান পাওয়া যাইতে পারে তাহাকেই বুঝায়। ঝুঁকিবহনের প্রিমিয়াম বলিতে মূলধনের সেই প্রতিদানকেই বুঝায় যাহা মূলধন নষ্ট হইয়া যাওয়ার যে ঝুঁকি রহিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে মূলধন মালিকগণকে অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। যেহেতু অধিকাংশ ব্যবসায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনিশ্চয়তার দ্বারা আবৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই গ্রহণ করা হয় সেহেতু এই উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ। মূলধন ব্যবহারে যত অধিক ঝুঁকি দেখা দিবে এই প্রিমিয়াম ততই অধিক হইবে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যখন আমরা পুরাতন মূলধনকে সরাইয়া নূতন মূলধন ব্যবহার করি তখন উপরের দুইটি উপাদানকে উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে যদি একটি ফার্মের মূলধন হইতে পর্যাপ্ত প্রতিদান লাভ করিয়া উপরের দুইটি উপাদানের সংকুলান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে এই মূলধনের মালিকগণ তাঁহাদের সুযোগ-ব্যয় সংকুলান করিতে সমর্থ হন নাই।[২]

মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে মূলধন ও অন্যান্য সকল উপকরণের সুযোগ-ব্যয় বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহাই হইল মুনাফা। উৎপাদন ক্ষেত্রে এই মুনাফার অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে ফার্মের মোট আয় হইতে প্রথমে মূলধন ব্যতীত অন্যান্য সকল উপকরণের উপর সকল অর্থ-ব্যয় বাদ দিতে হইবে। ইহার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা হইতে মূলধনের অবিমিশ্র প্রতিদান এবং উপরে বর্ণিত ঝুঁকিবহনের প্রিমিয়াম বাদ দিয়া যদি কোন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহাকে অবিমিশ্র মুনাফা ( pure profit ) বলা হয়। ইহা ফার্মের মালিকগণের নিকটই থাকে এবং ইহাকে তাঁহাদের মূলধনের অতিরিক্ত প্রতিদান বলিয়া গণ্য করা যায়। এইভাবে মুনাফার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় সেই সংজ্ঞা অনুসারে আমরা মুনাফা বলিতে সেই মুনাফাকে বুঝি যাহাকে অর্থনৈতিক মুনাফা ( economic profit ) বা কেবল মুনাফা ( profit ) আখ্যা দেওয়া হয়।

---

১. "Bygones are bygones and should have no influence in deciding what is currently the most profitable thing to do." Lipsey

২. "If a firm does not produce a return on its capital sufficient to cover the return on a riskless investment and sufficient to compensate for the riskiness involved, the owners of the capital are not covering their opportunity costs ." Lipsey

**১৪.৩ উৎপাদন অপেক্ষক ( The production function )**

আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি উৎপন্নের একটি বিশেষ স্তরে কিভাবে ব্যয় ও মুনাফার হিসাব করিতে হয়। উৎপন্নের কোন্ স্তরে মুনাফা সর্বাধিক হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রয়োজনে উৎপন্নের পরিবর্তনের ফলে ব্যয় ও আয় কিভাবে পরিবর্তিত হয় সর্বপ্রথম সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। যেহেতু মুনাফা হইল আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান মাত্র সেহেতু ফার্মের আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তনের ফলে মুনাফার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে তাহা আমরা সহজেই নির্ধারণ করিতে পারি এবং ইহা হইতে মুনাফা সর্বাধিকীকারী উৎপন্নের স্তরটি অতি সহজেই বাছিয়া লইতে পারি এই অধ্যায়ে আমরা ব্যয়ের মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিব ; পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিক্রয়লব্ধ আয়ের ধারণাসমূহ লইয়া আলোচনা করিব। উৎপন্নের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন-ব্যয় ( অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সকল উপকরণসমূহের মূল্য ) কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই উপকরণসমূহের পরিবর্তনের ফলে উৎপন্নের কি পরিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে পূর্ব হইতেই ধারণা থাকা প্রয়োজন। এখন আমরা পূর্ববর্তী নীতিসমূহকে ( যেগুলি ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ) অনুসরণ করিয়া উপকরণসমূহের একটি মূল্য ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারি এবং ইহা হইতেই আমরা দেখিতে পাইব উৎপন্নের পরিবর্তনের ফলে ব্যয়ের ( অর্থাৎ ব্যবহৃত উপকরণসমূহের মূল্যের ) কিরূপ পরিবর্তন ঘটে।

উৎপাদন তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি হইল উৎপাদন অপেক্ষকের ( production function ) ধারণা। ইহাতে উৎপাদনের বা উৎপাদন ব্যবহারকলাকৌশলগত দিকটি প্রতিফলিত হয়। ইহার সাহায্যে উপকরণসমূহের পরিবর্তনের ফলে উৎপন্নের কি পরিবর্তন ঘটে তাহা দেখান হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে ইহার সাহায্যে উপকরণসমূহ কিভাবে উৎপন্নে রূপান্তরিত হয় তাহা দেখান হয়।[১]

এই উৎপাদন অপেক্ষককে সহজে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$Q=f(F_1, F_2 ..., F_m) .................. (১)$$

যেখানে $Q$ হইল উৎপন্নের পরিমাণ এবং $F_1, F_2, ..., F_m$ হইল উৎপাদন ক্ষেত্রে $m$ সংখ্যক উপকরণের ব্যবহারের পরিমাণ। এক্ষেত্রে, উৎপন্নের পরিমাণ হইল নির্ভরণ চল ( dependent variable ), কারণ ইহা উপকরণের পরিমাণ ও ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উৎপন্নের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। উপকরণসমূহ হইল স্বাধীন চল ( dependent variables )। এক্ষেত্রে উৎপন্ন ও উপকরণসমূহ উভয়কেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাহ ( flow ) বা হার ( rates ) হিসাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

আলোচনাকে সহজ করিবার জন্য অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা একটি সহজ উৎপাদন অপেক্ষকের কথা চিন্তা করিব। একটি শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের কথা কল্পনা করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে জমির বিশেষ গুরুত্ব নাই বলিয়া ইহাকে অবজ্ঞা করা যায় এবং অন্যান্য সকল উপকরণসমূহকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—শ্রম ও মূলধন। এক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষকটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$Q=F(K, L) .................. (২)$$

যেখানে $Q$ হইল দৈনিক উৎপন্নের পরিমাণ ( যাহাকে টন বা কিলোগ্রামের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় ), $L$ হইল শ্রমের পরিমাণ ( যাহাকে শ্রমদিবস হিসাবে পরিমাপ করা যায়। এবং $K$ হইল মূলধনের পরিমাণ ( যাহাকে মেসিন দিবসের একক হিসাবে পরিমাপ করা যায় )।

---

১. এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উৎপাদন হইল একটি প্রবাহ ( flow ) : ইহা কেবলমাত্র কতকগুলি একক নহে ; ইহা হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে ( যেমন এক দিন বা এক সপ্তাহ ) একটি দ্রব্যের কতকগুলি একক। ধরা যাউক, মারুতি কোম্পানী মোটরগাড়ীর মাসিক উৎপাদনকে ৫০ একক হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫১ একক করিতে চায়। ইহার অর্থ এই নয় যে এই মাসে ৫০টি এবং পরবর্তী মাসে ১টি গাড়ী উৎপাদন করা হইবে। ইহার অর্থ হইল মাসিক উৎপাদনের হারকে ৫০ একক হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫১ একক করা।

এখন ধরা যাউক ফার্মটি ইহার উৎপন্নের হারটি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক। ইহার জন্য প্রয়োজন একটি বা উভয় উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি। কিন্তু ফার্মটির পক্ষে সকল উপকরণগুলি একই সময় সমানভাবে বৃদ্ধি করা সহজ নয়। ফার্মটির পক্ষে স্বল্প নোটিশে কিছু দৈনিক মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়ত সম্ভব কিন্তু নূতন মূলধনের ব্যবহার নিঃসন্দেহে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের পক্ষে উপকরণসমূহের নিয়োগের ব্যাপারে কি ধরণের পরিবর্তন সম্ভব তাহার মূল্যায়ন করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ফার্মটিতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়:

(ক) কত সুষ্ঠুভাবে ইহার বর্তমান যন্ত্রপাতি ও কারখানার ব্যবহার করা যায়?

(খ) কলাকৌশলের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া কি কি নূতন যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন করা উচিত?

প্রথম সিদ্ধান্তটি স্বল্পকালে গ্রহণ করা হয়; দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয় দীর্ঘকালে।

### ১৪.৪ স্বল্পকাল ( The short run )

স্বল্পকাল বলিতে কোন নির্দিষ্ট সময়কে—যেমন, এক সপ্তাহ বা এক মাসকে বুঝায় না। ইহা দ্বারা সেই সময়কেই বুঝান হয় যখন উৎপাদনের কয়েকটি উপকরণ—যেগুলি সাধারণ স্থির উপকরণ ( fixed inputs ) বলা হয়—পরিবর্তন করা যায় না। সাধারণত স্বল্পকালে যন্ত্রপাতি বা মূলধনকেই স্থির উপকরণ বলিয়া ধরা হয়, কারণ ইহাদের পরিবর্তন নিঃসন্দেহে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জমি, শিল্প পরিচালক অথবা দক্ষ শ্রমিকগণকেও এই স্থির উপকরণের পর্যায়ে ফেলা হয়। বিশ্লেষণের জন্য যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল এই যে স্বল্পকালে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের যোগান স্থির থাকে। ধরা যাইতে পারে যে উপরের ২নং উৎপাদন অপেক্ষকের মধ্যে স্বল্পকালে স্থির উপকরণ হইল মূলধন।

স্বল্পকালে উৎপাদনবৃদ্ধি একমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণগুলির ( variable inputs ) বৃদ্ধির দ্বারাই সম্ভব। আমাদের উদাহরণে পরিবর্তনশীল উপকরণ হইল শ্রম। সুতরাং স্বল্পকালে মূলধনের পরিমাণ স্থির রাখিয়া কেবল শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াই উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে স্বল্পকাল বলিতে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়কালকে বুঝায় না। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ শিল্পে সাধারণ একটি বাষ্পচালিত টারবাইন জেনারেটর ( a steam turbine generator ) স্থাপন করিতে সাধারণ তিন হইতে চার বৎসর সময় লাগে। এক্ষেত্রে যদি বিদ্যুতের চাহিদা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে স্থির যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত ব্যবহারের সাহায্যেই এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করিতে হইবে। অপরদিকে আবার নাট বল্টু প্রস্তুত করা হয় এমন একটি ছোট কারখানায় মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে স্বল্পকাল হইল নিতান্তই স্বল্প। স্বল্পকালের আয়তন মূলত কলাকৌশলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়—যেমন কত দ্রুত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও স্থাপন করা যায় ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষয়গুলি আবার অনেকাংশে নির্ভর করে একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য ফার্মটি কি দাম দিতে ইচ্ছুক। অধিক দাম দিতে ইচ্ছুক হইলে একটি ফার্মের পক্ষে স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্য যন্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব।

### ১৪.৫ দীর্ঘকাল ( The long run )

দীর্ঘকাল বলিতে এমন একটি সময়কালকে উল্লেখ করা হয় যে সময়ের মধ্যে উৎপাদনের সকল উপকরণগুলির পরিবর্তন সম্ভব কিন্তু যে সময়ের মধ্যে মূল কলাকৌশলের পরিবর্তন সম্ভব নয়।[১] আমাদের দুইটি উপকরণবিশিষ্ট উৎপাদন অপেক্ষকে ফার্মটি দীর্ঘকালে শ্রম ও মূলধন উভয়ের পরিমাণই বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে। পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দীর্ঘকাল বলিতে

---

১. উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একমাত্র অতি দীর্ঘকালেই ( very long run ) ইহা সম্ভব। এই পুস্তকে আমরা এ বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিব না। আলোচনার জন্য *Lipsey*-এর : *Positive Economics* দ্রষ্টব্য।

কোন নির্দিষ্ট সময়কালকে বুঝায় না। এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে ইহার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একটি নাপিতের দোকানে দীর্ঘকাল বলিতে মাত্র ৭ দিনের সময়কে বুঝায়। কারণ এই ৭ দিনের মধ্যে দোকানটিকে ঢালিয়া সাজানো যায়। কিন্তু যাহারা রবার প্রস্তুত করেন তাহাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল হইল অন্তত দশ বৎসর, কারণ একটি রবার গাছকে বড় করিতে ১০ হইতে ১২ বৎসর সময় লাগে।

উৎপাদন তত্ত্বে স্বল্পকাল অপেক্ষা দীর্ঘকালের গুরুত্ব অধিক। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘকাল বলিতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝান হয় যখন একটি নূতন ফার্ম কোন শিল্পে বা ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরিকল্পনা করিতেছে অথবা একটি প্রতিষ্ঠিত ফার্ম ইহার উৎপাদনের আয়তন হ্রাসবৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতেছে। ফার্মের একটি পরিকল্পনা সিদ্ধান্তগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট কলাকৌশলের সম্ভাবনাসমূহের ( fixed technical possibilities ) মধ্যে থাকিয়াই গ্রহণ করা হয়। অবশ্য ফার্মটি উপকরণসমূহের যে কোন সমন্বয়—যাহাকে সর্বাধিক কাম্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়—বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা ভোগ করে। যখনই এই পরিকল্পনাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়—অর্থাৎ কারখানা নির্মাণ করা হয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা হয়, ইত্যাদি—ফার্মটির উপকরণগুলি স্থির উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ফার্মটি কেবলমাত্র স্বল্পকালীন কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ( operating decisions ) গ্রহণ করে।

### ১৪.৬ অতি দীর্ঘকাল ( The very long run )

অতি দীর্ঘকালে একটি ফার্মের উৎপাদন ক্ষেত্রে যে-সকল কলাকৌশলগত সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকে সেগুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে। ইহার ফলে নূতন দ্রব্য উৎপাদন করা অথবা উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগের সাহায্যে একই দ্রব্য স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা যায় ( অথবা দ্রব্যটির গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় )। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজেই গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যের ( research and development ) উপর অর্থ বিনিয়োগ করিয়া এই ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে। অতি দীর্ঘকালে উৎপাদন অপেক্ষকটি আপনা হইতেই পরিবর্তিত হয়। ফলে উপরের দ্বিতীয় সমীকরণটিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও মূলধন ব্যবহার করিয়া উৎপন্নের পরিমাণ বা মাত্রা ( rate ) বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

এখন আমরা বিভিন্ন সময়েকালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ফার্মের উৎপাদন সম্ভাবনা ও উৎপাদন ব্যয় লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

### ১৪.৭ উৎপন্নের স্বল্পকালীন তারতম্য ( The short run variations in output )

স্বল্পকালীন তত্ত্বে আমরা মূলত একটি বিষয় লইয়াই অনুসন্ধান করি : সকল স্থির উপকরণের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি মাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণের প্রয়োগ হ্রাস বা বৃদ্ধি করিলে মোট উৎপন্নের ও উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে ? এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমরা উপরের দ্বিতীয় সমীকরণটিকে ব্যবহার করিব এবং ধরিয়া লইব যে এক্ষেত্রে মূলধন হইল স্থির উপকরণ এবং শ্রম হইল পরিবর্তনশীল উপকরণ।

ধরা যাউক, একটি ফার্ম মাত্র ১০ একক মূলধন লইয়া উৎপাদন সুরু করিয়াছে। এখন মূলধনের পরিমাণ স্থির রাখিয়া ইহা পরিবর্তনশীল উপকরণের অর্থাৎ শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করিতেছে। পরিবর্তনশীল উপকরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তন হইতে পারে তাহা নিম্নের সারণিটিতে দেখান হইয়াছে। এখানে উৎপন্নের পরিবর্তনকে তিন ভাবে দেখা যাইতে পারে। এই কারণে আলোচনার সুরুতে তিনটি বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। নিম্নে তাহাই করা হইল :

(১) মোট উৎপন্ন ( Total Product ) : একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের উপকরণ নিয়োগ করিয়া মোট যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহাকে মোট উৎপন্ন বলে। যদি সকল উপকরণের

পরিমাণ স্থির রাখিয়া কেবল একটি উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে পরিবর্তনশীল উপকরণের ব্যবহারের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া মোট উৎপন্নের পরিমাণ পরিবর্তিত হইবে। নিম্নের সারণিটির দ্বিতীয় স্তম্ভে ইহাই দেখান হইয়াছে। এই স্তম্ভটিকে মোট উৎপন্ন তালিকা (total product schedule) বলা যায়। ১৪.১ (ক) রেখাচিত্রে ইহাই জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে দেখান হইয়াছে।

**সারণি ১৪.১ : মূলধনের পরিমাণ ১০ এককে স্থির থাকাকালীন (কেবল শ্রমের পরিবর্তনের ফলে উৎপন্নের পরিবর্তন) :**

| (১) শ্রমের পরিমাণ (L) | (২) মোট উৎপন্ন (Q) | (৩) গড় উৎপন্ন (AP) | (৪) প্রান্তিক উৎপন্ন (MP) |
|---|---|---|---|
| ১ | ৪৩ | ৪৩ | ৪৩ |
| ২ | ১৬০ | ৮০ | ১১৭ |
| ৩ | ৩৫১ | ১১৭ | ১৯১ |
| ৪ | ৬০০ | ১৫০ | ২৪৯ |
| ৫ | ৮৭৫ | ১৭৫ | ২৭৫ |
| ৬ | ১,১৫২ | ১৯২ | ২৭৭ |
| ৭ | ১,৩৭২ | ১৯৬ | ২২০ |
| ৮ | ১,৫৩৬ | ১৯২ | ১৬৪ |
| ৯ | ১,৬৫৬ | ১৮৪ | ১২০ |
| ১০ | ১,৭৫০ | ১৭৫ | ৯৪ |
| ১১ | ১,৮১৫ | ১৬৫ | ৬৫ |
| ১২ | ১,৮৬০ | ১৫৫ | ৪৫ |

**(২) গড় উৎপন্ন (Average Product) :** মোট উৎপন্নকে পরিবর্তনশীল উপকরণের মোট পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিলে আমরা গড় উৎপন্ন পাই। অর্থাৎ, ইহা হইল পরিবর্তনশীল উপকরণের একক প্রতি মোট উৎপন্ন (the total product per unit of the variable factor)। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$AP=\frac{Q}{L}$$

উপরের সারণিটির তৃতীয় স্তম্ভে ইহাকে দেখান হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করা যায় যে পরিবর্তনশীল উপকরণটির প্রয়োগ বা নিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিলে গড় উৎপন্ন প্রথমে বৃদ্ধি পায় এবং পরে হ্রাস পায়। উৎপাদনের যে বিন্দুতে বা স্তরে গড় উৎপন্ন সর্বাধিক হয় সেই বিন্দুকে ক্রমহ্রাসমান গড় উৎপাদনশীলতা বিন্দু (the point of diminishing average productivity) বলা হয়। উপরের সারণিতে দেখা যায় যে যখন ৭ একক শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন গড় উৎপন্ন সর্বাধিক হয়।

**(২) প্রান্তিক উৎপন্ন (Marginal Product) :** অর্থবিদ্যায় 'অতিরিক্ত' কোন বিষয়কে 'প্রান্তিক' আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, এই সংজ্ঞা অনুসারে এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করিলে যে অতিরিক্ত বা বাড়তি দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহাকেই প্রান্তিক উৎপন্ন বলা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে এক একক অধিক (বা এক একক কম) শ্রম নিয়োগ করা হইলে মোট উৎপন্নের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে প্রান্তিক উৎপন্ন বলা হয়। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

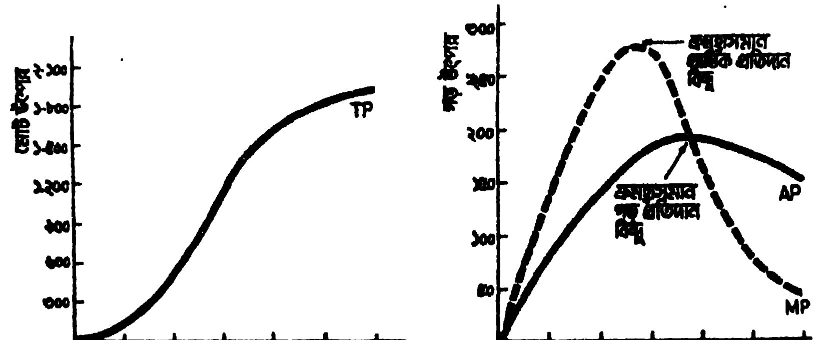
$$MP=\Delta TP/\Delta L$$

যেখানে $\Delta TP$ হইল মোট উৎপন্নের পরিবর্তন এবং $\Delta L$ হইল শ্রমের পরিবর্তন যাহা মোট উৎপন্নের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। এই অধ্যায়ে আমরা সর্বদাই ধরিয়া লইব যে স্বল্পকালে স্থির উপকরণের একটি

নির্দিষ্ট পরিমাণের সহিত পরিবর্তনশীল উপকরণের বিভিন্ন পরিমাণের সমন্বয়ের ফলেই উৎপন্নের পরিবর্তন ঘটে। ( পরবর্তী এক অধ্যায়ে[১] আমরা দেখিব যে ইহা অবশ্য সর্বদাই একটি স্বল্পকালীন ঘটনা নয়, কারণ কতকগুলি স্থির উপকরণও স্বল্পকালে ব্যবহারের সুযোগের অভাবে অলস হইয়া পড়িয়া থাকে। )

উপরের সারণিটির চতুর্থ স্তম্ভে প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাপ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দেখান হইয়াছে যে যখন ৪ একক শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপন্ন হইল ২৪৯ একক। ইহার অর্থ হইল এই যে শ্রমের পরিমাণ ৩ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪ করা হইলে ( অর্থাৎ $\triangle L=১$ হইলে) মোট উৎপন্নের পরিমাণ ৩৫১ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬০০ একক হয় ( অর্থাৎ $\triangle TP=২৪৯$ একক )। যখন শ্রমের পরিমাণ ৫ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপন্ন সর্বাধিক হয় এবং ইহার পর হইতেই প্রান্তিক উৎপন্ন ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। উৎপাদনের যে স্তরে প্রান্তিক উৎপন্ন সর্বাধিক হয় তাহাকে অধ্যাপক লিপসে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্ন বিন্দু বা স্তর ( the point of diminishing marginal returns ) আখ্যা দিয়াছেন।

১৪.১ সারণিটির প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতেই নিম্নের চিত্র দুইটি অংকন করা হইয়াছে। রেখাচিত্র ১৪.১ (খ)-এ গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা দেখান হইয়াছে। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে: (১) যখন ৫ একক শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপন্ন সর্বাধিক হয়। কিন্তু ইহার পর হইতেই প্রান্তিক উৎপন্ন ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু গড় উৎপন্ন তখনও বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ৭ একক শ্রম নিয়োগ করার পর হইতেই গড় উৎপন্ন হ্রাস পাইতে থাকে। (২) যখন মোট উৎপন্ন সর্বাধিক হয় তখন প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন একে অপরের সমান হয়।[২] নিম্নে এই সম্পর্কগুলি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৪.১ : মোট উৎপন্ন, প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্ন

পরিশেষে স্মরণ করা যাইতে পারে যে উপরের ১৪.১ তালিকায় এবং ১৪.১ রেখাচিত্রে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে স্থির উপকরণের নিয়োগের পরিমাণ স্বল্পকালে নির্দিষ্ট থাকে। যদি মূলধনের

১. অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের আলোচনার সময়।
২. এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অংশে বিষয়টিকে গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করা হইয়াছে।

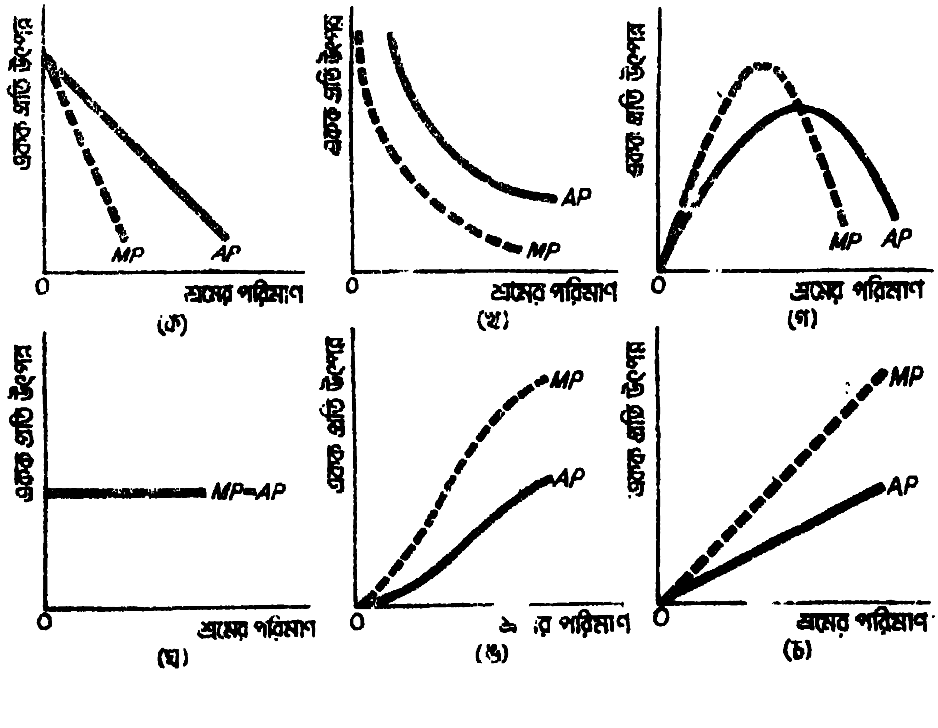
পরিমাণ ১০ এককের পরিবর্তে ৬ অথবা ১৪ একক হইত তাহা হইলে মোট, গড় ও প্রান্তিক রেখার আকৃতিও ভিন্ন হইত। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিককে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে মূলধন সরবরাহ করা যায় এবং তাহারা যদি দক্ষ হয় তাহা হইলে তাহাদের উৎপাদনশীলতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। ফলে মোট উৎপন্নের পরিমাণও অধিক হইবে।

**ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবাদ ( The hypothesis of diminishing returns )**

স্থির উপকরণের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া পরিবর্তনশীল উপকরণের প্রয়োগ ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপন্নের যে পরিবর্তন হয় তাহাই হইল বিখ্যাত বাদ বা প্রকল্প ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির আলোচ্য বিষয়।

লিপসের ভাষায় বলা যায়: "ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিবৃত করে যে ( একটি স্থির উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া ) যদি একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের প্রয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে পরিবর্তনশীল উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদন পরিশেষে হ্রাস পাইবে।"

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির বাস্তব কার্যকারিতার সপক্ষে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত, বিধিটি যদি ভ্রান্ত হইত তাহা হইলে কোন একটি দেশে—এমনকি সারা বিশ্বে—খাদ্য সমস্যা বলিয়া কিছু থাকিত না। একটি ক্ষুদ্রায়তন জমিতে ক্রমাগত অতিরিক্ত শ্রম অথবা মূলধন ব্যবহার করিয়া




রেখাচিত্র ১৪.২: ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি দ্বারা (i), (ii) এবং (iii) এই তিনটি সম্ভাবনার কথাই চিন্তা করা হয়।

অথবা বীজ ছড়াইয়া অথবা রাসায়নিক সারের প্রয়োগ করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপাদন করিয়া খাদ্য সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলা করা সম্ভব হইত। যদি একখণ্ড জমির উপর ক্রমাগত অধিক পরিমাণে

শ্রম নিয়োগ করার ফলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন স্থির থাকিত তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া সমানুপাতিক হারে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইত।[১] কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না। পৃথিবীর নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। অবশ্য এখানে আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে উৎপাদন-ক্ষেত্রে কোন কলাকৌশলগত পরিবর্তন ঘটে না। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে কৃষির ক্ষেত্রে যদি ক্রমাগত এবং দ্রুতগতিতে কলাকৌশলগত উন্নতি না ঘটে তাহা হইলে জনবিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের জীবনযাত্রার মানে অবনতি ঘটিবে।

পূর্ব-পৃষ্ঠায় ১৪.২ রেখাচিত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে উৎপাদনের শুরুতেই প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন বা প্রতিদান হ্রাস পাইতে থাকে। অর্থাৎ, মোট উৎপাদনে শ্রমের প্রথম একটির অবদান হইল সর্বাধিক এবং শ্রমের প্রতিটি বাড়তি (successive) এককের অবদান ইহার পূর্ববর্তী একক অপেক্ষা কম। রেখাচিত্র ১৪.২ (i) এবং (ii) সাহায্যে ইহা দেখান হইয়াছে।

রেখাচিত্র ১৪.২ (iii)-এ যে সম্ভাবনাটি দেখান হইয়াছে বাস্তবে তাহা অবশ্যই সম্ভব এবং এই ধরনের অবস্থাকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় প্রান্তিক ও গড় প্রতিদান উভয়ই ক্ষণিকের জন্য বৃদ্ধি পায় এবং ইহার পরই হ্রাস পাইতে থাকে। যদি স্থির উপকরণটিকে দক্ষতার সহিত ব্যবহার করা সম্ভব না হয় (অর্থাৎ স্থির উপকরণটি কাম্য ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনশীল উপকরণের অভাব থাকে) তাহা হইলে এইরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে। যেমন একজন শ্রমিককে যদি ১০০০ একর জমি চাষ করিতে হয় তাহা হইলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল উপকরণটির প্রয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে দক্ষ শ্রমবিভাগের সুফল লাভ করা সম্ভব হইবে। সুতরাং পরিবর্তনশীল উপকরণের একটি অতিরিক্ত একক পূর্ববর্তী এককগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবে। অবশ্য ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের প্রকল্প অনুসারে, এই ধরনের সুযোগসুবিধা লাভের পরিধি খুবই সীমিত। অতি শীঘ্রই অথবা পরবর্তীকালে অতিরিক্ত শ্রমিকগণের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন অবশ্যই হ্রাস পাইবে।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে **ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে পরিবর্তনশীল অনুপাতের বিধিও (the law of variable proportions) বলা হয় কারণ উৎপাদনের উপকরণসমূহের অনুপাতের পরিবর্তনের ফলে উৎপন্নের যে পরিবর্তন হয় ইহা তাহা সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করে।**[২]

## প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন রেখার মধ্যে সম্পর্ক (The relation between marginal and average product curves)

রেখাচিত্র ১৪.২ (iii)-এ আমরা দেখি যে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখাকে উহার সর্বোচ্চ বিন্দুতে ছেদ করে। কেন এরূপ ঘটে তাহা অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে যে মূল বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে ততক্ষণ পর্যন্ত গড় উৎপাদন রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়; প্রান্তিক রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী যাহাই হউক না কেন এই সম্পর্কটি অপরিবর্তিত থাকে। সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: যদি একটি অতিরিক্ত শ্রমিককে অপর সকল শ্রমিকের গড় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলে ইহার অতিরিক্ত উৎপাদনকে অবশ্যই অন্যান্য সকল শ্রমিকের গড় উৎপাদন

---

১. "If the marginal product of the additional workers applied to a fixed quantity of land were constant, then world food production could be expanded in proportion to the increase in population merely by keeping the same proportion of the population on farms." R. G. Lipsey

২. "The law of diminishing returns is also called the law of variable proportions because it predicts the consequences of varying the proportions in which factors of production are used".

R. G. Lipsey

অপেক্ষা অধিক হইতেই হইবে। অর্থাৎ, মোট উৎপাদনের প্রান্তিক শ্রমিকের অবদানকে পূর্ববর্তী সকল শ্রমিকের গড় অবদান অপেক্ষা অধিক হইতেই হইবে। প্রান্তিক শ্রমিকের ঠিক পূর্ববর্তী শ্রমিকের ( pre-marginal worker ) অবদান অপেক্ষা প্রান্তিক শ্রমিকের অবদান অধিক না অল্প তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক।[১] গড় উৎপাদন রেখা ঊর্ধ্বমুখী না নিম্নমুখী হইবে তাহা নির্ভর করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখার অবস্থানের—অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখার ঊর্ধ্বে না নিম্নে অবস্থান করে তাহার উপর। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখাকে ইহার সর্বোচ্চ বিন্দুতে ছেদ করিবে।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :

সারণি ১৪.২ : গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্ক

| শ্রমের পরিমাণ | মোট উৎপন্ন | প্রান্তিক উৎপন্ন | গড় উৎপন্ন |
|---|---|---|---|
| ১ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ২ | ২২ | ১২ | ১১ |
| ৩ | ৩৩ | ১১ | ১১ |
| ৪ | ৪০ | ৭ | ১০ |
| ৫ | ৪২ | ২ | ৮.৪ |
| ৬ | ৪২ | ০ | ৭ |
| ৭ | ৪১ | —১ | ৫.৮ |

দেখা যাইতেছে যে (১) যখন মোট উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায় তখন প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধি পায় ; (২) যখন মোট উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় তখন প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পায় এবং এই স্তরেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা শুরু হইয়াছে বলা যায়।

উপরের সারণিটিতে প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্কও দেখান হইয়াছে :

(১) যখন গড় উৎপন্ন বৃদ্ধি পায় তখন প্রান্তিক উৎপন্ন ইহা অপেক্ষা অধিক হয় ;

(২) যখন গড় উৎপন্ন অপরিবর্তিত থাকে তখন ইহা প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়, এবং

(৩) যখন গড় উৎপন্ন হ্রাস পায় তখন প্রান্তিক উৎপন্ন ইহা অপেক্ষা কম হয়।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী স্তরে গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্নের এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিব। উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রান্তিক উৎপন্ন শূন্য অথবা ঋণাত্মক হইতে পারে কিন্তু গড় উৎপন্ন কখনই এরূপ হইতে পারে না।

## ১৪.৮ ফার্মের নিকট প্রান্তিক ব্যয়ের তাৎপর্য ( The significance of marginal cost for the firm )

প্রান্তিক ব্যয়ের গুরুত্ব হইল এই যে ইহা ফার্মকে বলিয়া দেয় অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে কত খরচ হইবে। বিপরীতভাবে ইহা ফার্মকে বলিয়া দেয় উৎপাদনের পরিমাণ এক একক হ্রাস করিলে ফার্মের মোট ব্যয় কতটা হ্রাস পাইবে। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং গড় মোট ব্যয় এই ধরনের সংবাদাদি সরবরাহ করে না, কারণ ইহারা মোট উৎপাদন ব্যয়ের উপর ভিত্তিশীল।

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা দেখিব যে ফার্মের স্বল্পকালীন উৎপাদন সিদ্ধান্ত সর্বদাই প্রান্তের উপর

১. "It is immaterial whether his ( the marginal worker's ) contribution to output is greater or less than the contribution of workers hired immediately before him ; all that matters is that his contribution to output exceeds the average output of all the workers hired before him".

R.G. Lipsey

ভিত্তি করিয়া গ্রহণ করা হয়।[১] একটি কার্য সম্পর্কে আমরা প্রায়ই এই প্রশ্নটি করিয়া থাকি : ইহার পক্ষে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করা কি উচিৎ? এক একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় ( অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় ) এবং ঐ একই একক দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত আয় হয় ( অর্থাৎ প্রান্তিক আয় ) উহাদের তুলনা করিয়াই একমাত্র এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করা সম্ভব।

**১৪.৯ উৎপাদন ব্যয়ের স্বল্পকালীন তারতম্য ( Short-run Variations in Cost )**

এ পর্যন্ত আমরা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি স্বল্পকালে উপকরণ-সমূহের পরিবর্তনের ফলে উৎপন্নের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে। আমরা আরও দেখিয়াছি একটি কার্মের উপকরণসমূহের মূল্যায়ন কিভাবে করিতে হয়। এই প্রসংগে আমরা সুযোগ-ব্যয়ের ধারণটির অবতারণা করিয়াছি। এখন এই দুইটি বিষয়ের সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করিতে পারি। ইহা হইল এই যে একটি কার্মের উৎপন্ন কিভাবে উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত। এখানে আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে কার্মগুলি ইহাদের উপকরণসমূহের দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। অর্থাৎ, ইহারা দাম-গ্রহীতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যতখুশী উপকরণ ক্রয় ও নিয়োগ করিতে পারে। এই কার্মগুলি প্রচলিত বাজার-দামে উপকরণসমূহ ক্রয় করে।

এই অধ্যায়ের সূচনাতে উৎপাদনের তিনটি ধারণার সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে—অর্থাৎ মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন এখন উহাদের সহিত সম্পর্কিত যে তিনটি উৎপাদন-ব্যয়ের ধারণা অর্থবিদ্যায় প্রচলিত আছে নিম্নে উহাদের সংক্ষেপে পেশ করা হইল :

(১) মোট ব্যয় ( Total cost ) : ইহা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট হারে দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কেই বুঝায়। মোট ব্যয়কে দুইভাবে ভাগ করা যায় : মোট স্থির ব্যয় ( total fixed costs ) এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ( total variable costs )। স্থির ব্যয় বলিতে সেই সকল ব্যয়কেই বুঝায় যেগুলির উৎপন্নের পরিবর্তনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই—অর্থাৎ উৎপন্নের পরিবর্তনের ফলে যেগুলির কোন পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ মোট উৎপন্নের পরিমাণ ১ একক অথবা ১০ লক্ষ একক যাহাই হউক না কেন মোট স্থির ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে। এই ব্যয়গুলিকে 'উপরিস্থ ব্যয়' ( overhead costs ) অথবা অপরিহার্য্য ব্যয় ( unavoidable costs ) বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে উৎপন্ন বা উৎপাদনের পরিবর্তনের ফলে যে-সকল ব্যয়ের সরাসরি পরিবর্তন ঘটে ( অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে যে-সকল ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন হ্রাস পাইলে যে-সকল ব্যয় হ্রাস পায় ) তাহাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় ( variable costs ) বলা হয়। আমাদের পূর্ববর্তী উদাহরণে শ্রম হইল একটি পরিবর্তনশীল উপকরণ। সুতরাং শ্রমের উপর প্রদেয় মজুরি হইল একটি পরিবর্তনশীল ব্যয়। পরিবর্তনশীল ব্যয়কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ব্যয় ( direct costs ) অথবা পরিহার্য্য ব্যয় ( avoidable costs ) আখ্যা দেওয়া হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণিতে এই দুই ধরনের ব্যয়ের পার্থক্যকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

(২) গড় মোট ব্যয় ( Average total cost ) : ইহা হইল একক প্রতি মোট ব্যয়। অর্থাৎ, মোট ব্যয়কে উৎপন্নের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া ইহাকে নির্ধারণ করা যায়। গড় মোট স্থির ব্যয়কে আবার গড় স্থির ব্যয় ( average fixed cost ) এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ( average variable cost ) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

মোট স্থির ব্যয়কে উৎপন্নের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া আমরা গড় স্থির ব্যয় নির্ধারণ করি। অনুরূপভাবে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ধারণ করিতে হইলে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে উৎপন্নের একক দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।

---

১. "The firm's output decision in the short-run is always made at the margin". R. N. Waud *Economics* ( 2nd edn. )

স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া উৎপন্নের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে গড় স্থির ব্যয় ততই হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে গড় স্থির ব্যয় অর্ধেক

| স্থির ব্যয়ের মধ্যে কি কি ধরিতে হইবে | পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে কি কি ধরিতে হইবে |
|---|---|
| ১. খাজনা | ১. জ্বালানি |
| ২. লাইসেন্স ফী | ২. কাঁচামাল |
| ৩. স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি | ৩. পরিবহণ |
| ৪. অন্যান্য কর্মচারীদের মাহিনা | ৪. অতিরিক্ত সময়ে কর্মচারীদের মাহিনা |
| ৫. পৌর কর, বীমা, ইত্যাদি | |
| ৬. অবপূর্তি | |

হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ হইল উপরিস্থ ব্যয়কে ক্রমাগত অতিরিক্ত এককের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া (spreading one's overheads)। অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের আচরণ যে কোন প্রকার হইতে পারে। ইহা হ্রাস পাইতে, অপরিবর্তিত থাকিতে অথবা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার আচরণ মূলত নির্ভর করে মোট উৎপন্ন ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের আপেক্ষিক বৃদ্ধির হারের উপর।

**(৩) প্রান্তিক ব্যয় (Marginal cost):** প্রান্ত সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ধারণা আছে। 'প্রান্ত' শব্দটির দ্বারা অর্থবিদ্যায় কোন একটি অতিরিক্ত বিষয়কে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় বলিতে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করিতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহাকেই বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ, উৎপন্নের নবম এককের প্রান্তিক ব্যয় বলিতে মোট উৎপন্নকে ৮ একক হইতে ৯ এককে বৃদ্ধি করার ফলে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকে বুঝায়। যেহেতু উৎপন্নের পরিবর্তনের ফলে মোট স্থির ব্যয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না সেহেতু প্রান্তিক স্থির ব্যয় (marginal fixed costs) সর্বদা শূন্য হয়। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় বলিতে প্রান্তিক পরিবর্তনশীল ব্যয়কেই (marginal variable costs) বুঝায় হয়। স্থির ব্যয়ের পরিবর্তনের ফলে প্রান্তিক ব্যয় অপরিবর্তিতই থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ, এক একর নির্দিষ্ট জমির খাজনা যাহাই হউক না কেন ইহাকে আরও নিবিড়ভাবে চাষ করিয়া ১০ একক অতিরিক্ত পাট উৎপাদন করিবার প্রান্তিক ব্যয় একই হইবে।

উৎপাদন ব্যয়ের এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ হইল একই বিষয়কে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিবার তিনটি উপায় মাত্র এবং তিনটি ব্যয়ের ধারণা সংগত কারণেই পরস্পরসম্পর্কিত। কখনও কখনও একটি ধারণা, কখনও অপর একটি ধারণা ব্যবহার করা আলোচনা ও বিশ্লেষণের দিক হইতে সুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

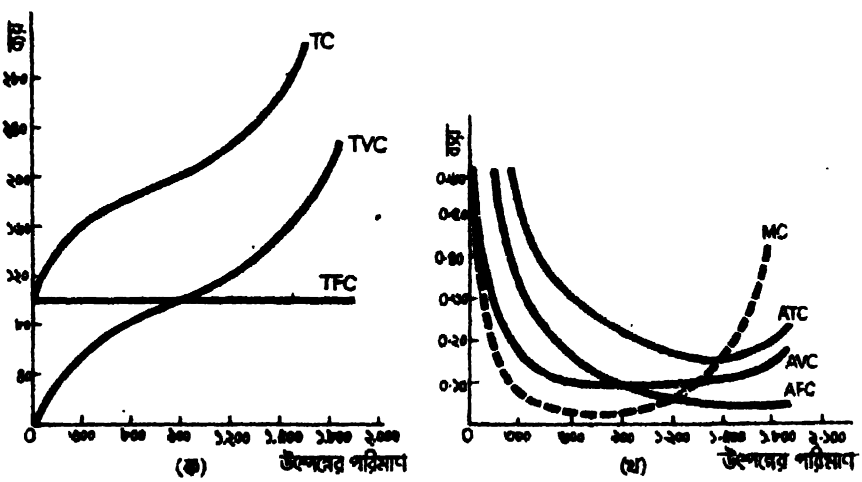
### ১৪.১০ স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা (Short-run Cost Curves)

আমরা পুনরায় ১৪.১ সারণির উৎপাদন সম্পর্কগুলিতে (production relationships) ফিরিয়া যাইতে পারি এবং ধরিয়া লইতে পারি যে শ্রমের দাম হইল একক প্রতি ২০ টাকা এবং মূলধনের দাম হইল একক প্রতি ১০ টাকা। উপকরণসমূহের এই সকল দামের ভিত্তিতে আমরা একটি কাল্পনিক ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি। বস্তুত, ১৪.২ সারণিতে ইহাই করা হইয়াছে। রেখাচিত্র ১৪.৩ (ক)-তে মোট ব্যয় রেখা[১] এবং রেখাচিত্র ১৪.৩ (খ)-তে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় রেখা দেখান হইয়াছে।

১. স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব নয় বলিয়া এবং উৎপাদনের স্তর যাহাই হউক না কেন ইহাকে বহন করিতে হয় বলিয়া মোট ব্যয় রেখার উৎস হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না।

সারণি ১৪.৩ : ১৪.১ সারণির তথ্যের ব্যয় তালিকা

| | | মোট ব্যয় | | | গড় ব্যয় | | | প্রান্তিক ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) শ্রম | (২) উৎপন্ন | (৩) স্থির | (৪) পরিবর্তনশীল | (৫) মোট | (৬) স্থির | (৭) পরিবর্তনশীল | (৮) মোট | |
| L | Q | TFC | TVC | TC | AFC | AVC | ATC | MC |
| ১ | ৪৩ | ১০০ টাকা | ২০ টাকা | ১২০ টাকা | ২·৩২৬ টাকা | ·৪৬৫ টাকা | ২·৭৯১ টাকা | ·৪৬৫ টাকা |
| ২ | ১৬০ | ১০০ | ৪০ | ১৪০ | ·৬২৫ | ·২৫০ | ·৮৭৫ | ·১৭১ |
| ৩ | ৩৫১ | ১০০ | ৬০ | ১৬০ | ·২৮৫ | ·১৭১ | ·৪৫৬ | ·১০৫ |
| ৪ | ৬০০ | ১০০ | ৮০ | ১৮০ | ·১৬৭ | ·১৩৩ | ·৩০০ | ·০৮০ |
| ৫ | ৮৭৫ | ১০০ | ১০০ | ২০০ | ·১১৪ | ·১৪৪ | ·২২৯ | ·০৭৩ |
| ৬ | ১,১৫২ | ১০০ | ১২০ | ২২০ | ·০৮৭ | ·১০৪ | ·১৯১ | ·০৭২ |
| ৭ | ১,৩৭২ | ১০০ | ১৪০ | ২৪০ | ·০৭৩ | ·১০২ | ·১৭৫ | ·০৯১ |
| ৮ | ১,৫৩৮ | ১০০ | ১৬০ | ২৬০ | ·০৬৫ | ·১০৪ | ·১৬৯ | ·১২২ |
| ৯ | ১,৬৫৬ | ১০০ | ১৮০ | ২৮০ | ·০৫৭ | ·১০৯ | ·১৬৯ | ·১৬৭ |
| ১০ | ১,৭৫০ | ১০০ | ২০০ | ৩০০ | ·০৫৬ | ·১১৪ | ·১৭১ | ·২১৩ |
| ১১ | ১,৮১৫ | ১০০ | ২২০ | ৩২০ | ·০৫৫ | ·১২১ | ·১৭৬ | ·৩০৮ |
| ১২ | ১,৮৬০ | ১০০ | ২৪০ | ৩৪০ | ·০৫৪ | ·১২৯ | ·১৮৩ | ·৪৪৪ |




(ক) তিনটি স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা (খ) প্রান্তিক ও গড় ব্যয় রেখা

রেখাচিত্র ১৪.৩ : ব্যয় রেখা

দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় মোট ব্যয় রেখা ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা উভয়কেই উহাদের সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে। এই সম্পর্কটি প্রান্তিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদনের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাহা হইতেই উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ, এখানে গড় মোট ব্যয় রেখা ততক্ষণ পর্যন্ত নিম্নমুখী হয় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয় রেখা ইহার নিম্নে অবস্থান করে। প্রান্তিক ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী যাহাই হউক না কেন এই সম্পর্কটি সর্বদা বজায় থাকে।

## ১৪.১১ প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের সম্পর্ক ( The relation between marginal cost and average cost )

প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের সম্পর্ক লইয়া সামান্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।[১] বস্তুত প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং গড় মোট ব্যয়ের সম্পর্ক হইল গাণিতিক। ক্রিকেট

১. ইহার কারণ পরীক্ষার দিক হইতে বিষয়টি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

খেলার উদাহরণ লইয়াই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাউক, মহম্মদ আজরুদ্দিন প্রথম টেস্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে করেন ৮০ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৯০ রান। সুতরাং তাঁহার গড় স্কোর হইল ( ৮০+৯০ )/২=৮৫। তাঁহার মোট রান সংখ্যাকে ইংনিস সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়াই ইহা নির্ধারণ করা যায়। এখন তিনি যদি দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে এই গড় অপেক্ষা কম ( যেমন ৭০ ) রান করেন তাহা হইলে তাঁহার ইনিংস প্রতি রানের গড় ৮৫ হইতে হ্রাস পাইয়া ( ৮০+৯০+৭০)/৩=৮০ হইবে। কিন্তু তিনি যদি দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে শতরান করেন তাহা হইলে তাঁহার ইনিংস প্রতি রানের গড় ৮৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ( ৮০+৯০+১০০ )/৩=৯০ হইবে। আবার তৃতীয় ইনিংসে—অর্থাৎ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে—তিনি যদি ঠিক ৮৫ রানই করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রান্তিক রান সংখ্যা গড় রান সংখ্যার সহিত সমান হইবে।

উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই একই সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের অতিরিক্ত ব্যয় ( অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় ) গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তখন গড় মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে যদি এক একক দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয় উহার গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে গড় মোট ব্যয় হ্রাস পাইবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয় রেখা মোট গড় ব্যয় রেখার নিম্নে অবস্থান করে ততক্ষণ পর্যন্ত গড় মোট ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। অনুরূপভাবে যখন প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় মোট ব্যয় রেখার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে তখন গড় মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উৎপন্নের যে স্তরে প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় মোট ব্যয় রেখার নিম্ন হইতে উঠিয়া উহার ঊর্ধ্বে গমন করে সেই স্তরে গড় মোট ব্যয়ের হ্রাস পাওয়া বন্ধ হয় এবং উহার বৃদ্ধি সুরু হয়। অতএব, ইহা সহজেই অনুমেয় যে গড় ব্যয় তখনই সর্বনিম্ন হয় অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখা সর্বনিম্ন বিন্দুতে বিরাজ করে যখন ( অর্থাৎ উৎপন্নের যে স্তরে ) প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখাকে ছেদ করে।

গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার ক্ষেত্রে এই একই যুক্তির অবতারণা করা যায়। প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখাকে ইহার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে।

**উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুকে সমাবস্থা বিন্দু ( the break-even point ) এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুকে উৎপাদন বন্ধকরণ ( shut-down point ) বলা হয়।**

পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত গড় স্থির ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নাই।[১] ইহার কারণ গড় স্থির ব্যয় মোট স্থির ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু মোট স্থির ব্যয় মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না সেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড় স্থির ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে ( প্রান্তিক ব্যয়ের আচরণ যাহাই হউক না কেন )।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, "প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত গড় ব্যয়ের সম্পর্ক কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখার নিম্নে অবস্থান করে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা গড় ব্যয়কে টানিয়া কমাইয়া দেয় এবং যখন প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের ঠিক সমান হয়, তখন গড় ব্যয়ের কোন বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে না এবং এই স্তরে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয়; প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থান করিবার পরই কেবল ইহা গড় ব্যয় টানিয়া বৃদ্ধি করিয়া দেয়।" সুতরাং U-আকৃতিক গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতেই একমাত্র প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় একে অপরের সমান হয়।

১. বস্তুত স্বল্পকালে প্রান্তিক ব্যয় মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ:

$MC_{10}=TC_{10}-TC_9=[FC_{10}+VC_{10}]-[FC_9+VC_9]$

$=FC_{10}-FC_9+VC_{10}-VC_9=VC_{10}-VC_9$, কারণ স্বল্পকালে উৎপাদনের সকল স্তরেই স্থির ব্যয় ( $FC$ ) অপরিবর্তিত থাকে। দীর্ঘকালে অবশ্য সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল। এই কারণে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখার উৎস হইতে উৎপত্তি হয়।

১৪.১ রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছাইবার পর পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উপকরণসমূহের বাজার-দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন যখন প্রতি শ্রমিকের গড় উৎপাদন সর্বাধিক হয়, তখন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ন্যূনতম হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে প্রতিটি বাড়তি শ্রমিক একই (অর্থাৎ স্থির) মজুরিতে কাজ করিয়া সমানুপাতিক হারে মোট ব্যয়কে বৃদ্ধি করে কিন্তু মোট উৎপন্নের উপর তাহাদের অবদানের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে যখন শ্রমিক প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন গড় ব্যয় (অর্থাৎ একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়) হ্রাস পায়। এই বক্তব্যটি বিপরীতভাবেও সত্য।

লিপসের ভাষায় বলা যায়, "ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির তাৎপর্য হইল অবশেষে প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বৃদ্ধি।"

এখন প্রশ্ন হইল : স্বল্পকালে গড় ব্যয় রেখা U-আকৃতির হয় কেন ? ইহার কারণ হিসাবে বলা যায় যে যখন উৎপন্নের পরিমাণ স্বল্প হয় তখন গড় উৎপাদনশীলতা (average productivity) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পরিশেষে গড় উৎপাদনশীলতা এত দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতে থাকে যে ইহা গড় মোট ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রসংগে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন :

(১) গড় ব্যয় রেখা ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা উভয়ই মোট ব্যয় রেখা হইতে উদ্ভূত হয়। বস্তুত, উৎপন্নের যে কোন স্তরে মোট ব্যয় রেখার ঢাল (slope) হইতেই আমরা প্রান্তিক ব্যয় নির্ধারণ করিতে পারি।[১]

(২) গড় ব্যয় রেখার আকৃতি মূলত গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার আকৃতি দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার জন্য গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা সাধারণ U-আকৃতির হয় এবং ইহাই গড় মোট ব্যয়কে প্রভাবান্বিত করে এবং বহুলাংশে ইহার আকৃতি নির্ধারণ করে। সুতরাং বলা যায় যে স্বল্পকালে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার ফলেই গড় মোট ব্যয় রেখা U-আকৃতির হয়।[২]

## ১৪.১২ ব্যয়ের স্থিতিস্থাপকতা (Cost Elasticity)

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা একটি নূতন ধারণার প্রবর্তন করিতে পারি। ইহা হইল ব্যয়ের স্থিতিস্থাপকতার ধারণা। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$C_e = \frac{\text{ব্যয়ের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{উৎপন্নের শতকরা পরিবর্তন}} = \frac{\Delta C/C}{\Delta Q/Q} = \frac{\Delta C}{\Delta Q} \cdot \frac{Q}{C} = \frac{\Delta C}{\Delta Q} \div \frac{C}{Q}$$

$$= \text{প্রান্তিক ব্যয়} \div \text{গড় ব্যয়।}$$

সুতরাং ব্যয়ের স্থিতিস্থাপকতার অপেক্ষক (the co-efficient of cost elasticity) হইল প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের অনুপাত মাত্র।

## ১৪.১৩ প্রান্তিক ব্যয় ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Marginal Cost and the Law of Diminishing Returns)

বস্তুত প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক বিধির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। পরিবর্তনশীল উপকরণের (এক্ষেত্রে শ্রমের) অতিরিক্ত একক নিয়োগের ফলে মোট উৎপন্নের পরিবর্তন নির্ভর করে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির উপর। ১৪.১ সারণিটির প্রান্তিক উৎপন্নের আচরণই হইল ইহার নির্দেশক। সুতরাং বলা যায় গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার মত প্রান্তিক ব্যয় রেখার আকৃতিও

১. এই প্রসংগে Calvo and Waugh : *Micro-Economics* (Tata-McGraw-Hill) দ্রষ্টব্য।

২. "The shape of the MC curve clearly reflects the fact that MC falls when the marginal product of the variable factor (labour) rises and that MC rises when the marginal product of the variable factor falls." R. N. Waud : *Economics*

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির প্রতিফলক। এই কারণেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে কখনও কখনও ক্রমবর্ধমান (প্রান্তিক) ব্যয়ের নীতি [ the law of increasing (marginal) cost ] আখ্যাও দেওয়া হয়।

## ১৪.১৪ উৎপাদনক্ষমতার সংজ্ঞা ( The definition of capacity )

উৎপন্নের যে স্তরে স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয় ন্যূনতম হয় তাহাকে কারখানার উৎপাদনক্ষমতা (plant capacity) বলা হয়।[১] উৎপাদনক্ষমতা বলিতে উৎপন্নের কোন ঊর্ধ্বসীমাকে ধরা হয় না। ১৪.৩ সারণি হইতে বিষয়টি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের উদাহরণে উৎপাদনক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপন্ন (capacity output) হইল ১,৫০৬ এবং ১,৬৫৬ এককের মধ্যবর্তী স্তরের যে কোন উৎপন্ন। কিন্তু প্রয়োজন হইলে ১,৬৫৬ একক অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। একটি ফার্ম যখনই ইহার গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দু অপেক্ষা কম হারে অর্থাৎ, গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুর উপরে ও বামদিকে যে কোন স্তরে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে তখনই ইহার অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত উৎপাদনক্ষমতা (excess capacity) আছে বলিয়া ধরা হয়। অনুরূপভাবে বলা যায় যে যখন একটি ফার্ম এই বিন্দুর উপর যে কোন বিন্দুতে উৎপাদন করে তখন ইহা ইহার উৎপাদনক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়াছে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যয় অপেক্ষা অধিক ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদিত হইবে।

### স্বল্পকালীন ব্যয় রেখার একটি পরিবার ( A family of short-run cost curves )

কারখানার আয়তন নির্দিষ্ট থাকাকালীন—অর্থাৎ একটি স্থির উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকাকালীন উৎপন্নের পরিবর্তনের ফলে ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় একটি স্বল্পকালীন ব্যয় রেখার সাহায্যে তাহাই দেখান হয়।

সুতরাং প্রতিটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির উপকরণের জন্য একটি করিয়া স্বল্পকালীন ব্যয় রেখার সন্ধান পাওয়া যায়।

যে ক্ষুদ্র কারখানাটি নাটবল্টু প্রস্তুত করে তাহারও একটি স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা আছে। অনুরূপভাবে একটি মধ্যায়তন ও দীর্ঘায়তন কারখানারও একটি করিয়া নিজস্ব স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা থাকিবে। যদি একটি ফার্ম ইহার কারখানার আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া সম্প্রসারিত হইতে থাকে তাহা হইলে ইহাকে একটি ব্যয় রেখা হইতে অন্য ব্যয় রেখায় গমন করিতে হইবে। একটি কারখানার আয়তনের পরিবর্তনের মাধ্যমে যে পরিবর্তন আনয়ন করা হয় তাহাকে দীর্ঘকালীন পরিবর্তন বলা হয়। এখন আমরা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের কারখানা বা যন্ত্রপাতির সহিত সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাগুলি একে অপরের সহিত সম্পর্কিত।

## ১৪.১৫ দীর্ঘকাল ( The Long Run )

স্বল্পকালে মাত্র একটি উপকরণ পরিবর্তনশীল বলিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে বা হারে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিবার একটিমাত্র পথ আছে। ইহা হইল পরিবর্তনশীল উপকরণটিকে ক্রমাগত পরিবর্তন করিয়া যাওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না ফার্মটির উৎপন্নের পরিমাণ কাম্য স্তরে উপনীত হয়। সুতরাং স্বল্পকালে একটি ফার্মকে ইহার উৎপন্নের হারের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যে মুহূর্তে ইহা উৎপন্নের হার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহার পর মুহূর্তেই দেখা যায় যে কলাকৌশলের দিক হইতে উৎপন্নের এই স্তরে উপনীত হইবার মাত্র একটি পথ আছে।[২] দীর্ঘকালে অবশ্য সকল উপকরণই পরিবর্তনশীল। এই কারণে দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় বলিয়া কিছু নাই, অর্থাৎ সকল ব্যয়ই হইল পরিবর্তনশীল। এই সময়ে শুধুমাত্র উৎপন্নের কাম্য হার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। ফার্মকে একটি অতিরিক্ত বিষয়ে

---

১. "Capacity is often defined as the rate of output at which short-run average costs are at a minimum." R. L. Miller : *Economics Today* : (Harper & Row, 4th edn.)

২. "In the short run, the firm must make a decision about its output, but once it has decided on a rate of output there is only one technically possible way of achieving it." R. G. Lipsey

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় : কলাকৌশলের দিক হইতে সম্ভাব্য নানা উৎপাদন পদ্ধতির মধ্য হইতে কোন্ পদ্ধতিটি বাছিয়া লইয়া দ্রব্যটি উৎপাদন করা হইবে ? ফার্মটি কি এমন একটি উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করিবে যাহা অধিক মূলধন ও স্বল্প শ্রম ব্যবহার করে, অথবা ইহা কি একটি বিকল্প উৎপাদন পদ্ধতি বা কৌশল বাছিয়া লইবে যাহা অধিক শ্রম ও স্বল্প মূলধন ব্যবহার করে ?

যেহেতু নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিবার অসংখ্য উপায় আছে সেহেতু একটি ফার্মকে উহাদের মধ্য হইতে মাত্র একটি পদ্ধতিকে নির্বাচন করিতে হইবে। যেহেতু ফার্মটির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা সেহেতু ইহা সেই উৎপাদন পদ্ধতিটিকেই বাছিয়া লইবে, যাহার সাহায্যে ইহা ন্যূনতম ব্যয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে পারে। বস্তুত, উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম করিবার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। লিপসেকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, "একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্নের ক্ষেত্রে ফার্মটি বিকল্প উৎপাদন পদ্ধতিগুলির মধ্য হইতে সেইটি নির্বাচন করিবে যাহা ইহার উৎপাদন ব্যয়কে ন্যূনতম করে" *("For any specific output, the firm chooses the least costly method of production from the alternatives open to it.")*

যদি উৎপন্নের প্রয়োজনীয় স্থায়ী হার পূর্ব হইতেই জানা থাকে এবং উপকরণসমূহের দামও নির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অতি সহজ। একটি ফার্মের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজ যেগুলি পরিবর্তনশীল উপকরণ-গুলি বলিয়া পরিগণিত হয় কাল সেগুলিকে স্থির উপকরণ বলিয়া গণ্য করা হইবে। একটি ফার্ম একটি নূতন যন্ত্র ক্রয় বা কারখানা স্থাপন করিবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করিবার সময় দেখে যে ইহার সম্মুখে নানা বিকল্প আছে এবং এগুলির মধ্য হইতেই ইহাকে নির্বাচন করিতে হইবে। কিন্তু যে মুহূর্তেই নূতন কারখানাটি স্থাপন করা হয় সেই মুহূর্তেই এই নূতন যন্ত্রটি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হইয়া যায়। যদি ফার্মটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ভুল করে তাহা হইলে ইহার পক্ষে দীর্ঘকালে অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়িবে। যদি ইহার সিদ্ধান্ত ও অনুমান সঠিক হয় এবং ইহার প্রতিযোগী ফার্মগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হয় তাহা হইলে ইহার খুঁটি মজবুত হইবে এবং ইহা ইহার শেয়ারের মালিকগণ এবং দক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিচালকগণকে অধিক পরিমাণ লভ্যাংশ ও বোনাস দিয়া পুরস্কৃত করিতে সক্ষম হইবে।

### ১৪.১৬ ব্যয় ন্যূনতম করিবার শর্তাবলী ( Conditions for Cost-minimization )

যখনই একটি ফার্ম একটি উপকরণের পরিবর্তে অপর একটি উপকরণ এমনভাবে ব্যবহার করে যে ইহার মোট উৎপন্ন স্থির থাকে কিন্তু মোট ব্যয় হ্রাস পায়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে ইহা ব্যয়কে ন্যূনতম করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং লিপসেকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে :

**"একটি ফার্ম ততক্ষণ পর্যন্ত একটি উপকরণের পরিবর্তে অপর একটি উপকরণ ব্যবহার করিবে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি উপকরণের উপর ব্যয়িত প্রতিটি পেনি হইতে উদ্ভূত প্রান্তিক উৎপাদন অপর একটি উপকরণের উপর ব্যয়িত প্রতিটি পেনি হইতে উদ্ভূত প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হয়"।**[১]

যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইটি বিষয় বা মাত্রা (magnitudes) সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ফার্মটি ইহার ব্যয়কে ন্যূনতম করিতে সক্ষম হইয়াছে বলা যায় না। ইহা হইতে আমরা ব্যয় ন্যূনতম করিবার নিম্নলিখিত সূত্রটি পাই :

$$\frac{\text{মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন}}{\text{মূলধনের বাজার দাম}} = \frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন}}{\text{শ্রমের বাজার দাম}}$$

---

১. "The firm will substitute one factor for another factor as the long as marginal product of one factor per penny expended on it is greater than the marginal product of the other factor per penny expended on it." R. G. Lipsey

প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া সূত্রটিকে[1] এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{MP_K}{P_K} = \frac{MP_L}{P_L} \qquad \text{..............( ৩ )}$$

যেখানে $K$ হইল মূলধন, $L$ হইল শ্রম এবং $P$ হইল ফার্মের নিকট এক একক উপকরণের প্রচলিত বাজার দাম।

বিষয়টিকে একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, উপরের সমীকরণটির বাঁদিকের মান হইল ১০। ইহার অর্থ হইল মূলধনের উপর শেষ টাকাটি ব্যয় করিয়া ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। অপরদিকে ডানদিকের মান যদি ৪ হইত তাহা হইলে ইহার অর্থ হইল এই যে শ্রমের উপর শেষ টাকাটি ব্যয় করিয়া মাত্র ৪ একক দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। এই অবস্থায় ফার্মটি শ্রমের উপর অর্থ ব্যয় ২·৫০ টাকা মত হ্রাস করিলে ইহার মোট উৎপাদন ১০ এককের মত হ্রাস পাইবে। কিন্তু মূলধনের উপর মাত্র ১ টাকা সঠিক ব্যয় করিয়াই এই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। এক্ষেত্রে শ্রমের পরিবর্তে মূলধন ব্যবহার করা হইলে মোট উৎপাদন স্থির থাকা সত্ত্বেও মোট ব্যয় ১·৫০ টাকার মত হ্রাস পাইবে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় ব্যয় ন্যূনতম হয় নাই। যখনই উপরের সমীকরণটির দুইটি দিক একের অপরের সমান হয় না, তখনই একটি উপকরণকে অপরটির পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করিয়া মোট ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব।

উপরের (৩) নম্বর সমীকরণটিকে পুনরায় সাজাইয়া আমরা ব্যয় ন্যূনতম করিবার সর্তটিকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$\frac{MP_K}{MP_L} = \frac{P_K}{P_L} \qquad \text{..............( ৪ )}$$

এই সমীকরণটির বাঁদিকটি হইল দুইটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনের অনুপাত। ইহার সাহায্যে মোট উৎপন্নের প্রতিটি উপকরণের শেষ এককের অবদানের তুলনা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি এই অনুপাতটি ৪ হয়—অর্থাৎ ইহার অর্থ হইল এই যে মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক একক মূলধনের অবদান হইল এক একক শ্রম অপেক্ষা চারগুণ অধিক। সমীকরণটির ডানদিকটির সাহায্যে এক একক মূলধনের বাজার-দামের সহিত এক একক শ্রমের বাজার-দামকে তুলনা করা হইয়াছে। ইহাদের অনুপাতও যদি ৪ হয় তাহা হইলে শ্রমের পরিবর্তে মূলধন বা মূলধনের পরিবর্তে শ্রম ব্যবহার করিয়া ফার্মের কোনই ব্যয় সংক্ষেপ বা লাভ হয় না। কিন্তু ধরা যাউক ডানদিকটির মান হইল ২। এক্ষেত্রে যদিও শ্রম অপেক্ষা মূলধন দ্বিগুণ দামী তৎসত্ত্বেও মূলধন শ্রম অপেক্ষা চারগুণ অধিক উৎপাদনশীল বলিয়া ফার্মের পক্ষে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত অধিক মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি ( যাহা অধিক মূলধন এবং স্বল্প শ্রম ব্যবহার করে ) গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে। যদি সমীকরণটির ডানদিকের মান ৪ অপেক্ষা অধিক ( যেমন ৬ ) হইত তাহা হইলে ফার্মের পক্ষে মূলধনের পরিবর্তে শ্রম ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে অধিক সুবিধাজনক বা লাভজনক হইত।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেখিতে পাই তাহা হইল কিভাবে একটি ফার্ম দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। একদিকে আছে সেই সকল বিষয়গুলি যাহাদের উপর ইহার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পারে (যেমন উপকরণের ব্যবহারের পরিমাণ এবং ইহাকে প্রান্তিক উৎপাদন ) এবং অপরদিকে আছে সেই সকল বিষয়গুলি যেগুলি বাজার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং একটি ফার্মের নিকট যেগুলি সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্ব হইতেই দেওয়া থাকে ( যেমন উপকরণসমূহের বাজার-দাম )। স্মরণ করা যাইতে পারে যে পরিবারের ভোগ পরিকল্পনা আলোচনা করিবার সময় আমরা অনুরূপ একটি হ্রাসবৃদ্ধি পদ্ধতির ( adjustment process ) আলোচনা করিয়াছি। এই পদ্ধতির

---

১. এই সর্তটির সহিত ভোক্তার উপযোগ সর্বাধিকীকারী সর্তের অর্থাৎ সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সাহায্যে আমরা দেখাইয়াছি কিভাবে একজন ভোক্তা প্রচলিতবাজার-দাম ও স্থির আর্থিক আয়ের ভিত্তিতে কিভাবে ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং মোট উপযোগ সর্বাধিক করিতে সমর্থ হন।

## ১৪.১৭ পরিবর্তনের নীতি ( The principle of substitution )

এখন ধরা যাউক একটি ফার্ম এমন একটি স্তরে উৎপাদন করিতেছে যেখানে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতমকারী সর্ত দুইটি—অর্থাৎ (৩) এবং (৪) —পূরিত হয়। কিন্তু এই স্তরে শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মূলধনের মূল্য অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে ফার্মটিকে যদি ন্যূনতম ব্যয়ে একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হয় তাহা হইলে ইহাকে পূর্বের তুলনায় অধিক মূলধন ও অল্প শ্রম ব্যবহার করিতে হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীকেই পরিবর্তনের নীতি ( the principle of substitution ) বলা হয় এবং এই নীতিটি ফার্মের ব্যয় ন্যূনতমকারী আচরণ হইতেই অনুসৃত হয়।

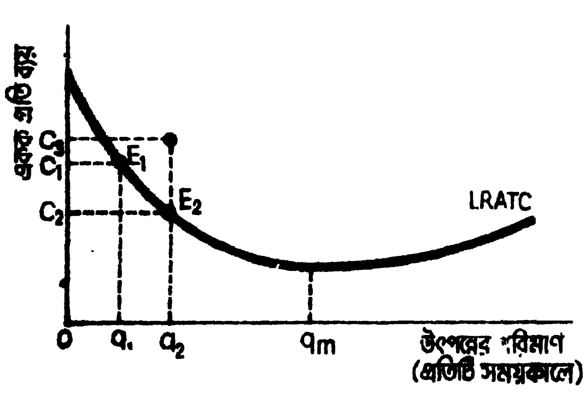
এই প্রসঙ্গে লিপসের নিম্নের বক্তব্যটি উল্লেখ্য :

"যদি উপকরণসমূহের আপেক্ষিক দাম পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে ইহার সহিত তাল রাখিয়া উৎপাদন পদ্ধতিও পরিবর্তিত হইবে ; এক্ষেত্রে যে উপকরণটির দাম হ্রাস পাইয়াছে সেটিই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে ; অর্থাৎ যে উপকরণটির আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে সেটির ব্যবহার হ্রাস পাইবে"।[১]

ইহাকে উপকরণবন্টন তত্ত্বের মূল সূত্র ( fundamental proposition ) বলা যায়, কারণ উপকরণসমূহের আপেক্ষিক দাম পরিবর্তিত হইলে ফার্মগুলি কিভাবে সাড়া দেয় ইহা সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে। উপকরণসমূহের এই দামের পরিবর্তনের মূল কারণ হইল সারা দেশে উপকরণসমূহের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্যতা। সুতরাং যে উপকরণগুলির মোট যোগান হ্রাস পায় ফার্মগুলি স্বতন্ত্রভাবে সেগুলির ব্যবহার কমাইয়া দেয়।

## ১৪.১৮ দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখা ( Cost curves in the long run )

যখন সকল উপকরণগুলিকে অবাধভাবে পরিবর্তন করা যায় তখন উৎপাদনের প্রতিটি হারের জন্য একটি সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিকে ন্যূনতম-ব্যয়ের পদ্ধতি ( the least-cost method ) বলা হয়। যদি উপকরণসমূহের দামগুলি পূর্ব হইতেই দেওয়া থাকে তাহা হইলে উৎপন্নের প্রতিটি সম্ভাব্য স্তরের জন্য একটি ন্যূনতম ব্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায় এবং যদি উৎপন্নের প্রতিটি এককের ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম ব্যয়কে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে আমরা উৎপন্নের প্রতিটি স্তরের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় নির্ধারণ করিতে পারি। যখন এই তথ্য বা সংবাদটি রেখাচিত্রের সাহায্যে প্লট করা হয় তখন আমরা দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয় রেখা ( the long-run average total cost ) পাই। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৪.৪ : দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয়রেখা

একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা ইহার পক্ষে ব্যয়ের যে স্তরে উপনীত হওয়া যায় এবং যে স্তরে যায় না তাহাদের মধ্যে সীমারেখা

---

১. "Methods of production will change as the relative prices of factors change ; relatively more of the cheaper factor and relatively less of the more expensive ones will be used."
R. G. Lipsey : *Positive Economics*

টানিয়া দেয়।[১] পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে যদি ফার্মটি $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে ইহার একক প্রতি ন্যূনতম ব্যয় হইল $OC_1$। সুতরাং $E_1$ হইল দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখার উপর অবস্থিত একটি বিন্দু।[২] অনুরূপভাবে $OQ_2$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার ন্যূনতম ব্যয় হইল $OC_2$। $E_2$ বিন্দুর সাহায্যে $OQ_2$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার ন্যূনতম ব্যয় পদ্ধতিকে দেখান হইয়াছে। ধরা যাউক, ফার্মটি $E_1$ বিন্দুতে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে কিন্তু ইহা উৎপন্নের স্তর বৃদ্ধি করিয়া $OQ_2$ করিতে চায়। স্বল্পকালীন অবস্থায় ফার্মটির পক্ষে সকল উপকরণ গুলিকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কারণে অধিক ব্যয়েই ($OC_3$) এই একই পরিমাণ দ্রব্য ($OQ_2$) উৎপাদন করিতে হইবে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় $OQ_2$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে একটি কাম্য আয়তনের কারখানা ( plant ) স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ব্যয় $OC_3$ হইতে হ্রাস পাইয়া $OC_2$ হয়।

একটি কার্মের দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখা দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়: (১) শিল্পের কলাকৌশল যাহা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয় এবং (২) উপকরণসমূহের বাজার-দাম। এই ব্যয় রেখাটি একটি সীমারেখা মাত্র। এই রেখাটির নিম্নের বিন্দুগুলিতে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। ইহার উপরে অবস্থিত সকল বিন্দুগুলিতেই উপনীত হওয়া সম্ভব ( যদি অবশ্য সকল উপকরণগুলিকে পরিবর্তন করিবার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় )। অনুরূপভাবে এই রেখাটির উপরে অবস্থিত সকল বিন্দুগুলিতেই উপনীত হওয়া সম্ভব। বস্তুত, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার উপরে অবস্থিত সকল বিন্দুগুলির সাহায্যে আমরা একটি বিষয়কে দেখাইতে পারি: স্বল্পকালে যখন সমস্ত উপকরণগুলিকে অবাধভাবে পরিবর্তন করা যায় না তখন সর্বাধিক কাম্য কি করা সম্ভব। সুতরাং এক কথায় বলা যায়:

কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা থাকিলে এবং উপকরণগুলির দাম নির্দিষ্ট থাকিলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ব্যয়ের স্তরগুলিকে দুইভাগে ভাগ করে: যেগুলিতে উপনীত হওয়া সম্ভব এবং যেগুলিতে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।[৩]

## দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয় রেখার আকৃতি ( The shape of the long-run average total cost curve )

উপরের রেখাচিত্রে যে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখাটিকে দেখান হইয়াছে তাহা প্রথমে নিম্নমুখী এবং পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়—অর্থাৎ এই রেখাটি U-আকৃতির হয়।

**ক্রমহ্রাসমান ব্যয় ( Diminishing costs ):** উৎপন্নে একটি নির্দিষ্ট প্রসারের ক্ষেত্রে—যখন শূন্য হইতে $OQm$—ফার্মটির দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হ্রাস পায়। মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত সময় অতিক্রম হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। যেহেতু উপকরণসমূহের দাম অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়, সেহেতু একক প্রতি ব্যয় হ্রাস পাইবার কেবলমাত্র একটিই কারণ থাকিতে পারে: ফার্মের উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির ফলে উপকরণগুলির বৃদ্ধির তুলনায় উৎপন্নের বৃদ্ধির হার অধিক হয়। উৎপন্নের এই প্রসারের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষেত্রে ফার্ম দীর্ঘকালীন ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ( long-run increasing returns ) অথবা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধার ( economies of scale ) সম্মুখীন হয়।

একটি উপকরণের পরিবর্তে অন্য একটি উপকরণ ব্যবহার না করা হইলেও শ্রমবিভাগের ফলে বিশেষীকরণের সুযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ফলেও উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান সৃষ্টি হইতে পারে। অথবা কেবলমাত্র উপকরণসমূহের পরিবর্তনের ( factor substitution ) ফলে ইহা

---

১. "The long-run average total cost provides boundary between attainable and unattainable levels of cost." R. G. Lipsey

২. এই বিন্দুটির সাহায্যে $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার ন্যূনতম ব্যয়-পদ্ধতিটি দেখান হইয়াছে।

৩. "The LRATC curve divides the cost levels that are attainable with known technology and given factor prices from those that are unattainable." R. G. Lipsey

সৃষ্টি হইতে পারে। একটি বৃহৎ ও একটি ক্ষুদ্র ফার্মের কারখানার উৎপাদন পদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই উপকরণসমূহের অনুপাতের ( factor proportions ) পার্থক্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ক্ষুদ্র কারখানায় সাধারণত অধিক শ্রম ও স্বল্প মূলধন ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে একটি বৃহৎ কারখানায় অধিক পরিমাণ মূলধন ও স্বল্প পরিমাণ শ্রম ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়: যদি একটি ফার্মের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ অধিক হয় তখনই একমাত্র বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল ব্যবহারের যৌক্তিকতা লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে তখনই ট্রাকটর ব্যবহার করা লাভজনক হয় যখন উৎপন্নের পরিমাণ পর্যাপ্ত বা খামারের আয়তন বৃহৎ হয়। একমাত্র বৃহদায়তনের খামারেই আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া উৎপাদন-ব্যয়কে ন্যূনতম করা সম্ভব। অনুরূপভাবে, মোটরগাড়ী উৎপাদন করিতে হইলে বহু প্রকার দামী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয়। উৎপাদনের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হইলে এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কোন সুযোগ থাকে না। বৃহদায়তনের কারখানা বা খামারে শ্রমের পরিবর্তে মূলধন এবং সরল যন্ত্রপাতির পরিবর্তে জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। স্বয়ংক্রিয় চালকশক্তি ( automation ) হইল এই ধরনের পরিবর্তনের একটি সমকালীন দৃষ্টান্ত। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতির সাহায্যে অতি দ্রুত গতিতেই উৎপাদনক্ষেত্রে একটি অতি বৃহৎ আকারের কার্যকলাপ সম্পাদন করা সম্ভব। কিন্তু উৎপাদনের স্তর নিম্ন হওয়ায় যদি বহু সংখ্যক কার্যকলাপের প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে এই সকল কলাকৌশলের ব্যবহারের কোন অর্থ হয় না।

**ক্রমবর্ধমান ব্যয় ( Increasing costs )**

উপরের ১৪.৩ রেখাচিত্রে উৎপন্নের পরিমাণ যদি $OQm$ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ফার্মটির উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সকল প্রকার পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যদি উপকরণসমূহের বাজার-দাম অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে এই উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির একটিই কারণ থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে উপকরণসমূহের বৃদ্ধির ফলে উৎপন্নের পরিমাণ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি না পাইয়া উহা অপেক্ষা স্বল্প হারে বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ এক্ষেত্রে উপকরণসমূহের পরিমাণ দ্বিগুণ করা সত্ত্বেও উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় না। এই ধরনের ফার্মে দীর্ঘকালে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান ( long-run decreasing returns ) বা আয়তনজনিত ব্যয়বৃদ্ধি ( diseconomies of scale ) ঘটিতেছে বলা হয়। ফার্মটির উৎপাদন-কার্যের আয়তনটি যতই বৃদ্ধি পায় ইহার ক্ষেত্রে ততই আয়তনজনিত ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। পরিচালকগোষ্ঠীর দক্ষতা হ্রাস বা অন্যান্য উপকরণের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনের ফলে বা অন্যান্য কারণে ইহা ঘটিতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে পূর্বের তুলনায় অধিক উপকরণ ব্যবহার করিতে হয়। এ-সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

**ন্যূনতম ব্যয় ( Minimum costs )**

পূর্ববর্তী রেখাচিত্রে ফার্মের উৎপন্নের পরিমাণ $OQ_m$ হইলে ইহার দীর্ঘকালীন সম্ভাব্য গড় ব্যয় হইবে $OQ_m$। যদি ফার্মটি এই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে ইহা দক্ষতার সহিত উৎপাদন-কার্য চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া অনুমাণ করা হয়, কারণ এক্ষেত্রে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ন্যূনতম হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য আমরা ধরিয়া লই যে উপকরণসমূহের দাম ও কলাকৌশল অপরিবর্তিত থাকিতে পারে। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থায় ( যেমন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ) প্রতিটি ফার্ম তখনই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উপনীত হইবে যখন ইহা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে।

**সমহারে ব্যয় ( Constant costs )**

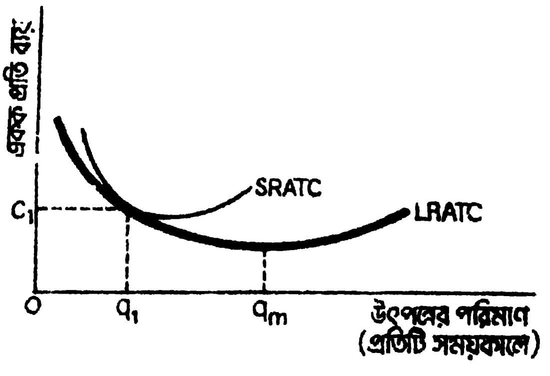
উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে ফার্মটির দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায়। অর্থাৎ উৎপন্নের $OQ_m$ স্তরে উপনীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু উৎপন্নের এই স্তর

অতিক্রান্ত হইলেই গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আরও একটা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে: উৎপন্নের $OQ_m$ স্তরের কাছাকাছি কোন স্তরে গড় ব্যয় অপরিবর্তিত থাকিতে পারে এবং গড় ব্যয় এখানে নিম্নমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী না হইয়া চেপটা (অর্থাৎ অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল) হইতে পারে। যখন ব্যয় রেখার এই চেপটা (flat) অংশের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তখন ফার্মটির উৎপাদন-ব্যয় সমহারে বৃদ্ধি পাইতেছে—অর্থাৎ গড় উৎপাদন-ব্যয়কে অপরিবর্তিত থাকিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলেও ফার্মটির ব্যয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না। যদি উপকরণসমূহের দাম ও কলা-কৌশল অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে এই অবস্থায় উপকরণসমূহের বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া ফার্মের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ উপকরণসমূহের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণও দ্বিগুণ হইবে। এইরূপ ফার্ম সমহারে প্রতিদানের (constant returns) সম্মুখীন হইয়াছে বলা যায়।

### ১৪.১৯ দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক (The relation between long-run and short-run costs)

এই অধ্যায়ের সুরুতে আমরা নানাপ্রকারের স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা অংকন করিয়াছি এবং পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে একটিমাত্র দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখা অংকন করা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যয়রেখাগুলি একটি বিশেষ উৎপাদন অপেক্ষক হইতে উদ্ভূত এবং প্রতিটি রেখা অংকনের সময় আমরা ধরিয়া লই যে উপকরণসমূহের দাম অপরিবর্তিত থাকে। যদিও স্বল্পকালে কয়েকটি উপকরণ স্থির থাকে দীর্ঘকালে সকল উপকরণই হইল পরিবর্তনশীল। অনুরূপভাবে স্বল্পকালীন ব্যয় রেখার সাহায্যে আমরা দেখাই যে যখন একটি বা একাধিক উপকরণ অবাধভাবে পরিবর্তনশীল হয় তখন কিভাবে ন্যূনতম ব্যয়ে নির্দিষ্ট হারে একটি দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার সাহায্যে আমরা দেখাই যে সকল উপকরণ পরিবর্তনশীল হইলে কিভাবে ন্যূনতম ব্যয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।[১]

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখার নিম্নে অবস্থান করিতে পারে না। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখার সাহায্যে আমরা প্রতিটি উৎপন্নের ন্যূনতম ব্যয় রেখা দেখাইয়া থাকি। উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু পরিবর্তনশীল প্রতিদানের বিধি (the law of variable proportions) অনুসারে যদি উৎপন্নের পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে ন্যূনতম ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে হইলে কারখানার আয়তনের পরিবর্তন করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।



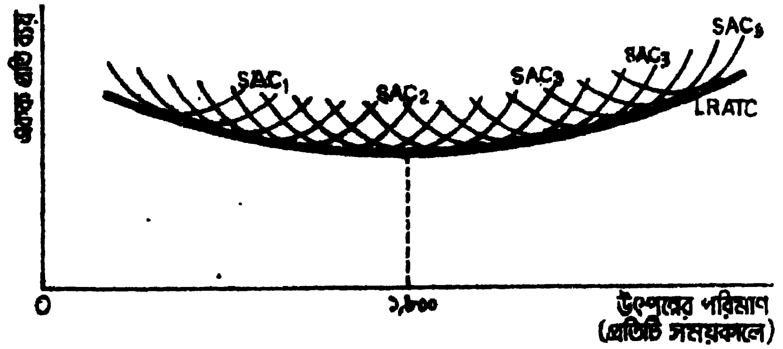

রেখাচিত্র ১৪.৫: দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয় রেখা

মনে রাখিতে হইবে যে স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখাকে উৎপন্নের একটি নির্দিষ্ট স্তরে—যে স্তরে স্থির উপকরণগুলির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে—স্পর্শ করে এবং উৎপন্নের অন্যান্য সকল স্তরগুলিতে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার ঊর্ধ্বে অবস্থান

১. "The long-run average total cost curve shows the lowest cost of producing any output when all factors are variable." R. G. Lipsey

করে।[১] যদি $OQ_1$ এককের নিকটবর্তী স্তরে উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কারখানা ও যন্ত্রপাতির পরিমাণ কাম্য স্তরে নির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে উৎপাদন-ব্যয় স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাকে অনুসরণ করিবে। অর্থাৎ স্বল্পকালীন ব্যয় রেখার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই উৎপাদন ব্যয়ের স্বল্পকালীন আচরণ লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু যদি $OQ_1$ ব্যতীত অন্য কোন উৎপন্নের স্তরকে বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-ব্যয়কে দীর্ঘকালীন রেখার স্তরে হ্রাস করা যায় যদি অবশ্য উপকরণসমূহকে হ্রাসবৃদ্ধি করিবার জন্য পর্যাপ্ত সময় ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। উৎপন্নের $OQ_1$ স্তরের জন্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা হইল একই। ইহার কারণ উৎপন্নের এই স্তরের জন্য নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি ও কারখানা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু উৎপন্নের অন্যান্য সকল স্তরের জন্য স্থির উপকরণটির ( অর্থাৎ কারখানা ও যন্ত্রপাতির ) পরিমাণ হয় অপর্যাপ্ত অথবা উদ্বৃত্ত[২] হইবে এবং এই কারণে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার ঊর্ধ্বে বিচরণ করে।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে উপরের রেখাচিত্রের SRATC রেখা হইল এইরূপ বহুসংখ্যক রেখার মধ্যে মাত্র একটি রেখা। প্রতিটি রেখার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ( a base output ) হইতে সুরু করিয়া ( এবং ইহার জন্য স্থির উপকরণসমূহের পরিমাণ সঠিক স্তরে নির্দিষ্ট রাখিয়া ) উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহাই দেখান হয়। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৪.৬ : দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয় রেখা ও স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখার মধ্যে মোড়ক সম্পর্ক

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার প্রতিটি বিন্দুতে একটি সম্পর্কিত ( associated ) স্বল্পকালীন ব্যয় রেখার সন্ধান পাওয়া যায় এবং এইরূপ প্রতিটি স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখাকে মাত্র

---

১. "The short-run cost curve is tangent to ( touches ) the long-run curve at the level of output for which the quantity of the fixed factor is optimal and lies above it for all other levels of output." R. G. Lipsey

২. অর্থাৎ উৎপাদনক্ষমতা ( capacity ) প্রয়োজনের তুলনায় হয় অপ্রচুর অথবা ইহার একাংশ ব্যবহার না হওয়ার দরুন অলস বলিয়া পরিগণিত হয়।

একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে। উৎপন্নের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে পরিবর্তিত হয় প্রতিটি স্বল্পকালীন ব্যয় রেখার সাহায্যে তাহাই দেখান হয়। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্য একটি মূল অনুমানের সাহায্য লই। ইহা হইল এই যে স্থির উপকরণটি এমন একটি নির্দিষ্ট স্তরে রাখা হইয়াছে যাহা স্পর্শক বিন্দুর উৎপন্নের স্তরের পক্ষে কাম্য।[১]

## কখন দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা মোড়ক রেখার রূপ গ্রহণ করে (When does the LRAC take the shape of an envelope curve)

দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখাকে কখনও কখনও মোড়ক রেখা (an envelope curve) বলা হয় কারণ ইহা স্বল্পকালীন সকল ব্যয় রেখাকে পরিবেষ্টন করে। ইহাকে কার্মের পরিকল্পনা রেখাও (the planning curve) বলা হয়, কারণ ইহা কার্মের দীর্ঘকালীন উৎপাদন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে।

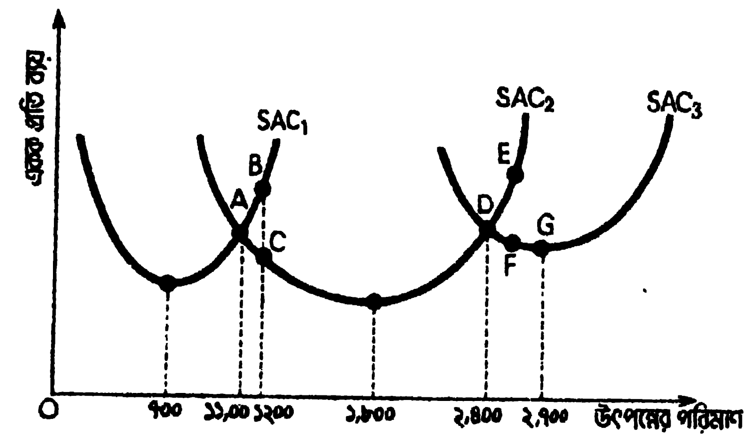
বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের প্রকৃতি ও আচরণ বিশ্লেষণ করিবার সময় একটি বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইহা হইল এই যে দীর্ঘকালে প্রয়োজন হইলে একটি ফার্ম ইহার কারখানার আয়তন পরিবর্তন করিতে পারে। উৎপন্নের প্রতিটি নির্দিষ্ট স্তরের জন্য একটি কাম্য আয়তনের কারখানা থাকে যাহার সাহায্যে ন্যূনতম ব্যয়ে একটি দ্রব্য উৎপাদন করা সা[illegible] প্রতিটি সম্ভাব্য কারখানার আয়তনকে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার সাহায্যে দেখান যায়। নিম্নের রেখাচিত্রে উৎপন্নের পাঁচটি স্তর দেখান হইয়াছে। উৎপন্নের পরিমাণ ৭০০ একক হইলে ন্যূনতম ব্যয়ে ইহা উৎপাদন করা সম্ভব। $SAC_1$ রেখার সাহায্যে ইহা দেখান হইয়াছে। উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১,১০০ একক হইলেও এই একই কারখানায় দ্রব্যটি উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১,১০০ একক অপেক্ষা অধিক হইলে এই একই কারখানায় ঐ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা বিশেষ ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে ফার্মের দিক দিয়া কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করা অথবা নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। একমাত্র দীর্ঘকালেই ইহা সম্ভব। দীর্ঘকালে একটি বৃহদাকারের কারখানা স্থাপন করিয়া স্বল্প ব্যয়ে ১,২০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। $SAC_2$ রেখার সাহায্যে ইহাই দেখান হইয়াছে। ১০০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে স্বল্পকালে গড় ব্যয় হইবে B-১২০০। কিন্তু দীর্ঘকালে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব[illegible]ার করিয়া অথবা কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া স্বল্প ব্যয়ে ঐ একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে BC হইল দীর্ঘকালীন ব্যয়-সংক্ষেপের পরিমাণ (cost saving in the long-run)। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় কারখানাটির কাম্য উৎপন্নের স্তর হইল ১,৮০০ একক। এমনকি ২,৪০০ একক পর্যন্ত দ্রব্য উৎপাদন করিবার পক্ষে দ্বিতীয় কারখানাটি কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ ইহাকে অতিক্রম করিলেই ব্যয় ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে বৃহদায়তনের একটি কারখানা স্থাপন করা নিঃসন্দেহে কাম্য। অর্থাৎ উৎপন্নের ০—১,১০০ প্রসারের জন্য প্রথম কারখানাটি, ১,১০০—২,৪০০ প্রসারের জন্য দ্বিতীয় কারখানাটি এবং উৎপন্নের পরিমাণ ২,৪০০ এককের অধিক হইলে তৃতীয় কারখানাটি কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাদের উদাহরণে মাত্র তিনটি কারখানার [illegible] চিন্তা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখাটি হইল তিনটি স্বল্পকালীন ব্যয় রেখার লাল অংশটিই হইল দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখা।

এখন যদি কারখানার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে প্রতিটি স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা একে অপরের এত নিকট সরিয়া আসিবে যে প্রতিটিরই মাত্র একটি করিয়া বিন্দু দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখাকে স্পর্শ করিবে। একমাত্র এই অবস্থাতেই—অর্থাৎ একমাত্র অসংখ্য কারখানার ক্ষেত্রেই—দীর্ঘকালীন ব্যয়

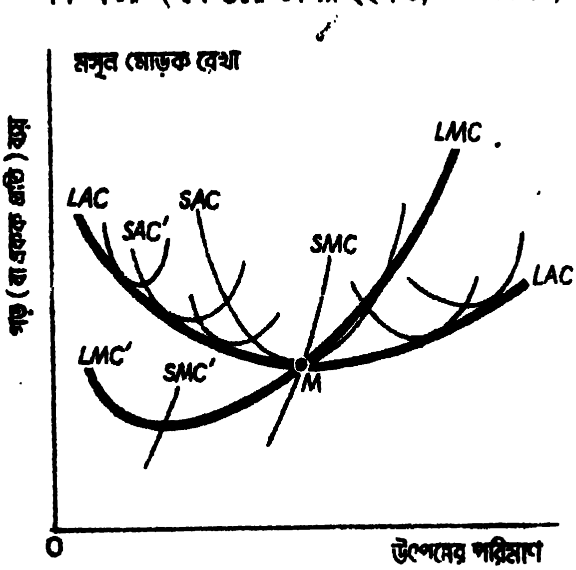
১. "Each short-run curve shows how costs vary if output varies, with the fixed factor held constant but at the level that is optimal for the output at the point of tangency." R. G. Lipsey.

রেখা স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখাগুলির স্পর্শক অথবা মোড়ক রেখা বলিয়া পরিগণিত হইবে।[১] নিম্নের রেখাচিত্রে তাহাই বুঝান হইয়াছে।[২]




রেখাচিত্র ১৪.৭ : সীমিত সংখ্যক কারখানার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ব্যয়রেখা

কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা একটিমাত্র স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাকে ইহার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করে ( যে স্তরে উৎপন্ন হইল ১,০০০ একক )। উৎপন্নের পরিমাণ ইহার কম হইলে, দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখা একটি স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাকে ইহার সর্বনিম্ন বিন্দুর বাঁদিকে যে কোন বিন্দুতে স্পর্শ করিবে। অনুরূপভাবে বলা যায় যে উৎপন্নের পরিমাণ ১,০০০ এককের অধিক হইলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা একটি স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাকে ইহার সর্বনিম্ন বিন্দুর ডানদিকে স্পর্শ করিবে।




রেখাচিত্র ১৪.৮ : মোড়ক রেখা

উৎপন্নের বৃদ্ধি ঘটিলে, ফার্ম প্রথমে ইহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার নিম্নগামী অংশে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ উপলব্ধি করে এবং ঐ রেখার ঊর্ধ্বগামী অংশে আয়তনজনিত ব্যয়-বৃদ্ধির সম্মুখীন হয়। এখন এ-সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে অবশ্য একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন: প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত গড় ব্যয়ের সম্পর্ক দীর্ঘকালে

১. "As more and more plant sizes are taken into account, the segments of their associated ATC curves that are part of the long-run ATC curve become smaller and smaller until they are no more than points. Hence, given an unlimited number of possible plant sizes the long-run ATC curve is made up of all the points of tangency with the unlimited number of ATC curves."

R. N. Waud

২. অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকেই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়। ফলে আলোচনাটি পরিষ্কার হয় না। এমনকি Lipsey-এর মত সনামধন্য লেখকও বিষয়টিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। একমাত্র অধ্যাপক স্যামুয়েলসনই তাঁহার পুস্তকে ইহাকে পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছেন ( Samuelson : *Economics*, 11th edn., P. 445 )।

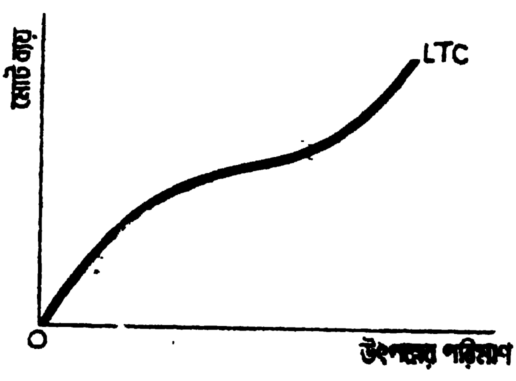
অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ, দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখাকে ইহার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে। ইহার কারণ হইল উভয় রেখাই দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা হইতে উদ্ভূত হয়। পূর্ব-পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। বস্তুত, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা হইতেই দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা টানা যায় ( *"In the usual way we derive from LAC curve its marginal curve LMC."*—P. Samuelson )।

**দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি ( The shape of the long-run average cost curve )**

এই প্রসংগে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার মত দীর্ঘকালীন গড় রেখাও *U*-আকৃতির হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা অপেক্ষা চেপ্টা ( flatter ) হয়। ইহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল এই যে দীর্ঘকালে উৎপাদন-ব্যয় স্বল্পকাল অপেক্ষা মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, দীর্ঘকালে সকল উপকরণ পরিবর্তনশীল বলিয়া একটি ফার্মের পক্ষে সকল প্রকার সমঝোতা ( adjustment ) করা সম্ভব। ফলে ইহা একই পরিমাণ দ্রব্য স্বল্প খরচে উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়।

**দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা ( Long-run total cost curve )**

পরিশেষে, দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখার আকৃতি লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা দেওয়া থাকিলে, আমরা অতি সহজেই দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা অংকন করিতে পারি, কারণ দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় হইল দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ও উৎপন্নের গুণফল মাত্র। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় ও উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্ক দেখান হইয়াছে; এই সম্পর্কটিকেই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় অপেক্ষক ( the long-run total cost function ) বলা হয়। ইহার উৎস হইতে উৎপত্তির কারণ সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় বলিয়া কিছু নাই। যেহেতু সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল সেহেতু উৎপন্নের পরিমাণ শূন্য হইলে মোট ব্যয়ও শূন্য হইবে। এই দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় অপেক্ষক হইতে অতি সহজেই দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষক অংকন করা যায়।




রেখাচিত্র ১৪.৯ : দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়

**১৪.২০ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা এবং আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ( The Long-run Average Cost Curve and Economies of Scale )**

এখন প্রশ্ন হইল : এই যে একটি ফার্মের উৎপাদনক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতেছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় কি ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে উৎপাদনক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয় ঘটিতেছে কিনা তাহা নির্ধারণ করা অতি সহজ। যদি উপকরণসমূহের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয় এবং ইহার ফলে উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে উৎপাদনক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতেছে অথবা ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান হইতেছে বলা যায়।[১]

---

১. "Production is said to involve economies of scale, also referred to as increasing returns to scale, if when all input quantities are doubled, the quantity of output is more than doubled." W. J. Baumol and A. S. Blinder : *Economics* ( 3rd edn., 1984 )

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, শ্রম ও সার মাত্র এই দুইটি উপকরণ উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।[১] ধরা যাউক, দুই মাসের শ্রম এবং চার টন সার ব্যবহার করিয়া ২৬০০ মণ গম উৎপাদন করা হইল। এখন ধরা যাউক, আমরা উভয় উপকরণের পরিমাণ দ্বিগুণ করিলাম। অর্থাৎ, চার মাসের শ্রম ও আট টন সার এখন উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইল। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪০০ মণ হইল—অর্থাৎ দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক। সুতরাং এক্ষেত্রে কৃষকের ধান চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষক, অন্তত উৎপন্নের এই প্রসারের মধ্যে, ক্রমবর্ধমান হারে আয়তনজনিত প্রতিদান (অথবা আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ) প্রদর্শন করিতেছে।

উৎপাদন অপেক্ষকের পরিবর্তে দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপকে সনাক্ত করা সম্ভব।[২] আমাদের উদাহরণের প্রতিটি উপকরণের ব্যবহারের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হইয়াছে। যদি প্রতিটি উপকরণের ক্রয়ের পরিমাণ ঠিক দ্বিগুণ করা হয় তাহা হইলে মোট ব্যয় দ্বিগুণ হইবে। এক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের ফলে যদি উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে গড় ব্যয়—অর্থাৎ একক প্রতি ব্যয়—অবশ্যই হ্রাস পাইবে। সুতরাং বলা যায়:

**উৎপাদন অপেক্ষকে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দিলে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা নিম্নমুখী হয়** (*"Production function with economies of scale lead to long-run average cost curves that decline as output expands."* Baumol & Blinder)।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ২ মাসের শ্রম ও ৪ টন সার ব্যবহার করিয়া ২৬০০ মণ ধান উৎপাদন করিবার মোট ব্যয় হইল ৪১০০ টাকা। এক্ষেত্রে গড় ব্যয় হইল ৪১০০ টাকা/২৬০০, অর্থাৎ মণ প্রতি ১·৫৮ টাকা। এক্ষেত্রে যদি উপকরণ দুইটিকে দ্বিগুণ করা হয় মোট ব্যয় দ্বিগুণ—অর্থাৎ ৮২০০ টাকা হইবে। কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ ৫৪০০ মণ হওয়ায় গড় বা একক প্রতি ব্যয় হইবে ৮২০০ টাকা/৫৪০০=১·৫২ টাকা। উৎপাদন অপেক্ষকে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেওয়ার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড় ব্যয় হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১ টাকা ৫৮ পয়সা হইতে হ্রাস পাইয়া ১ টাকা ৫২ পয়সা হয়।

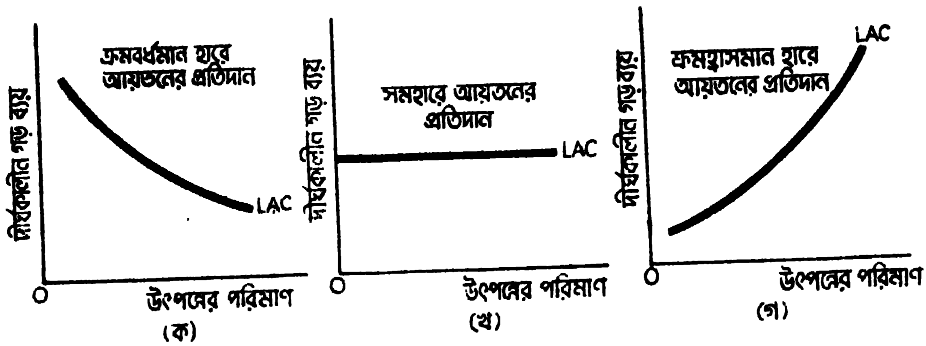
পর-পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের (ক) অংশে একটি নিম্নমুখী গড় ব্যয় রেখা দেখান হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আরও দুইটি আকৃতির কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। রেখাচিত্রের (খ) অংশে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি দেখান হইয়াছে। ইহা হইল সমহারে প্রতিদানের একটি উদাহরণ। এক্ষেত্রে মোট ব্যয় এবং উপকরণের পরিমাণ উভয়ই ঠিক দ্বিগুণ হয়। ফলে গড় ব্যয় (অর্থাৎ মোট ব্যয়÷উৎপন্নের পরিমাণ) অপরিবর্তিত থাকে। পরিশেষে, উৎপাদন ক্ষেত্রে আর একটি সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। উপকরণসমূহের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ না হইয়া ইহা অপেক্ষা কমও হইতে পারে। ইহা হইল ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদানের উদাহরণ। এক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। (গ) রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একই উৎপাদন অপেক্ষক উৎপাদন এক প্রসারে ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান, অন্য প্রসারে সমহারে প্রতিদান এবং অন্যান্য প্রসারে ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদান দেখাইতে

১. আমরা আলোচনাকে সহজ করিবার জন্য এখানে মাত্র দুইটি পরিবর্তনশীল উপকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দীর্ঘকালে সকল উপকরণই পরিবর্তনশীল। সুতরাং নির্ভুল আলোচনার জন্য সকল উপকরণকেই—অর্থাৎ শ্রম, সার, জমি ও যন্ত্রপাতি—দ্বিগুণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

২. "It is possible to recognize economies of scale by looking at the long-run average cost curve instead of the production function." Baumol & Blinder: op. cit.

পারে।[১] এই কারণেই পূর্ববর্তী এক রেখাচিত্রে ( ২৫৬ পৃষ্ঠা ) দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় U-আকৃতির হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৪.১০ : দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার তিনটি সম্ভাব্য আকৃতি

স্মরণ রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলিকে নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শ করে না। একমাত্র একটি অবস্থায় ইহা ঘটে—যখন দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা অনুভূমিক ( horizontal )—অর্থাৎ অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল—হয়। দীর্ঘকালে উৎপাদনক্ষেত্রে যদি সমহারে প্রতিদান দেখিতে পাওয়া যায় তবেই একমাত্র ইহা ঘটে। যখন দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা নিম্নমুখী হয় তখন ইহা স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলির নিম্নতম বিন্দুগুলির বামপার্শ্বে উহাদের স্পর্শ করে। অপরদিকে যখন দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বগামী হয় তখন ইহা স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলির নিম্নতম বিন্দুর ডানপার্শ্বে উহাদের স্পর্শ করে। ১৯৩১ সালে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে অধ্যাপক জেকব ভাইনার ভুলক্রমে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখাকে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলিকে ইহাদের নিম্নতম বিন্দুগুলিতে স্পর্শ করাইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ইহা সম্ভব নয়।

উপকরণসমূহের ন্যূনতম ব্যয় সমন্বয়ের ( least cost combination of inputs ) পরিপ্রেক্ষিতে, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় অপেক্ষককে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

দীর্ঘকালে কোন নির্দিষ্ট উৎপন্নের ক্ষেত্রে, মোট ব্যয় এবং গড় ব্যয় তখনই ন্যূনতম হয় যখন সকল উপকরণগুলির মধ্যে এইরূপ সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় যে টাকার অংকে একটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্ন অন্য একটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়। উৎপন্নের প্রতি স্তরে যদি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানটি উপকরণসমূহের ন্যূনতম সমন্বয় নির্বাচন ও ব্যবহার করে তাহা হইলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ে—অর্থাৎ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার দ্বারা নিম্নতম বিন্দুতে—উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে। ইহাই হইল সমপ্রান্তিক প্রতিদানবিধির ( the law of equi-marginal return ) মূলকথা।

১. "The same production function can display increasing returns to scale in some ranges, constant returns to scale in others, and diminishing return to scale in yet others." Baumol & Blinder

**১৪.৯.১ আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি ( Economies & Diseconomies of Scale )**

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধির সাহায্যেই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করা যায়। কারখানার আয়তন বৃদ্ধির ফলে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এখন আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ লইয়াই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

**(১) উপকরণসমূহের অধিক বিশেষীকরণ ( Greater specialisation of resources ) :** একটি ফার্মের উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে, ইহার বিশেষীকরণের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। এই বিশেষীকরণ শুধুমাত্র শ্রমের ক্ষেত্রেই দেখা যায় না, যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ইহার কারণ একটি বৃহদায়তন ফার্মের পক্ষে ইহার কার্যকলাপকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয়। যেমন বাটার জুতা কারখানার পক্ষে কয়েক হাজার শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ও বিদেশ হইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া দক্ষতার সহিত জুতা প্রস্তুত করা সম্ভব। একটি ক্ষুদ্র জুতা প্রস্তুতকারীর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়।

**(২) যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার ( More efficient utilisation of equipment ) :** কতকগুলি শিল্পে উৎপাদনের কলাকৌশল এইরূপ হয় যে বৃহদাকারের দামী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয়। এই প্রসংগে মোটরগাড়ী, ইস্পাত ও সোধিত তৈলের ( refined oil ) উৎপাদনের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সকল শিল্পে অতি বৃহৎ আকারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয়। এই ধরনের যন্ত্রপাতিকে অবিভাজ্য উপকরণ ( indivisible inputs ) বলিয়া গণ্য করা হয়। এগুলির দাম ক্ষেত্র বিশেষে কোটি টাকার অধিক। এবং উৎপাদনের স্তর উচ্চ না হইলে এগুলি ব্যবহার করা মোটেই লাভজনক বা কাম্য বিবেচিত হয় না। বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব। এই সকল শিল্পে ফার্মগুলিকে বহুল ব্যয়ে এই উপকরণগুলি ক্রয় করিতে হইবে এবং উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিতে সক্ষম হইলেই একমাত্র এই ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সার্থকতা প্রমাণিত হইবে। একটি ক্ষুদ্র ফার্মের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়।[১]

**(৩) উপকরণসমূহের একক প্রতি হ্রাস ( Reduced unit cost of inputs ) :** একটি বৃহদায়তনের ফার্মের পক্ষে একক প্রতি স্বল্পব্যয়ে কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করা সম্ভব। ইহার কারণ পাইকারি হারে কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করিলে ডিস্কাউন্ট লাভ করা যায়। খুচরা ক্রেতাগণ ইহা হইতে বঞ্চিত হন। ইহা ছাড়া কতকগুলি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে, বৃহদাকারের যন্ত্রপাতিক্রয় করা হইলে একক প্রতি মূলধনী ব্যয় বা স্থির ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। যেমন একটি বৃহদাকারের কারখানায় প্রতি বর্গ ফুটের নির্মাণ ব্যয় একটি ক্ষুদ্র কারখানা অপেক্ষা সাধারণত কম হয়। অনুরূপভাবে মেসিনের দাম ইহার অশ্ব-শক্তি ( horse-power ) সহিত বিপরীতভাবে বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ একটি যন্ত্রের অশ্ব-শক্তি যতই বৃদ্ধি পায় ইহার দাম সমানুপাতিক হারে তত বৃদ্ধি পায় না।

**(৪) উপজাত-দ্রব্যের ব্যবহার ( Utilization of by-products ) :** কয়েকটি শিল্পে, বৃহদায়তনের ফার্মগুলির পক্ষে উপজাত দ্রব্যের কার্যকরী ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ফার্মগুলিতে এগুলি সাধারণত নষ্ট হয়। যেমন একটি চিনি প্রস্তুতকারী ফার্মে উপজাত-দ্রব্য ব্যবহার করিয়া গুড় বা মাদকদ্রব্য ( alchohol ) প্রস্তুত করা সম্ভব। একটি চায়ের কারখানার পক্ষে যে চা-পাতাগুলি নষ্ট হইত সেগুলি ব্যবহার করিয়া সার উৎপাদন করা সম্ভব।

**(৫) আনুসংগিক সুযোগসুবিধার বৃদ্ধি ( Growth of auxiliary facilities ) :** কতকগুলি স্থানে একটি সম্প্রসারণশীল ফার্মের পক্ষে অন্যান্য কতকগুলি সুযোগসুবিধাও ভোগ করা

---

১. "In such industries, companies must be able to use it efficiently by spreading the cost per unit over a sufficiently large volume of output. A small-scale firm cannot ordinarily do these things." M. H. Spencer : *Contemporary Economics* ( Worth Publishers Inc., 1975 )

সম্ভব। বস্তুত একটি বৃহদায়তনের কার্মকে কেন্দ্র করিয়া আনুসংগিক কতকগুলি সুযোগসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন মালপত্র সংরক্ষণ করিবার গুদাম, পরিবহণ ও দ্রব্য বিপণনের ব্যবস্থার উন্নতি, ইত্যাদি। এই সকল সুযোগসুবিধা লাভের ফলে সম্প্রসারণশীল কার্মটির উৎপাদন ও অন্যান্য ব্যয় হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া এই কার্মটিকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠে। এই সহায়ক শিল্পগুলি যন্ত্রবিশেষের অংশ প্রস্তুত করে অথবা উহাদের মেরামত করে এবং এইভাবে আসল কার্মটিকে সহায়তা করে। যেমন একটি সাইকেল কারখানাকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণত সাইকেল মেরামতের দোকানগুলি গড়িয়া উঠে।

**১৪.২২ আয়তনজনিত ব্যয়বৃদ্ধি ( Diseconomies of Scale )**

উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে কোন না কোন স্তরে ব্যয়বৃদ্ধি দেখা দেয়। ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের প্রাথমিক স্তর আংশিকভাবে এবং পরবর্তী স্তরে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইতে পারে। যদি ব্যয়বৃদ্ধি অতি দ্রুতগতিতে ঘটে তাহা হইলে ব্যয়সংক্ষেপের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইবে এবং ইহার ফলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বমুখী হইবে। ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে :

**(১) পরিচালকগণের সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যাপারে ভূমিকা ( Decision-making role of management )** : একটি কার্মের আয়তন যখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন দক্ষ পরিচালকগণের উপর ক্রমাগত অধিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য উপকরণগুলির তুলনায় এই উপকরণটিকে ইহার ক্ষমতার ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করিয়া নিয়োগ করা হয়। ফলে এই উপকরণটির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদান দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত ( co-ordination and control ) সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায়। টেলরের বৈজ্ঞানিক পরিচালনার ( scientific management ) নীতিসমূহ প্রয়োগ করিয়াও এই ব্যয়বৃদ্ধিকে বন্ধ করা সম্ভব নয়। ইহার কারণ সংগঠন হইল উৎপাদনের একটি অবিভাজ্য উপকরণ।

**(২) উপকরণসমূহের জন্য প্রতিযোগিতা ( Competition for resources )** : যদি একটি শিল্পের অন্তর্গত সকল কার্মগুলি একই সংগে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে তাহা হইলে উপকরণসমূহের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে উহাদের বাজার-দামও বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রতিটি কার্মকে অধিক দামে উপকরণগুলি বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। কাঁচা মালের দাম, মজুরি, সুদ ও খাজনা বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি কার্মের গড় উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

**১৪.২৩ ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধির একটি শ্রেণীবিভাগ ( A Classification of Economies and Diseconomies )**

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধির এই কারণগুলিকে আভ্যন্তরীণ ( internal ) এবং বাহ্যিক ( external ) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই পার্থক্য নির্দেশ করা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি একটি কার্মের পরিচালকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু বাহ্যিক বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে ইহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি বলিতে সেই সকল সর্তাবলীকে বুঝায় যেগুলি কার্মের আভ্যন্তরীণ আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে ইহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়কে হ্রাস বা বৃদ্ধি করে। এই সুযোগসুবিধাগুলি কার্মটি এককভাবে ভোগ করে। যেমন কারখানার অভ্যন্তরে যদি কোন খালি জায়গা থাকে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হইল ইহার একটি উদাহরণ। শিল্পের ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন ঘটে তাহাদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত, একটি কার্মের আয়তন ও উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদনের অবিভাজ্য উপকরণগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় এবং ইহার ফলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হ্রাস পায়। অন্যদিকে পরিচালকগোষ্ঠী ও অন্যান্য উপকরণসমূহের মধ্যে বিপরীত প্রতিঘাতের ফলেই দীর্ঘকালে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়।[১]

---

১. "Increases in long-run average costs occur because of adverse factor interaction between management and other resources." Spencer

বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি বলিতে সেই সকল সর্তাবলীকে বুঝায় যেগুলি সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক বিষয়সমূহের ফল হিসাবে একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় অথবা ইহার উৎপাদনের আয়তনের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটায়। এই ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি শিল্পের আয়তনবৃদ্ধির ফলেই ঘটে এবং যেহেতু একটি ফার্ম শিল্পের অংশবিশেষ ইহা এই বিষয়গুলি দ্বারা স্বভাবতই প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিল্পের একদেশতার কথা উল্লেখ করা যায়। শিল্পের একদেশতার ফলে যে-সকল সুযোগসুবিধার সৃষ্টি হয় সেগুলি প্রতিটি ফার্মই সমভাবে ভোগ করে। অনুরূপভাবে, শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে উপকরণ-সমূহের দাম বৃদ্ধি পাইলে সকল ফার্মকেই অধিক দামে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হয়। ফলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে আমরা নানাবিধ ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধিকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুইভাগে ভাগ করিতে পারি।

**আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধির তাৎপর্য (Implication of Economies and Diseconomies of Scale)**

অধ্যাপক সিগলার ও স্যামুয়েলসন্ উল্লেখ করিয়াছেন যে উৎপাদনক্ষেত্রে যদি সর্বদাই আয়তন-জনিত ব্যয়সংক্ষেপ (অর্থাৎ আয়তনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে একটি ফার্মের পক্ষে ক্রমাগতই উৎপাদনবৃদ্ধি লাভজনক হইবে। এক্ষেত্রে একটি ফার্মের আয়তনের সীমা বলিয়া কিছু থাকিবে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যদি ইহা দেখা যায় তাহা হইলে আমরা একটি বিস্ময়কর অবস্থার সম্মুখীন হইব। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারের মোট আয়তনের তুলনায় প্রতিটি ফার্মের আয়তন এতই ক্ষুদ্র যে ইহা বাজার-দামের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু উৎপাদন ক্ষেত্রে যদি ইহা ক্রমাগত ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের সম্মুখীন হয় তাহা হইলে ইহা ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলিবে। ফলে ইহার মোট উৎপন্ন বাজারের মোট যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ফার্মটি বাজার-দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। বস্তুত, এই অবস্থায় ইহা একচেটিয়া কারবারীর রূপ গ্রহণ করিবে। একটি দামগ্রহীতা হিসাবে সুরু করিয়া ইহা দামস্রষ্টায় রূপান্তরিত হইবে।

যদি একটি শিল্পে একটির পরিবর্তে কয়েকটি মুষ্টিমেয় ফার্মের ক্ষেত্রে ইহা ঘটে তাহা হইলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অলিগোপলিতে রূপান্তরিত হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিলোপ ঘটিবে। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, আয়তনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং একটি শিল্পে ফার্মের সংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইল আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি।[১]

**১৪.২৪ ক্রমহ্রাস হারে প্রতিদান এবং আয়তনের প্রতিদান (Diminishing Returns and Returns to Scale)**

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে আমরা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্নের বিধি লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইল: আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নীতি দুইটি পরস্পরবিরোধী। বস্তুত, যদি একজন উৎপাদক অধিক পরিমাণে প্রতিটি উপকরণ ব্যবহার করিয়া উপকরণসমূহ হইতে ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদান লাভ করেন তাহা হইলে প্রতিটি উপকরণ অধিক পরিমাণে ব্যবহার দ্বারা কি আয়তন-জনিত ব্যয়সংক্ষেপ ঘটান সম্ভব? ইহার উত্তরে বলা যায় যে এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোন সংঘাত নাই, কারণ দুইটি নীতি মূলত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করে।

---

১. "The existence of economies and diseconomies of scale is an important determining factor of how many firms there are in an industry." R. N. Waud

১। একটি উপকরণের ক্ষেত্রে প্রতিদান ( Returns to a single input ) : এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই একটি অনুমানের সাহায্য লইতে হইবে : আমরা যদি উৎপাদনের সকল উপকরণগুলিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া কেবলমাত্র একটি উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করি, তাহা হইলে উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পাইবে ?

২। আয়তনের প্রতিদান ( Returns to scale ) : এখানে আমাদের প্রশ্ন হইল : যদি সকল উপকরণগুলিকে সমানভাবে ( অর্থাৎ শতকরা সমান হারে ) একই সঙ্গে বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে উৎপাদন কত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে ?

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি প্রথম প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করে এবং আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের আলোচনার মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করি।

এই অধ্যায়ের ১৪.১ সারণিটির সাহায্যে ( ২৩৭ পৃষ্ঠা ) আমরা এমন একটি উৎপাদন অপেক্ষককে দেখাইয়াছি যাহা একটি উপকরণের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে ব্যাখ্যা করে। এক্ষেত্রে আমরা সকল উপকরণকে স্থির রাখিয়া মাত্র একটি উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছি এবং ফলে প্রান্তিক উৎপন্নের[১] পরিমাপ করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রান্তিক উৎপন্ন প্রথমে বৃদ্ধি এবং পরে হ্রাস পায়।

অপরদিকে আয়তনজনিত প্রতিদান বলিতে আমরা সকল উপকরণগুলিকে সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হইলে মোট উৎপন্নের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকেই বুঝাইবার প্রচেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে এই উৎপাদন অপেক্ষক উৎপন্নের কয়েকটি প্রসারের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে আয়তনজনিত প্রতিদান সৃষ্টি করে, কয়েকটি ক্ষেত্রে সমানুপাতিক হারে আয়তনজনিত প্রতিদান সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য সকল প্রসারের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান হারে আয়তনজনিত প্রতিদান সৃষ্টি করে। সুতরাং যে কোন একটি উপকরণের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি আয়তনজনিত যে কোন ধরনের প্রতিদানের সহিত সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২]

সংক্ষেপে বলা যায় যে : আয়তনের প্রতিদান ও ( অন্যান্য সকল উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকাকালীন ) একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের ক্ষেত্রে প্রতিদান কার্যের কলাকৌশলের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দিকের নির্দেশক। একটি উৎপাদন অপেক্ষক যাহা একটি উপকরণের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদানকে দেখায় তাহা ক্রমহ্রাসমান হারে, সমানুপাতিক হারে, অথবা ক্রমবর্ধমান হারে আয়তনের প্রতিদান দেখাইতে পারে ( যখন সকল উপকরণসমূহের পরিমাণ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হয় )।[৩]

### ১৪.২৫ ব্যয় রেখার স্থান পরিবর্তন ( Shifts of Cost Curves )

চাহিদা নির্ধারক বিষয়গুলির পরিবর্তনের ফলে যেরূপ চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করে সেরূপ ব্যয় নির্ধারক বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটিলে ব্যয় রেখা স্থান পরিবর্তন করে। যেমন কলাকৌশলগত উন্নতি ঘটিলে ব্যয় রেখাগুলি নিম্নে স্থান পরিবর্তন করে। অপরদিকে উপকরণসমূহের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করে। অর্থাৎ, সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়। অনুরূপভাবে একটি দ্রব্যের উপর অপ্রত্যক্ষ কর চাপান হইলে ইহার উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে গড় ব্যয় রেখাগুলি ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করে।

---

১. এখানে প্রান্তিক উৎপন্ন বলিতে প্রতিটি পরিবর্তনশীল উপকরণটির প্রতিটি অতিরিক্ত একক মোট উৎপন্নের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটায় তাহাকেই বুঝান হইয়াছে।

২. "Thus the 'law' of diminishing returns ( to a single input ) is compatible with *any* sort of returns to scale." W. J. Baumol & A. S. Blinder

৩. "Returns to scale and returns to a single input ( holding all other input quantities constant ) refer to two district aspects of a firm's technology. A production function that displays diminishing returns to a *single* input may show diminishing, constant, or increasing returns when all inputs quantities are increased proportionately." Baumol and Blinder

## উৎপাদনের স্থিতিস্থাপকতা ( Elasticity of Production )

উৎপাদন তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ একটি নূতন ধারণা প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা হইল উৎপাদনের স্থিতিস্থাপকতার ধারণা। ইহা হইল প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্নের অনুপাত মাত্র। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$e_p=\frac{\Delta Q/Q}{\Delta L/L}=\frac{\Delta Q}{\Delta L}\cdot\frac{L}{Q}$$

$$\text{এবং } e_p=\frac{\Delta Q/\Delta L}{Q/L}=\frac{\text{প্রান্তিক উৎপন্ন}}{\text{গড় উৎপন্ন}}$$

যেখানে $Q$ হইল উৎপন্নের পরিমাণ এবং $L$ হইল শ্রমের পরিমাণ। ইহা হইল উৎপাদনের বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতার সহগ। ইহার সাহায্যে ( অন্যান্য উপকরণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকাকালীন ) শ্রমের বৃদ্ধিতে উৎপন্ন কতটা সাড়া দেয় তাহাই দেখান হয়। উৎপাদন অপেক্ষকের একটি বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতার ( arc elasticity ) পরিমাপ করিতে হইলে নিম্নের সূত্রটি ( formula ) ব্যবহার করিতে হইবে :

$$E=\frac{Q_2-Q_1}{(Q_2+Q_1)/_2}\div\frac{L_2-L_1}{(L_2+L_1)/_2}=\frac{(Q_2-Q_1)\,/\,(Q_2+Q_1)}{(L_2-L_1)\,/\,(L_2+L_1)}$$

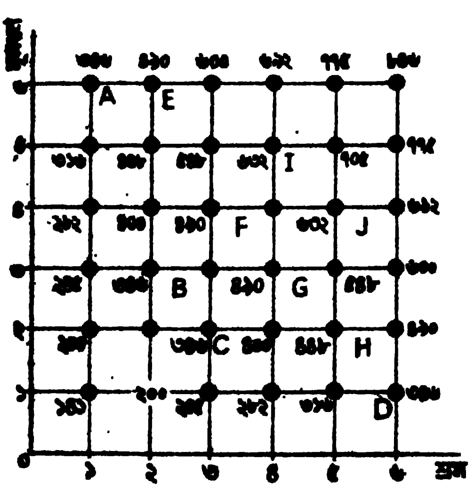
$$=\frac{Q_2-Q_1}{Q_2+Q_1}\cdot\frac{L_2+L_1}{L_2-L_1}$$

ইহাকে সহজেই এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$E=\frac{(Q_2-Q_1)\,/\,(L_2-L_1)}{(Q_2+Q_1)\,/\,(L_2+L_1)}=\frac{\text{প্রান্তিক উৎপন্ন}}{\text{গড় উৎপন্ন}}$$

## রেখাচিত্রের সাহায্যে উৎপাদনতত্ত্বের প্রতিবিম্বন ( GRAPHICAL DEPICTION OF PRODUCTION THEORY )

এই অধ্যায়ের উৎপাদনতত্ত্বকে রেখাচিত্রের সাহায্যে পেশ করা যাইতে পারে। রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে মূলধনের পরিমাণ এবং অনুভূমিক অক্ষে শ্রমের পরিমাণ দেখান যাইতে পারে। নিম্নের সারণিতে আমরা একটি দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষককে দেখাইয়াছি। এক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধন এই দুইটি উপকরণের সহিত উৎপন্নের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। শ্রম ও মূলধনের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা কি কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহাও সারণিটিতে দেখান হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ৩ একক মূলধন ও ২ একক শ্রম ব্যবহার করায় যে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহা হইল ৩৪৬ একক। কিন্তু উপকরণ দুইটিকে একে অপরের পরিবর্ত হিসাব ব্যবহার করা যায় বলিয়া এই একই পরিমাণ দ্রব্য উপকরণ দুইটির অন্যান্য সমন্বয়ের সাহায্যেও প্রস্তুত করা যায়। যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য পার্শ্ববর্তী উপকরণ সমন্বয়গুলি দ্বারা প্রস্তুত করা যায় :




সারণি ১৩.৪ : উৎপাদন অপেক্ষক

| মূলধন | শ্রম | বিন্দু | মোট ব্যয় ( সুরুতে ) | মোট ব্যয় ( পরবর্তী স্তরে ) |
|---|---|---|---|---|
| ৬ | ১ | A | ২৩ টাকা | — |
| ৩ | ২ | B | ১৩ টাকা | ৭ টাকা |
| ২ | ৩ | C | ১২ টাকা | — |
| ১ | ৬ | D | ১৫ টাকা | — |

অনুরূপভাবে, ৩ একক মূলধন এবং ৬ একক শ্রম নিয়োগ করিয়া ৬০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। সুতরাং মূলধন ও শ্রমের যে কোন সমন্বয়ের সাহায্যে আমরা কতটা দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারি উৎপাদন অপেক্ষক তাহারই নির্দেশক।[১]

সারণিটির সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন ২ একক মূলধন এবং ৪ একক শ্রম ব্যবহার করা হয় তখন মোট উৎপন্ন হইল ৪০০। এখন মূলধনের পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করিলে মোট উৎপন্ন ৪৪৮ একক হইবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন হইল ( ৪৪৮—৪০০= ) ৪৮ একক। যদি শ্রমের পরিমাণ পুনরায় এক একক বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে মোট উৎপন্ন হইবে ৪৯০ একক। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপন্ন হইল ( ৪৯০—৪৪৮= ) ৪২ একক। অতএব, যে কোন একটি উপকরণের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্য একটি উপকরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিলে পরিবর্তনশীল উপকরণটির প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে পরিবর্তনশীল উপকরণের তুলনায় স্থির উপকরণের পরিমাণ হ্রাস পাইলে ক্রমহ্রাসমান ( প্রান্তিক ) উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা সুরু হয়।

এই ব্যাখ্যাটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে উভয় উপকরণকে সামনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হইলে বিধিটি কার্যকর হইবে না। আমাদের উদাহরণে যখন শ্রমের পরিমাণ ১ একক হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২ একক এবং মূলধনের পরিমাণ একই সংগে ১ একক হইতে ২ একক করা হয় তখন আমরা অবশ্যই সমপরিমাণ অতিরিক্ত দ্রব্য লাভ করিব যদি অবশ্য উভয় উপকরণের পরিমাণ একই সংগে ২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ হয়। উপরের সারণিটি হইতে এই তত্ত্বটির সত্যতা যাচাই করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপন্ন ১৪১ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৮২ হয়। ইহা পুনরায় ২৮২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪২৩ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই মোট উৎপাদন সমপরিমাণে ( অর্থাৎ ১৪১ একক করিয়া ) বৃদ্ধি পায়।

উপরের সারণিটি হইতে আমরা আর একটি বিষয় দেখিতে পাই। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়। এখানে যখন মূলধনের পরিমাণ মাত্র ২ একক তখন শ্রমের পঞ্চম এককটি ৪৮ একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩ হইলে, শ্রমের ঐ একই একক ৫৮ একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে।

## ১৪.২৭ উপকরণসমূহের ন্যূনতম ব্যয় সমন্বয় ( The least cost factor combination )

এ-পর্যন্ত আমরা উপকরণসমূহের নানাবিধ সমন্বয়ের মাধ্যমে কিভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহা লইয়া পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়াছি। এখন দেখা যাউক কিভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত করা উচিত। উপরের সারণিটিতে আমরা দেখিয়াছি যে শ্রম ও মূলধনের নানাবিধ সমন্বয়ের মাধ্যমে ৩৪৬ একক দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা বা ব্যয়কে ন্যূনতম করা। সুতরাং ইহার নিকট সেই সমন্বয়টি কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয় যেটি ইহার মোট ব্যয়কে ন্যূনতম করে। ইহা জানে যে উপরের চারিটি সমন্বয়ের

১. "Thus for any combination of two factors, the production function tells us how much product we shall have." A. K. Sen & S. Mukherjee : *Contemporary Economics* ( Central, 1966 )

মধ্যে মাত্র একটি সমন্বয়ই ন্যূনতম ব্যয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে। কোনটি 'কাম্য' বলিয়া গণ্য হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে উপকরণসমূহের বাজার-দামের উপর।

ধরা যাউক, শ্রমের দাম হইল একক প্রতি ২ টাকা এবং মূলধনের দাম হইল একক প্রতি ৩ টাকা। এক্ষেত্রে যদি উপরের সারণিটির *A* সমন্বয়টি বাছিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মোট ব্যয় হইবে [ ( ১×২ টাকা ) × ( ৬×৩ টাকা )= ] ২০ টাকা। অনুরূপভাবে, *B*, *C* এবং *D* এই তিনটি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় হইল যথাক্রমে ১৩ টাকা, ১২ টাকা এবং ১৫ টাকা। সুতরাং উপকরণসমূহের দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন *C* সমন্বয়টিই হইল নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপকরণ দুইটির সর্বোৎকৃষ্ট সমন্বয়।

যদি উপকরণ দুইটির যে কোন একটির দাম পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে উহাদের ভারসাম্য অনুপাতেরও ( equilibrium proportion ) পরিবর্তন ঘটিবে। এক্ষেত্রে যে উপকরণটির দাম তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায় সেটির ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। ইহা হইল ভোগ তত্ত্বের পরিবর্তন প্রভাবের ( the substitution effect ) মত। সুতরাং ভোক্তার আচরণের সহিত উৎপাদকের আচরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি শ্রমের বাজার-দাম, ( অর্থাৎ মজুরি ) অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু মূলধনের দাম হ্রাস পাইয়া একক প্রতি ১ টাকা হয়, তাহা হইলে *B* বিন্দুর নূতন উপকরণ সমন্বয়টি কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এক্ষেত্রে শ্রমের পরিবর্ত হিসাবে মূলধন ব্যবহৃত হইবে এবং মোট ব্যয় হইবে মাত্র ৭ টাকা।

## ১৪.২৮ সমোৎপন্ন রেখা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নীতি ( Isoquants and the principle of substitution in production )

ফার্মের দীর্ঘকালীন উপকরণ নিয়োগসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে বিশ্লেষণ করিবার একটি বিকল্প পদ্ধতি আছে। বস্তুত, ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষক ও দীর্ঘকালীন নির্বাচন সমস্যাগুলিকে সমোৎপাদন রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

### একটি সমোৎপাদন রেখা ( A single isoquant )

নিম্নের সারণিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে শ্রম ও মূলধনের যে বিভিন্ন কাল্পনিক সমন্বয়গুলি ব্যবহার করা যায় তাহাদের দেখান হইয়াছে। এখানে ধরা যাউক যে উৎপাদকের উদ্দেশ্য হইল ৬ একক দ্রব্য উৎপাদন করা। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার যে নানাবিধ পদ্ধতি আছে তাহা নিম্নের সারণিতে পেশ করা হইয়াছে।

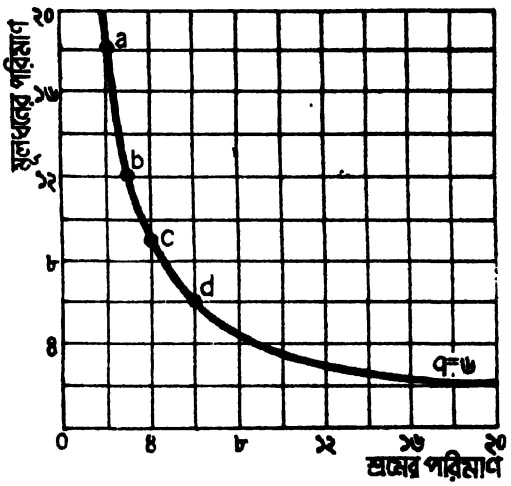
সারণি ১৪.৪ : ৬ একক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার বিকল্প পদ্ধতি

| | | | | পরিবর্তনের হার |
|---|---|---|---|---|
| K | L | ΔK | ΔL | ΔK / ΔL |
| ১৮ | ২ | | | |
| ১২ | ৩ | —৬ | ১ | —৬'০ |
| ৯ | ৪ | —৩ | ১ | —৩'০ |
| ৬ | ৬ | —৩ | ২ | —১'৫ |
| ৪ | ৯ | —২ | ৩ | —০'৬৭ |
| ৩ | ১২ | —১ | ৩ | —০'৩৩ |
| ২ | ১৮ | —১ | ৬ | —০'১৭ |

প্রথম সমন্বয়টি হইল একটি মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির উদাহরণ। অর্থাৎ এই সমন্বয়টিতে মূলধনের পরিমাণ অধিক এবং শ্রমের পরিমাণ স্বল্প। এই সারণিটি ধরিয়া নিম্নে গমন করিলে দেখা যায় যে উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া মূলধনের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে শ্রম ব্যবহার করা

হইতেছে। এই সারণিটির সর্বনিম্ন স্তরে দেখা যায় যে মূলধনের অধিকাংশ অংশেরই পরিবর্ত হিসাবে শ্রম ব্যবহার করা হইয়াছে। সারণিটি শেষ তিনটি স্তম্ভে উপকরণ দুইটির পরিবর্তনের হারের পরিমাপ করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে সারণিটি উপর হইতে নিচে গমন করিলে পরিবর্তনের অনাপেক্ষিক হারের মান ( the absolute value of the rate of substitution ) হ্রাস পায়।

উপরের সারণিটির তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নের রেখাচিত্রটি অংকন করা হইয়াছে। রেখাচিত্রটির *a* হইতে *d* বিন্দু উপরের সারণিটির প্রথম চারটি বিন্দুকেই উল্লেখ করে। কিন্তু রেখাচিত্রটির সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার অন্যান্য বহু পদ্ধতি আছে যেগুলিকে উপরের সারণিটিকে দেখান হয় নাই। রেখাচিত্রের $q=6$ এই মসৃণ রেখাটির সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার অসংখ্য বিকল্প পদ্ধতিকেই দেখান হইয়াছে। এই রেখাটিকে সমোৎপন্ন রেখা ( isoquant ) বা উৎপাদনের নিরপেক্ষতা রেখা বলা হয়। ইহার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট স্তরের দ্রব্য উৎপাদন করিবার কলাকৌশলের দিক হইতে দক্ষ সকল সম্ভাবনাগুলিকেই দেখান হয়।[১] ইহার সহিত ভোক্তার নিরপেক্ষ রেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। স্মরণ করা যাইতে পারে যে ভোক্তার নিরপেক্ষতা রেখার সাহায্যে দুইটি দ্রব্যের সেই সকল সমন্বয়গুলিকে দেখান হয় যেগুলির প্রত্যেকটি হইতে ভোক্তা সমপরিমাণ উপযোগ লাভ করেন।



রেখাচিত্র ১৪.১১ : ৬ একক উৎপন্নের জন্য একটি সমোৎপন্ন রেখা

এই প্রসংগে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে :

(১) যে রেখাচিত্রের সাহায্যে সমোৎপন্ন রেখাকে দেখান হয় তাহার দুই অক্ষে আমরা দুইটি সমন্বয়ের নিয়োগের পরিমাণ পরিমাপ করি।

(২) সমোৎপন্ন রেখা হইল এমন একটি রেখা যাহার সাহায্যে দুইটি উপকরণের কত প্রকার উপকরণের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাহা দেখান হয়।

(৩) উৎপন্নের প্রতিটি স্তরের জন্য পৃথক পৃথক সমোৎপন্ন রেখা অংকন করিতে হইবে।[২]

## সমোৎপন্ন রেখার বৈশিষ্ট্য ( Properties of isoquants )

সমোৎপন্ন রেখার দুইটি মূল বৈশিষ্ট্য আছে :

(১) প্রথমত একটি সমোৎপন্ন রেখা নিম্নগামী হয়। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া যে কোন একটি উপকরণের পরিমাণ হ্রাস করিলে অন্য একটি উপকরণের পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে। নতুবা মোট উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

---

১. "It shows the set of technologically efficient possibilities for producing a given level of output." R. G. Lipsey

২. "A production indifference curve ( sometimes called an *isoquant* ) is a curve in a graph showing quantities of inputs on its axes. Each indifference curve indicates all combinations of input quantities capable of producing a given quantity of output; thus, there must be a separate indifference curve for each quantity of output." Baumol & Blinder

(২) একটি সমোৎপন্ন রেখা উৎসের দিকে উত্তল ( convex to the origin ) হয়। ইহা হইল একটি উপকরণের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকরিতার প্রতিফলক।[১]

বস্তুত, সমোৎপন্ন রেখার আকৃতি দ্বারা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনের হারই প্রতিফলিত হয়।[১] *a*-বিন্দু হইতে সুরু করিয়া উৎপাদক *b*-বিন্দুতে গমন করিলে দেখা যায় যে তিনি ৬ একক মূলধনের পরিবর্তে ১ একক মূলধন ব্যবহার করিয়া একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছেন। কিন্তু *b*-বিন্দু হইতে *c*-বিন্দুতে গমনাগমনে দেখা যায় যে ১ একক মূলধন মাত্র ৩ একক শ্রমের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরবর্তী ৩ একক মূলধনকে সরাইতে হইলে ( অর্থাৎ *c*-বিন্দু হইতে *d* বিন্দুতে গমন করিতে হইলে ) ২ একক শ্রম ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ফলে মূলধন ক্রমাগত অপ্রচুর হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে *a*-বিন্দু হইতে *b*-বিন্দুতে, *b*-বিন্দু হইতে *c*-বিন্দুতে এবং *c*-বিন্দু হইতে *d*-বিন্দুতে গমন করিয়া উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিতে হইলে, মূলধনের পরিমাণ হ্রাসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে শ্রম ব্যবহার করিতে হইবে। এই কারণে বলা হয় যে যদি একটি সমোৎপন্ন রেখা ধরিয়া বাঁদিক হইতে ডান দিকে গমন করা হয় তাহা হইলে লক্ষ্য করা যাইবে যে ইহার প্রবণতা বা ঢাল ক্রমাগত চ্যাপটা ( flatter ) হইতেছে।

যখনই আমরা একটি সমোৎপন্ন রেখা ধরিয়া বাঁদিক হইতে ডান দিকে গমন করি তখন আমরা উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি উপকরণের পরিবর্তে অন্য একটি উপকরণ ব্যবহার করি।[২] কলাকৌশলগত দিক হইতে পরিবর্তনের প্রান্তিক হারের ( the marginal rate of technical substitution ) দ্বারা আমরা এই হারকে পরিমাপ করি। ইহার সাহায্যে উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকাকালীন যে হারে একটি উপকরণের পরিবর্তে অন্য একটি উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাহাকেই বুঝায়। সমোৎপন্ন রেখার একটি বিশেষ বিন্দুতে ইহার পরিমাপ করা যায়। এক সমোৎপন্ন রেখার কয়েকটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে এই হারের কয়েকটি পরিমাপ উপরের সারণিটিতে দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রান্তিক পরিবর্তনের হার উপকরণ দুইটির প্রান্তিক উৎপন্নের সহিত সম্পর্কিত। যখন আমরা একটি সমোৎপন্ন রেখার বাঁদিক হইতে ডানদিকে গমন করি তখন শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি এবং মূলধনের নিয়োগ হ্রাস পায়। কিন্তু মোট উৎপন্নের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটে না। শুধুমাত্র মোট ব্যয়কে হ্রাস করিবার জন্য আমরা অধিক কাম্য একটি উপকরণ সমন্বয় বাছিয়া লইবার প্রচেষ্টা করি। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি :

$$\Delta L.\,MP_L = -\Delta K.MP_K \qquad \cdots\cdots\cdots(১)$$

অথবা

$$\frac{\Delta L}{-\Delta K} = \frac{MP_K}{MP_L}$$

যেখানে $-\frac{\Delta K}{\Delta L}$ হইল প্রান্তিক পরিবর্তনের হার এবং $MP_L$ এবং $MP_K$ হইল শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ( marginal product )। মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করা হইলে মোট উৎপাদন কতটা হ্রাস পাইবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : মূলধন হ্রাসের পরিমাণ ( $-\Delta K$ ) এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ( $MP_K$ )। অনুরূপভাবে শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে মোট উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি ( $\Delta K$ ) এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন। যেহেতু একটি সমোৎপন্ন রেখার সকল বিন্দুই সমপরিমাণ উৎপন্নের নির্দেশক সেহেতু উপরের ( ১ ) সর্তটি সর্বদা পরিপূরিত হয়। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

---

১. "The convex shape of the isoquant reflects a diminishing marginal rate of substitution." R. G. Lipsey

২. "As we move from one point on an isoquant to another we are substituting one factor for another holding output constant." R. G. Lipsey

ধরা যাউক, উপকরণ দুইটির বর্তমান স্তরে এক একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন হইল ২ একক দ্রব্য এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন হইল ১ একক দ্রব্য। যদি কার্মটি মূলধনের ব্যবহার এইরূপভাবে হ্রাস করে এবং শ্রমের ব্যবহার এইরূপভাবে বৃদ্ধি করে যে মোট উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে ইহাকে এক একক মূলধনকে সরাইতে হইলে ½ একক অতিরিক্ত শ্রম ব্যবহার করিতে হইবে। যদি সমোৎপন্ন রেখার অন্য একটি বিন্দুতে ( যে বিন্দুতে অধিক শ্রম ও স্বল্প মূলধন ব্যবহার করা হয় ) মূলধন ও শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ২ একক এবং ১ একক হয়, তাহা হইলে কার্মটিকে মূলধনের ব্যবহার এক একক হ্রাস করিতে হইলে শ্রমের ব্যবহার প্রতিবার ২ একক করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই উদাহরণটির সাহায্যে যে সাধারণ নীতিটি ( proposition ) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাকে এইভাবে বিবৃতি করা যায় :

**দুইটি উপকরণের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হইল উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের অনুপাতের সমান।**[১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে সমোৎপাদন রেখাগুলি নিম্নগামী এবং উৎসের দিকে উত্তল হয়। এই দুইটি সর্তের অর্থনৈতিক তাৎপর্য লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

আমরা অনুমান করি যে প্রতিটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্ন হইল ধনাত্মক। যদি একটি উপকরণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং অপর একটি উপকরণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ অবশ্যই হ্রাস পাইবে। সুতরাং একটি উপকরণের পরিমাণ যদি হ্রাস করা হয় তাহা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিতে হইলে অন্য উপকরণটির নিয়োগ অবশ্যই বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই কারণে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ঋণাত্মক হয়। বস্তুত, উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিতে হইলে যখন একটি উপকরণের পরিমাণ হ্রাস করা হয় তখন দাঁড়িপাল্লার দুই দিক সমান রাখিবার জন্য অন্য একটি উপকরণের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এখন দেখা যাইতে পারে একটি ফার্মের উপরের সমোৎপন্ন রেখা ধরিয়া আমরা যদি নিচে ও ডান দিকে গমন করি তাহা হইলে কি হয়। ইহার অর্থ হইল উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া আমরা শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছি এবং মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করিতেছি। যদি প্রতি ধাপে আমরা শ্রমের পরিমাণ এক একক করিয়া বৃদ্ধি করি তাহা হইলে প্রতিবার মূলধনের ব্যবহার কত পরিমাণ হ্রাস করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরের চাবিকাঠি হইল এই মূল অনুমানটি যে উভয় উপকরণের ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকরী হয়। অতএব, প্রতি এক একক অতিরিক্ত শ্রম ব্যবহার করিলে যে অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহার ক্রমাগত হ্রাস পায়। অপরদিকে প্রতি একক মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে সরাইলে উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পায়। সুতরাং এক্ষেত্রে মোট উৎপন্নকে স্থির রাখিয়া মূলধনের ব্যবহার সমপরিমাণে হ্রাস করা হইলে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে শ্রম ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য হইল যে একটি সমোৎপন্ন রেখা উৎসের দিকে উত্তল হয়।[২]

### একটি বিপরীত উদাহরণ ( A counter example )

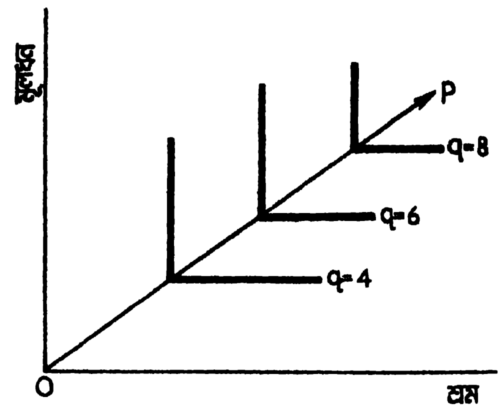
সমোৎপন্ন রেখার সাহায্যে আমরা এমন একটি অবস্থার ব্যাখ্যা করিতে পারি যেখানে উপকরণ দুইটিকে স্থির অনুপাতে ( fixed proportions ) ব্যবহার করিতে হইবে। পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে এই

---

১. "The marginal rate of substitution between the factors of production is equal to the ratios of their marginal products." R. G. Lipsey

২. লিপসের ভাষায়, "The gain of output associated with each additional unit of labour added is *diminishing,* while the loss of output associated with each additional unit of capital forgone is *increasing.* It therefore takes ever-larger increases in labour to offset equal reductions incapital to hold production constant. This implies that the isoquant is convex viewed from the origin."

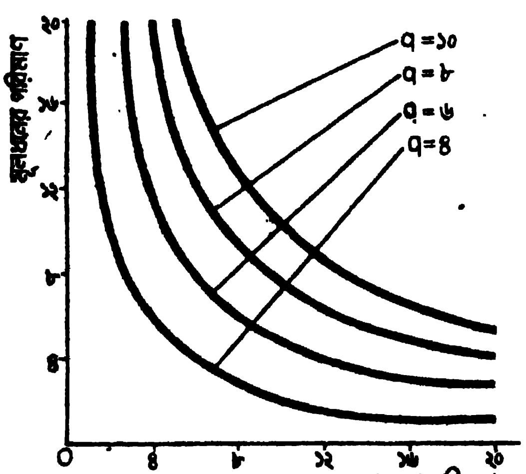
ধরনের একটি অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। *OP* রেখার ঢাল হইল মূলধন ও শ্রমের অনুপাত মাত্র। এক্ষেত্রে প্রতিটি সমোৎপন্ন রেখা হইল একটি সমকোণ ( right angle )। ইহার অর্থ হইল এই যে যদি একটি উপকরণের নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয় ও অন্য উপকরণটির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে মোট উৎপন্নের কোনই পরিবর্তন ঘটে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে একটি উপকরণ স্থির রাখিয়া অন্য যে-কোন উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে ইহার প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হয়। বাস্তব জগতে আমরা বহুসংখ্যক উৎপাদন পদ্ধতি দেখিতে পাই যেগুলির প্রতিটি উপকরণ দুইটিকে সমানুপাতিক হারে ব্যবহার করে।[১]




রেখাচিত্র ১৪.১২ : উপকরণ দুইটির স্থির অনুপাতের ক্ষেত্রে সমোৎপন্ন রেখাসমূহ

### একটি সমোৎপন্ন মানচিত্র ( An isoquant map )

পূর্ববর্তী রেখাচিত্রে যে সমোৎপন্ন রেখাটি অংকন করা হইয়াছে তাহা দ্বারা ৬ একক উৎপন্ন দেখান হইয়াছে। নিম্নের রেখাচিত্রে আমরা চারটি সমোৎপন্ন রেখা অংকন করিয়াছি। দ্বিতীয় রেখাটির সাহায্যে ৭ একক উৎপন্ন দেখান হইয়াছে, তৃতীয় রেখাটির সাহায্যে ৮ একক, ইত্যাদি। প্রতিটি সমোৎপন্ন রেখার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন এবং উপকরণটির নানাবিধ সমন্বয়ের মাধ্যমে কিভাবে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহা দেখান হইয়াছে। একটি রেখাচিত্রে যদি আমরা বহুসংখ্যক সমোৎপন্ন রেখা অংকন করি তাহা হইলে আমরা সমোৎপন্ন মানচিত্র পাই। সুতরাং একটি সমোৎপন্ন মানচিত্র হইল সমোৎপন্ন রেখাগুলির গুচ্ছ (set) মাত্র। এই প্রসংগে সমোৎপন্ন রেখাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে :




রেখাচিত্র ১৪.১৩ : একটি সমোৎপন্ন মানচিত্র

যে সমোৎপন্ন রেখাটি অন্য একটি রেখার ডানদিকে ও উপরে অবস্থান করে তাহা হইল অধিক উৎপন্নের স্তরের নির্দেশক। ইহার কারণ একটি উচ্চ সমোৎপন্ন রেখার সকল বিন্দুতেই দুইটি উপকরণের পরিমাণ ইহার নিম্নে অবস্থিত সমোৎপন্ন রেখা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং রেখাটি যতই উচ্চে অবস্থান করে, ইহা ততই অধিক পরিমাণ উৎপন্ন দেখায়।[২]

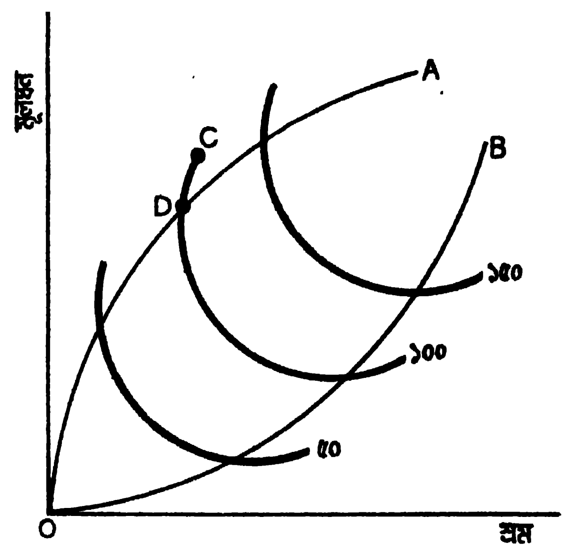
---

১. "Sometimes there are a number of processes that can be used to produce a given commodity each utilizing the inputs in fixed proportions." Edwin Mansfield : *Micro-Economics* (2nd edn. )

২. "Higher curves correspond to larger outputs. Points on a higher indifference curve represent larger quantities of both inputs than the corresponding points on a lower curve. Thus the higher the curve, the larger the output it represents." W. J. Baumol and A. S. Blinder

### ১৪.২৯ ব্যয়সংক্ষেপকারী উৎপাদনের ক্ষেত্র ( Economic region of production )

কতকগুলি অবস্থায় সমোৎপন্ন রেখাগুলির ঊর্ধ্বমুখী অংশ ( segments ) থাকিতে পারে। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহাদের পশ্চাৎগামী অংশও থাকিতে পারে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। *OA* রেখার নিম্নে এবং *OB* রেখার ঊর্ধ্বে, সমোৎপন্ন রেখাগুলির ঢাল ধনাত্মক। ইহার অর্থ হইল এই যে মূলধন ও শ্রম উভয়ের পরিমাণই একযোগে বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের একটি নির্দিষ্ট হার বজায় রাখা সম্ভব হইবে। এইরূপ অবস্থায় যে কোন একটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্নকে অবশ্যই ঋণাত্মক হইতে হইবে। *OA* রেখার উপরে অবস্থিত যে কোন অংশে মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন হইল ঋণাত্মক। এক্ষেত্রে শ্রমের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া কেবল মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করিলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে *OB* রেখার নিম্নে অবস্থিত যে কোন অংশে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন হইল ঋণাত্মক। সুতরাং এক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি শ্রমের পরিমাণ হ্রাস করা যায় তাহা হইলেই একমাত্র উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। *OA* এবং *OB* এই দুইটি রেখাকে রিজ রেখা ( ridge lines ) বলা হয়।



রেখাচিত্র ১৪.১৪ : ব্যয় সংক্ষেপিত উৎপাদনের ক্ষেত্র

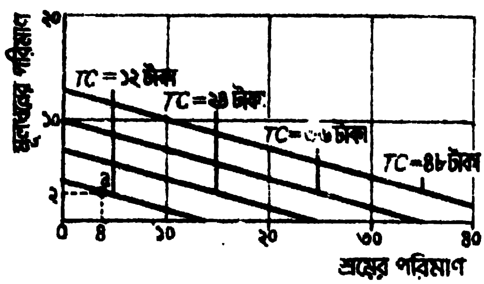
উপরের আলোচনা হইতে ইহা সহজেই পরিস্ফুট হয় যে মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে কোন ফার্মেরই ক্ষেত্রে এই রেখা দুইটির বাহিরে কোন বিন্দুতে চলাফেরা করা চলিবে না, কারণ স্বল্প ব্যয়ে স্বল্প পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করিয়া সম-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, উপরের রেখাচিত্রের *C* বিন্দুকে বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই বিন্দুটি হইল সমোৎপন্ন রেখার এমন একটি বিন্দু যে বিন্দুতে সমোৎপন্ন রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে। যেহেতু ইহা রিজ রেখাদ্বয়ের বাহিরে অবস্থিত সেহেতু একই সমোৎপন্ন রেখার *D* বিন্দুর তুলনায় এই বিন্দুতে একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন উভয় উপকরণকেই নিয়োগ করিতে হয়। যেহেতু মূলধন ও শ্রম উভয়েরই বাজার-দাম ধনাত্মক সেহেতু *C* বিন্দু অপেক্ষা *D* বিন্দুতে দ্রব্যটি স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, রিজ রেখাদ্বয়ের বাহিরে অবস্থান করা অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সর্বদাই সম্ভব ও লাভজনক। এই কারণে রীজ রেখাদ্বয়ের অন্তর্বর্তী অংশটিকে ব্যয়সংক্ষেপকারী উৎপাদনের ক্ষেত্র ( the economic region of production ) ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, উপরের রেখাচিত্রে *OA* এবং *OB* রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশটি ( zone ) হইল উৎপাদনের এইরূপ একটি ক্ষেত্র। কোন বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন কার্মই এই ক্ষেত্রের বাহিরে অবস্থান করিয়া উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাইবে না।[১]

### ১৪.৩০ সমব্যয় রেখা ( Iso-cost curve )

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা দক্ষ পদ্ধতিটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে উপকরণসমূহের ন্যূনতম ব্যয়

১. "In general, it is always possible to find a cheaper way to produce a given quantity of output than to operate at a point outside the ridge lines. Thus, the zone between the ridge lines is often called the *economic region of production.*" E. Mansfield

সমন্বয়টিকে (the least-cost factor combination) সনাক্ত করিতে হইবে। যখন উভয় উপকরণই পরিবর্তনশীল তখন এই সমন্বয়টি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে উপকরণসমূহের বাজার-দাম সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। ধরা যাউক, মূলধনের দাম হইল একক প্রতি ৪ টাকা এবং শ্রমের দাম হইল একক প্রতি ১ টাকা। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বাজেট রেখার সাহায্যে একটি পরিবার দুইটি দ্রব্যের যে বিকল্প সমন্বয়গুলি ক্রয় করিতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে। এখানে একটি সমব্যয় রেখার সাহায্যে একটি ফার্ম উপকরণ দুইটির যে বিকল্প সমন্বয়গুলি ক্রয় করিতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে চারিটি সমব্যয় রেখা দেখান হইয়াছে। এখানে ফার্মের মোট ব্যয় যথাক্রমে ১২ টাকা, ২৪ টাকা, ৩৬ টাকা এবং ৪৮ টাকা হইলে এবং উপকরণ দুইটির দাম যথাক্রমে ১ টাকা ও ৪ টাকা হইলে ফার্মটি দুইটি উপকরণের যে বিকল্প সমন্বয়গুলি ক্রয় করিতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে। প্রথম রেখাটির সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে ফার্মের মোট ব্যয় (*TC*) ১২ টাকা হইলে ফার্ম শ্রম ও মূলধনের কোন কোন সমন্বয়গুলি ক্রয় করিতে পারে। এই রেখার *a* বিন্দুতে আমরা দেখি যে ফার্মটি ২ একক মূলধন এবং ৪ একক শ্রম ক্রয় করিতে পারে (২×৪+১×৪=১২)। এখন প্রশ্ন হইল: এই সমব্যয় রেখার ঢালের অর্থনৈতিক তাৎপর্য কি? অর্থাৎ উহার সাহায্যে কি দেখান হয়? ইহার উত্তরে বলা যায় যে সমব্যয় রেখার ঢালের সাহায্যে দুইটি উপকরণের আপেক্ষিক দাম (relative price) দেখান হয়। বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সমব্যয় রেখার সমীকরণটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:



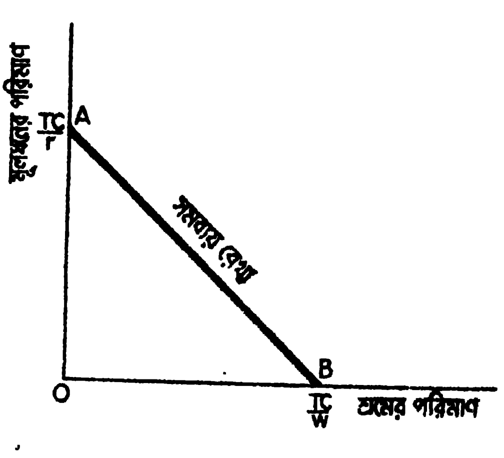

রেখাচিত্র ১৪.১৫ : সমব্যয় রেখা

$$TC = rK + wL$$

যেখানে *TC* হইল উপকরণ দুইটির উপর ফার্মের মোট ব্যয়,[১] *r* হইল মূলধনের দাম (অর্থাৎ সুদের হার), *K* হইল মূলধন নিয়োগের পরিমাণ, *w* হইল শ্রমের দাম (অর্থাৎ মজুরি) এবং *L* হইল শ্রম নিয়োগের পরিমাণ। এখন শুধুমাত্র মূলধন নিয়োগ করা হইলে ফার্মটি সর্বাধিক যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিতে পারে তাহা হইল:

$$TC = rK + O$$
$$= r\frac{TC}{r}$$

যাহাকে পূর্ববর্তী রেখাচিত্রে *A* বিন্দু দ্বারা দেখান হইয়াছে। অপরদিকে ফার্মের সমস্ত অর্থ যদি শ্রমের উপর ব্যয় করা হয় তাহা হইলে ফার্মটি সর্বাধিক যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিতে পারে তাহা হইল:




রেখাচিত্র ১৪.১৬ : সমব্যয় রেখার ঢাল

১. এই মোট ব্যয়কে মূলধনের উপর ব্যয় ও শ্রমের উপর ব্যয় এই দুই উপাদানে ভাগ করা হইয়াছে।

$$TC = O + w.L$$
$$= w.\frac{TC}{w}$$

যাহাকে উপরের রেখাচিত্রে *B* বিন্দু দ্বারা দেখান হইয়াছে। অতএব, উপরের *AB* সমব্যয় রেখাটির ঢাল হইল :

$$OB \div OA$$

অর্থাৎ $\frac{TC}{w} \div \frac{TC}{r}$

অথবা, $\frac{TC}{w} \times \frac{r}{TC} = \frac{r}{w} = \frac{\text{সুদের হার}}{\text{মজুরির হার}}$ ।

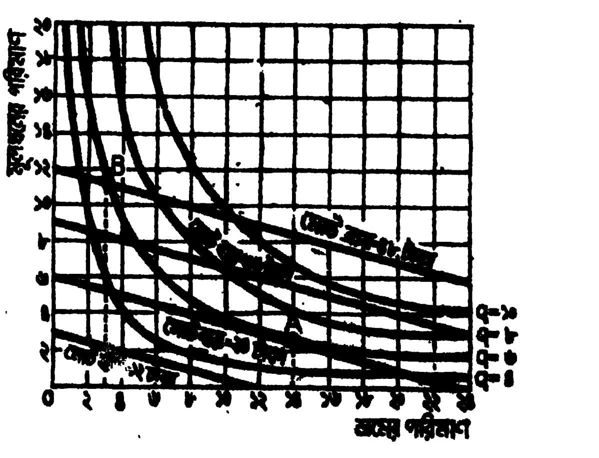
আমাদের উদাহরণে $TC$=১২ টাকা, $w$=১ টাকা এবং $r$=৪ টাকা। সুতরাং :

$\frac{r}{w} = \frac{৪}{১}$ যাহা হইল পূর্ববর্তী রেখাচিত্রের সমব্যয় রেখাটির ঢাল।

উপকরণসমূহের দাম পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকিলে, আমরা একগুচ্ছ সমান্তরাল সমব্যয় রেখার সাহায্যে উপকরণসমূহের উপর অর্থ-ব্যয়ের বিকল্প স্তরগুলির পরিমাপ করি। একটি সমব্যয় রেখা উৎস হইতে যত দূরে অবস্থান করে উহার দ্বারা তত অধিক ব্যয় দেখান হয়।

**১৪.৩১ ব্যয় ন্যূনতমকরণের সূত্রাবলী ( The conditions for cost minimisation )**

যেরূপ ভোক্তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইল একটি নির্দিষ্ট বাজেট রেখার উপর ভিত্তি করিয়া সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা রেখায় অবস্থান ও উপযোগ সর্বাধিক করা সেরূপ একজন উৎপাদকের উদ্দেশ্য হইল একটি নির্দিষ্ট সমোৎপাদন রেখার উপর ভিত্তি করিয়া সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সমব্যয় রেখার উপর অবস্থান ও ন্যূনতম ব্যয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত এবং মুনাফা সর্বাধিক করা। এই প্রসংগে স্মরণ করা যাইতে পারে যে একটি সমোৎপন্ন রেখা উৎপাদকের উৎপাদনের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে এবং সমব্যয় রেখা উৎপাদকের উৎপাদনের ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। সুতরাং একজন উৎপাদক তখনই ভারসাম্যে উপনীত হইবেন যখন তাঁহার উৎপাদনের ইচ্ছার সহিত উৎপাদন ক্ষমতার সমন্বয় ঘটে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এই রেখাচিত্রে সমোৎপাদন রেখা ও সমব্যয় রেখা উভয়কে একই সংগে পেশ করা হইয়াছে। এখন এই রেখাচিত্রের *A* বিন্দুকে বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহা প্রথম সমব্যয় রেখার উপর অবস্থিত একটি বিন্দু। ইহার সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে ৬ একক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ২৪ টাকা ব্যয় করিতে হয়। বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও উৎপন্নের এই স্তরে উপনীত হওয়া যায়। যেমন *B*-বিন্দুর সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে ৪৮ টাকা ব্যয় করিয়াও এই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। প্রথম সমোৎপন্ন রেখাটির *A*-বিন্দুটির ডান-




রেখাচিত্র ১৪.১৭ : ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন করিবার পদ্ধতি নির্ধারণ

দিকে অথবা বাঁদিকে গমন করিলে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে যে সমব্যয় রেখাটিকে $TC$=২৪ দ্বারা দেখান হইয়াছে উহার উপর অবস্থিত *A* বিন্দুর বাঁদিকে বা ডানদিকে গমন করিলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পায়। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

উপরের আলোচনা হইতে এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন পদ্ধতি বলিতে আমরা সেই বিন্দুকেই বুঝি যে বিন্দুতে একটি সমোৎপাদন রেখা একটি সমব্যয় রেখাকে স্পর্শ করে।[১]

যদি একটি সমোৎপাদন রেখা একটি সমব্যয় রেখাকে ছেদ করে তাহা হইলে সমোৎপাদন রেখা ধরিয়া উর্ধ্বে বা নিম্নে গমন করা এবং স্বল্প ব্যয়ে সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। কেবলমাত্র স্পর্শক বিন্দুতে সমোৎপন্ন রেখা ধরিয়া উর্ধ্বে বা নিম্নে গমন করা হইলে মোটব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে ৬ একক দ্রব্য উৎপাদন করিবার মূলধন ব্যয় হইল ২৪ টাকা এবং এই ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে হইলে উৎপাদনকে এমন একটি বিন্দুতে উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হইবে যে বিন্দুতে প্রথম সমব্যয় রেখাটি প্রথম সমোৎপন্ন রেখাকে স্পর্শ করে। এখানে ৬ একক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ন্যূনতম গড় ব্যয় হইল ২৪ টাকা÷৬=৪ টাকা।

যে বিন্দুতে সমোৎপন্ন রেখা সমব্যয় রেখাকে স্পর্শ করে সেই বিন্দুতে গড়ব্যয় ন্যূনতম হয়।

দেখা যাইতেছে যে উপরের রেখাচিত্রের *A* বিন্দুটি শুধু ৬ একক দ্রব্য উৎপাদন করিবার ন্যূনতম ব্যয়েরই নির্দেশক নয়, ২৪ টাকা ব্যয় করিয়া উৎপন্নের স্তরকে কিভাবে সর্বাধিক করা যায় তাহারও নির্দেশক।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সমব্যয় রেখার ঢালের সাহায্যে উপকরণ দুইটির আপেক্ষিক দামকে বুঝান হয়। অন্যদিকে আবার সমোৎপাদন রেখার ঢালের সাহায্যে উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের অনুপাতকে বুঝান হয়। যখন একটি ফার্ম ভারসাম্য (অর্থাৎ ন্যূনতম ব্যয়ের স্তরে) উপনীত হয় তখন ইহা উপকরণ দুইটির বাজার-দামের অনুপাতের সহিত উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের অনুপাতের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করিয়াছে বলা যায়। সুতরাং একটি ফার্মের উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারসাম্যের সর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে :

$$\frac{MP_K}{MP_L} = \frac{r}{w}$$

ইহার হইল ২৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সমীকরণটিরই অপর একটি রূপ :

$$\frac{MP_K}{MP_L} = \frac{P_K}{P_L}$$

এখানে কেবল $P_K$ পরিবর্তে $r$ এবং $P_L$-এর পরিবর্তে $w$ প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে।

### ১৪.৩২ উৎপাদন সম্প্রসারণ ফল ও উপকরণ-পরিবর্তন ফল ( Output Expansion Effect and Input Substitution Effect )

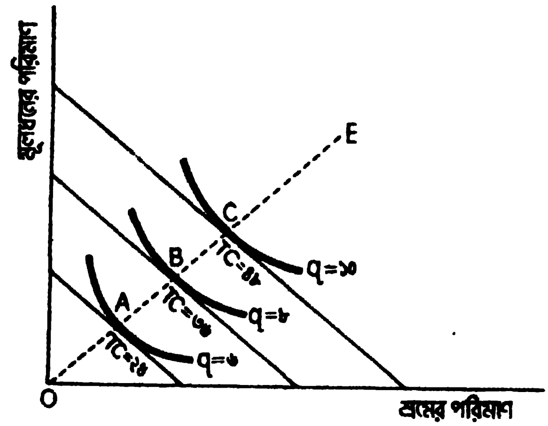
ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণের সময় আমরা আয়-প্রভাব এবং পরিবর্তন-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছি। উৎপাদকের আচরণ বিশ্লেষণের সময়ও আমরা অনুরূপ দুইটি প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য দেখাইব। প্রভাব দুইটিকে অধ্যাপক মিলটন ফ্রিডম্যান উৎপাদন-সম্প্রসারণ প্রভাব ও উপকরণ-পরিবর্তন প্রভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২] যেরূপ ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পাইলে তাঁহার বাজেট রেখাটি সমান্তরালভাবে ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে সেইরূপ একটি ফার্মের উপকরণসমূহের উপর মোট অর্থব্যয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও ইহার সমব্যয় রেখাটি ডানদিকে সমান্তরালভাবে স্থান পরিবর্তন করে। ফলে ইহার পক্ষে নিম্ন স্তরের একটি সমোৎপাদন রেখা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চস্তরের একটি সমোৎপাদন রেখায় গমন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, ইহা অধিক পরিমাণে উভয় উপকরণ ক্রয় করিয়া অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে পারে। পর-পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে ফার্মের তিনটি

---

১. "The economically most efficient method of production must be a point on an isoquant that just touches ( i.e, is tangent to ) an isoquant." Lipsey

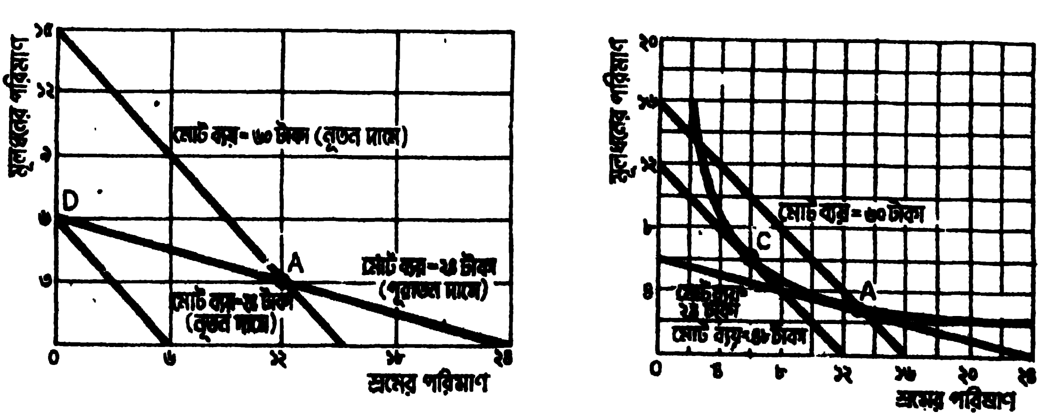
২. Milton Friedman : *Price Theory* : A Provisional Text ( 2nd edn. )

সম্ভাব্য ভারসাম্য বিন্দু হইল যথাক্রমে ( *A*, *B* এবং *C* )। এইরূপ সকল সম্ভাব্য বিন্দু দ্বারা সৃষ্ট *OE* সঞ্চারপথকে ফার্মের সম্প্রসারণের পথ ( expansion path ) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহার সহিত ভোক্তার আয়-ভোগ রেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সঞ্চার-পথের তাৎপর্য হইল এই যে ইহা হইতে ফার্মের দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা উদ্ভূত হয়। এ-সম্পর্কে এই অধ্যায়ের শেষাংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।



রেখাচিত্র ১৪.১৮ : ফার্মের সম্প্রসারণের পথ

এখন পরিবর্তন প্রভাব লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কলাকৌশল অপরিবর্তিত থাকাকালীন—অর্থাৎ ফার্মে সমোৎপন্ন মানচিত্রটি স্থির থাকাকালীন[১]—যে কোন একটি উপকরণের দাম পরিবর্তিত হইল। ধরা যাউক মূলধনের দাম একক প্রতি ৪ টাকায় অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু শ্রমের দাম একক প্রতি ১ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ টাকা হয়। সুরুতে ৬ একক দ্রব্য উৎপাদন করিবার সময় উপকরণসমূহের কাম্য সমন্বয় ছিল ১২ একক শ্রম ও ৩ একক মূলধন। এক্ষেত্রে মোট ব্যয় হইত ২৪ টাকা। এখন এই একই পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে ৬০ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতার নির্দেশক নয়। নিম্নের রেখাচিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।



(ক) (খ)

রেখাচিত্র ১৪.১৯ : পরিবর্তন প্রভাব

১. উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কলাকৌশলের পরিবর্তনের ফলে প্রতিটি সমোৎপন্ন-রেখা উৎসের দিকে ধাবিত হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে সমপরিমাণ দ্রব্য স্বল্প ব্যয়ে—অর্থাৎ উভয় উপকরণেরও নিয়োগ হ্রাস করিয়াও—উৎপাদন করা যায়। বস্তুত, কলাকৌশলের উন্নতির ফলে উপকরণসমূহের দক্ষতা বা উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উৎপন্নের উপর উপকরণসমূহের ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি ও কলাকৌশলগত উন্নতির একই ফল প্রদর্শন করে। এই প্রসংগে এই পুস্তকের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার আলোচনার কথা স্মরণ করা যাইতে পারে।

শ্রমের দাম বৃদ্ধি পাইলে সমব্যয় রেখাটি ভিতরের দিকে সরিয়া আসে এবং ইহার ফলে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, ইহার ফলে সমব্যয় রেখার ঢালের এবং ফলে ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন-পদ্ধতিকে পরিবর্তন ঘটে। (খ) রেখাচিত্রে সর্বাধিক খাড়া (steepest) সমব্যয় রেখাটি এখন $A$-বিন্দুর পরিবর্তে $C$-বিন্দুতে সমোৎপন্ন রেখাকে স্পর্শ করে। $C$-বিন্দুতে উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ নাই। তবে উপকরণ দুইটির নিয়োগের পরিবর্তন ঘটাইয়া এই ব্যয় কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব। এখন উৎপাদন ব্যবস্থার দক্ষতা বজায় রাখিতে হইলে ব্যয়বহুল উপকরণের (শ্রমের) পরিবর্তে সুলভ উপকরণ (মূলধন) নিয়োগ করাই কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইহাকে পরিবর্তনের নীতি (the principle of substitution) বলা হয়। ইহার সহিত ভোক্তার আচরণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নীতিটিকে এইভাবে বিবৃত করা যায়:

**যে কোন দুইটি উপকরণের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন ঘটিলে ব্যয়বহুল উপকরণটিকে আংশিকভাবে উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া ইহার পরিবর্তে অধিক পরিমাণে আপেক্ষিকভাবে সুলভ উপকরণটি (অর্থাৎ, যাহার বাজার-দাম বৃদ্ধি পায় নাই) ব্যবহার করা হইবে।**[1]

অবশ্য কেবলমাত্র শ্রমের পরিবর্তে মূলধন নিয়োগ করিয়াই এই ব্যয়বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব নয়। ১৪.১১ (ক) রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে—দেখান হইয়াছে যে ২৪ টাকা ব্যয় করিয়া কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহা উপকরণসমূহের বাজার-দামের উপর নির্ভর করে। যখন কার্মটি ২৪ টাকা ব্যয় করে তখন ইহার দুইটি সমব্যয় রেখার সম্মুখীন হয়। যখন শ্রমের দাম বৃদ্ধি হয় না তখন ইহা চ্যাপটা হয় এবং যখন শ্রমের দাম অধিক হয় তখন ইহা খাড়া হয়। এখানে নূতন সমব্যয় রেখাটি সর্বস্তরেই পুরাতন রেখার অভ্যন্তরে অবস্থান করে। যে স্তরে কোন শ্রমই নিয়োগ করা হয় না অর্থাৎ $D$-বিন্দুতে দুইটি সমব্যয় রেখা মিলিত হয়। সুতরাং সমব্যয় রেখাকে অবশ্যই নিম্নস্তরের সমোৎপন্ন রেখাকে স্পর্শ করিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকাকালীন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি। কিন্তু উপকরণসমূহের মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকিলে ব্যয়বৃদ্ধি কিছুটা রোধ করা সম্ভব হইবে। আমাদের উদাহরণে উপকরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে মোট ব্যয় ৬০ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৩৮ টাকা করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ (অর্থাৎ ৬ একক) দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। ইহার জন্য উপকরণ দুইটিকে $C$-বিন্দুতে পরিবর্তিত না হইয়া $A$-বিন্দুতে অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে।

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি করিতে পারি:

সকল উপকরণের দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি শুধুমাত্র একটি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দুইটি ফল পরিলক্ষিত হইবে: (১) যে দ্রব্যের উৎপাদনে এই ব্যয়বহুল উপকরণটি ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করিবে এবং (২) ব্যয়বহুল উপকরণটির (অর্থাৎ, যাহার বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে) পরিবর্তে অধিক পরিমাণে সুলভ উপকরণটি (যাহার দামে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই) নিয়োগ করা হইবে।

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হইয়াছে। এখানে সমোৎপন্ন রেখা পদ্ধতি দ্বারা এই দুইটি ফলকে ব্যাখ্যা করা হইল।

## ১৪.৩৩ সম্প্রসারণের পথ ও দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (The Expansion Path and Long-Run Total Cost)

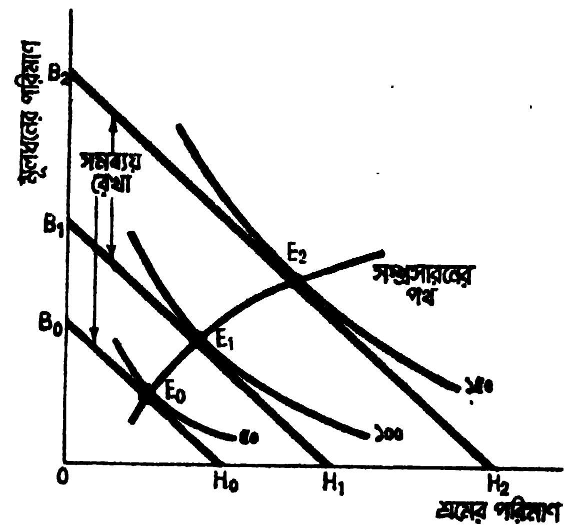
অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখাইতে পারি কিভাবে কার্মের সমোৎপন্ন রেখাগুলি হইতে আমরা ইহার মোট ব্যয় রেখা অংকন করিতে পারি। নিচের রেখাচিত্রে তিনটি সমোৎপন্ন রেখা পেশ করা হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটি দ্বারা ৫০, দ্বিতীয়টি দ্বারা ১০০ এবং তৃতীয়টি দ্বারা ১৫০ একক উৎপন্ন দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে উপকরণসমূহের ন্যূনতম ব্যয় সমন্বয়গুলি যথাক্রমে $E_0$, $E_1$ এবং $E_2$ বিন্দুগুলি দ্বারা দেখান হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই তিনটি বিন্দু হইতে যে সম্প্রসারণপথটি

---

১. "Changes in relative factor prices will cause a partial adjustment of factors that have become relatively more expensive by factors that have become relatively cheaper." R. G. Lipsey

সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে সম্প্রসারণ পথ বলা হয়। উপকরণসমূহের দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন উৎপন্নের পরিবর্তন ঘটিলে প্রতিটি উপকরণের নিয়োগের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটে এই সম্প্রসারপথের সাহায্যে তাহাই দেখান হয়।

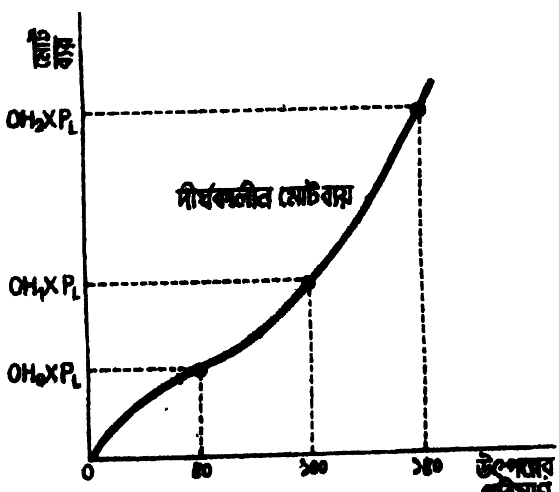
যদি মূলধন ও শ্রম মাত্র এই দুইটি উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে সম্প্রসারণের পথ হইতে অতি সহজেই দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা অংকন করা যায়। এই সম্প্রসারণ পথের প্রতিটি বিন্দুর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপকরণসমূহের ন্যূনতম ব্যয়সমন্বয়কে দেখান হয়। উদাহরণস্বরূপ, $E_0$ বিন্দুর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে




রেখাচিত্র ১৪.২০ : সমোৎপন্নের রেখা ও সম্প্রসারণের পথ

উৎপন্নের পরিমাণ হইল ৫০ একক। এক্ষেত্রে মোট ব্যয় হইল শ্রমের পরিমাণ ($OH_0$) এবং শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরির ($P_L$) গুণফল মাত্র। ইহার কারণ $E_0$ হইল $B_0$ $H_0$ সমব্যয় রেখার উপর অবস্থিত একটি বিন্দু। ইহার অর্থ হইল $E_0$ ও $H_0$ উভয় বিন্দুতে কার্মের মোট ব্যয়ের পরিমাণ সমান। অর্থাৎ $H_0$ বিন্দুতে মোট ব্যয় হইল $O\,H_0$ এবং $P_L$-এর গুণফল মাত্র।

সুতরাং দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখার উপর একটি বিন্দু নির্ধারণ করিবার জন্য $O\,H_0$ এবং $P_L$-এর গুণফলকে পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে দেখান হইল। অনুভূমিক অক্ষে উৎপন্নের পরিমাণ দেখান হইল। সম্প্রসারপথ ধরিয়া ক্রমাগত এইভাবে অগ্রসর হইলে অনুরূপ আর একটি বিন্দু (যেমন $E_1$) খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। এক্ষেত্রে উৎপন্নের পরিমাণ হইল ১০০ একক এবং মোট ব্যয় হইল $OH_1$ এবং $P$-এর গুণফল। সুতরাং দীর্ঘকালে ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিবার ন্যূনতম মোট ব্যয় হইল $OH_1$ এবং $P_L$-এর গুণফল। পূর্ববর্তী রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে আমরা এই মোট ব্যয়কেই প্লট করি। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আমরা দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা অংকন করিতে পারি।




রেখাচিত্র ১৪.২১ : সম্প্রসারণপথ ও দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা

## সংক্ষিপ্তসার

১. উৎপাদনব্যয়কে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায় : মোট ব্যয়, গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়।

২. স্বল্পকালে আমরা স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করি। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় বলিয়া কিছু নাই, কারণ সকল উপকরণই হইল পরিবর্তনশীল।

৩. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হইল সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা।

৪. প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত গড় ব্যয়ের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়াই ব্যয় স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

৫. প্রান্তিক ব্যয় রেখা হইতেই একটি কার্মের যোগান রেখা অংকন করা হয়।

৬. উৎপন্নের সহিত উপকরণসমূহের কলাকৌশলগত সম্পর্ক দেখান হয় উৎপাদন অপেক্ষকের মাধ্যমে।

৭. দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখার আকৃতি মূলত নির্ভর করে আয়তনজনিত বিধির উপর।

৮. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষককে সমোৎপন্ন রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এই রেখার মূল বক্তব্য হইল এই যে উপকরণসমূহের নানাবিধ সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়।

৯. ভোক্তার মত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও একটি বাজেট রেখা আছে। ইহাকে সমব্যয় রেখা বলা হয়। যেহেতু সমব্যয় রেখার ঢাল হইল দুইটি উপকরণের আপেক্ষিক দামের নির্দেশক সেহেতু ইহাকে মূল্য রেখাও বলা হয়।

১০. যখন একটি কার্মের সমব্যয় রেখা একটি সমোৎপন্ন রেখাকে স্পর্শ করে তখনই কার্মটি ভারসাম্যে উপনীত হয়। এই স্তরে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয়। সুতরাং মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে হইলে একটি কার্ম উপকরণসমূহের ন্যূনতম ব্যয় সমন্বয়কে নির্বাচন ও ব্যবহার করিতে হইবে।

## অনুশীলনী

১. উৎপাদন তত্ত্ব বলিতে কি বুঝায়? রেখাচিত্রের সাহায্যে উহা ব্যাখ্যা কর।

২. নিম্নলিখিতগুলি দ্বারা কি বুঝ ব্যাখ্যা কর: (ক) সমোৎপন্ন রেখা, (খ) সমব্যয়-রেখা, (গ) উৎপন্নের স্থিতিস্থাপকতা, (ঘ) ন্যূনতম ব্যয়সহ সমন্বয়, (ঙ) সমহারে প্রতিদান এবং (চ) আয়তনের প্রতিদান?

৩. উৎপাদন অপেক্ষক বলিতে কি বুঝায়? একটি সমোৎপন্ন রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

৪. উৎপাদন অপেক্ষক বলিতে কি বুঝায়? সমোৎপন্ন রেখাচিত্রে উৎপাদন অপেক্ষক কিরূপে সন্নিবেশিত করিবে তাহা দেখাও। সমোৎপন্ন রেখার বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

৫. একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদানের বিকল্প ব্যবহার কৃতকৌশলগতভাবে সম্ভব ধরিয়া লইয়া দেখাও কিভাবে একটি কার্ম নির্দিষ্ট উৎপাদন স্তরে উপনীত হইতে 'উপকরণ' সংযুক্তি স্থির করিবে।

৬. গড় ব্যয় বলিতে কি বুঝ? স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার সম্পর্ক আলোচনা কর।
[ B. U. B. Com. 1985 ]

৭. কোন কার্মের উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানগুলি কি কি? কার্মের গড় উৎপাদন ব্যয় রেখার আকৃতি ও প্রকৃতি আলোচনা কর। [ C. U. B. Com. 1984 ]

৮. প্রান্তিক ব্যয়ের সংজ্ঞা দাও এবং গড় ব্যয়ের সহিত ইহার পার্থক্য নিরূপণ কর। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে মোট ব্যয় রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ইহা হইতে গড় ব্যয় রেখা কিরূপ আকৃতি পাইবে? গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? [ B. U. B. A. 1984 ]

৯. উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সংগে সংগে বিশেষ কোন দ্রব্য উৎপাদনের গড় ব্যয় হ্রাস পাইবে কিনা তাহা যে-সকল বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহাদের পর্যালোচনা কর। [ C. U. B. Com. (H) 1982 ]

১০. একটি উৎপাদন সংস্থার গড় খরচ রেখা ও প্রান্তিক খরচ রেখার মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা কর।
[ C. U. B. Com. 1985 ]

১১. স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট ব্যয় উঠাইতে না পারিলে কোন প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালীন অবস্থাতে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে কি? [ B. U. B. Com. 1984 ]

১২. (ক) প্রান্তিক ব্যয় বলিতে কি বুঝ?
(খ) স্থির ব্যয় কি প্রান্তিক ব্যয়কে প্রভাবিত করে?
(গ) স্বল্পকালের জন্য কোন কার্মের উৎপাদন বন্ধ হইলে তাহাকে কি কোন ব্যয় বহন করিতে হয়?
[ N. B. U. B. Com. 1985 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


১. Edwin Mensfield: *Microeconomics: Theory and Applications* ( Norton, 3rd edn. )

২. M. H. Spencer: *Contemporary Microeconomics* ( Norton, 1975 )

৩. J. Holton Wilson: *Microeconomics* ( Harper & Row )

৪. J. F. Due & R. M. Clower: *Intermediate Economic Theory* ( Irwin., Fifth edn. )

# ১৫ একটি মুনাফা সর্বাধিকীকারী ফার্মের ভারসাম্য
## ( The Equilibrium of a Profit-maximising Firm )

১. *"If you mean to profit, learn to please."* Charles Churchill ( 1731-64 )

২. *"It is a socialist idea that making profits is a vice ; I consider the real vice is making losses."* Winston Churchill ( 1874-1965 )

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা অনুমান করিয়াছি যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ফার্মের লক্ষ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। এই মুনাফা হইল মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ( total revenue )—অর্থাৎ একটি দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় এবং মোট ব্যয়ের (total cost)—অর্থাৎ দ্রব্যটি প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় উহাদের ব্যবধান মাত্র। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উৎপন্ন পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে উৎপাদন ব্যয়ের কিরূপ পরিবর্তন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। যে উৎপাদন-ব্যয় তত্ত্বটি লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি তাহা সকল ফার্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু বিক্রয়লব্ধ আয় সম্পর্কে আমরা এইরূপ কোন তত্ত্ব উত্থাপন করিতে পারি না যাহা সকল ফার্মের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বাজারের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে পৃথক পৃথক তত্ত্ব উত্থাপন করিব। এই অধ্যায়ে আমরা মুনাফা সর্বাধিক করার সেই সূত্রগুলি লইয়া আলোচনা করিব যেগুলি সকল ফার্মের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়।

### ১৫.১ বিক্রয়লব্ধ আয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ( Various Revenue Concepts )

একটি ফার্মের বিক্রয়লব্ধ আয় বলিতে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ বা অর্থ প্রাপ্তিকেই বুঝায়। যেরূপ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা মোট ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় ব্যয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি সেরূপ এই অধ্যায়ে আমরা মোট আয়, প্রান্তিক আয় ও গড় আয় লইয়া আলোচনা করিব।

**(১) মোট আয় ( Total revenue ) :** মোট আয় বলিতে একটি ফার্ম ইহার উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া যে মোট অর্থ লাভ করে তাহাকেই বুঝায়। ইহা বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে এবং বিক্রয়ের পরিমাণের সহিত তাল রাখিয়া পরিবর্তিত হয়। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$TR=R\ (Q)$$

যেখানে $TR$ হইল মোট আয় এবং $Q$ হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট উৎপন্নের পরিমাণ। এই দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণকে ইহার একক প্রতি দাম দিয়া গুণ করিয়াই আমরা মোট আয়ের পরিমাপ করিয়া থাকি, অর্থাৎ ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$TR=PQ$$

যেখানে $P$ হইল একক প্রতি দাম। সাধারণ একটি ফার্মের আয় বলিতে ইহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কেই বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফার্ম প্রতিদিন যদি ৫০ টাকা দামের ২০টি তাঁতের শাড়ী বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে ইহার দৈনিক আয় হইল ১০০০ টাকা।

**(২) গড় আয় ( Average revenue ) :** গড় আয় বলিতে একক প্রতি আয়কে বুঝায়। মোট আয়কে বিক্রয়ের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিয়াই গড় আয় নির্ধারণ করা হয়। এই কারণেই গড় আয় হইল দ্রব্যটির দামের সহিত সমান :

$$AR=P\ \left[\text{ কারণ } TR=PQ \text{ এবং } AR=\frac{PQ}{Q}\right]$$

এই কারণেই ফার্মের গড় আয় রেখাকে ইহার চাহিদা রেখা বলা হয়। অর্থাৎ, যে রেখাটি গড় আয় ও উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে সেই রেখাটিই দ্রব্যটির বাজার-দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

**(৩) প্রান্তিক আয় ( Marginal revenue ) :** প্রান্তিক আয় দ্বারা আমরা বিক্রয়ের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলে মোট আয়ের কি পরিবর্তন ঘটে তাহা দেখাইয়া থাকি। সহজ ভাষায় বলিলে প্রান্তিক আয় হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করা যায় তাহা। উদাহরণস্বরূপ, একটি দ্রব্যের ১০ একক হইতে যদি মোট আয় ১০০ টাকা হয় এবং ১১ একক হইতে মোট আয় ১০৬ টাকা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক আয় হইল ৬ টাকা। সাধারণত আমরা প্রান্তিক আয়কে এইভাবে প্রকাশ করি :

$$MR_n = TR_n - TR_{n-1}$$

## ১৫.২ মুনাফা সর্বাধিক করিবার আচরণগত সূত্র ( Behavioural Rules for Profit Maximising )

আমরা এখন মুনাফা সর্বাধিক করিবার অনুমানটিকে কয়েকটি সূত্রে আবদ্ধ করিয়া একটি ফার্মের আচরণ বিশ্লেষণ করিতে পারি। আমরা অবশ্য কখনই ধরিয়া লইব না যে ফার্মগুলি সচেতনভাবে এই সূত্রগুলি অনুসরণ করে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্মগুলি কোন কোন উপায়ে মুনাফা সর্বাধিক করিতে সমর্থ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই সূত্রগুলি আমাদের ফার্মের আচরণ সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করিবে।

### উৎপাদন করা হইবে কি হইবে না সে-সম্পর্কে একটি সূত্র ( A rule to decide whether or not to produce )

একটি ফার্মের সর্বদাই কোন কিছু উৎপাদন না করিবার স্বাধীনতা আছে। অবশ্য এক্ষেত্রে ইহাকে স্থির ব্যয় বহন করিতে হইবে এবং ইহার লোকসানের পরিমাণ মোট স্থির ব্যয়ের সমান হইবে। যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে যতই অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে ততই ফার্মটিকে লোকসানের সম্মুখীন হইতে হইবে। আবার যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয় অপেক্ষা মোট আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ফার্মের লোকসানের পরিমাণ হ্রাস পাইবে অথবা মোট মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা হইতে আমরা মুনাফা সর্বাধিক করা সম্পর্কে প্রথম সূত্রটিকেই এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

**প্রথম সূত্র :** স্বল্পকালে যদি একমাত্র ইহার মোট আয় ইহার মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান বা অধিক হয়[১] তবেই একটি ফার্মের দিক হইতে উৎপাদন-কার্য চালাইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে।

এই সূত্রটিকে অন্য একভাবেও প্রকাশ করা যায়। বলা যায় যে কেবল যদি ইহার গড় আয় ( দাম ) ইহার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান অথবা অধিক হয় তবেই ইহার পক্ষে দ্রব্যটি উৎপাদন কার্য চালাইয়া যাওয়া উচিৎ হইবে।

### মুনাফা সর্বাধিক অথবা ন্যূনতম হওয়ার সূত্র ( A rule to ensure that profits are either at a maximum or at a minimum )

যদি একটি ফার্ম উপরে বর্ণিত প্রথম সূত্রটি অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করিবার কথা চিন্তা করে তাহা হইলে ইহা কি পরিমাণ উৎপাদন করিবে সে-সম্পর্কে ইহাকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। একদিকে যদি ফার্মটি দেখে যে ইহার উৎপাদনের বর্তমান স্তরে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করিলে যে ব্যয় হয় তাহা ( অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় ) দ্রব্যটির অতিরিক্ত এককটি বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয় তাহা ( অর্থাৎ প্রান্তিক আয় ) অপেক্ষা কম তাহা হইলে দ্রব্যটির অতিরিক্ত এক একক প্রস্তুত করিয়া মোট মুনাফাকে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। এই কারণেই যখনই একটি ফার্ম দেখিতে পায় যে উৎপাদনের বর্তমান স্তরে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক তখনই দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া ইহা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে। আবার যদি ফার্মটি দেখে যে উৎপাদনের বর্তমান স্তরে দ্রব্যটির শেষ এককটি প্রস্তুত করিবার ব্যয় ইহাকে বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত আয় হয় তাহা

১. "In the short run a firm should produce if and only if total revenue is equal to or greater than total variable cost." R. G. Lipsey

অপেক্ষা অধিক তাহা হইলে শেষ এককটি প্রস্তুত না করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। এক্ষেত্রে শেষ এককটি উৎপাদন না করিলেই মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে যখনই একটি ফার্ম দেখে যে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক তখনই ইহা উৎপাদন হ্রাস করিয়া মোট মুনাফা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে।

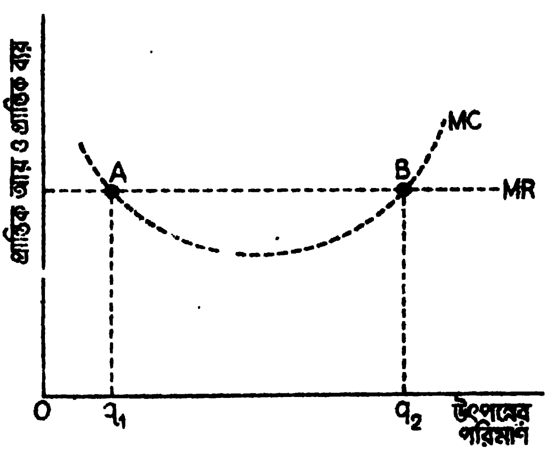
সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে যখনই একটি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় ইহার প্রান্তিক আয়ের সহিত সমান হয় না তখনই ইহার পক্ষে উৎপাদনের স্তর পরিবর্তন করা উচিত। প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা কাম্য এবং প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইলে উৎপাদন হ্রাস করা কাম্য। ইহা হইতেই মুনাফা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় সূত্রটি উদ্ভূত হয়।

**দ্বিতীয় সূত্র : একটি ফার্মের পক্ষে মুনাফা-সর্বাধিকীকারী উৎপন্নের স্তরে উপনীত হইবার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত ( necessary condition ) হইল এই যে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়কে সর্বদা একে অপরের সমান হইতে হইবে।[১]**

অর্থাৎ মুনাফা-সর্বাধিকীকারী উৎপাদনের স্তরে যে শেষ এককটি প্রস্তুত করা হইবে তাহা যেন মুনাফার যতটুকু বৃদ্ধি ঘটায় ব্যয়েরও সমপরিমাণ বা ততটুকু বৃদ্ধি ঘটায়।

### মুনাফা ন্যূনতম না করিয়া সর্বাধিক করিবার একটি সূত্র ( A rule to ensure that profits are maximised rather than minimised )

তত্ত্বগত দিক দিয়া দ্বিতীয় সূত্রটিকে পূর্ণ করা সম্ভব এবং মুনাফাকে ন্যূনতম না করিয়া সর্বাধিক করা সম্ভব। নিম্নের রেখাচিত্রে এই সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে *MC* হইল ফার্মটির স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা ( স্মরণ করা যাইতে পারে যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এরূপ বহুসংখ্যক ব্যয় রেখা অংকন করা হইয়াছে )। এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান হইল এই যে চলতি বাজার-দামে ফার্মটি যে কোন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় বাজার-দামই হইল ইহার প্রান্তিক আয়। ( যদি সমস্ত এককগুলি চলতি বাজার-দামে বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে প্রতিটি একক ফার্মের মোট আয়ে সেই দামটিই যোগ করে )।




রেখাচিত্র ১৫.১ : প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয় হইল মুনাফা-সর্বাধিক করিবার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়।

এই রেখাচিত্রে আমরা দেখি যে উৎপন্নের দুইটি স্তরে যেমন $Q_1$ এবং $Q_2$ প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। তবে অবশ্য উৎপন্নের স্তর $Q_1$ হইলে মুনাফা ন্যূনতম হয় কারণ এই স্তরে উৎপন্নের যেদিকেই পরিবর্তন হউক না কেন—অর্থাৎ উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি যাহাই ঘটুক না কেন—মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে ; উৎপন্নের পরিমাণ $Q_1$ অপেক্ষা স্বল্প হইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং উৎপাদন হ্রাস করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি অথবা লোকসান হ্রাস করা যায়। আবার উৎপন্নের পরিমাণ $Q_1$ অপেক্ষা অধিক হইলে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

এক্ষেত্রে উৎপন্নের পরিমাণ $Q_2$ হইলে মুনাফা সর্বাধিক হইবে, কারণ উৎপন্নের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কম হইলে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া $Q_2$ স্তরে লইয়া আসিলে মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে। আবার উৎপন্নের পরিমাণ $Q_2$ অপেক্ষা অধিক হইলে

১. "A necessary condition for the firm to be producing its profit-maximising output is that marginal revenue should equal marginal cost." R. G. Lipsey

প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস করিয়া $Q_2$ স্তরে লইয়া আসিলে মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে।

ন্যূনতম-মুনাফার অবস্থা ( যেমন $Q_1$ ) হইতে সর্বাধিক-মুনাফার অবস্থার ( যেমন $Q_2$ ) পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য একটি তৃতীয় সূত্রের প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে।

তৃতীয় সূত্র : যদি উৎপন্নের কোন স্তরে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় তাহা হইলেই যে মুনাফা সর্বাধিক হইবে এমন কোন কথা নাই। অর্থাৎ, উৎপন্নের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা সামান্য কম হইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম হইবে এবং উৎপন্নের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা সামান্য অধিক হইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইবে।[১] অন্যভাবে বলা যায় যে মুনাফা সর্বাধিকীকারী উৎপন্নের স্তরে প্রান্তিক ব্যয় রেখাকে অবশ্যই প্রান্তিক আয় রেখাকে নিম্ন হইতে ছেদ করিতে হইবে।[২] ইহাই হইল মুনাফা সর্বাধিক করিবার পর্যাপ্ত সর্ত ( sufficient condition )।

**মুনাফা সর্বাধিকীকারী উৎপন্ন ( The profit-maximising output )**

একটি ফার্ম যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত করে তাহা মুনাফাকে সর্বাধিক করে কি না তাহা উপরে বর্ণিত তিনটি সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই প্রসংগে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন :

(১) উৎপন্ন যদি ধনাত্মক হয় তাহা হইলে মোট আয়কে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক হইতে হইবে ;

(২) প্রান্তিক ব্যয়কে প্রান্তিক আয়ের সমান হইতে হইবে ; এবং

(৩) উৎপাদনের পরিমাণ যদি সামান্য হ্রাস পায় তাহা হইলে প্রান্তিক আয়কে প্রান্তিক আয় অপেক্ষা স্বল্প হইতে হইবে, অথবা যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যয়কে প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইতে হইবে।

## ১৫.৩ ফার্মের ভারসাম্য ( The Equilibrium of the Firm )

যখনই একটি ফার্ম এমনই একটি উৎপন্নের স্তর নির্বাচন করে যে ইহার মুনাফা সর্বাধিক হয় তাহা হইলে আমরা বলি যে ফার্মটি ভারসাম্য স্তরে উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থায় ফার্মটির উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। সুতরাং উৎপন্নের বিভিন্ন স্তরে বিক্রয়লব্ধ আয় ও উৎপাদন ব্যয়ের কোন পরিবর্তন না ঘটিলে উৎপন্নের পরিমাণেও কোন পরিবর্তন ঘটিবে না বলিয়া অনুমান করা যায়।

## ১৫.৪ মুনাফার অর্থ ও তাৎপর্য ( The Meaning and Significance of Profits )

এই অধ্যায়ে আমাদের মূল অনুমান হইল যে একটি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করে। এখানে মুনাফা বলিতে সাধারণত একটি ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের ব্যবধানকেই বুঝায়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় যেরূপ 'ব্যয়' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় সেরূপ মুনাফার ধারণাটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থবিদ্যায় মুনাফা বলিতে একটি দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় তাহা হইতে দ্রব্যটির উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত সকল উপকরণের সুযোগ ব্যয় মিটাইয়া যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহাকেই বুঝায় ; অনুরূপভাবে, লোকসান বলিতে মোট আয় অপেক্ষা উপকরণগুলির সুযোগ-ব্যয় কতটা অধিক হয় অথবা মোট আয় উপকরণগুলির সুযোগ-ব্যয় অপেক্ষা কতটা কম হয় তাহাকেই বুঝান হয়।

---

১. "For an output where marginal cost equals marginal revenue to be profit-maximising rather than profit-minimising, it is sufficient that marginal cost be less than marginal revenue at slightly lower outputs and that marginal cost exceed marginal revenue at slightly higher outputs." Lipsey

২. ইহার অর্থ হইল এই যে মুনাফা-সর্বাধিকীকারী উৎপন্নের স্তরের বামপার্শ্বে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা স্বল্প এবং ডানপার্শ্বে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইবে।

**মুনাফার অন্যান্য সংজ্ঞা ( Other definitions of profits )**

মোট মুনাফা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত পড়িয়া থাকে তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশ্য মুনাফা সম্পর্কে অর্থবিদ্যাবিদ ও হিসাবরক্ষকের ধারণার মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সম্পর্কে এখন সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

**স্বাভাবিক মুনাফা ও নীট মুনাফা ( Normal profit and net profit )**

অনেক সময় আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নীট মুনাফা ও স্বাভাবিক মুনাফার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকি। নীট মুনাফা বলিতে সাধারণত অতিরিক্ত মুনাফাকেই ( excess profits ) বুঝান হয়। ইহাকে উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় না। একচেটিয়া কারবারে ও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার দীর্ঘকালে নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশের অবাধ সুযোগ থাকায় কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করাই সম্ভব হয়। স্বাভাবিক মুনাফা দ্বারা উদ্যোক্তার সুযোগ-ব্যয়কেই ( the opportunity cost of entrepreneurship ) বুঝান হয়। উৎপাদনক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিতে হইলে উদ্যোক্তার দিক হইতে যে ন্যূনতম প্রতিদান লাভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে ইহা তাহারই নির্দেশক। এই কারণে উৎপাদন-ব্যয়ের হিসাব করিবার সময় ইহাকে ধরা হয়। স্বাভাবিক মুনাফাকে সর্বদাই ধনাত্মক হইতে হইবে, কিন্তু নীট মুনাফা শূন্য অথবা ঋণাত্মক হইতে পারে।[1]

**মুনাফা ও উপকরণসমূহের বণ্টন ( Profits and resource allocation )**

যে কোন মূল্য-ব্যবস্থায় মুনাফা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যখন সুযোগ-ব্যয় নীতি অনুসারে উপকরণসমূহের মূল্যায়ন করা হয় তখন একটি বিশেষ উপকরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইলে কি ধরনের প্রতিদান লাভ করা সম্ভব তাহা বিচার করিয়া দেখা হয়। যদি একখণ্ড জমিতে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া মাসে ৩০০০ টাকা উপার্জন করা যায় এবং ঐ একই জমিতে ধান চাষ করিয়া মাসে ১০০০ টাকা উপার্জন করা যায় তাহা হইলে যুক্তিসংগত কারণেই ধান চাষ বন্ধ করিয়া কারখানাই স্থাপন করা হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিদানের হার অধিক সমাজের অপ্রচুর মূলধন ও অন্যান্য উপকরণ সাধারণত সেই দিকগুলির দিকেই ধাবিত হয়। ইহার মাধ্যমেই উপকরণসমূহের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হয়। এই কারণেই কলিকাতার বহু একতলা বাড়ী ভাঙিয়া ওই একই জমিতে গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ করা হইতেছে।

**১৫.৫ পরবর্তী ধাপ ( The next step )**

একটি ফার্মের বিক্রয়লব্ধ আয় ইহার উৎপন্নের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ উৎপন্নের সহিত ইহার ভেদ ঘটে। একটি ফার্ম তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ইহা উৎপন্নের মুনাফা-সর্বাধিকীকারী স্তরটি নির্বাচন করে—যে স্তরে ইহার প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। উৎপন্নের সহিত উৎপাদন ব্যয়ের কিরূপ ভেদ ঘটে তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে উৎপন্নের সহিত বিক্রয়লব্ধ আয়ের কিরূপ ভেদ ঘটে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। আমরা দেখিব যে বাজারের প্রকৃতির সহিত উৎপাদন-ব্যয়ের আচরণের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু একটি ফার্মের বিক্রয়লব্ধ আয় মূলত বাজারের প্রকৃতির—অর্থাৎ প্রতিযোগিতার তীব্রতার ( intensity of competition )—উপর নির্ভর করে।

## পরিশিষ্ট ক

**মুনাফা সর্বাধিকীকারী শর্তাবলী[2]**

মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে কয়েকটি শর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। পরিশিষ্ট অংশে এই শর্তাবলীকে প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হইল।

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের: *Contemporary Economics* ( New Central Book Agency, 1986 ) দ্রষ্টব্য।

২. অবিচ্ছিন্নতা না হারাইয়াও ছাত্রছাত্রীগণ এই অংশ বাদ দিতে পারে। ইহাতে পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনা মোটেই ব্যাহত হইবে না।

প্রথম শর্ত : মুনাফাকে $\pi$ চিহ্ন দ্বারা দেখান যায় এবং ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\pi = R - (K + V)$$

যেখানে $R$ হইল মোট আয়, $K$ হইল স্থির ব্যয় এবং $V$ হইল পরিবর্তনশীল ব্যয়। এখানে $n$ চিহ্ন দ্বারা এমন একটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা হইবে যেখানে কোন উৎপাদন কার্য সম্পাদিত হয় না এবং $p$ হইল এমন একটি অবস্থার নির্দেশক যেখানে উৎপাদন কার্য সম্পাদিত হইতেছে। একটি ফার্মের পক্ষে উৎপাদন কার্য চালাইয়া যাওয়া তখনই লাভজনক প্রমাণিত হইবে যদি উৎপন্নের অন্তত একটি স্তরে নিম্নের শর্তটি পূরিত হয় :

$$\pi p > \pi n$$

উৎপাদন সুরু করিবার পূর্বে $R$ এবং $V$ উভয় শূন্য হয় এবং এই অবস্থায় উপরের শর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$R - K - V \geqslant -F$$

অথবা $$R \geqslant V$$

উভয় দিককে উৎপন্নের পরিমাণ ( $Q$ ) দ্বারা ভাগ করিলে আমরা পাই :

$$\frac{R}{Q} \geqslant \frac{V}{Q}$$

অথবা $$P \geqslant AVC$$

দ্বিতীয় শর্ত :

$$\pi = R - C$$

যেখানে $C$ হইল মোট ব্যয় ( $K+V$ )। উৎপন্নের পরিবর্তনের ফলে মোট আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভেদ ঘটে, অর্থাৎ $R = f(Q)$ এবং $C = g(Q)$। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি :

$$\pi = f(Q) - g(Q)$$

এখন মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রয়োজনীয় শর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{d\pi}{dQ} = f'(Q) - g'(Q) = 0$$

অথবা $$f'(Q) = g'(Q)$$

এখানে $f'(Q)$ হইল প্রান্তিক আয় এবং $g'(Q)$ হইল প্রান্তিক ব্যয়। সুতরাং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতাই হইল মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রাথমিক সর্ত।

তৃতীয় শর্ত : মুনাফাকে ন্যূনতম না করিয়া সর্বাধিক করিতে হইলে আমাদের নিম্নের সর্তটিকেও পূরণ করিতে হইবে :

$$\frac{d^2\pi}{dQ^2} = f''(Q) - g''(Q) = \frac{dMR}{dQ} - \frac{dMC}{dQ} < 0$$

অথবা $$\frac{dMR}{dQ} < \frac{dMC}{dQ}$$

ইহার অর্থ হইল এই যে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় রেখার ছেদবিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় রেখার ঢালের মানকে অবশ্যই প্রান্তিক ব্যয় রেখার ঢালের মান অপেক্ষা অধিক হইতে হইবে। ইহার অর্থ হইল এই যে প্রান্তিক ব্যয় রেখাকে অবশ্যই প্রান্তিক আয় রেখাকে নিম্ন হইতে ছেদ করিতে হইবে।

## পরিশিষ্ট খ

### প্রান্তিক আয়, দাম ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে সম্পর্ক ( Relation among MR, P and AR )

ধরা যাউক, $p$ দামে একটি দ্রব্যের $q$ একক বিক্রয় করা যায় এবং $p-\Delta p$ দামে দ্রব্যটির $q+\Delta q$ একক বিক্রয় করা যায় যেখানে $\Delta p$ এবং $\Delta q$ হইল খুবই ক্ষুদ্র সংখ্যা। এক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় হইবে :

$$MR=\frac{TR_1-TR_0}{\Delta q}=\frac{(q+\Delta q)-(p-\Delta p)-pq}{\Delta q}$$

$$=\frac{qp+\Delta qp-q\Delta p-\Delta p\Delta q-qp}{\Delta q}=p-\frac{q\Delta p}{\Delta q}-\Delta p$$

$$\therefore \frac{MR}{p}=1-\frac{q}{\Delta q}.\frac{\Delta q}{p}-\frac{\Delta p}{p}$$

যেহেতু $\Delta p$ হইল একটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা সেহেতু $\Delta p/p$ কে অবজ্ঞা করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি :

$$\frac{q}{\Delta q}.\frac{\Delta q}{p}=1\div\left(\frac{\Delta q}{q}\div\frac{\Delta p}{p}\right)=\frac{1}{e}$$ যেখানে $e$ হইল চাহিদার ( মূল্যানুগ ) স্থিতিস্থাপকতার সহগ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, $MR=p\left(1-\frac{1}{e}\right)$। অর্থাৎ একটি কার্মের প্রান্তিক আয় নির্ভর করে দ্রব্যটির দাম এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।

### সংক্ষিপ্তসার

১. একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ আয় তিন প্রকারের হইতে পারে : মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়।

২. গড় আয়ের সহিত উৎপন্নের দামের কোন প্রভেদ নাই।

৩. মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যই হইল মোট মুনাফা।

৪. যে কোন মূল্য-ব্যবস্থায় মুনাফা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 1 অপ্রচুর উপকরণসমূহের সুষ্ঠু বন্টনে সহায়তা করে।

৫. মুনাফা সর্বাধিক করাই হইল একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

৬. অর্থবিদ্যায় প্রায়ই নীট মুনাফার সহিত স্বাভাবিক মুনাফার পার্থক্য নির্দেশ করা হয়।

### প্রশ্নাবলী

১. দেখাও যে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা হইল মুনাফা সর্বাধিক করিবার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত মাত্র ; শর্ত হিসাবে ইহা যথেষ্ট নহে।

২. মূল্য-ব্যবস্থায় মুনাফার ভূমিকা লইয়া একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখ।
   (ক) প্রান্তিক আয়।
   (খ) গড় আয়।
   (গ) স্বাভাবিক মুনাফা।

### অতিরিক্ত পাঠ্য


1. W. J. Baumol : *Economic Theory and Operations Analysis* ( Prentice-Hall, of India, 1980, 4th edn. )
2. Ferguson and Gould : *Microeconomics* ( Richard D. Irwin, 1980, Fifth edn. )
3. B. P. Stigum and M. L. Stigum : *Economics* ( Addison Wesley, 1968 )
4. R. H. Leftwich : *The Price System and Resource Allocation* ( HRW, 7th edn., 1985 )

# ১৬ | পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব
## ( The Theory of Perfect Competition )

১. *"By perfect competition I propose to mean a state of affairs in which the demand for the output of an individual seller is perfectly elastic."* Joan Robinson
*—What is Perfect Competition ? Quarterly Journal of Economics* ( Nov. 1934, p. 104 )

২. *"From the time of the physiocrats and Adam Smith there has never been absent from the main body of economic literature the feeling that in some sense perfect competition represented an optimum solution."* Paul A. Samuelson :
*Foundations of Economic Analysis* ( 1947, p. 203 )

### ১৬.১ ফার্মের আচরণ ও বাজারের কাঠামো ( Firm Behaviour and Market Structure )

বাস্তব জগতে দেখা যায় একটি ফার্ম অন্যান্য বহু ফার্মের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কোন ফার্ম কাহার সহিত এবং কোন অর্থে ফার্মগুলি একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে বা সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের ( ১ ) প্রতিটি ফার্মের আচরণ এবং ( ২ ) ফার্মগুলি যে বাজারে থাকিয়া উৎপাদন, বিক্রয় ও অন্যান্য কার্য সম্পাদন করে তাহার ধরন বা প্রকৃতি এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে হইবে। অর্থবিদ্যাবিদগণ দ্বিতীয় ধারণাটির উল্লেখ করিতে গিয়া বাজারের কাঠামো শব্দটি ব্যবহার করেন। বস্তুত প্রতিযোগিতামূলক আচরণের ধারণাটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কাঠামোর ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বা স্বতন্ত্র। প্রতিযোগিতামূলক আচরণের মাত্রা বলিতে প্রতিটি ফার্মের অপরের সহিত সচল প্রতিযোগিতায় ( active competition ) অবতীর্ণ হইবার মাত্রাকে বুঝায়। অপরদিকে বাজারের প্রতিযোগিতার মাত্রা ( the degree of competitiveness ) বলিতে আমরা বাজারের উপর প্রতিটি ফার্মের ক্ষমতার ( power ) মাত্রাকে বুঝি। ইহার দ্বারা একটি ফার্মের দাম অথবা দ্রব্যাদি বিক্রয়ের শর্তাবলীকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতাকে বুঝায়। অর্থবিদ্যাবিদগণ অবশ্য প্রতিটি ফার্মের আচরণ এবং বাজারের কাঠামো উভয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করিতে সমানভাবে আগ্রহী।

অধিকাংশ বাজারে দেখা যায় ফার্মগুলি একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতামূলক আচরণে লিপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও আমরা দেখিতে পাই যে এককভাবে অথবা সংঘবদ্ধভাবে ফার্মগুলি বাজারের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। যেমন আমাদের দেশে এমব্যাসাডার গাড়ীর প্রস্তুতকারক হিন্দুস্থান মোটরের সহিত ফিয়েট গাড়ীর প্রস্তুতকারক প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস লিমিটেডের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উভয়েই বাজারের একটি মোটা অংশ দখল করিয়া বসিয়া আছে। বস্তুত, এই দুইটি ফার্মই ভারতের মোটর গাড়ীর বাজারটি মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বলা যায়। প্রতিটি ফার্মই ইহার গাড়ীর দাম বৃদ্ধি করিতে এবং বর্দ্ধিত দামে গাড়ী বিক্রয় করিতে পারে। প্রতিটি ফার্মেরই ভোক্তারা কি দামে গাড়ী ক্রয় করিবে এ-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। অবশ্য প্রতিটি ফার্মকেই ভোক্তাদের রুচি ও প্রতিযোগী দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহের বাজার দাম—এই দুইটি সীমাবদ্ধতার কথা ভাবিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু বর্ধমানের কৃষকগণের সহিত ২৪-পরগণার কৃষকগণদের কি কখন সক্রিয় প্রতিযোগিতামূলক আচরণে লিপ্ত হইতে দেখা যায় ? অবশ্যই না। কারণ তাহারা এমনই একটি বাজারে কার্যকলাপ চালাইয়া যায় যে বাজারের উপর তাহাদের কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নাই। কোনও একজন কৃষকের

পক্ষে নিজস্ব আচরণের সামান্ত পরিবর্তন ঘটাইয়া ইহার উৎপন্নের দামের পরিবর্তন ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত ক্ষমতা নাই।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কাঠামোর একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইতে গিয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ একটি মডেলের ব্যবহার করেন। এই মডেলের মৌল অনুমান হইল এই যে কোন একটি ফার্মের এককভাবে কোন বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ( market power ) নাই। বাজারে এত অসংখ্য ফার্ম আছে যে প্রত্যেককেই মোট চাহিদা ও মোট যোগান দ্বারা নির্ধারিত ( অর্থাৎ প্রচলিত ) দামকে মানিয়া লইয়া উৎপাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কাঠামো সম্পর্কে মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে কোন ফার্মের দিক হইতেই এককভাবে অন্ত একটি ফার্মের সহিত প্রতিযোগিতামূলক আচরণে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ কাহারও বাজারের উপর কোন ক্ষমতা নাই এবং একটি ফার্মের নিজস্ব দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা অপর একটি ফার্মের আচরণ দ্বারা কোন ভাবেই প্রভাবান্বিত হয় না। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এই আপাত অসামঞ্জস্যতাটি দেখিতে পাওয়া যায় যে ফার্মগুলির মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নাই। এই অসামঞ্জস্যতাকে দূর করিতে হইলে অধ্যাপক লিপসেকে অনুসরণ করিয়া আমাদের ফার্মগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ এবং যে বাজারে তাহারা কার্য সম্পাদন করে সেই বাজারের প্রতিযোগিতামূলক কাঠামোর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করিতে হইবে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কাঠামো সম্পর্কে অর্থবিদ্যাবিদগণ যে তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহাকে বাস্তবজগতের বহুসংখ্যক বাজারেই প্রয়োগ করা যায়, বিশেষত কৃষিপণ্যের বাজার যেমন ধান, গম ইত্যাদির এবং শিল্পজাত কাঁচামালের ( industrial raw materials ) ক্ষেত্রে অথবা তুলা, তৈলবীজ, কাঁচালোহা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এই তত্ত্বের একটি ব্যবহারিক উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়: ইহা আমাদের বাজারের অন্যান্য কাঠামোর অর্থাৎ যে-সকল বাজারে ফার্মগুলির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে সেগুলির সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তুলনা করিবার জন্ত একটি মানচিত্র ( benchmark ) প্রদান করে। 'বাজার' শব্দটির বিশ্লেষণ লইয়াই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

## ১৩.২ বাজার বলিতে কি বুঝায়? ( What is a market ? )

একটি পরিবারের নিকট বাজার বলিতে সেই সকল ফার্মকেই বুঝায় যাহাদের নিকট হইতে ইহা একটি বিশেষ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। একটি ফার্মের নিকট বাজার বলিতে সেই সকল ক্রেতাকেই বুঝায় যাহাদের নিকট ইহা একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। একটি 'শিল্প' বলিতে একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল ফার্মের সমষ্টিকেই বুঝায়। যেমন কানোরিয়া জুট মিল হইল একটি ফার্ম বা শিল্প প্রতিষ্ঠান এইরূপ সকল ফার্ম একত্র হইয়া সৃষ্টি করে ভারতের পাট শিল্প। একটি দ্রব্যের বাজারের চাহিদা ( market demand ) বলিতে একটি শিল্পজাত দ্রব্যের মোট চাহিদাকেই বুঝায়।

ধরা যাউক, একটি ফার্ম একটি বিশেষ দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট বাজারে বিক্রয়ের জন্ত উৎপাদন করে এবং ক্রেতাদের আকর্ষণ করিবার জন্ত ঐ একই শিল্পের অন্যান্য ফার্মের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। যদি একটি মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্মের নিজের দ্রব্যের চাহিদা ( গড় আয় ) রেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তাহা হইলে ইহা প্রতিটি দামে এবং বিক্রয়ের প্রতিটি স্তরে ( বা হারে ) সম্ভাব্য বিক্রয়লব্ধ আয় ( possible revenues ) কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারে। ইহা ছাড়া উৎপাদন-ব্যয় সম্পর্কে ইহার যদি ধারণা থাকে তাহা হইলে উৎপন্নের প্রতিটি স্তরে ( হারে ) ইহার মুনাফার পরিমাণ কি হইবে ইহা তাহা সহজেই নির্ধারণ করিতে পারে। এবং এই হিসাবনিকাশের ভিত্তিতে ইহা উৎপন্নের সেই স্তর বা হারকে বাছিয়া লইবে যে স্তরে ইহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। কিন্তু যদি ফার্মটির শুধু নিজস্ব উৎপাদন-ব্যয় এবং দ্রব্যটির বাজারের মোট চাহিদা সম্পর্কে ধারণা থাকে কিন্তু নিজস্ব বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে কোন ধারণা না

থাকে তাহা হইলে মুনাফা সর্বাধিক করা কঠিন হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ, একটি ফার্মের নিজস্ব চাহিদা ( বা গড় আয় ) রেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে মুনাফা সর্বাধিক করার ব্যাপারে ইহাকে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হইবে। বাজারের মোট চাহিদার কত অংশ ইহার প্রতিযোগীরা মিটাইতে সমর্থ হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে দ্রব্যটির দাম সামান্য পরিবর্তন করিলে অন্যান্য ফার্মগুলি কিভাবে সাড়া দিবে সে সম্পর্কে প্রথমেই সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে হইবে। যদি ইহা দ্রব্যটির দাম ১০ শতাংশ হ্রাস করে তাহা হইলে অন্যান্য বিক্রেতাগণ কি তাহাদের দাম অপরিবর্তিত রাখিয়া দিবে, না হ্রাস করিবে? যদি তাহারা তাহাদের দাম হ্রাস করে তাহা হইলে কি তাহারা ঠিক ১০ শতাংশই দাম হ্রাস করিবে না ১০ শতাংশের অধিক অথবা ১০ শতাংশ অপেক্ষা অল্প হ্রাস করিবে? বস্তুত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফার্মের বিক্রয় বা বিক্রয়লব্ধ আয় ও মুনাফার উপর প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক আচরণের ফল ভিন্ন ভিন্ন হইবে।

একটি ফার্মের চাহিদা রেখার সহিত বাজারের চাহিদা রেখার সম্পর্ক লইয়া উপরে যে প্রশ্ন দুইটি উত্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের উত্তর দুইটি মৌল বিষয়ের—(১) বিক্রেতাদের সংখ্যা এবং (২) ইহার উৎপন্নের সাদৃশ্যের ( similarity ) উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিল্পে মাত্র দুইটি বৃহৎ ফার্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আশা করা যায় যে প্রতিটি ফার্মই অপরের দাম হ্রাসের সহিত তাল রাখিয়া নিজস্ব দাম হ্রাস করিতে পারে। কিন্তু যদি একটি শিল্পে ৫০০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে একটি ফার্ম দাম হ্রাস করিলে অন্য ফার্মগুলি সমানুপাতিক হারে দাম হ্রাস নাও করিতে পারে। আরও একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। যদি দুইটি ফার্ম সম্পূর্ণভাবে সমজাতীয় ( identical ) দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে তাহাদের আচরণ একরূপ হইবে। আর তাহারা যদি অনুরূপ ( similar ) কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সমজাতীয় ( identical ) দ্রব্য উৎপাদন না করে তাহা হইলে তাহাদের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে। এই বিষয়গুলি হইল বাজারের কাঠামো বা বাজারের রূপের মূল উপাদান। বাজারের রূপ বা কাঠামো বলিতে বাজারের সাংগঠনিক বা কাঠামোগত সেই সকল বৈশিষ্ট্যগুলিকেই বুঝায় যেগুলি ফার্মের আচরণ ও কার্যকলাপকে ( performance ) প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

বাজারের কাঠামোর সহিত অন্যান্য বহু বিষয় জড়িত আছে, যেমন বাজারের অনুপ্রবেশের সর্ত, ক্রেতাগণের প্রকৃতি ও আয়তন এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দ্রব্যটির চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি। এই সকল বিষয়গুলিকে অতি সহজে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাজারের আচরণ বিশ্লেষণ করার জন্য অর্থবিদ্যাবিদগণ তত্ত্বগত দিক হইতে বাজারের কয়েকটি কাঠামোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য হইল বাজারের এই সকল কাঠামোর সাহায্যে বাস্তব জগতে যে-সকল বাজার দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের বর্ণনা করা।[১] এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে আমরা এই ধরনের চারিটি বাজারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। এই চারিটি বাজার হইল: পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলি।

এই অধ্যায়ে আমরা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা হইবে। আলোচনার শুরুতেই আমরা এই বাজারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করিব। ইহার পর আমরা একটি ফার্মের চাহিদা রেখা অংকন করিব এবং ইহার ভারসাম্যের প্রকৃতি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিব। পরিশেষে আমরা স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্প কিভাবে ভারসাম্যে উপনীত হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

১. "Economists have focused on a few theoretical market structures that are intended to represent structures in actual market societies." Lipsey

## ১৬.৩ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অনুমান (The assumptions of perfect competition)

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব দুইটি মৌল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম অনুমানটি হইল একটি ফার্মের আচরণ লইয়া এবং দ্বিতীয় অনুমানটি হইল সমগ্র শিল্পের অর্থাৎ যে শিল্পের অধীনে ফার্মটি কার্য করে উহার প্রকৃতি লইয়া।

প্রথমত আমরা অনুমান করি এই যে ফার্মটি দাম-গ্রহীতা (price-taker); অর্থাৎ, অনুমান করা হয় যে ফার্মটি ইচ্ছা করিলে ইহার উৎপন্ন বা বিক্রয়ের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে সত্য কিন্তু ইহার এই কার্যকলাপ দ্রব্যটির বাজার-দামের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অর্থাৎ, বাজারের প্রচলিত দামকে মানিয়া লইয়া একটি ফার্মকে উৎপাদন ও বিক্রয়কার্য সম্পাদন করিতে হয়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বলিতে আমরা বাজারের এমন একটি অবস্থাকে বুঝি যেখানে কোন ফার্ম, কোন ব্যবসায়ী, কোন কৃষক বা কোন শ্রমিক বাজারের এত ক্ষুদ্র অংশ দখল করিয়া থাকে যে ইহাদের কার্যকলাপের ফলে বাজার-দাম মোটেই প্রভাবান্বিত হয় না।[১]

আমাদের দ্বিতীয় অনুমানটি হইল এই যে কোন ফার্মের অবাধভাবে শিল্পে অনুপ্রবেশ ও শিল্প-ত্যাগের অধিকার আছে। ইহার অর্থ হইল এই যে, যে কোন নূতন ফার্মেরই উৎপাদন সুরু করিবার স্বাধীনতা আছে। অনুরূপভাবে যে কোন পুরাতন ফার্ম ইচ্ছা করিলে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিতে পারে এবং শিল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পুরাতন ফার্মগুলি নূতন ফার্মের প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। অনুরূপভাবে বলা যায় শিল্পে অনুপ্রবেশ ও বহির্গমনের কোন আইনগত বাধা নাই।

এখন দাম-গ্রহীতা শব্দটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। এই প্রসংগে অধ্যাপক লিপসেকে অনুসরণ করিয়া আমরা একজন মোটরগাড়ী উৎপাদনকারী ফার্মের দ্রব্যের চাহিদার প্রকৃতি ও একজন গম উৎপাদনকারী কৃষকের পণ্যের চাহিদার প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি।

### একজন মোটরগাড়ী উৎপাদক (A car manufacturer)

হিন্দুস্থান মোটর হইল ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। সুতরাং বাজারের উপর ইহার কিছুটা প্রভাব বা ইহার বাজার নিয়ন্ত্রণের কিছুটা ক্ষমতা আছে। ইহা যদি এম্বাসেডর গাড়ীর দাম ভীষণভাবে বৃদ্ধি করে তাহা হইলে ইহার বিক্রয়ের পরিমাণ অবশ্যই হ্রাস পাইবে। আবার ইহা যদি দাম হ্রাস করে তাহা হইলে বিক্রয় অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। এখন হিন্দুস্থান মোটর দুইটি ভিন্ন মডেলের গাড়ী প্রস্তুত করিতেছে—এম্বাসেডর ও কনটেসা। এখন যদি ইহা কনটেসা গাড়ীর উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং দ্রব্যটির প্রকৃত বা প্রত্যাশিত চাহিদা বৃদ্ধিতে সাড়া দিবার জন্যই দ্রব্যটি অধিক সংখ্যায় উৎপাদন করা হয় তাহা হইলে হিন্দুস্থান মোটর অবশ্যই জানে যে ইহার এই অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হইবে। এক্ষেত্রে এই ফার্মটি দাম-গ্রহীতা নয়। ফার্মটি কি পরিমাণ দ্রব্য—অর্থাৎ কতকগুলি গাড়ী—বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে ইহা গাড়ীর কি দাম ধার্য করিবে তাহার উপর। ইহাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে বাজারের প্রচলিত দাম মানিয়া লইয়া উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, এই ফার্মটির চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হইবে এবং এই চাহিদা রেখার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহা যে কোন দাম ও পরিমাণের সমন্বয় বাছিয়া লইতে পারে।

### একজন গম উৎপাদনকারী কৃষক (A wheat farmer)

একজন মোটর গাড়ী প্রস্তুতকারীর সহিত একজন গমচাষকারী কৃষকের বহু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা হয়। দাম-গ্রহীতার আচরণের তাৎপর্য অনুধাবন করিতে হইলে এই প্রসংগে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

---

১. "Perfect competition exists only in case where no farmer, businessman, or labourer is a big enough part of the total market to have any personal influence on market price." Paul Samuelson

**একটি সমজাতীয় দ্রব্য ( A homogeneous product ) :** ভোক্তাদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে হিন্দুস্থান মোটরের দুইটি গাড়ীর প্রতিটিই শুধু যে একে অপরটি হইতে স্বতন্ত্র তাহা নয়। অন্যান্য কোম্পানীর মোটরগাড়ী যেমন প্রিমিয়ম পদ্মিনী, স্ট্যানডার্ড হেরাল্ড ও মারুতি হইতেও হিন্দুস্থান মোটরের উভয় মডেল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ফার্মগুলি ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য ( differentiated product ) বিক্রয় করিতেছে। প্রতি গাড়ীরই বিশেষ বিশেষ ভোক্তাদের নিকট কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন চিকিৎসকেরা সাধারণত প্রিমিয়ার পদ্মিনী গাড়ী পছন্দ করেন। স্বাভাবিক কারণে বড় পরিবারের পক্ষে এম্বাস্যাডরই উপযোগী। আর শৌখীন লোকেরা মারুতি গাড়ী পছন্দ করেন। আর প্রকৃত ধনী ব্যক্তিরা ৯২,০০০ ব্যয় করিয়া নুতন কনটেসা গাড়ী ক্রয় করিয়া নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে খুবই আগ্রহী। এই অবস্থায় হিন্দুস্থান মোটর যদি যে কোন একটি মডেলের দাম বৃদ্ধি করে তাহা হইলে ইহার বিক্রয় সামান্য হ্রাস পাইবে সন্দেহ নাই, কারণ ভোক্তারা অন্য গাড়ী ক্রয় করিবে। কিন্তু বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে হ্রাস পাইবে না।

বিপরীতভাবে আমরা দুইজন কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের—এক্ষেত্রে গমের—মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই অঞ্চলের দুইজন কৃষক দ্বারা উৎপাদিত একই ফসলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অনুরূপভাবে বর্ধমান জেলার দুইজন আমন-ধান প্রস্তুতকারী কৃষকের পণ্যের মত গুণগত বিশেষ কোন প্রভেদ চোখে পড়ে না। বাজারের এইরূপ অবস্থায় আমরা বলিয়া থাকি যে কৃষকগণ একটি সমজাতীয় দ্রব্য ( a homogeneous product ) বিক্রয় করিতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বাজার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত ক্রেতাগণ পণ্যটি তাহারই নিকট হইতে ক্রয় করিবে যাহার পণ্যের দাম ন্যূনতম। অর্থাৎ যদি কোন কৃষক পণ্যটির ন্যূনতম দাম অপেক্ষা সামান্য অধিক দাম ধার্য করে তাহা হইলে ইহার বিক্রয়ের কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। এই কারণে প্রতিটি উৎপাদক একই দামে সমজাতীয় দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে বাধ্য।

সুতরাং বলা যায় দাম-গ্রহীতা সুলভ আচরণের জন্য প্রয়োজন হয় সকল ফার্মের সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করা।[১]

**ভালভাবে অবহিত ক্রেতাগণ ( Well-informed buyers ) :** উপরের যুক্তিটি হইতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতাগণ সর্বদাই জানিতে পারে কখন একটি ফার্ম অন্যান্য ফার্ম অপেক্ষা অধিক দাম ধার্য করিতেছে। দাম গ্রহণ করার একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল এই যে ক্রেতারা সম্পূর্ণভাবে এই ব্যাপারে অবহিত বা সচেতন থাকে যে, যে কোন একটি ফার্ম যদি একটি সমজাতীয় দ্রব্যের দাম অন্যান্য ফার্মের দাম অপেক্ষা সামান্য বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সকল ক্রেতাই ইহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে। যদি অবশ্য কিছু কিছু ভোক্তা অন্যান্য ফার্মের দাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তাহা হইলে একটি বিশেষ ফার্ম ভোক্তাদের নিকট বেশী দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিলেও ভোক্তার হাতছাড়া হইবে না।

দাম-গ্রহীতা সুলভ আচরণের তাৎপর্য হইল এই যে ক্রেতাগণ বাজার সম্পর্কে সর্বদা যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত থাকে। ইহার ফলে তাহা না জানিয়া দ্রব্যটিকে ক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাম দেয় না।[২]

এই ফল লাভ করিতে হইলে ক্রেতাদের মধ্যে বাজার সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা বা জ্ঞান থাকা একটি পর্যাপ্ত সর্ত বটে কিন্তু প্রয়োজনীয় সর্ত নহে। ইহার কারণ বহু বাজারেই দেখা যায় যে কিছু-সংখ্যক ক্রেতাদের মধ্যে সামান্য অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এই বাজারগুলিতে ক্রমাগত দাম-গ্রহীতার মত আচরণ করে।

---

১. "Price-taking behaviour requires that firms sell a homogeneous product." R. G. Lipsey

২. "For price-taking behaviour, buyers must be enough informed so that they do not unknowingly pay more than is necessary for their purchases." R. G. Lipsey

**বহুসংখ্যক বিক্রেতা ( Many sellers ) :** উপরে বর্ণিত মোটরগাড়ী শিল্প ও গম চাষ শিল্পের মধ্যে বিক্রেতাদের সংখ্যা লইয়া একটি মূল পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। বাজারের মোট গম সরবরাহের ক্ষেত্রে একজন কৃষকের অবদান কিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। ইহা হইল জলে পরিপূর্ণ একটি বৃহদায়তনের বালতির এক বিন্দু জলের মত। সাধারণত একজন কৃষক অনুমান করেন যে দামের উপর তাঁহার কোন প্রভাব নাই এবং এই কারণে তিনি ভাবেন যে তাঁহার নিজস্ব চাহিদা ( গড় আয় ) রেখা হইল অনুভূমিক ( horizontal )। অবশ্য তিনি যে দামের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি অতি সহজ উদাহরণের সাহায্যে দেখান যায় যে এই প্রভাব এতই সামান্য যে তিনি ইহাকে সহজেই উপেক্ষা করিতে পারেন।

সারা বিশ্বের গড় লইয়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে গমের বাজারের মোট চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল ০.২৫। ইহার অর্থ হইল এই যে পৃথিবীতে গমের যোগানের পরিমাণ যদি ১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে গমের বাজার-দাম ৪ শতাংশ হ্রাস পাইলেই একমাত্র বিশ্বের গমভোগকারীগণ দ্রব্যটি সমগ্রভাবে চলতি দামে ক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন। গমের বাজার বিশ্বব্যাপী বলিয়া একজন বৃহৎ কৃষকের মোট উৎপন্ন বাজারের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই নহে। সম্প্রতি এক বৎসর ক্যানাডাতে একটি গমচাষকারী খামার ( farm ) ৫০,০০০ টনের মত গম প্রস্তুত করে। কিন্তু ঐ বৎসরে পৃথিবীর মোট উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ২০০০ লক্ষ টনের মত। অর্থাৎ, এক খামারের উৎপন্ন হইল বিশ্বের মোট উৎপন্নের ১/৪,০০০ এর মত। ধরা যাউক একটি বড় খামারে এক বৎসর ২,০০০ টনের মত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়া মোট উৎপন্নের পরিমাণ ৪০০০ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬০০০ টনে দাঁড়ায়। খামারটির দিক দিয়া শতকরা হিসাবে উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বৃদ্ধি বিশ্বের মোট উৎপাদনের অর্থাৎ ২,০০০ লক্ষ টনের ১ শতাংশ মাত্র। নিম্নের সারণিটি দ্বারা ইহা দেখাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে যে এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিশ্বে গমের দাম ১ শতাংশের ৪/১০০ ভাগ ( অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকা প্রতি ৭ পয়সা ) হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে খামারটির ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে ১,০০০। স্থিতিস্থাপকতার মান এত উচ্চ হইলে এই খামারটিকে গমের দাম ১ শতাংশ হ্রাস করিতে হইলে উৎপন্নের পরিমাণ ১০০০ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে হইবে। যেহেতু খামারটির পক্ষে মোট উৎপাদন এই পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় সেহেতু ইহার দিক দিয়া দ্রব্যটির প্রচলিত দামকে মানিয়া লইয়া উৎপাদন-কার্য সম্পাদন করাই যুক্তিযুক্ত।

**সারণি ১৬.১ : বাজারের মোট চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ($e_m$) হইতে কার্মের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ( $e_f$ )পরিমাণ**

---

আমরা জানি যে $e_m$=০·২৫ এবং বিশ্বের মোট উৎপন্নের পরিমাণ হইল ২০০০ লক্ষ টন। এক্ষেত্রে খামারটির উৎপন্ন ৪০,০০০ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬০,০০০ টন হইল। ইহা উৎপন্নের গড় পরিমাণ—অর্থাৎ ৪০,০০০+৬০,০০০ ÷২=৫০,০০০—অপেক্ষা ৪০ শতাংশ অধিক।

**প্রথম ধাপ :** বিশ্বের বাজারে গমের দামের শতকরা পরিবর্তন নির্ধারণ :

$$e_m = -\frac{\text{বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{বিশ্বের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$\text{বিশ্বের দামের শতকরা পরিবর্তন} = -\frac{\text{বিশ্বের মোট উৎপন্নের শতকরা পরিবর্তন}}{e_m}$$

$$= \frac{\text{১ শতাংশের ১/১০০}}{\text{০·২৫}} = \text{১ শতাংশের} -\text{৪/১০০}$$

**দ্বিতীয় ধাপ :** খামারটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় :

$$e_f = -\frac{\text{খামারটি উৎপাদনের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{বিশ্বের দামের শতকরা পরিবর্তন}} = -\frac{+\text{৪০ শতাংশ}}{\text{১ শতাংশের} -\text{৪/১০০}} = +\text{১০০০}$$

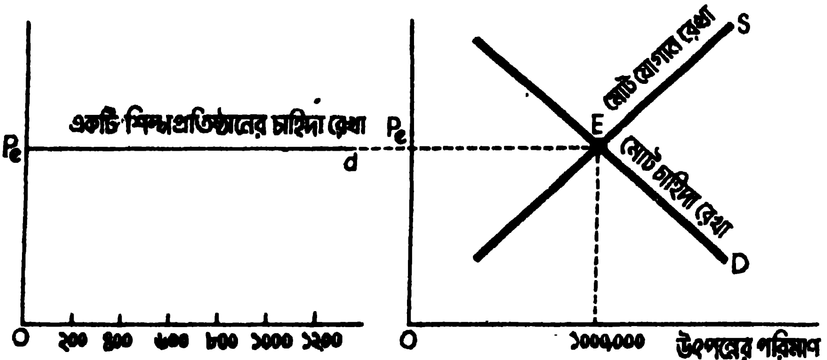
---

এক্ষেত্রে একজন কৃষক বা একটি খামার বিশ্বের বাজারে গমের দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না কিন্তু প্রচলিত বাজার দামে ইহা যে কোন পরিমাণ গম উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে ফার্মটি একটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ ইহা হইল দাম-গ্রহীতা।

গমচাষকারী খামারগুলি এবং মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি মূল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য হইল বাজারের উপর ক্ষমতার মাত্রা ( the degree of market power ) সংক্রান্ত। এখানে বিশ্বের বাজারে গমের দামের উপর এই গমচাষকারী খামারের কোন প্রভাব নাই, কারণ ইহা হইল মোট বাজারের একটি অতি ক্ষুদ্র ও তাৎপর্যহীন অংশ মাত্র। কিন্তু যেহেতু একটি ফার্ম উৎপন্ন বাজারের মোট যোগানের একটি বৃহৎ অংশ সেহেতু মোটরগাড়ীর বাজার-দামের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

## ১৬.৪ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের চাহিদা ও বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা ( Demand and revenue curves for the perfectly competitive firm )

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম একটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়। যেহেতু বাজার-দাম ফার্মটির উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হয় না সেহেতু ইহা সহজেই অনুমেয় যে প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ইহার যে অতিরিক্ত আয় হয় তাহা অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ, ইহার প্রান্তিক আয় সর্বদাই দ্রব্যটির বাজার-দামের সমান হয়। নিম্নের রেখাচিত্রে একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মোট চাহিদা রেখার সহিত একটি ফার্মের চাহিদা রেখার সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। এখানে শিল্পের চাহিদা রেখা হইল নিম্নমুখী ও যোগান রেখা হইল ঊর্ধ্বমুখী। যেহেতু (খ) রেখাচিত্রে মোট চাহিদা রেখাটি *D* নিম্নমুখী সেহেতু সমস্ত ফার্মগুলি একযোগে




রেখাচিত্র ১৬.১ : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের চাহিদা রেখার সহিত শিল্পের চাহিদা রেখার সম্পর্ক

উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়া বাজার-দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। এখানে $P_e$ হইল দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম। ইহা চাহিদা ও যোগান রেখার ছেদ বিন্দুতে নির্ধারিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে বাজারে মোট উৎপন্নের পরিমাণ হইল ১,০০০,০০০ একক। যেহেতু একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান এককভাবে ইহার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ( যেমন ১/১,০০০ ) যোগান দিতে পারে সেহেতু ইহা বাজার-দামকে মোটেই প্রভাবিত করিতে পারে না। এই কারণে $P_e$ বাজার-দামে ইহার চাহিদা রেখা হইল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক অথবা অনুভূমিক। (ক) রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি কৃষক যদি একটি নির্দিষ্ট দামে—যেমন ৩ টাকা কেজি গমের একটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে ইহা সহজেই অনুমেয় যে প্রতিটি অতিরিক্ত একক

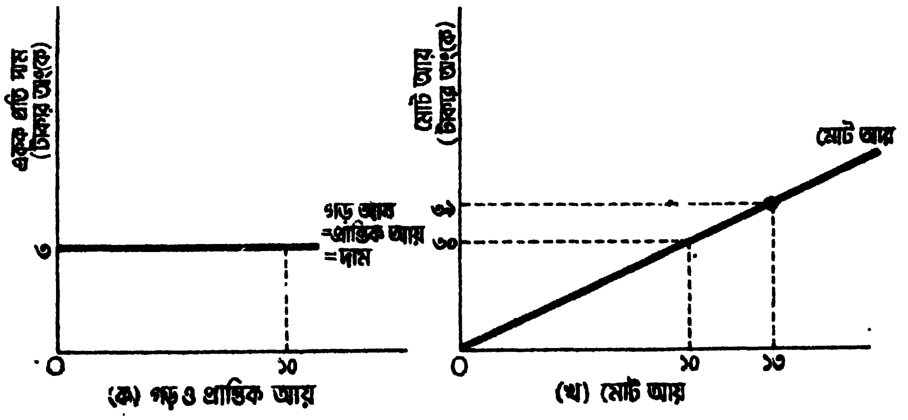
—অর্থাৎ, প্রতি কেজি গম বিক্রয় করিলে ইহার বিক্রয়লব্ধ আয় ৩ টাকা হইবে। এক্ষেত্রে দাম অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া প্রান্তিক আয় এবং গড় আয় ( অর্থাৎ মোট আয়÷বিক্রয়ের পরিমাণ ) উভয়ই হইল ৩ টাকা। সুতরাং ফার্মটি যে চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তাহাই হইল ইহার প্রান্তিক আয় রেখা ও গড় আয় রেখা উভয়ই। এই তিনটি রেখাই একে অপরের সহিত মিশিয়া যায়, কারণ দাম=গড় আয়=প্রান্তিক আয়। উপরের (ক) রেখাচিত্রে *Ped* সরলরেখাটি দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। উৎপন্নের ভেদ ঘটিলেও দাম, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অবশ্য উৎপন্নের ভেদের সহিত মোট আয়ের ভেদ ঘটে। যেহেতু দাম অপরিবর্তিত থাকে সেহেতু মোট আয় উৎপন্নের বা বিক্রয়ের সহিত প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

নিম্নের সারণিটিতে এক দাম-গ্রহীতার বিক্রয়লব্ধ আয়ের ধারণাগুলিকে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সারণি দ্বারা দেখান হইয়াছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্মটির উৎপন্নের পরিমাণ দ্রব্যটির দামকে প্রভাবান্বিত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্নের সকল স্তরে গড় ও প্রান্তিক আয় দ্রব্যটির বাজার-দামের সহিত সমান হইবে। এই কারণে একটি নির্দিষ্ট বাজার-দামে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা উভয়ই অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার রূপ ধারণ করে। ইহা উপরের (ক) রেখাচিত্রে দেখান হইল। ইহাকে নিম্নে ১৬.২ রেখাচিত্রে পৃথকভাবে দেখান হইয়াছে। পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যেহেতু ফার্মটি একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যতখুশী বিক্রয় করিতে পারে সেহেতু এই একই সমান্তরাল রেখা হইল ফার্মের চাহিদা রেখা।

**সারণি ১৬.২ : একটি দাম-গ্রহীতার বিক্রয়লব্ধ আয়ের তালিকা**

| বিক্রয়ের পরিমাণ ( একক ) q | দাম ( p ) | মোট আয় ( p×q ) | গড় আয় ( TR/q ) | প্রান্তিক আয় ( ΔTR/Δq ) |
|---|---|---|---|---|
| ১০ | ৩·০০ টাকা | ৩০·০০ টাকা | ৩·০০ টাকা | |
| | | | | ৩·০০ টাকা |
| ১১ | ৩·০০ „ | ৩৩·০০ „ | ৩·০০ „ | |
| | | | | ৩·০০ ,, |
| ১২ | ৩·০০ „ | ৩৬·০০ „ | ৩·০০ „ | |
| | | | | ৩·০০ ,, |
| ১৩ | ৩·০০ „ | ৩৯·০০ „ | ৩·০০ „ | |

প্রান্তিক আয়কে দুইটি লাইনের মধ্যবর্তী অংশে দেখান হইয়াছে কারণ বিক্রয়ের পরিমাণে সামান্য পরিবর্তন ঘটিলে ( যেমন ১১ হইতে ১২ একক ) ইহা মোট আয়ের পরিবর্তনকে পরিমাপ করে ( যেমন ৩৩ টাকা হইতে ৩৬ টাকা )।




রেখাচিত্র ১৬.২ : একটি দাম-গ্রহীতার আয় রেখাসমূহ

সুতরাং লিপসেকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, "যদি বাজার-দাম একটি ফার্মের উৎপন্নের পরিমাণের ভেদ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয় তাহা হইলে ফার্মটির চাহিদা রেখা, ইহার গড় আয় রেখা এবং ইহার প্রান্তিক আয় রেখা একে অপরের সহিত মিশিয়া যায়।"[১]

## ১৬.৫ ফার্ম ও শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য (Short-run Equilibrium Firm and Industry)

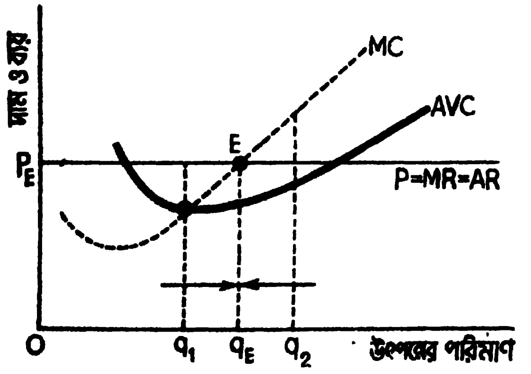
উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্য লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে পারি। প্রথমে আমরা ফার্মের ভারসাম্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিব। ইহার পর আমরা শিল্পের ভারসাম্যের অবস্থাকে বর্ণনা করিব। একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া পৃথকভাবে উহাদের ভারসাম্য লইয়া আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

### পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মের ভারসাম্য উৎপন্ন (Equilibrium output of a firm in perfect competition)

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্ম দাম-গ্রহীতা বলিয়া একমাত্র উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়া ইহা বাজারের বিভিন্ন অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। স্বল্পকালে ইহা কতকগুলি স্থির উপকরণ ব্যবহার করে এবং কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণগুলির পরিবর্তনসাধন করিয়াই ইহা উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। সুতরাং ফার্মের স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাগুলি ইহার উৎপাদন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যে-কোন মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্ম সর্বদা সেই স্তরে উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা করে যে স্তরে ইহার প্রান্তিক ব্যয় ইহার প্রান্তিক আয়ের সহিত সমান হয়। আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের চাহিদা ও প্রান্তিক আয় রেখা এক হইয়া যায় এবং একটি বিশেষ দামে এই সাধারণ (common) রেখাটি অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল একটি সরলরেখার রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং দ্রব্যটির দাম ফার্মের প্রান্তিক আয়ের সমান হয় এবং ইহা হইতে ইহা সহজেই অনুসৃত হয় যে একটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম ইহার প্রান্তিক ব্যয়কে সর্বদা দ্রব্যটির বাজার-দামের সহিত সমান করিবার প্রচেষ্টা করিবে (যতক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য বাজার-দাম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়)।

কি দামে একটি ফার্ম ইহার দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা বাজার দ্বারা নির্ধারণ হয়। এই দামের পরিপ্রেক্ষিতেই ফার্মটি উৎপন্নের এমন স্তর বাছিয়া লয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি (the trial and error method) দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে, যে স্তরে ইহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। উৎপন্নের এই স্তরে দ্রব্যটির দাম ইহার প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমান হয়। যদি দ্রব্যটির দাম বা উৎপাদন-ব্যয়ের কোন পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে এই ফার্মটি ক্রমাগত এই স্তরেই দ্রব্যটি উৎপাদন করিয়া চলিবে। ইহার কারণ ইহা বাজারের যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে সেই অবস্থায় ইহা অপেক্ষা কাম্য কোন স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থায় ফার্মটি স্বল্পকালীন ভারসাম্যে (short-run equlibrium) হইয়াছে বলা হয়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অধীনে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন




রেখাচিত্র ১৬.৩ : একটি প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্য

১. "If the market price is unaffected by variations in the firm's output the firm's demand curve, the average revenue curve and the marginal revenue curve coincide in the same horizontal line." R. G. Lipsey : *Positive Economics* (6th edn.)

ভারসাম্যের অবস্থাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন দ্রব্যটির দাম ইহার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় এবং যখন প্রান্তিক ব্যয় রেখা *MC* দ্রব্যটির দাম-রেখা $P_E P$-কে নিম্ন হইতে ছেদ করে, তখন ফার্মটি ইহার উৎপন্নের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইলে ইহার মুনাফা হ্রাস পাইবে। উৎপন্নের $Q_E$ স্তরে ইহাই হইয়াছে। এখানে $Q_E$ বিন্দুর ডানদিকে, যেমন $Q_2$ বিন্দুতে, দ্রব্যটির বাজার-দাম ইহার প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা কম এবং এই পর্যায়ে ফার্মটির পক্ষে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস করাই লাভজনক। সুতরাং ফার্মটির উৎপন্নের ভারসাম্য স্তর হইল $Q_E$।

লিপসের ভাষায় বলা যায়, **"একটি প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। ইহা মুনাফা-সর্বাধিক করার উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্নের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে যতক্ষণ না পর্যন্ত ইহা স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়কে দ্রব্যটির প্রচলিত বাজার-দামের সহিত সমান করিতে পারে। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির বাজার-দাম ফার্মটির ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই দেওয়া থাকে।"**[১]

এইরূপ অবস্থায় বাজার-দামটি দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলি দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম এই দামেই সাড়া দেয়। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে একটি ফার্ম বাজার-দামের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার যোগানের বা উৎপন্নের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া দ্রব্যটির মোট যোগানের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে সহায়তা করে। বস্তুত, বাজারের মোট চাহিদা রেখাটি দ্বারাই একটি ফার্মের আচরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের আচরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

**স্বল্পকালীন যোগান রেখাসমূহ ( Short-run Supply Curves )**

একটি দ্রব্যের যোগান রেখা দ্রব্যটির দাম ও ইহার যোগানের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক দেখায়। এখন প্রশ্ন হইল: একটি নির্দিষ্ট দামে একটি ফার্মের দিক দিয়া দ্রব্যটির কত পরিমাণ সরবরাহ করা বা যোগান দেওয়া সমীচীন হইবে? এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর প্রদান করিতে হইলে আমাদের অনুমান করিতে হইবে যে দ্রব্যটির একটি নির্দিষ্ট দাম দেওয়া আছে। এই বিশেষ দামে প্রতিটি ফার্ম কত পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক এই অনুমানের ভিত্তিতে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে।[২] ইহার পর অন্য একটি দাম অনুমান করিয়া এবং এই দামে একটি দ্রব্যের কত পরিমাণ যোগান দেওয়া হইবে পুনরায় তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমরা পরিশেষে সকল সম্ভবপর দামের কথা বিবেচনা করিয়া ফেলিব।

**একটি ফার্মের যোগান রেখা ( The supply curve of one firm )**

নিম্নের রেখাচিত্রে একটি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখা এবং চারটি বিকল্প চাহিদা রেখা দেখান হইয়াছে। ফার্মটির প্রান্তিক ব্যয় রেখা হইতে আমরা উৎপন্নের প্রতিটি স্তরে প্রান্তিক ব্যয় কি হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারি। ইহা হইতে আমরা ফার্মটির যোগান রেখা অংকন করিতে সক্ষম হইব। বস্তুত এই যোগান রেখাটি হইতে আমরা প্রতিটি দামে দ্রব্যটি কি পরিমাণে সরবরাহ করা হয় তাহা দেখিতে পাই।

**উৎপাদন-বন্ধকরণ বিন্দু ( Shutdown point ):** স্বল্পকালে একটি ফার্মের উদ্দেশ্য হইল মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে সংকুলান করা।[৩] সুতরাং যদি বাজার-দাম অন্তত গড় পরিবর্তনশীল

---

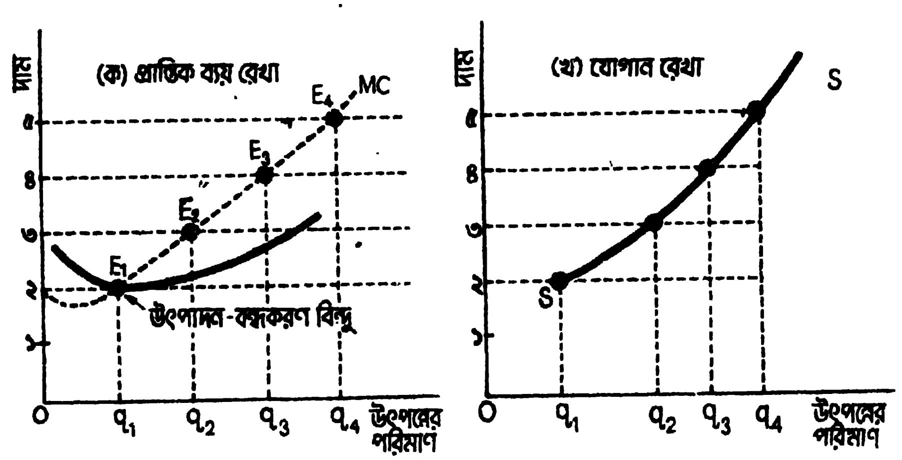
১. "The competitive firm is a more quantity adjuster. It pursues its goal of profit-maximization by increasing or decreasing quantity until it equates its short-run marginal cost with the prevailing price of its product—a price that is given to it by the market." R. G. Lipsey

২. বস্তুত যোগান রেখা প্রকৃত যোগানের পরিমাণ নির্দেশ করে না কাম্য যোগানের পরিমাণ ( desired quantity ) নির্দেশ করে।

৩. স্বল্পকালে একটি ফার্ম দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় সংকুলান করিতে পারাই যথেষ্ট মনে করে। অবশ্য ইহা এই আশা করিয়াই উৎপাদনকার্য চালাইয়া যায় যে দীর্ঘকালে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে স্থির ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হইবে।

ব্যয়ের সমান হয় তাহা হইলে ফার্মটি উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাইবে। কিন্তু বাজার-দাম যদি ইহা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের ন্যূনতম বিন্দুকে উৎপাদন-বন্ধকরণ বিন্দু ( shutdown point ) বলা হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের প্রথম সূত্র অনুসারে বাজার-দাম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে একটি ফার্ম কিছুই যোগান দিবে না—অর্থাৎ ইহা যদি উৎপাদন-বন্ধকরণ বিন্দুর নিম্নে অবস্থান করে তাহা হইলে ইহার যোগানের পরিমাণ শূন্য হইবে। দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে ফার্মটি দ্রব্যটির বাজার-দামের সহিত ইহার প্রান্তিক ব্যয়কে সমান করিবে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেহেতু দাম প্রান্তিক আয়ের সমান সেহেতু ইহার অর্থ হইল প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি। নিম্নের রেখাচিত্রে দ্রব্যটির দাম যখন ২ টাকা হইতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া ৩, ৪ এবং ৫ টাকায় দাঁড়ায় তখন ফার্মটি ইহার প্রান্তিক ব্যয় রেখার ঊর্ধ্বগামী অংশ ধরিয়া উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া $Q_1$ হইতে $Q_2$, $Q_2$ হইতে $Q_3$ এবং $Q_3$ হইতে $Q_4$ স্তরে লইয়া যাওয়ার প্রচেষ্টা করে। বাজার-দাম ২ টাকা অপেক্ষা কম হইলে, সংগত কারণেই উৎপন্নের পরিমাণ শূন্য হইবে। কারণ এই অবস্থায় একমাত্র উৎপাদন-বন্ধ করিয়াই ফার্মটি লোকসানের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইতে সক্ষম হইবে। এখানে $E_1$ হইল উৎপাদন-বন্ধকরণ বিন্দু, কারণ এই বিন্দুতে দ্রব্যটির বাজার-দাম ইহার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান। (খ) রেখাচিত্রে ফার্মটির যোগান রেখাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৬.৪ : একটি দাম-গ্রহীতার যোগান রেখা অংকন

উপরের আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে :

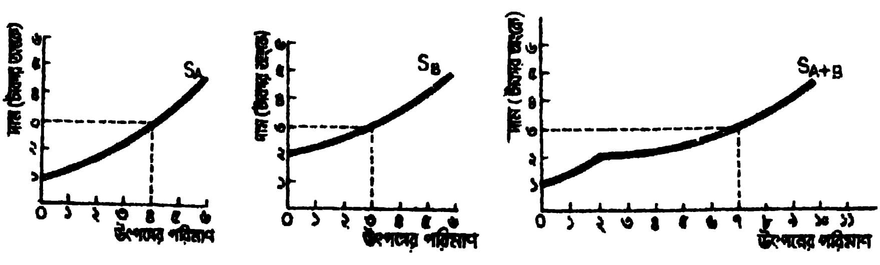
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখার যে অংশ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার উপর অবস্থান করে তাহাই হইল ইহার যোগান রেখা।[১] রেখাচিত্রে বিষয়টি পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

## একটি শিল্পের যোগান রেখা ( The supply curve of an industry )

নিম্নের রেখাচিত্রে মাত্র দুইটি ফার্মের যোগান রেখা হইতে একটি শিল্পের যোগান রেখা অংকন করা হইয়াছে। একটি দ্রব্যের বাজার-দাম ৩ টাকা হইলে ক ফার্মটি ৪ একক এবং খ ফার্মটি ৩ একক

১. "In perfect competition the segment of the firm's marginal cost curve that is above the AVC curve has the same slope as the firm's supply curve." R. G. Lipsey

দ্রব্য সরবরাহ করিবে। রেখাচিত্রটির শেষাংশে দেখান হইয়াছে যে ইহারা যৌথভাবে ৭ একক দ্রব্য সরবরাহ করিবে। যদি বাজারে কয়েক শতক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ঐ একই পদ্ধতি দ্বারা—অর্থাৎ উহাদের যোগান রেখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে যোগ করিয়া—আমরা শিল্পের যোগান রেখা অংকন করিতে পারি। অর্থাৎ যদি বাজারে একশটি ফার্ম থাকে এবং প্রতি ফার্মের উৎপন্নের পরিমাণ সমান হয় তাহা হইলে যে কোন একটি ফার্মের যোগান রেখাকে একশ গুণ বৃদ্ধি করিলেই বাজারের মোট যোগান রেখা পাওয়া যাইবে।




(i) ক-ফার্ম (ii) খ-ফার্ম (iii) ক ও খ-ফার্ম

রেখাচিত্র ১৬.৫ : এক শ্রেণীভুক্ত ফার্মসমূহের যোগান রেখা অংকন

উপরের রেখাচিত্রটির দিকে পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে একটি বিশেষ দামে একটি ফার্ম সর্বাধিক কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে ও যোগান দিবে তাহা ফার্মটির যোগান রেখা তাহারই নির্দেশক। অনুরূপভাবে শিল্পের যোগান রেখা দ্বারা একটি বিশেষ দামে সমস্ত ফার্মের উৎপন্নের যোগফল বা সমষ্টিকেই দেখান হয়। সুতরাং আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে :

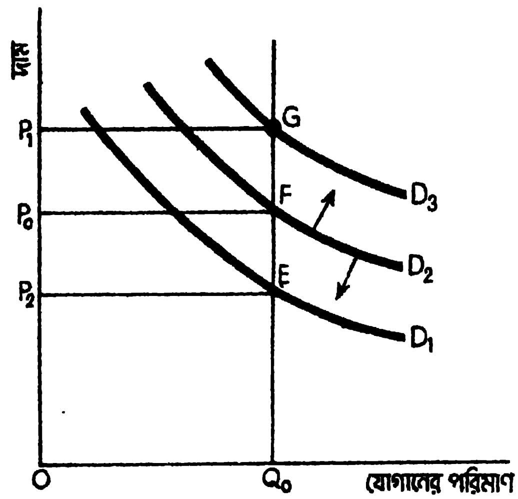
**একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের যোগান রেখা হইল এই শিল্পের অধীনস্থ সকল ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখার যোগফল মাত্র** ( *"The supply curve for a competitive industry is the horizontal sum of the marginal cost curves of all the individual firms in the industry."* R. G. Lipsey )।

এই যোগান রেখাটির মূল ভিত্তি হইল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা। এই রেখাটিই হইল শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখা। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা মূল্য-ব্যবস্থার একটি মূল উপাদান হিসাবে আমরা শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখাগুলিকে ব্যবহার করিয়াছিলাম। এই অধ্যায়ে একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে এই রেখাগুলিকে অংকন করিয়া দেখান হইল এবং কিভাবে এই রেখাগুলি প্রতিটি মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্মের স্বল্পকালীন আচরণের সহিত সম্পর্কিত তাহাও প্রতীয়মান হইল।

## বাজারকালে দাম নির্ধারণ ( Price determination in the Market Period )

অধ্যাপক মার্শাল স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল ব্যতীত অতি স্বল্পকালের বা বাজারকালের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে একটি দ্রব্যের যোগান নির্দিষ্ট থাকে। যেমন গড়িয়াহাটের বাজারে প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট পরিমাণ শাক-সব্জী যোগান দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যোগান রেখাটি উল্লম্ব ( vertical )—অর্থাৎ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক—হয়। ১৬.৬ রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম সম্পূর্ণভাবে চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা রেখাটি ডানদিকে

স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে দ্রব্যটির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে দ্রব্যটির চাহিদা হ্রাস পাইলে চাহিদা রেখাটি নিম্নে স্থান পরিবর্তন করে এবং দ্রব্যটির দাম হ্রাস পায়। সাধারণ বিবাহ বা উৎসবের সময় কলিকাতায় যে কোন বাজারে তরিতরকারী ও মাছের দাম ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে কোন দিন হঠাৎ হরতাল বা গোলমাল দেখা দিলে দাম ভীষণভাবে হ্রাস পায়।[১]




রেখাচিত্র ১৬.৬ : বাজারকালে দাম নির্ধারণ

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একমাত্র অতি স্বল্পকালেই মূল্য-ব্যবস্থার বণ্টনকারী ভূমিকাটি ( allocative function ) লক্ষ্য করা যায়। যে-সকল ভোক্তাগণ দ্রব্যটি ক্রয় করিতে সমর্থ কেবলমাত্র তাঁহারাই দ্রব্যটি ক্রয় করেন। অপর-দিকে বিক্রেতাগণ যে কোন দামে অথবা ভোক্তারা যে দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক সেই দামেই দ্রব্যটি বিক্রয় করেন। পূর্বেই উল্লেখকরা হইয়াছে যে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির কার্যকারিতার ফলে চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী হয় এবং চাহিদা রেখাটিই অতি স্বল্পকালে একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং বলা হয় অতি স্বল্পকালে একটি দ্রব্যের দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগ ( marginal utility ) দ্বারা নির্ধারিত হয়।[২]

**স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম নির্ধারণ ( The determination of short-run equilibrium price )**

একটি দ্রব্যের স্বল্পকালীন মোট চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা একত্র হইয়া দ্রব্যটির বাজার-দাম নির্ধারণ করে ( পঞ্চম অধ্যায় ) যদিও কোন ফার্ম একাকী বাজার-দামকে কোনভাবেই প্রভাবিত করিতে পারে না। কিন্তু শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের যৌথ কার্যকলাপ ( যাহাকে শিল্পের যোগান রেখা দ্বারা দেখান হয় ) এবং সকল পরিবারের যৌথ কার্যকলাপ ( যাহাকে শিল্পের চাহিদা রেখা দ্বারা দেখান হয় ) সম্মিলিতভাবে বাজার-দাম নির্ধারণ করে।

**এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারসাম্য দামে প্রতিটি ফার্মই দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ এইরূপভাবে স্থির করে যে ইহার প্রান্তিক ব্যয় বাজার দামের সমান হয় এবং স্বল্পকালে বাজার-দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন কোন ফার্মেরই উৎপন্নের পরিমাণ পরিবর্তনের কোন উদ্দেশ্য নাই। যেহেতু মোট চাহিদার পরিমাণ মোট যোগানের পরিমাণের সহিত সমান হয়, সেহেতু স্বল্পকালে বাজার-দাম পরিবর্তিত হইবার কোন কারণ নাই। এইরূপ অবস্থায় সমগ্র শিল্প এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ফার্মগুলি ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বলা যায়।**

**ফার্মের স্বল্পকালীন মুনাফালাভের সম্ভাবনা ( Short-run profitability of the firm )**

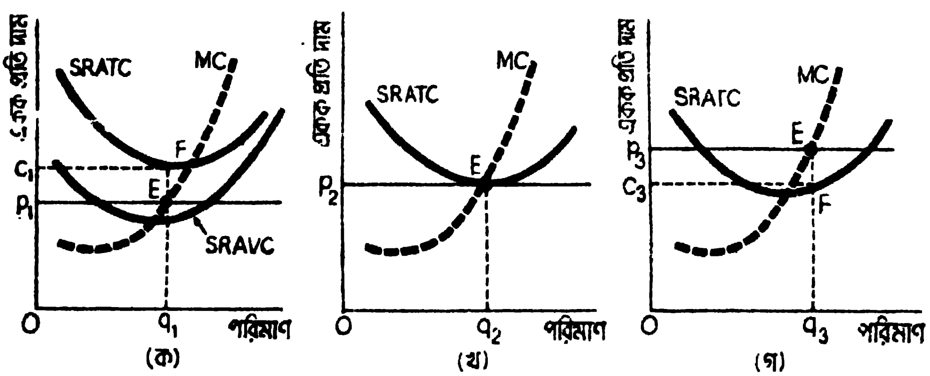
আমরা জানি যে যখন একটি শিল্প স্বল্পকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয় তখন একটি প্রতিযোগিতা-মূলক ফার্ম ( the competitive firm ) ইহার মুনাফা সর্বাধিক করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই

১. ১৯৮৪ সালে ৩১শে অক্টোবর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর সকল দোকান-পাট হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং পচনশীল দ্রব্য বিক্রেতাগণ জলের দামে দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন। ১৯৬৬ সালে ইডেন ময়দানে যখন ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করিয়া গোলমাল সুরু হয় তখনও মাঠের অভ্যন্তরে যাহারা দোকান দিয়াছিলেন তাঁহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

২. "In the market period, quantity is set by supply alone and ( given supply ) price is set by demand alone." E. Mansfild

মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কে এ-পর্যন্ত আমরা কোন ধারণা লাভ করি নাই। একটি ফার্মের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনকার্য সম্পন্ন করাই যথেষ্ট হয়। ইহা অবশ্যই জানা প্রয়োজন ইহা কত সুষ্ঠুভাবে এই কার্য সম্পাদন করিতেছে।

নিম্নের রেখাচিত্রে একটি ফার্ম স্বল্পকালীন ভারসাম্যে থাকাকালীন যে তিনটি সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে। ফার্মটির উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ তিনটি চিত্রেই অপরিবর্তিত আছে কিন্তু তিনটি চিত্রে তিনটি বিকল্প বাজার-দাম দেখান হইয়াছে। এই বাজার-দাম তিনটি হইল যথাক্রমে $OP_1$, $OP_2$ এবং $OP_3$। রেখাচিত্রটির প্রতিটি অংশেই $E$ হইল ভারসাম্য বিন্দু—যে বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়=প্রান্তিক আয়=দাম। যেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজার-দাম ফার্মটির স্বল্পকালীন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা অধিক সেহেতু $E$ বিন্দুতে ফার্মটি স্বল্পকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয়।




রেখাচিত্র ১৬.৭ : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের তিনটি বিকল্প স্বল্পকালীন ভারসাম্যের অবস্থা

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। নিম্নের সারণিটিতে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন উৎপন্নের পরিমাণ, ব্যয় ও বিক্রয়লব্ধ আয় দেখান হইয়াছে :

সারণি ১৬.৩ : নির্দিষ্ট দামে একটি ফার্মের ব্যয় ও আয়

| উৎপন্নের পরিমাণ (সংখ্যা) | দাম (টাকা) | মোট আয় (টাকা) | মোট স্থির ব্যয় (টাকা) | মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (টাকা) | মোট ব্যয় (টাকা) | মোট মুনাফা (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০ | ১০ | ০ | ১২ | ০ | ১২ | −১২ |
| ১ | ১০ | ১০ | ১২ | ২ | ১৪ | − ৪ |
| ২ | ১০ | ২০ | ১২ | ৩ | ১৫ | ৫ |
| ৩ | ১০ | ৩০ | ১২ | ৫ | ১৭ | ১৩ |
| ৪ | ১০ | ৪০ | ১২ | ৮ | ২০ | ২০ |
| ৫ | ১০ | ৫০ | ১২ | ১৩ | ২৫ | ২৫ |
| ৬ | ১০ | ৬০ | ১২ | ২৩ | ৩৫ | ২৫ |
| ৭ | ১০ | ৭০ | ১২ | ৩৮ | ৫০ | ২০ |
| ৮ | ১০ | ৮০ | ১২ | ৬৯ | ৮১ | − ১ |

দেখা যাইতেছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ৫ একক অথবা ৬ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলে ইহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এই বক্তব্যটির সত্যতা যাচাই করিবার জন্য নিম্নের সারণিটি পেশ করা হইল।

সারণি ১৬.৪ : প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়

| উৎপন্নের পরিমাণ ( সংখ্যা ) | প্রান্তিক আয় ( টাকা ) | প্রান্তিক ব্যয় ( টাকা ) |
|---|---|---|
| ১ | ১০ | ২ |
| ২ | ১০ | ১ |
| ৩ | ১০ | ২ |
| ৪ | ১০ | ৩ |
| ৫ | ১০ | ৫ |
| ৬ | ১০ | ১০ |
| ৭ | ১০ | ১৫ |
| ৮ | ১০ | ৩১ |

দেখা যাইতেছে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ৬ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলে ইহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইবে এবং এই স্তরে ইহার মোট মুনাফা সর্বাধিক ( অর্থাৎ ২৫ টাকা ) হইবে।

( কেবলমাত্র প্রথম বিন্দুটিতে এই রেখাটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখান হইয়াছে। অন্য চিত্র দুইটিতে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে $E$-ভারসাম্য বিন্দুতে বাজার-দাম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা অধিক। )

প্রথম চিত্রটিতে দাম হইল $OP_1$ এবং উৎপন্নের যে স্তরে মুনাফা সর্বাধিক হয় সে স্তরে গড় বা একক প্রতি ব্যয় হইল $OC_1$। এক্ষেত্রে ফার্মের একক প্রতি লোকসানের পরিমাণ হইল $P_1C_1$ এবং মোট লোকসানের পরিমাণকে আবৃত অংশ ( $P_1EFC_1$ ) দ্বারা দেখান হইয়াছে। উৎপন্নের পরিমাণকে ( $OQ_1$ ) একক প্রতি লোকসান দ্বারা গুণ করিয়া ইহাকে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্রটিতে বাজার-দাম হইল $OP_2$ এবং এক্ষেত্রে ফার্মটির পক্ষে $OQ_2$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া কেবলমাত্র মোট ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা বা লোকসান কোনটিই হয় না।

পরিশেষে তৃতীয় চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে বাজার-দাম হইল $OP_3$ এবং যে স্তরে ফার্মটি ভারসাম্যে উপনীত হয়—অর্থাৎ মুনাফা সর্বাধিক করিতে সমর্থ হয়—সে স্তরে একক প্রতি ব্যয় হইল $OC_3$। এক্ষেত্রে একক প্রতি অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ হইল $C_3P_3$ এবং মোট মুনাফাকে $C_3FEP_3$ এই আবৃত অংশটি দ্বারা দেখান হইয়াছে।

স্বল্পকালে এই তিনটি সম্ভাবনাই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফার্মটি মুনাফা সর্বাধিক করিতেছে বলা যায়। বাজার-দাম ও স্বল্পকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের স্তর পূর্বনির্দিষ্ট থাকিলে ফার্মটির এইরূপ আচরণই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বস্তুত, প্রথম চিত্রতে ফার্মটি লোকসানকে ন্যূনতম করিতেছে। কিন্তু স্বল্পকালে লোকসানকে ন্যূনতম করিবার অপর একটি নাম হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা। দীর্ঘকালে অবশ্য কোন ফার্মই লোকসান দিয়া উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাইবে না। ফলে ইহার আচরণের সামান্য পার্থক্য দেখা দিবে। এখন প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দীর্ঘকালীন আচরণ লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

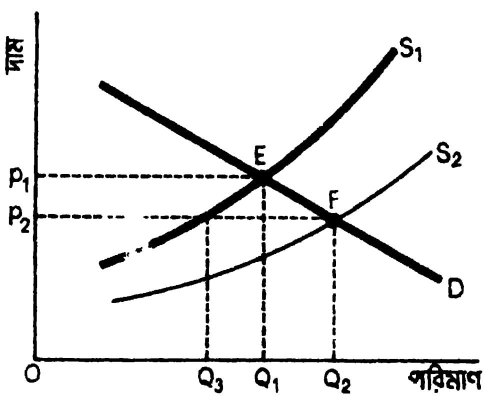
## ১৬.৬ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ( Long-run Equilibrium )

**দীর্ঘকালের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ( The long-run in outline )**

উৎপাদন-ব্যয়ের ও উৎপাদন অপেক্ষকের আলোচনার সময় আমরা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছি। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের মূল বিষয় হইল

শিল্পে অনুপ্রবেশ ও শিল্প ত্যাগ। আমরা দেখিয়াছি যে যখন কার্মগুলি স্বল্পকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয় তখন তাহারা মুনাফা লাভ করিতে পারে অথবা লোকসানের সম্মুখীন হইতে পারে অথবা লাভ ও লোকসান উভয়কে এড়াইয়া সমবস্থা বিন্দুতে (break-even point) অবস্থান করিতে পারে। যেহেতু উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে মূলধনের সুযোগ-ব্যয় ধরা থাকে সেহেতু যে কার্মগুলি সমাবস্থায় থাকে তাহারা মূলধনের সুযোগ ব্যয়কে সংকুলান করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ, তাহারা খোলা বাজারে মূলধন খাটাইয়া যে প্রতিদান পাইতে সক্ষম হইত উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিয়া সেই একই প্রতিদান লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং এই কার্মগুলির মধ্যে শিল্প ছাড়িয়া যাওয়ার কোন প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে নূতন কার্মের মধ্যেও এই শিল্পে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে কোন উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক কারণ এই শিল্পে মূলধন হইতে যে প্রতিদান লাভ করা হইতেছে অন্যান্য শিল্পে মূলধন হইতে এই একই পরিমাণ প্রতিদান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু যদি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কার্মগুলি স্বল্পকালে অতিরিক্ত মুনাফা[১] অর্জন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে এই মুনাফার ভাগ বসাইবার জন্য নূতন কার্ম (অর্থাৎ নূতন মূলধন) শিল্পে অনুপ্রবেশ করিবে। অপরদিকে যদি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কার্মগুলির স্বল্পকালে লাভের পরিবর্তে লোকসান হয় তাহা হইলে মুনাফা লাভের আশায় ইহারা মূলধনকে এই শিল্প হইতে সরাইয়া অন্যত্র লইয়া যাইবে। বিষয়টি লইয়া এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

যদি শিল্পের অন্তর্গত সকল কার্ম বা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ১৬.৭ রেখাচিত্রের (গ অংশে অবস্থান করে তাহা হইলে তাহারা সকলেই স্বল্পকালে অতিরিক্ত মূলধন অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। এই মুনাফা দ্বারা আকর্ষিত হইয়া নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্পে অনুপ্রবেশ করিবে। ধরা যাউক, বাজারে ৯০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এবং এই অতিরিক্ত মুনাফার আকর্ষণে আরও ১৫টি প্রতিষ্ঠান শিল্পে যোগদান করিল। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা হইবে ১০৫ এবং ঐ একই বাজার-দামে দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা ও যোগান দেওয়া হইবে। ইহার ফলে বাজারের স্বল্পকালীন যোগান রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। এক্ষেত্রে যদি চাহিদা রেখাটি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে পূর্বের ভারসাম্য দামটি আর বজায় থাকিবে না। স্বভাবতই দ্রব্যটির বাজার-দাম হ্রাস পাইবে এবং নূতন ও পুরাতন সকল কার্মকেই এই নূতন দামের পরিপ্রেক্ষিতে




রেখাচিত্র ১৬.৮ : যোগান রেখার উপর নূতন কার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশের ফল

তাহাদের উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে। উপরের রেখাচিত্রে ইহাই ব্যাখ্যা করা করা হইয়াছে। এখানে $OP_1$ হইল দ্রব্যটির স্বল্পকালীন বাজার-দাম এবং $OQ_1$ হইল দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ দাম। স্বল্পকালীন যোগান রেখা ($S_1$, এবং চাহিদা রেখার ($D$) ছেদ বিন্দুতেই—অর্থাৎ $E$ বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটে এবং এই দাম নির্ধারিত হয়। যদি দীর্ঘকালে যোগান রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে (অর্থাৎ এক্ষেত্রে $S_2$ হয়) তাহা হইলে বাজার-দাম $OP_1$ হইতে হ্রাস পাইয়া $OP_2$ হইবে। শিল্পে নূতন কার্ম অনুপ্রবেশের পূর্বে এই দামে মাত্র $OQ_3$ পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হইত। এখন নূতন কার্মগুলি $Q_3$-$Q_2$ পরিমাণ অতিরিক্ত দ্রব্য যোগান দিবে।

---

১. অতিরিক্ত মুনাফা বলিতে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে সকল ব্যয় (যাহার মধ্যে মূলধনের সুযোগ-ব্যয়কেও ধরা হয়) বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকেই বুঝায়।

যতক্ষণ না পর্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নূতন ফার্ম শিল্পে অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। কিন্তু বাজার-দাম যদি ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে তাহা হইলে ইহা এক সময়ে অবশ্যই গড় ব্যয়ের সহিত সমান হইবে এবং এই স্তরে অতিরিক্ত মুনাফা বলিয়া কিছু থাকিবে না। ফলে নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ফার্মের মোট আয় মোট ব্যয়ের সমান হইবে এবং প্রতিটি ফার্মই লিপসের ভাষায় 'শূন্য মুনাফা ভারসাম্যে' (zero-profit equilibrium) উপনীত হইবে। ১৬.৭ রেখাচিত্রের (খ)-অংশে ইহা দেখান হইয়াছে। এই চিত্রের *E* বিন্দুতে সকল ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটিবে। ইহাকে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন 'দীর্ঘকালীন সমবস্থা বিন্দু (the long-run break-even point) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিন্দুতে লাভ বা লোকসান কোনটিই হয় না। প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় বাজার-দামের সমান হয় বলিয়া প্রতিটি ফার্মের ক্ষেত্রেই একই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় একটি ফার্মের পক্ষে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা (যাহাকে আমরা মূলধনের ও অন্যান্য উপকরণের সুযোগ-ব্যয় বলিয়া এ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছি) লাভ করাই সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে **প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে মুনাফাই নূতন ফার্মগুলিকে শিল্পে অনুপ্রবেশের জন্য পতাকা উত্তোলন করে; ফলে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে, বাজার-দাম হ্রাস পায় এবং এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরাতন ও নূতন সকল ফার্মের মুনাফাই শূন্যে পরিণত হয়।**

যদি সকল ফার্মগুলির অবস্থা ১৬.৭ রেখাচিত্রের (ক)-অংশের মত হয় তাহা হইলে তাহাদের সকলেরই লোকসান হইবে। এই অবস্থায় সকল ফার্মই কেবলমাত্র তাহাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় সংকুলান করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উহাদের মূলধনের উপর প্রতিদান ইহার সুযোগ-ব্যয় অপেক্ষা কম হইবে। অর্থাৎ, উহাদের পক্ষে মোট ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হইবে না। ইহাই হইল শিল্প ত্যাগ করিবার পতাকা। সুতরাং মূলধনকে এই শিল্প হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করাই লাভজনক বিবেচিত হইবে। কারখানা ও যন্ত্রপাতি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে কিন্তু ইহাদের সরাইয়া নূতন কারখানা ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হইবে না। ফলে শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে এবং ফলে বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে। মূলধন ক্রমাগত শিল্প ত্যাগ করিতে থাকিবে। ফলে বাজার-দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাজার-দাম এরূপ স্তরে উপনীত হয় যেখানে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট ফার্মগুলির পক্ষে তাহাদের মোট ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ১৬.৭ রেখাচিত্রের (গ)-অংশে শূন্য-মুনাফা ভারসাম্যে উপনীত হয়। এই স্তরে শিল্প ত্যাগ বন্ধ হইয়া যাইবে।

সুতরাং এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে:

**একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লোকসান দেখা দিলে মূলধন শিল্প ত্যাগ করিবে; শিল্পের সংকোচন ঘটিবে, বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অবশিষ্ট ফার্মগুলি তাহাদের মোট ব্যয়কে সংকুলান করিতে সমর্থ হয়।**

বস্তুত, মুনাফাই অর্থ-ব্যবস্থার নানা শিল্পের মধ্যে মূলধন বন্টন করিবার কার্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের আচরণে ইহা সহজেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

## পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন আচরণ (The Long-run Behaviour of Perfectly Competitive Industry)

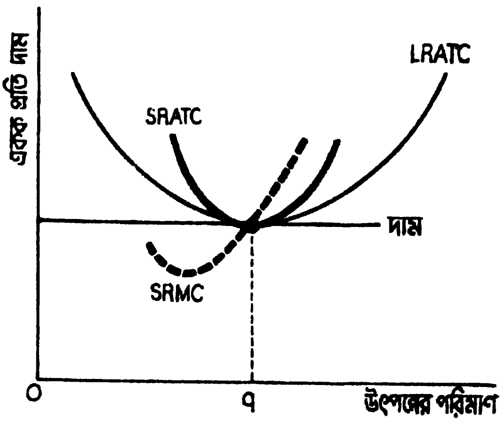
এ পর্যন্ত আমরা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা এই ধরনের বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন আচরণ বিশ্লেষণ করিব।

যখন একটি ফার্ম ও সমগ্র শিল্প দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয় তখন কোন একটি ফার্মের পক্ষে কোন স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পরিবর্তনসাধন করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এই প্রয়োজনীয়তাটিকে তিনটি পৃথক পৃথক শর্তের মাধ্যমে বিবৃত করা যায় :

(১) কোন ফার্মই ইহার উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হইবে না ; স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়কে দামের সহিত অবশ্যই সমান হইতে হইবে।

(২) প্রতিটি ফার্মের মুনাফার পরিমাণ শূন্য হইবে। ইহার অর্থ হইল এই যে প্রতিটি ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয়কে অবশ্যই বাজার-দামের সহিত সমান হইতে হইবে। অর্থাৎ, প্রতিটি ফার্মের অবস্থা হইবে (খ) রেখাচিত্রে বর্ণিত ফার্মের মত।

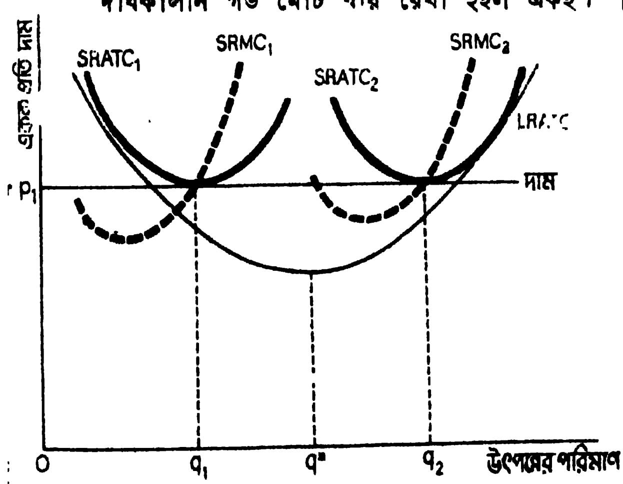
(৩) ভিন্ন আয়তনের কারখানা স্থাপন করিয়া কোন ফার্মের পক্ষেই মুনাফা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইহার অর্থ হইল এই যে প্রতিটি ফার্মকেই উহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের নিম্নতম বিন্দুতে উৎপাদন করিতে হইবে।




রেখাচিত্র ১৬.৯ : শিল্প দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে থাকাকালীন একটি ফার্মের ভারসাম্য

এই শর্ত তিনটিকে একত্র করার অর্থ হইল এই যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মগুলির অবস্থা হইবে পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে বর্ণিত ফার্মের মত। এখানে ফার্মটি ইহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার ন্যূনতম বিন্দুতে উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতেছে।

এ পর্যন্ত আমরা প্রথম দুইটি শর্তের সত্যতা যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। এখন আমরা তৃতীয় শর্তটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। নিম্নের রেখাচিত্রে আমরা দুইটি ফার্মকে দেখাইয়াছি যাহাদের দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয় রেখা হইল একই। কিন্তু একটি ফার্মের কারখানার আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া ইহার গড় ব্যয় রেখা হইল $SRATC_1$। কিন্তু অন্য ফার্মটির কারখানার আয়তন বৃহৎ বলিয়া ইহার গড় ব্যয় রেখা হইল $SRATC_2$। যখন বাজার-দাম $OP_1$ হয় এবং ইহা $MC$ এবং $ATC$-র সহিত সমান হয় তখন দুইটি ফার্মই স্বল্পকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয় এবং এই অবস্থায় উহাদের উৎপন্নের পরিমাণ হইল যথাক্রমে $OQ_1$ এবং $OQ_2$। কিন্তু কোন ফার্মই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয় না। কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া প্রথম ফার্মটি মুনাফা বৃদ্ধি করিতে পারে (এবং ইহার ফলে $LRATC$ রেখা ধরিয়া নিম্নে ও ডানদিকে গমন করিতে পারে)। দ্বিতীয় ফার্মটি একটি ক্ষুদ্রায়তনের কারখানা স্থাপন করিয়া মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে (এবং ইহার ফলে $LRATC$ রেখাটি ধরিয়া নিম্নে ও বাঁদিকে গমন করিতে পারে)। সুতরাং যখনই পুরাতন কারখানাটি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় অকেজো হইয়া যায় তখনই প্রতিটি ফার্ম ইহার পুরাতন কারখানাটি ত্যাগ করিয়া ভিন্ন আকারের একটি নূতন কারখানা স্থাপন করিতে পারে। এখানে ক্ষুদ্রায়তনের ফার্মটির দিক হইতে কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করা এবং ইহার মাধ্যমে মোট গড় ব্যয়কে হ্রাস করা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অপরদিকে বৃহদাকারের ফার্মটির দিক হইতে ক্ষুদ্রায়তনের একটি কারখানা স্থাপন করা এবং




রেখাচিত্র ১৬.১০ : একটি প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন বনাম দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

ইহার মাধ্যমে গড় মোট ব্যয়কে হ্রাস করাই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু ফার্মটি হইল দামগ্রহীতা সেহেতু উপরে বর্ণিত যে কোন পরিবর্তনের ফলেই ইহার মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং বলা যায়:

**একটি দাম-গ্রহীতা তখনই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ইহা ইহার দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে উৎপাদন করে।**

অর্থাৎ উপরের রেখাচিত্র দুইটিতে ফার্মটিকে অবশ্যই *Q* বিন্দুতে দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে।

## শিল্পের ভারসাম্য ( Industry Equilibrium )

একটি শিল্প বলিতে সকল ফার্মকে বুঝায়—ইহা হইল একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল ফার্মের গুচ্ছ মাত্র। সুতরাং একটি শিল্পকে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উপনীত হইতে হইলে ইহার অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মকেই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে অবস্থান করিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল এই যে যখন একটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক শিল্প দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে থাকে তখন ইহার অন্তর্ভুক্ত ফার্মগুলিকেই এমন একটি দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে হইবে যে দাম ইহাদের সকলের ন্যূনতম স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়ের সমান হয়—অর্থাৎ উহাদের সকলকে অবশ্যই ১৬.১০ রেখাচিত্রের মত শূন্য-মুনাফা ভারসাম্যে ( zero-profit equilibrium ) অবস্থান করিতে হইবে। ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখাকে[১] অবশ্যই এই বিশেষ দামে বাজারের চাহিদা রেখাকে ছেদ করিতে হইবে।

## চাহিদার পরিবর্তন ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের উপর ইহার প্রভাব ( A change in demand and its effect on a perfectly competitive industry )

এখন ধরা যাউক দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। ফলে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইয়া চাহিদার সহিত শিল্পের স্বল্পকালীন চাহিদার সমতা সৃষ্টি করিবে। এক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি ফার্মের স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় পুনরায় দামের সহিত সমান হয় ততক্ষণ ইহা উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলিবে। দ্রব্য-মূল্যের বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি ফার্ম মুনাফা লাভ করিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই মুনাফার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত নূতন ফার্মগুলি শিল্পে অনুপ্রবেশ করিতে উৎসাহিত হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল ফার্মগুলি পুনরায় কেবলমাত্র গড় মোট ব্যয় সংকুলান করিতে সমর্থ হইতেছে ততক্ষণ নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশ চলিতেই থাকিবে। স্মরণ করা যাইতে পারে যে:

(১) চাহিদা বৃদ্ধির স্বল্পকালীন ফল হইল দ্রব্য মূল্য ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

(২) চাহিদা বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন ফল হইল পুনরায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস।

এখন চাহিদা হ্রাসের কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। আলোচনার সুরুতে আমরা ধরিয়া লই যে সকল ফার্মগুলি ও ফলে সমগ্র শিল্পটি দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে। ১৬.৯ রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে যদি দ্রব্যটির মোট চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলে চাহিদা রেখাটি বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে এবং দ্রব্যটির বাজার-দাম হ্রাস পাইবে। ইহার দুইটি সম্ভাব্য ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) প্রথমত, চাহিদা হ্রাসের ফলে দাম হ্রাস পাইয়া *ATC* অপেক্ষা কম হয় কিন্তু *AVC* অপেক্ষা অধিক হয়। এক্ষেত্রে ফার্মগুলির অবস্থা হইল ১৬.৭ (ক) রেখাচিত্রের মত। ইহা কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় সংকুলান করিতে এবং মূলধন হইতে সামান্য কিছু প্রতিদান লাভ করিতে পারে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ইহারা কারখানা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন চালাইয়া যাইবে। কিন্তু ইহাদের পক্ষে মূলধনকে প্রতিস্থাপন না করাই যুক্তিযুক্ত। এই কারণে যখনই ক্ষয়ক্ষতির ফলে পুরাতন মূলধন দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায় তখন ইহার পরিবর্তে নূতন মূলধন ব্যবহার করা হয় না। ইহার অর্থ হইল এই যে, যে সকল ফার্ম মূলধন দ্রব্যকে প্রতিস্থাপন করা লাভজনক মনে করে না তাহারা শিল্প

১. উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বল্পকালীন যোগান রেখার সাহায্যে প্রতিটি বাজার-দামে সকল ফার্মগুলি মোট কি পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করে তাহাই দেখান হয়।

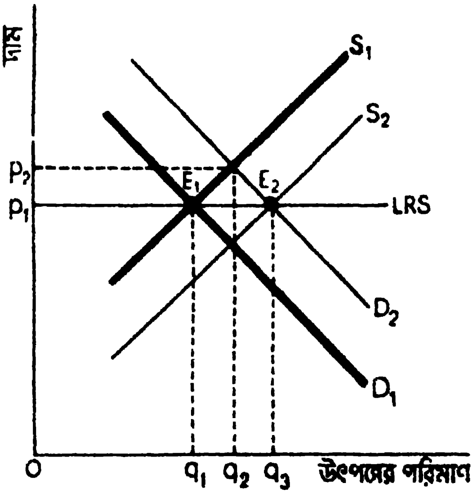
ত্যাগ করে। যখনই কিছু ফার্ম শিল্প ত্যাগ করে তখনই বাজারের স্বল্পকালীন যোগান রেখা বাঁদিকে সরিয়া যায় এবং ফলে বাজার-দাম বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিল্পের অন্তর্গত অন্যান্য ফার্মগুলি তাহাদের মোট ব্যয় সংকুলান করিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা চলিতে থাকে। এই স্তরেই একমাত্র মূলধন দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি হইলে ইহাকে প্রতিস্থাপন করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই অবস্থায় ফার্মগুলির শিল্প ত্যাগ বন্ধ হয়।

(২) এখন একটি দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, দ্রব্যটির চাহিদা এইরূপ দ্রুত হ্রাস পাইল যে ইহার ফল হিসাবে দ্রব্যটির দাম ইহার গড় পরিবর্তনশীল অপেক্ষা স্বল্প হইয়া দাঁড়াইল। এখন ফার্মগুলির পক্ষে পরিবর্তনশীল ব্যয় সংকুলান করাও সম্ভব নয়। ফলে কয়েকটি ফার্ম তৎক্ষণাৎ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। অর্থাৎ, শিল্প হইতে মূলধন স্থানান্তরিত করা হইবে। মোট উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইলে দ্রব্যটির দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে ( অর্থাৎ মূলধন শিল্প হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্গত হইতে থাকিবে ) যতক্ষণ পর্যন্ত না অবশিষ্ট ফার্মগুলি—অর্থাৎ যে ফার্মগুলি টিকিয়া থাকে—উহাদের গড় পরিবর্তন ব্যয় সংকুলান করিতে সমর্থ হন। যখনই দ্রব্যটির বাজার-দাম ফার্মগুলির গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান হয় তখনই ফার্মগুলির শিল্প ত্যাগ বন্ধ হইয়া যায়।

**১৬.৭ শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা ( The long-run industry supply curve )**

উপরে বর্ণিত চাহিদার পরিবর্তনের ফলে শিল্পে সম্ভাব্য পরিবর্তনকে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখার সাহায্যে দেখান হয়। এই রেখার সাহায্যে দুইটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখান হয়। প্রথমটি হইল দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম এবং দ্বিতীয়টি হইল শিল্প ক্ষেত্রে নূতন ফার্মের যোগদান অথবা শিল্প হইতে পুরাতন ফার্মের নির্গমনের পরে এই দামে ফার্মগুলি কি পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে ইচ্ছুক।

বাজার-দামের পরিবর্তনের ফলে উপকরণসমূহের দামেও পরিবর্তন ঘটে। যখন উপকরণসমূহের দামের পরিবর্তন দ্বারা প্রণোদিত পরিবর্তনগুলিকে ( induced changes ) বিবেচনা করা হয়, তখন ঊর্ধ্বগামী, নিম্নগামী অথবা সমান্তরাল এই তিন প্রকার দীর্ঘকালীন যোগান রেখার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিনটি সম্ভাবনাকে নিম্নের রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৬.১১ : সমান্তরাল যোগান রেখা

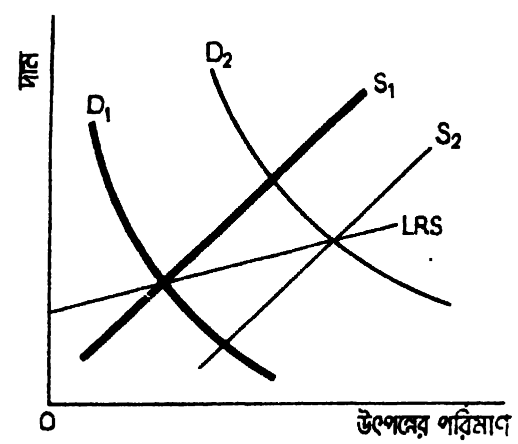
যখন স্বল্পকালীন যোগান রেখা ধরিয়া শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে তখন দেখা যায় যে চাহিদা রেখাটি $D_1$ হইতে $D_2$-তে সরিয়া গেলে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইয়া $OP_2$ হয়। ফলে ফার্মগুলি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে এবং শিল্পে নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশ সুরু হয়। ইহার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া স্বল্পকালীন যোগান রেখা $S_1$ হইতে সরিয়া $S_2$ হয়। এক্ষেত্রে যোগান বৃদ্ধি চাহিদার বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত করে বলিয়া বাজার-দামের কোনই পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং দীর্ঘকালীন যোগান রেখা $LRS$ ধরিয়া অপরিবর্তিত ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে।

উপরের রেখাচিত্রে দীর্ঘকালীন যোগান রেখাটি হইল অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা। ইহার অর্থ হইল একই দামে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া চাহিদা মিটাইবার জন্য যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব। এই শর্তাবলীগুলি কেবলমাত্র তখনই পরিপূরিত হয় যখন সমগ্র শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে উপকরণসমূহের বাজার-দামে কোন পরিবর্তন ঘটে না। যে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা অনুভূমিক

অক্ষের সমান্তরাল (অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়) তাহাকে অপরিবর্তনীয় ব্যয়-সংক্রান্ত শিল্প (constant cost industry) বলা হয়। কিন্তু সর্বদাই এরূপ ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। নিম্নে অন্যান্য দুইটি সম্ভাবনার কথাও বিবেচনা করা হইয়াছে।

**উপকরণসমূহের পরিবর্তনশীল দাম ও ঊর্ধ্বমুখী দীর্ঘকালীন যোগান রেখা (Changing factor prices and rising long-run supply curves)**

যখন একটি শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে তখন ইহার প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত উপকরণসমূহের। এই সকল উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ইহাদের বাজার-দামও বৃদ্ধি পায়। শিল্পের উৎপন্নের স্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে যদি উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপাদকগণকে এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হয় বলিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। যখনই শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে, স্বল্পকালীন যোগান রেখা ডানদিকে সরিয়া যায় কিন্তু উপকরণসমূহের দাম বৃদ্ধির ফলে ফার্মগুলির গড় মোট ব্যয় রেখাগুলি উপরের দিকে সরিয়া যায়। শিল্পের সম্প্রসারণ তখনই বন্ধ হয় যখন দ্রব্যটির দাম শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ফার্মগুলির ন্যূনতম দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয়ের সমান হয়। শিল্প সম্প্রসারণের পূর্বে যে বাজার-দাম প্রচলিত ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক দামেই ইহা ঘটে। পার্শ্বের রেখাচিত্রে ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৬.১২ : ঊর্ধ্বমুখী যোগান রেখা

দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্পের ক্ষেত্রেই সাধারণত ইহা ঘটে। যে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাকে একটি ক্রমবর্ধমান ব্যয়মুখী শিল্প (a rising cost industry) আখ্যা দেওয়া হয়।

**দীর্ঘকালীন যোগান রেখা কি নিম্নমুখী হইতে পারে? (Can the long-run supply curve decline?)**

এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি যে দীর্ঘকালীন যোগান রেখা হয় সমান্তরাল অথবা ঊর্ধ্বমুখী হইবে। কিন্তু ইহা কি কখনই নিম্নমুখী হইতে পারে? এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় উৎপন্ন বৃদ্ধির ফলে যদি বাজার-দাম হ্রাস পায় তাহা হইলেই একমাত্র ইহা সম্ভব।

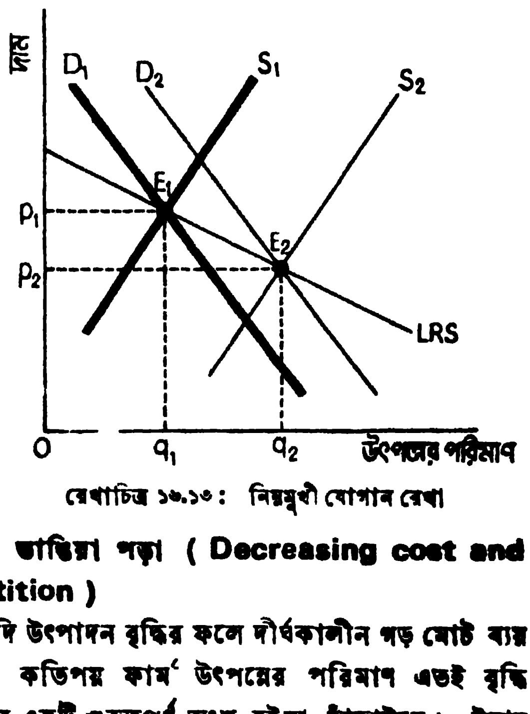
উপরের প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায় যে দীর্ঘকালে যোগান রেখাটি অবশ্যই নিম্নমুখী হইতে পারে যদি শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলির নূতন ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের এবং শ্রমের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের অধিক সুযোগ থাকে। ইহার ফলে অধিক দক্ষতা অর্জন করিয়া ফার্মগুলি স্বল্প ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে, কারণ দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে প্রতিটি ফার্মই দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে বিচরণ করে। যদি একটি ফার্মের পক্ষে বৃহদায়তনের ও আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত একটি কারখানা স্থাপন করিয়া ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হইত তাহা হইলে ইহা চাহিদা বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা না করিয়া এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। যেহেতু একটি ফার্ম প্রচলিত বাজার-দামে যতখুশী দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হ্রাস পায় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার পক্ষে উৎপাদনের আয়তন সম্প্রসারণ করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইত।

অবশ্য একটি বিশেষ কারণে দীর্ঘকালীন যোগান রেখা নিম্নমুখী হইতে পারে। যদি শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে কয়েকটি উপকরণের বাজার-দাম হ্রাস পায় তাহা হইলেই এইরূপ ঘটিতে পারে। ইহা ঘটিলে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ফার্মগুলির ব্যয় রেখা নিম্নে স্থান পরিবর্তন করে।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মোটরগাড়ী শিল্পের সম্প্রসারণের প্রাথমিক স্তরে সাধারণত ইহা ঘটে। যখনই মোটরগাড়ী উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন টায়ারের চাহিদা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে রবারের চাহিদা ও দাম উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা ডানলপ, জে. কে., মোদি ইত্যাদি টায়ার প্রস্তুতকারী ফার্মগুলিকে বৃহদায়তনের কারখানা স্থাপনের ও টায়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদানের সুফল ভোগের সুযোগ আনিয়া দেয়। ইহার ফলে রবারের দাম বৃদ্ধিকে নিরস্ত করিয়াও বহু দামে টায়ার সরবরাহ করা যায়। ফলে মোটরগাড়ীর দামও হ্রাস পাইতে থাকিবে (কারণ টায়ার হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ)।

ধরা যাউক, একটি শিল্পের দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রব্যটির দাম ও উৎপাদকগণের মুনাফা উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু শিল্পের সম্প্রসারণ পর্যাপ্ত হওয়ায় এবং ইহার ফল হিসাবে উপকরণসমূহের দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে ব্যয় রেখাগুলিও পূর্বের তুলনায় নিচে অবস্থান করিবে। ফলে দ্রব্যটির দাম হ্রাস পাইয়া প্রাথমিক স্তরে চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ফার্মগুলি মুনাফা লাভ করিতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাজার দাম প্রতিটি ফার্মের নূতন নিম্নস্তরের দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয় রেখার সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকিবে।

নিম্নের রেখাচিত্রে অবস্থাটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে $E_1$ হইল আসল ভারসাম্য বিন্দু। এখন যদি দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা রেখাটি $C_1$ হইতে সরিয়া $D_2$-তে চলিয়া যায় তাহা হইলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে এর যোগান রেখাটি $S_1$ হইতে সরিয়া $S_2$ হইবে। ফলে $E_1$ পরিবর্তে $E_2$ বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য ঘটিবে। এক্ষেত্রে নূতন দাম হইল $OP_2$ যাহা পুরাতন দাম $OP_1$ অপেক্ষা কম। ইহার কারণ উপকরণসমূহের দাম হ্রাসের ফলে পূর্বাপেক্ষা কম দামে এখন ফার্মগুলির পক্ষে ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হইবে। যে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা নিম্নমুখী হয় তাহাকে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্প (a decreasing-cost industry) আখ্যা দেওয়া হয়।




রেখাচিত্র ১৬.১৩ : নিম্নমুখী যোগান রেখা

## ১৬.৮ ক্রমহ্রাসমান ব্যয় এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ভাঙিয়া পড়া (Decreasing cost and the breakdown of perfect competition)

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন উল্লেখ করিয়াছেন যে যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে তাহা হইলে একটি অথবা কতিপয় ফার্ম উৎপন্নের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি করিবে যে ইহা বা ইহারা শিল্পের উৎপন্নের বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার ফলে তিন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে :

(১) প্রথমত একটি ফার্ম সমগ্র বাজারটি দখল করিয়া একচেটিয়া কারবারীর রূপ গ্রহণ করিতে পারে [ পরবর্তী অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে ]।

(২) দ্বিতীয়ত মুষ্টিমেয় কয়েকটি ফার্ম একত্রে বাজারে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা 'অলিগোপলি'র অস্তিত্ব দেখিতে পাইব।

(৩) পরিশেষে অসংখ্য ফার্ম বাজারের ভাগ লইয়া নিজেদের মধ্যে দাম যুদ্ধে (price wars) অবতীর্ণ হইতে পারে। একটি ফার্ম দাম কমাইলে প্রতিযোগী ফার্মগুলি অনুরূপভাবে দাম কমাইয়া প্রথম ফার্মের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে সচেষ্ট হইবে। এক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞাপন ব্যয়, মোড়কের ব্যবহার, দ্রব্য সরবরাহের পরবর্তী স্তরে সেবা কার্য সম্পাদন (after sales service) ইত্যাদির অস্তিত্ব দেখিতে

পাইব। এইরূপ অবস্থায় আমরা প্রতিটি ফার্মেরই বাজার-দামের উপর সামান্য প্রভাব দেখিতে পাইব এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মূল অনুমাণগুলি ( যেমন, সমজাতীয় দ্রব্য, দাম-গ্রহণকারী ফার্ম এবং সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা, ইত্যাদি ) লঙ্ঘিত হইবে।

এইরূপ অবস্থায় শিল্পের ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী ভারসাম্যের ( stable equilibrium ) কথা চিন্তাই করা যায় না।

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। আমরা দেখিব যে একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্বের একটি মূল কারণ হইল ক্রমবর্ধমান হারে আয়তনজনিত প্রতিদান।

## পরিশিষ্ট

**বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম ( Market Price & Normal Price )**

এ পর্যন্ত আমরা দেখিলাম কিভাবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তিনটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় :

(১) চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হইল এই মূল ধারণাটি যে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বাজার-দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ ভারসাম্যের দিকে ধাবিত হয়।

(২) বাজার-দামের মধ্যে ভোক্তা ও উৎপাদকগণের ক্রয়বিক্রয়ের আগ্রহ প্রতিফলিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের উন্মুক্ত কার্যকলাপের ফলে আপনা হইতেই ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়।

(৩) যদি একবার ভারসাম্য দামগুলি নির্ধারিত হয় তাহা হইলে ইহাদের পরিবর্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না যদি না অবশ্য চাহিদা ও যোগান নির্ধারণকারী বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটে।

এখন এই শেষোক্ত বিষয়টি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। বাস্তব জগতে ভারসাম্য দামটির অস্তিত্ব কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আসল দামটি—অর্থাৎ যে দামটির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কখনই ভারসাম্য দামের সমান হয় না। যে বিষয়গুলির কার্যকলাপের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় সেগুলি সদা পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া উহাদের ফল হিসাবে ভারসাম্য দামও পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই কারণে অর্থবিদ্যাবিদ মার্শাল দুই ধরনের দামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন: বাজার-দাম ( market price ) এবং স্বাভাবিক দাম ( normal price )।

**বাজার দাম হইল সেই দাম একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক দাম হইল সেই ভারসাম্য দাম যে দামের দিকে বাজার-দাম সর্বদা ধাবিত হয় কিন্তু ইহার স্তরে কখনই উপনীত হইতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিক দামকে একটি গতিশীল ভারসাম্য দাম ( a dynamic equilibrium price ) বলিয়া গণ্য করা যায়।**[১]

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মুহূর্তকালে দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও উপযোগ দ্বারা। কিন্তু দীর্ঘকালে দাম নির্ধারিত হয় উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একটি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন ইহারকোন উপযোগ না থাকিলে কেহই ইহাকে ক্রয় করিবে না। অনুরূপভাবে বলা যায় একটি দ্রব্যের উপযোগ যাহাই হউক না কেন দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া যদি ইহার উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে দ্রব্যটি কেহই উৎপাদন করিতে আগ্রহী

---

[১] "The *market price* is the actual price that prevails in a market at any particular moment. The *normal price* is the equilibrium price toward which the market price is always tending but may never reach. Normal price may thus be viewed as a dynamic equilibrium price." M. H. Spenser

হইবে না। সুতরাং বলা যায় যে উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয় এই দুইটি বিষয় হইল কোন দ্রব্যের দামের যৌথ নির্ধারক ( joint determinants of value )।[১]

## সংক্ষিপ্তসার

১. পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা হইল বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। ইহার সহিত নিখুঁত প্রতিযোগিতার সামান্য তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

২. পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে যেমন বহুসংখ্যক ক্রেতা ও ফার্মের অস্তিত্ব, একটি সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, যে কোন ফার্মের শিল্পত্যাগ ও শিল্পে অনুপ্রবেশের সুযোগ এবং সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা।

৩. এইরূপ বাজারে একটি দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় বলিয়া যে কোন ফার্ম একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যতখুশী বিক্রয় করিতে পারে। দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয় না। এই কারণে গড় আয় রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা অভিন্ন হয়।

৪. এইরূপ বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা একটি দ্রব্যের বাজার-দাম নির্ধারিত হয় এবং সকল ফার্মকেই এই প্রচলিত দামকে মানিয়া লইতে হয়। এই কারণে একটি ফার্ম দাম-গ্রহীতা হিসাবে কার্য করে। উৎপন্নের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়াই ইহা মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে।

৫. প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি করিয়াই একটি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে।

৬. স্বল্পকালে একটি ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে অথবা লোকসানের সম্মুখীন হইতে পারে। যদি স্বল্পকালে ফার্মটির লোকসানের পরিমাণ অত্যধিক হয় তাহা হইলে ইহা দীর্ঘকালে শিল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। অপরদিকে স্বল্পকালে ফার্ম মুনাফা অর্জনে সক্ষম হইলে দীর্ঘকালে নূতন ফার্ম শিল্পে অনুপ্রবেশ করিবে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দীর্ঘকালীন বাজার-দাম দ্রব্যটির গড় ব্যয়ের সহিত সমান হয়। এই অবস্থায় সকল ফার্মই ভারসাম্যে উপনীত হইবে এবং কোন ফার্মের পক্ষেই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইবে না। এই অবস্থায় একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্প ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বলা যায়। অর্থাৎ প্রতিটি ফার্মকে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

৭. এই ধরনের বাজারে দীর্ঘকালে একটি ফার্ম ন্যূনতম ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপাদন করে। ইহার কারণ সমান্তরাল চাহিদা রেখাটি U-আকৃতির ব্যয় রেখাকে ইহার সর্বনিম্ন বিন্দুতেই স্পর্শ করিতে পারে।

৮. যদি কোন একটি ফার্ম বা কতিপয় ফার্ম অতি দক্ষ হয় এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান লাভ করে তাহা হইলে ইহার বা ইহাদের উৎপন্নের কোন সীমা থাকিবে না। ফলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অর্থাৎ একটি অথবা কতিপয় দাম-গ্রহীতা দাম-স্রষ্টায় রূপান্তরিত হইবে এবং জন্মলাভ করিবে একচেটিয়া কারবার অথবা অলিগোপলি। সুতরাং ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদানের সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সমন্বয়সাধন সম্ভব নয়।

## প্রশ্নাবলী

১. পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলি বিচার কর। দীর্ঘকালে একটি ফার্ম কোন অবস্থায় শিল্প ত্যাগ করে? [ B. U. B. A. 1985 ]

২. পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা লিখ। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলি আলোচনা কর। [ B. U. B. Com. 1985 ]

৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে সর্বোচ্চ লাভ সংগ্রহকারী একটি উৎপাদক সংস্থার ভারসাম্যের অবস্থা বর্ণনা কর। [ C. U. B. A. 1983 ]

৪. পূর্ণ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে? বাজারে কখন অপূর্ণ প্রতিযোগিতার উপস্থিতি দেখা যায় বর্ণনা কর। [ C. U. B. A. 1982 ]

৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী যোগান রেখা কিরূপে নির্ধারিত হয়। [ C. U. B. A. 1981 ]

৬. পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা কখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়? পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উৎপাদন ও মূল্য নির্ণয়ে যে নীতিসমূহে অনুসরণ করে সেইগুলির ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. Com. 1980 ]

---

১. এই প্রসংগে Stonier & Hegue : *A Textbook of Economic Theory* দ্রষ্টব্য।

৭. (ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতার শর্তগুলি কি কি ?

(খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের চাহিদা-রেখা কেন অনুভূমিক এবং একচেটিয়া কারবারীর ক্ষেত্রে নিম্নাভিমুখী হয় ?

(গ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম ও একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে গড় আয় প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি ?

[ N. B. U. B. A. 1985 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


১. L. C. Atkinson : *Economics* ( Irwin 1982 )

২. R. L. Byrns and G. W. Stone : *Economics* ( Scott, Foresman & Co., 1981 )

৩. James E. Brown and H. A. Wolts : *Economics : Principles and Practices* ( Charles E. Merrill Publishing Co., Ohio, 1971)

# ১৭ | একচেটিয়া কারবারের তত্ত্ব
## ( The Theory of Monopoly )

১. *"Monopoly is a great enemy to good management."* Adam Smith

২. *"Monopoly is a fascinating form of economic organization. It is a firm but also an industry."* P. W. Barkley

একচেটিয়া কারবার হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ঠিক বিপরীত অবস্থা। যখন একটি শিল্প মাত্র একটি ফার্মে অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তখন ইহাকে একচেটিয়া কারবার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। একচেটিয়া কারবারে মাত্র একটি ফার্ম শিল্পের সমগ্র যোগানটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।[১] সুতরাং বাজারে প্রতিযোগিতা বলিয়া কিছু নাই। টেলিফোন কোম্পানী, জলসরবরাহকারী সংস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা, ইত্যাদি হইল ইহার উদাহরণ।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমগ্র শিল্পের তুলনায় একটি ফার্মের আয়তন এতই ক্ষুদ্র যে ইহা বাজারের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অর্থাৎ একটি ফার্ম নিজস্ব উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া বাজার-দামে কোনই পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অপরদিকে একজন একটি একচেটিয়া কারবারী সংস্থা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা আছে। উৎপাদন হ্রাস করিয়া ইহা বাজার-দাম বৃদ্ধি করিতে পারে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ইহা বাজার-দাম হ্রাস করিতে পারে। অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারী হইল দাম-স্রষ্টা ( price maker )। এখন প্রশ্ন হইল কি করিয়া একটি বিশেষ শিল্পের উৎপত্তি হয় ?

### ১৭.১ একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্বের কারণ ( Reasons for Monopoly )

একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তির চারিটি কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় :

**(১) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের একচেটিয়া মালিকানা ( Sole ownership of a basic raw material ) :** প্রথমত একটি ফার্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের—যে উপকরণটি একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়—সমগ্র যোগানটিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এ্যালুমিনিয়ম শিল্পের অবস্থা আলোচনা করিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। এ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুত করিতে হইলে প্রয়োজন হয় বক্সাইটের এবং বহুদিন ধরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র বক্সাইটের যোগানই একটি কোম্পানী দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ হইত। কোম্পানীটির নাম হইল The Aluminium Company of America ( Alcoa )। মূলত এই কারণেই বহুদিন ধরিয়া Alcoa-ই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ্যালুমিনিয়মের একমাত্র উৎপাদক।

**(২) ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান ( Increasing returns ) :** দ্বিতীয়ত যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড় ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হইবে। ( এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। )

একটি শিল্পে প্রতিষ্ঠিত একটি ফার্মের পক্ষে বহুল ব্যয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কারখানা স্থাপন করিয়া আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব। ফলে ইহার পক্ষে স্বল্প দামে একটি দ্রব্য

---

১. "A monopoly is a situation where there is a single source of supply." E. Mansfield

বাজারে ছাড়িয়া মুনাফা লাভ করা সম্ভব। মূলত এই কারণেই নূতন কোন ফার্ম এই শিল্পে অনুপ্রবেশ করিতে ভয় পায়।[১]

উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন হ্রাস পাইবার ফলে যে একচেটিয়া কারবারের জন্ম হয় তাহাকে স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবার ( natural monopoly ) বলা হয়। যখন কোন শিল্পে স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তখন জনসাধারণ দাবী করেন যে ইহাকে জনস্বার্থে যেন সরকার নিয়ন্ত্রণ করে।

**(৩) পেটেন্ট ( Patent ) :** তৃতীয়ত বহু সময় একটি বিশেষ ফার্মকে সরকারী সনদে একটি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ কতকগুলি মূল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বা বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়।[২] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনের মাধ্যমে এইরূপ সুযোগ সৃষ্টি দেওয়া হয় যাহাতে কোন দ্রব্যের আবিষ্কর্তা ৭০ বৎসর ধরিয়া দ্রব্যটি উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতে পারে। প্রতিযোগীদের দূরে সরাইয়া রাখার ক্ষেত্রে পেটেন্টগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, Alcoa কোম্পানী বহুকাল ধরিয়া এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করিবার জন্য যে-সকল মূল প্রক্রিয়াগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলির ক্ষেত্রে পেটেন্ট লাভ করিয়াছিল। অবশ্য এই পদ্ধতির একটি মূল ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। একজন প্রতিযোগী দ্রব্যটি বা দ্রব্যটির উৎপাদন পদ্ধতিটি সরাসরি অনুকরণ না করিয়া অনেকটা ঐ ধরনের একটি দ্রব্য বা উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারে এবং সরকার দ্রব্যটিকে পেটেন্ট দ্বারা সংরক্ষণ করিতে পারে।

**(৪) সরকারী ভোট ( Government franchise ) :** পরিশেষে সরকার কোন সংস্থা ভোটের মাধ্যমে একটি ফার্মকে একটি বিশেষ অঞ্চলে কোন একটি দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করিতে পারে। ইহার পরিবর্তে সরকার দ্রব্য বা সেবাটির দাম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইহার আচরণ ও কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

## ১৭.২ একচেটিয়া কারবারীর চাহিদা রেখা ( The demand curve of a monopolist )

আমরা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্য যতখুশী বিক্রয় করিতে পারে কারণ দ্রব্যটির চাহিদা হইল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। এই কারণে গড় রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে দ্রব্যটির চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক না হওয়ায় একই দামে দ্রব্যটিকে যতখুশী বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে দ্রব্যটির দাম হ্রাস করিতে হয়। ইহার ফলে মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে কিনা তাহা মূলত নির্ভর করে দ্রব্যটির চাহিদার প্রকৃতির—অর্থাৎ ইহার স্থিতিস্থাপকতার—উপর। নিম্নে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রান্তিক আয় হইল দামবৃদ্ধির পূর্বের ও পরের মোট আয়ের পরিবর্তন মাত্র। যেখানে চাহিদা ( অর্থাৎ গড় আয় ) রেখা নিম্নমুখী সেখানে দাম ($P$) প্রান্তিক আয়ের ($MR$) অধিক হয়। এখন আমরা দেখিব যে দাম হ্রাস পাইলে ও বিক্রয় বৃদ্ধি পাইলে প্রান্তিক আয় ধনাত্মক না ঋণাত্মক হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার উপর। দামের পরিবর্তন ( $-\Delta P$ ) এবং বিক্রয়ের পরিবর্তনের ( $\Delta Q$ ) ফলে মোট আয়ের যে পরিবর্তন হয় তাহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

---

১. "Monopolies may also arise because of economies of scale. The established firm may retain a monopoly through a cost advantage because it can produce at a lower cost than could any new, and necessarily smaller, competitor." R. G. Lipsey

২. "A firm may acquire a monopoly over the production of a good by having patents on the product or on certain basic processes that are used in its production." E. Mansfield

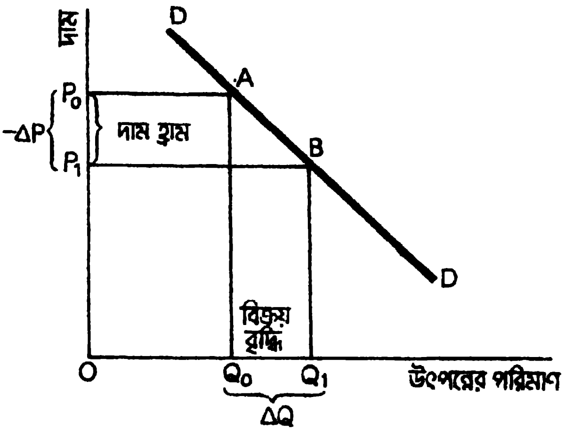
$$TR = pq$$

$$\Delta TR = (p+\Delta p)(q+\Delta q) - pq$$

$$= \underbrace{p\Delta q}_{\text{বিক্রয় বৃদ্ধি-জনিত লাভ}} + \underbrace{q\Delta p}_{\text{দাম হ্রাস-জনিত ক্ষতি}} + \underbrace{\Delta p\Delta q}_{\text{বিক্রয় বৃদ্ধিজনিত লাভ ও দাম হ্রাসজনিত ক্ষতির ঘাত-প্রতিঘাত}}$$

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে এই বিষয়টিকেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

যেহেতু একটি মোনোপলি ফার্ম হইল এক একটি দ্রব্যের একক উৎপাদক, সেহেতু ইহা যে চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তাহা হইল বাজারের মোট চাহিদা রেখা। অতএব ইহা সহজেই অনুমেয় যে ফার্ম উৎপাদনের পরিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণও ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে এবং এক্ষেত্রে ফার্মের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ( the firm's elasticity of demand ) ও বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ( the market elasticity of demand ) একই হইবে।




রেখাচিত্র ১৭.১ : মনোপলি ফার্মের চাহিদা রেখা

একচেটিয়া কারবারে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে দ্রব্যটির দাম হ্রাস করিতে হয়। ফলে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় উভয়ই হ্রাস পায়। কিন্তু প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা দ্রুতগতিতে হ্রাস পায়। ফলে চাহিদা রেখা বা গড় আয় রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা উভয়ই নিম্নমুখী হয়। কিন্তু প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নিম্নে অবস্থান করে। ফলে এই দুইটি রেখার মধ্যে যে উল্লম্ব দূরত্ব ( vertical distance ) সৃষ্টি হয় তাহা দ্বারা একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রার ( the degree of monopoly power ) পরিমাপ করা হয়।

## ১৭.৩ গড় আয়ের সহিত প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক ( The relation between average revenue and marginal revenue )

নিম্নের সারণিতে একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে একজন একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ও গড় আয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। ধরা যাউক যে একচেটিয়া কারবারী প্রতিদিন ২ টাকা দামে ১০০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। এক্ষেত্রে ফার্মটির মোট আয় ছিল ২০০ টাকা। ইহার পর ফার্মটির বিক্রয়ের পরিমাণ প্রতিদিন মাত্র একক বৃদ্ধি করিলে ইহাকে দাম কমাইতে হয়। দ্রব্যটির দাম হ্রাস পাইয়া একক প্রতি ১.৯৯ টাকা হইলে ফার্মটির মোট আয় হইবে ২০০.৯০ টাকা। যেহেতু

সারণি ১৭.১ : বিভিন্ন দামে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক

| দাম ( টাকা ) | দৈনিক বিক্রয়ের পরিমাণ | মোট আয় | গড় আয় ( =দাম ) | প্রান্তিক আয় |
|---|---|---|---|---|
| ২.০০ | ১০০ | ২০০ | ২ ০০ | |
| | | | | ০.৯৯ |
| ১.৯৯ | ১০১ | ২০০.৯৯ | ১.৯৯ | |
| | | | | —০.০৫ |
| ১.৯৭ | ১০২ | ২০০.৯৪ | ১.৯৭ | |

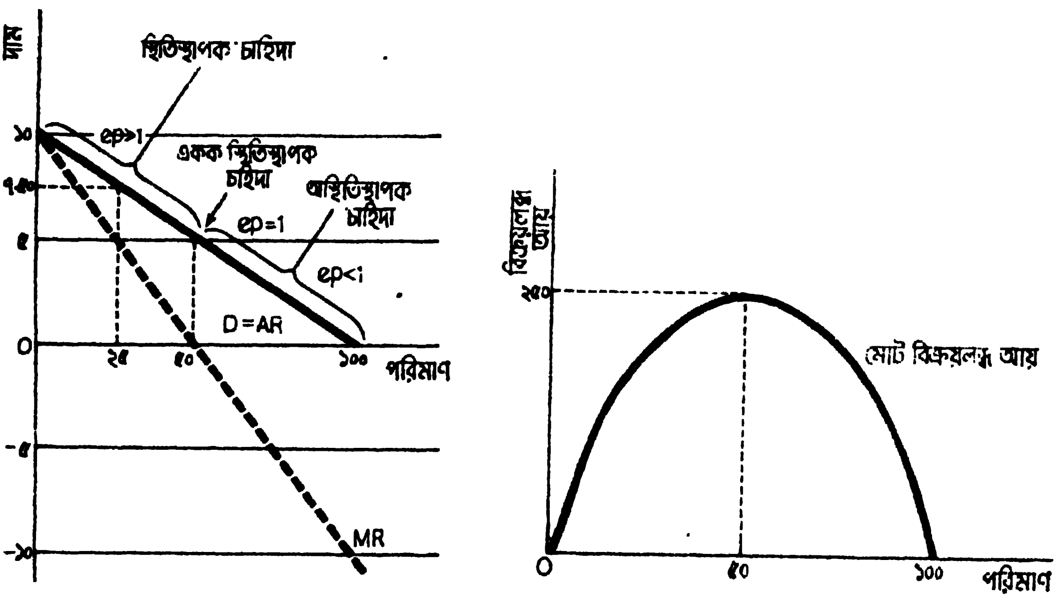
প্রতিটি এককই এখন স্বল্প দামে—অর্থাৎ ১ টাকার পরিবর্তে ৯৯ পয়সায় বিক্রীত হয় সেহেতু মোট আয় অতি সামান্যই বৃদ্ধি পায়।[১] এক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ০.৯৯ টাকা। ইহাই হইল প্রান্তিক আয়।

যেহেতু একচেটিয়া কারবারীর চাহিদা রেখা হইল বাজারের সমগ্র চাহিদা রেখা সেহেতু ইহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহিত মোট আয়ের সম্পর্ক কিরূপ হইবে তাহা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে। একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে যে (১) যদি মোট চাহিদা রেখাটি স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে দাম হ্রাসের ও বিক্রয় বৃদ্ধির ফলে একচেটিয়া কারবারীর মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে (১৫৬ পৃষ্ঠা)।

(২) অপরদিকে যদি মোট চাহিদা রেখাটি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে দাম হ্রাস বা বিক্রয় বৃদ্ধি পাইলে একচেটিয়া কারবারীর মোট আয় হ্রাস পাইবে।

দাম হ্রাস করার ফলে যদি মোট আয় হ্রাস পায় তাহা হইলে মোট আয় ঋণাত্মক (negative) হইবে। উপরের সারণিটিতে ইহাও দেখান হইয়াছে।

উপরের সারণিটিতে প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের রেখাচিত্রে একটি একচেটিয়া কারবারীর চাহিদা রেখাকে অংকন করা হইয়াছে। ১৭.১ রেখাচিত্রের চাহিদা রেখার উপর ভিত্তি করিয়া ১৭.২ রেখাচিত্রের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রান্তিক আয় রেখা ও মোট আয় রেখা অংকন করা হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৭.২ : প্রান্তিক আয় রেখা ও মোট আয় রেখা

এই চাহিদা রেখাটির সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটির কত পরিমাণ বিক্রয় করা যায় তাহা দেখান হইয়াছে। প্রান্তিক আয় রেখাটির সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে মোট আয়ের কি পরিবর্তন হয় তাহা দেখান হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন বিক্রয়ের পরিমাণ হইল ২৫ একক তখন দ্রব্যটির দাম হইল ৭.৫০ টাকা এবং প্রান্তিক আয় হইল ৫ টাকা। ইহার অর্থ হইল ২৫-তম এককটি বিক্রয় করা হইলে ফার্মের মোট আয় ৫ টাকা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক এবং আমরা জানি যে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে দাম হ্রাস পাওয়ার অর্থ হইল মোট আয় বৃদ্ধি পাওয়া। যখন বিক্রয়ের পরিমাণ হইল ৫০ একক, তখন প্রান্তিক আয় হইল শূন্য। এই

১. এক্ষেত্রে প্রতিটি একক ১ টাকার পরিবর্তে ৯৯ পয়সায় বিক্রয় করা হয় বলিয়া মোট আয় ১ টাকা হ্রাস পায়। অন্যদিকে দ্রব্যটির অতিরিক্ত একটি একক বিক্রয় করার ফলে ফার্মের আয় ১ টাকা বৃদ্ধি পায়। ফলে লোকসান হয় মাত্র ১ পয়সা।

স্তরে চাহিদা হইল একক স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ শেষের এককটি একটি বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয় বলিয়া যে লোকসান হয় তাহা দ্রব্যটির দামের সহিত সমান। কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ যদি ৫০ একক হইতে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট আয় হ্রাস পায় এবং ফলে প্রান্তিক আয় ধনাত্মক হয়। এই অবস্থায় চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে একটি দ্রব্যের দাম পাওয়ার অর্থ হইল মোট আয় হ্রাস পাওয়া।

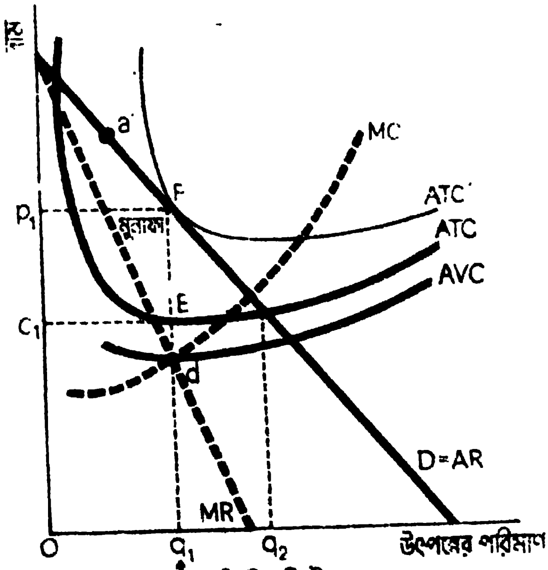
## ১৭.৪ একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য (The equilibrium of a monopolist)

একচেটিয়া কারবারের আওতায় ফার্মের মুনাফা তখনই সর্বাধিক হয় যখন প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। ধরা যাউক, একচেটিয়া কারবারী ২ একক দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। এই স্তরে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিলে ইহার প্রান্তিক ব্যয় হইবে মাত্র ২০ টাকা। কিন্তু দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করিলে ইহার প্রান্তিক আয় হইবে ১০০ টাকা। ফলে ইহা ৮০ টাকা অতিরিক্ত নীট মুনাফা হিসাবে লাভ করিতে সক্ষম হইবে। উপরের সারণিটির পঞ্চম স্তম্ভে ইহাই দেখান হইয়াছে।

সুতরাং যখন প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তখন উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা যায়; অনুরূপভাবে যখন প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হয় তখন উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস করিয়াই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা যায়। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে কেবলমাত্র যখন প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমান হয় তখন উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া কোন অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা যায় না। উৎপন্নের এই স্তরে মুনাফা সর্বাধিক হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। (এ প্রসংগে পূর্বেই সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে)।

নিম্নের রেখাচিত্র ও সারণিতে ইহাই দেখান হইয়াছে। ফার্মের ব্যয় রেখার আকৃতি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারে প্রকৃতি একই প্রকার হয়। কেবলমাত্র চাহিদার শর্তাবলীর ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের উৎপন্নের চাহিদা রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু একটি মনোপলি ফার্ম একটি নিম্নগামী চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়। নিম্নের রেখাচিত্রে উৎপন্নের ভারসাম্য হইল $OQ_1$। কারণ উৎপন্নের এই স্তরে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। চাহিদা রেখা হইতে ভারসাম্য দাম, অর্থাৎ যে দামে ফার্মটি $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তাহা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম হইল $OP_1$।

এই প্রসংগে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে:




রেখাচিত্র ১৭.৩ : মুনাফা-সর্বাধিকীকারী উৎপন্ন

(১) যখন একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্যে উপনীত হয় তখন প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয়; (২) প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে তলা হইতে ছেদ করে; এবং (৩) দাম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়।

**সারণি ১৭.২ : একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা-সর্বাধিকীকারী উৎপন্ন**

| (১) উৎপন্নের পরিমাণ | (২) দাম | (৩) মোট আয় | (৪) মোট ব্যয় | (৫) মোট মুনাফা | (৬) প্রান্তিক আয় | (৭) প্রান্তিক ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০ | ২০০ | ০ | ১৪৫ | −১৪৫ | | |
| ১ | ১৮০ | ১৮০ | ১৭৫ | +৫ | +১৮০ | ৩০ |
| ২ | ১৬০ | ৩২০ | ২০০ | +১২০ | +১৪০ | ২৫ |
| ৩ | ১৪০ | ৪২০ | ২২০ | +২০০ | +১০০ | ২০ |
| ৪ | ১২০ | ৪৮০ | ২৫০ | +২৩০ | +৬০ +২০ > ৮০ | ৩০ ৫০ > ৮০ |
| ৫ | ১০০ | ৫০০ | ৩০০ | +২০০ | | |
| ৬ | ৮০ | ৪৮০ | ৩৭০ | +১১০ | −২০ | ৭০ |
| ৭ | ৬০ | ৪২০ | ৪৬০ | −৪০ | −৬০ | ৯০ |
| ৮ | ৪০ | ৩২০ | ৫৭০ | −২৫০ | −১০০ | ১১০ |

এক্ষেত্রে মোট মুনাফাকে আবৃত চতুর্ভুজ ( $p_1c_1EF$ ) দ্বারা দেখান হইয়াছে। একক প্রতি মুনাফা ( অর্থাৎ গড় আয় $OP_1$ এবং গড় ব্যয় $OC_1$-এর ব্যবধান ) হইল $EF$ এবং ইহাকে উৎপন্নের ( বা বিক্রয়ের ) পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়াই আমরা মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করি।

## ১৭.৫ দুইটি ভ্রান্তি ( Two Misconceptions )

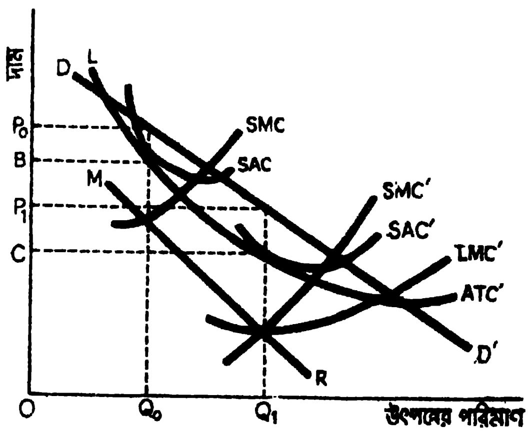
এই স্তরে মনোপলি মুনাফা সম্পর্কে দুইটি ভুল ধারণা বর্জন করা প্রয়োজন। প্রথমত মনে রাখিতে হইবে যে স্বল্পকালে একচেটিয়া কারবারী যে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবেই এমন কোন গ্যারান্টি নাই। যদি মোট গড় ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় এবং অন্যান্য সকল রেখা অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে মুনাফার পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিবে। উপরের রেখাচিত্রে যখন ইহা $ATC'$ স্থানে সরিয়া যায় যেখানে ইহা চাহিদা রেখাকে স্পর্শ করে সেখানে উৎপন্নের পরিমাণ $OQ_1$ এবং একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা শূন্য হয়। উৎপন্নের অন্যান্য সকল স্তরে লোকসান হয়। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয়ের সমতার সূত্রটি আমাদের শুধু এই কথাটি বলিয়া দেয় যে যখন ফার্মটির গড় মোট রেখা হইল $TC'$ তখন ফার্মটির পক্ষে কেবলমাত্র $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করাই কাম্য। ইহা অপেক্ষা সামান্য স্বল্প বা সামান্য অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিলেই ইহা লোকসানের সম্মুখীন হইবে। এমনকি গড় মোট ব্যয় রেখা চাহিদা রেখার ঊর্ধ্বে অবস্থান করিলেও স্বল্পকালে একটি ফার্মের পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাওয়া সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা চাহিদা রেখার নিম্নে অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় ফার্মটি গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা অধিক দাম ধার্য করিয়া ইহার স্বল্পকালীন লোকসানের পরিমাণ ন্যূনতম করিতে প্রচেষ্টা করিতে পারে। সমস্ত স্থির উপকরণগুলি ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা এই পদ্ধতি অবলম্বন করা নিঃসন্দেহে কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মনোপলি মুনাফা সম্পর্কে যে দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইল একজন একচেটিয়া কারবারী যদি মুনাফা লাভ করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে ইহা অবশ্যই লোকসানের সম্মুখীন হইবে। এই ধারণাটি ঠিক নয়। যখন উৎপন্নের পরিমাণ $OQ_1$ হয় তখন প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। এই স্তরে মোট মুনাফা সর্বাধিক হয়। কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ যদি $OQ_1$ হইতে সামান্য বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইবে। এই অবস্থায় প্রতিটি অতিরিক্ত একক দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে ফার্মের মোট মুনাফা হ্রাস পাইবে, কিন্তু মোট মুনাফা তখনও ধনাত্মক হইবে। বস্তুত, যতক্ষণ না পর্যন্ত উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া $OQ_2$ হয় ততক্ষণ মুনাফা

ধনাত্মক হইবে। এই স্তরে গড় মোট ব্যয় গড় আয়ের সমান হইবে, অর্থাৎ মোট ব্যয় মোট আয়ের সমান হইবে।[১] যদি উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া $OQ_2$ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে মোট মুনাফা অবশেষে ঋণাত্মক হইবে।

## ১৭.৬ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ( Long-run Equilibrium )

যেহেতু একচেটিয়া শিল্পে কোন নূতন ফার্ম যোগদান করিতে পারে না, সেহেতু দীর্ঘকালে অতিরিক্ত মুনাফার অস্তিত্ব দেখিতে পায় না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালের সহিত স্বল্পকালের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বল্পকালে যদি অতিরিক্ত মুনাফার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে দীর্ঘকালে নূতন ফার্ম শিল্পে যোগদান করিয়া অতিরিক্ত মুনাফাকে শূন্যে পরিণত করিবে। একচেটিয়া কারবারে এই ধরনের কোন প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অতিরিক্ত মুনাফার বিলোপের কোন কারণ নাই। মনোপলিতে স্বল্পকালের সহিত দীর্ঘকালের পার্থক্য দেখান হয় ব্যয় রেখার উপর ভিত্তি করিয়া। ধরা যাউক, একজন একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ইহা একটি বৃহদাকারের কারখানা স্থাপন করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৭.৪ রেখাচিত্রে ফার্মের চাহিদা রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা হইল যথাক্রমে $DD'$ এবং $MR'$। ইহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা হইল $ATC'$ এবং ইহার প্রান্তিক ব্যয় রেখা হইল $LMC'$। ধরা যাউক, ফার্মটির বর্তমান কারখানার স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা হইল $SAC$ এবং স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা হইল $SMC$। স্বল্পকালে ইহা $OQ_0$




রেখাচিত্র ১৭.৪ : দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে এবং $OP_0$ দাম ধার্য করিবে। যেহেতু স্বল্পকালীন গড় ব্যয় হইল $OB$' সেহেতু ফার্মের স্বল্পকালীন মুনাফা হইবে $OQ_0$ [ $OP_0 - OB$ ]।

অবশ্য দীর্ঘকালে ফার্মটি ইহার কারখানার আয়তন বৃদ্ধি ক[illegible] অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে। উপরের রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে একচেটিয়া কারবারী ইহার দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত প্রান্তিক আয়ের সমতা সৃষ্টি করিয়া মুনাফা সর্বাধিক করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ অবস্থায়

সারণি ১৭.৩ : মনোপলির মুনাফা-সর্বাধিকী করিবার সূত্রাবলী

| উৎপাদন সিদ্ধান্ত | | | | ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিবার সিদ্ধান্ত | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | স্বল্পকালীন | | দীর্ঘকালীন | |
| শর্ত : | $MR > MC$ | $MR = MC$ | $MR < MC$ | $P \geq SAVC$ | $P < SAVC$ | $P \geq LAC$ | $P < LAC$ |
| সিদ্ধান্ত : | উৎপাদন বৃদ্ধি | উৎপাদনের কাম্য স্তর | উৎপাদন হ্রাস | উৎপাদন কার্য চালাইয়া যাওয়া | উৎপাদন বন্ধ করা | শিল্পে টিকিয়া থাকা | উৎপাদন বন্ধ [ শিল্প ত্যাগ ] |

বিঃ দ্রঃ—এখানে $SAVC$ হইল স্বল্পকালীন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

১. গড় ব্যয়কে উৎপন্নের পরিমাণ দিয়া গুণ করিয়া মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। অনুরূপভাবে গড় আয়কে উৎপন্নের পরিমাণ দিয়া গুণ করিয়া মোট আয় নির্ধারণ করা হয়।

ফার্মটি যদি দীর্ঘকালে $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিবে। এই স্তরে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হইল $OC$, দাম হইল $OP_1$ এবং মোট মুনাফা হইল $OQ_1$ [ $OP_1$—$OC$ ]। এই কারখানাটির স্বল্পকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা দুইটি হইল যথাক্রমে $SAC'$ এবং $SMC'$।

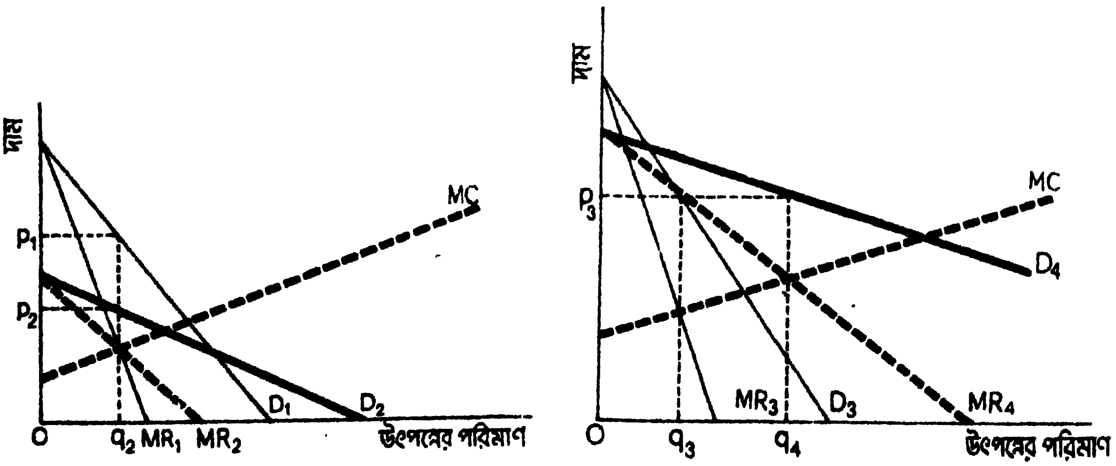
## ১৭.৭ একচেটিয়া কারবারের যোগান রেখার অনস্তিত্ব ( Absence of a supply curve under monopoly )

এখন একচেটিয়া কারবারে আমরা একটি দ্রব্যের বাজার-দামের সহিত যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক দেখাইতে পারি। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম ও যোগানের মধ্যে আমরা একটি অদ্বিতীয় বা অনুপম ( unique ) সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। অর্থাৎ, আমরা দেখিয়াছি যে একটি বিশেষ দামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া একটি ফার্মের যোগান রেখা অংকন করা হয় এবং সকল ফার্মের যোগান রেখাগুলিকে যোগ করিয়া শিল্পের যোগান রেখা নির্ধারণ করা হয়।

কিন্তু একচেটিয়া কারবারে বাজার-দামের সহিত দ্রব্যের যোগানের কোন অদ্বিতীয় সম্পর্ক নাই। ইহার কারণ হইল একচেটিয়া কারবারী হইল দাম-স্রষ্টা ( price-maker ), দাম-গ্রহীতা ( price-taker ) নয়।

অন্যান্য সকল মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্মগুলির মত একচেটিয়া কারবারীও প্রান্তিক আয়ের সহিত প্রান্তিক ব্যয়কে সমান করিয়া মুনাফা সর্বাধিক করে; কিন্তু প্রান্তিক আয় দামের সমান হয় না। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী দামের সহিত প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি করে না। একটি নির্দিষ্ট দামে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের পক্ষে চাহিদা রেখা সম্পর্কে ধারণা থাকাই যথেষ্ট নয়, প্রান্তিক ব্যয় রেখা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট লাভ করিতে হইবে। এই সকল অবস্থায় চাহিদার বিভিন্ন অবস্থায় বা স্তরে উৎপন্নের পরিমাণ একই থাকিতে পারে কিন্তু চাহিদার প্রতি স্তরে দাম পৃথক হইবে।

এই প্রসংগে আমরা যে সূত্রটির ( proposition ) কথা উল্লেখ করিব তাহা হইল এই যে যখন একটি ফার্ম নিম্নমুখী চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তখন দাম ও উৎপন্নের পরিমাণের মধ্যে কোন অনুপম বা একক সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭.৫ রেখাচিত্রের দুইটি অংশে ইহা দেখান হইয়াছে। প্রথম




রেখাচিত্র ১৭.৫ : দাম ও উৎপন্নের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক

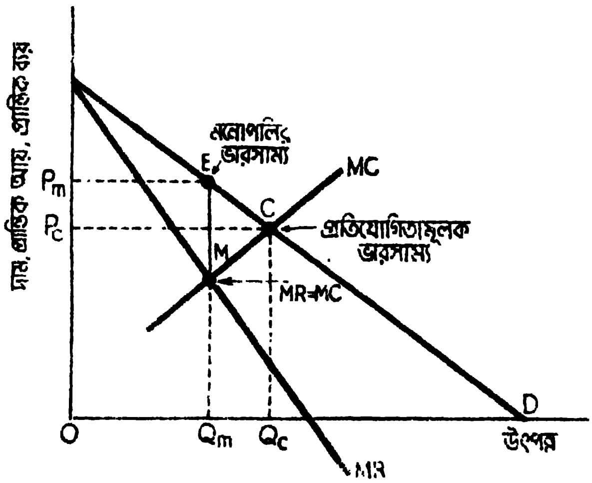
রেখাচিত্রটি দুইটি চাহিদা রেখা সমপরিমাণ উৎপন্নের ($OQ_2$) সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু এক্ষেত্রে দুইটি ভিন্ন দামের সৃষ্টি হয়। যখন চাহিদা রেখা হইল $D_1$ তখন উৎপন্নের পরিমাণ $OQ_2$ এবং এই স্তরে দাম $OP_1$ হইলে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। চাহিদা রেখা $D_1$ এর পরিবর্তে $D_2$ হইলে উৎপন্নের পরিমাণ হইবে $OQ_3$ এবং এই স্তরে দাম $OP_1$ হইলে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে।

দ্বিতীয় রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে উৎপন্নের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে দ্রব্যটির দাম একই হইতে পারে। যখন চাহিদা রেখা হইল $D_3$ তখন উৎপন্নের পরিমাণ $OQ_3$ এবং এই স্তরে দাম $OP_3$ হইলে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। যখন চাহিদা রেখা $D_4$ হয় তখন উৎপন্নের পরিমাণ যে স্তরে $OQ_4$ এবং দাম $OP_3$ হয় সেই স্তরে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়।[1] যেহেতু একচেটিয়া কারবারে যোগান রেখার অস্তিত্ব নাই সেহেতু বলা হয় যে একজন একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে হয় দাম অথবা উৎপন্ন ও বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইহার পক্ষে একই সংগে উভয় বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।[2]

## ১৭.৮ একচেটিয়া কারবারের সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনা ( Comparison of Monopoly with Perfect Competition )

এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া কারবারের সামান্য তুলনা করা যাইতে পারে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্ম সেই স্তর পর্যন্ত উৎপাদন কার্য চালাইয়া যায় যে স্তরে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমান হয়। কিন্তু একজন একচেটিয়া কারবারী সেই স্তরে থাকিয়া উৎপাদন কার্য সম্পাদন করে যে স্তরে দাম প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। ইহার কারণ হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্ম প্রচলিত বাজার-দামে যতখুশী দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে কিন্তু একজন একচেটিয়া কারবারীকে প্রতিটি অতিরিক্ত একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম হইল দাম-গ্রহীতা এবং একজন একচেটিয়া কারবারী হইল দাম-স্রষ্টা।

আমরা যদি ধরিয়া লই যে উভয় বাজারে উৎপাদন-ব্যয়ের শর্তাবলী এক তাহা হইলে উভয় বাজারের ব্যয় রেখার প্রকৃতি এক হইবে। এই অনুমানটির উপর ভিত্তি করিয়া আমরা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারিব। পার্শ্বের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এখানে *MC* রেখাটি হইল একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ব্যয় রেখা এবং প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের যোগান রেখা। যদি শিল্পটি প্রতিযোগিতামূলক হইত তাহা হইলে ভারসাম্য উৎপন্ন হইত *Qc* এবং




রেখাচিত্র ১৭.৬ : প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের সহিত মনোপলির দামের তুলনা

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য R. H. Leftwich : *The Price System and Resource Allocation* ( 7th edn., H. R. W. ) দ্রষ্টব্য।

২. "A monopoly firm does not have a supply curve in the sense that how much it should supply to the market can be calculated from knowledge about its costs. In an attempt to find the best market position ( or the most profitable position ), a monopoly firm adjusts either its price or its production and sales level to the demand situation." Charles Stokes : *Economics for Managers* ( McGraw-Hill, 1978 )

ভারসাম্য দাম হইত *OPc*; এই স্তরেই চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণের সহিত সমান হইত।

যদি শিল্পটিকে একজন একচেটিয়া কারবারীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে যে বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করে ( অর্থাৎ *M* বিন্দুতে ) ভারসাম্য ঘটিবে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ হইল *OQm* এবং ভারসাম্য দাম হইল *OPm*।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যখন একজন একচেটিয়া কারবারী ও একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্প সমজাতীয় চাহিদা ও ব্যয়ের শর্তাবলীর সম্মুখীন হয় তখন প্রতিযোগিতামূলক বাজার অপেক্ষা একচেটিয়া কারবারী উৎপন্নের পরিমাণ স্বল্প ও দাম অধিক হয়। ইহাই হইল একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ।[১]

অবশ্য উপরের সিদ্ধান্তটি একমাত্র দীর্ঘকালেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। স্বল্পকালে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি ফার্মের মোট উৎপন্নের পরিমাণ একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা স্বল্পও হইতে পারে। যদি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালে বাজার-দাম এতই স্বল্প হয় যে ইহার দ্বারা গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় সংকুলান করাও সম্ভব হয় না তাহা হইলে একটি ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ ফার্মটি যদি উৎপাদন বন্ধকরণ বিন্দুর ( shut-down point ) নিম্নে অবস্থান করে তাহা হইলে ইহার উৎপন্নের পরিমাণ শূন্য হইবে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উৎপন্নের পরিমাণ একচেটিয়া উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা স্বল্প হইবে।[২]

**মুনাফা :** এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে যদিও একটি প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম দীর্ঘকালে সমাবস্থা বিন্দুতে অবস্থান করিবে ( অর্থাৎ ইহার মুনাফা বা লোকসান কোনটিই হইবে না ) মনোপলি তত্ত্বে কখনই বলা হয় না যে একজন একচেটিয়া কারবারী সর্বদা মুনাফা লাভ করিবে। স্বল্পকালে অবশ্য উভয় বাজারেই যেরূপ মুনাফা লাভের সম্ভাবনা থাকে সেরূপ লোকসানের সম্মুখীন হইবারও সম্ভাবনা থাকে। যদি একমাত্র উৎপাদন ক্ষেত্রে সমহারে প্রতিদান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে মনোপলির মুনাফা প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের মুনাফা অপেক্ষা অধিক হইবে। কারণ এক্ষেত্রে একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্প আপনা হইতেই একচেটিয়া কারবারে রূপান্তরিত হইবে।[৩]

## উৎপাদন ব্যয় ও চাহিদার পরিবর্তনের প্রভাব ( Effect of Changes in Costs and Demand )

একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিলে দ্রব্যটির উৎপাদন ও দাম উভয়ই বৃদ্ধি পায়। যদি যোগান রেখাটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক —অর্থাৎ অনুভূমিক হয় তাহা হইলে একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যদি যোগান রেখাটি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক—অর্থাৎ উল্লম্ব হয় তাহা হইলেই কেবলমাত্র দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পায়। নতুবা দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

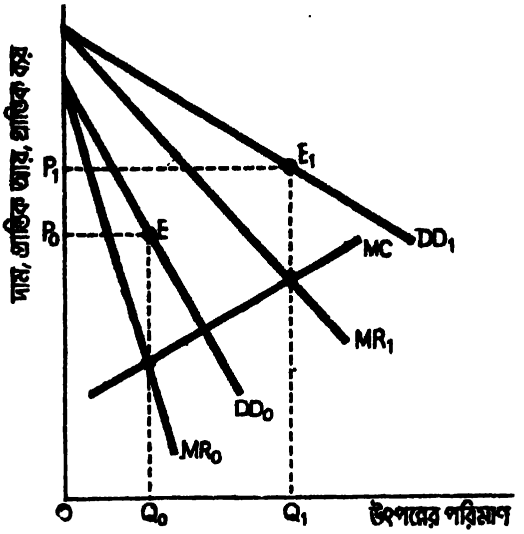
একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রেও যদি চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে দ্রব্যটির দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়। পর-পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে একচেটিয়া কারবারীর আসল

১. "When both a monopoly and a competitive industry face identical demand and cost conditions, output is lower and price is higher under the monopoly than in the competitive industry." S. Fischer & R. Dornburch : *Economics* ( McGraw-Hill, 1983 )

২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য A. Koutsoyyanis : *Modern Microeconomics* ( 2nd edn., Macmillan ) দ্রষ্টব্য।

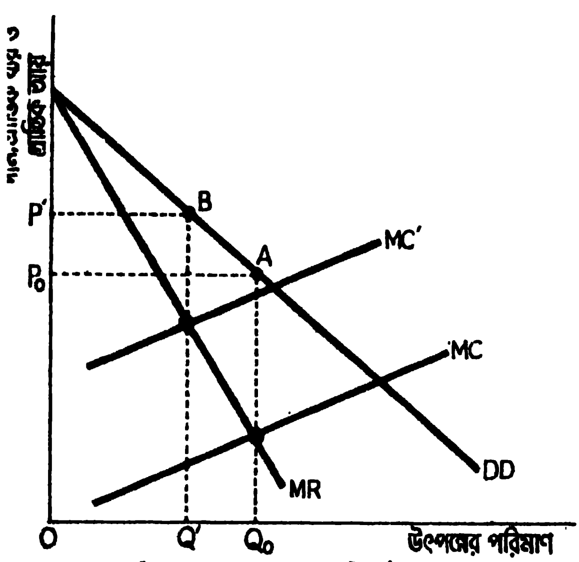
৩. "There is nothing in monopoly theory to ensure that a monopoly would always make a profit." Charles Stokes : *Economics for Managers*

( initial ) ভারসাম্য বিন্দু হইল $E$। ধরা যাউক দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিল—অর্থাৎ $DD_0$ হইতে সরিয়া $DD_1$ হইল। এখন $MR_1$ হইল নূতন প্রান্তিক আয় রেখা। এই অবস্থায় $E_1$ বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য ঘটে এবং এই বিন্দুতে উৎপন্নের পরিমাণ এবং দাম হইল যথাক্রমে $OQ_1$ এবং $OP_1$।



রেখাচিত্র ১৭.৭: চাহিদার পরিবর্তন

যখনই চাহিদা বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক বৃদ্ধি পায় তখনই একচেটিয়া কারবারী ইহার উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। যখনই প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়, তখনই একচেটিয়া কারবারী বুঝিতে পারে যে বিক্রয়ের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করিলে মোট মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং ইহার উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু চাহিদার পরিবর্তনের ফলে প্রান্তিক ব্যয় যদি প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হারে হ্রাস পায় তাহা হইলে ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক আয়বৃদ্ধি পাইলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[১]



রেখাচিত্র ১৭.৮: ব্যয়ের পরিবর্তন

প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ উভয়ই হ্রাস পায়। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা $MC$ হইতে সরিয়া $MC'$ হয় এবং এই অবস্থায় $A$ বিন্দুর পরিবর্তে $B$ বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটে। এইরূপ অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই ঘটে।

## ১৭.৯ দাম পৃথকীকরণ ( PRICE DISCRIMINATION )

এ-পর্যন্ত আমরা অনুমান করিয়াছি যে একচেটিয়া কারবারী একটি দ্রব্য যাহারই নিকট বিক্রয় করুক না কেন ইহা প্রতি একক দ্রব্যের জন্য একই দাম ধার্য করে। কিন্তু ইহা সর্বদা ঘটে না। আমরা অন্যান্যঅবস্থার কথাও চিন্তা করিতে পারি। যেমন আমরা যখন বাড়ীতে দুধ কিনি তখন আমাদের অধিক দাম দিতে হয় কিন্তু ঐ একই দুধ যখন আইসক্রীম তৈয়ারী করিবার জন্য কোয়ালিটি কোম্পানীকে সরবরাহ করা হয় তখন স্বল্প দাম ধার্য করা হয়। ডাক্তার, উকিল, ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত

১. "The competitive industry responds to an increase in *price* by increasing the quantity supplied. The monopolist reacts to an increase in *marginal revenue* by increasing the quantity supplied." S. Fischer & R. Dornbusch

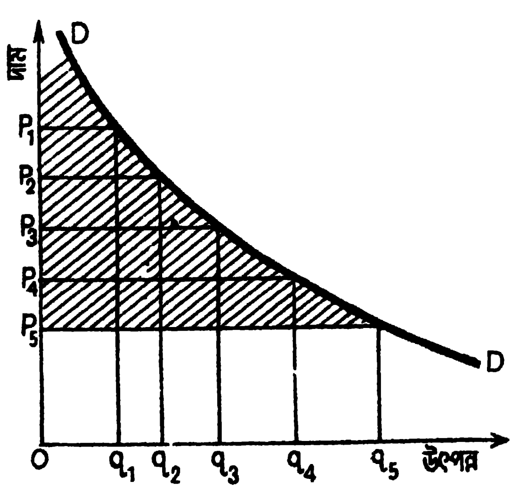
ব্যক্তিগত বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করেন। ট্রেনে ১২ বৎসরের কম বয়স ছেলেমেয়েদের অর্ধেক ভাড়ায় পরিবহণের সুযোগ দেওয়া হয়। অনেক সময় একটি ফার্ম ইহার উৎপন্ন দ্রব্যটি দেশে অধিক দামে এবং বিদেশে স্বল্প দামে বিক্রয় করে। অনুরূপভাবে কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ করপোরেশন শিল্পে স্বল্প দামে এবং পরিবার বা ভোক্তার গোষ্ঠীতে অধিক দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এইগুলি সবই হইল দাম পৃথকীকরণের ( price discrimination ) উদাহরণ।[১] সাধারণত আমরা বলি যে দাম পৃথকীকরণ তখনই ঘটে যখন একজন বিক্রেতা তাঁহার উৎপন্নের বিভিন্ন একক ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় করেন এবং এই ধরনের বিক্রয়ের সহিত ব্যয়ের পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নাই। অধ্যাপক ষ্টিগলারের মতে দাম পৃথকীকরণ হইল সমজাতীয় দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয়, যে দামগুলি উহাদের প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমানুপাতিক নয়।[২]

### কখন দাম পৃথকীকরণ লাভজনক ( When price discrimination is profitable )

দাম পৃথকীকরণের মূল বিষয়টি হইল এই যে ইহার সাহায্যে বিক্রেতাদের ভোক্তার উদ্বৃত্তের ( ১৩৬-৭ পৃষ্ঠা ) কিছুটা কাড়িয়া লইতে পারেন। দাম পৃথকীকরণ না হইলে এই উদ্বৃত্ত ভোক্তারা নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারিতেন। দাম পৃথকীকরণ বিভিন্ন মাত্রার হইতে পারে। এ সম্পর্কে নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

### তিন মাত্রার দাম পৃথকীকরণ ( Three Degrees of Price Discrimination )

আমরা সাধারণত তিন মাত্রার দাম পৃথকীকরণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করি। প্রথম মাত্রার বিভেদীকরণ সাধারণ জনউপযোগসংস্থাগুলির দাম নির্ধারণের ( price utility pricing ) ক্ষেত্রে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ক্রেতার চাহিদা রেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তাহা হইলে ঐ জনউপযোগ সংস্থাটির চাহিদা রেখাটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করিতে পারে। ইহার অর্থ হইল ভিন্ন ভিন্ন দামে দ্রব্যটি বহুসংখ্যক ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা। চাহিদা রেখার উপর হইতে সুরু ইহা নিম্নাংশ পর্যন্ত প্রতিটি বৃত্তখণ্ডের ( segment ) জন্য সংস্থাটি ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করিতে পারে। এই প্রতিটি দামেই ভোক্তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। পার্শ্বের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করিয়া সংস্থাটি ভোক্তার উদ্বৃত্তকে সম্পূর্ণভাবে কাড়িয়া লয়। যদি ভোক্তার $OQ_5$ এককের জন্য মোট ব্যয় $P_1 \times OQ_1 + P_2 \times Q_1Q_2 + P_3 \times Q_2Q_3 + P_4 \times Q_3Q_4 + P_5 \times Q_4Q_5$ হয় তাহা হইলে ভোক্তার উদ্বৃত্তের প্রায় সবটুকুই একচেটিয়া কারবারীর দখলে চলিয়া যায়। যদি $OQ_5$ একক দ্রব্যের জন্য $OP_5$ দাম ধার্য করা হইত তাহা হইলে রেখাচিত্রের আবৃত্ত অংশটি ভোক্তার উদ্বৃত্ত হইতে পারিত;



রেখাচিত্র ১৭.৯ : প্রথম মাত্রার দাম পৃথকীকরণ

---

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য Watson : *Price Theory and its Use* ( 4th edn. ) দ্রষ্টব্য।

২. "Price discrimination is the sale of technically similar products which are not proportional to their marginal costs." G. Stigler

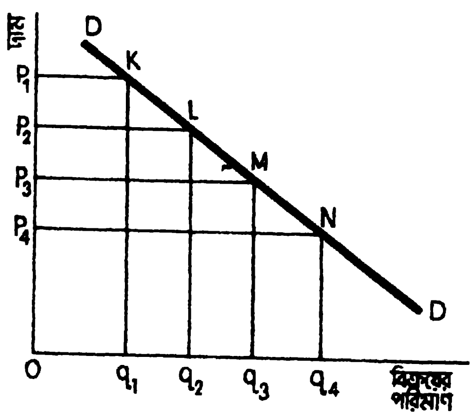
এখানে দেখা যাইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করিয়া ফার্মটি ইহার মোট আয় বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।[১]

**দ্বিতীয় মাত্রার দাম পৃথকীকরণ ( Price discrimination of second degree )**

দ্বিতীয় মাত্রার দাম পৃথকীকরণ প্রথম মাত্রার মূল নীতিকেই অনুসরণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে একটি দ্রব্য ক্রয় করিলে স্বল্প দাম ধার্য করা হয় এবং স্বল্প পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করিলে অধিক দাম ধার্য করা হয়। সাধারণত কোন দ্রব্যের পাইকারী বাজারে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ হইল পাইকারী ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া বিপুল পরিমাণ ক্রয়ের জন্য দ্রব্যমূল্যে ছাড় ( discount ) দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে $OQ_1$ পরিমাণ দ্রব্য $OP_1$ দামে বিক্রয় করা হইতেছে ; অনুরূপভাবে $Q_2—Q_1$ পরিমাণ দ্রব্য $OP_2$ দামে বিক্রয় করা হইতেছে, ইত্যাদি। একটি বিশেষ দাম যেমন $OP_4$ ধার্য করা হইলে মোট আয় হইত $OP_4NQ_4$। কিন্তু চারিটি ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করা হয় বলিয়া মোট আয় হইল :

$$OP_1 \times OQ_1 + OP_2 \times Q_1Q_2 + OP_3 \times Q_2Q_3 + OP_4 \times Q_3Q_4$$

ইহা অবশ্য $OP_4NQ_4$ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু প্রথম মাত্রার দাম পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে মোট আয় যতটা হইতে পারিত এক্ষেত্রে ততটা হইবে না। বস্তুত প্রথম মাত্রার দাম পৃথকীকরণ ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার নিম্নে অবস্থিত সমগ্র অংশটিই হইল ভোক্তার ব্যয় ও ফার্মের আয়।[২]




রেখাচিত্র ১৭.১০ : দ্বিতীয় মাত্রার দাম পৃথকীকরণ

**তৃতীয় মাত্রার দাম পৃথকীকরণ ( Price discrimination of third degree )**

তৃতীয় মাত্রার দাম পৃথকীকরণ তখনই ঘটে যখন বিক্রেতা ক্রেতাগণকে আয়, ভৌগোলিক স্থানিকতা ( location ), ব্যক্তিবিশেষের রুচি, দ্রব্যের ব্যবহারের প্রকৃতি ইত্যাদি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ভোক্তাদের পৃথক করিয়া রাখে এবং প্রতিটি ভোক্তার বা ভোক্তার গোষ্ঠীর নিকট একটি দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করে ( যদিও দ্রব্যটি সরবরাহ করিবার ব্যয় প্রতি ক্ষেত্রেই সমান )।[৩] সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন বিক্রেতার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতার পক্ষে ক্রেতার গোষ্ঠীকে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রতিটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র দাম ধার্য

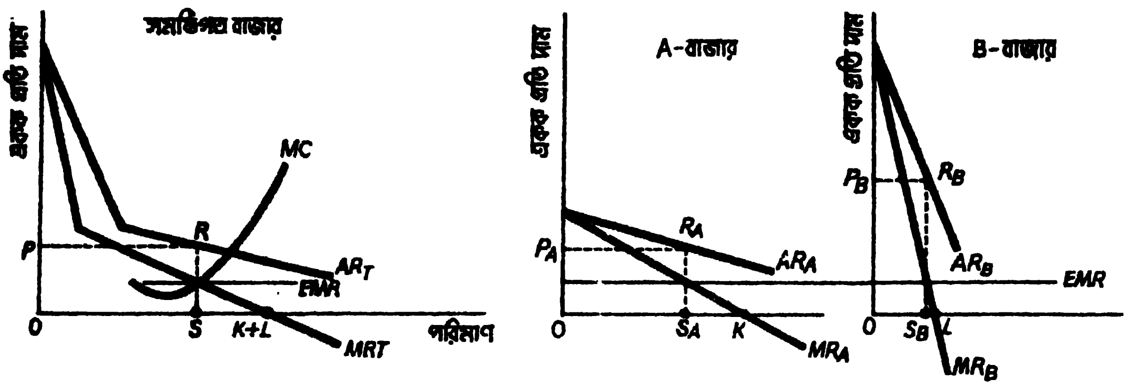
---

১. "By shading the price down to the buyer for each unit purchsed, the seller obtains a larger total revenue than if the same price per unit were charged for all units bought." K. K. Soe : *Managerial Economics* ( R. D. Tewin 1979 )

২. "The yield is still a large total revenue to the seller than if a single price were charged, but not as large as would be realized if the price could be shaded for each unit so that the total receipts approached in magnitude the entire area under the demand curve as in first degree pricing." Soe

৩. "Differential pricing of the third degree occurs when the seller segregates buyers according to income, geographical location, individual tastes, kinds of uses for the product, or other criteria, and charges different prices to each group or market despite equivalent costs in serving them." Soe

করা লাভজনক হইবে। ইহাকেই বাজার বিভাজন ( market segmentation ) ( অর্থাৎ একটি দ্রব্যের সমগ্র বাজারকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা ) আখ্যা দেওয়া হয়। নিম্নের রেখাচিত্রে এই ধরনের দাম




রেখাচিত্র ১৭.১১ : তৃতীয় মাত্রার দাম পৃথকীকরণ

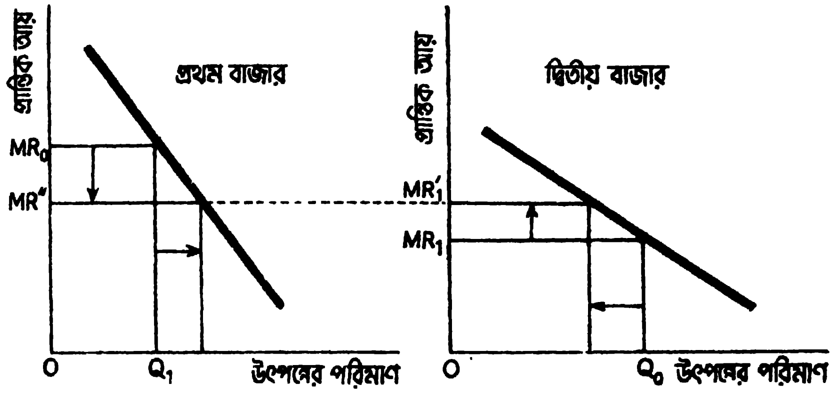
পৃথকীকরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। রেখাচিত্রে ফার্মের উৎপন্নের বাজারকে *A* এবং *B* এই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রতিটি বাজারের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক চাহিদা রেখা, প্রান্তিক আয় রেখা ও স্থিতিস্থাপকতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি বাজারের চাহিদা রেখা—অর্থাৎ $AR_A$ এবং $AR_B$-কে যোগ করিয়া আমরা ফার্মের মোট চাহিদা রেখা $AR_T$ অংকন করি। অর্থাৎ, মোট চাহিদা হইল দুই বাজারের পৃথক পৃথক চাহিদার যোগফল।

মোট চাহিদা রেখা $AR_T$ হইতে ফার্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুরু হয়। এই চাহিদা রেখা হইতেই আমরা মোট প্রান্তিক আয় রেখাটি ($MR_T$) অংকন করি। যদি ফার্মটি দাম পৃথকীকরণ না করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে ইহার সর্বাপেক্ষা লাভজনক নীতি হইল প্রান্তিক আয়কে প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমান করা এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া একটি মাত্র দাম *OP* ধার্য করা। উপরের প্রথম চিত্রটিতে ইহা দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে *A* এবং *B* উভয় বাজারেই ইহা একই দাম ধার্য করিবে এবং ফলে ইহার মোট আয় হইবে *OPRS*।

দাম পৃথকীকরণের মাধ্যমে এই মোট আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় কিনা তাহা এখন আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। উৎপাদন-ব্যয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি মোট আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে।

প্রথমে আমরা অনুমান করি যে পূর্বের ন্যায় ফার্মটি সমগ্র বাজারের প্রান্তিক আয়কে প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমান করে। কিন্তু এখন ইহা দুইটি পৃথক বাজারের অস্তিত্বের সন্ধান পায় বলিয়া এরূপভাবে দাম ধার্য করে যে প্রতিটি বাজার হইতে ইহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। আরও পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে ইহার অর্থ হইল এই যে ফার্মটি ইহার মোট উৎপন্ন *OS*-কে 4 এবং *B* এই দুইটি বাজারের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত এইরূপভাবে বন্টন করিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না *A* বাজারের প্রান্তিক আয় *B* বাজারের প্রান্তিক আয়ের সহিত সমান হয়। ইহাই হইল বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের শর্ত। যদি প্রথম বাজারে প্রান্তিক আয় ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় এবং দ্বিতীয় বাজারে প্রান্তিক আয় ইহার প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অল্প হয় তাহা হইলে ইহা দ্বিতীয় বাজার হইতে উৎপন্নের একাংশ স্থানান্তরিত করিয়া আয়বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইবে। কিন্তু প্রথম বাজারে বিক্রয়ের

পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে প্রান্তিক আয় হ্রাস পাইবে এবং দ্বিতীয় বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইলে প্রান্তিক আয় বৃদ্ধি পাইবে। অবশেষে দুইটি বাজারের প্রান্তিক আয় একে অপরের সমান হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় একটি বাজার হইতে অন্য বাজারে উৎপন্ন স্থানান্তরিত করিয়া আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ, এই অবস্থায় বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ঘটিবে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৭.১২ : বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য

দেখা যাইতেছে যে সুরুতে প্রথম বাজারের বিক্রয়ের পরিমাণ $OQ_1$ হইলে প্রান্তিক আয় হইবে $OMR_0$ এবং দ্বিতীয় বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ $OQ_0$ হইলে প্রান্তিক আয় হইবে $OMR'_0$। প্রথম বাজারে দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া অধিক লাভজনক বলিয়া দ্বিতীয় বাজার হইতে দ্রব্যটি ক্রমাগত প্রথম বাজারে স্থানান্তরিত করা হইবে। ফলে প্রথম বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং প্রথম বাজারে প্রান্তিক আয় হ্রাস ( $MR_0$ হইতে $MR'_0$ ) ও দ্বিতীয় বাজারে প্রান্তিক আয় বৃদ্ধি ( $MR_1$ হইতে $MR_1'$ ) পাইবে। যখন উভয় বাজারের প্রান্তিক আয় সমান হয় এবং প্রতিটি বাজারের প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় তখনই বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্যে উপনীত হয়। এই ভারসাম্যের শর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$MR_1 = MR_2 = MC$$

অর্থাৎ প্রথম বাজারের প্রান্তিক আয়=দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক আয়=প্রান্তিক ব্যয়। বলা যায় যখন উভয় বাজারে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সমান প্রান্তিক আয় হয় তখনই এরূপ বাজারে ভারসাম্য ঘটে। ইহা হইল সম-প্রান্তিক নীতির ( the equi-marginal principle ) আর একটি প্রয়োগ। ১৭.১১ রেখাচিত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে দেখান যাইতে পারে। আমরা $EMR$ রেখাটিকে—যাহাকে সমপ্রান্তিক ব্যয় রেখা বলা হয়—$MR_T$ ও $MC$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর মধ্য দিয়া প্রবেশ করাই। পরে রেখাটিতে আর বিস্তার করিলে ইহা যথাক্রমে $MR_A$ এবং $MR_B$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দিয়া প্রবেশ করিবে। এই অবস্থায় আমরা দুইটি বাজারের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যটি কিভাবে বণ্টিত হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারি। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির কাম্য বণ্টন হইল : $A$ বাজারের ক্ষেত্রে $OS_A$ এবং $B$ বাজারের ক্ষেত্রে $OS_B$। ইহার পর $A$ বাজারে $OP_A$ এবং $B$ বাজারে $OP_B$ দাম ধার্য করা হইল। এক্ষেত্রে $A$ বাজার হইতে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল $OP_AR_AS_A$ এবং $B$ বাজার হইতে এই আয়ের পরিমাণ হইল $OP_B R_B S_B$। পরিশেষে আমরা দেখি যে এই দুইটি বাজারের মোট আয়কে একত্র করিলে ইহা $OPRS$ অপেক্ষা অধিক হইবে। যেহেতু মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে সেহেতু মোট আয়বৃদ্ধির অর্থ হইল ফার্মের মোট মুনাফা বৃদ্ধি। সুতরাং দাম পৃথকীকরণ লাভজনক সন্দেহ নাই।

উপরে আমাদের আলোচনাকে মাত্র দুইটি বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। কিন্তু বহুসংখ্যক বাজারের ক্ষেত্রেও এই ধরনের মূল্যনীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার জন্য সেইটি হইল সঠিক মূল্যনীতি যাহার মাধ্যমে ফার্মটি *B* বাজারে অধিক এবং *A* বাজারে স্বল্প দাম ধার্য করে। ইহার কারণ হইল *B* বাজারের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং *A* বাজারের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। চাহিদা যতই অস্থিতিস্থাপক হইবে ততই অধিক দাম ধার্য করিয়া মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। যদি উভয় বাজারে চাহিদার প্রকৃতি—অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা এক হয় তাহা হইলে উভয় বাজারে একই দাম ধার্য করাই কাম্য।[১]

নিম্নে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হইল। সাধারণ একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যে শর্তটি এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$MR = MC = P\left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে শর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$MR_1 = MR_2 = MC$$

$$\text{এখন } MR_1 = P_1\left(1 - \frac{1}{e_1}\right) \text{ এবং } MR_2 = P_2\left(1 - \frac{1}{e_2}\right)$$

যেখানে $e_1$ এবং $e_2$ হইল যথাক্রমে দুইটি বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগ। এখন ভারসাম্য অবস্থায় নিম্নের শর্তটিকে পূরিত হইতে হইবে :

$$P_1\left(1 - \frac{1}{e_1}\right) = P_2\left(1 - \frac{1}{e_2}\right)$$

এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে (১) যদি $e_1 = e_2$ হয়, তাহা হইলে $p_1 = p_2$ হইবে। এক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হইবে না ;

(২) যদি $e_1 < e_2$ হয়, তাহা হইলে $p_1 > p_2$ হইবে ; এবং

(৩) যদি $e_1 > e_2$ হয়, তাহা হইলে $p_1 < p_2$ হইবে।

সুতরাং দাম পৃথকীকরণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় : $p_1 \neq p_2$।

**দাম পৃথকীকরণের শর্তাবলী ( The Conditions for Price Discrimination )**

দাম পৃথকীকরণের সার্থকতা তিনটি ব্যবহারিক শর্ত ( practical conditions ) পূরণের উপর নির্ভর করে। শর্ত তিনটিকে নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

**(১) চাহিদার বহুসংখ্যক স্থিতিস্থাপকতা ( Multiple demand elasticities ) :** প্রথমত, ক্রেতাদের মধ্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য থাকিতে হইবে। আয়, স্থানিকতা, বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্ব, রুচি ও অন্যান্য বহু বিষয়ের পার্থক্যের জন্য স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা বিভিন্ন বাজারে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য না থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন বাজারে স্থিতিস্থাপকতা একই হইবে এবং এইরূপ অবস্থায় সকল বাজারের ক্ষেত্রে একই দাম ধার্য করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে।

**(২) বাজার বিভাজন ( Market segmentation ) :** বিক্রেতা অবশ্যই চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে একটি দ্রব্যের মোট বাজারকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিতে সমর্থ হইবে। ইহার পর প্রতিটি সহ-বাজারে ( sub-market ) ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

---

১. "The correct pricing policy ( in the sense of profit maximization ) will be the one that results in a higher price scale to buyers with less elastic demand and a lower price scale to buyers with more elastic demand. If the demand elasticities for both markets are the same the optimal pricing policy would be to charge the same price in both markets." See

(৩) বাজার বন্ধকরণ ( Market sealing ) : বিক্রেতা দ্বারা বাজারের একাংশ হইতে দ্রব্যটি ক্রয় এবং অন্য অংশে দ্রব্যটির পুনঃবিক্রয় ( resale ) বন্ধ করিতে হইবে। যদি ক্রেতাগণ স্বল্প দামে *A*-বাজার হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া অধিক দামে *B*-বাজারে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে দাম পৃথকীকরণ ব্যর্থ হইবে। সুতরাং আইনের সাহায্যে অথবা অন্য যে-কোন উপায়ে একটি সহ-বাজার হইতে অন্য সহ-বাজারে দ্রব্যটির অনুপ্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে।

## দাম পৃথকীকরণ কি সমাজের দিক দিয়া কাম্য ( Is price discrimination socially desirable ) ?

দাম পৃথকীকরণ সমাজের দিক দিয়া কাম্য কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপকভাবে দেখিলে বলা যায় যে যদি একটি দ্রব্যের একটিমাত্র দাম স্থির করা হয় তাহা হইলে এই দাম এতই অধিক হয় যে ইহা বহু ক্রেতার নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়। দাম পৃথকীকরণ চালু করা হইলে নিম্নে আয়সম্পন্ন ভোক্তাগণের পক্ষে দ্রব্যটি ক্রয় করা সম্ভব হয়। দাম পৃথকীকরণের মাধ্যমে সাধারণত স্বল্প আয়বিশিষ্ট এবং অধিক স্থিতিস্থাপক বাজারে দাম হ্রাস করা হয়।[১] এই অবস্থায় বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিমাণ সাধারণ একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়। বস্তুত, এই বক্তব্যটি তখনই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যখন উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পায় এবং অধিক দামে বিক্রয়ের পরিমাণ স্বল্প ও অল্প দামে বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যধিক হয়।

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে দাম পৃথকীকরণের যথেষ্ট যুক্তি দেখা যায়। আমরা জানি যে একজন ডাক্তার রোগীদের উপর ভিন্ন ভিন্ন ফী ধার্য করেন। একজন ধনীর নিকট হইতে তিনি ৬৪ টাকা এবং একজন দরিদ্রের নিকট হইতে মাত্র ৫ টাকা ফী ধার্য করিতে পারেন। যদি তিনি উভয়ের নিকট হইতে একই ফী চার্য করিতেন তাহা হইলে তিনি হয়ত ৩২ টাকা ফী ধার্য করিতেন। ইহার ফলে তিনি ধনীক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কোন অতিরিক্ত কল পাইতেন না কিন্তু দরিদ্র সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইত। যদি ঐ অঞ্চলে তাঁহার মত দক্ষ ডাক্তার না থাকে তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ হ্রাস পাইবে সন্দেহ নাই।

অনুরূপভাবে কলিকাতা হইতে রাজধানী এক্সপ্রেসে করি· দিল্লী যাইবার কথা উল্লেখ করা যায়। যাঁহারা চেয়ারে বসিয়া যান তাঁহারা ২৯০ টাকা ভাড়া দেন। যাঁহারা দুই কক্ষবিশিষ্ট কোচে ঘুমাইয়া যাইতে চান তাঁহাদের ৫০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। আর যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর শয়নকক্ষে যান তাঁহাদের ১০০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। ইহা অবশ্যই দাম পৃথকীকরণের আর একটি দৃষ্টান্ত। যদি রেল কর্তৃপক্ষ সকলের নিকট হইতে একই ভাড়া লইত তাহা হইলে সকলকেই একটি গড় ভাড়া দিতে হইত। ধরা যাউক এই গড় ভাড়া হইল ৫৫০ টাকা। ইহার ফলে প্রথম দুই শ্রেণীর যাত্রীদের কল্যাণ হ্রাস পাইত এবং শেষোক্ত শ্রেণীর যাত্রীদের কল্যাণ বৃদ্ধি পাইত। উল্লেখ করা যায় যে দাম পৃথকীকরণ নীতির সহিত সরকারী আয়ভরতুকি নীতির ( tax-subsidy policy ) যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার মাধ্যমে উচ্চ আয়সম্পন্ন ভোক্তাদের উপর কর স্থাপন করা হয় এবং এই কর রাজস্ব হইতে নিম্ন আয়সম্পন্ন ভোক্তাদের ভরতুকি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ধনীক সম্প্রদায়ের আয়ের একাংশ দরিদ্র সম্প্রদায়ের নিকট স্থানান্তরিত হয়।[২] ফলে সমাজের আয়-বৈষম্যের সামান্য হ্রাস ঘটে।

---

১. "We may generalize that if the single price of the single monopolist is so high that many a consumer finds the service beyond his reach, the introduction of price discrimination will lower the price to these consumers in the weaker and elastic market." M. M. Bober : *Intermediate Price and Income theory* ( W. W. Norton & Co.. 1955 )

২. "By charging one person more than another, the discriminating monopolist is effecting a transfer of income from one group of consumers to another." Paul W. Barkley : *Economics* ( Harcourt, 1977 )

সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে সুলভ মূল্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বাসস্থান নির্মাণ বা ক্রয় করিবার সুযোগ প্রদান করাও হইল এই বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের একটি দৃষ্টান্ত। যাঁহারা সমবায় সমিতির নিকট হইতে ফ্ল্যাট ক্রয় করেন তাঁহারা কোন স্টাম্প কর দেন না। ইহা ব্যতীত ইঁহারা সরকারের নিকট হইতে স্বল্প সুদে অর্থ লগ্নী করিবার সুযোগও লাভ করেন। যাঁহারা মালিকানাধীন ফ্ল্যাট ক্রয় করেন তাঁহারা এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন না।[১]

অবশ্য বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের বিপক্ষে একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। দাম পৃথকীকরণের ফলে ভোক্তার উদ্বৃত্তের একাংশ একচেটিয়া কারবারী ভোগ করে। দাম পৃথকীকরণ না ঘটিলে ভোক্তারা সম্পূর্ণভাবে এই উদ্বৃত্তটি ভোগ করিতে সমর্থ হইতেন।[২]

### ১৭.১০ একচেটিয়া ক্ষমতা ( Monopoly Power )

একচেটিয়া ক্ষমতা বলিতে আমরা একজন বিক্রেতার উৎপন্ন দ্রব্য ও উহার দাম সংক্রান্ত নীতি এবং উৎপন্নের গুণগত ও সেবাগত দিক হইতে দাম পৃথকীকরণ করার নীতির ব্যাপারে তাঁহার স্বেচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতাকে অথবা এই সকল ব্যাপারে তাঁহাকে যে প্রতিযোগিতা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালিত হইতে হয় তাহাকেই বুঝি।[৩] সাধারণত একচেটিয়া ক্ষমতা হইল প্রতিযোগিতামূলক আচরণ হইতে বিচ্যুতির পরিধির ( the scope of deviation from competitive behaviour ) নির্দেশক।

এখন প্রশ্ন হইল : এই একচেটিয়া ক্ষমতাকে কি ভাবে পরিমাপ করা যায় ? এই প্রসংগে অধ্যাপক লানারের সূত্রটি ( formula ) প্রয়োগ করা যায়। তিনি একচেটিয়া ক্ষমতার সূচককে এইভাবে প্রকাশ করেন :

$$M=\frac{P-MC}{P}$$

যেখানে $M$ হইল একচেটিয়া ক্ষমতার সূচক, $P$ হইল দ্রব্যাদির দাম এবং $MC$ হইল প্রান্তিক ব্যয়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম হইল প্রান্তিক ব্যয়ের সমান ( $P=MC$ )। ফলে $M$-এর মান হইল শূন্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন একচেটিয়া ক্ষমতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। অপরদিকে একচেটিয়া কারবারের অধীনে দ্রব্যটি যদি অবাধলভ্য ( free ) হয় তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যয় শূন্য হইবে ( $MC=O$ ) এবং $M$-এর মান এককের সমান হইবে। অতএব সূচকটির মান শূন্য ও এককের মধ্যে থাকিতে পারে। যেহেতু একজন একচেটিয়া কারবারী কখনই অবাধলভ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে না সেহেতু উপরের $M$-এর মান কখনই এককের সমান হইবে না।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে একচেটিয়া কারবারে তখনই ভারসাম্য ঘটে যখন প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান ( অর্থাৎ $MR=MC$ ) হয়। সুতরাং উপরের সূত্রটিতে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$M=\frac{P-MR}{P}$$

---

১. Joel Dean : *Managerial Economics* ( Prentice-Hall, 1951 )

২. "The whole question of the morality of price discrimination centers on who gets this ( consumers' ) surplus. If price discrimination takes place, the monopolist gets at least a part of it. If no discrimination exists consumers enjoy the full amount." Barkley

৩. "By monopoly power we mean the amount of discretion which the seller possesses or the amount of competition which governs the seller, in shaping his policy with respect to the output and price of his product or to the differentiation of his product by quality and service." M. M. Bober

আমরা জানি যে $MR = \left(1 - \frac{1}{e}\right)$। সুতরাং আমরা উপরের সূত্রটিকে এইভাবে পুনরায় প্রকাশ করিতে পারি :

$$M = \frac{P - MR\left(1 - \frac{1}{e}\right)}{P} = \frac{1}{e}$$

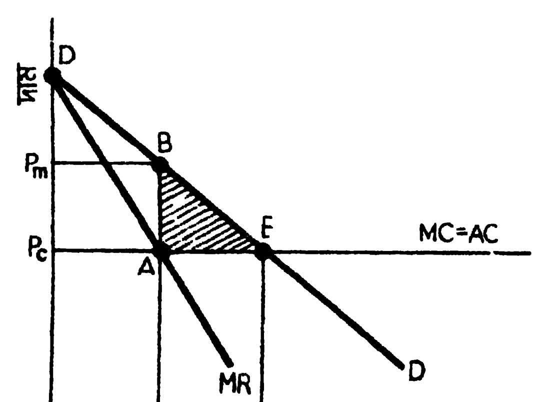
যেখানে $e$ হইল চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার সহগ। দেখা যাইতেছে একচেটিয়া ক্ষমতার সূচক হইল এই সহগের বিপরীত দিক ( reciprocal )। উদাহরণস্বরূপ, $e$-এর মান যদি $\frac{1}{5}$ হয় তাহা হইলে একচেটিয়া ক্ষমতার মান হইবে ৫। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে একটি দ্রব্যের চাহিদা যতই অস্থিতিস্থাপক হইবে একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা ততই অধিক হইবে এবং একজন একচেটিয়া কারবারী দাম স্থির করার ব্যাপারে ততই স্বাধীনতা ভোগ করিবে।[১]

**১৭.১১ একচেটিয়া কারবারীর সীমাবদ্ধতা ( Limits to the Power of a Monopolist ) :** অনেক সময়ই একচেটিয়া কারবারী যতটা দাম বৃদ্ধি করিতে সমর্থ কার্যত তাহা করে না। একাধিক কারণের জন্যই সে দাম কতকটা কম রাখিতে বাধ্য হয়। প্রথমত, দাম খুব উচ্চ হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারী আসিয়া ব্যবসায় খুলিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম বেশী হইলে লোকে অন্য দ্রব্য ক্রয় সুরু করিতে পারে—যেমন, বিদ্যুতের দাম অত্যধিক হইলে লোকে কেরোসিন তৈলের দ্বারা আলো জ্বালাইতে পারে। তৃতীয়ত, দাম উচ্চ হইলে সরকার জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। চতুর্থত, একচেটিয়া কারবারী দাম উঁচু করিতে চাহিলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধ আন্দোলন দেখা দিতে পারে—যেমন, ১৯৬৬ সালে কলিকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল।

**১৭.১২ একচেটিয়া কারবারের ফলে সমাজের ক্ষতি ( Social Cost of Monopoly )**

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে একচেটিয়া কারবারের অধীনে একটি ফার্মের চাহিদা রেখা নিম্নগামী হয় এবং ইহার প্রান্তিক আয় ( এবং ফলে প্রান্তিক ব্যয় ) দাম অপেক্ষা কম হয়। ইহার ফলে কেবলমাত্র একচেটিয়া কারবারীগণই লাভবান হন এবং এ্যাডাম স্মিথের অদৃশ্য হস্ত সমাজের স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে পারে না।[২]

অধ্যাপক স্যেমুয়েলসনের মতে, একচেটিয়া কারবারের ফলে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া অর্থনৈতিক অপচয় সৃষ্টি হয়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে একচেটিয়া কারবারের ফলে কি অর্থনৈতিক অপচয় হয় তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ধরা যাউক যে অন্যান্য সকল শিল্প ও উপকরণ-সমূহের বাজার হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা-মূলক। এখানে প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি দ্বারা উৎপন্নের প্রতিটি স্তরের সামাজিক অপচয় ( social cost ) দেখান হইয়াছে। এখানে সামাজিক ব্যয় বলিতে অন্যান্য শিল্পের



রেখাচিত্র ১৭.১৩ : একচেটিয়া কারবার হইতে সমাজের ক্ষতি

১. এই পরিমাপের অবশ্য অনেক ত্রুটি আছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য M. M. Bober: *Intermediate Price and Income Theory* দ্রষ্টব্য।

২. "To the degree that such imperfect competitors intelligently pursue their self-interest, they will not be led by Adam Smith's *invisible hand* to produce the level of output needed to promote the general interest." P. Samuelson and W. Northaus: *Economics* ( 12th edn., 1985, McGraw-Hill Kogakusha )

উৎপন্নের হ্রাসকেই বুঝান হইয়াছে। উপকরণসমূহের যোগান সীমিত বলিয়া একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইতে বাধ্য। ইহার কারণ অন্যান্য শিল্প হইতে উপকরণসমূহকে স্থানান্তরিত করিতে হয়।

কল্পনা করা যাইতে পারে যে ভোক্তাদের আচরণের মধ্যে পার্থক্য নাই। সুতরাং *DD* রেখাটি একটি দ্রব্যের ভোগের প্রতিটি স্তরের সামাজিক প্রান্তিক উপযোগের ( social marginal utility ) নির্দেশক।

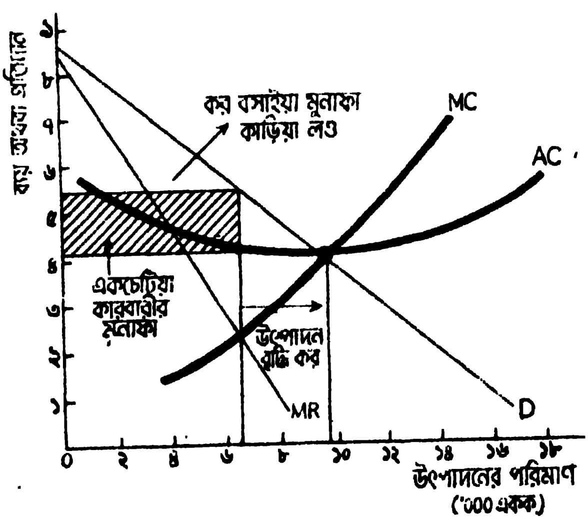
এখানে *E* বিন্দুতে প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ঘটে বলিয়া সামাজিক প্রান্তিক ব্যয় ( social marginal cost ) সামাজিক প্রান্তিক উপযোগের ( social marginal utility ) সমান হয়। ফলে সমাজের কল্যাণ সর্বাধিক হয়; অপরদিকে একজন একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিমাণ মাত্র $OQ_m$ এবং দাম $OP_m$ হওয়ায় সামাজিক প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। ফলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণভাবেই নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ইহার পরিমাণ হইল *ABE*। ইহাকে রেখাচিত্রের আবৃষ্ট ক্ষেত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে।

## ১৭.১৩ একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ ( Monopoly Regulation )

জনসাধারণের সার্থে সাধারণত একচেটিয়া কারবারকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উদ্দেশ্য হইল একচেটিয়া কারবারীকে এইরূপভাবে কার্যকলাপ সম্পাদন করিতে বাধ্য করা যাহার ফলে ইহা প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের মত আচরণ করে। সাধারণত ইহার অর্থ হইল একচেটিয়া মুনাফাকে হ্রাস করা অথবা উপকরণ বণ্টন পদ্ধতির উন্নতিসাধন অথবা উভয়ই।[১] সাধারণত একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের নিম্নলিখিত রূপ বা পদ্ধতিগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

### (১) উৎপাদন বৃদ্ধি ( Output expansion )

প্রথমত একটি একচেটিয়া শিল্পকে ( monopolistic industry ) সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিয়া ইহাকে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে বাধ্য করা যায়। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এই



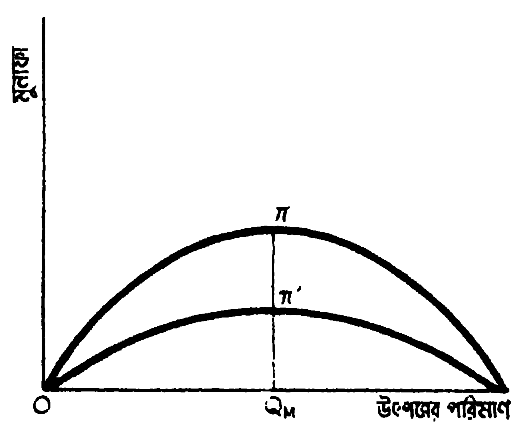

রেখাচিত্র ১৭.১৪ : উৎপাদন বৃদ্ধি

১. "The objective is usually to make the industry ( monopolist ) operate in such a manner that the results are close to those that would evolve if the industry were competitive. Generally, this means reducing monopoly profits and/or improving the allocation of resources." J. Holton Wilson : *Microeconomics* ( Harper & Row, 1982 )

উৎপাদনবৃদ্ধির সাধারণত দুইটি সুফল প্রদর্শিত হয়। প্রথমত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে এক-চেটিয়া কারবারীকে উপকরণসমূহের ক্রয় বৃদ্ধি করিতে হয়। সুতরাং স্বল্প পরিমাণে উপকরণ ক্রয় করিয়া অল্প পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত ইহার ফলে দ্রব্যটির দাম হ্রাস পায়। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যায় যে দ্রব্যটির দাম ৫.৫০ টাকা হইলে ১,৫০০ একক দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হয়। অতিরিক্ত ৩,৩০০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে একক প্রতি দাম ৫.৫০ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৩.৭৫ টাকা করিতে হইতে। উৎপন্নের এই স্তরে স্বাভাবিক মুনাফা সমেত সকল প্রকার ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হয়। বস্তুত, এই সমাধানই সর্বাধিক কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ ইহা একচেটিয়া কারবারীকে ইহার গড় ব্যয় রেখার একটি নিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করিতে বাধ্য করে। বস্তুত, বাজারটি যদি প্রতিযোগিতামূলক হইত তাহা হইলে এই বিন্দুতেই দ্রব্যটি উৎপাদিত হইত। এই পদ্ধতির সাহায্যে একচেটিয়া কারবারীকে প্রতিযোগিতামূলক দামে দ্রব্যটির সমগ্র চাহিদা মিটাইতে বাধ্য করা হয়। ফলে কেবলমাত্র ধনীক সম্প্রদায়ই নয়, সকলেই দ্রব্যটি একই দামে ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। ইহা সমাজের দিক দিয়া নিসন্দেহে কাম্য।

**(১) কর ( Taxes ) :** রেখাচিত্রের উপরাংশে দ্বিতীয় একটি সমাধান দেখান হইয়াছে। একচেটিয়া কারবারীকে ৬২০০ একক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া এবং একক প্রতি ৫.৫০ টাকা দাম ধার্য করিয়া মুনাফা সর্বাধিক করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সকল ব্যয় সংকুলান করার পর একচেটিয়া কারবারীর নিকট যে অতিরিক্ত মুনাফা পড়িয়া থাকে তাহাকে কর বাবদ কাড়িয়া লওয়া যায়। ইহার ফলে একচেটিয়া কারবারী পক্ষে উপকরণসমূহকে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত রাখিয়া উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাওয়া ও স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইবে সত্য কিন্তু ইহার একচেটিয়া অবস্থার ( monopoly position ) জন্য কোন অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইবে না।

পার্শ্বের রেখাচিত্রে বিষয়টিকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝান হইয়াছে। কর স্থাপনের পূর্বে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মুনাফা প্রথমে বৃদ্ধি পায়। এখানে *OQM* হইল মুনাফা-সর্বাধিককারী উৎপন্ন। এই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। এখন যদি ৫০ শতাংশ কর স্থাপন করা হয় তাহা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ, দাম ও উৎপাদন সিদ্ধান্ত সবই অপরিবর্তিত থাকিবে কিন্তু উৎপন্নের প্রান্তিক স্তরে মুনাফা অর্ধেক হইয়া যাইবে। দুইটি মুনাফা রেখার সাহায্যে ($\pi$ এবং $\pi'$) বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে মুনাফার[১] উপর একটি শতাংশ কর ( a percentage tax ) স্থাপন করা হইলে, শুধুমাত্র মুনাফাই হ্রাস পায়, উৎপন্নের পরিমাণ ও দাম অপরিবর্তিত থাকে।



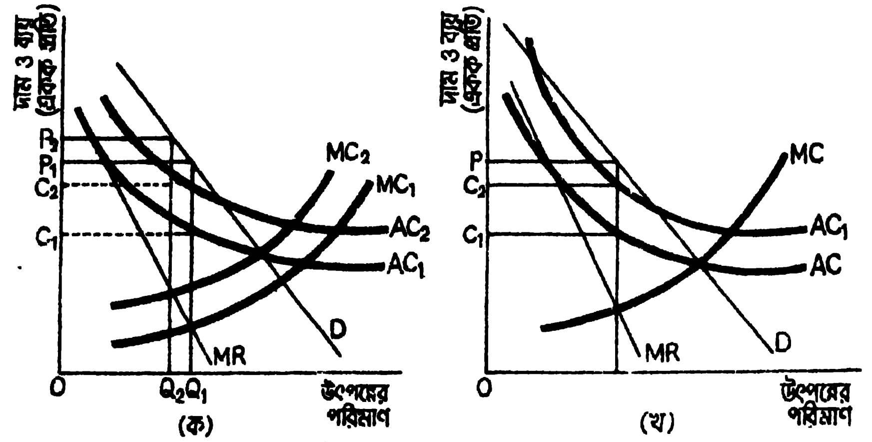

রেখাচিত্র ১৭.১৭ : মুনাফার উপর শতাংশ কর
( a percentage tax on profit )

একচেটিয়া কারবারীর উপর অন্য দুই প্রকারের বিকল্প করও স্থাপন করা যায়। একটি হইল একক প্রতি একটি নির্দিষ্ট কর ( a specific tax per unit ) এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ( a lump-sum ) কর। পর-পৃষ্ঠায় দুইটি রেখাচিত্রে ইহাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

একক প্রতি একটি নির্দিষ্ট কর স্থাপন করা হইলে গড় ব্যয় রেখা ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা উভয়ই যে পরিমাণ কর স্থাপন করা হইবে ঠিক সেই পরিমাণ ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। এক্ষেত্রে গড় ব্যয় রেখা $AC_1$ হইতে $AC_2$ এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা $MC_1$ হইতে $MC_2$-তে স্থানান্তরিত হইবে।

১. এখানে মুনাফা বলিতে হিসাবরক্ষকের দৃষ্টিকোণ হইতে মুনাফাকে ( accounting profit ) বুঝান হইয়াছে।

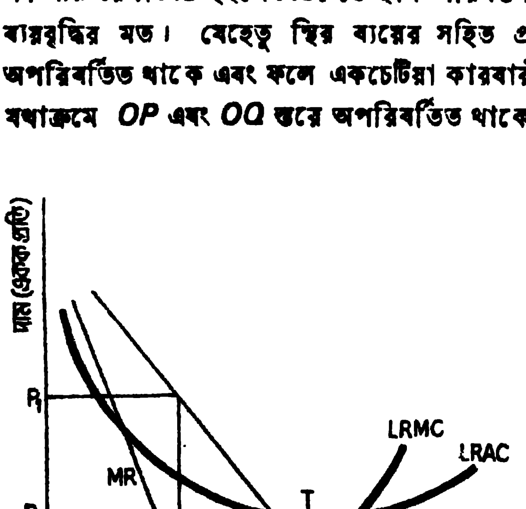
কার্মের উপর ইহার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা হইলে এই যে মুনাফা সর্বাধিকীকারী সূত্র অনুসরণ করিয়া ফার্মটি দ্রব্যটির উৎপাদন $OQ_1$ হইতে হ্রাস করিয়া $OQ_2$ করিবে। দ্রব্যটির দাম $OP_1$ হইতে




রেখাচিত্র ১৭.১৬ : একচেটিয়া কারবারীর উপর একক প্রতি নির্দিষ্ট কর

বৃদ্ধি পাইয়া $OP_2$ হইবে এবং গড় ব্যয় $OC_1$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $OC_2$ হইবে। ফলে মুনাফা হ্রাস পাইবে কিন্তু ভোক্তারা অধিক দাম দিয়া অল্প পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করিবেন। এক্ষেত্রে কর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় দ্রব্যটির দাম উহা অপেক্ষা অল্পই বৃদ্ধি পাইবে।

রেখাচিত্র (খ)-এ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর স্থাপনের ফল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে গড় ব্যয় রেখা $AC$ হইতে $AC_t$-তে স্থান পরিবর্তন করে। এক্ষেত্রে করের ফল হইল অনেকটা স্থির ব্যয়বৃদ্ধির মত। যেহেতু স্থির ব্যয়ের সহিত প্রান্তিক ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নাই, সেহেতু প্রান্তিক ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে এবং ফলে একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিকীকারী দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ যথাক্রমে $OP$ এবং $OQ$ স্তরে অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু যেহেতু সমপরিমাণ উৎপন্নের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় $OC_1$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $OC_2$ হয় সেহেতু মুনাফা হ্রাস পায়। ভোক্তাগণ এই কর দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হন না, কারণ তাঁহারা একই দামে একই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করেন।




রেখাচিত্র ১৭.১৭ : দাম-নিয়ন্ত্রণ

**(৩) দাম নিয়ন্ত্রণ (Price regulation):** পরিশেষে দাম নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা যায়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। ধরা যাউক শুরুতে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ হইল যথাক্রমে $P_1$ এবং $Q_1$। এখন সরকার আইনের মাধ্যমে একটি ন্যূনতম দাম স্থির করিতে পারে যে দামে শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা যায়। এই দাম হইল $OP_A$, যে দামে ভোক্তাগণ $Q_A$ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ। এই স্তরে দাম হইল দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের সমান ($P_A = LRAC$) এবং অর্থনৈতিক মুনাফা হইল শূন্য। এই দামে ভোক্তারা অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয়

করিবেন ( $QA > Q_1$ কারণ $PA < P_1$ )। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সমাজের দিক দিয়া কাম্য হইলেও দ্রব্যটির দাম এখনও প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক এবং এই শিল্পে অর্থনৈতিক সমাজের মোট উপকরণের অতি সামান্য অংশই বণ্টিত হইবে।

যদি সরকার উপকরণ বণ্টন লইয়া চিন্তিত থাকে তাহা হইলে $OPM$ দাম ধার্য করা হইবে যাহাতে $OQM$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত ও বিক্রীত হয় এবং এই দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে। অবশ্য দাম ও উৎপন্নের এই সমন্বয়ে একক প্রতি লোকসানের পরিমাণ হইবে $TS$ টাকা। সুতরাং একচেটিয়া কারবারীকে শিল্পে টিকিয়া থাকিতে হইলে সরকারী ভরতুকির উপর নির্ভর করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ভরতুকির পরিমাণ হইল $OQ \times TS$। এই ভরতুকি প্রদান সর্বদা জনগণের সমর্থন লাভ নাও করিতে পারে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. একচেটিয়া কারবার বলিতে বাজারের এরূপ একটি অবস্থাকে বুঝান হয় যেখানে মাত্র একজন উৎপাদক একটি দ্রব্য সামগ্রিকভাবে যোগান দেন এবং দ্রব্যটির কোন ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

২. শিল্পে অনুপ্রবেশের নানাবিধ বাধার ফলে নূতন ফার্ম শিল্পে যোগদান করিতে পারে না। ফলে দীর্ঘকালে অতিরিক্ত মুনাফা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৩. একচেটিয়া কারবারীর চাহিদা রেখা হইল দ্রব্যটির বাজারের সমগ্র চাহিদা রেখা, কারণ ফার্মের সহিত শিল্পের কোন প্রভেদ নাই। চাহিদা রেখা নিম্নমুখী বলিয়া প্রান্তিক আয় সর্বদা বাজার দাম অপেক্ষা কম হয়।

৪. প্রান্তিক আয়ের সহিত প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি করিয়াই একজন একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিক করে। যেহেতু দাম হইল প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক সেহেতু দ্রব্যটি স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন করা হয় এবং শিল্পে স্বল্প পরিমাণ উপকরণই বণ্টিত হয়।

৫. একচেটিয়া কারবারী যে সর্বদাই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণত অতিরিক্ত মুনাফার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

৬. একজন একচেটিয়া কারবারী সাধারণত ন্যূনতম ব্যয়ে একটি দ্রব্য উৎপাদন করে না।

৭. একচেটিয়া কারবারে যোগান রেখার কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

৮. দীর্ঘকালে একজন একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বৃহদায়তনের কারখানা স্থাপন করিয়া আয়তনজনিত ব্যয়-সংক্ষেপের সুযোগ লাভ ও অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়।

৯. একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে যে কোন দাম ধার্য করা সম্ভব নয়। দাম স্থির পথে নানা বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হয়। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করিলে মুনাফা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইবে তাহা মূলত নির্ভর করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।

১০. একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করিতে পারে। অবশ্য এই মূল্য-নীতির সার্থকতা বা সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে বিভিন্ন বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। ইহা সমাজের দিক দিয়া কাম্য কিনা তাহা লইয়া যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

১১. সরকার জনস্বার্থে একচেটিয়া কারবারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের তিনটি পদ্ধতি আছে: উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, দাম নিয়ন্ত্রণ ও করস্থাপন।

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. Richard A Bilas : *Microeconomic Theory* ( 2nd edn., McGraw-Hill, 1971 )
2. J. Holton Wilson : *Microeconomics* ( Harper & Row, 1978 )
3. W. J. Baumol and A. S. Blinder : *Economics* ( 3rd edn., 1984 )
4. M. M. Bober : *Intermediate Price and Income Theory* ( Norton, 1955 )
5. A. A. Alchian : *Exchange and Production* ( Worthsworth, 3rd edn., 1983 )
6. A. Koutsoyyanis : *Microeconomics* ( 2nd edn. )
7. E. Mansfield : *Microeconomics* ( 2nd edn. )
8. G. F. Stanlake : *Introductory Economics* ( 4th edn., Longman )
9. K. W. Clarkson and R. L. Miller : *Industrial Organisation* ( McGraw-Hill Kogakusha, 1982 )

10. A. K. Sen : *Contemporary Economics* ( New Central, 1986 )

11. P. A. Samuelson and W. D. Northaus : *Economics*, ( McGraw-Hill Kogakusha, 12th edn,, 1985 )

12. L. Solmon : *Economics* ( 3rd edition, 1984 )

## প্রশ্নাবলী

১. (ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতার সর্তগুলি কি কি ?

(খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের চাহিদা রেখা কেন অনুভূমিক এবং একচেটিয়া কারবারীর ক্ষেত্রে নিম্নাভিমুখী হয় ?

(গ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম ও একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক কি ? [ N.B.U.B.A. 1985 ]

২. কোন একচেটিয়া কারবারী কোন্ কোন্ অবস্থায় সাফল্যের সহিত দাম স্বতন্ত্রতা প্রয়োগ করিতে পারে তাহা বিশ্লেষণ কর। দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের সর্তাবলী ব্যাখ্যা কর। [ B.U.B. Com. 1984 ]

অথবা

দাম স্বতন্ত্রকারী কাহাকে বলে ? ইহা কখন সম্ভব হয় ? দাম স্বত কার একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ভারসাম্যে অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

৩. 'একচেটিয়া বাজারের তুলনায় নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য দাম কম হয় ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমান অধিক হয়।' আলোচনা কর। [ C.U.B.Com. 1985 ]

৪. একজন একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন কর : দেখাও যে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইলেই সে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে। [ B.U.B.A. ]

৫. একচেটিয়া মূল্য কি সর্বদা প্রতিযোগী কারবারের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে ? [ C.U.B.Com. 1983 ]

৬. কিভাবে একচেটিয়া কারবারী তাহার উৎপাদনের পরিমান নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহা বিশ্লেষণ কর। [ C:U.B.Com. 1981 ]

৭. একচেটিয়া কারবারী কখন দাম পৃথকীকরণ করিতে পারে ? উহার ভারসাম্য উৎপাদন ও দাম নির্ধারণের সর্তগুলি কি কি ? দাম পৃথকীকরণ কি সর্বদা লাভজনক ? [ B.U.B.A. 1984 ]

৮. একচেটিয়া উৎপাদন কিরূপে বাজারে তাহার মূল্য নিরূপণ করে দেখাও। একচেটিয়া মূল্য কি সকল সময় প্রতিযোগিতার বাজারের মূল্য হইতে অধিক হয় ? [ C.U.B.A. 1985 ]

# পরিশিষ্ট

## সরকার ও বৃহৎ ব্যবসায়[১] ( Government and Big Business )

পৌনঃপুনিক বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষের অভাব মিটানর জন্য মূল্যসৃষ্টিকারক যে-কোন ধরনের কাজকর্মই ব্যবসায় নামে অভিহিত ( "Any activity directed to create values for removing wants of men in society through recurring exchange." ) অতএব, ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হইল সমাজবদ্ধ মানুষের অভাবমোচনের জন্য মূল্যসৃষ্টি ( creation of values ) এবং বিনিময়-সম্পাদন ( performance of exchange )। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া পার্কিনসন ব্যবসায়ের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন : ব্যবসায় হইল বৃত্তি বা বাণিজ্যের অনুসরণ, এবং সংকীর্ণ অর্থে ইহার দ্বারা মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ই বুঝায় ("Business is usually defined as the pursuit of an occupation or trade ; more narrowly, the purchase and sale of goods with the object of making a profit." )। অতএব, ব্যবসায়ের পশ্চাতে কার্য করে মুনাফালাভের উদ্দেশ্য যাহা সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সম্পর্কিত উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

১. বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Com. (Hons.) ছাত্রছাত্রীর জন্য রচিত।

ইতিহাসের দিক দিয়া বাণিজ্য ( commerce ) শিল্পের পূর্ববর্তী, এবং বাণিজ্যলব্ধ মুনাফাই পরে শিল্পে বিনিয়োজিত হয়। এমনকি ব্যাংক-ব্যবসায়ের ( banking ) আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ( বৃহদায়তন ) শিল্পের উদ্ভবের পূর্বে। বস্তুত, বৃহৎ-ব্যবসায় সম্পূর্ণ শিল্পভিত্তিক, এবং এই পরিশিষ্ট অংশে এই অর্থেই আমরা 'বৃহৎ ব্যবসায়' ( big business ) কথাটি ব্যবহার করিব। ব্যবসায় তখনই বৃহৎ বলিয়া অভিহিত হয় যখন উহা আয়তনে সম্প্রসারিত হইয়া সমাজ-ব্যবস্থায় অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়, এবং কোন কোন সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ, রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, সমাজসংস্কার প্রভৃতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার উহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। এই কারণে বৃহৎ ব্যবসাকে 'আধুনিক লেভায়াথান' ( the modern leviathan ) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আবার 'লেভায়াথান' বলিয়াই এই সকল বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে দামনির্ধারক ( price-setter )। অর্থাৎ, এই সকল প্রতিষ্ঠান-উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা বিশেষ নির্ণীত হয় না, নির্ধারিত হয় ঐ বিশেষ প্রতিষ্ঠান দ্বারাই—যে দামে ভোক্তারা উহা ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।[১]

সাধারণ অর্থে বৃহৎ ব্যবসায় বলিতে সমগ্র শিল্পের উৎপাদনের বৃহদংশ সরবরাহ করে এরূপ যৌথ প্রতিষ্ঠানকে ( corporation ) বুঝায়। কিন্তু ইহা নাও হইতে পারে—বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের বৃহদংশ সরবরাহ করার পরিবর্তে বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারে। একত্রীভূত হওয়া বা সংযোজনের ( merger or integration ) ফলেও ব্যবসায় বৃহৎ হইয়া উঠিতে পারে। আবার হোল্ডিং ও অধীনস্থ কোম্পানীর মধ্যে অংগাংগি সম্পর্কের ( holding-subsidiary relationship ) দরুনও ব্যবসায় বৃহৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

## বৃহৎ ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা

বৃহৎ ব্যবসায় যে সমর্থিত হয় নাই তাহা নহে। স্যামুয়েলসন বলেন: বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় কলাকৌশলগত দিক দিয়া দক্ষতারই প্রতীক, এবং বৃহৎ যৌথ প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারীদের পক্ষে ঝুঁকি ছড়াইয়া দিবার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সসীম দায় ( limited liability ) এবং যৌথ প্রতিষ্ঠান-ব্যবস্থা যদি না থাকিত তবে সমাজের পক্ষে বহু পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন পরিপূরক দ্রব্য উৎপাদন, ঝুঁকি ছড়াইয়া দেওয়া, গবেষণার সুযোগসুবিধা ভোগ করা এবং পরিচালনাগত কলাকৌশলকে কাজে লাগান মোটেই সম্ভব হইত না।

পরিচালনাগত কলাকৌশলকে কাজে লাগান ছাড়াও নূতন প্রযুক্তির সম্প্রসারণে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা 'বৃহৎ ব্যবসায়ই' অধিকতর উপযোগী। কার্যের সর্বাবলী উন্নয়নেও দাঁড়িপাল্লার ঝোঁক বৃহৎ ব্যবসায়েরই দিকে।

ব্যাপক দৃষ্টিকোণ হইতে এগুলি হইল আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা ( economies of scale or advantages of large-scale production )—অ্যাডাম স্মিথের সময় হইতেই অর্থবিদ্যাবিদগণ যাহার উল্লেখ ও গুণগান করিয়া আসিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভারত সরকার বিদেশে ১০ হাজার মোটর-লরী সরবরাহের অর্ডার পাইলে টাটার দিকেই তাকাইবে; বহুসংখ্যক লরী-নির্মাতা থাকিলে হয়ত ঐ অর্ডার লইতেই সাহস করিবে না। কারণ গুণগত দিক দিয়া বহু উৎপাদকের দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। অন্তত এই দিক দিয়া বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কাম্যই বিবেচিত হয়। ইহার উপর অবশ্য আছে বহুল উৎপাদনের জন্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। স্যুমপিটারের ভাষায়, "যখন বৃহৎ ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত প্রতিবন্ধকহীন ছিল সেই সময়েই জনসাধারণের জীবনযাত্রার আধুনিক মান বিবর্তিত হইয়াছে" ( The modern standard of life of the masses evolved during the period of relatively unfettered big business )।

---

১. Galbraith and Salinger : *Almost Everyone's Guide to Economics*

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন ও মিলটন ফ্রিডম্যান বৃহৎ শিল্পের সম্প্রসারণকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর অতি উন্নত দেশগুলির ( the highly developed countries ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে উচ্চ জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে বৃহৎ ব্যবসায়ের একটি অবদান আছে। বস্তুত, বৃহৎ ব্যবসায়ের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ফলেই এই সকল দেশগুলির মাথাপিছু আয় ও জীবন-যাত্রার মানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। বৃহৎ ব্যবসায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ফলে মোট জাতীয় উৎপন্ন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, নূতন নিয়োগ সৃষ্টি হইয়াছে, রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সরকারের কর রাজস্বের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র বৃহৎ শিল্পের পক্ষে বহুল পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া এবং আয়তনজনিত ব্যয় সংক্ষেপের সুযোগ লাভ করিয়া একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ও দ্রব্যাদির দাম হ্রাস করা সম্ভব। ইহার ফলেই মোট চাহিদার বৃদ্ধি ও বাজারের ব্যাপ্তি সম্ভব। এই শিল্পগুলিই প্রমাণ করিয়াছে যে বাজারের আয়তন সীমিত হইলে শ্রম-বিভাগ ও বিশেষীকরণ সীমিত হয়।

অপরদিকে বৃহৎ ব্যবসায়ের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে কতকগুলি সমস্যারও সৃষ্টি হইয়াছে। (১) প্রথমত ইহারা বহু পরিমাণে কর ফাঁকি দিয়া সমাজের সম্পদের একটি বিরাট অংশ হস্তগত করিয়াছে। ফলে সরকারের কর রাজস্বের পরিমাণ ভীষণভাবে হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং কর রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য সরকারের দিক হইতে ইহাদের নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

(২) দ্বিতীয়ত এই ধরনের ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বা কয়েক শ্রেণীর লোকের হাতে সমাজের সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ফলে সমাজে আয় ও সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য নহে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিয়াছে। বৃহৎ শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে যেমন দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে সেরূপ এগুলির দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য সম্পদ ও আয় বৈষম্য আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মূলত এই কারণেই ১৯৬৯ সালে ভারত সরকারের একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণকারী এক আইন ( The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ) পাশ করেন।

(৩) বৃহৎ শিল্পের আর একটি ত্রুটি হইল এই যে ইহা আঁটাআঁটি বিক্রয় ( tie-in sales ) পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃত্রিমভাবে ইহাদের মোট উৎপন্নের চাহিদা ও বাজারের ভাগ ( market share ) বৃদ্ধি করে। যেমন Reckit & Coleman কোম্পানী দ্বারা উৎপাদিত সর্বাধিক জনপ্রিয় দ্রব্য হইল ডেটল। ইহা ডেটল সাবান ও ডেটল ক্রীমও বিক্রয় করে। কিন্তু ডেটলের মত অন্য দ্রব্য দুটি বাজারে অত চাহিদা নাই। এই কারণে অপর দুইটি দ্রব্যের বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কোম্পানীটি ইহার বণ্টনকারীদের ( distributions ) ডেটল বণ্টনের পূর্বসর্ত ( pre-condition ) হিসাবে অন্যান্য দুটি দ্রব্য বিক্রয় বা বণ্টন করিতে বাধ্য করিতে পারে। এই ধরনের কার্যকলাপ অনেক সময় ( full line forcing ) নামেও পরিচিত। ইহার ফলে খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তাদের অসুবিধায় পড়িতে হয়। যদি এক বোতল ডেটল কিনিতে হইলে একটি ডেটল সাবান ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে ভোক্তারা নিজেদের পছন্দমত দ্রব্য ক্রয় করিতে ও নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে না। বস্তুত, বৃহৎ ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের ফলেই ভোক্তার সার্বভৌমিকতার ( consumer sovereignty ) ধারণাটি বহুলাংশে অর্থবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়াও নানা কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের ক্ষতি করিয়া থাকে। যেমন নানা ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে ইহারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ফলে ভোক্তারা অনেক সময় সঠিকভাবে দ্রব্য নির্বাচন করিতে পারে না। ইহা ছাড়া নানা ধরনের পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ও নানাবিধ অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া কৃত্রিমভাবে নিকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে যে শুধুমাত্র ভোক্তাদের স্বার্থহানী ঘটে তাহাই নহে ন্যায্য প্রতিযোগিতার ( fair competition ) ধারণাটি বহুলাংশে অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া এই

ধরনের কার্যকলাপের ফলে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও (বিশেষত যাহারা অতটা সবল নহে) যথেষ্ঠ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

(৪) বৃহৎ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ হইল এই যে একচেটিয়া ক্ষমতার ফলে ইহারা কৃত্রিমভাবে দ্রব্যাদির দাম বাড়াইয়া দিয়া ভোক্তাদের শোষণ করে। এই কারণে বলা হয় একচেটিয়া কারবারে ফলে ভোক্তার উদ্বৃত্তের (consumer's surplus) পরিমাণ হ্রাস পায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে একচেটিয়া কারবারী সম্ভাব্য ভোক্তার উদ্বৃত্ত (potential consumer's surplus) কাড়িয়া লয়।

(৫) বৃহৎ ব্যবসায়গুলি যে শুধুমাত্র ভোক্তাদেরই শোষণ করে তাহা নহে ইহারা শ্রমিকদেরও শোষণ করে। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে শ্রমের বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া অস্তিত্ব দেখা দিলে শ্রমিকেরা শোষিত হয় (এই প্রসংগে পুস্তকের ৫৫৭-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই কারণেই ভারতের ন্যায় বহুদেশে ন্যূনতম মজুরি আইন পাশ করিয়া শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়।

(৬) বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহকারীদেরও ন্যায্য মূল্য প্রদান না করিয়া শোষণ করে। যেমন ভারতের অধিকাংশ তুলাবস্ত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কৃষকদের কাঁচাতুলার জন্য অতি অল্প দাম প্রদান করে, চট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কখনই কৃষকদের কাঁচাপাটের ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য প্রদান করে না। ফলে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সরকারকে বহুক্ষেত্রে কাঁচামালের ন্যূনতম দাম বাঁধিয়া দিতে হয় যাহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের স্বার্থ কিছুটা রক্ষা করা যায়।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, বৃহৎ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ তাহা হইল নৈতিক দিক দিয়া—অর্থনৈতিক দিক দিয়া নহে। অর্থাৎ, ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রতিযোগিতাই কাম্য এবং প্রতিযোগিতা হইতে বিচ্যুতির অর্থই অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত হইতে দিলে গণতান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতি কখনই সফল হইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত স্বল্পসংখ্যক বৃহৎ উৎপাদনের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কার্টেল (cartel) গঠনের ঝোঁক দেখা যায়। ইহার ফলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রসারিত হইতে পারে না, আর দামও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পাইবার আশংকা থাকে। এই সকল অন্তরায়মূলক কার্যের (restrictive practices) ফলে মূল্য-ব্যবস্থা (the price system) ঠিকমত কার্য করিতে পারে না।

তারপর আছে শ্রমিক শোষণের প্রশ্ন। শ্রমিক সংঘ খুব শক্তিশালী না হইলে বৃহৎ ব্যবসায় শ্রমের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রমিক শোষণের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

অবশ্য এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শুধুমাত্র নৈতিক (legal) কারণেই বৃহৎ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ কাম্য নহে। যদি শুধুমাত্র এই কারণে একটি বৃহৎ শিল্পকে ভাঙ্গিয়া টুকরা করা হয় তাহলে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ আহরণ করা সম্ভব হইবে না। ফলে একক প্রতি ব্যয় ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ফলে যদি একটি একচেটিয়া সংস্থাকে ভাঙ্গিয়া টুকরা করা হয় এবং ফলে নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহা হইলে মোটেই ভোক্তার স্বার্থ বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। সুতরাং সর্বশেষ বিশ্লেষণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে ভোক্তাদের চূড়ান্ত স্বার্থের (the ultimate interest of the consumer) কথা স্মরণ রাখিয়াই একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে।

**বৃহৎ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ:** প্রশ্ন হইল, ব্যবসায়ের পক্ষে বৃহৎ হওয়া কি অপরাধ? অপরাধ না হইলে এরূপ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষ কেন? দেখা যাউক, বিদ্বেষের কারণ কি।

বৃহৎ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল মূলত তিন প্রকার: (ক) ক্ষমতা কতিপয় হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় বলিয়া দুর্নীতির সম্ভাবনা, (খ) একচেটিয়া (বা প্রায় একচেটিয়া) উৎপাদক বলিয়া দ্রব্যের বাজারে ভোক্তাকে শোষণের সম্ভাবনা (monopolistic exploitation of the consumer in the producr market) এবং (গ) উপাদানের বাজারে একমাত্র ক্রেতা বলিয়া শ্রমিক শোষণের মোটামুটি অপরিহার্য (monopsonistic exploitation of labour in the factor market)।

ইহার সহিত অবশ্য আরও একটি অভিযোগ জড়িত আছে: কারবার একচেটিয়া প্রকৃতির বলিয়া অপচয়ের আশংকা।[১]

**বৃহৎ ব্যবসায় ও সরকারী নীতি ( Big Business and Public Policy )**

বহৎ ব্যবসায়কে সরকার চিরকালই বিদ্বেষ বা সন্দেহের চোখে দেখিয়াছে। যাহাতে জোটবাঁধার ফলে বৃহৎ ব্যবসায় হইতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব না ঘটে তাহার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনবিংশ শতাব্দীতেই সারম্যান আইন ( Sherman Act, 1890 ) পাস করা হয়। তারপর বিংশ শতাব্দীতে পাস করা হয় ক্লেটন আইন ( Clayton Act, 1814 ) এবং ফেডারেল ট্রেড কমিশন আইন ( Federal Trade Commission Act, 1914 ), রবিনসন-প্যাটম্যান আইন ( Robinson-Patman Act, 1936 ) এবং সেলার সংযুক্তিকরণ-বিরোধী আইন ( Celler Anti-merger Act, 1980 )।

ভারতে এদিকে দৃষ্টি পড়ে সংবিধান প্রণয়নের সময়। রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিতে ( Directive Principles of State Policy ) অন্যান্যের মধ্যে বলা হয়: রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি পরিচালনা করিবে যেন—(ক) সর্বসাধারণের হিতার্থে দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বণ্টিত হয়; এবং (খ) অর্থ-ব্যবস্থার ফলে ধন ও উৎপাদনের উপকরণসমূহ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থ হানি না ঘটায়।

ইহার বেশ কিছুদিন পর একচেটিয়া কারবারের অনুসন্ধানের ( Monopolies Inquiry Commission, 1965 ) প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করা হয় একচেটিয়া কারবার ও অন্তরায়মূলক ব্যবসায় আইন ( Monopolies and Restrictive Trade Practices—MRTP—Act, 1968 )। আইনটির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সংখ্যায় দুইটি: (ক) অন্যদের ছাপাইয়া উঠিয়াছে এরূপ বা প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানসমূহের ( dominant undertakings ) সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব রহিত করা; (খ) অন্তরায়মূলক ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ করা। ১৯৬৯ সাল হইতে আইনটি বলবৎ করা হয়।

এই আইনটি ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত আইনটি ১৯৮৫ সালের ১৫ই মার্চ হইতে কার্যকরী হয়। আইনের মূল ( provision ) হইল এই যে যে কোন কোম্পানী ও একই গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকটির কোম্পানীর মোট সম্পদের ( total assets ) পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার অধিক হয় তাহা হইলে এই আইনের আওতায় পড়িবে এবং উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি বা নূতন দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে হইলে উহাকে পুনরায় সরকারের নিকট নূতন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল প্রধানত দুইটি: (ক) ইহারা বিভিন্ন অর্থসরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বিরাট মুনাফা করা সত্ত্বেও জাতির প্রতি কর্তব্য সম্যক-ভাবে পালন করে না; (খ) ইহারা পারিবারিক ভিত্তিতেই এবং ফলে অদক্ষভাবেই পরিচালিত হয়।

পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত হইলেই যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অদক্ষ হইবে এরূপ কোন কথা নাই। বরং এইরূপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। কারণ, বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত বলিয়া ইহারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাহা অন্যদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ব্যবসায়ে এইরূপ পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে নয়া পেশাদারিত্ব (neo-professionalism) বলিয়া অভিহিত করা যায়। আর আমাদের দেশে এইরূপ নয়া পেশাদারিত্বের অবদানও কম নহে। বিদেশী স্বার্থের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতে অতীতে ইহাই যা কিছু শিল্পপ্রসার তাহা সম্ভব করিয়াছিল। এই প্রসংগে জামসেটজী টাটা চিরস্মরণীয় ও দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া আছেন।

মোটকথা, ভারতে বৃহৎ পারিবারিক ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ তাহা মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক—অর্থনৈতিক নহে। ভারত সরকারের নীতি হইল আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হইতে

১. Galbraith: *The New Industrial State* : op. cit.

দেওয়া, এবং এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। তাহা হইলে বৃহৎকে বৃহত্তর হইতে দেওয়া যায় না।

তবে আমাদের বৃহৎ ব্যবসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশের বৃহৎ ব্যবসা হইতে অনেক ক্ষুদ্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক্সন ( Exxon ) বা জেনারেল মোটরসের (General Motors) বার্ষিক বিক্রয়লব্ধ আয় অনেক দেশেরই মোট জাতীয় আয় হইতে বেশী। তাহাদের বৃহত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

**উপসংহার:** বক্তব্য হইল যে দেশের পক্ষে বৃহৎ ব্যবসা হয়ত কাম্য, কিন্তু উহার ভার ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর হস্তে রাখা যাইতে পারে না। সুতরাং সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দুইটি দিকের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ এই সামঞ্জস্যবিধান কার্য সম্পাদন করিয়াই চলিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান যাহাতে সমাজাভিমুখী হয় সেদিকেই ঐ সকল দেশের সরকার বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেছে। সংগে সংগে যেগুলি আন্তর্জাতিক প্রকৃতির সেগুলিকেও নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করিতেছে।[১] এই আন্তর্জাতিক প্রকৃতির বৃহৎ ব্যবসায় বা আন্তর্জাতিক শিল্পদৈত্য সম্বন্ধে আলোচনা পরবর্তী এক অধ্যায়ে ( ৭৭৩-৭৭৯ পৃষ্ঠা ) করা হইবে।

**সারণি ১৭.৪ : ২০টি শীর্ষস্থানীয় শিল্পভবনের সম্প্রসারণ**

( কোটি টাকার হিসাবে )

| ক্রমিক সংখ্যা | শিল্প ভবনের নাম | সম্পদের পরিমাণ ১৯৭২ | সম্পদের পরিমাণ ১৯৮১ |
|---|---|---|---|
| ১ | টাটা | ৬৪২ | ১৮৪০ |
| ২ | বিড়লা | ৫৮৯ | ১৬২২ |
| ৩ | মফতলাল | ১৮৪ | ৫৩২ |
| ৪ | জে. কে. সিংঘানিয়া | ১২১ | ৫২০ |
| ৫ | থাপার | ১৩৬ | ৪০০ |
| ৬ | এ. সি. সি | ১৩৪ | ৬৪৩ |
| ৭ | আই. সি. আই | ১৩৫ | ৩৫৮ |
| ৮ | সারাভাই | ৮৪ | ৪৩১ |
| ৯ | বাংগর (Bangur) | ১২৫ | ২৮১ |
| ১০ | কিরলোসকার | ৮৬ | ২৭৮ |
| ১১ | রিলায়েন্স টেক্সটাইল | নূতন গোষ্ঠী | ২৭১ |
| ১২ | শ্রীরাম | ১২১ | ২৬৯ |
| ১৩ | অশোক লে ল্যাণ্ড | ২৯ | ২৫৩ |
| ১৪ | হিন্দুস্থান লিভার | ৭৮ | ২৪৭ |
| ১৫ | মোদি | ৫৮ | ২৪২ |
| ১৬ | সিন্ধিয়া | ১০৮ | ২৩০ |
| ১৭ | টি. ভি. এস. আয়েঙ্গার | ৫১ | ২২৭ |
| ১৮ | মোহিন্দ্র ও মোহিন্দ্র | ৫৮ | ২২৫ |
| ১৯ | লারসেন ও টুব্র (Larsen & Tubro) | ৭৯ | ২২০ |
| ২০ | বাজাজ | ৬৩ | ২১৪ |
| | | ২৮৮৮ | ৮৯৮৭ |

সূত্র: *The Economics Times*

১. J. K. Galbraith: *The Age of Uncertainty*

# ১৮ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বাস্তব জগৎ
## ( The Real World of Imperfect Competition )

*"Both monopolistic and competitive forces combine in the determination of most prices."* E. H. Chamberlin

পূর্ববর্তী দুইটি অধ্যায়ে আমরা বাজারের দুইটি চরম রূপ ( extreme form ) লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এই দুইটি রূপ হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার। কিন্তু বাস্তব জগতে সাধারণত এই দুই বাজারের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাস্তব জগতের অধিকাংশ বাজারই হইল এই দুইটির সংমিশ্রণ। বস্তুত, আমরা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের অবাস্তব জগতে বাস করি না, আমরা বাস করি অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বাস্তব জগতে ( the real world of imperfect competition )। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বলিতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ( markets in-between perfect competition and monopoly ) বুঝায়। বাস্তব জগতের প্রায় সকল বাজারই অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আওতায় পড়ে।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার নানা প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুইটি মূল প্রকারভেদ হইল একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ( monopolistic competition ) এবং অলিগোপলি ( oligopoly )। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বলিতে বহুসংখ্যক ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা ( competition among many ) এবং অলিগোপলি বলিতে কতিপয় ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা ( competition among few ) বুঝায়।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা শব্দটি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা জোন রবিনসন ১৯৩৩ সালে প্রথম ব্যবহার করেন। ঐ সালে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ: *The Economics of Imperfect Competition* ( 1933 ) প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ঐ একই বৎসরে অধ্যাপক এডওয়ার্ড চেম্বারলীনের বিখ্যাত গ্রন্থ *The Theory of Monopolistic Competition* প্রকাশিত হয়।

বস্তুত, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা হইল অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদ। এই অধ্যায়ে আমরা একচেটিয়া প্রতিযোগিতা লইয়াই আলোচনা করিব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা অলিগোপলি লইয়া আলোচনা করিব।

### ১৮.১ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা ( Definition of Monopolistic Competition )

একটি একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার হইল এমনই একটি বাজার যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অগণিত। কিন্তু দ্রব্যটি হইল পৃথকীকৃত।[১] বস্তুত, পৃথকীকৃত দ্রব্যের অস্তিত্বই হইল এই ধরনের বাজারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং দ্রব্য পৃথকীকরণ ( product differentiation ) লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ১৮.২ দ্রব্য পৃথকীকরণ ( Product Differentiation )

অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে প্রতিটি ফার্মের উৎপন্নের সহিত অন্যান্য ফার্মের উৎপন্নের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ক্ষেত্রে অবশ্য এই ধরনের পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে অনিচ্ছাকৃত-ভাবে ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন উৎপাদকের দক্ষতা বা যোগ্যতা অন্য একজনের দক্ষতা বা যোগ্যতা অপেক্ষা অধিক হইলে উভয়ের উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন একজন ছুতার মিস্ত্রী অন্য একজন অপেক্ষা উন্নতমানের আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে পারে। অনুরূপ কারণে

১. "Monopolistically competitive market is one in which both buyers and sellers are numerous, but the output is differentiated." M. L. Stigum

একটি কোম্পানীর পাঁউরুটি অন্য একটি কোম্পানীর পাঁউরুটি অপেক্ষা নরম, টাটকা ও সুস্বাদু হইতে পারে। অবশ্য এই অধ্যায়ে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের দ্রব্য পৃথকীকরণ লইয়া আলোচনা করিব। আমরা শুধুমাত্র সেই ধরনের দ্রব্য পৃথকীকরণ লইয়া বিবেচনা করিব যাহা একজন বিক্রেতা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য হইল প্রতিযোগীদের নিকট হইতে খরিদ্দারগণকে সরাইয়া লইয়া আসা এবং নিজেদের দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা। এই কারণে বাস্তব জগতের অধিকাংশ বাজারে প্রতিযোগী দ্রব্যগুলি একে অপরের খুবই ঘনিষ্ঠ দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত হইবে যদিও উহাদের পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিবে।[১] এই অবস্থায় বাজারের সীমারেখা তখনই নির্ধারিত হইবে যখন চাহিদার ক্রস-স্থিতিস্থাপকতা অতি সামান্য অথবা শূন্য হয়—অর্থাৎ যখন একজন ক্রেতা বিভিন্ন দ্রব্যকে একে অপরের পরিবর্ত হিসাবে বিচার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বা অস্বীকার করে। ইহার ফলে বাজারের বা শিল্পের সীমারেখা টানা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

উদাহরণস্বরূপ, মোটর গাড়ীর বাজারের কথা বিবেচনা করা যায়। আমেরিকা বা জাপানের মত উন্নত দেশে নানা ধরনের মোটর গাড়ীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটি সুলভ, কোনটি ভীষণ জনপ্রিয় আবার কোনটি দামী ও উচ্চমানসম্পন্ন। জনপ্রিয় মডেলগুলির প্রত্যেকটিই হইল একে অপরের পরিবর্ত। জাপানের দুইটি জনপ্রিয় মডেল হইল টয়টা ও সুজুকি। একজন সম্ভাব্য ক্রেতা একটি গাড়ী ক্রয় করিবার পূর্বে অবশ্যই দুইটি মডেলের আপেক্ষিক গুণাগুণ বিচার করিবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে রোলস্-রয়েসের মত একটি দামী গাড়ী ক্রয় করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে মোটর গাড়ীর দুইটি বাজার আছে। একটি হইল সুলভ ও জনপ্রিয় গাড়ীর বাজার। অপরটি হইল দামী ও উৎকৃষ্টমানের গাড়ীর বাজার। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহু ধরনের গাড়ী আছে যেগুলির দাম ও কার্যকলাপের ( performance ) মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গাড়ীর বাজার দুই প্রকারের না হইয়া বহু প্রকারের হইতে পারে। অর্থাৎ, দ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে আমরা একই বাজারের নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি।

এই অবস্থায় বিভিন্ন বিক্রেতাগণ যে-সকল দ্রব্য সরবরাহ করিবেন তাহাদের বাজার দাম অবশ্যই এক হইবে না। যদি অবশ্য একটি দ্রব্যকে একটি বাজারের একটি বিশেষ অংশে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয় তাহা হইলে একটি নির্দিষ্ট প্রসারের ( range ) মধ্যে ইহার বাজার-দাম হ্রাস পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদি এই প্রসারের মধ্যে দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে কিছু নূতন খরিদ্দার দ্রব্যটি ক্রয় করিতে অথবা কিছু পুরাতন খরিদ্দার হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন বিশেষ অর্থবহুল হইবে না। একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে পছন্দ সাধারণত স্থায়ী হয় বলিয়া দামের সামান্য পরিবর্তনে ক্রেতাগণ বিশেষ সাড়া দেন না। যেমন বহুকাল ধরিয়া যাহারা হরলিকস্ খাইতে অভ্যস্ত তাহারা সহজে ( অর্থাৎ হরলিকসের দাম সামান্য বৃদ্ধি পাইলে ) ভিভা অথবা নিউট্রামূল খাইতে আগ্রহী হইবেন না। কিন্তু প্রতিযোগীর তুলনায় একটি ফার্ম যদি নিজের দ্রব্যের দাম ভীষণভাবে বৃদ্ধি করে তাহা হইলে ইহার বিক্রয়ের পরিমাণও দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতে পারে।

**দ্রব্য পৃথকীকরণের উৎস ( Sources of product differentiation )**

দ্রব্য পৃথকীকরণের উৎস নানা প্রকার হইতে পারে। প্রথমত, একটি দ্রব্য আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়া অন্য একটি দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। ইহার নানা কারণ থাকিতে পারে—ডিজাইন ও প্রভৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য অথবা কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, জামাকাপড় কাটিবার জন্য যে মেসিন ব্যবহার করা হয় তাহাদের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই ধরনের পার্থক্যকে সহজেই চেনা যায়।

---

১. "Thus in the markets of the real world the competing products will be fairly close substitutes for each other, even though the cross-elasticity of demand will vary between them." Noel Branton & J. Livingstone

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যাদির আকৃতিগত পার্থক্যের ফলে উহাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময় যদি উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় অথবা একটি দ্রব্যের উৎপাদনকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অধিক সূক্ষ্মতা দেখা যায় তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে ইহার জীবনকাল দীর্ঘ হইবে ( যদিও ক্রেতার নিকট ইহা সুরুতে কাম্য বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে )। একটি দ্রব্যের ডিজাইন যদি ভাল হয় তাহা হইলে ইহাকে সংরক্ষণ করা বা বজায় রাখাও অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। ইহার ফলে দ্রব্যটিকে ব্যবহার করিবার ব্যয়ও ( running cost ) স্বল্প হইবে। এই বৈশিষ্টগুলির অপরদিকে আছে দ্রব্যাদির দাম। একজন ক্রেতা দ্রব্যদির আপেক্ষিক দাম ও উহাদের আপেক্ষিক সুযোগসুবিধার তুলনা করিয়াই সাধারণত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দ্রব্যটির আকৃতি-প্রকৃতিগত পার্থক্যের সহিত উহাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি কলম দেখিতে ভাল হইলেই যে লিখিবার পক্ষে ভাল এরূপ কোন কথা নাই। অনেক সময় দামী কলম অপেক্ষা কমদামী পেনের দক্ষতাই অধিক হয় ( অবশ্য দামী পেনের জীবনকাল অধিক হইতে পারে )। অবশ্য এই দ্রব্যের আকৃতি-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লইয়াই বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন বা প্রচারকার্য চালাইয়া যাওয়া হয়। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের দ্রব্যাদির গুণাগুণ মান সম্পর্কে কলাকৌশলগত জ্ঞান (technical knowledge) থাকে না সেহেতু অতি সহজেই তাঁহাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া অধিক দামে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা যায়। আবার একটি দ্রব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব না হইলে ইহার দামকেই ইহার গুণগত মানের সূচক বলিয়া গণ্য করা হয়।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একটি দ্রব্যের বিক্রয় কেবলমাত্র ইহার গুণগত মানের মধ্যে সীমিত থাকে না। ইহার সহিত জড়িত থাকে নানা ধরনের সেবাকার্য যেগুলি দ্রব্য ক্রয়ের ফল হিসাবে ভোক্তারা উপযোগ করিয়া থাকেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে একটি দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে উহার সহিত প্রয়োজনীয় বিক্রয়ের পরবর্তীকালীন সেবা ( after sales service ) সরবরাহ করিতে হয়। টেলিভিশনের বা মোটর গাড়ীর ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাধারণত যে কোম্পানীর টেলিভিশন ক্রয় করিলে আমরা দ্রুত ও উচ্চমানের মেরামতের সুযোগ পাই সেই কোম্পানীর সেটই কিনিয়া থাকি। এবং মূলত এই কারণেই অনেকে বিদেশী সেট কিনিতে ভয় পান। ইহা ছাড়া কিছু কিছু খুচরা বিক্রয়ের দোকানে এমন কিছু লোক রাখা হয় যাঁহারা ক্রেতাদের দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সরবরাহ করিতে ও অন্যভাবে ( বিভিন্ন মডেলের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে ) সহায়তা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া কিছু কিছু খুচরা বিক্রেতাগণ একটি দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ভোক্তাদের ঋণ প্রদান করেন। আমাদের দেশে অনেকেই কিস্তিতে মোটরগাড়ী, স্কুটার, প্রেসারকুকার ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অনেক সময় অযোগ্য দ্রব্যাদির বদল-ফেরতের সুযোগ প্রদান করা হয়। এগুলি হইল দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ব্যবধান ( planned differences in the product )। ইহা ব্যতীত কিছু কিছু কোম্পানী ক্রেতাদের বিনামূল্যে নানা ধরনের পুরস্কার ( free gifts ) প্রদান করিয়া থাকে। যেমন অনেক সময়ই একটি কোম্পানীকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করিতে দেখা যায় যে এক সংগে ৬টি সাবান ক্রয় করিলে একটি ছোট প্লাসটিকের মগ বিনা পয়সায় পাওয়া যাইবে। অথবা কোন কোন কোম্পানী ঘোষণা করে যে একটি দ্রব্যের ক্রেতাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে দামী দামী পুরস্কার বিতরণ করা হইবে। আবার ব্রিটেনে অনেক সময় একটি দ্রব্যের সহিত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে একটি করিয়া খেলনা সরবরাহ করা হয়। এগুলি হইল স্বল্পকালীন বিক্রয় বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা ( sales promotion measures )।

ভৌগোলিক কারণেও দ্রব্য পৃথকীকরণ ঘটিতে পারে। যেমন যদি একজন ক্রেতা ও একজন বিক্রেতার মধ্যে দূরত্ব অধিক না হয় তাহা হইলে সময় ও পরিবহণ ব্যয় বাঁচাইবার জন্য সামান্য অধিক দামেও একটি দ্রব্য ক্রয় করা হইতে পারে। কিন্তু যদি একজন বিক্রেতা একই দামে একটি দ্রব্য সকল ক্রেতার নিকট সরবরাহ করিতে সমর্থ হন ( অর্থাৎ দোকান হইতে দূরে অবস্থিত ক্রেতাদের নিকট

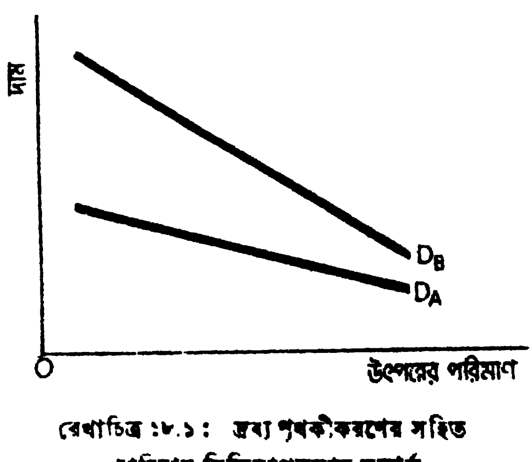
হইতে দ্রব্যটি সরবরাহের জন্ম অধিক দাম স্থির না করেন ) তাহা হইলে দ্রব্য পৃথকীকরণ বলিয়া কিছু থাকিবে না। একমাত্র বিক্রেতা যদি নিজের ব্যয়ে দ্রব্যটি সরবরাহ করিয়া থাকেন তবেই ইহা সম্ভব। যদি ক্রেতাকে দোকানে যাইয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে সময় ও অর্থ উভয়ই নষ্ট হইবে।

দ্রব্য পৃথকীকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে বাজারের কাঠামোর উপর ইহার ফল একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ইহা হইল দ্রব্য পৃথকীকরণের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ফার্মের অন্য ফার্ম অপেক্ষা অধিক সুযোগসুবিধা লাভ করিবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাটি সাধারণত বহুল পরিমাণে বিজ্ঞাপন ব্যয় এবং বিক্রয় বৃদ্ধির অন্যান্য রূপ বা প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।[১]

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় দাম ছাড়বাদের ( price discount ) মাধ্যমেও দ্রব্য পৃথকীকরণ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। যেমন বাজারের ভাগ ( market share ) বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে খৈতান কোম্পানী বৈদ্যুতিক পাখার উপর ৪০ হইতে ৫০ টাকা রিবেট বা ছাড় দেওয়া হয় এবং সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বিষয়টি বারবার প্রচার করা হয়।[২]

## ধারণাটির গুরুত্ব ( Importance of the concept )

দ্রব্য পৃথকীকরণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব লইয়া এখন সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। দ্রব্য পৃথকীকরণের ফলে একটি ফার্মের চাহিদা রেখা কখনই সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইতে পারে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সকল ফার্ম সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া প্রতিটি ফার্মের চাহিদা রেখা একটি নির্দিষ্ট দামে ( অর্থাৎ প্রচলিত বাজার দামে ) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়। অপরদিকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় দ্রব্য পৃথকীকরণের ফলে একটি ফার্মের চাহিদা রেখা কখনই সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় না। ফলে এই ধরনের বাজারে একটি ফার্মকে প্রচলিত বাজার-দামকে মানিয়া লইয়া উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। বরঞ্চ ইহাকে প্রচেষ্টা এবং ভ্রম পদ্ধতি ( trial and error method ) অবলম্বন করিয়া দ্রব্যটির দাম ও উৎপন্নের পরিমাণের একটি কাম্য সমন্বয় নির্ধারণ করিয়াই মুনাফা সর্বাধিক করিবার পথে অগ্রসর হইতে হয়। ফার্মটির উৎপন্নের দামের নমনীয়তার মাত্রা ( the degree of price flexibility ) মূলত নির্ভর করে ইহার দ্রব্য পৃথকীকরণের ক্ষমতার উপর। পৃথকীকরণের মাত্রা অধিক বা প্রবল হইলে ভোক্তারা এই দ্রব্যের দ্বারা ভীষণভাবে আকৃষ্ট হইবে এবং ফলে দ্রব্যটির দামের উপর ফার্মের নিয়ন্ত্রণ অধিক হইবে। কলিকাতার অবাঙালী সম্প্রদায় ভেওয়ারী সুইট্সের মিষ্টান্ন এত অধিক মাত্রায় পছন্দ করে যে উহাদের দাম সামান্য বৃদ্ধি পাইলে তাহারা মোটে বিচলিত হয় না। কোয়ালিটির আইস-ক্রিমের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, একটি দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্যের পার্থক্য যতই অধিক হয় ততই অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্ত হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হয়—অর্থাৎ অতি সহজে অন্যান্য দ্রব্যকে ইহার ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। ১৮.১ রেখাচিত্রে ইহাই




রেখাচিত্র ১৮.১ : দ্রব্য পৃথকীকরণের সহিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক

১. "The impact of product differentiation on market structure depends on the ability of some firms to secure strong advantages over others in this field. This may be the result of heavy advertising and other forms of sales promotion." Noel Branton and James Livingstone

২. টেলিভিশনে যাঁহারা খৈতান কোম্পানী দ্বারা প্রচারিত 'অড্স্ পড্স্' কর্মসূচীটি দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এ সম্পর্কে অবহিত। ইহা ছাড়া রিলায়েন্স কোম্পানী ও টাটা অয়েল মিলস্ লিমিটেড ইহাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে বেতার বা টেলিভিশনের বহু অনুষ্ঠানের বিশেষত টেস্ট ক্রিকেট খেলার সরাসরি প্রচারের ব্যয় বহন করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে A এবং B এই দুইটি ফার্মের চাহিদা রেখা দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে ভোক্তারা A ফার্মের দ্রব্যের সহিত এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সকল ফার্মের উৎপন্নের পার্থক্য অতি সামান্য বলিয়া মনে করে। এই কারণে A ফার্মের চাহিদা রেখা অধিক স্থিতিস্থাপক হয়। এই রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে ইহার উৎপন্নের চাহিদা এতই স্থিতিস্থাপক যে A ফার্মকে একটি দাম গ্রহীতার সহিত তুলনা করা যায়। অপরদিকে B ফার্মটি ইহার উৎপন্নকে অন্যান্য ফার্মের উৎপন্ন হইতে ভীষণভাবে পৃথক করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া ভোক্তারা অন্যান্য ফার্মের উৎপন্নকে B ফার্মের উৎপন্নের পরিবর্ত হিসাবে গ্রহণ করিতে চায় না। ফলে দামের পরিবর্তনে B ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ সাড়া দেয় না। অর্থাৎ মূল কথা হইল এই যে দ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে চাহিদাকে অধিক অস্থিতিস্থাপক করা অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা হ্রাস করা যায়।

দ্রব্য পৃথকীকরণ ঘটিলে একটি শিল্পের প্রকৃত সীমারেখা টানা কঠিন হইয়া পড়ে কারণ কোন দুইটি ফার্মই সম্পূর্ণ সমজাতীয় দ্রব্য অথবা সেবা উৎপাদন করে না। ইহার ফলে একটি শিল্পকে সহজে চেনা সম্ভব হয় না। একটি শিল্পের পরিবর্তে আমরা সারিবদ্ধভাবে বহু সংখ্যক ঘনিষ্ঠ দ্রব্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। বস্তুত, একটি দ্রব্যের শ্রেণীকে ( product group ) সঠিকভাবে সংজ্ঞা দেওয়ার ব্যাপারে এই অসুবিধাটির ফলেই মূলত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মডেলকে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

দ্রব্য পৃথকীকরণ অনেক সময় একটি শিল্পে নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।[১] ইহার ফলে একটি শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলির উৎপন্নের সহিত একটি নূতন ফার্মের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে নূতন ফার্মটির মধ্যে দ্রব্যটির দাম হ্রাস করিয়া ভোক্তাদের আকর্ষণ করিবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। যদি ভোক্তারা কেবল বাজার-দামের ভিত্তিতে একটি দ্রব্যের মূল্যায়ন করেন তাহা হইলে দাম হ্রাসের ফলে তাঁহারা ইহার দ্রব্যকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারেন। ইহার ফলে নূতন ফার্মের পক্ষে শিল্পে অনুপ্রবেশ কঠিন হইয়া পড়িবে। উদাহরণস্বরূপ প্রসিদ্ধ কফি উৎপাদনকারী কোম্পানী জেমস্-এর সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে গিয়া বহু ফার্মই বিপদে পড়িয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে একটি দ্রব্যকে তখনই পৃথকীকৃত বলিয়া গণ্য করা হয় যখন ক্রেতাগণ ইহার সহিত অন্য একটি দ্রব্যের গুণগত, সেবাগত বা অন্য কোন দিক হইতে পার্থক্য নির্দেশ করিতে সক্ষম হয়। বস্তুগত দ্রব্যের ( material goods ) বাজারে রং ডিজাইন বা কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যেমন ট্রেডমার্ক বা ব্রাণ্ডের নাম, ইত্যাদির মাধ্যমে একটি দ্রব্যকে সহজে চিনিবার সম্ভাবনা দ্রব্যাদির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অপরদিকে সেবার বাজারে একটি দোকানের অবস্থান (location), মালিকের ব্যবহার, বিক্রয়ের পরবর্তী স্তরের সেবা ( after sales service ), ইত্যাদির ভিত্তিতে সেবার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রয়ের ভিত্তিতে ক্রেতাদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া আকর্ষণীয় পুরস্কার লাভের সুযোগ প্রদান করা হয়। ভারতের সাবান শিল্প অথবা দাঁতের মাজন প্রস্তুতকারী শিল্প হইল একচেটিয়া প্রতিযোগিতার উদাহরণ। ভারতে ১০-১২টি সাবান প্রস্তুতকারী সংস্থা আছে। কিন্তু প্রতিটি ফার্ম একটি বিশেষ ধরনের সাবান প্রস্তুত করে এবং বিভিন্ন ধরনের সাবানের মধ্যে গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন গোডরেজ প্রস্তুত করে সিনথল সাবান আর টাটা প্রস্তুত করে হামাম সাবান। কিন্তু গোডরেজ ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী সিনথল সাবান প্রস্তুত করিতে পারে না কারণ এই সাবানটির উৎপাদন ব্যাপারে গোডরেজের ট্রেডমার্ক বা বিশেষ অধিকার (patent) আছে।

এই ফার্মগুলি যদিও পৃথকীকৃত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাবানের মোট চাহিদা সীমিত বলিয়া একটি ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হইল অন্য একটি ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়া।

১. D. W. Reekie: *Managerial Economics* ( Heritage )

ভোক্তারা যদি অধিক সংখ্যক হামাম সাবান ক্রয় করে তাহা হইলে অন্যান্য সাবান প্রস্তুতকারী কোম্পানীর দ্রব্যের চাহিদা ও বাজারের ভাগ ( market share ) হ্রাস পাইবে। অবশ্য এই বাজারের ভাগকে অপরিবর্তিত রাখিবার জন্য এবং প্রয়োজন হইলে বৃদ্ধি করিবার জন্য কার্মগুলি বিজ্ঞাপনের উপর বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। ক্রমাগত বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচারের মাধ্যমে ভোক্তাদের একটি বিশেষ দ্রব্য ক্রয় করিতে উৎসাহ প্রদান করা বা অনুপ্রেরণা যোগান সম্ভব। ইহা ছাড়া চাহিদা বৃদ্ধি করিবার অন্যান্য দুইটি উপায় হইল: বিনা পয়সায় পুরস্কার প্রদান এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে দামের ক্ষেত্রে ছাড়বাদ ( price discounts )। যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে একই সংগে দশটি সাবান ক্রয় করিলে একটি বাড়তি বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। এই বাড়তি দ্রব্যটির লোভে অনেকেই আসল দ্রব্যটি যতটুকু প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্রয় করেন। ফলে দ্রব্যটির মোট চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

একটি বিশেষ বাজারে সাধারণত দুইটি কারণে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়:

**(১) বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য (close substitutes) লইয়া প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ একটি দ্রব্যকে অবশ্যই ইহার গুণগত মান ও অন্যান্য কোন ভিত্তিতে একজন বিক্রেতার দ্রব্যের সহিত অন্য একজনের দ্রব্যের পার্থক্য নির্দেশ করিতে সহায়তা করিতে হইবে।**[১]

**(২) উৎপন্নের যে স্তরে বা প্রসারে ( range ) উৎপাদকগণ আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ-জনিত সুবিধা ভোগ করে তাহা শিল্পের মোট উৎপন্নের তুলনায় এতই অল্প যে বহুসংখ্যক বিক্রেতার পক্ষে বাজারে অস্তিত্ব বজায় রাখা বা সহবস্থান করা সম্ভব।**[২]

অবশ্য যে সকল শিল্পে পৃথকীকৃত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় সেই সকল শিল্পে অনেক সময় বহুসংখ্যক বিক্রেতার পরিবর্তে কতিপয় বিক্রেতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরনের শিল্পকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি ( differentiated oligopoly ) আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতের মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারী শিল্প হইল ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতে চারিটি ফার্ম মোটরগাড়ী প্রস্তুত করে—Hindustan Motors, Premier Automobile Ltd., Maruti Udyog Ltd. এবং Standard Motors। ইহাদের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ডিজাইনের, রং-এর ও দামের গাড়ী প্রস্তুত করে। ভোক্তারা নিজেদের রুচি বা পছন্দ অনুসারে কেহ বা Ambassador, কেহ বা Fiat কেহ বা Maruti গাড়ী ক্রয় করেন। ভারতের টাইপ মেসিন প্রস্তুতকারী শিল্প হইল ইহার আর একটি উদাহরণ।

## ১৮.৩ মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ( Main Features )

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এখন লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে:

(১) এই ধরনের বাজারে কেবলমাত্র দাম বা মূল্য-ভিত্তিক ভিত্তিতে প্রতিযোগিতাই দেখিতে পাওয়া যায় না, দাম-বহির্ভূত বা সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতাও ( non-price or service competition ) দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে মোট ব্যয়কে দুইভাবে ভাগ করা হয়: (ক) উৎপাদন ব্যয় ( production cost ) এবং (খ) বিক্রয় ব্যয় ( selling cost )। বিজ্ঞাপনের উপর অর্থ ব্যয় হইল বিক্রয় ব্যয়ের একটি উদাহরণ। এ সম্পর্কে অধ্যায়ের শেষে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

(২) একচেটিয়া কারবারের সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার একটি সাদৃশ্য আছে। উভয় বাজারেই চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়। ইহার কারণ ইহার উৎপন্নের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নহে। ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে দাম হ্রাস করিতে হয়।

---

১. "The product must offer some basis, however slight, on which the output of one seller must be differentiated from that of another." Stigum & Stigum

১. "The range of output over which individual producers attend economies of scale must be small enough relative to total industry output so that seller manyness is possible."

Stigum & Stigum

(৩) দীর্ঘকালে অবশ্য একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই ধরনের বাজারে নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশের অবাধ সুযোগ থাকে। স্বল্পকালে অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টি হইলে দীর্ঘকালে নূতন ফার্ম শিল্পে অনুপ্রবেশ করিবে। ফলে বাজার দাম ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং অবশেষে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের সুযোগের অবসান ঘটিবে। এই অবস্থায় প্রতিযোগী ফার্মের প্রচলিত বাজার দামকে মানিয়া লইয়াই একটি ফার্মকে উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং দীর্ঘকালে একটি ফার্ম হইল দাম-গ্রহীতা ( price-taker )।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার আলোচনার সময় অধ্যাপক চেম্বারলীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দুইটি অনুমানকে মূল বজায় রাখিয়াছেন।

(ক) প্রথমত তিনি অনুমান করিয়াছেন যে প্রতিটি ফার্ম স্বাধীনভাবে উৎপাদনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত করে। অর্থাৎ প্রতিটি ফার্মই ধরিয়া লয় যে প্রতিযোগীদের দাম, বিজ্ঞাপন ব্যয় এবং অন্যান্য বিষয়গুলি ইহার কার্যকলাপের সহিত মোটেই সম্পর্কিত নয়। সুতরাং একটি ফার্ম যদি দাম পরিবর্তন করে তাহা হইলে অন্যান্য ফার্মের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। অর্থাৎ এই অবস্থায় অন্যান্য ফার্মগুলি উহাদের দামের পরিবর্তন ঘটায় না।

(খ) দ্বিতীয়ত শিল্পে বহুসংখ্যক ফার্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং সকল ফার্মই মূলত একই দ্রব্য উৎপাদন করে। অবশ্য এক্ষেত্রে আমরা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমানকে অপসারণ করি। অনুমানটি হইল এই যে সকল ফার্ম সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে প্রতিটি ফার্ম সম্পূর্ণভাবে না হইলেও কিছু মাত্রায় দ্রব্য পৃথকীকরণ করিতে সমর্থ হয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিযোগীদের দিক হইতে কোন সরাসরি প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্মের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য ( independence ) দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিটি ফার্মের চাহিদা অপেক্ষক ( the demand function ) দুইটি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় :

(১) প্রথমটি হইল বহুসংখ্যক ফার্মের অস্তিত্ব। এই ফার্মগুলি সকলেই সেই সকল দ্রব্য উৎপাদন করে যেগুলিকে ভোক্তারা মোটামুটিভাবে ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য বলিয়া গণ্য করেন।

(২) দ্বিতীয়ত বহুসংখ্যক ফার্মের চাহিদা ও ব্যয় অপেক্ষকগুলি সকল ফার্মের উপর একযোগে প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে প্রত্যেক ফার্মই মোটামুটি একইভাবে দামেই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়। অধ্যাপক চেম্বারলীন উল্লেখ করিয়াছেন যে শেষোক্ত ব্যাপারটির ফলে প্রত্যেক ফার্মের চাহিদা রেখা দামের পরিপ্রেক্ষিতে অধিক অস্থিতিস্থাপক হয়। যদি প্রতিটি ফার্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিত তাহা হইলে ইহাদের প্রত্যেকের চাহিদা রেখা অধিক স্থিতিস্থাপক হইত।[১]

## ১৮.৪ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার আওতায় একটি ফার্মের ভারসাম্য ( THE EQUILIBRIUM OF AN INDIVIDUAL FIRM UNDER MONOPOLISTIC COMPETITION )

স্বল্পকালে একচেটিয়া কারবারীর সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি ফার্মের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সংখ্যাই অগণিত সেহেতু প্রতিটি ফার্মের উৎপন্নের একটি নির্দিষ্ট চাহিদা রেখা আছে।[২]

দ্বিতীয়ত যেহেতু একচেটিয়া প্রতিযোগীর উৎপন্ন অন্য ফার্মগুলির উৎপন্ন হইলে পৃথকীকৃত সেহেতু ইহার চাহিদা রেখা অবশ্যই নিম্নমুখী হইবে। ইহার অর্থ হইল এই যে যদি একটি একচেটিয়া প্রতিযোগী

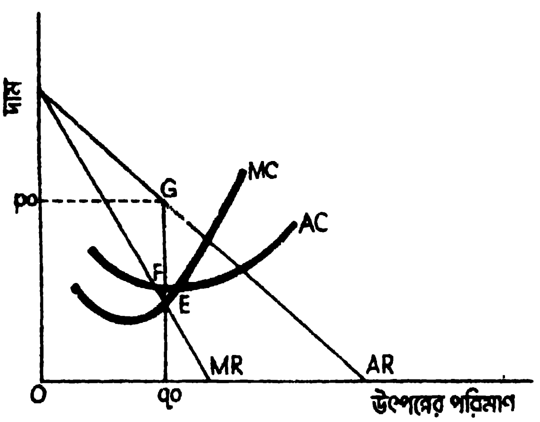
১. পরবর্তী অধ্যায়ে অলিগোপলির বিশ্লেষণের সময় আমরা এই বিষয়টি লইয়া পুনরায় আলোচনা করিব।

২. "The fact that buyers and sellers are numerous tells us that each monopolistic competitor must face a definite demand curve for his output." Stigum & Stigum

ইহার অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় দাম বৃদ্ধি করে তাহা হইলে ইহা কিছু সংখ্যক খরিদ্দারকে হারাইবে। ইহা সেই সকল খরিদ্দারকে হারাইবে যাহারা অধিক দাম দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক। অবশ্য যাহারা ইহার দ্রব্যকে ভীষণভাবে পছন্দ করে তাহারা অবশ্যই দ্রব্যটি ক্রয় করিবে। অনুরূপভাবে ইহা যদি দাম হ্রাস করে তাহা হইলে অন্যান্য ফার্মের কিছু কিছু খরিদ্দার ইহার দ্রব্যের প্রতি আকর্ষিত হইবে। অবশ্য কেবল তাহারাই আকর্ষিত হইবে যাহারা ইহার প্রতিযোগীদের দ্রব্যগুলির প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয় নাই।

এখন একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সামান্য তুলনা করা যাইতে পারে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রীত হয় বলিয়া বহুসংখ্যক বিক্রেতার অস্তিত্বের তাৎপর্য হইল এই যে কোন বিক্রেতা নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে এককভাবে বাজার-দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে প্রচলিত দামকে মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু যে বাজারে একটি পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রীত হয় সেখানে প্রতিটি ফার্মের একটি নিম্নমুখী চাহিদা রেখার সম্মুখীন হওয়ার তাৎপর্য সহজেই অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিক্রেতাকে এমন একটি দাম নির্ধারণ করিতে হইবে যে দামে সে তাহার দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য বিক্রেতার অস্তিত্ব থাকার অর্থ সহজেই অনুমেয়: প্রতিটি ফার্মই একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত থাকে যে ইহার প্রতিযোগীরা অসংখ্য বলিয়া ইহা এককভাবে দামের যে কোন পরিবর্তন ঘটাইলে উহাদের দিক হইতে বিশেষ কোন সাড়া পাইবে না। এবং প্রতিটি বিক্রেতা তাহার উৎপন্নের চাহিদা রেখাকে নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লয়। ইহার অর্থ হইল এই যে ইহা দামের যে কোন পরিবর্তনই ঘটাক না কেন ইহার চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করে না।[১]

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে একজন একচেটিয়া প্রতিযোগীর ভারসাম্য দেখান হইয়াছে। স্বল্পকালে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া কারবারের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক ব্যয় রেখা নিম্নমুখী প্রান্তিক আয় রেখাকে *E* বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং *E* হইল ভারসাম্য বিন্দু এবং $OQ^{\circ}$ হইল উৎপন্নের ভারসাম্য স্তর এবং এই স্তরে দ্রব্যটির দাম হইল $OP^{\circ}$ $(=Q^{\circ}E)$। এখানে *AC* হইল গড় ব্যয় রেখা। ভারসাম্য উৎপন্নের স্তরে গড় ব্যয় হইল $Q^{\circ}F$। সুতরাং একক প্রতি মুনাফা হইল *FG* এবং ইহাকে উৎপন্নের পরিমাণ দ্বারা গুণ করিলেই মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত প্রান্তিক আয়ের সমতা সৃষ্টি করিয়াই একজন একচেটিয়া কারবারী স্বল্পকালীন মুনাফাকে সর্বাধিক করে।[২] তবে প্রতিটি ফার্মেরই ইহার উৎপন্নের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতা আছে বলিয়া কোন ফার্মই দাম-স্রষ্টা (price-maker) নহে।



রেখাচিত্র ১৮.২ : স্বল্পকালীন ভারসাম্য

১. এই প্রসংগে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সহিত অলিগোপলির সামান্য তুলনা করা যাইতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে অলিগোপলিতে যে কোন বিক্রেতা যদি ভীষণভাবে তাহার দ্রব্যের দামে পরিবর্তন ঘটায় তাহা হইলে প্রতিযোগীরা ইহাতে ভীষণভাবে সাড়া দেয়। অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেকেই নিজেদের দ্রব্যের দাম পরিবর্তন করিবে। ফলে প্রথম ফার্মটির—অর্থাৎ যে ফার্মটি প্রথমে দামের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে—উৎপন্নের চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করিবে।

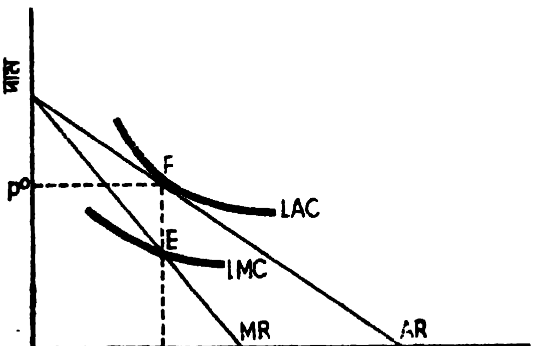
২. "Short-run equilibrium of a monopolistically competitive firm is the same as for a monopolist." Lipsey

বরঞ্চ প্রতিটি ফার্মই একটি নিম্নমুখী চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়। কিন্তু এই চাহিদা রেখাটি একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের চাহিদা রেখা অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপক হয় কারণ অন্যান্য ফার্মগুলি সমজাতীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া অসংখ্য ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য সৃষ্টি করে। তবে চাহিদা রেখার নিম্নগামী ঢালের ( downward slope ) ফলেই স্বল্পকালে একচেটিয়া মুনাফার ( monopoly profit ) সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

### গোষ্ঠী ভারসাম্য ( Group Equilibrium )

যখন একদল একচেটিয়া প্রতিযোগী ভারসাম্যে উপনীত হয় তখন এই দলভুক্ত ফার্মগুলি সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের দ্রব্য উৎপাদন করে। ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে যেহেতু ইহাদের উৎপন্ন হইল পৃথকীকৃত সেহেতু প্রতিটি ফার্ম যে চাহিদা ( অথবা ব্যয় ) রেখার সম্মুখীন হয় তাহা অন্যান্য ফার্মের চাহিদা ( অথবা ব্যয় ) রেখা হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র। সুতরাং বিভিন্ন ফার্মের দাম ও উৎপন্নের যে বিভিন্ন সমন্বয়গুলি মুনাফাকে সর্বাধিক করে তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

এখন আমরা একদল একচেটিয়া প্রতিযোগীর ভারসাম্য উৎপন্ন এবং তাহারা যে ভিন্ন ভিন্ন দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিবে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে পারি। এখানে এমন একটি একচেটিয়া প্রতিযোগীতামূলক বাজার লইয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে যেখানে নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশের কোন বাধা নাই। ইহার অর্থ হইল এই যে নূতন ফার্মগুলি স্বাধীনভাবে সেই সকল দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারে যেগুলি হইল শিল্পে প্রতিষ্ঠিত বা পুরাতন ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যগুলির ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য যদিও সম্পূর্ণ সমজাতীয় নহে।[২] যখনই এই ধরনের অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টি হয় তখনই নূতন ফার্ম শিল্পে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। অর্থাৎ স্বল্পকালে অতিরিক্ত মুনাফার অস্তিত্ব দেখা দিলে দীর্ঘকালে নূতন ফার্মগুলি শিল্পে যোগদান করে। এই ব্যাপারে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নূতন ফার্মগুলি যখন শিল্পে অনুপ্রবেশ করে তখন শিল্পের মোট উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিপরীতভাবে, যখন পুরাতন ফার্মগুলির সকলেরই লোকসান হয় তখন তাহার ক্রমাগত শিল্প ত্যাগ করিতে থাকে। ফলে শিল্পের মোট উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পায়। শিল্পে অনুপ্রবেশ ও শিল্প-ত্যাগ ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না অতিরিক্ত মুনাফা বা লোকসানের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। সুতরাং একটি একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক শিল্প ( যে শিল্পে অনুপ্রবেশ ও বহির্গমনের কোন বাধা নাই ) তখনই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ফার্মগুলির মধ্যে শিল্পে অনুপ্রবেশ বা শিল্পত্যাগের কোনও প্রবণতা দেখা যায় না। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৮.৩: একচেটিয়া প্রতিযোগীতামূলক বাজারে প্রান্তিক ফার্মের শূন্য-মুনাফা ভারসাম্য ( Zero-profit equilibrium of the marginal firm )

দেখা যাইতেছে শিল্পে তখনই দীর্ঘকালীন ভারসাম্য সৃষ্টি হয় যখন প্রান্তিক ( অর্থাৎ ন্যূনতম মুনাফা অর্জনকারী )

---

১. "The fact that their output differ indicates that the demand ( or cost ) curves facing the individual firms differ. Hence the price-output combinations that maximize the profits of these different producers also differ." Stigum & Stigum

২. " To say that free entry exists in a monopolisticaly competitive industry implies that the new firms are free to produce output that are *close substitutes* for, but not identical to, the outputs of firms already active in the industry." Stigum & Stigum

ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ শূন্য হয়। যেহেতু এই ধরনের শিল্পে বিভিন্ন ফার্মের চাহিদা ও ব্যয়গুলির মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় সেহেতু এই শিল্পে প্রান্তিক ফার্ম ( marginal firm ) বলিতে সেই ফার্মকেই বুঝায় না যাহার উৎপাদন ব্যয় সর্বাধিক হয়। বরঞ্চ প্রান্তিক ফার্ম বলিতে এমন একটি ফার্মকে বুঝান যাইতে পারে যাহা ন্যূনতম ব্যয়ে অর্থাৎ দক্ষতার সহিত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে সত্য কিন্তু যাহার উৎপন্নের বিশেষ চাহিদা নাই বলিয়া মুনাফা শূন্যে পরিণত হয়। যাহাই হউক না কেন ইহার শূন্য-মুনাফা ভারসাম্য *F* বিন্দুতে ঘটে যে বিন্দুতে ইহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ইহার চাহিদা রেখাকে স্পর্শ করে। এই ভারসাম্য বিন্দুকে দীর্ঘকালীন সমাবস্থা বিন্দু ( long-run break-even point ) বলা হয়। এই ব্যাপারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় যেহেতু চাহিদা রেখা নিম্নমুখী সেহেতু ইহা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখাকে সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করিতে পারে না। ফলে ন্যূনতম ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপাদিত হয় না এবং এই কারণেই একজন একচেটিয়া প্রতিযোগীর উৎপন্নের পরিমাণ একজন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা স্বল্প হয়। ইহাই বহুল প্রসিদ্ধ **উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্ব ( excess capacity theorem )** নামে পরিচিত। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক

---

সুতরাং দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা যাইতে পারে :

**(১) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে দীর্ঘকালে কোন ফার্মই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে না।**

**(২) এই ধরনের শিল্পে একটি ফার্মের উৎপন্নের পরিমাণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা স্বল্প এবং উৎপাদন ব্যয় অধিক হয়।**[১]

---

বাজারে নূতন ফার্মের অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকিলে শিল্পে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হইবে। নূতন ফার্ম শিল্পে যোগান করিবে সত্য কিন্তু চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক না হওয়ায় প্রত্যেকেরই উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইবে না। ফলে শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার একটি বিরাট অংশ অলস হইয়া পড়িয়া থাকিবে। ইহাকে একচেটিয়া প্রতিযোগীরতার অপচয় ( waste of monopolistic competition ) অথবা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অপচয় বলা হয়। এই তত্ত্বটি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইলে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনা করিতে হইবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইহাই করা হইতেছে।

### ১৮.৫ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনা ( Monopolistic and perfect competition compared )

একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এই উভয় বাজারেই দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটে গড় ব্যয় রেখা ও গড় আয় বা চাহিদা রেখার স্পর্শ বিন্দুতে—অর্থাৎ যে বিন্দুটি গড় ব্যয় রেখা চাহিদা ( বা গড় আয় ) রেখাকে স্পর্শ করে। অবশ্য পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতেই ভারসাম্য ঘটে এবং এই বিন্দুতে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমান হয়। তবে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি ফার্ম কেবলমাত্র গড় ব্যয় সংকুলান করিতে সমর্থ হয় কিন্তু দ্রব্যটির দাম প্রতিযোগিতামূলক দাম অপেক্ষা অধিক হয়। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্ম অনুভূমিক ( horizontal ) চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী হয়। মূলত দুইটি কারণে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি একটি অনুভূমিক সরলরেখার রূপ গ্রহণ করে : (১) প্রথমত বিভিন্ন ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি হইল সমজাতীয় এবং (২) দ্বিতীয়ত দ্রব্য পৃথকীকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অপরদিকে দ্রব্য পৃথকীকরণের ফলে

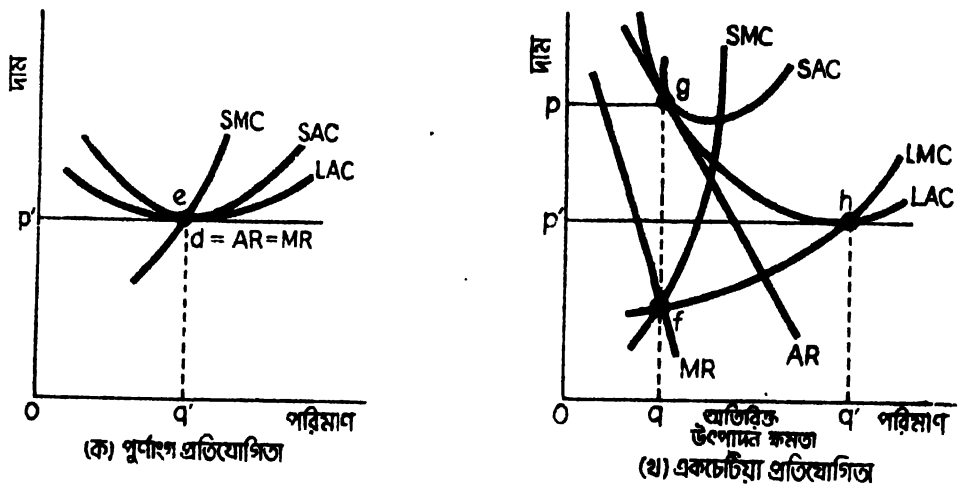
---

১. "In the long run a monopolistically competitive industry has zero profit and excess capacity." Lipsey

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্মের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যগুলি সমজাতীয় বলিয়া গণ্য হয় না এবং ইহার ফলে চাহিদা রেখাটি স্থিতিস্থাপক হয় সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় না—ইহা বাঁদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

উপরের বর্ণিত শর্তাবলীগুলিকে নিয়ে সংক্ষেপে পেশ করা হইল। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় এমন একটি বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটে যে বিন্দুতে দাম হইল গড় ব্যয়ের সমান ( $P=AC$ ) এবং প্রান্তিক ব্যয় হইল প্রান্তিক আয়ের সমান ( $MC=MR$ ) কিন্তু দাম হইল প্রান্তিক ব্যয়ের অধিক ( $P>MC$ )। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য তখনই ঘটে যখন প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয় এবং উভয়ই গড় ব্যয় এবং দামের সহিত সমান হয় ( $MC=MR=AC=P$ )।

নিম্নের ১৮.৪ রেখাচিত্রের (ক) অংশে প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য দেখান হইয়াছে। এখানে $C$ বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটে এবং উপরের সকল শর্তগুলিই পূরিত হয়। গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুকে চাহিদা রেখা স্পর্শ করে। ইহার অর্থ হইল ফার্মের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার। অর্থাৎ এক্ষেত্রে




রেখাচিত্র ১৮.৪: একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বনাম পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা

কোন অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরের (খ) রেখাচিত্রে $g$ বিন্দুতে একজন একচেটিয়া প্রতিযোগীর ভারসাম্য ঘটে। এই বিন্দুতে গড় ব্যয় গড় আয়ের (অর্থাৎ দামের) সহিত সমান হয় সত্য, কিন্তু দাম প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় ($fg$ দূরত্ব দ্বারা ইহা দেখান হইয়াছে)। উপরন্তু, $g$ বিন্দুতে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা ($SAC$) ইহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখাকে ($LAC$) ইহার নিম্নগামী অংশে স্পর্শ করে, ইহাকে ইহার নিম্নতম বিন্দু অর্থাৎ $h$ বিন্দুতে স্পর্শ করে না। ইহার অর্থ হইল এই যে ফার্মের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতেছে না। ফার্মের উচিত হইল $LAC$ রেখার $h$ বিন্দুতে উৎপাদন করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা $g$ বিন্দুতে উৎপাদন করিতেছে। অর্থাৎ উৎপন্নের পরিমাণ $OQ'$ হইতে পারিত কিন্তু হইয়াছে $OQ$। এখানে $QQ'$ হইল অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার নির্দেশক। সুতরাং এইরূপ বাজারে উপকরণের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব নয় এবং কোন ফার্মই ন্যূনতম ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপাদন করে না। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পে নূতন ফার্মের অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকার ফলেই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ফার্ম ন্যূনতম ব্যয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় তাহা অপেক্ষা কম দ্রব্য উৎপাদন করিতে বাধ্য হয়। ইহার কারণ দ্রব্যটির মোট চাহিদা সীমিত। ভারতের টেলিভিশন শিল্পের উদাহরণ লইয়া বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯৭১-৭২ সালে যখন ভারতে প্রথম টেলিভিশন প্রস্তুত সুরু হয় তখন তিনটি কি

চারটি কোম্পানী টেলিভিশন উৎপাদন সুরু করে। ফার্মের সংখ্যা সীমিত থাকায় প্রতিটি ফার্মই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হয়। দ্রব্যটি উৎপাদন করা লাভজনক হওয়ায় নূতন ফার্মের ক্রমাগত শিল্পে অনুপ্রবেশ সুরু হয়। ফলে আজ বাজারে আমরা বহুসংখ্যক ফার্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। কিন্তু কোন ফার্মই পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে না বলিয়া প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা অপেক্ষা দাম স্বল্প ও উৎপন্নের পরিমাণ অধিক হইবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একটি ফার্ম দীর্ঘকালে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় নূতন ফার্মের শিল্পে অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকায় প্রতিটি ফার্মকে দ্রব্য পৃথকীকরণ করিতে হয় এবং ইহা হইল একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য গড় ব্যয় ও ভারসাম্য দাম উভয়ই পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের গড় ব্যয় ও দাম অপেক্ষা অধিক। ভোক্তার গোষ্ঠীকে এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হয় এবং উপকরণসমূহের অকাম্য বণ্টনের ফলে সমাজের ক্ষতি হয়।[১] অবশ্য ইহার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় যে দ্রব্য পৃথকীকরণের ফলে ভোক্তাদের নির্বাচনের প্রসার বা পরিধি ব্যাপ্ত হয় এবং দ্রব্যাদি পৃথকীকরণের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পায় তাহারা ততই অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকেন। অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ ও দ্রব্য পৃথকীকরণের ফলে ভোক্তারা যাহা চান তাহা পান এবং উপকরণগুলি ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দ অনুসারে বণ্টিত হইয়া যায়।

## ১৮.৬ বিজ্ঞাপন-ব্যয় ( ADVERTISING EXPENDITURE )

দ্রব্যাদির দাম ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা ছাড়াও ফার্মগুলি অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের বিজ্ঞাপন-ব্যয় ও বিক্রয়বৃদ্ধি সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যেও ভেদ ঘটায়। এখন বিজ্ঞাপন ব্যয় লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

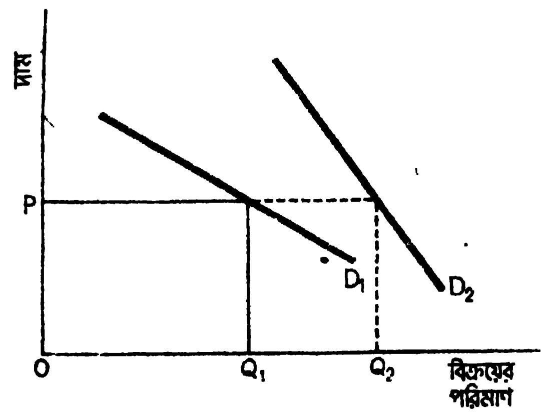
বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণত একটি দ্রব্য সম্পর্কে ইহার প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা যে দ্রব্যটি সরবরাহ করা হইতেছে সেই দ্রব্যটির সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। এই প্রসংগে বিজ্ঞাপন-ব্যয় দুইটি উদ্দেশ্যসাধন করে: (১) প্রথমত ইহা প্রকৃত ক্রেতাদের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে তাহারা তাহাদের দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যটিই ক্রয় করিতেছে। (২) দ্বিতীয়ত ইহা পূর্ব হইতেই একটি নূতন দ্রব্যের ( অর্থাৎ যে দ্রব্যটি বাজারে আবির্ভাব ঘটে না ) চাহিদা সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য দ্রব্য হইতে চাহিদাকে স্থানান্তরিত করে। উদাহরণস্বরূপ মারুতি গাড়ীর কথা উল্লেখ করা যায়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মারুতি গাড়ীর চাহিদা এরূপভাবে বৃদ্ধি করান হইয়াছে যে অনেকেই ১০,০০০ টাকা জমা দিয়া গাড়ীটি পাইবার আশায় বসিয়া আছেন। ইহার ফলে অন্যান্য গাড়ীর চাহিদা যে সামান্য হ্রাস পাইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার সাধারণত দুইটি কার্য সম্পাদন করে। প্রথমত ইহা দ্রব্যটির গুণগত উৎকর্ষের কথা বার বার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া দ্রব্যটির প্রতি আমাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। ক্রমাগত প্রচারের ফলে দ্রব্যটির মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কারণেই ইদানিং কালে বিমলের শাড়ী ও অন্যান্য পোশাক পরিচ্ছদের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যভাবে বলা যায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি ফার্ম দ্রব্য পৃথকীকরণ করিতে সমর্থ হয়—অর্থাৎ জনসাধারণের মাধ্যমে ইহা এই মনস্তাত্ত্বিক

১. "The condition of free entry in monopolistic competition provides a powerful incentive for the firm to differentiate its products and this costs money. This extra expenditure will be reflected in higher average costs and a higher equilibrium price; the consumers foot the bill, and the society suffers to some extent through inefficient allocation of existing resources." Peter Calvo and G. Waugh : *Microeconomics* ( Tata McGraw-Hill, 1979 )

ধারণাটি সৃষ্টি করিতে পারে যে ইহার দ্রব্যটি নিঃসন্দেহে সমজাতীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি অপেক্ষা উচ্চমানের। ইহার ফলে ফার্মের পক্ষে অধিক দামে দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি ফার্মের পক্ষে ইহার বাজারের ভাগ বৃদ্ধি করা অথবা অন্তত ইহাকে বজায় রাখা সম্ভব হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের ফলে একটি ফার্মের চাহিদা রেখা যে শুধুমাত্র ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে তাহাই নয়, ইহা ক্রমাগত অস্থিতিস্থাপক হইতে থাকে—অর্থাৎ ইহার ফলে চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই যে একই দামে ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করিবেন। দুইটি কারণে ইহা ঘটিতে পারে: হয় প্রতিটি ক্রেতাই অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারেন অথবা নূতন ক্রেতারা দ্রব্যটি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অন্য দ্রব্যের পরিবর্তে এই দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে। হরলিক্স এবং V.I.P. সুটকেসের ক্ষেত্রে ইদানিং কালে ইহাই ঘটিয়াছে। যদি বিজ্ঞাপনের ফলে একটি দ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগত অস্থিতিস্থাপক হইতে থাকে তাহা হইলে দ্রব্যটির ক্রেতার গোষ্ঠী একটি বিকল্প বা পরিবর্ত দ্রব্যের সামান্য দাম হ্রাস দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হইবে না। আমাদের উদাহরণে যদি লোকে বহুকাল ধরিয়া হরলিক্স খাইতে থাকে তাহা হইলে নিউট্রামূল বা ভিভার দাম সামান্য হ্রাস পাইলে হরলিক্স ছাড়িয়া নিউট্রামূল বা ভিভা খাইবে না। অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বিক্রয় বৃদ্ধি না হইয়া যদি বিক্রয়ের স্তরকে বজায় রাখা হয় তাহা হইলে বিজ্ঞাপন-ব্যয়ের যৌক্তিকতা বিচারের সময় একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন: **বিজ্ঞাপন-ব্যয়কে অবশ্যই বিজ্ঞাপন দ্বারা সৃষ্ট নীট আয় ( অর্থাৎ যে নীট আয় বিজ্ঞাপন প্রদান না করিলে নষ্ট হইত ) অপেক্ষা কম হইতে হইবে।**




রেখাচিত্র ১৮.৫: চাহিদা রেখার উপর বিজ্ঞাপনের ফল

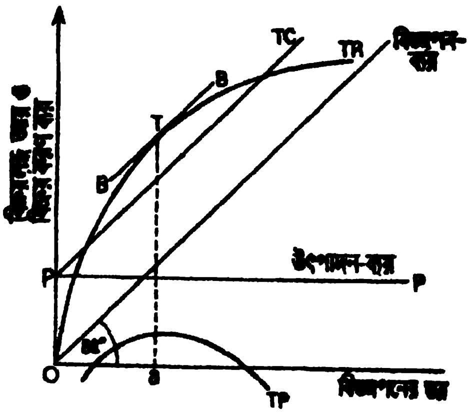
## বিজ্ঞাপন বাজেট নির্ধারণ ( Advertising Budget Determination )

বিজ্ঞাপন বা বিক্রয়করণ ব্যয়ের উদ্দেশ্য হইল চাহিদা ( বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয় ) রেখাকে ডানদিকে সরাইয়া লওয়া যায়—অর্থাৎ, দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি করা। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা শুধুমাত্র ইহার উৎপাদনের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে না। ইহা বহুলাংশ নির্ভর করে দ্রব্যাদি পৃথকীকরণের উপর। এই দ্রব্যাদি পৃথকীকরণের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন ও নানা ধরনের প্রচারকার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

এখন প্রশ্ন হইল একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন বাবদ কত টাকা ব্যয় করিবে—অর্থাৎ ইহার বিজ্ঞাপন-বাজেট কিভাবে নির্ধারিত হইবে? সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ব্যয় ও প্রতিদান—এই দুই-এর হিসাব ও উভয়ের মধ্যে তুলনা করিয়াই একটি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যয় ও প্রতিদানের তুলনা করিয়া ইহা দেখিবে যে নীট প্রতিদান ধনাত্মক হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচারকার্য চালাইয়া যাইবে।

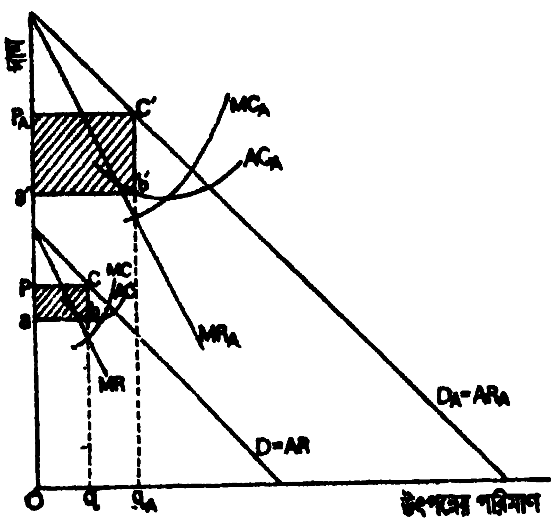
পর-পৃষ্ঠার রেখাচিত্র দুইটির দ্বারা বিজ্ঞাপন-ব্যয়ের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। রেখাচিত্র ১৮.৬-এ ব্যয় ও বিক্রয়লব্ধ আয় উল্লম্ব অক্ষে ও বিজ্ঞাপন-ব্যয় অনুভূমিক অক্ষে দেখান হইয়াছে। এখানে 45° রেখাটি হইল বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় রেখা। এখানে উৎপাদন-ব্যয়কে *PP* সরলরেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইহার সহিত বিজ্ঞাপন-ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং মোট ব্যয় হইল উৎপাদন-ব্যয় এবং বিজ্ঞাপন-

ব্যয়ের সমষ্টি। বিজ্ঞাপনের যে স্তরে মোট ব্যয় রেখা ও মোট বিক্রয়লব্ধ আয় রেখার দূরত্ব সর্বাধিক সেই স্তরেই মুনাফা সর্বাধিক হইবে। যখন বিজ্ঞাপনের স্তর হইল *Oa* তখনই ইহা সম্ভব, কারণ এই স্তরে *BB* রেখার—অর্থাৎ যে রেখাটি *TR* রেখাকে *T* বিন্দুতে স্পর্শ করে—ঢাল (প্রবণতা) এবং *TC* রেখার ঢাল হইল সমান। সুতরাং বিজ্ঞাপন-ব্যয়ের এই স্তরে, মোট মুনাফা রেখা সর্বাধিক উচ্চে বিচরণ করিবে।




রেখাচিত্র ১৮.৬: মোট আয়-মোট ব্যয় পদ্ধতি

আরও সাধারণভাবে আমরা দাম ও উৎপন্নের পরিমাণের উপর বিক্রয়করণ ব্যয়ের প্রভাব দেখিতে পারি (রেখাচিত্র ২)। বিক্রয়করণ ব্যয়ের অবর্তমানে *AR* ও *MR* হইল গড় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা। ভারসাম্য অবস্থায় উৎপন্নের পরিমাণ হইল *Oq* এবং দাম হইল *p*। এখন বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় করা হইলে, চাহিদা রেখাটি সরিয়া *DA* হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখাও ডানদিকে সমান্তরালভাবে সরিয়া *MRA* হইয়া যাইবে। বিক্রয়করণ ব্যয়ের ফলে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় রেখা উচ্চস্তরে বিরাজ করিবে (ইহাদের যথাক্রমে *MCA* এবং *ACA* দ্বারা দেখান হইয়াছে)। এখন *MCA* রেখা *MRA* রেখাকে ছেদ করার ফলে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হইবে তাহাতে উৎপন্নের পরিমাণ হইবে *QA* এবং দাম হইবে *PA*—অর্থাৎ, উৎপন্নের পরিমাণ ও দাম উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। মোট মুনাফার পরিমাণ *abcp* হইতে বৃদ্ধি পাইয়া *a'b'c'pA* হইয়া দাঁড়াইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধির পরিমাণ বিক্রয়করণ ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে ততক্ষণই এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগতই বিক্রয়করণ ব্যয়বৃদ্ধি করিতে থাকিবে (*"The firm will continue adding to its selling costs so long as addition to costs is less than addition to revenue."* Peter Calvo & Waugh)।]




রেখাচিত্র ১৮.৭: প্রান্তিক আয়-প্রান্তিক ব্যয় পদ্ধতি

## সংক্ষিপ্তসার

১. একচেটিয়া প্রতিযোগিতা হইল অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বলিতে একচেটিয়া কারবারীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতাকেই বুঝায়। অর্থাৎ, ইহা হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের একটি সংমিশ্রণ মাত্র।

২. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল দ্রব্য পৃথকীকরণ। ইহার মাধ্যমে একটি ফার্ম ইহার বাজারের ভাগ বৃদ্ধি করিতে পারে।

৩. এই ধরনের বাজারে কেবল মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতাই চোখে পড়ে না, সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতার অস্তিত্বও দেখিতে পাওয়া যায়।

৪. বিজ্ঞাপন-ব্যয় এই ধরনের বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা শুধুমাত্র দ্রব্য পৃথকীকরণে সাহায্য করে তাহাই নহে ইহা একটি ফার্মের চাহিদা রেখাকে ডানদিকে সরাইয়া লইয়া যায়। ফলে ফার্মটির বাজারের ভাগ ও বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পায়।

৫. যদিও স্বল্পকালে একটি ফার্মের পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয় দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় কোন ফার্মই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে না। এই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যকে গোষ্ঠী ভারসাম্য বলা হয়।

৬. নূতন ফার্মের অবাধ প্রবেশের সুযোগ থাকায়, দীর্ঘকালে প্রতিটি ফার্মেরই উৎপাদন ক্ষমতার একাংশ অলস হইয়া পড়িয়া থাকে। ফলে শিল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দীর্ঘকালে অকেজো হইয়া যায়। ইহাকে বর্ণনা করিতে গিয়াই অধ্যাপক চেম্বারলীন উদ্বৃত্ত উৎপাদনক্ষমতা তত্ত্বের ( excess capacity theorem ) উদ্ভাবন করিয়াছেন।

## প্রশ্নাবলী

১. (ক) প্রতিযোগিতা কখন অনিখুঁত হয় ?

(খ) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতাতে 'গোষ্ঠী ভারসাম্য' ( group equilibrium ) কিভাবে হয় তাহা চিত্রসহকারে দেখাও। [ N. B. U. B. Com. (H) 1985 ]

২. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য কি কি ? এইরূপ বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থা কিভাবে স্থির হয় ? [ B. U. B. A. 1984 ]

৩. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার প্রকৃতি বর্ণনা কর। এই ধরনের বাজারে বিজ্ঞাপন কেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ? একটি বিজ্ঞাপন-প্রদানকারী উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের খাতে কতটা ব্যয় করিবে তাহা কি করিয়া ঠিক করিবে ? [ C. U. B. Com. (H) 1982 ]

৪. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার সহিত অলিগোপলির পার্থক্য নির্দেশ কর। [ C. U. B. Cam. (H) 1981 ]

৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে ? বাজারে কখন অপূর্ণ প্রতিযোগিতার উপস্থিতি দেখা যায় বর্ণনা কর। [ C. U. B. A. 1981 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. J. F. Due and R. M. Clower : *Intermediate Economic Theory* ( Fifth edn., 1966, Irwin )
2. P. L. Stigum : *Economics* ( Addison-Wesley, 1968 )
3. R. L. Miller : *Economics Today* ( Harper & Row, 4th edn., 1982 )
4. A. A. Alchian : *University Economics* ( Worthworth )
5. G. L. S. Shackle : *Economics for Pleasure* ( Cambridge, 1962 )

# ১৯ | অলিগোপলির ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ
## ( Oligopoly Pricing )

*"An oligopoly is a market situation in which a few rival producers control the supply of a commodity ( which may or may not be homogenous ). The key chracteristic of oligopolistic markets is thus seller fewness."*

B. P. Stigum and M. L. Stigum

### ১৯.১ অলিগোপলির ক্ষেত্রে পরস্পরনির্ভরশীলতা ( Oligopolistic interdependence )

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মত অলিগোপলি হইল অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। অলিগোপলি বলিতে কতিপয় ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে ( competition among few ) বুঝায়। অলিগোপলি বাজারে দাম নির্ধারণ লইয়া আলোচনা করা নিঃসন্দেহে কঠিন, কারণ নানা-প্রকারের পরিণতি বা ফলাফল সম্ভব এবং কি পরিণতি ঘটিবে তাহা কেবলমাত্র বিরোধী ফার্মগুলির দাম ও উৎপাদন নীতির উপর নির্ভর করে না, ইহা বিক্রেতাদের ঘাতপ্রতিঘাতের উপরও বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা অলিগোপলি বাজারের ভারসাম্য লইয়া পর্যালোচনা করিতে পারি না; আমরা কেবলমাত্র বাজারের এই ধরনের অবস্থার নানাবিধ সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করিতে পারি।[১]

### ১৯.২ অনুপ্রবেশের বাধা ( Entry Barriers )

যদি অলিগোপলির মত লাভজনক ব্যবসায়কে বহুকাল ধরিয়া টিকিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারের মত ইহাকে নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। তিনটি মূল বিষয় এই রক্ষা কার্য সম্পাদন করিয়া নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এগুলি লইয়া এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে :

**(১) আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ( Economies of scale )**

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ নিঃসন্দেহে নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। যদি একটি ফার্মের আয়তন অতি বৃহৎ হয় এবং আভ্যন্তরীণ দক্ষতার জন্য ইহা ন্যূনতম ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে নূতন ফার্ম শিল্পে অনুপ্রবেশ করিয়া ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে অনিচ্ছুক হইবে। অধ্যাপক J. S. Bain-ই প্রথম এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান।

**(২) দ্রব্য পৃথকীকরণ ( Product differentiation ) :** দ্রব্য পৃথকীকরণ এই ধরনের বাজারের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইহা মিশ্র ফল প্রদান করে। প্রথমত, দাম হইতে ভোক্তার দৃষ্টি সরাইয়া অনুপ্রবেশের বাধা হিসাবে ইহা আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের গুরুত্ব হ্রাস করে। অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত দ্রব্যগুলির উপর ভোক্তাদের দৃঢ় আনুগত্য ( strong allegiance ) সৃষ্টি করিয়া ইহা নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে অনতিক্রমনীয় বাধা ( formidable obstacle) সৃষ্টি করে। মোটরগাড়ী, টাইপমেসিন, সিগারেট, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়।

**(৩) অনাপেক্ষিক ব্যয়সংক্রান্ত সুবিধা ( Absolute cost advantage ) :** কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলি যে অনাপেক্ষিক ব্যয়ের সুবিধা ভোগ করে তাহা নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশের

---

১. "We cannot study 'the' equilibrium of an oligopolistic market ; we can only talk about the various possible outcomes of an oligopolistic situation." Stigum and Stigum

ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধা সৃষ্টি করে। এগুলি সাধারণত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের মালিকানা হইতে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি কার্মের নিজস্ব লৌহখনি থাকে তাহা হইলে ইহা ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনাপেক্ষিক ব্যয়সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করিবে। অন্যান্য কার্মের পক্ষে যদি এই কাঁচামালটি স্বল্প দামে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠিত কার্মটির পক্ষে দীর্ঘকালে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা অবশ্যই সম্ভব হইবে।

অলিগোপলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অর্থবিদ্যাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা হইল বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরস্পরনির্ভরশীলতা ( pricing interdependence )। এই নির্ভরশীলতাকে সকল প্রতিষ্ঠানই স্বীকার করে। এমন কি দুই-কার্মবিশিষ্ট শিল্প ডুয়োপলির ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। যে শিল্পে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বৃহদায়তনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সেই শিল্পে যদি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান প্রচণ্ডভাবে বিজ্ঞাপনকার্য চালাইয়া যায় অথবা একটি দ্রব্যের নূতন একটি মডেল আবিষ্কার করে ( যেমন Hindustan Motors সাম্প্রতিক কালে কনটেসা নামক গাড়ী বাজারে ছাড়িয়াছে ) তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানটি বাজারের একটি বৃহৎ অংশ দখল করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে ইহার এই কার্যকলাপ দেখিয়া ইহার বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী কার্মগুলি মোটেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহারাও বিপরীত বা প্রতিক্রিয়াশীল কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এইরূপ একটি বাজারে প্রতিটি ব্যবসায়ীই জানেন যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্তত কয়েকজনের সিদ্ধান্ত বহুলাংশে তাঁহার নিজের আচরণের উপর নির্ভর করে এবং তিনি এই বিষয়টিকে তাঁহার সিদ্ধান্তের অংশবিশেষ বলিয়া ধরিবেন। এই কারণেই বলা হয় অলিগোপলিতে একটি কার্ম দাম-গ্রহীতা ও দাম-স্রষ্টা কোনটিই নহে। একটি কার্ম দাম অনুসন্ধানকারীর ( price searcher ) রূপ ধারণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী কার্মগুলির প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আলোকে প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি ( the trial and error method ) অবলম্বন করিয়া ইহা সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভাব্য দামটি ধার্য করিতে প্রচেষ্টা করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এই পরস্পরনির্ভরশীলর একটি বিশেষ কারণ আছে। ইহা হইল এই যে একটি প্রতিষ্ঠান যদি ইহার ব্যবসায়িক নীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটায় তাহা হইলে ইহা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কার্ম বা সংস্থাগুলির উপর অবশ্যই তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করিবে। মূলত এই কারণেই অলিগোপলির ক্ষেত্রে একটি কার্ম ইহার উৎপন্ন দ্রব্য সুষ্ঠভাবে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় করিবার জন্য কতকগুলি আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞাপন ও সমজাতীয় প্রচার-কার্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুত, একমাত্র অলিগোপলির ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত প্রচারকার্য সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়।[১]

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন কার্মেরই বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থ ব্যয়ের উদ্দেশ্য থাকে না, কারণ যে কোন উৎপাদকই কোন প্রকার প্রচারকার্য না চালাইয়া তাঁহার দ্রব্যটির যে কোন পরিমাণই চলতি বাজার দামে ( going market price )—যে দাম মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়—বিক্রয় করিতে পারেন। অপরদিকে একজন একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অর্থব্যয় কখনও কখনও লাভজনক বিবেচিত হয় বিশেষত যখন তিনি সম্পূর্ণ একটি নূতন দ্রব্য বাজারে ছাড়েন অথবা যখন দেখা যায় যে বাজারে বহু সম্ভাব্য ভোক্তা বা ভোক্তার গোষ্ঠী আছে যাহারা পূর্বে কখনই দ্রব্যটি ব্যবহার করে নাই বা দ্রব্যটিকেই পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই। কিন্তু অলিগোপলির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-ব্যয় একটি জীবনমরণ সংক্রান্ত বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। যদি একটি কার্ম প্রতিদ্বন্দ্বী কার্মগুলির বিজ্ঞাপন বাজেটের সহিত তাল রাখিয়া সমভাবে অর্থব্যয় করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে যে অতি শীঘ্রই ইহার বাজারের ভাগ ( market share ) হ্রাস পাইতে থাকিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

---

১. "For example, it is only under oligopoly that advertising comes fully into its own."

W. J. Baumol

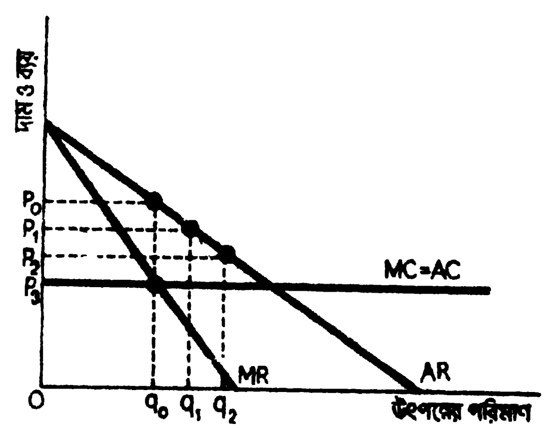
**১৯.৩ অলিগোপলিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে আপোষনির্ভরশীলতা ( Mutual dependence among rival Oligopolists )**

যখন আমরা একচেটিয়া কারবারে দাম পৃথকীকরণ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম তখন আমাদের অনুমান ছিল এই যে একজন উৎপাদক তাঁহার দ্রব্যের চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন না ঘটাইয়া তাঁহার দ্রব্যের দাম পরিবর্তন করিতে পারেন না। অলিগোপলির ক্ষেত্রে এই অনুমানটি সত্য নয়, কারণ একটি ফার্ম যখনই দামের কোন পরিবর্তন ঘটায় তখনই প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির চাহিদা রেখাগুলি স্থান পরিবর্তন করে এবং ইহার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলি তাহাদের দামের ক্ষেত্রে বিরোধী সোমঝোতা ( counter adjustments ) করিবার প্রচেষ্টা করে। এই বিরোধী সমঝোতার ফলে আবার প্রথম ফার্মটির উৎপন্নের চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করে। অতএব, অলিগোপলিতে এক-শ্রেণীভুক্ত ফার্মগুলি যে চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় সেগুলি হইল আপোষনির্ভরশীল। ইহার অর্থ হইল এই যে যে কোন একটি ফার্ম যে চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তাহার স্থান ও আকৃতি নির্ভর করে প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির দাম ও উৎপাদন নীতির উপর।[১]

**আপোষ নির্ভরশীলতার একটি উদাহরণ**

ধরা যাউক, দুইটি বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে—যেমন এলুমিনিয়মের পিণ্ড ( aluminium ingots )। এই দ্রব্যটির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি বাজারের চাহিদা রেখা অংকন করিতে পারি। প্রথম কোম্পানীটি হইল ক ফার্ম ও দ্বিতীয় কোম্পানীটি হইল খ ফার্ম। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরা যাইতে পারে যে উভয় কোম্পানীর ব্যয় রেখা হইল সমজাতীয় ( identical )। প্রতিটি কোম্পানী সমব্যয়ে শূন্য একক হইতে সুরু করিয়া ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে উহাদের প্রান্তিক ও গড় রেখার আকৃতি একই হইবে এবং নিম্নের রেখাচিত্রে উভয় রেখাই একটি সমান্তরাল সরলরেখার আকার বা রূপ ধারণ করিবে।

ক ও খ উভয় কোম্পানীই উৎপন্নের শূন্য স্তর হইতে সুরু করে। এখন প্রতিটি ফার্মই অনুমান করে যে বিরোধী ফার্মটি ইহার দাম অপরিবর্তিত রাখিবে এবং এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহা মুনাফা সর্বাধিক করার প্রচেষ্টা করিতে পারে। যদি ক ফার্ম প্রথমে বাজারে অনুপ্রবেশ করে তাহা হইলে ইহার উৎপন্নের চাহিদা দ্রব্যটির মোট চাহিদার সহিত সমান হইবে। *AR* রেখা দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে। যেহেতু ক-ফার্মের ব্যয় রেখাগুলিকে *MC*=*AC* রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে সেহেতু ইহা




রেখাচিত্র ১৯.১ : দুই ফার্ম বিশিষ্ট অলিগোপলির আচরণ

ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে *Po* দামে *Qo* পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিয়াই ইহা সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

ধরা যাউক, এখন খ-ফার্ম বাজারে অনুপ্রবেশ করিল। এই ফার্মটি সংগত কারণেই *Po* অপেক্ষা অধিক দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না। অবশ্য যদি খ-ফার্ম ধরিয়া লয় যে ক-ফার্ম যে দামটি ধার্য করিয়াছে তাহার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না তাহা হইলে ইহা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে যে যদিও *Po* অপেক্ষা অধিক দামে ইহার উৎপন্নের চাহিদা শূন্য, *Po* অপেক্ষা অল্প দামে ইহার উৎপন্নের

১. "The demand curves facing any group of rival oligopolists are all mutually dependent, in the sense that the position and shape of the demand curve facing any one oligopolist depends on the price-output policies of each of his rivals." Stigum and Stigum

চাহিদা বাজারের মোট চাহিদার সমান। অর্থাৎ, দ্রব্যটির দাম $Po$ অপেক্ষা কম হইলে ইহা ঐ দামে বাজারের সমগ্র প্রয়োজনটি মিটাইতে সমর্থ হইবে। এই অবস্থায় ক-ফার্মের পক্ষে $Po$ দামে কিছুই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টায় খ-ফার্ম $Po$ অপেক্ষা কম অর্থাৎ $P_1$ দাম ধার্য করিবে এবং এই দামে $Qo$ অপেক্ষা অধিক—অর্থাৎ $Q_1$ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিবে।

যদি খ-ফার্ম এই মূল্য-উৎপন্ন নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে ক-ফার্মের পক্ষে দাম হ্রাস না করিয়া কিছুই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ক-ফার্মটি যদি ধরিয়া লয় যে সমস্ত দাম, এমনকি খ-দাম দ্বারা নির্ধারিত দাম, নির্দিষ্ট আছে তাহা হইলে ইহা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে ইহাকে $P_2$ দাম ধার্য করিতে হইবে যে দামটি $P_1$ অর্থাৎ খ-ফার্ম যে দামটি ধার্য করিয়াছে তাহা অপেক্ষা কম।

এই অবস্থায় আমরা একটি গতিধারা ( trend ) লক্ষ্য করতে পারি : যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ফার্ম অপর ফার্মের দামকে স্থির বলিয়া ধরিয়া লয়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ফার্ম অন্য ফার্মের দাম হ্রাসে সাড়া দিয়া নিজের দাম আরও হ্রাস করিবে। অবশ্য যদি উভয় ফার্মই এইভাবে আচরণ করে তাহা হইলে দ্রব্যটির দাম একচেটিয়া কারবারের স্তর $Po$ হইতে হ্রাস পাইয়া $P_8$ স্তরে চলিয়া আসিবে এবং এই স্তরে প্রতিটি ফার্মের মুনাফার পরিমাণ শূন্য হইবে।[১] সুতরাং $P_8$ অপেক্ষা স্বল্প দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া কোন ফার্মের স্বার্থই সাধিত হইবে না, কারণ এত স্বল্প দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিলে লাভের পরিবর্তে লোকসানই হইবে।

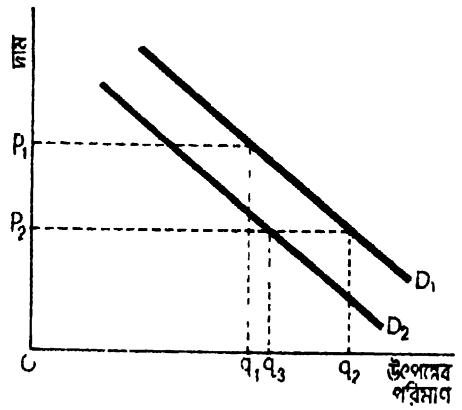
সুতরাং অলিগোপলির আলোচনার সময় দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে: (ক) প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির ভারসাম্য বিশ্লেষণ করিয়া কেবলমাত্র একটি ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় এবং সম্ভব হইলেও ইহা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন। (২) প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলি উহাদের নিজেদের আপোশ নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং নিজেদের মুনাফার হিসাবনিকাশের সময় বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে।

সাধারণত কোন ফার্মের উৎপন্নের চাহিদা রেখা অংকন করিবার সময় ধরিয়া লওয়া হয় যে দাম ব্যতীত চাহিদা নির্ধারণকারী অপর সকল বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকে। এই অনুমানের ভিত্তিতে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের সহিত উহার দামের এক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে একটি চলটি যাহা স্থির থাকে বলিয়া ধরা হয় তাহা হইল প্রতিযোগী ফার্মগুলির উৎপন্নের দাম। অবশ্য অলিগোপলি বাজারে যদি একটি ফার্ম ইহার দামের পরিবর্তন ঘটায় তাহা হইলে অন্যান্য ফার্মগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে এবং উহারা তাহাদের দাম পরিবর্তন করিবে। ফলে প্রথম ফার্মটির চাহিদা রেখাটিই স্থান পরিবর্তন করিবে। সুতরাং দামের পরিবর্তনের ফলে একই চাহিদা রেখা ধরিয়া চলাফেরা না করিয়া ফার্মটি একটি নূতন চাহিদা রেখায় গমন করিবে।

পর-পৃষ্ঠায় ১১ ১ (ক) রেখাচিত্রে এইরূপ একটি অবস্থার—অর্থাৎ চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ক-ফার্ম প্রথমে $Q_1$ একক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং $P_1$ দামে দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করে। যদি অন্যান্য ফার্মের দামসমূহ অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে ইহা $D_1$ চাহিদা রেখার উপর চলাফেরা করিবে। এই অনুমানের ভিত্তিতে ইহা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে দ্রব্যটির দাম $P_1$ হইতে হ্রাস করিয়া $P_2$ করা হইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া $Q_2$ হইবে। ধরা যাউক, বাজারে কতিপয় বিক্রেতা আছে এবং প্রত্যেকেই বাজারের একটি বড় অংশ দখল করিয়াছে। এক্ষেত্রে যদি মাত্র একটি ফার্ম দাম হ্রাস করে এবং ইহার বিক্রয়ের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অন্যান্য

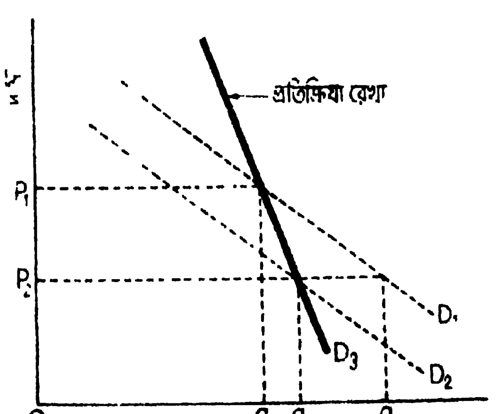
১. "So long as each views the other's price as fixed, each will respond to a reduction in the other's price by reducing its own price to a still lower level. However, if both manufacturers act this way, the price will eventually be driven down from the monopoly level to the zero-profit level." Stigum and Stigum

( অর্থাৎ প্রতিযোগী ) ফার্মগুলির বিক্রয়ের পরিমাণ ভীষণভাবে হ্রাস পাইবে। উপরন্তু, তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে কেন তাহাদের বিক্রয় হ্রাস পাইয়াছে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাহারা নিজেদের দ্রব্যের দাম হ্রাস করিবে। ইহার ফলে ক-ফার্মের চাহিদা রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। এখানে $D_2$ হইল ক-ফার্মের নূতন চাহিদা রেখা। এই চাহিদা রেখার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে $P_2$ দামে ক-ফার্ম $Q_2$ এর পরিবর্তে এখন মাত্র $Q_3$ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। পূর্বের চাহিদা রেখা $D_1$ এর মত $D_2$ রেখাটিও হইল অস্থায়ী ( unstable )। সুতরাং, ক-ফার্মের দিক হইতে ইহার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন। যদি ক-ফার্ম $D_2$ রেখা ধরিয়া গমনাগমন করে তাহা হইলে প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। ফলে ক-ফার্ম পুনরায় একটি নূতন চাহিদা রেখার উপর অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে।




রেখাচিত্র ১৯.২ : (ক) অলিগোপলির সেই চাহিদা রেখাগুলি যেগুলি প্রতিক্রিয়াকে স্বীকার করে না

চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তনের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহাকে এড়াইবার একটি সহজ পথ আছে। ক-ফার্মের দিক হইতে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইহা হইল এই যে ইহার দামের পরিবর্তন ঘটিলে অন্যান্য ফার্মের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে সে সম্পর্কে ইহার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলিকে দাম ও চাহিদার সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া একটি নূতন চাহিদা রেখা অংকন করিতে হইবে যে চাহিদা রেখা স্পষ্টভাবে ফার্মগুলির মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯.২ (খ) রেখাচিত্রের $D_3$ চাহিদা রেখাটি প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তিশীল এরূপ একটি চাহিদা রেখা। ইহার সাহায্যে দাম হ্রাসের ফলে প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটিলে প্রথম ফার্মটির চাহিদার পরিমাণ কিভাবে প্রভাবান্বিত হইবে তাহাই দেখান হইয়াছে। অবশ্য এই দৃষ্টিভংগীর সমস্যাটি হইল এই যে ফার্মগুলির পারস্পরিক আচরণের উপর বহুসংখ্যক তত্ত্ব আছে এবং প্রতিটি তত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন মডেল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নিয়ম ( decision rules ) সৃষ্টি করে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে এইরূপ কতকগুলি তত্ত্বের আলোচনা করা হইবে।




রেখাচিত্র ১৯.২ (খ) : সেই সকল চাহিদা রেখা যেগুলি প্রতিক্রিয়াকে স্বীকৃতি দেয়

অলিগোপলির এই পরস্পরনির্ভরশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যটির ফলেই অলিগোপলি বাজারের সুষ্ঠু ( systematic ) বিশ্লেষণ খুবই কঠিন হইয়া পড়ে।

এই অবস্থায় কার্মগুলির আচরণ এক প্রকার না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। প্রতিদ্বন্দ্বী কার্মগুলি হাত মিলাইতে অথবা একজোট হইতে পারে অথবা সমবায়ের ( cooperation ) মাধ্যমে নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে। অথবা আইনগত বাধা না থাকিলে একটি কার্ম অপরটির দাম-সংক্রান্ত যুদ্ধে ( price war ) অবতীর্ণ হইতে পারে। যদি ইহারা নিজেদের মধ্যে কোন চুক্তি করিতে চায় তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ এই চুক্তি অতি শীঘ্রই ভাঙিয়া যাইতে পারে বা ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে। ইহা ব্যতীত এই চুক্তিগুলি বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চুক্তিগুলি লিখিত বা অলিখিত, খোলা বা গোপন নানা প্রকারের হইতে পারে।

অলিগোপলির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী কার্মগুলির আচরণ সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কিছু অনুমান করা যায় না বলিয়া একটি কার্মের পক্ষে বিভিন্ন দামে ইহার উৎপন্নের চাহিদার পরিমাণ পরিমাপ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। একটি দ্রব্যের মোট চাহিদা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকার ফলে অর্থবিদ্যাবিদগণ এই ধরনের বাজারের আচরণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। ফলে তাঁহারা মডেলের সাহায্য লইয়াছেন। একটি মডেলের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন চলের ( variables ) মধ্যে সম্পর্ককে সুসম্বদ্ধভাবে প্রকাশ করি। অলিগোপলির সম্পর্কে প্রাচীনতম মডেলটি ১৮৩৮ সালে প্রস্তুত করেন অধ্যাপক এ. কুর্নো ( A. Cournot )। ইহার পর অধ্যাপক চেম্বারলীন, অধ্যাপক সুইজি এবং অন্যান্য বহু অর্থবিদ্যাবিদই অলিগোপলি সংক্রান্ত আচরণের বিশ্লেষণের জন্য নানা ধরনের মডেল প্রস্তুত করেন। অতি আধুনিক কালে অবশ্য মূল্য নেতৃত্ব ( price leadership ) মডেলটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশেষে আমরা ক্রীড়াতত্ত্ব ও কৌশলের কথা উল্লেখ করিতে পারি। প্রতিদ্বন্দ্বী কার্মগুলির আচরণ বিশ্লেষণ এবং অলিগোপলি বাজারের অনিশ্চয়তা দূরীকরণের জন্য ক্রীড়াতত্ত্বের ( game theory ) সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কুর্নোর মডেল লইয়াই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

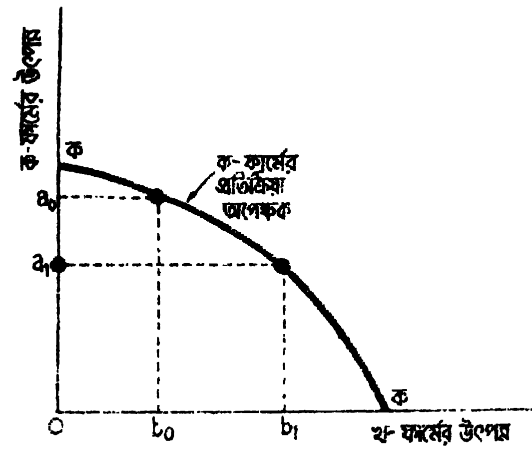
## কুর্নোর দ্বৈতাধিকার বিশ্লেষণ ( Cournot's Duopoly Analysis )

কুর্নো দুইজন খনিজ জল ( mineral water ) বিক্রেতার আচরণ বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার মডেলের মূল অনুমানটি ছিল এই যে অলিগোপলিতে প্রতিটি কার্ম স্বাধীনভাবে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ, ইহাদের চাহিদা রেখার মধ্যে স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয়। ইহার কারণ হইল এই যে যখন একটি কার্ম দামের পরিবর্তন ঘটায় তখন প্রতিদ্বন্দ্বী কার্মগুলির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। ধরা যাউক, ক ও খ এই দুই বিক্রেতার একটি সম্পূর্ণ সমজাতীয় দ্রব্য খনিজ জলের মোট চাহিদা রেখা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত। তবে একজন বিক্রেতা অপরের ব্যবসায়িক নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। এক্ষেত্রে ক ধরিয়া লয় যে ইহা যাহাই করুক না কেন খ তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিবে। অনুরূপভাবে ক-এর বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে খ অনুরূপ একটি অনুমানের সাহায্য লয়। উপরন্তু, তাহাদের অতীত অভিজ্ঞতা অনুরূপ বা বিপরীত যাহাই হউক না কেন উভয় বিক্রেতাই সর্বদাই এই অনুমানের সাহায্য লয়। দ্বৈতাধিকারের ভাষায় ইহাকে শূন্য অনুমানমূলক প্রকরণ ( an assumption of a conjectural variation of zero ) বলা হয়। ইহা অর্থ হইল এই যে ক-এর কার্যকলাপ খ-এর উৎপন্নের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না। উপরোক্ত কুর্নো অনুমান করিয়াছিলেন যে ক অথবা খ এককভাবে সম্পূর্ণ পরিমাণ খনিজ জল সরবরাহ করিতে পারে এবং খনিজ জলের উৎপাদন ব্যয় হইল শূন্য।

দ্বৈতাধিকারের এই সমস্যাটি বিশ্লেষণের জন্য কুর্নো একটি নূতন হাতিয়ারের সাহায্য লইয়াছেন—ইহাকে প্রতিক্রিয়া রেখা ( the reaction curve ) বলা হয়। নিম্নে ইহাকে ব্যাখ্যা করা হইল।

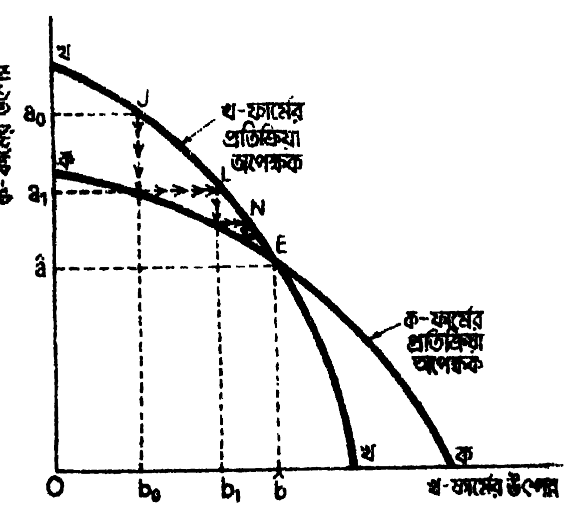
পর-পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে কক রেখাটি দ্বারা খ-কার্মের উৎপন্নের পরিমাণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ক-কার্মের উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ দেখান হইয়াছে। আর পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে খ-কার্মের উৎপন্নের পরিমাণ পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকাকালীন ক-কার্ম মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে ইহার সাহায্যে তাহাই দেখান হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি খ-কার্ম $Ob_a$ পরিমাণ দ্রব্য নির্বাচন করে, তাহা হইলে ক-কার্মকে মুনাফা সর্বাধিক হইলে ইহার নির্বাচিত উৎপন্নের

( যাহাকে $Oq_0$ দ্বারা দেখান হইয়াছে ) একটি দাম ধার্য করিতে হইবে। অপরদিকে, যদি খ-ফার্ম $Ob_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে ক-ফার্মকে মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে মাত্র $Oq_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে। খ-ফার্মের উৎপন্নের অন্যান্য স্তরের ক্ষেত্রেও ক-ফার্মকে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। খ-ফার্ম যে কোন পরিমাণ দ্রব্য নির্বাচন করুন না কেন ক-ফার্ম ইহাকে চিরস্থায়ী বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই ক-ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করিবে।




রেখাচিত্র ১৯.৩: ক-ফার্মের প্রতিক্রিয়া রেখা

এখন প্রশ্ন হইল ক ও খ এই ফার্ম দুইটি চূড়ান্ত পর্যায়ে কি কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করিতে হইলে আমাদের খ-ফার্মের প্রতিক্রিয়া রেখা সম্পর্কে ধারণা লাভ করিতে হইবে। এই রেখাটি ক-ফার্মের উৎপন্নের পরিপ্রেক্ষিতে খ-ফার্ম কি ধরনের বা কতটা সাড়া দেয় তাহারই নির্দেশক। নিম্নের রেখাচিত্রে ক ও খ উভয় ফার্মের প্রতিক্রিয়া রেখাকে একত্র করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ক-ফার্মের প্রতিক্রিয়া রেখার মতই খ-ফার্মের প্রতিক্রিয়া রেখার সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।




রেখাচিত্র ১৯.৪: কুর্নো মডেলে ভারসাম্য

ধরা যাউক ক-ফার্ম $Oa_0$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া খ-ফার্ম $Ob_0$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে খ-ফার্ম $Ob_0$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়াই মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে। অনুরূপভাবে খ-ফার্ম ইহার উৎপন্নের পরিমাণ $Ob_0$ স্তরে স্থির রাখিবে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া ক-ফার্ম $Oa_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে। ক-ফার্মের এই পদক্ষেপের ফলে খ-ফার্মের মধ্যে অবশ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। এক্ষেত্রে খ-ফার্ম অবস্থাটির পুনরায় মূল্যায়ন করিবে এবং উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া $Ob_1$ স্তরে লইয়া যাইবে। বস্তুত, উৎপন্নের এই স্তরেই ইহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। অবশ্য এক্ষেত্রে খ-ফার্মের মূল অনুমান ছিল এই যে ক-ফার্ম ইহার উৎপন্নের পরিমাণ $Oa_1$ স্তরে স্থির রাখিবে। অবশ্য শীঘ্রই এই অনুমানটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইবে ( যদিও অনুমান করা হইয়াছে যে ক অথবা খ ফার্ম কেহই একে অপরকে ধরিয়া ফেলিতে পারিবে না ) এবং মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। কি পদ্ধতিতে উৎপন্নের পরিমাণ পরিবর্তিত হইবে তাহা ১৯.৪ রেখাচিত্রের তীর চিহ্নগুলি দ্বারা দেখান হইয়াছে।

এক্ষেত্রে $E$ বিন্দু হইল ক ও খ উভয় ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু। ফার্ম দুইটি যদি কখনও এই বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে পদক্ষেপ করে তাহা হইলে মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় অতি শীঘ্রই এই বিন্দুতে ফিরিয়া আসিবে। বস্তুত, $E$ বিন্দুতে দুইটি ফার্মের মুনাফার পরিমাণ একই হইবে এবং উভয় ফার্মই একই দাম ধার্য করিবে। এই স্থিরকৃত দামটি একচেটিয়া কারবারের অধীনে যে দাম নির্ধারিত হইত তাহা অপেক্ষা কম হইবে কিন্তু ইহা বহুসংখ্যক ফার্ম বিশিষ্ট পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দাম অপেক্ষা অধিক হইবে।[১] কুর্নো অবশ্য উল্লেখ করেন যে যদি দুইটি ফার্ম একজোট হইয়া দ্রব্যটি উৎপাদন করে তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হইবে এবং মোট মুনাফা সমানভাবে উভয় ফার্মের মধ্যে বণ্টিত হইবে। অবশ্য কুর্নো ডুয়োপলির উৎপন্নের পরিমাণকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করেন: ডুয়োপলির উৎপন্নের পরিমাণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার উৎপন্নের দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। বস্তুত, প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইলে ডুয়োপলির উৎপন্নকে $n/n+1$ দ্বারা গুণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি বাজারে পাঁচটি বিক্রেতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উৎপন্নের ৫/৬ হইবে। যদি বাজারের ২০০০ বিক্রেতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ প্রায় প্রতিযোগিতামূলক উৎপন্নের মতই হইবে। এইভাবে কুর্নো তাঁহার ডুয়োপলি তত্ত্বের সহিত প্রতিযোগিতামূলক তত্ত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

## ১৯.৫ কার্টেল ব্যবস্থা ( Cartel Arrangements )

কুর্নোর মডেলটি পরীক্ষা করিয়া আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে একটি শিল্পে সকল ফার্ম যদি একজোট হয় এবং শিল্পের মোট মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দাম স্থির করে তাহা হইলে ইহারা সকলেই লাভবান হইবে। ফার্মগুলি নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে একচেটিয়া কারবারীর ন্যায় দাম স্থির করিতে এবং ভোক্তাদের নিকট হইতে সর্বাধিক সম্ভাব্য মুনাফা লাভ করিতে পারে। যদি তাহাদের মধ্যে এইরূপ বিধিবৎ, খোলাখুলি চুক্তি সাক্ষরিত হয় তাহা হইলে তাহাদের গোষ্ঠীকে ( group ) কার্টেল আখ্যা দেওয়া হয়। অপরদিকে যদি তাহাদের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চুক্তি সাক্ষরিত হয় তাহা হইলে ফার্মগুলি একজোট হইয়াছে বলা যায়।[২]

যদি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মকে এই কার্টেল সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে তাহা হইলে ইহা একচেটিয়া কারবারের মত কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতে পারে। নিম্নের রেখাচিত্রে এই ধরনের একটি অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে প্রতিটি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখাকে যোগ করিয়া শিল্পের প্রান্তিক ব্যয় রেখা অংকন করা হইয়াছে। এই মোট ব্যয় রেখা ও শিল্পের প্রান্তিক আয় রেখার ছেদবিন্দুতে একই সংগে মুনাফা সর্বাধিকীকারী উৎপন্ন $OQ$ ও দাম ($Pe$) নির্ধারিত হয়। যে মুহূর্তে এই দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সেই মুহূর্তেই প্রতিটি ফার্ম ইহার প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত পূর্ব হইতে নির্ধারিত শিল্পের মুনাফা সর্বাধিকীকারী প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ করে।[৩]

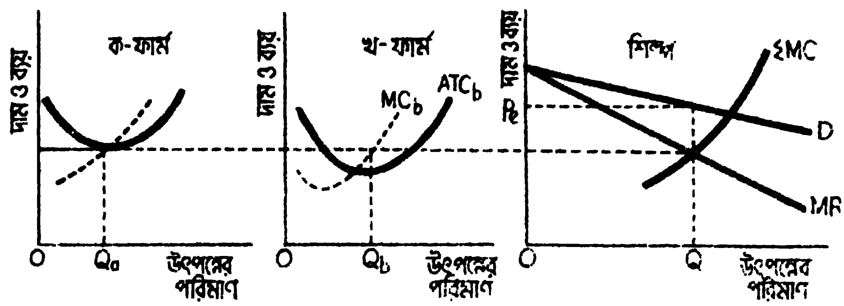
---

১. "Duopolists charge a common price that is lower than the price that would obtain under simple monopoly but higher than the one that would be charged under competition, with many sellers." R. B. Ekelund & R. F. Hebert : *A History of Economic Theory and Method* ( McGraw-Hill, 2nd edn., 1983 )

২. "If a formal, overt agreement were made, the group would be defined as a cartel ; if a covert, informal agreement were reached, the firms would be operating in collusion." J. L. Pappas and E. F. Brigham : *Managerial Economics* (3rd edn., 1979)

৩. "Once this profit-maximizing price/output output level has been determined, each individual firm finds its output by equating its own marginal cost to the previously determined industry profit-maximizing marginal cost level." Pappas & Brigham : op. cit.

এক্ষেত্রে প্রতিটি ফার্মের উৎপন্নের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়াই উহাদের মধ্যে মুনাফা বণ্টিত হয়। বাজারের ঐতিহাসিক ভাগের ( historical market share ) উপর ভিত্তি করিয়াও অনেক সময় ইহা করা হয়।




রেখাচিত্র ১৯.৫ : কার্টেলের ক্ষেত্রে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ

অবশ্য নানাবিধ কারণে এই কার্টেল ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। দ্রব্যাদির মানের পরিবর্তন, নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশ, সভ্যদের মধ্যে মতবিরোধ ইত্যাদি কারণ উল্লেখযোগ্য।

**১৯.৬ মূল্য নেতৃত্ব ( Price Leadership )**

অলিগোপলি বাজারের আচরণ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা দূরীকরণের একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হইল মূল্য নেতৃত্ব। যখন কোন শিল্পে একটিমাত্র ফার্ম নেতা ও মুখপাত্র ( spokesman ) হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় এবং অন্যান্য সকল ফার্ম ইহার মূল্যনীতিকে মানিয়া লয় তখন শিল্পে মূল্য নেতৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। নানা কারণে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে :

(১) নেতৃস্থানীয় ফার্মটির আয়তন ( size ) ও শক্তি ( strength )

(২) ইহার ব্যয়-দক্ষতা ( cost efficiency )[১]

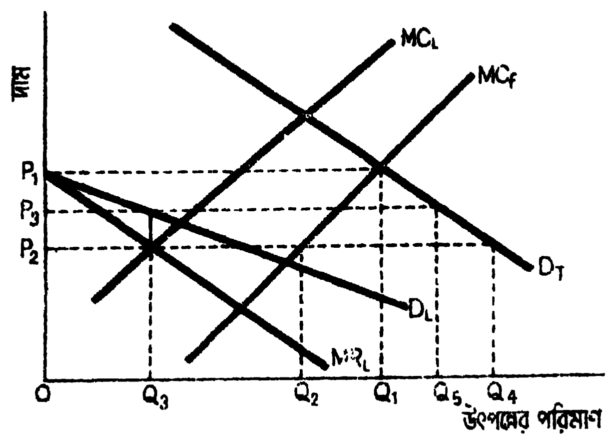
(৩) নেতৃস্থানীয় ফার্মটির বাজার সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস প্রদানের এবং এমন একটি দাম স্থির করার ক্ষমতা যাহা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মকে সন্তোষজনক মুনাফা প্রদান করিতে পারে।

এই ধরনের বাজারের একটি উদাহরণ হইল প্রাধান্যবিস্তারকারী একটি ফার্ম (dominant firm) দ্বারা মূল্য নেতৃত্ব। সাধারণত শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সর্বাপেক্ষা বৃহদাকারের ফার্মই এইরূপ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে। এক্ষেত্রে নেতাটির দাম ও উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা হইল একচেটিয়া কারবারীর মত। অন্যদিকে অন্যান্য সকল ফার্মের সমস্যা হইল প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দাম ও উৎপন্ন সংক্রান্ত সমস্যার মত। পর-পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে বাজারের মোট চাহিদা রেখা হইল $D_T$, নেতার প্রান্তিক ব্যয় রেখা হইল $MC_L$ এবং বাজারের অন্যান্য সকল ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখাগুলিকে যোগ করিয়া $MC_F$ রেখাটি অংকন করা হইয়াছে। যেহেতু দাম-অনুসরণকারী ফার্মগুলি প্রচলিত দামকে মানিয়া লয়, সেহেতু তাহারা উৎপন্নের ঠিক সেই স্তরটিকে বাছিয়া লয় যে স্তরে তাহাদের প্রত্যেকের প্রান্তিক ব্যয় বাজার দামের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ইহাই হয়। এই কারণে $MC_F$ রেখাটি হইল মূল্য অনুসরণকারী ফার্মগুলির যোগান রেখা। ইহার অর্থ হইল এই যে $P_1$ দামে মূল্য-অনুসরণকারী ফার্মগুলিই বাজারে দ্রব্যটির সমগ্র পরিমাণ যোগান দিবে এবং এক্ষেত্রে প্রাধান্য-বিস্তারকারী ফার্মের পক্ষে কিছুই যোগান দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। এক্ষেত্রে $P_1$ অপেক্ষা কম দামে

---

১. ইহা দ্বারা একটি ফার্মের অন্যান্য ফার্ম অপেক্ষা স্বল্পব্যয়ে সমজাতীয় একটি দ্রব্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতাকে বুঝায়।

*MCF* রেখা ও বাজারের মোট চাহিদা রেখার অনুভূমিক দূরত্ব দ্বারা মূল্য-নেতা যে চাহিদার সম্মুখীন হয় তাহা দেখান হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ $P_3$ দামে মূল্য-অনুসরণকারী ফার্মগুলি $Q_5$ পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিবে। এই অবস্থায় মূল্য-নেতা $Q_4$-$Q_5$ পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে সক্ষম হইবে। বস্তুত, $P_1$ অপেক্ষা কম দামে বিভিন্ন স্তরের উদ্বৃত্ত চাহিদাকে প্লট করিয়া আমরা মূল্য-নেতার চাহিদা রেখা *DL* এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত প্রান্তিক আয় রেখা *MRL* অংকন করিতে পারি।




রেখাচিত্র ১৯.৬: প্রাধান্যবিস্তারকারী ফার্ম দ্বারা মূল্য-নেতৃত্ব এবং অলিগোপলিতে দাম-নির্ধারণ

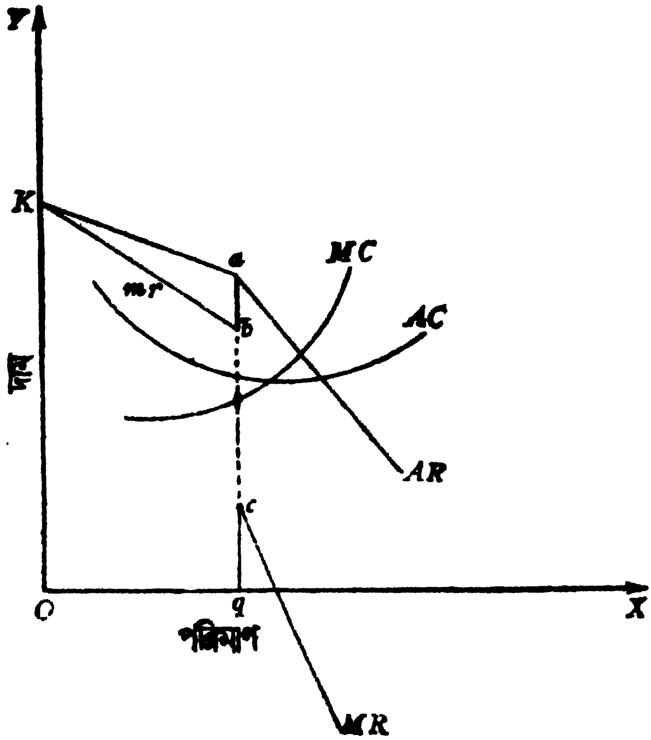
যেহেতু মূল্য-নেতা একচেটিয়া কারবারীর মত *DL* চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় সেহেতু ইহা সেই স্তরে মুনাফা সর্বাধিক করিতে সমর্থ হয় যে স্তরে *MRL* এবং *MCL* একে অপরের সমান হয়। উৎপন্নের $Q_3$ স্তরেই ইহা ঘটে এবং এই স্তরে $P_2$ দাম স্থির করা হয়। এই দামে মূল্য-অনুসরণকারী ফার্মগুলি যৌথভাবে $Q_3$-$Q_2$ পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করে। যদি কেহ মূল্য-নেতার দামকে চ্যালেঞ্জ না করে তাহা হইলে শিল্পে একটি স্বল্পকালীন স্থায়ী ভারসাম্য সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায়।

## ১৯.৭ অলিগোপলিতে কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখা: দামের অপরিবর্তনশীলতা (Kinked or Cornered Oligopoly Demand Curve: Price Rigidity)

অলিগোপলিতে অনেকক্ষেত্রে চাহিদা-রেখাকে কোণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়; এই কোণ প্রচলিত দামের বিন্দুতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত দাম হইতে সরিয়া যাইতে চাহে না। সুতরাং অনেক সময়ই দেখা যায় অলিগোপলিতে দাম অপরিবর্তনশীল হয়। ব্যাখ্যা হিসাবে দেখানো হয় যে কোন প্রতিষ্ঠান যদি প্রতিষ্ঠিত দাম অপেক্ষা অধিক দাম ধার্য করে তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পূর্বের প্রচলিত দামেই বিক্রয় করিতে থাকিবে। ইহার ফলে দামবৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কমিয়া যাইবে, কারণ ক্রেতারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকিবে। অপরদিকে কোন প্রতিষ্ঠান যদি প্রচলিত দাম অপেক্ষা কম দাম ধার্য করে তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংগে সংগে দাম কমাইবার দিকে ঝুঁকে, কারণ অন্যথায় বিক্রয় কমিয়া যায় এবং ক্রেতারা দাম হ্রাসকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সরিয়া যায়। সুতরাং দাম কমাইয়াও কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অলিগোপলিতে প্রতিষ্ঠানবিশেষ প্রচলিত দামকে ধরিয়া রাখে—উহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে চাহে না। এমন কি উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্য ঘটিলেও ঐ একই দামে বিক্রয় করিয়া চলে।

অলিগোপলিতে চাহিদা-রেখা কিভাবে কোণবিশিষ্ট হয় তাহা নিম্নের ১৯.৭ রেখাচিত্রটি হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। ঐ চিত্রে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা হইল *KaAR* এবং উহার *a* বিন্দুতে কোণ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রান্তিক আয়-রেখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; একাংশ হইল *Kb* এবং অপরাংশ হইল *cMR*। চাহিদা-রেখার *a* বিন্দুতে আসিয়া—অর্থাৎ দাম যখন *qa* ও উৎপন্নের পরিমাণ যখন *Oq*—প্রান্তিক আয়-রেখা বিচ্ছিন্ন (discontinuous) হইয়া গিয়াছে; বিচ্ছিন্ন অংশ হইল *bc*। এই চিত্রে ধরা হইয়াছে যে প্রচলিত দাম হইল *qa*। এখন কোন প্রতিষ্ঠান দাম বৃদ্ধি করিলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দাম কমাইবে না; ফলে দামবৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কমিয়া যাইবে। অতএব, *Ka* চাহিদা-রেখা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে। অপরদিকে *qa* অপেক্ষা দাম কম করিলে অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানও অনুরূপভাবে দাম কমাইবে ; ফলে aAR চাহিদা-রেখা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইবে—অর্থাৎ বিক্রয় বিশেষ বাড়িবে না। চাহিদা-রেখার a বিন্দুর বামদিক অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক এবং ডানদিক অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা KaAR কোণবিশিষ্ট হইয়াছে।



রেখাচিত্র ১৯.৭ : কোণবিশিষ্ট চাহিদা রেখা

যেহেতু দাম হ্রাসবৃদ্ধি করিলে কোন প্রতিষ্ঠানের লাভ হয় না সেহেতু প্রচলিত দাম অপরিবর্তিতই থাকিবে। প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য দাম হইবে qa এবং ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ হইবে Oq। উৎপন্নের এই স্তরে প্রান্তিক ব্যয়-রেখা MC প্রান্তিক আয়-রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া Oq পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলেই প্রতিষ্ঠানের লাভ সর্বাধিক হইবে। ইহা অপেক্ষা কম উৎপন্নের স্তরে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অনেক কম ; অপরপক্ষে Oq পরিমাণের অধিক উৎপাদন করা হইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখার সাহায্যে অলিগোপলিতে দাম একবার ধার্য হইয়া গেলে উহা অপরিবর্তিত থাকে কেন তাহা ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু অলিগোপলিতে দাম কিভাবে ধার্য হয় তাহার ব্যাখ্যা ইহার দ্বারা করা যায় না।

## ১৯.৮ বিক্রয়করণ-ব্যয় ( Selling Costs )

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ছাড়াও বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সমস্যা রহিয়াছে। যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে এবং বিভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের সম্যক পরিচিতি থাকে তখন বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সমস্যা দেখা দেয় না, কারণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক উৎপাদক প্রচলিত বাজার-দামে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারে এবং দ্রব্য সমজাতীয় হওয়ায় ক্রেতাদের পক্ষে এক বিক্রেতার দ্রব্য ছাড়িয়া অন্য বিক্রেতার দ্রব্য ক্রয় করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। অবশ্য অনেক সময় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও শিল্পের পক্ষ হইতে সমষ্টিগতভাবে চাহিদা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উৎপাদকের সমিতি প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় করিতে পারে ; তবে এরূপ বিক্রয়করণ-ব্যয় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু যেখানে ক্রেতাদের দ্রব্যাদি সম্পর্কে খবরাখবর সম্পূর্ণ বা সম্যক নয়, বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে তারতম্য বুঝিবার ক্ষমতা কম, যেখানে বিক্রেতা সম্পর্কে ক্রেতাদের মধ্যে পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন থাকে না এবং যেখানে সামান্য পৃথকীকৃত দ্রব্য লইয়া প্রতিযোগিতা চলে সেখানে বিজ্ঞাপন, প্রচারকার্য, বিনামূল্যে উপহার প্রদান, বিনামূল্যে সেবা, বিক্রয়প্রসার-কর্মচারী ( salesman ) নিয়োগ, ক্যানভ্যাসিং প্রভৃতিতে অর্থ-ব্যয় করিয়া উৎপাদক নিজের দ্রব্যের প্রতি ক্রেতাদের অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করিতে এবং নিজের ক্রেতারা যাহাতে অন্যত্র চলিয়া না যায় তাহার জন্য চেষ্টা করে। অনেক সময় সে আবার সমজাতীয় দ্রব্যকেও বিক্রয়করণ প্রচারের দ্বারা অন্যান্য দ্রব্য হইতে পৃথক বলিয়া ক্রেতাদের নিকট প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। সংক্ষেপে বলা যায়, কোন দ্রব্য যত কম সমজাতীয় হইতে থাকে বিক্রয়করণ-ব্যয় তত

গুরুত্ব লাভ করে। কারণ, দ্রব্য যত পৃথকীকৃত হয় দাম হ্রাস করিয়া বিক্রয় বাড়ানো তত কঠিন হয় এবং অধিক মাত্রায় তখন প্রচার বিজ্ঞাপন[১] প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করিয়া বিক্রয় বাড়াইবার চেষ্টা চলিতে থাকে। এই কারণেই একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় (এবং পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে) বিক্রয়করণ-ব্যয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি। প্রতিষ্ঠানবিশেষ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের পরিবর্তে তাহারা দ্রব্য ক্রয় করিতে বিক্রেতাদের রাজী করাইবার জন্য যে-ব্যয় বহন করে তাহাকেই বিক্রয়করণ-ব্যয় বলা হয়। অর্থাৎ উৎপাদকের বিক্রয়-প্রসারের (sales promotion) ব্যয়ই হইল বিক্রয়করণ-ব্যয়। উৎপাদকের যে-সকল ব্যয় এই বিক্রয়-প্রসারের সহিত নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট নয় তাহাকেই উৎপাদন-ব্যয় (production cost) বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রব্যের মোট ব্যয় দুইভাগে বিভক্ত—মোট বিক্রয়করণ-ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-ব্যয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই দ্রব্যের বিক্রয়করণ-ব্যয় ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা সত্ত্বেও তত্ত্বগতভাবে এই দুই ধরনের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট—একদিকে বিক্রয়করণ-ব্যয় চাহিদাকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বহন করা হয়; অপরদিকে উৎপাদন-ব্যয় চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করে না। বাস্তব ক্ষেত্রেও এই দুই প্রকারের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া চলা হয়।[১]

এখন প্রশ্ন হইল, বিক্রয়করণ-ব্যয় থাকিলে প্রতিষ্ঠানবিশেষের সর্বাধিক মুনাফা ও ভারসাম্য কিভাবে হইবে? এই প্রশ্নের সমাধানের পথে বহু জটিলতা রহিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণ-ভাবে উহার ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদক তাহার উৎপাদন সেই স্তরে স্থির করে যে-স্তরে আসিয়া তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (marginal cost) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue) সমান হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করাই লাভজনক হয়। বিক্রয়করণ-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। উৎপাদক তাহার বিক্রয়করণ-ব্যয়কে ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়াইয়া চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয়করণ-ব্যয়ের ফলে যে আয় হয় তাহার পরিমাণ বিক্রয়করণ-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় এবং যেখানে 'প্রান্তিক বিক্রয়করণ-ব্যয়' এবং 'বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে প্রান্তিক আয়' সমান সমান হইয়া দাঁড়ায় সেখানেই উৎপাদকের বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। অন্যভাবে বলা যায়, বিক্রয়করণ-ব্যয় বাড়াইতে বাড়াইতে যে-স্তরে আসিয়া অতিরিক্ত এক একক বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে অতিরিক্ত এক একক আয় হয় সেই স্তরেই উৎপাদকের বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে নীট মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরও বিক্রয়করণ-ব্যয় বাড়াইয়া চলা হইলে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হইবে এবং উৎপাদকের মুনাফা কমিয়া যাইবে। এখন উৎপাদন-ব্যয় ও বিক্রয়করণ-ব্যয় একসংগে ধরিয়া যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হয় সেখানেই উৎপাদকের মুনাফা সর্বাধিক হয়।[২]

### ১৯.৯ মূল্যহীন প্রতিযোগিতা (Non-price Competition)

যেহেতু একটি ফার্ম দাম হ্রাস করিলে প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলি প্রতিশোধ লইতে পারে সেহেতু অলিগোপলির অধিনস্ত ফার্মগুলি দাম বৃদ্ধির জন্য মূল্যহীন প্রতিযোগিতামূলক কলাকৌশলের ব্যবহার করিয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইল: মূল্যহীন প্রতিযোগিতা বলিতে কি বুঝায়? ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমরা অনুমান করিতে পারি যে একটি ফার্মের চাহিদা অপেক্ষককে নিম্নের সমীকরণের সাহায্য প্রকাশ করা হইল:

$$Q_A = f(P_A, P_X, Adv_A, Sq, Sq_X, I, Pop, \cdots)$$

---

১. বিজ্ঞাপন ব্যয় সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

২. স্মরণ করা যাইতে পারে যে বিজ্ঞাপন ব্যয়ের আলোচনার সময় বিষয়টিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

যেখানে $Q_A$ হইল A ফার্মের উৎপন্নের চাহিদার পরিমাণ, $P_A$ হইল উৎপন্নের দাম, $P_X$ হইল শিল্পের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ফার্মের স্থিরকৃত দামের গড়, $Adv_A$ হইল বিজ্ঞাপন ব্যয়, Sq হইল দ্রব্যটির গুণগত মান ও স্টাইলের সূচক, I হইল আয় এবং Pop হইল জনসংখ্যা। উপরের সমীকরণটির মাত্র তিনটি চলকে ফার্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে: $P_A$, $Adv_A$ এবং $Sq_A$। যদি চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় ইহা $P_A$-কে হ্রাস করে তাহা হইলে ইহা সম্ভবত $P_X$-ও হ্রাস পাইবে। ফলে প্রাথমিক দাম হ্রাসের ফল দূরীভূত হইবে। বিক্রয় বৃদ্ধি তো দূরের কথা, A ফার্মকে সম্ভবত মূল্যযুদ্ধে ( price war ) অবতীর্ণ হইতে হইবে।

এখন চাহিদা অপেক্ষকের অন্তর্ভুক্ত অথচ ফার্মের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য দুইটি চলের—যেমন $Aqv_A$ এবং $Sq_A$-এর পরিবর্তনের ফল বিবেচনা করা যাইতে পারে। বিজ্ঞাপন-ব্যয় বৃদ্ধি করা হইলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। ফলে একই দামে ফার্মটি দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে অথবা অধিক দামে বিক্রয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিতে সমর্থ হইবে। একটি দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পাইলে অথবা ইহার স্টাইলের পরিবর্তন ঘটিলে একই ফল প্রদর্শিত হইবে। ভোগ ঋণ ( consumption credit ), খুচরা ক্রয়ের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন, বিক্রেতাগণের ব্যবহারের উন্নতি অথবা দ্রব্যটির গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমেও একই ফল লাভ করা যায়। দাম-বহির্ভূত এই বিষয়গুলির পরিবর্তনের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। কিন্তু দামের পরিবর্তনের ফলে যত দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এক্ষেত্রে উহা অত দ্রুত গতিতে ঘটিবে না।[১] ইহার একটি কারণ অবশ্যই এই যে এই পরিবর্তনগুলি প্রাথমিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির নিকট অতটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান বা উহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। বস্তুত এই পরিবর্তনগুলি উহাদের বোধগম্য হইতে কিছুটা সময় লাগে। উপরি-উক্ত দাম-বহির্ভূত কার্যকলাপগুলি ফার্মের দ্রব্যকে অন্যান্য ফার্মকে পৃথক করিতে সহায়তা করে। ফলে খরিদ্দার একবার হাতছাড়া হইয়া গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির পক্ষে পুনরায় উহাদের আকর্ষণ করা নিঃসন্দেহে কঠিন হইয়া পড়ে। অর্থাৎ, উহাদের চাহিদা রেখাগুলি যদি বাঁদিকে সরিয়া যায় পুনরায় উহাদের ডানদিকে সরাইয়া আনা মোটেই সহজ নয়। সুতরাং দাম-বহির্ভূত প্রতিযোগিতার সুফলগুলি দাম-হ্রাসের সুফল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়।[২]

এখন প্রশ্ন হইল: দাম-বহির্ভূত প্রতিযোগিতাকে কতদূর পর্যন্ত আগাইয়া লইয়া যাওয়া উচিৎ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে এই ধরনের কার্যকলাপ সেই স্তর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া উচিৎ যে-স্তরে একটি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় ইহার প্রান্তিক আয়ের সহিত সমান হয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞাপনের ভূমিকা লইয়া আলোচনা করিবার সময় আমরা এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক একটি পকেট রেডিওর দাম হইল ১০০ টাকা এবং একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় হইল ৮০ টাকা। যদি ২০ টাকার কম বিজ্ঞাপন ব্যয় করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ ১ একক বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এই বাড়তি বিজ্ঞাপন ব্যয় বহন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে।

## ১৯.১০ একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অলিগোপলির গঠন-প্রকৃতি ও আচরণ ( Structure and Behaviour of Monopolitic Competition and of Oligopoly )

প্রতিষ্ঠানের আচরণ অনেকাংশেই নির্ভর করে উহার বাজারের গঠন-প্রকৃতির উপর।[৩] সুতরাং একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অলিগোপলিভিত্তিক বাজারের গঠন-প্রকৃতি ভিন্ন বলিয়া ঐ দুই বাজারভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আচরণও পৃথক হইতে বাধ্য।

---

১. "Competitors can be expected to react to changes in non-price variables, but the reaction rate is likely to be slower than for price changes." Pappas and Brigham

২. "The advantageous effects of non-price competition are likely to be more persistent than that floating benefits of a price out." Pappas and Brigham

৩. "Market structure determines the behaviour of the firms involved." Kelvin Lancaster: *Modern Economics*

**একচেটিয়া প্রতিযোগিতা :** স্মরণ করা যাইতে পারে যে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যখন বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য লইয়া পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে তখন উহাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরা হয়।[১] এরূপ অবস্থায় বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকার্যের ফলাফল অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে—বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের উপর এককভাবে প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন, ১০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি যদি বিক্রয় সম্প্রসারণ ( sales expansion ) করিতে সমর্থ হয় তবে অন্য ৯৯টি প্রতিষ্ঠানের সকলেরই ( বা অনেকেরই ) বিক্রয়ের পরিমাণ কিছু কিছু কমিবে, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

যেহেতু প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত হইলেও বিশেষীকৃত দ্রব্য (differentiated product) লইয়া কারবার করে সেইহেতু প্রকৃতি-বিচারে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই হইল একপ্রকার একচেটিয়া কারবার। কিন্তু প্রত্যেককেই আবার সকলের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে হয় এবং নূতন প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশে ( entry ) কোন বাধা থাকে না। মুনাফার হার উচ্চ হইলে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াও থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নূতন নূতন কোম্পানীর নূতন নূতন ব্রাণ্ডের টুথপেস্টের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান পুরাতনদের সামগ্রিক বাজারের কিয়দংশ অধিকার করে, এবং ইহার ফলে সকলের বা অধিকাংশের বাজার কিছুটা সংকুচিত হয়।

একচেটিয়া কারবারীর ( monopolist ) মতই একচেটিয়া প্রতিযোগী তাহার দ্রব্যের দাম-নির্ধারক ( price-giver or price-setter )। সাধারণত মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার ( price competition ) পরিবর্তে সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতার পথে চলিলেও কোন কোন সময় একচেটিয়া প্রতিযোগীকে দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে দেখা যায়। এই হ্রাসবৃদ্ধির ফল সর্বাধিক আঘাত করে নিকটতম প্রতিযোগীকে—সকলের মধ্যে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে না। ফলে তখন একচেটিয়া প্রতিযোগিতা অলিগোপলির উপাদানসমন্বিত হয়। কারণ, অলিগোপলির বৈশিষ্ট্য হইল কয়েকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা।

**অলিগোপলি :** আধুনিক অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা অপেক্ষা অলিগোপলিই অধিক আলোচিত হইতে দেখা যায়।

দ্রব্য সম্পূর্ণ সমজাতীয় না হইলেও বাজার যদি কয়েকজনের মধ্যে বিভক্ত হয় তবেও উহাকে অলিগোপলির দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরা হয়।[২] দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটরগাড়ী শিল্পের ( automobile industry ) উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার মোটরগাড়ী পরস্পরের পরিবর্ত হইলেও সম্পূর্ণ সমজাতীয় নহে।

অলিগোপলির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান হইল পণ্যের দাম-নির্ধারক ( price-setter )। কিন্তু একের দাম-নির্ধারণ অপরের দামকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে—উৎপাদক বা বিক্রেতার সংখ্যা অল্প বলিয়া প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না। এই কারণে অলিগোপলিতে এক প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আচরণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। এবং সাধারণত প্রতিষ্ঠানসমূহ দলবদ্ধভাবে দাম-নির্ধারণ কার্যে অগ্রসর হয়।[৩] এই সংঘবদ্ধ আচরণের মধ্যেই রহিয়াছে নিজ নিজ স্বার্থ। অতএব, অলিগোপলিতে দাম-নির্ধারণ কার্য প্রতিযোগিতা দ্বারা নির্বৈক্তিক পদ্ধতিতে ( impersonally through competition ) সম্পাদিত হয় না—সম্পাদিত হয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মোটামুটি ঐক্যমত দ্বারা।

এই ঐক্যমতকে একপ্রকার ষড়যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ, ভোক্তাদের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করা—তাহাদের শোষণ করাই ইহার মৌল উদ্দেশ্য।

---

১. "Under monopolistic competition, a large number of firms producing similar but not identical products compose the market."

২. "...an ( oligopolistic ) industry dominated by a few sellers may produce either a homogeneous or a differentiated product" Richard T. Gill : *Economics—a text with readings*

৩. "Galbraith and Salinger : *Allmost Everyone's Guide to Economics*, op. cit.

তবে সকল সময় 'অলিগোপলি' প্রতিষ্ঠান যে মুনাফা সর্বাধিকীকরণের পথে চলে তাহা নহে। অলিগোপলিতে প্রতিষ্ঠান সাধারণত বৃহদায়তনই হয়। এই সকল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের ( large organisations ) বৈশিষ্ট্য হইল 'কলাকৌশলভিত্তিক গঠন' ( technostructure )।[১] ইহাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মূলত কলাকুশলীদের ( technocrats ) দ্বারা।[২] তাহারা মুনাফা অপেক্ষা সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যসাধনের দিকেই অধিক দৃষ্টি দেয়। এই কারণে তাহারা সকল সময় দাম বেশী করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না।

পণ্য-বৈচিত্র্য, বিক্রয়-প্রসার ইত্যাদির জন্য অলিগোপলিক প্রতিষ্ঠানকে সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতার কার্যেও অগ্রসর হইতে হয়। প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে শক্তি বজায় রাখার জন্যও ইহা প্রয়োজনীয়।

## সংক্ষিপ্তসার

১. অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হইল অলিগোপলি। আবার অলিগোপলির একটি বিশেষ রূপ হইল ডুয়োপলি।

২. অলিগোপলি বলিতে কতিপয় প্রভাবশালী ফার্মকে বুঝায়। অলিগোপলি দুই প্রকারের হইতে পারে: অবিমিশ্র ( pure ) অলিগোপলি এবং পৃথকীকৃত অলিগোপলি। পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে দ্রব্য পৃথকীকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মত বিজ্ঞাপন ব্যয় এবং দাম-বহির্ভূত প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব চোখে পড়ে।

৩. নানা কারণে অলিগোপলির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়: যেমন দ্রব্য পৃথকীকরণ, বিজ্ঞাপন ব্যয়, ইত্যাদি। এই কারণগুলি একজোট হইয়া শিল্পে নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৪. অলিগোপলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই ধরনের বাজারে ফার্মগুলির মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরস্পরনির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন ফার্মের পক্ষে এককভাবে একটি দ্রব্যের দাম স্থির করা সম্ভব হয় না।

৫. অলিগোপলি বাজারে কোন দ্রব্যের মোট চাহিদা পূর্ব হইতে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না বলিয়া একটি ফার্মের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই অনিশ্চয়তা দূরীকরণের জন্য এবং এই ধরনের বাজারের আচরণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ মডেলের সাহায্য গ্রহণ করে।

৬. অলিগোপলি সম্পর্কে নানা ধরনের মডেলের আছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইল: কোণবিশিষ্ট চাহিদা রেখা মডেল। ইহা মূল বক্তব্য হইল যে এই ধরনের বাজারে একটি ফার্ম বিক্রয়বৃদ্ধির আশায় যদি দ্রব্যটির দাম হ্রাস করে তাহা হইলে অন্যান্য সকল ফার্মই সমহারে দ্রব্যটির দাম হ্রাস করিবে। ফলে প্রত্যেকেরই মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পাইবে। সুতরাং দাম হ্রাস মোটেই কাম্য বিবেচিত হইবে না। অন্যদিকে একটি ফার্ম যদি দাম বৃদ্ধি করে অন্য কোন ফার্মই উহার উৎপন্নের দাম বৃদ্ধি করিবে না। ফলে দাম বৃদ্ধিকারী ফার্ম অধিকাংশ খরিদ্দারকেই হারাইবে। সুতরাং দামবৃদ্ধিও কাম্য নহে। এই দুইটি কারণে অলিগোপলিতে দামের স্থায়িত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

৭. অলিগোপলির অন্যান্য মডেলের মধ্যে কুর্নোর মডেল, মূল্য-নেতৃত্ব মডেল, কার্টেল ব্যবস্থা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

৮. অলিগোপলির সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার কতকগুলি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

## প্রশ্নাবলী

১. কোণবিশিষ্ট চাহিদা রেখার সাহায্যে অলিগোপলির ক্ষেত্রে দাম অনমনীয়তার ব্যাখ্যা কর।

২. অলিগোপলির বাজারের দাম নির্ধারণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। এই ধরনের বাজারের আচরণ ব্যাখ্যা করিবার সময় মডেলের সাহায্য লওয়া হয় কেন? [ C. U. B. Com. (H) 1984 ]

---

১. Technostructure শব্দটি জন কেনেথ গালব্রেথের এবং তাঁহার The Industrial State-এ প্রথম ব্যবহৃত।

২. কলাকুশলীদের এইরূপ প্রাধান্য দ্বিতীয় পরিচালনাগত বিপ্লব ( Second Managerial Revolution ) নামে অভিহিত। প্রথম পরিচালনাগত বিপ্লব হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে ( Joint Stock Company ) মালিকানা ও পরিচালনার স্বতন্ত্রীকরণ।

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. K. W. Clarkson and R. L. Miller: *Industrial Organisation : Theory Evidence and Public Policy* ( McGraw-Hill, 1983 )

2. Lila J. Truett and Dale B. Truett: *Managerial Economics* ( South-Western Publishing Co., 1980 )

3. J. L. Pappas and E. F. Brigham: *Managerial Economics* ( 4th edn., HRW, 1985 )

4. P. A. Samuelson and W. D. Northaus: *Economics* ( 12th edn., 1985, McGraw-Hill )

5. W. J. Baumol: *Economic Theory and Operations Analysis* ( 4th edn., Prentice-Hall of India, 1981 )

6. R. Wonnacott & T. Wonnacott: *Enonomics* ( McGraw-Hill, 2nd edn., 1983)

২০

# মূলতত্ত্বের উপর অতিরিক্ত বিষয় : সংযুক্ত দ্রব্য, বিক্রয় সর্বাধিকীকরণ, ইত্যাদি

## ( Additional Topics on Price Theory : Joint Products, Sales Maximisation, etc. )

*"Most firms produce more than one product ; thus they compete in several markets."* L. L. Zudak : *Managerial Economics*

এ-পর্যন্ত আমাদের মূল অনুমান ছিল এই যে একটি ফার্ম মাত্র একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। ইহা ব্যতীত আমরা ধরিয়া লইয়াছি একটি ফার্মের উদ্দেশ্য হইল স্বল্পকালে এবং দীর্ঘকালে মুনাফা সর্বাধিক করা। এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের বিশ্লেষণকে সম্প্রসারিত করিব এবং যদি একটি ফার্ম একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে ইহার পক্ষে কিভাবে মুনাফা সর্বাধিক করা সম্ভব তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। দ্বিতীয়ত, একটি ফার্মের উদ্দেশ্য যদি মুনাফা সর্বাধিক করা না হয় তাহা হইলে ইহার আচরণ কিরূপ হয় সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হইবে।

### ২০.১ বহুসংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণ ( The Pricing of Multiple Products )

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দাম পৃথকীকরণ তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ঐ একই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা একটি ফার্মের বহু সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে কিভাবে দাম নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করিব।

অধিকাংশ ফার্মই একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করে। কিছু কিছু ফার্ম এক ডজনেরও অধিক দ্রব্য উৎপাদন করে। যেমন টাটা কোম্পানী মোটরগাড়ী, কেশতৈল, সাবান, বাণিজ্যিক যানবাহন, ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য উৎপাদন করে। প্রতিটি দ্রব্যেরই একটি স্বতন্ত্র বাজার আছে। পরিবর্তনশীল বাজার, পরিবর্তনশীল ব্যয়, ভোক্তার পরিবর্তনশীল রুচি ও পছন্দ এবং উৎপন্নের পরিবর্তনশীল ডিজাইনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক ফার্মগুলি সর্বদা পুরাতন ও নূতন দ্রব্য লইয়া নূতন বাজারে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা করিতেছে।[১]

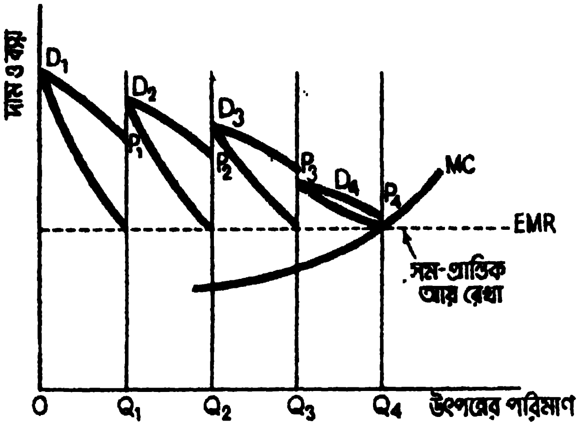
অনেকেই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে একটি ফার্ম যাহা বিক্রয় করে তাহা একটি বা বহু সংখ্যক দ্রব্য নহে, ইহা হইল ইহার উৎপাদনক্ষমতা এবং কলাকৌশল ( knowhow )। এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে কতকগুলি শর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। একটি শর্ত হইল এই যে ফার্মটির উপকরণগুলি এইরূপ নমনীয় ( flexible ) হইবে যে বহুসংখ্যক দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে ইহাদের সহজে ব্যবহার করা যায়। ইহার অর্থ হইল এই যে ফার্মের যন্ত্রপাতির একটি বৃহদাংশ হইল এইরূপ যে উহাদের বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং পরিচালনা ও শ্রম হইল বহুমুখ-কর্মশক্তিসম্পন্ন ( versatile )। অপর একটি শর্ত হইল এই যে ফার্মের কিছুটা অলস উৎপাদনক্ষমতা আছে—অর্থাৎ ইহার উৎপাদনক্ষমতা সমগ্রভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার অর্থ হইল এই যে একটি ফার্ম যে সর্বদা একটি অনমনীয় ( rigid ) মুনাফা সর্বাধিকীকারী অবস্থায় আটকাইয়া থাকিবে এমন কোন কথা নাই।

অধ্যাপক E. W. Clemens বহুসংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণ লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে অনুমানটি লইয়া আলোচনা সুরু করিয়াছেন তাহা হইল এই যে প্রাথমিক স্তরে ফার্মটি মাত্র একটি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং উহার কারখানাটির ৬০ হইতে ৭০ শতাংশ

---

১. "In the context of changing markets, changing costs, changing consumer tastes, and changing product designs, alert firms are constantly looking for new markets to invade with existing or with new products." D. W. Watson : *Price Theory and Its Uses*

উৎপাদনক্ষমতা ( capacity ) ব্যবহৃত হয়। আমরা জানি যে মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে হইলে প্রান্তিক আয়ের সহিত প্রান্তিক ব্যয়কে সমান হইতে হইবে। যেহেতু উৎপাদনক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে প্রান্তিক ব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং অলস উৎপাদনক্ষমতার একাংশ ব্যবহার করিয়া অতি সহজেই একটি দ্বিতীয় বাজারের জন্য একটি দ্বিতীয় দ্রব্য উৎপাদন করা যায় যদি অবশ্য ইহার ক্ষেত্রে দাম ( বা গড় আয় ) প্রান্তিক ব্যয়ের অধিক হয়। অনুরূপভাবে অলস উৎপাদনক্ষমতাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের দ্বারা অতি স্বল্প ব্যয়ে একটি তৃতীয় দ্রব্য অথবা চতুর্থ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়।




রেখাচিত্র ২০.১ : বহুসংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ

পার্শ্বের রেখাচিত্রে এই ধরনের একটি অবস্থা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ফার্মটি চারিটি দ্রব্য উৎপাদন করিয়া চারিটি ভিন্ন ভিন্ন বাজারে বিক্রয় করে। প্রথম বাজারের চাহিদা রেখা হইল $D_1$, দ্বিতীয় বাজারের চাহিদা রেখা হইল $D_2$, ইত্যাদি। প্রথম বাজারের বিক্রয়ের পরিমাণ হইল $OQ_1$; দ্বিতীয় বাজারের বিক্রয়ের পরিমাণ হইল $Q_1Q_2$, ইত্যাদি। ফার্মটির মুনাফা তখনই সর্বাধিক হয় যখন ইহা প্রতিটি দ্রব্যের সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করে যাহাতে ইহার প্রান্তিক আয় প্রতিটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমান হয় এবং প্রতিটি দ্রব্যের প্রান্তিক আয় সাধারণ প্রান্তিক ব্যয়ের ( common marginal cost ) অর্থাৎ মোট উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমান হয়।

এখানে *EMR* রেখাটি হইল সম-আয় রেখা ( line of equal revenue )। প্রতিটি বাজারে প্রান্তিক আয় রেখা চাহিদা ( বা গড় আয় ) রেখার নিম্নে অবস্থান করে। রেখাচিত্রে চারিটি দ্রব্যের দামও পৃথকভাবে দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে যে চতুর্থ দ্রব্যটির দাম হইল প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা সামান্য অধিক। আরও লক্ষ্য করা যায় যে চাহিদা যতই স্থিতিস্থাপক হয়, ততই শেষোক্ত বা প্রান্তিক দ্রব্যটির দামের সহিত প্রান্তিক ব্যয়ের ব্যবধান হ্রাস পাইতে থাকে।[১] ধরা যাউক, একটি কোম্পানী রবারের জুতা প্রস্তুত করে। যদি ইহা বর্ষাকালে পরিধানের জন্য গাম বুট অথবা water proof প্রস্তুত করে তাহা হইলে ইহাকে প্রান্তিক দ্রব্য ( the marginal product ) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে অন্তত উৎপন্নের একাংশের জন্য বহুসংখ্যক দ্রব্য উৎপাদনকারী ফার্মটি প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারে ফার্মের মত আচরণ করে। ইহা অন্তত একটি দ্রব্যের দামকে প্রান্তিক ব্যয়ের কাছাকাছি লইয়া আনার প্রচেষ্টা করে।[২]

## ২০.২ সংযুক্ত দ্রব্য ( Joint Products )

বহুসংখ্যক দ্রব্য উৎপন্নের একটি একটি বিশেষ রূপ লইয়া এখন আমরা আলোচনা করিব। বস্তুত, প্রক্রিয়াশীল শিল্পগুলিতে ( processing industries ) যৌথ উৎপন্নের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

---

১. দেখিতে হইবে যেন এই প্রান্তিক উৎপন্নের ধারণাটি পরবর্তী স্তরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে। পরবর্তী স্তরে প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের ( marginal physical product ) ধারণাটি প্রবর্তন করা হইবে।

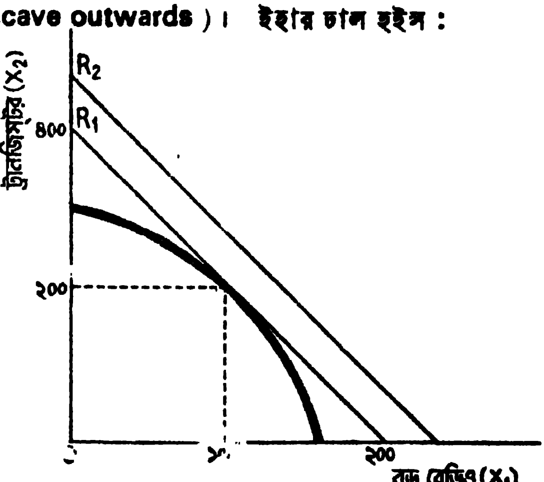
২. *"For part of its output, therefore, the multiple-product firm operates like a competitive firm, bringing one of its prices closer to marginal cost."* D. W. Watson : op. cit.

ইহার একটি উদাহরণ হইল আনারস ও আনারসের রস। এক্ষেত্রে প্রতিটি দ্রব্যের একটি পৃথক পৃথক বাজার আছে। এইরূপ অবস্থায় মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে ফার্মটিকে দুইটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে—দ্রব্য দুইটির দাম ও উহাদের সঠিক মিশ্রণ বা সমন্বয় যাহা সীমিত উপকরণ দ্বারা উৎপাদন করা সম্ভব।

ধরা যাউক, ফিলিপ্‌স্ কোম্পানী দুই ধরনের রেডিও উৎপাদন করে—বড় রেডিও-$X_1$ ও ছোট পকেট রেডিও ( বা ট্রানজিসটার-$X_2$ )। যদি ফার্মটির উপকরণগুলির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে উপকরণগুলিকে দুইটি দ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্রে কাম্যভাবে বণ্টন করিতে হইবে। কলাকৌশল উপকরণগুলির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের কার্য করে। যদি অধিক সংখ্যক বড় রেডিও উৎপাদন করা হয় তাহা হইলে স্বল্প সংখ্যক ট্রানজিসটার উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে একটি উৎপাদন রূপান্তর রেখা ( product transformation curve ) বা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দেখান হইয়াছে। উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকাকালীন ইহা দুই দ্রব্যের সম্ভাব্য সমন্বয়গুলির নির্দেশক। যখনই যন্ত্রপাতিগুলিকে ট্রানজিসটার হইতে সরাইয়া বড় রেডিও প্রস্তুতের কার্যে নিয়োগ করা হয় তখন উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এই কারণে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি হইল বাহিরের দিকে উত্তল ( concave outwards )। ইহার ঢাল হইল :

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of transformation ) অর্থাৎ—$\Delta X_2/\Delta X_1$.

$X_1$ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে এই ঢাল বৃদ্ধি পায় এবং $X_2$ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে ইহা হ্রাস পায়। একটি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্র যদি কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে উপকরণসমূহের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় কারণ ফার্মের সকল উপকরণগুলিকে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমভাবে উপযোগী করিয়া লওয়া যায় না। যদি ট্রানজিসটারের অর্থাৎ $X_2$-এর অনুপাত বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বড় রেডিও বা $X_1$-এর অনুপাত হ্রাস পাইতে বাধ্য। যদি ফার্মের উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ইহার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে।



রেখাচিত্র ২০.২ : সম-আয় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে রূপান্তর

এখন উৎপাদন-সর্বাধিকীকারী উৎপন্নের মিশ্রণ নির্ধারণ করিতে হইলে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমা-রেখার ( the production possibility constraint ) ও মুনাফা অপেক্ষককে ( profit function ) একত্র করিতে হইবে। যেহেতু উপকরণসমূহের পরিমাণ নির্দিষ্ট ধরা হইয়াছে সেহেতু উহাদের উপর অর্থ-ব্যয়ও নির্দিষ্ট বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ, মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে মুনাফা সর্বাধিক করার অর্থ হইল মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে ( total revenue ) সর্বাধিক করা। ধরা যাউক, $P_1$ হইল বড় রেডিওর দাম এবং $P_2$ হইল ছোট রেডিওর দাম। উপরের রেখাচিত্রে $R_1$ হইল একটি সম-আয় রেখা ( iso-revenue curve )। ইহা একটি সরলরেখা, কারণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মটি নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্য যত খুশী বিক্রয় করিতে পারে। ইহার ঢাল হইল দ্রব্য দুইটির আপেক্ষিক দাম ( $P_1/P_2$ )। আমরা $R_1$ ও $R_2$ মত বহুসংখ্যক সম-আয় রেখা অংকন করিতে পারি। প্রতিটি রেখার সাহায্যে দ্রব্য দুইটির ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয় হইতে যে সমপরিমাণ বিক্রয়লব্ধ আয় হয় তাহা দেখান হইয়াছে।[১] এই রেখাটির সমীকরণটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

১. "An iso-revenue curve represents the same revenue produced by different combinations of the two goods." A. K. Sen & S. Mukherjee : *Contemporary Economics* ( New Central, 1986 )

$$R_1 = P_1X_1 + P_2X_2$$

অর্থাৎ $X_2 = \frac{R_1}{P_2} - \frac{P_1}{P_2}X_1$

দ্রব্য দুইটির কাম্য সমন্বয় তখনই নির্ধারিত হয় যখন উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি সম-আয় রেখা $R_1$-কে স্পর্শ করে। এক্ষেত্রে সীমিত উপকরণের—অর্থাৎ উৎপাদনক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার ফলে ফার্মটির পক্ষে $R_2$ রেখায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ $R_1$ হইল সর্বোচ্চ আয় রেখা যাহার উপর ফার্মটি অবতীর্ণ হইতে পারে। সুতরাং মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে ফার্মটির দিক হইতে ১০০ একক বড় রেডিও এবং ২০০ একক ট্রানজিসটর উৎপাদন করাই কাম্য। স্পর্শক বিন্দুতে সম-আয় রেখার ঢাল—অর্থাৎ $P_1/P_2$ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল—অথবা প্রান্তিক রূপান্তরের হারের সহিত সমান হয়। অর্থাৎ,

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\triangle X_2}{\triangle X_1}$$

ধরা যাউক বড় রেডিওর বাজার দাম হইল একক প্রতি ২০০ টাকা এবং ট্রানজিসটরের বাজার দাম হইল একক প্রতি ১০০ টাকা। এক্ষেত্রে কাম্য বিন্দুতে রূপান্তরের প্রান্তিক হার হইল ২০০÷১০০=২। যদি $X_1$-এর পরিমাণ ১০০ হয়, $X_2$-এর পরিমাণ ২০০ হয় এবং মোট ব্যয় ৫০০০ টাকা হয় তাহা হইলে সর্বাধিক মুনাফার পরিমাণ হইবে :

$\pi = TR - TC$

$\pi$=২০০ ( ১০০ )+১০০ ( ২০০ )−৫,০০০=৩৫,০০০ টাকা।

## ২০.৩ বিক্রয় সর্বাধিকীকরণ ( Sales Maximization )

নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফাকে লক্ষ্য করিয়া ( sales maximization under a profit constraint ) বিক্রয় সর্বাধিকীকরণ করাও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের বিকল্প উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা হয়। এই উদ্দেশ্যটির কথা সর্বপ্রথম ১৯৫১ সালে উল্লেখ করেন অধ্যাপক বমল।

---

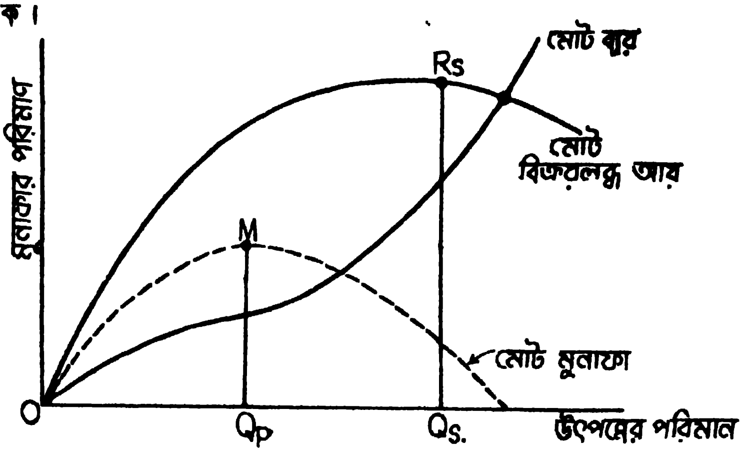
**ক্যাপসুল টীকা : বিক্রয় সর্বাধিকীকরণের অর্থ হইল মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে সর্বাধিক করা, বিক্রয়ের পরিমাণকে সর্বাধিক করা নহে।**

---

ইহার জন্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বাজার দাম যদি শূন্য হয়—অর্থাৎ ঐ দামে যদি আর কেহ কিনিতে না চাহে—তাহা হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে ( "at a zero price physical volume may be high but dollar sales volume will be zero." )। বিক্রয়ের একটি বিশেষ স্তরে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ( total revenue ) সর্বাধিক হয়। এই স্তরটি অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মোট আয় তখনই সর্বাধিক হয় যখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান (elasticity co-efficient) এককের সমান হয়। অর্থাৎ, উৎপাদনের সেই স্তরে প্রান্তিক আয়ের পরিমাণ শূন্য হয়। সুতরাং পূর্বের প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হইবার শর্তটির পরিবর্তে আমরা এই নূতন শর্তটি লইয়া আলোচনা করিব।

পর-পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহাকে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এখানে প্রতিষ্ঠান-বিশেষের মোট আয়, মোট ব্যয় ও মুনাফার পরিমাপ করিবার জন্য তিনটি রেখাচিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। যখন প্রতিষ্ঠানটির উৎপন্নের পরিমাণ হইল $OQ_2$ তখন মোট আয় সর্বাধিক হয়। অপরপক্ষে উৎপন্নের

পরিমাণ যখন $OQp$ তখন মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হয়, কারণ এই স্তরে মোট আয় ও মোট ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য সর্বাধিক।




রেখাচিত্র ২০.৩ : বিক্রয় সর্বাধিকীকরণ

ক্যাপসুল টীকা : এখানে দেখা যাইতেছে যে, মুনাফা সর্বাধিকীকরণ উৎপন্নের পরিমাণ আয় সর্বাধিকীকরণকারী উৎপন্নের অপেক্ষা কম হয়।

## ২০.৪ সন্তুষ্টিকরণ ও আচরণগত বিশ্লেষণ ( Satisfying and Behavioural Analysis )

অধ্যাপক হার্বার্ট সাইমন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য লইয়া অপর একটি বাদ ( hypothesis or thesis ) উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে তথ্যের অভাবে বা অসম্পূর্ণতার জন্য বহুক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে কাম্য মুনাফার বা বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ করা অসম্ভব বা জটিল হইয়া পড়ে। ফল হিসাবে প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বাধিকীকরণের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে। বরং তাহারা নিজেদের কৃতিত্বের একটি ন্যূনতম মান পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া লয় যাহা দ্বারা তাহারা গ্রহণযোগ্য মুনাফার পরিমাণ অর্জন করিতে সমর্থ হইবে এবং যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সাহায্য করিবে।[১]

যে-সকল প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সীমিত উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় তাহাদের 'সন্তুষ্টিকরণ মনোভাব' আছে বলিয়া ধরা হয় : **তাহারা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা না করিয়া একটি গ্রহণযোগ্য মুনাফার হারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।**

**আচরণ-তত্ত্ব :** এই বাদের ( thesis ) উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আচরণ-তত্ত্ব ( behavioural theory )। তত্ত্বের পথিকৃৎ ব্যাখ্যাকর্তাদের মধ্যে সিয়ার্ট ও মার্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তাঁহাদের তত্ত্বে বাস্তবে উৎপাদক-প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপ আচরণ করে তাহাই দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি কাম্য পরিগণিত হইলে তাহারা কিভাবে আচরণ করিত তাহা দেখাইবার প্রচেষ্টা করা হয় নাই।

## ২০.৫ উদ্দেশ্যের সহিত পরিচালনার সম্পর্ক (Relation of Objectives to Management)

প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক প্রয়োজনীয় স্তর হইল উদ্দেশ্য স্থির করা। যে-কোন প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। তবে বলা যায় যে প্রতিষ্ঠান তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যসাধনেই সচেষ্ট থাকে .

---

১. "Firms frequently give up the attention to maximize anything—profits or sales or anything else. Instead, they set up for themselves some minimal standards of achievement which they hope will assure the firms viability and an acceptable level of profit." W. J. Baumol

(১) **উৎপাদন ও উৎপাদিকা-শক্তি সংক্রান্ত উদ্দেশ্য** ( productivity objective ) যাহা বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের সহিত সম্পর্কিত ।

(২) **সন্তুষ্টিকরণের উদ্দেশ্য** ( satisfaction objective ) যাহার তাৎপর্য হইল কর্মচারীদের সন্তুষ্টি ; এবং

(৩) **অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য** ( survival objective ) যাহা দুইটি বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত : (ক) আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের প্রতিকারসাধন ও (খ) বহিরাগত সংবাদাদির উপযুক্ত ব্যবহার ।[১]

**বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক উদ্দেশ্য** ( Different Kinds of Organizational Objectives ) : উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ সাধারণত প্রশস্ত ( broad ) এবং বিভিন্নমুখী ( of different faces ) হয় । সাধারণভাবে ইহাদের দুইভাগে ভাগ করা যায়—যেমন ফলদায়ী ( results objectives ) এবং প্রক্রিয়া-সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ ( process objectives )

## সংক্ষিপ্তসার

১. বাস্তব জগতে অধিকাংশ ফার্ম‌ই একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করে । এই সকল ফার্মের ক্ষেত্রে মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য দুই বা ততোধিক দ্রব্যের কাম্য সমন্বয় নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজনীয় ।

২. যে সকল ফার্ম মাত্র দুইটি দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের ক্ষেত্রে মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য একটি শর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন : সম-আয় রেখা অবশ্যই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাকে স্পর্শ করিবে ।

৩. অধিকাংশ ফার্মেরই উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা । কিন্তু কিছু কিছু ফার্ম একটি বিকল্প লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় । ইহা হইল বিক্রয়ের পরিমাণ সর্বাধিক করা । ইহার অর্থ মোট আয়কে সর্বাধিক করা ।

৪. যখন একটি দ্রব্যের চাহিদা রেখা স্থিতিস্থাপক হয় তখন মোট আয় সর্বাধিক এবং প্রান্তিক আয় শূন্য হয় ।

## প্রশ্নাবলী

১. (ক) উদাহরণযোগে সংযুক্ত দ্রব্য বলিতে কি বুঝায় দেখাও ।
(খ) সংযুক্ত দ্রব্যগুলির দাম নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কিভাবে নির্ধারিত হয় ?
[ N. B. U. B. A. 1985 ]

২. আচরণগত দৃষ্টিভংগি হইতে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের যে যে পরিমার্জন নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাদের মূল্যায়ন কর । [ B. U. B. Com. 1980 ]

৩. প্রতিষ্ঠান মুনাফা-সর্বাধিকীকরণ ধারণার পশ্চাতে কি কি অনুমান থাকে ? এই সকল অনুমান কি বাস্তব ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর । [ B. U, B. Com. 1981 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. K. K. Soe and B. J. Winger : *Managerial Economics* ( 6th edn., Richard D. Irwin, 1985 )

2. Lila Truett & D. B. Truett : *Managerial Economics* ( South-Western Publishing Co., 1980 )

3. W. J. Baumol and A. S. Blinder : *Economics* ( 3rd edn., 1984 )

4. W. J. Baumol : *Economic Theory and Operations Analysis* ( 4th edn., Prentice-Hall of India, 1981 )

---

১. "Objectives are multiple in nature. In general, organizations pursue three different types of objectives—a productivity objective ( the production of a marketable product or service )—a satisfaction objective ( the satisfaction of employees )—and a survival objective ( the management of internal conflicts and the utilization of information from external sources." ) J. A. Belasco, D. R. Hawftered and K. F. Price : *Management* ( Wiley International edn., 1980 )

# ২১ উপকরণসমূহের দাম নির্ধারণ ও আয় বণ্টন
## ( Factor Pricing and Income Distribution )

*"Knowledge is the only instrument of production that is not subject to diminishing returns."* J. M. Clark

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা সমাজের তিন মৌল সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। স্মরণ করা যাইতে পারে যে সমাজের তৃতীয় মৌল সমস্যাটি হইল কাহাদের জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হইবে এবং সেবাকার্য সম্পাদিত হইবে। সমাজের মোট উৎপাদন বণ্টন নির্ভর করে আয় বণ্টনের উপর। যাহাদের হাতে অধিক অর্থ আছে তাহাদের ক্রয় ক্ষমতাও স্বভাবতই অধিক এবং তাহারাই সমাজের মোট উৎপন্নের সিংহভাগ অর্জন করিয়া থাকে। আর যাহাদের আয় অল্প তাহাদের সমাজের মোট ভোগ্যদ্রব্যের অতি সামান্ত অংশ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বিষয়টি লইয়া এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ২১.১ উপকরণসমূহের চাহিদা ও যোগান ( The Demand for and Supply of Factors of Production )

দরিদ্র জনগণ কি ক্রমাগত আরও দরিদ্র হইয়া যাইতেছে এবং ধনিক সম্প্রদায় অধিক ধনী হইয়া যাইতেছে, যেরূপ কার্ল মার্কস্ অনুমান করিয়াছিলেন? অথবা, ধনীক সম্প্রদায় কি আপেক্ষিকভাবে দারিদ্র এবং দরিদ্র সম্প্রদায় আপেক্ষিকভাবে ধনী হইয়া যাইতেছে, যেরূপ আলফ্রেড মার্শাল অনুমান করিয়াছিলেন? জাতীয় আয়ের আয়তনগত বণ্টন ( the size distribution of income ) এই সকল প্রশ্নের সহিতই সম্পর্কিত।

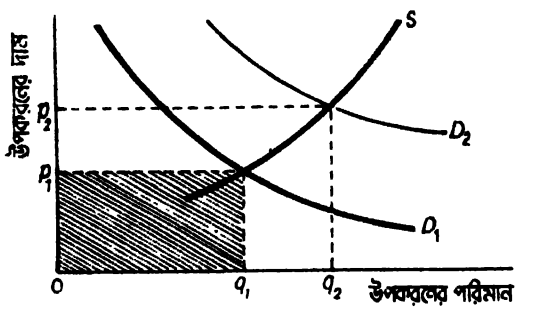
অপরদিকে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো ও কার্ল মার্কস্ এই তিনজন মহান ক্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদ্ মূলত জাতীয় আয়ের কর্মগত বণ্টন ( the functional distribution of income ) লইয়াই চিন্তিত (concerned) ছিলেন। অর্থাৎ জাতীয় আয় কি ভাবে তৎকালীন তিনটি বৃহৎ সামাজিক শ্রেণীর ( যেমন শ্রমিকগণ, মূলধনের মালিকগণ ও জমিদারগণের ) মধ্যে ভাগাভাগি হয় ইহা বিশ্লেষণ করিতেই তাঁহারা আগ্রহী ছিলেন।

আয়ের কর্মগত বণ্টন বলিতে বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবারকে যে অর্থপ্রদান করা হয় তাহার কথা বিবেচনা না করিয়া বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা প্রদেয় সেবার পরিবর্তে যে অর্থপ্রদান করা হয়, তাহাকেই উল্লেখ করা হয়। নানা উপকরণের মালিক হিসাবে একই ব্যক্তি বিভিন্ন রূপে অর্থ উপার্জন করিতে পারেন। একজন ব্যক্তি শ্রম সেবা ( labour service ) সরবরাহ করিয়া মজুরি লাভ করিতে পারেন, বাড়ী বা জমির মত সম্পত্তি ভাড়া দিয়া খাজনা লাভ করিতে পারেন এবং বিভিন্ন যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া লভ্যাংশ ( dividend ) অর্জন করিতে পারেন। প্রতিটি পরিবারের আয়ের সূত্র যাহাই হউক না কেন যখন আমরা ইহাকে বিবেচনা না করিয়া আয়কে ইহার পরিমাণ বা আয়তন ( size ) অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করি তখন আমরা আয়ের আয়তনগত বণ্টন লইয়া আলোচনা করিতেছি বলা চলে। বস্তুত, সরকারের বহুসংখ্যক অর্থনৈতিক নীতি আয়ের পরিমাণগত বণ্টনকে সংশোধন ( modify ) করার জন্যই রূপায়িত হয়।

### ২১.২ উপকরণসমূহের দাম ও উপকরণসমূহের আয় ( Factor Prices and Factor Incomes )

নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে বলা হইয়া থাকে যে আয় বণ্টন হইল মূল্য তত্ত্বের ( price theory ) একটি বিশেষ অংশ ( a special case )। যে কোন উপকরণের আয় এবং মোট জাতীয় উৎপন্নের কত ভাগ ইহা বাজার হইতে ক্রয় বা অর্জন করিতে পারে তাহা মূলত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অথচ পরস্পরনির্ভরশীল বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ইহা প্রথমত উপকরণটির বাজার দাম এবং দ্বিতীয়ত ঐ দামে উপকরণটির কতটা অংশ ব্যবহৃত হয় তাহার উপর নির্ভর করে। সুতরাং উপকরণসমূহের দাম নির্ধারণ ও জাতীয় আয়ের বণ্টন পরস্পর-সম্পর্কিত।

আমরা জানি যে নিয়ন্ত্রণমুক্ত বা উন্মুক্ত বাজারে যে কোন দ্রব্যের দাম চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে কোন উপকরণের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ একটি দ্রব্যের বাজার দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সহিত একটি উপকরণের বাজার দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কোন মূল পার্থক্য নাই। নিম্নের রেখাচিত্রে $D_1$ এবং $S$ দ্বারা যে কোন একটি উপকরণের প্রাথমিক চাহিদা ও যোগান রেখা দেখান হইয়াছে। উপকরণটির ভারসাম্য দাম ও নিয়োগের পরিমাণ হইল যথাক্রমে $p_1$ এবং $q_1$। উপকরণটির নিয়োগের পরিমাণকে ইহার একক প্রতি দাম দ্বারা গুণ করিয়া আমরা উপকরণটির আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করি।




রেখাচিত্র ২১.১: একটি উপকরণের দাম, পরিমাণ ও আয় নির্ধারণ

এই স্তরে আমাদের মূল অনুমান হইল যে অন্যান্য সকল উপকরণের দাম, সকল দ্রব্যের বাজার দাম এবং জাতীয় আয়ের স্তর অপরিবর্তিত থাকে। এই অনুমানটির তাৎপর্য হইল এই যে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলেই কেবল জাতীয় আয়ে একটি উপকরণের আপেক্ষিক ভাগ (relative share) নির্ধারণ করা সম্ভব। এখন যদি উপকরণটির ভারসাম্য দাম ও নিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে উহার আপেক্ষিক অর্থ আয়ের (অর্থাৎ অন্যান্য উপকরণের তুলনায় ইহার আয়ের ও মোট জাতীয় উৎপন্নে ইহার ভাগের পরিমাণের) ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক যে উপকরণটির চাহিদা রেখা $D_1$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $D_2$-তে চলিয়া গেল। ফলে ইহার বাজার দাম $p_1$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $p_2$ হইল এবং ইহার আপেক্ষিক দাম $p_1/F$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $p_2/F$ হইল। এখানে $F$ প্রতীক চিহ্নটি অন্যান্য সকল উপকরণের গড় দামের নির্দেশক। ফলে উপকরণটির মোট আয় $p_1q_1$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $p_2q_2$ হইল। এখন যদি জাতীয় আয়ের পরিমাণ $y$ স্তরে অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয়ে উপকরণটির আগের পরিমাণ $p_1q_1/y$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $p_2q_2/y$ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাই হইল উন্মুক্ত বাজারে একটি উপকরণের দাম ও জাতীয় আয়ে ইহার ভাগ নির্ধারণ সম্পর্কিত মূল কথা। সাধারণত সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত উন্মুক্ত বাজারেই ইহা ঘটিয়া থাকে। অবশ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এই আয় বণ্টন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব। অনুরূপভাবে বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যদি কোন একচেটিয়া উপাদানের (monopolistic elements) অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলেও আয় বণ্টন প্রক্রিয়ার বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিবে।

## ২১.৩ উপকরণসমূহের চাহিদা (The Demand for Factors)

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা প্রস্তুত ও বিক্রয় করার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জমি, শ্রম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন হয়। এই সকল উপকরণের কোন প্রত্যক্ষ চাহিদা নাই। এইগুলির চাহিদা মূলত নির্ভর করে সেই সকল চূড়ান্ত দ্রব্যের চাহিদার উপর যেগুলির উৎপাদন-কার্যে এই উপকরণগুলি ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই বলা হয় যে উপকরণসমূহের চাহিদা হইল অপ্রত্যক্ষ বা উদ্ভূত চাহিদা (derived demand)।

বাস্তব জগতের বহু ক্ষেত্রে এই ধরনের চাহিদার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন কলিকাতার মত বড় শহরে বাড়ীঘরের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে রাজমিস্ত্রী ও মজুরের চাহিদাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। কোন কলেজে শিক্ষকগণের চাহিদা নির্ভর করে ছাত্রসংখ্যার উপর এবং ছাত্রসংখ্যার সহিত শিক্ষকের চাহিদার প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ কোন কলেজে যদি বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের সহিত বাণিজ্য শাখা খোলা হয় তাহা হইলে নূতন শিক্ষকের চাহিদা সৃষ্টি হইবে। অপরদিকে নীরব চিত্রের

( silent movies ) আকর্ষণ ইদানিংকালে তীব্রভাবে হ্রাস পাওয়ায় এই ধরনের চিত্রাভিনেতাদের চাহিদা ও বাজার দাম ক্রমাগত হ্রাস পাইতে পাইতে অবশেষে শূন্যে পরিণত হইয়াছে বলা চলে। বস্তুত, একটি উপকরণের মোট চাহিদা হইল সমস্ত উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ইহার উদ্ভূত চাহিদার যোগফলমাত্র ( the sum of its derived demands in all of its productive activities )। একটি উপকরণের চাহিদা রেখা কেন নিম্নমুখী হয় এই পরিচ্ছেদে তাহাই ব্যাখ্যা করা হইবে।

## ২১.৪ ভারসাম্য স্তরে একটি উপকরণের চাহিদার পরিমাণ ( The Quantity of a Factor Demanded in Equilibrium )

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে একটি মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্ম বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ইহার প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। আমরা দেখিয়াছি যে স্বল্পকালে একটি উপকরণের ( সাধারণত মূলধনের ) পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্য একটি উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এই অবস্থায় একটি মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্ম সেই স্তর পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলিবে যে স্তরে শেষ এককটি উৎপাদনের ও বিক্রয়ের ফলে ফার্মের যে পরিমাণ আয় বৃদ্ধি ঘটিবে ঠিক সেই পরিমাণই ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিবে।

একটি ফার্ম বাজারের সকল অবস্থাতেই প্রান্তিক আয়ের সহিত প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি করিয়াই ভারসাম্যে উপনীত হয়। অনুরূপভাবে বলা যায় যে মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্মগুলি একটি পরিবর্তনশীল উপকরণকে সেই পর্যন্ত অধিক পরিমাণে নিয়োগ বা ভাড়া করিয়া চলিবে যে স্তরে উপকরণটির প্রান্তিক ব্যয়[১] ( marginal cost of the factor ) উপকরণটির দ্বারা সৃষ্ট প্রান্তিক আয়ের ( marginal revenue produced by the factor ) সমান হয়। প্রান্তিক আয় বলিতে একটি দ্রব্যের একটি অতিরিক্ত একক বিক্রয় করিয়া ফার্মের যে অতিরিক্ত আয় হয় তাহাকেই বুঝায়। এখন আমরা একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করিব। ইহা হইল প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ( marginal revenue product )। একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের শেষ একক দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যকে বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত অর্থ অর্জন করা হয় ইহা দ্বারা তাহাকেই বুঝান হয়। সুতরাং সকল মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্ম তখনই ভারসাম্যে উপনীত হইবে যখন নিম্নের সর্তটি পূরিত হয় :

পরিবর্তনশীল উপকরণের প্রান্তিক ব্যয়=উপকরণটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন … (১)

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক একটি ফার্ম ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ( এবং অন্যান্য সকল উপকরণের পরিমাণ স্থির রাখিয়া ) ৩০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ধরা যাউক, ইহা ১ জন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিল। ফলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ ৩০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩২ হইল এবং এই দুই একক দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়া ইহার ১০ টাকা অতিরিক্ত আয় হইল। এই অতিরিক্ত দু-একক দ্রব্য হইল প্রান্তিক শ্রম উৎপন্ন ( marginal physical product ) এবং ইহাদের বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত ১০ টাকা আয় হইল তাহা হইল প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ( marginal revenue product )। অর্থাৎ, প্রান্তিক আয় উৎপন্ন=প্রান্তিক আয় × প্রান্তিক শ্রম উৎপন্ন।

যদি একটি বিশেষ উপকরণের ক্ষেত্রে উপরের (১) নম্বর সম্পর্কটি সত্য না হয় তাহা হইলে উপকরণটির নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ফার্মটি ইহার মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিত। সুতরাং উপরে বিবৃত (১) নম্বর সম্পর্কটি হইল এমনই একটি সম্পর্ক যাহা সকল ফার্মের সকল উপকরণের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য স্তরে সত্য।

এখন ধরা যাউক উপকরণের বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিদ্যমান। এই অবস্থায় কোন ফার্মই উপকরণ ক্রয়ের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া উপকরণের বাজার দামে ভেদ ঘটাইতে পারে না। এক্ষেত্রে একটি উপকরণের প্রান্তিক ব্যয় হইল ইহার বাজার দাম মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, একটি অতিরিক্ত শ্রমিককে নিয়োগ করার ব্যয় বলিতে ইহাকে যে মজুরি প্রদান করা হয় তাহাকেই বুঝান

১. এখানে প্রান্তিক ব্যয় বলিতে একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহাকেই বুঝায়।

হয়। যে সকল ফার্ম উপকরণের বাজারের প্রচলিত দামকে মানিয়া লয়, তাহাদের ক্ষেত্রে উপরের সর্তটি এইরূপ হইয়া দাঁড়ায় :

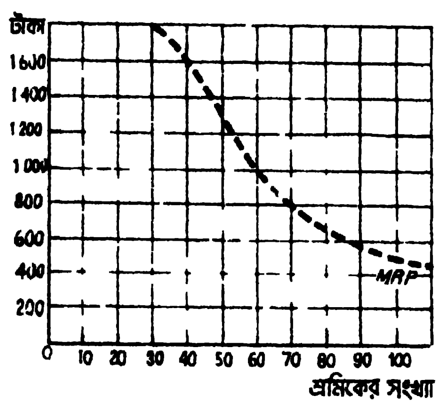
একটি উপকরণের বাজার দাম=উৎকরণটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন। ... (২)

## ২১.৫ একটি উপকরণের ক্ষেত্রে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখা ( The Firm's Demand Curve for a Factor )

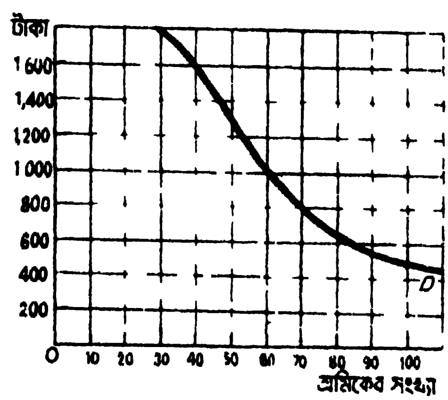
উপরের (১) এবং (২) নম্বর সর্ত দুইটি ভারসাম্য অবস্থায় সত্য হয়। এখন আমরা একটি উপকরণের চাহিদা রেখা অংকন করিব। এখানে আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে উপকরণের বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বজায় আছে—অর্থাৎ ফার্মটি উপকরণটির বাজার দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। এই অনুমানের ভিত্তিতে আমরা উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় সর্তটির সাহায্যে ফার্মের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা হইতে উপকরণটির ক্ষেত্রে ইহার চাহিদা রেখা অংকন করিতে সমর্থ হইব।

## ২১.৬ প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা হইতে চাহিদা রেখা অংকন ( The Derivation of the Demand Curve from the Marginal Revenue Product Curve )

নিম্নের ২১.২ নং রেখাচিত্রে যে-কোন একটি উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন দেখান হইয়াছে। একটি উপকরণের মোট নিয়োগের প্রতিটি স্তরে উপকরণটির একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগ করিলে ফার্মের আয়ের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পাইবে এই রেখাটির সাহায্যে তাহাই দেখান হইয়াছে। উপরের (২) নম্বর সর্তটি বিবৃত করে যে একটি মুনাকা-সর্বাধিকীকারী ফার্ম সেই স্তর পর্যন্ত একটি উপকরণের একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগ করিবে যে স্তরে ইহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ইহার বাজার দামের সমান হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি উপকরণটির বাজার দাম ( অর্থাৎ শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি ) ১,২০০ টাকা হইত




রেখাচিত্র ২১.২ : একটি উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা




রেখাচিত্র ২১.৩ : যখন মাত্র একটি উপকরণের পরিমাণে ভেদ ঘটান যায় তখন একটি উপকরণের ক্ষেত্রে ফার্মের চাহিদা রেখা হইল উপকরণটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা

তাহা হইলে ফার্মের পক্ষে ৫০ জন শ্রমিক নিয়োগ করাই লাভজনক হইত। আর একজন ( অর্থাৎ ৫১ জন ) শ্রমিককে নিয়োগ করা হইলে ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ বার্ষিক আয়ের মত ১,২০০ টাকাই হইত, কিন্তু বার্ষিক আয়বৃদ্ধির পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কম হইত। ফলে ফার্মের মোট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাইত। ২১.৩ নম্বর রেখাচিত্রের *D* রেখাটি দ্বারা শ্রমের প্রতিটি দামে ( অর্থাৎ মজুরির প্রতিটি স্তরে ) শ্রম নিয়োগের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। ২১.২ নম্বর রেখাচিত্র হইতে সহজেই এই ধরনের চাহিদা রেখা অংকন করা যায়। পদ্ধতিটি হইল এইরূপ : পরিবর্তনশীল উপকরণটির বিভিন্ন দাম বাছিয়া লইয়া এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা হইতে প্রতিটি দামে কি পরিমাণে উপকরণটি ব্যবহৃত হয় তাহা দেখিয়া উপকরণটির চাহিদা রেখা *D* অংকন করা যায়। অর্থাৎ, যেরূপ ১,২০০ টাকা দামে উপকরণটির চাহিদার পরিমাপ করা হইয়াছে সেরূপ প্রতিটি দামে এই চাহিদার পরিমাপ করিতে হইবে।

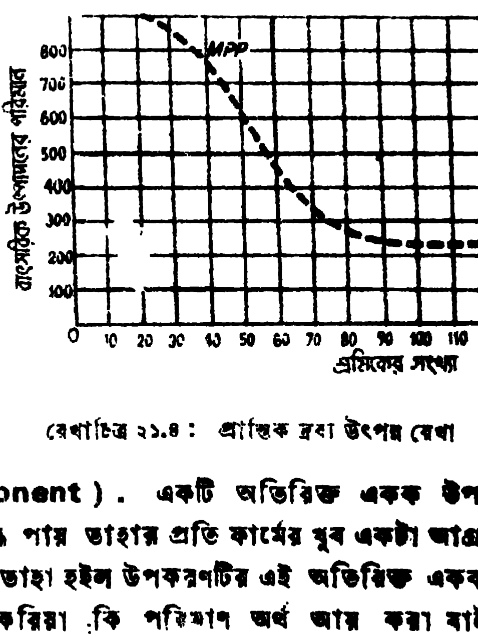
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ২১.২ নম্বর রেখাচিত্রে রেখা দুইটি হইল অভিন্ন। অর্থাৎ *D* রেখাটি হইল *MRP* রেখা। অবশ্য ২১.৩ নম্বর রেখাচিত্রের *D* রেখাটির পরিবর্তনশীল উপকরণটির বাজেরর দামের সহিত ইহার নিয়োগের পরিমাণের সম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং ইহাকে পরিবর্তনশীল উপকরণটির চাহিদা রেখা বলা হয়।

একটি কার্মের দৃষ্টিকোণ হইতে একটি উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাই হইল উহার চাহিদা রেখা। সুতরাং দুইটি রেখার আকৃতি ( shape ) হইল একই।

## ২১.৭ প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা অংকন ( The Derivation of the Marginal Revenue Product Curve )

এ পর্যন্ত আমরা একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের চাহিদার সহিত ইহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখার সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি। এখন দেখা যাইতে পারে কি করিয়া এই প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাটি অংকন করা যায়। স্মরণ করা যাইতে পারে, একটি উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন দ্বারা একটি উপকরণের অতিরিক্ত একটি একক নিয়োগ করার ফলে মোট আয় কতটা বৃদ্ধি পায় তাহাকেই বুঝান হয়। ইহাকে দুইটি উপাদানে ভাগ করা যায়, যাহার একটি হইল পরিমাণবাচক এবং অপরটি হইল মূল্যবাচক। একটি উপকরণের নিয়োগের পরিমাণে ভেদ ঘটিলে কিভাবে প্রতিটির ক্ষেত্রে ভেদ ঘটে এখন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

**পরিমাণবাচক উপাদান ( The Physical Component ) :** এ পর্যন্ত আমরা অনুমান করিয়াছি যে উৎপাদন ক্ষেত্রে মাত্র একটি পরিবর্তনশীল উপকরণ ব্যবহার করা হয়। আমরা যদি এই উপকরণটির পরিমাণে ভেদ ঘটাই তাহা হইলে উৎপন্নের ক্ষেত্রে ভেদ ঘটিবে। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অনুসারে, অন্যান্য সকল উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া যখনই আমরা কেবল একটি উপকরণের নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকি তখন পরিবর্তনশীল উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। এই অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণকেই পরিবর্তনশীল উপকরণের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন ( marginal physical product বা সংক্ষেপে *MPP* ) বলা হয়। পার্শ্বের রেখাচিত্রে ইহার আচরণ দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ২১.৪ : প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন রেখা

**মূল্যবাচক উপাদান ( The Value Component ) .** একটি অতিরিক্ত একক উপকরণ নিয়োগ করিলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি কার্মের খুব একটা আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। যে বিষয়টির প্রতি কার্মের আগ্রহ তাহা হইল উপকরণটির এই অতিরিক্ত একক যে অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিবে তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া কি পরিমাণ অর্থ আয় করা যাইবে। সুতরাং ২১.৪ নং রেখাচিত্রের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন রেখাটি প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখায় রূপান্তরিত করিতে হইলে আমাদের যে বিষয়টি জানা প্রয়োজন তাহা হইল প্রান্তিক ( অতিরিক্ত ) দ্রব্য উৎপন্নের বাজার মূল্য ( market value )। এখন আমাদের দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে :

(১) যদি কার্মটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যটি বিক্রয় করে তাহা হইলে ইহাকে প্রচলিত ( নির্দিষ্ট ) দামকে মানিয়া লইতে হয়। এই অবস্থায় ইহা দ্রব্যটির প্রতিটি অতিরিক্ত এককের মূল্যের সঠিক পরিমাপ করিতে পারে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রান্তিক আয় উৎপন্নকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

প্রান্তিক আয় উৎপন্ন = প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন × দ্রব্যটির দাম ··· (৩)

(২) অপরদিকে যদি ফার্মটি দ্রব্যের বাজারে একটি নিম্নমুখী চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে দাম কমাইতে হইবে। একচেটিয়া কারবারীর ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে। এক্ষেত্রে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য দ্বারা সৃষ্ট প্রান্তিক আয় দ্রব্যটির বাজার দাম অপেক্ষা কম হইবে।

প্রান্তিক আয় উৎপন্ন=প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন×এক একক অতিরিক্ত দ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা সৃষ্ট (অর্থাৎ বিক্রয়ের সহিত জড়িত) প্রান্তিক আয় ... (৪)

অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই ফার্ম অতিরিক্ত আয়ে আগ্রহী। দুইটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি মূল পার্থক্য আছে। প্রথম অবস্থায় প্রান্তিক আয় ও দাম হইল অভিন্ন। উপরে উল্লিখিত (৩) নম্বর সম্পর্কটি ইহারই নির্দেশক। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রান্তিক আয় দাম অপেক্ষা কম (কারণ ফার্মটি ইহার দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি নিম্নমুখী চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়)। উপরের (৪) নম্বর সম্পর্কটি দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। অনেক সময় (৩) নম্বর সমীকরণটির দ্বারা উল্লিখিত ধারণাটিকে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যও (the value of marginal product) বলা হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রান্তিক আয়ের সহিত দ্রব্যটির বাজার দামের কোন তফাৎ নাই বলিয়া ধারণা দুইটি হইল অভিন্ন। একচেটিয়া কারবারের বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় বাজার দাম অপেক্ষা কম হয় বলিয়া প্রান্তিক আয় উৎপন্ন প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয়।

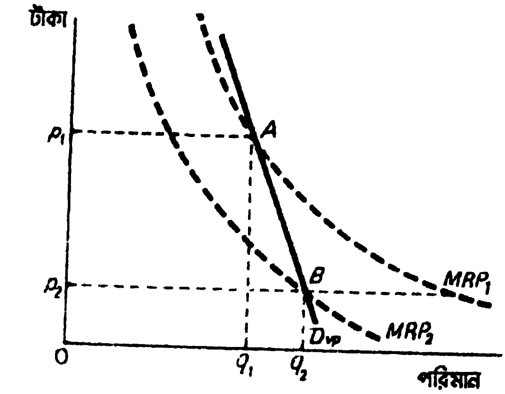
ইহাই হইল উপকরণসমূহের দাম নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মূল কথা। এই তত্ত্ব অনুসারে সকল মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্ম একটি পরিবর্তনশীল উপকরণকে সেই বিন্দু পর্যন্ত নিয়োগ করিবে যে বিন্দুতে ইহার শেষ একক ফার্মের আয় যতটুকু বৃদ্ধি করে ফার্মের ব্যয়ও ঠিক ততটুকুই বৃদ্ধি করে।

## ২১.৮ শিল্পের ক্ষেত্রে উপকরণটির চাহিদা (The Industry's Demand for the Factor)

যদি একটি ফার্মের উৎপন্নের দাম অপরিবর্তিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয় তাহা হইলে একটি উপকরণের বাজার দামের পরিবর্তনের ফলে উপকরণটির চাহিদার পরিমাণে যে ভেদ ঘটে একটি উপকরণের ক্ষেত্রে ফার্মের চাহিদা রেখা দ্বারা তাহাই দেখান হয়। যদি অন্যান্য সকল ফার্ম তাহাদের উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখে তাহা হইলেই এই অনুমানটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু যদি পরিবর্তনশীল উপকরণটির বাজার দামে পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে আমরা আশা করিব যে সকল ফার্মই তাহাদের উৎপন্নের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি (ভেদ) ঘটাইবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পরিবর্তনশীল উপকরণটির বাজার দাম হ্রাস পায় তাহা হইলে সকল ফার্ম অধিক পরিমাণে উপকরণটি নিয়োগ করিবে। ফলে দ্রব্যটির মোট যোগান বৃদ্ধি ও বাজার দাম হ্রাস পাইবে। দ্রব্যটির বাজার দাম হ্রাসের ফলে উপকরণটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল উপকরণটির একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগ করিলে যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয় তাহা) হ্রাস পাইবে। অবশ্য দ্রব্যটির বাজার দাম অপরিবর্তিত থাকিলে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন মোটেই হ্রাস পাইত না। অর্থাৎ, যখন উপকরণসমূহের দামের পরিবর্তন ঘটে তখন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মই মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উৎপন্নের পরিমাণে ভেদ ঘটায়। এই মূল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা এখন ফার্মের একটি চাহিদা রেখা অংকন করিতে পারি। আমাদের আর একটি অনুমান হইল এই যে আমরা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন রেখাগুলি ও শিল্প দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা রেখা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত। আমরা এখন তিনটি ধাপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইব।

(১) প্রথমে আমাদের যে কোন একটি উপকরণের (যেমন শ্রমের) একটি নির্দিষ্ট দাম ধরিয়া লইয়া উৎপাদিত দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিভাবে ইহা করা হয় পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে মুহূর্তে আমরা একটি উপকরণের দাম সম্পর্কে জানিতে পারি সে মুহূর্তে প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন রেখাকে অতি সহজেই প্রান্তিক ব্যয় রেখায় রূপান্তরিত করিতে পারি।

স্বল্পকালে শ্রম যদি একমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণ হয় তাহা হইলে মজুরির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকাকালীন শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পাইলে প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহার পর বিভিন্ন ফার্মের ব্যয় রেখাগুলিকে যোগ করিলেই শিল্পের যোগান রেখা পাওয়া যায়। অবশেষে এই যোগান রেখা মোট চাহিদা রেখার সহিত মিলিত হইয়া দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করে।




রেখাচিত্র ২১.৫ : একটি উপকরণের দামের পরিবর্তন ঘটিলে চূড়ান্ত দ্রব্যের দামেও পরিবর্তনও ঘটে। এই অবস্থায় সকল ফার্মই উৎপন্নের পরিমাণে ভেদ ঘটায়—এই মূল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া ফার্মের চাহিদা রেখা অংকন।

(২) ইহার পর আমরা ফার্মের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন রেখার উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারি কারণ, ইহাতেই আমরা আগ্রহী। প্রতিটি স্তরে প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নকে ইহার বাজার দাম দ্বারা গুণ করিতে পারি। (কিভাবে এই বাজার দাম নির্ধারিত হয় তাহা পূর্ববর্তী ধাপে উল্লেখ করা হইয়াছে।) ইহার আমরা একটি প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা পাই। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের একটি অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। অনুমানটি হইল এই যে, উৎপন্নের ভেদ ঘটা সত্ত্বেও বাজার দাম অপরিবর্তিত থাকে। ইহাই পার্শ্বের রেখাচিত্রের $MRP_1$ রেখা। এই রেখার আমাদের $A$ বিন্দুটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। একটি নির্দিষ্ট দামে উপকরণটি কি পরিমাণে নিয়োগ করা হইবে এই বিন্দুটি তাহারই নির্দেশক। সুতরাং এই $MRP_1$ রেখাটি হইল পরিবর্তনশীল উপকরণটির ক্ষেত্রে ফার্মের চাহিদা রেখা। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার জন্য এই রেখাটি নিম্নমুখী হয়।

(৩) ধরা যাউক যে কোন কারণে উপকরণটির বাজার দাম $p_1$ হইতে হ্রাস পাইয়া $p_2$ হইল। মুনাফা সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের ফার্ম অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। অন্যান্য সকল ফার্মও চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিবে। ফলে দ্রব্যটির মোট যোগান বৃদ্ধি এবং বাজার দাম হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাটি (যে রেখাটি প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন ও দ্রব্যটির বাজার দামের গুণফলের নির্দেশক) $MRP_1$ হইতে বাঁদিকে সরিয়া $MRP_2$ হইয়া দাঁড়াইবে। এক্ষেত্রে দামটি দুইভাবে ভারসাম্যের দিকে ধাবিত হয়: (১) অধিক শ্রম নিয়োগ দ্বারা এবং (২) ইহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাটি বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন দ্বারা। এখানে $B$ বিন্দু দ্বারা একটি সম্ভাব্য ভারসাম্য দেখান হইয়াছে। দ্রব্যটির বাজার দাম হ্রাসের ফলে আমরা একটি নূতন প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা পাই। এই রেখার দ্বারা দেখান হইয়াছে যে এখন শ্রম নিয়োগের পরিমাণ হইল $q_1$-এর পরিবর্তে $q_2$। শ্রমের প্রতিটি সম্ভাব্য দামের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া আমরা $A$, $B$ ইত্যাদির মত অসংখ্য বিন্দু সৃষ্টি করিতে পারি। ইহার পরবর্তী ধাপে এই বিন্দুগুলিকে যোগ করিয়া আমরা শ্রমের একটি চাহিদা রেখা পাইয়া থাকি। অবশ্য চূড়ান্ত দ্রব্যের বাজার দামে পরিবর্তন ঘটিতে দিলেই ইহা সম্ভব। এই চাহিদা রেখাটি হইল $D_{vp}$। যে কোন উপকরণের ক্ষেত্রে একটি শিল্পের চাহিদা রেখা অংকন করিতে হইলে আমাদের এই চাহিদা রেখাগুলিকে (যেগুলিকে এ পর্যন্ত অংকন করা হইয়াছে) যোগ করিতে হইবে।

## ২১.৯ একাধিক পরিবর্তনশীল উপকরণের ক্ষেত্রে ফার্মের চাহিদা রেখা (Demand for a Factor when more than one Factor is Variable)

যদি একাধিক উপকরণ পরিবর্তনশীল হয় তাহা হইলে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাকে ফার্মের চাহিদা রেখা হিসাবে গণ্য করা যাইবে না। অন্যান্য সকল উপকরণ অপরিবর্তিত থাকাকালীন একটি বিশেষ উপকরণের নিয়োগের পরিমাণ ভেদ ঘটাইলে মোট আয়ের যে পরিবর্তন ঘটে এই রেখাটির সাহায্যে তাহাই দেখান হয়। যদি একাধিক উপকরণ পরিবর্তনশীল হয় তাহা হইলে একটির দামের

পরিবর্তন ঘটিলে উপকরণগুলির একটি অপরটির পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্যান্য উপকরণগুলির পরিবর্তে যে উপকরণটির বাজার দাম হ্রাস পাইয়াছে সেটি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে। সুতরাং একটি উপকরণের ক্ষেত্রে ফার্মের চাহিদা রেখা ইহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপক হইবে। এই অতিরিক্ত স্থিতিস্থাপকতা মূলত একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—কত সহজে একটি উপকরণকে অপরটির পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইহা আবার নির্ভর করে উৎপাদনের কারিগরি সর্তাবলীর উপর। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে: ভারসাম্য অবস্থায় একটি মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্ম সর্বদা ইহার পরিবর্তনশীল উপকরণসমূহের প্রতিটির প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সহিত প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি করিবে। সুতরাং যখন নিম্নের সর্তটি পূরিত হয় তখনই একটি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করে এবং ভারসাম্যে উপনীত হয়:

শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন=শ্রমের দাম বা মজুরির হার

জমির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন=জমির দাম বা একর প্রতি খাজনা, ইত্যাদি।

একটি উৎপাদকের মুনাফা তখনই সর্বাধিক হয় যখন প্রতিটি উপকরণের প্রান্তিক আয় উহার বাজার দামের বা উহার উপর অতিরিক্ত বা প্রান্তিক ব্যয়ের ( marginal factor cost ) সমান হয়।

## ২১.১০ প্রান্তিক উৎপন্ন ও ন্যূনতম ব্যয় ( Marginal Products and Least Cost )

একজন উৎপাদকের উদ্দেশ্য মোট ব্যয়কে ন্যূনতম করা। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি উপকরণকে অপরটির পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ( ধরা যাউক ৯ একক ) অধিক পরিমাণ জমি ও স্বল্প শ্রম অথবা স্বল্প জমি ও অধিক শ্রম ব্যবহার করিয়া উৎপাদন করা যায়। আমাদের প্রতিনিধি উৎপাদক কোন্ সমন্বয়টি বাছিয়া লইবে: ১০ একর জমি ও ২ একক শ্রম অথবা ৪ একর জমি এবং ৫ একক শ্রম? ইহা অবশ্যই নির্ভর করে খাজনার হার ও মজুরির হারের উপর। যদি ঘণ্টা প্রতি মজুরির হার হয় ৫ টাকা এবং জমির একক প্রতি দৈনিক খাজনা হয় ২ টাকা তাহা হইলে ১০ একর জমি এবং ২ ঘণ্টা শ্রম নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে। এক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় হইবে ২ টাকা×১০+৫ টাকা×২ =৩০ টাকা। অন্য সমন্বয়টির ক্ষেত্রে ইহা হইবে ২ টাকা×৪+৫ টাকা×৫=৩৩ টাকা।

এ সম্পর্কে কি কোন বিধি বা সূত্র আছে? বস্তুত, প্রতিটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে হইলে আমাদের জমি ও শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের ধারণাটি প্রয়োগ করিতেই হইবে। যদি এক একর জমির দাম বা খাজনা ২০০ টাকা হয় এবং প্রতি ঘণ্টা শ্রমের দাম বা মজুরি হয় মাত্র ২ টাকা তাহা হইলে কেহই উভয় উপকরণের ক্ষেত্রে সমান প্রান্তিক উৎপন্ন লাভ করিয়া ব্যয় ন্যূনতম করিতে সক্ষম হইবে না। যেহেতু জমির দাম শ্রম অপেক্ষা একশ গুণ অধিক সেহেতু জমির প্রান্তিক উৎপন্নকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের একশ গুণ হইতে হইবে।

সুতরাং আমাদের উদাহরণে ৯ একক দ্রব্য ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে হইলে প্রতি উপকরণের উপর যে অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহাকে উপকরণটির প্রান্তিক উৎপন্নের সহিত সমান হইতে হইবে।

**ন্যূনতম ব্যয় সূত্র ( Least Cost Rule ):** সুতরাং বলা যায় যে মোট ব্যয়কে ন্যূনতম করিতে হইলে মোট ব্যয় রেখার প্রতিটি বিন্দুতে একটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ফার্মকে ততক্ষণ পর্যন্ত উপকরণসমূহ নিয়োগ করিয়া চলিতে হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন উহার উপর অতিরিক্ত বা প্রান্তিক অর্থব্যয়ের সমান হয়। ইহাই সমপ্রান্তিক প্রতিদান বিধি ( the law of equi-marginal return ) নামে পরিচিত। মূল সূত্রটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$\frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন}}{\text{শ্রমের উপর প্রান্তিক ব্যয়}} = \frac{\text{জমির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন}}{\text{জমির উপর প্রান্তিক ব্যয়}}$$

অর্থাৎ যখন প্রতিটি উপকরণের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন সমান হইবে বলিয়া একটি ফার্ম প্রত্যাশা করে তখনই ইহা সকল উপকরণের উপর একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি

কোন উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ইহার বাজার দাম ( বা ইহার উপর ব্যয়িত অর্থের ) অধিক হয় তাহা হইলে এই উপকরণটি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে যদি কোন উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ইহার বাজার দাম অপেক্ষা কম হইলে স্বাভাবিক কারণেই উপকরণটির ব্যবহার হ্রাস পায়। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকিলে পরিশেষে, উভয় উপকরণের বাজার দাম উহার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয়। এই শর্তটি পূরিত হইলেই একটি ফার্মের নির্বাচিত উপকরণের সমন্বয়কে কাম্য বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহার মোট ব্যয় ন্যূনতম বা মুনাফা সর্বাধিক হয়। উপরের সূত্রটি হইতে আমরা অপর একটি সূত্রে বা নিম্নের অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

**পরিবর্তনের সূত্র ( Substitution Rule ) :** যদি কোন উপকরণের দাম ( যেমন মজুরি ) বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য সকল উপকরণের দাম অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে ফার্মের পক্ষে শ্রমের পরিবর্তে অন্যান্য উপকরণগুলিকে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা নিঃসন্দেহে লাভজনক হইবে। ইহার কারণ মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং মজুরির হারের অনুপাতটি হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে শ্রমের ব্যবহার ক্রমাগত হ্রাস পাইবে এবং শ্রমের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ জমি ব্যবহার করা হইবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উপরের সমতাটিতে ফিরিয়া আসা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলিতে থাকিবে। ইহার ফলে শ্রমের প্রয়োজন ( চাহিদা ) হ্রাস পাইবে। অনুরূপভাবে জমির দাম বৃদ্ধি পাইলে এবং অন্যান্য সকল উপকরণের দাম অপরিবর্তিত থাকিলে শ্রমকে জমির পরিবর্ত উপকরণ হিসাবে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইবে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. একটি দেশের মোট উৎপন্ন হইল জমি, শ্রম মূলধন ও সংগঠন—এই চারিটি উপকরণের যুগ্ম অবদান। এবং প্রত্যেকটি উপকরণকে ইহার অবদান অনুসারে অর্থপ্রদান করা হয়। জাতীয় উৎপন্নের এক অংশ খাজনা হিসাবে জমিদারদের নিকট চলিয়া যায়। শ্রমিকগোষ্ঠী এক অংশ মজুরি হিসাবে পায়। অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল উপকরণই জাতীয় আয়ের একাংশ লাভ করে।

২. একটি দ্রব্যের চাহিদা হইল প্রত্যক্ষ চাহিদা। একজন একটি কমলা খাইয়া উপযোগ লাভ করে বা চাহিদা মিটায়। কিন্তু একটি উপকরণের চাহিদা হইল পরোক্ষ চাহিদা বা উদ্ভূত চাহিদা : জমির কোন প্রত্যক্ষ চাহিদা নাই। যেহেতু খাদ্যশস্যের চাহিদা আছে সেহেতু জমিরও চাহিদা আছে। অনুরূপভাবে বলা যায় আসবাবপত্রের চাহিদা আছে বলিয়াই ছুতোর মিস্ত্রির চাহিদা আছে।

৩. একটি দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে আর্থিক ব্যয়ের ( money costs ) উপর। কিন্তু একটি উপকরণের যোগান নির্ভর করে সুযোগ ব্যয়ের ( opportunity costs ) উপর।

৪. একটি দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় ইহার উপযোগ হইতে। অনুরূপভাবে একটি উপকরণের চাহিদা সৃষ্টি হয় ইহার উৎপাদিকা শক্তি হইতে। যেরূপ প্রান্তিক উপযোগ রেখা হইতে একটি দ্রব্যের চাহিদা রেখা অংকন করা যায় সেরূপ প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা হইতে একটি উপকরণের চাহিদা রেখা অংকন করা যায়।

৫. একটি দ্রব্যের মত একটি উপকরণের বাজার দামও নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা। কিন্তু একটি ফার্মের দিক হইতে একটি উপকরণ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৬. একটি উপকরণের বাজার দাম দ্বারা ইহার নিয়োগের স্তরকে গুণ করিয়াই আমরা উপকরণটির মোট আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারি। এই কারণেই বলা হয় উপকরণসমূহের বাজার দাম নির্ধারণ ও জাতীয় আয় বন্টন পরস্পর-সম্পর্কিত।

## প্রশ্নাবলী

১. উৎপাদন-উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় কি না আলোচনা কর।

[ B. U. B. A. 1985 ]

২. (ক) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বন্টন তত্ত্বের অনুমানগুলি কি কি ?

(খ) উদাহরণ সহকারে প্রান্তিক দ্রব্যোৎপন্ন, প্রান্তিক দ্রব্যোৎপন্নের মূল্য ও প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর।

(গ) মজুরী কিভাবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাতত্ত্বে নির্ধারিত হয় ? [ N. B. U. B. A. 1985 ]

৩. কোন উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন ও প্রান্তিক আয়—উৎপাদন কাহাকে বলে? পণ্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে যে প্রান্তিক আয়-উৎপাদন হইবে, তাহার সহিত বাজারে উৎপাদনকারীর একচেটিয়া অধিকার থাকিলে প্রান্তিক আয়-উৎপাদনের কি পার্থক্য হইবে? [ C. U. B. A. 1980 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. **M. H. Spencer:** ***Contemporary Microeconomics*** **( Irwin, 2nd edn., 1984 )**
2. **M. Veseth :** ***Microeconomics*** **( Academic Press USA., 1980 )**
3. **P. A. Samuelson and W. D. Northaus :** ***Economics*** **( McGraw-Hill, 1985 12th edn. )**
4. **R. Lipsey and O. P. Steiner :** ***Economics*** **( Harper & Row, 6th edn. )**
5. **W. Russel :** ***Microeconomics*** **( Wiley, 1979 )**

# ২২ উৎপাদনের উপকরণসমূহের দাম নির্ধারণ সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ নীতি

## ( Certain General Principles Regarding Pricing of Factor Inputs )

*"The demand for the input is determined ultimately from consumers' desires and demand for final goods."*

P. Samuelson & W. Northaus : *Economics* ( 12th edn. )

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রান্তিক উৎপন্নের সাহায্যে আয়বণ্টন সম্পর্কে ব্যষ্টিবাচক তত্ত্বের মূল ধারনাটি পরিস্ফুট করিয়াছি। এই অধ্যায়ে উপকরণসমূহের প্রান্তিক উৎপন্ন রেখাগুলি এবং উহাদের যোগান রেখাগুলি কিভাবে সম্মিলিত হইয়া উহাদের বাজার দাম নির্ধারণ করে তাহা বর্ণনা করা হইবে। উপকরণসমূহের বাজার দাম নির্ধারিত হইয়া গেলে জাতীয় আয়ে উহাদের মালিকগণের ভাগ বা অংশও আপনা হইতে নির্ধারিত হইয়া যায় এবং সমাজের তৃতীয় মৌল সমস্যাটির—অর্থাৎ কাহার বা কাহাদের জন্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে—সমাধান হইয়া যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা উপকরণগুলির দাম নির্ধারণ সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ নীতির অবতারণা করিব। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই মূল নীতিগুলি প্রয়োগ করিয়া আমরা মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফার হার নির্ধারণ করিব।

### ২২.১ উদ্ভূত চাহিদা ( Derived Demand )

যে কোন দ্রব্যের চাহিদা হইল প্রত্যক্ষ চাহিদা। আমরা একটি কমলালেবু বা একটি কেক ভোগ করিয়া সরাসরিভাবে উপযোগ লাভ করি এবং ফলে একটি বিশেষ অভাবমোচন করি। কিন্তু একটি উপকরণের চাহিদা হইল পরোক্ষ। যেমন জমির কোন প্রত্যক্ষ চাহিদা নাই। কিন্তু যেহেতু বাজারে ধানের চাহিদা আছে সেহেতু জমির চাহিদা আছে অথবা যেহেতু আসবাবপত্রের চাহিদা আছে সেহেতু ছুতোর মিস্ত্রীর চাহিদা আছে। অন্যভাবে বলা যায় যে জমির চাহিদা ধানের চাহিদা হইতে উদ্ভূত হয়। সুতরাং যে কোন উপকরণের চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল : একজন উৎপাদক উৎপাদনশীল উপকরণ ক্রয় করে কেন ? নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষভাবে উপযোগ লাভ করিবার জন্য নয়। সে একটি উপকরণ ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা করে এবং এই দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা করে।

উপকরণের চাহিদা আলোচনার সময় আমরা উপযোগের ধারণাটিকে সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দিতে পারি না। বস্তুত, একটি জামা হইতে একজন ভোক্তা কতটুকু উপযোগ লাভ করিবে তাহাই নির্ধারণ করে ঐ জামার উৎপাদক কত দামে ঐ জামাটি বাজারে বিক্রয় করিতে এবং ঐ দামে কতগুলি জামা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং বলা যায় যে ভোক্তার চাহিদাই চূড়ান্ত পর্যায়ে বস্ত্র উৎপাদকের উপকরণের চাহিদা নির্ধারণ করিবে। অর্থাৎ, একটি ফার্মের শ্রমের চাহিদা পরোক্ষভাবে ভোক্তার চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের চাহিদা হইতেই উদ্ভূত হয়।

সুতরাং উৎপাদনশীল উপকরণসমূহের চাহিদা হইল 'উদ্ভূত চাহিদা'।

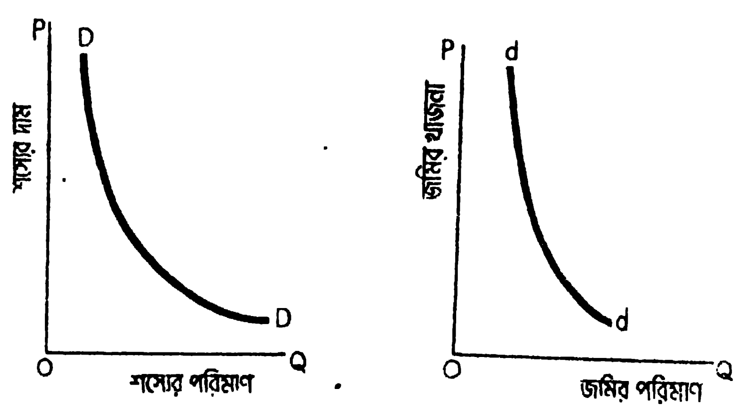
---

**সংজ্ঞা :** উদ্ভূত চাহিদা বলিতে এই বিষয়টিরই উল্লেখ করা যায় যে একটি বিশেষ কারণে মুনাফা-সন্ধানকারী ফার্মগুলি একটি উপকরণের চাহিদা সৃষ্টি করে : এই উপকরণটি ইহাকে এমন একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে যাহার জন্য ভোক্তার গোষ্ঠী বর্তমানে বা ভবিষ্যতে দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং একটি উপকরণের চাহিদা চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ( final goods ) জন্য ভোক্তাদের ইচ্ছা ও চাহিদার দ্বারাই অবশেষে নির্ধারিত হয়।

---

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি জামা উৎপাদনের পশ্চাতে কি প্রচেষ্টা থাকে তাহা জানিতে আমরা কেহই আগ্রহী নই। আমরা এই কারণেই একজন দর্জিকে একটি জামা সেলাই করিবার জন্য টাকা দিয়া থাকি যে জামাটি পরিধান করিয়া আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপযোগ লাভ করি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই উদ্ভূত চাহিদার বহু স্তর লক্ষ্য করা যায়: যেমন—সুতা প্রস্তুত করার জন্য তুলার চাহিদা সৃষ্টি হয়; কাপড় বুনিবার জন্য প্রয়োজন হয় সুতার; সুতা হইতে প্রস্তুত হয় কাপড়; আবার জামা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজন হয় কাপড়ের। পূর্ববর্তী সকল পর্যায়ের চাহিদাই অবশেষে উদ্ভূত, জামা পরিধান করিয়া ভোক্তারা যে উপযোগ লাভ করে তাহা হইতে।

নিম্নের রেখাচিত্রে আমরা একটি উর্বর চাষযোগ্য জমির চাহিদা রেখা দেখাইয়াছি। এই চাহিদা রেখাটি উদ্ভূত হইয়াছে ভোক্তাদের চাহিদা হইতে। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে সমস্ত উপকরণগুলির—যাহাদের সমন্বয়ে বা সমবায়ে—দ্রব্যটি উৎপাদিত হয়, যেমন—সার, শ্রম এবং কৃষি যন্ত্রপাতি—বাজার-দাম অপরিবর্তিত আছে।




রেখাচিত্র ২২.১: দ্রব্যের চাহিদা ও উপকরণের উদ্ভূত চাহিদা

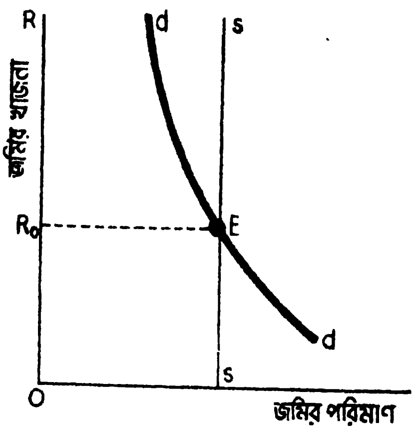
এই স্তরে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা সামান্য স্মরণ করা যাইতে পারে। যখন বাজারে জমির দাম (খাজনা) নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তিত থাকে তখন যে-কোন কৃষকই সকল উপকরণগুলির সেই সমন্বয়টি বাছিয়া লইবে যাহা তাহাকে মোট ব্যয় ন্যূনতম বা মোট মুনাফা সর্বাধিক করিতে সহায়তা করে। সুতরাং প্রতিটি কৃষকই ততক্ষণ পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি ভাড়া করিয়া চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না জমির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ইহার বাজার দাম বা খাজনার সহিত সমান হয়। এই স্তরে জমির শেষ একক হইতে যে আয় সৃষ্টি হয় তাহা ইহার উপর প্রদেয় খাজনার সহিত সমান হইয়া যায়। এই স্তরেই আমাদের প্রতিনিধি কৃষক ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

## ২২.২ যোগান ও চাহিদার সাহায্যে উপকরণের দাম নির্ধারণ (Factor-Price Determination by Supply and Demand)

এ পর্যন্ত আমরা একটি উপকরণের চাহিদা রেখা লইয়াই আলোচনা করিয়াছি এবং আমাদের মূল অনুমান ছিল এই যে উপকরণের চাহিদাসৃষ্টিকারী ফার্মগুলির নিকট ইহার বাজার দাম পূর্ব হইতে দেওয়া থাকে। কিন্তু ইহা সহজেই অনুমেয় যে প্রতিটি ফার্ম যে দামে উপকরণ ক্রয় করে তাহা সকল ফার্মের মোট বা সম্মিলিত চাহিদা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এখন দেখা যাউক কিভাবে একটি উপকরণের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার ফলে উহার বাজার-দাম নির্ধারিত হয়।

পর-পৃষ্ঠার ২২.২ রেখাচিত্রটিতে পূর্ববর্তী রেখাচিত্রের চাষযোগ্য জমির উদ্ভূত চাহিদা রেখাটিকে পুনরায় আঁকা হইয়াছে। বস্তুত ইহা একটি নির্দিষ্ট দামে সমস্ত কৃষকদের জমির চাহিদা রেখারই

যোগফল। আমরা জানি যে জমির একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হইল এই যে অন্যান্য উপকরণের ন্যায় ইহার যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী নয়। জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলিয়া ইহার যোগান রেখা এক উলম্ব সরল রেখার রূপ ধারণ করে। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। জমি হইল প্রকৃতির দান সুতরাং ইহাকে সৃষ্টি করিতে হইলে এবং উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করিতে হইলে কোন অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। এবং ইহার বাজার দামে অর্থাৎ খাজনার হারে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া ইহার যোগান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান সম্ভব নয়। অর্থাৎ, অধিক খাজনা প্রদান করিলেই জমির মোট যোগান বৃদ্ধি পায় না। অনুরূপভাবে স্বল্প খাজনা প্রদান করা হইলে ইহার মোট যোগান হ্রাস পায় না।[১] যেহেতু জমির কোন যোগান দাম (supply price) বা সুযোগ ব্যয় (opportunity cost) নাই সেহেতু জমি হইতে যাহাই উৎপাদিত হয় তাহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা খাজনার পর্যায়ে পড়ে। অন্যভাবে বলিতে গেলে জমি প্রকৃতির মৌলিক ও অবিনশ্বর দান বলিয়া সংজ্ঞা অনুসারে ইহার যোগান সম্পূর্ণভাবে 'অস্থিতিস্থাপক। এইরূপ উপকরণের দাম বা প্রতিদানকেই পূর্ববর্তী শতাব্দীর ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণ 'খাজনা' আখ্যা দেন।




রেখাচিত্র ২২.২ : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপকরণের দাম নির্ধারণ

২২.২ রেখাচিত্রে জমির যোগান রেখাটি সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক, কারণ জমির যোগান হইল সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনশীল। এখন $E$ বিন্দুতে জমির চাহিদা ও যোগান রেখা একে অপরকে ছেদ করে এবং ফলে জমির দাম (খাজনা) নির্ধারিত হইয়া যায়। (এ সম্পর্কে পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।)

যদি খাজনা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জমির চাহিদা হ্রাস পাইবে। ফলে কিছু কিছু জমিদারের পক্ষে জমি ভাড়া দেওয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে তাহারা কম খাজনায় জমি ভাড়া দিবে। অনুরূপভাবে, জমির খাজনা ইহার ভারসাম্য স্তরের নিম্নে দীর্ঘদিন অবস্থান করিতে পারে না। কারণ, এইরূপ অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে জমির চাহিদা ও খাজনা উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে এবং জমির দাম ভারসাম্য স্তরে ফিরিয়া আসিবে।

কেবলমাত্র একটি প্রতিযোগিতামূলক দামেই জমির বাজারে ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে—অর্থাৎ জমির মোট চাহিদা ইহার যোগানের সহিত সমান হইবে। একজনকে খাজনা লাভ করিতে হইলে বড়লোক জমিদার হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। একজন দরিদ্র ব্যক্তিও একটি ছোট জমির মালিক হিসাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে খাজনা লাভ করিতে পারে। জমির মালিকানার ভিত্তিতে খাজনা প্রদান করা হয় না, করা হয় উৎপাদিকাশক্তির ভিত্তিতে। জমি উৎপাদিকাশক্তির অধিকারী বলিয়া দাম (খাজনা) দেওয়া হয়।[২]

এমন কি জমির এই উৎপাদিকাশক্তি অনাপেক্ষিক বিষয় নহে। ধরা যাউক, ভোক্তাদের রুচির পরিবর্তনের ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদা হঠাৎ হ্রাস পাইল। এই অবস্থায় জমির উদ্ভূত চাহিদা রেখা নিম্নে ও

১. অবশ্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বা সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী পতিত জমি উদ্ধার করিয়া জমির যোগান সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান যায়। ইহা ব্যতীত একই পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া ও উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার করিয়া নিবিড় চাষের মাধ্যমে ইহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

২. "It is the productivity of the acre of land that is being paid for."
Samuelson and Northaus : op. cit

বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। ইহার ফলে জমির দাম বা খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে কলাকৌশলগত দিক দিয়া জমির উৎপাদিকাশক্তি পূর্বের তুলনায় মোটেই হ্রাস পায় নাই। কেবল জমির চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। ইহাই হইল আয়বন্টন ব্যাপারে যোগান ও চাহিদা তত্ত্বের মূল কথা।

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে দুইটি কারণে জমির ক্ষেত্রে অমিশ্র অর্থনৈতিক খাজনায় ( pure economic rent ) উৎপত্তি হয়: (১) যখন ইহার যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক এবং (২) যখন গম চাষ ছাড়া ইহার কোন বিকল্প ব্যবহার নাই। ইহাই রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল বক্তব্য। ( পরবর্তী এক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। )

## ২২.৩ যে কোন উপকরণের যোগান ও চাহিদা ( Supply and Demand for Any Factor )

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জমির খাজনা নির্ধারণ হইল উপকরণের দাম নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের সাধারণ বিশ্লেষণের একটি উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ, জমির ক্ষেত্রে যে বিশ্লেষণ প্রযোজ্য তাহা অন্য যে কোন উপকরণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। প্রশ্ন করা যাইতে পারে: প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কি করিয়া একটি ট্রাক্টরের সাপ্তাহিক খাজনা নির্ধারিত হয় ?

ইহার উত্তরে বলা যায় আমরা প্রথমে সকল কৃষকের ট্রাক্টরের উদ্ভূত চাহিদা যোগ করি এবং ইহার ভিত্তিতে ট্রাক্টরের মোট চাহিদা রেখা অংকন করি। ইহার পর আমরা ট্রাক্টরের মোট যোগান রেখা অংকন করি। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে *dd* হইল চাহিদা রেখা এবং *ss* হইল যোগান রেখা। অবশ্য এ কথা চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই যে জমির মত অন্যান্য সকল উপকরণের যোগান রেখা একটি উল্লম্ব সরল রেখা হইবে। ইহা উর্ধ্বমুখী হইতে পারে এবং শ্রমের ক্ষেত্রে ইহা বাঁদিকে বাঁকিয়া যাইতে পারে ( কারণ মজুরি বৃদ্ধি পাইলে লোকের অবসরভোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে )।

একটি উপকরণের যোগান রেখা আকৃতি যাহাই হউক না কেন এই প্রসংগে যে মূল বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে তাহা হইল এই যে :

**যখন কোন উপকরণের উদ্ভূত চাহিদা রেখা ইহার যোগান রেখাকে ছেদ করে তখনই উপকরণটির চূড়ান্ত বাজার দাম নির্ধারিত হয়। ইহার চাহিদা রেখা যদি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে ইহার বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে, যদি ইহার যোগান রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে ইহার বাজার দাম হ্রাস পায়।**

সুতরাং একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার-ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থায় উপকরণসমূহের দাম ও আয়বন্টন একযোগে নির্ধারিত হয়। যে-সকল উপকরণের যোগান অপ্রচুর উহাদের বাজার দাম অধিক হয়, কারণ এই সকল উপকরণ ব্যবহার করিয়া সেই সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয় যাহাদের উপর ভোক্তারগোষ্ঠী অর্থব্যয়ে আগ্রহী। একটি উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ইহার বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে ইহার মোট আয়ও বৃদ্ধি পায়। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। উপকরণটির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ইহার মোট আয় $OR_0EQ_0$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $OR_1FQ_1$ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তিনটি কারণে একটি উপকরণের আয় হ্রাস পাইতে পারে :

(১) যদি ইহার যোগান বৃদ্ধি পায় ; অথবা

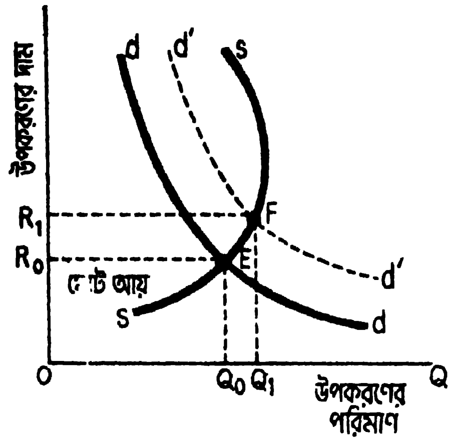
(২) যদি ইহার কোন পরিবর্ত উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায় ; অথবা

(৩) এই উপকরণ ব্যবহার করিয়া যে দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহার চাহিদা হ্রাস পায় ( অর্থাৎ ভোক্তাগণ যদি ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেয় )।

প্রতিযোগিতা আমাদের যেমন প্রতিদান দেয় সেরূপ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়াও লয় ( *"Competition give and competition takes."* Samuelson and Northaus )

এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে খাজনা নির্ধারণ লইয়া আলোচনা করিব। উহার পর সুদ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিব। ইহার পর মূলধন দ্রব্যের প্রকৃতি ও একটি ফার্মের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিয়া আমরা মজুরি তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিব। পরবর্তী অধ্যায়ে মুনাফা তত্ত্বের

আলোচনা করিব ইহার পর আয় বণ্টন তত্ত্বটি পরীক্ষা করিব এবং সেই প্রসংগে প্রান্তিক উৎপাদকীকতা




রেখাচিত্র ২২.৩: প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদনশীল উপকরণের দাম নির্ধারণ

তত্ত্বের সমালোচনা করা হইবে। পরিশেষে আয় বৈষম্য লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া আমরা সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিব এবং ইহার সহিত ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার আলোচনা শেষ হইবে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. একটি উপকরণের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা, প্রত্যক্ষ চাহিদা নহে।
২. একটি দ্রব্যের মত চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারাই একটি উপকরণের বাজার দাম নির্ধারিত হয়।
৩. চাহিদা ও যোগানের শর্তাবলীর পরিবর্তন ঘটিলে উপকরণটির বাজার দামে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

## প্রশ্নাবলী

১. উদ্ভূত চাহিদা বলিতে কি বুঝায়? আয় বণ্টন তত্ত্বে ধারণাটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
২. প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কিভাবে একটি উৎপাদনশীল উপকরণের বাজার দাম নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. H. G. Johnson : *The Theory of Income Distribution* ( Gray Mills London, 1972 )
2. A. K. Sen & S. Mukherji : *Contemporary Economics* ( New Central, 1986 )

# ২৩ খাজনা ও অপূর্ণাংগ খাজনা
## ( Rent and Quasi-rent )

*"The historical foundation of capitalism is rent, the product of labour upon land over and above what is required to maintain the labourer."* J. A. Hobson

*"Rent, in short, is the price of monopoly."* Henry George

### ২৩.১ খাজনার ধারণাটির উদ্ভব ( Origin of the Concept of Rent )

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক ইংলণ্ডে গমের দাম ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু গম হইল ঐ দেশের মুখ্য খাদ্য সেহেতু গম দামের এই বৃদ্ধিতে সকলেই বিচলিত হইয়া পড়ে। স্বভাবতই অর্থবিদ্যাবিদগণ গমের এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করা শুরু করেন। শেষে সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গমের দাম বৃদ্ধির কারণ হইল জমির উপর প্রদেয় খাজনা বৃদ্ধি। যেহেতু জমিদারগণ কৃষকদের অধিক খাজনা দিতে বাধ্য করেন সেহেতু কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষকরা নিরুপায় হইয়া তাঁহাদের উৎপন্নের দাম বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হন। অর্থাৎ জমির খাজনা বৃদ্ধি হইল গমের বাজার দাম বৃদ্ধির মূল কারণ।

ঠিক এই সময়ে বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদ ডেভিড রিকার্ডো সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গমের চাহিদা এবং বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গম চাষ এখন লাভজনক হইয়া উঠে। ফলে কৃষকগণ অতিরিক্ত গম চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু উর্বর জমির পরিমাণ সীমিত বলিয়া কৃষকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমি লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। জমির চাহিদা বৃদ্ধি ও কৃষকদের মধ্যে ভাল জমি পাইবার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা শুরু হয় বলিয়া খাজনাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং খাজনা বৃদ্ধির মূল কারণ খাদ্য দ্রব্যের অর্থাৎ গমের চাহিদা বৃদ্ধি। ( স্মরণ করা যাইতে পারে যে উপকরণসমূহের চাহিদা উৎপন্ন দ্রব্য হইতে উদ্ভূত হয়, ৩৮৭ পৃষ্ঠা। ) সুতরাং কৃষিযোগ্য জমির খাজনা শস্যের বাজার দামের উপর নির্ভর করে ( *"Corn is not high because a rent is paid, but a rent is paid because corn is high."* Ricardo )।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা এখন খাজনা তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিব। খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ত্ব লইয়াই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে। তবে ইহার পূর্বে খাজনা শব্দটি সম্পর্কে সামান্য ধারণা লাভ করা যাইতে পারে।

### ২৩.২ 'খাজনা' শব্দটির অর্থ ও ব্যবহার ( Meaning and Uses of the term 'Rent' )

সাধারণ অর্থে খাজনা বলিতে আমরা বাড়ী, গাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ভাড়া করার জন্য প্রদেয় অর্থকেই বুঝি। অর্থাৎ, খাজনা বলিতে আমরা অপরের দ্রব্য ব্যবহারের জন্য যে অর্থ প্রদান করি তাহাকেই ইংগিত করি। ইহাকে সাধারণত চুক্তি অনুসারে খাজনা ( contract rent ) অথবা বাণিজ্যিক খাজনা ( commercial rent ) বলা হয়। জমির ক্ষেত্রে খাজনা বলিতে অবশ্য আমরা জমি চাষ বা ব্যবহার করিবার জন্য কৃষক জমির মালিককে বাৎসরিক যে অর্থ প্রদান করে তাহাকেই বুঝি। অর্থবিদ্যায় অবশ্য খাজনা শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ( producer's supply ) বলিয়া গণ্য করা হয়। অর্থাৎ মোট উৎপন্ন হইতে সকল খরচ-খরচা বাদ দিয়া উৎপাদক যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন তাহাকেই অর্থবিদ্যায় খাজনা বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই অর্থে 'খাজনা' শব্দটি কেবলমাত্র জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বস্তুত, সকল উপকরণের আয়ের মধ্যে খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

---

১. "The analysis of Ricardian rent can be generalized to any situation in which differing productivities of resources result in differing cost curves for the firms that own those resources." W. Nicholson : *Intermediate Price Theory and its Applications* ( HRW, 1979 )

## ২৩.৩ খাজনার সংজ্ঞা ( Definition of Rent )

অর্থবিদ্যায় খাজনা বলিতে উৎপাদনের যে সকল উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক তাহাদের ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থকেই বুঝায়। এই প্রসংগে অর্থনৈতিক খাজনার ( economic rent ) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায় :

(১) একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন একটি বিশেষ উপকরণের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্যতার জন্য খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) ইহা হইল উদ্বৃত্ত হস্তান্তর (surplus payment)। একটি উপকরণের সুযোগ ব্যয় ও প্রকৃত আয়ের ব্যবধানের ফলেই ইহার সৃষ্টি হয়। ( এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে )।

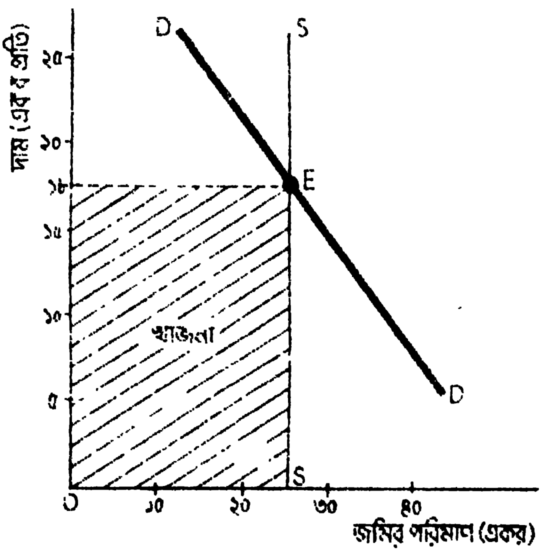
(৩) ইহা বাজার-দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা বাজার দামকে নির্ধারণ করে না। সুরুতে গমের উদাহরণটি দ্বারা ইহা বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

## ২৩.৪ খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ত্ব ( The Ricardian Theory of Rent )

খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ত্বের [ যাহা ১৮১৭ সালে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *'The Principles of Political Economy and Taxation'* এ প্রকাশিত হয়। আলোচনা সাধারণত রিকার্ডো প্রদেয় সংজ্ঞা দিয়াই সুরু করা হয়। রিকার্ডোর সংজ্ঞা অনুসারে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির ব্যবহারের জন্য জমির উৎপন্নের যে-অংশ জমির মালিককে দেওয়া হয় তাহাই খাজনা।[১]

এখন প্রশ্ন হইল, কি কি কারণে খাজনার উৎপত্তি হয়? রিকার্ডোর মতে মূলত তিনটি কারণে খাজনার উৎপত্তি হয় : (ক) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা ; (খ) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির মধ্যে পার্থক্য এবং (গ) জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। সুতরাং এক অর্থে রিকার্ডোর তত্ত্বটি হইল অপ্রাচুর্যতাজনিত খাজনা তত্ত্ব ( the theory of scarcity rent ) এবং অন্য অর্থে ইহা হইল পার্থক্যজনিত খাজনা তত্ত্ব ( the theory of differential rent )।

প্রথম তত্ত্বটি অনুসারে অর্থনৈতিক খাজনা (economic rent) হইল জমি ও অন্যান্য উপকরণ যাহাদের যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক তাহাদের ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থ। সুতরাং জমির মালিকের দিক হইতে ইহা হইল সম্পূর্ণভাবে উদ্বৃত্ত কারণ প্রকৃতির দান বলিয়া ইহার কোন যোগান দাম ( supply price ) বা সুযোগ ব্যয় ( opportunity cost ) নাই। যেহেতু জমির কোন প্রান্তিক ব্যয় নাই সেহেতু যে কোন দাম পাইলেই ইহার মালিক ইহাকে ব্যবহার করিতে দিবেন।[২] রিকার্ডো অবশ্য সকল উপকরণের কথা চিন্তা করেন নাই। তিনি জমিকে অন্যান্য উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া গণ্য করেন বলিয়াই জমির ক্ষেত্রে তাঁহার খাজনা তত্ত্বটি প্রয়োগ করেন। ইহার কারণ অন্যান্য সকল উপকরণের যোগান হইল সামান্য স্থিতিস্থাপক। একমাত্র জমির যোগান স্বল্প এবং দীর্ঘ উভয় কালেই সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক।




রেখাচিত্র ২৩.১ : একটি বিশেষ স্থানে জমির চাহিদা ও যোগান

উপরের রেখাচিত্রটির সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখানে জমির যোগান রেখা

১. Rent is "that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil." Ricardo

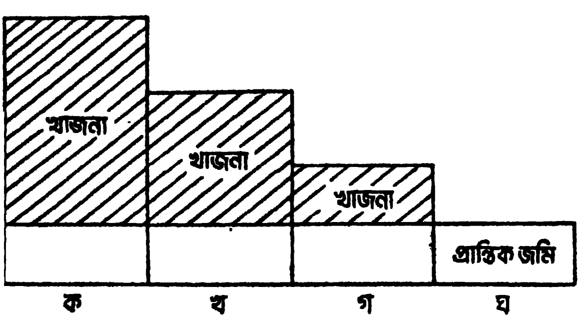
২. "Economic rent is the price paid for the use of land and other resources whose supply is completely fixed." William P. Albrecht, Jr. : op. cit.

*SS* সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনশীল। সুতরাং জমির দাম ( খাজনা ) নির্ধারিত হয় জমির উদ্ভূত চাহিদা রেখা ও যোগান রেখার সংযোগের ফলে। এই রেখাচিত্রে একর প্রতি জমির দাম ( খাজনা ) হইল বাৎসরিক ১৮ টাকা করিয়া এবং এই দামে ২৪ একর জমি যোগান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং জমির মালিকগণের মোট আয় হইল ১৮ টাকা × ২৪ = ৪৩২ টাকা।

যেহেতু জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থির বা অপরিবর্তনীয় সেহেতু জমির দাম বা খাজনা সম্পূর্ণভাবে ইহার চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে খাজনা বৃদ্ধি পায়। আবার জমির চাহিদা নির্ধারিত হয় উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার দাম ও জমির উৎপাদিকাশক্তি দ্বারা। যদি উৎপন্নের দাম হ্রাস পায়, তবে জমির চাহিদাও হ্রাস পাইবে। অবশেষে খাজনার পরিমাণও হ্রাস পাইবে। সুতরাং অন্যান্য সকল উপকরণের মত চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা জমির দাম বা খাজনা নির্ধারিত হয়।

### ২৩.৫ পার্থক্যজনিত খাজনা ( Differential Rent )

রিকার্ডোর মতে খাজনা উদ্ভবের আর একটি কারণ আছে। জমি সমজাতীয় নহে বলিয়া ইহার উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য দেখা যায়। ফলে যে জমি সর্বাপেক্ষা উর্বর তাহাতে একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ অন্যান্য জমি অপেক্ষা অধিক হইবে। ধরা যাউক, একটি সমুদ্রের মধ্যে বহুদূরে একটি বড় দ্বীপ আবিষ্কৃত হইল। প্রথমে কয়েকজন লোক ঐ দ্বীপে পৌঁছায় এবং চাষবাস করিয়া জীবনযাপন সুরু করে। প্রথম স্তরে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ উর্বর জমি থাকিবে এবং এই অবস্থায় কেহই খাজনা দিতে বা আদায় করিতে চাহিবে না। কিন্তু যদি নিয়মিতভাবে এই দ্বীপে বসবাসের জন্য লোক আসা সুরু হয় তাহা হইলে খুব শীঘ্রই সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিগুলি চাষবাসের কার্যে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হইবে। কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয়-শ্রেণীর অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমি চাষ করা সুরু হইবে। এই অবস্থায় প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনার সৃষ্টি হইবে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিটি খাজনামুক্ত থাকিবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তৃতীয় শ্রেণীর জমিও চাষ করা হইবে এবং এই অবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতেও খাজনার উদ্ভব হইবে। এই পদ্ধতি ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া যে ফসল পাওয়া যায় তাহার বাজার মূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না। এই শ্রেণীর জমিকে চাষবাসের জন্য চাষের ব্যাপক প্রান্ত ( extensive margin of cultivation ) আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যান্য সকল খাজনা প্রদানকারী নানা শ্রেণীর জমিকে চাষবাসের জন্য নিবিড় প্রান্ত ( intensive margin ) বলিয়া গণ্য করা হয়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইল।




রেখাচিত্র ২৩.২ : পার্থক্যজনিত খাজনা

এখানে সমান আয়তনের চারটি চাষযোগ্য জমির 'প্রতিদানের (yield) তুলনা করা হইয়াছে। ইহাদের উর্বরতাশক্তির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এখানে ক, খ, গ এবং ঘ এই চারিটি আয়তক্ষেত্র ( rectangle ) বা সমকোণী চতুর্ভূজের দ্বারা আমরা চারটি সমান আয়তনের জমির উপর সমপরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করা সত্ত্বেও উৎপাদনশীলতার মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহা দেখান হইয়াছে। এখানে সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিটি [ যাহাকে স্বল্পব্যয়ী জমি ( low-cost land ) বলা হয় ] হইল প্রথম শ্রেণীর জমি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পায় বলিয়া অতিরিক্ত জমি চাষ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহার কারণ উৎকৃষ্ট জমির যোগান সীমিত বলিয়া

ইহার উপর ক্রমাগত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইলে উৎপাদনের একটি স্তরে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা সুরু হইবে। ইহা না হইলে একটি ছোট্ট জমি চাষ করিয়া অতি সহজেই পৃথিবীর খাদ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইত।

এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উর্বর জমির উৎপন্নকে ক-আয়তক্ষেত্রের সমগ্র অংশটি দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইহার পর যে জমি সর্বাপেক্ষা উর্বর অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মোট উৎপাদনকে খ-আয়তক্ষেত্রটি দ্বারা দেখান হইয়াছে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জমির মোট উৎপাদনকে যথাক্রমে গ এবং ঘ আয়তক্ষেত্র দুইটি দ্বারা দেখান হইয়াছে।

এক্ষেত্রে চতুর্থ শ্রেণীর জমিটিকে রিকার্ডো প্রান্তিক জমি (marginal land) বা খাজনাহীন জমি (no rent land) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ এই জমিতে চাষের সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দেওয়া হইলে কোনই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ, গমের একক প্রতি বাজার-দাম গম চাষের একক প্রতি ব্যয় সংকুলানের পক্ষে কোনরকমে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথম তিনটি শ্রেণীর জমিতে চাষের খরচ-খরচা বাদ দিয়াও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা যায়।

প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের আবৃত অংশ দ্বারা প্রতি শ্রেণীর জমি প্রান্তিক জমি অপেক্ষা কতটা উৎকৃষ্ট এবং ক, খ ও গ শ্রেণীর জমির মালিকগণ জমির মোট উৎপন্নের কতটা অংশ খাজনা হিসাবে অর্জন করেন তাহা দেখান হইয়াছে। যেহেতু সকল শ্রেণীর জমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নয় সেহেতু এই খাজনার উৎপত্তি হয় জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্য। এই কারণেই রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে পার্থক্যজনিত খাজনা তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করা যায়।

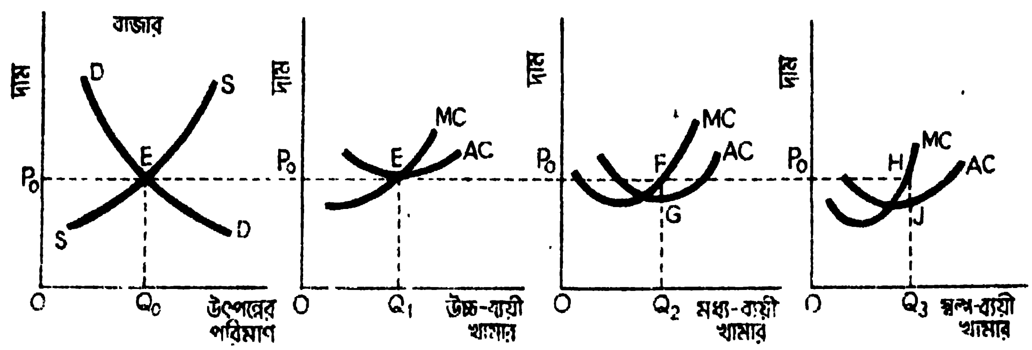
একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যায়। ধরা যাউক, প্রতিটি জমি চাষ করার খরচ হইল ৩০ টাকা। প্রথম শ্রেণীর জমিটি হইতে উৎপন্নের পরিমাণ হইল ৩০ একক, দ্বিতীয় জমি হইতে ২৫ একক, তৃতীয় জমি হইতে ২০ একক এবং চতুর্থ জমি হইতে মাত্র ১৫ একক। এখন শস্যটির বাজার দাম যদি একক প্রতি ২ টাকা হয় তাহা হইলে প্রথম জমি হইতে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মূল্য ( market value ) হইবে ৬০ টাকা, দ্বিতীয় জমির ৫০ টাকা, তৃতীয় জমির ৪০ টাকা এবং চতুর্থ শ্রেণীর জমির মাত্র ৩০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রথম তিন শ্রেণীর জমিতে খাজনার বা উদ্বৃত্তের উদ্ভব হইবে। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া কেবলমাত্র উৎপাদন-ব্যয় বহন করাই সম্ভব হইবে। অবশ্য শস্যের চাহিদা ও বাজার দাম বৃদ্ধি পাইয়া যদি একক প্রতি তিন টাকা হয় তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে। নিম্নের সারণিটিতে ইহা দেখান হইল :

| | উৎপাদনের পরিমাণ | উৎপন্নের বাজার-মূল্য ( টাকার অংকে ) | উৎপাদন-ব্যয় ( টাকার অংকে ) | খাজনা ( টাকার অংকে ) |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম শ্রেণীর জমি | ৩০ | ৬০ | ৩০ | ৩০ |
| দ্বিতীয় " " | ২৫ | ৫০ | ৩০ | ২০ |
| তৃতীয় " " | ২০ | ৪০ | ৩০ | ১০ |
| চতুর্থ " " | ১৫ | ৩০ | ৩০ | ০ |

সুতরাং রিকার্ডোর মতে নিকৃষ্ট জমিগুলি সেই স্তর পর্যন্ত চাষের অধীনে আনা হইবে যে স্তরে শেষ জমিটিতে অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ শূন্য হয়। অধিক উর্বর জমিগুলিতে খাজনার সৃষ্টি হইবে। এই খাজনা উৎপত্তির সূত্র হইল জমির উচ্চ গুণগত মান। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অধিক উর্বর জমির যোগান অপ্রচুর বলিয়া দীর্ঘকালেও এই অর্থনৈতিক খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

পর-পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে আরও পরিস্ফুট করার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে তিনটি জমির উৎপাদনশীলতার তুলনা করা হইয়াছে। এখানে শেষ-খামারটি ( farm ) হইল

সর্বাধিক উৎপাদনশীল। ইহার গড় উৎপাদন ব্যয় বাজার দাম অপেক্ষা স্বল্প বলিয়া ইহার ক্ষেত্রে একক প্রতি *HI* পরিমাণ উদ্বৃত্ত বা খাজনার সৃষ্টি হয়। এই মুনাফাকেই খাজনা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।




রেখাচিত্র ২৩.২ : পার্থক্যজনিত খাজনার একটি বিকল্প ব্যাখ্যা

মধ্য-ব্যয়ী খামারই ( medium-cost farm ) হইল ইহা অপেক্ষা কম উৎপাদনশীল। ইহার ক্ষেত্রে একক প্রতি *FG* পরিমাণ মুনাফা সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ ইহার ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন ব্যয় শস্যের বাজার দাম অপেক্ষা কম। পরিশেষে উচ্চ-ব্যয়ী খামারটির ( high-cost farm ) ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে উৎপাদিত দ্রব্যটির ( অর্থাৎ গমের ) বাজার দাম হইল ইহার গড় ব্যয়ের সমান। সুতরাং এই খামারে কোন মুনাফা সৃষ্টি হইতেছে না। ইহাকেই রিকার্ডো খাজনাহীন জমি আখ্যা দিয়াছেন। এক্ষেত্রে যেহেতু গমের বাজার দাম প্রান্তিক জমির বা উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয় সেহেতু প্রান্তিক জমি বা খামারের ক্ষেত্রে কোন অর্থনৈতিক মুনাফার উৎপত্তি হয় না। রেখাচিত্রের (খ) অংশে ইহা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ যদি কোন উৎপাদক বাজার দাম অপেক্ষা কম ব্যয়ে গম উৎপাদন করিতে সমর্থ হন তবে তিনি অর্থনৈতিক মুনাফা লাভ করিবেন এবং এই মুনাফাই খাজনা হিসাবে জমির মালিককে প্রদান করিতে হইবে।[১]

## ২৩.৬ খাজনার সহিত দামের ( ব্যয়ের ) সম্পর্ক [ Relation between Rent and Price ( Cost ) ]

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে খাজনা ও দামের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায়। রিকার্ডোর মতে জমির খাজনা উৎপন্নের বাজার-দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়, বাজার-দাম খাজনা দ্বারা নহে।[২] উৎপন্নের বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদকের উদ্বৃত্তের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক জমি হইতেই সামান্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে বলিয়া অনুমাণ করা যায়। অবশ্য রিকার্ডোর মতকে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, "খাজনা

১. "Because land differs is quality, farms with the most fertile land will have lower costs. Since price will be determined by the costs of the marginal supplier low-cost farms will earn pure economic profits. These profits might be called rent and will persist even in the long-run since fertile land is in fixed supply." W. Nicholson : *Intermediate Microeconomics and Its Applications* ( HRW, 3rd edn., 1985 )

২. "Since the market price of any particular crop is determined by costs of the marginal producer and since, for this marginal producer, rents are zero, Ricardo concluded that economic rent cannot properly be considered as a determinant of market price. Rather, prices are determined solely by the market demand for crops and by the availabilities of fertile land."

W. Nicholson : op. cit.

দাম নির্ধারক ব্যয় কিনা তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর। সমাজের দিক দিয়া বিচার করিলে রিকার্ডোর মতকে মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু একজন কৃষকের কথা চিন্তা করিয়া আমরা ভিন্ন মত পোষন করি। একজন কৃষককে যদি জমিদার অধিক খাজনা প্রদানে বাধ্য করে তাহা হইলে তাহার উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং এই খাজনা তাহার উৎপন্নের দামের অংগীভূত হইবে।"[১]

## ২৩.৭ রিকার্ডোর তত্ত্ব হইতে অনুসিদ্ধান্ত ( Deductions from the Ricardian Theory )

যদি খাজনা দামের উপর এবং প্রান্তিক জমি অপেক্ষা খাজনা-সৃষ্টিকারী জমির উৎকৃষ্টতার উপর নির্ভর করে তাহা হইলে আমরা নিম্নলিখিত অনুসিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইতে পারি :

(১) চাহিদা অপরিবর্তিত থাকাকালীন কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটিলে খাজনা হ্রাস পাইবে। ইহার কারণ উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে নিকৃষ্ট জমি চাষ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(২) অপরদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিলে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে কারণ খাদ্যদ্রব্যের ক্রম-বর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হইবে। ইহার ফলে প্রান্তিক জমির মোট উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং ইহার সহিত অন্যান্য জমির মোট উৎপন্নের ব্যবধান ( অর্থাৎ খাজনা ) বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিলে খাজনা হ্রাস পাইবে কারণ ইহার ফলে বিদেশ হইতে সহজে সুলভে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হইবে। এই কারণে নিকৃষ্ট জমি চাষের কোন প্রয়োজন হইবে না। ইহার ফলে প্রান্তিক জমির মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার সহিত অন্যান্য জমির উৎপন্নের ব্যবধান ( অর্থাৎ খাজনা ) হ্রাস পাইবে।

## ২৩.৮ তত্ত্বটির সমালোচনা ( Criticism of the Theory )

রিকার্ডোর তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নহে। ইহা তিনটি সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে :

(১) এই তত্ত্বটির মূল অনুমান হইল জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থির বা অপরিবর্তনশীল। অনাপেক্ষিকভাবে, অর্থাৎ সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার কথা ভাবিলে এই অনুমানটি অবশ্যই নির্ভুল। কিন্তু জমির বিকল্প ব্যবহারের কথা অবশ্যই চিন্তা করা যায়। সুতরাং একটি বিশেষ কার্যে—যেমন কেবল গম চাষের ক্ষেত্রে—জমির যোগান নিঃসন্দেহে পরিবর্তনশীল। গমের বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে অধিকাংশ কৃষকই গমচাষে অধিক আগ্রহী হইবেন এবং ফলে তাঁহারা অধিক খাজনা দিয়া অন্যান্য ব্যবহার হইতে জমিকে সরাইয়া আনিবেন। অর্থাৎ, সমষ্টিবাচক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে যে উপকরণটির যোগান একটি বিশেষ সময়ে সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক, ব্যষ্টিবাচক দৃষ্টি হইতে দেখিলে ঐ একই উপকরণের যোগান নিশ্চয়ই স্থিতিস্থাপক।

(২) দ্বিতীয়ত, উল্লেখ করা যায় যে উৎপন্নের দাম হ্রাস পাইলে সর্ব প্রথম প্রান্তিক জমিটির চাষই যে সর্বদা বন্ধ হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। উৎকৃষ্ট জমির চাষও বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। যদি উৎপন্নের বাজার-দাম ভীষণভাবে হ্রাস পায় তাহা হইলে জমি অন্য ব্যবহারে বা ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইবে। অর্থাৎ, গমের দাম হ্রাস পাইলে অধিক জমি পাট চাষে নিয়োজিত হইবে।

(৩) তৃতীয়ত, জমির উৎপাদিকাশক্তি সম্পূর্ণভাবে ইহার উর্বরতার উপর নির্ভর করে না। জমির অবস্থান, উহার উপর অর্থ বিনিয়োগ এবং উহার উপর মূলধনের কার্যকরী প্রয়োগ ইত্যাদি বহু বিষয় জমির উৎপাদিকাশক্তিকে ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত করে।

---

১. 'Whether rent is or is not a price-determining cost depends upon the viewpoint...what is a price-determined rent return to a factor which is inelastic in supply to the whole community...may, to each firm...,appear as a price-determining cost." P. A. Samuelson

**২৩.৯ খাজনার বণ্টনসংক্রান্ত কার্য ( Allocative Function of Rent )**

রিকার্ডোর তত্ত্ব বিশ্লেষণের সময় আমাদের মূল অনুমান ছিল এই যে জমির মোট যোগান সীমাবদ্ধ এবং স্বল্পকালে ইহার একটি ব্যবহারের—অর্থাৎ গম চাষের কথাই ভাবা যায়। কিন্তু বাস্তব জগতে আমরা দেখি যে জমিকে নানাবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে জমির বিকল্প ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই আমরা জমিকে নানাবিধ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করি তখনই রিকার্ডোর অনুমানটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, একটি বিশেষ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে জমির যোগান স্থির এই অনুমানটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না। একই জমির জন্য বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হয় এবং অন্যান্য দ্রব্যের মত জমিও নিলাম হইতে থাকে। যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক খাজনা দিতে রাজী হন জমির মালিক তাঁহাকেই জমি ব্যবহার করিতে দেন। সুতরাং বিভিন্ন উৎপাদনশীল ক্ষেত্রের আপেক্ষিক মুনাফার হার অনুসারে জমিকে এক ক্ষেত্র ( বা ব্যবহার ) হইতে অন্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, গম চাষ করিতে দিলে যদি এক একর জমি হইতে প্রতি বৎসর ১০০০ টাকা খাজনা পাওয়া যায় এবং পাট চাষ করিতে দিলে যদি একই জমি হইতে বৎসরে ২০০০ হাজার টাকা খাজনা পাওয়া যায় তাহা হইলে জমির মালিক তাঁহার জমিতে পাট চাষ করিতে কৃষকদের আহ্বান জানাইবেন। বস্তুত, জমির বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক মুনাফার হার জমির উৎপাদিকাশক্তির উপর নির্ভর করে। একটি অতি উর্বর জমির ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে অধিক খাজনা প্রদান করিতে পারাই স্বাভাবিক। অবশ্য খাজনা বহুলাংশে জমির গুণগত উৎকর্ষ ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, গম চাষের জন্য মরুভূমির একখণ্ড জমি সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং ইহার উৎপাদিকাশক্তি শূন্য বলিলেই চলে। কিন্তু ঐ জমিটি হইতে যদি পেট্রল নিষ্কাষণের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে পেট্রল-প্রস্তুতকারী শিল্পের ক্ষেত্রে ঐ জমির উৎপাদিকাশক্তি উচ্চমানের বলিয়া গণ্য হইবে। ফলে পেট্রলিয়াম শিল্পের পক্ষে এই জমির জন্য উচ্চ হারে খাজনা প্রদান করা লাভজনক বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এই প্রসংগে আমরা **অবস্থানজনিত খাজনার** ( situation rent ) কথা উল্লেখ করিতে পারি। জমির দাম নির্ধারণে অবস্থানগত সুযোগসুবিধা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কলিকাতার মত জনবহুল অঞ্চলে সাধারণত খাজনা ডানকুনির মত জনসংকীর্ণ অঞ্চল অপেক্ষা অধিক হয়। যে-সকল অঞ্চলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা পাওয়া যায় সেই সকল অঞ্চলে খাজনার হারও অধিক হয়। শহরাঞ্চল হইতে আমরা যতই দূরে সরিয়া যাই ততই বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ হ্রাস পায় বলিয়া জমি বা বাড়ীর খাজনার পরিমাণও হ্রাস পাইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বড়বাজারে একটি ছোট ঘরের মাসিক খাজনা ২০০০ টাকা হইতে পারে। অন্য একটি অঞ্চলে যেমন গড়িয়াতে ঐ একই আয়তনের ঘরের মাসিক খাজনা ২০০ টাকার বেশী হইবে না। ইহার কারণ বড়বাজারে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে সুযোগসুবিধা লাভ করা যায় তাহা গড়িয়াতে পাওয়া যায় না।

যদিও বাজার দ্বারা নির্ধারিত খাজনা মূল্যব্যবস্থার দক্ষতার প্রতিফলক, তবুও বলা যায় যে এই খাজনা সর্বদাই জমি ব্যবহারের দীর্ঘকালীন ব্যয় এবং সুযোগসুবিধাগুলির হিসাবনিকাশ করে না। একটি বিশেষ সময়ে তৈল ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের যোগান পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে এবং ইহাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া যাওয়া এক পুরুষের ( generation ) পক্ষে লাভজনক ও সুফলপ্রদায়ী হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যত পুরুষ সম্পর্কে কি কিছু বলা যায়? অতি শীঘ্র অথবা ধীরে ধীরে এই খনিজ পদার্থগুলি নিঃশেষিত হইয়া যাইতে পারে এবং সমাজ ইহাদের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মূল্য-ব্যবস্থা যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি আজিকার পক্ষে পর্যাপ্ত সেগুলিকে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়।[১] অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে আমাদের তৈল ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থগুলি আরও স্বল্প হারে ও ধীরে ধীরে ব্যবহার

---

১. **"The price mechanism does ration out abundant natural resources over time."**

**W. P. Albrecht, Jr.**

করা উচিত। নতুবা শুধুমাত্র প্রদেয় খাজনার উপর ভিত্তি করিয়া এইগুলির ব্যবহার ও বণ্টন কার্য সম্পাদন করা হইলে এগুলি অতি শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। আবার অন্য একদল বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে আমাদের পক্ষে তৈলকে যত শীঘ্র সম্ভব নিঃশেষ করা উচিত কারণ ইহা হইল সর্বাপেক্ষা সুলভ জ্বালানী। ইহারা বিশ্বাস করেন যে যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই শক্তির বিকল্প সূত্র ( alternative sources of energy ) আবিষ্কৃত হইবে।

## ২৩.১০ জমি বণ্টন ও আয় বণ্টন ( Land Distribution and Income Distribution )

জমির বেসরকারী মালিকানার কি যুক্তি আছে? বস্তুত, পৃথিবীতে মানুষের পদার্পণের পূর্বেও জমির অস্তিত্ব ছিল। সুরুতে কেহই জমির মালিক ছিল না। সুতরাং প্রশ্ন হইল: কেন কিছু লোক জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিবে এবং কিছু লোক খাজনা আদায় করিবে?

এই প্রশ্নটি প্রথম উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ ও সামাজিক সংস্কারক হেনরী জর্জের মনে জাগে। তিনি তিনটি কারণে খাজনার উপর অতি উচ্চহারে কর ধার্য করাকে সুপারিশ করিয়াছিলেন:

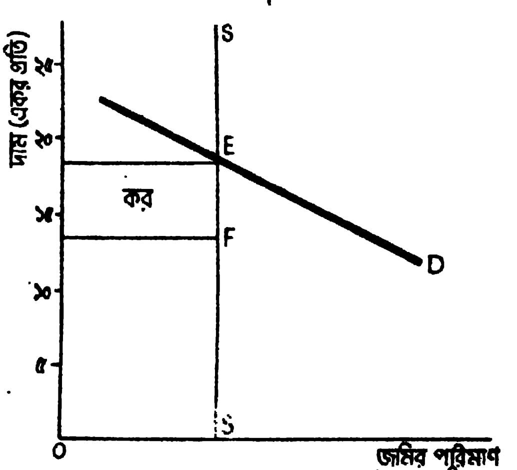
(১) প্রথমত, জমি বণ্টনের ব্যাপারে নানা সমস্যা দেখা যায় এবং জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া কেবল ইহার মালিকগণের লাভবান হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

(২) দ্বিতীয়ত, খাজনা হইল অবিমিশ্র উদ্বৃত্ত ( pure surplus ) এবং ইহার পরিবর্তে জমিদারগণ কোন সেবামূলক কার্য সম্পাদন করেন না।

(৩) তৃতীয়ত, যেহেতু জমি প্রকৃতির দান ও ইহার যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক। খাজনার উপর কর বসাইলে জমির যোগান মোটেই হ্রাস পাইবে না।

## ২৩.১১ জমির উপর কর ( Land Tax )

হেনরি জর্জের তৃতীয় যুক্তিটির যথেষ্ট বাস্তবধর্মী। জমির উপর কর বসাইলে জমির যোগান মোটেই হ্রাস পাইবে না, কারণ জমিদারগণ এই করের বোঝা আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে কৃষকদের উপর চাপাইয়া দিতে পারিবেন না। নিম্নের রেখাচিত্রে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। খাজনা জমির চাহিদা ও যোগান রেখার ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে ইহার উপর প্রদেয় করের হারে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে ইহার চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করিবে না। সুতরাং এই কর জমির ভারসাম্য দাম—অর্থাৎ খাজনাকে মোটেই প্রভাবান্বিত করিবে না। অতএব কৃষকদের উৎপাদনের উৎসাহ ও ক্ষমতা মোটেই হ্রাস পাইবে না। এক্ষেত্রে উৎপন্নের বাজার দাম অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া জমির উদ্ভূত চাহিদা রেখাও অপরিবর্তিত থাকিবে। কর স্থাপনের পরও কৃষকদের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম হইল ১৮ টাকা। কিন্তু প্রতি একর জমির ক্ষেত্রে প্রদেয় কর ৫ টাকা হওয়ায় জমির মালিকগণ একর প্রতি মাত্র ১৩ টাকা হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন।



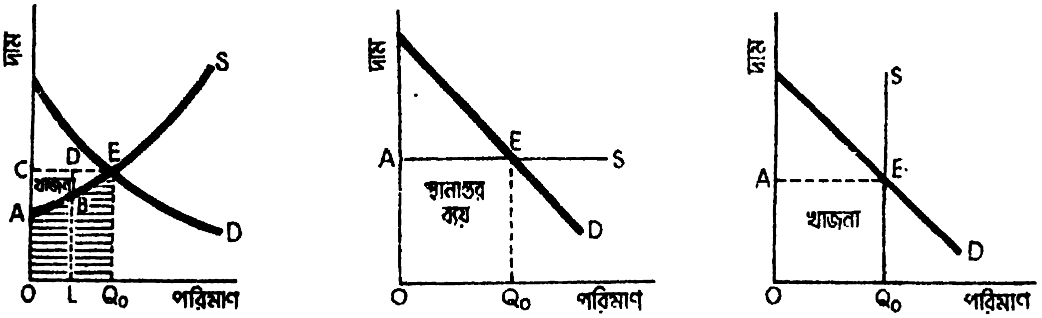

রেখাচিত্র ২৩.৪: জমির উপর কর—যাহা সম্পূর্ণভাবে জমিদারগণ বহন করেন

হেনরী জর্জ বিশ্বাস করিতেন যে জমি হইতে আদায়কৃত কর রাজস্ব দ্বারা দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হইবে এবং তাঁহার যুক্তি সে সময়ে প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

## ২৩.১২ খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব ( Modern Theory of Rent )

আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে জমির খাজনা অন্যান্য সকল উপকরণের দামের মতই চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব ঘটে উপকরণের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার দরুন। এই বক্তব্যটি সকল উপকরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, শুধুমাত্র জমির ক্ষেত্রেই নহে। বস্তুত, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে অন্যান্য সকল উপকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন।

আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে যে কোন উপকরণের মোট আয় ও সুযোগ-ব্যয়ের পার্থক্যকেই বুঝায়। অর্থাৎ, যে কোন উপকরণের ক্ষেত্রে খাজনা হইল ইহার মোট আয় ও ইহার স্থানান্তর ব্যয়ের ( transfer cost ) ব্যবধান মাত্র।[১] উদাহরণস্বরূপ, একজন বিখ্যাত গায়ক একটি হোটেলে গান করিয়া মাসে ১০,০০০ টাকা রোজগার করিতে পারেন। কিন্তু এই চাকরিটি না পাইলে তিনি হয়ত মাসে ২০০০ টাকার অন্য কোন পেশায় নিযুক্ত হইতে রাজী হইতেন। এক্ষেত্রে ২০০০ টাকা হইল তাঁহার সুযোগ ব্যয় বা স্থানান্তর ব্যয় বা তাঁহার সেবাকার্যের ন্যূনতম যোগান-দাম ( minimum supply price )। অর্থাৎ ৮০০০ টাকা হইল অর্থনৈতিক খাজনা।




(ক) স্থানান্তর ব্যয় ও খাজনার সংমিশ্রণ (খ) সমস্ত আয়ই হইল স্থানান্তর ব্যয় (গ) সমস্ত আয়ই হইল খাজনা

রেখাচিত্র ২৩.৫ : যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ও খাজনা

যে কোন একটি শ্রমের বাজারকে বিশ্লেষণ করিয়া 'অর্থনৈতিক খাজনা' ধারণাটির ব্যাখ্যা করা যায়। উপরের (ক) রেখাচিত্রে যোগান রেখাটি হইতে দেখা যাইতেছে যে মজুরির হার *OA* অপেক্ষা কম হইলে কেহই কাজ করিতে রাজী হইবেন না। অর্থাৎ এখানে *OA* হইল শ্রমের ন্যূনতম যোগান দাম বা সুযোগ ব্যয়। এখানে *OL* ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনা করা যাইতে পারে। শ্রমের যোগান রেখাটি হইতে দেখা যাইতেছে যে তিনি *LB* মজুরিতেই কাজ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বাজারে মজুরির হার হইল *LD* ( = *OC* )। অতএব, তাঁহার স্থানান্তর আয় (transfer earning) হইল *LB* এবং তিনি *BD*-এর মত উদ্বৃত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনা ( economic rent ) অর্জন করেন। কেবলমাত্র উপকরণটির প্রান্তিক একক ( অর্থাৎ শেষোক্ত শ্রমিকটি ) কোন খাজনা অর্জন করে না। কিন্তু শ্রমিকগোষ্ঠী যৌথভাবে *ACE* পরিমাণ মত খাজনা লাভ করে। ইহা হইল উপকরণটির প্রকৃত আয় $OCEQ_0$ এবং ইহার প্রত্যাশিত ন্যূনতম আয় ( minimum expected return ) $AEQ_0$-এর ব্যবধান মাত্র। অর্থাৎ $OCEQ_0$ হইল নিয়োগকারী $OQ_0$ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া যে মজুরি প্রদান করেন তাহার পরিমাণ। অপর দিকে তিনি যদি প্রতিটি শ্রমিকের সহিত স্বতন্ত্রভাবে চুক্তি করিতে পারিতেন তাহা

১. Economic rent refers to "every payment received by a factor of production over and above what is necessary to keep it in its present occupation." Derek Lobly : *Success in Economics*

হইলে তিনি মজুরি হিসাবে যাহা দিতেন তাহা হইত $OAEQ_0$। এই দুইটির মধ্যে ব্যবধানই হইল অর্থনৈতিক খাজনা।[১]

উপরের রেখাচিত্রটি হইতে ইহা পরিস্ফুট হয় যে কোন একটি উপকরণের মোট আয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক খাজনা ও স্থানান্তর আয়ের অনুপাত মূখ্যত নির্ভর করে উপকরণটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। ২৩.৫ (খ) রেখাচিত্রে একটি চূড়ান্ত অবস্থা দেখান হইয়াছে। এখানে উপকরণটির যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক বলিয়া ইহার উৎপাদকগণ $OA$ দামে উপকরণটির যতখুশী নিয়োগ করিতে পারেন কিন্তু ইহা অপেক্ষা সামান্য অল্প দামে এক এককও নিয়োগ করিতে পারিবেন না। যদি একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক সংঘের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করে যে ইহা একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করিবে তাহা হইলে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। এক্ষেত্রে মজুরির হার $OA$ অপেক্ষা কম হইলে কেহই কার্যে যোগদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের সমগ্র আয়ই হইল স্থানান্তর আয়। এক্ষেত্রে কোন উদ্বৃত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনার সৃষ্টি হয় না।

**একটি উদাহরণ :** ধরা যাউক একটি অর্থ-ব্যবস্থায় পাঁচজন শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রমিকের প্রত্যাশিত দৈনিক মজুরি হইল ৪ টাকা,[২] দ্বিতীয় শ্রমিকের ৫ টাকা, তৃতীয় শ্রমিকের ৬ টাকা, চতুর্থ শ্রমিকের ৮ টাকা এবং পঞ্চম শ্রমিকের ১০ টাকা। ধরা যাউক, এই শ্রমের বাজারে মজুরির হার হইল ১০ টাকা যাহা চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সকল শ্রমিককেই একই মজুরি দেওয়া হইবে। কারণ, এই মজুরিই হইল এই শ্রমের বাজার-দাম। এক্ষেত্রে মোট মজুরি হইল ৫×১০=৫০ টাকা। কিন্তু শ্রমিকদের হস্তান্তর বা সুযোগ-ব্যয় হইল ৪+৫+৬+৮+১০=৩৩ টাকা। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইল ১৭ টাকা। ইহাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা।

অপরদিকে ২৩.৫ (গ) রেখাচিত্রটিতে আর একটি চূড়ান্ত অবস্থা দেখান হইয়াছে। এখানে উপকরণটির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক ; অর্থাৎ উহার ক্ষেত্রে যে কোন দামই প্রদান করা হউক না কেন উহার যোগানের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিবে। এক্ষেত্রে দামের হ্রাসবৃদ্ধিতে যোগান মোটেই সাড়া দেয় না। এমনকি যদি উপকরণটির আয় ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া অবশেষে শূন্য হয় তাহা হইলেও উপকরণটি ইহার বর্তমান কার্যক্ষেত্র বা পেশা পরিত্যাগ করিবে না, কারণ ইহার ক্ষেত্রে কোন বিকল্প নাই। এই অবস্থায় সমস্ত আয়ই হইল অর্থনৈতিক খাজনা কারণ স্থানান্তর আয় বলিয়া কিছু নাই। অবশ্য তত্ত্বের দিক দিয়া এইরূপ একটি উপকরণের কথা চিন্তা করা সম্ভব হইলেও বাস্তব জগতে এইরূপ উপকরণ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত দেখা যায় যে মোটামুটিভাবে সকল উপকরণের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু বিকল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।

পরিশেষে ২৩.৫ (ক) রেখাচিত্রটিতে এই দুইটি চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যবর্তী সকল অবস্থাকেই দেখান হইয়াছে। অধিকাংশ উপকরণের ক্ষেত্রে আমরা ঊর্ধ্বমুখী যোগান রেখা এবং নিম্নমুখী চাহিদা রেখা দেখিতে পাই। এক্ষেত্রে উপকরণের আয়ের একটি অংশ হইল স্থানান্তর আয় এবং অপর একটি অংশ হইল অর্থনৈতিক খাজনা। ইহার কারণ এক্ষেত্রে যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক বা সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক কোনটিই নহে। যোগান রেখাটি যতই অস্থিতিস্থাপক হইবে স্থানান্তর ব্যয়ের পরিমাণ ততই হ্রাস পাইবে এবং অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই হইল খাজনা নির্ধারণ ব্যাপারে আধুনিক তত্ত্বের মূল কথা।

---

১. "Economic rent represents the difference between what the employer actually pays for the labour he employs and what he would have paid had he been able to negotiate with each employee separately." D. Lobley

২. অর্থাৎ, প্রথম শ্রমিকটি দৈনিক ৪ টাকা মজুরিতে কাজ করিতে ইচ্ছুক। ইহাকে শ্রমের সংরক্ষণ-মূল্য ( reservation price ) বলা হয়। মজুরির হার ইহা অপেক্ষা কম হইলে কেহই কাজ করিতে ইচ্ছুক হইবে না।

অতএব খাজনার দুইটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের ( essential characteristics ) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(ক) প্রথমত, যে উপকরণসমূহের মালিকগণ খাজনা লাভ করেন সেগুলিকে খাজনা প্রদান করা হউক বা না হউক উহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে। সুতরাং উহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্ম খাজনা প্রদান করা কোন প্রয়োজনীয় শর্ত ( necessary condition ) নহে।

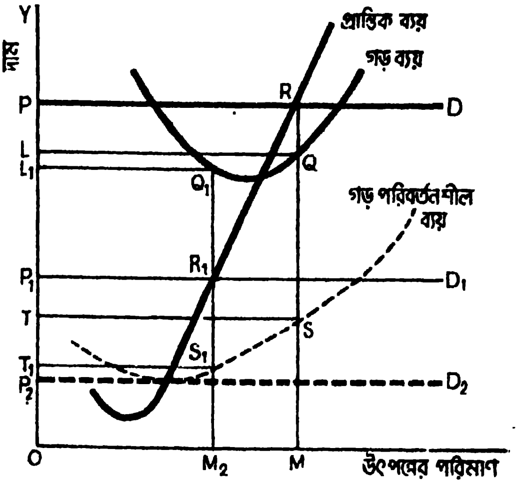
(খ) দ্বিতীয়ত, দুইটি কারণে খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়: (১) উপকরণটি মোট যোগানের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং (২) উপকরণটির যোগান দাম বৃদ্ধিতে মোটেই সাড়া দেয় না।

## ২৩.১৩ অপূর্ণাংগ খাজনা ( Quasi-Rent )

এ পর্যন্ত আমাদের মূল অনুমান ছিল এই যে একটি উপকরণ যাহার যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হয় তাহার যোগান দীর্ঘকালেও অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে এমন কতকগুলি উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায় যাহাদের যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হইলেও দীর্ঘকালে স্থিতিস্থাপক হয়। অধ্যাপক মার্শালের ধারণা অনুসারে এই সকল উপকরণ হইল যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ যাহা মানুষ তৈয়ার করে। জমির মত ইহাদের যোগান সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট নয়। এই কারণে ইহাদের ব্যবহারের জন্ম যে দাম দিতে হয় তাহাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলিয়া অভিহিত করা যায় না। তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে স্বল্পকালে ইহাদের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব নয়, কারণ ব্যবহারের দিক দিয়া এগুলি হইল আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী এবং এগুলিকে প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট সময় লাগে। সুতরাং বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া ইহাদের আয়ে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। এই কারণে ইহাদের আয়কে উন্মুক্ত বা ভাসমান মূলধনের ( free or floating capital ) সুদ বলিয়া গণ্য করা যায় না। বরঞ্চ ইহা হইল এক ধরনের খাজনা। মার্শাল যন্ত্রপাতি হইতে অর্জিত আয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং এই আয়কেই 'অপূর্ণাংগ খাজনা' অ্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য কখনই পরিষ্কারভাবে শব্দটির সংজ্ঞা দেন নাই বা শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেন নাই। তবে আমরা ধারণাটিকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে পারি।

ধরা যাউক, একজন উদ্যোক্তা বাৎসরিক চুক্তি অনুসারে একটি মেসিন ভাড়া করেন এবং প্রতি সপ্তাহে ইহার ব্যবহারের জন্ম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খাজনা হিসাবে প্রদান করেন। এখন অন্যান্য পরিবর্তনশীল উপকরণগুলির ( যেমন—জমি, কাঁচামাল ইত্যাদি ) সহিত মেসিনটি ব্যবহার করিয়া তিনি মুনাফা অর্জন করেন। এই মুনাফার পরিমাণ বাজারের চাহিদার অবস্থা এবং উপকরণের উপর ব্যয়ের—যেমন মজুরী—হ্রাসবৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত হয়। যদি এই উদ্যোক্তা মাত্র একটি স্থির উপকরণ (মেসিন) এবং একটি পরিবর্তনশীল উপকরণ (শ্রম) ব্যবহার করেন তাহা হইলে তাঁহার বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে মজুরি বাবদ ব্যয় বাদ দিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহা মেসিনটি দ্বারা অর্জিত আয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই শেষোক্ত আয়কেই অপূর্ণাংগ খাজনা ( quasi-rent ) বলা হয়। এখন এই অপূর্ণাংগ খাজনা এই মেসিনটির সাপ্তাহিক খাজনা হইতে কম, ইহার সমান অথবা ইহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে। নিম্নের রেখাচিত্রটিতে ধারণাটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শুরুতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা বা গড় আয় রেখা হইল *PB*। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক মোট মজুরী হইল *OMST*; মেসিনটির সাপ্তাহিক খাজনা হইল *LQST*; এবং অপূর্ণাংগ খাজনা হইল *PRST*। এই অবস্থায় উদ্যোক্তাটি খুবই ভাল ব্যবসা করিতেছেন। তিনি অস্বাভাবিক উচ্চ হারে মুনাফা অর্জন করিতেছেন অথবা স্বল্পকালে অস্বাভাবিক উচ্চহারে অপূর্ণাংগ খাজনা লাভ করিতেছেন। মেসিনটির খাজনা দেওয়ার পরও তাঁহার নিকট উদ্বৃত্ত হিসাবে কিছু পড়িয়া থাকে। কেবলমাত্র দীর্ঘকালেই মেসিনের সংখ্যা বা মোট যোগান বৃদ্ধি করা যায় এবং এই অস্বাভাবিক উচ্চ অপূর্ণাংগ খাজনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়। যদি স্বল্পকালে তাঁহার উৎপন্নের চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলে তাঁহার চাহিদা রেখা *PD* হইতে নিম্নে স্থান পরিবর্তন করিয়া $P_1D_1$ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা সত্ত্বেও মেসিনটি $P_1R_1S_1T_1$-এর

মত অপূর্ণাংগ খাজনা অর্জন করিবে। কিন্তু ইহা সাপ্তাহিক খাজনা $L_1Q_1S_1T_1$ ( $=LQST$ ) অপেক্ষা কম হইবে। এই অবস্থায় অপূর্ণাংগ খাজনা অস্বাভাবিকভাবে কম হইবে এবং ইহা মেসিনেরজন্য খাজনা দেওয়ার পক্ষে মোটে পর্যাপ্ত হইবে না। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে দীর্ঘকালে অবশ্য মেসিনের সংখ্যা বা মোট যোগান হ্রাস পাইবে এবং অপূর্ণাংগ খাজনা স্বাভাবিক স্তরে ফিরিয়া আসিবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে চাহিদা যদি আরও হ্রাস পায় তাহা হইলে অপূর্ণাংগ খাজনা শূন্য হইয়া দাঁড়াইবে। যদি চাহিদা রেখা $P_2D_2$ হয় তাহা হইলে ইহা ঘটিবে। আর যদি চাহিদা রেখা $P_2D_2$-এরও নিম্নে অবস্থান করে তাহা হইলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে কারবার গুটাইয়া লইয়াই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহার কারণ মোট আয় মোট বিক্রয়লব্ধ আয় মজুরি ( যাহা এখানে মোট পরিবর্তন ব্যয়-এর সহিত সমান ) প্রদানের পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখিয়াছি যে এইরূপ অবস্থায় সাময়িকভাবে ব্যবসায় বন্ধ করিয়াই একমাত্র লোকসানকে ন্যূনতম করা যায়। উল্লেখ করা যায় যে এই অনুমান অনুসারে অপূর্ণাংগ খাজনা কখনই ঋণাত্মক হইতে পারে না।




রেখাচিত্র ২৩.৬ : অপূর্ণাংগ খাজনা

## ২৩.১৪ যোগ্যতাজনিত খাজনা ( Rent of Ability )

আমরা দেখিয়াছি যে জমি হইতে খাজনার উৎপত্তি হয়, কারণ উপকরণ হিসাবে ইহার যোগান দামের হ্রাসবৃদ্ধিতে সাড়া দেয় না। অবশ্য বাস্তব জগতে অন্যান্য বহুসংখ্যক উপকরণ আছে যেগুলিকে ইচ্ছামত সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং এই সকল উপকরণের যোগান দামের হ্রাসবৃদ্ধিতে মোটেই সাড়া দেয় না। এই সকল উপকরণই খাজনা অর্জন করিয়া থাকে। এবং খাজনা-সম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখিয়াছি যে খাজনা হইল একটি উপকরণের ( যাহার যোগান অস্থিতিস্থাপক ) প্রকৃত আয় এবং ইহার স্থানান্তর আয়ের ব্যবধান মাত্র। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা বা মানুষের প্রতিভাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা যায় না। ইচ্ছা করিলেই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আর একজন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করিতে পারে না। ফিল্মের জগতে আর একজন উত্তমকুমার বা অমিতাভ বচ্চনের কথা বা গানের জগতে আর একজন মহম্মদ রফি বা মুকেশের কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি না। একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি একটি এমন জিনিসের ধারক বা অধিকারী যাহা অধিক দাম দিলেই পাওয়া যায় না। এই প্রতিভা বা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা জন্মগ্রহণ করে। এমন কি সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রদান করিয়াও ইহাকে সৃষ্টি করা যায় না। অবশ্য সময়ের ব্যবধানে প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের যোগানের ক্ষেত্রে কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ইহা দামের পরিবর্তনে মোটেই সাড়া দেয় না। সুতরাং খাজনার দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার যোগান হইল দামের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। এই ক্ষমতা ( ability ) সাধারণ (general) বা বিশেষ (specific) উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। যদি এই দক্ষতা একটি বিশেষ ধরনের একটি পেশার ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহার ধারক এই পেশা হইতে বহুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইবেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন দক্ষ সেতার শিল্পীর কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। তিনি যদি সেতার বাজাইয়া সপ্তাহে ২000 টাকা রোজগার করেন এবং তাঁহার অন্য কোন পেশা হইতে কোন কিছু রোজগারের ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে তাঁহার এই আয়কে প্রকৃত অর্থনৈতিক খাজনার অংশীভূত করিতে হইবে। ইহা হইল সম্পূর্ণভাবে বিশেষ একটি প্রতিভার বাজার দাম মাত্র।

অবশ্য সেতার-শিল্পীর প্রতিভা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ নাও থাকিতে পারে। হয়ত তাঁহার পক্ষে অন্য একটি পেশায় নিযুক্ত থাকিয়া সপ্তাহে ৪০০ টাকা উপার্জন করা সম্ভব। সুতরাং স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি তিনি সপ্তাহে ২০০০ টাকা রোজগার করেন তাহা হইলে তাঁহার উদ্বৃত্ত আয় বা যোগ্যতাজনিত খাজনা হইল ১৬০০ টাকা। অপর একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই প্রসংগে সুনীল গাভাস্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি যদি ক্রিকেট না খেলিয়া কেবলমাত্র একটি সাধারণ চাকুরি করিতেন তাহা হইলে হয়ত মাসে ২০০০ টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। সুতরাং ইহাই হইল তাঁহার সুযোগ ব্যয়। যদি বর্তমানে তাঁহার মাসিক আয় ২০,০০০ টাকা হয় তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বা ১৮,০০০ টাকা হইল তাঁহার উদ্বৃত্ত আয়। সাধারণত একজন খেলোয়ার অপেক্ষা তাঁহার দক্ষতা অধিক বলিয়াই তিনি এই অতিরিক্ত অর্থ আয় করেন। ইহাকেই যোগ্যতাজনিত খাজনা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। সাধারণত বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এই ধরনের খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এন. এ. পাল্কিওয়ালার সংগে অপর কোন আইনজীবীর তুলনাই করা যায় না। তিনি অন্যান্য আইনজীবীগণ অপেক্ষা অধিক দক্ষতাসম্পন্ন বলিয়াই বহুল পরিমাণ অর্থ আয় করেন। এই আয়ের একটি মূল উপাদান হইল যোগ্যতাজনিত খাজনা। মূলত এই কারণেই শহরের সর্বাধিক খ্যাতনামা ডাক্তার বা উকিলের ফি ঐ একই পেশায় নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক হয়।[১]

**অন্যান্য উপকরণের আয়ের মধ্যে খাজনার উপাদান ( Rent Element in Other Factor Incomes )**

আমরা দেখিয়াছি যে খাজনা-তত্ত্বটিকে এমনভাবে সার্বজনীন করা যায় যে ইহাকে সমস্ত উপকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। অবশ্য সাধারণত অনুমান করা হয় যে খাজনা শব্দটি কোন কোন ভাবে জমির সহিত অদ্ভুতভাবে বা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এই অনুমানের কারণ হইল জমি হইল একমাত্র 'মৌলিক উপকরণ' ( original factor of production ), কারণ দাম বৃদ্ধি করিয়া ইহার যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। আবার ইহা অনুমান করা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত যে আজিকার দিনে মজুরি এবং জন্মের হারের মধ্যে সম্পর্ক উনবিংশ শতাব্দীতে যতটা ঘনিষ্ঠ ছিল এখন ততটা নহে। ইহা মানিয়া লওয়া কঠিন যে জমি হইল একমাত্র উপকরণ যাহাকে 'প্রকৃতির দান' বলিয়া গণ্য করা যায় এবং যাহার দাম বৃদ্ধি করিয়া যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। তৎসত্ত্বেও বলা যায় জমিই হইল একমাত্র উপকরণ যাহার মোট যোগান ইহার দাম ও অন্যান্য চলের পরিবর্তনে কোন সাড়া দেয় না—অর্থাৎ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। সুতরাং সমগ্র সমাজের দিক দিয়া জমির আয় হইল সম্পূর্ণভাবে উদ্বৃত্ত। সুতরাং জমির খাজনাকে অন্যান্য উপকরণের খাজনা হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই কারণেই জমির খাজনাকে বর্ণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক মার্শাল বলেন, "জমির খাজনা এক বৃহৎগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শ্রেণী।"[২]

**সংক্ষিপ্তসার**

১. খাজনা বলিতে অর্থবিদ্যায় উৎপাদকের উদ্বৃত্তকেই বুঝায়।

২. খাজনা সম্পর্কে ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্বটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দুইটি কারণের খাজনার উৎপত্তি হয়: (ক) জমির অপ্রাচুর্যতা এবং (খ) বিভিন্ন শ্রেণীর জমির উৎপাদনশীলতার মধ্যে পার্থক্য। সুতরাং জমির উপর কর বসান হইলে ইহার যোগান হ্রাস পাইবে না।

৩. খাজনার সহিত দামের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। খাজনা দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

---

১. R. Wonnacott and T. Wonnacott : *Economics* ( 2nd edn., McGraw-Hill )

২. "The rent of land is the leading species of a large genus." A. Marshall

৪. খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল এই যে যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার জন্যই খাজনার সৃষ্টি হয়। সুতরাং জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল উপকরণের ক্ষেত্রেই খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক খাজনা হইল একটি উপকরণের মোট আয় এবং ইহার সুযোগ ব্যয়ের ব্যবধান মাত্র।

৫. মজুরীর মধ্যেও খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া। প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বিশেষ দক্ষতার জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ আয় করেন তাহাকে যোগ্যতাজনিত খাজনা আখ্যা দেওয়া হয়।

৬. অধ্যাপক মার্শাল অপূর্ণাংগ খাজনার ধারণাটি প্রবর্তন করেন। সাধারণত যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য কতকগুলি মূলধন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের খাজনার সৃষ্টি হয়। এই সকল উপকরণের যোগান স্বল্পকালে নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া ইহাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই ইহাদের দামও বৃদ্ধি পায়। ফলে ইহাদের মালিকগণ অতিরিক্ত-অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হন। তবে দীর্ঘকালে যোগান ক্রমাগত স্থিতিস্থাপক হইতে থাকে বলিয়া এই উদ্বৃত্ত আয় হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে শূন্যে পরিণত হয়। এই কারণে এই ধরনের স্বল্পকালীন উদ্বৃত্তকে অপূর্ণাংগ খাজনা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

## প্রশ্নাবলী

১. খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক লইয়া আলোচনা কর। খাজনা কি ঋণাত্মক হইতে পারে?
[ C. U. B. Com. (H) 1985 ]

২. (ক) উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপকতার দরুন যে যে খাজনার উদ্ভূত হয় তাহা দেখাও।
(খ) এই প্রসংগে খাজনা ও অপূর্ণাংগ খাজনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
[ C. U. B. Com. (H) 1981 (suppl.) ]

৩. "পার্থক্যজনিত খাজনাতত্ত্ব উৎপাদনশীল উপকরণসমূহের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সাধারণ দাম-হাঁকাহাঁকি তত্ত্বের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র।" ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. Com. (H) 1980 ]

৪. জমি ব্যতীত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যেও যে খাজনা থাকিতে পারে তাহা দেখাও।
[ C. U. B. A. 1981 ]

৫. কোন উৎপাদনের উপাদান তাহার স্থানান্তর আয়ের উপর উদ্বৃত্ত যে আয় করে তাহাই তাহার অর্থনৈতিক খাজনা। এই বিবৃতিটি বুঝাইয়া দাও। স্থানান্তর আয়ের ধারণার ভিত্তিতে শ্রম, মূলধন ও জমি, এই সকল উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত দাও। [ C. U. B. A. 1983 ]

৬. খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা কর। [ C. U. B. Com. 1985 ]

৭. খাজনা নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। খাজনা কি দাম দ্বারা নির্ধারিত হয় অথবা দামের নির্ধারক?
[ B. U. B. A. 1984 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. H. G. Johnson : *The Theory of Income Distribution* ( Gray Mills, London, 1972 )
2. R. Stonier and D. C. Hague : *A Textbook of Economic Theory* ( ELBS, 5th edn. 1983)
3. G. F. Stanlake : *First Economics* ( Longman, 1982 )
4. Daniel Fusfeld : *Economics* ( 2nd edn. )
5. R. Wonnacott : *Economics* ( 2nd edn., McGraw-Hill )

২৪

# সুদ ও মূলধনের উপর প্রতিদান
## ( Interest and the Return on Capital )

*1. "The most heated sort ( a retail trade ), and with the greatest reason, is usury, which makes a gain out of money itself, and not from the natural object of it."* Aristotle ( 384-322 B. C. ) : *Politics*

2. *"Waiting necessarity commands a price."* Gustav Cassel

### ২৪.১ পশ্চাৎপট ( Background )

যে কোন উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজন হয় মূলধনের। যাঁহারা ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া সঞ্চয় করেন এবং মূলধনের বিকল্প ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যে মূলধন সরবরাহ করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন। এই পাওনাই হইল সুদ। সুদ কেবলমাত্র অর্থ লগ্নী করিবার জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যে দাম দেয় তাহা নহে। ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ প্রদানের জন্য আমানত সংগ্রহ করিতে হয়। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহের জন্য যে দাম বা মূল্য দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলে। আবার এই আমানতকে উচ্চ সুদে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট ঋণ দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা সাধারণত দুই প্রকার সুদের হার দেখিতে পাই—সঞ্চয়ীরা যে সুদে ব্যাংকে টাকা রাখেন এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যে সুদে টাকা লগ্নী করেন। বস্তুত, একটি বিশেষ সময়ে বহুবিধ সুদের হার দেখিতে পাওয়া যায়। এই হারগুলি নানাবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন—ঋণের পরিমাণ, ঋণের সময়, বিনিয়োগের ঝুঁকি এবং ঋণগ্রহণকারীর নির্ভরযোগ্যতা ( reliability )।

### ২৪.২ সুদের কার্যাবলী ( Functions of Interest )

যে কোন অর্থ-ব্যবস্থায় সুদ তিনটি মূল কার্য সম্পাদন করে :

(১) প্রথমত, ইহা ধনতান্ত্রিক এবং বৃত্তাকার ( capitalistic and roundabout ) উৎপাদন পদ্ধতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে।

(২) দ্বিতীয়ত, ইহা বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে সমাজের অপ্রচুর মূলধন রেশন করিয়া দেয় এবং মূলধনের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) তৃতীয়ত, ইহা অর্থ সঞ্চয় ও অর্থ ঋণ প্রদানে সহায়তা করে। সুদ হইল অর্থ সঞ্চয়কারীদের পুরস্কার মাত্র।[১]

### ২৪.৩ সংজ্ঞা ( Definition )

সুদ হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মূলধন ব্যবহার করিবার দাম। উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধন যে ভূমিকা গ্রহণ করে ইহা তাহারই প্রতিদান মাত্র।[২] এই প্রসংগে মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে।

### মোট ও নীট সুদ ( Gross and Net Interest )

মোট সুদ বলিতে আমরা অর্থ ঋণদানের মোট পুরস্কারকেই বুঝি। ইহার নিম্নলিখিত উপকরণগুলি চোখে পড়ে :

---

১. "It promotes, and rewards the saving and lending of a part of the community's wealth." L. B. Curzon

২. "Interest is the price paid for the use of loan capital for a certain period of time. It is the return to capital for the part it play in production." L. B. Curzon

**(১) ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা ( Insurance against risk ) :** অনেক ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া যে সকল ঋণ প্রদানের শর্ত হিসাবে কোন কিছু জমা ( security ) হিসাবে রাখা হয় না সে সকল ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার সাধারণত অত্যাধিক হয়। কারণ, এক্ষেত্রে অর্থ ফিরিয়া না পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

**(২) অসুবিধার জন্য প্রদেয় অর্থ ( Payment for inconvenience ) :** সাধারণত দেখা যায় যে ঋণ প্রদানকারীকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে যতই অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় সুদের হার ততই অধিক হয়।

**(৩) সেবা প্রদানের জন্য অর্থ ( Payment for services ) :** ঋণ সংক্রান্ত লেনদেন এবং ঋণ পরিচালনা করিতে হইলে নানাবিধ কাগজপত্র সই করিতে হয় ও হিসাবনিকাস রাখিতে হয়। এই সকল কার্যকলাপের জন্যও কিছু অর্থ ব্যয় হয়।

**(৪) নীট সুদ ( Net interest ) :** মোট সুদ হইতে উপরি-উক্ত তিনটি বিষয় বাদ দিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকেই নীট সুদ বলা হয়।

## ২৪.৪ সুদ সংক্রান্ত প্রাচীন তত্ত্বসমূহ ( EARLY THEORIES OF INTEREST )

সুদের প্রকৃতি ও সুদের হারকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বহুবিধ তত্ত্ব পেশ করা হইয়াছে। আমরা সুরুতে নিম্নলিখিত প্রাচীন তত্ত্বগুলির কথা উল্লেখ করিব।

### ১। উৎপাদনশীল তত্ত্ব ( The Productivity Theory )

জমি চাষ করিয়া যেরূপ শস্য উৎপাদন করা যায় সেরূপ মূলধন ব্যবহার করিয়া বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করা যায় বলিয়া মূলধন ব্যবহার করিতে হইলে সুদ দিতে হয়। যদি মূলধন উৎপাদনশীল না হইত তাহা হইলে কেহই মূলধন ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইত না। ফলে সুদের হার শূন্য হইত। অবশ্য এই তত্ত্বের দুইটি ত্রুটি আছে :

(১) অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে—যেমন ভোগ-ব্যয়ের জন্য—যে সুদ দেওয়া হয় এই তত্ত্বে তাহার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

(২) ইহা মূলধনের চাহিদার দিক হইতেই সুদকে ব্যাখ্যা করে। ইহা মূলধনের যোগানের দিকটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ, কি কারণে মূলধনের চাহিদা সৃষ্টি হয় ইহা তাহার ব্যাখ্যা করে। মূলধন কেন সরবরাহ করা হয় এই তত্ত্বে তাহার কোন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

### ২। বিরত থাকা তত্ত্ব ( The Abstinence Theory )

এই তত্ত্ব অনুসারে সুদ হইল বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকার পুরস্কার। মূলধন গঠনের জন্য সঞ্চয় করিতে হইলে বর্তমান ভোগ কমাইতে হয়। ইহার জন্য জনসাধারণকে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় সুদ তাহারই ক্ষতিপূরণ মাত্র। এই তত্ত্বের নিম্নলিখিত দুইটি ত্রুটি আছে :

(ক) ইহা মূলধনের উৎপাদনশীলতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

(খ) এই তত্ত্ব অনুসারে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকাকে একটি উৎপাদনশীল কার্য বলিয়া গণ্য করা যদিও ইহা হইল একটি অনুৎপাদনশীল কার্য।

### ৩। ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ( The Classical Theory )

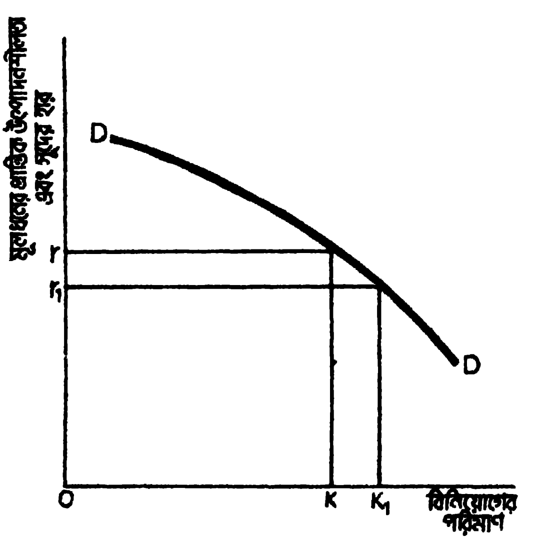
ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ টাকাকড়িকে বিনিময়ের মাধ্যম ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতেন না। তাঁহাদের মতে লোকে যদি টাকাকড়ি দিয়া প্রকৃত সম্পদ ( real assets ) ক্রয় করিতে চায় তবেই তাহারা সুদ দিতে প্রস্তুত থাকিবে। টাকাকড়ির কোন প্রত্যক্ষ চাহিদা নাই। টাকাকড়ির চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা। অর্থের ভাণ্ডারের চাহিদা ( the demand for funds ) সৃষ্টি হয় মূলত মূলধন দ্রব্যের চাহিদা হইতে।

অনুরূপভাবে ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের ( loanable funds ) যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর। সঞ্চয় সরবরাহ করিতে হইলে ভোক্তাদের বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়।[১] সুতরাং অর্থভাণ্ডারের যোগান অবশ্যই ভোক্তাদের বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকার ইচ্ছাকেই প্রকাশ করে।

## মূলধনের চাহিদা ( The demand for capital )

যেহেতু মূলধন উৎপাদনশীল সেহেতু ইহার চাহিদা আছে। মূলধন ব্যবহার করিয়া ভবিষ্যৎ উৎপন্নকে বৃদ্ধি করা যায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মুনাফা লাভের আশায় বিনিয়োগ ( বা মূলধন সৃষ্টি ) করে। তাহারা পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করে যে এই নূতন মূলধন ইহার কার্যকরী জীবনকাল ধরিয়া যে প্রতিদান দিবে বা অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি করিবে তাহা ইহার ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে। এই ব্যয় বলিতে ইহাকে ক্রয় করিবার ও রক্ষা করিবার ব্যয়কেই বুঝায়। এই বিনিয়োগকারী ফার্ম প্রথমে মূলধন প্রয়োগ করিয়া যে অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে তাহা হইতে যে অতিরিক্ত নীট মুনাফা অর্জন করিবে তাহার পরিমাপ করিবে। ইহার পর এই প্রত্যাশিত বাৎসরিক আয়কে প্রাথমিক স্তরের মূলধনের ( initial capital ) শতকরা ভাগ হিসাবে প্রকাশ করিবে। এই শতকার প্রতিদানই ( yield ) হইল মূলধনের উৎপাদনশীলতা। আমরা মূলধনের উৎপাদনশীলতাকে এইভাবে প্রকাশ করি, কারণ একমাত্র এই পদ্ধতি দ্বারা আমরা বিভিন্ন শিল্পে মূলধনের উৎপাদনশীলতাকে তুলনা করিতে পারি। যদি রসায়ন শিল্পে এক একক অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করিলে প্রত্যাশিত প্রতিদানের বাৎসরিক হার ২০ শতাংশ হয় এবং চিনি শিল্পে এই প্রতিদানের হার মাত্র ১৫ শতাংশ হয় তাহা হইলে মূলধন চিনি শিল্পের পরিবর্তে রসায়ন শিল্পে নিয়োজিত হইবে।

যদি আমরা অনুমান করি যে স্বল্পকালে অন্যান্য উপকরণের যোগান অপরিবর্তিত রাখিয়া শুধুমাত্র মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করা হইতেছে অথবা অন্যান্য উপকরণের তুলনায় অধিক পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করা হইতেছে তাহা হইলে মূলধনের প্রতিদান হ্রাস পাইবে। অন্যান্য উপকরণের মত মূলধনও ক্রমহ্রাস প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বিধি মানিয়া চলে। এই কারণে শ্রমের মত মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নামিয়া যাইবে।




রেখাচিত্র ২৪.১ : মূলধনের চাহিদা ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে *DD* রেখাটি দ্বারা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দেখান হইয়াছে। ইহা দ্বারা একটি ফার্মের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে নীট মুনাফা লাভের সম্ভাবনা কিরূপ বৃদ্ধি পায় তাহা দেখান হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নী করিয়াই মূলধন দ্রব্য ক্রয় করা হয় বলিয়া সুদের হারকেই অর্থ লগ্নী করিবার ব্যয় (the cost of borrowing money) বা মূলধনের দাম (the price of capital) বলিয়া ধরা হইয়াছে। এখানে আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে একটি ফার্ম এককভাবে বাজারের সুদের হারকে পরিবর্তন করিতে পারে না। এই কারণে ২৪.১ রেখাচিত্রে মূলধনের দামকে একটি

---

১. "The supply of funds available to borrowers must represent the willingness to foreg the goods which that money could buy." G. F. Stanlake : *Introductory Economics*

একটি অনুভূমিক রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। একজন উদ্যোক্তা ততক্ষণ পর্যন্ত অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্নের বাজার দাম ( value of its marginal product ) সুদের হারের সহিত সমান হয়। এই রেখাচিত্রে যখন সুদের হার হইল *or*, তখন ফার্মটি ইহার মূলধনের পরিমাণ ( stock of capital ) *OK* পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ইহার পর অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করা হইলে ফার্মটির মুনাফা হ্রাস পাইবে, কারণ মূলধন-দ্রব্যটি ক্রয় করিবার ব্যয়—অর্থাৎ ইহার উপর প্রদেয় সুদ—অতিরিক্ত মূলধনের প্রত্যাশিত বাৎসরিক প্রতিদান অপেক্ষা অধিক হইবে। যদি সুদের হার হ্রাস পাইয়া $OR_1$ হয় তাহা হইলে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া $OK_1$ হইবে। সুদের হার উচ্চ থাকাকালীন যে বিনিয়োগ প্রকল্পটি ( $KK_1$ ) গ্রহণ করিলে লোকসানের সম্ভাবনা দেখা দিত সেই প্রকল্পটি সুদের হার হ্রাস পাওয়া মাত্রই লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ইহাকে গ্রহণ করিলে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা আছে। অনুরূপভাবে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগ ( মূলধন ) দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইবে। ফার্ম অর্থ লগ্নী করুক অথবা নিজস্ব সঞ্চয় ব্যবহার করুক ইহাই ঘটিবে। উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার হইল বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় ( the opportunity cost of investment )। যখন একটি ফার্ম নিজস্ব সঞ্চয় দিয়া মূলধন ক্রয় করে তখন এই সঞ্চয় হইতে যে সুদ অর্জন করিতে পারিত তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়।

একটি বিশেষ দামে ( অর্থাৎ সুদের হারে ) কি পরিমাণ মূলধনের চাহিদা সৃষ্টি হইবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা রেখা তাহারই নির্দেশক। এই কারণেই ইহাকে মূলধনের চাহিদা রেখা ( the demand curve for capital ) বলা হয়। একটি মুনাফা সর্বাধিকিকারী ফার্ম ততক্ষণ পর্যন্ত অতিরিক্ত মূলধন প্রয়োগ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মূলধনের শেষ একক দ্বারা সৃষ্ট আয় উৎপন্ন ইহার উপর ব্যয়ের সমান হয়।[১] আর পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে মুনাফা তখনই সর্বাধিক হয় যখন নিম্নের শর্তটি পূরিত হয় :

মূলধনের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন=সুদের হার।

শ্রমের মত মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার দুইটি উপাদান আছে : (ক) মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ বা প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন ( marginal physical product ) এবং (খ) এই মূলধন ব্যবহার করিয়া যে দ্রব্যটি উৎপাদন করা হইয়াছে তাহার বাজার দাম। এই দুইটির মধ্যে যে কোনটির পরিবর্তন ঘটিলেই এই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা রেখাটি ( অর্থাৎ মূলধনের চাহিদা রেখাটি ) স্থান পরিবর্তন করিবে। কলাকৌশলগত উন্নতি অথবা দ্রব্যাদির চাহিদা ও দাম বৃদ্ধির ফলেও এই চাহিদা রেখাটি ডানদিকে সরিয়া যাইতে পারে। বিপরীতভাবে বলা যায় একটি দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পাইলে এই চাহিদা রেখাটি ভিতরের ( অর্থাৎ উৎসের ) দিকে সরিয়া আসিবে।

এই প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতেই মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার হিসাবনিকাশ করা হয়। মূলধনের একটি অতিরিক্ত এককের মুনাফা সম্ভাবনা বিচার করিবার প্রচেষ্টায় একজন ব্যবসায়ীকে অবশ্যই মূলধনটির প্রত্যাশিত জীবনকালের সব কয়টি বৎসরের বিক্রয়লব্ধ আয় ও উহার উপর ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করিতে হইবে। অর্থাৎ, যথাসম্ভব ভবিষ্যতের বহু বৎসরের সকল আয় ও ব্যয়কেই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহে কঠিন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি হইল মূলধন হইতে প্রত্যাশিত মুনাফা ( expected profitability of capital )। এই প্রত্যাশিত মুনাফা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কলাকৌশলগত সকল প্রকার উন্নতি বা পরিবর্তন দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইবে। এই কারণেই আমরা বেসরকারী বিনিয়োগকে অর্থ-ব্যবস্থায় একটি মোটামুটি অস্থির বা চঞ্চল উপাদান ( unstable element ) বলিয়া গণ্য করি।

---

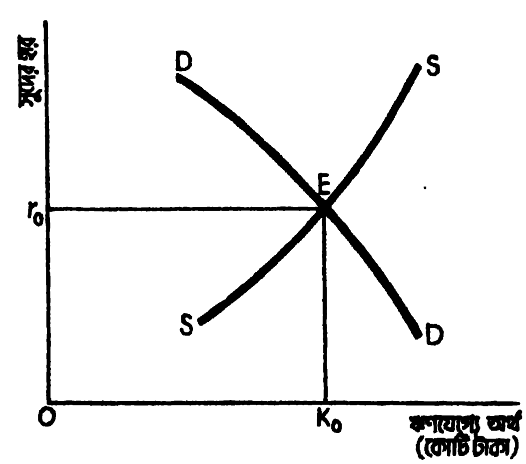
১. "It ( a firm ) will employ additional unit of capital up to the point where the last unit employed adds as much to revenue as it does to costs." Stanlake

## ঋণযোগ্য অর্থের যোগান ( The Supply of Funds )

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মত অনুসারে, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারক মূল বিষয় হইল সঞ্চয়ের চলতি হার। জনসাধারণ ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণ ভোগ করিবার আশায় বর্তমান ভোগ কিছুটা ত্যাগ করিতে পারে। সুদ হইল এই ত্যাগ স্বীকারের পুরস্কার। যেহেতু মানুষের বর্তমান পরিতৃপ্তিকে ভবিষ্যতের পরিতৃপ্তির প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেয় সেহেতু বর্তমান পরিতৃপ্তিকে ত্যাগ করিতে হইলে লোকে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত অর্থ লাভের আশা করে। এই অতিরিক্ত অর্থই হইল সুদ। অর্থাৎ, সকলের ক্ষেত্রে সময় পছন্দ (time preference) বলিয়া একটি জিনিস আছে। সময় পছন্দ বলিতে আমরা মানুষের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমান পরিতৃপ্তির আকর্ষণ বা আকাংক্ষাকেই বুঝি। একজনের সময় পছন্দ যতই অধিক বা তীব্র হইবে ইহাকে অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহাকে তত অধিক ভাবে প্ররোচিত করিতে হইবে। যদি তোমাকে আজকের ১০০ টাকা এবং এক বৎসর পরের ১১০ টাকা মধ্যে পছন্দ করিতে বলা হয় এবং তুমি যদি মনে কর যে এক বৎসর অপেক্ষা করার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১০ টাকা পর্যাপ্ত তাহা হইলে তোমার সময় পছন্দকে অতিক্রম করিতে হইলে তোমাকে ১০ শতাংশ সুদ দিতে হইবে। এই যুক্তি অনুসারে আমরা অনুমান করিতে পারি যে সুদের হার উচ্চ হইলে সঞ্চয়ের যোগানও অধিক হইবে। ইহার কারণ যখনই সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন যে সকল ব্যক্তির সময় পছন্দ খুবই তীব্র তাঁহাদের সঞ্চয়ে প্রণোদিত করা সম্ভব হয় এবং যাঁহারা পূর্ব হইতেই সঞ্চয় করিতেছেন তাঁহারা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে সঞ্চয়ের যোগান রেখা সাধারণত ঊর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ, ইহা বামদিক হইতে ডানদিকে উঠিয়া যায়।

## সুদের হার নির্ধারণ ( Determination of the Rate of Interest )

সুতরাং সুদের হার নির্ধারিত হয় ঋণযোগ্য অর্থের চাহিদা ( যাহা মূলধনের চাহিদা হইতে উদ্ভূত হয় ) এবং এই ধরনের অর্থের যোগান ( যাহা চলতি সঞ্চয় হইতে উদ্ভূত হয় ) এই দুইটি বিষয় দ্বারা। বিষয়টিকে নিম্নের রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।




রেখাচিত্র ২৬.২ : সুদের হার নির্ধারণ

## ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা ( Criticisms of the Classical Theory )

সুদের হার সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ব্যাখ্যাটি অতি সহজ কিন্তু ইহা মোটেই ত্রুটিমুক্ত নয়। বহু দিক হইতে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে।

**(১) ভোক্তার ঋণ ( Consumer credit ) :** ঋণের চাহিদা শুধুমাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের নূতন মূলধনের চাহিদা হইতেই উদ্ভূত হয় না। পরিবারগোষ্ঠীও অর্থ লগ্নী করিয়া থাকে। নূতন বাড়ী অথবা স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য—যেমন মোটর গাড়ী বা টেলিভিশন সেট ইত্যাদি—ক্রয় করিবার জন্য ভোক্তারা ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ—যেমন জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগ সংস্থা—হইতে অর্থ লগ্নী করিয়া থাকে। পুরাতন শেয়ার ও পুরাতন বাড়ী ক্রয় করিবার জন্যও ঋণের প্রয়োজন হয়। ইহা ব্যতীত সরকারও হইল ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের একটি বড় উত্তমর্ণ ( borrower )।

**(২) অর্থ-ব্যবস্থার সাধারণ অবস্থা ( The general condition of the economy ) :** দ্বিতীয়ত, মূলধনের চাহিদা শুধুমাত্র সুদের হারের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। ব্যবসায়ী শ্রেণীর আশা-প্রত্যাশাও মূলধনের চাহিদার উপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের স্তর বা অর্থ-ব্যবস্থার তেজি বা মন্দা ভাবের উপর ব্যবসায়ী শ্রেণীর আশা-প্রত্যাশা বহুলাংশে নির্ভর করে। যদি তাঁহারা মনে করেন যে অর্থ-ব্যবস্থায় খুব শীঘ্রই মন্দা দেখা দিবে তাহা হইলে সুদের হার স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। অপরদিকে অর্থ-ব্যবস্থায় যদি তেজী ভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে সুদের হার অধিক হওয়া সত্ত্বেও বিনিয়োগের পরিমাণ বা মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ব্যতীত দেশের মোট বিনিয়োগকার্যের একটি মোট অংশ সম্পাদিত হয় সরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা। সরকারী ক্ষেত্রে যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা যায় সেগুলি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদের হারের প্রভাব অতি সামান্য ( বা কিঞ্চিৎকর ) বলা চলে।

**(৩) সঞ্চয় ও ঋণের মধ্যে পার্থক্য ( Difference between saving and loan ) :** তৃতীয়ত, ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগান শুধুমাত্র বর্তমান সঞ্চয়ের স্তরের উপরই নির্ভর করে না। উপরন্তু, সঞ্চয়ের বর্তমান স্তর এবং ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের মোট যোগান মোটেই এক জিনিস নয়। সঞ্চয়ই ঋণদান সম্ভব করে কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে যাহাই সঞ্চিত হয় তাহাই ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়। বস্তুত, সুদের হার হইল অর্থ ঋণ প্রদানের পুরস্কার মাত্র, সঞ্চয়ের পুরস্কার নহে ( "The rate of interest is a reward for *lending* rather than saving." Stanlake )। লোকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে তাহারা তাহাদের সঞ্চয় হইতে ঋণ প্রদান করিবে। তাহারা ঋণ প্রদানে অনিচ্ছুক হইতে পারে এবং টাকা গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিতে পারে। উপরন্তু, ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগান শুধুমাত্র বর্তমান সঞ্চয়ের উপরই নির্ভর করে না। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবস্থাও আমানত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা ব্যতীত জনসাধারণ যদি তাহাদের আর্থিক সম্পদের পরিমাণ হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগান অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। ইহার অর্থ হইল এই যে বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

**(৪) সঞ্চয় ও সুদের হার ( Saving and the rate of interest ) :** পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, সঞ্চয়ের পরিমাণের সহিত সুদের হারের কোন প্রত্যক্ষ বা সহজ সম্পর্ক আছে কিনা সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত, সুদের হার যাহাই হউক না কেন বহু ব্যক্তিই স্বভাবের দরুনই সঞ্চয় করে। ইহা ব্যতীত লোকে যখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় হ্রাস পায়। যেমন, আমার উদ্দেশ্য হইতেছে প্রতি মাসে ১০ শতাংশ সরল সুদে ১০০ টাকা করিয়া সঞ্চয় করিয়া পাঁচ মাস পরে ৫৫০ টাকা দিয়া একটি সাইকেল কেনা। এখন যদি সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২০ ভাগ হয় তবে আমি প্রতি মাসে মাত্র ৯২ টাকার মত সঞ্চয় করিলেই নিজ লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব। ইহা ছাড়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরিবারগোষ্ঠীর মত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকারও অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে এই সকল বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই।

## ২৪.৫ নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল বা ঋণপ্রদানোপযোগী তহবিল তত্ত্ব (NEO-CLASSICAL OR LOANABLE FUNDS THEORY)

ঋণের দাম হইল সুদ। অর্থাৎ, ঋণপ্রদানের উপযোগী তহবিল ব্যবহারের দরুন যে-দাম দেওয়া হয় তাহাকেই সুদ বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১] সুতরাং জিনিসপত্রের দামের ন্যায়ই উহা নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা।

ঋণগ্রহীতাদের নিকট ঋণ-মূলধনের ( loan-capital ) উপযোগিতা আছে বলিয়াই উহার চাহিদা হয় এবং উহার জন্য সুদ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী শ্রেণী ঋণের জন্য সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে ঋণ-মূলধনকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করা যায় বলিয়া। অতিরিক্ত ঋণ-মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা পরিমাণ অতিরিক্ত আয় হইবে ততটা পরিমাণ পর্যন্তই সুদ দিতে সে রাজী থাকিবে। যেমন, অতিরিক্ত ১০০ টাকা ধার করিয়া যদি উৎপাদকের বৎসরে ৫ টাকা নীট অতিরিক্ত আয়-উৎপন্ন ( net revenue product ) হয়, তাহা হইলে সে ৫ টাকার অধিক সুদ দিতে রাজী হইবে না। সুতরাং সে যখন ঋণ-মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তখন সে দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখে : (১) অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন কত হইবে ? এবং (২) ঋণ-মূলধনের সুদ কত ? যেখানে ঋণ-মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও ঋণ-মূলধনের সুদ পরস্পরের সমান হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অধিকাংশ ফার্মই মূলধন কর্জ করিয়া বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। এই অর্থ সরবরাহ করে মূলত পরিবারগোষ্ঠী। সুতরাং ঋণযোগ্য অর্থের যোগান ও চাহিদা লইয়াই প্রথমে আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের চাহিদা ( The Demand for Loanable Funds )

অন্য যে-কোন বাজারের মত মূলধনের বাজারেরও দুইটি দিক আছে: চাহিদার দিক ও যোগানের দিক। এই বাজারের যোগানের দিকে আছে অধমর্ণগণ ( borrowers )। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিই মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় নানা ধরনের বিনিয়োগের জন্য মূলধন কর্জ করে বলিয়া মূলধনের চাহিদা সৃষ্টি হয়। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে ইহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর। অনুরূপভাবে, মূলধনের চাহিদাও ইহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ ইহার প্রান্তিক উৎপন্নের অর্থমূল্যকে যদি ইহার মোট আর্থিক মূল্যের ( বা বাজার দামের ) শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে আমরা যাহা পাই তাহাকে বিনিয়োগের প্রতিদান ( the rate of return from investment ) বলা হয়। উৎপাদনের অন্যান্য সকল উপকরণের চাহিদার মত মূলধনের চাহিদাও হইল উদ্ভূত চাহিদা।

যেহেতু মূলধনের বাজার হইতে আর্থিক মূলধন ( financial capital ) সংগ্রহ করিয়া ইহাকে প্রকৃত মূলধনে[২] ( real capital ) রূপান্তরিত করা হয় সেহেতু মূলধন দ্রব্যের চাহিদা হইতেই ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা সৃষ্টি হয়। বস্তুত, মূলধনের বাজার হইতে অর্থ লগ্নী করিয়াই নূতন বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। নিম্নের রেখাচিত্রে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদাকে ইহার প্রতিদান ও সুদের হারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। বস্তুত, সুদের বিভিন্ন হারে উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ কি পরিমাণ ঋণ-মূলধন নিয়োগ করিবে সেই হিসাব হইতেই উৎপাদকবিশেষের চাহিদা-সূচী বা চাহিদা রেখা পাওয়া যায়।

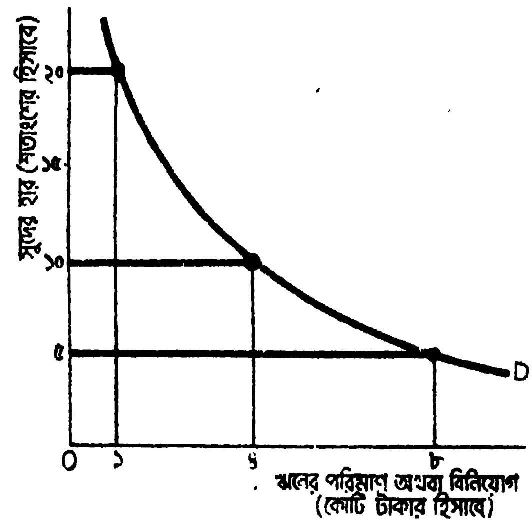
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যে সকল প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা লাভজনক হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করে কেবল সেগুলিকেই সনাক্ত করে। ইহার পর এগুলিকে প্রতিদানের হার অনুসারে তাহারা মানক্রমে সাজায়। অর্থাৎ, যে প্রকল্পটির প্রতিদানের হার সর্বাধিক সেটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যদি ফার্মগুলির পক্ষে বণ্ড বা ইকুইটি শেয়ার বিক্রয় করিয়া বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাহাদের অর্থের বাজার ( financial market ) হইতে অর্থ লগ্নী করিতে হয়।

---

১. "Interest is the price for the use of loanable funds."

২. এখানে প্রকৃত মূলধন বলিতে বাড়ীঘর, যন্ত্রপাতি, কারখানা ইত্যাদিকেই বুঝান হইয়াছে।

এই অনুমান অনুসারে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির ভিত্তিতেই নিম্নের রেখাচিত্রের ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা রেখাটিকেই অংকন করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে মাত্র কয়েকটি প্রকল্প হইতে ২০ শতাংশ প্রতিদান লাভ করা সম্ভব। যদি কেবল এই প্রকল্পগুলিকেই বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের চাহিদা হইবে ১ কোটি টাকা। যদি গ্রহণযোগ্য প্রতিদানের হার ২০ শতাংশ অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে অন্যান্য বহু প্রকল্পের কথাই বিবেচনা করা হইবে। যেমন ন্যূনতম প্রতিদানের হার ১০ শতাংশ হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা হইবে। প্রতিদানের ন্যূনতম প্রতিদানের হারকে হ্রাস করিয়া ৫ শতাংশ করা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৮ কোটি টাকা হইবে। অর্থাৎ, প্রতিদানের গ্রহণযোগ্য হারকে হ্রাস করা হইলে পূর্বে যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই এখন সেগুলি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে।



রেখাচিত্র ২৪.৩: ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের চাহিদা রেখা

যে কোন অর্থ-ব্যবস্থাতেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থ লগ্নী করিয়া বিনিয়োগের জন্য অর্থসংগ্রহ করে। ইহারাই মূলত ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের চাহিদা সৃষ্টি করে। ভোক্তারাও স্থায়ী দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য অর্থ লগ্নী করে। ইহা ব্যতীত সরকারও জনসাধারণের নিকট বণ্ড বিক্রয় করিয়া অর্থ লগ্নী করে। পরিবারগোষ্ঠী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণের চাহিদার সহিত সুদের হারের একটি বিপরীত সম্পর্ক রহিয়াছে। একমাত্র সুদের হার হ্রাস পাইলেই ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে অবশ্য ইহা পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ, সুদের হার হ্রাস পাইলে সরকারের ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন কথা নাই। তবে সাধারণত সুদের হার কম হইলেই বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলি (যেমন কলিকাতা করপোরেশন) অধিক পরিমাণে অর্থ লগ্নী করে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে ঋণযোগ্য তহবিলের এই তিনটি সূত্রকে একত্র করা হইলে ঋণের সম্মিলিত চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী হইবে। এখন ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগান লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

**ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগান ( The Supply of Loanable Funds )**

ব্যবসায়িক বিনিয়োগের স্তর মূলধন দ্রব্যের উপর অর্থ ব্যয় ও উহার বাজার দাম দ্বারা বহুলাংশে নির্ধারিত হয়। যেহেতু বহু প্রকার মূলধন দ্রব্যের যোগান রেখাগুলি ঊর্ধ্বমুখী হয়, সেহেতু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সময় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া ইহাদের বাজার দামও বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মন্দার সময় বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া মূলধন দ্রব্যের চাহিদা ও বাজার দাম উভয়ই হ্রাস পায়।

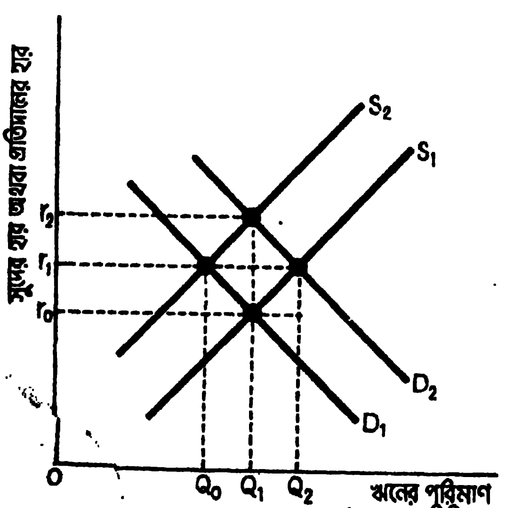
বস্তুত, বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে মূলধন দ্রব্যের উপর অর্থ ব্যয় বলিতে মূলত সুদের হারকেই বুঝান হয়। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগকারীর সুযোগ ব্যয়ও ( opportunity cost ) বৃদ্ধি পায়। যদি বিনিয়োগকারীদের নিকট বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ থাকে তাহা হইলে তাহারা সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে মূলধন দ্রব্য ক্রয় না করিয়া তাহারা নিজেরাই অর্থ ঋণ প্রদান করিতে পারে। যদি বিনিয়োগের জন্য তাহাদের অর্থ লগ্নী করিতে হয় তাহা হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ হ্রাস পায়। উপরের রেখাচিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যদি সুদের হার ৫ শতাংশ হয় তাহা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ কোটি টাকা হইবে।

এই বিনিয়োগের মধ্যে যে প্রকল্পগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে সেগুলির প্রত্যাশিত প্রতিদানের হার ( expected rates of return ) ৫ শতাংশ অপেক্ষা অধিক হইলেই একমাত্র এগুলি লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে প্রকল্পগুলির প্রতিদানের হার ৫ শতাংশ অপেক্ষা কম সেগুলি লাভজনক নহে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না। যখনই সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখনই বিনিয়োগের পরিমাণ ও ফলে ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের চাহিদা হ্রাস পায়, কারণ এই অবস্থায় মাত্র কয়েকটি প্রকল্পই লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

অপরদিকে ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগানের সহিত সুদের হারের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ফলে অন্যান্য দ্রব্যের যোগান রেখার মত ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগান রেখাও ইহার দামের পরিপ্রেক্ষিতে ঊর্ধ্বমুখী হয়। যাহারা ঋণের বাজারে অর্থ সরবরাহ করে তাহারা প্রতিদান হিসাবে সুদ পাইয়া থাকে। তাহারা যদি অর্থ সরবরাহ না করিত তাহা হইলে তাহারা এই অর্থ ব্যয় করিয়া বর্তমান ভোগের স্তরকে বৃদ্ধি করিতে পারিত। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে বর্তমান ভোগের সুযোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এই কারণে ভোগের পরিমাণ হ্রাস—অর্থাৎ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি—পায়। অর্থাৎ, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগান বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইচ্ছামত সুদের হারে পরিবর্তন ঘটাইয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি দ্বারা সৃষ্ট অর্থের বা ঋণের যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। এ সম্পর্কে পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

**সুদের হার নির্ধারণ ( Determination of Interest Rate )**

ঋণের বাজারে কিভাবে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় তাহা নিম্নের রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঋণের প্রাথমিক চাহিদা রেখাটি ( অর্থাৎ $D_1$ ) দ্বারা শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ভোক্তাগোষ্ঠী এবং সরকারের সম্মিলিত ঋণের চাহিদাকে দেখান হইয়াছে। ইহার নিম্নমুখী হইবার কারণ হইল এই যে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে বহুসংখ্যক প্রকল্পই লাভজনক বলিয়া মনে হয় না, এবং এগুলিকে পরিত্যাগ করা হয়। অপরদিকে ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের যোগান রেখাটির ঊর্ধ্বমুখী হইবার কারণ হইল এই যে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে পরিবারগোষ্ঠীর ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়[১] এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।




রেখাচিত্র ২৪.৪ : সুদের হার নির্ধারণ

ভারসাম্য স্তরে নূতন প্রকল্পের প্রতিদানের হার সুদের হারের সহিত সমান হয়।[২] অন্যান্য বাজারের মত এই বাজারেও চাহিদা ও যোগান রেখার ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারাই সুদের হার নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে রেখা দুইটির ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে $r_0$ হইল এই ভারসাম্য সুদের হার। ইহা মূলধনের প্রতিদানের সহিত সমান। এবং ঋণের ভারসাম্য পরিমাণ হইল $Q_1$। ধরা যাউক যে কোন কারণে নূতন মূলধন বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির প্রত্যাশিত উৎপাদনশীলতা এবং এগুলি হইতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে

১. ইহার কারণ বর্তমান ভোগের সুযোগ ব্যয় ( the opportunity cost of current consumption ) বৃদ্ধি পায়।

২. "In equilibrium, rates of return on new investments and interest rates are equal."
R. T. Byrne and C. W. Stone : *Economics* ( 1981 )

এবং ইহার চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে।[১] ফলে ঋণের পরিমাণ ও সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে $r_1$ এবং $Q_3$ হইয়া দাঁড়াইবে। অপরদিকে পরিবারগোষ্ঠি যদি বর্তমান ভোগ হ্রাস করিয়া অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করে তাহা হইলে ঋণযোগ্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে ঋণের যোগান বৃদ্ধি এবং সুদের হার হ্রাস পাইবে। উপরের রেখাচিত্রে ইহাও দেখান হইয়াছে।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় ভোক্তাগোষ্ঠীর যদি ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকে—অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যদি ইহা নিশ্চিত থাকে তাহা হইলে ইহার মজুত টাকাকড়ি নিষ্ক্রিয়ভাবে ধরিয়া রাখার প্রবণতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ, তাহারা অধিক পরিমাণে বণ্ড, শেয়ার ও অন্যান্য আর্থিক মূলধনে অর্থ বিনিয়োগ করে। সুতরাং পূর্বেকার নগদ জমা টাকাকড়ি যদি বাজারে আসে ( dishoarding ) তাহা হইলে ঋণের যোগান বৃদ্ধি ও সুদের হার হ্রাস পায়।[২]

মূল্যায়ন : ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের সমর্থনে বলা হয় যে ইহাতে সুদ নির্ধারণ সম্পর্কে ব্যাপক চিত্র পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণের যোগান, পূর্বেকার জমা টাকাকড়ির যোগান এবং ভোগের জন্য ঋণের চাহিদার প্রভাবকেও বিচার করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তত্ত্বটির ত্রুটি প্রদর্শন করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ ও ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণের মোট যোগান বা ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ তিনটি বিষয় লইয়া গঠিত : (ক) লোকের সঞ্চয়, (খ) ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং (গ) পূর্বেকার জমানো টাকাকড়ির নগদীকরণ ( dishoarding ) : এখন লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। সুতরাং আয়ের পরিমাণ জানা না থাকিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কি হইবে তাহা জানা যায় না। আবার সুদের হার জানা না থাকিলে আয়ের স্তর কি হইবে তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কারণ, সুদের হার কম হইলে ঋণগ্রহণকারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা অধিক মূলধন নিয়োজিত হয় এবং অধিক নিয়োগের ফলে লোকের আয় বাড়িয়া যায়। সুতরাং ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব সুদের হার নির্ধারণের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

## নগদ পছন্দ তত্ত্ব বা অর্থসংক্রান্ত তত্ত্ব ( THE LIQUIDITY PREFERENCE THEORY OR MONETARY THEORY )

১৯৩৬ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. এম কেইনস্ একটি নূতন তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁহার মতে সুদ হইল একটি নিখুঁত টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপার এবং ইহা হইল একটি বিশেষ সময়ের জন্য নগদ টাকা হাতছাড়া করিবার পুরস্কার মাত্র ( *the rate of interest is a purely monetary phenomenon and is the reward for parting with liquidity for a specific period of time* )। তাঁহার মতে জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরে সুদের হার দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় : টাকাকড়ির যোগান ও টাকাকড়ির চাহিদা। তাঁহার মতে, টাকাকড়ির চাহিদা শুধুমাত্র নূতন মূলধন দ্রব্যের চাহিদার সহিত সম্পর্কিত নয় এবং মূলধনের যোগান শুধুমাত্র বর্তমান সঞ্চয়ের স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম বলিয়াই টাকাকড়ির চাহিদা সৃষ্টি হয় না। টাকাকড়ির অন্য এক প্রকারের চাহিদা আছে। ইহা হইল সম্পদ ( wealth ) হিসাবে টাকাকড়ির চাহিদা। কেইনস্ টাকাকড়ির চাহিদা বলিতে টাকাকড়ি ধরিয়া রাখার ( a demand for money to hold ) অর্থাৎ সম্পদকে অর্থ হিসাবে ধরিয়া রাখার ইচ্ছার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

---

১. "When investors become more optimistic about the profitability of investment, expected rates of return, interest rates, and loans for investment purposes all rise." Byms and Stone op. cit.

২. "If households decide that times are secure, they reduce the liquidity of the assets they hold, and interest rates fall as they increase their individual investments in stocks and bonds." Byrns and Stone : op. cit.

লোকে যে অন্যান্য সম্পদ অপেক্ষা টাকাকড়ি ধরিয়া রাখা অধিক পছন্দ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। টাকাকড়ি ধরিয়া রাখাই এই অতিরিক্ত বা বাড়তি ইচ্ছাকেই কেইনস্‌ 'নগদ পছন্দ' ( liquidity preference ) আখ্যা দেন। 'নগদ' বা 'তারল্য' ( liquidity ) কথাটি দ্বারা ভীষণভাবে মূল্যহ্রাস পাইতে না দিয়া একটি সম্পদকে কত তাড়াতাড়ি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায় তাহার কথাই বলা হয়। সম্পদকে টাকাকড়ি রূপে ধরিয়া রাখিলে যে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা ভোগ করা যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, টাকাকড়িকে সহজেই অন্য যে কোন সম্পদে রূপান্তরিত করা যায়, কারণ সংজ্ঞা অনুসারে টাকাকড়ির মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। যদি আমরা আমাদের অর্থের বিনিময়ে একটি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করি তাহা হইলে আমাদের সম্পদের আর্থিক মূল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় কিন্তু আমরা একটি আয়প্রদানকারী সম্পদের ( income-yielding assets ) ধারক হইতে পারি। টাকাকড়ির ত্রুটি হইল এই যে ইহা ধরিয়া রাখিলে কোন প্রতিদান ( সুদ বা লভ্যাংশ ) পাওয়া যায় না। কিন্তু টাকাকড়ি ধরিয়া থাকার সর্বাপেক্ষা বড় দুইটি সুবিধা হইল এই যে (১) ইহা সমস্ত সম্পদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তরল ( the most liquid of all assets ) এবং (২) ইহার স্বল্পকালীন আর্থিক মূল্য সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা নাই। ( অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে মুদ্রাস্ফীতির সময় অর্থের বিনিময় মূল্য হ্রাস পায় )।

সুতরাং টাকাকড়ি হইল মানুষের সম্পদ ধরিয়া রাখার একটি উপায় বা মাধ্যম মাত্র। কিন্তু সঞ্চয় বা সম্পদ ধরিয়া রাখার বহুবিধ উপায় বা মাধ্যমের মধ্যে ইহা হইল একটিমাত্র মাধ্যম। মানুষ জমি বা বাড়ী কিনিয়া অথবা কোম্পানীর বণ্ড বা শেয়ার কিনিয়াও অথবা মূলধন, গহনা ও কলাজাত দ্রব্য ( works of art ) কিনিয়াও সম্পদ ধরিয়া রাখিতে পারে। মানুষ সম্পদকে নানা রূপে ধরিয়া রাখে এবং তাহারা তাহাদের আর্থিক অবস্থা, ইচ্ছা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নানা ধরনের সম্পদের অনুপাতের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। কেইনসের মতে লোকে যখন টাকাকড়ি ধরিয়া রাখার পরিমাণ হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাহারা অধিক পরিমাণ নির্দিষ্ট সুদপ্রদানকারী সরকারী ঋণপত্র ( government securities ) বা বণ্ড ক্রয় করে। মোট সম্পদের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে স্বল্প পরিমাণ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখার অর্থ হইল অধিক পরিমাণে বণ্ড ক্রয় করা। অনুরূপভাবে অধিক পরিমাণ অর্থ ধরিয়া রাখার ইচ্ছা হইলে লোকের বণ্ড বিক্রয় করিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে।

## টাকাকড়ির চাহিদা ( The Demand for Money )

লোকে কেন নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চায়? কেইনসের মতে লোকে তিনটি উদ্দেশ্যে নগদ টাকা ধরিয়া রাখে।

**(১) লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য ( The transactions motive ):** আমরা অধিকাংশ লোকই মাসে একবার মাহিনা পাই। কিন্তু প্রতিদিনই নানা খাতে আমাদের কিছু কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর আমাদের সর্বদাই অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আমাদের উপার্জিত অর্থের যে সমস্তটাই আমরা ব্যয় করি তাহা নয়। আমরা আয়ের সামান্য অংশ সঞ্চয় করি কিন্তু একটি মোটা অংশই দৈনন্দিন ব্যয়ের জন্য নগদ টাকা হিসাবে নিজেদের কাছে রাখি। ইহার কোন বিকল্প নাই। কারণ, মাসের গোড়ায় আমাদের আয়ের এক অংশ দিয়া শেয়ার ক্রয় করিলে মাসের শেষে ঐ শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংসার চালান মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ ইহা যে শুধু একটি ব্যয়-বহুল পদ্ধতি তাহা নয়, ইহা অসুবিধাজনকও বটে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রকৃতি হইতে দেখা যায় যে জাতীয় স্তরে লেনদেন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি বৃহৎ পরিমাণ অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

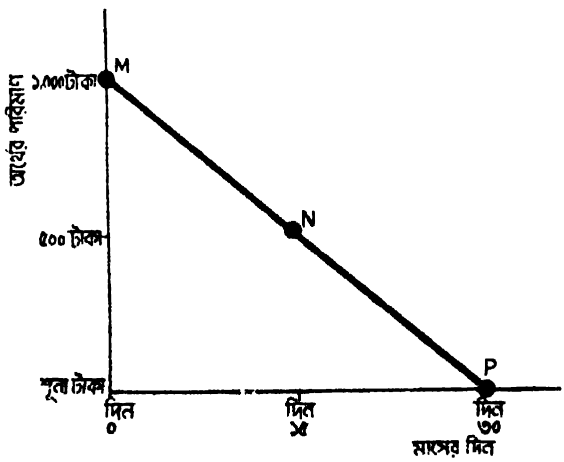
লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ অর্থ ধরিয়া রাখা হইবে তাহা বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন—জাতীয় আয়ের স্তর, দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি এবং কত ঘন ঘন অর্থ আয় করা হয়। যদি আমাদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আমরা অধিক পরিমাণ প্রয়োজনীয়

(ও অপ্রয়োজনীয়।) দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হই। ইহার জন্য অধিক পরিমাণ টাকাকড়ির প্রয়োজন হয়। যদি দ্রব্যাদির বাজার দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আমাদের নগদ টাকা ধরিয়া রাখার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কারণ প্রতিটি দ্রব্য আমাদের অধিক দামে ক্রয় করিতে হয়। ইহা ব্যতীত আয় প্রবাহের দ্রুততা বা বারংবারতার উপর টাকাকড়ির লেনদেনসংক্রান্ত চাহিদা নির্ভর করে। যদি একজন প্রতি সপ্তাহে ১২০ টাকা উপার্জন করেন এবং ইহা একই গতিতে ( evenly ) সম্পূর্ণভাবে খরচ করেন তাহা হইলে তাঁহার নগদ টাকার গড় ব্যালান্স হইবে ৬০ টাকা। কিন্তু তিনি যদি সপ্তাহে ১২০ টাকার পরিবর্তে মাসে ৪৮০ টাকা অর্জন করেন তাহা হইলে তাঁহার অর্থ ব্যয়ের ধরন বা প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকিলেও তাঁহার দৈনিক নগদ টাকার গড় ব্যালান্স হইবে ২৪০ টাকা। এ সম্পর্কে তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্থ ধরিয়া রাখার মূল উদ্দেশ্য হইল আয়ের প্রতিটি স্তরে সাধারণ লেনদেনকার্য চালাইয়া যাওয়ার সুবিধা ভোগ করা।[১] শুধুমাত্র পরিবার বা ভোক্তারগোষ্ঠীই নহে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও কাঁচামাল ক্রয় ও দৈনন্দিন ব্যয় মিটাইবার জন্য কিছু পরিমাণ নগদ টাকা ধরিয়া রাখে। ইহাকে চলতি মূলধনও ( working capital ) বলা হয়।

নিম্নের রেখাচিত্রে অর্থের লেনদেনসংক্রান্ত চাহিদার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেখান হইয়াছে যে একটি পরিবারের মাসিক আয় হইল ১০০০ টাকা। ইহা এই টাকাটি সম্পূর্ণভাবে সারা মাস ধরিয়া ধীরে ধীরে সমহারে ব্যয় করে। অর্থাৎ ইহা প্রতিদিন ৩৩·৩৩ টাকা ব্যয় করে। সুতরাং মাসের সুরুতে ইহার নিকট থাকে ১০০০ টাকা, মাসের মাঝামাঝি থাকে ৫০০ টাকা এবং মাসের শেষে ইহার নিকট কিছুই থাকে না। *MNP* রেখাটি দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল: এই পরিবারের নগদ টাকা ধরিয়া রাখার গড় পরিমাণ কত? উত্তর হইল: ১০০০ টাকার অর্ধেক অর্থাৎ ৫০০ টাকা।



রেখাচিত্র ২৪.৫ : লেনদেনসংক্রান্ত অর্থের মাসিক চাহিদা

এখন যদি সকল দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং পরিবারের আয়ও দ্বিগুণ হইয়া যায় তাহা হইলে লেনদেন সংক্রান্ত অর্থের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে।[২]

**(২) সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য ( The Precautionary Motive ):** দৈনন্দিন খরচ চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য অথবা অপ্রত্যাশিত কোন দরাদরির সুযোগ গ্রহণের জন্যও কিছু পরিমাণ অর্থ নিজেদের নিকট রাখিয়া দেয়। হঠাৎ কোন আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইলে আমাদের ছুটিয়া যাইতে হয়। অথবা হঠাৎ কোন অতিথির আগমন হইল তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়। অথবা রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ একটি দ্রব্যের উপর দৃষ্টি পড়িতে পারে—যেমন একটি সস্তা দামের জামা বা শাড়ী। অথবা গৃহের কোন অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র—যেমন লিফ্‌ট—বিকল হইয়া গেলে উহাকে সত্বর মেরামত করিতে হয়। এই সকল কারণে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়।

---

১. "The main motive for holding money is the convenience of ordinary *transactions* needed at each level of income." Samuelson and Northaus: *Economics* ( 12th edn., 1985), p. 315

২. "The transactions demand for money doubles if nominal GNP doubles with no change in real GNP or other real variables." Samuelson and Northaus: op. cit. p. 315-16

শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য নয়। একটি ফার্মের ক্ষেত্রেও উপরের উদ্দেশ্য দুইটি পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদন-কার্য চালাইয়া যাইবার সময় একটি ফার্মকে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে হয়। কাঁচামাল ক্রয় করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়, শ্রমিকদের মজুরি দিতে হয়, কারখানার জমির খাজনা দিতে হয়, ইত্যাদি। উৎপাদিত দ্রব্যটি বিক্রয় না করা পর্যন্ত আয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই সকল কারণে ফার্মের টাকাকড়ির লেনদেনসংক্রান্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়। আবার হঠাৎ যদি কোন কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পায় বা একটি মেসিন বিকল হইয়া পড়ে তাহা হইলে ফার্মটিকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ইহাকে ফার্মের টাকাকড়ির সতর্কতামূলক চাহিদা বলা যায়। এই দুই উদ্দেশ্যে কত পরিমাণ অর্থ ধরিয়া রাখা হইবে তাহা এমন কতকগুলি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়, যেমন—আয়, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি—স্বল্পকালে যাহাদের পরিবর্তন ঘটে না। টাকাকড়ির এই সক্রিয় ব্যালান্সের ( active balances ) চাহিদা স্বল্পকালে মোটামুটিভাবে স্থায়ী হইবে এবং ইহা সুদের হারের পরিবর্তন দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হইবে না।

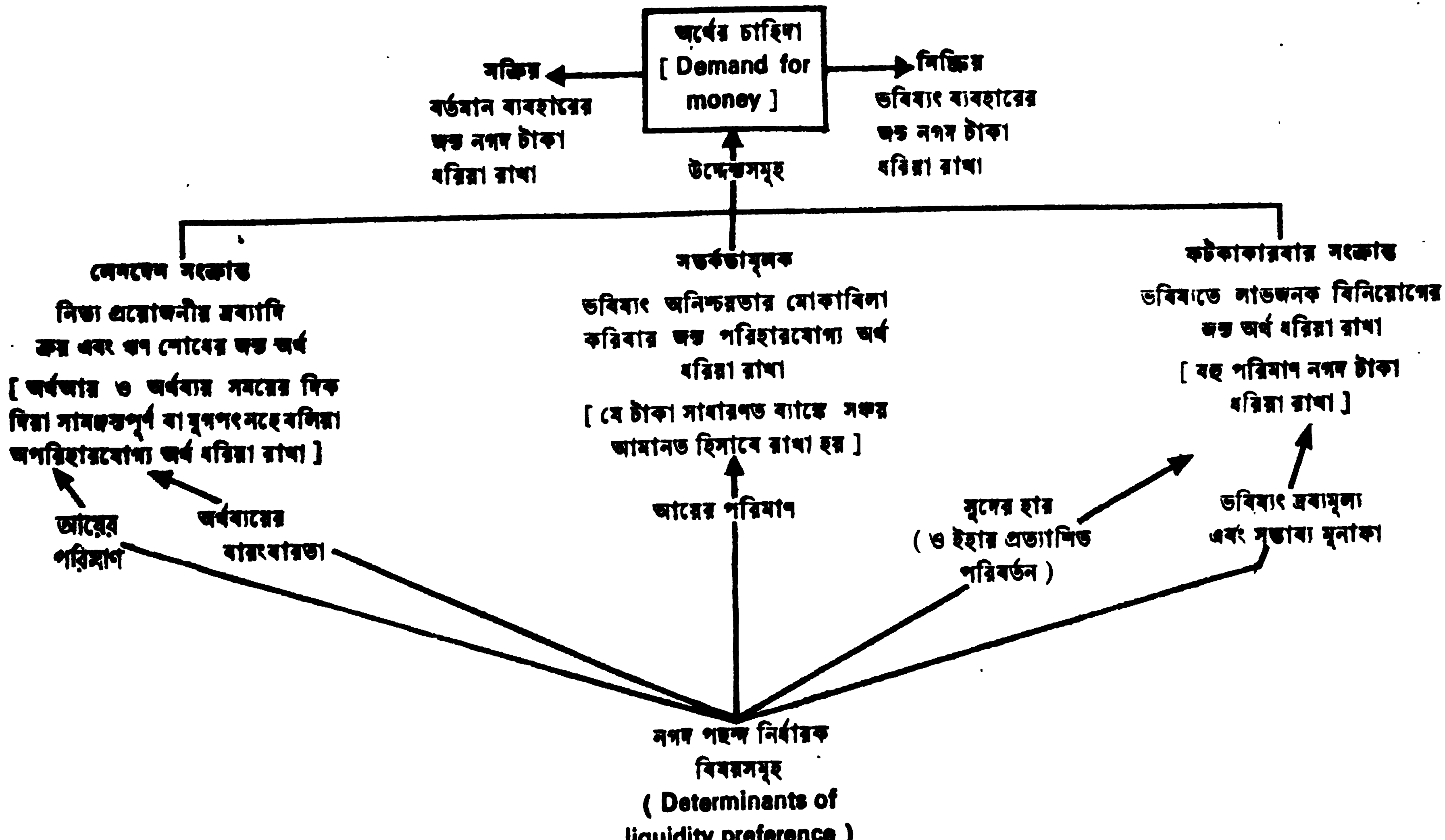
**(৩) ফটকাকারবারসংক্রান্ত উদ্দেশ্য ( The Speculative Motive ):** আর একটি উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকা ধরিয়া রাখে। ইহাকে কেইনস্ ফটকাকারবারের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। যদি লোকে মনে করে যে অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত অথবা প্রকৃত আয়-সৃষ্টিকারী সম্পদ ( financial or real, income-earning assets ) অপেক্ষা নগদ টাকা ধরিয়া রাখা অধিক লাভজনক তাহা হইলে লোকে অধিক পরিমাণে নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে। কেইনস্ই প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে মোট সম্পদকে টাকাকড়ি ও বণ্ডের ( অর্থাৎ অর্থসংক্রান্ত সম্পদের ) মধ্যে ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় লোকে সাধারণত বণ্ড ধরিয়া রাখার ঝুঁকির কথা চিন্তা করে। যতই অধিক পরিমাণ বণ্ড—অর্থাৎ যতই স্বল্প পরিমাণ অর্থ—ধরিয়া রাখা হয় ততই এই সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় যে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে অথবা একটি প্রকৃত সম্পদ—যেমন বাড়ী অথবা আর্থিক সম্পদ ( financial asset )—যেমন একটি কোম্পানীর শেয়ার—কেনার একটি ভাল সুযোগ ঘটিলে হঠাৎ বণ্ড বিক্রয় করিতে হইতে পারে। যদি বণ্ডের দাম নির্দিষ্ট থাকিত তাহা হইলে বণ্ড ধরিয়া রাখিয়া কোন ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে হইত না। কিন্তু বণ্ডের দাম নির্দিষ্ট থাকে না। সুদের হারের পরিবর্তনের ফলে ইহা প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। যখন সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বণ্ডের দাম হ্রাস পায় তখন হঠাৎ নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে স্বল্প দামে বণ্ড বিক্রয় করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে লোকসানের সম্মুখীন হইতে হয়।

যে কোন ব্যক্তির টাকার পরিবর্তে বণ্ড ধরিয়া রাখা-সংক্রান্ত ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা সুদের হারের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, সুদের হার যতই অধিক হয়, নগদ টাকা ধরিয়া রাখা ততই ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, সুদের হার যতই অধিক হয় ইহার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ততই স্বল্প হয়। ফলে বণ্ডের দাম হ্রাস পায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থের সম্পদসংক্রান্ত চাহিদা ( asset demand for money ) সুদের হারের সহিত বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। সুদের হার যতই স্বল্প হয়, ততই অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বণ্ডের চাহিদা হ্রাস পায়। আবার সুদের হার যতই অধিক হয়, অর্থের চাহিদা ততই হ্রাস পায় এবং বণ্ডের চাহিদা ততই বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় অর্থের চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

**বণ্ডের দাম ও সুদের হার ( Bond Prices and Interest Rates )**

সুতরাং বণ্ডের দাম ও সুদের হার একে অপরের সহিত বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখন বণ্ডের দাম হ্রাস পায়। ইহা বিপরীতভাবেও সত্য। এই সম্পর্কটি সহজে অনুধাবন করিবার জন্য আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে বাজারে কেবল দুই প্রকারের অর্থসংক্রান্ত সম্পদ আছে: টাকাকড়ি ও বণ্ড। আমরা আরও ধরিয়া লই যে নগদ টাকা কোন সুদ প্রদান করে না কিন্তু সকল প্রকারের বণ্ডই একই হারে সুদ প্রদান করে।

একটি বণ্ড ইহার মালিককে প্রতি বৎসরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সুদ হিসাবে প্রদান করে।




ছক ২৪.১ : অর্থের চাহিদার বিভিন্ন উপাদান ও ইহাদের নির্ধারক বিষয়সমূহ

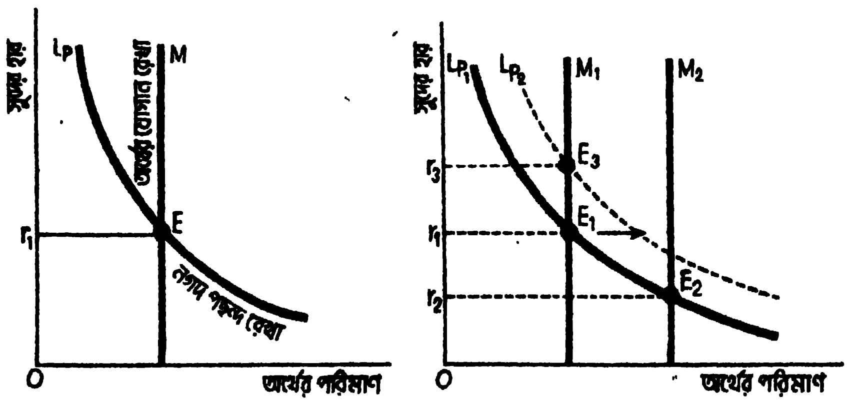
কিন্তু ইহার বাজার দাম দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় : (ক) বাজারে প্রচলিত সুদের হার এবং (খ) বণ্ডের লিখিত দাম (face value)। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক ১৯৮৫ সালে ডানলপ ইণ্ডিয়া 1000 টাকার একটি ৩০ বৎসরের মেয়াদী বণ্ড বাজারে ছাড়িল যে বণ্ডটি প্রতি বৎসর ১০০ টাকা প্রদান করিবে। ইহার অর্থ হইল এই বণ্ডের ধারক ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর ১০০ টাকা করে পাইবেন এবং ঐ সালে উনি বণ্ডটির লিখিত দাম অথবা 1000 টাকাও ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু আমরা জানিতে চাই এই বণ্ডটির আজিকার দাম বা বর্তমান মূল্য কত? অর্থাৎ এই বণ্ডের মালিকের যদি হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে এই বণ্ডটি বাজারে বিক্রয় করিয়া তিনি কত টাকা পাইতে পারেন?

ইহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সুদের হারের উপর। যদি সুদের হার ১০ শতাংশ হয় তাহা হইলে বণ্ডটি 1000 টাকায় বিক্রীত হইবে। কিন্তু সুদের হার ১০ শতাংশের অধিক হইলে বণ্ডটির দাম 1000 টাকার কম হইবে। যদি সুদের হার ২০ শতাংশ হয় তাহা হইলে ৫০০ টাকা বিনিয়োগ করিয়া বৎসরে ১০০ টাকা আয় করা যায়। সুতরাং যে বণ্ডটি হইতে বৎসরে মাত্র ১০০ টাকা আয় করা যায় তাহার জন্য কেহই 1000 টাকা দিতে প্রস্তুত থাকিবে না।

অনুরূপভাবে যদি সুদের হার ১০ শতাংশের কম হয় তাহা হইলে বৎসরে ১০০ টাকা আয় করিতে হইলে 1000 টাকার অধিক অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং ডানলপ ইণ্ডিয়া ইহার প্রতিটি বণ্ড 1000 টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায়, বণ্ডের দাম হ্রাস পায় এবং যখন সুদের হার হ্রাস পায় তখন বণ্ডের দাম বৃদ্ধি পায়।

## সুদের হার নির্ধারণ ( Interest Rate Determination )

সুতরাং তিনটি কারণে অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়। অর্থের লেনদেনসংক্রান্ত চাহিদা এবং সতর্কতা-মূলক চাহিদা প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে জাতীয় আয়ের স্তরের উপর ; কিন্তু অর্থের ফটকা কারবার-সংক্রান্ত চাহিদা নির্ভর করে সুদের হারের উপর। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে লোকের অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়, কারণ এই অবস্থায় অধিক পরিমাণ অর্থ ধরিয়া রাখার অর্থ হইল সুদ অর্জন হইতে বিরত থাকা। সুতরাং সুদের হার ৫ শতাংশ হইলে লোকে যে পরিমাণ অর্থ ধরিয়া রাখিবে সুদের হার ১০ শতাংশ হইলে লোকে নিসন্দেহে স্বল্প পরিমাণ অর্থ ধরিয়া রাখিবে। সুতরাং সুদের হার হইল অর্থ ধরিয়া রাখার সুযোগ ব্যয় ( opportunity cost of holding money ) মাত্র। ইহা সহজেই অনুমেয় যে সুদের হার স্বল্প হইলে লোকের নগদ পছন্দ প্রবল হইবে।[১]




রেখাচিত্র ২৪.৬ : (ক) সুদের হার নির্ধারণ (খ) সুদের হারে পরিবর্তন

উপরের (ক) রেখাচিত্রে সুদের হার এবং জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরে জনসাধারণের ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থের সম্মিলিত চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। চিত্রের নিম্নমুখী *LP* রেখাটি

১. "When interest rates are low, liquidity preference will be high." G. F. Stanlake

হইল নগদ পছন্দ রেখা (liquidity preference curve), কারণ ইহা বিভিন্ন সুদের হারে টাকার চাহিদা বা নগদ পছন্দের পরিমাণ প্রদর্শন করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় আয় অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া এই রেখার উপর অবস্থিত যে কোন বিন্দুতেই টাকাকড়ির লেনদেনসংক্রান্ত চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে। অর্থের ফটকা কারবার বা সম্পদসংক্রান্ত চাহিদার জন্যই ইহা নিম্নমুখী হয়। এখানে উল্লম্ব অর্থাৎ $M$ রেখাটি দ্বারা আমরা ইহাই দেখাইয়াছি যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের মোট যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয় বলিয়া ইহা নির্দিষ্ট থাকে। এই দুইটি রেখার ছেদবিন্দুতেই অর্থের বাজারে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় এবং সুদের ভারসাম্য হার ( $r_1$ ) নির্ধারিত হয়।

এখন ধরা যাক অর্থের যোগান সামান্য বৃদ্ধি পাইল। ইহা (খ) রেখাচিত্রে অর্থের যোগান রেখার ( $M_1$ হইতে $M_2$-তে ) স্থান পরিবর্তন দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইহার ফলে সুদের হার $r_1$ হইতে হ্রাস পাইয়া $r_2$ হইয়াছে। ইহার কারণ হইল এই যে, একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে জনসাধারণ যে অর্থ ধরিয়া রাখিতে চায় তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ তাহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে জনসাধারণ অধিক পরিমাণ বণ্ড ক্রয় করে। ফলে বণ্ডের দাম বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হার হ্রাস পায়। অপর দিকে আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে নগদ পছন্দ রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে এবং ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য সকল দামের মত সুদের হারও অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

**কেইনসের তত্ত্বের সমালোচনা :** নানা দিক দিয়া কেইনসের তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। (১) প্রথমত, বলা যায় যে কেইনসের তত্ত্বে জাতীয় আয়ের উপর পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় না। জাতীয় আয়ে পরিবর্তন ঘটিলে শুধুমাত্র সুদের হারে পরিবর্তিত ঘটে না। অধ্যাপক হিকসের মতে জাতীয় আয় ও সুদের হার একযোগে নির্ধারিত হয়। ( পরবর্তী এক অধ্যায়ে ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখান হইবে। ) (২) দ্বিতীয়ত, কেইনসের তত্ত্বে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু সঞ্চয় না থাকিলে নগদ টাকা হাতছাড়া করার প্রশ্নই উঠে না।

## ২৪.৭ সুদের হার কি কখনও শূন্য হইতে পারে ? ( Can the Rate of Interest Ever Become Zero ? )

ঋণের যোগানের দিক হইতে দেখিলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হইলেই একমাত্র সুদের হার শূন্যে পরিণত হইতে পারে। মূলধনের প্রান্তিক নীট উৎপন্ন শূন্য হওয়ার অর্থ হইল অধিক পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করিয়া সমাজের মোট উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। ইহার অর্থ হইল এই যে সমাজ এইরূপ একটি অবস্থার উপনীত হইয়াছে যে অবস্থায় মোট উৎপন্ন হইল সর্বাধিক। ইহার অর্থ হইল এই যে সমাজের সকল প্রকারের অভাব দূর করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব জগতে আমরা কখনই এরূপ একটি সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারি না যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের অভাব বলিয়া কিছু নাই এবং ইচ্ছা বা আকাঙ্খা বলিয়া কিছু নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অভাববোধ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত অধিক মূলধন নিয়োগের অসংখ্য সুযোগ থাকিবে। সুতরাং সুদের হার কখনই শূন্যে উপনীত হইতে পারে না।

অনুরূপভাবে যোগানের দিক হইতে দেখিলে সুদের হার শূন্য হওয়ার অর্থ হইল এই যে লোকে কোন পুরস্কার আশা না করিয়াই ক্রমাগত অর্থ ঋণ প্রদান করিতে থাকিবে। অর্থাৎ সময় পছন্দ ( time preference ) অথবা নগদ পছন্দ ( liquidity preference ) বলিয়া কিছু থাকিবে না। কিন্তু কতকগুলি কারণে নগদ পছন্দ শূন্যে উপনীত হইতে পারে না। প্রথমত সুদের হার ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিলে নগদ-পছন্দ আরও তীব্র হইবে এবং লোকে লেনদেনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অধিক পরিমাণে অর্থ ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে। অপরদিকে সুদের হার হ্রাস পাইলে নগদ টাকা ধরিয়া রাখার ফলে যে লোকসান হয় তাহাও হ্রাস পাইবে। সুতরাং সুদের হার মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত কারণে শূন্য হইতে পারে না।

## ২৪.৮ সুদের হারের কার্যাবলী ( Functions of the Interest Rate )

যে কোন সমাজেই বিভিন্ন সুদের হার ( different rates of interest ) একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। প্রথমত ইহা একটি বণ্টন কার্য ( allocation function ) সম্পাদন করে। বস্তুত, বিভিন্ন সুদের হার সমাজের ঋণযোগ্য তহবিলের ( loanable funds ) যোগানকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনের চাহিদা সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু মূলধনের যোগান সীমিত হওয়ায় সকল ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ সম্ভব হয় না। ফলে প্রতিদানের হার অনুসারে বিভিন্ন প্রকল্পকে মানক্রমে সাজান হয়। যে ক্ষেত্রগুলিতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া অধিক প্রতিদান লাভ করা সম্ভব কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রগুলিতে সীমিত মূলধন বণ্টিত হইয়া যায়। সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারাই এই বণ্টন কার্য সম্পাদিত হয়। যখন মূলধনের চাহিদা ইহার যোগান অপেক্ষা অধিক হয় তখন সুদের হার বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত মূলধনের মোট যোগান ইহার মোট চাহিদার সমান হয়। সুদের হার বৃদ্ধি ফলে একমাত্র সেই সকল প্রকল্পগুলি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় যেগুলির প্রতিদানের হার সুদের হার অপেক্ষা অধিক। এই যুক্তিটি বিপরীতভাবেও সত্য।[১] অর্থাৎ কেবলমাত্র লাভজনক প্রকল্পগুলিই গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

শুধুমাত্র ধনতন্ত্রেই নহে সমাজতন্ত্রেও সুদের হারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রেও বিভিন্ন সুদের হারই সমাজের সীমিত মূলধনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। বস্তুত, সোবিয়েত রাশিয়ায় সুদের হারের ভিত্তিতে কোন্ কোন্ প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মূলধন বণ্টন ব্যতীত সুদের হার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। ইহা বিনিয়োগের স্তর ও ইহার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের স্তরকে প্রভাবান্বিত করে। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে মোট বিনিয়োগ হ্রাস পায়। ফলে সমাজের মোট ব্যয় ( total spending ) হ্রাস পায়। ব্যয় হ্রাসের ফলে জাতীয় আয়ও হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং অর্থসংক্রান্ত নীতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সুদের হারে কমাইয়া মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় এবং ইহার দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনয়ন করা যায়। অর্থাৎ মোট ব্যয়কে ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আয়কে পূর্ণ-নিয়োগের স্তর লইয়া যাওয়া এবং দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করা সম্ভব।[২] পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব।

### সংক্ষিপ্তসার

১. ঋণের দামকেই সুদ বলা হয়।

২. ঋণের বাজার সমজাতীয় হয় না বলিয়াই সুদের হার সাধারণত একাধিক হইয়া থাকে।

৩. সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে সর্বাধিক জনপ্রিয় তত্ত্ব হইল কেইন্‌সের নগদ পছন্দ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারাই বাজারে সুদের হার নির্ধারিত হয়। অবশ্য তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়।

৪. সুদের হার কখনই শূন্যে পরিণত হইতে পারে না।

৫. সুদের বিভিন্ন হার কতকগুলি অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারা মূলত সমাজের অপ্রচুর মূলধনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিদানের হারের ভিত্তিতে বণ্টন করিয়া দেয়।

৬. ধনতন্ত্রের মত সমাজতন্ত্রেও সুদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

---

১. "When the loanable funds are relatively scarce, the interest rate will rise with the result that only projects with relatively high rates of return will be carried out since the others will not be profitable." E. Mansfeld : *Economics* ( Norton ), 1974, p. 565

২. "Through its monetary policies, the government attempts to influence the interest rate ( and the quantity of money ) so that total spending pushes NNP towards its full-employment level with reasonably stable prices." E. Mansfeld

## প্রশ্নাবলী

১. (ক) ঋণযোগ্য তহবিল বলিতে কি বুঝ ?
(খ) রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও যে সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। [ N. B. U., 1985 ]

২. (ক) লোকে কেন টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চায় ব্যাখ্যা কর।
(খ) দেখাও জাতীয় আয়ের বিশেষ স্তরে টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারণ করে। [C. U. B. Com (H) 1981 suppl.]

৩. সুদের নগদ পছন্দ তত্ত্বটি সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা কর। সুদের হার কি শূন্যে পরিণত হইতে পারে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদান কর। [C. U. B. Com. (H) 1984]

৪. সুদের তারল্য পছন্দ তত্ত্বটি বিশ্লেষণ কর : এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কি ? [B. U. B. A. 1984]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. G. S. Stanlake : *Introductory Economics* ( Longman, 4th edn. )
2. K. B. Mardar : *Practical Economics* ( M & E Handbooks )
3. W. P. Albrecht : *Economics* ( Prentice-Hall, 3rd edn. )
4. John Lindauer : *Economics* ( Saunders )
5. P. C. F. Crownson and B. A Richards : *Economics for Managers* ( Arnold )

২৫ | # মূলধন-দ্রব্য ও মূলধন বাজেটিং*
## ( Capital Goods and Capital Budgeting )

*"Economics is concerned with the allocation of scarce resources between alternative uses. Capital budgeting concentrates on these allocations over time —on decisions which involve current outlays in return for expectations of future benefits."* M. Bromwick : *The Economics of Capital Budgeting* ( Penguin )

বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত দ্বারা দেশে মূলধন গঠনের হার ( rate of capital formation ) নির্ধারিত হয়, এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সুদের হারের উপর নির্ভর করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মূলধন-দ্রব্য কাহাকে বলে এবং মূলধন-গঠনের অর্থ কি সে-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। জাতীয় আয় আলোচনা প্রসংগে বিনিয়োগ বলিতে কি বুঝায় তাহার আলোচনাও করা হইয়াছে। তবুও বর্তমান অধ্যায়ের প্রসংগে শেষোক্ত বিষয়টির—বিনিয়োগের অর্থের—কিছুটা পুনরালোচনা প্রয়োজন বিবেচিত হইতে পারে।

অর্থনৈতিক তত্ত্বে বিনিয়োগ বলিতে যন্ত্রপাতি কলকারখানা ইত্যাদি সমাজের প্রকৃত মূলধনের নীট বৃদ্ধিকেই ( net increase in community's real capital ) বুঝায়। আর্থিক ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার-ডিবেঞ্চার, ব্যাংক-আমানত ইত্যাদিতে অর্থ নিয়োগকেও বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য করা হয়।

প্রথম অর্থে গ্রহণ করা হইলে বিনিয়োগের দ্বৈত প্রকৃতি ( dual character ) সুপরিস্ফুট হইয়া পড়ে। প্রথমত, বিনিয়োগ হইল মোট চাহিদার একটি অংশ, এবং এই কারণে উহা বর্তমান সম্পদের একাংশের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অপরপক্ষে বিনিয়োগ-ব্যয় করা হয় উৎপাদন-ক্ষমতা সম্প্রসারিত করিবার জন্য। অতএব, বিনিয়োগের ফলে সম্ভাব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এবং এই কারণে নিয়মিত ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া যাইতে হইবে। নচেৎ পূর্ববর্তী বিনিয়োগের ফলে বর্ধিত উৎপাদন অর্থ-ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ( মন্দাবস্থা ইত্যাদির ) সৃষ্টি করিবে। উপরন্তু, পূর্ণ নিয়োগাবস্থায় সঞ্চয়ের পরিমাণ যে-হারে বৃদ্ধি পাইবে সেই হারেই বিনিয়োগবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। নচেৎ সঞ্চয়-বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য থাকিবে না।

বিনিয়োগের সমস্যা মূলধনের সমস্যার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। কারণ, ব্যাপক দৃষ্টিকোণ হইতে বিনিয়োগ বলিতে মোট মূলধনের পরিমাণে পরিবর্তনই বুঝায়।

### ২৫.১ মূলধন বাজেটিং ( Capital Budgeting )

মূলধন বাজেটিং বলিতে সম্পদ ( assets ) হইতে ভবিষ্যতে প্রতিদান লাভের আশায় উহাদের উপর অর্থব্যয়ের অথবা বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে বিনিয়োগযোগ্য অর্থবণ্টন ব্যাপারে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করাকে বুঝায়।[১] এই প্রসংগে দুইটি মূল বিষয় সম্পর্কে একটি ফার্মকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমটি হইল বিনিয়োগ নির্বাচন ( investment selection ) এবং দ্বিতীয়টি হইল বিনিয়োগের জন্য

---

* বিষয়টি কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Com. ( Hons. ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত। পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টিকে বাদ দিতে পারে।

১. "Capital budgeting involves planning expenditures for assets, the returns from which will be realised in future time periods."

Soe and Winger : *Managerial Economics* ( 6th edn., 1985 )

অর্থ সংগ্রহ ( financing investment )। এখন এই দুইটি বিষয় লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে :

**(১) বিনিয়োগ নির্বাচন :** এই সিদ্ধান্তগুলি মূলত দুইটি বিষয় নির্ধারণ করে : পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট মূলধনী ব্যয়ের সমগ্র পরিমাণ এবং কোন্ কোন্ প্রকল্প নির্বাচন করা হইবে। এক্ষেত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় সেগুলি হইল :

**(ক) সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত ( Expansion decisions ) :** যেমন নূতন কারখানা বা বাড়ীঘর স্থাপন।

**(খ) প্রতিস্থাপন সিদ্ধান্ত ( Replacement decisions ) :** যেমন পুরাতন যন্ত্রপাতিকে সরাইয়া নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন।

**(গ) বীজ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ( Seed investment decisions ) :** যেমন গবেষণা ও উন্নয়ন ( research and development ), বিজ্ঞাপন, বাজার সম্পর্কে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ( training ) এবং পেশাগত উপদেশসংক্রান্ত সেবা ( professional consulting services )।

**(ঘ) কার্যপরিচালনা-সংক্রান্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ( Operating investment decisions ) :** যেমন মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা প্রাপ্য হিসাবনিকাশ ( accounts receivable ) অথবা নূতন একটি দ্রব্যসারির প্রবর্তন ( development of a new product line )।

**(২) বিনিয়োগের জন্য মূলধন সংগ্রহ ( Financing investment ) :** বস্তুত, এই সিদ্ধান্তগুলি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের সহিত একযোগে গ্রহণ করা হয় এবং এই প্রসংগে নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় :

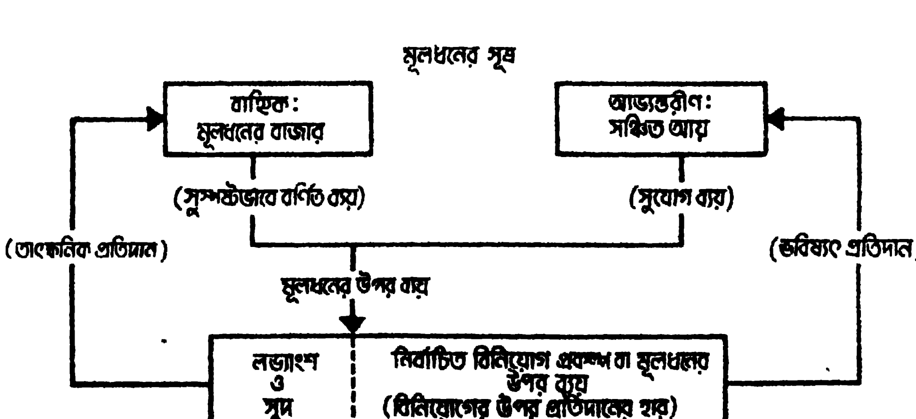
(ক) বণ্ড ও ইকুইটি ইত্যাদি বাজারে ছাড়িয়া কি পরিমাণ অর্থসংক্রান্ত মূলধন ( financial capital ) সংগ্রহ করা হইবে।

(খ) কোম্পানীর শেয়ার মালিকগণকে কি পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করিতে হইবে এবং মুনাফার কত পরিমাণ কোম্পানীতে ধরিয়া রাখিয়া পুনরায় বিনিয়োগের কার্যে নিয়োগ করা হইবে।

মূলধন বাজেটিং ব্যাপারে নির্ভুল সমাধানে উপনীত হইতে হইলে উপরের প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিকল্প বিনিয়োগের উপর প্রতিদানের হার ( rates of return ) এবং মূলধনের উপর ব্যয়ের তুলনা করা প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রয়োজন কতকগুলি মূল ধারণার ব্যাখ্যা করা। সুষ্ঠু আলোচনার জন্য নিম্নের চিত্রে মূলধনী বাজেটিং প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল।

ছক ২৫.১

মূলধন বাজেটিং প্রক্রিয়া



একটি ফার্মের দিক হইতে মূলধনের সাধারণত দুইটি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়: (ক) মূলধনের বাজার ( capital market ) যাহার মূল উপাদান হইল অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ ( financial intermediaries ) এবং (খ) ফার্মের অতীতের মুনাফার একটি মোটা অংশ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে বন্টন না করিয়া মূলধন হিসাবে জমা করা হইয়াছে। মূলধনের প্রতিটি নির্দিষ্ট সূত্রের একটি নিজস্ব ব্যয় আছে। ইহা ফার্মের মূলধনের উপর মোট ব্যয়ের একটি অংশ হইয়া দাঁড়ায়।[১] মোট মুনাফা হইতে প্রথমে একটি ফার্মকে প্রদেয় সুদ মিটাইতে হইবে। ইহার পর কি পরিমাণ মূলধন ফার্মে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের জন্য রাখা হইবে এবং কি পরিমাণ মূলধন লভ্যাংশ হিসাবে বর্তমানে শেয়ার মালিকগণের মধ্যে বন্টন করা হইবে এই ব্যাপারে পরিচালকগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিশেষে, উপরের চিত্রটি যে বিষয়টির নির্দেশক তাহা হইল এই যে একটি ফার্মের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ নির্বাচনের সূত্রটি ( criterion ) হইল বিনিয়োগের উপর প্রতিদানের হার ( the rate of return on investment )। এই অধ্যায়ে প্রথমে আমরা এই প্রতিদানের হারের ধারণাটি এবং বিনিয়োগ নির্বাচন লইয়া সাধারণভাবে আলোচনা করিব। অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে মূলধনের উপর ব্যয় ( cost of capital ) লইয়া আলোচনা করা হইবে। এই দুইটি বিষয় হইল মূলধনী বাজেটের দুইটি পরস্পর-নির্ভরশীল অংশ।

## ২৫.২ প্রতিদানের হার ( Rate of Return )

সাধারণ অর্থে একটি বিনিয়োগের উপর প্রতিদানের হার ( the rate of return on an investment ) বলিতে বিনিয়োগটি হইতে বাৎসরিক অর্থপ্রাপ্তি ও ইহার উপর মোট অর্থব্যয়ের অনুপাতকেই বুঝায়। এই তত্ত্বগত ধারণাটি কেবলমাত্র সেই সকল চিরস্থায়ী সম্পদের ( permanent assets ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলির ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাস বা মূল্যবৃদ্ধি কোনটিই ঘটে না এবং যেগুলি হইতে প্রতি বৎসর সমহারে প্রতিদান লাভ করা যায়। যদি কোন সময় বিনিয়োগ বন্ধ করিয়া সম্পদটিকে পুর্নবিক্রয় করা হয় তাহা হইলে ইহার বাজার দাম ইহার উপর ব্যয়িত অর্থ অপেক্ষা স্বল্প বা অধিক উভয়ই হইতে পারে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগটির প্রতিদানের প্রকৃত হার ( the true rate of return ) ইহার তত্ত্বগত হার অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইতে পারে।

বাস্তব জগতে একটি বিনিয়োগের পুনর্বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যবাণী করা এক-প্রকার অসম্ভব বলা চলে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি সম্পদ বা মূলধন দ্রব্য বাজারে পুনরায় বিক্রয় করা হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার মালিকের পক্ষে ইহার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। একটি সম্পদের পুর্নবিক্রয় মূল্য এবং ইহা দ্বারা সৃষ্ট আয়ের স্রোতকে একত্র করিয়াই ইহার প্রকৃত প্রতিদানের হারের পরিমাপ করা হয়।[২] অবশ্য বাস্তব জগতের বহু অবস্থাতেই আমরা এই প্রতিদানের হার সম্পর্কে পূর্ব হইতেই ধারণা লাভ করতে চাই। অর্থাৎ, একটি বিনিয়োগ হইতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা ( profitability ) সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য আমরা বিনিয়োগ কার্য সম্পাদনের পূর্বেই ইহার প্রতিদানের হারকে পরিমাপ করিতে চাই। কিভাবে এই কার্য সম্পাদিত হয় তাহা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হইল।

## ২৫.৩ অর্থের সময় মূল্য ( Time Value of Money )

প্রতিদানের হার সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় যে মূল ধারণাটি সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন তাহা হইল অর্থের সময় মূল্য। ইহার দ্বারা যে বিষয়টিকে বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা হয় তাহা

---

১. "Each specific source of capital has its own cost, which becomes a component part of the overall cost of capital to the firm." Soe and Winger : op. cit.

২. "The resale ( liquidation ) value and the income stream produced by the investment are combined to obtain a measure of the true rate of return." Soe and Winger : op. cit.

হইল এই যে বিভিন্ন সময়ের অর্থ বা টাকাকে কখনই সরাসরিভাবে তুলনা করা যায় যদি না অবশ্য ইহাদের প্রথমে একটি সাধারণ হর বা বিভাজকের ( denominator ) সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ৬ শতাংশ সুদে অর্থ বিনিয়োগ করা যায় তাহা হইলে আজিকার এক টাকার মূল্য নিশ্চয়ই পরবর্তী বৎসরে এক টাকার মূল্যর সমান নহে। ইহার কারণ আজ একটি টাকা বিনেয়োগ করিয়া পরবর্তী বৎসরে ১.০৬ টাকা লাভ করা সম্ভব হইবে। অনুরূপভাবে পরবর্তী বৎসরের ১.০৬ টাকা উহার পরবর্তী বৎসরের ১.০৬ টাকার সমান নহে, কারণ পরবর্তী বৎসরে ১.০৬ টাকা বিনিয়োগ করিয়া উহার পরবর্তী বৎসরে ১.০৬ টাকা এবং ইহার উপর ৬ শতাংশ সুদ—অর্থাৎ মোট ১.১২৪ টাকা লাভ করা সম্ভব হইবে।

এই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে চক্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ( compounding ) বলা হয়। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমরা বর্তমান বৎসর হইতে শুরু করিয়া যে কোন ভবিষ্যৎ বৎসর সম্পর্কে হিসাবনিকাশ করিতে পারি। উপরন্তু, এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমরা বর্তমানের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সহিত ভবিষ্যতের যে কোন বৎসরের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সমতা সৃষ্টি করিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, বাৎসরিক সুদের হার ৬ শতাংশ হইলে আজিকার ১ টাকা হইল পরবর্তী বৎসরের ১.০৬ টাকার সমান এবং উহার পরবর্তী বৎসরের ১.১২৪ টাকার সমান। দশ বৎসর পরে এই ১ টাকা চক্রাকার হারে বৃদ্ধি পাইয়া আরও অধিক হইবে।

এই চক্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়াকে ছাড়বাদ প্রক্রিয়া ( discounting ) বলা হয়। যেরূপ চক্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমরা বর্তমান কাল হইতে সুরু করিয়া ভবিষ্যৎ কালের দিকে অগ্রসর হই সেরূপ ছাড়বাদ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমরা ভবিষ্যতের কোন একটি বৎসর হইতে সুরু করিয়া ক্রমশ বর্তমানের দিকে চলিতে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানিতে চাই ৬ শতাংশ সুদের হারে ১.১২৪ টাকার—যাহা দুই বৎসর পর লাভ করা সম্ভব—বর্তমান মূল্য কত? পূর্ববর্তী উদাহরণ হইতে আমরা জানি যে ৬ শতাংশ সুদের হারে দুই বৎসর পর আজিকার ১ টাকার মূল্য হইল ১.১২৪ টাকা। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে সুদের বা ছাড়বাদের হার ৬ শতাংশ হইলে যদি দুই বৎসর পর একটি বিনিয়োগ হইতে ১.১২৪ টাকা লাভ করা যায় তাহা হইলে ইহার বর্তমান মূল্য ( present value ) হইল ১ টাকা।

কিভাবে সুদের হারকে সাধারণ হর ( common denominator ) হিসাবে ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন বৎসরের টাকার মধ্যে সমতা ( equivalence ) সৃষ্টি হয় তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের প্রতিদানের হারের ( the rate of return ) সংজ্ঞা দিতে হইবে এবং এই ধারণাটিকে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

### ২৫.৪ প্রতিদান হারের সংজ্ঞা ( Definition of the rate of return )

যে কোন একটি বিনিয়োগের প্রতিদানের হার হইল এমন একটি সুদের হার যাহা বিনিয়োজিত অর্থ হইতে যে নগদ প্রতিদান লাভ করা যায় তাহার বর্তমান মূল্যের সহিত ইহার উপর অর্থব্যয়ের বর্তমান মূল্যের সমতা সৃষ্টি করে। ইহার অর্থ হইল এই যে, একটি প্রকল্পের প্রতিদানের হার বলিতে সেই সুদের হারকেই বুঝায় যে হারে ইহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ প্রবাহকে ছাড়বাদ দিয়া ধরিলে যাহা থাকে তাহা ইহার উপর বিনিয়োজিত অর্থকে সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করে।[১]

সহজ ভাষায় বলিতে গেলে একটি বিনিয়োগের উপর প্রতিদানের হারকে নির্ধারণ করিতে হইলে ইহা হইতে যে বাৎসরিক প্রতিদান লাভ করা যায় বা অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তাহাকে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ক্ষুদ্র আকারের জমিতে মাত্র ১০০০ টাকা বিনিয়োগ করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া ২০০ টাকার প্রতিদান লাভ করা যায় তাহা হইলে প্রতিদানের হার হইবে

১. "The *rate of return* on an investment is the interest rate that equates the present value of the cash returns on the investment with the present value of the cash expenditures relating to the investment. That is, the rate of return on an investment is the interest rate at which an investment is repaid by its discounted receipts." Soe and Winger : op. cit.

২০০ টাকা ÷ ১০০০ টাকা = ২০ শতাংশ। এক্ষেত্রে ২০০ টাকা হইল সম্পূর্ণভাবে মূলধনের উপর প্রতিদান, কারণ ইহার কোন অংশই প্রকৃত বিনিয়োজিত অর্থ—অর্থাৎ ১০০০ টাকাকে ফিরাইয়া দিবার জন্ম ব্যবহৃত হয় না। এই বিনিয়োগের বর্তমান মূল্য ( present value ) নির্ধারণ করিতে হইলে ইহাকে মূলধনে পরিণত ( capitalize ) করিতে হইবে। বিনিয়োগ হইতে সৃষ্ট আয়কে ( অর্থাৎ ২০০ টাকা ) সেই সুদের ( আমাদের উদাহরণে ২০ শতাংশ ) হার দিয়া ভাগ করিয়া ইহা করা হয় যে সুদের হার বিনিয়োগের বর্তমান মূল্যের সহিত ইহার বর্তমান ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বিনিয়োগের মূলধনীকৃত মূল্য (capitalized value) হইবে ২০০ টাকা ÷ ০.২০ = ১,০০০ টাকা। সুতরাং আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে বিনিয়োগটি হইতে প্রতিদানের হার ২০ শতাংশ হইবার কারণ হইল এই যে ইহাই হইল একমাত্র সুদের হার যাহা বিনিয়োগের উপর অর্থব্যয়ের বর্তমান মূল্যের ( the present value of the cost of the investment ) সহিত বিনিয়োগ হইতে যে আয় ( বা নগদ টাকার ) প্রবাহ সৃষ্টি হয় তাহার সমতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, ইহা হইল একমাত্র সুদের হার যাহাকে নগদ টাকার প্রবাহ ( cost flow ) বা নীট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে বিনিয়োগের উপর ব্যয়িত অর্থকে সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার ( recover ) করা সম্ভব হইবে।[১]

যদি ১০০০ টাকা এমনই একটি সম্পদে বিনিয়োগ করা হয় যাহার জীবনকাল সীমিত, তাহা হইলে ইহা হইতে নগদ প্রবাহের ( অর্থাৎ ২০০ টাকার ) একাংশকে মূলধনের উপর প্রতিদান হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং ইহার অপরাংশকে বিনিয়োগ ব্যয়ের ( অর্থাৎ ১০০০ টাকার ) পুনরুদ্ধারের জন্ম সরাইয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায়—অর্থাৎ যখন বিনিয়োগ প্রকল্প হইতে বাৎসরিক অর্থপ্রাপ্তির সুদ ও আসল এই দুইটি উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় তখন প্রতিদানের হার নির্ধারণ করা নিসন্দেহে কঠিন হইয়া পড়ে।[২] আলোচনার সুবিধার জন্ম আমরা একটি সরল প্রকল্পের ( simple project ) কথা চিন্তা করিব যাহা হইতে ইহার সম্পূর্ণ জীবনকালব্যাপী প্রতি বৎসর একই নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা বা আয় সৃষ্ট হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা সমরূপসারির বর্তমান মূল্য ( present value of uniform series ) নির্ণয় করিব। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়।

**উদাহরণ ২৫.১**

ধরা যাউক, একটি নূতন মেসিনের দাম হইল ১০,০০০ টাকা এবং ইহাকে ব্যবহার করিতে হইলে চলতি বা কার্যকরী মূলধন ( working capital ) বাবদ কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। মেসিনটি হইতে ( কর প্রদানের পূর্বে ) প্রত্যাশিত বাৎসরিক প্রতিদান হইল ৩০০০ টাকা। দশ বৎসর ধরিয়া এই এই নগদ প্রবাহ চলিতে থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাও অনুমান করা হয় যে দশ বৎসর পরে মেসিনটি অকেজো হইয়া পড়িবে এবং ভাঙ্গা গাড়ীর মত জলের দরে ইহাকে বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। এখানে আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে অবপূর্তির ( depreciation ) ক্ষেত্রে সরলরেখা পদ্ধতি ( straight-line method ) অবলম্বন করা হয়। ইহাও অনুমান করা হয় যে করের হার হইল ৫০ শতাংশ। প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(১) এই বিনিয়োগটির প্রতিদানের হার কি ?

(২) ধরা যাউক পরিচালকগোষ্ঠীর লক্ষ্য হইল যে কোন নূতন বিনিয়োগ প্রকল্প হইতে অন্তত ১০ শতাংশ প্রতিদান লাভ করা। এই অবস্থায় প্রকল্পটি কি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ?

(৩) প্রতিদানের হার ১০ শতাংশ হইলে, বিনিয়োজিত প্রতিটি টাকার বর্তমান মূল্য কি হইবে ?

(৪) প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্যের ধারণাটির কি কোন ব্যবহারিক উপযোগ আছে ?

**সমাধান :** পর-পৃষ্ঠার সারণি হইতে প্রতিদানের হারকে সমাধান করিয়া অতি সহজেই বাহির করা যায় :

১. "The rate of return is the only interest rate that when applied to the cash flow or net receipts will precisely recover the investment." Soe and Winger : op. cit.

২. আসল ও সুদের সমষ্টিকে বীজগণিতে সবৃদ্ধিমূল ( amount ) বলে।

## সারণি ২৫.১ : নগদ প্রবাহ নির্ণয়

( মূলধনের বাজার দাম : ১0,000 টাকা ; মূলধনের জীবনকাল : ১0 বৎসর )

| (১) সাল | (২) বাৎসরিক কার্যকলাপ হইতে অর্জিত মুনাফা এবং মূলধন পুনরুদ্ধার ( Capital recovery ) | (৩) অবপূর্তি —সরলরেখা পদ্ধতি | (৪) করযোগ্য আয় ( Taxable income ) | (৫) কর ( ৫০ শতাংশ হারে ) অর্থাৎ (৪)-এর ৫০ শতাংশ | (৬) কর প্রদানের পর আয় ( Income after taxes ) (৪)−(৫) | (৭) নগদ প্রবাহ ( Cash flow ) (২)−(৫) অথবা (৬)+(৩) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩,000 টাকা | ১,000 টাকা | ২,000 টাকা | ১,000 টাকা | ১,000 টাকা | ২,000 টাকা |
| ২ | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| ৩ | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| ৪ | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| ৫ | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| ৬ | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| ৭ | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| ৮ | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| ৯ | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| ১0 | ৩,000 " | ১,000 " | ২,000 " | ১,000 " | ১,000 " | ২,000 " |
| মূলধন পুনরুদ্ধার | 0 | — | — | — | — | 0 |

বিঃ দ্রঃ এখানে মূলধন পুনরুদ্ধারের মধ্যে একটি সম্পদ নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর উহার ভবিষ্যৎ গুরুত্বহীন মূল্য ( forecasted scrap value ) এবং বিনিয়োগটির জন্য যদি কোন চলতি মূলধনের ( working capital ) প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহাকেও ধরিতে হইবে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে কর প্রদানের পর আয়ের হিসাব করিবার উদ্দেশ্যেই অবপূর্তিকে গণনা করা হয়। সারণিটির শেষ স্তম্ভে (column) নগদ প্রবাহ দেখান হইয়াছে। ইহাকে দুইটি বিকল্প পদ্ধতির সাহায্যে পরিমাপ করা যায়—(১) বাৎসরিক কার্যকলাপ হইতে অর্জিত মুনাফা ( operating profit ) হইতে করের পরিমাণ বাদ দিয়া অথবা (২) ষষ্ঠ স্তম্ভে কর প্রদানের পর আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া এবং ইহার সহিত অবপূর্তির পরিমাণ যোগ দিয়া। সুতরাং অবপূর্তিকে নগদ টাকার একটি সূত্র হিসাবে দেখা হয়। ইহার কারণ প্রতি বৎসর অবপূর্তি বাবদ অর্থ ব্যয় করা হয় বলিয়া মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে লভ্যাংশ হিসাবে মুনাফার যে অংশ শেয়ারের মালিক গণের মধ্যে বন্টিত হয় তাহার পরিমাণ হ্রাস পায়। অপর দিকে স্থির সম্পদকে সরাইয়া নূতন মূলধন ক্রয়ের জন্য প্রতি বৎসর আয় হইতে যে পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখা হয় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[১]

সুতরাং আজ ১০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করিলে পরিচালকগোষ্ঠী ১০ বৎসর ধরিয়া বাৎসরিক ২০০০ টাকা নগদ প্রবাহ প্রত্যাশা করে। এখন প্রশ্ন হইল : সুদের হার কি হইলে এই দুই অর্থ প্রবাহ সমান হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিতে হইতে অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অংশের বর্তমান মূল্যের সারণিটিকে ( present value table ) ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া এক টাকার বার্ষিক ভাতা ( annuity ) কি হইতে পারে তাহা দেখায়। অর্থাৎ, সারণিটির মূল অংশের ( body ) আক্ষরিক মানগুলি এখন কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা আবশ্যক তাহারই নির্দেশক। যে চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে এই অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহাকে সারণিটির উপরাংশে আড়াআড়িভাবে ( across the top ) দেখান হইয়াছে। কত বৎসর ধরিয়া বিনিয়োগ হইতে ১ টাকা করিয়া বার্ষিক ভাতা সৃষ্টি করিতে হইবে সারণিটির বাঁদিকে তাহাই দেখান হইয়াছে।

এই প্রসংগে সুদের হারকে $r$ এবং বৎসরকে $n$ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা নিয়ের সমীকরণটি ব্যবহার করিব :

$$১,০০০ \text{ টাকা} = ২,০০০ \begin{bmatrix} \text{সমরূপ সারির বর্তমান মূল্য}^{২} \\ r=? \\ n=১০ \end{bmatrix}$$

$$\text{অতএব} \begin{bmatrix} \text{স ম ব ম} \\ r=? \\ n=১০ \end{bmatrix} = \frac{১০,০০০ \text{ টাকা}}{২,০০০ \text{ টাকা}} = ৫.০০০$$

সুতরাং একটি প্রকল্প যাহার উপর ১০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয় এবং যাহা হইতে বাৎসরিক ২,০০০ টাকা প্রতিদান লাভ করা যায় তাহা অন্য একটি প্রকল্পের যাহার উপর ৫ টাকা ব্যয় করা হয় এবং যাহা হইতে বাৎসরিক ১ টাকা প্রতিদান লাভ করা যায় তাহারা সমানুপাতিক। পরিশিষ্ট অংশের সারণি হইতে দেখা যায় যে $n=১০$ হইলে, বর্তমান মূল্য বা বাট্টার হারকে ( discount factor ) ৫.০০০-এর কাছাকাছি থাকিলে সুদের হারকে ১৫ শতাংশ হইতে হইবে। সুতরাং এই বিনিয়োগের প্রতিদানের হার হইল মোটামুটিভাবে ১৫ শতাংশ।[৩]

(২) প্রতিদানের হার ( অথবা মূলধনের উপর ব্যয় ) ১০ শতাংশ হইলে এবং প্রকল্পটির কার্যকরী জীবনকাল ১০ বৎসর হইলে বর্তমান মূল্য নির্ধারক মানটি ( present value factor ) হইবে ৬.১৪৫।

১. "Thus, depreciation is conceived as a *source of cost* in the sense that profits are reduced because expenses are increased each year by the amount of depreciation, leaving that much less profit for distribution to stockholders and that much more for replacement of fixed assets."

Soe and Winger

২. Present value of uniform series.

৩. অন্তঃপ্রক্ষেপনের ( interpolation ) মাধ্যমে প্রতিদানের হারকে আরও সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।

সুতরাং ৬.১৪৫×২০০০ টাকা=১২,২৯০ টাকাই হইল ছাড়বাদ দিয়া প্রকল্পটির বর্তমান মূল্য। সুতরাং প্রকল্পটির নীট বর্তমান মূল্য ( net present value ) হইল ১২,২৯০ টাকা—১০,০০০=২,২৯০ টাকা এবং বিনিয়োজিত প্রতি টাকার বর্তমান মূল্য হইল ১২,২৯০÷১০,০০০=১২২.৯ শতাংশ। ইহাকে প্রকল্পটির হইতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা সূচক ( profitability index ) বা সুবিধা ও ব্যয়ের সূচক ( benefit/cost ratio ) বলা হয়। মুনাফা লাভের সম্ভাবনা সূচকটি হইল বিনিয়োগ প্রকল্প বা প্রস্তাবগুলিকে ছাঁটকাট করিবার এবং যে সকল প্রকল্পগুলিতে সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হয় সেগুলিকে মানক্রমে সাজাইবার একটি অতি সহজ ও সুবিধাজনক পদ্ধতি। অবশ্য বিভিন্ন প্রকল্পের উপর বিনিয়োগের পরিমাণ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহা হইলে সূচকটিকে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। নিম্নের সারণিটিতে ইহাই দেখান হইয়াছে।

**সারণি ২৫.২: মুনাফালাভের সম্ভাবনাসূচক বনাম নীট বর্তমান মূল্য**

| প্রকল্প | অর্থের প্রয়োজন | মুনাফালাভের সম্ভাবনাসূচক অথবা সুবিধা ও ব্যয়ের অনুপাত | নীট বর্তমান মূল্য |
|---|---|---|---|
| ক | ১,০০,০০০ টাকা | ১২৭ % অথবা ১.২৭ | ২৭,০০০ টাকা |
| খ | ১,০০,০০০ " | ১২২ % অথবা ১.২২ | ২২,০০০ " |
| গ | ১৫,০০,০০০ " | ১১৯ % অথবা ১.১৯ | ২,৮৫,০০০ " |
| ঘ | ৮,০০,০০০ " | ১১৫ % অথবা ১.১৫ | ১,২০,০০০ " |
| ঙ | ৯,০০,০০০ " | ১০২% অথবা ১.০২ | ১৮,০০০ " |

উপরের সারণি হইতে একটি বিষয় পরিস্ফুট হয় যে প্রকল্পগুলিকে মানক্রমে সঠিকভাবে সাজাইবার একমাত্র সূত্র ( criterion ) হইল বিনিয়োজিত প্রতিটি টাকা হইতে যে প্রতিদান লাভ করা যায় তাহা। অবশ্য যদি প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিয়া ফার্মটি গ অ· া ঘ প্রকল্পটি গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে ফার্মের মোট সুবিধা বা লাভ অধিক হইবে যদিও উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফালাভের সম্ভাবনাসূচকটি অন্যান্য প্রকল্পগুলির সূচক অপেক্ষা কম। উদাহরণস্বরূপ, ক-প্রকল্প অপেক্ষা গ-প্রকল্প দশগুণ অধিক প্রতিদান দিবে যদিও ইহা হইতে মুনাফালাভের সম্ভাবনা হইল ৮ শতাংশ কম।

**ছাড়বাদ দিয়া নগদ প্রবাহ-পদ্ধতি ( The Discounted Cash-Flow Method )**

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প হইতে প্রতিদানের হার বা পরিমাণ নির্ণয় করিতে গিয়া যে দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকে ছাড়বাদ দিয়া নগদ প্রবাহ-পদ্ধতি ( the discounted cash-flow অথবা DCF ) বলা হয়। একমাত্র এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রতিদানের হারকে নির্ভুল-ভাবে পরিমাপ করা যায়।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি মূলধনের মালিকানা চলিয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার বর্তমান মালিকের নিকট ইহার প্রকৃত প্রতিদানের হার কি হইবে তাহা পূর্ব হইতে নির্ধারণ করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায় সত্যসত্যই যদি একটি সম্পদ বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে বিক্রয়ের সময় ইহা পুনর্বিক্রয় মূল্য ( resale value ) ইহার উপর বিনিয়োজিত অর্থ অপেক্ষা কম বা বেশী হইতে পারে। সুতরাং ইহার প্রতিদানের প্রকৃত হার উপরের সংজ্ঞা অনুসারে নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিক অথবা অল্প হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইল: প্রতিদানের হারের সঠিক অর্থটি কি? এই প্রসংগে প্রতিদানের নিম্নের সংজ্ঞাটি প্রদান করা যায়:

**সংজ্ঞা ( Definition ): একটি বিনিয়োগের উপর প্রতিদানের হার হইল সেই সুদের হারটি যাহা প্রকল্পটির জীবনকাল ধরিয়া ইহা হইতে প্রত্যাশিত নগদ অর্থ প্রবাহের**

বর্তমান মূল্যকে ইহার সহিত সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বর্তমান মূল্যের সমতা সৃষ্টি করে।[১]

অর্থাৎ, ইহা হইল বাট্টার এমন একটি হার যাহা নীট বর্তমান মূল্যকে শূন্যে পরিণত করে।[২]

আলোচনার সুবিধার জন্য সাধারণত ইহা অনুমান করা হয় যে বিনিয়োগটির উপর কেবলমাত্র একবারই ( অর্থাৎ প্রারম্ভে ) অর্থ ব্যয় করা হয়। যেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ছাড়বাদ দিয়া ইহাদের বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং প্রকল্পটির প্রারম্ভিক ব্যয়ের সহিত ইহাকে যোগ করিয়া ব্যয়ের মোট বর্তমান মূল্য ( the total present value of outlay ) নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং একটি বিনিয়োগের মোট ব্যয়কে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$I_c = C_0 \cdot \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{C_n}{(1+r)^n} \cdots (1)$$

যেখানে $C_0$ হইল প্রাথমিক ব্যয় ( initial outlay ), $C_1, C_2 \cdots, C_n$ হইল ভবিষ্যত ব্যয়ের একটি সারি বা গুচ্ছ ( series ), $I_c$ হইল সমস্ত ব্যয়ের যোগফল যাহাকে বিনিয়োগটির বর্তমান মূল্য দেখাইবার জন্য ঠিকমত ছাড়বাদ দিয়া ধরা হইয়াছে এবং $r$ হইল সুদ বা বাট্টার হার।

ইহা ব্যতীত প্রকল্পটি ইহার জীবনকাল ধরিয়া নগদ আয়ের একটি প্রবাহ সৃষ্টি করিবে যাহাকে অনুরূপভাবে ছাড়বাদ দিয়া ধরিয়া ইহার বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি :

$$I_R = \frac{R_1}{1+r} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \frac{S}{(1+r)^n} \cdots (2)$$

যেখানে $R_1, R_2, \cdots, R_n$ হইল প্রকল্পটির কার্যকরী জীবনকাল ধরিয়া প্রতিটি সময়কালের ( বা বৎসরের ) শেষে যে অর্থপ্রাপ্তি হয় তাহার সারি বা গুচ্ছ মাত্র, $S$ হইল $n$ সময়কালের শেষে সম্পদটির গুরুত্বহীন মূল্য ( salvage value ) এবং $I_R$ হইল ভবিষ্যৎ অর্থ প্রবাহের বর্তমান মূল্য ( the present value of this stream of future receipts )।

প্রথম সমীকরণটি একটি বিনিয়োগের বর্তমান মূল্যকে ইহার সহিত সম্পর্কিত অর্থব্যয়ের[৩] পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করে। দ্বিতীয় সমীকরণটি বিনিয়োগের অর্থমূল্যকে ইহা হইতে যে নগদ আয় প্রবাহ সৃষ্টি হইবে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। যদি আমরা বাট্টার হারকে ( অর্থাৎ $r$-কে ) এমনভাবে নির্বাচন করি যে $I_C$ এবং $I_R$-এর মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে $r$-ই হইল বিনিয়োগটির উপর প্রতিদানের হার। উপরন্ত, প্রথম সমীকরণটির সহিত দ্বিতীয় সমীকরণটির সমতা সৃষ্টি করা হইলে আমরা নিম্নের সমীকরণটি পাই :

$$C_0 = \frac{R_1 - C_1}{1+r} + \frac{R_2 - C_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{R_n - C_n}{(1+r)^n} + \frac{S}{(1+r)^n} \cdots (3)$$

ইহাকেই অধ্যাপক বাউলডিং অভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার ( the internal rate of return ) আখ্যা দিয়াছেন এবং মূলধন বাজেটিং-এ এই সমীকরণটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।[৪]

---

১. "The *rate of return* on an investment is that interest rate which equates the present value of cash receipts expected to flow from the investment over its life time with the present value of all expenditure relating to the investment." Soe and Winger

২. "The IRR of a project is the interest or discount rate for which the net present value is zero." John Craven

৩. এক্ষেত্রে সম্পদটির জীবনকাল ধরিয়া ইহার নানা খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহাকেই বুঝান হইয়াছে।

৪. "The internal rate of return method involves the calculation of the rate of interest that will equate value of the cash outlays for an investment to the present value of the cash proceeds that result from the investments." J. Holton Wilson & S. G. Darr

ইহাকেই কেইন্‌স মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ( the marginal efficiency of capital ) এবং ফিসার ব্যয়ের উপরিস্থিত প্রতিদানের হার ( the rate of return over cost ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা যদি ফার্মের মূলধনের উপর ব্যয়কে $K_0$ দ্বারা চিহ্নিত করি এবং নগদ প্রবাহকে ছাড়বাদ দিয়া ধরি বা বাট্টা করি তাহা হইলে পাই :

$$NPV = -C_0 + \left[\frac{R_1 - C_1}{1+K_0} + \frac{R_2 - C_2}{(1+K_0)^2} + \cdots + \frac{R_n - C_n}{(1+K_0)^n} + \frac{S}{(1+K_0)^n}\right] \cdots (4)$$

যেখানে $NPV$ হইল বিনিয়োগটির নীট বর্তমান মূল্য এবং প্রকল্প নির্বাচনের জন্য ইহাকেও বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

এই $NPV$ সূত্র অনুসারে যে কোন প্রকল্পের $NPV$ ধণাত্মক হইলেই প্রকল্পটি গ্রহণ করিতে হইবে। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে নীট বর্তমান মূল্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়।

উদাহরণ ২৫.২ : ধরা যাউক, মূলধনের উপর ব্যয় হইল ১০ শতাংশ। ক ও খ এই দুইটি প্রকল্পের কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। দুইটি প্রকল্প সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হইল :

| ক প্রকল্প | | | খ প্রকল্প | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $-C_0=$ | $-$১০,০০০ | টাকা | $-C_0=$ | $-$১০,০০০ | টাকা |
| $R_1-C_1=$ | ২,০০০ | " | $R_1-C_1=$ | ৪,০০০ | " |
| $R_2-C_2=$ | ৮,০০০ | " | $R_2-C_2=$ | ৪,০০০ | " |
| $R_3-C_3=$ | ১,০০০ | " | $R_3-C_3=$ | ৪,০০০ | " |
| | | | $R_4-C_4=$ | ৪,০০০ | " |

কোন্ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইবে ?

উত্তর : উপরের প্রশ্নটির সঠিক উত্তর প্রদান করিতে হইলে নিম্নের সূত্রটির সাহায্যে উভয় প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য বাহির করিতে হইবে :

$$NPV = -C_0 + \frac{R_1 - C_1}{1+K_0} + \frac{R_2 - C_2}{(1+K_0)^2} + \cdots + \frac{R_n - C_n}{(1+K_0)^n}$$

[ যদি আমরা প্রকল্পটির গুরুত্বহীন মূল অর্থাৎ $\frac{S}{(1+K_0)^n}$ পদটিকে উপেক্ষা করি। ]

ক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইহা হইল :

$$-১০,০০০ + \frac{২০০০}{(১+.১০)} + \frac{৮০০০}{(১+.১০)^২} + \frac{১০০০}{(১+.১০)^৩}$$

$$= -১০,০০০ + ১৮১৮ + ৬৬১২ + ৭৫১$$

$$= -৮১৯ \text{ টাকা।}$$

খ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইহা হইল :

$$-১০,০০ + \frac{৪,০০০}{(১+.১০)^১} + \frac{৪,০০০}{(১+.১০)^২} + \frac{৪,০০০}{(১+.১০)^৩} + \frac{৪,০০০}{(১+.১০)^৪}$$

$$= -১০,০০০ + ৩৬৩৬ + ৩৩০৫ + ৩০০৫ + ২৭৩২ = ২৬৭৮ \text{ টাকা।}$$

সংগত কারণেই খ-প্রকল্পটি গ্রহণ করাই কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। আরও পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে খ-প্রকল্পটির নীট বর্তমান মূল্য শূন্যের অধিক হওয়ায় ইহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। বস্তুত, এই প্রকল্পটি গ্রহণ করিলে ফার্মটির মুনাফালাভের সম্ভাবনাকে হ্রাস না করিয়াই

বিনিয়োগের জন্ত ২৬৭৮ টাকা প্রদান করা সম্ভব হইবে। অপরদিকে ক-প্রকল্পটি কখনই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না কারণ ইহাকে গ্রহণ করা হইলে ফার্মটির মুনাফালাভের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় যদি ক-প্রকল্পটি গ্রহণ করার কথা একান্তই বিবেচনা করিতে হয় তাহা হইলে ফার্মটিকে নিজস্ব তহবিল হইতে ৮১৯ টাকার মত অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একাধিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে *NPV* হইল ধনাত্মক। সুতরাং এই সূত্রটি অবলম্বন করিলে সব কয়টি প্রকল্পকেই গ্রহণ করা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে উপকরণসমূহের পরিমাণ ( বিশেষত অর্থের যোগান ) সীমিত বলিয়া একটি ফার্মের পক্ষে সব কয়টি প্রকল্পকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বস্তুত, এই *NPV* সূত্রটির মূল ত্রুটি হইল এই যে ইহা আমাদের একাধিক প্রকল্পগুলিকে মানক্রমে সাজাইয়া উহাদের মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া লইতে সাহায্য করে না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার সূত্রটি ( internal rate of return rule ) এই দিক হইতে ত্রুটিমুক্ত বলিয়া ইহা আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে বিভেদাচরণ করিতে সহায়তা করে। এই সূত্রটি অনুসারে মূলধন বাজেটিং ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে দুইটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। বিষয় দুইটি হইল: আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার ( বা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ) এবং প্রকল্পটির উপর ফার্মের অর্থব্যয়। এই দুইটি বিষয়ের তুলনা করিয়াই একটি মুনাফা সর্বাধিকীকারী ফার্মকে প্রকল্প নির্বাচন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রসংগে প্রান্তিক বিশ্লেষণের ( marginal analysis ) যে মূল নীতিটি অনুসরণ করা হয় তাহাকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

## ২৫.৬ মূল নীতি ( Fundamental Principle )

**যে সকল প্রকল্পগুলির প্রত্যাশিত বা পরিমিত ( estimated ) প্রতিদানের হার মূলধনের উপর ব্যয় ( cost of capital ) অপেক্ষা অধিক হয় সেগুলিকে সেই স্তর পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় যে স্তরে প্রতিদানের ( আভ্যন্তরীণ ) হার মূলধনের উপর ব্যয়ের ( অর্থাৎ সুদের হারের ) ঠিক সমান হয়।**[১]

একটি উদাহরণের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার পদ্ধতিটিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

**উদাহরণ ২৫.৩:** নিম্নে ক ও খ প্রকল্প দুইটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হইলে কোন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইবে?

**সারণি ২৫.৩: ক ও খ প্রকল্পের নগদ প্রবাহ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক-প্রকল্প | ১০,০০০ টাকা | ২,০০০ | ৮,০০০ | ১,০০০ | ০ |
| খ-প্রকল্প | ১০,০০০ টাকা | ৪,০০০ | ৫,০০০ | ৪,০০০ | ৪,০০০ |
| বৎসর | প্রাথমিক নগদ ব্যয় | ১ | ২ | ৩ | ৪ |

**সমাধান:** প্রথম ক-প্রকল্পটিকে বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহার আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার নির্ধারণ করিতে হইলে এমনই একটি সুদের হার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহা প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্যকে শূন্যে পরিণত করে। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি:

১. "The net present-value method is merely the application of the marginal revenue vs. marginal cost criterion for profit maximization, with future marginal revenue and future marginal cost discounted to their present values. In other words, a firm should undertake an investment so long as the present value of cash proceeds is at least as large as the present value of the cash outlays." J. Holton Wilson & S. G. Darr : *Managerial Economics* ( Harper & Row, 1979 )

$$O=+১০,০০০+\frac{১০০০}{(১+r)^১}+\frac{৮০০০}{(১+r)^২}+\frac{১০০০}{(১+r)^৩}$$

এক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি ( the trial and error ) অবলম্বন করিয়া সঠিক সুদের হারটিকে নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রথমে যে কোন একটি সুদের হার বাছিয়া লইতে হইবে। ইহাকে উপরের সমীকরণটির লবে ( denominator ) ব্যবহার করিয়া যদি দেখা যায় যে সমীকরণটির ডানদিকের অংশ বাঁদিক অপেক্ষা বেশী ( কম ) তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা বেশী ( কম ) একটি সুদের হারকে বাছিয়া লইয়া পুনরায় দেখিতে হইবে ইহা উপরের সমীকরণটির উভয় দিকের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করে কি না। উদাহরণস্বরূপ, সুরুতে আমরা যদি ধরিয়া লই যে সুদের হার হইল ৩ শতাংশ। তাহা হইলে সমীকরণটির ডানদিকের মান হইবে ৩৯৭.৬০ টাকা। সুতরাং ৩ শতাংশ অপেক্ষা অধিক একটি সুদের হার ব্যবহার করিতে হইবে। সুদের হার ৪ শতাংশ হইলে সমীকরণটির ডানদিকের মান হইবে ২০৮.৫০ টাকা। সুতরাং ইহা অপেক্ষা বেশী সুদের হারকে বাছিয়া লইয়া পুনরায় দেখিতে হইবে ইহা উপরের সমীকরণটির উভয় অংশের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় কি না। পরিশেষে বহু প্রচেষ্টার পর দেখা যাইবে যে সুদের হার ৫.১ শতাংশ হইলে সমীকরণটির ডানদিকের মান শূন্য হইবে। অর্থাৎ, আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে প্রকল্পটির আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার হইল ৫.১ শতাংশ।

অনুরূপভাবে, খ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত প্রতিদানের হার নির্ধারণ সমীকরণটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$O=-১০,০০০+\frac{৪০০০}{(১+r)^১}+\frac{৪০০০}{(১+r)^২}+\frac{৪০০০}{(১+r)^৩}+\frac{৪০০০}{(১+r)^৪}$$

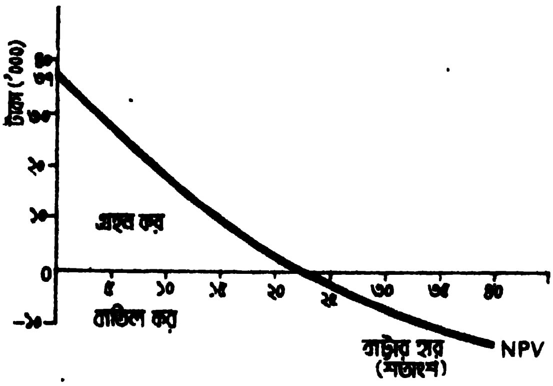
এক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া একাধিক প্রচেষ্টা ফলে দেখা যাইবে যে ইহার আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার হইল ২২ শতাংশ। সুতরাং এক্ষেত্রে ক-প্রকল্প অপেক্ষা খ-প্রকল্প অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এখন উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সুদের হারের ( অর্থাৎ মূলধনের উপর ব্যয়ের) সহিত আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হারের তুলনা করিয়া বিনিয়োগ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সুদের হার উভয় ক্ষেত্রেই ১০ শতাংশ হয় তাহা হইলে একমাত্র দ্বিতীয় প্রকল্পটিই গ্রহণ করা হইবে। যদি সুদের হার ৪ শতাংশ হয় তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে উভয় প্রকল্পই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু মানক্রমে সাজাইলে ক-প্রকল্প অপেক্ষা খ-প্রকল্পই অধিক গুরুত্ব লাভ করিবে।

**২৫.৭ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিকে মানক্রমে সাজান ( Ranking of Capital Investments )**

মূল বাজেটিং তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল এই যে একটি ফার্ম সেই সকল প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবে যেগুলির মধ্যে কোন সংঘর্ষ নাই এবং যেগুলি কোম্পানীর ( শেয়ারের ) মালিকগণের শেয়ারের বাজার-মূল্য সর্বাধিক করে। বাস্তব জগতে অবশ্য নানা কারণে একটি ফার্মের দিক হইতে সকল প্রকল্পগুলির জন্য ( অর্থাৎ ইহা যে সকল প্রকল্পগুলির সম্মুখীন হয় ) পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না অথবা পারিলেও উচিৎ বলিয়া মনে করে না। এই কারণে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ফার্ম কেবলমাত্র পরস্পরবিচ্ছিন্ন ( mutually exclusive ) বা সংঘর্ষমূলক ( conflicting ) প্রকল্পগুলিরই সম্মুখীনই হয় না ইহা মূলধন বরাদ্দের ( capital rationing ) প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে। উভয় ক্ষেত্রেই ফার্মটির সমস্যা হইল বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলিকে এমনভাবে মানক্রমে সাজান যাহাতে বর্তমান মূলধনকে ( available capital ) সম্পূর্ণভাবে সর্বাপেক্ষা লাভজনক সময়গুলিতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়।

বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিকে মানক্রমে সাজাইবার ক্ষেত্রে মূল বিষয়টি হইল প্রত্যাশিত প্রতিদানের পরিমাপ। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই প্রতিদান পরিমাপ করিবার দুইটি পদ্ধতির সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি। এই পদ্ধতি দুইটি হইল নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি ( the NPV method ) এবং প্রতিদানের আভ্যন্তরীণ হার পদ্ধতি ( the IRR method )। নিম্নের রেখাচিত্রে এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ককে দেখান হইয়াছে।

রেখাচিত্রটিতে এমন একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হইয়াছে যেটির উপর অর্থব্যয়ের পরিমাণ হইল ২৩,০০০ টাকা এবং যেটি দশ বৎসর ধরিয়া বাৎসরিক নীট নগদ প্রবাহ সৃষ্টি করবে। এখানে NPV রেখাটির সাহায্যে বাট্টার ভিন্ন ভিন্ন হারে প্রকল্পটির নীট বর্তমান মূল্যকে আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা যদি অর্থের সময় মূল্যকে উপেক্ষা করি তাহা হইলে প্রকল্পটি ৬০,০০০ − ২৩,০০০ = ৩৭,০০০ টাকা ফিরাইয়া দিবে। অর্থের সময় মূল্যকে উপেক্ষা করার তাৎপর্য সহজেই অনুমেয় — এক্ষেত্রে বাট্টার হার হইল শূন্য। সুতরাং Y-অক্ষের ছেদিতাংশ (intercept) হইল ৩৭,০০০ টাকা




রেখাচিত্র ২৫.১ : প্রতিদানের আভ্যন্তরীণ হারের সহিত নীট বর্তমান মূল্যের সম্পর্ক

এখানে NPV রেখাটি ডানদিকে নিম্নমুখী। ইহার অর্থ হইল এইযে বাট্টার হার যতই বৃদ্ধি পায় NPV ততই হ্রাস পায়।

প্রতিদানের অন্তর্নিহিত হার (অর্থাৎ IRR) হইল বাট্টার এমন একটি হার যাহা নীট বর্তমান মূল্যকে শূন্যে পরিণত করে। এক্ষেত্রে X-অক্ষের যে বিন্দুতে NPV শূন্য হয় ঠিক সেই বিন্দুতে IRR নির্ধারিত হয়। উপরের রেখাচিত্রে IRR হইল ২২.৭ শতাংশ। সুতরাং প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্র (zone) হইল X-এর উপর এবং NPV লাইনের নিম্নে অবস্থিত অঞ্চলটি (area) যেখানে মূলধনের উপর ব্যয় (অর্থাৎ বাট্টার হার) হইল প্রতিদানের আভ্যন্তরীণ হার অপেক্ষা কম বা ইহার সমান এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত NPV হইল হয় শূন্যের সমান অথবা শূন্য অপেক্ষা অধিক। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিকে নাকচ করার ক্ষেত্র হইল NPV রেখার এবং X-অক্ষের নিম্নে অবস্থিত সেই ক্ষেত্রটি যেখানে মূলধনের উপর ব্যয় (অর্থাৎ বাট্টার হার) আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার অপেক্ষা অধিক এবং ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত NPV হইল ঋণাত্মক।

## ২৫.৮ নীট বর্তমান মূল্য ও আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ (Conflict between NPV and IRR Methods)

নীট বর্তমান মূল্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হারের মধ্যে সংগতি থাকা সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতির মধ্যেও সংঘর্ষও দেখা দিতে পারে। নগদ প্রবাহের পুনর্বিনিয়োগ ব্যাপারে উভয় পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অনুমানগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য উভয় পদ্ধতি হইতে আমরা যে উপসংহারে উপনীত হই তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতির দুইটি মূল অনুমান হইল এই যে (১) নগদ প্রবাহগুলি এমন একটি হারের পুনরায় বিনিয়োগ করা হয় যে হারটি মূলধনের উপর ব্যয়ের সমান এবং (২) পুনর্বিনিয়োগের একই হারের বিপক্ষে সমস্ত প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন করা হয়। অপরদিকে অন্তর্নিহিত প্রতিদানের হার পদ্ধতির মূল অনুমান হইল এই যে নগদ প্রবাহগুলি প্রকল্পটির অন্তর্নিহিত প্রতিদানের হারে পুনর্বিনিয়োগ করা হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে বিভিন্ন প্রকল্পের পুনর্বিনিয়োগের অনুমিত হার হইল ভিন্ন ভিন্ন। ইহার ফলে আমরা দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকল্পকে মানক্রমে সাজাইবার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। নিম্নের সারণিটিতে ইহা দেখান হইয়াছে।

সারণি ২৫.৪ : দুইটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন প্রস্তাবের ( proposals ) নগদ প্রবাহ

| বৎসর | নগদ প্রবাহ ( টাকার অংকে ) | |
|---|---|---|
| | ক-প্রকল্প | খ-প্রকল্প |
| ০ | ২২,৮৫৬ | ২২,৮৪৬ |
| ১ | ৮,৫০০ | ০ |
| ২ | ৮,৫০০ | ৫,০০০ |
| ৩ | ৮,০০০ | ১০,০০০ |
| ৪ | ৮,৫০০ | ১৫,০০০ |
| ৫ | ৮,৫০০ | ১১,৫১৬ |
| মোট নগদ প্রবাহ | ৪২,৫০০ | ৪৯,৫১৬ |
| ইহা হইতে বাদ—প্রাথমিক বিনিয়োগ ব্যয় | ২২,৮৫৬ | ২২,৮৫৬ |
| নীট নগদ প্রবাহ* | ১৯,৬৪৪ | ২৬,৬৬০ |
| নীট বর্তমান মূল্য | ৫,৬৩৬ | ৫,৭৮৩ |
| প্রতিদানের আভ্যন্তরীণ হার | ২৫.0 শতাংশ | ২২.0 শতাংশ |

সারণিটিতে দুইটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন প্রকল্পকে উহাদের কাম্যতার ( desirability ) দিক হইতে মানক্রমে সাজান হইয়াছে। উভয় প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ব্যয় ( initial cost ) হইল অভিন্ন কিন্তু নগদ প্রবাহের পরিমাণ ও সময়কাল ( timing ) হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু ইহারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, কেবল একটিমাত্র প্রকল্প নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

আমরা যদি নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতিটির মূল্যায়ন করি তাহা হইলে উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাট্টার হার—অর্থাৎ মূলধনের উপর ব্যয় হইবে ১৫ শতাংশ। এই হারেই উভয় প্রকল্পের নগদ প্রবাহকে বাট্টাবাদ দিয়া ধরিতে হইবে। এবং এক্ষেত্রে আমাদের অন্তর্নিহিত অনুমান হইল এই যে সমস্ত নগদ প্রবাহকে ১৫ শতাংশ প্রতিদানের হারে পুনরায় বিনিয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে খ-প্রকল্পটি অধিক কাম্য বা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ ইহার নীট বর্তমান মূল্য হইল ক-প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য অপেক্ষা অধিক।

যদি আমরা আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার পদ্ধতি দ্বারা প্রকল্প দুইটির মূল্যায়ন করি তাহা হইলে দেখি যে ক-প্রকল্পটির আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার হইল ২৫ শতাংশ এবং খ-প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার হইল কেবলমাত্র ২২ শতাংশ। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয় : আমাদের অন্তর্নিহিত ( implicit ) অনুমান হইল এই যে ক-প্রকল্প হইতে নগদ প্রবাহ ২৫ শতাংশ হারে পুনরায় বিনিয়োজিত এবং খ-প্রকল্প হইতে নগদ প্রবাহ মাত্র ২২ শতাংশ হারে পুনরায় বিনিয়োজিত হইবে। সুতরাং ইহা ভাবিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই যে ক-প্রকল্প হইতে প্রাপ্ত ৮,৫০০ টাকা অন্য একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হইলে ২৫ শতাংশ প্রতিদান লাভ করা যাইবে এবং খ-প্রকল্প হইতে প্রাপ্ত ৫,০০০ টাকা ঐ একই বৎসরে মাত্র ২২ শতাংশ প্রতিদান দিবে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে এক্ষেত্রে প্রতিদানের হার অনুসারে প্রকল্পগুলিকে মানক্রমে সাজান ভুল হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল : কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করা উচিত ? ইহার উত্তর নির্ভর করে নগদ প্রবাহকে পুনর্বিনিয়োগ সঠিক হারের ( the appropriate rate of reinvestment ) উপর। সাধারণত নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতিকে উৎকৃষ্ট অথবা অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহার কারণ হইল এই যে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করিয়া সকল বিবেচনাধীন প্রকল্পগুলিকে পুনর্বিনিয়োগের একই

* এখানে অনুমিত বাট্টার হার হইল ১৫ শতাংশ।

অনুমিত হারের পরিপ্রেক্ষিতে—অর্থাৎ মূলধনের উপর ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযোগ্য শ্রেণীভুক্ত করা ( বা ক্রমিক অবস্থান স্থির করা ) হয়।[১]

**প্রকল্প নির্বাচনের হ্রস্বতর পদ্ধতিসমূহ ( Short-cut Methods of Project Selection )**

প্রতিদানের আভ্যন্তরীণ হার এবং মূলধনের উপর ব্যয় উভয় পদ্ধতি ব্যবসায়িক জগতে ব্যবহৃত হয় এবং ইহাদের সাহায্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়া সম্ভাব্য ( economically feasible ) বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিকে বাছিয়া লওয়া হয়। অবশ্য বিনিয়োগ প্রকল্প নির্বাচনের কতকগুলি হ্রস্বতর বা সহজ পদ্ধতিও আছে। অবশ্য এই শেষোক্ত পদ্ধতিগুলি কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নহে। অর্থাৎ, ছাড়বাদ দিয়া নগদ প্রবাহ পদ্ধতির মত ইহারা একটি প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সঠিক উত্তর প্রদান করে না ইহা সম্পর্কে একটি তাৎক্ষণিক অনুমানভিত্তিক হিসাব প্রদান করে মাত্র। এই ধরনের পদ্ধতির দুইটি লইয়া নিম্নে আলোচনা করা হইল।

**২৫.৯ পুনরুদ্ধার সময়কাল পদ্ধতি ( The Payback Period Method )**

অর্থসংক্রান্ত পরিচালকমণ্ডলী ( financial executives ) মূলধন বন্টনকার্য সম্পাদন করিতে গিয়া একটি সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি প্রকল্পে যে পরিমাণ অর্থ প্রাথমিক স্তরে বিনিয়োজিত হইয়াছে সেই অর্থ ফিরিয়া পাইতে বা পুনরুদ্ধার করিতে কত সময় লাগে তাহা পরিমাপ করার প্রচেষ্টা করা হয়।[২] এই কারণে এই পদ্ধতিটিকে পুনরুদ্ধার সময়কাল পদ্ধতি আখ্যা দেওয়া হয়। কর প্রদানের পূর্বে এবং পরে উভয় অবস্থাতেই এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যায়। ইহা ব্যতীত অবপূর্তির ব্যবস্থা করার পূর্বেই অর্থপ্রাপ্তির হিসাব করা হয় ( অর্থাৎ নগদ প্রবাহের মধ্যে অবপূর্তি ধরা থাকে )।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া একটি প্রকল্পের জীবনকার্য ধরিয়া ইহা হইতে সমহারে যে বাৎসরিক অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তাহার পরিমাপ করা হয়।[৩] সুতরাং আসল বিনিয়োগকে ( original investment ) যদি $I$ দ্বারা এবং সমরূপ ( uniform ) বা গড় ( average ) বাৎসরিক নগদ প্রবাহকে $E$ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাহা হইলে পুনরুদ্ধার বৎসর বা সময়কাল $P$-কে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$P = \frac{I}{E}$$

ইহা সহজেই অনুমেয় যে একটি প্রকল্পের জীবনকাল পূর্ব হইতে দেওয়া থাকিলে প্রকল্পের জীবনকালের সহিত ইহা হইতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনার ( profitability ) প্রত্যক্ষ ভেদ ঘটিবে। অর্থাৎ, প্রকল্পটি উৎপাদনশীল বা কার্যকরী জীবনকাল যতই দীর্ঘ হইবে ইহা হইতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে আবার প্রকল্পটির পুনরুদ্ধার সময়কালের সহিত মুনাফা লাভের সম্ভাবনার ব্যস্ত ভেদ ঘটিবে।[৪] মূলত এই কারণেই ব্যবসায় পরিচালকগোষ্ঠী এই পদ্ধতির উপর যথেষ্ট

---

১. "The net present value method is generally regarded as superior because all projects under consideration are rated against the same assumed rate of reinvestment, which should be the cost of capital." Soe and Winger : op. cit.

২. "The payback period method, which is widely used in business, involves calculating the number of time periods, for example, years it will take for an investment to generate cash proceeds equal in amount to the initial cash outlay for the investment." J. Holton Wilson and S. G. Darr : *Managerial Economics*

৩. "It is typical to estimate a uniform flow of annual earnings over the life of the project."

Soe and Winger

৪. "Given the life of the project, profitability will vary inversely with the payout period and that given the payout period, profitability will vary directly with the life of the project."

Soe and Winger

তাহা রাখেন। অবশ্য যে অবস্থায় বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে অর্থব্যয় (cash outlay), অর্থ পুনরুদ্ধার (cash recovery) এবং কার্যকরী জীবনকালের (productive life) মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় সেই অবস্থায় এই পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পুনরুদ্ধার সময়কালের অর্থ এই নয় যে প্রকল্পটি হইতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং যদি কোন প্রকল্পের কার্যকরী জীবনকাল পুনরুদ্ধারের সময়কাল অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে বিনিয়োগটি হইতে প্রতিদান ঋণাত্মক হইবে (অর্থাৎ প্রকল্পটিকে গ্রহণ করা হইলে লোকসানের সম্মুখীন হইতে হইবে)। আবার যদি প্রকল্পের জীবনকাল এবং পুনরুদ্ধারের সময়কাল একই হয় তাহা হইলে বিনিয়োগটি হইতে নীট প্রতিদান শূন্য হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইলে লোকসান হইবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

**উদাহরণ :** ধরা যাউক, একটি ফার্মের নিকট দুইটি বিনিয়োগ প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। প্রকল্প দুইটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যটি নিম্নের সারণিটিতে পেশ করা হইল। কিভাবে প্রকল্প দুইটিকে মানক্রমে সাজান হইবে ?

**সারণি ২৫.৫ : কর প্রদানের নীট নগদ প্রবাহ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক-প্রকল্প | −১০,০০০ টাকা | +২০০০ | +৮০০০ | +১০০০ | ০ |
| খ-প্রকল্প | −১০,০০০ টাকা | +৪০০০ | +৪০০০ | +৪০০০ | +৪০০০ |
| বৎসর | প্রাথমিক অর্থ ব্যয় | ১ | ২ | ৩ | ৪ |

উপরের সারণিটি হইতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে প্রথম প্রকল্পটির পুনরুদ্ধারের সময়কাল হইল দুই বৎসর, কারণ প্রথম দুই বৎসরের শেষে ইহা হইতে নীট অর্থ প্রবাহের যোগফল হইল ১0,000 টাকা (প্রথম বৎসর ২000 টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসর ৮000 টাকা) যাহা হইল প্রকল্পটির উপর প্রাথমিক অর্থব্যয়ের সমান। অপরদিকে খ-প্রকল্পটির পুনরুদ্ধার সময়কাল হইল আড়াই বৎসর, কারণ ইহা হইতে বাৎসরিক নীট নগদ প্রবাহের পরিমাণ হইল ৪000 টাকা (অর্থাৎ, ১0000÷৪000=২½)। সুতরাং পুনরুদ্ধার সময়কাল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইলে ক-প্রকল্পটি খ-প্রকল্প অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। (যদিও খ-প্রকল্প হইতে মোট নগদ প্রবাহ হইল ১৬,000 টাকা এবং ক-প্রকল্প হইতে মোট নগদ প্রবাহের পরিমাণ হইল ১১,000 টাকা)।

**ত্রুটি :** এই পদ্ধতির দুইটি ত্রুটি আছে। ইহার মূল ত্রুটি হইল এই যে পুনরুদ্ধার সময়কালের পর একটি প্রকল্প হইতে কিরূপ অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তাহা মোটেই বিবেচনা করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে অর্থের সময় মূল্যের দিকে কোন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় না। ইহা অনুমান করা হয় যে পুনরুদ্ধার সময়কালের মধ্যে অর্থের দাম অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ, পুনরুদ্ধার কালের যে কোন সময়ে প্রাপ্ত অর্থকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের প্রথম সমালোচনাটি হইতে ইহা অনুসৃত হয় যে পুনরুদ্ধার কালের পরবর্তী সময়ের অর্থপ্রাপ্তিকে শূন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়—অর্থাৎ ইহাকে বিবেচনা করা হয় না।

এই পদ্ধতিটির দুইটি সুবিধার কথাও উল্লেখ করা যায় :

(১) যেহেতু এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করিয়া আমরা পরিমাপ করার চেষ্টা করি কত দ্রুত একটি প্রকল্পের উপর বিনিয়োজিত অর্থ পুনরুদ্ধার করা (অর্থাৎ ফিরিয়া পাওয়া) যায় সেহেতু ইহা প্রকল্পটি হইল নগদ টাকা প্রবাহের নির্দেশক। বিশেষত, কতকগুলি ফার্মের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন মুনাফা লাভের সম্ভাবনাটি তত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় না। যাহাতে স্বল্পকালীন ও মধ্যকালীন প্রতিদানের ভিত্তিতে বিনিয়োজিত অর্থকে পুনরুদ্ধার করা যায় সেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়।

(২) দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ অর্থপ্রবাহ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা যায় বলিয়া অধিকাংশ ফার্মই তাৎক্ষণিক এবং স্বল্পকালীন নগদ প্রবাহের কথা বিবেচনা করিয়াই বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কারণে যে সকল প্রকল্পের পুনরুদ্ধারের সময়কাল স্বল্প হয় সেগুলিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

## ২৫.১০ প্রতিদানের গড় হার পদ্ধতি ( Average Rate of Return Method )

প্রতিদানের গড় হার হইল কর প্রদানের পর একটি প্রকল্প হইতে যে গড় নীট অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং প্রকল্পটির উপর প্রাথমিক স্তরে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তাহার অনুপাত মাত্র।[১] ইহাকে হিসাবশাস্ত্রীয় প্রতিদানের হারও ( accounting rate of return ) বলা হয়। নিম্নের সারণিটিতে দুইটি প্রকল্প সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সরবরাহ করা হইয়াছে। সারণিটিতে নগদ প্রবাহ ও নীট আয় উভয়কেই দেখান হইাছে। এক্ষেত্রে করের হার ৫০ শতাংশ বলিয়া অনুমান করা হয়।

সারণি ২৫.৬

ক-প্রকল্প : প্রাথমিক অর্থব্যয়=১০,০০০

| | প্রথম বৎসর | দ্বিতীয় বৎসর | তৃতীয় বৎসর | চতুর্থ বৎসর |
|---|---|---|---|---|
| নীট নগদ প্রবাহ | ৮,০০০ | ১১,০০০ | ৩,০০০ | — |
| মোট বিক্রয়লব্ধ আয় | | | | |
| ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে : | ১০০,০০০ | ৫৬,০০০ | ৪৫,০০০ | — |
| (১) বিক্রীত দ্রব্যাদির উৎপাদন-ব্যয় | ( ৮৪,৬৬৬ ) | ( ৪৬,৬৬৭ ) | ( ৩৭,৬৬৭ ) | |
| (২) অবপূর্তি | ( ৩,৩৩৪ ) | ( ৩,৩৩৩ ) | ( ৩,৩৩৩ ) | |
| কর প্রদানের পূর্বে নীট আয় | ১২,০০০ | ৬,০০০ | ৪,০০০ | |
| ইহা হইতে কর বাবদ বাদ | ( ৬,০০০ ) | ( ৩,০০০ ) | ( ২,০০০ ) | |
| কর প্রদানের পর নীট আয় | ৬,০০০ | ৩,০০০ | ২,০০০ | |
| কর প্রদানের পর নীট নগদ প্রবাহ | ২,০০০ | ৮,০০০ | ১,০০০ | |

সারণি ২৫.৭

খ-প্রকল্প : প্রাথমিক অর্থব্যয়=১০,০০০ টাকা

| | প্রথম বৎসর | দ্বিতীয় বৎসর | তৃতীয় বৎসর | চতুর্থ বৎসর |
|---|---|---|---|---|
| নীট নগদ প্রবাহ | ১২,০০০ | ৬,০০০ | ৫,০০০ | ৫.০০০ |
| মোট বিক্রয়লব্ধ আয় | | | | |
| ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে : | ১৫০,০০০ | ৪০,০০০ | ২৫,০০০ | ২০,০০০ |
| (১) বিক্রীত দ্রব্যাদির উৎপাদন-ব্যয় | ( ১,৩১,৫০০ ) | ( ৩৪,৫০০ ) | ( ২০,৫০০ ) | ( ১৫,৫০০ ) |
| (২) অবপূর্তি | ( ২,৫০০ ) | ( ২,৫০০ ) | ( ২,৫০০ ) | ( ২,৫০০ ) |
| কর প্রদানের পূর্বে নীট আয় | ১৬,০০০ | ৪,০০০ | ২,০০০ | ২,০০০ |
| ইহা হইতে কর বাবদ বাদ | ( ৮,০০০ ) | ( ২,০০০ ) | ( ১,০০০ ) | ( ১,০০০ ) |
| কর প্রদানের পর নীট আয় | ৮,০০০ | ২,০০০ | ১,০০০ | ১,০০০ |
| কর প্রদানের পর নীট নগদ প্রবাহ | ৪,০০০ | ৪,০০০ | ৪,০০০ | ৪,০০০ |

১. "The average rate of return is equal to the ratio of the average net income of the investment after taxes to the original cost ( cash outflows ) of the investment."

J. Holton Wilson and S. G. Darr ; op. cit.

কর প্রদানের পর ক-প্রকল্পের বাৎসরিক গড় নীট আয় হইল :

$$\frac{৬,০০০+৩,০০০+২,০০০}{৩}=৩৬৬৭ \text{ টাকা।}$$

ইহা দ্বারা বিনিয়োগ ব্যয়কে ভাগ দিলেই ক-প্রকল্পের প্রতিদানের বাৎসরিক হার নির্ধারিত হইবে। এক্ষেত্রে ইহা হইল :

$$\frac{৩৬৬৭}{১০,০০০}=৩৬.৭ \text{ শতাংশ।}$$

অনুরূপভাবে আমরা খ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিদানের বাৎসরিক হার নির্ধারণ করিতে পারি। খ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে কর প্রদানের পর গড় নীট আয় হইল :

$$\frac{৮,০০০+২,০০০+১,০০০+১,০০০}{৪}=৩,০০০ \text{ টাকা।}$$

অনুরূপভাবে এক্ষেত্রে প্রতিদানের গড় বাৎসরিক হার হইল :

$$\frac{৩,০০০}{১০,০০}=৩০.০ \text{ শতাংশ।}$$

এই পদ্ধতি অনুসারে যে প্রকল্পটির প্রতিদানের গড় বাৎসরিক হার অধিক সেই প্রকল্পটিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা (বা মানক্রমে সাজান) হয়। এক্ষেত্রে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ক-প্রকল্পটি খ-প্রকল্প অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য।

পুনরুদ্ধার সময়কাল পদ্ধতির মত এই পদ্ধতিরও একটি মূল ত্রুটি হইল এই যে এক্ষেত্রে অর্থের সময় মূল্যকে মোটেই বিবেচনা করা হয় না। এই পদ্ধতিটির আর একটি ত্রুটি হইল এই যে একদিকে যেরূপ কর প্রদানের পর নীট আয়ের ধারণাটি (যাহা হইল হিসাবশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা) ব্যবহার করিয়া প্রতিদানের (অর্থাৎ প্রকল্পের প্রান্তিক সুবিধার) হিসাবনিকাশ করা হয় অপরদিকে সেরূপ প্রকল্পটির উপর নগদ টাকা ব্যয়ের সাহায্যে প্রকল্পটির প্রাথমিক বর্দ্ধিত ব্যয়ের (initial incremental costs) পরিমাপ করা হয়। ইহার ফলে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধারণার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এই ত্রুটিটি দূরীকরণের জন্য কর প্রদানের পর নীট আয়ের (net income after taxes) ধারণাটি ব্যবহার না করিয়া কর প্রদানের পর নীট নগদ প্রবাহ বা প্রাপ্তির (net cash proceeds after taxes) ধারণাটি প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

# পরিশিষ্ট ক

## গাণিতিক টীকা

কিভাবে ছাড়বাদ দিয়া বর্তমান মূল্যের হিসাব করা হয় সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

এমন একটি প্রকল্পকে বিবেচনা কর যাহার উপর প্রাথমিক ব্যয় $C$ দ্বারা চিহ্নিত করা যাইতে পারে। ইহা হইতে প্রত্যাশিত ভবিষ্যত মুনাফাকে $P_1, P_2, \cdots, P_n$ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। পরিশেষে সুদের (বা বাট্টার) হারকে পূর্বের ন্যায় $r$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

এক্ষেত্রে প্রথম বৎসরের শেষে ফার্মটি দ্বারা প্রদেয় সুদের পরিমাণ হইবে $rC$ এবং ইহা $P_1-rC$ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে পারে। ইহার ফলে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া হইবে :

$$L_1=C-(P_1-rC)=(1+r)C-P_1$$

দ্বিতীয় বৎসরে কার্যটি $rL_1$ পরিমাণ সুদ প্রদান করে এবং $P_2-rL_1$ পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করে। ইহার ফলে যে পরিমাণ ঋণ পড়িয়া থাকে তাহা হইল :

$$L_2=L_1-(P_2-rL_1)=(1+r)\,L_1-P_2$$
$$=(1+r)^2C-(1+r)\,P_1-P_2$$

এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত চলিতে থাকে। সুতরাং $n$ বৎসরের শেষে ইহার ঋণের পরিমাণ হইবে :

$$L_n=(1+r)^nC-(1+r)^{n-1}P_1-(1+r)^{n-2}P_2-\cdots-P_n$$

যদি ঋণটি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে $L_n$ ধনাত্মক হইবে। কিন্তু যদি এই ঋণ ইতিপূর্বে সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে $L_n$ ঋণাত্মক হইবে এবং ফলে একটি উদ্বৃত্ত ( surplus ) সৃষ্টি হইবে ; অর্থাৎ $S=-L_n$ যেখানে $S$ হইল এই উদ্বৃত্ত।

প্রকল্পটির নীট বর্তমান মূল্য হইল সেই অর্থের পরিমাণ যাহা $n$ বৎসর ধরিয়া জমা হইয়া এই উদ্বৃত্তের সমান হয়। অর্থাৎ, আমরা লিখিতে পারি :

$$NPV\,(1+r)^n=S=-L_n$$
$$=-(1+r)^nC+(1+r)^{n-1}P_1+(1+r)^{n-2}P_2+\cdots+P_n$$

ইহা হইতে আমরা পাই :

$$NPV=-C+\frac{P_1}{(1+r)}+\frac{P_2}{(1+r)^2}+\cdots+\frac{P_n}{(1+r)^n}$$

প্রকল্পটির আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার হইল $r$ এর সেই মানটি যাহা $NPV$কে শূন্যে পরিণত করে। উপরের সমীকরণটি হইতে ইহাকে নির্ধারণ করা নিসন্দেহে কঠিন, কারণ ইহার মধ্যে $r$-এর $n$-ঘাত আছে।

# পরিশিষ্ট খ

## বর্তমান মূল্য সারণি

## ( Present Value Table )

১০ বৎসর ধরিয়া বাৎসরিক ১ টাকা করিয়া প্রাপ্তির বর্তমান মূল্য

$$PV=\left[\frac{1-(1+k)^{-N}}{k}\right]$$

| Years (N) | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1...... | 0.990 | 0 9 0 | 0.962 | 0.943 | 0.926 | 0.909 | 0.893 | 0 877 | 0 870 |
| 2...... | 1.970 | 1.942 | 1.886 | 1.833 | 1.783 | 1.736 | 1.690 | 1.647 | 1.626 |
| 3...... | 2.941 | 2 884 | 2.775 | 2.673 | 2.577 | 2 487 | 2.402 | 2.322 | 2.283 |
| 4 ..... | 3.902 | 3.808 | 3.630 | 3.465 | 3.312 | 3.170 | 3.037 | 2.914 | 2.855 |
| 5...... | 4.853 | 4.713 | 4.452 | 4.212 | 3.993 | 3.791 | 3.605 | 3.433 | 3.352 |
| 6...... | 5.795 | 5.601 | 5.242 | 4.917 | 4.623 | 4.355 | 4.111 | 3.889 | 3.784 |
| 7...... | 6.728 | 6.472 | 6.002 | 5.582 | 5.206 | 4.868 | 4.564 | 4.288 | 4.160 |
| 8 ..... | 7.652 | 7.325 | 6.733 | 6.210 | 5.747 | 5.335 | 4.968 | 4.639 | 4.487 |
| 9...... | 8.566 | 8.162 | 7.435 | 6.802 | 6.247 | 5.759 | 5.328 | 4.946 | 4.772 |
| 10...... | 9.471 | 8.983 | 8.111 | 7.360 | 6.710 | 6.145 | 5.650 | 5.216 | 5.019 |

## সংক্ষিপ্তসার

১. মূলধন বাজেটিং বলিতে সম্পদ হইতে ভবিষ্যতে প্রতিদানের লাভের আশায় অর্থ-ব্যয়ের বা বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে বিনিয়োজিত আয় বন্টন ব্যাপারে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করাকে বুঝায়।

২. বিনিয়োগ প্রকল্প নির্বাচন করিতে হইলে ইহার দুইটি দিকেই উপর দৃষ্টি হইবে—ব্যয় ও সুবিধা। উভয়ের মধ্যে তুলনা করিয়াই বিনিয়োগ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

৩. বিনিয়োগ নির্বাচন ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্র বা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এগুলির মধ্যে নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি ও প্রতিদানের আভ্যন্তরীণ হার পদ্ধতি হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

৪. দুইটি সহজ পদ্ধতির সাহায্যেও বিনিয়োগ প্রকল্প নির্বাচন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই দুইটি হইল : পুনরুদ্ধার সময়কাল পদ্ধতি এবং হিসাবশাস্ত্রীয় প্রতিদানের হার পদ্ধতি।

## প্রশ্নাবলী

১. মূলধন বাজেটিং বলিতে কি বুঝায় ? বিকল্প বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্রম নির্ণয়ের জন্য ছাড়বাদ দেওয়া আয়প্রবাহ পদ্ধতির আলোচনা কর।

২. প্রকল্প নির্বাচনের কৌশল হিসাবে নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতিটি আলোচনা কর। এই পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সূত্রটি কি ?

| | Project X | Project Y | Project Z |
|---|---|---|---|
| 1st Year | 2,000 | 1,000 | 2,500 |
| 2nd Year | 3,000 | 4,000 | 3,000 |
| 3rd Year | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 4th Year | 6,000 | 8,000 | 9 000 |
| 5th Year | 10,000 | 10 000 | 8,000 |
| 6th Year | 10,000 | 9,000 | 10,000 |

[ The discount factor at 15% p. a. is :

1st Year 0·8695 ; 2nd Year 0·7561 ;
3rd Year 0·6575 ; 4th Year 0·5718 ;
5th Year 0 4972 : 6th Year 0·4323 ; ]

Which of the projects would you recommend and why ?

[ কোন এক কোম্পানী X, Y, এবং Z এই তিনটি প্রকল্পের যে কোন একটি নির্বাচন করিতে চায়। প্রতিক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বিনিয়োগের পরিমাণ একরকম, অর্থাৎ 20,000 টাকা। প্রচলিত বাট্টার হার বার্ষিক শতকরা 15 টাকা। প্রতিটি প্রকল্পের কার্যকাল ও অনুমিত নগদ নীট আয় সম্পর্কে উপরে তথ্য পেশ করা হইয়াছে।

প্রকল্পগুলির মধ্যে তোমার সুপারিশ কোনটির জন্য এবং কেন ? ]

[ **সমাধান :** এক্ষেত্রে আমরা সেই প্রকল্পটি সুপারিশ করিব যাহার নীট বর্তমান মূল্য ( net present value ) হইল ধনাত্মক। অথবা সব কয়টির নীট বর্তমান মূল্য ধনাত্মক হইলে যেটির মূল্য সর্বাধিক সেটিই নির্বাচিত হইবে। বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে প্রতিক্ষেত্রে বাৎসরিক আর্থিক প্রবাহকে প্রথমে প্রচলিত বাট্টার হার দিয়া গুন করিতে হইবে এবং ইহা হইতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাদ দিয়া নীট আর্থিক প্রবাহ বাহির করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আমরা এইরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।

| বৎসর | X-প্রকল্প | Y-প্রকল্প | Z-প্রকল্প |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 × 0.8696 = 1739.20 | 869.60 | 2174.00 |
| 2 | 3000 × 0.7561 = 2268.30 | 3024.40 | 2268.30 |
| 2 | 4000 × 0.6575 = 2630.00 | 2630.00 | 2630.00 |
| 4 | 6000 × 0.5718 = 3430.89 | 4274.40 | 5146.20 |
| 5 | 10 000 × 0.4972 = 4972.00 | 4972.00 | 3977.60 |
| 6 | 10.000 + 0.4322 = 4323.00 | 3890.70 | 4323.00 |
| (i) মোট বর্তমান মূল্য | = 19,363.30 | 19,961.10 | 20,519.10 |
| (ii) বিনিয়োগের পরিমাণ | = 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.10 |
| (iii) নীট বর্তমান মূল্য | = −636.70 | −08.00 | 219.00 |

যেহেতু এক্ষেত্রে কেবলমাত্র Z-প্রকল্পই ধনাত্মক নীট বর্তমান মূল্য প্রদান করিতেছে ইহাই নির্বাচিত হইবে। ]

৪. কোন প্রতিষ্ঠানের মূলধন বাজেটিং সমস্যাটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। বিকল্প বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলিকে মানক্রমে সাজাইবার জন্য ছাড়বাদ দেওয়া আয়প্রবাহ পদ্ধতিটি আলোচনা কর। [ B. U. B. Com. (H) 1980 ]

৫. কোন মূলধনী প্রকল্পের পুনরাবৃত্তির সময়ের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিটি প্রয়োগ করিয়া মূলধনী প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন করা সম্ভব। পদ্ধতিটির কি কি সীমাবদ্ধতা আছে? [ B. U. B. Com (H) 1981 ]

৬. ধর দুইটি প্রকল্প আছে—A এবং B। প্রতিটির ক্ষেত্রে 1000 টাকা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। A প্রকল্পটি হইতে বৎসরে 250 টাকা এবং B হইতে বৎসরে 200 টাকা প্রতিদান পাওয়া যায়। কোন্ প্রকল্পটি নির্বাচিত হইবে?

[ **সমাধান :** এক্ষেত্রে বিনিয়োজিত অর্থ ফিরিয়া পাওয়ার পরিমাপ হইল যথাক্রমে :

$P_A = \frac{100}{250} = 4$ বৎসর এবং $P_B = \frac{1000}{200} = 5$ বৎসর। যেহেতু $P_A < P_B$ প্রকল্প A প্রকল্প B অপেক্ষা অধিক কাম্য। ]

৭. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) হিসাবশাস্ত্রীয় প্রতিদানের হার। [ B. U. 1983 ]

(খ) অন্তর্নিহিত ( আভ্যন্তরীণ ) প্রতিদানের হার। [ B. U. 1981 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. J. Holton Wilson & S. G. Darr : *Managerial Economics* ( Harper & Row, 1979 )
2. T. J. Coyne : *Managerial Economics* ( Business Publication, Inc., 5th edn., 1984 )
3. B. Bohmwick : *The Economics of Capital Budgeting* ( Penguin )
4. K. K. Soe and B. J. Winger : *Managerial Economics* ( Richard D. Irwin, 6th edn. )
5. John Craven : *Introduction to Economics* ( Blackwell, 1985 p. 254-9 )
6. A. J. Culyer : *Economics* ( Blackwell 1985, p. 282-83 )

# ২৬ | বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহের পন্থা
## ( Method of Financing Investment )

*"Firms require finance for two main purposes : first of all in order to be able to aquire fixed assets, and secondly to have sufficiently working capital to finance current output ( wages and raw materials ) and to hold stocks and provide a reserve for emergencies."* I. R. Credland

যখনই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখনই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের—সরকারী ক্ষেত্রে হউক বা বেসরকারী ক্ষেত্রেই হউক—পক্ষে প্রয়োজন হয় নূতন পুঁজির, যাহা হইতে প্রতিষ্ঠান স্থায়ী মূলধন গঠন করিতে পারে, মজুত মাল ধরিয়া রাখিতে পারে এবং যন্ত্রপাতি আহরণ করিতে পারে। যে-কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থান-পদ্ধতি দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (ক) মুনাফার প্রত্যাশা, (খ) মোট ব্যয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, একজন উদ্যোক্তা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার ( marginal efficiency of capital—অর্থাৎ নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফা ) সহিত অর্থসংস্থানের মোট ব্যয়ের ( অর্থাৎ সুদের হার বা টাকাকড়ি ঋণ করিবার ব্যয় ) তুলনা করিয়াই এবং সামঞ্জস্য ( balance ) রাখিয়াই নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থানের সূত্র হইল সংখ্যায় তিনটি। প্রথমত, আমরা আভ্যন্তরীণ পুঁজির ( internal fund )-এর উল্লেখ করতে পারি।[১] মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে সকল পাওনা মিটাইয়া দিয়া যে অংশ পড়িয়া থাকে তাহাকে হস্ত-সংরক্ষিত আয় ( retained income ) বলা হয়। ইহার এক অংশ 'রিজার্ভ' হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহা হইতে একটি অংশ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ কার্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ইহার অতীতে আহৃত মূলধন-দ্রব্য ( assets ) বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে চলতি ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে স্থায়ী ( fixed ) আমানত লইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

তৃতীয়ত, স্বল্পকালীন বা মধ্যকালীন ভিত্তিতে উহা ব্যাংক বা অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ করিয়া, বা অন্যান্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বাণিজ্যিক ঋণ ( trade credit ) লইয়া বা কিস্তিতে মালপত্র কিনিয়া ( hire purchase ) ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে পারে।

সাধারণত আমরা আভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থানের সূত্র ( internal source of finance ), যাহা চলতি ব্যবসায়সংক্রান্ত কার্যকলাপ হইতে উদ্ভূত হয় এবং বহিরাগত অর্থসংস্থানের সূত্র ( external source ) বা 'নূতন' টাকাকড়ির ( new money ) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকি। আভ্যন্তরীণ সূত্রগুলি হইল : অবপূর্তির ব্যবস্থা ( depreciation provisions ), হস্ত-সংরক্ষিত মুনাফা এবং স্থায়ী মূলধন ( assets ) বিক্রয় করিয়া পুঁজি ( funds ) সংগ্রহ।

এখন মনে রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকালীন মূলধনের ( আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক ) প্রয়োজন হয় সাধারণত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত উৎপাদন-ক্ষমতা সৃষ্টি ( creation of additional capacity ) করিবার জন্য। ইহা ভারী যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ির রূপ গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে

---

১. "The savings of firms and households are the major source of finance for investment. ...Generally, the money spent on current investment projects comes from the current savings of firms and households." Lipsey and Steiner

যে মূলধন নিয়োগ করা হয় তাহা স্থায়ী ( permanent ) মূলধনের রূপ গ্রহণ করে। এবং উৎপাদন-ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য যে-অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে তাহা প্রকল্পটির কার্যকলাপ সুরু হইবার পূর্বেই তুলিয়া লইতে হইবে। এই ধরনের অর্থসংস্থানের দীর্ঘকালীন মাপকাঠি হইল যে অনুরূপ মূলধনসংক্রান্ত খরচ ( capital expenditure ) ওই বিশেষ কারখানার ( plant ) দ্বারা অর্জিত মুনাফা হইতেই মিটাইতে হইবে।[১]

মধ্যকালীন মূলধনের প্রয়োজন হয় সাধারণ অল্পস্থায়ী ( semi-durable ) দ্রব্যের ক্রয় করিবার জন্য অথবা অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী ( less durable ) সাজসরঞ্জাম ( plant )—যেমন, বহন করিবার জন্য লরী, ছোটখাট যন্ত্রপাতি—ইত্যাদি আহরণ করিবার জন্য। এই সমস্ত খাতে যে ব্যয় হয় তাহা সাধারণত ৪-৫ বছরে মিটান হইয়া থাকে। অবশ্য দীর্ঘকালীন সূত্র হইতেই এই ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করাই সাধারণত সম্ভাব্য বা কাম্য।

স্বল্পকালীন প্রয়োজন সাধারণত মিটান হইয়া থাকে ঋণ ( debt ) হইতে, এবং এক একটি ঋণ আপনা হইতেই পরিশোধ হইয়া যায় ( self-liquidating )। যেমন, মাসে মাসে ঋণ পরিশোধ করার জন্য ( monthly payment of creditors ) বা স্বল্পকালীন ( সাধারণত তিন হইতে চারি মাসের ) চুক্তির জন্য অর্থসংস্থান করিবার জন্য বা বিভিন্ন ঋতুতে মাল মজুত করিবার জন্য, অথবা উৎপাদন সুরু করিবার আগে প্রস্তুতির জন্য যে সময়-ব্যয় করিতে হয় ( gestation lag )—তাহার উল্লেখ করিতে পারা যায়।

কিভাবে অর্থসংস্থান করা হইবে তাহা কিছুটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আইনগত কাঠামোর উপরও নির্ভর করে। যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ( incorporated or joint stock company ) সাধারণত দীর্ঘকালীন মূলধনের ( যাহা অংশীদারগণের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় ) উপর নির্ভর করে। একমালিকী কারবারে সমস্ত অর্থই মালিককে নিজে যোগান দিতে হয় এবং প্রয়োজনে নিজের আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে ঋণ করিতে হয়। এবং পরবর্তীকালে ইহা ব্যাংক ও অর্থ-সরবরাহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থের সংস্থান করিতে পারে। আবার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য দিকে প্রসার ঘটিলে ( diversification ) উহা নিজের মুনাফার একটি অংশ পুনর্বিনিয়োগ করিতে পারে, নূতন অংশীদারও গ্রহণ করিতে পারে। আবার প্রয়োজনে উহা নিজের আইনগত রূপের ( legal status ) পরিবর্তনসাধন করিয়া জনসাধারণের নিকট নূতন শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে এবং এইভাবে আরও মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। এগুলির দ্বারা চলতি মূলধনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যদি স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলে বাজারে ডিবেঞ্চার ছাড়িতে হইবে অথবা বন্ধকী রাখিয়া ঋণ লইতে হইবে।

ঘরোয়া প্রতিষ্ঠানও ( private company ) শেয়ার ছাড়িতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতির একটা সীমা আছে। একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানের ( public company ) নাম সাধারণ শেয়ার বাজারে ( stock exchange ) উঠিয়া যায় এবং ইহার ফলে উহা ( ছোট কোম্পানীর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ) নূতন অর্থসংস্থান করিতে পারে ( the new issue market হইতে )। সুতরাং অধিক হারে অর্থসংগ্রহের একটি পন্থা হইল কোম্পানীর আইনগত কাঠামোর পরিবর্তন করা এবং ঘরোয়া হইতে রূপ পরিবর্তন করিয়া যৌথ হওয়া।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে একটি প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হারকে আর্থিক মূলধনের উপর ব্যয়ের ( cost of money capital ) সমান হইতে হইবে। এই ব্যয় এবং একটি কার্যের বিনিয়োগের কাম্য স্তর আর্থিক মূলধনের সূত্র দ্বারা

১. "The long-term criterion for such finance is that capital expenditure should pay for itself ( or amortise itself ) out of the profits earned from the plant."

Savage and Small: *Introduction to Managerial Economics*

প্রভাবিত হয়। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আর্থিক মূলধনের সংগ্রহের তিনটি পন্থা আছে। এগুলি সম্পর্কে সামান্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।

**(১) বণ্ড বিক্রয় ( Sale of Bonds ) :** বাজারে দীর্ঘমেয়াদী বণ্ড ছাড়িয়া বহু কোম্পানী অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। যাহারা এই বণ্ডগুলি ক্রয় করেন তাঁহারা বৎসরান্তে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ লাভ করিয়া থাকেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বণ্ডের মালিকগণ কোম্পানীর অংশীদার বা মালিক নন। সুতরাং তাঁহারা কোম্পানী পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না। অন্তভাবে বলিতে গেলে কোম্পানীর মালিকানা মোটেই বণ্ডের মালিকগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাঁহারা হইলেন কোম্পানীর নিকট উত্তমর্ণ বা পাওনাদার ( creditors )। সুতরাং কোম্পানীর লাভ হউক বা লোকসান হউক তাঁহারা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সুদ হিসাবে পাইয়া থাকেন। মূলধন সংগ্রহের এই পন্থার একটি ত্রুটি হইল এই যে কোন এক বৎসর যদি কোম্পানীর লোকসান হয় তাহা হইলে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ বণ্ডের মালিকগণকে প্রদান করিতে হইবে, কারণ এই সুদ হইল স্থির ব্যয়ের একটি মূল উপাদান।

**(২) শেয়ার বিক্রয় ( Sale of Shares ) :** বণ্ড বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের উপরে উল্লিখিত ত্রুটির জন্য বহু কোম্পানী ইকুইটি শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শেয়ারের ক্রেতারা হইলেন কোম্পানীর মালিক। কোম্পানীর মালিক হিসাবে তাঁহারা কোম্পানী পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত ইহারা কোম্পানীর লাভলোকসানেরও অংশীদার হন। যদি কোম্পানীর মুনাফা হয় তাহা হইলে এই মুনাফার একাংশ তাঁহারা লভ্যাংশ ( dividends ) হিসাবে পাইয়া থাকেন। অপরদিকে কোন এক বৎসর যদি কোম্পানীর লোকসান হয় তাহা হইলে তাঁহারা কিছুই পান না। সুতরাং মূলধন সংগ্রহের এই পন্থাটির মধ্যে কিছুটা নমনীয়তা (flexibility) পরিলক্ষিত হয়। ইহার মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করা হইলে কোম্পানীর উপর বণ্ডের উপর প্রদেয় সুদের মত কোন স্থির বোঝা ( fixed burden ) চাপে না।

**(৩) মিশ্র বা পরিবর্তনযোগ্য বণ্ড ( Hybrid Convertibles ) :** অতি আধুনিককালে একটি নূতন ধরনের ঋণপত্র ( credit instrument ) চালু করা হইয়াছে। ইহা হইল মিশ্র বণ্ড। সম্প্রতিকালে ভারতের টাটা কেমিক্যাল কোম্পানীটি এই ধরনের বণ্ড বাজারে ছাড়িয়াছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ববর্তী দুইটি পদ্ধতি বা পন্থার—অর্থাৎ বণ্ডের মাধ্যমে অর্থস হ ও শেয়ার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ—সুবিধাগুলিকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য হইল কোম্পানীতে অর্থ-বিনিয়োগকারীগণকে মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে রক্ষা করা। পদ্ধতিটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ধরা যাউক, আমি একটি কোম্পানীর বণ্ড কিনিলাম। সুতরাং কোম্পানীর লাভ হউক বা লোকসান হউক বৎসরান্তে আমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আইনগতভাবে সুদ হিসাবে পাইব। ইহা ব্যতীত একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর আমি আসলটি ( principal ) ফিরিয়া পাইব। অতএব, আমার দিক হইতে কোম্পানীর বণ্ড কিনিবার উদ্দেশ্য হইল এই যে আমি কোন ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে চাই নি। সুতরাং বণ্ড ক্রয় করিয়া আমি বিপদমুক্ত হইতে পারি। স্মরণ করা যাইতে পারে যে স্বাভাবিক কারণেই শেয়ারের মালিকগণ এই ধরনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হন। অপরদিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ব ণ্ডের প্রকৃত মূল্য ( real value ) হ্রাস পাইতে পারে। ফলে আমার মূলধনী ক্ষতি ( capital loss ) হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা হইতে বণ্ডের ক্রেতাগণকে বাঁচাইবার জন্য এবং বণ্ডের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য মূলধনসংগ্রহকারী কোম্পানীটি আমাকে বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট হারে ( at a fixed rate of exchange ) বণ্ডগুলিকে শেয়ারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ দিতে পারে।[১] উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি ৫০০টি বণ্ড কিনিয়া থাকি তাহা হইলে ৫:১ এই বিনিময় হারে এগুলিকে ১০০টি ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ

১. "A convertible bond is a bond which the holder can, subject to certain restrictions, trade in for company shares at a prespecfied rate of exchange." W. J. Baumol : op. cit.

( option ) ভোগ করিতে পারি। যে বণ্ডগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের সুযোগ প্রদান করা হয় তাহাদের মিশ্র বণ্ড ( hybrid co vertibles ) বলা হয়। যদি আমি মনে করি যে কোম্পানীর লোকসানের কোন সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে এই সুযোগটির ব্যবহার করিয়া আমি কোম্পানীর মুনাফার একাংশ লভ্যাংশ হিসাবে পাইয়া থাকিতে পারি এবং মুদ্রাস্ফীতির কবল হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারি। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে : কোম্পানীর দিক হইতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা কি সুবিধাজনক ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে ইহার মাধ্যমে একটি কোম্পানী স্থির ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। ইহার কারণ ইহার বণ্ডগুলির একাংশ যদি শেয়ারে রূপান্তরিত হয় তাহা হইলে প্রদেয় সুদের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে এই মিশ্র বণ্ডগুলি বণ্ড ও ইকুইটির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পন্থা দুইটির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। সুতরাং বর্তমান যুগে ইহাই হইল বিনিয়োগের জন্ত অর্থসংগ্রহের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

সাধারণ বণ্ড অপেক্ষা এই ধরনের বণ্ড অনেক বিপদমুক্ত ( safer ), কারণ ইহাদের ক্রেতাগণ প্রয়োজন হইলে ইহাকে শেয়ারে রূপান্তরিত করিয়া ইহাকে অধিক দামে বিক্রয় করিতে পারে অথবা লভ্যাংশ হিসাবে মোটা টাকা পাইতে পারে। সেই সকল কোম্পানীগুলিই এই ধরনের বণ্ড বাজারে ছাড়ে যাহারা বিনিয়োগকারীকে বিপদমুক্ত রাখিতে চায় অথবা যাহারা বিশ্বাস করে যে ইহাদের ইকুইটি শেয়ারের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইয়া যতটা হওয়া উচিৎ ছিল ততটা হয় নাই। যখন কোম্পানী শেয়ারের দাম পর্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি পায় তখন এই ধরনের বণ্ডের ক্রেতাগণ তাহাদের বণ্ডগুলিকে শেয়ারে রূপান্তরিত করা লাভজনক মনে করে। ইহার ফলে কোম্পানীর ঋণের বোঝা আপনা হইতেই অপসৃত হয়। অর্থাৎ, বণ্ডের উপর প্রদেয় নির্দিষ্ট পরমাণ সুদের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া অবশেষে শূন্যে পরিণত হয়।

## ২৬.১ মূলধন রেশনিং সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ ( Capital Rationing Problems )

যদি একটি কোম্পানীর নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগ করিবার মত অর্থ থাকে অথবা ইহা যদি বাজার হইতে চলতি সুদের হারে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে ছাড়বাদ দেওয়া পদ্ধতিকে ( discounting procedures ) প্রয়োগ করিয়া অতি সহজেই যে কোন সংখ্যক বিনিয়োগ প্রকল্পের মূল্যায়ন করিতে পারে। কিন্তু তখনই প্রকৃত সমস্যা বা জটিলতার সৃষ্টি হয় যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগ করিবার মত অর্থের পরিমাণ যে কোন কারণে সীমিত হয়। নানা কারণে বিনিয়োগের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হইতে থাকে। প্রথমত কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর ব্যবসায়িক নীতির অংশ হিসাবে নূতন বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা সীমিত রাখিতে পারে অথবা মূলধনের বাজার হইতে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে, ইত্যাদি। এই অবস্থায় মাত্র কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হইবে এবং লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও কতকগুলি প্রকল্পকে ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ, মূলধন সরবরাহের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হইলে ছাড়বাদ দিয়া নগদ প্রবাহ পদ্ধতিটিকে ( discounted cash-flow method ) প্রয়োগের ব্যাপারে সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে।

ছাড়বাদ দিয়া নগদ প্রবাহ পদ্ধতি দুইটি অর্থাৎ *N.P.V.* পদ্ধতি এবং *I.R.R.* পদ্ধতি—হইতে প্রকল্প নির্বাচন ব্যাপারে আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ইহার কারণ হইল এই যে, যে প্রকল্পগুলির আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার কোম্পানীর নিকট মূলধনের ব্যয় অপেক্ষা অধিক সেগুলির ক্ষেত্রে মূলধনের উপর ব্যয়কে বাট্টার হার হিসাবে ব্যবহার করিলে *N.P.V.*-ও ধনাত্মক হইবে।[১] অবশ্য যখন

---

১. "The two discounted cash flow methods—*N.P.V.* and *I.R.R.*—will always give an identical accept/reject decision, for investment projects with an *I.R.R.* in excess of the company's cost of capital will also have a positive *N.P.V.* at a rate of discount equal to the cost of capital." B. Lewes and T. R. Sparkes : *Modern Managerial Economics* ( Heinemann, London, 1974 )

মূলধন যোগানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা যায় তখন কাম্যতার দিক দিয়া অসংখ্য বিকল্প প্রস্তাবগুলিকে মানক্রমে সাজাইতে হইবে। এই অবস্থায় এই পদ্ধতি দুইটি পরস্পরবিরোধী ফল প্রদান করে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক একটি কোম্পানী ক ও খ এই দুইটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন প্রকল্পের সম্মুখীন হইয়াছে। অর্থাৎ, যে কোন একটি প্রকল্পকে গ্রহণ করার অর্থ হইল অন্যটিকে পরিত্যাগ করা। উভয়ের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ হইল ৫,২০১ টাকা। উভয় প্রকল্পের আয়-প্রবাহকে নিম্নের সারণি দুইটিতে দেখান হইল। উভয় ক্ষেত্রেই *N.P.V.* এবং *I.R.R.* নির্ণয় করা হইয়াছে।

**সারণি ২৭.১**

| বৎসর | বর্তমান মূল্য ( ১০ শতাংশ হারে ) | নগদ প্রবাহ ( ক-প্রকল্প ) | বর্তমান মূল্য ( ১০ শতাংশ হারে ) | নগদ প্রবাহ ( খ-প্রকল্প ) | বর্তমান মূল্য ( ১০ শতাংশ হারে ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ০ | ১.০০০ | −৫,২০০ | −৫,২০০ | −৫,২০০ | −৫,২০০ |
| ১ | ০.৯০৯ | +২,০০০ | +১,৮১৮ | + | + |
| ২ | ০.৮২৬ | +২,০০০ | +১,৬৫২ | +১,০০০ | + ৮২৬ |
| ৩ | ০.৭৫১ | +২,০০০ | +১,৫০২ | +২,০০০ | +১,৫০২ |
| ৪ | ০.৬৮৩ | +২,০০০ | +১,৩৬৬ | +৬,২০০ | +৪,২৩৪ |
| | | +২,৮০০ | +১,১৩৮ | +৪,০০০ | +১,৩৬২ |

**সারণি ২৭.২**

| বৎসর | নগদ প্রবাহ ( ক-প্রকল্প ) | বর্তমান মূল্য ( ১৯ শতাংশ হারে ) | বর্তমান মূল্য ( ২০ শতাংশ হারে ) | নগদ প্রবাহ ( খ-প্রকল্প ) | বর্তমান মূল্য ( ১৭ শতাংশ হারে ) | বর্তমান মূল্য ( ১৮ শতাংশ হারে ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০ | −৫,২০০ | −৫,২০০ | −৫,২০০ | −৫,২০০ | −৫,২০০ | −৫,২০০ |
| ১ | +২,০০০ | +১,৬৮০ | +১,৬৬৬ | – | – | – |
| ২ | +২,০০০ | +১,৪১২ | +১,৩৮৮ | +১,০০০ | + ৭৩১ | + ৭১৮ |
| ৩ | +২,০০০ | +১,১৮৬ | +১,১৫৮ | +২,০০০ | +১,২৪৮ | +১,২১৪ |
| ৪ | +২,০০০ | + ৯৯৮ | + ৯৬৪ | +৬,২০০ | +৩,৩১১ | +৩,১৯৯ |
| | | + ৭৬ | − ২৪ | | + ৮০ | − ৬৫ |

সুতরাং ক-প্রকল্পের ও খ-প্রকল্পের প্রতিদানের হার হইল যথাক্রমে :

**ক-প্রকল্প**

$$১৯\% + \left(\frac{৭৬}{৭৬+২৪} \times ১\%\right) = ১৯.৮\%$$

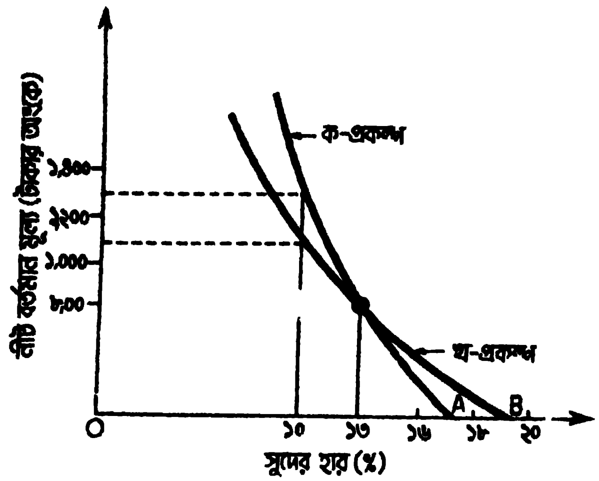
**খ-প্রকল্প**

$$১৭\% + \left(\frac{৮০}{৮০+৬৫} \times ১\%\right) = ১৭.৬\%$$

এক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সুদের হারে অর্থ লগ্নী করিয়া উভয় প্রকল্প গ্রহণ করিলেই কোম্পানীর মুনাফা হইবে। কিন্তু মূলধনের সীমাবদ্ধতার জন্য উভয় প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ফলে উহাদের মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করা হইবে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে উহাদের মানক্রমে সাজাইতে হইবে এবং যেটি অধিক লাভজনক বলিয়া মনে হইবে সেটিই গ্রহণ করা হইবে।

উপরের আঙ্কিক মানগুলি হইতে দেখা যায় যে দুইটি প্রকল্পকে *N.P.V.* ও *I.R.R.* পদ্ধতি দ্বারা মানক্রমে সাজাইলে পরস্পরবিরোধী ফল পাওয়া যাইবে। ক-প্রকল্প অপেক্ষা ইহার ধনাত্মক বর্তমান মূল্য অধিক বলিয়া *N.P.V.* পদ্ধতি ব্যবহার করা হইলে খ-প্রকল্পটি অধিক গ্রহণযোগ্য

বলিয়া গণ্য করা হইবে। অপরদিকে *I.R.R.* পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হইলে *F* প্রকল্পটির আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার অধিক হওয়ায় ইহাকে গ্রহণ করা অধিক কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রেখাচিত্রে বিভিন্ন বাট্টার হারে দুইটি প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য দেখান হইয়াছে। অনুভূমিক অক্ষে আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হারকে পরিমাপ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ক-প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার হইল *OA* ( কারণ *A* বিন্দুতে ইহার নীট বর্তমান মূল্য হইল শূন্য )। অনুরূপভাবে *B*-প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার হইল *OB* ( কারণ *B*-বিন্দুতে ইহার *N.P.V.* রেখা *X*-অক্ষকে ছেদ করে এবং *N.P.V.*-কে শূন্যে পরিণত করে )। অপরদিকে রেখাচিত্রের উলম্ব অক্ষে যে কোন একটি নির্দিষ্ট বাট্টার হারে *N P V*-র পরিমাপ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে এই বাট্টার হার হইল ১০ শতাংশ।




রেখাচিত্র ২৩.১ আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার বনাম নীট বর্তমান মূল্য

এক্ষেত্রে প্রকল্প নির্ধারণকারী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হইল বিনিয়োগের উপর ন্যূনতম প্রতিদান—অর্থাৎ বাট্টার সঠিক কোন হারকে প্রয়োগ করা হইবে। যদি প্রকল্প দুইটি গ্রহণ করার জন্ম কোম্পানীর দিক দিয়া ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য প্রতিদানের হার ১৩ শতাংশ হয় তাহা হইলে *N.P V* পদ্ধতি অনুসারে ক-প্রকল্পটি অধিক পছন্দ করা হইবে। অপরদিকে যদি ইহা ১৩ শতাংশ অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে খ-প্রকল্পটি অধিক লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রতিদানের এই ন্যূনতম হারকে মূলধনের উপর ব্যয়ের হারের সমান হইতে হইবে। কিন্তু যেখানে মূলধনকে রেশন করার প্রয়োজন হয় সেখানে মূলধনের সুযোগ ব্যয়কেও বিবেচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ, ক-প্রকল্প গ্রহণ করা হইলে আর খ-প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং খ-প্রকল্প গ্রহণ করা হইলে যে প্রতিদান লাভ করা সম্ভব হইত তাহাই হইল ক-প্রকল্পের ক্ষেত্রে মূলধনের সুযোগ ব্যয়।[১]

অবশ্য বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির আয়তন যদি সমান না হয় তাহা হইলে উহাদের তুলনা করার ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক একটি ফার্মের মোট বিনিয়োগ করার মত মূলধন হইল ১০,০০,০০ টাকা। ইহার সম্মুখে দুইটি প্রকল্প আছে। প্রথমটির জীবনকাল হইল মাত্র এক বৎসর। ইহার উপর সমগ্র অর্থটি ( ১,০০,০০০ ) ব্যয় করিলে ১৭ শতাংশ ( অর্থাৎ ১৭,০০০ টাকা ) প্রতিদান লাভ করা সম্ভব হইবে। অপরদিকে অন্য একটি প্রকল্প আছে যাহার জীবনকাল হইল এক বৎসর কিন্তু ইহার উপর ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করা হইলে ইহা হইতে ২০ শতাংশ ( অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা ) প্রতিদান লাভ করা যাইবে। এক্ষেত্রে মোট মূলধন বিনিয়োগের ( অর্থাৎ যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে ) দিক হইতে দ্বিতীয় প্রকল্পটি সর্বাপেক্ষা লাভজনক বলিয়া পরিগণিত নাও হইতে পারে। যদি বাকী ৫০,০০০ টাকা ব্যাংকে রাখিয়া বা কোম্পানীর বাহিরে অন্য কোথাও বিনিয়োগ করিয়া অন্তত ১৪ শতাংশ ( ৭,০০০/৫০,০০০ × ১০০ ) প্রতিদান লাভ করা

১. "Where capital is rationed so that projects must compete for the limited supply of finance available then the company must consider the opportunity cost of capital in setting a required return. This involves considering the return on alternative projects available."

Lowes and Sparkes : op. cit.

সম্ভব না হয় তাহা হইলে প্রথম প্রকল্পটিই অধিক কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার কারণ প্রথম প্রকল্পটির প্রতিদানের হার কম হওয়া সত্ত্বেও ইহা হইতে যে উদ্বৃত্ত মোট (total surplus) সৃষ্টি হয় তাহার পরিমাণ দ্বিতীয় প্রকল্পটি অপেক্ষা অধিক।

যখন প্রকল্পগুলির জীবনকালের মধ্যে তফাৎ দেখা যায় তখনও দুই প্রকল্পের মধ্যে তুলনা করার ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ধরা যাউক একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে যদি ১,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয় তাহা হইলে দুই বৎসর ধরিয়া ইহা হইতে ১৭ শতাংশ হারে প্রতিদান লাভ করা সম্ভব হইবে। অপরদিকে অপর একটি প্রকল্পে ঐ একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইলে ইহা তিন বৎসর ধরিয়া ১৫ শতাংশ হারে প্রতিদান দিবে। নিম্নের সারণিটিতে প্রকল্প দুইটিকে তুলনা করা হইয়াছে।

সারণি ২৭.৩

| ১ম প্রকল্প | | | ২য় প্রকল্প | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বৎসর | | (প্রতিদান টাকা) | বৎসর | | (প্রতিদান টাকা) |
| ১ | ১০০,০০০ টাকার ১৭ শতাংশ | ১৭,০০০ | ১ | ১০০,০০০ টাকার ১৫ শতাংশ | ১৫,০০০ |
| ২ | ১১৭,০০০ ,, ১৭ ,, | ১৯,৮৯০ | ২ | ১১৫,০০০ ,, ১৫ ,, | ১৭,২৫০ |
| ৩ | ১৩৬,৮৯০ ,, ০ ,, | — | ৩ | ১৩২,২৫০ ,, ,, ,, | ১৯,৮৩৭ |
| | | ৩৬,৮৯০ | | | ৫২,০৮৭ |

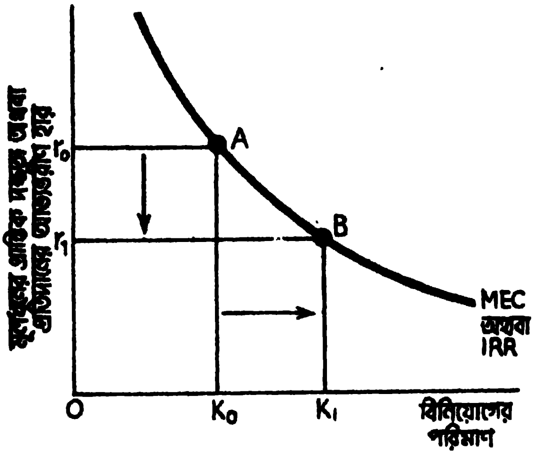
এক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকল্প হইতে প্রথম প্রকল্প অপেক্ষা ১৫,১৯৭ টাকার মত অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে। সুতরাং যদি প্রথম প্রকল্পটি হইতে তৃতীয় বৎসরে অন্তত ১৫,১৯৭ / ১৩৬,৮৯০ × ১০০ টাকা অথবা, ১১.১ শতাংশ হারে প্রতিদান লাভ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রকল্প অপেক্ষা ইহা অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

## ২৬.২ সুদের হার ও বিনিয়োগ স্তর (The rate of interest and the value of investment)

পরিশেষে সুদের হার পরিবর্তনের সহিত একটি ফার্মের বিনিয়োগের স্তরের সম্পর্ক লইয়া সামান্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা জানি যে *I.R.R.* পদ্ধতি অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতা (marginal efficiency of investment) সুদের হার অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নূতন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করা লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। ধরা যাউক, বাজারে সুদের হার হইল ৫.৫ শতাংশ এবং একটি ফার্ম তিনটি প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিতেছে। ধরা যাউক, এই তিনটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে *I. R. R.* হইল যথাক্রমে ৬ শতাংশ, ৫.৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকল্পটি গ্রহণ করার কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রথম প্রকল্পটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং দ্বিতীয় প্রকল্পটির ব্যাপারে ফার্মটি নিরপেক্ষ থাকিবে। এই দ্বিতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে নীট প্রতিদান শূন্য বলিয়া ইহাকে প্রান্তিক প্রকল্প (marginal project) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এখন প্রতিদানের হার অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি সুদের হার সামান্ত হ্রাস পায় (অর্থাৎ ৫.৫ শতাংশ হইতে হ্রাস পাইয়া ৫ শতাংশ হয়) তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রকল্পটিও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকল্পটিকে প্রান্তিক প্রকল্প বলিয়া গণ্য করা হইবে। সুতরাং অন্তান্ত সকল বিষয় অপরিবর্তনীয় থাকিয়া যদি কেবল সুদের হার হ্রাস পায় তাহা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুদের হারের সহিত বিনিয়োগের পরিমাণের ভেদ (inverse variation) ঘটে বলিয়াই বিনিয়োগ অপেক্ষকটি (investment function) নিম্নমুখী হয়। সকল ফার্মের বিনিয়োগ অপেক্ষক বা তালিকাগুলিকে যোগ-

করিয়া আমরা সমাজের মোট বিনিয়োগ তালিকাটিকে নির্ধারণ করিতে পারি। এ সম্পর্কে পরবর্তী খণ্ডে ( অর্থাৎ সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় ) বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

ধরা যাউক, প্রান্তিক দক্ষতার উপর ভিত্তি করিয়া সকল বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিকে মানক্রমে সাজান হইল। এখন সেই সকল প্রকল্পগুলিকে গ্রহণ করা হইবে যে-গুলির প্রান্তিক দক্ষতা হইল সুদের হার অপেক্ষা অধিক। অন্যান্য উপকরণের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ এইভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইলে মূলধনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক প্রতিদানের বিধির কার্যকারিতা দেখা দিবে। ফলে মূলধন বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বা প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার সুদের হারের সমান হয়। উপরের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। সুদের হার $Or_0$ হইলে $OK_0$ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে। সুদের হার হ্রাস পাইয়া $Or_1$ হইলেই বিনিয়োগের পরিমাণ $OK_0$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $OK_1$ হইবে।




রেখাচিত্র ২৬.২ : মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা

## সংক্ষিপ্তসার

১. বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য অর্থসংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

২. বণ্ড বিক্রয় ও শেয়ার বিক্রয়ই হইল মূলধন সংগ্রহের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা।

৩. ইহা ব্যতীত হস্ত-সংরক্ষিত আয়ের একটি অংশও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের কার্যে নিয়োজিত করা হয়।

৪. মূলধনের যোগান অপ্রচুর হইলে মূলধন বণ্টনের ও রেশনিং সমস্যার সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার পদ্ধতি পরস্পরবিরোধী ফল প্রদান করিয়া থাকে।

৫. সুদের হারে পরিবর্তন দ্বারা বিনিয়োগ প্রভাবান্বিত হয়। বিনিয়োগের পরিমাণের সহিত সুদের হারের একটি বিপরীত সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়।

## প্রশ্নাবলী

১. (ক) বিনিয়োগের জন্য ইকুইটি ( শেয়ার ) এবং বণ্ডের ( ডিবেঞ্চার ) মাধ্যমে অর্থ সংস্থানের মধ্যে তুলনা কর।
(খ) পরিবর্তনযোগ্য বণ্ডে উভয় পদ্ধতির সুবিধার সমন্বয়সাধন কি সম্ভব ?
[ C U. B. Com. (H) supp. 1981 ]

২. সুদের হার পরিবর্তন কিভাবে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করে তাহা দেখাও।
[ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. A. J. Culyer : *Economics* ( Blackwell, 1985 )
2. B. Lowes and J. R. Sparkes : *Modern Managerial Economics* ( Heinemann, 1985 )
3. A. Banerjee & S. Mukherjee : *Topics in Managerial Economics* ( New Central, 1985 )
4. T. J. Coyne : *Managerial Economics* ( 5th edn., Business Publications )

২৭

# মজুরি নির্ধারণ
## ( Wage Determination )

*"Labour, like all other things which are purchased and sold, and which may be increased or diminished in quantity, has its natural and market price."*

**David Ricardo**

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জমি ও মূলধনের দাম নির্ধারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে আমরা মজুরি নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করিব। প্রথমে আমরা অনুমান করিব যে শ্রমের বাজারে শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব নাই। ইহার পর আমরা শ্রমিক সংঘের কার্যকলাপের ফলে মজুরির হার কিভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহা লইয়া আলোচনা করিব। সুরুতে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ২৭.১ আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি ( Money or Nominal Wages and Real Wages )

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের দাম বা মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। শ্রমিককে যে মাস-মাহিনা অথবা সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় তাহাই তাহার আর্থিক মজুরি। এই মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক তাহার ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে। অনেক সময় আবার মজুরি আংশিকভাবে টাকাকড়িতে এবং আংশিকভাবে জিনিসপত্রে প্রদান করা হয়। মোটকথা, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহার প্রকৃত মজুরি। আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হইতে পারে, কারণ শ্রমিক হয়ত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান পায়, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পায়, ইত্যাদি।

প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিতে হইলে আর্থিক মজুরি ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

**প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়**

অস্থায়ী চাকরির আর্থিক মজুরি আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলে স্থায়ী চাকরির অল্প মজুরি শ্রেয়ঃ। ইহাতে প্রকৃত মজুরি অনেক বেশী। কারণ, অস্থায়ী চাকরির স্থায়িত্ব নাই বলিয়া শ্রমিক যে-কোন সময় বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ফলে তাহার মোট উপার্জন কম হইতে পারে।

**(১) প্রকৃত-আয়ের সম্ভাবনা :** যে-সকল চাকরিতে উপরি-আয়ের সম্ভাবনা আছে ( যেমন, শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতার কার্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা, টাইপিষ্টদের দৈনিক কার্যের পরে অন্যত্র কিছু উপরি-কাজ, ইত্যাদি ) সেই সকল চাকরিতে প্রকৃত মজুরি বেশী।

**(২) অন্যান্য সুবিধা :** ইহা ব্যতীত অনেক চাকরীতে অন্য রকম সুবিধাও দেওয়া হয়—যেমন, পূর্বোল্লিখিত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, বিনামূল্যে রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, পেনসন্, পারিবারিক পেনসন্ ইত্যাদি নানারকম সুবিধা দেওয়া হয়। ঐ সকল চাকরিতে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক।

**(৩) পেশাগত ব্যয় :** এ প্রসংগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রমিককে কর্মস্থলে যাইতে হইলে যানবাহনের অথবা পোশাকপরিচ্ছদের জন্য যে অর্থ-ব্যবস্থা করিতে হয় তাহাকে আর্থিক মজুরি হইতে বাদ দিতে হইবে। অনুরূপভাবে; ডাক্তারদের চিকিৎসার জন্য যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে হয়। এগুলিকে আর্থিক মজুরি হইতে বাদ দিতে হইবে। অপ্রীতিকর কার্য বা আয়াসসাধ্য কার্যের যথা, ইঞ্জিন-চালকের কার্যের আর্থিক মজুরি অধিক হইলেও প্রকৃত

মজুরি কম, কারণ তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিতে পারে না বলিয়া সারা জীবনে মোট উপার্জন কম করে।

**(৪) পদোন্নতির সম্ভাবনা :** কয়েকটি ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি কম হইলেও পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া প্রকৃত মজুরি অধিক বলিয়া ধরা হয়।

**(৫) মূল্যস্তরের পরিবর্তন :** প্রকৃত মজুরি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া জিনিসের মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ৫ টাকা দিয়া যে ভোগ্যবস্তু ক্রয় করা যায় যুদ্ধের পূর্বে তাহা ২ টাকায় ক্রয় করা চলিত। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করিত তাহাদের প্রকৃত মজুরি বর্তমানে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। অতএব, স্মরণ রাখিতে হইবে যে মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সংগে প্রকৃত মজুরি কমিতে বা বাড়িতে পারে।

**একটি কাল্পনিক উদাহরণ**

একটি উদাহরণের সাহায্যে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য বুঝান যাইতে পারে।

| | (১) | (২) | (৩) |
|---|---|---|---|
| | আর্থিক মজুরি ( টাকার অংকে ) | মূল্যস্তরের সূচক | প্রকৃত মজুরি $= \frac{(১)}{(২)} \times ১০০$ ( ১৯৮৫ টাকার ক্রয়শক্তিতে ) |
| সময় | | | |
| ১৯৮৫ | ৯৬ | ১০০ | $\frac{৯৬}{১০০} \times ১০০ = ৯৬$ |
| ১৯৮৬ | ১২৫ | ১১০ | $\frac{১২৫}{১১০} \times ১০০ = ১১৩.৬$ |

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে আর্থিক মজুরি যদিও এক বৎসরে ২৯ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৫ টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ একই বৎসরে মূল্যস্তর শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকৃত মজুরি ৯৬ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র ১১৩.৬ টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আর্থিক মজুরি উচ্চ হইলেই প্রকৃত মজুরি সমানুপাতিকভাবে উচ্চ হয় না।

**(৬) কর ও মজুরি :** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দ্বারাও মজুরি প্রভাবান্বিত হয়। আয়করের মত প্রত্যক্ষ করের ( Direct Tax ) বৃদ্ধি ঘটিলে আর্থিক মজুরির পরিমাণ কমিয়া যায়। অপরপক্ষে করহার হ্রাস করা হইলে আর্থিক মজুরি অধিক হয়। আর্থিক মজুরির উপর অবশ্য পরোক্ষ করের ( Indirect Tax ) প্রভাব নাই। এইরূপ করের প্রভাব হইল প্রকৃত মজুরির উপর। পরোক্ষ কর ধার্য করা হইলে বা বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের ভোগের পরিমাণ কমিয়া যায়। তাৎপর্য হইল প্রকৃত মজুরির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া। ইহার ফল মূল্যস্তরবৃদ্ধির মতই। সুতরাং শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নির্ধারণ—তাহারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে আছে কি না তাহার বিচার করভারের পরিপ্রেক্ষিতেই করিতে হইবে।

তবুও বলা যায়, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মান তাহাদের আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রকৃত মজুরির উপর। শ্রমিকদের অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহাদের মজুরি যথেষ্ট কি না তাহা বিচার করিতে হইলে দেখা দরকার তাহারা কি পরিমাণ সুযোগসুবিধা ও দ্রব্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ। তাহাদের আর্থিক মজুরি কত তাহা দেখিয়া শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার বিচার করা চলে না।

আবার জীবনযাত্রার মান ছাড়াও সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতির সুযোগ, সাফল্যের আশা, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় আছে অর্থের মাপকাঠিতে যাহাদের পরিমাপ করা চলে না। প্রকৃত মজুরি

নির্ধারণের সময় এগুলি সম্পর্কেও বিচার করিতে হইবে। কেন শ্রমিক অনেক ক্ষেত্রে অধিক মজুরির কাজ ছাড়িয়া অল্প মজুরির কাজই পছন্দ করে তাহার কারণও এই বিচারের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। মার্শালের ভাষায়, কোন বৃত্তির আকর্ষণ উহার আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উহার নীট সুবিধার ( net advantage ) উপর। অর্থাৎ, এক ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি যতটা বেশী অন্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সুযোগসুবিধা যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তবে শ্রমিক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়োগের দিকেই ঝুঁকিবে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রকৃত মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

**প্রকৃত মজুরি-নির্ধারক বিষয়সমূহ**

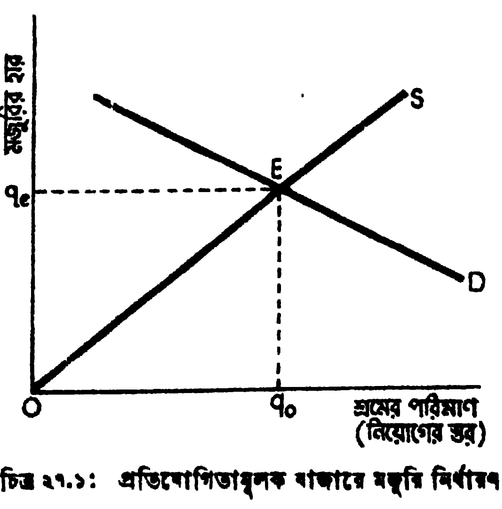
১. মূল্যস্তরের পরিবর্তন
২. করের হার
৩. উপরি আয়
৪. পদোন্নতির সম্ভাবনা
৫. পদের সংগে জড়িত অন্যান্য সুবিধা
৬ পেশাগত ব্যয়।

**শ্রমিক সংঘ ব্যতিরেকে মজুরি নির্ধারণ ( Wage determination without unions )**

আমরা প্রথমে আলোচনা করিব একটি বিশেষ শ্রমের বাজারে যেখানে প্রতিযোগিতামূলকভাবে শ্রম সরবরাহ করা হয় সেখানে কি ভাবে মজুরি নির্ধারিত হয়। সুতরাং আমরা অনুমান করিব যে এই বাজারে বহু সংখ্যক শ্রমিক আছে যাহারা প্রত্যেকেই প্রচলিত মজুরিকে মানিয়া লইয়া শ্রম সরবরাহ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিটি শ্রমিকের একটি করিয়া যোগান রেখা আছে। মজুরির প্রতিটি স্তরে কি পরিমাণ শ্রম সরবরাহ করা হইবে এই যোগান রেখার সাহায্যে তাহাই দেখান হয়। রেখাগুলিকে যোগ করিয়াই বাজারের মোট যোগান রেখা অংকন করা হয়। অর্থাৎ সাহায্যে দেখান প্রকৃত মজুরির বিভিন্ন স্তরে কি পরিমাণ শ্রম সরবরাহ করা হইবে ইহার সাহায্যে তাহাই দেখান হয়। এই অবস্থায় মজুরির হার নির্ভর করে শ্রমের চাহিদার উপর। দুইটি অবস্থার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে।

**২৭.২ মডেল ক : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রম সরবরাহ ও শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি ( Labour is supplied and demanded competitively )**

এখানে আমরা প্রথমেই অনুমান করি যে শ্রমের এত অসংখ্য ক্রেতা আছে যে উহাদের কেহই এককভাবে প্রচলিত মজুরির হারকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। যেহেতু শ্রম সরবরাহকারীগণ ( অর্থাৎ, শ্রমিকগণ ) এবং শ্রমের চাহিদা সৃষ্টিকারীগণ ( অর্থাৎ, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি ) উভয়ই প্রচলিত দামকে মানিয়া লইয়া শ্রমের যোগান ও চাহিদা ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় সেহেতু শ্রমের বাজার হইল একটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উদাহরণ। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে এই ধরনের বাজারে মজুরির হার এবং নিয়োগের পরিমাণ উভয়ই শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখার ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদিও চাহিদা রেখাটি প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা নহে, ইহা সত্ত্বেও



রেখাচিত্র ২৭.১: প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মজুরি নির্ধারণ

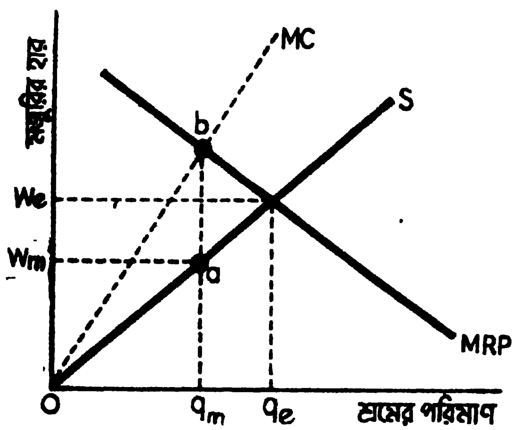
বলা যায় যে ভারসাম্য মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্যের ( the value of the marginal

product of labour ) সমান হইবে। পূর্ব-পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ইহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যেখানে *we* হইল ভারসাম্য মজুরির হার এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য এবং *qe* হইল নিয়োগের স্তর।

**মডেল খ : শ্রমের চাহিদার ক্ষেত্রে মনোপসনি, শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ( Labour is supplied competitively but demanded monopsonistically )**

এখন আমরা এমন একটি শ্রমের বাজারের কথা বিবেচনা করিব যেখানে ফার্মের সংখ্যা এতই সীমিত যে প্রতিটি ফার্মই অনুভব করে যে ইহা শ্রমের নিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া মজুরির পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরিয়া লইব যে শ্রমের কতিপয় ক্রেতা একজোট হইয়া একটি মালিক সংস্থা ( an employer's association ) গঠন করে এবং শ্রমের বাজার একমাত্র ক্রেতা বা মনোপসনির ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই অবস্থায় একচেটিয়া ক্রেতা যে কোন মজুরি স্থির করিতে পারে এবং শ্রমিকগণ ইচ্ছা করিলে এই মজুরিতে কার্যে যোগদান করিতে পারে নতুবা অধিক মজুরি লাভের আশায় এই বাজার ত্যাগ করিয়া শ্রমের অন্যান্য বাজারেও অনুপ্রবেশ করিতে পারে : শ্রমের বাজারে যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ক্রয়ের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখার সাহায্যে ইহার একক প্রতি দাম দেখান হয়। একচেটিয়া ক্রেতার নিকট ইহা হইল গড় ব্যয় রেখা। উদাহরণস্বরূপ, যদি ঘণ্টা প্রতি ৫ টাকা মজুরিতে ১০০ একক শ্রম নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে মোট ব্যয় হইবে ৫০০ টাকা এবং গড় বা একক প্রতি ব্যয় হইবে ৫ টাকা। যদি ১০১ একক শ্রম নিয়োগ করা হয় এবং শ্রমের দামের বৃদ্ধি পাইয়া ঘণ্টা প্রতি ৫ টাকা ৫০ পয়সা হয় তাহা হইলে মোট ব্যয় হইবে ৫৫৫ টাকা ৫০ পয়সা। এক্ষেত্রে শ্রমের একক প্রতি দাম হইবে ৫.৫০ টাকা কিন্তু মাত্র এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে মোট ব্যয় ৫৫ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে :




রেখাচিত্র ২৭.২ : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মজুরি নির্ধারণ

**যখনই শ্রমের যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয় তখন একচেটিয়া ক্রেতার একক এক শ্রম নিয়োগের প্রান্তিক ব্যয় মজুরি অপেক্ষা অধিক হয়। ইহার কারণ কেবলমাত্র বাড়তি শ্রমিককে নয় সকল শ্রমিককেই এই বাড়তি বা অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করিতে হয়।**

এই কারণে উপরের রেখাচিত্রে আমরা শ্রমের একটি প্রান্তিক ব্যয় রেখা অংকন করিতে পারি যে রেখাটি গড় ব্যয় রেখার ঊর্ধ্বে অবস্থান করিবে। মুনাফা সর্বাধিকীকারী একচেটিয়া ক্রেতা শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত ইহার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমতা সৃষ্টি করিবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যখন পর্যন্ত না শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিতে থাকিবে।

**সুতরাং ভারসাম্য অবস্থায়, প্রান্তিক ব্যয় শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সহিত সমান হইবে, মজুরির হার নহে।**[১] যেহেতু প্রান্তিক ব্যয় মজুরি অপেক্ষা অধিক হয় সেহেতু ইহা সহজেই অনুমেয় যে মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম হইবে। উপরন্তু, যেহেতু শ্রমের যোগান

১. "In equilibrium, marginal cost, and not the wage rate, will be equated with the marginal revenue product of labour." Lipsey

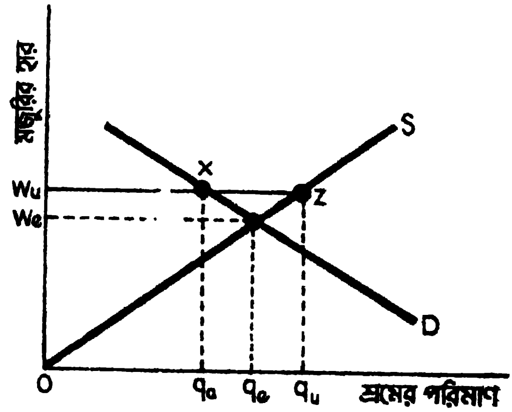
রেখা হইল ঊর্ধ্বমুখী সেহেতু নিয়োগের পরিমাণও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অপেক্ষা কম হইবে।

উপরের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এই রেখাচিত্রে $w_e$ এবং $q_e$ হইল যথাক্রমে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মজুরির হার ও নিয়োগের পরিমাণ। অপরদিকে $w_m$ এবং $q_m$ হইল মনোপসনির আওতায় মজুরির হার এবং নিয়োগের পরিমাণ। মনোপসনিতে নিয়োগের স্তরের সহিত তাল রাখিয়া মজুরির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এক্ষেত্রে যেহেতু একজন একচেটিয়া ক্রেতা কেবলমাত্র $q_m$ পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিতে চায় সেহেতু ইহাকে এই পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইলে $w_m$ হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে। এই প্রসংগে লিপসেকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, "মনোপসনির ফলে নিয়োগের স্তর এবং মজুরির হার উভয় প্রতিযোগিতামূলক বাজার অপেক্ষা কম হয়।"[১]

ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। যখন একজন একচেটিয়া ক্রেতা অধিক পরিমাণে শ্রম নিয়োগের প্রচেষ্টা করে তখনই মজুরির হার বৃদ্ধি পায়। ইহা যাহাতে না ঘটে সেজন্য ইহা শ্রম নিয়োগের পরিমাণ ঠিক সেই স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া চলিবে যে স্তরের পর হইতেই বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ফার্ম উপকরণটি ক্রয় করিতে থাকিবে এবং ইহাদের কেহই উপকরণটির বাজার দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

### শ্রমিক সংঘ ও মজুরি নির্ধারণ ( The Determination of Wages with Unions )

শ্রমের বাজারে শ্রমিক সংঘের অস্তিত্বের একটি মূল কারণ হইল শ্রমের একচেটিয়া ক্রেতাগণের ক্ষমতা কিছু হ্রাস করা যাহাতে তাহারা মজুরি নিয়োগের স্তরকে হ্রাস করিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার স্তরের নিম্নে লইয়া না যাইতে পারে। একটি শ্রমিক সংঘ হইল শ্রমের বিক্রেতাদের একটি একচেটিয়া সংগঠন। এই সংগঠন শ্রমের ক্রেতা—অর্থাৎ কার্মের মালিকগণের—একচেটিয়া ক্ষমতাকে কিছু হ্রাস বা দূরীভূত করিতে পারে। অবশ্য শ্রমিকগণ কেবল তাহাদের মজুরি বৃদ্ধিতেই আগ্রহী নয়, তাহারা কার্মের সকল শর্তাবলীর উন্নতিতেও সমানভাবে আগ্রহী। আমরা অবশ্য প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখিব কিভাবে একটি শ্রমিক সংঘ ইহার ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া উপরের নির্ধারিত মজুরিরহার ও নিয়োগের স্তরকে পরিবর্তন করিতে পারে। এখানে আমার মূল অনুমান হইল এই যে শ্রমিকসংঘটি মজুরির একটি নির্দিষ্ট হার স্থির করে কিন্তু মজুরির একটি নির্দিষ্ট হারে কি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হইবে সে বিষয়ে কার্মের নিয়োগকর্তাগণই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।




রেখাচিত্র ২৭.৩ : একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মজুরি ও নিয়োগের উপর শ্রমিক সংঘের প্রবেশের ফল

### মডেল গ : শ্রমের একচেটিয়া যোগান এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে শ্রম ক্রয় ( Labour is supplied monopolistically but purchased competitively )

ধরা যাউক, ২৭.১ রেখাচিত্রের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এই শ্রমিক সংঘ অনুপ্রবেশ করিয়া মজুরির হার বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, ২৭.৩ রেখাচিত্রে শ্রমিক সংঘটি মজুরির হার $w_e$ হইতে বৃদ্ধি

১. "Monopsony results in a lower level of employment and a lower wage rate than when labour is purchased competitively." Lipsey

করিয়া $wu$-স্তরে লইয়া যায়। ইহার ফলে $qu$ স্তর পর্যন্ত শ্রমের যোগান রেখা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয়। ইহার কারণ শ্রমিক সংঘ দ্বারা নির্ধারিত মজুরিতে এই পরিমাণ শ্রমই সরবরাহ করা হইবে। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা হইল $wuXZS$ এবং $X$ বিন্দুতে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য ঘটে ( কারণ এই বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা রেখা নূতন যোগান রেখাকে ছেদ করে )। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রমিক সংঘ শ্রমের বাজারে অনুপ্রবেশ করিয়া মজুরি বৃদ্ধিতে সক্ষম হয় সত্য, কিন্তু ইহার ফলে নিয়োগের স্তর $q_3$ হইতে হ্রাস পাইয়া $q_a$ হয়।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে কিছু সংখ্যক শ্রমিককে ( যাহারা $We$ মজুরির সর্তে যোগদানে ইচ্ছুক ) নিয়োগহীনতার সম্মুখীন হইতে হয়। তাহাদের পক্ষে শ্রমিক সংঘ দ্বারা নির্ধারিত মজুরিতে নিয়োগের সুযোগ লাভ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে $XZ$ হইল উদ্বৃত্ত শ্রম বা অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের ( involuntary unemployment ) পরিমাপ। বেকার শ্রমিকদের মধ্যে অবশ্য কেহ কেহ $Wu$ অপেক্ষা স্বল্প মজুরিতে কার্যে যোগদান করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু শ্রমিক সংঘ এ ব্যাপারে তাহাদের সম্মতি প্রদান করে না বলিয়া তাহাদের বেকার থাকিতে হইবে। অবশ্য এক্ষেত্রে এই সকল শ্রমিককেই স্বল্প মজুরিতে নিয়োগ করা নিয়োগকর্তাগণের দিক হইতে নিসন্দেহে লাভজনক এবং সুযোগ পাইলে তাঁহারা ইহাই করিবেন। ইহার অর্থ হইল এই যে একমাত্র নির্ধারিত মজুরিকে কড়াভাবে বলবৎ করিয়াই এবং বেকার শ্রমিকগণের দিক হইতে মজুরি হ্রাসের যে চাপ সৃষ্টি হয় তাহাকে প্রতিহত করিয়াই শ্রমের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যৌথ দরাদরির মাধ্যমে একটি শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে :

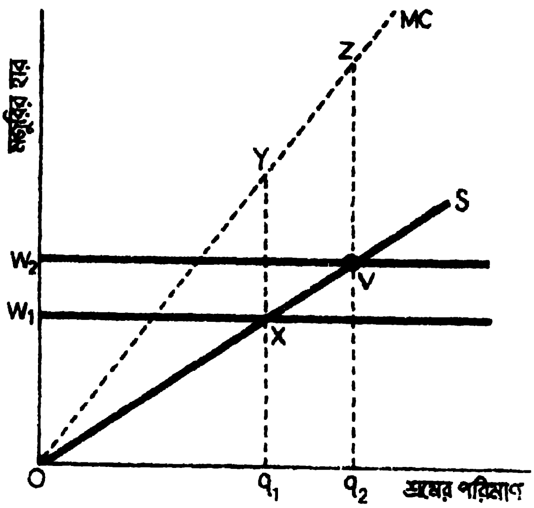
একটি শ্রমিক সংঘ শ্রমের পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অনুপ্রবেশ করিয়া মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে কিন্তু ইহার ফলে নিয়োগের স্তর হ্রাস পাইতে বাধ্য। এই নূতন মজুরিতে শ্রমের বাজারে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে এবং ইহা মজুরি হ্রাসের জন্য চাপ সৃষ্টি করিবে। শ্রমিক সংঘের পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকিলেই একমাত্র মজুরি হ্রাসের প্রবণতাকে রোধ করা সম্ভব। নতুবা মজুরি বৃদ্ধি মোটেই সম্ভব হইবে না।

**মডেল ঘ : একচেটিয়া কারবারী দ্বারা শ্রম সরবরাহ এবং একচেটিয়া ক্রেতা দ্বারা শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি ( Labour is supplied mohopolistically and demanded monopsonically )**

এখন আমরা ২৭.২ রেখাচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়া ক্রেতাবিশিষ্ট একটি শ্রমের বাজারে ( অর্থাৎ যে বাজারে মাত্র একজন ক্রেতা আছে ) শ্রমিক সংঘের অনুপ্রবেশের ফল লইয়া আলোচনা করিতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা যে বিস্ময়কর ফলটি দেখিতে পাইব তাহা হইল এই যে শ্রমিক সংঘটি একযোগে ভীষণভাবে মজুরির হার এবং নিয়োগের স্তর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে। ২৭.৪ রেখাচিত্রে এইরূপ একটি অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ২৭.২ রেখাচিত্রের যোগান রেখা $S$ এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা $MC$-এর আকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। এই অবস্থায় আমাদের বিশ্লেষণ সামান্য জটিল হইয়া পড়ে এবং ইহাকে আমরা দুইটি স্তরে ভাগ করিতে পারি।

প্রথমত, আমরা শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি লইয়া আলোচনা করিতে পারি। অর্থাৎ, একটি শ্রমিক সংঘ যখন একটি মজুরির হার নির্দিষ্ট করে তখন শ্রমের যোগান ( বা গড় ব্যয় ) রেখা এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখার উপর ইহার কি ফল প্রদর্শন করে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। শ্রমিক সংঘ দ্বারা মজুরির হার নির্দিষ্ট হইলে শ্রমের চাহিদা রেখাটি একটি স্তর পর্যন্ত—অর্থাৎ যে স্তরে শ্রমিক সংঘ দ্বারা নির্ধারিত মজুরি যোগান রেখাকে ছেদ করে—সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয়। যদি শ্রমিক সংঘ দ্বারা নির্ধারিত মজুরির হার $W_1$ হয় তাহা হইলে ২৭.৪ রেখাচিত্রে শ্রমের যোগান রেখা হইবে $W_1^*AS_1$। নিয়োগের একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত—যেমন $q_1$—শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় রেখাও হইল $W_1A$। ইহার কারণ যখন মজুরির হার নির্দিষ্ট থাকে তখন একটি অতিরিক্ত শ্রমিকের উপর প্রান্তিক ব্যয় হইল ইহাকে যে মজুরি প্রদান করা হয় কেবলমাত্র তাহাই। যদি নিয়োগকর্তা $q_1$ অপেক্ষা অধিক শ্রম নিয়োগ

করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে বাড়তি মজুরি প্রদান করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে শ্রমিক সংঘের কোন আপত্তি থাকিবে না। এই বাড়তি মজুরি কেবলমাত্র বাড়তি শ্রমিককে প্রদান করিলেই চলিবে না, প্রতিটি শ্রমিককেই প্রদান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় *A* হইতে বৃদ্ধি পাইয়া *Y* হইবে। অর্থাৎ $q_1$ বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় রেখায় বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। ইহার পর অবশ্য ইহা *YMC*-এর রূপ ধারণ করিবে। বিষয়টি সহজেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যখন নিয়োগকর্তা যোগান রেখার *XS* বৃত্তখণ্ডের উপর চলাফেরা করেন, তখন শ্রমিক সংঘ দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি $w_1$ তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসংগিক। ইহার কারণ তিনি পূর্ব হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক হারে মজুরি প্রদান করিতেছেন। সুতরাং এই অবস্থার সহিত পূর্বের অবস্থায় ( অর্থাৎ যে অবস্থায় শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না ) কোনই তফাৎ নাই। এক্ষেত্রে *S* হইল শ্রমের যোগান রেখা এবং নিয়োগকর্তা ইহারই সম্মুখীন হইয়াছেন। অনুরূপভাবে *MC* হইল শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় রেখা। আরও একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। যদি শ্রমিক সংঘটি মজুরির একটি নূতন ন্যূনতম হার $w_2$ মানিয়া লইয়া চুক্তি সাক্ষর করে তাহা হইলে শ্রমের যোগান রেখা $w_2VS$ এবং ইহার প্রান্তিক ব্যয় রেখা $w_2VZMC$ হইবে। নিয়োগের $q_2$ স্তরে প্রান্তিক ব্যয়ের একটি বিচ্ছিন্নতা ( discontinuity ) লক্ষ্য করা যায়।

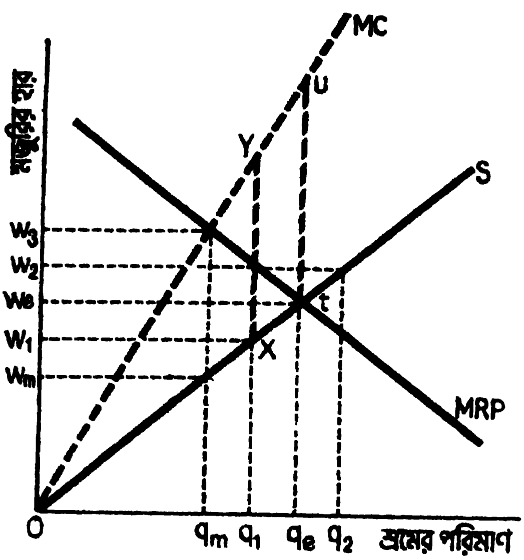



রেখাচিত্র ২৭.৪ : শ্রমিক সংঘ ও মজুরি

বিশ্লেষণের দ্বিতীয় স্তরে শ্রমিক সংঘ বিকল্প মজুরির হারে নির্ধারিত করিলে নিয়োগের উপর কি ফল হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ২৭.৫ রেখাচিত্রে *MC* এবং *MRP* রেখাদ্বয় ২৭.২ রেখাচিত্র হইতে তুলিয়া বসান হইয়াছে। শ্রমিক সংঘের অবর্তমানে মজুরি হার এবং নিয়োগের স্তর যথাক্রমে *Wm* এবং *qm* হইত। এখন ধরা যাউক একটি শ্রমিক সংঘ $w_1$ মজুরির হারে চুক্তিবদ্ধ হয়। ইহার ফলে কোন একটি বিশিষ্ট যোগান রেখা $w_1XS$ এবং $w_1XYMC$ প্রান্তিক ব্যয় সৃষ্টি হয়। এখন শ্রমের একচেটিয়া ক্রেতা নিয়োগের $q_1$ স্তরে ভারসাম্য উপনীত হইবেন। ইহার কারণ নিয়োগের এই স্তর পর্যন্ত শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় হইল প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম কিন্তু $q_1$-এর উপরের যে কোন স্তরে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা অধিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রমিক সংঘটি শুধুমাত্র মজুরির হার বৃদ্ধি করিতেই সমর্থ হন না, ইহা নিয়োগের স্তর বৃদ্ধি করিতেও সক্ষম। ইহা কারণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। শ্রমিক সংঘের অনুপ্রবেশের পূর্বে, শ্রমের একচেটিয়া ক্রেতা নিয়োগের স্তর বৃদ্ধিতে মোটেই উৎসাহিত হন নাই ( বরং সীমিত সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছিলেন ) কারণ তিনি একটি ব্যাপারে অবহিত ছিলেন যে যখনই নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে তখনই সকল শ্রমিককেই বাড়তি হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে।[১] কিন্তু শ্রমিক সংঘের অনুপ্রবেশের ফলে শ্রমের একচেটিয়া ক্রেতা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক যোগান রেখার সম্মুখীন হন বলিয়া তাঁহার দিক হইতে নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া হ্রাস করিবার কোনই যুক্তিসংগত কারণ নাই।

১. কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই ধরনের বাজারে শ্রমের যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়।

এক্ষেত্রে নিয়োগের সর্বাধিক স্তর হইল $q_e$ এবং চুক্তির মাধ্যমে মজুরির হার $W_e$ স্থির হইলেই ইহা সম্ভব। সুতরাং পূর্ণাংশ প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারের সহিত ইহার এই মডেলের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে শ্রমের যোগান রেখা হইল $W_e tS$ এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা হইল $W_e tuMC$। ইহার পরও যদি মজুরির হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে মজুরির হারের সহিত নিয়োগের সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় একমাত্র নিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করিয়াই মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, মজুরির হার $w_1$ বা $w_2$ যাহাই হউক না কেন নিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না মজুরির স্তর বৃদ্ধি পাইয়া $w_2$ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়োগের স্তর শ্রমিক সংঘের অনুপ্রবেশের পূর্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক হয়।




রেখাচিত্র ২৭.৫ : শ্রমিক সংঘ ও নিয়োগের স্তর

উপরের রেখাচিত্রে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। মজুরির $W_e$ স্তর পর্যন্ত কোন উদ্বৃত্ত শ্রমের (surplus labour) অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, মজুরির হার $w_1$ হইলে শ্রমের যোগান ও নিয়োগ উভয়ের পরিমাণ হইবে $q_1$। কেবলমাত্র যখন মজুরির হার ইহার প্রতিযোগিতামূলক স্তর—অর্থাৎ $W_e$-কে অতিক্রম করে তখনই উদ্বৃত্ত শ্রমের সমস্যা সৃষ্টি হয়। সুতরাং মজুরির একটি প্রসার (range) আছে—যেমন $Wm$ হইতে $We$—যাহার ঊর্ধ্বে বিচরণ করিয়া শ্রমিক সংঘ মজুরির হার এবং নিয়োগের স্তর উভয়ই বৃদ্ধি করিতে পারে। এক্ষেত্রে কোন উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া যাইবে না যে শ্রমিক (বা শ্রমিকগণ) শ্রমিক সংঘ দ্বারা নির্ধারিত মজুরি অপেক্ষা স্বল্প মজুরিতে কার্যে যোগদানে আগ্রহী। অবশ্য মজুরির $w_2$ হইতে $w_3$ এই প্রসারের ক্ষেত্রে মজুরির হার এবং নিয়োগের স্তর শ্রমিক সংঘের অবর্তমানে যাহা হইত তাহা অপেক্ষা বৃদ্ধি সম্ভব, কিন্তু এই প্রসারে উদ্বৃত্ত শ্রমের সমস্যা দেখা দেয়। ফলে বেকার শ্রমিকগণের দিক হইতে মজুরির উপর একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মজুরির হারকে অপরিবর্তিত রাখিতে হইলে শ্রমিক সংঘকে বেকার শ্রমিকগণ দ্বারা মজুরি হ্রাসের প্রবণতাকে রোধ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ মজুরির হার $w_2$ হইল উদ্বৃত্ত শ্রমের পরিমাণ হইবে $q_2-q_1$। উপরের আলোচনার মূলকথাকে লিপসের ভাষায় এইভাবে পেশ করা যায়: "একটি শ্রমিক সংঘ শ্রমের একচেটিয়া ক্রেতাবিশিষ্ট বাজারে অনুপ্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইবে যে ইহা শ্রমের একটি নির্দিষ্ট প্রসারে মজুরির হার ও নিয়োগের স্তর উভয়ই বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে এমন কোন উদ্বৃত্ত শ্রমিকগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না যে গোষ্ঠী প্রচলিত মজুরিতে কার্যে যোগদান করিতে ইচ্ছুক। অবশ্য মজুরির আরও একটি প্রসারের সন্ধান পাওয়া যায় যে প্রসারের ক্ষেত্রে মজুরির হার ও নিয়োগ উভয়কেই শ্রমিক সংঘের নিজে অনুপ্রবেশের পূর্বের স্তর হইতে বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইহার ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমের সমস্যা সৃষ্টি হইবে।"[১]

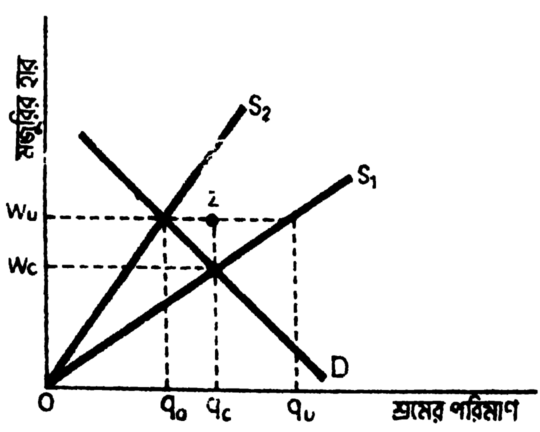
১. "A union entering a monopsonistic market will have a range over which it can raise wages and employment without creating a surplus of labourers eager to work at the going rate. There will be a further range over which it can raise both wages and employment above their pre-union levels but at the cost of creating an excess supply of labour." Lipsey

## ২৭.৩ শ্রমিক সংঘের আচরণ ( Trade Union Behaviour )

অনেক সময়ই প্রশ্ন করা হয় : শ্রমিক সংঘ কি মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে শ্রমের বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব দেখা দিলে শ্রমিক সংঘের পক্ষে মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এ সম্পর্কে আমরা ক-মডেলে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমরা জানি যে শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব থাকার ফলেই শ্রমের বাজার হইল মূলত একটি অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। এ ধরনের বাজারে যে শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইল কিভাবে একটি শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা যায় মজুরি বৃদ্ধির চারটি পদ্ধতি আছে : (১) শ্রমের যোগান হ্রাস করিয়া ( by restricting the supply of labour ), (২) একটি সম্যক মজুরি স্থির করিয়া ( by setting a standard wage ),[১] (৩) শ্রমের উদ্ভূত চাহিদা রেখাকে ডানদিকে সরাইয়া ( by shifting rightward the derived demand curve for labour ) এবং (৪) যৌথ দরাদরির ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ( by exercising their collective bargaining power )। এখন এই চারিটি পদ্ধতি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

### (১) যোগান হ্রাস ( Supply restriction )

আমরা ঘ-মডেলের আলোচনায় সময় দেখিয়াছি যে যখনই একটি শ্রমিক সংঘ শ্রমের একটি প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তখনই ইহা প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মজুরি অপেক্ষা উচ্চ হারে মজুরি স্থির করিতে পারে এবং ইহার ফলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয় তাহাকে মানিয়া লয়। একটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেও এই ফলটি লাভ করা যাইতে পারে। বস্তুত শ্রমের যোগান হ্রাস করিয়াও মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা ব্যাখ্যা করা যায়। ইহার সাহায্যে শ্রমিক সংঘের অবর্তমানে একটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারকে দেখান হইয়াছে। এখানে *Wc* হইল ভারসাম্য মজুরি। এখন একটি শ্রমিক সংঘ এই বাজারে অনুপ্রবেশ করিয়া দুইটি বিকল্প ব্যবস্থা করিয়া মজুরির হার বৃদ্ধি করিতে পারে। প্রথমত, ইহা চুক্তির মাধ্যমে *wu* মজুরি স্থির করিতে পারে। ইহার ফলে নিয়োগের স্তর *qc* হইতে হ্রাস পাইয়া *qo* হইবে এবং শ্রমের বাজারে *qu—qo* পরিমাণ উদ্বৃত্ত শ্রমের সৃষ্টি হইবে। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে নূতন শ্রমিকদের শিল্পে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যাইতে পারে। সদস্যদের বাৎসরিক চাঁদার




রেখাচিত্র ২৭.৩ : শ্রমের বাজারে অনুপ্রবেশের বাধা সৃষ্টি করিয়া মজুরি বৃদ্ধি

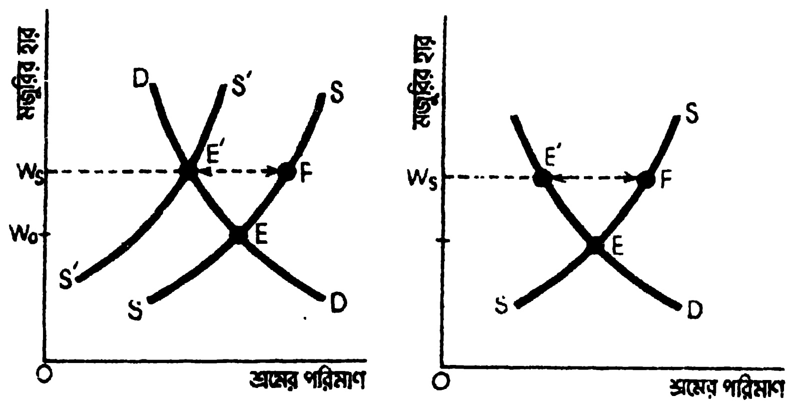
হার বৃদ্ধি করিয়া অথবা সদস্যদের প্রশিক্ষণের ( apprenticeship ) সময় বৃদ্ধি করিয়া এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে একটি কার্যে ( occupation ) যোগদানকরা পূর্বের তুলনায় কঠিন ও ব্যয়বহুল হইয়া পড়িবে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমের যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং যোগান রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। যদি ইহা $S_2$-তে স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারাই মজুরির হার *Wu* স্তরে নির্ধারিত হইবে।

১. এ সম্পর্কে আমরা ঘ-মডেলে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হইবে না। উপরন্তু, যোগান রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করায় মজুরির এই বর্ধিত হারের ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমের কোন সমস্যা দেখা দিবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বেকার শ্রমিকগণের দিক হইতে মজুরি হ্রাসের কোন চাপ সৃষ্টি হইবে না।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেকারত্বের সমস্যাকে এড়াইয়াও মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মজুরির হার বৃদ্ধি এবং শ্রমের যোগান হ্রাস উভয় পদ্ধতি একই ফল প্রদান করে। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমের যোগান হ্রাস পায় বলিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকুরি ছাড়িয়া বেকার হইয়া পড়িতে হয়। ২৭.৭ রেখাচিত্রে ইহাই দেখা যাইতেছে। (ক) রেখাচিত্রে যোগান রেখাটি *SS* হইতে সরিয়া *S'S'* হইয়াছে। ফলে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। (খ) রেখাচিত্রে সরাসরিভাবে মজুরির হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই কিছু সংখ্যক শ্রমিককে বাজার ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।




(ক) যোগান নিয়ন্ত্রণ (খ) উচ্চ সম্যক মজুরি

রেখাচিত্র ২৭.৭ : মজুরি বৃদ্ধি করিতে হইলে শ্রমিক সংঘগুলি শ্রমের যোগান হ্রাস অর্থাৎ বাড়তি হারে মজুরি বলবৎ করিতে পারে।

## মজুরি বনাম নিয়োগ ( Wages versus Employment )

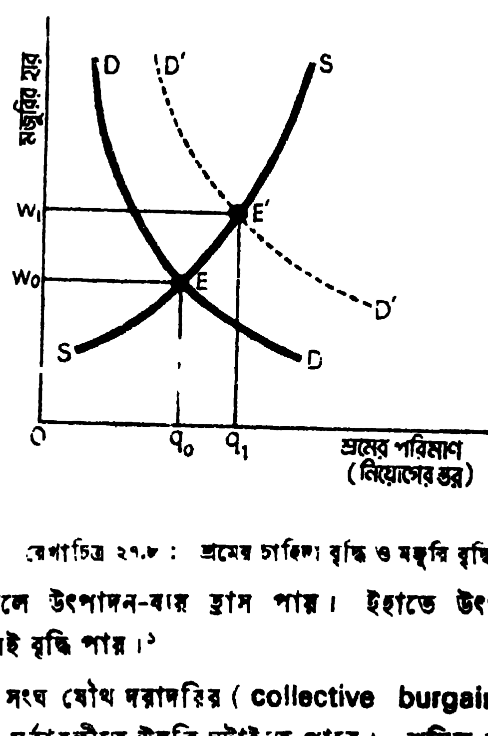
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বহু অবস্থাতেই মজুরি বৃদ্ধি ও নিয়োগ বৃদ্ধির মধ্যে সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, নিয়োগ হ্রাসের মাধ্যমেই মজুরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। অবশ্য কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এই সংঘর্ষকে এড়াইয়া যাওয়া যায়। ইহার একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হইল নিয়োগকর্তার সহিত মজুরি ও নিয়োগের ব্যাপারে দরাদরি করা। বাস্তব জগতে সাধারণত ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিক সংঘ ও শিল্প মালিকগণের মধ্যে যৌথ দরাদরির মাধ্যমেই মজুরির হার নির্ধারিত হয়।

উপরের ২৭.৬ রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। প্রতিটি মজুরির হারে একটি ফার্ম কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিবে তাহা চাহিদা রেখার সাহায্যে দেখান হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে যখন মজুরির হার হইল *Wc* তখন নিয়োগের পরিমাণ হইল *qc*। এখন শ্রমিক সংঘ ফার্মটিকে একই মজুরিতে একই পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতে পারে নতুবা হরতালের ভয় দেখাইতে পারে। যদি ফার্মটি শ্রমিক সংঘের অনুরোধটি মানিয়া লয় তাহা হইলে *Wv* মজুরিতে *qc* পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে। ইহা রেখাচিত্রের *Z* বিন্দু দ্বারা দেখান হইয়াছে। কিন্তু *Z* বিন্দুটি ইহার চাহিদা রেখা বহির্ভূত বলিয়া নিয়োগের স্তর হ্রাস না করিয়াই শ্রমিক সংঘের পক্ষে মজুরির হার এবং ইহার

সভ্যদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য শ্রমিক সংঘের এই নীতি কতদূর সার্থক হইবে তাহা মূলত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। (১) ইহা আংশিকভাবে নির্ভর করে এই শিল্পের মুনাফার পরিমাণের উপর এবং (২) আংশিকভাবে বাজারের অবস্থার উপর। ধর্মঘট হইলে উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে লোকসান হইবে। অপরদিকে অধিক মজুরি প্রদান করিয়া শ্রমিকদের নিয়োগ করিতে হইলেও উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি এবং মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সুতরাং একটি ফার্মকে দুইটি অকাম্য অবস্থার মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে: ধর্মঘটের ফলে প্রত্যাশিত লোকসানের মাত্রা এবং বাড়তি হারে মজুরি প্রদানের ফলে মুনাফা হ্রাস। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া ফার্মের দিক হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যদি শিল্পের নীট মুনাফার পরিমাণ শূন্য হয় তাহা হইলে শ্রমিক সংঘটি স্বল্পকালে ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সার্থক হইবে সত্য কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় মোট আয় অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বহু ফার্ম শিল্প ত্যাগ করিতে সুরু করিবে বলিয়া শ্রমিক সংঘ ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবে।

**(৩) শ্রমের উদ্ভূত চাহিদা রেখাকে ডানদিকে সরাইয়া লইয়া যাওয়া ( Shifting rightward the derived demand curve for labour )**

শ্রমের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াও একটি শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে শ্রমের চাহিদা রেখা যদি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে মজুরির হার ও নিয়োগের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়। দুইটি বিকল্প ভারসাম্য বিন্দু *E* এবং *E'* কে তুলনা করিলেই ইহা দেখা যায়।




রেখাচিত্র ২৭.৮ : শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি ও মজুরি বৃদ্ধি

শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির বহু সংখ্যক পদ্ধতি আছে। শ্রমিক সংঘগুলি বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানি বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারকে বাধ্য করিতে পারে। ফলে দেশে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কখনও কখনও দেখা যায় যে যৌথ দরাদরির ফলে শুধুমাত্র মজুরির হারই বৃদ্ধি পায় না, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। বস্তুত, মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। ইহাতে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা এবং ফলে শ্রমের উদ্ভূত চাহিদা উভয়ই বৃদ্ধি পায়।[১]

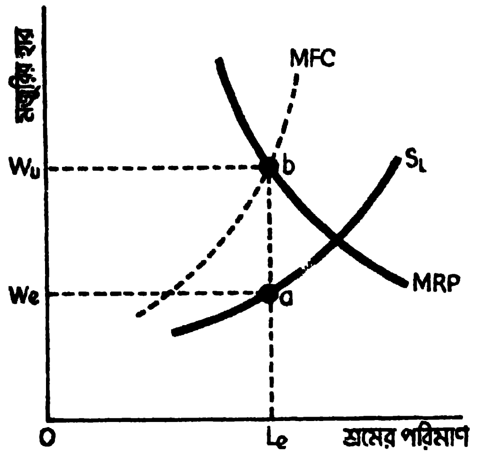
**(৪) যৌথ দরাদরি :** পরিশেষে একটি শ্রমিক সংঘ যৌথ দরাদরির ( collective burgaining ) মাধ্যমে মজুরির হার বৃদ্ধি করিতে এবং কার্যের সর্তাবলীতে উন্নতি ঘটাইতে পারে। শ্রমিক সংঘ ও কোম্পানীর মালিক বা পরিচালকগোষ্ঠীর মধ্যে যৌথ দরাদরির মাধ্যমেই বাস্তব জগতে মজুরির হার নির্ধারিত হয়। যৌথ দরাদরি হইল দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবারের ( bilateral monopoly ) একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ সম্পর্কে এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

---

১. "In some cases, when collective bargaining raises wages, it may also increase the marginal productivity of labour...Higher wages might then have made them more efficient and thus resulted in lower rather than higher production costs."

Samuelson and Northaus : *Economics* ( 12th edn., 1985 )

এখানে আমরা অনুমান করি যে শ্রমিক সংঘটি হইল শ্রমের একমাত্র বিক্রেতা এবং ফার্ম বা কোম্পানিটি হইল শ্রমের একমাত্র ক্রেতা। এই অনুমানটির উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবারের মডেলটিকে পার্শ্বের রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে মালিক বা শ্রমের মালিকপক্ষ হইল একচেটিয়া ক্রেতা ( monopolist )। ইহা *Owe* মজুরিতে *OLe* পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক। অপরদিকে শ্রমিক সংঘ হইল শ্রমের একচেটিয়া বিক্রেতা ( monopolist )। ইহা ঐ একই পরিমাণ শ্রম সরবরাহের জন্য *Owv* মজুরি ধার্য করিবে। এই মজুরি *Owe* অপেক্ষা অধিক। যদি প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা ( *MRP* ) পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে ফার্মটি *OLe* পরিমাণ শ্রমের জন্য সর্বাধিক যে পরিমাণ মজুরি প্রদান করিতে পারে তাঁহা হইল *Owv*। যদি মজুরির হার *Owv* অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ফার্মটি মাত্র কয়েকজন শ্রমিককেই নিয়োগ করিবে।[১]




রেখাচিত্র ২৮.৯ : শ্রমের বাজারে দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবার

মজুরির *Owv* এবং *Owe* এই প্রসার ( range ) দ্বারাই দুই পক্ষের দরাদরির সীমা নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই মডেল হইতে কোন সমাধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, মজুরির হার কোন স্তরে স্থিরীকৃত হইবে তাহা নির্ধারণ করা যায় না। অর্থাৎ *Owe* এবং *Owv*-এর মধ্যবর্তী যে কোন স্তরেই মজুরি নির্ধারিত হইতে পারে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রমিক সংঘটি মালিকপক্ষ অপেক্ষা সবল হইলে মজুরির হার *Owv* এর কাছাকাছি উপনীত হইবে। অপরদিকে মালিকপক্ষ শ্রমিক সংঘ অপেক্ষা অধিক সবল হইলে মজুরির হার *Owe* নিকট নিকটবর্তী অঞ্চলে বিরাজ করিবে।[২]

## ২৭.৪ শ্রমের যোগান নির্ধারক বিষয়সমূহ ( Factors Affecting Supply of Labour )

আমরা দেখিয়াছি যে কোন একটি বিষয় ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান হ্রাস করিয়া মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখিব যে প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান ও চাহিদা রেখার কার্য-কলাপের মাধ্যমেই মজুরির হার নির্ধারিত হয় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মজুরির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাস ড্রাইভারদের যোগান অধিক ও চাহিদা কম হওয়ায় উহাদের মজুরি কম হয়। অপরদিকে বিমানচালকদের যোগান সীমিত ও চাহিদা অধিক হওয়ায় তাঁহাদের মজুরি ও আয় অধিক হয়। অবশ্য চাহিদা ও যোগানের পশ্চাতে বহু বিষয় কার্য করে। উদাহরণস্বরূপ, বিমান চালনার ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি বাস বা গাড়ী চালনা অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বিমানচালকদের যোগান কম ও মজুরি অধিক হয়। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে যে শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

---

১. "When a buyer with monopsony power confronts a seller with monopoly power, price and quantity are determined by which side is the better negotiator." Byrns and Stone : op. cit.

২. "The party ( union or management ) with the greatest power or bargaining savvy will prevails and the negotiated wage will be closest to the desired wage of the strongest party."
R. L. Byrns and G. W. Stone : *Economics* ( 1981 )

শ্রমের মোট যোগান সাধারণত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

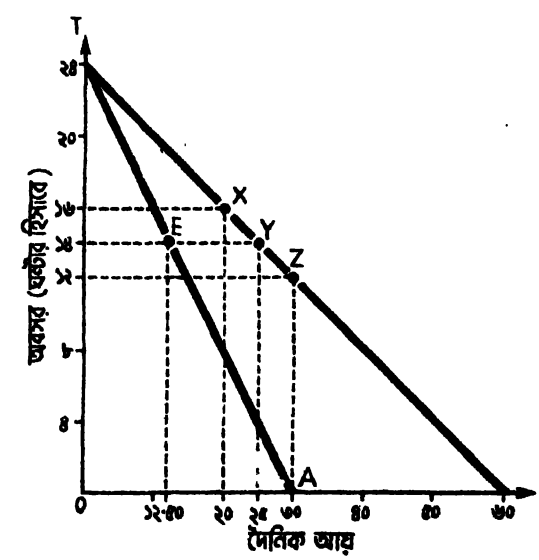
**(১) জনসংখ্যার আয়তন ( The rise of the population ) :** জনসংখ্যার আয়তন এবং ইহার বয়স ও লিঙ্গ বিভাজন ( নিবেশক ) ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়গুলি দ্বারা শ্রমের মোট যোগান নির্ধারিত হয়। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

**শ্রমিকের কার্যে অংশগ্রহণ ও কর্মে নিযুক্ত থাকার সময় ( Labour force participation and hours worked) :** ইহা নির্ভর করে বালক-বালিকাদের স্কুলে যাবার বয়স এবং সামাজিক দৃষ্টিভংগি যেমন স্ত্রীলোকদের কার্যে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ইত্যাদি। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহিরে কার্য করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন না। ইদানিং এই দৃষ্টিভংগির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাঁহাদের কার্যে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমের যোগানও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমের যোগান শ্রমিকদের কার্যে নিযুক্ত থাকার সময়ের উপরও কিছুটা নির্ভর করে। অবশ্য অধিকাংশ দেশে সরকার আইন দ্বারা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় শ্রমিকগণ স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাড়তি সময় কার্য করিতেছেন। ইহার ফলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। এই সকল বিষয়ের জন্য সাধারণত শ্রমের মোট যোগান স্বল্পকালে অপরিবর্তিত হয়। দীর্ঘকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও গ্রাম হইতে শ্রমিকদের শহরে আসার ফলে শ্রমের যোগান অধিক স্থিতিস্থাপক হয়।

অবশ্য যদি একটি বিশেষ ফার্ম বা শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান সাধারণত অধিক স্থিতিস্থাপক হয়, কারণ অধিক মজুরি প্রদান করিয়া অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে শ্রমিকদের আকর্ষণ করা যায়। শ্রমের যোগান দীর্ঘকালে সাধারণত অধিক স্থিতিস্থাপক হয় কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মজুরির পার্থক্যের সুযোগ লইয়া নূতন করিয়া প্রশিক্ষণ লাভ করিয়া শ্রমিকগণ এক শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্য শিল্পে যোগদান করিতে পারে।

**অবসর পছন্দ ( The Leisure Preference )**

শ্রমের যোগান কার্যে নিযুক্ত থাকার সময়ের দৈর্ঘ্যতার উপরও নির্ভর করে। এক্ষেত্রে আমরা অবসর পছন্দের কথা উল্লেখ করিতে পারি। পৃথিবীর উন্নতশীল দেশগুলিতে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমিকগণ শুধুমাত্র অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি ও সেবা ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নয় তাহারা তাহাদের কার্যে নিযুক্ত থাকার সময়ের দৈর্ঘ্যতাও হ্রাস করিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা তাহাদের সময়ের একাংশ বর্দ্ধিত অবসর হিসাবেই ভোগ করিয়াছে।




রেখাচিত্র ২৭.১০ : শ্রম বনাম অবসর ভোগ

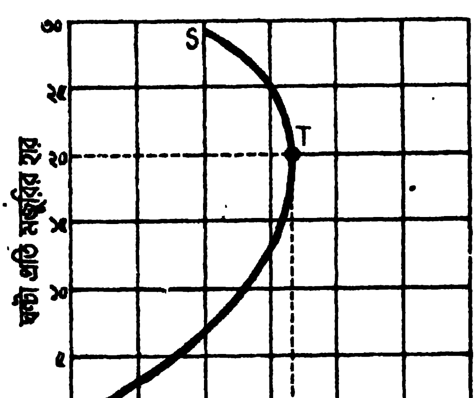
প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাইলে একজন শ্রমিক কি কি সম্ভাবনার সম্মুখীন হয় তাহা নিম্নের রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুরুতে মজুরির হার হইল ঘণ্টা প্রতি ১.২৫ টাকা। শ্রমিকটির সম্মুখে যে নানাবিধ সম্ভাবনা রহিয়াছে সেগুলিকে *TA* বাজেট রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। *T* বিন্দুতে শ্রমিকটি ২৪ ঘণ্টা অবসর গ্রহণ করে বলিয়া তাহার আয় হইল শূন্য। অপরদিকে *A* বিন্দুতে তাহার দৈনিক আয় হইল ৩০ টাকা কারণ সেদিনের ২৪ ঘণ্টাই কার্যে নিযুক্ত থাকে। ধরা যাউক শ্রমিকটি তাহার বাজেট রেখার *E* বিন্দুতে নির্বাচন করে। দেখা যাইতেছে যে এই অবস্থায় সে দৈনিক ১০ ঘণ্টা কার্য করিয়া এবং বাকী ১৪ ঘণ্টা অবসর ভোগ করিয়া ১২.৫০ টাকা

উপার্জন করে। এখন ধরা যাউক মজুরির হার হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইল—অর্থাৎ ঘণ্টা প্রতি ১.২৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২.৫০ হইল। ফলে তাহার বাজেট রেখাও স্থান পরিবর্তন করিল। রেখাচিত্রে *TB* হইল এই নূতন বাজেট রেখা। ফলে শ্রমিকটি তিনটি সম্ভাবনার সম্মুখীন হইবে। প্রথমত সে পূর্বের সময় ১৪ ঘণ্টা কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। ফলে সে *E* বিন্দু হইতে *Y* বিন্দুতে গমন করিবে এবং তাহার দৈনিক আয় বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ টাকা হইবে। দ্বিতীয়ত সে এখন কিছুটা বাড়তি আয় ও কিছু অতিরিক্ত অবসর ভোগ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, X বিন্দুতে তাহার দৈনিক আয় বৃদ্ধি পাইয়া ২০ টাকা হইবে এবং তার কর্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিবার সময় হ্রাস পাইয়া ৮ ঘণ্টা হইবে। তৃতীয় সম্ভাবনাটি হইল এই যে, মজুরি বৃদ্ধিতে সাড়া দিয়া সে অধিক সময় ধরিয়া কর্মে নিযুক্ত থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ, *Z* বিন্দুতে তার কর্মে নিযুক্ত থাকিবার সময় ও দৈনিক আয় উভয়ই একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১২ ঘণ্টা ও ৩০ টাকা হইয়াছে।

সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির ফলে অবসরভোগ বৃদ্ধি এবং শ্রমের যোগান হ্রাস পায় তাহা হইলে শ্রমের যোগান রেখার একটি বিপরীত ( perverse ) রূপ ধারণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অর্থাৎ শ্রমের চাহিদা রেখা পশ্চাৎগামী হইতে পারে। ইহাকে এখন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ ভোগ তত্ত্বের দুইটি মূল ধারণার—আয় ও পরিবর্তন প্রভাবের—উল্লেখ করিয়াছেন।

**আয় প্রভাব বনাম পরিবর্তন প্রভাব ( Income effect vs. substitution effect )**

যোগান সূত্র অনুসারে একটি দ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে ইহার যোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। মজুরি হইল শ্রমের বাজার দাম। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমের যোগানও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, বর্ধিত হারে মজুরি লাভের আশায় শ্রমিকেরা অধিক সংখ্যায় শ্রমের বাজারে অনুপ্রবেশ করিবে। দ্বিতীয়ত, কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বাড়তি সময় ধরিয়া অধিক অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা করিবে। এক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ শ্রমিকগণ অধিক সংখ্যায় অবসর ভোগ হ্রাস করিয়া অধিক সময় ধরিয়া কর্মে নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য উপরের রেখাচিত্রের *T* বিন্দুতে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যে মুহূর্তে ঘণ্টা প্রতি মজুরির হার বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা অপেক্ষা অধিক হয় সে মুহূর্তে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। এখন আমরা আয় প্রভাব দেখিতে পাইতেছি। মজুরির হার বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটিতে পারে। অভাব-মোচনের ও প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাদের অল্প পরিশ্রম করিলেই চলিবে। সুতরাং এই অবস্থায় তাহারা অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন অপেক্ষা অতিরিক্ত অবসর ভোগে আগ্রহী হইবে। এই কারণেই সাধারণত দেখা যায় একজন শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির ফলে সে ছুটির দিন কারখানায় আসিতে অথবা অন্য দিন বাড়তি সময় কার্যে নিযুক্ত থাকিতে সাধারণত অনিচ্ছুক হয়। আবার অনেক পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই কার্যে নিযুক্ত হইতে হয়। যদি কোন কারণে স্বামীর পদোন্নতি ঘটে এবং পরিবারের মোট আয় পর্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে স্ত্রী চাকরি হইতে পদত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্যে ( যেমন পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদান ) মনোনিবেশ করেন। শুধুমাত্র শহরাঞ্চলেই নহে, গ্রামাঞ্চলেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। একজন কৃষি শ্রমিক যখন জমি চাষ করে তখন তাহার পুত্রকন্যারা তাহাকে




রেখাচিত্র ২৭.১১ : শ্রমের পশ্চাৎমুখী যোগান রেখা

কৃষিকার্যে সহায়তা করে। যদি কৃষির মজুরি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পিতার আয়েই পরিবারের সকল খরচ মোটামুটিভাবে বহন করা সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় পিতার ইচ্ছায় পুত্র কার্য ত্যাগ করিয়া শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে স্কুলে ভর্তি হইতে পারে। এই সকল কারণে মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগান হ্রাস পাইয়া থাকে। তবে একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব না পরিবর্তন-প্রভাব কোনটি কার্যকরী হইবে তাহা নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে।[১] শ্রম ব্যতীত উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলি যোগান রেখাগুলি পশ্চাৎমুখী হইবে এইরূপ আশা করার কোন কারণ নাই, কারণ অন্যান্য উপকরণগুলি উৎপাদনের অ-মানবিক উপকরণ ( non-human factor )। সুতরাং শ্রম হইল অন্যান্য উপকরণ হইতে স্বতন্ত্র এবং দেশের শ্রমের যোগান নির্ধারণ বিষয়গুলির আলোচনার সময় এই বিষয়গুলি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

## ২৭.৫ মজুরির হারে পার্থক্য

অন্যভাবে বলা যায়, শ্রম উৎপাদনের একটিমাত্র উপাদান নহে, বিভিন্ন শ্রমিকগোষ্ঠী হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান। এবং যেহেতু শ্রমিকগোষ্ঠীসমূহ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাহীন সেইহেতু উহাদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক মজুরির হার থাকিবেই।

এই যুক্তির সারবত্তার মত ত্রুটিও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক পরস্পরের কিছু-না-কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী—তাহারা অপরের সার্থক না হইলেও যে আংশিক পরিবর্ত তাহা অনস্বীকার্য।[২] এই কারণে তাহাদের মধ্যে ক্রমস্থিতিস্থাপকতা ( cross-elasticity ) কার্য করিয়া থাকে। যেমন, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অধিক বেতন দেওয়া হইলে করণিকদেরও কিছুটা অধিক বেতন দিতে হয়। অন্যথায়, অনেক করণিকই শিক্ষক পর্যায়ে উন্নীত হইবার প্রচেষ্টা করিবে, এবং সকলে না হইলেও কেহ কেহ সমর্থ হইবে। আবার নূতন কর্মপ্রার্থীরা করণিকের কাজে যোগদানে বেশ কিছুটা অনিচ্ছুক হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ব্যাপক নিয়োগহীনতা না থাকিলে চাহিদার তুলনায় করণিকের যোগান কম হইবে, এবং ফলে ঐ শ্রেণীর কর্মীর বেতন বৃদ্ধি হইতে বাধ্য।

তবুও কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর ধারণা সম্পূর্ণ মূল্যহীন নহে—তত্ত্বটির যে সারবত্তা আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

**পার্থক্যের যৌল কারণ :** বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের পরোক্ষ চাহিদা ( derived demand ) সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ও সেবার চাহিদা হইতে উদ্ভূত হয়। বাসগৃহের চাহিদা বাড়িলে রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির চাহিদা বাড়িবে, বাসগৃহের চাহিদা কমিলে আবার ঐ শ্রেণীর শ্রমিকদেরও চাহিদা কমিবে। রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির চাহিদা যে পরিমাণ বাড়িবে যোগান যদি সেই পরিমাণ না বাড়ে তবে উহাদের মজুরি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি পাইবে। আবার অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে যদি রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির যোগান প্রয়োজন মত বৃদ্ধি পায় তবে মজুরি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিকতাই উহাদের আপেক্ষিক মজুরি নির্ধারণ করে, মোট চাহিদা ও মোট যোগান নহে। সমাজের দিক হইতে চিত্রকর অভিনেতা ভাস্কর অপেক্ষা ডক শ্রমিক কৃষি-শ্রমিক শিল্প-শ্রমিক প্রভৃতিরই চাহিদা অধিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে চিত্রকর অভিনেতা ভাস্কর প্রভৃতির উপার্জনই বেশী। ইহার কারণ সমাজের পক্ষে মোট যত কৃষি-শ্রমিক শিল্প-শ্রমিক প্রভৃতির প্রয়োজন হয় উহাদের যোগান তাহা অপেক্ষা অধিক ; কিন্তু যে-কয়জন চিত্রকর অভিনেতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় তাহাদের যোগান তাহা অপেক্ষা কম। অন্যভাবে বলিতে গেলে, চাহিদার তুলনায় যে-শ্রেণীর শ্রমিকের যোগান যত বেশী তাহাদের মজুরিও তত কম।

---

১. "Psychological and internal factors are important in determining whether a particular maker will exhibit the substitution effector the income effect." S. D. Gorden and G. D. Dawan : *Introductory Economics* ( Health, 5th edn., 1984 )

২. Samuelson and Northaus : *Economies* ( 12th edn., 1985 )

এখন প্রশ্ন, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের এই যে আপেক্ষিকতা দেখা যায়, ইহার কারণ কি ? অধিক সংখ্যক শ্রমিক উচ্চ মজুরির কার্যে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া স্বল্প কাজে গিয়া ভিড় করে কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে মজুরির হারে যে দুই প্রকারের পার্থক্য দেখা যায় তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, মজুরির হারে পার্থক্য সম্পূর্ণ শিল্পগত হইতে পারে। একই প্রকৃতির, একই দক্ষতা এবং একই শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মজুরি পাইতে পারে। যেমন, আর্দালীর কাজ বা মোটর ড্রাইভারের কাজ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক, বেতন কিন্তু সকল সময় এক নহে। এইরূপ শিল্পগত পার্থক্যকে অনেক ক্ষেত্রে মজুরির অনুভূমিক পার্থক্য ( horizontal differentials in wages ) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, মজুরির হারে পার্থক্য সম্পূর্ণ পেশাগত হইতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, দক্ষতা, কার্যের প্রকৃতি ইত্যাদি পৃথক হয় বলিয়া মজুরির হারেও তারতম্য দেখা যায়। যেমন ফোরম্যানের মাহিনা সাধারণ শ্রমিকের মাহিনা হইতে বেশী হয়, ডাক্তারের উপার্জন সাধারণ কম্পাউণ্ডার অপেক্ষা অধিক হয়, ইত্যাদি। এই পেশাগত পার্থক্যকে উল্লম্ব পার্থক্য ( vertical differentials ) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ক। **মজুরির অনুভূমিক পার্থক্যের কারণ :** মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের কারণ— অর্থাৎ মজুরির হারে শিল্পগত তারতম্যের কারণ প্রধানত তিনটি : (ক) আর্থিক মজুরির পার্থক্য ( differences in money wages ) ; (খ) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ বা নীট সুবিধা ( general attractiveness or net advantages ) এবং শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব ( absence of horizontal mobility of labour )।

(ক) **আর্থিক মজুরির পার্থক্য :** মজুরির হারে যে অনুভূমিকপার্থক্য দেখা যায় তাহার মাত্রা আর্থিক মজুরির ( money wages ) পার্থক্য হইতে পারে, প্রকৃত মজুরিতে ( real wages ) কোন পার্থক্য নাও থাকিতে পারে। শিল্প শ্রমিক কারখানা ছাড়িয়া ইট তৈয়ারের কার্য করিতে যায় না, কারণ সে জানে ইট তৈয়ারের কার্যে বৎসরে তিন-চারি মাস বসিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং ইট তৈয়ারের কার্যে দৈনিক মজুরি অধিক হইলেও বাৎসরিক উপার্জন হইতে বেশী নহে। আবার বর্দ্ধমানের বাস-ড্রাইভার কলিকাতায় আসিয়া চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা করে না, কারণ সে জানে যে কলিকাতায় মাহিনা যেমন বেশী জীবনযাত্রার ব্যয়ও তেমনি অধিক। মোটকথা, আর্থিক মজুরির পার্থক্য শ্রমিককে এক শিল্প হইতে অন্য এক শিল্পে বা এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে আকর্ষণ করিতে পারে না, প্রকৃত মজুরির পার্থক্যই পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মজুরির হারে যে-তারতম্য দেখা যায় তাহা আর্থিক মজুরিরই তারতম্য, প্রকৃত মজুরির নহে।[১]

(খ) **কার্যের সাধারণ আকর্ষণ বা নীট সুবিধা :** আর্থিক মজুরি, এমনকি দ্রব্য ও সেবার মাপ-কাঠিতে পরিমেয় প্রকৃত মজুরি অনেক হইলেও কতকগুলি ক্ষতিপূরক সুবিধা বা আকর্ষণের জন্য শ্রমিক স্বল্প মজুরির কাজ পছন্দ করিতে পারে। এই আকর্ষণ বা ক্ষতিপূরক সুবিধা, যাহাকে 'নীট সুবিধা' ( net advantages ) বলা হয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

(১) **কার্যের সাধারণ আকর্ষণ :** যে-কার্য যত বেশী প্রীতিকর তাহার আকর্ষণ তত বেশী। ফলে উহাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতেও শ্রমিক পাওয়া যায়। এইজন্যই শিক্ষকদের বেতন অপেক্ষাকৃত কম হয়। শিক্ষকতার কার্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিশ্রম, দীর্ঘ ছুটি প্রভৃতিকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরির ক্ষতি-পূরক বলিয়া মনে করা হয়। আবার কার্যের সাধারণ আকর্ষণ ছাড়া স্থান বা পরিবেশের আকর্ষণও আছে। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের কৃষি-শ্রমিকরা গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করিয়া শহরে আসিতে চায় না বলিয়াই তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতে কৃষিতে কাজ করিতে বাধ্য হয়।

---

১. "Difference in nominal wages between occupations and places may be quite consistent with equality of real wages." A. C. Cairncross

(২) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা : স্থায়ী ও নিশ্চিত নিয়োগের আকর্ষণ অস্থায়ী ও অনিশ্চিত নিয়োগ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক। ফলে স্বল্প মজুরি সত্ত্বেও স্থায়ী ও নিশ্চিত নিয়োগসমূহে শ্রমিকরা আসিয়া ভিড় করিতে ছাড়ে না।

(৩) দায়িত্বপূর্ণ বা দায়িত্বশূন্য কাজ : যে-কাজ যত দায়িত্বশূন্য হইবে উহা তত আকর্ষণের বা তত আরামের হইবে। ফলে উহাতে শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান হেতু মজুরিও কম হইবে। খাজাঞ্চীর কাজ অপেক্ষা চিঠিপত্র ছাড়ার সাধারণ কাজ ( despatch work ) অনেক কম দায়িত্বের বলিয়া চিঠিপত্র ছাড়ার লোকের যোগান বেশী এবং মজুরি কম।

(৪) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা : ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় লোকে বর্তমানে স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইতে পারে। এইজন্যই আইন-ব্যবসায়ে ভিড় দেখা যায়, শিক্ষানবীসরা ( apprentices ) সামান্য ভাতাতেও কাজ করে। উহারা ভবিষ্যতের জীবনের আকর্ষণকে বর্তমানের অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরির ক্ষতিপূরক বলিয়া মনে করে।

উপর-উক্ত নীট সুবিধা ও অসুবিধাগুলি অনেকাংশে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ও অঞ্চলের মধ্যে শ্রমের যোগান নির্ধারণ করিয়া থাকে। মার্শালের মতে অবশ্য বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্যের ইহাই প্রধান কারণ। কর্মগ্রহণেচ্ছু সকলে যদি ইচ্ছামত নিয়োগ বাছিয়া লইতে পারিত, তবে অন্তত দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাহাদের উপার্জন বিভিন্ন নিয়োগের আপেক্ষিক আকর্ষণের ( relative attractiveness ) সমান হইত। অবশ্য আপেক্ষিক আকর্ষণের বিচার কতকটা মানসিক ব্যাপার বলিয়া ইহার হিসাবে লোকে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল করিতে পারে। যেখানে সম্ভাবনা অতি অল্প সেখানে উহাকে অধিক বলিয়া মনে করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নূতন আইন-ব্যবসায়ী, নূতন চিকিৎসক তাঁহাদের ভবিষ্যৎকে অতি উজ্জ্বল বলিয়া মনে করিতে পারেন—পসারহীন অবস্থায় থাকার আশংকা তাঁহাদের মনে উদিত নাও হইতে পারে। ইহার উপর আবার আছে চাহিদার পরিবর্তন। যে শিক্ষানবীস প্লাসটিক্ শিল্পে শিক্ষালাভ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে, ভবিষ্যতে প্লাসটিক্ দ্রব্যের চাহিদাহ্রাসের ফলে তাহার শ্রম সম্পূর্ণ বিফল হইতে পারে। তবুও বলা যায় যে বিভিন্ন শিল্পের আপেক্ষিক আকর্ষণই মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের প্রধান কারণ—ইহাই মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মজুরির তারতম্যের ব্যাখ্যা করে।

(গ) শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব : মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের তৃতীয় কারণ হইল শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব ( absence of horizontal mobility )। শ্রম যদি সম্পূর্ণ গতিশীল হইত তবে একই শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি অবশ্য সকল ক্ষেত্রে সমান হইত না, কিন্তু নীট সুবিধা সমান হইত। কিন্তু শ্রম সম্পূর্ণ গতিশীল নহে বলিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অঞ্চলের মধ্যে নীট সুবিধা এবং মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যায়।

**স্ত্রী-শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম কেন :** শ্রমের এই অনুভূমিক সচলতার অভাবের মধ্যেই স্ত্রী-শ্রমিকদের মজুরি সাধারণত কম হয় কেন তাহার একটি প্রধান কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আইনত কোন বাধা না থাকিলেও প্রথাগত কারণে অনেক নিয়োগেই স্ত্রীলোক লওয়া হয় না। সুতরাং তাহারা কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট নিয়োগেই ভিড় করিতে বাধ্য হয়। ঐ সকল নিয়োগে পুরুষ-শ্রমিকের যোগানও পর্যাপ্ত বলিয়া সাধারণ মজুরির হার স্বভই কম হয়। বলা যায়, পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত কারবারগুলিতে স্ত্রী শ্রমিদের প্রবেশাধিকার নাই বলিয়াই তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প কয়েকটি অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে ভিড় করিয়া মজুরিহ্রাস ঘটায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার স্ত্রী-শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কম হয়। ইহা ছাড়া অধিকাংশ স্ত্রী-শ্রমিক অপেক্ষাকৃত ন্যূনতম মজুরিসম্পন্ন নিয়োগেই ভিড় করিতে বাধ্য হয়। এই দুই কারণে তাহাদের মজুরি পুরুষ-শ্রমিকের মজুরি হইতে স্বাভাবিক-ভাবেই কম হয়।

**খ। মজুরির উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ :** সংক্ষেপে মজুরির হারে উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ হইল শ্রমের উল্লম্ব সচলতার ( vertical mobility ) অভাব। প্রয়োজনমত এক শ্রেণীর শ্রমিক অন্য

শ্রেণীতে যাইতে পারে না বলিয়াই বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। অডিটর বা হিসাব-পরীক্ষকের চাহিদা বাড়িলে যদি সকল কেরাণীই অডিটরের কাজ করিতে পারিত, ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িলে যদি সকল মিস্ত্রীই ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারিত তবে অডিটর ও কেরানীর উপার্জনে এবং ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীর উপার্জনে কোন পার্থক্য থাকিত না। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া মজুরির হারে পেশাগত বা উল্লম্ব পার্থক্য দেখা যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আকর্ষণ-হীন পেশাসমূহেই উপার্জন সর্বাপেক্ষা কম।

শ্রমের এই সচলতার অভাবের মূলে প্রধানত তিনটি কারণ আছে: (ক) স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্য, (খ) শিক্ষার পার্থক্য এবং (গ) সুযোগসুবিধার পার্থক্য।

(ক) স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্য: স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। প্রচার শিল্পে ( publicity industry ) সাধারণ কর্মী হইতে প্রতিভাবান ব্যক্তির, সংবাদপত্র শিল্পে সাধারণ রিপোর্টার হইতে বিশেষ সংবাদদাতার ( special correspondent ) বেতন বা মজুরি এই কারণেই অধিক হয়।

স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যকে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্যের দরুন যেরূপ উদ্বৃত্ত বা খাজনার সন্ধান পাওয়া যায়, সেইরূপ স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের দরুন মজুরিতে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য বা উদ্বৃত্তকে অর্থবিদ্যাবিদগণ নৈপুণ্যজনিত উদ্বৃত্ত বা খাজনা (rent of ability) বলিয়া অভিহিত করেন। ইহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিকগোষ্ঠী সম্পর্কিত।[১]

(খ) শিক্ষার পার্থক্য: শিক্ষার পার্থক্যের দরুন সকলে সকল নিয়োগ গ্রহণ করিতে পারে না। সওদাগরী অফিসে অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট অপেক্ষা সাধারণ কর্মীর, কারখানায় ইঞ্জিনীয়ার অপেক্ষা সাধারণ শ্রমিকের চাহিদা অনেক বেশী। কিন্তু চাহিদার তুলনায় অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির যোগান করণিক ও শ্রমিকের যোগান অপেক্ষা অনেক কম। নানা কারণে অধিকাংশ লোকেই অ্যাকাউন্ট্যান্সি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষায় যাইতে পারে না। ফলে তাহাদের আপেক্ষিক যোগান কম এবং মজুরি অধিক হয়।

যোগানের আপেক্ষিক স্বল্পতা সম্পূর্ণ স্বল্পকালীন হইতে পারে। আজ যদি ভারতে রেলপথসমূহ হঠাৎ লরী মারফত রেলপথ-বাহিত সকল মালপত্র বাড়ী বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়ার ( door to door delivery ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে লরী-ড্রাইভারের চাহিদাও হঠাৎ বাড়িয়া যাইবে। ভবিষ্যতে অবশ্য লরী-ড্রাইভারের যোগানও পর্যাপ্ত হইবে। কিন্তু যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তাহারা যে-মজুরির প্রত্যাশায় ড্রাইভারি শিখিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক পাইবে। স্বল্পকালীন ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত মজুরির প্রকৃতি অপূর্ণাংগ খাজনারই ( quasi-rent ) মত।

(গ) সুযোগসুবিধার পার্থক্য: সুযোগসুবিধার পার্থক্যের দরুনও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে উপার্জনে তারতম্য দেখা যায়। দুইজন শ্রমিক সমশিক্ষিত এবং সমদক্ষ হইলেও একজন সুপারিশের জোরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অধিক উপার্জন করিতে পারে। সুযোগসুবিধার পার্থক্য আবার শিক্ষার পার্থক্যও ঘটায়। সাধারণ ক্ষেত্রে ধনীর সন্তান যে শিক্ষালাভ করিতে পারে দরিদ্রের সন্তানের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না, জাতিভেদ থাকিলে যে-কেহ যে কোন পেশায় যাইতে পারে না; ইত্যাদি। এইভাবে সুযোগসুবিধার তারতম্যের দরুন মজুরির হারে যে এবং যতটুকু তারতম্য দেখা যায় তাহাকে 'প্রতিষ্ঠানগত খাজনা' ( institutional rent ) বলা হয়। সুযোগসুবিধার সমতা আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠানগত খাজনার বিলোপসাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে সমান সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও যদি শিক্ষা ও স্বাভাবিক নৈপুণ্যের তারতম্য হেতু মজুরির হারে পার্থক্য থাকে তবে তাহার বিলোপের সুপারিশ করা যায় না। কারণ, ইহা করিলে যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করার নীতি বর্জন করা হইবে।

---

১. Samuelson and Northaus : op. cit.

এখানে ছকের আকারে মজুরির পার্থক্যের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে :

প্রতিযোগিতামূলক মজুরি

| কর্মক্ষেত্র | অবস্থা |
|---|---|
| ১। একই শ্রেণীর শ্রমিক এবং একই প্রকারের কাজ | ১। মজুরিতে পার্থক্যহীনতা |
| ২। একই শ্রেণীর শ্রমিক কিন্তু সকল কাজ সমান আকর্ষণীয় নহে | ২। অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় কাজের অধিক মজুরি |
| ৩। শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু প্রত্যেক শ্রমিক-গোষ্ঠীর যোগান অপরিবর্তনীয় ( অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ) | ৩। মজুরির হারে পার্থক্য, যে-পার্থক্য অর্থনৈতিক খাজনা বা উদ্বৃত্তের সহিত তুলনীয় |
| ৪। শ্রমিকদের মধ্যে গোষ্ঠীগত পার্থক্য, কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুটা সচলতা | ৪। ক্রম-স্থিতিস্থাপকতার কার্যকারিতা এবং সাধারণ চাহিদা ও যোগান দ্বারা পার্থক্যের পরিমাণ নির্ধারণ |

## সংক্ষিপ্তসার

১. পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা শ্রমের দাম—অর্থাৎ মজুরি নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের আপেক্ষিক চাহিদা ও যোগানের দ্বারাই মজুরির হারে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

২. অবশ্য শ্রমের বাজার হইল একটি অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উদাহরণ। শ্রমিক সংঘের অস্তিত্বের ফলে মজুরির হার কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি পায়। মজুরি বৃদ্ধির নানাবিধ উপায় আছে।

৩. কখনও কখনও মজুরি বৃদ্ধির সহিত নিয়োগ বৃদ্ধির সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌথ দরাদরির মাধ্যমে ইহা কিছুটা রোধ করা সম্ভব। যৌথ দরাদরি হইল দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবারের উদাহরণ।

৪. শ্রমের যোগান নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে জনসংখ্যার আয়তন, কার্যে যোগদানের বয়স ও সামাজিক দৃষ্টিভংগী হইল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য একটি বিশেষ কার্য বা শিল্পে শ্রমের যোগান অবসরভোগের ইচ্ছার উপরও নির্ভর করে। এই কারণে শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎমুখী হয়। ইহাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাবের সাহায্য লওয়া হয়।

৫. বাস্তব জগতে মজুরির হারে ভীষণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসংগে আমরা অনুভূমিক ও উল্লম্ব পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিতে পারি।

৬. শ্রমের বাজারে কেবলমাত্র শ্রমিক সংঘের অস্তিত্বই দেখিতে পাওয়া যায় না সরকারী হস্তক্ষেপও দেখিতে পাওয়া যায়। সরকার অনেক সময় ন্যূনতম মজুরি স্থির করিয়া থাকে।

## প্রশ্নাবলী

১. শ্রমিক সংঘ কি ধরনের অবস্থায় মজুরির হার বাড়াইতে সক্ষম হয় তাহা আলোচনা কর। [ C. U. B. A. 1980 ]

২. বাস্তব বাজারে কিরূপে মজুরির হার নির্ধারিত হয় তাহা বর্ণনা কর। [ C. U. B. A. 1982 ]

৩. যদি বাজারে মজুরির হার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে একজন শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই অধিকতর সময় পরিশ্রম করিবে—একথা কি সর্বদাই সত্য? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। শ্রমের বাজারে যোগান রেখার আকৃতি কেমন হইবে তাহা বিশ্লেষণ কর। [ B. U. B. A. 1985 ]

৪. আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির প্রভেদ নির্ণয় কর. কিরূপে শ্রমিক সংঘ কোন এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরির হারকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় তাহা বিশদভাবে আলোচনা কর। [ C. U. B. Com. 1981 ]

৫. শ্রমের যোগান রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [ C. U. B. Com. (H) 1984 ]

৬. মজুরির হার নির্ধারণ ব্যাপারে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব কি সন্তোষজনক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [ C. U. B. Com. (H) 1986 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. R. Freeman : *Labor Economics* ( Prentice-Hall, 1982 )
2. I. L. O. : *Wages*
3. M. Friedman : *Price Theory* ( 2nd edn. )
4. W. P. Albrecht, Jr : *Economics* ( 3rd edn., Prentice Hall )

২৮

# মুনাফার প্রকৃতি ও মুনাফা তত্ত্ব
## ( The Nature of Profit and Profit Theories )

*"If you mean to profit, learn to please."* Charles Churchill

*"It is a socialist idea that making profits is a vice ; I consider the real vice is making losses."* Winston Churchill

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা খাজনা, সুদ ও মজুরির প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু জাতীয় আয়ের অন্য একটি উপাদানের কথাও অর্থবিদ্যায় উল্লেখ করা হয়। ইহা হইলে মুনাফা। এক কথায় মুনাফার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কারণ মুনাফার প্রকৃতি লইয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ ও হিসাবরক্ষকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত, অর্থবিদ্যায় মুনাফার মত বিতর্কমূলক বিষয় বোধহয় আর নাই। মুনাফাকে মোটেই ভাল চোখে দেখা হয় না। অধিক মুনাফা অর্জনকে একটি সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই ধারণাটি যে ভ্রান্ত সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। মুনাফা ও বিক্রয়ের অনুপাতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া আমরা এখন একটি অর্থপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করিতে পারি :

সমাজের মোট আয়ের কত অংশ মজুরি হিসাবে শ্রমিকদের নিকট যায় এবং কত অংশ মুনাফা হিসাবে—অর্থাৎ মূলধনের প্রতিদান ( return to capital ) হিসাবে পড়িয়া থাকে ?

সাধারণ লোকেরা মনে করেন যে জাতীয় আয়ের একটি সিংহভাগ মুনাফা হিসাবে মূলধনের মালিকগণ হস্তগত করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় বাজার-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থায় জাতীয় আয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিকদের নিকট মজুরি হিসাবে চলিয়া যায়। উপরন্তু, একটি উন্নতশীল সমাজে নীট মুনাফা হিসাবে যাহা পড়িয়া থাকে তাহার মোট প্রকৃত মজুরি এবং উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধির জন্য নূতন যন্ত্রপাতি বা কলকারখানায় পুনরায় বিনিয়োজিত হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে 'মুনাফা' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় মুনাফা শব্দটি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত—যেমন গতিশীল উদ্ভাবন ও অনিশ্চয়তাবহন, একচেটিয়া কারবারের সমস্যা, উৎসাহপ্রদান ও শোষণ। মুনাফার প্রকৃতি লইয়াই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

### ২৮.১ মুনাফার প্রকৃতি বা অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার পার্থক্য ( Nature or Distinguishing Features of Profit )

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার প্রকৃতি একটু পৃথক। প্রথমত, মুনাফা হইল পরিচালনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সংগঠকের পুরস্কার বা দাম। উৎপাদনের দাম চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে। জমির মালিক কত খাজনা পাইবে, শ্রমিক কত মজুরি পাইবে এবং মূলধন-সরবরাহকারী কত সুদ পাইবে তাহা এই সকল ব্যক্তি ও সংগঠকের মধ্যে পূর্ব চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সংগঠকের পুরস্কার এইভাবে কোনমতে নির্দিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয়ত, জমি ( কাঁচামাল ও খাজনা ), শ্রমিক ও মূলধন সরবরাহকারীর প্রাপ্য মিটাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহাই মুনাফা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই কারণে মুনাফা একেবারে শূন্য হইতে পারে, অথবা ঋণাত্মক ( negative ) হইতে পারে। খাজনা, মজুরি বা সুদ কিন্তু কখনই ঋণাত্মক হয় না। তৃতীয়ত, খাজনা, মজুরি ও সুদের হারের সহসা খুব বেশী পরিবর্তন হয় না ; কিন্তু মুনাফার হারের অত্যধিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। এক বৎসর হয়ত মুনাফা প্রচুর হইল, পরের বৎসর প্রচুর ক্ষতি হইল—এইরূপও দেখা যায়।

## ২৮.২ মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা ( Gross Profit and Net Profit )

ব্যবসায়-সংগঠক প্রাপ্ত আয় হইতে খাজনা, মজুরি ও সুদ চুকাইয়া দিয়া যে-অর্থ পুরস্কার বা সংগঠন পরিচালনার দাম বলিয়া দাবি করে তাহাকে মুনাফা বলে। অনেক সময় সংগঠক নিজের জমিতে উৎপাদন করে এবং নিজেই উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে ও মূলধন নিয়োগ করে। সেক্ষেত্রে মজুরি বাদ দিয়া আয়ের সবটাই সে মুনাফা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, নিজের জমি ও মূলধন বলিয়া খাজনা ও সুদ অপরকে দিতে হয় না। এই মুনাফাকে মোট মুনাফা ( gross profit ) বলা হয়। কিন্তু জমি ও মূলধন নিজেরই হউক বা পরেরই হউক মোট মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা, মজুরি ও সুদ বাদ দিলে যে-উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে নীট মুনাফা ( net profit ) বলা হয়।

**নীট মুনাফার উপাদান :** নীট মুনাফার মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি থাকে :

(ক) সংগঠক ব্যবসায়ে স্বয়ং পরিশ্রম করার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করে। এই ধরনের শ্রমের জন্য লোক রাখিতে হইলে তাহাকে মজুরি দিতে হইত, অথবা সংগঠক যদি অন্যত্র কাজ করিত তাহা হইলেও সে পারিশ্রমিক পাইত। সুতরাং সংগঠকের নিজের শ্রমের মজুরি হইল মুনাফার একটি উপাদান।[১]

(খ) সংগঠকের সর্বপ্রধান কার্য ঝুঁকি বহন করা। 'হয় রাজা নয় ফকির' হইবার সম্ভাবনা সকল ব্যবসায়ে অল্পবিস্তর আছেই। সংগঠকের যেমন লাভের আশা আছে তেমনি লোকসানের আশংকাও আছে। এই ঝুঁকিবহনের জন্য সে যে-অর্থ দাবি করে তাহাই মুনাফার প্রধান অংশ। অর্থাগমের আশা না থাকিলে কেহই ঝুঁকি লইতে স্বীকৃত হইত না।

(গ) অনেক সময় একচেটিয়া বা আংশিক একচেটিয়া কারবার থাকিলে সংগঠক অধিক মুনাফার আশা করে। এই ধরনের মুনাফাকে 'একচেটিয়া কারবারের মুনাফা' বলা হয়। বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বিরল বলিয়া অধিকাংশ ব্যবসায়ের মধ্যে 'একচেটিয়া মুনাফার' অংশ অল্পবিস্তর আছেই।

(ঘ) অনেক সময় হঠাৎ সুযোগ আসিলে সংগঠকেরা 'বেশ মোটা' লাভ করিয়া থাকে। বর্তমানে অনেক জিনিসের আমদানি বন্ধ হওয়ায় যাহাদের নিকট ঐ জিনিস পূর্ব হইতেই মজুত আছে, তাহা অচিন্তনীয় মুনাফা করিতেছে। গত যুদ্ধের সময় ১ পাউণ্ড কুইনাইন অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এই ধরনের মুনাফাকে আকস্মিক মুনাফা ( windfall profit ) বলা হয়।

**স্বাভাবিক মুনাফা ( Normal Profit ) :** স্বাভাবিক মুনাফার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সংগঠকের পক্ষে পরিচালনার পারিশ্রমিক ব্যবসায় বা উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কারকে স্বাভাবিক মুনাফা ( normal profit ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অল্পদিনের জন্য সে বেগার খাটিতে পারে, ভবিষ্যৎ লাভের আশায় উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী ঝুঁকিবহন পরিশ্রম বাবদ কিছু মুনাফা অর্জন করিবেই। নচেৎ, সে ব্যবসাই বন্ধ করিয়া দিবে।

## ২৮.৩ মুনাফা সম্পর্কে অভিমত ( Different Views on Profits )

মুনাফা সম্পর্কে নানা অভিমত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি অভিমতই কোন না কোন তত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত। এই তত্ত্বগুলির কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে প্রতিটি তত্ত্বের মধ্যে সামান্য সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখন আমরা মুনাফা সম্পর্কে নানাবিধ অভিমত লইয়া আলোচনা করিতে পারি।

### প্রথম অভিমত : উপকরণসমূহের অন্তর্নিহিত প্রতিদান হিসাবে মুনাফা ( First view : Profit as "Implicit" Factor Return )

একজন অর্থবিজ্ঞানীর নিকট উপরি-উক্ত পরিসংখ্যানগত মুনাফা হইল নানাবিধ উপাদানের সংমিশ্রণ মাত্র। সভাই কোম্পানীর হিসাবনিকাশের খাতায় যে মুনাফার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইল কোম্পানীর মালিকগণ নিজেরা যে সকল উপকরণ সরবরাহ করেন তাহাদের প্রতিদান মাত্র।

---

১. অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ইহা বাদ দিয়াই মুনাফা হিসাব করা হয়।

অতএব, মুনাফার একাংশ হইল কার্যের মালিকগণ যে সকল কার্য সম্পাদন করেন তাহার পুরস্কার মাত্র। যেমন কৃষির ক্ষেত্রে কৃষকগণ নিজেরা যে সকল কার্য সম্পাদন করেন বা অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ যে সকল কার্য সম্পাদন করেন অথবা কোম্পানীর সেই সকল উচ্চপদস্থ অফিসারগণ—যাহারা কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক—যে সকল কার্য সম্পাদন করেন উঁহাদের জন্য যে অর্থ প্রদান করা হয় তাহা মুনাফারই একটি অংশ মাত্র। পরিশেষে, মূলধনের একাংশ মালিকের নিজস্ব মূলধনের প্রতিদান অথবা খাজনা। সুতরাং সাধারণভাবে যাহাকে মুনাফা বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইল সুদ, খাজনা ও মজুরির অন্য নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্তর্নিহিত সুদ, অন্তর্নিহিত খাজনা এবং অন্তর্নিহিত মজুরি ইত্যাদি হইল মুনাফার অংশ—অর্থাৎ নিজস্ব উপকরণসমূহ ব্যবহারের প্রতিদান বা আয় মাত্র।[১]

**দ্বিতীয় অভিমত : উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের পুরস্কার হিসাবে মুনাফা ( Profit as the Reward to Enterprise and Innovation )**

ধরা যাউক আমরা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক স্বপ্নজগতে বাস করি যেখানে হস্তরেখা বিচার করিয়া নিখুঁতভাবে আমরা ভবিষ্যবাণী করিতে পারি এবং যেখানে কোন উদ্ভাবনই আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীকে ব্যাঘাত করে না। এই অবস্থায় অর্থবিদ্যাবিদগণ বলিবেন যে অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফা বলিয়া কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ, এই অবস্থায় মুনাফার সবটুকুই উপকরণসমূহের অন্তর্নিহিত প্রতিদানের রূপ গ্রহণ করিবে। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। নিজস্ব ব্যবসায় হইতে পর্যাপ্ত প্রতিদান না পাইলে একজন ব্যবসায়ী তাঁহার উপকরণগুলি অবশ্যই বাজারে ভাড়া খাটাইবেন। ধরা যাক একজন ব্যবসায়ীর নিজস্ব এক বিঘা জমি আছে। যদি জমিতে কয়লার গোলা স্থাপন করিয়া তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ আয় না করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি জমিটি ভাড়া দিয়া দিবেন। অনুরূপভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ারের যদি একটি ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিয়া আশানুরূপ প্রতিদান না লাভ করেন তাহা হইলে তিনি কোন কোম্পানীতে অধিক মাহিনার চাকুরি গ্রহণ করিবেন বলিয়াই অনুমান করা যায়। বিপরীতভাবে বলা যায় যে যাহারা পূর্বে নিজেদের উপকরণগুলি বাজারে ভাড়া দিয়া অর্থ উপার্জন করিতেন তাঁহারা যদি মনে করেন যে নিজস্ব ব্যবসায় শুরু করিয়া অধিক অর্থ উপার্জন করা সম্ভব তাহা হইলে তাঁহারা নিজস্ব ব্যবসায়ে উপকরণগুলি নিয়োগ করিবেন।

যে অর্থ-ব্যবস্থায় বাজার সম্পর্কে সকলের পূর্ণ ধারণা বা জ্ঞান আছে সেখানে অসংখ্য প্রতিযোগীর অবাধ প্রবেশের ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে এবং সমস্ত উদ্বৃত্ত মুনাফার অস্তিত্ব লোপ পাইবে। অর্থাৎ, দ্রব্যাদির বাজার দাম প্রতিযোগীতামূলক মজুরি, সুদ এবং খাজনা দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

কিন্তু আমরা এইরূপ স্বপ্নজগতে বাস করি না এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও আশা করি না। বাস্তব জগতে কেহ না কেহ একটি ব্যবসায়ের মালিক বা বস হিসাবে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিভাবে চলিবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কেহ না কেহ অবশ্যই ভবিষ্যতের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিয়া অনুমান করিবার প্রচেষ্টা করিবেন ভবিষ্যতে জুতার ফিতার কি চাহিদা হইবে অথবা গমের বাজার দাম কি হইবে। এবং বাস্তব জগতে কেহ না কেহ একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারণার প্রবর্তন করিয়া এবং একটি দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া যে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটাইতে বা বিপ্লব আনিতে পারেন সে সম্ভাবনা সর্বদাই রহিয়াছে। যেমন কোন এক ব্যক্তি পকেট কেলকুলেটরের মত একটি সম্পূর্ণ নূতন দ্রব্য আবিষ্কার করিতে পারেন। অথবা ব্যবসায়ে একটি প্রচলিত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন। যেমন কম দামে কোকা কোলার মত একটি পানীয় দ্রব্য বাজারে ছাড়িতে পারেন।

---

১. "Much of what is ordinarily called profit is really nothing but interest, rent and wages under different names. Implicit interest, implicit rent and implicit wages are the names economists give to this part of profit, i.e., to the earnings of self-used factors."

Samuelson & Northaus

যে ব্যক্তি এই ধরনের একটি কার্য সম্পাদন করে তাহাকে উদ্যোক্তা ( entrepreneur ) বা উদ্ভাবক ( Innovator ) আখ্যা দেওয়া যায়। এই ব্যক্তি একজন ব্যবসায় পরিচালক হইতে স্বতন্ত্র। একজন মাহিনা করা পরিচালকের মৌল দায়িত্ব হইল একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং ইহার জন্য কতকগুলি রুটিনমাফিক কার্য সম্পাদন করা—যেমন কাঁচামাল ক্রয় করা, শ্রমিক নিয়োগ করা, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অধ্যাপক জোসেফ সুমপিটারের ( ১৮৮৩-১৯৫০ ) মত অর্থবিজ্ঞাবিদগণ শিল্প পরিচালকগণের মজুরিকে মুনাফা বলিয়া গণ্য করেন না। তাঁহাদের মতে পরিচালনা সংক্রান্ত মজুরি হইল মজুরি মাত্র—উহা অন্তর্নিহিত (implicit) অথবা পরিস্ফুটিত (explicit) যাহাই হউক না কেন এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিভাশালী পরিচালকদের ক্ষেত্রে এই মজুরি যতই উচ্চ হউক না কেন। বরঞ্চ তাঁহাদের মতে মুনাফা হইল উদ্ভাবনাকারীদের অথবা উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সাময়িক উদ্বৃত্ত প্রতিদান ( temporary excess return ) মাত্র।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও অর্থবিজ্ঞাবিদগণ উদ্যোক্তাগণের সহিত পরিচালকগণের পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারিতেন না। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। আজিকার বৃহদাকারের করপোরেশনের ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সহজেই পরিস্ফুট হয়। ডানলপ ইণ্ডিয়া অথবা ইণ্ডিয়া টোবেকো কোম্পানীর মত বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি পেশাদার পরিচালকগোষ্ঠী ( professional managers ) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ইঁহারা এই সকল কোম্পানীর ১ শতাংশ শেয়ারের মালিক কিনা সন্দেহ। যদিও এই সকল নির্বাহক ( executives ) দ্বারা অধিকাংশ কোম্পানী পরিচালিত হয় তবুও তাঁহারা অন্যান্য শ্রমিকদের মত মাস-মাহিনা পান। এই ধরনের পরিচালনাগত দক্ষতা অন্যান্য দক্ষতা হইতে মোটেই পৃথক ধরনের নয়—যেমন হিসাব রক্ষা করা অথবা উৎপাদন পরিচালনা করা। যে সকল ব্যক্তি এই দক্ষতার ধারক বাজারে তাঁহাদের দক্ষতা নিলাম হয় এবং অন্যান্য যে কোন উপকরণের মত এই সকল ব্যক্তি সেই সকল কার্যে যোগদান করেন যেখানে তাঁহারা সর্বাধিক মজুরি লাভ করেন।

তবে একজন উদ্ভাবক হইলেন একজন ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি। একজন উদ্ভাবক হইলেন এমনই একজন ব্যক্তি যিনি সর্বদা নূতন কোন কার্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা করিতেছেন। এই নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় যে তিনি সর্বদা সার্থক হইবেন এমন কোন কথা নাই। তিনি ব্যর্থও হইতে পারেন। তবে তিনি হইলেন এমনই একজন ব্যক্তি যিনি রুটিনমাফিক কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করেন না। তিনি হইলেন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সাহসী এবং মৌলিক উদ্ভাবনের বা সৃজনের শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। একজন বৈজ্ঞানিকের কার্য হইল একটি বস্তু আবিষ্কার করা আর একজন উদ্ভাবকের কার্য হইল বস্তু বা দ্রব্যটিকে উপযুক্ত রূপদান করিয়া বাজারে ছাড়িয়া সার্থকতা লাভ করা। মেক্সওয়েল ( Maxwell ) বেতার-যন্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন, হার্জ ( Hertz ) এটিকে লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং পরিশেষে মার্কনি ( Marconi ) ইহাকে ব্যবসায়ের দিক হইতে লাভজনক দ্রব্যে পরিণত করিতে সক্ষম হন। অপরদিকে আবার ডি. ফরেস্ট নামক এক ব্যক্তি তিন দিক বিশিষ্ট এক ধরনের নল ( triode tube ) আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহা টি ভি. সেটের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যত বারই তিনি বস্তুটিকে প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টা করেন তত বারই ব্যর্থ হন। ফলে যাঁহারা তাঁহার উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছিলেন সকলেই হতাশ হইয়া যান। সুতরাং বলা যায় যে বহু ব্যক্তিই নূতন দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া বাজারে ছাড়িবার প্রচেষ্টা করেন কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনই সফল হন।

সুতরাং বলা যায় যে সার্থক উদ্ভাবকগণ যে অর্থ রোজগার করেন তাহাকে সুমপিটারের মত অর্থবিজ্ঞাবিদগণ মুনাফা বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই মুনাফা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী হয়, কারণ যখন বাজারে প্রতিযোগীদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং যখনই সকলে দ্রব্যটিকে অনুকরণ করিতে সক্ষম হয় তখনই মুনাফার অস্তিত্ব লোপ পায়। কিন্তু এই ধরনের উদ্ভাবন সংক্রান্ত মুনাফার একটি সূত্রের অন্তর্ধান ঘটিলে অপর একটি সূত্রের আবির্ভাব ঘটে। ফলে সর্বদাই এই ধরনের মুনাফার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

**তৃতীয় অভিমত : ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা এবং মুনাফা ( Third vew : Risk, Uncertainty and Profit )**

যদি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকিত বা কোন অনিশ্চয়তা না থাকিত তাহা হইলে একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন লইয়া আবির্ভাব হওয়ার কোন সুযোগ ঘটিত না। প্রত্যেকটি বিষয়ই পূর্ব হইতে জানা থাকিত। ইহা হইতে দেখা যায় যে উদ্ভাবকগণের মুনাফা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক নাইট ( Frank Knight ) এই প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুনাফা তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতে সমস্ত প্রকৃত মুনাফার সহিত অনিশ্চয়তার কোন না কোন যোগসূত্র আছে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা যে উদ্ভাবকের মুনাফার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা অনিশ্চয়তা প্রণোদিত মুনাফার ( uncertainty-induced profits ) একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পৃথিবীর ইতিহাসে অতীতে যে কয়টি বড় বড় সৌভাগ্যজড়িত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে প্রতিটির ভিতরই ভাগ্য বা অদৃষ্টের একটি প্রবল উপাদান ( strong element ) দেখিতে পাওয়া যায়। তৈলের আবিষ্কার, বিপণনের ( marketing ) ও ফাটকা-বাজারের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য ইত্যাদি হইল মুনাফা এবং লোকসান ব্যবস্থার ( the profit and loss system ) সম্ভাবনাশ্রয়ী উপাদানের ( chance elements ) উদাহরণ মাত্র।

যে কোন মুনাফার পরিমাণ পরীক্ষা করিবার সময় আমাদের অবশ্যই সর্বদা অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। বাস্তব জগতে দেখা যায় যে, যে বেসরকারী বণ্ডের ঝুঁকির পরিমাণ বেশী সেই সকল বণ্ডের প্রতিদানের হার ১৩ হইতে ১৫ শতাংশ হয়। অন্যদিকে সরকারী বণ্ডের ঝুঁকির পরিমাণ স্বল্প হয় বলিয়া প্রতিদানের হার ৮ শতাংশের অধিক হয় না। অবশ্য যদি বেসরকারী ২০টি বণ্ড পিছু একটির আসল টাকা ( principal ) ফিরিয়া না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে ইহা মনে করা ভুল যে এই বণ্ডগুলি কেনা লাভজনক। বস্তুত, এই অতিরিক্ত ৫ শতাংশ প্রতিদান হইল আসল টাকা ফিরিয়া না পাওয়ার ঝুঁকিকে বহন করার পুরস্কার মাত্র।

লোকে যখন লটারীর টিকিট ক্রয় করেন তখন তাঁহারা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হন। কিন্তু লটারীর সংগঠকগণকে ( promoters ) কোন ঝুঁকি লইতে হয় না কারণ তাঁহারা জানেন যে লটারী বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা সমস্ত পুরস্কার বিতরণ করার পরও উদ্বৃত্ত হইবে। অনুরূপভাবে বলা যায় যে একটি বৃহৎ জীবনবীমা সংস্থা গাণিতিক সম্ভাবনা সূত্রের ( mathematical probability ) উপর ভিত্তি করিয়া ইহার আপেক্ষিক ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস বা ইহাকে ন্যূনতম করিতে পারে। ইহার কারণ যদি ঝুঁকির সংখ্যা অগণিত হয় তাহা হইলে এক প্রকারের ঝুঁকি অপর এক প্রকারের ঝুঁকিকে রদ করে। যদি আমরা নানাবিধ স্বাধীন ঝুঁকির পরিমাণ একত্র করিতে এবং বিভিন্নভাবে ছড়াইয়া দিতে পারি তাহা হইলে ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা বলিয়া কিছু থাকিবে না এবং মুনাফা সংক্রান্ত কোন সমস্যার সৃষ্টি হইবে না। মুনাফা সংক্রান্ত সমস্যা একমাত্র সেই ন্যূনতম ঝুঁকির ক্ষেত্রেই দেখা যায় যাহাকে আর হ্রাস করা যায় না।[১]

কোন কোন বৎসর নীট মুনাফা ঋণাত্মক হয়। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ঝুঁকিবহনকারীগণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা না থাকিলে জমি, শ্রম ও অন্যান্য উপকরণসমূহকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিত তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করিয়াছেন। অন্য এক বৎসর মোট মুনাফা ধনাত্মক হইতে পারে। এক্ষেত্রে উপকরণসমূহের আয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা না থাকিলে যাহা হইত তাহা অপেক্ষা কম হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল: ঝুঁকিবহনকারীগণ একটি দল বা গোষ্ঠী হিসাবে কি ভীষণভাবে আশাবাদী? একটি শ্রেণী হিসাবে কি তাঁহারা টাকা নষ্ট করেন এবং অন্যান্য উপকরণগুলিকে ভরতুকি

১. "The problem of profits...arises only for the irreducible minimum riskiness that remains."
Samuelson

( subsidy ) প্রদান করেন। অথবা, ঝুঁকিবহনকারীগণ কি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠী হিসাবে নিরাশাবাদী যাহার ফলে নীট মুনাফাকে ঝুঁকিবহনের জন্য ধনাত্মক প্রদেয় অর্থ ( net positive payment ) বলিয়া গণ্য করা হয়? অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞাবিদগণ মনে করেন যে বিনিয়োগকারীগণ মোটামুটিভাবে ঝুঁকি বহন অপছন্দ করেন। সুতরাং ঝুঁকিবহনের জন্য তাহাদের একটি পুরস্কার বা ধনাত্মক প্রিমিয়াম ( positive premium ) প্রদান করা উচিত। এই পুরস্কারই হইল মুনাফা।

এই প্রসংগে অধ্যাপক নাইটকে অনুসরণ করিয়া ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। ঝুঁকি হইল বীমাযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা কারখানায় হঠাৎ আগুন লাগিয়া যাইবার ঝুঁকি অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি, কারখানা হইতে রাতারাতি মাল চুরি হইয়া যাইবার ঝুঁকি, বা মাল পচিয়া নষ্ট হইবার ঝুঁকির কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয় বলিয়া একটি কোম্পানীকে বা ব্যবসায়ীকে প্রকৃত কোন ঝুঁকি বহন করিতে হয় না। সুতরাং এই ধরনের ঝুঁকি বহনের জন্য উদ্যোক্তার মুনাফা রূপে অতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ধরা যাউক হঠাৎ একটি দ্রব্যের চাহিদার ভীষণভাবে পরিবর্তন ঘটিল। এক্ষেত্রে একটি ফার্মকে লোকসানের সম্মুখীন হইতে হইবে। যেমন পূজার সময় অনেক ফার্মই নূতন ধরনের জামাকাপড় প্রস্তুত করে। কিন্তু কোনো এক ধরনের জামাকাপড়ের—যেমন টেরিলিনের জামা-কাপড়ের চাহিদা যদি হঠাৎ হ্রাস পায় তাহা হইলে কয়েকটি ফার্মের নিঃসন্দেহে লোকসান হইবে। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। একটি খাতা বিক্রেতা বৎসরের গোড়ায় একটি স্কুল হইতে ২০০০ খাতার অর্ডার পাইল। কিন্তু হঠাৎ বাজার হইতে কাগজ উধাও হইয়া গেলে এই অর্ডার সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। ফলে লোকসান হইবে। এই দুইটি উদাহরণ হইতে অনিশ্চয়তার সহিত ঝুঁকির পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়। এবং শেষোক্ত এই দুইক্ষেত্রে কোন বীমা কোম্পানীই কোন ক্ষতিপূরণ দিবে না। অধ্যাপক নাইটের মতে অনিশ্চয়তা হইল সেই সকল ঝুঁকি যেগুলিকে অপসারণের জন্য বীমার সাহায্য লওয়া যায় না—অর্থাৎ সেগুলি বীমার অযোগ্য। সুতরাং মুনাফা হইল এই ধরনের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার মাত্র।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে ঝুঁকিবহুল শিল্পসমূহে দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয়কে মজুরি, খাজনা ও সুদ সংক্রান্ত ব্যয় ছাড়াও একটি মুনাফা পরিমাণও অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে হইবে। নতুবা মানুষের ঝুঁকি গ্রহণের অনিচ্ছাকে জয় করা সম্ভব নহে। যদি ঝুঁকি গ্রহণের জন্য একটি প্রিমিয়ম উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় তাহা হইলে এই সকল শিল্পে বহু সংখ্যায় উদ্যোক্তা ভিড় করিবে। সুতরাং মুনাফা হইল সমাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্যোক্তার যোগান সৃষ্টি করিবার দাম বা পুরস্কার মাত্র।

**উদাহরণ :** একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। গম চাষের মধ্যে প্রচণ্ড ঝুঁকি রহিয়াছে কারণ এক্ষেত্রে যোগান বহুলাংশে নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। কিন্তু রবার চাষের ক্ষেত্রে কোন উৎপাদনসংক্রান্ত ঝুঁকি দেখিতে পাওয়া যায় না। ধরা যাউক উভয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে একক প্রতি মজুরি ব্যয় ও মূলধন ব্যয় সমান। অনুমান করা যাইতে পারে যে রবার শিল্পে বিনিয়োজিত মূলধনের নিশ্চিত প্রতিদানের হার হইল ১৫ শতাংশ। কিন্তু গম চাষের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিনিয়োজিত টাকার যেরূপ দ্বিগুণ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেরূপ অর্ধেক হইয়া যাওয়ার সমান সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক্ষেত্রে একজন গম চাষীর গড় প্রতিদান হইল : $\frac{1}{2}(২\cdot০০)+\frac{1}{2}(\cdot৫০)=১\cdot২৫$ অথবা গড় বাৎসরিক প্রতিদান হইল ২৫ শতাংশ। রবার উৎপাদন অপেক্ষা গম চাষে ১৫ শতাংশ ঝুঁকিবিহীন সুদ অপেক্ষা এই যে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত পুরস্কার বা পারিতোষিকের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই হইল প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রয়োজনীয় মুনাফা। এবং গম শিল্পে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে যে দাম নির্ধারিত হইবে তাহার মধ্যে এই মুনাফাকে উৎপাদন-ব্যয়ের একটি উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

মুনাফা যে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার এই ধারণাটিকে এখন আমরা সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করিতে পারি :

অধিকাংশ লোকই সাধারণত ঝুঁকি গ্রহণে অরাজী হয় এবং মনে করে প্রতিটি টাকা যাহা লাভ করা হয় তাহার প্রান্তিক উপযোগ প্রতিটি টাকা যাহা লোকসান হয় তাহার প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা কম তাহা হইলে তাহারা অধিক পরিমাণ অনিশ্চিত আয় অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ নিশ্চিত আয়ের দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং যে সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সহিত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ভীষণভাবে জড়িত সেই সকল কার্যকলাপে নিযুক্ত হইবার জন্য এবং ঝুঁকি গ্রহণের অনিচ্ছা জয় করিবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে—যেখানে ক্রমাগত ঝুঁকিবহনকারীর আগমন ও বহির্গমন ঘটিতেছে সেখানে—যে প্রিমিয়ম দেওয়া হয় তাহারই নাম হইল মুনাফা। এই সকল শিল্পে নিযুক্ত মূলধনের প্রতিদানের মধ্যে শুধুমাত্র ঝুঁকিবিহীন সুদকে ধরিলেই চলিবে না, মুনাফার মত ঝুঁকিবহন পুরস্কারকেও ধরিতে হইবে।

সুতরাং অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে মুনাফা হইল প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দামের একটি চতুর্থ উপাদান। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম হইল মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফার মত ঝুঁকি প্রিমিয়মের যোগফল মাত্র।

**চতুর্থ অভিমত : একটি কারবারের প্রতিদান হিসাব মুনাফা (Profit as a Monopoly Return)**

বহু ব্যক্তি মুনাফা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং মুনাফার সমালোচনা করেন। তাঁহারা মুনাফাকে একটি প্রয়োজনীয় অশুভ বস্তু ( a necessary evil ) বলিয়া মনে করেন। মুনাফার এই সমালোচকগণ অবশ্য মুনাফা বলিতে অন্তর্নিহিত প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ঝুঁকি প্রিমিয়মের কথা উল্লেখ করেন না। তাঁহারা মুনাফা বলিতে এক ব্যক্তি কর্তৃক সমাজের অন্যান্য সকলকে শোষণই বুঝায়। সুতরাং আমরা মুনাফা সম্পর্কে একটি নূতন অভিমত প্রকাশ করি : মুনাফা হইল একচেটিয়া কারবারের আয় ( earring of monopoly )।

**প্রাকৃতিক অপ্রাচুর্যতা ( Natural Scarcities )**

যখন আমরা উৎপাদনশীল উপকরণের মালিকানার বিষয়টি পরীক্ষা করি তখন আমরা দেখি যে কোন দুইটি উপকরণ কখনই এক প্রকার হয় না। বাস্তব জগতে দুইটি শ্রমিকের দক্ষতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি একজনের দক্ষতাকে একটি পৃথক উপকরণ বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে একজন অতি দক্ষ শ্রমিক একটি উপকরণের—অর্থাৎ দক্ষতার—একক মালিক অথবা একক কারবারী। অথবা একজন ব্যক্তি একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিশেষ সুবিধা বা অধিকারের ( patent ) একচ্ছত্র মালিক হিসাবে একচেটিয়া কারবারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। অথবা বর্ধমানের একটি বিশেষ অঞ্চলে এক ব্যক্তি এক বিঘা অতি উর্বর ধান জমির মালিক হিসাবে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতে পারেন। অথবা বর্ধমানে তোমার এক একর অতি উর্বর জমি থাকিতে পারে যেরূপ উর্বর জমি ঐ অঞ্চলে আর একটিও নাই।

এখন দেখা যাউক উপরের আলোচনাতে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। তোমার প্রতিবেশীর সহিত তোমার নিশ্চয়ই সামান্য পার্থক্য আছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তোমার সহিত তোমার প্রতিবেশীর মজুরির হারে বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইবে না। এমন কি তুমি কাজ করিতে অনিচ্ছুক হইলে এবং সাময়িকভাবে অলসভাবে বসিয়া থাকিলেও তোমার মজুরি তোমার প্রতিবেশীর মজুরি অপেক্ষা অধিক হইবে না। এক্ষেত্রে বলা যায় যে তুমি কোন একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী নও, কারণ বাস্তব দিক দিয়া তোমার উপকরণের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক।

বর্ধমানের এক একর জমির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তুমি যদি ইহাকে ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখ তাহা হইলে ধানের বাজার দাম মোটেই প্রভাবান্বিত হইবে না। এবং তোমার জমির প্রতি বিঘার উদ্বৃত্ত দাম অপরিবর্তিত থাকিবে যদিও তোমার জমির মত উর্বর কোন জমিই ঐ অঞ্চলে নাই।

যদি তোমার জমি পর্যাপ্তভাবে উর্বর হয় তাহা হইলে ঐ জমি হইতে খাজনা লাভ করিয়া তুমি ভালভাবে জীবনযাপন করিতে পারিবে। যদিও প্রতিযোগিতা পূর্ণাংগ হয় তাহা হইলে তোমার জমি হইতে প্রাপ্ত খাজনা প্রতিযোগী কৃষকগণের কার্যকলাপের ফলে ( অর্থাৎ অন্যান্য সকলে যদি সমজাতীয় জমি সরবরাহ করে ) হ্রাস পাইবে না। যেহেতু প্রকৃতি আমাদের সীমিত পরিমাণ উর্বর জমি সরবরাহ করিয়াছে সেহেতু ইহার মালিকগণ চিরস্থায়ীভাবে খাজনা লাভ করিবেন—তাঁহারা যেভাবেই প্রথমে জমির মালিকানা লাভ করুন না কেন।

এক্ষেত্রে এই জমির খাজনা চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হইবে। যে জমির চাহিদা অধিক এবং যোগান অত্যল্প সে জমির খাজনাও অধিক হইবে। অতি উচ্চ জমিতে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহাকে খাজনা বলা হয়, অবিমিশ্র মুনাফা ( pure profit ) নয়।

**কৃত্রিম অপ্রাচুর্যতা ( Contrieved Scarcities )**

অবশ্য অধিকাংশ উপকরণের ক্ষেত্রেই দেখা যায় চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী, জমির মত সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক নয়। যদি তুমি একটি পেটেন্টের একছত্র মালিক হও তাহা হইলে তোমার পক্ষে ইহার ব্যবহারটি সীমিত করার জন্য ইহার দাম বৃদ্ধি করা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হইবে। যদি শ্রোতিবর্গ একমাত্র কিশোরকুমারের গান শুনিতে ইচ্ছুক হন এবং অন্যান্য কাহারও গান শুনিতে সমভাবে আগ্রহী না হন তাহলে কিশোরকুমারের পক্ষে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তিনি যতই অধিক সংখ্যক গান গাহিবেন লোকে ততই তাঁহার গান শুনিবার জন্য বহু পয়সা ব্যয় করিতে রাজী হইবেন। আমরা বাস্তব জীবনে দেখি যে রঞ্জিত পাঁজার মত চর্ম বিশারদের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে দু' মাস পূর্ব হইতেই সাক্ষাতের সময় স্থির করিতে হয়। এই সকল দক্ষ ব্যক্তিগণকে বাজারে দাম বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজেদের সেবার যোগান হ্রাস করিতে হয়।

ধরা যাউক এক ব্যক্তির এক খণ্ড জমি আছে যাহা একটি সেতু নির্মাণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। এই ব্যক্তি যদি জমিটি এমন একজনকে বিক্রয় করেন যিনি পার্শ্ববর্তী একখণ্ড জমির মালিক তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির লোকসান ও দ্বিতীয় ব্যক্তির লাভ হইবে। কারণ এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে জমিটি সুলভে কিনিয়া একই সংগে নিজের জমি ও প্রথম ব্যক্তির জমিটি অধিক দামে বিক্রয় করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি যদি জমিটি কিছুকাল বিক্রয় না করেন বা কাহাকেও ব্যবহার না করিতে দেন তাহা হইলে ক্রমাগতই ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার একটি কৃত্রিম অপ্রাচুর্যতা সৃষ্টি হইবে। ইহার ফলে যে খাজনার সৃষ্টি হইবে তাহার মধ্যে একটি একচেটিয়া উপাদান থাকিবে সন্দেহ নাই।

উপরের দুইটি উদাহরণ দ্বারা একটি বিষয় পরিস্ফুট করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। যে মুহূর্তে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা হইতে ভীষণভাবে বিচ্যুতি ঘটে সে মুহূর্তে একজন উপকরণের মালিককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি যতই তাহার উপকরণটি বাজারে ছাড়িবেন উপকরণটির দাম ততই হ্রাস পাইবে।

যে কোন মুনাফা সর্বাধিকীকারী ফার্ম যখন কোন দ্রব্যের একটি অতিরিক্ত একক বিক্রয় করে তখন তাহাকে প্রতি পূর্ববর্তী এককের উপর লোকসান হিসাবের মধ্যে ধরিতে হয় এবং একটি বিচক্ষণ ফার্মকে সর্বদা প্রান্তিক আয়ের উপরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পূর্ববর্তী এককগুলির উপর লোকসান হয় বলিয়া প্রান্তিক আয় দাম অপেক্ষা কম হয়। একজন উপকরণের মালিকের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। তিনি সর্বদাই উপকরণটি হইতে যে প্রান্তিক, বা অতিরিক্ত আয় হয় তাহাতেই আগ্রহী। যদি তিনি বাজারে এক এককও উপকরণ বিক্রয় না করেন তাহা হইলে তাঁহার আয় শূন্য হইবে। আবার যদি তিনি উপকরণটি পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করেন তাহা হইলে উপকরণটি একটি অবাধলভ্য দ্রব্যে পরিণত হইবে এবং ইহা হইতে কোন অর্থ আয় হইবে না। এখন প্রশ্ন হইল একজন আধা একচেটিয়া কারবারী ( quasi-monopolist ) হিসাবে অথবা একজন অপূর্ণাংগ প্রতিযোগী হিসাবে তিনি কিভাবে তাঁহার আয় বা প্রতিদান সর্বাধিক করিবেন? এক্ষেত্রে

উপকরণের মালিকের উদ্দেশ্য হইবে মোট আয়কে সর্বাধিক করা। মোট আয় সর্বাধিক হইলে—অর্থাৎ ইহার কোন পরিবর্তন না ঘটিলে—প্রান্তিক আয় শূন্য হইবে। অর্থাৎ কোন অতিরিক্ত একক সরবরাহ করিয়া কোন অতিরিক্ত অর্থ অর্জন করা সম্ভব হইবে না। এই স্তরে তাঁহার প্রতিদান সর্বাধিক হইবে।

এক্ষেত্রে মূল নীতি হইল যে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় উপকরণের মালিকগণের পক্ষে তাঁহাদের উপকরণের যোগান সীমিত করাই লাভজনক হইবে। আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে প্রাকৃতিক অপ্রাচুর্যতা হইল এমনই একটি বিষয় যাহার সম্পর্কে কিছুই করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে—অর্থাৎ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায়—আমরা একটি অতিরিক্ত অপ্রাচুর্যতা—অর্থাৎ কৃত্রিম অপ্রাচুর্যতা-মূলক সমস্যার সম্মুখীন হই।

সুতরাং মুনাফা সম্পর্কে আমাদের পঞ্চম অভিমত হইল এই যে—যাহাকে সাধারণত মুনাফা বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহার একাংশ হইল কৃত্রিম অপ্রাচুর্যতার প্রতিদান মাত্র। এই উদ্বৃত্ত প্রতিদানকে সমাজের স্বার্থে করের মাধ্যমে কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে অথবা এই ধরনের উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকে বেআইনী কারবার বলিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে।

এই ধরনের প্রতিদান খাজনা, মজুরি অথবা সুদ যে কোন প্রকার রূপ গ্রহণ করিতে পারে। বাস্তবে ইহা কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহা মূলত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) উপকরণটির প্রকৃতি এবং (২) একটি বিশেষ অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য যে চুক্তিগত সম্পর্কের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিনিয়োগকারী সেতুর নিকট অবস্থিত জমিটি ইহার একচেটিয়া আয় ক্ষমতার ( monopoly earning power ) মূলধনীকৃত দামে ( capitalised value ) ক্রয় করিতে পারে। এখানে ক্রেতার নিকট ইহার প্রতিদান হইল সুদের মত।

## ষষ্ঠ অভিমত: মার্ক্সের উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে মুনাফা ( Profit as Marxian Surplus Value )

কার্ল মার্ক্সের মতে জাতীয় আয়ের যে অংশ শ্রমিকের নিকট ফিরিয়া আসে না তাহাই হইল উদ্বৃত্ত মূল্য। ইহা খাজনা, সুদ অথবা মজুরি যাহাই হউক না কেন ইহাই হইল সম্পত্তির মালিকগণের প্রতিদান।

মার্ক্স ক্লাসিক্যাল শ্রমমূল্য তত্ত্বকে ( the labour theory of value ) সমর্থন করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে শ্রম ব্যয় হয় তার ভিত্তিতেই দ্রব্যটির দাম ঠিক করা হয় এবং এই দামই একটি বাজারে বিক্রীত হয়। উদাহরণস্বরূপ যে খাদ্যদ্রব্যটি প্রস্তুত করিতে ৬ ঘণ্টা শ্রম ব্যয় করিতে হয় তাহার বাজার দাম যে বস্ত্রটি প্রস্তুত করিতে ১২ ঘণ্টা শ্রম ব্যয় করিতে হয় তাহাদের অর্ধেক মূল্যে বাজারে বিক্রীত হবে। অনুরূপভাবে সেই খাদ্যদ্রব্যটি যে দ্রব্যটি প্রস্তুত করিতে ১৮ ঘণ্টা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শ্রম ব্যয় করিতে হয় তাহার ১/৩ দামে বিক্রীত হইবে। মূল্যের শ্রম তত্ত্ব অনুসারে জাতীয় উৎপন্নের সমগ্র অংশই শ্রমিকদের নিকট ফিরিয়া যাইবে এবং সম্পত্তির মালিকদের কিছুই পড়িয়া থাকিবে না ( কারণ সমস্ত ধন-সম্পত্তিই হইল শ্রমিকদের শোষণের ফল )।

কিন্তু মার্ক্সের মতে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মূলধনের মালিকগণই শ্রমিকদের নিয়োগ করে। এই শোষণকারীরা শ্রমিককে তাহার উৎপন্নের অপেক্ষা কম মজুরি প্রদান করে। মূলধনের মালিকগণ মজুরির উপর একটি অতিরিক্ত অংক চাপাইয়া দ্রব্য মূল্য স্থির করে। এই অতিরিক্ত অংককেই মার্ক্স 'উদ্বৃত্ত মূল্য' ( the surplus value ) আখ্যা দিয়াছেন।

উদাহরণ: ধরা যাউক একজন শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ৬ ঘণ্টা শ্রম ব্যয় করিতে হয়, এবং ইহা ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হইল ১০০ শতাংশ: ( ১২—৬ ) / ৬=১.০০। বস্তুত, প্রতিদিন শ্রমিককে ৬ ঘণ্টা নিজের জন্য এবং বাকী ৬ ঘণ্টা শোষকশ্রেণীর বা মূলধন মালিকের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়।

**সপ্তম অভিমত : মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন হিসাবে মুনাফা ( Profit as the Marginal Product of Capital )**

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে কোন উপকরণের চাহিদা ইহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যান্য উপকরণের মত একটি কার্মের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচালনাগত দক্ষতা ভাড়া করার কাম্য পরিমাণ এই উপকরণটির অবদান ও ও দ্রব্যাদির বাজার দাম উভয়েরই উপর নির্ভর করে। একটি কার্ম দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগী হউক অথবা একচেটিয়া কারবারী হউক ইহার উপকরণের চাহিদা—বিশেষত পরিচালনাগত দক্ষতা বা ক্ষমতা—তিনটি মৌল বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (ক) দ্রব্যটির মোট চাহিদা, (খ) দ্রব্যটির দাম ( অর্থাৎ যে দামে দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করা হয় ) এবং (গ) উপকরণটির দাম ( অথবা প্রান্তিক উৎপন্ন ) এবং ইহার উপকরণটির উৎপাদিকা শক্তি। আমরা দেখিয়াছি যে অর্থনৈতিক দিক হইতে কোন উপকরণের অবদানের সঠিক পরিমাপ হইল ইহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন। ইহা ব্যবসায় পরিচালকগণের ( management ) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

একটি উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন দ্বারা উৎপাদনক্ষেত্রে উপকরণটির মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারি। নিম্নের রেখাচিত্রে পরিচালনাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন রেখা অংকন করা হইয়াছে। যখন *OMo* সংখ্যক পরিচালক নিয়োগ করা হয় তখন মুনাফার পরিমাণ হইল *OW* যাহা এই উপকরণটির প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সহিত সমান :

সুতরাং

| শ্রমের উপর ব্যয় ( শ্রমের আয় উৎপন্ন × শ্রমের পরিমাণ ) | + | মূলধন ব্যয় ( মূলধনের আয় উৎপন্ন × মূলধনের পরিমাণ ) | + | জমির উপর ব্যয় ( জমির আয় উৎপন্ন × জমির পরিমাণ ) | + |
|---|---|---|---|---|---|

| পরিচালনাগত দক্ষতার উপর ব্যয় ( পরিচালকগণের প্রান্তিক আয় × পরিচালনাগত দক্ষতার পরিমাণ ) | = | মোট আয় উৎপন্ন ( Total revenue product ) |
|---|---|---|

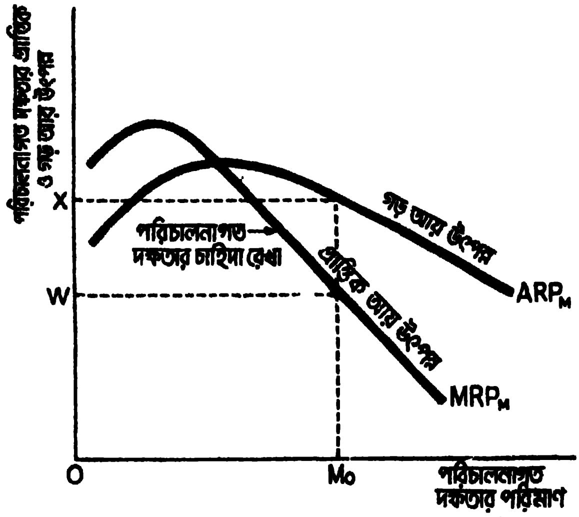
সুতরাং একটি কার্মের মোট আয় উৎপন্ন হইল প্রতিটি উপকরণের আয় উৎপন্ন ( অথবা বাজার দাম ও উহার পরিমাণের গুণফলের সমষ্টিমাত্র। অন্যভাবে বলা যায় মোট আয় উৎপন্ন সর্বদা উপকরণের উপর মোট ব্যয়ের সহিতও সমান হইবে।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে আমরা যদি শ্রম, জমি ও মূলধনকে উপকরণ হিসাবে এবং যদি পরিচালনাগত দক্ষতাকে একটি ভিন্ন ধরনের উপকরণ বলিয়া গণ্য করি তাহা হইলে মোট আয় উৎপন্ন এবং সকল উপকরণের উপর আয়ের যোগফলের ধনাত্মক ব্যবধানকে আমরা উদ্বৃত্ত বা মুনাফা হিসাবে গণ্য করিতে পারি। সুতরাং একটি মুনাফা সর্বাধিকীকারী কার্ম সর্বদা সেই অবস্থায় বিচরণ করিবার প্রচেষ্টা করিবে যাহাতে নিম্নের সর্তটি পূরিত হয় :

$$\text{শ্রমের আয় উৎপন্ন} \times \text{শ্রমিক সংখ্যা} + \text{মূলধনের আয় উৎপন্ন} \times \text{মূলধন নিয়োগের পরিমাণ} + \text{জমির আয় উৎপন্ন} \times \text{জমির পরিমাণ} \leqslant \text{মোট আয় উৎপন্ন}$$

এই অসমীকরণটির ডান পার্শ্বে আমরা বিক্রয়লব্ধ আয় ( revenue ) এবং বাম পার্শ্বে ব্যয় দেখাইয়াছি। নিঃসন্দেহে আয় হইতে ব্যয় বাদ দিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই হইল মুনাফা। যদি একমাত্র মোট আয় মোট ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলেই মুনাফার পরিমাণ ধনাত্মক

হইবে। যে অবস্থায় বিক্রয়লব্ধ আয় শুধুমাত্র ব্যয় সংকুলান করার পথে পর্যাপ্ত হয় (অবশ্য পরিচালনাগত ব্যয় বাদ দিয়া) এই অবস্থাকে সমাবস্থা বিন্দু (a break-even point) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। সুতরাং মুনাফা হইল উদ্বৃত্ত।




রেখাচিত্র ২৮.১ : প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা

অবশ্য আমরা এক্ষেত্রে একটি মুনাফা তত্ত্বের অবতারণা করি নাই। আমরা শুধু ইহাই ব্যাখ্য করিয়া দেখিয়াছি যে কখনও কখনও একটি ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি কেন মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে এই তত্ত্বে তাহার কোন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

**নবম অভিমত : মুনাফার ক্ষতিপূরণ তত্ত্ব (The Compensation Theory of Profit)**

এই তত্ত্ব অনুসারে উপকরণ হিসাবে পরিচালনাগত দক্ষতা বা উদ্যোগের ক্ষমতার যোগান হইল অপ্রচুর। এই উপকরণটির চাহিদা সর্বদা ইহার যোগান অপেক্ষা অধিক হয় বলিয়া এই উপকরণটির বাজার দামও অধিক হয়। পরিচালনাগত দক্ষতা হইল এমনই একটি গুণ যাহা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নূতন দ্রব্য উৎপাদন করিতে অথবা নূতন বাজারে প্রবেশ করিতে, নূতন নিয়োগ সৃষ্টি করিতে এবং নূতন নূতন উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎসাহ প্রদান করে। বস্তুত, এই তত্ত্বটি হইল একটি মুনাফা পরিমাপ তত্ত্ব। ইহা আমাদের মুনাফা পরিমাপ করিতে সাহায্য করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মুনাফা নির্ধারণ ব্যাপার কোন সন্তোষজনক তত্ত্ব নাই। মুনাফা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত প্রতিটি তত্ত্বের মধ্যে সামান্য সত্যের উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং বহুবিধ কারণেই মুনাফার সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন তত্ত্বটি ত্রুটিপূর্ণ আর কোনটি ত্রুটিমুক্ত তাহা বলা নিঃসন্দেহে কঠিন।

**উপসংহার :** উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মুনাফার প্রতি অধিকাংশ লোকের প্রতিকূল মনোভাবের মূল কারণ হইল সম্পত্তির বৈষম্যমূলক বণ্টনের দ্বারা সৃষ্ট আর্থিক আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে চরম অসাম্য; এই ধরনের মুনাফার প্রতি জনসাধারণের বিরোধী মনোভাবকে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট মুনাফা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে।

## ২৮.৪ ধনতান্ত্রিক মূল্য-ব্যবস্থায় মুনাফার ভূমিকা (Role of Profit in the Capitalist Price System)

ধনতান্ত্রিক মূল্য-ব্যবস্থায় (অর্থ-ব্যবস্থায়) মুনাফা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এক কথায় বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় মুনাফার প্রবৃত্তি দ্বারা। সুতরাং মুনাফার পরিমাণ যত অধিক হইবে উৎপাদকগণ উৎপাদনে ততই আগ্রহী হইবে। ফলে সর্বাধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার দরুণ স্বল্পতম দামে দ্রব্যাদি বিক্রীত হওয়ায় ভোক্তারা উপকৃত হইবে।

মুনাফার গুরুত্ব অবশ্য এখানেই শেষ হইয়া যায় না। এ-সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :

**(১) মুনাফা ও সম্পদের কাম্য বণ্টন :** মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইহা হইতেই মুনাফার ভূমিকার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাইবে। মুনাফা সর্বাধিকীকরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদকগণ উৎপাদন করিয়া থাকে। কোন প্রতিষ্ঠানে মুনাফা হইলে উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতি থাকে সেই দিকেই। বিপরীতপক্ষে প্রতিষ্ঠানে লোকসান হইতে থাকিলে উপকরণসমূহকে সরাইয়া লওয়াই লাভজনক বিবেচিত হইতে পারে। 'অর্থনৈতিক মুনাফা' ( economic profits ) যখন শূন্য হয় মাত্র তখনই উপকরণসমূহের ক্ষেত্রে কোন দিকে গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং বলা যায়, মুনাফা অপ্রচুর উপকরণের কাম্য বণ্টন সম্ভব করে।

**(২) মুনাফা ও উদ্বৃত্ত :** মুনাফা হইল ব্যবসায়ের উদ্বৃত্তের পরিমাণ। ইহা মোট আয় হইতে মোট ব্যয়কে বাদ দিলে পাওয়া যায়। প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা শিল্প পরিচালকের উদ্দেশ্য হইল এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা। ইহার জন্য মোট ব্যয়কে ন্যূনতম করিতে হয়—অর্থাৎ অর্থ সময় প্রচেষ্টা কাঁচামাল ইত্যাদি যত কম ব্যবহার করিয়া একটি দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব ততই অধিক উদ্বৃত্ত লাভের সম্ভাবনা থাকে।

এই প্রসংগে অর্থনৈতিক মুনাফা ও হিসাবশাস্ত্রের ( Accountancy ) ধারণার মুনাফার মধ্যে পার্থক্য স্মরণ রাখিতে হইবে। হিসাবশাস্ত্রের বা আয়ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে মুনাফার প্রচ্ছন্ন ( implicit or imputed ) খাজনা সুদ ইত্যাদি থাকে সেগুলিকে বাদ দিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যায়, সাধারণ ধারণা বা হিসাবশাস্ত্র অনুসারে মুনাফা হইতে উৎপাদকদের নিজস্ব জমি, মূলধন, পরিশ্রম ইত্যাদির দরুন উপার্জন বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই হইল অর্থনৈতিক মুনাফা।

**ধনতান্ত্রিক মূল্য-ব্যবস্থায় মুনাফার ভূমিকা**

১. মুনাফা উপকরণের কাম্য বণ্টনে সহায়তা করে
২. মুনাফা হইল উদ্বৃত্ত যে-লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হয়
৩. মুনাফা দক্ষতার মাপকাঠি
৪. মুনাফা মূলধনের খাজনা
৫. মুনাফা হইল উদ্ভাবনের পশ্চাতে কার্যকর শক্তি
৬. মুনাফা ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি অন্যতম সূত্র।

**(৩) মুনাফা ও দক্ষতা এবং কার্যকারিতার নিয়ন্ত্রণ :** ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বা দক্ষতার নিয়ন্ত্রক হইল মুনাফা। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একমাত্র দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিই সমাজের সীমিত উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারাই অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে উপকরণগুলিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসে। বলা হইয়া থাকে যে একমাত্র মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই তাহাদের বাস্তব ও মানবিক উপকরণগুলির যথার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে।

অতএব, মুনাফা হইল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার মাপকাঠি।

**(৪) মূলধন ব্যবহারের খাজনা :** মুনাফাকে মূলধন ব্যবহার করিবার খাজনাও বলা যায়। মুনাফার একটি অংশ শেয়ারের মালিকগণের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করা হয়। সুতরাং বলা যায়, মুনাফা হইল তাঁহাদের মূলধন কোম্পানীতে বিনিয়োগ করিবার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহার ক্ষতিপূরণ মাত্র। এক কোম্পানীর লোকসান হইলে বা অস্তিত্ব বজায় না থাকিলে শেয়ারের মালিকগণের বিনিয়োগ ও অর্থ নষ্ট হইবে। সুতরাং ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ বেশ ঝুঁকিবহুল। এই ঝুঁকিবহনের পুরস্কারই মুনাফা।

**(৫) মুনাফা ও উদ্ভাবন :** অধ্যাপক জোসেফ সুম্‌পিটার ( ১৮৮৩-১৯৫০ ) মুনাফা সম্পর্কে উদ্ভাবন তত্ত্বের আবিষ্কর্তা। তিনি বলেন যে মুনাফা হইল পরিবর্তনশীল সমাজের উদ্ভাবনের মূল

থাকে।[1] মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই উৎপাদকগণ নূতন দ্রব্য বা দ্রব্য উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্য বহু পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, মারুতি উদ্যোগ লিমিটেড একটি নূতন গাড়ী বাজারে ছাড়িবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছে; হিন্দুস্থান মোটরও নূতন মডেলের গাড়ী বাজারে ছাড়িবার জন্য ভীষণভাবে প্রচেষ্টা করিতেছে।

(৬) মুনাফা ও বিনিয়োগের জন্য অর্থসংগ্রহ : ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে অথবা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়। এই মূলধন সংগ্রহের বিভিন্ন পন্থা আছে। সাধারণত মুনাফার একটি অংশ শেয়ারের মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। বাকী অংশটি পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়।

সুতরাং, মুনাফা হইল মূলধন সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ সূত্র।

## ২৮.৫ মুনাফার হারের মধ্যে সমতা আসিবার প্রবণতা আছে কিনা (Do Profits Tend to Equality)?

মুনাফা অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার বলিয়া অনিশ্চয়তার ভার যত বেশী হইবে মুনাফাও তত অধিক হইবার প্রবণতা দেখা যাইবে।

একই শিল্পান্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ এক থাকে বলিয়া মুনাফার হারও মোটামুটি এক হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি মুনাফার হারে পার্থক্য দেখা যায় তবে তাহার কারণ হইল সংগঠন-দক্ষতার তারতম্য। মুদির ব্যবসায়ে যদি বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ১০ ভাগ লাভ হয়, তবে মুনাফা ইহার কম বা বেশী বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে যে মালিকের সংগঠনদক্ষতা যথাক্রমে কম বা বেশী।

বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে কিন্তু অনিশ্চয়তার পরিমাণভেদ থাকে বলিয়া মুনাফার হারেও বিভিন্নতা দেখা যায়।

মুদির ব্যবসায় অপেক্ষা পুস্তকের ব্যবসায়ে মুনাফার হার বেশী, কারণ অনিশ্চয়তাও বেশী। মুদিখানার মালের চাহিদা সকল সময়ই আছে, কিন্তু পুস্তক-বিক্রেতাকে অবিক্রীত পুস্তক কিলোগ্রাম দরে বিক্রয় করিতে হইতে পারে। যে-সকল শিল্প সহজেই মন্দাবাজারের কবলে পতিত হয় সেই সকল শিল্পে মুনাফার হার বেশী হয়। যে-সকল শিল্পে বিশেষীকৃত মূলধন-দ্রব্য বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে সেই সকল শিল্পেও মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। কারণ, ইহা না হইলে ঐ সকল শিল্পে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত হইবে না। ফলের দোকানে ও মুদির দোকানে যদি লাভের হার একই হয় তবে ফলের দোকানের পরিবর্তে লোকে মুদি-দোকান খুলিতেই উৎসুক হইবে; কারণ ফলের ব্যবসায়ে যে মাল পচিয়া নষ্ট হইবার ভয় আছে, তাহা মুদির ব্যবসায়ে নাই।

অতএব, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে মুনাফার হারে মোটেই সমতা দেখা যায় না, যেটুকু দেখা যায় তাহা হইল মুনাফার পক্ষে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ অনিশ্চয়তার সমানুপাতিক হইবার প্রবণতা।[2]

---

১. "Profits become the key elements in inovation in a dynamic changing economy. Profit seekers are driven to bring forth new processes and products."

Robert Eisner in *Encyclopedia of Economics* (ed.). Greenwald

২. "There is no tendency towards equality of profits but only towards such rates of profit as equalise differences in the degree of uncertainty felt by investors in different industries."

A. C. Cairncross

## সংক্ষিপ্তসার

১. মুনাফা হইল পরিচালনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সংগঠনের পুরস্কার বা দাম। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার প্রকৃতি একটু পৃথক।

২. মুনাফা সম্পর্কে বহুসংখ্যক তত্ত্ব আছে। ইহাদের মধ্যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তত্ত্বটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৩. মুনাফার সহিত একচেটিয়া কারবারেরও যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে।

৪. ধনতান্ত্রিক মূল্য-ব্যবস্থায় মুনাফা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

৫. পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে মুনাফার হারের মধ্যে সমতা সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়।

## প্রশ্নাবলী

১ মুনাফা নির্ধারণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ভূমিকা আলোচনা কর। [ C. U. B. A. 1981 ]

২. মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। মোট মুনাফা গঠনকারী বিষয়গুলি কি কি? মুনাফা কি দীর্ঘকালে শূন্য হইতে পারে? [ B. U. B. A. 1985 ]

৩. লাভ বলিতে কি বুঝ তাহা বিশ্লেষণ কর। অনিশ্চয়তা ও লাভের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? [ C. U. B. Com. 1982 ]

৪. মুনাফার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর এবং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সহিত মুনাফার সম্পর্ক আলোচনা কর। [ C. U. B. Com. 1985 ]

৫. তুমি এই অভিমতটিকে সমর্থন কর যে মুনাফার কোন সন্তোষজনক তত্ত্ব নাই? [ C. U. B. Com. (H) 1983 ]

৬. বিশুদ্ধ মুনাফা কাহাকে বলে? ইহার উৎস কি? [ C. U. B. A. 1984 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. Charles J. Stokes : *Economics for Managers* ( McGraw-Hill 1977 )
2. Paul Samuelson : *Economics* ( McGraw-Hill Kogakusha, 11th edn. )
3. G. F. Stanlake : *Introductory Economics* ( Longman, 4th edn. )
4. D. Greenwald ( ed. ) : *Encyclopedia of Economics* ( McGraw Hill, 1980 )

## ২৯ | উপকরণ বণ্টন তত্ত্বের সমালোচনা ও বিচার
## ( Criticisms and Tests of the Theories of Distribution )

***"According to the marginal productivity theory, each labourer . . . does not receive the value of what he or she personally contributes to production. Each labourer, instead, receives the value of what the last labourer employed would add to production if all other factors of production were held constant."*** **R. G. Lipsey**

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা উপকরণসমূহের আয় বণ্টন লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে সমগ্র বণ্টন তত্ত্বটি উপকরণসমূহের মালিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহের আচরণ সম্পর্কে কতকগুলি মূল প্রকল্পের উপর ভিত্তিশীল। বণ্টন তত্ত্বের সমালোচনা ও বিচারের পূর্বে ইহার সারমর্ম লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ২৯.১ তত্ত্বটির পুনরায় অবতারণা ( The restatement of the theory )

উপকরণসমূহের আয় বণ্টনের প্রাচীন তত্ত্ব অনুসারে উপকরণসমূহের দাম চাহিদা ও যোগান দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। উপকরণের যোগান তত্ত্ব এই অনুমানটির উপর ভিত্তিশীল যে উপকরণগুলি সর্বাধিক নীট সুবিধা ( highest net advantage ) লাভের আশায় বিভিন্ন পেশা, শিল্প অথবা স্থানের মধ্যে গমনাগমন করিবে। উপকরণগুলি এইরূপভাবে গমনাগমন করিবে যাহাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহাদের নীট সুবিধাগুলির মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য সকল উপকরণ সমভাবে গতিশীল নহে বলিয়া দামের বৃদ্ধিতে উহারা সমানভাবে সাড়া দেয় না। কতকগুলি উপকরণের ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইলেই যোগান বৃদ্ধি পায় কিন্তু গতিশীলতার অভাবের জন্য অন্যান্য কতকগুলি উপকরণের ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধিতে সাড়া দিতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।[১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে একটি উপকরণের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা। ইহার চাহিদা মূলত নির্ভর করে সেই দ্রব্যটির চাহিদার উপর যাহার উৎপাদনে উপকরণটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ছুতোর মিস্ত্রীর চাহিদা নির্ভর করে আসবাবপত্রের চাহিদার উপর। একটি শিল্পের ক্ষেত্রে একটি উপকরণের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নিম্নের তিনটি বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে :

(১) শিল্পটিতে যে দ্রব্যটি উৎপাদিত হয় উহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ;

(২) উপকরণটির উপর অর্থ ব্যয় ও মোট ব্যয়ের অনুপাত ; এবং

(৩) প্রযুক্তির দিক হইতে অন্যান্য উপকরণগুলিকে এই উপকরণের পরিবর্ত হিসাবে কি পরিমাণে ব্যবহার করা যায়।

ভারসাম্য অবস্থায় মুনাফা-সর্বাধিকীকারী ফার্মগুলি সকল পরিবর্তনশীল উপকরণগুলিকে সেই স্তর বা বিন্দু পর্যন্ত নিয়োগ করিবে যে স্তর ( বা বিন্দুতে ) উহাদের আয়-উৎপন্ন যথাক্রমে উহাদের প্রান্তিক অর্থব্যয়ের সমান হয়। অর্থাৎ, উপকরণসমূহের বাজারে মুনাফা সর্বাধিকীকারী ফার্মগুলি উপকরণসমূহকে সেই বিন্দু পর্যন্ত নিয়োগ করিয়া চলিবে যে বিন্দুতে প্রতিটি উপকরণের শেষ এককের জন্য যে দাম দেওয়া হয় তাহা উহাকে নিয়োগের ফলে যে আয় বৃদ্ধি হয় তাহার সমান হয়।[২]

---

১. যেমন অদক্ষ শ্রমের যোগান দক্ষ শ্রম বা মূলধনের যোগান অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপক হয়।

২. "In equilibrium all profit-making firms will employ all variable factors up to the point at which the marginal unit of each type of factor adds as much to revenue as to costs. All profit-maximising firms that are price-takers in the factor market will employ factors up to the point at which the price paid for the last unit equals the increase revenue caused by its employment." Lipsey

এক্ষেত্রে আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে ফার্মগুলি উপকরণসমূহের বাজারে দাম-গ্রহীতার ভূমিকা গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে যে-সকল ফার্মগুলি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যটি বিক্রয় করে—অর্থাৎ যাহাদের চাহিদা ( বা গড় আয় ) রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় তাহাদের নিকট প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন বা আয়বৃদ্ধির পরিমাণ হইল প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ ( marginal physical product ) ও বাজার দামের গুণফল মাত্র। অপরদিকে যে-সকল ফার্মগুলির চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয় সে-সকল ফার্মকে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। ফলে ইহাদের ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন বা আয়বৃদ্ধির পরিমাণ হইল প্রান্তিক উৎপন্ন এবং প্রান্তিক আয়ের গুণফল।

ভারসাম্য-সম্পর্কিত এই সকল শর্তাবলী ( বা সম্পর্কগুলি ) সেই সকল ফার্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেগুলি মুনাফা সর্বাধিক করার ব্যাপারে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। একদিকে যেমন যে ফার্মটি প্রতিটি উপকরণের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সহিত ইহার প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই সেই ফার্মটি সম্পর্কে বলা যায় যে ইহা মুনাফা সর্বাধিক করিতে সমর্থ হয় নাই। অপরদিকে আবার যে ফার্মটি মুনাফা সর্বাধিক করিতেছে সেই ফার্মটি অবশ্যই প্রতিটি উপকরণের দামের সহিত ইহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমতা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই হইল উপকরণ বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মূল কথা। এই তত্ত্বটি মূলত মুনাফা-সর্বাধিকীকারী প্রকল্পের ( profit maximisation hypothesis ) উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং এই প্রকল্পটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইলে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটিও সমালোচনার সম্মুখীন হইবে।

উপকরণ বণ্টনের পরম্পরাগত তত্ত্বটি তিনটি ভবিষ্যবাণী করে : দুইটি চাহিদার ও একটি যোগানের দৃষ্টিকোণ হইতে :

(১) প্রথমত ইহা ভবিষ্যবাণী করে যে একটি উপকরণের চাহিদা নির্ভর করে সেই দ্রব্যটির চাহিদার উপর যেটির উৎপাদনে ইহা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দ্রব্যটির চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে উপকরণটির চাহিদারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে। (২) দ্বিতীয়ত তত্ত্বটি ভবিষ্যবাণী করে যে একটি উপকরণের যোগান রেখা অপরিবর্তিত থাকাকালীন একটি কারণেই ইহার বাজার দামে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কারণটি হইল উপকরণটি প্রয়োগ করিয়া যে চূড়ান্ত দ্রব্যটি উৎপাদন করা হয় তাহার চাহিদার পরিবর্তন।[১] (৩) যোগানের দিক হইতে তত্ত্বটি যে ভবিষ্যবাণী করে তাহা হইল এই যে উপকরণসমূহের দামের পরিবর্তনে যোগান সাড়া দেয়। অর্থাৎ, উপকরণসমূহের দামের পরিবর্তন ঘটিলে উহাদের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় ( বা গমনাগমন সুরু হয় )।[২]

বাস্তব জগতের তথ্য হইতে এই তিনটি ভবিষ্যবাণীর যথেষ্ট প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যেহেতু সরকারের অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের সময় এগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় সেহেতু এগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

## তত্ত্বটির সমালোচনা ( Criticisms of the Theory )

আমরা দেখিয়াছি যে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটি একটি উপকরণের চাহিদার সহিত সম্পর্কিত। ইহা উপকরণ বণ্টনের প্রাচীন তত্ত্বের অর্ধাংশ মাত্র ; ইহার অপর অর্ধাংশ উপকরণের যোগানের দিকটা তুলিয়া ধরে। একটি উপকরণ ইহার সর্বাধিক নীট সুযোগ-সুবিধার দিকে কেন ধাবিত হয় উপকরণের যোগান তত্ত্বের সাহায্যে তাহাই ব্যাখ্যা করা হয়। অবশ্য প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটিকেই সর্বাধিক সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং ইহার সম্পর্কে এখনও আমাদের মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি লইয়া এখন সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমরা এই ধারণাগুলির সমালোচনা করিব।

১. উদাহরণস্বরূপ, কলিকাতায় বাড়ীর চাহিদা হ্রাস পাইলে মিস্ত্রীর চাহিদাও হ্রাস পাইবে।
২. "Movement of resources will occur in response to changes in factor prices." Lipsey

(১) এই তত্ত্বটির মূল অনুমান হইল এই যে সকল বাজারেই—অর্থাৎ উৎপন্নের ও উপকরণের বাজারে—পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনুমানটি ভ্রান্ত। প্রতিযোগিতার মাত্রার পরিবর্তন ঘটিলে প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণের সহিত প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু উপকরণের বাজারে কার্মগুলি যদি দাম-গ্রহীতা হয় তাহা হইলে উৎপন্নের বাজারের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন[1] প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উপকরণটির বাজার দামের সহিত সমান হইবে।

(২) এই তত্ত্বটির দ্বিতীয় অনুমানটি হইল এই যে একটি কার্ম পূর্ব হইতেই একটি উপকরণের পরিমাণ ও ইহার প্রান্তিক উৎপন্নের অর্থমূল্য ( value of the marginal product ) অবহিত। এই অনুমানটিও ভ্রান্ত। বস্তুত, একটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্ন সম্পর্কে সাধারণত, একটি কার্মের কোন ধারণা থাকে না বলিয়া ইহার পক্ষে উপকরণটিকে ইহার প্রান্তিক উৎপন্নের অর্থমূল্যের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা সম্ভব নয়। এমনকি একটি কার্ম বহু প্রচেষ্টা করিয়াও একটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে না। বস্তুত, কার্মগুলি প্রান্তিক উৎপন্ন সম্পর্কে কতটা অবহিত বা কতটা অজ্ঞ এক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে যখনই একটি কার্ম ইহার মুনাফা সর্বাধিক করিতে সমর্থ হয় তখন আপনা হইতেই প্রতিটি উপকরণকে ইহার প্রান্তিক আয় অনুসারে অর্থপ্রদান করা হয়। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত মুনাফা সর্বাধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উপকরণগুলি উহাদের প্রান্তিক উৎপন্নের অর্থমূল্য ( marginal value product ) লাভ করিতে থাকে। অবশ্য একটি কার্ম কিভাবে প্রান্তিক উৎপন্নের হিসাব করে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

(৩) তৃতীয়ত তত্ত্বটির একটি ত্রুটি হইল এই যে ইহা মানবিক ও অমানবিক উপকরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করে না। অর্থাৎ, ইহা শ্রম ও অন্যান্য উপকরণকে একই চোখে দেখে। এই তত্ত্ব অনুসারে একজন শ্রমিক ও এক একর জমির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অবশ্য প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করা হইয়াছে যে ইহা হইল একটি উপকরণের চাহিদা-সংক্রান্ত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে একটি কার্মের শ্রম ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয়ের কাম্য স্তর মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) উপকরণটির দাম, (২) উৎপাদনের প্রযুক্তিগত দিক বা অবস্থা ( technical conditions of production ), এবং (৩) উপকরণ ব্যবহার করিয়া যে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন করা হয় উহার বাজার দাম। উৎপাদনের মানবিক ও অমানবিক উপকরণসমূহের চাহিদা নির্ধারক বিষয়গুলির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া উভয় প্রকার উপকরণের জন্য পৃথক পৃথক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য উভয় প্রকার উপকরণের যোগান নির্ধারক বিষয়গুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মধ্যে এই পার্থক্যগুলির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য আপেক্ষিক মজুরির আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যান্য উপকরণ অপেক্ষা শ্রম বণ্টনের ব্যাপারে অর্থ-বহির্ভূত বিষয়গুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই অধ্যাপক মার্শাল নীট সুবিধার ( net advantage ) ধারণাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার কারণ শ্রমের কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হইল এই যে শ্রমিককে কারখানা বা খামারে উপস্থিত থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিতে হয়। অন্যান্য উপকরণের মালিকের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং শ্রমের যোগান শুধুমাত্র আর্থিক মজুরির উপরই নির্ভর করে না, ইহা প্রকৃতি মজুরি ও কার্যের শর্তাবলীর উপরও ভীষণভাবে নির্ভরশীল।

(৪) যখন সকল উপকরণগুলিকে উহাদের প্রান্তিক উৎপন্নের ভিত্তিতে অর্থপ্রদান করা হয়, তখন আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতার নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি শ্রমিককে ( অথবা অন্য যে কোন উপকরণের সকল এককে ) উহার ব্যক্তিগত অবদান অনুসারে অর্থপ্রদান করা যায় না। বরঞ্চ প্রতিটি শ্রমিককে যাহা প্রদান

১. অর্থাৎ উৎপন্নের বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা, অলিগোপলি এবং একচেটিয়া কারবার যাহারই অস্তিত্ব দেখা যাউক না কেন উপরের বক্তব্যটি সত্য হইবে।

করা হয় তাহা হইল সকল শ্রমিকের যৌথ অবদান। অর্থাৎ অন্যান্য সকল উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইতে থাকিলে শেষোক্ত শ্রমিক মোট উৎপন্ন যতটুকু বৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে প্রতিটি শ্রমিককে উহার অর্থমূল্য মজুরি হিসাবে প্রদান করা হয়। সুতরাং প্রথম শ্রমিকটির অবদান শেষোক্ত শ্রমিকটির অবদান অপেক্ষা অধিক হওয়া সত্ত্বেও উহারা একই মজুরি পাইয়া থাকে। বস্তুত, যে সকল উৎপাদন ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক উপকরণের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সে সকল ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনকে ভাগ করিয়া প্রতিটি শ্রমিককে উহার ব্যক্তিগত অবদান অনুসারে অর্থপ্রদান করা সম্ভব নহে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বিপক্ষে আরও বলা হইয়া থাকে যে ইহা উপকরণসমূহের বণ্টন ব্যাখ্যা করে না এবং এই কারণে ইহা উপকরণসমূহের বাজারে নানাবিধ সরকারী হস্তক্ষেপের ফল সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করিতে পারে না। এই বক্তব্যটি প্রমাণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত দুইটি বক্তব্যের মধ্যে যে কোন একটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে: (১) হয় এই তত্ত্বটি উপকরণসমূহের আপেক্ষিক প্রতিদানকে ব্যাখ্যা করে না, (২) অথবা আপেক্ষিক প্রতিদানের পরিবর্তনে উপকরণগুলি সাড়া দেয় না (অর্থাৎ আপেক্ষিক প্রতিদানের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উপকরণসমূহের গমনাগমন দেখিতে পাওয়া যায় না)। এখন এই দুইটি বিষয় লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে উপরের সমালোচনা দুইটিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিতে হইবে।

## ২৯.২ বাজারের শর্তাবলী কি উপকরণসমূহের প্রতিদান নির্ধারণ করে (DO MARKET CONDITIONS DETERMINE FACTOR EARNINGS)

### শ্রম ব্যতীত অন্যান্য উপকরণ (Factors other than Labour)

শ্রম ব্যতীত অন্যান্য উপকরণগুলির অধিকাংশই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রীত হয়। এই সকল উপকরণের বাজারের শর্তাবলীর সহিত তাল রাখিয়া উহাদের উপার্জনের পরিবর্তন ঘটে। এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নিম্নের কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটির সত্যতা যাচাই করা যাইতে পারে।

**(১) কাঁচামাল (Raw Materials):** চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে টিন, তাম্র, রবার, চা ইত্যাদি প্রাথমিক দ্রব্যের বাজার দামে প্রতিদিন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যখন কোন একটি উপকরণের যোগানের ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্যতা দেখা দেয় তখনই উহার বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত কাঁচামালের দামের পরিবর্তনের মধ্যে একটি প্রবল চক্রাকার উপাদানের (a strong cyclical component) সন্ধান পাওয়া যায়। বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতির পর্যায়ে যখন উহাদের উদ্ভূত চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন উহাদের বাজার দামও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরদিকে বাণিজ্যচক্রের অবনতি বা সংকোচনের পর্যায়ে উহাদের উদ্ভূত চাহিদা হ্রাস উহাদের বাজার দামে প্রতিফলিত হয়।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে: **প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপকরণসমূহের দাম-নির্ধারণ তত্ত্ব কাঁচামালের দাম ও উহাদের উৎপাদকগণের অর্থ উপার্জনের একটি সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে।**

অবশ্য কাঁচামালের বাজারে যদি একচেটিয়া উপাদানের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে উপরের তত্ত্বটিকে ঈষৎ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৩ সালে তৈল রপ্তানীকারী দেশগুলির যৌথ সংস্থাটি[1] কৃত্রিমভাবে তৈলের দাম বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইহার কারণ সারা বিশ্বে তৈলের কোন ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য না থাকায় এই সংস্থাটি তৈলের বাজারে একচেটিয়া কারবারীর রূপ গ্রহণ করে।

১. যাহা OPEC নামে পরিচিত।

**(২) জমির দাম ( Land Values )**

চাহিদা বৃদ্ধিতে সাড়া দিয়া বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, কলিকাতা, ইত্যাদির মত মহানগরীর কেন্দ্র-বিন্দুগুলিতে জমির দাম গত কয়েক বছর ধরিয়া হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এই কারণেই এই সকল অঞ্চলগুলিতে ছোট ছোট বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া বৃহদাকারের অট্টালিকা নির্মাণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতেছে। সম্প্রসারণশীল শহরগুলিতে কেন্দ্রবিন্দুগুলিতে জমির দাম বৃদ্ধি হইল মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অপরদিকে কৃষিজ জমির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকাল পূর্বে রিকার্ডো ও অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে কৃষিজ জমির উদ্ভূত চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। জমির যোগান নির্দিষ্ট হওয়ায় জমির দামও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছিল। বিগত ১৫০ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু উন্নত ধরনের সার বীজ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে জমির চাহিদা ও দাম আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের ভবিষ্যবাণী ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই নহে যে কৃষিজ দ্রব্যের দাম বাজারের শক্তিগুলি ( maket forces ) দ্বারা নির্ধারণ হয় না.। ইহার কারণ হইল এই যে বাজারের কতকগুলি শক্তি সম্পর্কে অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

**(৩) উৎপাদন করিবার আইনগত অধিকার ( Legal right to produce )**

বহু ক্ষেত্রেই একটি দ্রব্য উৎপাদনের বা একটি বিশেষ সেবাকার্য সম্পাদনের আইনগত অধিকার সরকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হইতে দেখা যায়। বহু দেশেই সরকার উৎপাদন কোটা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ শহরে ট্যাক্সির সংখ্যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিণ হয়। এই কর্তৃপক্ষই লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বাধিক কতগুলি ট্যাক্সিকে চলিতে দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া দেয়। কখনও কখনও অর্থ উপার্জনের জন্য একটি পেশাগত সমাজের সদস্য হইতে হয় এবং এই সমাজের সদস্য সংখ্যা কোটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহা ব্যতীত যখন একটি দ্রব্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়া পেটেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয় তখন দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে হইলে পেটেন্টের মালিকানা বা এই ব্যাপারে লাইসেন্স অর্জন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

সুতরাং বলা যাইতে পারে এই ধরনের অবস্থায় একটি কোটা, একটি পেটেন্ট অথবা এই লাইসেন্স হইল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপাদানগুলি ব্যতীত উৎপাদনকার্য সম্পাদন করা মোটেই সম্ভব নহে। কখনও কখনও একটি দ্রব্য উৎপাদনের অধিকার বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অধিকারটির বাজার দাম হইল ছাড়বাদ দিয়া ইহার বর্তমান মূল্য ( discounted present value )। যে ফার্মকে আইনের মাধ্যমে এই অধিকারটি প্রদান করা হইয়াছে উহা এককভাবে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া দ্রব্যটি উৎপাদনের ব্যাপারে প্রতিযোগী ফার্মগুলির ক্ষেত্রে আইনগত বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে দ্রব্যটির উৎপাদক একজন একচেটিয়া কারবারীর মত অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে। ধরা যাউক, ভারতে মাত্র একজনকে বিদেশ হইতে একটি জীবনদায়ী ঔষধ আমদানি করিবার লাইসেন্স প্রদান করা হইল। লাইসেন্সটি যদি হস্তান্তরযোগ্য হয় তাহা হইলে ইহাকে তিনি আকাশছোঁয়া দামে বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জন করিতে পারেন। ধরা যাউক তিনি বৎসরে ১০,০০০ একক ঔষধ আমদানির কোটা লাভ করিয়াছেন এবং ইহা হইতে তিনি একক প্রতি ৫ টাকা বা মোট ৫০,০০০ হাজার টাকা মুনাফা করিতে পারেন। যদি বাজারে সুদের হার ১০ শতাংশ হয় তাহা হইলে লাইসেন্সটির ( অর্থাৎ আমদানি কোটাটির ) বর্তমান মূল্য হইবে ৫০,০০,০০০÷১০= ৫,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকা দামে কোটাটি বাজারে বিক্রীত হইবে। যদি ঔষধটির চাহিদা

ও খোলা বাজারে ইহার দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু মোট যোগান নির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে কোটাটি হইতে অধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইবে। ফলে ইহার মূলধনীকৃত বর্তমান মূল্য ( capitalized present value ) বা বাজার দাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে।

পৃথিবীর বহু দেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধানিষেধের এক ধরনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, কলিকাতায় বর্তমানে মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য নূতন করিয়া কোন লাইসেন্স ছাড়া হইতেছে না বলিয়া যদি কেহ যে কোন কারণে মিষ্টান্নের দোকান বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে খোলা বাজারে চড়া দামে লাইসেন্সটি বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং অন্যান্য দ্রব্যের মত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এই সকল হাতিয়ারও বাজারে বিক্রীত হয় এবং ইহাদের দাম অন্যান্য উপকরণের মত চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই প্রসংগে লিপসেকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে :

**"যে সকল অবস্থায় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ফলে একচেটিয়া মুনাফা সৃষ্টি হয় সে সকল অবস্থায় যে হাতিয়ারটির সাহায্যে একটি দ্রব্য উৎপাদনের আইনগত অধিকার প্রদান করা হয় তাহার দাম হইল ইহার দ্বারা সৃষ্ট একচেটিয়া মুনাফা প্রবাহের মূলধনীকৃত বর্তমান মূল্য।"[১]**

## (৪) শ্রম ( Labour )

যখন শ্রমের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করা হয় তখন দুই ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রথমত শ্রমের বাজার হইল প্রতিযোগিতামূলক ও অপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। অবশ্য বিভিন্ন ধরনের শ্রমের বাজারে এই দুইটি উপকরণের অনুপাতের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, শ্রম হইল উৎপাদনের মানবিক উপকরণ। এই কারণে অর্থ-বহির্ভূত বিষয়গুলি কার্যে উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সকল জটিলতার জন্য শ্রমের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বকে প্রয়োগ করা কঠিন হইয়া পড়ে। শ্রমের বাজারের একচেটিয়া উপাদানসমূহ এবং অর্থ-বহির্ভূত পুরস্কারগুলিকে সহজে পরিমাপ করা যায় না। শ্রমের উপার্জন মজুরির পরিবর্তনে সাড়া দেয় কিনা তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইলে যত্ন সহকারে উপরে বর্ণিত বিষয় দুইটিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। যাহাই হউক না কেন শ্রমের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বাস্তব জগতে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া য়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে একটি সবল শ্রমিক সংঘ একটি বিশেষ শিল্পে শ্রমের যোগান কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া মজুরি বৃদ্ধি করিতে অর্থাৎ মজুরিকে ইহার প্রতিযোগিতামূলক স্তরের ঊর্ধ্বে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে।

বাজারে এই ধরনের একচেটিয়া উপাদানের অস্তিত্বের ফলে শুধুমাত্র মজুরি বৃদ্ধিই ঘটে না। ইহারা দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাসের ফলে শ্রমের চাহিদা ও মজুরি হ্রাসের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা রাতারাতি ভীষণভাবে হ্রাস পায় তাহা হইলে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে যে ধরনের শ্রম ব্যবহার করা হয় উহাদের চাহিদাও হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় শ্রমিক সংঘ এই ধরনের শ্রমিকদের আয় স্তর বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করিতে সক্ষম হইবে না। যেমন ভারতে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের সম্প্রসারণ ঘটায় বাষ্পচালিত ট্রেনের ড্রাইভারদের চাহিদা ইদানিংকালে ভীষণভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অনুরূপভাবে নীরব চিত্রের আকর্ষণ হ্রাস পাওয়ায় এই শিল্পে যাঁহারা অভিনয় করিতেন সেই সকল শিল্পীদের চাহিদাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে হ্রাস পায়। এইরূপ অবস্থায় শ্রমিক সংঘের পক্ষে মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন সহায়তা করাই সম্ভব নহে। কিন্তু যদি একটি দ্রব্য বা সেবার চাহিদা বহু বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে তাহা হইলে এই শিল্পে নূতন শ্রমিকের অনুপ্রবেশ বন্ধ করিয়া একটি শ্রমিক সংঘ মজুরি হ্রাসের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। মৃত্যু ও অবসর-

---

১. "Where output restrictions create monopoly profits the market value of the instrument that confers the right to produce a unit output will equal the capitalised present value of the flow of monopoly profits earned by a unit of output." R. G. Lipsey

গ্রহণের ফলে শ্রমের যোগান আপনা হইতেই কিছুটা হ্রাস পায় বলিয়া মজুরি হ্রাসের বিশেষ কোন আশংকা থাকে না।

মজুরি চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনেও সাড়া দেয়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। মোটর গাড়ীর প্রচলন যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন ঘোড়ার গাড়ীর চাহিদা আপনা হইতেই হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে ঘোড়ার গাড়ীর মালিকগণের উপার্জনও দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে এবং তাহারা ক্রমাগত এই শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্য শিল্পে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় তাহারা আবিষ্কার করে যে বহুকাল ধরিয়া তাহারা তাহাদের একটি বিশেষ দক্ষতার জন্য অপ্রাচুর্যতাজনিত খাজনা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহারা যখন এই শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্য শিল্পে যোগদান করে তখন তাহাদের আয়ও দ্রুত হ্রাস পায়। নীরব চিত্রের বহু শিল্পীর গলার আওয়াজ সন্তোষজনক না হওয়ায় জীবন্ত চিত্রে তাহাদের নূতন করিয়া নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই এবং ফলে তাহাদের আয় দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে।

অনুরূপভাবে বিশ্ব জুড়িয়া টেলিভিসনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে রেডিওর চাহিদা ভীষণভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে রেডিও শিল্পে নিয়োজিত শিল্পীদের চাহিদাও কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে টেলিভিসন শিল্পীদের চাহিদা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে যাহাদের মধ্যে পর্যাপ্ত নমনীয়তা নাই অর্থাৎ যাহাদের পক্ষে রেডিও শিল্প পরিত্যাগ করিয়া টেলিভিসন শিল্পে যোগদান করা সম্ভব হয় নাই তাহাদের আয় ভীষণভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

উপকরণসমূহের আয়ের এই তারতম্যের মূল কারণ হইল বাজারের শর্তাবলীর পরিবর্তন, কোন বিশেষ দ্রব্য বা সেবার গুণগত মানের পরিবর্তন নহে। এই প্রসংগে লিপসের নিম্নের উদ্ধৃতিটি উল্লেখ্য:

**"বাজারের শক্তিগুলির পরিবর্তনে শ্রমের উপার্জন সাড়া দেয়। উপকরণের কতকগুলি বাজার হইল প্রতিযোগিতামূলক আর কতকগুলি হইল একচেটিয়া কারবারের মত। বাস্তব জগতের তথ্য হইতে ইহা প্রতিফলিত হয় যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া কারবার উভয় প্রকার বাজারের আচরণসংক্রান্ত তত্ত্বই উপকরণসমূহের আয়কে ব্যাখ্যা করে।"[১]**

## ১৯.৩ উপার্জনের পরিবর্তনে সাড়া দিয়া উপাদানসমূহ কি গমনাগমন করে ( DO FACTORS MOVE IN RESPONSE TO CHANGES IN EARNINGS )

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে চাহিদা ও যোগানের শর্তাবলীর পরিবর্তনের ফলে উপকরণসমূহের আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। উপকরণসমূহের দামের পরিবর্তনের অর্থ হইল এই যে, যে ক্ষেত্রগুলিতে উহাদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইগুলিতে উহারা আকর্ষিত হইবে আর যে ক্ষেত্রগুলিতে উহাদের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে উহাদের আকর্ষণও ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিবে। এখন প্রশ্ন হইল: প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে উপকরণসমূহের পরিবর্তনের ব্যাপারে যে ভবিষ্যবাণী করা হইয়াছে তাহা কতদূর সত্য—অর্থাৎ উপকরণসমূহের দামের পরিবর্তনে উপকরণসমূহের যোগান কি সাড়া দেয়? বিভিন্ন উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটির সঠিক উত্তর প্রদান করা যাইতে পারে।

### (১) জমি ( Land )

জমির ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বাস্তব সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জমির যোগান নির্দিষ্ট হইলেও জমির বিকল্প ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যদি কোন একটি শস্যের ( যেমন গমের ) চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজার দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ইহার

---

১. "Earnings of labour do respond do changes in market forces. Some factor markets are competitive and some are monopolistic, and the evidence seems to suggest that the theory of competitive and monopolistic market behaviour helps to explain factor incomes." R. G. Lipsey

উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। ফলে অন্যান্য শস্যের উৎপাদন হ্রাস করিয়া এই সকল জমিতে অধিক পরিমাণে গম চাষ করা হইবে। (যোগানের ক্রমহ্রাসমান স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি আলোচনার সহিত বিষয়টির উল্লেখ করা হইয়াছে।) অনুরূপভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন বসবাসের জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন চাষযোগ্য জমিকে দ্রুত বসবাসের জমিতে রূপান্তরিত করিয়া অধিক দামে বিক্রয় করা হয়। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস ধরিয়া কলিকাতা হইতে দমদম বিমান বন্দরে যাইবার পথে এই ধরনের বহু সংখ্যক জমি চোখে পড়ে। ইহা ছাড়া কলিকাতার বহু অঞ্চলেই ছোট-ছোট বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অট্টালিকা নির্মাণ করা হইতেছে। এই সকল ঘটনা হইতেই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিকল্প ক্ষেত্রে বা বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে জমি বণ্টনের ব্যাপারে মূল্য-ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

## (২) মূলধন ( Capital )

অধিকাংশ মূলধনই হইল নির্দিষ্ট এবং অনমনীয়। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একটি মূলধন দ্রব্য স্থাপন করিয়া ইহাকে একটি বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মূলধন ব্যবহার করিয়া উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাওয়া হয়। একমাত্র স্বল্পকালেই ইহাই সম্ভব। দীর্ঘকালে যদি স্থির ব্যয় অর্থাৎ মূলধনের সুযোগ ব্যয় সম্পূর্ণভাবে সংকুলান করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মূলধন নষ্ট হইলে ইহাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয় না। বরঞ্চ অন্যান্য শিল্পে ঐ একই পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিয়া অধিক মুনাফা-লাভের প্রচেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে ( ২৩০-৩৩ পৃষ্ঠা )।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে বাজার দামের পরিবর্তনে সাড়া দিয়াই মূলধনের দীর্ঘকালীন বণ্টন কার্য সম্পাদিত হয়।

অবশ্য ফার্মগুলির শিল্পে অনুপ্রবেশ ও শিল্পত্যাগের স্বাধীনতা থাকিলেই ইহা সম্ভব। পুরাতন ফার্মের শিল্পত্যাগ বন্ধ করা কঠিন। সরকার আইন পাশ করিয়া অথবা ভরতুকি প্রদান করিয়া অবশ্য ইহাকে সম্ভব করিতে পারে। কিন্তু শিল্পের নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশ অতি সহজেই বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। একচেটিয়া কারবার ও অলিগোপলিতে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী নিয়ন্ত্রণ অথবা জাতীয়করণ করা হইয়াছে এই সকল শিল্পের অস্তিত্বের ফলেও নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশ বহুলাংশে ব্যাহত হয়। একচেটিয়া কারবারে আইনগত ও অন্যান্য কারণে নূতন শিল্পের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয় না বলিয়া অতিরিক্ত মুনাফা শিল্পে নূতন মূলধনকে আকর্ষিত করিতে পারে না এবং ফলে ইহা আপাতদৃষ্টিতে কোন দীর্ঘকালীন বণ্টনসংক্রান্ত কার্যসম্পাদন করে না।

অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালে মূলধনের গমনাগমন সম্ভব হয় না হইলেও অতি দীর্ঘকালে অনেক কিছুই ঘটিতে পারে। দীর্ঘকালে মুনাফার পরিমাণ অত্যধিক হইলে অতি দীর্ঘকালে অন্যান্য ফার্ম প্রতিযোগী দ্রব্য উৎপাদন করিতে উৎসাহিত হইবে এবং ফলে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ মুনাফা লাভের আশায় নূতন নূতন ফার্ম ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে অথবা নূতন নূতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বল্প দামে অনুরূপ দ্রব্য উৎপাদনে সচেষ্ট হইবে এবং ইহার ফলে একচেটিয়া দ্রব্যের চাহিদা ও মুনাফা হ্রাস পাইবে। অধ্যাপক সুমপিটার এইরূপ একটি প্রক্রিয়াকে সৃষ্টিমূলক ধ্বংস ( creative destruction ) আখ্যা দিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে বলা যায় যে একচেটিয়া কারবারের মুনাফা অতি দীর্ঘকালে মূলধনের বণ্টনকে প্রভাবান্বিত করে।

## (৩) শ্রম ( Labour )

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে শ্রমের যোগান আর্থিক মজুরির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না; ইহা বহুলাংশে প্রকৃত মজুরি ও কার্যের শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে শ্রমের যোগান আর্থিক মজুরি পরিবর্তনে যথেষ্ট সাড়া দেয়। এ সম্পর্কে বাস্তব জগতে অনেক প্রমাণ আছে।

অধিক মজুরিতে সাড়া দিয়া আমাদের দেশ হইতে বহুসংখ্যক শ্রমিক আরব দেশগুলিতে ও আফ্রিকার জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে। এই কারণে বহুসংখ্যক লোকই ঘরসংসার ত্যাগ করিয়া বহুকষ্টে তাহাদের দিন কাটাইতেছে। এই বিষয়টিকে শ্রমের যোগান ও চাহিদা উভয় দিক হইতেই ব্যাখ্যা করা যায়। অপ্রীতিকর কিন্তু অদক্ষ কার্যের মজুরি সাধারণত স্বল্প হয়, কারণ যে কোন লোকই এই ধরনের কার্য সম্পাদন করিতে পারে। ইহার জন্য বিশেষ প্রতিভা বা দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কাশ্মীরের তুষারাবৃত একটি অঞ্চলে একজন জমাদারের মাসিক বেতন কলিকাতার একজন জমাদারের মাসিক বেতন হইতে অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। নতুবা কেহই অত কষ্ট করিয়া কাশ্মীরে থাকিতে চাহিবে না। এই কারণেই আমরা বুঝিতে পারি কেন শহরের আরামদায়ক পরিবেশ ছাড়িয়া অনেকে কষ্টকর পরিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কেন কলিকাতায় একটি রেস্তোরা না খুলিয়া রোহটা অথবা গুলমার্গের পাহাড়ের মাথায় দোকান খোলা হয়।

## সংক্ষিপ্তসার

১. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুসারে যে কোন উপকরণের বাজার দাম উহার শেষ এককের উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

২. অবশ্য এই তত্ত্বটির একটি ত্রুটি আছে। ইহার সাহায্যে একটি উপকরণের চাহিদার দিকটি ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু উপকরণের বাজার দাম উহার যোগানের শর্তাবলী দ্বারাও আংশিকভাবে নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৩. বাস্তব জগতে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সত্যতার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার জমি, শ্রম ও মূলধনের বাজারের আচরণ কিছুটা ব্যাখ্যা করে।

৪. কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটি কতকগুলি মূল অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এই অনুমানগুলি কিছুটা অবাস্তব বলিয়া বাস্তব জগতে এই তত্ত্বের সমর্থন মেলে না। এই কারণেই আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ উপকরণসমূহের আয় বন্টনসংক্রান্ত বিকল্প তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

## প্রশ্নাবলী

১. (ক) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বন্টন তত্ত্বের অনুমানগুলি কি কি ?

(খ) উদাহরণ সহকারে প্রান্তিক দ্রব্যোৎপন্ন প্রান্তিক দ্রব্যোৎপন্নের মূল্য ও প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর।

(গ) মজুরি কিভাবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে নির্ধারিত হয় ? [ N. B. U. B A. 1985 ]

২. উপকরণ বন্টনসংক্রান্ত প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বাস্তবে কি কোন সমর্থন পাওয়া যায় ?

৩. মজুরি নির্ণয়ে প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. Com. 1983 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. R. G. Lipsey : *An Introduction to Positive Economics* ( 6th edn., 1984, ELBS )

2. W. J. Baumol : *Economic Theory and Operations Analysis* ( 4th edn., Prentice-Hall, of India, 1980 )

3. E. Mansfeld : *Economics* ( Norton, U.S.A. )

# ৩০ আয় ও জীবনযাত্রার মান
## ( Income and Living Standards )

*"Lorenz curve measures degree of inequality between opposite polar cases."*
**P. A. Samuelson**

### ৩০.১ আয়ের গুরুত্ব ( Importance of Income )

আয়ের গুরুত্ব আমরা সকলেই অনুভব করি। কোন ব্যক্তির আয় সম্পর্কে ধারণা থাকিলে আমরা তাহার সম্পর্কে অন্যান্য বিষয় মোটামুটি অনুমান করিয়া লইতে পারি। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের দেশের এবং বিদেশের আয় ও সম্পদ সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য সরবরাহ করিব। কয়েক বছর পূর্বে অধ্যাপক জে. কে. গ্যালব্রেথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'সমৃদ্ধ সমাজ' ( affluent society ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু খুব কম লোকই অনুধাবন করিতে পারেন যে ঐ দেশে গড় আয় কত কম এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়ের স্তরের মধ্যে কত পার্থক্য রহিয়াছে। বাইবেল উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় যে গরীব লোকদের অস্তিত্ব সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

### ৩০.২ জীবনযাত্রার মান ( Standard of Living )

জীবনযাত্রার মান বলিতে একটি দেশের জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন অভাবমোচনে কতদূর সমর্থ তাহাকেই বুঝায়। আজও ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনগণই তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিতে সক্ষম নয়। অপরদিকে সুইজারল্যাণ্ড সুইডেন ইত্যাদি দেশে বিগত কয়েক দশকে জীবনযাত্রার মানে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। এই সকল দেশে প্রত্যেকেরই একটি করিয়া মোটরগাড়ী আছে। ইহা ছাড়া ঘরে ঘরে আছে রঙীন টি. ভি. সেট যাহা আজও আমাদের দেশে বিলাস-দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে প্রত্যেক পরিবারে একটি করিয়া রেডিও বা সাইকেল এখনও স্বপ্ন। বস্তুত, যে দেশে অধিকাংশ লোকই দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না সেখানে এই সকল দ্রব্য আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দেশের মাথাপিছু আয় ১৯৮০ সালে ১৫০ ( মার্কিন ) ডলারের মত ছিল। ঐ একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয় ছিল ১১,০০০ ডলারের মত।[১] ভারতে ঐ সালে শতকরা ৪৮ ভাগ লোক ৭৫০ ডলার পর্যন্ত আয় করিতে সমর্থ হয় নাই এবং তাহারা দারিদ্র্য-সীমার ( poverty line ) নিচে অবস্থান করিতেছিল বলিয়া ধরা হয়।

### ৩০.৩ জীবনযাত্রার মান নির্ধারক বিষয়সমূহ ( Factors Affecting the Standard of Living )

এখন প্রশ্ন হইল : জীবনযাত্রার মান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

জীবনযাত্রার মান প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : (ক) মাথাপিছু আয় এবং (খ) আয়-বণ্টনের প্রকৃতি। জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলেই মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত অধিক হইবে সে দেশের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। তবে ইহাই একমাত্র সত্য নয়। জাতীয় আয়ের বণ্টন-প্রকৃতির উপরও জীবনযাত্রার মান বহুলাংশে নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, তৈল রপ্তানিকারী দেশগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মাথাপিছু আয় উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্নস্তরের। ইহার মূল কারণ হইল আয়বৈষম্য। জাতীয় আয়ের সিংহভাগ মুষ্টিমেয় কয়েকজন সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে হস্তগত করিয়া লওয়ার ফলে জনসাধারণের অধিকাংশ আয় ও জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্নস্তরের। সুতরাং আয়-বণ্টনের প্রকৃতি হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহাকে

১. সূত্র : *World Bank*—Annual Report (1985)

বুঝিতে হইলে প্রথমেই কিভাবে আয়-বৈষম্যের পরিমাপ করা যায় তাহা জানা প্রয়োজন। সুতরাং আয়-বৈষম্যের পরিমাপ দিয়াই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

## ৩০.৪ আয়-বৈষম্যের পরিমাপ ( Measurement of Inequality )

আয়-বৈষম্য হইল রাশিবিজ্ঞানের বিস্তৃতির পরিমাপ (measures of dispersion) অধ্যায়ের অংশ-বিশেষ। আয়-বৈষম্য পরিমাপ করিবার অর্থ হইল গড় আয়ের বিস্তৃতির পরিমাপ। নিম্নের ছকটি দ্রষ্টব্য।

ধরা যাউক আমাদের দেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোকের আয়ের প্রসার ( range ) হইল ৯,০০০ টাকা হইতে ২৪,০০০ টাকা। ইহার অর্থ : শতকরা ২৫ ভাগ লোকের আয় ৯,০০০ টাকার কম এবং বাকী ২৫ ভাগ লোকের আয় ২৪,০০০ টাকার বেশী। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, গোষ্ঠির ( group ) আয় ৯,০০০ টাকার কম বা ২৪,০০০ টাকার বেশী, তাহাদের সকলেই জাতীয় আয়ের এই অংশ অর্জন করেন। এমনও হইতে পারে যে সর্বনিম্ন ২৫ ভাগ লোকের মোট আয় সর্বোচ্চ আয় গোষ্ঠিভুক্ত লোকেদের আয়ের শতকরা ২০ ভাগেরও কম।

ছক ৩০.১. আয়-বৈষম্যের পরিমাপ : এক কাল্পনিক দেশ : ১৯৮৫ সাল

| মানক্রমে পরিবারের আয় ( family income by rank ) | আয়ের শতকরা ভাগ ( percentage share of income ) | জনগণের ক্রমযৌগিক শতকরা ভাগ ( cumulative percentage of people ) | আয়ের ক্রমযৌগিক শতকরা ভাগ ( cumulative percentage of income ) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | সম্পূর্ণ সমতা ( absolute equality ) | সম্পূর্ণ অসমতা ( absolute equality ) | প্রকৃত বৈষম্য ( actual in-equality ) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| | | ০ | ০ | ০ | ০ |
| সর্বনিম্ন একের পাঁচ | ৫ | ২০ | ২০ | ০ | ৫ |
| | > ১৭ | | | | |
| দ্বিতীয় একের পাঁচ | ১২ | ৪০ | ৪০ | ০ | ১৭ |
| | > ৩৫ | | | | |
| তৃতীয় একের পাঁচ | ১৮ | ৬০ | ৬০ | ০ | ৩৫ |
| | > ৫৯ | | | | |
| চতুর্থ একের পাঁচ | ২৪ | ৮০ | ৮০ | ০ | ৫৯ |
| | > ১০০ | | | | |
| সর্বোচ্চ একের পাঁচ | ৪১ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে আয়ের বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপের একটি আঙ্কিক পদ্ধতি খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। আমরা প্রশ্ন করিতে পারি :

(ক) আয়ের শতকরা কত ভাগ জনসংখ্যার সর্বনিম্ন ১০ ভাগ লোকের হাতে যায় ?

(খ) কত ভাগ যায় সর্বনিম্ন ২০ ভাগ লোকের হাতে ?

(গ) কত ভাগ যায় সর্বনিম্ন ৫০ ভাগ লোকের হাতে ? ইত্যাদি।

যদি জাতীয় আয় সমভাবে বণ্টিত হইত তাহা হইলে জনসংখ্যার সর্বনিম্ন ২০ ভাগ লোক ( এক্ষেত্রে যে-কোন ২০ ভাগ লোকের কথাই ধরা যাইতে পারে ) জাতীয় আয়ের ঠিক ২০ ভাগই হস্তগত করিতে এবং সর্বনিম্ন ৮০ ভাগ লোক ৮০ ভাগ আয়ই পাইবে। অনুরূপভাবে সর্বোচ্চ ২০ ভাগ লোকও আয়ের ২০ ভাগ অর্জন করিতে সমর্থ হইবে।

---

**ক্যাপস্যুল টীকা :** কিন্তু বাস্তব জগতে ইহা কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না। আধুনিক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অস্তিত্ব থাকায় সম্পদ ও আয় কখনই সমানভাবে বণ্টিত হয় না। সম্পদ-বণ্টনে আয়-বণ্টন অপেক্ষা অধিক বৈষম্য দেখা যায়। আবার যেহেতু সম্পদ হইল আয়ের উৎস সেইহেতু সম্পদ-বণ্টনের বৈষম্য আয়-বণ্টনে সহজেই প্রতিফলিত হয়।

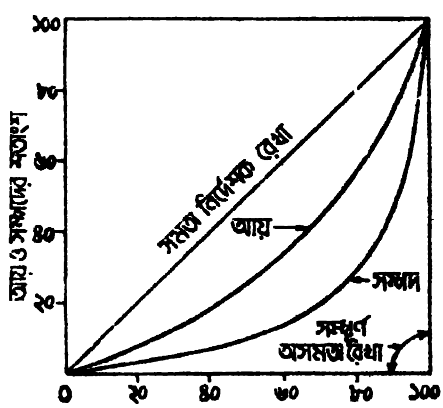
ভারতের বা অন্য যে-কোন দেশের আয়-বণ্টনের তথ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সর্বনিম্ন ২০ ভাগ পরিবার জাতীয় আয়ের মাত্র ৫ ভাগ পাইতেছে। আবার উপরের ছকটি হইতে দেখা যায় যে শতকরা ২০ ভাগ ধনী পরিবার জাতীয় আয়ের শতকরা ৪১ ভাগ হস্তগত করিতেছে; দ্বিতীয় এক-পঞ্চমাংশ বা ২০ ভাগ লোক মাত্র ১২ ভাগ আয় ভোগ করিতেছে; তৃতীয় এক-পঞ্চমাংশ লোক ভোগ করিতেছে মাত্র ১৮ ভাগ; কিন্তু চতুর্থ এক-পঞ্চমাংশ লোক পাইতেছে ২৪ ভাগ।

আয়-বৈষম্য পরিমাপ করিবার জন্য আমরা সুপ্রচলিত লোরেঞ্জ-রেখা ( the Lorenz curve ) ব্যবহার করিতে পারি। ইহাকে সুষম রূপ প্রদান করিতে হইলে উপরের ছকের শেষ তিনটি স্তম্ভের ( column ) ক্রমযৌগিক শতাংশের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

আয়ের সম্পূর্ণ সমতা নির্দেশ করা হইয়াছে চতুর্থ স্তম্ভটির সংখ্যাগুলি দ্বারা। যখন এই সংখ্যাগুলিকে প্লট করা হয় তখন এগুলি নিয়ের লোরেঞ্জ রেখার কর্ণ ( diagonal ) হইয়া দাঁড়ায়। ইহাকেই সমতা-নির্দেশক রেখা ( line of absolute equality ) বলিয়া গণ্য করা যায়।

সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে আমরা এমন এক কাল্পনিক অবস্থায় উপনীত হই যেখানে চরম বৈষম্য ( absolute inequality ) বর্তমান—যেখানে প্রত্যেকের ( ধরা যাউক, প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে ৯৯ জনের ) কোন আয় নাই। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি সমস্ত আয়কে হস্তগত করিয়াছে। ইহাকে উপরের ছকের পাঁচ নম্বর স্তম্ভের দ্বারা দেখান হইয়াছে। এই সংখ্যা একটি বিষয়েই ইংগিত করে: সর্বনিম্ন ০, ২০, ৮০ এবং ৯৯ জন লোকের আয় বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু সর্বনিম্ন একজন ব্যক্তিই হইল জনসংখ্যার ১০০ ভাগ এবং সমস্ত লোকের নিকটই অবশ্য সমস্ত আয় হস্তগত হইবে।

বাস্তব জগতে অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল—একমাত্র রবীনসন ক্রুসোর দ্বীপে ইহা সম্ভব। বাস্তব জগতে আয়-বণ্টনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহা এই দুইটি চরম অবস্থার মাঝামাঝি স্থানে বিরাজ করে। ইহা উপরের লোরেঞ্জ-রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইহা ১১.১ ছকের শেষ স্তম্ভটিকে প্লট করিলেই পাওয়া যায়। কিভাবে আয়-বণ্টন পূর্ণ সমতার নীতি হইতে বিচ্যুত হয় লোরেঞ্জ-রেখা দ্বারা তাহাই দেখান হয় এবং সমতা-নির্দেশক রেখা ও লোরেঞ্জ-রেখার মধ্যবর্তী আবৃত অংশ উহারই পরিমাপ করে।



রেখাচিত্র ৩০.১

## ৩০.৪ আয়-বৈষম্যের গতিধারা ( Trends of Inequality )

লরেঞ্জ-রেখা অংকন করিয়া আমরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে আয়-বৈষম্যের পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সমস্ত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় আয়-বৈষম্য হ্রাসের দিকে মোটামুটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ: কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ( Welfare State ) অস্তিত্ব। বর্তমান জগতে প্রতিটি মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাতেই সরকার ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ কর বাবদ আদায় করিয়া নানাবিধ দরিদ্রদের নিকট হস্তান্তরিত করিতেছে। ইহার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতেছে না সত্য, কিন্তু আয়-বৈষম্য হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় কল্যাণ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। ( উদাহরণস্বরূপ, আমি প্রতি মাসে সরকারকে কর প্রদান করি আবার এই টাকা দিয়াই বেশ কয়েকজনকে মাসে মাসে বেকার ভাতা দেওয়া হয়। )

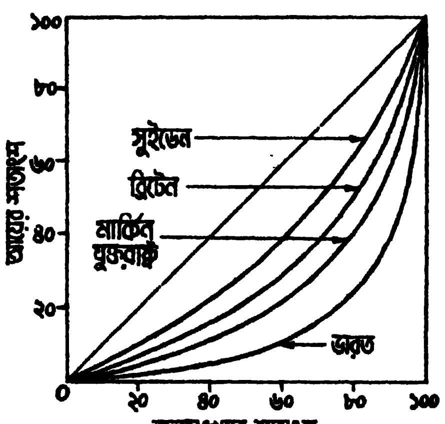
আজিকার দিনে যৌথ পরিবারগুলি নানা কারণে দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতেছে। পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া যুবক-যুবতীগণ স্বতন্ত্রভাবে সংসার পাতিতেছে। ফলে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইদানিংকালে আরও একটি ব্যাপার পরিলক্ষিত হইতেছে। চাকরির সুযোগসুবিধার বৃদ্ধির ফলে নারীজাতি ক্রমশ স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার ফলে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

আয়-বৈষম্যের প্রকৃতি খুব মন্থর গতিতে পরিবর্তিত হয়। অনেকেই মনে করেন যে সরকার আয়-বন্টন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। গতিশীল কর চাপাইয়া ধনিক-শ্রেণীর নিকট হইতে তাঁহাদের উদ্বৃত্তের এক মোটা অংশ কাড়িয়া লইলে সমাজের মোট সঞ্চয় হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে মূলধন গঠন ও সম্প্রসারণের হার ব্যাহত হইবে।

এমনি কার্ল মার্কসও যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছিলেন যে "যে সমাজে উদ্বৃত্ত মূল্য ( surplus value ) সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না, সে সমাজের সম্প্রসারণও হয় না।" ইহার কারণ উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহার অধিকাংশই পুনরায় বিনিয়োজিত হয়। ইহার ফলে মূলধন গঠন এবং ফলে সম্প্রসারণের হার বৃদ্ধি পায়।

কোন দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক আয়ের সমতা দেখা যায়? এ-সম্পর্কে সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে রাশিতথ্য হইতে আমরা নিম্নলিখিত চারিটি বিষয় লক্ষ্য করি: (১) ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়-বৈষম্যের মাত্রা খুবই কম। ইহার কারণ উভয় দেশেই সরকার গতিশীল কর-ব্যবস্থা চালু করিয়া ধনী সম্প্রদায়ের আয়ের এক অংশ আদায় করিয়া সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর কল্যাণে ব্যয় করিতেছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়-বৈষম্যের মাত্রা সামান্য বেশী। ইহার দুইটি কারণ আছে: প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন জীবনধারণের জন্য খাদ্য-উৎপাদনকারী চাষীদের ( subsistence farmers ) অনুপাত খুবই বেশী। দ্বিতীয়ত, ঐ দেশে বহুসংখ্যক অদক্ষ কৃষ্ণকায় শ্রমিক ( যাহাদের নিগ্রো বলিয়া জানি ) দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের গড় মজুরি খুবই কম। (২) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আয়-বৈষম্য ততটা প্রকট নয়। তবে ঐ সকল দেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না ইহারা সরকারীভাবে জাতীয় আয় সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রকাশ করে না। সুতরাং চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়-বৈষম্যের সহিত বর্তমান মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাগুলির আয়-বৈষমের তুলনা করা কঠিন। (৩) সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট দেশগুলিকে বাদ দিলে আমরা দেখতে পাই যে ইজরায়েলে আয়-বৈষম্যের মাত্রা সর্বাপেক্ষা কম। সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডেও আয়-বৈষম্য খুবই কম। পার্শ্বের রেখাচিত্রটিতে ইহাই দেখান হইয়াছে ( রেখা-চিত্র ৩০.২ )। (৪) স্বল্পোন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্য ও সম্পদের প্রকটতা উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অধিক।[১] এই কারণে শ্রীলঙ্কা ও ভারতে লোরেঞ্জ-রেখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন অথবা সুইডেনের লোরেঞ্জ-রেখার ডানদিকে অবস্থান করিবে এবং অধিক আয়-বৈষম্য প্রদর্শন করিবে।



রেখাচিত্র ৩০.২

অধ্যাপক সাইমন কুজনেট্সের ( যিনি ১৯৭১ সালে অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ) অনুমান হইল যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে আয়-বৈষম্যের মাত্রা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার পর যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু হয় এবং প্রাচুর্য দেখা যায়, আয়-বৈষম্য ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে।

## ৩০.৫ বৈষম্যের কারণ ( Causes of Inequality )

বৈষম্যের কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১. "Advanced economies show less inequality of income distribution than do pre-industrial economies." P. A. Samuelson

(ক) বৈষম্যের দরুন বৈষম্য : ধন-বৈষম্য আয়-বৈষম্যের অন্যতম কারণ। আবার আয়-বৈষম্যের ফলেও ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এক প্রকার বৈষম্য অন্য প্রকার বৈষম্যের পরিপোষক।

(খ) উপার্জনের সামর্থ্য ও সুযোগের পার্থক্যজনিত বৈষম্য : শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ বিচার ( sex difference ), সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য ইত্যাদি কারণে উপার্জনে পার্থক্য প্রথমে আয়-বৈষম্য ও পরে ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

(গ) গতিশীলতার পার্থক্য : গতিশীলতার পার্থক্যের দরুনও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। কৃষি-শ্রমিকদের নিম্ন মজুরির অন্যতম কারণ হইল গতিশীলতার অভাব—কলকারখানায় কাজ করিতে পারিলে তাহাদের উপার্জন নিশ্চয়ই অধিক হইত।

(ঘ) সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য : কোন কোন লেখক বৈষম্যের কারণ হিসাবে ভাগ্যকেও নির্দেশ করিয়া থাকেন। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ঠিক সময়ে ঠিক স্থানেই ( at right place at right time ) অবস্থান করে, অপরপক্ষে দুর্ভাগারা 'ভুল সময়ে ভুল স্থানেই' ( at wrong place at wrong time ) থাকিতে বাধ্য হয়। ফলে সৌভাগ্যবানদের উপার্জন দুর্ভাগাদের উপার্জন অপেক্ষা অধিক হয়। যেমন, কবি ও গায়ক—উভয়ই প্রতিভাশালী কিন্তু কবি অপেক্ষা গায়কদের উপার্জন সাধারণত বেশী

(ঙ) সরকারী নীতি : সরকারী নীতির মধ্যে আছে—করনীতি, আয়নীতি এবং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে গুরুত্বের অনুপাত। করনীতি শিল্পের পরিপোষক হইলে শিল্পক্ষেত্র হইতে আয় স্বভাবতই অধিক হইবে, আয়নীতি মজুরিপন্থী হইলে খাজনা সুদ ও মুনাফার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইবে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিলে বেসরকারী উদ্যোগাধীন কৃষি হইতে আয়বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিবে : ফলে ধন-বৈষম্যও ঘটিতে থাকিবে।

(চ) মুদ্রাস্ফীতি : উপরন্তু, বর্তমান দিনে মুদ্রাস্ফীতিও আয় ও ধন-বৈষম্যের অন্যতম মৌল কারণ। মুদ্রাস্ফীতির ফলে আয়বণ্টন কতিপয় শ্রেণীর দিকে ঝুঁকে, এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যান্য শ্রেণী। এক কথায়, মুদ্রাস্ফীতির ফলে জাতীয় আয়ের একাংশ দরিদ্রদের নিকট হইতে ধনীদের নিকট হস্তান্তরিত হইতে থাকে। অর্থ : নিয়মিতভাবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানবৃদ্ধি।

(ছ) পরিশেষে, চুক্তিগত (contractual) এবং চুক্তি বহির্ভূত (non-contractual) উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্যজনিত কারণেও উভয় প্রকার বৈষম্য—আয়-বৈষম্য ও ধন-বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য স্বাভাবিক। তবে এই পার্থক্য যত বেশী বলিয়া মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে ঠিক ততটা বেশী নয়।

### ৩০.৬ বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার মধ্যে আয়ের পার্থক্য ( Income Difference among Occupations )

শুধুমাত্র বিভিন্ন দেশের মধ্যেই আয়-বৈষম্যের তফাত দেখিতে পাওয়া যায় না, একই দেশে বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার মধ্যেও আয়ের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ব্যাপারে দেখা যায় যে, শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ রহিয়াছেন সর্বাগ্রে এবং তাহার পরেই আছেন ডাক্তার, আইন-ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, হিসাবরক্ষক ইত্যাদি। ডাক্তারদের আয় বৃদ্ধির কারণ হইল দুইটি : প্রথমত ডাক্তারি পাশ করিতে হইলে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয় এবং আমাদের দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলির সংখ্যা কম হওয়ায় ডাক্তারি পড়িবার সুযোগ খুব কম সংখ্যক ছাত্রই পাইয়া থাকে। এই দুইটি কারণে ডাক্তারদের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালে ডাক্তারদের নিকট গমনাগমন খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাক্তারদের সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হইল মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি এবং কল্যাণব্রতী সরকারের চিকিৎসা ও জনগণের স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ।

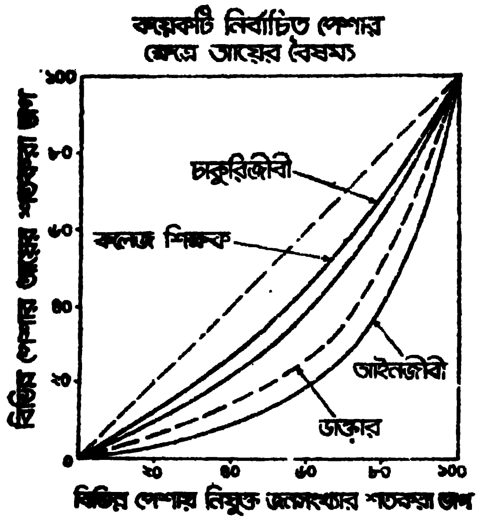
ব্রিটেনে ডাক্তারদের মধ্যে আবার দন্ত চিকিৎসকদের আয় সর্বাপেক্ষা অধিক। আমাদের দেশে শল্য চিকিৎসকগণ ( surgeons ) প্রচুর পরিমাণে অর্থ আয় করেন।

অপরদিকে পরম্পরাক্রমে শিক্ষকেরা অতি সামান্যই পাইয়া আসিতেছেন। অবশ্য সাম্প্রতিককালে এই ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির কিছুটা ঝোঁক দেখা দিয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রীদের আয় সর্বাপেক্ষা কম।

## ৩০.৭ বয়োবৃদ্ধিজনিত পার্থক্য ( Inequality Owing to Age-differences )

প্রশ্ন হইল : আয় কি বয়োবৃদ্ধির সহিত বাড়িতে থাকে ?

কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া আয় বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে লোকের আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ডাক্তার ও আইন-ব্যবসায়ীরা মধ্য বয়সের পরই পেশায় সুনাম অর্জন করিয়া আয়ের উচ্চ স্তরে ওঠেন। ব্যবসায়-পরিচালকগণ ( business executives ) ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে অবসর গ্রহণের পরও উপদেশ-পরামর্শের ব্যবসায়ের ( consultancy service ) মাধ্যমে অনেকের অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিয়া থাকেন।




রেখাচিত্র ৩০.৩

ইহা সম্ভব হয় এই সকল বৃত্তিতে যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ( expertise ) তাঁহারা অর্জন করেন তাহার জন্য। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, এইরূপ জ্ঞানের যোগান চাহিদা অপেক্ষা কম বলিয়াই ঐরূপ বৃত্তির ব্যক্তিদের পক্ষে অনেকের চেয়ে বেশী উপার্জন করা সম্ভব হয়।

তবে স্বল্প-বেতন প্রদানকারী হাতের কাজে একজন শ্রমিক ২০—২৯ বছরের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। ইহার পর তাহার কর্মশক্তি ক্রমাগত হ্রাস পায়। পার্শ্বের রেখাচিত্রটিতে বিভিন্ন পেশার মধ্যে আয়-বৈষম্যের প্রকৃতি দেখান হইয়াছে।

## ৩০.৮ দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের উপায় ( Measures for Combating Poverty and Inequality )

দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) বেসরকারী দান ( Private Charity ) : বেসরকারী দানের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আংশিকভাবে হ্রাস করা যায়। আমাদের দেশে আয়কর আইনে ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে, এবং ইহার সুবিধা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার দান করিয়া থাকে। তবে ইহার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নহে। বৈষম্যহ্রাসের ব্যাপারে পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকর নহে।

(২) চিকিৎসাকেন্দ্র ও চিকিৎসা বীমা ( Hospitals and Medical Care ) : সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের দ্বারা বৈষম্যের হ্রাস করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে টাটা-বিড়লা পরিচালিত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি এ-বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। উন্নত দেশগুলিতে এই ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করিবার জন্য চিকিৎসা বীমারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৩) খাদ্য বণ্টন ( Food Allotments ) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন আয়স্তরের জনগণের মধ্যে কুপন বিতরণ করা যাহার বিনিময়ে তাহারা সুলভে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে। ঐ দেশের কৃষিদপ্তরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যকে নষ্ট না করিয়া দেশের দরিদ্র জনগণ ও পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে বণ্টন করা। বর্তমানে অন্যান্য দেশেও ( যেমন, অস্ট্রেলিয়া ) এই পদ্ধতি মোটামুটি অনুসৃত হয়।

(৪) কল্যাণমূলক সহায়তা ( Welfare Assistance ) : পৃথিবীর সকল দেশেই অল্পবিস্তর সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিঃস্ব ব্যক্তিকে সহায়তা করা হইয়া থাকে। এগুলির কয়েকটি হইল শ্রম আইনের ( labour law ) অন্তর্ভুক্ত এবং সে-কারণে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা।

**ব্যবস্থাগুলির মূল্যায়ন :** অবশ্য এই ব্যবস্থাগুলির সপক্ষে যাহাই বলা যাউক না কেন, এগুলিকে বর্তমান দিনে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না। কারণ, ইহাদের দ্বারা অনেক সময় কর্মক্ষম ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অর্থ-ব্যবস্থার দিক দিয়াও ইহা বিশেষ কাম্য নয়। কারণ, ইহার ফলে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির উপর করভার বিশেষ বৃদ্ধি পায় যাহার দরুন উৎপাদনশাল ক্ষেত্রগুলিতে উৎসাহ-উদ্দীপনা ব্যাহত হয়। পরোক্ষ ফল : জাতীয় আয় হ্রাস।

---

সুতরাং অর্থ-ব্যবস্থার দক্ষতার ( efficiency ) দিক দিয়া এই ব্যবস্থাকে বিশেষ সমর্থন করা যায় না।[১]

---

**ঋণাত্মক আয়কর ( The Negative Income Tax ) :** কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলির অদক্ষতার কথা চিন্তা করিয়াই মিলটন ফ্রীডম্যান প্রমুখ উদারনৈতিক ( liberal ) অর্থবিদ্যাবিদগণ একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য হইল বর্তমান ব্যবস্থাগুলিকে বিলোপ করিয়া একটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। ব্যবস্থাটিকে তাঁহারা ঋণাত্মক আয়কর ( negative income tax ) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ধারণাটিকে একটি কল্পিত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে : ধরা যাউক আমার বাৎসরিক আয় ১২,০০০ টাকা এবং আমি ধনাত্মক হারে ( positive rate ) আয়কর প্রদান করিয়া থাকি। আমার আয় যদি আরও বৃদ্ধি পায়, আমি অতিরিক্ত কর দিতে বাধ্য হইব। কিন্তু যদি আমাকে ক্রমহ্রাসমান হারে কর দিতে অনুমতি দেওয়া হয় তবে আমার কর্মের ইচ্ছা—আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস না পাইয়া ক্রমাগত বৃদ্ধিই পাইবে।

বিপরীতভাবে, একটি পরিবারের কথা চিন্তা করা যাইতে পারে যাহার বাৎসরিক আয় ৬,০০০ টাকা অপেক্ষা কম—অর্থাৎ পরিবারটি দারিদ্র্য-সীমার নিচে অবস্থান করিতেছে। এই পরিবারের সদস্যসংখ্যা ১২। ঐ পরিবারের ক্ষেত্রে করপ্রদানের ক্ষমতা ত নাই-ই, বরং সরকারী অর্থসাহায্য পাইলে উহার সুবিধা হয়। এই সরকারী অর্থসাহায্য হইল একটি বিপরীতমুখী কর ( a tax in reverse ) যাহাকে ঋণাত্মক আয়কর বলিয়া অভিহিত করা যায়। এহেন অবস্থায় অনুধাবন করা যায় যে উদ্দীপনার ( incentives ) প্রয়োজন কত অধিক।

---

ইহা মনে করা ভুল যে কেবলমাত্র বেকার ও অনাথ শ্রেণীই দরিদ্র। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলিয়া যাই যে কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও দারিদ্র্য প্রকট রহিয়াছে। তাঁহাদের অধিকাংশই জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান হইতে বঞ্চিত। তাঁহাদের অর্থসাহায্য করাও সরকারের দায়িত্বের অংশীভূত। অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা কেবলমাত্র নিয়োগহীন ব্যক্তিদের কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে দারিদ্র্য আছে তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।[২]

---

১. "Economically the traditional system of welfare payments geared to need and earnings involves massive hidden costs in terms of *disincentives* effects." Samuelson

২. "The negatives income tax provides great improvement over those welfare programs that deprive people of all assistance the moment they get even a poor job." Samuelson

## সংক্ষিপ্তসার

১. আয়-বণ্টনে যথাসম্ভব সমতা আনয়ন আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য।
২. সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রসমূহ এই উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষভাবে নিয়োজিত।
৩. ইহা সামাজিক ন্যায় বলিয়া অভিহিত, কিন্তু ইহার সহিত দক্ষতার সংঘর্ষ বাধিতে পারে বলিয়া অনেকের ধারণা।
৪. বৈষম্যের কারণানুসন্ধানের ভিত্তিতেই এই অভিমতের মূল্যায়ন সম্ভব।
৫. বৈষম্যহ্রাসের জন্য যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহাদের সম্বন্ধেও দ্বিমত রহিয়াছে।

## প্রশ্নাবলী

১. অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আয় ও ধন বৈষম্যের কারণ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে? আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বা উহার ফলই বা কি হইয়াছে? [ C. U. B. Com. 1985 ]

২. (ক) মুনাফা-অর্জনকারী ও মজুরি-অর্জনকারী এবং (খ) বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরি অর্জনকারীদের মধ্যে আয়ের পার্থক্য কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে? [ C. U. B. Com. 1981 ]

৩. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) বিভিন্ন আয় অর্জনকারী শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক বৈষম্য [ C. U. B. Com. 1983 ]

(খ) আয় বৈষম্য [ C. U. B. Com. 1986 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. A. K. Sen : *On Economic Inequality* ( Oxford, 1973 )
2. S. Mukherji : *Modern Economic Development* ( Wiley 1985 )
3. A. J. Culyer : *Economics* ( Blackwell, 1985 )

# ৩১ | অর্থ-ব্যবস্থার সাধারণ ভারসাম্য
## ( The General Equilibrium of the Economy )

*"General equilibrium theory presents an overall framework of the basic price and output interrelationships, including both commodities (produced goods) and factors, for the economy as a whole."*

J. F. Due and R. M. Clower : *Intermediate Economic Theory*

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা দুইটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি—(১) একটি দ্রব্যের দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং (২) একটি উপকরণের দাম, নিয়োগের পরিমাণ এবং ইহার মালিকের আয় কিভাবে নির্ধারিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ( ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা ) অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের এই অংশ আংশিক ভারসাম্য তত্ত্ব ( partial equilibrium theory ) নামে পরিচিত। ইহার কারণ এই ধরনের তত্ত্বে একটি বিশেষ বাজারের আচরণকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরস্পরনির্ভরশীলতাকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা হয়। ইহাকে নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব ( neo-classical theory ) বলা হয়, কারণ ইহা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মূল তত্ত্বের বিস্তার বা প্রসারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যদি ইহা কতকগুলি সীমাবদ্ধকর অনুমানের ( restrictive assumptions ) উপর ভিত্তিশীল ইহা সত্ত্বেও বলা যায় আংশিক ভারসাম্য তত্ত্ব বাস্তব জগতের কতকগুলি সমস্যার উপর আলোকসম্পাত করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি দ্রব্যের, যেমন—সিগারেটের উপর বিক্রয়কর বা অন্তঃশুল্ক চাপানোর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে ( ১৮৮-৯১ পৃষ্ঠা )। যখন সিগারেটের উপর বিক্রয়কর চাপানোর ফল বিশ্লেষণ করা হয় তখন সিগারেট ব্যতীত অন্যান্য সকল দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। এই অনুমানটি যে খুবই অবাস্তব তাহা বলা যায় না। অনুরূপভাবে গৃহ নির্মাণশিল্পের অথবা জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উপর ইস্পাতের দাম হ্রাসের ফল বিশ্লেষণ করিবার জন্য আংশিক ভারসাম্য তত্ত্বকে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার উপর ইহার মোট ফল কি হইবে তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা যায় না।

সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে বর্ণনা করিবার জন্য পর্যাপ্ত একটি ছবি অংকন করিতে হইলে আমাদের এমন কতকগুলি হাতিয়ার প্রস্তুত করিতে হইবে যেগুলি অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ ও উহাদের দাম এবং বিভিন্ন উপকরণের পরিমাণ ও উহাদের দামের মধ্যে যে যোগসূত্র আছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক তত্ত্বের যে অংশটি এই সকল পরস্পরসম্পর্ক লইয়া আলোচনা করে তাহা সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব ( general equilibrium theory ) নামে পরিচিত। ১৮৭৪ সালে এই তত্ত্বটি সর্বপ্রথম একটি ফরাসী লেখক আবিষ্কার করেন। লেখকের নাম লিওন ওয়ালরাস ( Leon Walras )। এই তত্ত্বটি প্রথমে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে তত্ত্বটি লইয়া অনেকেই নাড়াচাড়া করেন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই আধুনিক গাণিতিক অর্থবিদ্যা ( mathematical economics ) এবং অধ্যাপক লিওনটিফের উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণটি ( input-output analysis ) গড়িয়া উঠিয়াছে। এই তত্ত্বটি অবতারণা করিবার পূর্বে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে পরস্পরসম্পর্ক লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন।

**৩১.১ বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের দামের ক্ষেত্রে পরস্পরনির্ভরশীলতা ( Consumer Price Interdependencies )**

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে একটি দ্রব্যের দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ লইয়া আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে অন্যান্য সকল দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু বাস্তব জগতে এই অনুমানটির সত্যতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে কোন একটি ভোগ্যদ্রব্যের দামের পরিবর্তন ঘটিলে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা ও সম্ভবত যোগানের পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, চায়ের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে পরিবর্ত দ্রব্যাদির ( যেমন—কফির ) চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে ইহাদের বাজার দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ( যদি অবশ্য সকল বাজারগুলি প্রতিযোগিতামূলক হয় )। অপরদিকে চা এর বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে চা-এর পরিপূরক দ্রব্যগুলির ( যেমন—চিনি, দুধ, মিল্কমেড, স্যাকারিন, ইত্যাদির ) দাম হ্রাস পাইতে পারে। ইহার কারণ চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে। ইহার ফল হিসাবে পরিপূরক দ্রব্যগুলির চাহিদাও হ্রাস পাইবে। চা-এর সহিত সম্পর্কিত এই সকল দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলে চা-উৎপাদন করিবার জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহাদের চাহিদার পরিমাণও পরিবর্তিত হইবে। অপরদিকে এই সকল দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চা-এর চাহিদার পরিবর্তন ঘটিবে। আবার পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্যাদির দাম ও উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলে অন্যান্য দ্রব্যাদির দাম ও উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিবে।

সুতরাং সকল দ্রব্যের দামের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তখনই সম্পূর্ণ সমঝোতা দেখা দেয় যখন নানাবিধ দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ এমন স্তরে উপনীত হয় যে স্তরে উহারা একে অপরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১] ভোগ্যদ্রব্যগুলির মূল নির্ধারকগুলি পূর্ব হইতে দেওয়া থাকিলেই একমাত্র এই ধরনের ভারসাম্যের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এই নির্ধারকগুলি হইল ভোক্তাদের আয়, ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দ, উপকরণসমূহের দামের তালিকা, উৎপাদনের অপেক্ষকসমূহ এবং বিভিন্ন বাজারে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি ( অর্থাৎ প্রতিযোগিতার মাত্রা ও তীব্রতা )। কিন্তু যে কোন একটি দ্রব্যের দাম-নির্ধারক যে কোন একটি বিষয়ের পরিবর্তন ঘটিলে অন্যান্য সকল দ্রব্যের দাম ও উৎপন্নের উপর ইহার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের সময় এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে অবজ্ঞা করা হয়।

**৩১.২ ভোগ্যদ্রব্যসমূহের দামের ও উপকরণসমূহের দামের মধ্যে সম্পর্ক ( The Relationship of the Prices of Consumption Goods and Factors )**

এ পর্যন্ত ভোগ্যদ্রব্যসমূহের দাম-নির্ধারণ বিশ্লেষণ করিবার উপকরণসমূহের দামগুলি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে উপকরণসমূহের ভারসাম্য দাম-নির্ধারণের আলোচনার সময় ভোগ্যদ্রব্যগুলির দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। বাস্তব জগতে অবশ্য ভারসাম্য দামের এই দুইটি গুচ্ছের মধ্যে আপোষ-নির্ভরশীলতা ( mutual dependence ) দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের একটি মূল উপাদান হইল শ্রমের উপর ব্যয় ( labour cost )। সুতরাং দ্রব্যটির দামের উপর মজুরির স্তর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু শ্রমের চাহিদা এবং ফলে মজুরির হার উভয়ই বিভিন্ন ধরনের শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের ( marginal revenue product ) উপর নির্ভর করে। আবার প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন নির্ভর করে ভোগ্যদ্রব্যের বাজার দামের উপর। এই বক্তব্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর মনে হইলেও ইহাদের মধ্যে কোন ভুল নাই। মজুরি ( ও অন্যান্য উপকরণের বাজার দাম ) এবং ভোগ্যদ্রব্যগুলির দামকে এমনি একটি স্তরে উপনীত হইতে হইবে যেখানে প্রতিটি দাম অপর সকল দামের সহিত আপোষ-সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহার কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থ-ব্যবস্থা এই ধরনের একটি অবস্থায় উপনীত হয় ততক্ষণ

১. "Thus, complete adjustment in the prices of all goods can occur only when the various prices and outputs attain levels that are mutually consistent with one another." Due and Clower

পর্যন্ত দামের দুইটি গুচ্ছের মধ্যে একটির ( অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের দামসমূহের ) বা অপরটির ( অর্থাৎ উপকরণগুলির দামসমূহের ) মধ্যে পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিবে।[১]

## ৩১.৩ সাধারণ ভারসাম্য এবং অদৃশ্য হস্ত তত্ত্ব ( General Equilibrium and the Invisible Hand )

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে দ্রব্যসমূহের বাজারের আচরণ হইতে আমরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিয়াছি সেগুলিকে এখন সংক্ষেপে পেশ করা যাইতে পারে :

১. প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের কার্যকলাপের দ্বারা একটি দ্রব্যের দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

২. বিভিন্ন ভোক্তার চাহিদা রেখার পশ্চাতে যে শক্তিটি কার্য করে তাহা হইল উহাদের আপেক্ষিক উপযোগ।[২]

৩. প্রতিযোগিতামূলক বাজারের যোগান রেখার পশ্চাতে যে শক্তিটি কার্য করে তাহা হইল দ্রব্যটির প্রান্তিক ( উৎপাদন ) ব্যয়।

৪. মোট ও গড় ব্যয় রেখার পশ্চাতে যে শক্তিটি কার্য করে তাহা হইল উৎপাদন-অপেক্ষক যাহা উপকরণসমূহের সহিত উৎপন্নের প্রযুক্তিগত ( technical ) সম্পর্ক সৃষ্টি করে। একটি ফার্মের উৎপাদন-ব্যয় তখনই ন্যূনতম হয় যখন প্রতিটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্ন উহার বাজার দামের সহিত সমান হয়—অর্থাৎ, যখন প্রতিটি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্ন ও উহার বাজার দামের অনুপাত অন্যান্য সকল উপকরণের এই সাধারণ অনুপাতটির সহিত সমান হয়। ইহাকেই সমপ্রান্তিক প্রতিদান বিধি ( the law of equimarginal return ) আখ্যা দেওয়া হয়।

৫. সকল ফার্মের প্রান্তিক উৎপন্ন এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন তালিকাকে যোগ করিয়াই আমরা উপকরণসমূহের উদ্ভূত চাহিদা তালিকা পাইয়া থাকি।

৬. জমি, শ্রম এবং মূলধন দ্রব্যের উদ্ভূত চাহিদা রেখাগুলি এবং উহাদের মোট যোগান রেখাগুলির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই উহাদের বাজার দাম—অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ, ইত্যাদি নির্ধারিত হয়।

৭. জমি ও শ্রম এই দুইটি প্রাথমিক উপকরণ ব্যবহার করিয়া মূলধন দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এই মূলধন দ্রব্যগুলিকে চক্রাকার পদ্ধতিতে ( roundabout ways ) ব্যবহার করিয়া সমাজে চূড়ান্ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। উপরন্তু, উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে মূলধন এরূপ একটি প্রতিদান লাভ করে যাহা মানুষের বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া সুদের প্রকৃত হার নির্ধারণ করে।[৩]

উপরে বর্ণিত প্রতিটি সম্পর্কই একটি নির্দিষ্ট বাজারে একটি পরিবারের অথবা একটি ফার্মের আলোচনা বিশ্লেষণ করে। ইহাই হইল আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু।

---

১. "Both wage ( and other factor price ) levels and commodity price levels must adjust to figures which are mutually consistent with one another, because until such a situation is reached, there will be a tendency for one set of prices or the other to shift." Due and Clower

২. "The relative marginal utilities of people lie behind their respective demand curves."
P. A. Samuelson and W. D. Northaus : *Economics* ( 12th edn., 1985 )

৩. "Primary resources like labour and land are used to make produced capital gains, which are in turn used in roundabout ways to increase society's final output ; further capital earns a rate of return which taken with people's willingness to abstain from consumption, determines the real interest rate." Samuelson & Northaus

### ৩১.৪ একযোগে সাধারণ ভারসাম্য ( Simultaneous General Equilibrium )

লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে উপরে যে সাতটি ধাপকে বর্ণনা করা হইয়াছে উহাদের প্রতিটি ধাপ পূর্ব ধাপটিকে অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম ধাপটি হইতে দ্বিতীয় ধাপটি অনুসৃত হয়, দ্বিতীয় ধাপটি হইতে তৃতীয় ধাপটি অনুসৃত হয়, ইত্যাদি। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত এই ধাপগুলি উপরের মানক্রম ( order ) অনুসরণ করে।

কিন্তু বাস্তব জগতে কি এইরূপ ঘটে? আমরা কখনও কোন বাজারে এইরূপ মানক্রম ও ছন্দ ( sequence ) খুঁজিয়া পাই যাহার সাহায্যে আমরা দেখাইতে পারি যে ভোগ্যদ্রব্যের বাজারগুলিতে সোমবার দাম নির্ধারিত হয়, ভোক্তাগণ মঙ্গলবার তাহাদের পছন্দের মূল্যায়ন করে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বুধবার উৎপাদন-ব্যয়ের এবং বৃহস্পতিবার উপকরণসমূহের প্রান্তিক উৎপন্নের হিসাবনিকাশ করে? অবশ্যই নহে। বরঞ্চ সকল প্রক্রিয়াগুলি একই সংগে চলিতে থাকে। একমাত্র ইহাই নহে। এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি স্বাধীনভাবে পাশাপাশি চলিতে থাকে না। বস্তুত, উপরে বর্ণিত যোগান ও চাহিদা, উৎপাদন ব্যয় ও পছন্দ, উপকরণসমূহের উৎপাদনশীলতা এবং চাহিদার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি হইল একটি ব্যাপক, একযোগে পরস্পরনির্ভরশীল ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক মাত্র।

উদাহরণস্বরূপ, গমের যোগান রেখার পশ্চাতে যে শক্তিগুলি কার্য করে তাহারা হইল: উৎপাদন-ব্যয়ের আবরণ, উৎপাদন এবং উপকরণসমূহের দাম-নির্ধারক নানা বিষয়। বস্তুত, উপরের বর্ণিত সাতটি ধাপের মধ্যে যে কোন একটি ধাপ হইতে সুরু করিয়া তীর চিহ্নের সাহায্যে ইহার সহিত অন্যান্য প্রতিটি ধাপের সম্পর্ক দেখান যায়।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা উপরের সাতটি ধাপের মধ্যে সীমিত থাকে না। বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে বহুসংখ্যক যোগসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, গমের যোগান চাহিদা ( এর ফলে গমচাষে ব্যবহৃত হয় এরূপ জমির যোগান ও চাহিদা ) নির্ভর করে কেক, রুটি, কর্ণফেক্স ইত্যাদির চাহিদার উপর। যদি কেকের চাহিদা হ্রাস পায় গমের চাহিদা নিশ্চয়ই হ্রাস পাইবে। গমের যোগান বহুলাংশে উর্বর ও উৎপাদনশীল জমির যোগানের উপর নির্ভরশীল। ইহা ব্যতীত গমের চাহিদা আংশিকভাবে নির্ভর করে বিলাসদ্রব্যের চাহিদার উপর। যেমন প্রগতিশীল সমাজের সহিত তাল রাখিয়া চলিবার জন্য জনগণের মধ্যে যদি অধিক সংখ্যায় কম্পিউটর বা VCR ক্রয় করিবার প্রবণতা দেখা যায় তাহা হইলে গমের মত খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা সামান্য হ্রাস পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

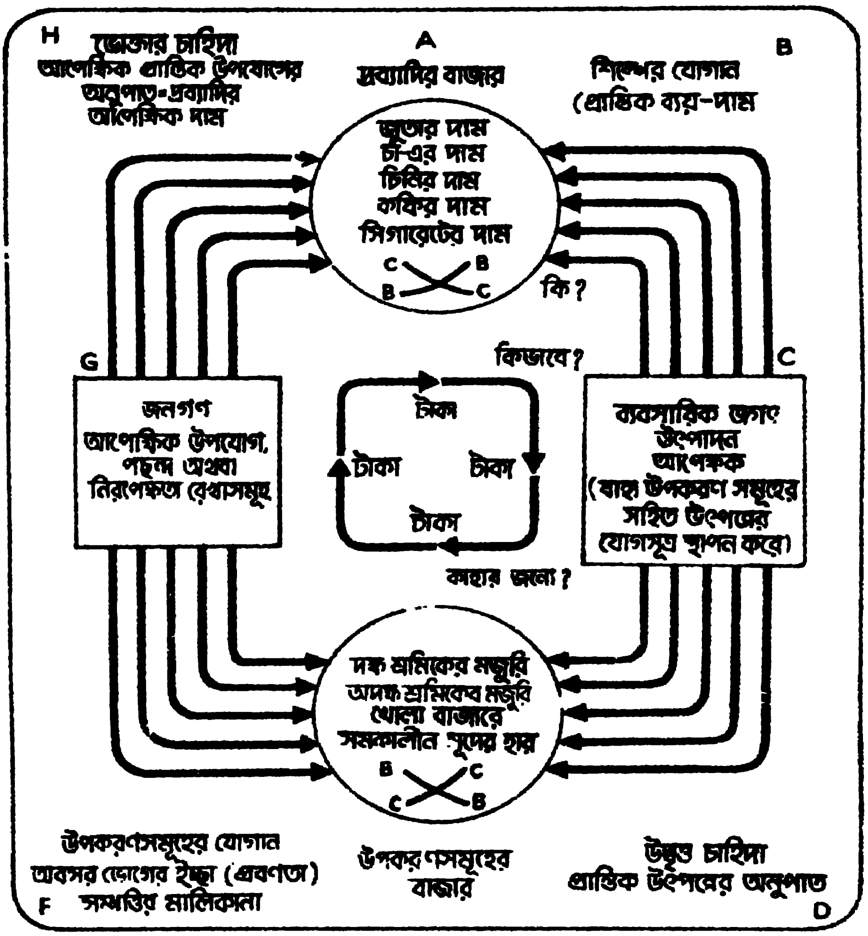
উপরন্তু, বহু সংখ্যক উপকরণ ও উৎপন্নের বাজার একে অপরের সহিত পরস্পরসম্পর্কিত। এই পরস্পরনির্ভরশীল ব্যবস্থাকে (interdependent system) সাধারণ ভারসাম্য বলিয়া বর্ণনা করা হয়। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই রেখাচিত্রের সহিত পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ের দুইটি রেখাচিত্রের ( ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠা ) যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত সপ্তম অধ্যায়ে জাতীয় আয়ের সহিত সম্পর্কিত চক্রাকার আয় প্রবাহকে বর্ণনা করিবার জন্য যে রেখাচিত্রটিকে ব্যবহার করা হইয়াছে ( ৮৬ পৃষ্ঠা ) তাহার সহিতও ইহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[১]

### ৩১.৫ একটি চক্রাকার প্রবাহ ( A Circular Flow )

আমরা এখন পর পৃষ্ঠার (৫০৭) রেখাচিত্রটির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি। ইহা দ্বারা অর্থের চক্রাকার প্রবাহ দেখান হইয়াছে। কিন্তু এখন আমরা একটি ব্যষ্টিবাচক ছবি ( microeconomic picture ) পরীক্ষা করিব। অর্থাৎ আমরা উপকরণসমূহের আয়ের বা চূড়ান্ত যোগফলের ( factor in-

---

১. জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ব্যাখ্যা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছিলাম কিভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হইতে পরিবারগোষ্ঠিতে এবং পরিবারগোষ্ঠি হইতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থ প্রবাহিত হয়। ৮৬ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে অর্থ-ব্যবস্থার সমষ্টিবাচক দিকগুলির একটি চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাকে অর্থ-ব্যবস্থার সমষ্টিবাচক ছবি ( micro-economic picture ) বলা যায়।




রেখাচিত্র ৩১.১ : মূল্য-ব্যবস্থা ও বাজার-ব্যবস্থার একটি চিত্র

comes or grand total ) লইয়া মোটেই আলোচনা করিব না। বরঞ্চ আমরা কার্মগুলির উপকরণ সমূহের উদ্ভূত চাহিদার কথা উল্লেখ করিব। অনুরূপভাবে আমরা মোট ভোগের কথা উল্লেখ করিব না। বরঞ্চ আমরা চা, কফি, গম, চাউল, ইত্যাদি প্রতিটি দ্রব্যের পৃথক পৃথক চাহিদা লইয়া আলোচনা করিব।

পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের উপরের অংশে দ্রব্যাদির বাজারের আচরণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই রেখাচিত্রে *HH* হইল ভোক্তাদের চাহিদা রেখা এবং *BB* হইল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা।

একটি দ্রব্যের চাহিদা উহার বাজার দাম ও প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে একটি দ্রব্যের যোগান উহার বাজার দাম এবং উহার প্রান্তিক ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। এই দুইটি রেখার ছেদবিন্দুতেই একটি দ্রব্যের ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। একটি দ্রব্যের ভারসাম্য দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগ এবং প্রান্তিক ব্যয় উভয়ের সহিত সমান হয়। প্রতিটি দ্রব্যের বাজারের জন্য এইরূপ একটি রেখাচিত্র অংকন করা যায়।

উপরের রেখাচিত্রের নিম্নাংশে উপকরণসমূহের বাজারের আচরণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রতিটি উপকরণের ক্ষেত্রে একটি চাহিদা রেখা এবং একটি যোগান রেখার সন্ধান পাওয়া যায়। উপরের রেখাচিত্রে *BB* হইল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপকরণের উদ্ভূত চাহিদা রেখা। অনুরূপভাবে *HH* হইল পরিবারগোষ্ঠীর উপকরণের যোগান রেখা। উপকরণসমূহের যোগান কিছুটা নির্ভর করে সম্পদের মালিকানার উপর এবং ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর। যেমন, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। উপকরণের যোগান আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) অবসর ভোগের ইচ্ছা ( leisure preference ) এবং (২) সময়পছন্দ ( time preference )—অর্থাৎ বর্তমান ভোগ বনাম ভবিষ্যৎ ভোগ। অপরদিকে একটি উপকরণের উদ্ভূত চাহিদা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—ইহার বাজার দাম ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন।

সুতরাং লক্ষ লক্ষ দাম ও উৎপন্নের পশ্চাতে একটি যুক্তিসম্মত সাধারণ কাঠামো ( a logical general structure ) দেখিতে পাওয়া যায়: (১) পরিবারগুলির দ্রব্যের চাহিদা ও উপকরণের যোগানের সহিত মুনাফা সর্বাধিকীকারী কার্মের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে উপকরণগুলি দ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া পরিবারগুলির নিকট বিক্রীত হয়।[১] ইহাই হইল সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের মূলকথা।

### ৩১.৬ প্রতিযোগিতামূলক সাধারণ ভারসাম্যের দক্ষতা ( Efficiency of a Competitive General Equilibrium )

সাধারণ ভারসাম্যের সপক্ষে বলা যায় যে ইহার সাহায্যে আমরা সমাজের তিন মৌল সমস্যার ( যে সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ) সমাধান করি। আংশিক ভারসাম্য তত্ত্বে তিনটি সমস্যার এক এক করিয়া সমাধান করা হয়। দ্রব্যসমূহের বাজারে প্রথম সমস্যাটি—অর্থাৎ কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে এবং কি পরিমাণে প্রস্তুত করা হইবে—সমাধান করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যাটির—অর্থাৎ কিভাবে প্রস্তুত করা হইবে এবং কাহার বা কাহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইবে—সমাধান করা হয় উপকরণসমূহের বাজারে। অপরদিকে সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব অনুসারে তিনটি সমস্যার একযোগে সমাধান করা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল: অর্থ-ব্যবস্থা কতটা দক্ষতার সহিত এই তিনটি মূল সমস্যার সমাধান করে? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কার্যকারিতার ফলে উপকরণসমূহের দক্ষ বন্টন সম্ভব হয়। ( অর্থাৎ, বাজারে একচেটিয়া কারবার অথবা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব দেখা দিলে ইহা সম্ভব হয় না। ) এ্যাডাম স্মিথই প্রথম এই বিষয়টির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং এই প্রসংগে অদৃষ্ট হস্তের ধারণাটিকে প্রবর্তন করেন। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ এই অদৃষ্ট হস্তের ধারণাটিকে আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে:

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অধীনে—যখন সকল দ্রব্যের বাজার দাম উহাদের প্রান্তিক ব্যয়ের এবং সকল উপকরণের বাজার দাম উহাদের প্রান্তিক উৎপন্নের অর্থমূল্যের সমান হয় এবং ভোগ বা উৎপাদনক্ষেত্রে কোন বহিরাগত ফলাফল দেখিতে পাওয়া যায় না ( অর্থাৎ, একজন ভোক্তার বা

একটি কার্যের আচরণ যখন অন্যান্য ভোক্তা বা কার্যের উপর কোন কুফল প্রদর্শন করে না ) তখন বাজার-ব্যবস্থা বা মূল্য-ব্যবস্থা বণ্টনসংক্রান্ত দক্ষতা ( allocative efficiency ) সৃষ্টি করে। এইরূপ অবস্থায় যখন প্রতিটি উৎপাদক স্বার্থপরের মত মুনাফা এবং প্রতিটি ভোক্তা স্বার্থপরের মত নিজের উপযোগ সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে তখন অর্থ-ব্যবস্থাকে সমগ্রভাবে দক্ষ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অবস্থায় কোন একজনের ক্ষতি না করিয়া অন্য একজনের অবস্থার উন্নতি ঘটান সম্ভব নহে।[১]

## ৩১.৭ সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের উপযোগ ( The Usefulness of General Equilibrium Theory )

সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদিত দ্রব্য ও উপকরণসমূহের দাম ও উৎপন্নের পরিমাণের পরস্পরনির্ভরশীলতা সম্পর্কে একটি সর্বাঙ্গীণ বা পূর্ণাংগ কাঠামো পেশ করে। কিভাবে সকল দ্রব্যাদি ও উপকরণসমূহের দাম একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হয় যে স্তরে উহারা একে অপরের সহিত আপোষ-সামঞ্জস্যপূর্ণ সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের মাধ্যমে তাহাই প্রতিফলিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বাজার দ্বারা পরিচালিত একটি অর্থ-ব্যবস্থায় ভারসাম্য দামসমূহের, উপকরণসমূহের, উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের এবং ভোক্তাদের ক্রয়ের পরিমাণের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পেটার্নের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে পরস্পরনির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায় সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বে তাহাই তুলিয়া ধরা হয়। আংশিক ভারসাম্য তত্ত্বে সাধারণত বিষয়টিকে অবজ্ঞা করা হয়। এই পরস্পরনির্ভরশীলতাকে অবজ্ঞা করার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি আমদানি শুল্ক ধার্য করিবার সময় কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট শিল্পের (যে শিল্পটি ইহা দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে) ক্ষেত্রে উৎপন্ন ও নিয়োগের উপর ইহার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। অন্যান্য শিল্পের উপরে ইহার ফল বা প্রভাব বিচারবিবেচনা হয় না। ইহার ফলে অন্যান্য শিল্পে রপ্তানি ও নিয়োগহ্রাসের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা হয়। কিন্তু সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে বিষয় দুইটি পরিস্ফুট করিবার প্রচেষ্টা করা হয় তাহা হইল এই যে (১) অর্থ-ব্যবস্থার যে কোন একটি অংশে কোন পরিবর্তন ঘটিলে অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য অংশেও ইহা ব্যাপক আকারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে এবং (২) দ্রব্যসমূহের দাম ও উপকরণসমূহের দাম হইল পরস্পর-নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, মজুরির পরিবর্তন ঘটিলে উৎপাদন-ব্যয়, দ্রব্যটির বাজার দাম ও উহাদের উৎপন্নের পরিমাণ পরিবর্তিত হইবে।

## সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ( Limitations of General Equilibrium Theory )

অবশ্য সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নহে। ইহার দুইটি সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ইহা হইল মূলত স্থির বা নিশ্চল ( static ) প্রকৃতির, কারণ কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত নির্দেশকের ( given determinants ) পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার একটি সর্বাঙ্গীণ ভারসাম্যের সংজ্ঞা প্রদান করে। যদিও ইহা কতকগুলি নির্দিষ্ট নির্দেশকের পরিবর্তনের ফলাফল লইয়া আলোচনা করে তাহা সত্ত্বেও বলা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ গতিধারাগুলিকে অধ্যয়ন করিবার পক্ষে ইহার মূল্য সীমিত সন্দেহ নাই। বস্তুত, ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন, উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন, উপকরণসমূহের যোগানের পরিবর্তন, প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের

১. "Under perfect competition with all goods prices equal to marginal costs, with all factor prices equal to the value of their marginal products with no spill-over or external effects—a, market mechanism does lead to *allocative efficiency*. In such a case, when each producer selfishly maximizes profits, and each consumer selfishly maximizes his or her own utility, the system as a whole is efficient in the sense that 'you can't make any one person better off without hurting some other person." Samuelson & Northaus

পরিবর্তন ( changes in competitive relationships ), ইত্যাদির ফলে সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের উপযোগিতা বেশ কিছুটা নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে ইদানিংকালে টাকাকড়ি ও অন্যান্য সম্পদের ভূমিকার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। বস্তুত, সাধারণ ভারসাম্য ব্যবস্থার নানাবিধ বিষয়ের পরিমাপের মাধ্যমেই এই ব্যবস্থার নানাবিধ সমীকরণকে আঙ্কিক মানের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব। ইহার জন্য অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের উপর নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের ন্যায় দেশগুলিতে ইহা একপ্রকার দুঃসাধ্য বলা চলে।

## পরিশিষ্ট

**উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ( Input-output Analysis )** : সাধারণ ভারসাম্যের প্রথম মডেলটি ১৮৭৩ সালে অধ্যাপক লিওন ওয়ালরাস প্রথম পেশ করেন। ইহার বহুকাল পরে সাধারণ ভারসাম্যের অপর একটি মডেল পেশ করেন অধ্যাপক লিওনটিয়েফ ( W. W. Leontief )। লিওনটিয়েফের মডেলটি উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণ নামে পরিচিত।

উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণ হইল একটি অর্থ-ব্যবস্থার কাঠামোগত পরস্পরনির্ভরশীলতা উদ্ঘাটন করিবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইবার জন্য সাধারণত এই ধরনের বিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এইরূপ বিশ্লেষণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা প্রবাহের হিসাবনিকাশের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রবাহের একটি মূল উপাদান হইল এক শিল্প হইতে অন্যান্য শিল্পে প্রবাহ। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। একটি শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য অন্যান্য শিল্পের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইস্পাত উৎপাদন করিতে হইলে প্রয়োজন হয় কয়লার। এই প্রবাহের বাকী অংশটি ভোক্তার গোষ্ঠীর নিকট ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে চলিয়া যায়। যে ক্ষেত্রটিতে ইহা চলিয়া যায় তাহাকে চূড়ান্ত চাহিদা ক্ষেত্র ( final demand sector ) বলা হয়। এখানে ভোক্তার গোষ্ঠী বলিতে শুধুমাত্র পরিবারকেই বুঝায় না, সরকারী ক্ষেত্র ও বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রও এই ভোক্তার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, গোডরেজ কোম্পানী দ্বারা উৎপাদিত টাইপ মেশিন শুধুমাত্র অন্যান্য কোম্পানী ক্রয় করে না, ডাক্তার ও উকিলগণও ক্রয় করেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ইহা ক্রয় করা হয়। পরিশেষে উৎপন্নের একাংশ বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি করা হয়। উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণের আর একটি অনুমান হইল এই যে শ্রম হইল উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ যাহা সকল শিল্পে ব্যবহৃত হয় যদিও ইহাকে সরাসরিভাবে ভোগ করা হয় না।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে একটি উপকরণ-উৎপন্ন সারণির ( an input-output table ) সাহায্যে দুইটি বিষয় দেখান হয়—(১) অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য সকল ক্ষেত্র হইতে একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ক্রয় এবং (২) একটি বিশেষ ক্ষেত্র হইতে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বিক্রয়। নিম্নে এরূপ একটি সহজ কাল্পনিক সারণি পেশ করা হইল :

সারণি ৩১.১ : একটি উপকরণ-উৎপন্ন সারণি

| বিক্রয় | X-খাত | Y-খাত | Z-খাত | চূড়ান্ত চাহিদা | মোট উৎপন্ন ( টাকার অংকে ) |
|---|---|---|---|---|---|
| X | ... | ৬০ | ৪০ | ১০০ | ২০০ |
| Y | ৪০ | ... | ১৬০ | ২৬০ | ৪০০ |
| Z | ৫০ | ১০০ | ... | ৫০ | ২০০ |
| শ্রম | ১১০ | ২৪০ | ৬০ | ... | ৪১০ |
| মোট উপকরণ | ২০০ | ৪০০ | ২০০ | ৪১০ | ১২১০ |

এখন আমরা যদি X-শিল্পের উৎপন্নের কথা বিবেচনা করি তাহা হইলে লক্ষ্য করি যে ইহার উৎপন্নের একাংশ ( ৬০ টাকার মত ) Y শিল্প এবং একাংশ ( ৪০ টাকার মত ) Z শিল্প উপকরণ হিসাবে ক্রয় করিয়াছে। বাকী অংশটি ( ১০০ টাকার মত উৎপন্ন ) ভোক্তাদের নিকট চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাবে প্রবাহিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে ২০০ টাকার মত দ্রব্য উৎপাদন করিতে গিয়া X শিল্প Y এবং Z শিল্প হইতে যথাক্রমে ৪০ টাকা এবং ৫০ টাকার মত উপকরণ ক্রয় করিয়াছে। ইহা ব্যতীত ইহা ১১০ টাকার মত শ্রম সেবা ( labour service ) ক্রয় করিয়াছে।[১]

উপরের সারণি হইতে আমরা অন্য একটি সারণি প্রস্তুত করিতে পারি। এই দ্বিতীয় সারণিটিতে উপরের সারণিটির উপকরণ সহগগুলিকে পেশ করা হইল :

সারণি ৩১.২ : উৎপন্নের ব্যবহারকারী

| | | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| উপকরণসমূহের উৎপাদন | X | ··· | ০.১৫ | ০.২০ |
| | Y | ০.২০ | ··· | ০.৫০ |
| | Z | ০.২৫ | ০.২৫ | ··· |
| | L | ০.৫৫ | ০.৬০ | ০.৩০ |

একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এক একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি হইতে কি কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় উপরের সারণিটির সাহায্যে তাহাই দেখান হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম স্তম্ভটির সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে X-শিল্প এক টাকার মত দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে Y-শিল্প হইতে ২০ পয়সার মত এবং Z-শিল্প হইতে ২৫ পয়সার মত উপকরণ ক্রয় করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত ৫৫ পয়সার শ্রমও ক্রয় করিতে হইবে।

উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণের যে যথেষ্ট ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটি সহজ উপকরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যায়। ধরা যাউক, X শিল্পজাত দ্রব্যের চূড়ান্ত চাহিদা ১০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২০ টাকা হইল ( অন্যান্য সকল চূড়ান্ত চাহিদা অপরিবর্তিত রহিল )। এক্ষেত্রে আমাদের দুইটি মূল অনুমান হইল এই যে (১) উপকরণ সহগগুলি অপরিবর্তিত থাকে এবং (২) দ্রব্যাদির দামগুলিও নির্দিষ্ট থাকে। এই দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে আমরা চূড়ান্ত চাহিদার পরিবর্তনের ফল বিশ্লেষণ করিতে পারি।

নিম্নে তিনটি একযোগ সমীকরণের ( simultaneous equations ) সমাধান প্রদান করা হইল। এখানে x, y এবং z হইল টাকার অংকে প্রকাশিত X, Y এবং Z শিল্পের উৎপন্নের পরিমাণ। ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের কাঠামোগত পরস্পরনির্ভরশীলতার জন্য তিনটি শিল্পের উৎপন্নের পরিমাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিবে :

$$X = ০.১৫\, y + ০.২\, z + ১২০ \quad \cdots(১)$$
$$Y = ০.২০\, z + ০.৫০\, z + ২৬০ \quad \cdots(২)$$
$$Z = ০.২৫\, x + ০.২৫\, y + ৫০ \quad \cdots(৩)$$

প্রথম সমীকরণটির সাহায্যে X শিল্পের উৎপন্নের চাহিদার গঠন ( composition ) দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, ইহার মোট উৎপন্নের কি অংশ Y শিল্পে এবং Z শিল্পে উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত

১. লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে ২০০ টাকার দ্রব্য উৎপাদন করিতে গিয়া X শিল্পটি ২০০ টাকার মতই উপকরণ ব্যবহার করিয়াছে। অর্থাৎ ইহার ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির ( value added ) পরিমাণ হইল শূন্য। এই প্রসঙ্গে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে ( সপ্তম অধ্যায়, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা )।

হয় এবং কি অংশ ভোক্তাদের নিকট চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাবে প্রবাহিত হয়। এই তিনটি সমীকরণের সমাধান করিলে আমরা পাই :

$X$=২২২ টাকা, $Y$=৪০৮ টাকা এবং $Z$=২০৮ টাকা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে $X$ শিল্পজাত দ্রব্যের চূড়ান্ত চাহিদার পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র এই শিল্পের মোট উৎপন্নের পরিবর্তন ঘটে নাই, অন্যান্য দুইটি শিল্পের মোট উৎপন্নেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং উদাহরণের সাহায্যে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ যে পরস্পরনির্ভরশীল তাহা সহজেই পরিস্ফুট হয়।

## সংক্ষিপ্তসার

১. ব্যষ্টিবাচক অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা সাধারণ আংশিক ভারসাম্য তত্ত্বের সাহায্যে করা হয়। ইহার সাহায্যে যে কোন একটি দ্রব্য বা উপকরণের বাজারে কিভাবে দাম নির্ধারিত হয় তাহা দেখান হয়।

২. যেহেতু অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ পরস্পরনির্ভরশীল সেহেতু আংশিক ভারসাম্য তত্ত্বের ব্যবহারিক উপযোগ সীমিত। এই কারণে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক লিওন ওয়ালরাস সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বটি পেশ করেন। ইহার সাহায্যে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার একটি পূর্ণাংগ কাঠামো পেশ করা হয়।

৩. সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল এই যে যেহেতু উপকরণসমূহের বাজার ও উৎপন্নের বাজার একে অপরের সহিত সম্পর্কযুক্ত সেহেতু উপকরণসমূহের ও উৎপাদিত দ্রব্যের দামগুলি একযোগে নির্ধারিত হয়। ইহা ব্যতীত অর্থ-ব্যবস্থার বিশেষ কোন অংশে সামান্য কোন পরিবর্তন ঘটিলে অন্যান্য অংশে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

৪. ইদানিংকালে অধ্যাপক লিওনটিয়েফ একটি নূতন মডেল পেশ করিয়াছেন। ইহা উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণ নামে পরিচিত। উপকরণ-উৎপন্ন হইল একটি অর্থ-ব্যবস্থার কাঠামোগত পরস্পরনির্ভরশীলতা উদ্ঘাটন করিবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইবার জন্য সাধারণত এই ধরনের বিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

## প্রশ্নাবলী

১. ওয়ালরাস কর্তৃক পরিস্ফুটিত সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণের উপর একটি টীকা রচনা কর। তত্ত্বটির বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে কি ?

২. অর্থ-ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন অংশ কি একযোগে ভারসাম্যে উপনীত হইতে পারে ?

৩. লিওনটিয়েফের উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণের উপর একটি টীকা লিখ।

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. J. F. Due and R. Clower : *Intermidiate Economics Analysis* ( Irwin, 5th edn., 1966 )
2. S. Mukherji : *Applied Economics* ( Book I, 1979, Central, Calcutta )
3. G. Russel : *Microeconomics* ( Wiley, 1979 )

# তৃতীয় খণ্ড

## সমষ্টিবাচক অর্থ-ব্যবস্থা

## ( The Macro Economic System )

## জাতীয় আয় নিয়োগ ও মূল্যস্তর

## ( The National Income Employment and the Price Level )

### পূর্বাভাষ

### ( Backdrop )

এ-পর্যন্ত আমরা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিভাবে দ্রব্যাদির ও উপকরণসমূহের দাম নির্ধারিত হয় তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। অর্থাৎ, আমরা মূলত ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এবং এই দুইটি বাজারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছি। এখন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা ( Macroeconomics ) লইয়া আলোচনা করিব। সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যা শব্দটি অধ্যাপক রেগনার ফ্রিস ১৯৩৪ প্রথম প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরই অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক জে. এম. কেইনসের বিশ্ববিখ্যাত ও যুগান্তকারী গ্রন্থ *'The General Theory of Employment, Interest and Money'*। ইহাই সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার উপর প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ।[১] আমাদের পুস্তকের এই অংশে আমরা কেইনসের তত্ত্ব লইয়াই মূলত আলোচনা করিব। যেরূপ ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় আমরা একজন ব্যক্তিবিশেষের বা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আচরণ বিশ্লেষণ করি সেরূপ সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় আমরা একটি অর্থ-ব্যবস্থার আচরণকে সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করি। অর্থাৎ, ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় আমরা একটি গাছ লইয়া গবেষণা করি কিন্তু সমষ্টিগত অর্থবিদ্যায় আমরা সমগ্র জঙ্গল লইয়া আলোচনা করি। সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় আমরা সাধারণত চারিটি মূল বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি: জাতীয় আয়, জাতীয় উৎপন্ন, মোট নিয়োগ এবং দ্রব্যমূল্যের সাধারণ স্তর। জাতীয় আয় লইয়াই সাধারণতঃ আলোচনা শুরু করা হয়, কারণ ইহা হইল সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা জাতীয় আয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি।

সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় শুধুমাত্র কয়েকটি তত্ত্বের অবতারণা করাই যথেষ্ট নয়। তত্ত্বগুলিকে লইয়া আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য হইল ইহাদের বাস্তব জগতে প্রয়োগ করা যায় কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা। সুতরাং সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলির আলোচনার পরই সরকারী নীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা লইয়া আলোচনা করিব; নতুবা আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে না। যে দুইটি মূল নীতি লইয়া আমরা আলোচনা করিব তাহা হইল (১) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ-

১. স্মরণ করা যাইতে পারে যে ব্যষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার উপর প্রকাশিত প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ হইল অধ্যাপক এ. মার্শালের *'The Principle of Economics'* যাহা ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

সংক্রান্ত নীতি এবং (২) কেন্দ্রীয় সরকারের ফিস্‌ক্যাল নীতি। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ আর্থিক নীতির উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কিন্তু কেইনস প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ সরকারী আয়-ব্যয় নীতির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

পুস্তকের এই অংশে আমাদের উদ্দেশ্য হইল দ্বিবিধ : (১) আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল এমন একটি সমষ্টিবাচক মডেল প্রস্তুত করা যাহা দ্রব্যাদির বাজার ও টাকাকড়ির বাজারকে একত্রিত করিবে। (২) আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল একটু ভিন্ন ধরনের। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব সরকারী নীতির প্রয়োগ করিয়া কিভাবে অর্থ-ব্যবস্থার সমষ্টিবাচক উদ্দেশ্যগুলিকে (যেমন পূর্ণনিয়োগ ও দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা) সফল করা যায় অথবা এই লক্ষ্যগুলিতে উপনীত হওয়া যায়।

**সমষ্টিবাচক মডেলসমূহ ( Micro Models )**

একটি সমষ্টিবাচক অর্থনৈতিক মডেল বলিতে আমরা এমন একটি মডেলকেই বুঝি যাহা অর্থ-ব্যবস্থার আচরণকে সামগ্রিকভাবে তুলিয়া ধরে। এক্ষেত্রে আমরা একটি সমষ্টিবাচক মডেল তৈয়ার করিব যাহার মূল উপাদানগুলি হইতেছে যথাক্রমে জাতীয় আয়, মোট বিনিয়োগ, মোট ভোগ, মোট সরকারী ব্যয় এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক চলের সমষ্টিগুলি ( other economic aggregates )।

এই সমষ্টিবাচক অর্থনৈতিক মডেলটিকে আমরা ব্যবহার করিয়া কয়েকটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করিব। প্রথমত, আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি বৃহৎ অর্থ-ব্যবস্থা কিভাবে আচরণ করিয়া থাকে। ইহার পর আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব আয় ও নিয়োগের স্তর, দ্রব্যমূল্যের স্তর এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার দিক দিয়া নিয়োগের স্তর এবং নিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে বেকারত্বের সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে অপচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি একটি দেশের সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিগণকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থা সর্বদা পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় বিরাজ করিত এবং দেশের মোট উৎপন্ন সর্বাধিক হইত। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিত এবং ইহা অবশ্যই জীবনযাত্রার মানে প্রতিফলিত হইত। কিন্তু আধুনিককালে কোন দেশের পক্ষেই ইহার সকল উপকরণকে পূর্ণভাবে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। ফলে এক অপচয়মূলক উৎপাদন ফাঁকের ( wasteful production gap ) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, আসল উৎপাদনের পরিমাণ সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। ইহা সমাজের দিক দিয়া মোটেই কাম্য নহে, কারণ ইহার অর্থ হইল দেশের জনসাধারণের নানাবিধ অভাব মিটাইবার সুযোগকে নষ্ট করা।

যদিও আজ আমরা সকলেই স্বীকার করি যে মোট আয় ও নিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ১৯৩০-৪০ দশকে বিষয়টির উপর মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ তখন পর্যন্ত অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদগণের ধারণাই ক্লাসিকাল নিয়োগতত্ত্বের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে একটি অর্থ-ব্যবস্থা দ্রব্যমূল্য এবং মজুরির প্রয়োজনমত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া সর্বদাই আপনা হইতে পূর্ণনিয়োগের স্তরে উপনীত হইবে। সুতরাং বেকার সমস্যা লইয়া চিন্তা করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। এই সমস্যা যদি কখনও সৃষ্টি হয় তবে তাহা হইবে একান্তই স্বল্পকালীন। মজুরির পরিবর্তনের মাধ্যমে ইহা আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে। এই ক্লাসিকাল তত্ত্ব লইয়া পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। তত্ত্বগত দিক দিয়া বেকার সমস্যার অনস্তিত্ব প্রমাণ করাই ছিল ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মূল উদ্দেশ্য। তাঁহারা অবশ্য উল্লেখ করিয়াছিলেন যে বাস্তবে যদি বেকার সমস্যা দেখা দেয় তবে তাহা হইবে ক্ষণস্থায়ী।

১৯২৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত কেহ এই তত্ত্বটিকে নাড়া দিতে বা ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে সাহস পান নাই। কারণ তখন পর্যন্ত দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বেকার সমস্যা দেখা দেয় নাই। কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে সুরু হয়

অর্থনৈতিক মন্দা। ইহার ফলে সর্বাপেক্ষা উন্নতশীল দেশগুলি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে সমস্যাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করে তাহা হইল বেকারত্বের সমস্যা।

বেকার সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পর হইতেই ক্লাসিকাল তত্ত্বের উপর সকলের আস্থা ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। এই বেকার সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে একটি বিকল্প তত্ত্বের। ঠিক এই অবস্থায় অধ্যাপক কেইনস্ ক্লাসিকাল তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে একটি বিকল্প তত্ত্বের অবতারণা করেন। এবং এ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সকলেই কেইনসের তত্ত্বকে মানিয়া লইয়াছেন। বস্তুত, আধুনিক আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব বলিতে আমরা কেইনসের তত্ত্বকেই বুঝি।

কেইনসের মডেল শুধুমাত্র আয় ও নিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি ব্যাখ্যা করিতেই সহায়তা করে না। অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি সমষ্টিগত সমস্যার বিশ্লেষণ এই মডেলটি দিয়াই সুরু করা হয়। যেমন কি কি কারণে সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় এই মডেলটির সাহায্যে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কেইনসের তত্ত্বের মূল উপাদানগুলি লইয়া আলোচনা করিব: ইহার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা কেইনসের তত্ত্ব ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহারিক উপযোগিতা লইয়া আলোচনা করিব।

**সমষ্টিবাচক অর্থনৈতিক নীতি ( Macro-economic Policy )**

পুস্তকের এই খণ্ডে আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল সমষ্টিবাচক অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ ( objectives ) এবং এইগুলিকে সফল করিবার যে সকল হাতিয়ারের ( instruments ) ব্যবহার করা হয় তাহাদের লইয়া আলোচনা করা। আজিকার দিনে অধিকাংশ সরকার স্বীকার করে যে কোন অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্পাদনের উন্নতিসাধন করিবার ক্ষেত্রে তাহাদের যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু একটি অর্থ-ব্যবস্থার কার্যবলী সম্পাদনের ( performance ) এবং সার্থকতার পরিমাপ করিবার নানাবিধ উপায় আছে এবং বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুতরাং সরকারের সমষ্টিবাচক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলির তালিকা যে অতি দীর্ঘ হইবে এ· সকল সরকারের উদ্দেশ্যসমূহ যে এক হইবে না তাহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই।

সরকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যষ্টিবাচক অর্থনৈতিক সাধারণ লক্ষ্যগুলির একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হইল :

**(১) পূর্ণনিয়োগ ( Full employment ):** পূর্ণনিয়োগ যে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার কারণ বেকারত্বের অর্থ হইল দেশের সম্ভাব্য উৎপন্নের অপচয়। ইহা ছাড়া ইহার অর্থ হইল বেকার জনগণের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস এবং তাহাদের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি।

**(২) দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা ( The maintenance of price stability ):** ইহার অর্থ হইল অর্থ-ব্যবস্থাকে সর্বদা মুদ্রাস্ফীতি ( inflatic ) ও মুদ্রাসংকোচের ( deflation ) হাত হইতে রক্ষা করা। ইহাদের অস্তিত্ব অর্থ-ব্যবস্থায় সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে মুদ্রাস্ফীতির ফলে স্থির আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহা অর্থনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বিশেষত সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে নষ্ট করে এবং বিশ্বের বাজারে দেশের প্রতিযোগিতামূলক শক্তিকে হ্রাস করে।

**(৩) দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ( Rapid economic growth ):** একটি সবল অর্থ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হইল দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হওয়া। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অর্থ হইল জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি যাহা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিফলিত হয়। একটি

সবল অর্থ-ব্যবস্থায় দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কলাকৌশলের ক্রমাগত উন্নতি ঘটিতে থাকে এবং শ্রমের যোগান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে মোট উৎপন্ন বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। নতুবা দেশে বেকার সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে।

**(৪) লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় রাখা ( The maintenace of balance-of-payments equilibrium ) :** অর্থ-ব্যবস্থার সুস্বাস্থ্যের জন্য শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সুষমতা (internal balance) বজায় রাখা অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা এবং পূর্ণনিয়োগ অবস্থার সৃষ্টি করাই যথেষ্ট নহে। ইহার জন্য বাহ্যিক সুষমতা ( external balance ) বজায় রাখাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাহ্যিক সুষমতা বলিতে লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় রাখাকেই বুঝায়। লেনদেন-উদ্বৃত্তে ঘাটতি দেখা দিলে টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার হ্রাস করিতে হইবে অথবা আমদানি, রপ্তানি ও মূলধন গমনাগমনকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। ইহার ফলে বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং মূলধনের আন্তর্জাতিক প্রবাহ বা গমনাগমন ব্যাহত হইবে। পরিশেষে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই ক্ষুণ্ণ হইবে না, প্রতি দেশের নাগরিকদের প্রকৃত আয় ও জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাইবে।

**টিন্‌বারজেনের সূত্র :** প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক জ্যান্ টিন্‌বারজেনের মতে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে কতকগুলি যন্ত্রের—যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণনিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজেটসংক্রান্ত যন্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন। একটি যন্ত্র দ্বারা মাত্র একটি উদ্দেশ্যই সফল করা সম্ভব। সুতরাং সরকারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি সফল করিবার জন্য সমসংখ্যক যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন। ইহাই টিন্‌বারজেনের সূত্র বলিয়া পরিচিত।

**পরবর্তী অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্তসার ( A summary of what is to come )**

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা জাতীয় আয়ের অর্থ এবং ইহা কিভাবে পরিমিত হয় তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা জাতীয় আয়ের মূল উপাদানগুলি—যেমন ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ—লইয়া পৃথকভাবে আলোচনা করিব। ইহার পর এই ধারণাগুলি প্রয়োগ করিয়া জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারণ করিব। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি লইয়া আলোচনা করা হইবে এবং এই প্রসংগে উহার কারণসমূহও অনুসন্ধান করা হইবে। ইহার পরবর্তী স্তরে অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়া আলোচনা করা হইবে। এই প্রসংগেই ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক ঋণসৃজন, মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচ, টাকাকড়ির পরিমাণ তত্ত্ব এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ-সংক্রান্ত নীতি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। এই স্তরে আমরা অর্থসংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও আয় বিশ্লেষণের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিব। পরিশেষে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব কিভাবে সরকার ফিসক্যাল নীতির সাহায্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করে—অর্থাৎ একযোগে মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব বজায় রাখা ও পূর্ণনিয়োগের অবস্থা সৃষ্টি করা হয়।

# ৩২ আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব
## ( Income and Employment Theory )

*"The behaviour of each individual firm in deciding its daily output will be determined by its short-term expectations. It is upon these various expectations that the amount of employment which the firms offer will depend."* J. M. Keynes

### ৩২.১ সূচনা ( Introduction )

এই অধ্যায়ে আমরা জাতীয় আয় ও নিয়োগের স্তর কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা লইয়া আলোচনা করা হইবে। প্রথমে ক্ল্যাসিক্যাল নিয়োগ তত্ত্বটি লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা শুরু করা হইবে। ইহার পর কেইনসের তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিব। পরবর্তী স্তরে গুণক ও গতিবৃদ্ধি তত্ত্বের আলোচনা করা হইবে।

### ৩২.২ ক্ল্যাসিক্যাল নিয়োগ তত্ত্ব ( The Classical Theory of Employment )

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যার মূল বক্তব্য হইল এই যে যদি মজুরি ও বাজার দাম উভয়ই নমনীয় ( flexible ) হয় তাহা হইলে প্রতিযোগিতামূলক বাজার দ্বারা পরিচালিত একটি অর্থ-ব্যবস্থা সর্বদাই পূর্ণনিয়োগের স্তরে বিচরণ করিবে।[১] অর্থাৎ, অর্থনৈতিক শক্তিগুলি ( economic forces ) এরূপভাবে কার্য করিবে যে শ্রমের চাহিদা সর্বদাই ইহার যোগানের সহিত সমান হয়।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে জাতীয় আয় ও নিয়োগের ভারসাম্য স্তর মূলত শ্রমের বাজারে নির্ধারিত হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। শ্রমের চাহিদা রেখা দ্বারা প্রকৃত মজুরি ( যাহা একটি প্রতিযোগিতা-মূলক অর্থ-ব্যবস্থায় সর্বদাই শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের সহিত সমান হয় ) এবং উৎপাদকের শ্রমের চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক দেখান হয়। এই সম্পর্কটি হইল পরোক্ষ বা বিপরীতমুখী—অর্থাৎ, প্রকৃত মজুরি যতই কম হইবে, শিল্পের মালিকগণ ততই অধিক শ্রম নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন। অপরদিকে আবার শ্রমের যোগান রেখা প্রকৃত মজুরি ও পরিবারগোষ্ঠীর শ্রমের যোগানের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। এই সম্পর্কটি অবশ্য প্রত্যক্ষ—অর্থাৎ, প্রকৃত মজুরি যতই উচ্চ হইবে, শ্রমের যোগান ততই বৃদ্ধি পাইবে।

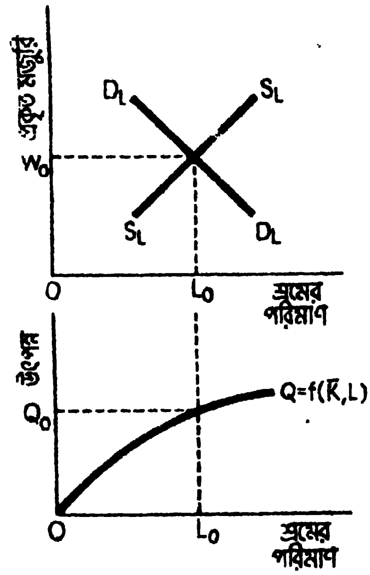
ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটিকে পর পৃষ্ঠার ( ৫১৭ ) রেখাচিত্রটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। রেখাচিত্রের (ক) অংশে শ্রমের বাজারের সামগ্রিক ভারসাম্য দেখান হইয়াছে। প্রকৃত মজুরি $OW_1$ হইলে শ্রমের মোট চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয়। নিয়োগের এই $OL_1$ স্তরই হইল ইহার ভারসাম্য স্তর। (খ) রেখাচিত্রে শ্রমের নিয়োগের সহিত উৎপন্নের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, শ্রম-নিয়োগের বিভিন্ন স্তরে উৎপন্নের পরিমাণ কি হইবে তাহা দেখান হইয়াছে। এখানে $Q=f(\bar{K},L)$ রেখাটি হইল স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক। স্বল্পকালে শ্রম হইল একমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণ এবং মূলধন হইল স্থির উপকরণ। সেই কারণেই এই অপেক্ষকটিতে মূলধনকে $\bar{K}$ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। মূলধনের পরিমাণ যে স্বল্পকালে স্থির থাকে $K$-এর উপর অবস্থিত দণ্ড চিহ্নটি তাহারই নির্দেশক।

যখন শ্রমের $OL_1$ একক নিয়োগ করা হয় তখন মোট উৎপন্নের পরিমাণ হইবে $OQ_1$। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ নিয়োগের এই ভারসাম্য স্তরকেই পূর্ণনিয়োগের স্তর ( full employment level ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, প্রকৃত মজুরি $OW_1$ হইলে

১. "A basic result of classical economics was that, given flexible wages and prices, a competitive market economy would always operate at full employment."

P. Hardwick and Others

অর্থ-ব্যবস্থায় কোন নিয়োগহীনতা সৃষ্টি হইবে না। যে সামান্য নিয়োগহীনতা পরিলক্ষিত হইবে তাহাকে স্বেচ্ছাকৃত বেকারত্ব ( voluntary unemployment ) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য ভারসাম্য স্তরে যে বেকারত্ব পরিলক্ষিত হয় তাহার অন্য কারণও আছে। যেমন শ্রমিক সংঘগুলি যদি কৃত্রিমভাবে—অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করিয়া মজুরি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় অথবা যদি মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংঘের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উৎপাদন ও নিয়োগ হ্রাস পাইবে।




রেখাচিত্র ৩২.১ : শ্রমের বাজার এবং স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক

ধরা যাউক মজুরির হার হইল পরিবর্তনশীল এবং অর্থ-ব্যবস্থা হইল যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিযোগিতামূখী ( competitive ) ইহার ফলে শ্রমের বাজারে সর্বদাই ভারসাম্য অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে। এই অনুমানের ভিত্তিতে আমরা কি সর্বদা নিশ্চিত থাকিতে পারি যে অর্থ-ব্যবস্থার মোট চাহিদা সর্বদাই মোট উৎপাদিত দ্রব্যকে ($OQ$) গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে? ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে উৎপাদন কার্যকলাপের মাধ্যমে উপকরণগুলির যে আয় সৃষ্টি হইবে তাহা অর্থ-ব্যবস্থার পূর্ণ-নিয়োগের স্তরে যে পরিমাণ দ্রব্যই উৎপাদিত হউক না কেন তাহার উপর ব্যয়িত হইবার পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদনসংক্রান্ত কার্যকলাপের ফলে যে আয় সৃষ্টি হইবে তাহা উৎপাদিত দ্রব্যগুলি ক্রয় করার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।[১] অন্যভাবে বলিলে, দ্রব্যসমূহ ও সেবার যোগান আপনা হইতেই ইহাদের চাহিদার সৃষ্টি করিবে। সুতরাং অর্থ-ব্যবস্থায় কখনই অত্যুৎপাদন ( overproduction ) বা অত্যল্প ভোগ ( underconsumption ) সংক্রান্ত সমস্যা দেখা যাইবে না। ইহাই হইল বাজার সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদ জে. বি. সে-এর প্রসিদ্ধ সূত্র ( Say's Law of Markets )।

## ৩২.৩ বাজার সম্পর্কে সে-এর সূত্র ( Say's Law of Markets )

সে-এর সূত্রটি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। সে-এর সূত্রটি হইল একটি অতি সহজ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মূল কথা হইল যোগান আপনা হইতে চাহিদার সৃষ্টি করে ( supply creates its own demand )। অর্থাৎ, উৎপাদনসংক্রান্ত কার্যকলাপ আপনা হইতেই যে আয়ের পরিমাণ সৃষ্টি করে তাহা দ্রব্যাদি ও সেবার বাজার মূল্যের সমান। অর্থাৎ, যাহাই উৎপাদিত হইবে তাহাই বিক্রীত হইবে। অন্যভাবে বলা যায় যে যখনই কোন দ্রব্য উৎপাদিত হয় তখন আপনা হইতেই আয় সৃষ্টি হয় এবং উপার্জিত এই অর্থ দ্রব্যটি ক্রয় করার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সহজ অর্থ-ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যায়। এই অর্থ-ব্যবস্থায়

১. "Whatever the full employment level of output, the income created in producing it will necessarily lead to spending which will be just sufficient to purchase the goods produced."
P. Hardwick and Others

টাকাকড়ির প্রচলন নাই বলিয়া সরাসরি দ্রব্যাদি বিনিময় করা হয়। এই অর্থ-ব্যবস্থায় একজন কৃষক গম চাষ করিয়া বাজারে যোগান দেয় এবং পরিবর্তে জুতা, জামা ও অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে কৃষকটির গমের যোগানের অর্থ হইল তাহার অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা। এই যুক্তিটি অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য সকল উৎপাদক ও উৎপন্নের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, একজনের গমের (ও অন্যান্য দ্রব্যের) চাহিদা হইল অন্য একজনের গমের (ও অন্যান্য দ্রব্যের) যোগান। এক্ষেত্রে 'যোগান' ও 'চাহিদার' মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। বস্তুত, অর্থ-ব্যবস্থার চক্রাকার প্রবাহসংক্রান্ত মডেল ও জাতীয় আয়ের পরিমাণসংক্রান্ত মডেলে এই ধরনের সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মোট উৎপন্নের যে কোন স্তরে যে আয় সৃষ্টি হয় তাহা যখন ব্যয়িত হয় তখন সমপরিমাণ চাহিদার সৃষ্টি হয়।[১]

সে-র সূত্র শুধুমাত্র সরাসরি দ্রব্য বিনিময়কারী অর্থ-ব্যবস্থাতেই কার্যকরী হয় না ইহা আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থায়ও—যেখানে টাকাকড়িকে বিনিময়ের মাধ্যম ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার করা হয়—সমভাবে প্রযোজ্য। এখানে একজনের নিকট টাকাকড়ির যোগান অতিরিক্ত হওয়ার অর্থ হইল তাহার ক্ষেত্রে দ্রব্যের অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থাকে ভারসাম্যে উপনীত হইতে হইলে এই সকল অতিরিক্ত চাহিদা অপেক্ষকগুলির যোগফলকে সর্বদা শূন্য হইতে হইবে। যদি দেশের উৎপন্ন দ্রব্যগুলির গঠন ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দসই হয় তাহা হইলে প্রতিটি বাজারই ভারসাম্যে উপনীত হইবে। অর্থাৎ, কোন বাজারেই অতিরিক্ত চাহিদা বা অতিরিক্ত যোগান সৃষ্টি হইবে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর পক্ষে যা করণীয় তাহা হইল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা। বিক্রয় লইয়া তাহাদের চিন্তা করিতে হইবে না। দ্রব্যের যোগান আপনা হইতেই চাহিদার সৃষ্টি করিবে। ভোগের পরিমাণ সর্বদা পর্যাপ্ত হইবে বলিয়া যাহাই উৎপাদিত হইবে আপনা হইতেই তাহা বিক্রীত হইবে।

### ৩২.৪ সঞ্চয় বিনিয়োগ ও সুদের হার ( Saving Investment and the Rate of Interest )

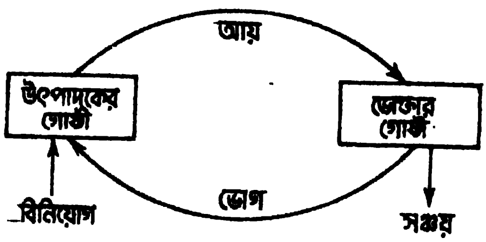
অবশ্য সে-এর সূত্রে একটি বড় বিষয়কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যদি অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তিগণ আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করেন তাহা হইলে মোট ভোগ-ব্যয় মোট উৎপন্ন অপেক্ষা কম হইবে এবং এক্ষেত্রে যোগান আর আপনা হইতে চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ফলে অর্থ-ব্যবস্থায় কতকগুলি অকাম্য বিষয় পরিলক্ষিত হইবে—যেমন অবিক্রীত দ্রব্য, দ্রব্যসমূহের হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস এবং আয় ও নিয়োগ হ্রাস।

অবশ্য ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ এই সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে সঞ্চয় কখনই মোট চাহিদার ঘাটতি করিবে না, কারণ প্রতিটি টাকা সঞ্চিত হওয়ার অর্থ হইল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা বিনিয়োজিত হওয়া। সুতরাং সঞ্চয়ের বা ভোগ ঘাটতির ফলে জাতীয় আয়ে যে ছিদ্র সৃষ্টি হইবে বিনিয়োগ তাহাকে সম্পূর্ণভাবেই পূরণ করিবে। বস্তুত, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র ভোক্তাদের চাহিদা মিটাইবার জন্য ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে না। ইহারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মিটাইবার জন্য মূলধন (বা বিনিয়োগ) দ্রব্যও প্রস্তুত করে। দেশের মোট উৎপন্নের একটি বৃহৎ উপাদান হইল যে এই মূলধন দ্রব্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যভাবে বলিতে গেলে ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ব্যয়ের ফলে দেশের মোট ব্যয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহা সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট ঘাটতিকে পূরণ করিবে বলিয়া অনুমান করা হয়। সুতরাং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যদি একযোগে সমপরিমাণ সঞ্চয় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে সে-র সূত্র কার্যকরী হইবে এবং জাতীয় আয় বা নিয়োগের স্তর অপরিবর্তিত থাকিবে।

সে-এর সূত্রকে বুঝাইবার জন্য পর পৃষ্ঠার (৩২০) রেখাচিত্রটিকে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহের একটি সহজ চিত্র মাত্র। এই অর্থ-ব্যবস্থায় মাত্র দুইটি ক্ষেত্র আছে—

১. "The income generated from the production of any level of total output would, when pent, be just sufficient to provide a matching demand." C. R. McConnell

পরিবার গোষ্ঠী এবং বেসরকারী শিল্প গোষ্ঠী। পরিবার গোষ্ঠীর আয় হইল অর্থ-ব্যবস্থায় যে দ্রব্যাদি ও সেবা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার অর্থমূল্যের সমান। এই আয়ের একটি অংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় এবং বাকী অংশটি সঞ্চিত হয়। সুতরাং ভোগ্য-ব্যয় মোট জাতীয় উৎপন্ন অপেক্ষা কতটা কম হয় তাহা সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই সঞ্চয়ই মূলধন গঠনের কার্যে নিয়োজিত হয় এবং আপনা হইতেই মূলধন বা বিনিয়োগ দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগ ও সঞ্চয় একে অপরের সমান হয়, মোট চাহিদা (অর্থাৎ, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফল) সর্বদাই মোট উৎপন্নের বাজার দামের সহিত সমতা বজায় রাখিয়া চলে।

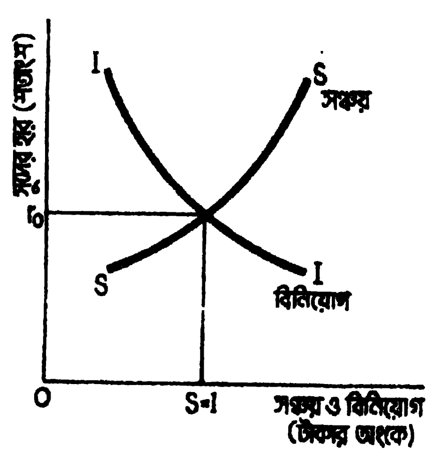



রেখাচিত্র ৩২.২ : সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সুতরাং একটি অর্থ-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যয়ের স্তর সৃষ্টি করিতে ও বজায় রাখিতে পারিবে কিনা তাহা নির্ভর করে ঐ অর্থ-ব্যবস্থায় পূর্ণনিয়োগের উৎপন্নের স্তর ও আয় সৃষ্টি হইবে কিনা তাহার উপর। ইহা আবার নির্ভর করে ব্যবসায় গোষ্ঠী যৌথভাবে যে অর্থ বিনিয়োগ করিবে তাহা পরিবার গোষ্ঠী যে অর্থ যৌথভাবে সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক উহা দ্বারা সৃষ্ট ঘাটতি পূরণ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা তাহার উপর।

**টাকাকড়ির বাজার ( The Money Market )**

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ধরনের বাজারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইল টাকাকড়ির বা অর্থের বাজার। এই বাজারই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করে এবং পূর্ণনিয়োগের অবস্থা নিশ্চিত করে। তাঁহাদের মতে সুদের হার ( অর্থাৎ অর্থ ঋণ করিবার জন্য যে দাম দিতে হয় ) মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। মূলধনের চাহিদাকে বিনিয়োগ বলিয়া এবং মূলধনের যোগানকে সঞ্চয় বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং যে কোন দ্রব্যের বাজার দামের মতই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সুদের হার আপনা হইতেই নির্ধারিত হইয়া যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে সুদের ভারসাম্য হার ( the equilibrium rate of interest) হইল তাহাই যাহা মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে কোন অসমতা দেখা দিলে তাহা সুদের হার পরিবর্তন দ্বারা আপনা হইতে দূরীভূত হয়। যদি সঞ্চয়-বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সুদের হার হ্রাস পায়। ইহার ফলে আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না দুইটির মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয় ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। ৩২.৩ রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ৩২.৩ : সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য

### ৩২.৫ দামের নমনীয়তা ( Price Flexibility )

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ যুক্তি দ্বারা আরও একটি বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার প্রচেষ্টা করেন। তাঁহাদের মতে উৎপাদকগণ যে পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিতে সক্ষম হন তাহা শুধুমাত্র মোট চাহিদার ( aggregate demand ) স্তরের উপরই নির্ভর করে না উহা সাধারণ মূল্যস্তরের উপরও সমভাবে নির্ভরশীল। সেই কারণে যদি সুদের হার পর্যাপ্তভাবে হ্রাস না পায় এবং ইহা পরিবারের ঈপ্সিত সঞ্চয়ের সহিত বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ঈপ্সিত বিনিয়োগের সমতা সৃষ্টি না করিতে পারে তাহা হইলে ইহার ফল হিসাবে যে মোট ব্যয় হ্রাস পাইবে তাহা কোন সমস্যার সৃষ্টি করিবে না। কারণ, মূল্যস্তরের সমানুপাতিক হ্রাসের ফলে মোট ব্যয়ের হ্রাসের ফল নিরপেক্ষ হইবে। অর্থাৎ, মোট ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থ-ব্যবস্থার উপর যে চাপ সৃষ্টি হইবে তাহাকে প্রতিরোধ বা ব্যর্থ করিবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০ টাকা দিয়া ৫০ টাকা দামের দুইটি জামা কেনা যায় তাহা হইলে জামার দাম হ্রাস পাইলে ৫০ টাকা দিয়া ২৫ টাকা দামের সেই দুইটি জামাই কেনা যাইবে। সুতরাং যদি পরিবারগোষ্ঠী কোন রকমে সঞ্চয়ের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি করে যে উহা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে ইহার ফল হিসাবে মোট ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিন্তু এই ব্যয় হ্রাস কোন সমস্যার সৃষ্টি করিবে না। অর্থাৎ, ইহার ফলে প্রকৃত উৎপাদন বা উৎপন্নের পরিমাণ, প্রকৃত আয় এবং নিয়োগের স্তর হ্রাস পাইবে না, কারণ দ্রব্যাদির বাজার দামও মোট ব্যয়ের সহিত তাল রাখিয়া সমানুপাতিক হারে হ্রাস পাইবে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মত অনুসারে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্যের নমনীয়তা দেখা দিবে। দ্রব্যাদির বাজারে যদি মোট চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলে উৎপাদকগণ দ্রব্যমূল্যের দাম কমাইতে বাধ্য হইবে। নতুবা বাজারে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের ফল হইল দ্রব্যমূল্য হ্রাস। ইহা টাকাকড়ির মূল্য বা অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে এবং যাঁহারা মোটেই সঞ্চয় করেন না তাঁহারা বাজারে একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া সঠিক পরিমাণ দ্রব্যাদি ও সেবা অর্জন করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সঞ্চয়ের ফলে কেবলমাত্র দ্রব্যাদির দামই হ্রাস পাইবে, উৎপন্ন ও নিয়োগের স্তর নহে।

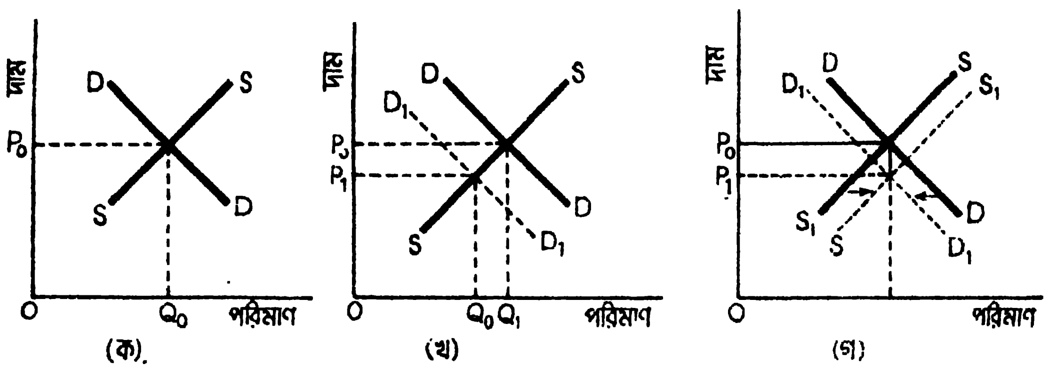
### ৩২.৬ মজুরির নমনীয়তা ( Wage Flexibility )

উপরে বর্ণিত বিষয়টি ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের মূল কথা নহে। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে দ্রব্যমূল্যের সহিত উপকরণের মূল্যের এক দৃঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। যদি দ্রব্যাদির বাজার মূল্য হ্রাস পায় তাহা হইলে দ্রব্যাদির উৎপাদন হ্রাস পাইবে। ফলে উপকরণের—বিশেষত, শ্রমের—চাহিদা ও বাজার দাম ( মজুরি ) হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ দ্রব্যাদির বাজার দাম হ্রাস পাইলে মজুরিকেও পর্যাপ্তভাবে হ্রাস পাইতে হইবে যাহাতে ব্যবসায়ীগোষ্ঠী কম দামে দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়াও মুনাফা অর্জন করিতে পারেন। সুতরাং ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মতানুসারে দ্রব্যাদির চাহিদা সামান্য হ্রাস পাইলে ইহা আপনা হইতেই শ্রমের ও অন্যান্য উপকরণের চাহিদা হ্রাস করিবে। ইহার ফলে শ্রমের বাজারে অতিরিক্ত যোগান—অর্থাৎ বর্তমান মজুরির স্তরে বেকারত্বের—সৃষ্টি করিবে। সুতরাং অন্যান্য দ্রব্যাদির দামের মত শ্রমের বাজার দাম বা মজুরিও হ্রাস পাইবে। সুতরাং যে সকল উৎপাদক পূর্ববর্তী মজুরির স্তরে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগে অনিচ্ছুক ছিলেন তাঁহারা মজুরি হ্রাসের ফলে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা এখন লাভজনক মনে করিবেন। এই প্রক্রিয়া ক্রমশই চলিতে থাকিবে এবং ইহা তখনই বন্ধ হইবে যখন মজুরি হ্রাস পাইতে পাইতে এমনই একটি স্তরে চলিয়া আসে যে স্তরে শ্রমের বাজার ভারসাম্যে উপনীত হয়। সুতরাং বাজারে মজুরির একটি নূতন ভারসাম্য হার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং ক্ল্যাসিক্যাল মতেতে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের কোন সম্ভাবনাই নাই। যে কোন ব্যক্তি যদি বর্তমান মজুরিতে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন তিনি সর্বদাই কাজ পাইবেন।

**৩২.৭ দ্রব্যের বাজার কিভাবে নিরূপণ হয় ( How the Product Market Adjusts )**

একটি ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা কিভাবে ভারসাম্যে উপনীত হয় তাহা নিম্নের রেখাচিত্রের (ক) অংশ দেখান হইল। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় বহুসংখ্যক বাজারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রব্যের চাহিদা রেখা ( $D_D$ ) যোগান রেখাকে ( *Ss* ) ছেদ করিলেই ভারসাম্য দাম ( *Po* ) এবং ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ ( *Qo* ) নির্ধারিত হইয়া যায়।

মোট চাহিদা হ্রাস পাইলে অর্থ-ব্যবস্থার সমগ্র অংশেই চাহিদা রেখাগুলি বাঁদিকে সরিয়া যায়। ইহা রেখাচিত্রের *b* অংশে দেখান হইয়াছে। আমরা দেখি যে মোট চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরিয়া গিয়াছে। ফলে ভারসাম্য দাম *Po* হইতে হ্রাস পাইয়া $P_1$ এবং ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ *Qo* হইতে হ্রাস পাইয়া $Q_1$ হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যের বাজারেও এই একই প্রক্রিয়া কার্য করে। এই




(ক) (খ) (গ)

রেখাচিত্র ৩২.৪ : ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে দ্রব্যের বাজারের কার্যাবলী

অবস্থায় উৎপাদকগণ উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস করিবেন বলিয়া অনুমান করা হয়। ফলে উপকরণ-সমূহের নিয়োগহীনতা সৃষ্টি হইবে। কিছু সংখ্যক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য উপকরণের চাহিদা ( বা ক্রয়ের পরিমাণ ) হ্রাস পাইবে।

এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকগণ এখন 'অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের পর্যায়ে' পড়ে কারণ তাহারা এ পর্যন্ত প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পাইতে অসমর্থ। সুতরাং কাজ পাইবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইত তাহার ফলে মজুরির হার হ্রাস পাইবে। অনুরূপভাবে কাঁচামাল যোগানকারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উদ্বৃত্ত হ্রাসের জন্য দাম কমাইতে বাধ্য হইবেন। এই প্রক্রিয়া তখন পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপন্নের বাজারের প্রথম স্তরের উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং সমস্ত শ্রমিকগণ পুনরায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়। ইহাকে রেখাচিত্রের *c* অংশে দেখান হইয়াছে যেখানে দ্রব্যের যোগান রেখা $S_1S_1$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $S_2S_2$ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় আমরা দেখি যে অর্থ-ব্যবস্থা উৎপন্নের প্রাথমিক ( অর্থাৎ *Qo* ) স্তরে ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু ইহার ভারসাম্য দাম হ্রাস পাইয়া $P_2$ হইয়াছে। ইহা $D_1D_2$ এবং $S_1S_2$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে নির্ধারিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্থ-ব্যবস্থা পুনরায় পূর্ণনিয়োগ উৎপন্নের স্তরে বিরাজ করিতেছে। মজুরি ও দ্রব্যমূল্যের নমনীয়তার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে মজুরি ও দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ নমনীয়তা দেখা গেলে অর্থ-ব্যবস্থার সর্বদাই পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্যের ( full employment equilibrium ) অবস্থায় উপনীত হইবে।

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব তিনটি মূল অনুমানের ( propositions ) উপর ভিত্তিশীল :

(১) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুদের হারের উপর নির্ভর করে ;

(২) মজুরি, দ্রব্যমূল্য ও সুদের হার নমনীয় ; এবং

(৩) অর্থ-ব্যবস্থায় সর্বদা প্রতিযোগিতামূলক শক্তিগুলি কার্য করে। ইহা শুধুমাত্র দ্রব্যাদির বাজারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, উপকরণের বাজারের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

উপরের এই শর্তগুলি পূরিত হইলে অর্থ-ব্যবস্থায় কখনও মোট চাহিদা ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দেখা দিবে না। অর্থাৎ অর্থ-ব্যবস্থায় সর্বদা পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বজায় থাকিবে।

### ৩২.৮ কেইন্‌সের সমালোচনা ( Keynes' Criticism )

কেইন্‌সই নিম্নলিখিত তিনটি কারণে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা করেন :

(১) তাঁহার মতে সঞ্চয় জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে এবং ইহা সুদের হারের পরিবর্তন দ্বারা কখনই প্রভাবান্বিত হয় না। বিনিয়োগ অবশ্য সুদের হারের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় যদিও ইহা মূলত নির্ভর করে ভবিষ্যত মুনাফার সম্ভাবনার উপর। সুতরাং সুদের হারের পরিবর্তন সাধনের দ্বারা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের সম্ভাবনাকে কেইন্‌স এক প্রকার উড়াইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতে সে-এর সূত্র সর্বদা কার্যকরী হয় না।

(২) দ্বিতীয়ত, শ্রমের বাজারে শ্রমিক সংঘ ও সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে কখনই পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রমিক সংঘ বলপ্রয়োগ করিয়া মজুরির হার বৃদ্ধি করিতে পারে। সুতরাং শ্রমের বাজারে বেকারত্বের বা উদ্বৃত্তের অবস্থা থাকিলেও মজুরি হ্রাস নাও পাইতে পারে; অনুরূপভাবে সরকার ন্যূনতম মজুরিসংক্রান্ত আইন পাস করিয়া শিল্প মালিকগণকে ন্যূনতম মজুরি প্রদানে বাধ্য করিতে পারে। সুতরাং বাস্তব জগতে মজুরির হার নমনীয় না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। ইহা ব্যতীত মজুরির হার ঊর্ধ্বদিক অপেক্ষা নিম্নদিকে অধিক অনমনীয়। সুতরাং মোট চাহিদা হ্রাস পাইলে, ( অর্থাৎ সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক হইলে ) উৎপাদন ও নিয়োগ উভয়ই হ্রাস পাইবে। সুতরাং সমস্যাটি অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের সমস্যা নয়। (৩) তৃতীয়ত, কেইন্‌স যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন যে মজুরির হার ও দ্রব্যমূল্য নমনীয় হওয়া সত্ত্বেও একটি স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা সর্বদা আপনা হইতে পূর্ণনিয়োগের স্তরে উপনীত নাও হইতে পারে। অর্থ-ব্যবস্থায় মন্দা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতির কার্যকারিতা ( effectiveness ) হ্রাস পাইবে এবং ইহা সুদের হারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হইবে না। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ ও আয়ের স্তর অপরিবর্তিত থাকিবে।

### ৩২.৯ কেইন্‌সের নিয়োগতত্ত্বের পশ্চাদ্‌পট ( Background to the Keynesian Theory of Employment )

কেইন্‌স মূলত যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা হইল এই যে প্রকৃত আয় এবং নিয়োগের স্তর বিশেষভাবে মোট ( কার্যকরী ) চাহিদার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ইহা ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব বা সে-এর নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। সে-এর সূত্র অনুসারে যোগান আপনা হইতেই চাহিদার সৃষ্টি করে। কেইনসের মতেলে, কার্য ও কারণটি সম্পূর্ণ বিপরীত। কিভাবে দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হইবে এবং কি পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে চাহিদার উপর। যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দেখে যে ভোক্তার গোষ্ঠী ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি চলতি দামে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে সক্ষম তাহারা তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া ফেলিয়াছে তাহা হইলে তাহারা একটি অদ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন হইবে। এই সমস্যাটি হইল উদ্বৃত্তের সমস্যা। তাহাদের চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্যের ( finished goods ) অনিচ্ছাকৃত মজুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ফলে তাহারা উৎপাদন হ্রাস করিতে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক লোককে কর্মচ্যুত করিতে বাধ্য হইবে। জাতীয় আয় ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং ঐ প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মোট উৎপন্ন বা আয়ের পরিমাণ মোট চাহিদা বা ব্যয়ের আর্থিক মূল্যের সহিত সমান হয়। যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান চাহিদা পূরণ করিবার পক্ষে অপর্যাপ্ত পরিমাণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে তাহা হইলে

তাহাদের মজুতমালের পরিমাণ অকাম্যভাবে হ্রাস পাইবে। সুতরাং তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইবে। ফলে নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং কেইন্‌সেরই যুক্তি অনুসারে জাতীয় আয়ের একটি মাত্র স্তরেই মোট চাহিদা ভারসাম্যে উপনীত হইবে ( অর্থাৎ অপরিবর্তিত থাকিবে ) যে স্তরে মোট চাহিদা মোট উৎপন্নের অর্থমূল্যের সহিত সমান হয়। ইহাকেই জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অবশ্য এমন কোন কথা নাই যে আয়ের এই ভারসাম্য স্তরে সর্বদা অর্থ-ব্যবস্থায় পূর্ণনিয়োগের অবস্থা বজায় থাকিবে। দেশে বেকারত্ব থাকা সত্ত্বেও জাতীয় আয়ে ভারসাম্য দেখা দিতে পারে।

এখন মোট চাহিদা যাহা নিয়োগের স্তর নির্ধারণ করে তাহার দুইটি মূল উপাদান আছে: ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা এবং বিনিয়োগ দ্রব্যের চাহিদা। যেহেতু আয় নির্ধারণ ( অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর খুঁজিয়া বাহির করা ) মোট চাহিদার উপর নির্ভর করে। সেহেতু অবশ্যই মোট চাহিদাই এই দুইটি মূল উপাদানকে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইহাই করিব। ভোগ ও বিনিয়োগ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা থাকিলেই আমরা কেইন্‌সের নিয়োগ তত্ত্বটি প্রকৃতভাবে অনুধাবন করিতে এবং গুণকের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করিতে পারিব। সুতরাং প্রথমেই আমাদের আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা পরবর্তী স্তরে নিয়োগ সম্পর্কে আধুনিক—অর্থাৎ কেইনসের তত্ত্বের আলোচনা করিতে সক্ষম হইব।

## সংক্ষিপ্তসার

১. ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের ধারণা ছইল এই যে অর্থ-ব্যবস্থা সর্বদাই পূর্ণনিয়োগের স্তরে অবস্থান করিবে। ইহার জন্য মজুরি ও দ্রব্যমূল্যকে যে ক্রমাগতই হ্রাস পাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সে-এর সূত্রের মূল অনুমান হইল এই যে মুক্ত বা অনিয়ন্ত্রিত বাজারের শক্তি ও স্বতন্ত্রবাদী ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ( laissez faire capitalism ) অস্তিত্ব সর্বদাই পূর্ণনিয়োগ ও দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করিবে।

২. যদি অবস্থ অর্থ-ব্যবস্থায় কোন গোলমালের ( disturbances ) সৃষ্টি হয় যাহার ফলে বিনিয়োগ বা সঞ্চয় রেখা অথবা দ্রব্যের বাজারে যদি চাহিদা ও যোগান রেখা স্থান পরিবর্তন করে তাহা হইলে মজুরি, দ্রব্যমূল্য এবং সুদের হারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিবে এবং অর্থ-ব্যবস্থা সর্বদাই পূর্ননিয়োগ অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

## প্রশ্নাবলী

১. ক্ল্যাসিক্যাল নিয়োগ তত্ত্বের উপর একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখ।
২. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:
   (ক) বাজার সম্পর্কে সে-এর নিয়ম।
   (খ) দ্রব্যমূল্য ও মজুরির নমনীয়তা।

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. G. Ackley: *Macroeconomic Theory* ( MacMillan, 1961 )
2. S. Mukherji: *Applied Economics* ( Book II )

# ৩৩ | ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
## ( Consumption, Saving and Investment )

*1. "The power to save depends on an excess of income over necessary expenditure."* **Alfred Marshall**

*2. "Saving is in reality demanding and getting productive instruments as a part of an income."* **J. B. Clark**

### ৩৩.১ সূচনা ( Introduction )

একটি আধুনিক স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে কখনই স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয় না। ক্রমাগতই জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন হইল : জাতীয় আয়ের এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ কি ? ১৯৩৬ সালে অধ্যাপক জে. এম. কেইন্‌স তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে ( যাহার নাম হইল *The General Theory of Employment Interest and Money* ) এই প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের স্তর কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় তাঁহার গ্রন্থে ইহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বস্তুত, তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোন দেশে একটি বিশেষ সময়ে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও নিয়োগের স্তর কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করা।

এই অধ্যায়ে আমরা কেইন্‌সের তত্ত্বের মূল উপাদানগুলি লইয়া আলোচনা করিব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করিয়া জাতীয় আয় কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখান হইবে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা এবং তত্ত্বটি দ্বারা বিভিন্ন সরকারী নীতির সুষ্ঠু রূপদান ও মূল্যায়ন করা হইবে। এই নীতিগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ দ্বারাই সরকার তিনটি মূল অর্থনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হইবার প্রচেষ্টা করে। এই লক্ষ্য তিনটি হইল : অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, পূর্ণনিয়োগ ও মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব।

### ৩৩.২ ব্যয়ের মূল শাখাগুলি ( The Principal Branches of Spending )

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ব্যয়ই আয় ও উৎপাদন সৃষ্টি করে। যদি দ্রব্যাদির চাহিদা ( যাহা ব্যয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয় ) না থাকিত তাহা হইলে একটি বেসরকারী বা স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎপাদন কার্য চলিতে পারিত না। উৎপাদন বন্ধ হইলে নূতন আয় সৃষ্টিও বন্ধ হইয়া যাইত। সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমরা যদি ব্যয়ের পরিমাণ ব্যাখ্যা করিতে পারি তাহা হইলে আমরা এই সংগে জাতীয় আয় ও উৎপন্নের পরিমাণও ব্যাখ্যা করিতে পারিব। উপরন্তু, উৎপাদন ও নিয়োগ পরস্পরসম্পর্কিত বলিয়া আমরা উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাখ্যা দ্বারা নিয়োগের স্তরও ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইব :

দেশের মোট ব্যয়ের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ( useful analysis ) তখনই সম্ভব যখন আমরা ইহার মূল শাখাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করি। জাতীয় আয় আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে কোন অর্থ-ব্যবস্থায় মোট ব্যয়কে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (১) ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যয় ( personal consumption expenditures ), (২) বেসরকারী অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ( private domenstic investment ), (৩) নীট রপ্তানী ( net exports ) এবং (৪) দ্রব্যাদি ও সেবার উপর সরকারী ব্যয় ( government expenditures on goods and services )। আলোচনার সুবিধার জন্য এই অধ্যায়ে আমরা প্রথম দুইটি বিষয় লইয়াই আলোচনা করিব। সরকারী ব্যয়ের আলোচনা পরবর্তী এক অধ্যায়ে করা হইবে। অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আলোচনার সময় আমরা আমদানি ও রপ্তানি লইয়া আলোচনা করিব। এই দুইটি বিষয়কে বাদ দিলে আমরা বলিতে পারি যে :

আয় হইল ভোগ ও বিনিয়োগের যোগফলের সমান অথবা, প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া আমরা উপরের বক্তব্যটিকে নিম্নের সমীকরণটির সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি :

$$Y=C+I.$$

এই সমীকরণে $Y$ হইল জাতীয় আয়, $C$ হইল ভোগ ব্যয় এবং $I$ হইল বিনিয়োগ ব্যয়। এই সমীকরণটির সহজ অর্থ হইল এই যে অর্থ-ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে সকল দ্রব্যাদি ও সেবা উৎপাদিত হয় সেগুলির কিছুটা পরিবারের নিকট ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে প্রবাহিত হয় এবং বাকী অংশটি প্রবাহিত হয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট মূলধন দ্রব্য হিসাবে। এখন আয় $Y$-এর পরিমাণ ( magnitude ) ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই আবিষ্কার করিতে হইবে ভোগ ও বিনিয়োগ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

### ৩৩.৩ দুইটি সহজ অনুমান ( Two Simplifying Assumptions )

আলোচনাকে সহজতর করিবার জন্য আমরা বরাবর দুইটি সাধারণ অনুমানের সাহায্য লইব : (১) প্রথমত আমরা ধরিয়া লইব যে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও সংকোচন উভয় স্তরেই টাকা-কড়ির যোগান জনসাধারণের প্রয়োজনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া ব্যাংক-ব্যবস্থা দ্বারা মসৃণভাবে সৃষ্ট হয়। (২) দ্বিতীয়ত সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার মূল চলগুলির যেমন জাতীয় আয়, ভোগ ও বিনিয়োগ পরিমাণকে চলতি টাকার অংকে প্রকাশ না করিয়া স্থির টাকার অংকে প্রকাশ করিব।[১] অর্থাৎ, আমরা এই স্তরে টাকাকড়ি ও দ্রব্যমূল্যের সহিত জড়িত সমস্যাগুলিকে এখনকার মত দূরে সড়াইয়া রাখিব। এই স্তরে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত জাতীয় আয় নির্ধারণের—অর্থাৎ উৎপাদনের ও চাহিদার আসল স্তরের—উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব ইহাদের অর্থ-নৈতিক মূল্যের উপর নহে।



জে. এম. কেইন্‌স

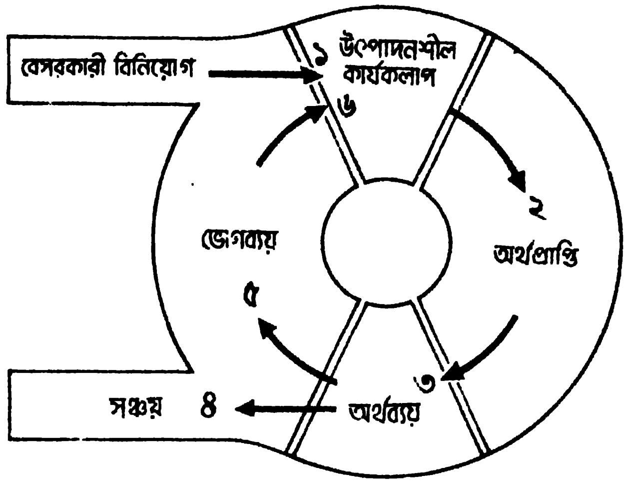
জন মেনার্ড কেইন্‌স ( ১৮৮৩-১৯৪৬ ) : কেইন্‌স অর্থবিদ্যায় একপ্রকার বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন বলা যায়। তাঁহার চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক *'The General Theory of Employment Interest and money'* ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। তাঁহার ধারণা অনুসরণ করিয়াই জন-সাধারণের কল্যাণের জন্য নানাবিধ নীতি বিশ্ব-ব্যাপী প্রবর্তিত হয়। তাঁহার আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব নূতন আলোকসম্পাত করে। অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের ব্যাপারে ইহা একটি বৃহৎ অবদান।

### আর্থিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ( The Circular Flow of Money Income )

উপরে যে ধারণাগুলি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে উহাদের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। রেখাচিত্রের উপরের অংশে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক যে উৎপাদনশীল কার্যকলাপ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পশ্চাতে আছে বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যয় প্রবাহ। এই প্রবাহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। ইহাদের যথাক্রমে ১ এবং ৬ নম্বর তীর চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে। এই উৎপাদনশীল কার্যকলাপই সমপরিমাণ আয়প্রবাহ সৃষ্টি করে। ২ নম্বর তীর চিহ্ন দ্বারা ইহাকে দেখান হইয়াছে। মজুরি, মাহিনা, মুনাফা, খাজনা ও অন্যান্য সকল

১. কিভাবে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে চলতি আয়কে স্থির আয়ে রূপান্তরিত করিতে হয় তাহা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে ( ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা )।

প্রকারের প্রদের অর্থ বা ব্যয় (payment) উপকরণের মালিকগণের নিকট আয় হিসাবে প্রবাহিত হয়। আবার এই আর্থিক আয়ের একটি অংশ উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয়। ইহাকে ৩ নম্বর তীর চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে। সুতরাং আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাইলে ব্যয় প্রবাহও বৃদ্ধি পায়। আয়ের যে অংশ ব্যয়িত হয় তাহাকে ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাকে ৫ নম্বর তীর চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে। এবং আয়ের যে অংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় না তাহাকে সঞ্চয় আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাকে ৪ নম্বর তীর চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ৩৩.১ : জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

সুতরাং আয়ের প্রাথমিক স্তরে সঞ্চয় হইল ব্যয় প্রবাহ হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহা মাত্র। কিন্তু রেখাচিত্রের বাম দিকের উপর অংশে আমরা দেখি যে ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের সহিত যুক্ত হয় বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্যবসায়িক ব্যয়। সুতরাং চক্রটি এখন সম্পূর্ণ হইল। যদি ব্যবসায়িকগণ ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে যাহা ভোক্তার গোষ্ঠী সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। ইহার পরিমাণে কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে না। অর্থাৎ, জনসাধারণ যে পরিমাণ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক তাহা ব্যবসায় গোষ্ঠী যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাহার সহিত সমান হয় তাহা হইলে এই চক্রাকার প্রবাহ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে এবং ইহার বিস্তার বা গতি সর্বদা একই দিকে হইবে। আমরা এই অর্থেই বলিয়া থাকি যে জাতীয় আয় তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ঈপ্সিত বা পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণ ( desired saving ) ঈপ্সিত বা পরিকল্পিত বিনিয়োগের ( desired investment ) সহিত সমান হয়।

### ৩৩.৪ ভারসাম্য ( Equilibrium )

ভারসাম্য বলিতে এমনই একটি অবস্থার কথা বলা হয় যাহার কোন পরিবর্তন ঘটে না। যখন জনসাধারণ যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা ব্যবসায় গোষ্ঠী যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহার সহিত সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়া যায় তখন জাতীয় আয় অপরিবর্তিত থাকে। ইহার প্রবাহ ক্রমাগত ও সর্বদা সমপরিমাণ হইতে থাকে। অর্থাৎ, একই পরিমাণ ব্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে।

যখন মোট ব্যয়ের প্রবাহ যথেষ্ট পরিমাণ হইতে থাকে এবং ইহা সকল উপকরণগুলিকে নিয়োগ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় তখন অর্থ-ব্যবস্থায় পূর্ণনিয়োগ ও সমৃদ্ধির অবস্থা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন মোট ব্যয় প্রবাহ স্বল্প হয় তখন বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। ব্যয়ের স্বল্পতার ফলেই অর্থ-ব্যবস্থায় মন্দা দেখা দেয়। আবার যখন মোট ব্যয় পূর্ণনিয়োগের স্তরকে অতিক্রম করিয়া যায় তখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। অবশ্য নিয়োগের উচ্চ বা নিম্ন উভয় স্তরেই জাতীয় আয়ে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হইতে পারে।

অবশ্য জাতীয় আয় সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। আমাদের উপরের আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে জাতীয় আয়ের স্তর তখনই পরিবর্তিত হইতে পারে যখন লোকে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিতে চায় তাহা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাহার সহিত খাপ খায় না। অর্থাৎ ঈপ্সিত বা পরিকল্পিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বা পরিকল্পিত বিনিয়োগের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি হইলেই জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ( বা গতিবিধি ) সুরু হইয়া যায়। কিভাবে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাহা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে ও পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

**৩৩.৫ ভোগ ও সঞ্চয় ( Consumption & Saving )**

ভোগ বলিতে ভোগ্যদ্রব্যের উপর অর্থব্যয়কেই বুঝায়। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে পরিবারের ভোগব্যয় মূলত পরিবারের আয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এখন অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য হইল দেশের সমস্ত পরিবারের ভোগ আচরণ বা ভোগব্যয়কে সমগ্রভাবে ব্যাখ্যা করা এবং ইহার বাৎসরিক পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করা। এখন আমরা জানিতে চাই: কেন কখনও কখনও দেশের মোট ভোগব্যয় অধিক হয় এবং কখনও কখনও স্বল্প হয়? ইহার উত্তরে বলা যায় যে পরিবারের ভোগব্যয় কেবলমাত্র আয়ের উপরই নির্ভর করে না। ইহা অন্যান্য বহু বিষয়ের উপরই নির্ভরশীল। আয় ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বিষয়গুলি ভোগ ব্যয়কে প্রভাবান্বিত করে তাহারা হইল: পরিবারের মোট সম্পদের পরিমাণ ( যাহা দ্বারা ব্যাংকের টাকা, কোম্পানীর শেয়ার, সরকারী বণ্ড ইত্যাদিকে বুঝান হয় ), পরিবারের স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের ( যেমন রেডিও, টি. ভি. ইত্যাদির ) ভাণ্ডার বা সঞ্চিত পরিমাণ, পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে অর্জিত সর্বাধিক আয়, সাধারণ মূল্যস্তরের ভবিষ্যত গতি সম্পর্কে প্রত্যাশা এবং চিরস্থায়ী আয় সম্পর্কে তাঁহাদের দৃষ্টিভংগি। ইহা ব্যতীত দেশের মোট আয় বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন ঘটিলেও যে দেশের মোট ভোগব্যয় পরিবর্তিত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে পরিবারসমূহের মোট ভোগব্যয় সম্পূর্ণভাবে না হইলেও মূলত চলতি আয়[১] দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

**ভোগের স্তরকে প্রভাবিত করে এইরূপ কতকগুলি বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ( Some Objective and Subjective Factors Influencing Consumption Spending )**

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভোগ মূলত জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু জাতীয় বা মাথাপিছু আয় ভোগের স্তরের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে না। বস্তুত, কেইনস নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে ভোগব্যয় কতকগুলি বাস্তব ( subject ) এবং কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক ( objective ) বিষয়ের উপর নির্ভর করে: এই বাস্তব বিষয়গুলি মূলত হইল অর্থনৈতিক ( economic ) এবং স্বল্পকালে ইহাদের মধ্যে ভীষণ ভেদ ঘটে। অপরদিকে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলি দ্বারা কেইনস মূলত ভোক্তাদের প্রত্যাশা ও দৃষ্টিভঙ্গীকেই ( expectations and attitudes ) বুঝাইবার চেষ্টা করেন। ইহা ব্যতীত কেইনস উল্লেখ করেন যে ফিসক্যাল নীতির পরিবর্তনের দ্বারা ভোগব্যয়ের স্তরে পরিবর্তন ঘটান যায়। বস্তুত, কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিবর্তন ঘটাইয়া ভোগের স্তরে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান যাইতে পারে। যে বাস্তব বিষয়গুলি ভোগকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে সেগুলি লইয়া আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

**(ক) বাস্তব বিষয়গুলি ( Objective Factors )**

**(১) সুদের হার ( The rate of interest ):** অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি সুদের হার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় আয়ের একই স্তরে সঞ্চয় বৃদ্ধির

১. এখানে আয় বলিতে আমরা ব্যয়যোগ্য আয়কেই ( disposable income ) বুঝি। জাতীয় আয় হইতে কর ও প্রদেয় সুদ ইত্যাদি বাদ দিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকেই ব্যয়যোগ্য আয় বলা হয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অর্থ হইল ভোগের স্তর হ্রাস পাওয়া। অবশ্য ইহা যে সর্বদা ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুত, সুদের হারের সহিত ভোগব্যয়ের সম্পর্ক লইয়া জোর দিয়া কোন কিছুই বলা যায় না।[১]

(২) বিক্রয় প্রচেষ্টা ( Sales Effect ) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিজ্ঞাপন ব্যয় ও অন্যান্য প্রচারকার্যের মাধ্যমে বিশেষ কোন একটি দ্রব্যের বা কোন এক শ্রেণীর দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা যায়। অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই ধরনের প্রচারকার্যের মাধ্যমে দেশের ভোগ্যদ্রব্যের মোট চাহিদা বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির অর্থ হইল পরিবর্ত দ্রব্যের বা দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস। অর্থাৎ, বিক্রয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে চাহিদাকে এক দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, Telerama Company দ্বারা উৎপাদিত টেলিভিশন সেটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ONIDA কোম্পানীর উৎপন্নের চাহিদা হ্রাস পাইতে পারে। অবশ্য জাতীয় আয়ের স্তর অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় প্রচেষ্টার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মোট ভোগব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।[২] অবশ্য এই বিক্রয় প্রচেষ্টার পরিমাণ ও স্তরকে পৃথকভাবে পরিমাপ করিবার কোন গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নাই।

(৩) আপেক্ষিক দাম ( Relative prices ) : দ্রব্যাদির আপেক্ষিক দামের পরিবর্তনের ফলেও একটি দ্রব্য হইতে চাহিদা অন্য দ্রব্যে স্থানান্তরিত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত আপেক্ষিক দামের পরিবর্তনের ফলে মোট যোগানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অবশ্য এ-সম্পর্কে কোন তত্ত্ব বা প্রকল্প ( hypothesis ) গড়িয়া ওঠে নাই। সুতরাং এ-সম্পর্কে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। আমরা শুধু এটুকুই বলিতে পারি যে আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন হইল ভোগব্যয়কে প্রভাবান্বিত করার ব্যাপারে একটি সম্ভাব্য বিষয়।

(৪) মূলধনী লাভ (Capital gain) : কেইন্‌স উল্লেখ করিয়াছিলেন যে শুধুমাত্র আয় নহে, মূলধনী লাভ দ্বারাও ভোগব্যয় প্রভাবান্বিত হইতে পারে। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি যদি শেয়ার বাজারে কোন শেয়ার বিক্রয় করিয়া ভীষণভাবে মূলধনী লাভ করেন তাহা হইলে তাঁহার মোট সম্পদ ( total wealth ) বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা তাঁহার ভোগব্যয়কে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। ( বস্তুত, শেয়ার বাজারে মূলধনী লাভের ফলেই আমেরিকায় ১৯২৫ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ভোগব্যয় ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। )

(৫) সম্পদের পরিমাণ ( The volume of wealth ) অধ্যাপক পিগুর মতে বর্তমান উপযোগ শুধুমাত্র ভোক্তার বর্তমান সম্পদের ( present wealth ) উপরই নির্ভর করে না। ইহা ভোক্তাদের ভবিষ্যৎ সম্পদের ( future wealth ) উপরও নির্ভর করে। যদি আমি মনে করি যে আগামী বৎসর আমি আমার পিতার নিকট হইতে পারিবারিক সম্পত্তির অংশ হিসাবে ১ লক্ষ টাকা লাভ করিব তাহা হইলে এ বৎসর আমার সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ভোগব্যয় যে সামান্য বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণে ভোগের পরিমাণ সম্পদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সম্পদের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ইহার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। সুতরাং ভোগের পরিমাণ হ্রাস করিয়া সম্পদ বৃদ্ধির ইচ্ছা হ্রাস পাইতে থাকে।[৩] আরও সহজ ভাষায় বলিতে গেলে, একজন ব্যক্তির

---

১. "Although...*a priori* case can be made that rational consumers will save more at high than at low interest rates, almost no one today believes this factor to be significant." G. Ackley : *Macroeconomic Theory* ( The McMillan Co., 1961 )

২. "It is quite possible that an increase or decrease in the amount of selling effort may affect the total volume of consumer expenditure, given the level of income." G. Ackley : op. cit.

৩. "The larger the stock of wealth, the lower its marginal utility ; and therefore the less the strength of the desire to add to future wealth through reducing current consumption."

G. Ackley

সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যতই অধিক হয় তাঁহার সঞ্চয়ের ইচ্ছা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। ধরা যাউক দুই ব্যক্তির অভাববোধ বা প্রয়োজনের প্রকৃতি, রুচি ও আয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু যদি এক ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেন অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ লাভ করেন তাহা হইলে তাঁহার ভোগের পরিমাণ অধিক হওয়াই স্বাভাবিক।[১] তবে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ভোগের পরিমাণ ঠিক কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা সঠিকভাবে অনুমান করা কঠিন। ধরা যাউক ক ও খ এই দুই ব্যক্তির বাৎসরিক আয় হইল ১০,০০০ টাকা। উহাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে কোন বৈসাদৃশ্য নাই। কিন্তু ক ব্যক্তির মোট সম্পদের পরিমাণ হইল ১ লক্ষ টাকা এবং খ ব্যক্তির মোট সম্পদের পরিমাণ হইল মাত্র ১০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে খ-ব্যক্তি প্রতি বৎসর ১,০০০ টাকা এবং ক-ব্যক্তি ১,০৫০ অথবা ১,২০০ টাকা অথবা ২,০০০ টাকা সঞ্চয় করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য ১ লক্ষ টাকার মালিক হিসাবে ক-ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ ঠিক কতটা বৃদ্ধি পাইবে এক্ষেত্রে তাহা বলা কঠিন। ইহার ফলে তাঁহার বাৎসরিক ভোগের পরিমাণ ১০ টাকা অথবা ৫০ টাকা অথবা ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

**(৬) অর্থের ভাণ্ডার ( The stock of money ) :** ভোক্তার গোষ্ঠীর মোট সম্পদের একটি অংশ নগদ টাকা হিসাবে ধরিয়া রাখা হয়। সুতরাং এক ব্যক্তির নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক যদি না অবশ্য এই একই সময় অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পায়। কয়েকজন অর্থবিদ্যাবিদ অবশ্য মনে করেন যে ভোক্তাদের সম্পদের গঠনের পরিবর্তন ঘটিলেই ভোগের পরিমাণ পরিবর্তিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ, মন্দার কথা ধরা যাইতে পারে। মন্দা ও বেকারত্বের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার হইতে সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে পারে। এই বণ্ডগুলি হয় জনসাধারণের নিকট হইতে অথবা ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। যদি ব্যাংকগুলির নিকট হইতে ক্রয় করা হয় তাহা হইলে ব্যাংকগুলিকে প্রথমে জনসাধারণের নিকট হইতে এগুলিকে কিনিয়া পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের নিকট নগদ টাকার পরিমাণ ( বা প্রবাহের হার ) বৃদ্ধি পাইবে। যাঁহারা পূর্বে বণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহারা এখন বণ্ড বিক্রয় করিয়া নগদ টাকার অধিকারী হইবেন। অর্থাৎ, বাজারে অর্থের মোট যোগান বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে সুদের হার হ্রাস পাইবে। ফলে বিনিয়োগ ও ভোগ[২] উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে বিনিয়োগ ও ভোগের উপর সুদের হার পরিবর্তনের প্রভাব যাহাই হউক না কেন ভোক্তাদের নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ভোগব্যয় সরাসরিভাবে বৃদ্ধি পাইবে।[৩]

**(৭) স্থগিত রাখা চাহিদা ( Deferred demand ) :** যুদ্ধের সময় সাধারণত ভোগ-ব্যয় হ্রাস পায়। ইহার কারণ উপকরণসমূহ যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কার্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে ভোগ্যদ্রব্য দুঃষ্প্রাপ্য হইয়া যায় এবং উহাদের দাম বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে সকলের ভোগের ইচ্ছা কিছুটা চাপা পড়িয়া যায় বলিয়া যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করার ঠিক পরই এই সুপ্ত ইচ্ছা বা বাসনাগুলি মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। ফলে যুদ্ধের পরবর্তীকালে ভোগব্যয় হঠাৎ বৃদ্ধি পায়।

---

১. "Other things being equal, the more savings a man has, the less the strength of his desire to accumulate more. If two men were identical in their needs tastes and incomes, but one had already ( through past saving, inheritance, gift or windfall ) acquired a large fortune, his incentive to add to his fortune by current saving will be less than the other man's desire to accumulate a fortune." G. Ackley

২. সুদের হার হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায় বলিয়া ভোগের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, সুদের হার হ্রাস পাইলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৩. "Whatever the effect through the interest rate on investment and consumption a mere liquidity increase will also stimulate consumption directly." G. Ackley

**(ঘ) স্থায়ী দ্রব্যের ভোগ ( Consumption of durables ) :** স্থায়ী দ্রব্যের—যেমন রেডিও, টেলিভিসন সেট, মোটরগাড়ী বা যন্ত্রপাতির ভোগ বহুসংখ্যক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন একজন যদি গত বৎসর একটি সাদা ও কালো টি. ভি ক্রয় করেন এ বৎসর পুনরায় একটি রঙীন সেট কিনিবেন বলিয়া মনে হয় না। অনুরূপভাবে কেহ যদি আজ একটি মারুতি গাড়ী ক্রয় করেন পরের বৎসর পুনরায় তাঁহার একটি নূতন Fiat 118 গাড়ী কেনার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। সুতরাং এই সকল স্থায়ী দ্রব্যগুলির চাহিদা অতীতের ক্রয়ের উপরের বহুলাংশে নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত ভবিষ্যতে মডেল ও দাম[১] পরিবর্তনের সম্ভাবনা, দ্রব্যটির কার্যকরী জীবনকাল, বিক্রয়ের পরবর্তী স্তরে দ্রুত সেবাকার্য সরবরাহ ( availability of prompt after-sales service ), ভোগ ঋণ পাইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

**(খ) মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ ( Psychological factors )**

ভোগ অপেক্ষক আলোচনা প্রসংগে অধ্যাপক কেইন্‌স ভোগ নির্ধারণের কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন—যেমন, উপভোগ বা আনন্দলাভ করা ( enjoyment ), অদূরদর্শীতা ( shortsightness ), উদারতা, বদান্যতা বা মাহাত্ম্য ( generousity ), ভুল হিসাব করা ( mis-calculation ), পরের প্রশংসা লাভার্থ কৃত্রিম আচরণ করা ( obstentation ) এবং অমিতব্যয়িতা ( extravagance ) বা হিসাবনিকাশ না করিয়া অবিবেচকের মত খরচ করা। স্বল্পকালে এই বিষয়গুলির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না।

কেইন্‌সের মতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হইল ভোক্তাদের প্রত্যাশা ও দৃষ্টিভংগী। একজন ভোক্তা যদি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হন, অথবা যদি আশা করেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার আর্থিক আয় অথবা দেশের সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে তিনি ভোগব্যয় বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া অনুমান করা যায়। বস্তুত, এই অনুমানটির উপর ভিত্তি করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্র ও মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদি মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে এই বৃদ্ধির হার ভবিষ্যতেও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশংকা করা হয়। ফলে ভোক্তারা সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বলিয়া মোট চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যস্তর পুনরায় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভোক্তার গোষ্ঠী মূল্যস্তরের এই উর্ধ্বগতি ত্বরান্বিত হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করে। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। এই যুক্তিটি বিপরীতভাবেও সত্য।

কেইন্‌স অবশ্য উল্লেখ করিয়াছিলেন যে এই বিষয়গুলি ব্যক্তিবিশেষের ভোগকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে সত্য কিন্তু সমাজের মোট ভোগব্যয়ের বিশ্লেষণে এই বিষয়গুলি প্রাসংগিক নহে। ইহার কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির আশা-প্রত্যাশা কখনও এক হয় না এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আচরণ একে অপরকে বাতিল করিয়া দেয়।[২]

## ৩৩.৬ ভোগ প্রবণতা ( The Propensity to Consume )

আয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ককে ভোগ প্রবণতা বা কখনও কখনও ভোগ অপেক্ষক ( the consumption function ) বলা হয়। এই সম্পর্ককে একটি তালিকার সাহায্যে দেখান যাইতে পারে। এই তালিকা দ্বারা জাতীয় আয়ের বিভিন্ন স্তরে দেশের সমস্ত পরিবার সমষ্টিগতভাবে ভোগ্য-দ্রব্যের উপর কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবে তাহা দেখান হয়। পর পৃষ্ঠায় ৩৩.১ সারণিতে কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে এইরূপ একটি ভোগ তালিকা প্রস্তুত করা হইল।

---

১. বস্তুত, ১৯৮৬-৮৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে রঙীন টি ভি. উপর অন্তঃশুল্কের হার সেট প্রতি ৯০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৫০০ টাকা করায় অনেকেই এখন টি. ভি. না কেনায় জন্য অনুশোচনা করিতেছেন।

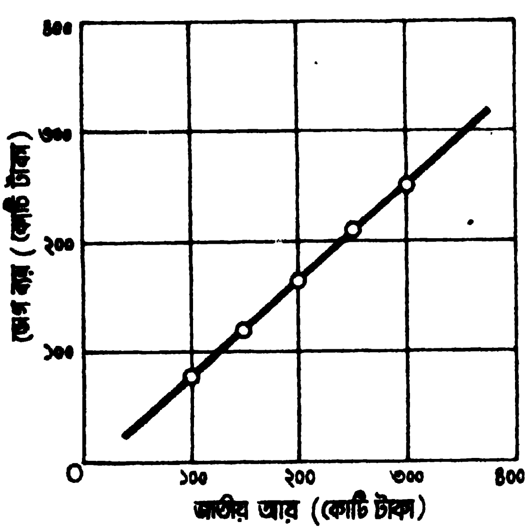
২. "Keynes...appeared to feel that expectations could be ignored in the analysis of aggregate consumption because, he said, with reference to income expectations, that such expectations properly cancel out." Ackley : op. cit.

সারণি ৩৩.১ : জাতীয় আয়, মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়

( কোটি টাকার হিসাবে )

| জাতীয় আয় | ভোগব্যয় | সঞ্চয় |
|---|---|---|
| ১০০ | ৯০ | ১০ |
| ১৫০ | ১৩০ | ২০ |
| ২০০ | ১৭০ | ৩০ |
| ২৫০ | ২১০ | ৪০ |
| ৩০০ | ২৫০ | ৫০ |

উপরের তালিকা হইতে আমরা দেখি যে যখন জাতীয় আয় হইল ১০০ কোটি টাকা, তখন দেশের সমস্ত পরিবার সমষ্টিগতভাবে ৯০ কোটি টাকার মত অর্থ ভোগ্য দ্রব্য ও সেবার উপর ব্যয় করিবে। যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে তাহারা ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিবে। আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ কোটি টাকা হইলে ভোগব্যয় ১৩০ কোটি টাকা হইবে। এবং এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। নিম্নের রেখাচিত্রে ভোগ প্রবণতাকে একটি রেখার সাহায্যে দেখান হইয়াছে। এই রেখাটিকে উপরে প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই আঁকা হইয়াছে। এই রেখাটি দ্বারা দেখান হইয়াছে যে ভোগব্যয় জাতীয় আয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায় যদিও সমানুপাতিক হারে নহে। সুতরাং মোট ভোগ ব্যয় নির্ভর করে মূলত দুইটি বিষয়ের উপর—আয়ের স্তর এবং ভোগ প্রবণতা। উদাহরণ-স্বরূপ, দুই ব্যক্তির মাসিক আয় ১০০০ টাকা হইলেই যে উভয়ের ভোগ ব্যয় সমান হইবে এরূপ কোন কথা নাই। প্রথম ব্যক্তি মাসিক ৯০০ টাকা কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি মাত্র ৩০০ টাকা ভোগ্য দ্রব্যের উপর ব্যয় করিতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা বলি যে প্রথম ব্যক্তির ভোগ প্রবণতা অধিক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির সঞ্চয় প্রবণতা অধিক। প্রতিটি ব্যক্তির ভোগ তালিকাকে যোগ করিয়াই আমরা সমষ্টিগত ভোগ তালিকা ( aggregate consumption schedule ) প্রস্তুত করি।




রেখাচিত্র ৩৩.১ : ভোগ তালিকা

## ৩৩.৭ সঞ্চয় প্রবণতা ( The propensity to save )

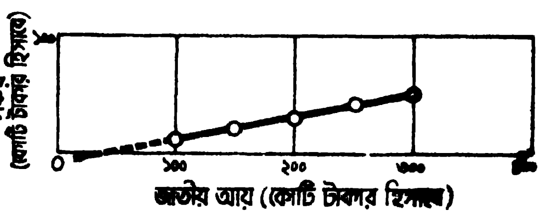
সঞ্চয় হইল ভোগের পরিপূরক মাত্র। সঞ্চয় বলিতে আমরা আয়ের সেই অংশই বুঝি যাহা ভোগ্য দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় না। যদি একজন ব্যক্তির আয় ও ভোগব্যয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকে তাহা হইলে তাঁহার সঞ্চয়ের পরিমাণ আমরা অতি সহজেই নির্ধারণ করিতে পারি। পূর্ববর্তী উদাহরণে প্রথম ব্যক্তির মাসিক সঞ্চয় হইল ১০০ টাকা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা হইল ৭০০ টাকা। সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য।

যে সকল বিষয়গুলি দ্বারা ভোগব্যয় নির্ধারিত হয় সঞ্চয়ও ঠিক সেই সকল বিষয়গুলি দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। ইহার কারণ যখন আমরা ভোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন আপনা হইতেই আমরা সঞ্চয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি আমরা ভোগব্যয়

সামান্য বৃদ্ধি করি তাহা হইলে আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অবশ্যই হ্রাস পাইবে। আবার যখন আয়ের পরিবর্তন হয় তখন ভোগ এবং সঞ্চয় উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং একটি ভোগ প্রবণতার বা ভোগ অপেক্ষকের অস্তিত্ব থাকার অর্থ হইল একটি সঞ্চয় প্রবণতার অস্তিত্ব থাকা। উপরের সারণিটি হইতেই এই বক্তব্যটির সত্যতা যাচাই করা যাইতে পারে।

৩১.১ নং সারণিটির তৃতীয় স্তম্ভে আমরা প্রথম স্তম্ভে প্রদেয় আয়ের বিভিন্ন স্তরে সংলগ্ন সঞ্চয়ের পরিমাণ কি হইবে তাহা দেখাইয়াছি। প্রতি স্তরে আয় হইতে ভোক্তার পরিমাণ বাদ দিয়াই আমরা সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছি। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটি অংকন করিয়াছি।

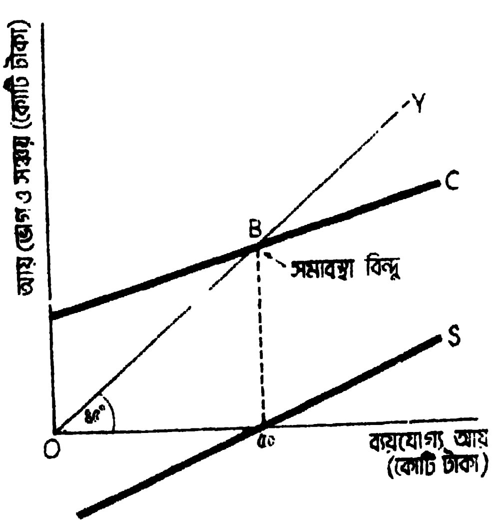
সুতরাং এই সঞ্চয় প্রবণতাটি আয়ের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্কেরই নির্দেশক। ভোগের মত সঞ্চয়ও মূলত নির্ভর করে আয়ের উপর এবং আয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, আয় বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং আয় হ্রাস পাইলে সঞ্চয় হ্রাস পায়। যখন কোন ব্যক্তি ক্রমাগত ধনী হইতে থাকেন তখন তাঁহার পক্ষে সঞ্চয় করা সহজ হইতে সহজতর হয়। আয়ের মত সঞ্চয়ও অবশ্য অন্যান্য বিষয়ের উপর—যেমন আয় বণ্টনের প্রকৃতি, সুদের হার—ইত্যাদি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তবে ভোগের ন্যায় সঞ্চয় নির্ধারক মূল বিষয় হইল আয়ের স্তর।




রেখাচিত্র ৩৩.২ : সঞ্চয় তালিকা

## ৩৩.৮ সমাবস্থা বিন্দু ( The Break-even Point )

আয়ের অতি নিম্নস্তরে জনসাধারণের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। বরঞ্চ আয়ের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হইলে লোকে আয়ের সমগ্র অংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিতে পারে। এমনি আয়ের পরিমাণ যখন কিঞ্চিত তখন ভোগব্যয় আয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ ঋণাত্মকও হইতে পারে। বস্তুত ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে যখন বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দিয়াছিল তখন ইহাই ঘটিয়াছিল। এই উভয় বৎসরেই ভোগব্যয় ব্যয়যোগ্য আয় ( disposable income ) অপেক্ষা সামান্য অধিক হইয়াছিল। ইহার ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঋণাত্মক হয়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটির সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যায়। এখানে C হইল ভোগ রেখা এবং *S* হইল সঞ্চয় রেখা। যখন আয়ের পরিমাণ হইল ৫০ কোটি টাকা তখন ইহা সম্পূর্ণভাবে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার উপর ব্যয়িত হয়। এই স্তরে সঞ্চয় হইল শূন্য।




রেখাচিত্র ৩৩.৩ : সমাবস্থা বিন্দু

ইহা *B* বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে। এই *B*-বিন্দুকে ভোগ তত্ত্বে সমাবস্থা বিন্দু ( break-even point ) বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহার বাঁদিকে ভোগ ব্যয় আয়কে অতিক্রম করে বলিয়া সঞ্চয় ঋণাত্মক এবং ইহার ডানদিকে ভোগব্যয় সঞ্চয় অপেক্ষা কম বলিয়া আয় ধনাত্মক হয়। একটি বিশেষ

স্তরের পর আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগ বৃদ্ধি পায় সত্য কিন্তু সমানুপাতিক হারে নহে। কারণ এই স্তরে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মিটিয়া যায়। সেই কারণেই সঞ্চয় ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই বলা হয় যে দরিদ্র সম্প্রদায়ের ভোগ প্রবণতা অধিক এবং ধনিক গোষ্ঠীর সঞ্চয় প্রবণতা অধিক।

## ৩৩.৯ প্রান্তিক ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতা ( The Marginal Propensities to Consume and Save )

ভোগ ও সঞ্চয় উভয়ই আয়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া আয়ের পরিবর্তন ঘটিলে উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে কেইন্‌সকে অনুসরণ করিয়া আমরা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ( the *marginal* propensity to consume ) এবং প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা ( the *marginal* propensity to save) এই দুইটি ধারণার প্রবর্তন করিতে পারি। 'প্রান্তিক' শব্দটি দ্বারা অর্থবিদ্যায় যে কোন চলের পরিবর্তনকেই বা ইহার অতিরিক্ত এককেই বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ ব্যয়যোগ্য আয় যদি ১৫০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৬০ কোটি টাকা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক আয় হইবে ১০ কোটি টাকা। 'প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা' শব্দটি দ্বারা আমরা দুইটি পরিবর্তনের—ভোগের পরিবর্তন ও সঞ্চয়ের পরিবর্তন—মধ্যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করি। অনুরূপভাবে আমরা প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বলিতে আয় ও সঞ্চয়ের পরস্পরসম্পর্কিত পরিবর্তনকেই বুঝি। আমরা প্রশ্ন করিতে পারি : যদি পরিবারগোষ্ঠীর আয় সামান্য বৃদ্ধি ( হ্রাস ) পায় তবে ইহাদের মোট ভোগ ও সঞ্চয় কতটা বৃদ্ধি ( হ্রাস ) পাইবে? ভোগ প্রবণতা ও সঞ্চয় প্রবণতার সাহায্যে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যায়। অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা এইভাবে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি : ইহা হইল ভোগের পরিবর্তন ও আয়ের পরিবর্তনের অনুপাত মাত্র। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা} = \frac{\text{ভোগের পরিবর্তন}}{\text{আয়ের পরিবর্তন}} = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

এখানে '$\Delta$' প্রতীক চিহ্ন দ্বারা কোন চলের সামান্য পরিবর্তন দেখান হইয়াছে এবং ভোগব্যয়কে $C$ এবং আয়কে $Y$ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে বলা যায়, প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা হইল সঞ্চয়ের পরিবর্তন ও আয়ের পরিবর্তনের অনুপাত এবং প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা} = \frac{\text{সঞ্চয়ের পরিবর্তন}}{\text{আয়ের পরিবর্তন}} = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

এখানে $\Delta S$ হইল সঞ্চয়ের পরিবর্তন।

একটি সহজ উদাহরণের সহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। নিম্নের তালিকাটি আমরা দুই বৎসরের আয়, ভোগ এবং সঞ্চয়ের পরিমাণকে কোটি টাকার অংকে দেখাইয়াছি :

| ব্যয়যোগ্য আয় | ভোগব্যয় | সঞ্চয় |
|---|---|---|
| ২০০ | ১৯০ | ১০ |
| ২০৯ | ১৯৬ | ১৩ |

এক্ষেত্রে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাকে এইভাবে হিসাব করা যায় :

$$\text{প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা } ( MPC ) = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{১৯৬-১৯০}{২০৯-২০০} = \frac{৬}{৯} = \frac{২}{৩}.$$

অনুরূপভাবে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা ( *MPS* ) হইল :

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y} = \frac{১৩-১০}{২০৯-২০০} = \frac{৩}{৯} = \frac{১}{৩}\text{ ।}$$

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান ⅔ হওয়ার অর্থ হইল এই যে জাতীয় আয় ৩ টাকা বৃদ্ধি পাইলে ভোগব্যয় ২ টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে ১ টাকা। অন্যভাবে বলিলে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান ⅓ হওয়ার অর্থ হইল জাতীয় আয় ৩ টাকা বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় ১ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং একটির মান জানা থাকিলে অপরটির মান আপনা হইতেই জানা যাইবে। ইহার কারণ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার যোগফল সর্বদা এককের সহিত সমান।[১] ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। আয় সামান্য বৃদ্ধি হইলে ইহা হয় ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হইবে অথবা হইবে না। যদি না হয় তাহা হইলে ইহা সঞ্চিত হইবে। সুতরাং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান যদি আমাদের জানা থাকে তাহা হইলে আমরা সর্বদাই ইহাকে এক হইতে বাদ দিয়া প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান নির্ধারণ করিতে পারি। যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ⅚ হয় তাহা হইলে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা হইবে ১ − ⅚ = ⅙।

আমরা দেখিয়াছি যে যখন আয় বৃদ্ধি পায় তখন ভোগ ও সঞ্চয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে যখন আয় হ্রাস পায় তখন ভোগ ও সঞ্চয় উভয়ই হ্রাস পায়। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাগুলি দ্বারা আমরা এই পরিবর্তনের উপরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় উন্নত দেশগুলিতে সাধারণত ভোগ প্রবণতা স্বল্প এবং সঞ্চয় প্রবণতা অধিক হইতে দেখা যায়। অপরদিকে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র বলিয়া আয়ের সামান্য বৃদ্ধি ঘটিলে ইহা অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্রয় করিতেই চলিয়া যায়। ফলে সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ কিছুই পড়িয়া থাকে না। এই সকল দেশে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় সম্ভব হয় না। যেটুকু অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা মূলত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের—অর্থাৎ ধনীক সম্প্রদায়ের—অবদান মাত্র।

## ৩৩.১০ গড় ভোগ ও গড় সঞ্চয় প্রবণতা (The Average Propensities to Consume and Save)

অধ্যাপক কেইনস্ শুধুমাত্র প্রান্তিক ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতার কথাই উল্লেখ করেন নাই। তিনি গড় ভোগ ও গড় সঞ্চয় প্রবণতার ধারণারও প্রবর্তক। মোট ভোগকে মোট আয় দ্বারা ভাগ করিয়াই আমরা গড় ভোগ প্রবণতা নির্ধারণ করিয়া থাকি। অনুরূপভাবে মোট সঞ্চয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করিয়াই আমরা গড় সঞ্চয় প্রবণতা নির্ধারণ করিতে পারি।

কেইনস্ আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায় সত্য কিন্তু সমানুপাতিক হারে নহে। এই কারণে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে দেখা যায় যে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান গড় ভোগ প্রবণতার মান অপেক্ষা কম হয় কিন্তু প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান গড় সঞ্চয় প্রবণতার মান অপেক্ষা অধিক হয়। নিম্নের উদাহরণটি দ্বারা এই ধারণাগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়।

সারণি ৩৩.২ : গড় ও সঞ্চয় প্রবণতার মান নির্ধারণ

| ব্যয়যোগ্য আয় (কোটি টাকা) | ভোগ (কোটি টাকা) | সঞ্চয় (কোটি টাকা) | প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা | প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা | গড় ভোগ প্রবণতা | গড় সঞ্চয় প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০ | ৮০ | ২০ | ৪/৫ | ১/৫ | ৪/৫ | ১/৫ |
| ২০০ | ১৫০ | ৫০ | ৭/১০ | ৩/১০ | ৩/৪ | ১/৪ |
| ৩০০ | ২১০ | ৯০ | ৩/৫ | ২/৫ | ৭/১০ | ৩/১০ |
| ৪০০ | ২৫০ | ১৫০ | ২/৫ | ৩/৫ | ৫/৮ | ৩/৮ |

১. প্রমাণ: $Y = C + S$ অর্থাৎ আয়ের একাংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট অংশটি সঞ্চয়ের কার্যে নিয়োজিত হয়। সুতরাং $\Delta Y = \Delta C + \Delta S$। এখন প্রতিটি পদকে $\Delta Y$ দ্বারা ভাগ দিয়া পাই :

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y} \text{ or } 1 = MPC + MPS$$

অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা + প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা = ১

উপরের সারণিটি হইতে দুইটি বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে :

(১) যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান গড় ভোগ প্রবণতার মান অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে গড় ভোগ প্রবণতা হ্রাস পায়।

(২) যদি প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান গড় সঞ্চয় প্রবণতার মান অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে গড় সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া সংগত কারণেই গড় ভোগ প্রবণতা এবং গড় সঞ্চয় প্রবণতার মানের যোগফল সর্বদা এককের সমান।

আমরা জানি যে একটি সরল দুইক্ষেত্রবিশিষ্ট অর্থ-ব্যবস্থায় নিম্নের শর্তটি পূরিত হয় :

$$C+S=Y$$

অতএব $$\frac{C}{Y}+\frac{S}{Y}=\frac{Y}{Y}=১$$

অর্থাৎ গড় ভোগ প্রবণতা+গড় সঞ্চয় প্রবণতা=১।

## ৩৩.১১ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ( Saving and Investment )

আমরা সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করি, কারণ এই দুইটি কার্য হইলে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এবং এই কার্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। সঞ্চয় কার্য পরিবারগোষ্ঠী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান উভয় দ্বারাই সম্পাদিত হয় কিন্তু বিনিয়োগ কার্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সম্পাদিত হয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা। সঞ্চয় কার্য বলিতে ভোগ্যদ্রব্যের উপর অর্থব্যয় না করাকেই বুঝায়। কিন্তু নীট বিনিয়োগ বলিতে যন্ত্রপাতি, মূলধন দ্রব্য ইত্যাদির উপর অর্থ ব্যয়কেই বুঝায়। ইহার ফলে সমাজের মোট মূলধনের পরিমাণ এবং মোট উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বস্তুত, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, ঘরবাড়ী, মজুতমাল ইত্যাদির বৃদ্ধিকেই নীট বিনিয়োগ বলা হয়। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের মোট যোগান বৃদ্ধি পায়।[১]

কখনও কখনও একজন ব্যক্তিকে অর্থ বিনিয়োগ করিতে দেখা যায়। যেমন একজন ক্ষুদ্র কৃষক তাঁহার আয়ের এক অংশ সঞ্চয় করিয়া একটি পাম্প সেট বা ট্রাক্টর ক্রয় করিতে পারেন। উদ্দেশ্য হইল জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। পরিবারগোষ্ঠী নানা কারণে সঞ্চয় করিয়া থাকে—যেমন বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তার জন্য, হঠাৎ আয় বন্ধ হইয়া গেলে সংসার চালাইবার জন্য অথবা ভবিষ্যতে কোন আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য—যেমন একটি বাড়ী বা একটি গাড়ী ক্রয় করিবার জন্য। অথবা একজন ব্যক্তি টাটার মত একটি বড় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারেন, এক খণ্ড জমি ক্রয় করিতে পারেন অথবা সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে পারেন। অবশ্য অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে এই সকল ক্রয় হইল স্থানান্তর মাত্র অর্থাৎ কতকগুলি পুরাতন দ্রব্যের মালিকানা পরিবর্তন মাত্র। এই ধরনের কার্যকলাপকে ঠিক বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য করা যায় না। সুতরাং এই অর্থে পরিবারের সঞ্চয় কদাচিৎ সরাসরিভাবে বিনিয়োগের কার্যে নিয়োজিত হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে সঞ্চয়ের পরিমাণ বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সঞ্চয় নির্ধারণকারী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বর্তমান আয় ( current income )। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য নহে, ব্যবসায়িক সঞ্চয়ের ( business savings ) ক্ষেত্রেও ইহা সমভাবে সত্য। ইহার কারণ অবণ্টিত মুনাফা বা ব্যবসায়িক সঞ্চয় ( undistributed profits or business savings ) মূলত নির্ভর করে মোট মুনাফার পরিমাণ বা ব্যবসায়িক আয়ের উপর। যখন মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন সঞ্চয়ের পরিমাণও অধিক হয়। অনুরূপভাবে যখন মোট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস হয় তখন সঞ্চয়ের পরিমাণও কম হয়।

---

১. "Net investment is the expenditure of funds leading to the creation of net additions to the stock of fixed capital—machines factories, other buildings and inventories." M. J. Ulmer

যাহা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সত্য নহে তাহা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সত্য। বিনিয়োগ হইল সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায় পরিচালকগণের ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার ( prerogative )। সুতরাং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাহা পরিবারগোষ্ঠী একযোগে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক তাহার ঠিক সমান হইবে এইরূপ কোন কারণ নাই। সুতরাং বিনিয়োগ সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হইতে পারে অথবা সঞ্চয় অপেক্ষা কম হইতে পারে। ইহা সমষ্টিবাচক অর্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টির তাৎপর্য অনুসন্ধান করিবার পূর্বে বিনিয়োগ-নির্ধারণকারী বিষয়সমূহকে সঠিকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পূর্বেই সঞ্চয় নির্ধারণকারী মূল বিষয়টি—অর্থাৎ আয়—সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। বিনিয়োগ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

### ৩০.১২ বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ ( The Determinants of Investment )

বিনিয়োগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা অত্যন্ত অস্থির বা চঞ্চল। বাণিজ্য-চক্রের বিভিন্ন স্তরে ইহার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের স্তরে বিনিয়োগ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। জাতীয় উৎপন্নের অন্যান্য সকল উপাদান অপেক্ষা ইহা দ্রুতগতিতে অধিক উঠানামা করে। অংশত এই কারণেই অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদ মনে করেন যে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সাধারণ স্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করিতে হইলে মূলত বিনিয়োগের উপরই দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে না হ্রাস পাইবে এবং জাতীয় আয়ের গতিধারা মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচে ইন্ধন যোগাইবে তাহা প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে বিনিয়োগের আচরণের উপর।

বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহের বিবেচনার সময় ইহার অস্থির প্রকৃতির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে বিনিয়োগ নির্ভর করে নূতন বা অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত মুনাফার প্রত্যাশিত হারের ( the expected rate of profits to be obtained from additions to physical capital ) উপর। এখানে 'প্রত্যাশিত' শব্দটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগের অর্থ হইল নূতন যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, ইত্যাদি। ব্যবসায়িগণকে অবশ্যই পরিমাপ করিয়া দেখিতে হইবে এই নূতন মূল দ্রব্যগুলি কি প্রতিদান দিবে। সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমতা অনুসারে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তাঁহাদের আচরণ বিচার করিয়া দেখা যায় যে কখনও কখনও তাঁহারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব আশাবাদী এবং তাঁহাদের পরিমাপ অনুসারে প্রত্যাশিত মুনাফা হইল খুবই অধিক। অন্যান্য সময় ব্যবসায়িক জগতে নৈরাশ্য বিরাজ করে। এই সময়ে বিনিয়োগ হইতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনার কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে ব্যবসায়িকগণের প্রত্যাশা কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং কেন প্রত্যাশিত মুনাফার কখনও কখনও অধিক ও কখনও কখনও স্বল্প হইবার প্রবণতা দেখা দেয়।

এই প্রসংগে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বিনিয়োগের অর্থ হইল সমাজের উৎপাদনের সুযোগসুবিধার বৃদ্ধি। অর্থাৎ, বিনিয়োগ হইল নূতন কোন কিছুর জন্য প্রস্তুতি মাত্র। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের মধ্যেই ইহার যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নূতন নূতন দ্রব্যের আবিষ্কার, নূতন নূতন উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদির মধ্যেই মুনাফা লাভের সম্ভাবনা লুকাইয়া থাকে এবং এই বিষয়গুলিই বিনিয়োগ সৃষ্টি করে। বিনিয়োগ সৃষ্টিকারী আরও কতকগুলি বিষয় হইল নূতন বাজারের আবিষ্কার, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি, কর হারের অনুকূল পরিবর্তন অথবা সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি বা পরিমাণের পরিবর্তন। এই ধরনের পরিবর্তন বা আবিষ্কারগুলির গতি দ্রুত অথবা মন্থর উভয়ই হইতে পারে। অথবা এগুলির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ব্যবসায়িদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং এগুলির সহিত তাল রাখিয়াই বিনিয়োগ হার উঠানামা করিবে।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে মুনাফা শুধুমাত্র বিক্রয়লব্ধ আয়ের বা প্রাপ্তির উপরই নির্ভর করে না। ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের উপরও নির্ভর করে। ভবিষ্যত মুনাফার হিসাব করিবার সময় একটি

শিল্প প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সুদের হারের (যাহাকে অর্থ লগ্নী করিবার ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হয়) কথা বিবেচনা করিবে। ইহা ব্যতীত মজুরি, কাঁচামালের দাম ও অন্যান্য খরচের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু মূল বিষয়টি হইল এই যে এই সমস্ত হিসাবনিকাশ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফটকা কারবার ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটি কারখানা, একটি যন্ত্র অথবা অন্যান্য বিনিয়োগ দ্রব্যাদি আজ হইতে ৫, ১০ অথবা ২০ বছর ধরিয়া উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত থাকিবে ইহা অনুমান করিয়াই ক্রয় করা হয়। কিন্তু কেহই সঠিকভাবে জানেন না যে এই সময়ের মধ্যে মজুরির হার কতটা পরিবর্তিত হইবে। অনুরূপভাবে কেহই নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না এই সময়ের মধ্যে কাঁচামালের দাম কি হইবে। অবশ্য সর্বাপেক্ষা অজানা বিষয় হইল ভবিষ্যত চাহিদার স্তর। আজ হইতে ১০ কি ২০ বৎসর পর একটি বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি না হ্রাস পাইবে তাহা অনুমান করা নিঃসন্দেহে কঠিন। অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারে না। সুতরাং ভবিষ্যতের মুনাফা যে নানাবিধ বিষয় বা ঘটনার উপর নির্ভর করে তাহাদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাষ প্রদান করা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নহে। বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ণ নির্ধারণকারী বিষয়গুলির ডাকে সাড়া দেয় মাত্র। এই বিষয়গুলির যৌক্তিকতা বিচার করা অথবা এগুলিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা একমাত্র ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি ঘটার পরই সম্ভব। কিছু ব্যবসায়ীর পক্ষেও ভবিষ্যৎ মুনাফার সম্ভাবনা দেখা অতি সহজ। আর কিছু ব্যবসায়ির পক্ষে ভবিষ্যৎ এতই অনিশ্চিত যে তাঁহাদের সর্বদা অতি সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। যদি ব্যবসায়িক জগতে সুদূরপ্রসারী নৈরাশ্য দেখা দেয় তাহা হইলে বর্তমান মূলধন ও যন্ত্রপাতির পরিমাণ এবং কারখানার আয়তন প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে হইতে পারে। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে যদি অর্থ ব্যবস্থায় আশার আলোক দেখা যায় তাহা হইলে কলকারখানার আয়তন ও যন্ত্রপাতির পরিমাণ অপর্যাপ্ত বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যবসায়িগণের মতামত সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু যখনই এই মতামতগুলি ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর দ্বারা নির্ভুল বা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তখনই বিনিয়োগের পরিমাণ দ্রুতগতিতে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সংক্ষেপে বলা যায় বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে মুনাফার প্রত্যাশার উপর। এই প্রত্যাশাগুলি সূক্ষ্মভাবে বা মর্মান্তিকভাবে অনুভবশীল এবং ভীষণভাবে চঞ্চল। ইহারা নানাবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হইল: (১) কলাকৌশলগত অগ্রগতি ও উদ্ভাবন (technological advances and innovations), (২) জনসংখ্যার আয়তন ও বন্টনের পরিবর্তন, (৩) ভবিষ্যৎ চাহিদা ও ভবিষ্যৎ বয়ের স্তর সম্পর্কে প্রত্যাশা, (৪) বর্তমান উৎপাদনক্ষমতা এবং প্রত্যাশিত বিক্রয়ের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক, (৫) করের অথবা সরকারী ব্যয়ের পরিবর্তন, (৬) ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থা (যাহা সরকারী নীতি, আন্তর্জাতিক ঘটনা, শেয়ার বাজার অথবা ব্যবসায় জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়), (৭) সুদের হার এবং (৮) জাতীয় আয়ের স্তর। শেষোক্ত দুইটি বিষয় লইয়া এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ৩৩.১৩ সুদের হার (The Rate of Interest)

এই স্তরে সুদের হারকে আলোচনার জন্য পৃথক করিয়া তুলিয়া ধরার কারণ হইল এই যে ইহা ব্যবসায়ের যে কোন অবস্থাতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (strategic element)। ইহা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে ইহা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং সরকার ইচ্ছামত সুদের হারের পরিবর্তন করিয়া বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে: বিনিয়োগ কিভাবে সুদের হার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহা একটি সহজ উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। যখন সুদের হার ৬ শতাংশ হইতে হ্রাস করিয়া ৫ শতাংশে লইয়া যাওয়া হয় তখন ব্যবসায় জগতে নূতন নূতন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ধরা যাউক, একটি বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত প্রতিদানের হার হইল ৫½ শতাংশ। ইহা সহজেই অনুমেয় যে সুদের হার ৬ শতাংশ হইলে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইবে না। কিন্তু সুদের হার ৫ শতাংশ হইলে প্রকল্পটি গ্রহণ করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অধ্যাপক কেইন্‌স যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত নূতন বিনিয়োগের উপর প্রতিদানের হার সুদের হার অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নীট প্রতিদান ধনাত্মক হয় বলিয়া নূতন বিনিয়োগ কার্য চলিতে থাকে। ধরা যাউক, একজন ব্যবসায়ীর নিকট তিনটি গ্রহণযোগ্য প্রকল্প আছে। প্রথমটি হইতে তিনি ৭ শতাংশ, দ্বিতীয়টি হইতে ৬ শতাংশ এবং তৃতীয়টি হইতে তিনি ৫ শতাংশ প্রতিদান আশা করেন। এখন সুদের হার ৫ শতাংশ হইলে শুধুমাত্র প্রথম দুইটি প্রকল্পই গ্রহণ করা হইবে। তৃতীয় প্রকল্পটি হইতে কোন নীট প্রতিদান পাওয়া যাইবে না বলিয়া এই স্তরে ইহা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না। এই প্রকল্পটিকে প্রান্তিক প্রকল্প ( marginal project ) বলিয়া গণ্য করা যায়। যদি সুদের হার হ্রাস পাইয়া ৪ শতাংশ হয় এবং অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে তৃতীয় প্রকল্পটিও গ্রহণ করা হইবে। বিপরীতভাবে বলা যায় যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখন গ্রহণযোগ্য প্রকল্পের সংখ্যাও হ্রাস পায়। ইহার কারণ সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে মুনাফার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়। মূলত এই কারণেই আমরা বলিয়া থাকি যে যতক্ষণ পর্যন্ত সুদের হার একটি প্রকল্পের প্রত্যাশিত মুনাফার হার অপেক্ষা কম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায়িরা ঐ প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেন। এ অবস্থায় ব্যবসায়িরা বাজার হইতে টাকা ধার করিয়া নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া বা নূতন কারখানা স্থাপন করিয়াও তাঁহাদের মোট মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যদি সুদের হার প্রত্যাশিত মুনাফার হার অপেক্ষা অধিক হইত তাহা হইলে বাজার হইতে টাকা ধার করিয়া বিনিয়োগ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হইত না।

সাধারণত যে কোন একটি সময়ে বহুবিধ প্রকল্পের অস্তিত্ব বা মুনাফার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। কয়েকটি প্রকল্পের বাৎসরিক প্রতিদানের হার ২০ হইতে ২৫ শতাংশ হইতে পারে। নিঃসন্দেহে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বপ্রথম এই প্রকল্পগুলি গ্রহণ করিবে এবং উহাদের সম্পদের অধিকাংশই প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করিবে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য সকল প্রকল্পগুলির প্রত্যাশিত মুনাফার হার কখনই সমান হয় না। মুনাফার হারের ভিত্তিতে আমরা এগুলিকে মানক্রমে সাজাইতে পারি। প্রথমেই আমরা সেই প্রকল্পটিকে সাজাইব যেটি হইতে মুনাফার সম্ভাবনা সর্বাধিক। ইহার পর অন্যান্য প্রকল্পগুলিকে প্রতিদানের হারের মান অনুসারে সাজাইব। এক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রকল্পটি হইবে সেইটি যাহার প্রতিদানের হার প্রায় সুদের হারের সমান। সুতরাং প্রতিদানের হার অপরিবর্তিত থাকিলে কোন্ কোন্ প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে তাহা নির্ভর করে সুদের হারের উপর। সাধারণত কোন প্রকল্পের প্রত্যাশিত প্রতিদানের হার যদি সুদের হার অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে ইহাকে গ্রহণ করা হইবে না।

সুতরাং শিল্প পরিচালকগণকে সর্বদা নূতন নূতন বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রত্যাশিত প্রতিদানের হারের সহিত সুদের হারের তুলনা করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই প্রতিদানের হার নির্ভর করে প্রকল্পটির কার্যকরী জীবনকাল ধরিয়া ইহা হইতে মোট অর্থ প্রবাহের উপর। যদি এই প্রতিদান সুদের হার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। সুতরাং সুদের হারের পরিবর্তন ও বিনিয়োগের পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে বিপরীতমুখী। অর্থাৎ, সুদের হার হ্রাস পাইলে বিনিয়োগের স্তর বৃদ্ধি পাইবে। এই বক্তব্যটি শুধুমাত্র একজন ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেই সত্য নহে, ইহা দেশের মোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে যাহা সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন তাহা হইল একটি প্রকল্পের আয় প্রবাহের বর্তমান মূল্য। অর্থাৎ, একটি প্রকল্প ইহার জীবনকাল ধরিয়া যে প্রতিদান দিবে বা অর্থ প্রবাহ সৃষ্টি করিবে প্রচলিত বাট্টার ( সুদের ) হারে তাহাকে ছাড়বাদ দিয়া ধরিয়া উহার বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। এই প্রসংগেই কেইন্‌স মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার ধারণাটির প্রবর্তন করেন। ধারণাটি লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ৩৩.১৪ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ( The Marginal Efficiency of Capital )

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হইল এমনই একটি বাট্টার হার ( a discount rate ) যাহা একটি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ আয় প্রবাহের সমষ্টির বর্তমান মূল্যকে ইহার উপর বর্তমানে ব্যয়িত অর্থের সহিত

সমতা আনয়ন করে।[১] যতক্ষণ পর্যন্ত সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা অপেক্ষা কম হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায়ীগণের পক্ষে অর্থ লগ্নী করিয়া বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক একটি প্রকল্পে আজই যদি ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয় তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহা হইতে ১,৬৯,০০০ টাকার মত প্রতিদান পাওয়া যাইবে। যদি প্রকল্পটির আয়ুকাল মাত্র তিন বৎসর হয় তাহা হইলে প্রতিদানের হারকে নিম্নের সমীকরণটি হইতে নির্ধারণ করা যাইবে :

$$৪২০,০০০ \text{ টাকা} = \frac{১৬৯,০০০ \text{ টাকা}}{(১+e)} + \frac{১৬৯,০০০}{(১+e)^২} + \frac{১৬৯.০০০}{(১+e)^৩} ।$$

এই উদাহরণে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বা বিনিয়োগের প্রান্তিক প্রতিদানের হার যাহাকে $e$ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহা হইল ১০ শতাংশ। সুতরাং যদি সুদের হার (অর্থাৎ অর্থ লগ্নী করিবার ব্যয়) ইহা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলেই প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুদের হার যদি বৃদ্ধি পাইয়া ইহা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইবে না।

ধরা যাউক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চিত অর্থ আছে। সেই কারণে বাজার হইতে ইহাকে অর্থ লগ্নী করিতে হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রেও সুদের হার যথেষ্ট প্রভাবশালী। যদি একটি নূতন প্রকল্পের প্রত্যাশিত অবদানের বাৎসরিক হার ৫ শতাংশ হয় এবং বাজারে সুদের হার ৬ শতাংশ হয় তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে প্রকল্পটি গ্রহণ করা অপেক্ষা বাজারে ঋণদান অধিক লাভজনক হইবে। প্রকল্পটি গ্রহণ করার অর্থ হইল বণ্ডের বাজারে অধিক সুদ লাভ করিবার সুযোগকে হাতছাড়া করা। সুতরাং যাঁহারা অর্থ লগ্নী করেন না তাঁহাদের ক্ষেত্রেও সুদের হার বিনিয়োগের গতিকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অর্থ-ব্যবস্থায় যখন উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা (excess capacity) বিদ্যমান থাকে তখন সুদের হার হ্রাস পাইলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি নাও ঘটিতে পারে। ইহার কারণ হইল এরূপ অবস্থায় এই উদ্বৃত্ত ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। ইহা ব্যতীত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বহু প্রকল্পই অতি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। ইহাদের আয়ুকাল ১০ হইতে ১৫ বৎসরও হইতে পারে। একবার সুরু হইয়া যাওয়ার পর এই প্রকল্পগুলি সুদের হারের সামান্য পরিবর্তনে মোটেও সাড়া দেয় না। সরকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সুদের হারে হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।

তবে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সুদের হারের পরিবর্তনই হইল বিনিয়োগ নির্ধারণকারী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে সুদের হার অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল মুনাফার প্রত্যাশা বা প্রত্যাশিত মুনাফা। মুনাফার প্রত্যাশা বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং এই বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি হইল অতি চঞ্চল। প্রত্যাশিত প্রতিদান কখনও আকাশছোঁয়া এবং কখনও কিঞ্চিৎকর হইতে পারে। বিপরীতভাবে আমরা স্বল্পকালে সুদের হারে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটিতে দেখি না। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে স্বল্পকালে ইহার কোন গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হইল বাজারের চাহিদার পরিবর্তন, কলা-কৌশলগত উন্নতি এবং সেই সকল অগণিত বিষয়সমূহ যেগুলি ব্যবসায়িক আস্থা বা ব্যবসায়িকগণের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি বা ধ্বংস করে। অবশ্য সুদের হার একটি কারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় সরকার মোট অর্থ বা ঋণের যোগান বৃদ্ধি করিয়া সুদের হারে ইচ্ছামত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। এ সম্পর্কে পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

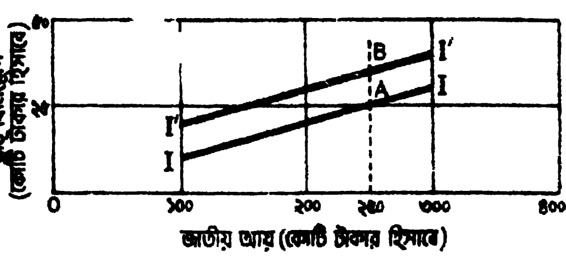
---

১. এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিভাবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার হিসাবনিকাশ করিতে হয় গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

### আয়-নিরপেক্ষ ও আয়ের উপর নির্ভরশীল বিনিয়োগ ( Autonomous and Induced Investment )

সঞ্চয়ের মত বিনিয়োগ প্রাথমিকভাবে বর্তমান আয়ের উপর নির্ভরশীল নহে। আমরা দেখিয়াছি যে বিনিয়োগের স্তর মূলত নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যবসায়িদের মতামত ও আশা-প্রত্যাশার উপর। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে জাতীয় আয় মোট বিনিয়োগকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করে। যখনই জাতীয় আয় এবং বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখনই ব্যবসায়িগণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত হন। অপরদিকে বর্তমান আয় হ্রাস পাইলে বিনিয়োগ পরিমাণও কিছুটা হ্রাস পায়। মূলত তিনটি কারণে ইহা ঘটিয়া থাকে: প্রথমত, জাতীয় অথবা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়িগণের মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। ইহার ফলে অনেকেই অনুমান করেন যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতিধারা অদূর ভবিষ্যতেও বজায় থাকিবে। যেহেতু জাতীয় আয় বৃদ্ধির অর্থ হইল বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি সেহেতু ব্যবসায়িগণ বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবেন। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় বলিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ শেয়ারের মালিকগণের নিকট লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন না করিয়া পুনরায় বিনিয়োগ করিবার জন্য সরাইয়া রাখে। আভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান বৃদ্ধি পাইলেও মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান উৎপাদন-ক্ষমতা ব্যবহারের অনুপাত সাধারণত বৃদ্ধি পায়। ফলে অতি শীঘ্রই উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্বাভাবিক কারণেই জাতীয় আয় হ্রাস পাইলে এই তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে কার্য করিতে থাকে। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পায়।

সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন জাতীয় আয় এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের ঈপ্সিত বা পরিকল্পিত বিনিয়োগের মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রের I রেখাটির দ্বারা বিষয়টিকে দেখান হইয়াছে। ইহা হইল বিনিয়োগ অপেক্ষক ( investment function ) এবং ইহা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়: অন্তত একটি সামান্য প্রসারের মধ্যে আয়ের সহিত বিনিয়োগের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে—অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। যে কাল্পনিক তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করিয়া এই বিনিয়োগ অপেক্ষকটি অংকন করা হইয়াছে তাহাদের পরবর্তী পৃষ্ঠায় পেশ করা হইল:




রেখাচিত্র: ৩৩.৪ বিনিয়োগ অপেক্ষক

আয়ের পরিবর্তনের ফলে যে ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে প্রণোদিত বিনিয়োগ ( induced investment ) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় আয় ১০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ কোটি টাকা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ কোটি টাকা হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন আয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি পরিষ্কার সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ের সহিত বিনিয়োগের সম্পর্ক স্থাপন করিবার সময় আমরা অনুমান করি যে অন্যান্য সকল বিষয়—বিশেষত ব্যবসায়িক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রত্যাশা—অপরিবর্তিত থাকে। ইহার কারণ হইল এই যে বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়

সারণি ৩৩.৩ : আয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্কের উপর কাল্পনিক তথ্য
( কোটি টাকার হিসাবে )

| জাতীয় আয় | বিনিয়োগ | |
|---|---|---|
| | *I* | *I'* |
| ১০০ | ১০ | ২০ |
| ১৫০ | ১৫ | ২৫ |
| ২০০ | ২০ | ৩০ |
| ২৫০ | ২৫ | ৩৫ |
| ৩০০ | ৩০ | ৪০ |

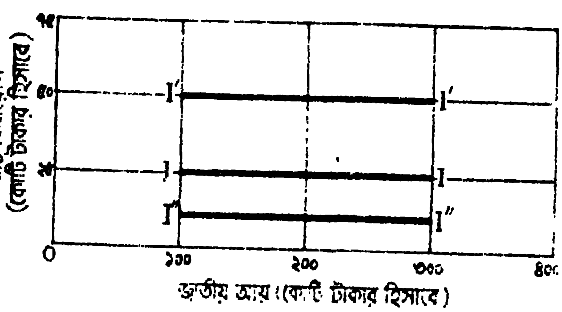
হিসাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার সাধারণ অবস্থা ( the general state of businessmen's expectations ) এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের পশ্চাতে যে বিষয়গুলি কার্য করে সেগুলি আয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ধরা যাউক প্রত্যাশার সাধারণ অবস্থা ( the general state of expectations ) একটি নির্দিষ্ট সময়ে অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অর্থাৎ, আমরা অনুমান করিতে পারি যে বিনিয়োগ ও আয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এই অবস্থায় আয়ের পরিবর্তনে বিনিয়োগ অবশ্যই সাড়া দিবে। বিনিয়োগ কিভাবে সাড়া দেয় তাহা উপরের রেখাচিত্রের *I* রেখাটি দ্বারা দেখান হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তব জগতে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে না। ব্যবসায়ীদের আশা-প্রত্যাশার সদা পরিবর্তন ঘটে। এই অবস্থায় উপরের *I* রেখাটি হঠাৎ ভীষণভাবে স্থান পরিবর্তন করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কলাকৌশলগত উন্নতির ( যেমন নূতন দ্রব্যাদির আবিষ্কার ) ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে নূতন করিয়া আশার সঞ্চার হইতে পারে। ইহার ফলে বিনিয়োগ অপেক্ষকটি *I* হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া *I'* হইতে পারে। ইহার অর্থ হইল এই যে আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরে ব্যবসায়ীগণ পূর্বের তুলনায় অধিক অর্থ বিনিয়োগ করিবেন। এই বক্তব্যটির সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে একটি নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে ( যেমন ২৫০ কোটি টাকা ) একটি লম্ব ( perpendicular ) অংকন করিতে হইবে। উপরের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এই লম্বটি *I* রেখাকে *A* বিন্দুতে এবং *I'* রেখাকে *B* বিন্দুতে ছেদ করে। উল্লম্ব অক্ষ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে আয়ের স্তর ২৫০ কোটি টাকা হইলে বিনিয়োগ অপেক্ষক *I* এর অধীনে ব্যবসায়ীগণ ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবেন। কিন্তু *I'* রেখাটি দ্বারা প্রত্যাশার যে অবস্থা দেখান হইয়াছে তাহা আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরে অধিক ( ৩৫ কোটি টাকার মত ) বিনিয়োগের নির্দেশক। উপরের সারণিটিকে পরীক্ষা করিয়াই উপরের যুক্তিটির সত্যতা প্রকাশ করা যায়। স্বাভাবিক কারণেই ( অর্থাৎ আশা-নিরাশার সহিত তাল রাখিয়া ) বিনিয়োগ অপেক্ষক ঊর্ধ্বে অথবা নিম্নে গমন করিতে পারে। বিনিয়োগ অপেক্ষকেরই এই দুই ধরনের স্থান পরিবর্তনের অর্থ হইল সমৃদ্ধি ( prosperity ) অথবা মন্দা ( depression )। বস্তুত, বিনিয়োগ অপেক্ষকের স্থান পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করিয়া সমৃদ্ধি ও মন্দা মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা ( অর্থাৎ সীমারেখা টানা ) হয়। সুতরাং বাণিজ্যচক্রের কারণ হিসাবে বিনিয়োগ অপেক্ষকের স্থান পরিবর্তন ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, চাহিদা অপেক্ষকের স্থান পরিবর্তনের ভিত্তিতেই বাণিজ্যচক্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি পেশ করা হইয়াছে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিনিয়োগ অপেক্ষকের স্থান পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন ( autonomous ) বা আয় নিরপেক্ষ বিনিয়োগ বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১]

---

১. 'Changes in investment stemming from shifts in the investment function are frequently called *autonomous* investment.' M. J. Ulmer : *Economics* ( 2nd edn., 1965 )

বিশেষ কয়েকটি উদ্দেশ্যে আমরা অনুমান করি যে বর্তমান আয় ( current income ) বিনিয়োগের উপর কোন ফল প্রদর্শন করে না। আর পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে, এই অনুমানটির অর্থ হইল এই যে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, উন্নয়ন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলি বিনিয়োগের নির্ধারক হিসাবে বর্তমান আয় অপেক্ষা এতই অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে আয়কে সহজেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সুতরাং বিনিয়োগের সকল পরিবর্তনই হইল স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অর্থাৎ ( বর্তমান ) আয়-নিরপেক্ষ। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য এই বক্তব্যটির বাস্তব সমর্থন মিলে বিশেষত যখন বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির একটি বৃহৎ অনুপাত গুরুত্বপূর্ণ কলাকৌশলগত পরিবর্তনের সহিত জড়িত থাকে এবং যখন ইহারা ১০, ২০ অথবা ৩০ বৎসর ধরিয়া দীর্ঘকালীন ফল প্রদান করে। এই অবস্থায় একটি মুহূর্তের আয়ের বিশেষ স্তর বিনিয়োগের প্রাথমিক নির্ধারক নাও হইতে পারে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ অপেক্ষকটি সম্পূর্ণ একটি অনুভূমিক রেখার আকার ধারণ করে। নিম্নের রেখাচিত্রে এইরূপ একটি রেখাকে দেখান হইয়াছে। এখানে *I* হইল বিনিয়োগ অপেক্ষক যাহাকে বিনিয়োগের একটি নির্দিষ্ট স্তরের (২৫ কোটি টাকা) উপর ভিত্তি করিয়া অংকন করা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই যে মুনাফার প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করিয়া ব্যবসায়ীগণ এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিবেন এবং তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত বর্তমান আয়ের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হইবে না। যদি নূতন দ্রব্য অথবা নূতন উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার অথবা ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সম্প্রসারণের ফলে মুনাফার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বিনিয়োগ অপেক্ষকটি সমান্তরালভাবে ঊর্ধ্বে গমন করিবে। এক্ষেত্রে *I'* হইল নূতন বিনিয়োগ অপেক্ষক। ইহার দ্বারা দেখান হইয়াছে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইলে বা নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি হইলে বিনিয়োগের বাৎসরিক স্তর ২৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ কোটি টাকা হয়। এই অবস্থাতেও বিনিয়োগ নির্ধারণ ব্যাপারে আয়ের বর্তমান স্তর কোন ভূমিকাই গ্রহণ করে না; অর্থাৎ, বিনিয়োগ অপেক্ষকটি একটি সম্পূর্ণ সমান্তরাল রেখা হিসাবেই বিরাজ করে। যদি ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যাশার পরিবর্তে নৈরাশ্যের ছায়া নামিয়া আসে তাহা হইলে বিনিয়োগ অপেক্ষকটি নিম্নে স্থান পরিবর্তন করিবে। রেখাচিত্রে *I''* রেখাটি দ্বারা ইহা দেখান হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই যে আয়ের প্রতিটি স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। অর্থাৎ, বাৎসরিক বিনিয়োগের হার ২৫ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১০ কোটি টাকা হইবে।



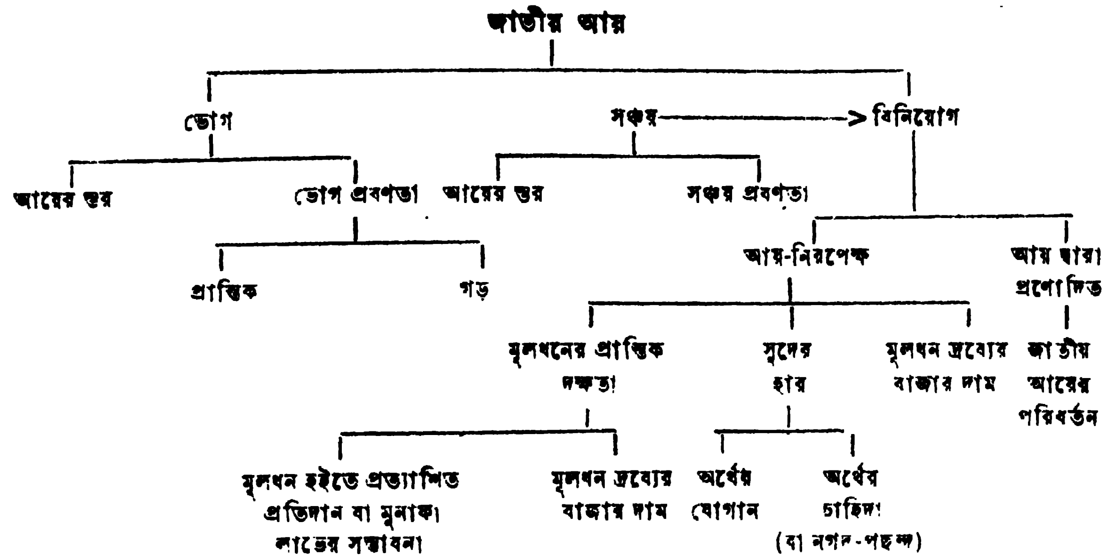

রেখাচিত্র ৩৩.৫ : আয়-নিরপেক্ষ বিনিয়োগ

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সুদের হারের পরিবর্তনের ফলেও বিনিয়োগ অপেক্ষক স্থান পরিবর্তন করিবে। সুদের হার হ্রাস পাইলে বিনিয়োগ অপেক্ষক ঊর্ধ্বে গমন করিবে। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে অপেক্ষকটি নিম্নে গমন করিবে। অবশ্য বিনিয়োগ অপেক্ষকের এই ধরনের স্থান পরিবর্তন খুব ঘন ঘন ঘটে না, কারণ সুদের হার প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে বিনিয়োগ নির্ধারক অন্যান্য বিষয়গুলির খুব ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে বলিয়া বিনিয়োগের স্তরে ভীষণভাবে পরিবর্তন ঘটে এবং বিনিয়োগ অপেক্ষককে স্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যায়। এই কারণেও বিনিয়োগের প্রবাহকে ব্যবসায়িক জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া বিবেচনা করা হয়।[১]

১. "Indeed, it is because of the frequency and size of such fluctuations that the flow of investment is commonly considered the most critical element in the business situation."

M. J. Ulmer

এই অধ্যায়ে জাতীয় আয় নির্ধারক তিনটি মূল বিষয় বা ধারণা লইয়া আলোচনা করা হইল। বিষয় তিনটি হইল : (১) ভোগ অপেক্ষক ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা, (২) সঞ্চয় অপেক্ষক ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা এবং (৩) বিনিয়োগ অপেক্ষক ও আয়-নিরপেক্ষ বিনিয়োগ। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই হাতিয়ারগুলি ( tools ) প্রয়োগ করিয়া আয় নির্ধারণ তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিব। এই প্রসংগে নিম্নের চিত্রটি ( chart ) দ্রষ্টব্য :




## সংক্ষিপ্তসার

১. অধ্যাপক কেইন্‌সই আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে সর্বাধুনিক তত্ত্বের স্রষ্টা। তাঁহার মতে নিয়োগ ও আয় নির্ধারিত হয় মোট কার্যকরী চাহিদার স্তর দ্বারা।

২. মোট কার্যকরী চাহিদার দুইটি মূল উপাদান হইল ( বেসরকারী ) ভোগ ব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয়। বস্তুত, আয় হইল ভোগ ও বিনিয়োগের যোগফল। ভোগ ব্যয়ের পর মোট আয়ের যে অংশ পড়িয়া থাকে তাহাই সঞ্চিত হয়। সুতরাং সঞ্চয় হইল একটি উদ্‌বৃত্ত মাত্র। ইহার অর্থ হইল এই যে আয়ের স্তর নির্দিষ্ট থাকাকালীন ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এই কারণেই বলা হয় ভোগ ও সঞ্চয় হইল একটি মুদ্রার দুইটি দিক মাত্র।

৩. কেইন্‌সই প্রথম উল্লেখ করেন যে চাহিদা যোগান সৃষ্টি করে। ইহার পূর্বে সকলেই ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে যোগান আপনা হইতেই চাহিদার সৃষ্টি করে। ইহাই সে-এর নিয়ম বলিয়া খ্যাত।

৪. কেইন্‌স উল্লেখ করিয়াছিলেন যে আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, যদিও সমানুপাতিক হারে নহে। এই প্রসংগেই তিনি ভোগ অপেক্ষকের ধারণাটি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ভোগব্যয় আয়ের উপর নির্ভর করে এবং এই কারণে ভোগ অপেক্ষককে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$C=f(Y)$$

যেখানে ভোগ ব্যয় ($C$) হইল নির্ভরণ চল এবং আয় ($Y$) হইল স্বাধীন চল।

আয় বৃদ্ধির সহিত ভোগ বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখাইতে গিয়া তিনি ভোগ প্রবণতার ধারণাটি উদ্ভাবন করেন। ভোগ বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির অনুপাতকেই তিনি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বলিয়া বর্ণনা করেন। মোট ভোগ ব্যয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করিয়া গড় ভোগ প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়।

৫. অনুরূপভাবে আয় বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধির সহিত সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখাইতে গিয়া কেইন্‌স সঞ্চয় প্রবণতা বা সঞ্চয় অপেক্ষকের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$S=f(Y)$$

যেখানে সঞ্চয় ($S$) হইল নির্ভরণ চল এবং আয় ($Y$) হইল স্বাধীন চল।

সঞ্চয়ের পরিবর্তনকে আয়ের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করিয়া প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান নির্ধারণ করা হয়। অনুরূপভাবে মোট সঞ্চয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করিয়া গড় সঞ্চয় প্রবণতার মান নির্ধারণ করা হয়।

৬. ভোগ ( অথবা সঞ্চয় ) মূলত আয়ের স্তর ও ভোগ ( অথবা সঞ্চয় ) প্রবণতার উপর নির্ভর করে। ভোগ ও সঞ্চয় নির্ধারণের অন্যান্য বিষয়গুলি হইল সুদের হার, মূলধনী লাভ ও ক্ষতি, করের স্তর, বিজ্ঞাপনের উপর ব্যয়, ভোগঋণ পাইবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি।

৭. জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হইল বিনিয়োগ। বিনিয়োগ বলিতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহাকেই বুঝায়। বিনিয়োগ দুইটি মূল বিষয়ের উপর নির্ভর করে: মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা এবং সুদের হার। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা মূলত ব্যবসায়ীদের মুনাফা লাভের সম্ভাবনা ( অর্থাৎ তাঁহাদের আশা-প্রত্যাশা ) ও মূলধন দ্রব্যের বাজার দামের উপর নির্ভর করে। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা করিয়াই সাধারণত বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার হার সুদের হার অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগ কার্য চলিতে থাকে। সুদের হার অপরিবর্তিত থাকাকালীন মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে অথবা প্রান্তিক দক্ষতার কোন পরিবর্তন না হইয়া যদি সুদের হার ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে তাহা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ ( হার ) বৃদ্ধি পাইবে।

৮. নিয়োগ অপর একটি বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। ইহা হইল জাতীয় আয় ও ইহার পরিবর্তন। এই প্রসংগে আমরা আয়-নিরপেক্ষ বিনিয়োগ ও আয় দ্বারা প্রণোদিত বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করি। বিনিয়োগের স্তর বা হার যদি আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহা হইলে বিনিয়োগকে আয় দ্বারা প্রণোদিত বিনিয়োগ আখ্যা দেওয়া হয়।

৯. ভোগ অপেক্ষক ও বিনিয়োগ অপেক্ষককে একত্র করিয়াই জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে ইহাই করা হইবে।

## প্রশ্নাবলী

১. ভোগ-অপেক্ষক কাহাকে বলে? স্বল্পকালীন ভোগ-অপেক্ষক কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

[ C. U. B. Com. (H) 1984 ]

২. মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কাহাকে বলে? ইহাকে কি ভাবে নির্ধারণ করা যায়? ইহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৩. সুদের হারে পরিবর্তন ঘটিলে কিভাবে বিনিয়োগের পরিবর্তন ঘটে তাহা দেখাও।

[ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

৪. প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বলিতে কি বুঝায়? ইহার সহিত গড় ভোগ-প্রবণতার পার্থক্য নির্দেশ কর।

৫. ভোগ-অপেক্ষক কি বর্ণনা কর। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা ও গড় ভোগ-প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কোন অর্থনীতিতে ভোগের স্তরের উপর কি কি বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি প্রভাব বিস্তার করে তাহা উল্লেখ কর।

[ B. U. B. A. 1984 ]

৬. প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বলিতে কি বুঝ? গড় ভোগ-প্রবণতার সহিত ইহার পার্থক্য কি? আয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর। [ B. U. B. Com. 1985 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. P. A. Samuelson and W. D. Northaus: *Economics* ( 12th edn., McGraw-Hill Kogakusha, 1985 )

2. M. T. Ulmer: *Economics* ( 2nd edn., Houghton Mifflin Company, Boston, 1965 )

3. L. C. Alkinson: *Economics* ( Irwin, 1979 )

4. R. McConnell: *Economics* ( 1984, McGraw-Hill Kogakusha, 9th edn. )

5. R. Wonnacott: *Economics* ( 1984, McGraw Hill Kogakusha, 2nd edn. )

6. G. Ackley: *Macroeconomics* ( Collier MacMillan, 2nd edn. )

# ৩৪ আয়-নির্ধারণ তত্ত্ব

## ( The Theory of Income Determination )

*"Income will always gravitate toward the equilibrium where desired saving and desired investment are equal."* M. J. Ulmer : *Economics* ( 2nd edn., 1965 )

*"In the Keynesian multiplier model , an increase in private investment will cause output and employment to expand ; a decrease in investment will cause them to contract."*

P. A. Samuelson and W. D. Northaus : *Economics* ( 12th edn , 1985 )

আমাদের কি সর্বদা মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব সহ্য করিতে হইবে ? অথবা, মুদ্রাস্ফীতি ব্যতিরেকে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা বজায় রাখা কি সম্ভব ? বাস্তব জগতে আমরা সর্বদা এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হই।

পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ব্যতীত প্রায় সকল দেশেই এই ধরনের প্রশ্নাবলী উত্থাপন করা হয় এবং সরকারী নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির সুষ্ঠু মোকাবিলার প্রচেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য হইল অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনয়ন। এখানে স্থায়িত্ব বলিতে পূর্ণনিয়োগ ও সাধারণ মূল্যস্তরে স্থায়িত্বকেই বুঝায়। স্থায়িত্ব আনয়নকারী নীতিসমূহকে প্রণয়ন করিতে এবং প্রয়োজন হইলে নীতিসমূহকে সংশোধন করিতে হইলে আমাদের আয়-নির্ধারণ তত্ত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই কারণেই বিষয়টি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

### ৩৪.১ আয় ও নিয়োগের আধুনিক বা কেইন্‌সীয় তত্ত্ব ( Modern or Keynesian Theory of Income and Employment )

অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থার ( free enterprise economy ) অন্যতম প্রধান ত্রুটি হইল যে উহা যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক অব্যাহতভাবে তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় না। অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারিত হইলে দেশের মোট নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে কাজকর্ম হ্রাস পাইলে নিয়োগ ও আয় কমিয়া যায়। অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইলে উপাদান খাতে উৎপাদকের ব্যয় বাড়িয়া যায়। উৎপাদকের এই ব্যয় উৎপাদন-সরবরাহকারীদের ( suppliers of the factors ) হস্তে আয় হিসাবে পৌঁছায় বলিয়া তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে নিয়োগের সংগে সংগে জাতীয় আয়ের পরিমাণও বর্ধিত হয়। এখন অর্থনৈতিক কাজকর্ম কিরূপ হইবে—অর্থাৎ জাতীয় আয় ও নিয়োগের পরিমাণ কি হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদকের সিদ্ধান্তের উপর। তাঁহারা অধিক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করিলে আয় ও নিয়োগ বাড়িবে, আর উৎপাদন সংকোচন করিলে আয় ও নিয়োগ সংকুচিত হইবে।

উৎপাদকেরা অধিক বা কম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কেন ? সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার আশায় তাঁহারা এরূপ করেন। প্রতিষ্ঠানবিশেষের ( the firm ) ভারসাম্যের আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠান ততটাই উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ ও দ্রব্যাদি উৎপাদন করে যতটা করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। অন্যভাবে বলা যায়, একজন উৎপাদক তখনই শ্রম ও অন্যান্য উপাদান নিয়োগ করিয়া উৎপাদন করেন যখন তিনি উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে পর্যাপ্ত দামে বিক্রয় করিয়া উৎপাদন-ব্যয় বহন ও মুনাফা লাভ করিতে সমর্থ হন। সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য। মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য সকল উৎপাদক মিলিয়া যে-পরিমাণ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করেন তাহার উপর দেশের মোট নিয়োগ ও আয় নির্ভর করে।

এখন উৎপাদকরা কতটা উৎপাদন করিয়া লাভজনকভাবে বিক্রয় করিতে পারিবেন তাহা নির্ধারিত হয় লোকের চাহিদা দ্বারা। অর্থাৎ, লোকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যে-অর্থ ব্যয় করে তাহার উপরই বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। জিনিসপত্রের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে—লোকে ক্রয় করিতে অধিক পরিমাণে টাকাকড়ি ব্যয় করিলে—অর্থনৈতিক কাজকর্ম বাড়িয়া যাইবে। ফলে নিয়োগ এবং আয়ও সম্প্রসারিত হইবে। অপরদিকে, লোকের মোট ব্যয় হ্রাস পাইলে উৎপাদন নিয়োগ ও আয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। ইহা হইতে বলা যায়, দেশের মোট চাহিদা বা মোট ব্যয়ই হইল দেশের নিয়োগ ও আয়ের মূল নির্ধারক। সুতরাং দেখা প্রয়োজন যে মোট ব্যয়ের গতি ও প্রকৃতি কি ?

---

ক্যাপসুল টীকা :

১. অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর নিয়োগ ও আয় নির্ভর করে।

২. মোট আয় ও নিয়োগ নির্ধারিত হয় উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দ্বারা।

৩. এই সিদ্ধান্ত আবার নির্ভর করে বাজারের মোট চাহিদার উপর।

---

পূর্ববর্তী অধ্যায় হইতে যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহা হইল এই যে সঞ্চয় ও ভোগ হইল অর্থ-ব্যবস্থার দুইটি অক্রিয় উপাদান ( passive elements ), কারণ ইহারা মূলতঃ বর্তমান আয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিনিয়োগ হইল একটি বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল, পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল উপাদান এবং জাতীয় আয়ের স্তর যাহাই হউক না কেন দ্রুতগতিতে ইহার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে যখনই বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তখন ইহার ফল হিসাবে জাতীয় আয়ের ভীষণ পরিবর্তন ঘটে।

কিভাবে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রথমেই ভারসাম্যের ধারণাটিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জাতীয় আয়ে তখনই ভারসাম্য ঘটে যখন একটি জাতি সমগ্রভাবে যাহা সঞ্চয় করিবার চিন্তা প্রকাশ করে তাহা ইহার বিনিয়োগের ইচ্ছার সহিত সমান হয়—অর্থাৎ ইহার ইপ্সিত সঞ্চয় ( desired saving ) ইপ্সিত বিনিয়োগের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয়।[১] ইহাই হইল আয়-নির্ধারণ তত্ত্বের মূলকথা। এখন বিষয়টিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। নিম্নের ৩৪.১ ও ৩৪.৩ রেখাচিত্র দুইটি দ্বারা আয় নির্ধারণ তত্ত্বের দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীকে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অধ্যাপক কেইনস্‌কে অনুসরণ করিয়া আমরা একটি দুই ক্ষেত্রবিশিষ্ট অর্থ-ব্যবস্থাকে বিবেচনা করিব। ক্ষেত্র দুইটি হইল : পরিবারগোষ্ঠী ও শিল্পগোষ্ঠী। অর্থাৎ, এই স্তরে আমরা সরকারের ভূমিকা লইয়া আলোচনা করিব না। এইরূপ একটি সরল অর্থ-ব্যবস্থায় জাতীয় আয়ের কেবলমাত্র দুইটি উপাদান থাকে। উপাদান দুইটি হইল ভোগ ও বিনিয়োগ এবং $Y=C+I$ সমীকরণটির সাহায্যে বিষয়টিকে সংক্ষেপে পেশ করা হয়।

এই অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য হইল জাতীয় আয় কেন একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে ( অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হইবার পর কেন ইহার কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না ) তাহা খুঁজিয়া বাহির করা। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৪-৮৫ সালে ভারতের জাতীয় আয় কিভাবে ৮০,০০০ কোটি টাকা হইয়াছিল এবং শ্রমিকদের ১২ শতাংশ কেন বেকারত্বের পর্যায়ে পড়িয়াছিল তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে।

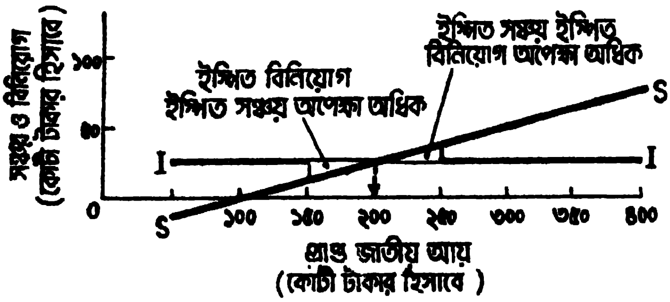
### ৩৪.২ সঞ্চয়-বিনিয়োগ দৃষ্টিভঙ্গী ( The Saving-Investment Approach )

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে সঞ্চয়-বিনিয়োগ দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে সঞ্চয় অপেক্ষককে $S$ রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইহা দ্বারা আয়ের প্রতিটি স্তরে জাতীয় মোট ইপ্সিত

---

১. বস্তুত কেইন্‌সের মডেলে আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগের ( induced investment ) কোন উল্লেখ নাই। ১৯৫১ সালে অধ্যাপক হিক্‌স বাণিজ্যচক্রের আলোচনা প্রসঙ্গে ধারণাটিকে নূতন করিয়া প্রবর্তন করেন।

সঞ্চয়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। *I* রেখাটি দ্বারা ইপ্সিত বিনিয়োগকে দেখান হইয়াছে। যেহেতু কেইন্‌সের অনুমান অনুসারে বিনিয়োগ হইল সমগ্রভাবে আয়-নিরপেক্ষ[1] সেহেতু *I* রেখাটি হইল সমান্তরাল।




রেখাচিত্র ৩৪.১ : কিভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ আয় নির্ধারণ করে

উপরন্ত, যেহেতু আমরা সরকারকে উপেক্ষা করি সেহেতু আমাদের মোট ব্যয়ের ( total spending ) কেবল দুইটি উপাদানকে ( ভোগ ও বিনিয়োগ ) বিবেচনা করিতে হইবে। উপরের রেখাচিত্রে বিনিয়োগকে প্রত্যক্ষভাবে দেখান হইয়াছে। যেহেতু আয় হইতে ভোগব্যয়কে বাদ দিয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সেহেতু নিহিতার্থে ( by implication ) রেখাচিত্রটিতে ভোগব্যয়ও দেখান হইয়াছে বলা চলে। সুতরাং আমাদের নিকট যে তথ্য বা সংবাদাদি আছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা কি স্তরে জাতীয় আয় নির্ধারিত হইবে তাহা দেখাইতে সক্ষম হইব।

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে মাত্র একটি বিন্দুতে অর্থাৎ জাতীয় আয় ২০০ কোটি টাকা হইলে ইপ্সিত সঞ্চয় ইপ্সিত বিনিয়োগের সমান হয়। এই দুই রেখার ছেদ বিন্দুতেই জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর ( equilibrium level ) নির্ধারিত হয়। নিম্নের সারণিটির সাহায্যে এই ফলাফলটির সত্যতা যাচাই করা যায়। প্রশ্ন হইল : সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন কেন ২০০ কোটি টাকা ব্যতীত অন্য কোন আয়ের স্তর স্থায়ী হয় না? অর্থাৎ, কি অর্থে ইহাকে স্থায়ী বা ভারসাম্য অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যায়?

সারণি ৩৪.১ : কিভাবে জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় তাহার একটি সহজ উদাহরণ

| প্রাপ্ত জাতীয় আয় (*Y*) | ভোগ (*C*) | সঞ্চয় (*S*) | বিনিয়োগ (*I*) | মোট ইপ্সিত ব্যয় (*C*+*I*) | আয়ের আচরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫০ | ৬২.৫ | −১২.৫ | ২৫ | ৮৭.৫ | বৃদ্ধি |
| ১০০ | ১০০.০ | ০ | ২৫ | ১২৫.০ | বৃদ্ধি |
| ১৫০ | ১৩৭.৫ | ১২.৫ | ২৫ | ১৬২.০ | বৃদ্ধি |
| ২০০* | ১৭৫.০* | ২৫.০* | ২৫* | ২০০.০* | নিরপেক্ষ |
| ২৫০ | ২১২.৫ | ৩৭.৫ | ২৫ | ২৩৭.৫ | হ্রাস |
| ৩০০ | ২৫০.০ | ৫০.০ | ২৫ | ২৭৫.০ | হ্রাস |
| ৩৫০ | ২৮৭.৫ | ৬২.৫ | ২৫ | ৩১২.৫ | হ্রাস |
| ৪০০ | ৩২৫.০ | ৭৫.০ | ২৫ | ৩৫০.০ | হ্রাস |

বিঃ দ্রঃ এখানে ভারসাম্য মানগুলিকে ( the equilibrium values ) তারকা চিহ্নিত করা হইয়াছে।

উপরের প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায় যে জাতীয় আয় হইতে বিচ্যুতির মাত্রা যাহাই হউক না কেন ইহা সর্বদা এই ভারসাম্য বিন্দুর দিকে চালিত বা আকর্ষিত হইবে যদি অবশ্য আয় নির্ধারক অন্যান্য

১. "The macroeconomic equilibrium national income is the national income for which desired savings equals desired investment." John Craven: *Introduction to Economics*

শর্তগুলি অপরিবর্তিত থাকে।[১] উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক কোন কারণে জাতীয় আয় ২০০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৫০ কোটি টাকা হয়। আয়ের এই স্তরে পরিবারগোষ্ঠী ১২.৫ কোটি টাকা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইবে; অপরদিকে বিনিয়োগ ব্যয় হইবে ২৫ কোটি টাকা। ইপ্সিত বিনিয়োগ ইপ্সিত সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে আয় প্রবাহে যে পরিমাণ অর্থ যোগ হইত তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ বাহির হইয়া যাইবে। (এই প্রসংগে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৩৩.১নং রেখাচিত্রটি দ্রষ্টব্য।)

ইহার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। কতক্ষণ পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলিতে থাকিবে? পূর্ববর্তী অধ্যায়ের প্রথম রেখাচিত্রটি (৫২৭ পৃষ্ঠা) হইতে আমরা দেখিয়াছি যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাতীয় আয় বিনিয়োগ হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ যোগ হয় তাহা সঞ্চয় হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ নিষ্কাশিত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক না হয়।[২] আমাদের উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ২০০ কোটি টাকা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হইবে না। অর্থাৎ, একমাত্র এই স্তরেই জাতীয় আয় স্থিতিশীল হইবে অর্থাৎ ইহা ভারসাম্যে উপনীত হইবে। সুতরাং একমাত্র এই স্তরেই জাতীয় আয়ের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধির কোন প্রবণতা দেখা দিবে না।

ধরা যাউক, কোন আকস্মিক কারণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ভারসাম্য স্তরের (অর্থাৎ ২০০ কোটি টাকার) উপর উপনীত হইল। এখন প্রশ্ন হইল: ইহা কি পুনরায় ভারসাম্য স্তরে ফিরিয়া আসিবে? উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে ইহা অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে। ইহা সর্বদা স্মরণ করা প্রয়োজন যে যখনই ইপ্সিত সঞ্চয় ইপ্সিত বিনিয়োগকে অতিক্রম করিয়া যায় তখন আয় প্রবাহ হইতে অর্থ অপচয় অপেক্ষা অর্থের যোগ অধিক হয়। অর্থাৎ, একটি জাতির মোট ব্যয় ইহার আয় অপেক্ষা কম হয়। ফলে আয় হ্রাস পায়[৩] এবং এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনরায় ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

---

ক্যাপসুল টীকা ১: জাতীয় আয় সর্বদা ভারসাম্য স্তরের দিকে আকর্ষিত হইবে যে স্তরে পরিকল্পিত বা ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগ সমান হয়। আয়ের নিম্ন স্তরে ইপ্সিত বিনিয়োগ ইপ্সিত সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হইবে। ফলে ব্যয় প্রবাহের সম্প্রসারণ ঘটিবে এবং আয় বৃদ্ধি পাইবে। আয়ের উচ্চ স্তরে ইপ্সিত সঞ্চয় ইপ্সিত বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক হইবে। ফলে মোট ব্যয় ও জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে।

ক্যাপসুল টীকা ২: কেবলমাত্র ভারসাম্য স্তরেই ইপ্সিত সঞ্চয় $(S)$ ইপ্সিত বিনিয়োগের $(I)$ সমান হয়। জাতীয় আয় $(Y)$ এবং মোট ইপ্সিত ব্যয়ের $(C+I)$ সমতাও এই ভারসাম্যের নির্দেশক। ছাত্রছাত্রীগণকে সর্বদা দেখিতে হইবে যে আয়ের প্রতিটি স্তরে যেন $Y=C+S$ এই সমতাটি সৃষ্টি হয়। সুতরাং ভারসাম্য স্তরে $C+I=C+S$ এই শর্তটিও পূরিত হইবে।

---

## ৩৪.৩ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (Saving and Investment)

কেইন্‌সের আয় নির্ধারক তত্ত্বটি সঠিকভাবে বুঝিতে হইলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সুরুতে একটি সরল অর্থ-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে যেখানে

---

১. "Income will always gravitate to the equilibrium point, no matter how severely it may be disturbed, provided that the basic underlying conditions remain unchanged." M. J Ulmer

২. "The rise (of national income) will continue until the investment addition to the income flow no longer exceeds the saving deduction." M. J. Ulmer

৩. "...desired saving exceeds desired investment, deductions from the income flow are exceeding the additions. In other words the nation tends to spend less than it has received. Hence income is driven downward." M. J. Ulmer

দুইটি মাত্র ক্ষেত্র আছে—পরিবারগোষ্ঠী এবং নানা ধরনের বেসরকারী কার্ম বা শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই অর্থ-ব্যবস্থাটি মাত্র দুই ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করে: ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধন দ্রব্য। কার্মগুলি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করে এবং পরিবারগোষ্ঠী এগুলি ভোগ করে। মূলধন দ্রব্যগুলি কতকগুলি কার্ম উৎপাদন করে এবং অন্যান্য কার্মগুলি এগুলি ব্যবহার করে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সুরুতেই অনুমান করি যে কার্মগুলি তাহাদের বিক্রয়লব্ধ আয় ( revenue ) সমগ্রভাবে পরিবারগোষ্ঠীকে উপকরণ সরবরাহের জন্য প্রদান করে। ইহার অর্থ হইল এই যে জাতীয় আয় হইল উপকরণসমূহ দ্বারা অর্জিত অর্থের সমষ্টি এবং করের অবর্তমানে ইহা পরিবারগোষ্ঠীর নিকট ব্যয়যোগ্য আয় হইয়া দাঁড়ায়। এখন পরিবারগোষ্ঠীকে দুইটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমত ইহাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে তাহাদের আয়ের কত পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে এবং দ্বিতীয়ত কত পরিমাণ সঞ্চয় করা হইবে। বস্তুত, একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ আয়ের পরিমাণ সীমিত হওয়ায় যে কোন একটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অর্থ হইল অন্য ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। পরিবারগোষ্ঠী হইতে যে-সকল ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং কার্ম বা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে যে-সকল মূলধন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় সেগুলি সম্পূর্ণভাবে কার্মগুলি উৎপাদন করে এবং যোগান দেয়। সাধারণত জনসাধারণের নিকট হইতে সরাসরিভাবে অর্থ লগ্নী করিয়া অথবা ব্যাংক[১] হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কার্মগুলি বিনিয়োগ কার্য সম্পাদন অর্থাৎ মূলধন দ্রব্য ক্রয় করে।

উপরের সরল অনুমানগুলি অনুসারে, পরিবারগোষ্ঠী সঞ্চয়সংক্রান্ত সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কার্মগুলি বিনিয়োগ ব্যাপারে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই স্বতন্ত্রীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে :

**পরিবারগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটিলে কার্মগুলির বিনিয়োগের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। অনুরূপভাবে কার্মগুলির বিনিয়োগের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটিলেই যে পরিবারগোষ্ঠী ইহাতে সাড়া দিবে এমন কোন কথা নাই।**[২]

কেইন্‌সের আয়-নির্ধারণকারী মডেলকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$E=C+I \quad \cdots \quad (১)$$

$$I=I^* \quad \cdots \quad (২)$$

$$C=bY,\ o<b<1 \quad \cdots \quad (৩)$$

$$Y=E \quad \cdots \quad (৪)$$

প্রথম সমীকরণটির অর্থ হইল এই যে মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদার দুইটি উপাদান আছে। এই দুইটি উপাদান হইল ভোগব্যয় (*C*) এবং বিনিয়োগ (*I*)। দ্বিতীয় সমীকরণটি দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে বিনিয়োগ আয়-নিরপেক্ষ হওয়ায় ইহার পরিমাণ স্বল্পকালে নির্দিষ্ট থাকে। তৃতীয় সমীকরণটি দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে মোট ভোগব্যয় (*C*) দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: ভোগ-প্রবণতা (*b*) এবং জাতীয় আয় (*Y*)। আয়ের পরিবর্তন ঘটিলে ভোগব্যয়ের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। চতুর্থ সমীকরণটি হইল জাতীয় আয়ের ভারসাম্য শর্ত ( equilibrium condition )। জাতীয় আয় তখনই ভারসাম্য স্তরে উপনীত হয় যখন ইপ্সিত ব্যয় ( desired expenditure ) প্রকৃত আয়ের ( actual income ) সমান হয়।

---

১. বস্তুত ব্যাংক-ব্যবস্থার নিকট পরিবারগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের একাংশ প্রবাহিত হয়। সুতরাং ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণের অর্থ হইল পরিবারগোষ্ঠীর সঞ্চয়কে মূলধন দ্রব্য ক্রয়ে বা বিনিয়োগ কার্যে ব্যবহার করা।

২. "There is no reason why a change in the desire of households to save, or in the desire of firms to invest, should automatically be matched by a similar change on the part of the other group." Lipsey

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমীকরণটি প্রথম সমীকরণে বসাইলে ( অর্থাৎ $C$-এর পরিবর্তে $bY$ এবং $I$-এর পরিবর্তে $I^*$ বসাইলে ) আমরা পাই :

$$E=bY+I^* \quad \cdots \quad (৫)$$

$$E=Y \quad \cdots \quad (৬)$$

অর্থাৎ, $Y=by+I^*$

অথবা, $Y-by=I^*$

অথবা, $Y(I-b)=I^*$

অথবা, $Y=\frac{I^*}{I-b} \quad \cdots \quad (৭)$

ইহাই হইল জাতীয় আয়ের ভারসাম্য শর্ত। যেহেতু $b$ এবং $I^*$-এর মান পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট থাকে সেহেতু জাতীয় আয়ের স্তর সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার শর্তটি ব্যবহার করিয়াও জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারণ করা যায়। ইহার জন্য আমাদের নিম্নের সমীকরণ তিনটি ব্যবহার করিতে হইবে :

$$S=sY \quad \cdots \quad (৩)'$$

$$I=I^* \quad \cdots \quad (২)$$

$$S=I \quad \cdots \quad (৮)$$

যেখানে (৩)' এবং (২) হইল আচরণমূলক[১] সমীকরণ ( behavioural equations ) এবং (২) শেষ সমীকরণটি ভারসাম্য শর্ত। এখন (৩)' এবং (২) দুইটি সমীকরণকে (৮) নম্বরসমীকরণটিতে বসাইয়া আমরা পাই :

$$sY=I^*$$

অথবা, $Y=I^*/s \quad \cdots \quad (৯)$

যেহেতু $s=I-b$ সেহেতু (৭) এবং (৯) এই দুইটি সমীকরণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ইহারা জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারণের দুইটি বিকল্প উপায় বা পদ্ধতি মাত্র।

**সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কি? ( Is 'here any link between saving and investment ) ?**

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে : (১) সঞ্চয় ও বিনিয়োগসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী গ্রহণ করে এবং পরিবারগোষ্ঠী যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যগুলি যে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ইহার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। (২) ইহা ব্যতীত আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে একটি সরল দুই-ক্ষেত্রবিশিষ্ট মডেলে জাতীয় আয় তখনই ভারসাম্য স্তরে উপনীত হয় যখন পরিকল্পিত সঞ্চয় পরিকল্পিত বিনিয়োগের সমান হয়।

কোন দেশের পরিবারগোষ্ঠী আচমকা নির্ধারিত ( randomly selected ) যে কোন আয়ের স্তরেই যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তাহা আয়ের ঐ একই স্তরে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত করিবে তাহার সমান হইবে এরূপ কোন কথা নাই। ইহাই হইল উপরে উল্লিখিত প্রথম বক্তব্যটির নিহিতার্থ। তবে যখন সঞ্চয়ের সহিত বিনিয়োগের অসমতা সৃষ্টি হয় তখন অর্থ-ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি শক্তির কার্যকারিতা সুরু হয় যেগুলি জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। আয়ের পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের কাল্পনিক দুই ক্ষেত্রবিশিষ্ট অর্থ-ব্যবস্থায় পুনরায় সঞ্চয়ের সহিত বিনিয়োগের সমতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, কোন আয়ে স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান না হইলে জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে

১. কারণ ইহারা ভোক্তা ও কার্য এই দুই প্রকার অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদের ( economic agents ) আচরণ বর্ণনা করে। হিসাবশাস্ত্রের মত এগুলি ব্যালান্স শীটের দুই ধারের সমতার অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

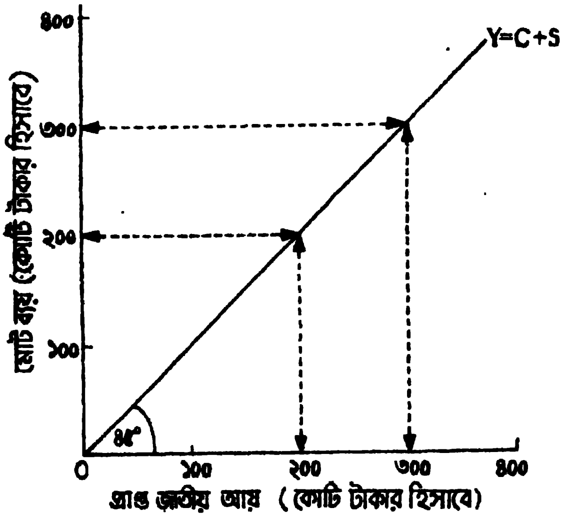
এমন একটি স্তরে পৌঁছাইবে যে স্তরে সঞ্চয় বিনিয়োগের সমান হইয়া দাঁড়ায়।[১] ইহাই হইল উপরের দ্বিতীয় বক্তব্যটির নিহিতার্থ।

উপরের ৩৪.১ রেখাচিত্রে আমরা দেখিয়াছি যে সঞ্চয় অপেক্ষকটি জাতীয় আয়ের প্রতিটি স্তরে বিনিয়োগ অপেক্ষকের সহিত এক হইয়া যায় না। আয়ের যে স্তরে দুইটি অপেক্ষক এক হয় না সেই স্তরে ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোথাও না কোথাও এই অপেক্ষক দুইটি একে অপরকে ছেদ করে এবং আমাদের দুই-ক্ষেত্রবিশিষ্ট আয়-ব্যবস্থায় এই ছেদ বিন্দুতেই জাতীয় আয়ের ভারসাম্য ঘটে।[২]

## ৩৪.৪ মোট ব্যয় অথবা সমষ্টিগত চাহিদা দৃষ্টিভঙ্গী (The Total Spending or Aggregate Demand Approach)

জাতীয় আয় নির্ধারণ সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি আরোপ করিয়া আমরা মোটামুটিভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। তবে এই দ্বিতীয় মডেলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা হইল এই যে ইহা মোট ব্যয়ের বা কার্যকরী চাহিদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। নিম্নের দুইটি রেখাচিত্রে আয় নির্ধারণ সম্পর্কে দ্বিতীয় মডেলটিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রথম রেখাচিত্রটির উদ্দেশ্য আয়-নির্ধারণ মডেলটির বলবিদ্যা (mechanics) বা কার্যকলাপ পদ্ধতিকে পরিস্ফুট করা। রেখাচিত্রটির অনুভূমিক অর্থাৎ প্রাপ্ত জাতীয় আয়ের (national income received) এবং উল্লম্ব অক্ষে মোট ব্যয়ের পরিমাপ করা হইয়াছে। যেহেতু একজনের অর্থ ব্যয় হইল অপর একজনের অর্থ আয় সেহেতু একটি দৃষ্টিকোণ হইতে যাহাকে ব্যয় বলিয়া ধরা হয় অপর একটি দৃষ্টিকোণ হইতে উহাকে আয় বলিয়া ধরিতে হইবে। একজন ব্যক্তি যখন এক টাকা ব্যয়ে একটি দ্রব্য ক্রয় করেন তখন ঐ টাকাটি অপর এক ব্যক্তির (অর্থাৎ দ্রব্যটির বিক্রেতার) নিকট আয় হিসাবে চলিয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় আমি যদি এক টাকা উপার্জন করি তাহা হইলে ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে নিশ্চয়ই অপর একজন ব্যক্তি এই টাকাটি কোন দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।




রেখাচিত্র ৩৪.২ : আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা

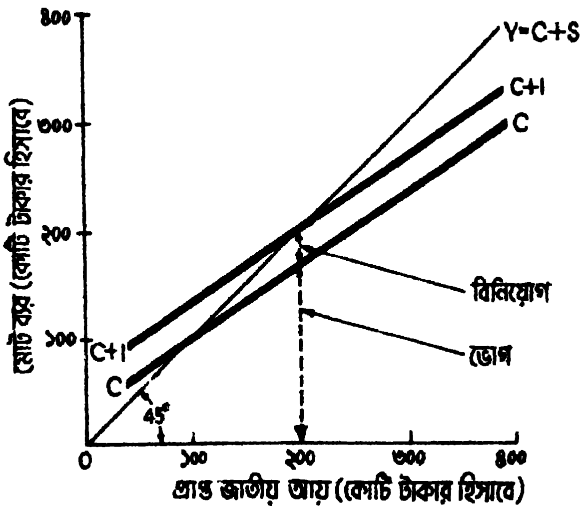
এই কারণেই উপরের রেখাচিত্রে পথনির্দেশক *Y* রেখাটি অংকন করা হইয়াছে। ইহা হইল একটি ৪৫ মাত্রার রেখা (a 45 degree line), কারণ ইহা ৯০ মাত্রার কোণকে উৎস বিন্দুতে দ্বিখণ্ডিত করে। এই কারণেই দুই অক্ষ হইতে সমদূরত্বের সকল বিন্দুগুলি এই পথনির্দেশক রেখাটির (the guide line) উপর অবস্থান করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উভয় অক্ষে ৩০০ কোটি টাকায় একটি করিয়া লম্ব (perpendicular) স্থাপন করিতাম তাহা হইলে লম্বদ্বয় *Y* রেখার উপর একে অপরকে ছেদ করিত। যেহেতু মোট আয় সর্বদা মোট ব্যয়ের সমান হয় সেহেতু পথনির্দেশক রেখাটি হইল প্রাপ্ত জাতীয় আয়ের সকল সম্ভাব্য বিন্দুর সঞ্চারপথ মাত্র। উপরন্তু, লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে $Y=C+S$। কেন এই সমতা (equality) সৃষ্টি হয়? এই সমতা সৃষ্টির

১. "There is no reason why saving should equal investment at any randomly chosen level of income, but when they are not equal in the two-sector economy, national income will change until they are brought into equality." R. G. Lipsey

২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের : *Contemporary Economics* দ্রষ্টব্য।

কারণ হইল এই যে এই পথনির্দেশক রেখাটি জাতীয় আয়ের সকল সম্ভাব্য স্তরকেই বর্ণনা করে এবং প্রাপ্ত জাতীয় আয় সর্বদাই ভোগ (C) ও সঞ্চয় (S) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। স্মরণ করা যাইতে পারে যে জাতীয় আয় (Y) হইতে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়াই সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। উপরের সারণিটির প্রথম তিনটি স্তম্ভ হইতে এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা যাইতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে সর্বদাই প্রাপ্ত জাতীয় আয়ের দুইটি উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়: (১) ইপ্সিত ভোগ (C) এবং ইপ্সিত সঞ্চয় (S)। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ অধিক বা অল্প যাহাই হউক না কেন জাতীয় আয় হইতে ভোগব্যয় বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহাই হইল সঞ্চয়।

অবশ্য জাতীয় আয়ের স্তর কি হইতে পারিত এই পথনির্দেশক রেখাটি আমাদের কেবল তাহাই বলিয়া দেয়। এককভাবে ইহা কখনই বলিয়া দেয় না জাতীয় আয়ের স্তর কি হইবে। ইহাকে নির্ধারণ করিতে হইলে, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে আমাদের মোট ইপ্সিত ব্যয় অথবা মোট জাতীয় চাহিদা সম্পর্কে সংবাদাদি সরবরাহ করিতে হইবে। মোট ইপ্সিত ব্যয়কে অবশ্যই ভোগ ও বিনিয়োগের যোগফল হইতে হইবে। এখন আমাদের কার্য হইল এই সংবাদকে একটি মডেলের সাহায্যে পেশ করা। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই করা হইয়াছে। স্মরণ রাখার সুবিধার জন্য আয়-নির্ধারণ সম্পর্কিত এই দ্বিতীয় মডেলটির আলোচনা কয়েকটি ধাপে করা যাইতে পারে।




রেখাচিত্র ৩৪.৩ : মোট ব্যয় কিভাবে জাতীয় আয় নির্ধারণ করে

**প্রথম ধাপ :** প্রথম ধাপে ভোগ অপেক্ষককে বর্ণনা করিবার জন্য C রেখাটি অংকন করিতে হইবে। এই রেখাটি দ্বারা আয়ের প্রতিটি স্তরে সমগ্র জাতীয় ইপ্সিত ভোগব্যয়কে—অর্থাৎ সমগ্রভাবে একটি জাতি ভোগ্যদ্রব্যের উপর কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক তাহা দেখান হয়। ইহা ৩৪.১ রেখাচিত্রের S রেখাটির আয়নার প্রতিচ্ছবি ( mirror image ) মাত্র। অর্থাৎ, জাতীয় আয়ের প্রতিটি স্তরে ইপ্সিত সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা থাকিলে জাতীয় আয় হইতে ইহাকে বাদ দিয়া অতি সহজেই ইপ্সিত ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

---

**ক্যাপশন টীকা :** এখানে C+I রেখাটি দ্বারা মোট ইপ্সিত ব্যয়ের পরিমাপ করা হয়। পথ-নির্দেশক Y রেখাটি প্রাপ্ত জাতীয় আয়কে সকল সম্ভাব্য স্তরকে বর্ণনা করে। ইহাদের ছেদ বিন্দুতেই জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারিত হয়। আমাদের উদাহরণে ভারসাম্য জাতীয় আয় হইল ২০০ কোটি টাকা। কেবলমাত্র এই স্তরেই জাতীয় মোট ইপ্সিত ব্যয় এবং ইহার মোট প্রাপ্তির সমতা সৃষ্টি হয়।

---

**দ্বিতীয় ধাপ :** দ্বিতীয় ধাপে আমরা বিনিয়োগ তালিকা বা অপেক্ষককে অংকন করি। আমাদের উদাহরণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে জাতীয় আয়ের স্তর যাহাই হউক না কেন বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকায় স্থির থাকিবে। ইহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কেইন্‌সের মডেলে সমস্ত বিনিয়োগই হইল স্বতন্ত্র বা আয়-নিরপেক্ষ।

**তৃতীয় ধাপ :** তৃতীয় ধাপে এই বিনিয়োগ তালিকাটিকে পূর্বে বর্ণিত ভোগ অপেক্ষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে C+I রেখাটি সৃষ্টি হয়। এখানে C এবং C+I এই রেখা দুইটি

সমাভরাল কারণ জাতীয় আয়ের সকল স্তরে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইল ২৫ কোটি টাকা। এই $C+I$ রেখাটি জাতীয় আয়ের প্রতিটি স্তরে মোট ইপ্সিত ব্যয়ের পরিমাণ করে। মোট ইপ্সিত ব্যয়ের এই তালিকাটিকে কখনও কখনও জাতীয় সমষ্টিগত চাহিদা তালিকাও ( the nation's aggregate demand schedule ) বলা হয়।

**চতুর্থ ধাপ :** পরিশেষে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারণ করা হয়। এই স্তরে পথ-নির্দেশক রেখাটির অর্থ বা তাৎপর্যের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। ইহা হইল জাতীয় আয়ের সকল সম্ভাব্য স্তরের একটি সঞ্চারপথ। ইহা দ্বারা সেই সকল বিন্দুর প্রসার দেখান হয় যে বিন্দুগুলির প্রত্যেকটিতে ইপ্সিত ব্যয় প্রাপ্ত জাতীয় আয়ের সমান হইতে পারিত।[১] রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে $C+I$ রেখাটি কেবলমাত্র একটি বিন্দুতে $Y$ রেখাকে ছেদ করে। এই ছেদবিন্দুর সংলগ্ন জাতীয় আয় হইল ২০০ কোটি টাকা। সুতরাং ৩৪.৩ রেখাচিত্রে সমষ্টিগত চাহিদা তালিকা যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাই ( অর্থাৎ ২০০ কোটি টাকাই ) হইল জাতীয় আয়ের সেই স্তর যে স্তরে ইহা বিদ্যমান থাকিবে। ইহার কারণ এই বিন্দুতে সকল পরিবার ও কার্মের ইপ্সিত ব্যয়ের পরিমাণ ( অর্থাৎ $C+I$ ) উহাদের প্রাপ্ত আয়ের ( অর্থাৎ $C+S$ ) সমান হইবে। সুতরাং ইহাই হইল জাতীয় আয়ের একমাত্র স্তর যাহা চিরস্থায়ী হইবে ( অর্থাৎ আপনা হইতেই নিজেকে বজায় রাখিতে পারিবে )। অর্থাৎ, ইহাই হইল জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর যে স্তরের দিকে প্রকৃত আয় ( actual income ) বাধাহীন ও অবশ্যম্ভাবীভাবে ধাবিত ( আকর্ষিত ) হইবে।[২]

ছাত্রছাত্রীগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে যে এই ভারসাম্য স্তরে এবং কেবলমাত্র এই স্তরে ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের সমান হইবে। ইহা নিশ্চিতভাবে নিম্নের সমীকরণটি হইতে অনুসৃত হয় :

$$C+I=C+S$$

সমীকরণটির উভয় দিকেই $C$-এর উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি শর্ত যে একই তাহা এই অধ্যায়ের ৩৪.১ সারণিটিকে পরীক্ষা করিলেও বুঝা যায়। সুতরাং আমরা জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার জন্য সঞ্চয়-বিনিয়োগ দৃষ্টিভংগী না মোট ব্যয় দৃষ্টিভংগী যে কোনটিকেই আরোপ করি না কেন একই ফল লাভ করিব। অর্থাৎ, উভয় দৃষ্টিভংগী অনুসারে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর এমন একটি স্তরকে বুঝান হয় যে স্তরে ইহা যাহা নিজেকে বজায় রাখিতে পারে।[৩]

### ৩৪.৫ ভারসাম্যের স্থায়িত্ব ( The Stability of Equilibrium )

এখন আমরা দ্বিতীয় মডেলে ভারসাম্যের স্থায়িত্ব লইয়া আলোচনা করিতে পারি। অর্থাৎ, আমরা সেই সকল অর্থনৈতিক শক্তিগুলিকে ( economic forces ) পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি যেগুলির ভারসাম্য হইতে ক্ষণিকের জন্য বিচ্যুতি ঘটিলে পুনরায় ভারসাম্য সৃষ্টি করে। মোট ব্যয় দৃষ্টিভংগীর একটি সুবিধা হইল এই যে ইহা ভারসাম্যের প্রকৃতির উপর অতিরিক্ত আলোকসম্পাত করে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক কোন এক সময় কোন কারণে ( যেমন ব্যয় বৃদ্ধি ) জাতীয় আয় ২০০ কোটি

---

১. "It ( the guide line ) shows the locus of all possible levels of the national income, the range of all the points at which desired spending *could* equal the income received."

M. J. Ulmer

২. "For at this point the total amount ( $C+I$ ) that all households and firms seek to spend equals the amount they have received in income ( $C+S$ ). It is, therefore, the one income level that can perpetuate itself, the equilibrium toward which the actual income will be inevitably and irresistibly drawn." Ulmer : op. cit.

৩. "Whether the savings-investment or the total spending approach is used, therefore, the same answer is obtained. Only in equilibrium do we achieve a national income when judged by either standard, that can perpetuate itself." M. J. Ulmer

টাকার পরিবর্তে ৩০০ কোটি টাকা হইল। এখন প্রশ্ন হইল কি কি শক্তি এখন জাতীয় আয়কে এই স্তর হইতে হ্রাস করিয়া পুনরায় ভারসাম্য স্তরে লইয়া যাইবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করিতে হইলে আমাদের মডেলের মূল অনুমানগুলিকে সযত্নে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের মডেলে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে জাতীয় আয় ৩০০ কোটি টাকা হওয়ার অর্থ হইল উৎপন্নের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা হওয়া। ইহার কারণ একমাত্র উৎপাদনশীল কার্যকলাপ বা সেবাকার্য সম্পাদনের মাধ্যমেই আয় সৃষ্টি হয়।[১] কিন্তু উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যখন ৩০০ কোটি টাকা হয় তখন মোট ইপ্সিত ব্যয়ের ( the total of desired spending ) পরিমাণ ২০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৭৫ কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ, সমষ্টিগত বা মোট চাহিদা মোট উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ২৫ কোটি টাকার মত ব্যবধান ( gap ) সৃষ্টি হয়। ইহাকে ব্যয় ঘাটতির ফাঁক ( deflationary gap ) বলা হয়। ইহার অর্থ হইল অবিক্রীত মজুতমালের ( inventories ) পরিমাণ বৃদ্ধি। অকাম্য মজুতমালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যদি উৎপাদন হ্রাস করে তাহা হইলে উপকরণসমূহের চাহিদা বা নিয়োগের স্তরও হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ, জাতীয় আয়ও হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে ইপ্সিত ব্যয় ( অর্থাৎ ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় ) হ্রাস পাইবে। বস্তুত, যতক্ষণ পর্যন্ত সমষ্টিগত চাহিদা মোট উৎপন্ন অপেক্ষা কম হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মোট ব্যয় মোট আয় অপেক্ষা কম হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে জাতীয় আয়ের হ্রাস রোধ করা সম্ভব হয় না। উপরের রেখাচিত্রের ভারসাম্যের উপর অবস্থিত প্রতিটি বিন্দুতে ইহাই ঘটে। সুতরাং যদি কোন কারণে ভারসাম্য হইতে উপরের দিকে বিচ্যুতি ঘটে ( অর্থাৎ জাতীয় আয় যদি বৃদ্ধি পায় ) তাহা হইলে আপনা হইতেই আয় হ্রাস পাইতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনরায় ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিবে। এই অর্থে ভারসাম্য হইল স্থায়ী।

যদি আমরা অনুমান করি যে কোন কারণে জাতীয় আয় সাময়িকভাবে হ্রাস পায় ( অর্থাৎ ২০০ কোটি টাকা অপেক্ষা কম হয় ) তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া কার্যকরী হইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, ব্যবসায় সম্প্রদায়ের গণনার বা হিসাবের ভুলের জন্য জাতীয় আয় হ্রাস পাইয়া ১৫০ কোটি টাকা হইল। বস্তুত, ব্যবসায়ীগণ যদি ভুলবশত পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ না করেন তাহা হইলে এরূপ ঘটিতে পারে। যদি তাঁহারা মনে করেন যে দ্রব্যাদির চাহিদা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে না তাহা হইলে তাঁহাদের অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়াই স্বাভাবিক। জাতীয় আয় হ্রাস পাইয়া ১৫০ কোটি টাকা হওয়ার অর্থ হইল উৎপন্নের পরিমাণও সমহারে হ্রাস পাওয়া। কিন্তু উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে জাতীয় আয়ের এই স্তরে মোট ইপ্সিত ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১৬২.৫ কোটি টাকা। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তাহাকে ব্যয়াধিক্যের ফাঁক ( inflationary gap ) বলা হয়। মোট উৎপন্ন অপেক্ষা মোট চাহিদা অধিক হওয়ায় মজুত মালে ক্রমাগত টান পড়িবে এবং অতি শীঘ্রই অপ্রত্যাশিতভাবে মজুত মাল সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ফলে উৎপন্নের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার সহিত তাল রাখিয়া জাতীয় আয় ও ইপ্সিত ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বস্তুত, জাতীয় আয় বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত মোট ব্যয় জাতীয় আয়কে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত সমষ্টিগত চাহিদা উৎপন্নের পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া যায়। ইহার অর্থ হইল এই যে এই আয়বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চালু থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনরায় ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হয়।[২] উপরের ৩৪.৩ রেখাচিত্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াটির

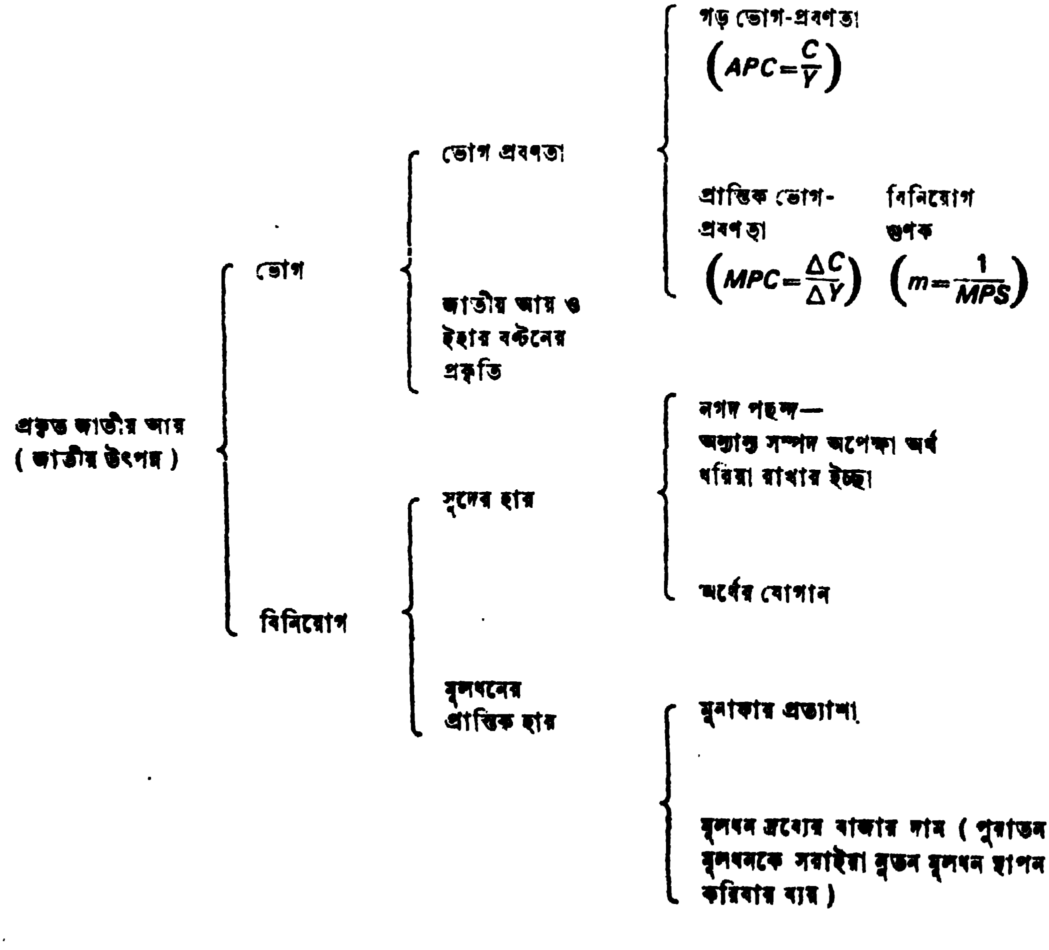
১. "Incomes are earned through the performance of productive services." M. J. Ulmer

২. "In fact, the ( output ) rise would persist so long as total spending continued to outstrip the national income received or ( in the alternative terminology ) so long as aggregate demand continued to outstrip production ; which is to say that it would persist until equilibrium was restored." W. J. Ulmer

সত্যতা চোখে পড়ে। বস্তুত, কেবলমাত্র জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তরে ( অর্থাৎ জাতীয় আয় ২০০ কোটি টাকা হইলেই ) প্রাপ্ত আয় ও মোট ব্যয় একে অপরের সমান হয়।

ছাত্রছাত্রীদের মনে অবশ্যই একটি ব্যাপারে প্রশ্ন জাগিতে পারে। প্রশ্নটি হইল: কিভাবে একটি জাতির মোট ব্যয় ইহার মোট আয় অপেক্ষা অধিক হয়? ইহার উত্তরে বলা যায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই এইরূপ ঘটে। দুইটি মূল কারণে জাতীয় আয়ের ঘনঘন বৃদ্ধি ঘটে: (১) প্রথমত, ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে নূতন আয় সৃষ্টি হয়। অর্থের মোট যোগান বৃদ্ধি পাইলে আর্থিক আয় ( money income ) বৃদ্ধি পায়। ( কি করিয়া ব্যাংক-ব্যবস্থা অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে তাহা পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। ) (২) দ্বিতীয়ত, যদি অলস টাকার ( idle money ) প্রচলন বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ লোকে পূর্বে যে অর্থ জমাইয়া রাখিয়াছিল তাহার একাংশ যদি এখন দ্রব্যাদির উপর ব্যয় করে তাহা হইলেই এইরূপ ঘটিতে পারে। উপরে বর্ণিত প্রথম অথবা দ্বিতীয় অথবা উভয় কারণেই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। নিম্নের ছকটিতে কেইন্‌সের মডেলকে সংক্ষেপে পেশ করা হইল।

**ছক ৩৪.১: কেইন্‌সের অর্থবিদ্যা: চলগুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক**
**( Keynesian Economics : cause and effect relationship among variables )**




কেইন্‌সের নিয়োগ তত্ত্বে সরকারী ব্যয় ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যয়কে একইভাবে দেখা হয়, কারণ উভয়ের অর্থনৈতিক ফল হইল একই। উপরের ছকটিতে দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত জাতীয়

উৎপন্ন ( real GNP ) নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদার[১] উপর। ইহার দুইটি মূল উপাদান হই-ভোগ ও বিনিয়োগ। ভোগ নির্ভর করে (১) জাতীয় আয় এবং (২) ভোগ-প্রবণতার উপর। নিয়োগের স্তর নির্ভর করে বিনিয়োগের উপর। বিনিয়োগ নির্ভর করে (১) সুদের হার এবং (২) মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার উপর।[২]

সুদের হার হইল সম্পদ ক্রয় করিবার জন্য অর্থ লগ্নী করিবার ব্যয় ( cost of borrowing money to acquire an asset )। ইহা অর্থের যোগান ও নগদ পছন্দ ( liquidity preference ) দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ-সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, জাতীয় আয়ের একটি ভারসাম্য স্তরকে কোন দিক হইতেই একটি আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

অর্থ-ব্যবস্থায় মন্দা বা পূর্ণনিয়োগ যে কোন অবস্থাই সৃষ্টি হউক না কেন জাতীয় আয়ে ভারসাম্য ঘটিতে পারে। অর্থাৎ, জাতীয় আয়ের ভারসাম্য ঘটিলেই যে অর্থ-ব্যবস্থায় পূর্ণনিয়োগের অবস্থা সৃষ্টি হইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুত, ভারসাম্য অবস্থায় বেকারত্বের সৃষ্টি হইতে পারে।[৩] দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনা হইতে স্থায়ী হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শর্তগুলির কোন পরিবর্তন না ঘটে। এই অন্তর্নিহিত শর্তগুলির পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয়ের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে এখন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

### ৩৪.৬ বিনিয়োগ গুণক ( The Investment Multiplier )

জাতীয় আয় নির্ধারণের দিক হইতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবণতা বা অপেক্ষক কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাহা দেখান হইয়াছে। ইহারা একত্র হইয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ৩৪.১ এবং ৩৪.৩ রেখাচিত্রের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ অপেক্ষকের ছেদবিন্দুতে জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। এই ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইল ২০০ কোটি টাকা। জাতীয় আয় এই স্তরে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে বলিয়া অনুমান করা হয়। তত্ত্বগত দিক হইতে এই সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে কোন বিতর্ক নাই। কিন্তু বাস্তব জগতে কি ইহা ঘটে ? অর্থাৎ, কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরে কি জাতীয় আয় চির-স্থায়ী হয় ? বস্তুত, জাতীয় আয় কখনই একটি নির্দিষ্ট স্তরে বহুকাল ধরিয়া অপরিবর্তিত থাকে না। বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, যে কোন ভাবেই হউক না কেন জাতীয় আয় ঘন ঘন, এমনকি কখনও কখনও হঠাৎ হঠাৎ এবং কখনও কখনও ক্রমাগত একটি ভারসাম্য অবস্থা হইতে অন্য একটি অবস্থার দিক পরিবর্তন করে। এখন প্রশ্ন হইল : কি কারণে একটি দেশের মোট ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটে এবং কিরূপ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অতি দ্রুত গতিতে একটি ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং অন্য একটি ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হয় ?

আলোচনার সুরুতে ধরা যাইতে পারে যে ৩৪.১ এবং ৩৪.৩ রেখাচিত্রদ্বয়ে জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইল ২০০ কোটি টাকা। আয়ের এই স্তরে দেশের মোট ভোগব্যয় হইল ১৭৫ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় হইল অবশিষ্ট ২৫ কোটি টাকা। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক। এখানে আমরা অনুমান করি যে সঞ্চয়-প্রবণতা হইল পূর্বের ন্যায় $\frac{1}{8}$ ( অর্থাৎ ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{7}{8}$ )। ( এই প্রসংগে ৩৪.১ সারণিটির দিকে পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। )

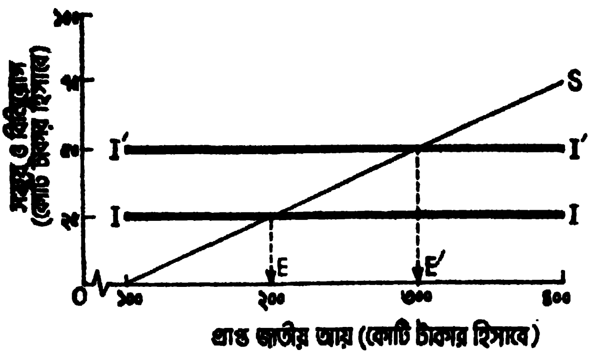
---

১. "Effective demand is, by definition, one's readiness willingness and ability to buy at prevailing prices those goods offered for sale with in the economy." T. J. Coyne : op. cit.

২. "Employment depends on investment, which, in turn, is dependent upon the rate of interest firms must pay when they borrow and the efficient use to which that money is put, the so-called marginal efficiency of capital." Coyne

৩. এই প্রসংগেই অধ্যাপক কেইন্স অর্ধ-নিয়োগ ভারসাম্য ( under-employment equilibrium ) শব্দটি ব্যবহার করেন।

এখন ধরা যাউক কোন একটি কারণে ব্যবসায় সম্প্রদায়ের বিনিয়োগ দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ঘটিল। মূলত মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলেই এইরূপ ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং মুনাফা লাভের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হইবে। ধরা যাউক, ইহার ফলে বিনিয়োগ অপেক্ষকটি *I* হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া *I′* হয়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ কোটি টাকা হয়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। ইহার ফল হিসাবে জাতীয় আয় ২০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০ কোটি টাকা হয়। এখন প্রশ্ন হইল: কোন্ অর্থনৈতিক জাদুর (economic magic) ফলে জাতীয় আয়ের এইরূপ বৃদ্ধি ঘটে? যে বিষয়টি আমাদের বিস্ময়-বিহ্বল করে তাহা হইল এই যে বিনিয়োগের নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিলে জাতীয় আয় ইহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসংগে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল এই যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণমূলত নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার মানের উপর।




রেখাচিত্র ৩৪.৪ : গুণকের কার্যকলাপ

---

**ক্যাপস্যুল টীকা :** একটি জাতির বিনিয়োগের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগ অপেক্ষক স্থান পরিবর্তন করে এবং ইহার ফল হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। গুণক প্রভাবের (the multiplier effect) জন্য জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সর্বদাই বিনিয়োগ বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিক হয়। এখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধিই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়।

---

আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ কোটি টাকা—অর্থাৎ দ্বিগুণ—হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ২৫ কোটি টাকা। যখনই এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়িত হয়, তখনই ইহা পরিবারগোষ্ঠীর নিকট আয় হিসাবে প্রবাহিত হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরস্পরনির্ভরশীল অর্থ-ব্যবস্থায় (in the interdependent economy) একজনের অর্থ ব্যয়ই হইল অপর একজনের অর্থ আয়। সুতরাং ২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগের অর্থ হইল সমপরিমাণ আয় সৃষ্টি। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। এই অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যক্ষভাবে উপকরণসমূহের মালিকদের নিকট (অর্থাৎ যাঁহারা শ্রম, জমি, মূলধন এবং সংগঠক বা ব্যবসায় পরিচালনামূলক দক্ষতা সরবরাহ করিয়াছেন) চলিয়া যাইবে। বস্তুত, উপকরণসমূহের ব্যবহারের মাধ্যমেই নূতন কারখানা স্থাপন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্ভব হইবে। কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুসারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে ভারতের ন্যায় যে কোন একটি দেশে ভোগব্যয় এবং সঞ্চয় উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। যদি আমাদের পূর্ববর্তী অনুমান অনুসারে ভারতে সমষ্টিগত প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার মান $\frac{3}{4}$ হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় ১ টাকা বৃদ্ধি পাইলে ইহার ফল হিসাবে ভোগব্যয় ৭৫ পয়সা এবং সঞ্চয় ২৫ পয়সা বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের উদাহরণে প্রথম স্তরে জাতীয় আয় ২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় বলিয়া ইহার তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৮.৭৫ কোটি টাকা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হইবে এবং এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৬.২৫ কোটি টাকা সঞ্চিত হইবে।[১] কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার এখানেই সমাপ্তি ঘটে না।

---

১. স্মরণ করা যাইতে পারে যে আয় হইল ভোগ ও সঞ্চয়ের যোগফল।

বস্তুত, ভোগ্যদ্রব্যের উপর ১৮.৭৫ কোটি টাকার মত যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় তাহা অতিরিক্ত আয় হিসাবে ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্পগুলির ( যেমন খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, ইত্যাদির ) নিকট চলিয়া যায়। যাঁহারা এই অতিরিক্ত অর্থ লাভ করেন তাঁহারাও ইহার একাংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করেন এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চয় করেন। অর্থাৎ, এই দ্বিতীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ১৮.৭৫ কোটি টাকার তিন-চতুর্থাংশ—অর্থাৎ ১৪.০৬ কোটি টাকা—ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করেন। ইহার ফলে অন্য এক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তাঁহারাও এই অতিরিক্ত অর্থের তিন-চতুর্থাংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিবেন। বস্তুত, বিনিয়োগের প্রাথমিক বৃদ্ধির ফল হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্তরে ভোগ্যদ্রব্যের উপর যে অর্থ ব্যয়িত হইবে উহার ফল হিসাবে জাতীয় আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জাতীয় আয় ঠিক কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আক্ষরিক মানের উপর।

এখন প্রশ্ন হইল : ২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে জাতীয় আয় মোট কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে জাতীয় আয়কে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে হইবে যাহাতে ইহার দ্বারা যে অতিরিক্ত সঞ্চয় সৃষ্টি হয় তাহার সহিত অতিরিক্ত বিনিয়োগের ( অর্থাৎ ২৫ কোটি টাকার ) সমতা সৃষ্টি হয়।[১] যদি ইহা ঘটে তাহা হইলে এই স্তরে জাতির ইপ্সিত বিনিয়োগের পরিমাণ পুনরায় ইহার ইপ্সিত সঞ্চয়ের সমান হইবে এবং জাতীয় আয়ে পুনরায় ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। বস্তুত, বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইলে ইহার ফল হিসাবে জাতীয় আয় কিভাবে ও কিরূপ বৃদ্ধি পায় তাহা নিম্নের সারণিটিতে দেখান হইয়াছে।

**সারণি ৩৪.২**

২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগের গুণক ফল ( যখন প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আক্ষরিক মান হইল ৩/৪ )
[ কোটি টাকার হিসাবে ]

| | নূতন আয় | নূতন সঞ্চয় |
|---|---|---|
| বিনিয়োগের প্রকৃত বৃদ্ধি | ২৫.০০ | — |
| প্রথম স্তরে নূতন ভোগ | ১৮.৭৫ | ৬.২৫ |
| দ্বিতীয় ,, ,, ,, | ১৪.০৬ | .৬৯ |
| তৃতীয় ,, ,, ,, | ১০.৫৪ | ৩.৫২ |
| চতুর্থ ,, ,, ,, | ৭.৯১ | ২.৬৩ |
| পঞ্চম ,, ,, ,, | ৫ ৯৩ | ১ ৯৮ |
| ষষ্ঠ ,, ,, ,, | ৪.৪৫ | ১.৪৮ |
| সপ্তম ,, ,, ,, | ৩.৩৪ | ১.১১ |
| অষ্টম ,, ,, ,, | ২.৫০ | .৮৪ |
| নবম ,, ,, ,, | ১.৮৮ | .৬২ |
| দশম ,, ,, ,, | ১.৪১ | .৪৭ |
| অবশিষ্ট স্তরসমূহে নূতন ভোগ | ৪.২৩ | ১.৪১ |
| মোট | ১০০.০০ | ২৫.০০ |

**বিঃ দ্রঃ** অর্থবিদ্যাবিদগণ প্রাককলন করিয়া দেখিয়াছেন যে বাস্তব জগতে প্রতি স্তরে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইতে তিন মাস সময় লাগে। সুতরাং এ বৎসর যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটে পরবর্তী বৎসর ইহার ফল অনুভব করা যায়।

১. "Income would rise high enough so that the additional saving generated by the new income level would just balance the additional investment." M. J. Ulmer

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় কিরূপ বৃদ্ধি পায় সারণিটির প্রথম স্তম্ভে তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দেখান হইয়াছে জাতীয় আয়ের এই প্রাথমিক বৃদ্ধির স্তরগুলিতে ভোগব্যয় এবং ইহার ফলে আয় কিরূপ পুনঃপুনঃ বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি স্তরে ভোগব্যয় হইল পূর্ববর্তী স্তরের ভোগব্যয়ের তিন-চতুর্থাংশ, কারণ আমরা অনুমান করিয়াছি যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আঙ্কিক মান হইল $\frac{৩}{৪}$। যদি উপরের আয় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটিকে বাধাহীনভাবে চলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে মোট আয় সৃষ্টির পরিমাণ হইবে ১০০ কোটি টাকা। বস্তুত, এই আয়বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভোগব্যয়ের শেষ বৃদ্ধি নূতন আয় সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হয়।[১]

সুতরাং দেখা যাইতেছে ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিলে জাতীয় আয় ১০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত বিনিয়োগ গুণকের কার্যকারিতার ফলেই এরূপ ঘটে। এখন প্রশ্ন হইল : এই বিনিয়োগ গুণক কি এবং ইহাকে কিভাবে নির্ধারণ করা যায়? ইহার উত্তরে বলা যায় যে গুণক হইল এমন একটি আঙ্কিক মান বা সংখ্যা যাহা দিয়া বিনিয়োগকে গুণ করিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয়ের কিরূপ বৃদ্ধি ঘটে তাহার পরিমাপ করা যায়।[২]

আমাদের উদাহরণে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার মান হইল $\frac{৩}{৪}$। অতএব, প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{১}{৪}$ এবং ইহার বিপরীতই ( reciprocal ) হইল বিনিয়োগ গুণক—

$$\text{অর্থাৎ } m=\frac{১}{s}=\frac{১}{\frac{\Delta S}{\Delta Y}}=\frac{১}{\frac{১}{৪}}=৪\text{।}$$

এখানে $m$ হইল বিনিয়োগ গুণক এবং $s=\frac{\Delta S}{\Delta Y}$ হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা। অতএব জাতীয় বৃদ্ধিকে এইভাবে দেখান যায় :

$\Delta Y=m\,(\Delta I)$ যেখানে $m=\frac{১}{s}=\frac{১}{১-b}$ কারণ $b+s=১$ এবং $s=১-b$। [ এই প্রসংগে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনার কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। ] $\Delta Y$ হইল আয় বৃদ্ধি এবং $\Delta I$ হইল বিনিয়োগ বৃদ্ধি। সুতরাং ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিলে এবং গুণকের মান ৪ হইলে জাতীয়

---

১. "The process of income generation would come to a halt when the last increase in consumption expenditure is unable to generate fresh income." S. Mukherjee : *Contemporary Economics* ( New Central, 1986 )

বস্তুত, উপরের আয়বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে একটি জলাশয়ে একটি ঢিল ছোঁড়ার সহিত তুলনা করা যায়। যদি কেহ একটি জলাশয়ে একটি ঢিল ছোঁড়েন তাহা হইলে প্রথমে একটি ঢেউ সৃষ্টি হইবে। ইহার পর আর একটি, তাহার পর আর একটি এবং এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ ঢেউটি তীরে আঘাত করে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ঢেউ-এর শক্তি বা তীব্রতা পূর্ববর্তী ঢেউ-এর শক্তি বা তীব্রতা অপেক্ষা কম হইবে। তবে সমস্ত ঢেউগুলির যৌথ শক্তি বা ফল অবশ্যই প্রথম ঢেউটির শক্তি বা ফল অপেক্ষা অধিক হইবে।

একটি অসীম জ্যামিতিক প্রগতির ( infinite geometric series ) সূত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান হয় :

$$1+b+b^2+b^3+\cdots\cdots+b^t=\frac{1}{1-b}$$

যেখানে $b$ হইল প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা—অর্থাৎ $b=\frac{\Delta C}{\Delta Y}$ এবং ইহার মান এককের কম। আমাদের উদাহরণে এই স্থিতিশীল সহগের ( the constant coefficient ) মান হইল $\frac{৩}{৪}$।

২. "The multiplier is the number by which the change in investment must be multiplied in order to determine the resulting change in total output." P. A. Samuelson and W. D. Northaus : *Economics* ( 12th edn. McGrow-Hill Kogakusha )

আয় ১০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।[1] এক্ষণে যেহেতু জাতীয় আয় বৃদ্ধি বিনিয়োগ বৃদ্ধির চার গুণ সেহেতু গুণকের মান হইল ৪।

$$\text{অর্থাৎ আয়ের ( উৎপন্নের ) পরিবর্তন} = \frac{১}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা}} \times \text{বিনিয়োগের পরিবর্তন}$$

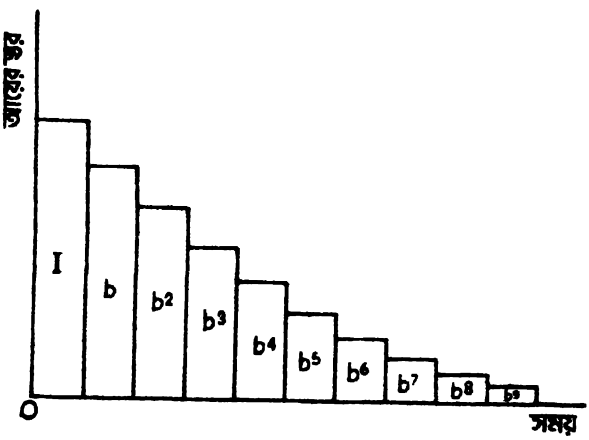
$$= \frac{১}{১ - \text{প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা}} \times \text{বিনিয়োগের পরিবর্তন}$$

$$= \text{গুণক} \times \text{বিনিয়োগের পরিবর্তন}$$

$$\text{অর্থাৎ গুণক} = \frac{\text{আয়ের পরিবর্তন}}{\text{বিনিয়োগের পরিবর্তন}} = \frac{\text{১০০ কোটি টাকা}}{\text{২৫ কোটি টাকা}} = ৪।$$

বিষয়টিকে বীজগণিতের সাহায্যে অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অংশে প্রমাণ করা হইয়াছে। এখন গুণক শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 'গুণক' শব্দটি দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে বিনিয়োগের যে পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে উহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রের সাহায্যে গুণক প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি কোন বৎসর বিনিয়োগের পরিমাণ এককালীন ( once-for-all ) এক টাকা বৃদ্ধি পায় জাতীয় আয়ও তৎক্ষণাৎ এক টাকা বৃদ্ধি পায়। যাঁহারা এই এক টাকা আয় করেন তাঁহারা ইহার $b$ শতাংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করেন এবং $s$ শতাংশ সঞ্চয় করেন। এই ভোগব্যয় অন্য এক সম্প্রদায়ের দিকে আয় হিসাবে প্রবাহিত হয়। তাঁহারা আবার $b(b)$ % অর্থ ব্যয় করেন। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। অবশেষে মোট আয় বৃদ্ধি পাইয়া হইয়া দাঁড়ায়: $১+b+b^2+\cdots+b^n$।




রেখাচিত্র ৩৪.৪ (ক) গুণক প্রক্রিয়া

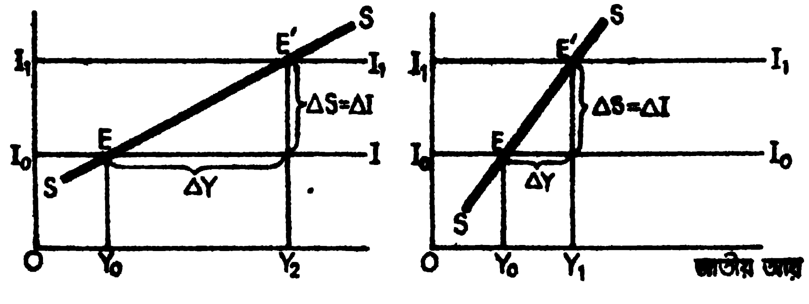
প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার সহিত গুণকের যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। নিম্নের তালিকাটিতে এই সম্পর্কটিকে আরও সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

সারণি ৩৪.৩: প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার সহিত গুণকের সম্পর্ক

| প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা | প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা | গুণকের মান | আয় বৃদ্ধি ( কোটি টাকা ) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০ | ১ | ১ | ২৫ | গুণক প্রক্রিয়া কার্য করে না |
| ১/২ | ১/২ | ২ | ৫০ | গুণকের কার্যকরিতা দেখিতে পাওয়া যায় |
| ৪/৫ | ১/৫ | ৫ | ১২৫ | গুণকের প্রভাব বৃদ্ধি পায় |
| ১ | ০ | ∞ | ? | গুণকের মান ও আয় বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না |

১. অতিরিক্ত আলোচনার জন্য গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

উপরের সারণিটিতে দেখা যাইতেছে ভোগের পরিমাণ শূন্য হইলে অর্থাৎ অতিরিক্ত আয় সম্পূর্ণভাবে সঞ্চিত হইলে গুণকের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ যতটুকু বৃদ্ধি পায় জাতীয় আয় ঠিক ততটুকুই বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া $\frac{১}{২}$ হইলে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতাও $\frac{১}{২}$ হইবে (কারণ উভয়ের যোগফল সর্বদা এককের সমান)। এক্ষেত্রে গুণকের মান হইবে $\frac{১}{\frac{১}{২}}=২$ এবং ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া যদি $\frac{৪}{৫}$ হয় তাহা হইলে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা $\frac{১}{৫}$ হইবে। এক্ষেত্রে গুণকের মান হইবে $\frac{১}{\frac{১}{৫}}=৫$ এবং ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় $৫ \times ২৫=$ ১২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা এবং ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে গুণকের মান বৃদ্ধি পায় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ ক্রমাগত অধিক পরিমাণে আয় সৃষ্টি করিতে থাকে।[১] (*"The larger the MPC, and the smaller the MPS, the greater the strength of the multiplier."* M. J. Ulmer)। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় হ্রাস পায় এই কারণে সঞ্চয়কে আয় প্রবাহ হইতে অপচয় (leakage) বলা হয়।[২] নিচের রেখাচিত্রদ্বয়ের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝাইবার প্রচেষ্টা




রেখাচিত্র ৩৪.৫ : জাতীয় আয় নির্ধারণে প্রান্তিক ভোগ (সঞ্চয়)-প্রবণতার গুরুত্ব

করা হইয়াছে। উভয় রেখাচিত্রেই *E* বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারিত হয়। ইহার পর বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা যাউক $OI_0$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $OI_1$ হয়। কিন্তু ইহার ফলে প্রথম রেখাচিত্রে জাতীয় আয়ের প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি ঘটে এবং দ্বিতীয় রেখাচিত্রে বৃদ্ধি ঘটে মাত্র দ্বিগুণ ($OY_0$ হইতে $OY_1$)। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। প্রথম চিত্রে সঞ্চয় অপেক্ষক বা তালিকাটি হইল চ্যাপটা (flatter) অর্থাৎ, ইহার ঢাল অথবা প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার $\left(\frac{\Delta S}{\Delta Y}\right)$ মান হইল কম। সুতরাং, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল অধিক। অতএব, এক্ষেত্রে গুণকের মানও অধিক হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সঞ্চয় তালিকার ঢালের বিপরীতই (the reciprocal of the slope of the saving schedule) হইল গুণক এবং এই ঢালই গুণকের

১. "The greater the consumption spending the greater the multiplier."
Samuelson and Northaus : op. cit.

২. "The greater the *MPS* 'leakage' into extra saving at each round of spending, the smaller the final multiplier." Samuelson and Northaus : op. cit.

মান ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ করে।[১] দ্বিতীয় চিত্রটিতে সঞ্চয় তালিকাটি খাড়া হওয়ার ইহার গুণকের মান ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি প্রথম রেখাচিত্র অপেক্ষা কম হয়।

অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার মান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কোন এক সময় ইহা একের সমান হইবে। এই অবস্থায় প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান শূন্য হইবে। ইহার ফলে গুণকের মান নির্ধারণ করা এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ করা সম্ভব হইবে না। অতএব, স্মরণ রাখিতে হইবে যে গুণক শব্দটিকে অর্থবহুল (meaningful) করিয়া তুলিতে হইলে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার মানকে শূন্যের অধিক অথচ এককের কম $(O<b<1)$ হইতে হইবে।

উপরের সারণিটির দ্বিতীয় স্তম্ভের দিকে এখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। নূতন বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন স্তরে যে অতিরিক্ত সঞ্চয় সৃষ্টি এই স্তম্ভটি দ্বারা তাহাই দেখান হইয়াছে। যে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর আয় ২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় সেই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ভোগ্যদ্রব্যের উপর ১৮.৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি ব্যয় করে এবং ৬.২৫ কোটি টাকা সঞ্চয় করে। পরবর্তী স্তরে যাহাদের আয় ১৮.৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় তাহারা ১৪.০৬ কোটি টাকা ব্যয় করে এবং ৪.৬৯ কোটি টাকা সঞ্চয় করে এবং এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত চলিতে থাকে। এই সঞ্চয় প্রবাহের যোগফল হইল ২৫ কোটি টাকা এবং ইহা হইল নূতন বিনিয়োগের সমান। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা কোন আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা নহে। আয় বৃদ্ধি তখনই বন্ধ হয় অর্থাৎ জাতীয় আয় এমনই একটি স্তরে উপনীত হয় যে স্তরে পুনরায় ইপ্সিত বিনিয়োগ ইপ্সিত সঞ্চয়ের সমান হয়। সুতরাং জাতীয় আয়ে পুনরায় ভারসাম্য সৃষ্টি করিতে হইলে ইহাকে বৃদ্ধি পাইয়া এমন একটি স্তরে উপনীত হইতে হইবে যে স্তরে জনগণের ইপ্সিত সঞ্চয়ের সহিত নূতন বিনিয়োগের সমতা সৃষ্টি হয়।[২]

৩৪.৪ রেখাচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়: যদি কোন কারণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পাইতে $E$ এবং $E'$ বিন্দুর মধ্যস্থলে পৌঁছাইয়া হঠাৎ থামিয়া যায় তাহা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ ইপ্সিত সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, কারণ জাতীয় আয়ে অনুপ্রবেশের পরিমাণ ( injection into the circular flow )[৩] জাতীয় আয় হইতে বহির্গমন বা অপচয়[৪] ( leakage from the circular flow ) অপেক্ষা অধিক হইবে। ফলে জাতীয় আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যদি কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে জাতীয় আয় ভারসাম্য স্তরের ঊর্ধ্বে উপনীত হয় তাহা হইলে ইপ্সিত সঞ্চয় ইপ্সিত বিনিয়োগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। জাতীয় আয়ে বিনিয়োগ হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ যোগ হইবে তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ সঞ্চয় হিসাবে বাহির হইয়া যাইবে। ফলে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। কেবলমাত্র ভারসাম্য অবস্থায় এক বৎসরের মোট ব্যয় পূর্ববর্তী বৎসরের প্রাপ্ত আয়ের সহিত সমান হইবে। ফলে জাতীয় আয় স্থির থাকিবে ( অর্থাৎ ভারসাম্যে উপনীত হইবে ) এবং ইহার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। সঠিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ অপেক্ষকদ্বয়ের ছেদবিন্দুতেই এই ভারসাম্য নির্ধারিত হয়।[৫]

---

১. "The reciprocal of the slope of the saving schedule determines the value of the multiplier." S. Mukherji : *Contemporary Economics*

২. "Equilibrium, that is, the absence of further change in the national income, occurs only when desired investment is equal to desired saving. Hence, income must rise to the point at which people will be willing to save an amount equal to the new investment." *Economics :* M. J. Ulmer

৩. অর্থাৎ বিনিয়োগ হিসাবে জাতীয় আয়ের সহিত যে পরিমাণ অর্থ যোগ করা হয়।

৪. অর্থাৎ জাতীয় আয় হইতে সঞ্চয় হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ বিয়োগ করা হয়।

৫. "Only in equilibrium would total spending in one period just equal the amount of income which had been received in the previous period, so that the national income would perpetuate itself without alteration. The equilibrium is determined by the intersection of the appropriate saving and investment functions." M. J. Ulmer

## ৩৪.৭ বিপরীত গুণক ( The Reverse Multiplier )

অবশ্য গুণকটি বিপরীত দিকেও কার্য করিতে পারে। যেরূপ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে গুণকের কার্যকলাপের ফলে জাতীয় আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সেরূপ বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে জাতীয় আয় বহুগুণ হ্রাস পাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ৩৪.৪ রেখাচিত্রে যদি বিনিয়োগ অপেক্ষকটি যে কোন কারণে ( যেমন সুদের হার বৃদ্ধি অথবা মূলধন দ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধির ফলে ) $I'$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া পুনরায় $I$ হইয়া যায় তাহা হইলে বিনিয়োগ দ্রব্য উৎপাদনকারী কার্মগুলির আয় ২৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় তাহারা নিজেদের ব্যয় হ্রাস করিবে। ফলে ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা এবং জাতীয় আয় ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিবে। এক্ষেত্রে $E'$ বিন্দুর পরিবর্তে $E$ বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটিবে এবং এই বিন্দুতে পুনরায় সঞ্চয়ের ইচ্ছার সহিত বিনিয়োগের ইচ্ছার সমন্বয় ঘটিবে।

## ৩৪.৮ গুণক সম্পর্কে অনুমান ( Assumptions about the Multiplier )

গুণকের আলোচনা প্রসঙ্গে মূলত নিম্নলিখিত তিনটি অনুমানের সাহায্য লওয়া হয় :

(১) প্রথমত, মোট ব্যয়ের যে কোন আয় নিরপেক্ষ বা স্বাধীন পরিবর্তন ঘটিলেই গুণকের কার্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিনিয়োগ যদি আয়-নিরপেক্ষ হয় এবং ইহার কোন পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে গুণকের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটিবে। অনুরূপভাবে সরকারী ব্যয়, রপ্তানি ও ভোগের পরিবর্তনের ফলেও জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটিবে এবং এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুণক প্রভাব দেখা দিবে।[১]

(২) দ্বিতীয়ত অনুমান করা হয় যে জাতীয় আয় হইতে কর বাবদ একবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাদ দেওয়া হয়।[২] যদি প্রতি স্তরে অতিরিক্ত আয় হইতে কর বাবদ একটি অংশ কাটিয়া লওয়া হইত তাহা হইলে ভোগব্যয় ও গুণকের মান হ্রাস পাইত। এই কারণে সঞ্চয়ের মত কর হইল আয় প্রবাহ হইতে বহির্গমনের বা অপচয়ের একটি পথ মাত্র। এই প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

(৩) তৃতীয়ত গুণকের আলোচনার সময় সকল প্রকার বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা হয় যদিও ভারতের মত দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে।[৩] আলোচনার সুবিধার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রকে বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য পরবর্তী এক অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য গুণকের ( foreign trade multiplier ) ধারণাটি প্রবর্তন করা হইবে।

## ৩৪.৯ আয় প্রবাহে অনুপ্রবেশ এবং আয় প্রবাহ হইতে বহির্গমন ( Injections into the circular flow and leakages from the circular flow )

এই অধ্যায় আমরা বিনিয়োগ গুণকের ধারণাটি প্রবর্তন করিয়াছি। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে যেরূপ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় সেরূপ সরকারী ব্যয় এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলেও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়, কারণ সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে ভোগ

---

১. "It ( the multiplier ) comes into operation for any *autonomous* change in spending. So autonomous changes in investment, government spending, exports and consumption will all have the same multiplier effect on an economy s national income." Philip Hardwick & Others : *An Introduction of Modern Economics* ( Longman, London, 1982 )

২. "The multiplier is derived oh the assumption that taxes are lump-sum only. If we had an income tax in the model so that some part of any extra income received was taken away in taxes by the government, total withdrawals would rise and the multiplier would be smaller."

Hardwick : op. cit.

৩. "The multiplier ignores foreign repercussions which could be significant for a country with a large foreign trade sector." Hardwick : op. cit.

ব্যয় ও মোট ব্যয় হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে করের পরিমাণ ( tax total ) বৃদ্ধি পাইলেও একই ফল প্রদর্শিত হয়। কর বৃদ্ধির ফলে ব্যয়যোগ্য আয় ( disposable income ) হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে ভোগ ও সঞ্চয় উভয়ই হ্রাস পায়। ভোগব্যয়ের হ্রাসের ফলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়। আমদানি বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে অর্থের প্রচলন হ্রাস পায়। এই কারণে আমদানি বৃদ্ধির অর্থ হইল জাতীয় আয় হ্রাস। সুতরাং কয়েকটি সমষ্টিবাচক চল ( macro variables ) জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে আর কতকগুলি চল ইহাকে হ্রাস করে। সুতরাং জাতীয় আয় তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন মোট নির্গমনের যোগফল মোট অনুপ্রবেশের যোগফলের সমান হয়। এই প্রসংগে নিম্নের সারণিটি দ্রষ্টব্য :

সারণি ৩৪.৪ : কি কি কারণে জাতীয় আয় হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়

| হ্রাস পায় | বৃদ্ধি পায় |
|---|---|
| ১. সঞ্চয় বৃদ্ধি | ১. বিনিয়োগ বৃদ্ধি |
| ২. করের পরিমাণ বৃদ্ধি | ২. সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি |
| ৩. আমদানি বৃদ্ধি | ৩. রপ্তানি বৃদ্ধি |

বিষয়টি লইয়া পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। এখন আমরা ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে গুণকের কার্যকারিতা লইয়া আলোচনা করিতে পারি।

**৩৪.১০ ভারতে কি গুণকের কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় ? ( Does the multiplier operate in India ? )**

অধ্যাপক কেইন্‌স পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গুণক তত্ত্বটি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মূলত দুইটি উদ্দেশ্যে তিনি *'The General Theory'* (1936) গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় বেকার সমস্যার মূল কারণটি আবিষ্কার করা। তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল এই বেকার সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থার বা নীতির কথা উত্থাপিত করা। তিনি আবিষ্কার করেন যে একমাত্র চাহিদা ঘাটতির ফলেই ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা দেখা দেয় এবং মোট চাহিদা বৃদ্ধি করিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধি ও নিয়োগ সৃষ্টি করা সম্ভব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিলে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হয় বলিয়া একমাত্র সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির মাধ্যমে নূতন চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব। ১৯৩৩ সালের পর হইতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কেইন্‌সের ধারণাকে প্রয়োগ করিয়া অর্থ-ব্যবস্থার উন্নতি ও বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে সমর্থ হয়। বস্তুত, মন্দার সময় জাতীয় আয়ের স্তর নিম্ন হওয়ায় ভোগব্যয়ও কম হয়। অনুরূপভাবে, মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কম হওয়ায় বিনিয়োগ পরিমাণও কম হয়। সুতরাং মোট বেসরকারী ব্যয় ( অর্থাৎ ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ) অপর্যাপ্ত হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় বেকার সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হইল মোট কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি। সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির মাধ্যমেই ইহা সম্ভব। যেহেতু মন্দার সময় করের হার বা পরিমাণ বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত নহে সেহেতু ঘাটতি ব্যয়ের ( deficit financing ) মাধ্যমে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি কেইন্‌সের এই ধারণাটি প্রয়োগ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হইতে এবং পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সকল দেশে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির ফলে গুণকের কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং জাতীয় আয় সরকারী ব্যয় অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি পায়।

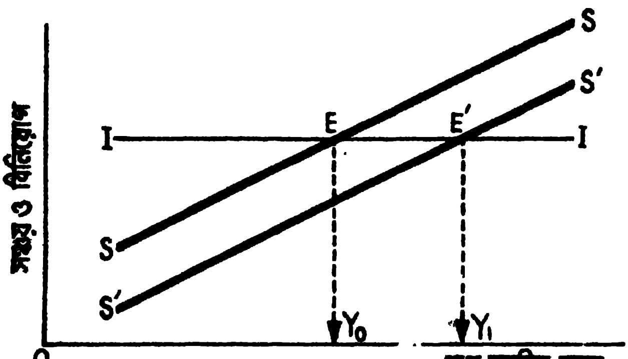
ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেও কেইন্‌সের তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের কথা চিন্তা করা হইয়াছে। ভারতে মাথাপিছু আয় উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা কম হওয়ায় ইহা আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভারতের ক্ষেত্রে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার মান উচ্চ এবং প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার মান

নিম্ন হইবে। সুতরাং গুণকের মানও উচ্চ হইবে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিপরীত বিষয়কেও বিবেচনা করা প্রয়োজন। ভারতে প্রচণ্ড আয় বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ লোক দারিদ্র-সীমার নিম্নে অবস্থান করে। বহু লোকেই দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। এই অবস্থায় ভোগ-প্রবণতা ও গুণকের মান অধিক হওয়ার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ আয় বৃদ্ধির ফলে বিলাস দ্রব্যের উপর ব্যয় বৃদ্ধি বা সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

একটি বিশেষ কারণে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে গুণকের কার্যকারিতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইল ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার কাঠামো। ভারত হইল মূলত কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষির দুইটি মূল বৈশিষ্ট্য হইল : একরপিছু ও শ্রমিকপিছু নিম্ন উৎপাদনশীলতা এবং কৃষিপণ্যের অস্থিতিস্থাপক যোগান। এই অবস্থায় কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে কৃষিজপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া বরং কৃষিজপণ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। বস্তুত, ভারতের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়াছে। বিগত তিন দশকেরও অধিক সময়কাল ধরিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে কৃষিক্ষেত্রে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহার ফলে ভূমিহীন শ্রমিকদের ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার মোটেই উন্নতি ঘটে নাই। বরং ইহার ফলে কৃষিজপণ্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের লাভ হইয়াছে। এই কারণে বলা যায় যে ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে কেইন্‌সকে অনুসরণ করিয়া সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান অথবা জাতীয় আয় বৃদ্ধি কোনটিই সম্ভব নহে।[১]

### ৩৪.১১ সঞ্চয় ও ভোগ অপেক্ষকের স্থান পরিবর্তন ( Shifts in Saving and Consumption )

এ পর্যন্ত আমরা অনুমান করিয়াছি যে বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য ব্যাহত হয়। বস্তুত, ইহার ফলে দেশের ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের মধ্যে সমতা নষ্ট হয়। বাস্তব জগতে এই অনুমানটির যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়, কারণ বিনিয়োগ হইল জাতীয় আয়ের বা মোট ব্যয়ের একটি সদা পরিবর্তনশীল উপাদান। সুতরাং যখনই আয়ের পরিবর্তন ঘটে তখনই ইহা কারণ হিসাবে বিনিয়োগের আচরণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়। তবে কেবলমাত্র বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলেই যে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটে এইরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুত, সঞ্চয়-প্রবণতার পরিবর্তনের ফলেও জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে মূলত আয়ের পরিবর্তনের ফলেই ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু জাতীয় আয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় দ্বারাও ভোগ ও সঞ্চয় প্রভাবান্বিত হয়। বস্তুত, জাতীয় আয় অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্তনের ফলেই ভোগ-প্রবণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।




রেখাচিত্র ৩৪.৬ : জাতীয় আয়ের উপর সঞ্চয় প্রবণতার পরিবর্তনের প্রভাব

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রের *E* বিন্দুতে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য ঘটিয়াছে। এই বিন্দুতে বিনিয়োগ অপেক্ষক (*I*) সঞ্চয় অপেক্ষককে (*S*) ছেদ করে। এখন যদি অধিকাংশ লোকের

১. বরঞ্চ লিওনটিফের উপকরণ-উৎপন্ন বিশ্লেষণকে ( input-output analysis ) ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। ভারতের পক্ষে সেই সকল ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত যে ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে সম্মুখগামী বা পশ্চাতগামী যোগসূত্র ( forward and backward linkages ) দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে ক্ষেত্রগুলি অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে যথাসম্ভব অধিক উপকরণ সরবরাহ করে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে সর্বাধিক চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ক্রয় করে। এই প্রসঙ্গে লেখকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ( ১৯৮৩ ) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

মনে যুদ্ধের ভীতি বা আশংকা সৃষ্টি হয় (যেমন ১৯৭১ সালে ভারতে হইয়াছিল) তাহা হইলে সকলেই মনে করিবে যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া যাইবে। ফলে তাহারা (প্রয়োজন হইলে অধিক দাম দিয়াও) বাজারে দ্রব্যগুলি ক্রয় করিবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভোগ তালিকাটি (consumption schedule) ঊর্ধ্বে এবং সঞ্চয় তালিকাটি (saving schedule) নিচে স্থান পরিবর্তন করিবে। উপরের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। সঞ্চয় অপেক্ষকটি $S'S'$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $S'S'$ হইয়াছে। ইহা বিনিয়োগ অপেক্ষককে $E$-এর পরিবর্তে $E'$ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ফলে জাতীয় আয় $OY_0$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $OY_1$ হইয়াছে।

---

ক্যাপশন টীকা: পরিবারগোষ্ঠী ভোগ বা সঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনকে সঞ্চয় অপেক্ষক অথবা ভোগ অপেক্ষকের স্থান পরিবর্তন দ্বারা দেখান হয়। সঞ্চয় অপেক্ষকের নিচে স্থান পরিবর্তন করার অর্থ হইল জাতীয় আয়ের প্রতিটি স্তরে সঞ্চয় হ্রাস এবং ভোগ বৃদ্ধি। ভোগ বৃদ্ধির ফলে গুণকের মান বৃদ্ধি পায়। ফলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়। যদি সঞ্চয় অপেক্ষকটি ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করিত তাহা হইলেও সঞ্চয় বৃদ্ধি ও ভোগ হ্রাস পাইত। ফলে গুণকের মান ও জাতীয় আয় হ্রাস পাইত।

---

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায় এক্ষেত্রে ঠিক সেই প্রক্রিয়াই কার্যকর হইয়াছে। পরিবারগোষ্ঠী এখন ভোগ্যদ্রব্যের উপর অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে। ইহার ফলে ভো. দ্রব্য উৎপাদনকারীদের আয় বৃদ্ধি পায়। ইহারা তাহাদের আয়ের একাংশ ভোগ করে এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চয় করে। ইহাদের ব্যয়বৃদ্ধির ফলে অপর এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি পায় এবং এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। সুতরাং বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যেরূপ গুণকের কার্যকারিতা দেখা যায় সেরূপ ভোগ ও সঞ্চয়ের স্বতস্ফূর্ত পরিবর্তনের ফলেও গুণকের কার্যকারিতা সুরু হয়। বস্তুত, বিনিয়োগ ও সঞ্চয় উভয়ের পরিবর্তনের ফলেই জাতীয় আয়ের প্রাথমিক ভারসাম্য (অর্থাৎ ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের প্রাথমিক সমতা) নষ্ট হয়।[1] বাস্তব জগতে প্রায়ই এই ধরনের পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীর মনে করেন যে সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগের পরিবর্তন দ্রুতগতিতে ঘটে। এই কারণে জাতীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বে বিনিয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

## ৩৪.১২ মিতব্যয়িতার ধাঁধা (The Paradox of Thrift)

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যখন সঞ্চয় অপেক্ষকটি ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করে তখন গুণকের বিপরীত কার্যকলাপ সুরু হয়। বিনিয়োগ হ্রাস পাইলে ঠিক ইহাই ঘটে। ইহার অর্থ হইল এই যে যদি জনগণ হঠাৎ অধিক সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা করে তাহা হইলে জাতীয় আয় সঞ্চয় অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হ্রাস পাইবে (যদি অবশ্য অন্যান্য সকল বিষয় বিশেষত বিনিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে)। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই, কারণ আমরা জানি যে সঞ্চয় মোট ব্যয়ের একটি উপাদান নহে (saving is not spending)। সঞ্চয় ইচ্ছা বৃদ্ধির অর্থ হইল অর্থব্যয়ের ব্যাপারে অনিচ্ছা বৃদ্ধি। ইহার তাৎক্ষণিক ফল হইল যে সম্প্রদায় ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করে সেই সম্প্রদায়ের আয় হ্রাস করা।[2] ইহার ফলে গুণক প্রভাব সুরু হইবে এবং এক্ষেত্রে বিপরীত গুণক প্রক্রিয়া কার্যকরী হইবে।

---

১. "The familiar multiplier effect follows a spontaneous shift in consumption and saving just as it does a similiar change in investment. For both break equilibrium by disturbing the equality between the amount the nation wishes to invest and the amount it wishes to save."

M. J. Ulmer

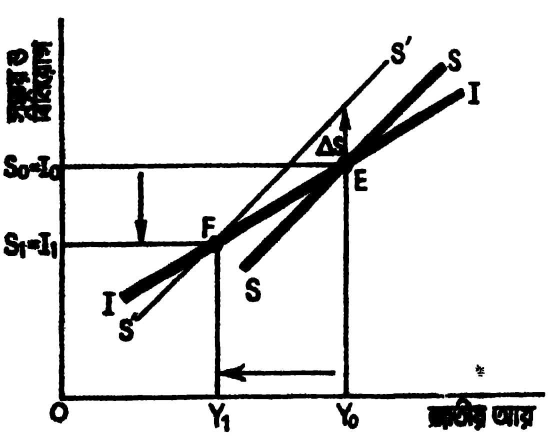
২. 'An increased desire to save means an increased reluctance to spend. Its immediate conseqence would be to reduce the incomes of those who produce and sell consumer goods. This would set in motion the multiplier effect, operating downward." M. J. Ulmer

৩৪.৬ রেখাচিত্রে সঞ্চয় অপেক্ষক যদি S' হইতে ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করিয়া S হইত তাহা হইলে E' বিন্দুর পরিবর্তে E বিন্দুতে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য ঘটিত। ফলে জাতীয় আয় হ্রাস পাইত। অবশ্য প্রকৃত সঞ্চয়ের ( actual saving ) পরিমাণ এক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকিত।

সুতরাং আমরা দেখিলাম যে অধিক সঞ্চয় অর্থ-ব্যবস্থার দিক হইতে মোটেই সুফলপ্রদায়ী নয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে যদি একটি দরিদ্র কিন্তু উচ্চাকাঙ্খাসম্পন্ন পরিবার অধিক সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা করে তাহা হইলে ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবে। ইহার কারণ একজন ব্যক্তি বা পরিবারে ভোগ বা সঞ্চয় হইল জাতীয় আয়ের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সুতরাং ইহার ভোগ সামান্য হ্রাস অর্থাৎ সঞ্চয় সামান্য বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় ভীষণভাবে হ্রাস পাইবে এইরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যখন একজন ব্যক্তির ভোগ-ব্যয় হ্রাস পায় তখন অপর এক ব্যক্তির ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। ফলে অর্থনৈতিক সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইতে পারে। অবশ্য প্রকৃত তথ্য ( actual data ) বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ দেশেই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের বিভিন্ন স্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির ফলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতের সকল পরিবার একযোগে অধিক মিতব্যয়ী হইয়া ওঠে এবং ব্যবসায় সম্প্রদায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোন প্রচেষ্টা না করে তাহা হইলে ইহাদের যৌথ ফল হিসাবে অর্থ-ব্যবস্থা যে কোন্ স্তরে গিয়া পৌঁছাইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাসের যৌথ ফল হিসাবে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে।[১] ইহাই মিতব্যয়িতার ধাঁধাঁ ( the paradox of thrift ) বা সঞ্চয়ের ধাঁধা ( the paradox of saving ) বলিয়া পরিচিত। পরবর্তী অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

### ৩৪.১২ আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগ ও মিতব্যয়িতা ( Induced Investment & Thrift )

এ পর্যন্ত আমরা অনুমান করিয়াছি যে বিনিয়োগ হইল আয়-নিরপেক্ষ। বিনিয়োগ যদি আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহা হইলে সঞ্চয়-প্রবণতার বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ও প্রকৃত সঞ্চয় হ্রাস পাইতে পারে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। বস্তুত, বেসরকারী ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিনিয়োগই নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। অর্থাৎ কারখানার উৎপাদনক্ষমতার তুলনায় চাহিদা অধিক হইলে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও কারখানার আয়তন বৃদ্ধিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখানে আয় বলিতে জাতীয় আয়, ব্যয়যোগ্য আয়, ব্যক্তিগত আয় অথবা মাথাপিছু আয় যে কোনটিকেই বুঝান যায়। আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন অধিক লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। এই অতিরিক্ত ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি অধিক পরিমাণে মূলধন দ্রব্য ক্রয় করে। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অতিরিক্ত




রেখাচিত্র ৩৪.৭ : আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগ ও মিতব্যয়িতার ধাঁধাঁ

১. "If all families together were to grow more thrifty, and if business showed no disposition to increase investment, their combined efforts to save would get them nowhere. The main result of this reduction in spending would be a reduction in national income." M. J. Ulmer

"Thriftiness can kill off income." Samuelson & Northaus, op. cit. (p. 171)

চাহিদা সৃষ্টিকারী যে কোন বিষয়ই হইল মূলধনদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের উপর সুফল প্রদান করে।[১] এখানে $E$ হইল জাতীয় আয়ের প্রকৃত ভারসাম্য বিন্দু। সমাজের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় অপেক্ষক ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করে। ইহা বিনিয়োগ উপেক্ষককে $F$ বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে জাতীয় আয় $OY_0$ হইতে হ্রাস পাইয়া $OY_1$ হয়। ইহার ফল হিসাবে প্রকৃত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ $S_0=I_0$ হইতে হ্রাস পাইয়া $S_1=I_1$ হয়। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মিতব্যয়িতার ধাঁধাঁ নামে পরিচিত।

### ৩৪.১৩ সরকারকে লইয়া [জাতীয় আয়] ভারসাম্য (Equilibrium Including Government)

জাতীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে সরকারী ক্ষেত্র লইয়া সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। এ-পর্যন্ত আমরা সরকারকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। কিন্তু যে-কোন অর্থ-ব্যবস্থাতেই সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের মত সরকারী ব্যয়ও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রসংগে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন: (১) বিনিয়োগের মত সরকারী ব্যয় মোট ব্যয় প্রবাহের (total spending stream) মধ্যে অনুপ্রবেশ করে—অর্থাৎ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমষ্টিগত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। (২) দ্বিতীয়ত, সরকার কর স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। সুতরাং সঞ্চয়ের মত কর হইল জাতীয় আয় হইতে অপচয় মাত্র।

সুতরাং অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যেরূপ গুণকের কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলেও জাতীয় আয় সরকারী ব্যয় অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, সরকারী দপ্তরগুলি যদি অধিক সংখ্যায় টাইপমেসিন বা আসবাবপত্র ক্রয় করে তাহা হইলে এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী ফার্মগুলির মালিকদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। তাহারা এই অতিরিক্ত আয়ের একাংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিবে। ফলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন-কারীদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। তাহারাও তাহাদের আয়ের একাংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিবে। সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয় আয় কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে তাহার পরিমাপ করিতে হইলে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুণককে প্রয়োগ করিতে হইবে।[২] অনুরূপভাবে, সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয়ের উপর যে প্রভাব (impact) সৃষ্টি হয় কর বৃদ্ধির ফলে ঠিক তাহা হইবে। যদি অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে কর বৃদ্ধির ফলে গুণকের মাধ্যমে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। সুতরাং সরকারী ক্ষেত্রকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইলে জাতীয় আয়ের পূর্বের সংজ্ঞাটিকে সামান্য সংশোধন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের সমতা সৃষ্টিই যথেষ্ট নহে। অর্থাৎ $C+I=C+S$ এই সমীকরণকে এখন এমনভাবে প্রকাশ করিতে হইবে যাহাতে সরকারী ব্যয় ও কর জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ভারসাম্য শর্তটিকে এখন এইভাবে প্রকাশ করিতে হইবে:

$$C+I+G=C+S+T \text{ অথবা } I+G=S+T$$

যেখানে $G$ হইল সরকারী ব্যয় এবং $T$ হইল মোট করের পরিমাণ (the tax total)। আরও পরিষ্কার-ভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয় সেই বিন্দুতে নির্ধারিত হয় যে বিন্দুতে জাতীয় ইপ্সিত বিনিয়োগ এবং সরকারী ব্যয়ের যোগফল ইহার ইপ্সিত সঞ্চয় এবং করের যোগফলের সমান হয়।[৩]

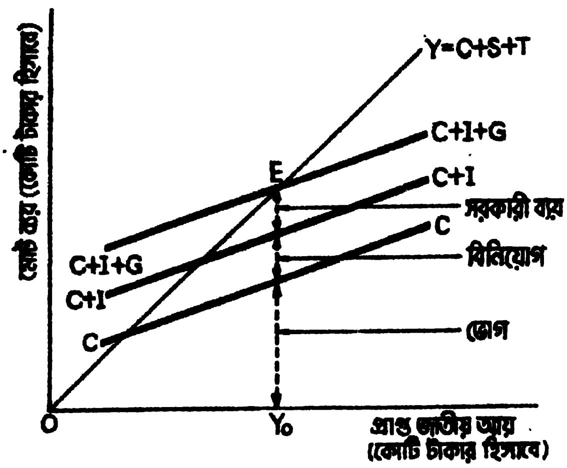
---

১. "Induced investment means that anything increasing national income is likely to be good for the capital goods industry." Samuelson

২. "The full dimension of the rise in national income could be estimated by application of the multiplier to the increment in government expenditures." M. J. Ulmer

৩. "The national income is determined at the point at which the amount the nation wishes to invest. plus government expenditures, equals the amount the nation wishes save plus government taxes." M. J. Ulmer

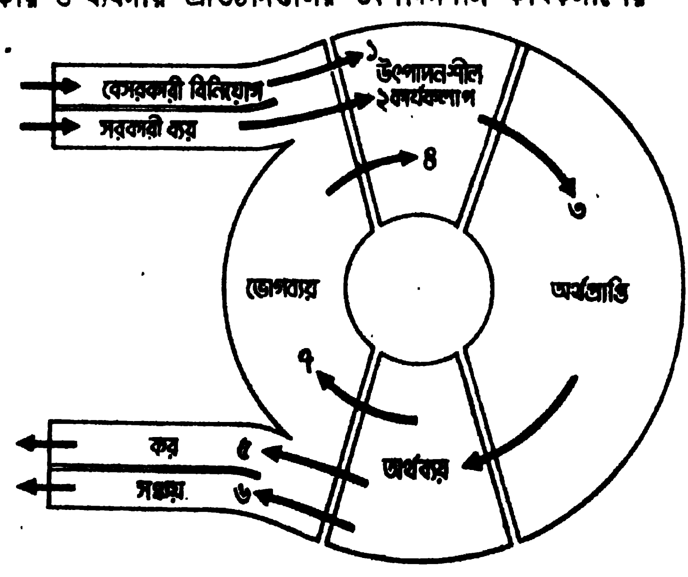
নিম্নের রেখাচিত্রে জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের এই সম্পূর্ণ ছবিটি অংকন করা হইল। এখন $C+I$ তালিকাটির উপর $G$ তালিকাটিকে চাপাইয়া দেওয়ার ফলে সম্মিলিত $C+I+G$ তালিকাটি উদ্ভূত হইল। এক্ষেত্রে আমাদের পথনির্দেশক রেখাটি হইল পূর্বের ন্যায় জাতীয় আয়ের সম্ভাব্য সকল স্তরের সঞ্চারপথ। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নূতন মডেলে জাতীয় আয়ের তিনটি উপাদান আছে। জাতীয় আয়ের একাংশ প্রথমেই কর বাবদ কাটিয়া লওয়া হয়। ফলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকে ব্যয়যোগ্য আয় (disposable income) বলা হয়। অর্থাৎ ইহা হইল $Y-T=C+S$। এই ব্যয়যোগ্য আয়ের একাংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চিত হয়।




রেখাচিত্র ৩৪.৮: সরকারকে লইয়া ভারসাম্য

পূর্বের মডেলের মত এই মডেলেও ইপ্সিত সঞ্চয় অপেক্ষক পথ-নির্দেশক রেখাটিকে যে কোন বিন্দুতে ছেদ করিতে পারে। এবং এই নূতন ভারসাম্য অবস্থায় মোট ইপ্সিত ব্যয় পুনরায় মোট প্রাপ্ত আয়ের সমান হয়। কিন্তু এখন মোট ব্যয় $C+I+G$ হইল মোট প্রাপ্ত আয় $C+S+T$ এর সহিত সমান এবং যেহেতু সমীকরণটির উভয় দিকে $C$-এর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সেহেতু উভয়কে বাদ দিয়া আমরা লিখিতে পারি: $I+G=S+T$

এই শর্তটির অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে হইলে নিম্নর চক্রাকার প্রভাবের মডেলটিকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এখানে দেখান হইয়াছে সরকার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনশীল কার্যকলাপের ফলে একটি আয় প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই আয় প্রবাহ হইল বেতন ও মজুরি, সুদ, মুনাফা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত আয়ের যোগফল মাত্র। রেখাচিত্রের ১, ২ এবং ৩ এই তিনটি অক্ষর দ্বারা এই আয় প্রবাহকে দেখান হইয়াছে।




রেখাচিত্র ৩৪.৯: আর্থিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে সৃষ্ট আয়কে অবশ্যই ব্যয় করিতে হইবে। উৎপাদনশীল কার্যকলাপ ও আয় সৃষ্টির পশ্চাতে যে শক্তিটি কার্য করে তাহা হইল চাহিদা প্রবাহ। রেখাচিত্রে উৎপাদনশীল কার্যকলাপের কেন্দ্র (the productive activities centre) দ্বারা ইহাকে দেখান হইয়াছে। এই স্তর হইতে অর্থ তিনটি পথে প্রবাহিত হয়—ভোগ্য ব্যয়, বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয়। মোট ব্যয় বা চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে জাতীয় আয়েরও পরিবর্তন ঘটে, কারণ জাতীয় আয় প্রত্যক্ষভাবে মোট ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল।

অবশ্য অর্জিত অর্থ ব্যয়ের পূর্বে আয়ের একাংশ পরিবারগোষ্ঠী ও কার্মগুলিকে কর বাবদ সরকারকে প্রদান করিতে হয়। এই অর্থ কর রাজস্ব হিসাবে সরকারের নিকট প্রবাহিত হয়। এই

কারণে রেখাচিত্রে আয় প্রবাহ হইতে ইহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৫ অঙ্কটি দ্বারা ইহাকে দেখান হইয়াছে। উপরন্তু ব্যয়যোগ্য আয়ের একাংশ সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয় ব্যাংক ব্যবস্থা, বীমা কোম্পানী, শেয়ারের বাজার ইত্যাদি অর্থসংক্রান্ত মাধ্যমগুলির ( financial intermediary ) নিকট চলিয়া যায়। কর প্রদান ও সঞ্চয় কার্য সম্পাদনের ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উপর অর্থব্যয় হ্রাস পায়। সুতরাং পরবর্তী বৎসর যদি আয় প্রবাহ ও আয়ের স্তরকে বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে আয় প্রবাহ হইতে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় ও কর বাবদ বাদ দেওয়া হয় ঠিক সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত চাহিদা ( অর্থাৎ বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয় ) হিসাবে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ দিতে হইবে। নতুবা জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। একটি নির্দিষ্ট স্তরে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত সঞ্চয় ও করের যোগফল পরবর্তী কালের বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয়ের সমান হয়।[১]

এই প্রসংগে যে বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে সঞ্চয়ের বর্তমান প্রভাব সর্বদা বিনিয়োগের বর্তমান প্রবাহের সমান নাও হইতে পারে। বস্তুত, বর্তমান সঞ্চয় অপেক্ষা যদি বর্তমান বিনিয়োগের পরিমাণ অধিক হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইহার অতীত সঞ্চয় ব্যবহার করিতে অথবা ব্যাংক-ব্যবস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

আরও উল্লেখ করা যায় যে, করের পরিমাণ সরকারী ব্যয় অপেক্ষা অল্প বা অধিক হইতে পারে, কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মত সরকারও অর্থ লগ্নী করিতে অথবা সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিতে পারে। যখন আয় প্রবাহ হইতে কর ও সঞ্চয় বাবদ যে পরিমাণ অর্থের নির্গমন হয় তাহা অপেক্ষা বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয় বাবদ অধিক পরিমাণ অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন ব্যবসায়ী সংক্রান্ত কার্যকলাপ হ্রাস পায়। যখন জাতীয় আয়ে অর্থ যোগের পরিমাণ জাতীয় আয় হইতে অর্থ বিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তখন ব্যবসায়িক কার্যকলাপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং উপকের কার্যকলাপের ফলেই এই ধরনের সম্প্রসারণ অথবা সংকোচন ঘটে যাহা পুনরায় ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

৩৪.৭ রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে যদি বিনিয়োগ অথবা সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট ব্যয় ( $C+I+G$ ) তালিকাটি ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয়ের এই বর্ধিত স্তরে নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। অপরদিকে যদি করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস পাইবে। ফলে ভোগ ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং ভোগ তালিকাটি নিম্নে স্থান পরিবর্তন করিবে। ইহার ফলে মোট ব্যয় তালিকাটি নিম্নে গমন করিবে। এক্ষেত্রে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে এবং জাতীয় আয়ের এই নিম্ন স্তরে নূতন করিয়া ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। করের পরিমাণ হ্রাস করিলে ঠিক বিপরীত ফল প্রদর্শিত হইবে। এক্ষেত্রে ভোগ ব্যয় ও ফলে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় আয়ের সম্প্রসারণ ঘটিবে।[২]

আমাদের মডেল একটি বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সরকার জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে এবং অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে পারে। বস্তুত, সরকার ফিস্ক্যাল নীতির ( fiscal policy ) প্রয়োগ করিয়াই অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব বজায় রাখে। ফিস্ক্যাল নীতি বলিতে সরকারের কর স্থাপনের ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতার ব্যবহারকেও বুঝান হয়। বস্তুত, যখন অর্থ-ব্যবস্থায় মন্দা দেখা দেয় তখন মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পায় বলিয়া বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় মোট ব্যয়ের স্তর ও জাতীয় আয় ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য সরকার নিজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি করে। এই অবস্থায় করের মাধ্যমে অতিরিক্ত

১. "Equilibrium is maintained, that is, the national income is perpetuated at a constant figure, only so long as savings plus taxes in one period remain equal to investment plus government expenditu e in the next." M. J. Ulmer

২. "If taxes were advanced, other things being equal, the consumption function would shift downward, and with it the entire total spending function. This would create a new equilibrium at a lower income level., A reduction in taxes would have just the opposite effect, raising both the total spending function and the equilibrium income." M. J. Ulmer

অর্থ আদায় করা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয় না বলিয়া সরকার প্রয়োজন হইলে নোট ছাপাইয়া অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে পারে। অনুরূপভাবে মন্দার সময় করের পরিমাণ হ্রাস করিয়া সরকার ভোগ ব্যয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে পারে। সরকারী আয় বৃদ্ধি অথবা করের পরিমাণ হ্রাস অথবা উভয়ের মাধ্যমে মোট ব্যয় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। অপরদিকে যদি অর্থ-ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ ( অর্থাৎ বায়াধিক্যের সমস্যা ) দেখা দেয় তাহা হইলে সরকার ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় হ্রাস অথবা করের পরিমাণ বৃদ্ধি বা উভয়ই অর্থ-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বা সুস্বাস্থ্যের দিক দিয়া একান্তভাবে কাম্য। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

অবশ্য অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য অন্যান্য কতকগুলি হাতিয়ারও ( tools ) প্রয়োগ করা হয়। ফিস্‌কাল নীতির ন্যায় অপর একটি হাতিয়ার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতি ( the central bank's monetary policy )। সরকার ঋণের পরিমাণ ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও অর্থ-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন করিতে পারে। তবে অর্থসংক্রান্ত নীতি অপেক্ষা ফিস্‌কাল নীতি দ্রুতগতিতে কাম্য ফলপ্রদান করে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

### ৩৪.১৪ আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের কতকগুলি সীমাবদ্ধতা ( Some Limitations of Income and Employment Theory )

কেইনসের আয় তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করিতে হইলে ইহার দুইটি মূল অনুমানের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথম অনুমানটি হইল এই যে বিনিয়োগ পরিমাণ আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। বাস্তবে কিন্তু ইহা ঘটে না। বিনিয়োগের আয়ের পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দেয়। যেরূপ আয় বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় সেরূপ আয় হ্রাসের ফলে বিনিয়োগও হ্রাস পায়। সুতরাং ব্যবসায়িক কার্যকলাপের আরও বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ এই সকল কার্যকলাপের সম্প্রসারণ ও সংকোচনের ফলেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বস্তুত, গুণকের কার্যকারিতার ফলে বিনিয়োগের সামান্য পরিবর্তনে আয় বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং এই বিনিয়োগ বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি ঘটায়। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে এবং তখনই ইহার সমাপ্তি যখন পুনরায় সমাজের ইপ্সিত সঞ্চয় ইহার ইপ্সিত বিনিয়োগের সহিত সমান হয়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসংগে অধ্যাপক হিক্‌স সুপার গুণকের ( the super-multiplier ) প্রবর্তন করিয়াছি। ধারণাটি সংক্ষেপে পরবর্তী অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অংশে পেশ করা হইল। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি একে অপরের সহায়ক হইতে পারে।[১] বিষয়টি বুঝাইবার জন্য বিনিয়োগের গতিবৃদ্ধি তত্ত্বটির ( the acceleration theory of investment ) প্রবর্তন করা হইয়াছে। পরবর্তী এক অধ্যায়ে তত্ত্বটি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

কেইন্‌সের মডেলের দ্বিতীয় অনুমানটি হইল এই যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা সর্বদা নির্দিষ্ট এবং পূর্ব হইতে নির্ধারিত থাকে। কিন্তু বাস্তব জগতে ইহা ঘটে না। প্রান্তিক ভোগ ( সঞ্চয় ) প্রবণতার ক্ষেত্রে ঘনঘন পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অন্ততঃ স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হ্রাস পাইতে পারে। ইহার ফলে গুণকের মানেও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। গুণক তত্ত্বের আলোচনায় সময় এই ধরনের পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন আয়, ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের উপর কিছু সময় অন্তর নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা।

---

১. "An increase in investment, through the multiplier effect, would raise income which in turn lead to a further increase in investment, which would boost income further and so on. Advances in income and investment could in this way be mutually reinforcing. Downward movements might also be accelerated further if investment were sensitive to changes in income."

M. J. Ulmer

# পরিশিষ্ট

## গাণিতিক টীকা[1]

ধরা যাউক ভারসাম্যে উপনীত হইবার পর বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয়ের সামান্য বৃদ্ধি ঘটিল। এই অবস্থায় ইপ্সিত সঞ্চয়ের পরিমাণও সামান্য বৃদ্ধি পাইবে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ ঠিক কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার উপর। অর্থাৎ আমরা লিখিতে পারি :

$$\Delta S^* = MPS \times \Delta Y^* \qquad (১)$$

যেখানে $Y^*$ হইল জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর।

যখন ইপ্সিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, তখন ইপ্সিত সঞ্চয়কেও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে হইবে। নতুবা জাতীয় আয় পুনরায় ভারসাম্য স্তরে ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি :

$$\Delta S^* = \Delta I^* \qquad (২)$$

যেখানে $I^*$ হইল ইপ্সিত বিনিয়োগ।

অতএব প্রথম দুইটি সমীকরণের ভিত্তিতে আমরা লিখিতে পারি :

$$\Delta I^* = MPS \times \Delta Y^*$$

অথবা, $$\frac{\Delta Y^*}{\Delta I^*} = \frac{1}{MPS} \qquad (৩)$$

এই সমীকরণটি বিনিয়োগ গুণকের মান নির্ধারণ করে।

**গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে গুণক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা (The Mathematics of the Multiplier Process)**

যদি কোন কারণে ইপ্সিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং ইহাকে $\Delta I^*$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে গুণক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে কিভাবে অতিরিক্ত আয়, ভোগ এবং সঞ্চয় সৃষ্টি হয় তাহা এইভাবে দেখান যাইতে পারে :

| স্তর | অতিরিক্ত আয় | অতিরিক্ত ভোগ | অতিরিক্ত সঞ্চয় |
|---|---|---|---|
| ১ | $\Delta Y_1 = \Delta I^*$ | $\Delta C_1 = MPC \times \Delta Y_1$ | $\Delta S_1 = MPS \times \Delta Y_1$ |
| ২ | $\Delta Y_2 = \Delta C_1$ | $\Delta C_2 = MPC \times \Delta Y_2$ | $\Delta S_2 = MPS \times \Delta Y_2$ |
| ৩ | $\Delta Y_3 = \Delta C_2$ | $\Delta C_3 = MPC \times \Delta Y_3$ | $\Delta S_3 = MPS \times \Delta Y_3$ |

ইত্যাদি।

সুতরাং

$$\begin{aligned}
\Delta Y^* &= \Delta Y_1 + \Delta Y_2 + \Delta Y_3 \\
&= \Delta I^* + \Delta C_1 + \Delta C_2 + \\
&= \Delta I^* + (MPC \times \Delta Y_1) + (MPC \times \Delta Y_2) + \\
&= \Delta I^* + (MPC \times \Delta I^*) + (MPC \times MPC \times \Delta I^*) + \\
&= \Delta I^* (1 + MPC + MPC^2 + \ldots) \\
&= \Delta I^* \frac{1}{1 - MPC} \quad [\text{কারণ } MPC < 1] \\
&= \Delta I^* \frac{1}{MPS} = \frac{\Delta I^*}{MPS}
\end{aligned}$$

১. ছাত্রছাত্রীরা এই অংশটি বাদ দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়গুলির সহিত এই পরিশিষ্ট অংশের যোগসূত্র নাই বলিলেই চলে। এই অংশটি কেবলমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত।

উপরের তৃতীয় সমীকরণটি হইতে এই শর্তটি আমরা পূর্বেই বাহির করিয়াছি।

উপরন্তু আমরা জানি যে

$$\triangle S^* = \triangle S_1 + \triangle S_2 + \triangle S_3 + \cdots$$
$$= (MPS \times \triangle Y_1) + (MPS \times \triangle Y_2) + (MPS \times \triangle Y_3) + \cdots$$
$$= (MPS \times \triangle I^*) + (MPS \times \triangle C_1) + (MPS \times \triangle C_2) + \cdots$$
$$= (MPS \times \triangle I^*) + (MPS \times MPC \times \triangle Y_1) + (MPS \times MPC \times \triangle Y_2) + \cdots$$
$$= (MPS \times \triangle I^*) + (MPS \times MPC \times \triangle I^*) + (MPS \times MPC^2 \times \triangle I^*) + \cdots$$
$$= MPS \times \triangle Y^* = \triangle I^*$$

[ কারণ $\triangle Y^* = \triangle I^* + (MPC \times \triangle I^*) + (MPC^2 \times \triangle I^*) + \cdots$ ]

সুতরাং গুণক প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার ফলে জাতীয় আয় পুনরায় ভারসাম্য স্তরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

**গুণকের মান : বিধিবদ্ধ বিশ্লেষণ ( Value of Multiplier : Formal Analysis )**

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে গুণকের মান ভোগ অপেক্ষক হইতে নির্ধারণ করা যায়। যদি কোন দুই ক্ষেত্রবিশিষ্ট অর্থ-ব্যবস্থা একটি ভারসাম্য অবস্থা হইতে নূতন একটি ভারসাম্যে উপনীত হয় তাহা হইলে পূর্বের ন্যায় ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ উৎপন্ন বৃদ্ধির সহিত সমান হইবে।

আমরা জানি যে মোট ব্যয় হইল ভোগব্যয় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির যোগফল। সুতরাং ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\Delta I + \Delta C \qquad \cdots \qquad (১)$$

উৎপন্নের বৃদ্ধিকে $\triangle Y$ চিহ্ন দ্বারা দেখান যায়। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি :

$$\Delta Y = \Delta I + \Delta C \qquad \cdots \qquad (২)$$

এখন ভোগের বৃদ্ধি কিরূপ ঘটে তাহা মূলত ভোগ অপেক্ষক দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে এইভাবেও প্রকাশ করি :

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \qquad \cdots \qquad (৩)$$

ইহাকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায় :

$$\Delta C = MPC \times \Delta Y$$

দ্বিতীয় সমীকরণটিকে ইহাকে বসাইলে আমরা পাই :

$$\Delta Y = \Delta I + (MPC \times \Delta Y)$$

এখন $Y$-এর জড়িত সকল পদগুলিকে বাঁদিকে স্থানান্তরিত করিলে আমরা পাই :

$$\Delta Y - (MPC \times \Delta Y) = \Delta I$$

অথবা $(1 - MPC) \times \Delta Y = \Delta I \qquad (৪)$

সমীকরণটির উভয়দিককে প্রথমে $\Delta I$ দ্বারা এবং পরে $(1 - MPC)$ দ্বারা ভাগ করিলে আমরা পাই :

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1 - MPC} \qquad \cdots \qquad (৫)$$

এই সমীকরণটির বাঁদিকটি হইল জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ( যাহা জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটাইয়াছে ) অনুপাত। ইহাই হইল গুণক। সমীকরণটির ডানদিকে গুণককে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

সুতরাং কেইন্‌সের মূল মডেলে গুণকের মান হইল একক এবং একক হইতে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে বাদ দিলে যাহা থাকে ( অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা ) তাহার ভাগফল।[১]

১. "The value of the multiplier in the basic Keynesian model is equal to one divided by one minus the marginal propensity to consume." K. Lancaster

## সংক্ষিপ্তসার

১. ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা আয় ও উৎপাদন সৃষ্টি হয়। সরকারী ব্যয়কে বাদ দেওয়া হইলে ব্যয়ের দুইটি মূল শ্রেণী বা উপাদান হইল ভোগ ও বিনিয়োগ।

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোগ হইল একটি অচল উপাদান ( a passive element ), কারণ ইহা মূলত জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। আয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ককে ভোগ-প্রবণতা বা ভোগ-অপেক্ষক বলা হয়। অবশ্য অনেক সময় আয় ব্যতীত অন্যান্য বহু বিষয়ই ভোগকে তীব্রভাবে প্রভাবান্বিত করে।

৩. সঞ্চয় হইল আয়ের সেই অংশ যাহা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় না। ভোগের ন্যায় ইহা আয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং আয়ের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ ভেদ ঘটে। আয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে সম্পর্ককে সঞ্চয়-প্রবণতা অথবা সঞ্চয়-অপেক্ষক বলা হয়।

৪. প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল ভোগের পরিবর্তন এবং আয়ের পরিবর্তনের অনুপাত। প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল সঞ্চয়ের পরিবর্তন এবং আয়ের পরিবর্তনের অনুপাত। এই দুইটির যোগফল সর্বদা এককের সমান হয়।

৫. বিনিয়োগ হইল ব্যবসায় জগতের সর্বাপেক্ষা গতিশীল উপাদান। ইহার কারণ হইল এই যে ইহা আয় নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ইহার যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বিনিয়োগ মূলত মুনাফার সম্ভাব্যতার ( prospect for profits ) উপর নির্ভর করে। মুনাফার সম্ভাব্যতা বা প্রত্যাশা আবার নির্ভর করে নূতন নূতন দ্রব্য, নূতন নূতন উৎপাদন-কৌশল, নূতন বাজার ইত্যাদির আবিষ্কারের উপর। ইহা ব্যতীত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন, দেশের আইনের পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বহু-সংখ্যক বিষয় বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

৬. অধিকাংশ বিনিয়োগই হইল আয়-নিরপেক্ষ। কিন্তু বিনিয়োগ কিছুটা বর্তমান আয়ের উপরও নির্ভর করে। যে ধরনের বিনিয়োগ আয়ের উপর নির্ভর করে তাহাকে আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগ ( induced investment ) বলা হয়। যে ধরনের বিনিয়োগ আয়ের উপর নির্ভর করে না তাহাকে স্বতন্ত্র বা আয়-নিরপেক্ষ বিনিয়োগ বলা হয়।

৭. জাতীয় আয় নির্ধারণের জন্য সঞ্চয়ের সহিত বিনিয়োগের সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইল দুইটি পৃথক কার্যকলাপ এবং এই কার্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দুইটি পৃথক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী দ্বারা সম্পাদিত হয়।

৮. যে স্তরে দেশের মোট ইপ্সিত সঞ্চয় ইহার মোট ইপ্সিত বিনিয়োগের সহিত সমান হয় সে স্তরে জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। ইহাকেই আয়ের ভারসাম্য স্তর বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ জাতীয় আয় এই স্তরেই স্থায়ী হয়। অর্থাৎ একবার এই স্তরে উপনীত হইলে জাতীয় আয়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

৯. উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সমাজের প্রকৃত সঞ্চয় সর্বদা প্রকৃত বিনিয়োগের সমান হয় যদিও ইপ্সিত সঞ্চয় সর্বদা ইপ্সিত বিনিয়োগের সমান হয় না। একমাত্র জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তরেই ইহাদের সমতা সৃষ্টি হয়।

১০. যখন কোন কারণে ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি হয় তখন জাতীয় আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। বস্তুত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটে। যখন ইপ্সিত বিনিয়োগ ইপ্সিত সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হয় তখন জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরদিকে যখন ইপ্সিত বিনিয়োগ ইপ্সিত সঞ্চয় অপেক্ষা কম হয়, তখন জাতীয় আয় হ্রাস প্রায়। উভয় ক্ষেত্রেই ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত পুনরায় সমাজের মোট ইপ্সিত সঞ্চয়ের সহিত ইপ্সিত বিনিয়োগের সমতা সৃষ্টি হয়।

১১. যে কোন কারণে বিনিয়োগের বৃদ্ধি ঘটিলে জাতীয় আয়েরও বৃদ্ধি ঘটে। বস্তুত, বিনিয়োগের সামান্য বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় সংগে সংগে সাড়া দেয় এবং জাতীয় আয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি পায়। যেহেতু একজনের ব্যয় হইল অপর একজনের আয় সেহেতু ইহা ঘটে। একজনের অর্থ-ব্যয়ের ফলে অপর একজনের বা অপর এক সম্প্রদায়ের আয় সৃষ্টি হয়। এই অর্জিত আয়ের একাংশ পুনরায় ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয়। ফলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধি পায়। এই প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ পুনরায় তাঁহাদের অর্জিত আয়ের একাংশ ব্যয় করেন। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাতীয় আয়ের স্তরে নূতন করিয়া ভারসাম্য সৃষ্টি হয় ( অর্থাৎ পুনরায় ইপ্সিত সঞ্চয় ইপ্সিত বিনিয়োগের সমান হয় )। যে অঙ্কটি দিয়া বিনিয়োগের পরিবর্তনকে গুণ করিয়া আয়বৃদ্ধির পরিমাপ করা হয় তাহা গুণক নামে পরিচিত। ইহা হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার বিপরীত। এই গুণক উভয় দিকেই কার্য করে। অর্থাৎ, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে গুণকের মাধ্যমে যেরূপ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে সেরূপ বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে জাতীয় আয়ের হ্রাস ঘটে।

১২. সঞ্চয় অপেক্ষকের স্থান পরিবর্তনের ফলেও জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। বস্তুত, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে ( অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা হ্রাস পাইলে ) জাতীয় আয় ও প্রকৃত সঞ্চয় হ্রাস পাইতে পারে। সুতরাং অধিক সঞ্চয় সমাজের দিক দিয়া কাম্য নাও হইতে পারে। এই আশ্চর্যজনক বিষয়টি মিতব্যয়িতার ধাঁধা বা প্রহেলিকা নামে পরিচিত।

১৩. জাতীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে সরকারী ক্ষেত্রকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। বস্তুত, বিনিয়োগের মত সরকারী ব্যয়কে মোট ব্যয় প্রবাহের সহিত যোগ করিতে হইবে। অপরদিকে সঞ্চয়ের মত করের পরিমাণকে ব্যয় প্রবাহ হইতে বাদ দিতে হইবে। আরও পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে জাতীয় আয় সেই বিন্দু বা স্তরে নির্ধারিত হয় যে স্তরে সমাজের ইপ্সিত বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয়ের যোগফল ইহার ইপ্সিত সঞ্চয় ও করের যোগফলের সমান হয়। অর্থাৎ, জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে তখনই ভারসাম্য সৃষ্টি হয় যখন মোট ইপ্সিত ব্যয় মোট প্রাপ্ত আয়ের অথবা যখন মোট কার্যকরী চাহিদা মোট উৎপাদনের সমান হয়।

১৪. যেরূপ সঞ্চয় বা বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে সেরূপ সরকারী ব্যয় ও করের পরিবর্তনের ফলেও গুণকের মাধ্যমে জাতীয় আয় প্রভাবান্বিত হয়। অবশ্য ফিস্‌ক্যাল নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটাইতে ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের স্তরে স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে পারে।

১৫. আয় নির্ধারণ তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করিতে হইলে ইহা যে দুইটি মূল অনুমানের উপর ভিত্তিশীল উহাদের স্মরণ করিতে হইবে। প্রথম অনুমানটি হইল এই যে বিনিয়োগ আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। দ্বিতীয় অনুমানটি হইল এই যে প্রান্তিক ভোগ ( বা সঞ্চয় ) প্রবণতা সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। এই দুইটি অনুমান যদি অবাস্তব বা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আয় নির্ধারণ তত্ত্বকে সংশোধন করিতে ( অর্থাৎ ইহার মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সাধন করিতে ) হইবে।

## প্রশ্নাবলী

১. আয়-ব্যয় দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারণের তত্ত্বটি আলোচনা কর।
[ C. U. B. Com. (H) 1985 ]

২. উক্তি দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর :
(ক) পরিমাণের সমতার দিক দিয়া সঞ্চয়-বিনিয়োগের সমান।
(খ) ভারসাম্য অবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান।
[ C. U. B. Com. (H) 1980 ]

৩. সঞ্চয়-বিনিয়োগ ভারসাম্য ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. Com. (H) 1984 ]
অথবা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা কিভাবে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য আনে ব্যাখ্যা কর।
[ C. U. B. A. 1984 ]

৪. আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বর্ণনা কর। এই বর্ণনা হইতে (ক) জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয়ের প্রবাহের মধ্যে অভেদ এবং (খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে অভেদ—এইটি কিভাবে পাওয়া যায় দেখাও। [ B. U. B. A. 1984 ]

৫. সরল কেইন্‌সীয় মডেলে ভারসাম্য আয়ের স্তর কিভাবে নির্ধারিত হয় আলোচনা কর।

৬. একটি উন্নত দেশে বিভিন্ন সময়ে বিনিয়োগের এত হ্রাসবৃদ্ধি কেন দেখা যায় এবং জাতীয় আয়কে ইহা কিরূপে প্রভাবান্বিত করে আলোচনা কর। [ C. U. B. A. 1982 ]

৭. কোন দেশের আচমকা নির্বাচিত যে-কোন আয় স্তরেই যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইবে এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু কোন আয় স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান না হইলে জাতীয় আয় পরিবর্তনের মাধ্যমে এমন একটি স্তরে গিয়া পৌঁছাইবে যেন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই বিবৃতির ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. A. 1983 ]

৮. 'গুণক প্রক্রিয়া' কাহাকে বলে ? গুণকের সহিত প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার সম্পর্ক কি ?
[ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

৯. কেইন্‌সের বিনিয়োগ গুণক তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. Com. (H) 1983 ]

১০. আয়ের বৃত্তস্রোত বলিতে কি বুঝায় ? আয়ের বৃত্তস্রোত কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখাও।
[ B. U. B. Com. 1984 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. **S. Mukherji :** *Contemporary Economics* **( New Central , Calcutta, 1986 )**
2. **S. Mukherji :** *Economic Environment of Business* **( New Central, 2nd edn., 1986 )**
3. **U. J. Ulmer :** *Economics* **( 2nd edn., 1985 )**
4. **R. G. Lipsey :** *An Introduction to Positive Economics* **( 6th edn., 1985 )**
5. **P. A. Samuelson and W. D. Northaus :** *Economics* **( 12th edn., McGraw-Hill, 1985 )**
6. **John Craven :** *Introduction to Economics* **( Blackwell, 1984 )**

# ৩৫ ফিস্‌ক্যাল নীতি, মুদ্রাস্ফীতি ও মিতব্যয়িতা[১]
## ( Fiscal Policy, Inflation and Thriftiness )

*"Thus an attempt to save may not lead to more saving, but instead, may then simply reduce national income".* Paul Samuelson

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তদপেক্ষা অধিকগুণ। এইরূপ জাতীয় আয়বৃদ্ধির কারণ হইল বিনিয়োগের গুণক প্রভাব ( investment multiplier )। অনুরূপভাবে সঞ্চয় বা ভোগ প্রবণতার পরিবর্তনের ফলেও জাতীয় আয় বহুগুণে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ, সঞ্চয় বা ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তনেরও গুণক প্রভাব ( multiplier effects ) আছে। যেমন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তেমনি ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে ( অর্থাৎ, সঞ্চয়-প্রবণতা কমিয়া গেলে ) জাতীয় আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে বিনিয়োগ কমিয়া গেলে যেমন জাতীয় আয় বহুগুণ কমিয়া যায় তেমনি ভোগ-প্রবণতা কমিয়া গেলে ( অর্থাৎ, সঞ্চয়-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে ) জাতীয় আয়ও বহুগুণ কমিয়া যায়। ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তন ( বা সঞ্চয়-প্রবণতার পরিবর্তন ) বলিতে বুঝায় যে বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে পূর্বের তুলনায় অধিক বা কম ভোগব্যয় ( বা সঞ্চয় ) করিতে চাহে।

### ৩৫.১ ভোগ প্রবণতার পরিবর্তনে গুণক প্রভাব ( The multiplier effect of a change in the propensity to consume )

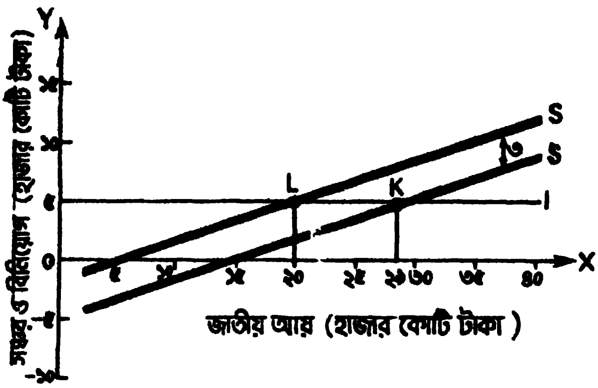
কিভাবে ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তন জাতীয় আয়কে পরিবর্তিত করে তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রথমে ভারসাম্য আয় হইল ২০ হাজার কোটি টাকা, ভোগব্যয়ের পরিমাণ হইল ১৫ হাজার কোটি টাকা এবং বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল ৫ হাজার কোটি টাকা। আরও ধরিয়া লওয়া যাউক, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল ⅔ এবং বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকিতেছে। এখন যদি ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে ভোগব্যয় ১৫ হাজার কোটি টাকার পরিবর্তে ১৮ হাজার কোটি টাকা হয়—অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় ৩ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জাতীয় আয় কিভাবে পরিবর্তিত হইবে? প্রথমেই ভোগ্যদ্রব্য-শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় ৩ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ আয় বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল ব্যক্তির প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা যদি ⅔ হয় তাহা হইলে ইহারা আবার তাহাদের আয়বৃদ্ধির মধ্যে ⅔ অংশ—অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকা ভোগব্যয় করিবে। দ্বিতীয়বার যাহাদের আয় বৃদ্ধি হইল তাহারা আবার ২ হাজার কোটি টাকার ⅔ অংশ—অর্থাৎ ১.৩৩ হাজার কোটি টাকা ভোগব্যয় করিবে। এইভাবে আয়বৃদ্ধি ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পরবর্তী পর্যায়েও চলিতে থাকিবে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয় ৯ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে—অর্থাৎ জাতীয় আয় ২০ হাজার কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। বিষয়টিকে পর পৃষ্ঠার সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বুঝানো যায়।

এই রেখাচিত্রে *I*-রেখাটি হইল বিনিয়োগ-সূচী রেখা। এই রেখাটি হইতে দেখা যাইতেছে, সকল আয়ের স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকা। *S*-রেখাটি হইল পরিবর্তনের পূর্বের সঞ্চয়-সূচী রেখা। এই সঞ্চয়-রেখা *S* বিনিয়োগ-রেখা *I*-কে *L* বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য আয় হইবে ২০ হাজার কোটি টাকা, কারণ এই আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং

---

১. এই অধ্যায়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Com. (Hons) ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত। B. A. ও B. Com. (Pass) ছাত্রছাত্রীরা অধ্যায়টিকে বাদ দিতে পারে। এই অধ্যায়ের মূল বিষয়টি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে পেশ করা হইয়াছে।

পরিকল্পিত বিনিয়োগ উভয়ের পরিমাণই ৫ হাজার কোটি টাকা। এখন ধরা যাউক যে বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকিতেছে কিন্তু সঞ্চয় প্রবণতা ৩ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ হ্রাস পাইল। ইহার অর্থ হইল সকল আয়ের স্তরেই সমাজ এখন পূর্বের তুলনায় ৩ হাজার কোটি টাকা করিয়া কম সঞ্চয় করিবে (অর্থাৎ, সকলে আয়ের স্তরে পূর্বের তুলনায় ৩ হাজার কোটি টাকা করিয়া অধিক ভোগব্যয় করিবে)। ইহার ফলে সঞ্চয়-রেখা $S$ ৩ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ নিচের দিকে সরিয়া $S_1$ রেখা হইবে। এখন এই নূতন $S_1$ সঞ্চয়-রেখাটি পূর্বের বিনিয়োগ-রেখা $I$-কে $K$ বিন্দুতে ছেদ করিবে। অতএব, ভারসাম্য আয় হইবে ২৯ হাজার কোটি টাকা। ইহা হইতে দেখা যায়, সঞ্চয়-প্রবণতা ৩ হাজার কোটি টাকা হ্রাস পাওয়ার ফলে জাতীয় আয় ৯ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।



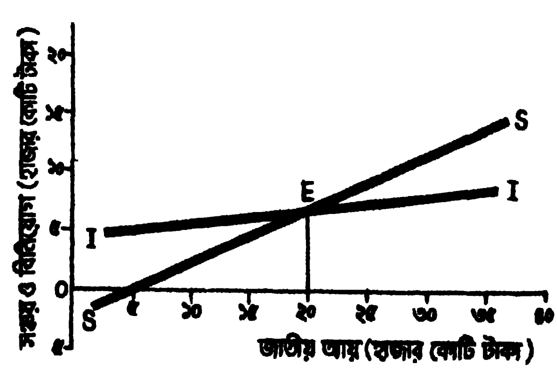

রেখাচিত্র ৩৫.১ : ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তনের গুণক প্রভাব বিশ্লেষণ

অতএব দেখা গেল, সঞ্চয়-প্রবণতার যে হ্রাস এবং উহার ফলে যে ভোগব্যয় বৃদ্ধি হয় তাহারও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মত পৃথক প্রভাব রহিয়াছে। ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি বা সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার ফলে জাতীয় আয় বহুগুণে বর্ধিত হয়; অপরদিকে ভোগ-প্রবণতার হ্রাস বা সঞ্চয়-প্রবণতার বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় বহুগুণ কমিয়া যায়।

### ৩৫.২ আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগ ( Induced Investment )

এ-পর্যন্ত আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে বিনিয়োগ হইল আয়-নিরপেক্ষ—অর্থাৎ জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত বিনিয়োগের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বাস্তবজগতে ইহা সত্য নহে। দেখা যায় আয়ের বা বিক্রয়ের বৃদ্ধি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্দীপনা বা উৎসাহ জাগায়। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে।

যে-কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মালিকের সহিত আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে যন্ত্রপাতি ও মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় বিক্রয়-স্তর অধিক হইলেই তিনি নূতন যন্ত্রপাতি ও মূলধন দ্রব্য ক্রয় করিবার কথা চিন্তা করিবেন। এক্ষেত্রে স্বল্পকালীন অবস্থায় (যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া নূতন বিক্রয়ের বা আয়ের স্তরের সহিত সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হয় না) বিনিয়োগ তালিকাটিকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া অংকন করাই বোধহয় বাস্তবধর্মী হইবে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটিতে ইহাই দেখাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। দেখানো হইয়াছে, কিভাবে মোট নিয়োগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগের স্তরও বৃদ্ধি পায়।




রেখাচিত্র ৩৫.২ : আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগ ও মিতব্যয়িতা

পূর্বের মতই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকার ছেদবিন্দুতেই অর্থাৎ *E* বিন্দুতে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর ( অর্থাৎ যে স্তরকে বজায় রাখা যায় ) নির্ধারিত হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত *SS* রেখা *II* রেখাকে নিম্ন হইতে ছেদ করিবে ততক্ষণই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর আচরণ বা ক্রিয়া দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থা ভারসাম্যে উপনীত হইবে।

---

প্রশ্ন হইল : আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগ বলিতে ঠিক কি বুঝায় ? বুঝায় যে অর্থ-ব্যবস্থায় যে কোন বিষয় যাহা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটায় তাহা মূলধন-দ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্পের পক্ষে সুফল প্রদান করে। অনুরূপভাবে বলা যায়, আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগের তাৎপর্য হইল, যে-কোন বিষয় যাহা জাতীয় আয়ের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা মূলধন-গঠনের পক্ষেও কাম্য নহে।

---

### ৩৫.৩ মিতব্যয়িতার প্রহেলিকা ( The Paradox of Thrift )

আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগের ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহা দ্বারা আমরা বহু পুরাতন একটি প্রশ্নেরউপর আলোকসম্পাত করিতে পারি। প্রশ্নটি হইল : দেশের কল্যাণের দিক দিয়া অধিক সঞ্চয় কাম্য না, অধিক ভোগ কাম্য ? এই ধারণাটি প্রয়োগ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে :

১. ভোগের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে—অর্থাৎ সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পাইলে—ব্যবসায়িক বিক্রয়ের বা লেনদেনের ও ইহার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে আবার ভোগের ইচ্ছা বা মিতব্যয়িতা বৃদ্ধি পাইলে আয় বৃদ্ধির উধ্বর্গতির পর্যায়ে যে মুদ্রাস্ফীতির চাপ থাকে তাহা হ্রাস পাইবে।

২. অপরদিকে আবার অর্থ-ব্যবস্থায় মন্দা দেখা দিলে মিতব্যয়িতার ফলে নীট বিনিয়োগ বা মূলধন-গঠনের পরিমাণ হ্রাস পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। বিষয়টি আরও কিছুটু পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

অর্থ-ব্যবস্থার মন্দার পর্যায়ে ভোগ-প্রবণতা হ্রাস পাইলে বিনিয়োগ গুণকের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও নিয়োগ বহুগুণ হ্রাস পাইবে। ফলে দ্বিতীয় স্তরে মোট সঞ্চয় হ্রাস পাইবে এবং পরিশেষে নীট বিনিয়োগ বা মূলধন গঠনের হার বা পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সুতরাং মন্দার সময় মোট ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। ভোগ বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন ত্বরান্বিত হইবে। সুতরাং মন্দার পর্যায়ে ভোগ ও সঞ্চয় একে অপরের পরিপূরক মাত্র।[১]

এই আপাতঅসামঞ্জস্যতাকেই সাধারণত মিতব্যয়িতার প্রহেলিকা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহার কারণ এ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ বহুদিন ধরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে মিতব্যয়িতা অর্থ-ব্যবস্থার দিক দিয়া সর্বদাই ভাল। ইহার কারণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটিলে মূলধন গঠনের হার ত্বরান্বিত হইবে এবং ফলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিও দ্রুততর হইবে। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অন্যতম প্রধান শর্তই হইল মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি।

#### কেইন্‌সীয় তত্ত্ব ( The Keynesian Theory )

অপরদিকে আবার কেইন্‌স যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন যে অর্থ-ব্যবস্থা যদি নিম্নমুখী হয় এবং এই অবস্থায় যদি মোট ভোগব্যয় হ্রাস পায় তাহা হইলে জাতীয় আয় বহুগুণ হ্রাস পাইবে। ফলে মূলধন-গঠন ব্যাহত হইবে।

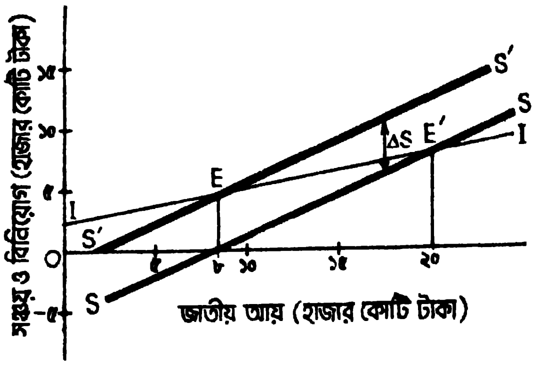
**ক্লসিক্যাল ও কেইন্‌সীয় তত্ত্বের সামঞ্জস্য-বিধান .** এখন প্রশ্ন হইল এই দুইটি মতবাদের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য-বিধান করা যায়—অর্থাৎ কিভাবে এই প্রহেলিকার সমাধান করা যায় ? সমাধানের উপায় হইল দুইটি :

১। **মিশ্রণগত ভ্রান্তি :** প্রথমটিকে আমরা মিশ্রণগত ভ্রান্তি ( the fallacy of composition ) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ইহার অর্থ হইল যাহা এক ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর তাহা সকলের

---

১. "High consumption and high investment then go hand in hand rather than being opposed to each other." Samuelson

অর্থাৎ দেশের পক্ষে শুভ নাও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির দিক দিয়া অধিক সঞ্চয় অবশ্যই কাম্য কারণ, অধিক সঞ্চয় করিলে ভবিষ্যতে অধিক ভোগ করা সম্ভব। কিন্তু দেশের সকলেই যদি একযোগে অধিক সঞ্চয় করিতে সুরু করে তাহা হইলে ফল কি হইবে সহজেই অনুমেয়। মোট সঞ্চয় বৃদ্ধির অপর একটি অর্থ হইল মোট ভোগব্যয় হ্রাস পাওয়া। ইহার ফলস্বরূপ জাতীয় আয় ও নিয়োগ বহুগুণ হ্রাস পাইবে। পরিশেষে মোট সঞ্চয় হ্রাস পাইবে। সুতরাং দেশের জনসাধারণের সকলেই যদি একই সংগে অধিক সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা করে তাহা হইলে প্রকৃত সঞ্চয় হ্রাস পাইবে ( *"An increased desire to save may lead to a fall in the actual saving of the community."* M.H. Spencer) ।




রেখাচিত্র ৩৫.৩ : মিতব্যয়িতার প্রহেলিকা

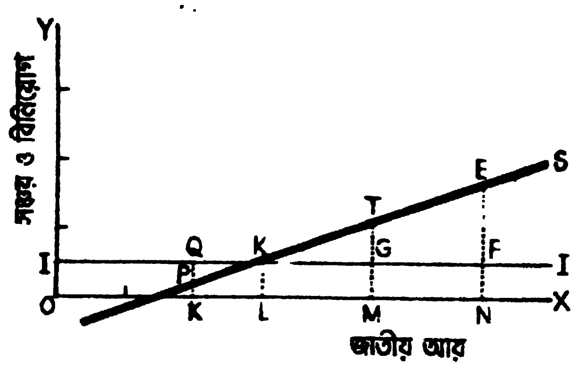
পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটির সাহায্যে ইহাকে ব্যাখ্যা করা যায়। সঞ্চয় তিন হাজার কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় তালিকা স্থান পরিবর্তন করিয়া *E* বিন্দুতে বিনিয়োগ তালিকাকে ছেদ করে। ফলে জাতীয় আয় বহুগুণ হ্রাস পায় ( এক্ষেত্রে চারগুণ—অর্থাৎ ১২ হাজার টাকার মত ) ।

২। **জাতীয় আয়ের স্তর পর্যবেক্ষণ করা :** এই রহস্য সমাধানের আরও একটি সূত্র আছে। আমাদিগকে জাতীয় আয়ের স্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি অর্থ-ব্যবস্থা মন্দার পর্যায়ে বিরাজ করে তাহা হইলে নিয়োগহীনতা দেখা দিবে। এক্ষেত্রে পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে ভোগ ও সঞ্চয় একে অপরের পরিপূরক। ভোগ বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে অর্থ-ব্যবস্থা যদি ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে। ফলে অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় পৌঁছাইবার পরই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকিবে, কারণ আয় বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া মোট ব্যয় ( বিশেষত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় ) বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে ভোগ-প্রবণতা হ্রাস পাওয়া একান্তভাবে কাম্য, কারণ ইহা মুদ্রাস্ফীতি দমনে বা অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনয়নে সহায়তা করিবে।

## ৩৫.৪ ব্যয়-ঘাটতি ও ব্যয়াধিক্য ফাঁক ( Deflationary and Inflationary Gaps )

আমরা জানি, জাতীয় আয় ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছায় সেই স্তরে যেখানে পরিকল্পিত ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় মিলিয়া সমাজের মোট পরিকল্পিত ব্যয় জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপন্নের মূল্যের সমান হয় ( অর্থাৎ, ভারসাম্য জাতীয় আয় = পরিকল্পিত ভোগব্যয় + ভারসাম্য বিনিয়োগ ব্যয় ) । সঞ্চয় ও বিনিয়োগের দিক হইতে দেখা হইলে ভারসাম্য জাতীয় আয় হইল সেই আয় যেখানে সমাজ যতটা পরিমাণ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক ঠিক ততটাই হইল সমাজের পরিকল্পিত বিনিয়োগ ( অর্থাৎ, ভারসাম্য আয়ের স্তরে সমাজের পরিকল্পিত সঞ্চয় = পরিকল্পিত বিনিয়োগ ) । এখন একথা মনে করা ঠিক নহে যে ভারসাম্য আয়ের অবস্থা মাত্রই পূর্ণনিয়োগাবস্থা। ভারসাম্য জাতীয় আয় এমন স্তরে স্থির হইতে পারে যখন দেশে ব্যাপক বেকারত্ব থাকে ; অপরদিকে আবার আর্থিক ভারসাম্য আয় (money national income) পূর্ণনিয়োগাবস্থার আয়কে ছাড়াইয়া যাইয়া এত অত্যধিক হইতে পারে যাহার ফলে দ্রব্যমূল্যই বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে না। ভারসাম্য আয় কোন পর্যায়ে থাকিবে তাহা নির্ভর করে ভোগ ( বা সঞ্চয় ) প্রবণতা ও বিনিয়োগের অবস্থার উপর। একথা সকলেই স্বীকার

করেন যে জাতীয় আয়ের যে স্তরে অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি না হইয়া পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হয় আয়ের সেই স্তর নিশ্চিত করাই প্রত্যেক দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। এরূপ ভারসাম্য জাতীয় আয় নিশ্চিত করিতে হইলে পূর্ণনিয়োগের আয়ের স্তরে লোকে যতটা সঞ্চয় করিতে চাহে তাহা সমপরিমাণ বিনিয়োগের দ্বারা পূরণ করা প্রয়োজন। পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় আয়ের স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ যদি পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণের সমান না হইয়া কম হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় কম হয় এবং বেকারত্বের অবসানও হয় না। এই অবস্থায় 'ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক' (deflationary gap) দেখা দেয়। পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় আয়ের স্তরে লোকের পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের যতটা ঘাটতি হয় তাহাকেই 'ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক' আখ্যা দেওয়া হয়।[১] উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, ২০ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হইলে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করা যায়। এখন ২০ হাজার কোটি টাকা আয়ের স্তরে লোকে ৮ হাজার কোটি টাকা সঞ্চয় করিতে চাহে। সুতরাং বিনিয়োগের পরিমাণ ঐ ৮ হাজার কোটি টাকাই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ইহা না হইয়া পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিমাণ যদি ৩ হাজার কোটি টাকা হয় তাহা হইলে ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক হইল (৮ হাজার কোটি টাকা—৩ হাজার কোটি টাকা=) ৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং পূর্ণনিয়োগাবস্থার আয়ের স্তরে জাতীয় আয় থাকিতে পারিবে না। জাতীয় আয় মাত্র ৫ হাজার কোটি টাকাই হ্রাস পাইবে না, এই ঘাটতিরও বহুগুণ কম হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল ⅔ তাহা হইলে গুণক হইবে ৩। অতএব, ঘাটতির ৩ গুণ—অর্থাৎ ১৫ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ কমিয়া গিয়া জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইবে।

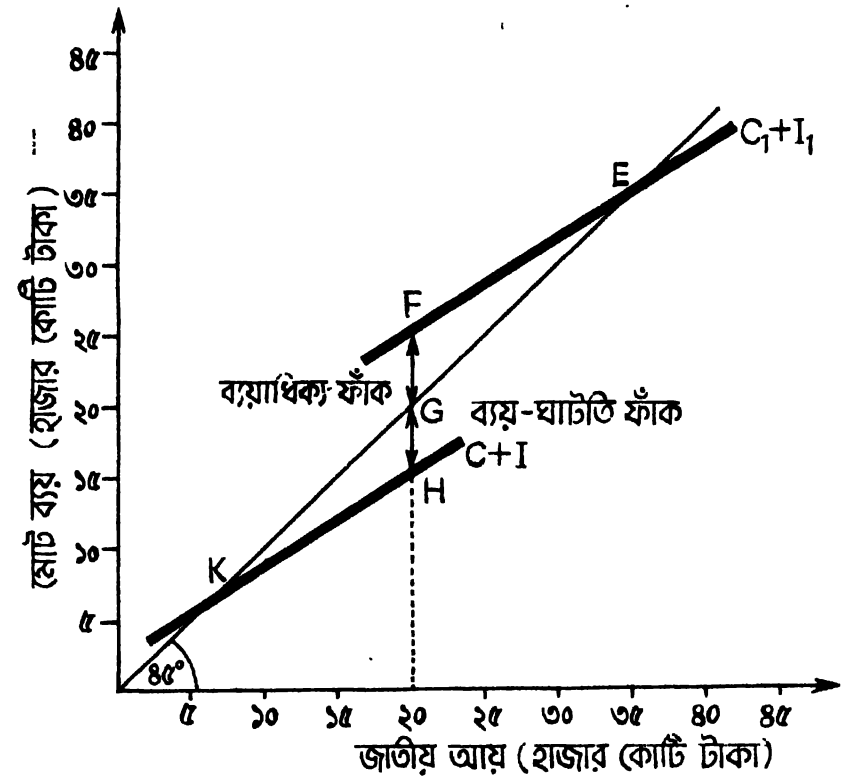



রেখাচিত্র ৩৫.৪ : ব্যয়-ঘাটতি

**রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যয়-ঘাটতি ফাঁকের ব্যাখ্যা :** পূর্বের রেখাচিত্রটিতে ধরা যাউক, জাতীয় আয় *ON* পরিমাণ হইলে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করা যাইবে। দেখা যাইতেছে, *ON* আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল *NE*, অপরদিকে বিনিয়োগের পরিমাণ হইল *NF*। সুতরাং ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক হইল *FE*। এবং ব্যয়-ঘাটতি থাকায় পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় আয় *ON* সৃষ্ট হইতে পারিবে না। জাতীয় আয় কমিয়া *OL*-এ দাঁড়াইবে। 'ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক' ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো যাইতে পারে। পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে ধরা যাউক যে, *OL* জাতীয় আয়—অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় হইলে পূর্ণনিয়োগ হওয়া সম্ভব। এই পরিমাণ জাতীয় আয় নিশ্চিত করিতে হইলে সমাজের পরিকল্পিত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের মোট পরিমাণ *LG* (অর্থাৎ, ২০ হাজার কোটি টাকা) হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখা *C+I* হইতে দেখা যায় যে *OL* আয়ের স্তরে (অর্থাৎ, ২০ হাজার কোটি টাকা আয়ের স্তরে) সমাজের পরিকল্পিত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ হইল *LH*—অর্থাৎ ১৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যতটা মূল্যের জাতীয় উৎপন্ন বা জাতীয় আয় হইলে পূর্ণনিয়োগ হয় তাহার পরিমাণ অপেক্ষা ঐ আয়ের স্তরে সমাজ ভোগ বিনিয়োগ মিলিয়া যতটা মোট ব্যয় করিতে ইচ্ছুক

১. "If, to the left of the full employment level of income, a gap exists between savings and investment, with savings schedule lying above the investment schedule, such a gap is know as the *deflationary gap.*" Hamberg : *Business Cycles*

তাহার পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকার কম। পূর্বের রেখাচিত্রে এই ব্যয়-ঘাটতি হইল ( $LG-LH=$ ) $HG$। ইহাকেই ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক বলা হয়। যতই জাতীয় আয় পূর্ণনিয়োগের স্তরে থাকিতে পরিবে




রেখাচিত্র ৩৫.৫ : ব্যয়-ঘাটতি ফাঁকের ব্যাখ্যা

না। পূর্বের মত যদি ধরা যায় যে গুণকের মান হইল ৩ তাহা হইলে ৫ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি ফলে জাতীয় আয় ১৫ হাজার কোটি টাকা কমিয়া যাইয়া $K$ বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় স্থির হইবে। এখানে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইলে পরিকল্পিত ভোগ-ব্যয় কিংবা বিনিয়োগ বা অথবা উভয়কে ৫ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ব্যয়-ঘাটতি ফাঁককে পূরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, $C+I$-রেখাকে উপরে উঠাইয়া $G$ বিন্দুতে ছেদ করাইতে হইবে। সরকারী ব্যয়ের সাহায্যেও এই ব্যয়-ঘাটতির ফাঁক পূরণ করা সম্ভব। কারণ, সরকারী ব্যয়ের ফলাফল বেসরকারী বিনিয়োগেরই মত।

**ব্যয়াধিক্য ফাঁক বলিতে কি বুঝায় :** যেমন, ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক থাকিতে পারে তেমন আবার ব্যয়াধিক্য ফাঁক ( inflationary gap ) দেখা দিতে পারে। পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় আয় বা উৎপন্নের মূল্যকে ভারসাম্য অবস্থায় থাকিতে হইলে ঐ আয়ের স্তরে সমাজের পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগকে সমান সমান হইতে হইবে।

যখন দেখা যায় যে পূর্ণনিয়োগ আয়ের স্তরে সমাজ যাহা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক তাহার তুলনায় পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিমাণ অধিক তখন পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তাহাকে বলা হয় ব্যয়াধিক্য ফাঁক।[১]

১. "An inflationary gap is "shown to be the vertical excess of investment over savings at the full employment level of income." K. K. Kurihara : *Introduction to Keynesian Dynamics*

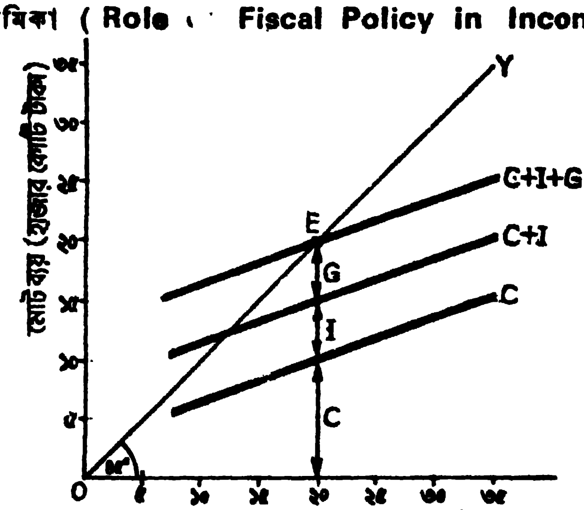
ধরা যাউক, পূর্ণনিয়োগ আয়ের স্তর হইল ২০ হাজার কোটি টাকা। এখন এই আয়ের স্তরে যদি দেখা যায় যে, সমাজের পরিকল্পিত সঞ্চয় হইল ৮ হাজার কোটি টাকা কিন্তু বিনিয়োগ হইল ১৩ হাজার কোটি টাকা তাহা হইলে ব্যয়াধিক্য ফাঁক হইবে ৫ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ।

**রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যয়াধিক্য ফাঁকের বিশ্লেষণ:** পূর্বের ৩৫.৪ রেখাচিত্রটির সাহায্যেই বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। অনুমান করা যাউক, পূর্ণনিয়োগ আয়ের স্তর হইল *OK*। রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, এই আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল *KP*। অর্থাৎ *OK* আয়ের স্তরে লোকে *KP* পরিমাণ সঞ্চয় করিতে চাহে, কিন্তু এই আয়ের স্তরে পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল *KQ*। সুতরাং পূর্ণনিয়োগ আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় অপেক্ষা পরিকল্পিত বিনিয়োগ $PQ=(KQ-KP)$ পরিমাণ অধিক। বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে এই *PQ* ব্যবধান হইল ব্যয়াধিক্য ফাঁক।

ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখাচিত্রের ( consumption-*plus*-investment graph ) সাহায্যেও ব্যয়াধিক্য ফাঁক দেখানো যাইতে পারে। ৩৫.৫ রেখাচিত্রে ধরা যাউক, *OL*—অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় হইলে পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হয়। এই আয়ের স্তরে ভারসাম্য হইতে হইলে সমাজের পরিকল্পিত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় মিলিয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ *LG*—অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা হওয়া প্রয়োজন। এখন $C_1+I_1$ রেখাটি যদি সমাজের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ২০ হাজার কোটি টাকা আয়ের স্তরে সমাজের পরিকল্পিত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের মোট পরিমাণ হইল ২৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ণনিয়োগ আয় অপেক্ষা সমাজের পরিকল্পিত মোট ব্যয় $GF$ ( $=LF-LG$ ) পরিমাণ ( ২৫−২০= ) ৫ হাজার কোটি টাকা অধিক। এই *GF*—অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকাই হইল ব্যয়াধিক্য ফাঁক।

এখন প্রশ্ন হইল, এই ব্যয়াধিক্যের ফলাফল কি হইবে? ইহা সহজেই বুঝা যায় যে পূর্ণনিয়োগাবস্থা সৃষ্টি হইলে দ্রব্যাদির উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব নহে। অতএব, পূর্ণনিয়োগাবস্থা স্তরের আয় অপেক্ষা সমাজের পরিকল্পিত মোট ব্যয় অধিক হইলে দ্রব্যাদির পরিমাণ না বাড়িয়া আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি চলিতে থাকিবে। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সরকারকে নানাভাবে—যেমন, ব্যয়হ্রাস, করধার্য, সঞ্চয়বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে—বিনিয়োগ ও ভোগব্যয়কে হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

**৩৫.৫ আয়-নির্ধারণে ফিস্‌ক্যাল নীতির ভূমিকা ( Role of Fiscal Policy in Income Determination ) :** পরিশেষে আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে জাতীয় আয় নির্ধারণে ফিস্‌ক্যাল নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ফিসক্যাল নীতি বলিতে সরকারী ব্যয় ও করের পরিবর্তন-সংক্রান্ত সকল নীতিকেই বুঝায়। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে।



রেখাচিত্র ৩৫.৬: জাতীয় আয় নির্ধারণের উপর সরকারী ব্যয়ের ফল

এখন যদি দেশে মন্দা ও নিয়োগহীনতা দেখা দেয় তাহা হইলে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। ফলে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটাইবে। এ পর্যন্ত আমরা মোট ব্যয়কে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছি: ভোগব্যয় ও বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয়। কিন্তু মোট ব্যয়ের একটি তৃতীয় উপাদান আছে—তাহা হইল সরকারী

ব্যয়। এখন বলা যাইতে পারে যে সরকারী ব্যয় বেসরকারী ব্যয়ের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করে। পূর্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এখানে $C+I+G$ রেখাটি হইল নূতন ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা রেখা। কার্যকরী চাহিদার তিনটি উপাদানকে পৃথকভাবে দেখান হইয়াছে। ইহা আয়-রেখাকে $E$ বিন্দুতে ছেদ করিয়া জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারণ করিয়াছে।

কর : এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে যে সরকারী ব্যয়কে মিটাইবার জন্য প্রয়োজন হয় রাজস্বের। সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায় হইল কর-ব্যবস্থা। করের হ্রাসবৃদ্ধিও জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে। কোন একটি বাজেটে যদি সরকার করের পরিমাণ বা হার বৃদ্ধি করে তাহা হইলে ব্যয়যোগ্য আয় ( disposable income ) হ্রাস পাইয়া ভোগব্যয়ের হ্রাস ঘটাইবে। ফলে মোট চাহিদা হ্রাস পাইবে। পরিশেষে নিয়োগের স্তর ও জাতীয় আয় নিয়োগ হ্রাস পাইবে। অপরদিকে অর্থ-ব্যবস্থায় মন্দা দেখা দিলে সরকারী বৃদ্ধি কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার ফলে নিয়োগের স্তর ও জাতীয় আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকিলে অর্থ-ব্যবস্থা অবশেষে পূর্ণনিয়োগের স্তরে উপনীত হইবে।

### ৩৫.৬ অর্থ-ব্যবস্থার পরস্পরনির্ভরশীলতা ( Interdependence of Economy )

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে যে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন বা হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বিনিয়োগ। অবশ্য ইহাকে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বলিয়া গণ্য করা বোধ হয় ভুল। যে কোন অর্থ-ব্যবস্থার একটি চলের সহিত অন্যান্য চলের পরস্পরনির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে নিম্নে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ধারণা ও উহাদের নির্ধারক বিষয়সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইল :

| অর্থনৈতিক ধারণা | কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় |
|---|---|
| ১. সঞ্চয় | আয়, সুদের হার |
| ২. বিনিয়োগ | সুদের হার, ভোগের পরিমাণ |
| ৩. নিয়োগ | উৎপন্ন, কলকৌশল |
| ৪. ভোগ | আয় |
| ৫. সাধারণ মূল্যস্তর | মোট ব্যয়, উৎপন্ন |

### ৩৫.৭ জাতীয় আয়ের উপাদান ( Components of National Income )

জাতীয় আয়ের দুই ধরনের উপাদান আছে : মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিকারী উপাদান এবং মুদ্রাসংকোচ সৃষ্টিকারী উপাদান। নিম্নের তালিকাটি দ্রষ্টব্য :

| মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিকারী উপাদান | মুদ্রাসংকোচ সৃষ্টিকারী উপাদান |
|---|---|
| ১. ভোগ-দ্রব্যের চাহিদা | ১. ভোগ্য-দ্রব্যের যোগান |
| ২. বিনিয়োগ ব্যয় | ২. সঞ্চয় |
| ৩. সরকারী ব্যয় | ৩. কর-রাজস্ব |

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা সর্বদা যোগানের সহিত সমান হয় তাহা হইলে জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের শর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

বিনিয়োগ ব্যয়+সরকারী ব্যয়=সঞ্চয়+কর রাজস্ব।

বাঁদিকের চলগুলি জাতীয় আয় প্রবাহকে বৃদ্ধি করে বলিয়া ইহাদের সংযোগ ( injections ) এবং ডানদিকের চলগুলি জাতীয় আয় প্রবাহকে হ্রাস করে বলিয়া ইহাদের ছিদ্র বা অপচয় ( leakages ) বলা হয়।

**জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের শর্ত : সুতরাং জাতীয় আয়কে ভারসাম্য অবস্থায় থাকিতে হইলে একটি শর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন : সংযোগের যোগফলকে সর্বদা ছিদ্রের যোগফলের সমান হইতে হইবে।**

যদি কোন অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় থাকে তাহা হইলে অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। অর্থাৎ, মুদ্রাস্ফীতির একটি লক্ষণ হইল বাঁদিকের যোগফল ডানদিকের যোগফলকে ছাড়াইয়া যাওয়া। পরবর্তী স্তরে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

## পরিশিষ্ট

**সুপার-গুণক ( The super-multiplier ) :** আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগের আলোচনা প্রসংগে অধ্যাপক জন হিক্‌স[১] ১৯৫১ সালে একটি নূতন ধারণার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা হইল সুপার-গুণকের ধারণা।

**আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগ ও গুণকের মান বৃদ্ধি :** তাঁহার মতে আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগ গুণকের মান বৃদ্ধি করে। ইহার কারণ, প্রতি স্তরে জাতীয় আয়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র ভোগব্যয়ই বৃদ্ধি পায় না ( যাহা সহজ গুণকের ক্ষেত্রে দেখা যায় ), বিনিয়োগ ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গুণক পদ্ধতির প্রকৃত আলোচনার জন্য শুধুমাত্র প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করাই যথেষ্ট নয়। একটি নূতন ধারণার প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

**প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতার ধারণা :** ইহা হইল প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতার ( marginal propensity to invest ) ধারণা। ইহাকে জাতীয় আয়বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুপাত[২] বলিয়া বর্ণনা করা যায়। সুতরাং গুণকের সূত্রের সামান্য পরিবর্তন করিতে হইবে। আমাদের পূর্বের $\frac{১}{১-MPC}$ সূত্রের হরে ( বা বিভাজকে ) প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা( $MPI_n$ )-কে যোগ করিয়া যে নূতন সূত্রে উপনীত হইব তাহা হইল এইরূপ :

$$\frac{১}{১-(MPC)+MPI_n)}\text{।}$$

ধরা যাউক $MCP$ হইল $\frac{১}{২}$। এক্ষেত্রে সরল গুণকের ( simple multiplier ) মান হইবে ২। যদি এখন ধরা হয় যে প্রতি স্তরে বর্ধিত জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বিনিয়োজিত হয় তাহা হইলে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা হইবে $\frac{১}{৪}$ এবং সুপার গুণকের মান হইবে :

$\frac{১}{১-(\frac{১}{২}+\frac{১}{৪})}=\frac{১}{১-\frac{৩}{৪}}=৪$। অর্থাৎ এক্ষেত্রে গুণকের মান দ্বিগুণ হইবে। সুতরাং সুরুতে যদি আয়-নিরপেক্ষ বিনিয়োগ ১০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জাতীয় আয় ২০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

### সংক্ষিপ্তসার

১. অধ্যাপক কেইন্‌স উল্লেখ করিয়াছিলেন যে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে প্রকৃত সঞ্চয় হ্রাস পায়। ইহাই মিতব্যয়িতার প্রহেলিকা নামে পরিচিত।

১. R. Hicks : *A Contribution to the Theory of Trade Cycles* ( Oxford, England, 1951 )

২. "It is defined as the ratio of a change in investment relative to the change in N. N. P. which induced or resulted in that change in investment." C. R. McConnell

২. যদি আয়-প্রণোদিত বিনিয়োগের কথা চিন্তা করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে সঞ্চয় সামান্য হ্রাস পাইলে জাতীয় আয় ভীষণভাবে হ্রাস পাইবে।

৩. এই প্রসংগে অধ্যাপক হিক্‌স সুপার-গুণকের ধারণাটি প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভোগব্যয়ের মত বিনিয়োগও যদি আয়ের পরিবর্তনে সাড়া দেয় তাহা হইলে গুণকের মান বৃদ্ধি পাইবে।

## প্রশ্নাবলী

১. "নিয়োগহীনতার সময় সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা করা হইলে প্রকৃত সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে হ্রাস পাইবে।" এই বক্তব্যটি পরীক্ষা কর।

২. প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা শব্দটি দ্বারা কি বুঝায়? তুমি কি মনে কর যে আয় প্রণোদিত বিনিয়োগ গুণকের মানকে বৃদ্ধি করে?

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. A. K. Sen : *Contemporary Economics*( New Central, 1986 )

2. P. A. Samuelson and W. D. Northaus : *Economics* ( 12th edn., 1985, McGraw-Hill Kogakusha )

# ৩৬ | মোট যোগান ও বাণিজ্যচক্র
## ( Aggregate Supply and Business Cycles )

*"Business planning implies that forecasts about the future level of business activity are indispensable to decision-making."* B. Lowes and J. R. Sparkes

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জাতীয় আয় কিভাবে নির্ধারিত হয় সে-সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে জাতীয় আয় যে সর্বদা ভারসাম্য অবস্থায় থাকিবে এমন কোন কথা নাই। বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় যে উঠানামা করে সে-সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যথেষ্ট ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য কারণেও জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। এই অধ্যায়ে সে-সম্পর্কেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

### ৩৬.১ বাণিজ্যচক্র কাহাকে বলে ( What are Business Cycles )

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থনৈতিক কাজকর্ম কখনও একই প্রবাহে চলে নাই। দেখিতে পাওয়া যায় কখনও ছিল সম্প্রসারণের অবস্থা, কখনও বা ছিল সংকোচনের অবস্থা—অথবা সহজ ভাষায় বলিতে গেলে কখনও তেজী এবং কখনও বা মন্দার অবস্থা। অর্থনৈতিক কাজকর্ম যখন সম্প্রসারণের পথে চলিত তখন উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। বেকার শ্রমিক কাজ পাইত, দ্রব্যাদির মূল্য উচ্চাভিমুখী হইত, ব্যবসায়ীদের লাভের অংক বাড়িতে থাকিত—এক-কথায় সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে একটি সমৃদ্ধির জোয়ার বহিতে থাকিত। কিছুদিন পর এই জোয়ারের রেখা ক্রমশ কমিয়া ভাঁটায় রূপান্তরিত হইত। প্রথমে হয়ত ক্রয়বিক্রয়ের ক্রমবর্ধমান গতি রুদ্ধ হইয়া যাইত; তাহার পর ইহার পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করিত। সেই সংগে লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইত, বিক্রয়ের অভাবে উৎপাদন কমিয়া যাইত, ছাঁটাই ও বেকারত্বের আবির্ভাব হইত, আর সকলেরই আয় কমিতে থাকিত, মূল্যস্তর নিম্নাভিমুখী হইত এবং পূর্বের সমৃদ্ধির জোয়ারের পরিবর্তে মন্দা ও দুরবস্থার ভাঁটা আসিয়া দেখা দিত। কিছুদিন পরে আবার এই অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিত। ধীরে ধীরে অবস্থা উন্নতির দিকে যাইত এবং পুনরায় সমৃদ্ধির জোয়ার দেখা দিত। এইরূপে প্রাকৃতিক জোয়ারভাঁটার ন্যায় অর্থনৈতিক জীবন ও ব্যবসাবাণিজ্যের গতি এইরূপ ক্রমাগত চক্রাকারে পরিবর্তিত হইত বলিয়া ইহাকে বাণিজ্যচক্র ( Business Cycle or Trade Cycle ) বলা হয়।

### ৩৬.২ বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি পরিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাণিজ্যচক্রের ছন্দ বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে। মহামন্দা ( great depressions ) আর দেখা যায় না, এমনকি ব্যবসাবাণিজ্যে অবনতিও আর নিয়মিত বা দীর্ঘস্থায়ী নহে। আবার বাণিজ্যচক্রের ব্যাপ্তিও হ্রাস পাইয়াছে—অর্থাৎ উহা সকল দেশে একই সময়ে আর ঘটিতেছে না। তবে বাণিজ্যচক্র কিন্তু অতীতের বস্তু বা ঐতিহাসিক নিদর্শনে পরিণত হয় নাই[১]—উহার প্রকৃতি পরিবর্তন ঘটিয়াছে মাত্র।[২] এখন এই পরিবর্তন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিবার জন্য ঐতিহাসিক বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

---

১. "... the business cycle has not become extinct like the dinosaur." Samuelson

২. স্যামুয়েলসন-এর মতে, বিগত তিন দশকের মন্দাবাজারে পুনরাবৃত্তি হয়ত আর ঘটিবে না। তবে মন্দাবস্থা ( recession ) মাঝে মাঝে আমাদিগকে বিব্রত করিবেই। এই মন্দাবস্থাকে অবশ্য মন্দাবাজার বলিয়া অভিহিত করিতে আপত্তি নাই। *Newsweek*, 24th March, '75

**ঐতিহাসিক বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্ট্য ( Characteristics of the Traditional Cycle ) :** বাণিজ্যচক্রের প্রতি অর্থবিদ্যাবিদদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় উক্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের মন্দাবাজারের সময়। ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইঁহারা ঐতিহাসিক বাণিজ্যচক্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেন :

প্রথমত, প্রতিটি চক্রের স্থিতিকাল একটি প্রায়-নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ, একটি চক্রের এক ঊর্ধ্বগতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নগতি পার হইয়া পুনরায় দ্বিতীয় ঊর্ধ্বগতির প্রারম্ভ পর্যন্ত যে-সময়ের ব্যবধান দেখা যায় তাহা বিভিন্ন চক্রের ক্ষেত্রে প্রায় এক। অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদের মতে, এই ব্যবধানের পরিমাণ-আট হইতে দশ বৎসর। অর্থাৎ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শুধু যে ক্রমাগত চক্রাকারে উঠানামা করে তাহাই নহে—এই উঠানামা একটি প্রায়-নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি চক্রের রূপ বা আকৃতি প্রায় এক—অর্থাৎ, যে-কোন দুইটি বাণিজ্যচক্রের গতি ও প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বাণিজ্যচক্রে সেই একই ধরনের ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের সময়ের ব্যবধানও প্রায় এক। তবে বিভিন্ন বাণিজ্যচক্রের মধ্যে যদিও যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু কোন দুইটি বাণিজ্যচক্র কখনও সম্পূর্ণ একরূপ হয় না। এইজন্য স্যামুয়েলসন ( Samuelson ) বলিয়াছেন যে দুইটি বাণিজ্যচক্রকে যদিও যমজ ভাই বলিয়া মনে করা চলে না, তথাপি ইহারা যে একই পরিবারভুক্ত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[১]

তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্রের উত্থান ও পতন অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই সংগে সংঘটিত হয়। অবস্থার উন্নতি যখন হইতে থাকে তখন বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। সেইরূপ অবনতির সময়ও সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে অবনতি হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, এই বাণিজ্যচক্রের প্রভাব কোন একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক দেশের পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ পৃথিবীর সকল দেশে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং বলা চলে, বাণিজ্যচক্রের দেশ ও কাল ভেদ নাই। অর্থাৎ, ইহা সর্বত্র প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হয়। এইজন্য বাণিজ্যচক্রের এই বৈশিষ্ট্যকে ইংরাজীতে ( synchronic ) বলা হয়।

## ৩৬.৩ ঐতিহাসিক বাণিজ্যচক্রের গতিপথ ও তাহার বিভিন্ন পর্যায় ( Course of a Traditional Cycle and its Different Phases )

মিচেল, স্যামুয়েলসন প্রভৃতির মতে, একটি বৎসরের মত একটি বাণিজ্যচক্রের নিজস্ব কতকগুলি ঋতু আছে।[২] সুতরাং ঐতিহাসিক বাণিজ্যচক্রের ( Traditional Cycle ) উত্থান ও পতন লইয়া একটি সম্পূর্ণ আবর্তনকে অনুধাবন করিলে ইহার চারিটি সুস্পষ্ট পর্যায় ( phases ) লক্ষ্য করা যায় : (১) পুনরুন্নতি ( Revival ), (২) সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতি ( Expansion ), (৩) শীর্ষ ও অবনতি সুরু ( Peak or Upper Turning Point or Recession ) এবং (৪) সংকোচন বা নিম্নগতি ( Contraction )।

অর্থনৈতিক অবস্থা কোন একসময় মন্দার তলদেশে ( bottom of the slump or depression ) আসিয়া পৌঁছায়। তাহার পর অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হয় ; সেইজন্য এই প্রারম্ভিক পরিবর্তনকে পুনরুন্নতি ( Revival ) আখ্যা দেওয়া হয়। ইহার পর পুনরুন্নতির গতিবেগ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে এবং যতক্ষণ এই গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে সেই সময়কে সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতির ( Expansion ) পর্যায় বলা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ঊর্ধ্বগতি শীর্ষে ( Peak ) আসিয়া পৌঁছায় এবং

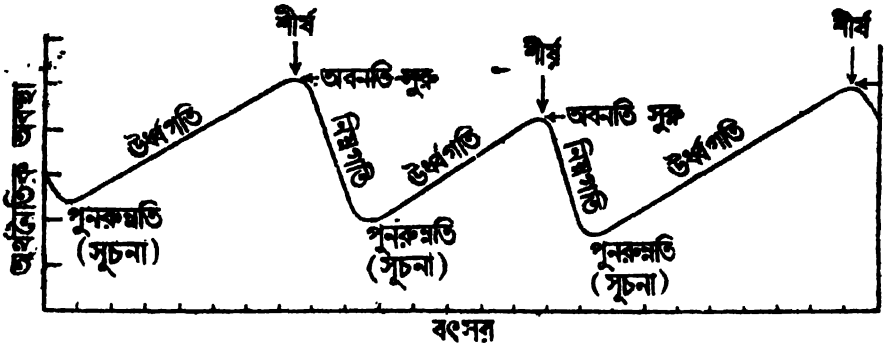
---

১. "No two business cycles are quite the same ; yet they have much in common They are not indentical twins, but they are recognizable as belonging to the same family."

২. "The business cycle like a year has its own seasons." Samuelson

সেই সংগে বাণিজ্যচক্রের নিম্নাভিমুখী গতি আরম্ভ হয়। এইজন্য এই পরিবর্তনের সময়কে অবনতি ( Recession ) বলা হয়। অবশেষে অবস্থা ক্রমাগত মন্দের দিকে যাইতে থাকে এবং এই চতুর্থ পর্যায়কে নিম্নগতি বা সংকোচন ( Contraction ) বলা হয়।

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে :




রেখাচিত্র ৩৬.১ : বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়

উপরের রেখাচিত্রটি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মন্দা বা অবনতির সর্বনিম্ন স্তর হইতে পুনরুন্নতি সুরু হয় এবং সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতির সর্বোচ্চ শিখর হইতে অবনতি আরম্ভ হয়। সুতরাং পুনরুন্নতির অবস্থাকে—অর্থাৎ যখন পুনরুন্নতির সূচনা দেখা দেয় সেই অবস্থাকে—অনেক সময় মন্দার তলদেশ ( bottom of the slump ) বলা হয় এবং অবনতি সুরুর অবস্থাকে ( upper turning point or recession ) সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর ( Peak ) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এখন এই বিভিন্ন পর্যায়ের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক। এই প্রসংগে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে বাণিজ্যচক্রের গতি একটি অখণ্ড গতি—অর্থাৎ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া বাণিজ্যচক্র ক্রমাগত আবর্তিত হইতে থাকে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে কোন ছেদ থাকে না। সুতরাং বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর মত বাণিজ্যচক্রেরও আরম্ভ বা শেষ বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং আলোচনা যে-কোন পর্যায় হইতে সুরু করিতে পারা যায়। আমরা পুনরুন্নতি ( Revival ) বা মন্দার তলদেশ ( bottom of the slump ) হইতে সুরু করিয়া আলোচনা করিতেছি।

১। **পুনরুন্নতি ( Revival ) :** মন্দার সর্বনিম্ন অবস্থায় মূল্যস্তর বিশেষ হ্রাস পায়, বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক হয়, উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায়—এককথায় অর্থনৈতিক জীবন চরম দুর্গতির পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছায়। তারপর—চরম দুরবস্থার পর—ধীরে ধীরে এই অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমে দ্রব্যমূল্যের নিম্নাভিমুখী গতি বন্ধ হয় এবং তাহার পর মূল্যস্তর অল্প অল্প করিয়া বাড়িতে থাকে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। যখন দেখা যায়, মূল্যাদি ক্রমাগত কমিবার পরিবর্তে একটু একটু বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে তখন ব্যবসায়ীদের মনে আশার সঞ্চার হয় এবং তাহারা মালের পরিমাণ বাড়াইতে যত্নবান হয়। ফলে অন্যান্য উৎপাদক মাল সরবরাহের 'অর্ডার' পাইতে থাকে এবং এই অতিরিক্ত মাল উৎপন্ন করিবার জন্য তাহারা নূতন শ্রমিক ইত্যাদি নিয়োগ করে। এইরূপে নিয়োগের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং শ্রমিকদের আয়ও বাড়ে। আয় বাড়িবার দরুন কোন কোন দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িয়া যায় এবং সেইজন্য উৎপাদনের পরিমাণও বাড়াইতে হয়। পূর্বে মন্দার দরুন অধিকাংশ শিল্পের পুরাতন ও প্রায় অব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছিল ; কিন্তু এখন নূতন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে এবং ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে থাকে এবং সেই সংগে নিয়োগ ও উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতিরিক্ত নিয়োগের ফলে আয় ও চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে মূল্যস্তর ও মুনাফা বাড়িতে থাকে।

২। **ঊর্ধ্বগতি ( Expansion ) :** এইরূপে চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে দেখা যায় যে, পূর্বের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাহায্যে মোট উৎপাদন মিটাইতে পারিতেছে না। সুতরাং ব্যবসায়িগণ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। এই সংগে আবার মুনাফার আশায় নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিতে থাকে। পূর্বের নিরাশার পরিবর্তে সকলেই আশাবাদী হইয়া উঠে এবং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় সমগ্র ব্যবসায়ী-সমাজ তাহাদের উৎপাদন ও বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলে। এইরূপে উৎপাদন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐ দ্রুত উন্নতির প্রভাব ব্যবসায়ীমহলে এত প্রবল হয় যে, শেয়ার বাজারে ও অন্যান্য ফটকা ইত্যাদির ফলে শেয়ার ও দ্রব্যাদির মূল্য স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

৩। **সমৃদ্ধির চরম অবস্থা ও অবনতির সূত্রপাত ( Peak or Upper Turning Point ) :** বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতির এই শেষের অবস্থাকে সমৃদ্ধির চরম অবস্থা ( Boom or Peak of Prosperity ) বলা হয়। এই চরম অবস্থা কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় না। বস্তুত, এই সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী অবনতির বীজ লুক্কায়িত থাকে। সমৃদ্ধি চরম অবস্থা যত নিকটতর হইতে থাকে ততই উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কারণ কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবার দরুন ঐ সকল উৎপাদনের মূল্যও অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যায়। অপরদিকে অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়ার দরুন ব্যবসায়ীমহল ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও ব্যাংক ইত্যাদির নিকট হইতে উচ্চহারে ঋণ লইয়া উৎপাদন ও মজুত মালের পরিমাণ অস্বাভাবিক রূপে বাড়াইয়া ফেলে। এই দুই কারণে এই চরম সমৃদ্ধির কোন একসময় দেখা যায় যে মুনাফার হার কমিয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় ব্যাংক তাহার ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং পূর্বের ঋণ পরিশোধের দাবি জানায়। কোন কোন ব্যবসায়ী ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না; আবার যাহারা অত্যধিক ব্যয়ে মাল প্রস্তুত বা ক্রয় করিয়াছিল, তাহাদের ব্যবসায়ে লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইরূপে ব্যবসায়ীমহলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ, নিরাশার মনোভাব দেখা দেয়।

বাণিজ্যচক্রের এই অবনতি অনেক সময় একটি সংকট ( Crisis ) দিয়া সুরু হয়। চরম সমৃদ্ধির অবস্থা কখনো হঠাৎ অবনতিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ, সমৃদ্ধির বুদবুদ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া তীব্র অবনতি আরম্ভ হয়। আবার কোন সময়ে অবনতি অত তীব্র সংকটের মধ্য দিয়া নাও যাইতে পারে। তবে সাধারণত দেখা যায় যে উন্নতি যদিও অতি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়, অবনতি সেই তুলনায় অনেক দ্রুততর হইতে থাকে।

৪। **নিম্নগতি ( Contraction ) :** অবশেষে পূর্বের সমৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় দুরবস্থার অন্ধকার। লাভের পরিবর্তে ব্যবসায়িগণের ক্রমাগত ক্ষতি হইতে থাকে এবং এই ক্ষতির পরিমাণ কমাইবার জন্য তাহারা উৎপাদন ইত্যাদি কমাইতে থাকে। ফলে নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া ক্রমশ বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। চাহিদা দ্রুত কমিতে থাকে এবং মূল্যস্তরও ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী হইতে থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা এইরূপে ক্রমাগত মন্দের দিকে যাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মন্দার চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর আবার ধীরে ধীরে পূর্ব-বর্ণিত উন্নতির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বাণিজ্যচক্র ক্রমাগত আবর্তিত হইতে থাকে।

### ৩৩.৪ বাণিজ্যচক্রের কালক্রম ( Periodicity of Business Cycles )

পরম্পরাগত বাণিজ্যচক্রের জীবনকাল ৮-১০ বৎসরের হইলেও স্থায়িত্বের দিক দিয়া তিন প্রকার বাণিজ্যচক্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়: (ক) দীর্ঘকালীন চক্রপ্রবাহ ( Long Waves ), (খ) স্বল্পকালীন চক্রপ্রবাহ ( Short Waves ) এবং (গ) স্বল্পতরকালীন চক্রপ্রবাহ ( Shorter Waves )।

(ক) **দীর্ঘকালীন চক্রপ্রবাহ ( The Long Waves ) :** ইহা পরিসংখ্যানবিদ কোন্দ্রাটিয়েফ চক্র ( Kondratief Cycles ) নামেও অভিহিত এবং সাধারণত ৩০ হইতে ৬০ বৎসর স্থায়ী। পৃথিবীর

অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে শিল্প-বিপ্লবের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এইরূপ বাণিজ্যচক্র ঘটিয়াছিল। তারপর স্টিম ও ইস্পাতের আবিষ্কার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার ও রসায়ন শাস্ত্রের উন্নয়ন ইত্যাদির দরুন আরও দুইটি দীর্ঘকালীন চক্রপ্রবাহ অর্থনৈতিক ইতিহাসভুক্ত হইয়াছে।

(খ) স্বল্পকালীন চক্রপ্রবাহ ( The Short Waves ): ইহাই আমাদের পরম্পরাগত বাণিজ্য-চক্র। জুগলার ( Juglar ) এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা জুগলার চক্র ( Juglar Cycles ) নামেও পরিচিত।

(গ) স্বল্পতরকালীন চক্রপ্রবাহ ( Shorter Waves ): ৮-১০ বৎসরের জুগলার চক্রকে তিনটি ক্ষুদ্রতর চক্রে বিভক্ত করা যায়। এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতর চক্র কিচিন চক্র ( Kitchin Cycles ) নামে অভিহিত।

তবে বর্তমান দিনে জুগলার চক্র আর বিশেষ খাটে না বলিয়া কিচিন চক্রেরও দিন শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের সক্রিয় সরকার মন্দার মোকাবিলায় সকল সময়ই তৎপর বলিয়া বাণিজ্য-চক্রের সাধারণ জীবনকালও দেড়-দুই বৎসরের মধ্যে সীমিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৫ সালের প্রথম দিক হইতে যে অবনতির সুরু হয় ১৯৭৬ সালের মধ্যভাগেই তাহার গতি পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। এ-সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোচনা করা হইতেছে।

### ৩৬.৫ বর্তমান দিনের বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি ( Nature of the Present-day Cycle )

দেখা গেল, বর্তমান দিনের বাণিজ্যচক্র আর ৮-১০ বৎসরের জীবনকালের নহে। আবার অবনতি ঘটিতে ঘটিতে মহামন্দায় পরিণতও হয় না। উহার ব্যাপ্তিও আন্তর্জাতিক নহে। দেখা যায়, অবনতি ঘটিলেই সরকার প্রয়োজনীয় আর্থিক ও ফিসক্যাল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আবার পুনরুন্নতির প্রচেষ্টা করে এবং সাধারণত এই প্রচেষ্টা ফলবতীও হয়।[১] এখন এই সকল ব্যবস্থার পর্যালোচনার পূর্বে বাণিজ্যচক্র ঘটে কেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

### ৩৬.৬ বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ( Theories of the Business Cycles )

বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে বহু মতবাদ আছে। এই সকল বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ক। আবহাওয়াভিত্তিক তত্ত্ব ( Climatic Theories ): জেভন্স ( Jevons ) ইত্যাদি কোন কোন প্রাচীন লেখকের মতে বাণিজ্যচক্র সূর্যের কলংকের ( sunspots ) উপর নির্ভর করে। এই মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় যে, কিছু বৎসর পর সূর্যের কলংকের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সূর্যের উত্তাপ কমিয়া যায়; ফলে কৃষিজ উৎপাদন ও কৃষকদের আয় কমিয়া যায়। এইভাবে বাণিজ্যচক্রের অবনতির পর্যায় আরম্ভ হয়। পক্ষান্তরে, যখন সূর্যের কলংক হ্রাস পাইতে থাকে তখন বাণিজ্যচক্রের উন্নতির পর্যায় আরম্ভ হয়। এই মতবাদের যুক্তির সারবত্তা এতই ক্ষীণ যে বর্তমানে কেহই ইহার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন না।

খ। আর্থিক তত্ত্ব ( Monetary Theory ): এই মতবাদের প্রধান সমর্থক অধ্যাপক হট্রের ( Hawtrey ) মতে, ব্যাংক-ব্যবস্থাই বাণিজ্যচক্রের জন্য প্রধানত দায়ী। ব্যবসায়ী ও শিল্প-পতিরা ঋণ করিয়া তাহাদের মূলধনের অধিকাংশই সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং এই ঋণ তাহারা ব্যাংকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। ব্যাংকসমূহ কোন কোন সময় তাহাদের সুদের হার কমাইয়া দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে তাহাদের ঋণপ্রদানের পরিমাণ বাড়াইতে থাকে। সহজে ঋণ পাওয়া যায় বলিয়া ব্যবসায়িগণ তাহাদের মজুত মালের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদকেরাও তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইরূপে উৎপাদন ইত্যাদি বৃদ্ধির ফলে নিয়োগ ও আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং বাণিজ্যচক্রের উন্নতি ও ঊর্ধ্বগতির পর্যায় দেখা দেয়।

---

১. ১৯৮১ সালের মধ্যভাগ হইতে উন্নত বিশ্বে যে অবনতি শুরু হইয়াছে ১৯৮৩ সালের সুরু পর্যন্ত তাহা শেষ হয় নাই।

ঊর্ধ্বগতির শেষের দিকে ব্যাংক-ঋণ প্রচুর পরিমাণে বাড়িতে থাকে এবং উৎপাদন ও প্রকৃত ব্যবসায়ের প্রয়োজন ব্যতীত ও ফটকা ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও ব্যাংকসমূহ ঋণ দিতে ইতস্তত করে না। অবশেষে, কোন ব্যাংক যখন দেখে যে তাহাদের নগদ রিজার্ভের ( cash reserves ) পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা হঠাৎ ঋণ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং ঋণ পরিশোধের দাবি জানায়। এই অবস্থায় যে-সকল ব্যবসায়ী ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায় সম্প্রসারিত করিয়াছিল তাহারা কেহ কেহ তাহাদের মজুত মালের অধিকাংশ হঠাৎ বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং হয়ত তাহাদিগকে লোকসান দিয়াও বিক্রয় করিতে হয়। ফলে মালপত্রের দাম হঠাৎ পড়িতে সুরু করে এবং ইহার দরুন ব্যাংক-ব্যবস্থাও আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন ব্যাংকগুলি তাহাদের সুদের হার বাড়াইয়া দেয় এবং ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। এইরূপে ব্যাংক-ব্যবস্থার ঋণদান নীতির পরিবর্তনের ফলে বাণিজ্যচক্রের অবনতি ( Recession ) আরম্ভ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থা ও তাহাদের ঋণদান নীতিকেই বাণিজ্যচক্রের উৎপাদনের জন্য প্রধানত দায়ী করা হয়। ব্যাংক-ঋণের প্রসার বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির সৃষ্টি করে এবং ব্যাংক-ঋণের সংকোচন বাণিজ্যচক্রের অবনতি ডাকিয়া আনে। এইজন্য বাণিজ্য-চক্রের এই তত্ত্বকে আর্থিক বা টাকাকড়িসংক্রান্ত তত্ত্ব বলা হয়।

**সমালোচনা :** যদিও বাণিজ্যচক্রের উৎপাদন এবং ব্যাংক ঋণের প্রসার ও সংকোচন একই সংগে ঘটিয়া থাকে, তথাপি ব্যাংক-ঋণের এই প্রসার ও সংকোচনকে বাণিজ্যচক্রের কারণ বলিয়া মনে করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখনও কখনও হয়ত ব্যাংক-ব্যবস্থার কার্যকলাপ ও ঋণদান নীতির ফলে বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন দ্রুততর হয় এবং সেই হিসাবে এই নীতিকে বাণিজ্যচক্রের কারণসমূহের অন্যতম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ; কিন্তু ইহাকে বাণিজ্য-চক্রের একমাত্র বা এমনকি প্রধানতম কারণ বলিয়াও মনে করা চলে না।

**গ। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব ( Psychological Theory ) :** অধ্যাপক পিগুর ( Pigou ) মতে, ব্যবসায়ীদের আশানিরাশার মনোভাবের উপরই বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন প্রধানত নির্ভর করে। ব্যবসায়ের অবস্থা যখন উন্নতির দিকে যাইতে থাকে তখন ব্যবসায়িগণ অতি পরিমাণে আশাবাদী হইয়া মজুত মালের পরিমাণ বাড়াইতে থাকে এবং উৎপাদকগণের নিকট আরও অধিক মাল সরবরাহের নির্দেশ দিতে আরম্ভ করে। এইভাবে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায় যে, শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন মাল বাজারে বিক্রীত হইতে পারে না। তখন পূর্বের আশাবাদের পরিবর্তে আসে নৈরাশ্যবাদ এবং বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির পরিবর্তে দেখা দেয় অবনতি ও মন্দা।

**সমালোচনা :** ইহা সত্য যে বাণিজ্যচক্রের উন্নতি বা অবনতি একবার আরম্ভ হইলে উহার বেগ যে ক্রমাগত বাড়িতে থাকে তাহার প্রধান কারণ হইল ব্যবসায়ীদের অতি-আশাবাদী বা অতি-নিরাশাবাদী মনোভাব। সেই দিক হইতে দেখিলে বলা চলে যে এই তত্ত্ব আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু কেন উন্নতি বা অবনতি আরম্ভ হয় অথবা বাণিজ্যচক্রের সময়কাল কেন প্রায় 'সুনির্দিষ্ট' ?—এই সমস্যার কোন ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায় না।

**ঘ। অতি-সঞ্চয় বা ভোগ-স্বল্পতা তত্ত্ব ( Over saving or Under-consumption Theory ) :** এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভোগের পরিমাণ বা ভোগ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ার দরুন বাণিজ্যচক্রের অবনতি ও মন্দা দেখা দেয়। হবসন্ ( Hobson ) এই তত্ত্বের প্রধান সমর্থক। তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে : বর্তমানে ধনতান্ত্রিক সমাজে আয়বৈষম্য ( Income inequality ) একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একদিকে অধিকাংশ জনসাধারণের আয় স্বল্প এবং অপরদিকে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর আয় প্রচুর। সেইজন্য বাণিজ্যচক্রের উন্নতির পর্যায়ে যখন ধনিক শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন তাহারা এই আয়ের সামান্য অংশ ব্যয় করে এবং বাকী অধিকাংশটা সঞ্চয় করিয়া সেই সঞ্চিত অর্থ পুনরায় বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন ও

ভোগ্যদ্রব্যের সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে কিন্তু অধিকাংশ জনসাধারণের আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের অনেকাংশ অবিক্রীত থাকিয়া যায়। এইরূপে ব্যবসাবাণিজ্যে অবনতি ও মন্দার আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ, আয়ের বৈষম্যের দরুন যাহাদের আয় অধিক তাহাদের অত্যধিক সঞ্চয়ের ফলে এবং পক্ষান্তরে যাহারা বহুল পরিমাণে ভোগদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত তাহাদের আয়ের অভাবজনিত ক্রয়ের স্বল্পতার ফলে মন্দা ও দুরবস্থার আবির্ভাব হয়। এইজন্য এই মতবাদকে অতি-সঞ্চয় তত্ত্ব বা ভোগ-স্বল্পতা তত্ত্ব বলা হয়।

**সমালোচনা :** এই তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা মাত্র নিম্নগতি বা মন্দার কারণ ব্যাখ্যা করে ; বাণিজ্যচক্রের অন্যান্য পর্যায় বা স্তরের আবির্ভাব কেন হয়, সে-সম্পর্কে তত্ত্বটি নীরব।

দ্বিতীয়ত, মন্দার ব্যাখ্যা হিসাবেও এই তত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ। হবসন্ ও তাঁহার সমর্থকগণ মনে করেন যে অতি-সঞ্চয়ের দরুন ক্রয়ক্ষমতার অভাব ঘটে ; অপরপক্ষে তাঁহারা ইহাও বলেন যে, এই সঞ্চিত টাকাকড়ি পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমরা জানি যে, ভোগ-ব্যয়ের ন্যায় বিনিয়োগ-ব্যয়ের ফলেও আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ধনিকশ্রেণী যদি তাহাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে সেই বিনিয়োগের ফলে আয়বৃদ্ধিও ঘটিবে। কাজেই এই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের দরুন ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইবার কোন হেতু নাই। অবশ্য একথা সত্য যে বর্তমান উন্নত দেশসমূহে একটি অতি-সঞ্চয়ের প্রবণতা আছে এবং তাহার ফলে মন্দার প্রাবল্যও দেখা যায়। পরিশেষে বলা যাইতে পারে, ভোগ-স্বল্পতা যদি বাণিজ্যচক্রের অবনতির কারণ হয়, তাহা হইলে অবনতির প্রথমেই ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, অবনতির প্রারম্ভেই মূলধন দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং ভোগ্যদ্রব্যে মূল্যান্তর কিছু পরে নিম্নাভিমুখী হইতে আরম্ভ করে।

**ঙ। হায়েকের অতি-বিনিয়োগ তত্ত্ব ( Hayek's Over-investment Theory ) :** হায়েকের মতে, অনেক সময় বিনিয়োগের ( investment ) পরিমাণ স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় ( voluntary savings ) অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে এবং সেইজন্য বাণিজ্যচক্রের উদ্ভব হয়। হায়েক বলেন, সুদের হার যখন স্বাভাবিক ( natural ) থাকে তখন স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ সমান হয়। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক অবস্থার ভারসাম্যও ( equilibrium ) বজায় থাকে। কিন্তু বাজারের সুদের হার ( market rate of interest ) কখনও কখনও এই স্বা · বিক হার হইতে কম হয়, কারণ ব্যাংকসমূহ সঞ্চয় ব্যতিরেকেও স্বল্প সুদে নূতন ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে। ব্যাংক-ব্যবস্থা কোন কোন সময় স্বল্প সুদে অত্যধিক ঋণ দিতে থাকে এবং ইহার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ইচ্ছাকৃত সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। প্রথমে যখন বিনিয়োগ বাড়িতে থাকে তখন মূলধন-উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে এবং উন্নতি ক্রমশ অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, নূতন বিনিয়োগের ফলে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা বাড়িতে থাকে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের স্বল্পতার দরুন শেষ পর্যন্ত ব্যাংকসমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয় এবং তখন অবনতির পর্যায় আরম্ভ হয়। অর্থাৎ, হায়েকের তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত ঋণদানের ফলে বিনিয়োগ · চ্ছাকৃত সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে এবং সেইজন্য বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন সংঘটিত হয়।

**সমালোচনা :** হায়েকের তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটি হইল, তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, সমাজে সকল সময়ই পূর্ণনিয়োগাবস্থা ( condition of full employment ) বজায় রহিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, ইহা সত্য নহে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বটির সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের চক্রাকার গতির ( cyclical movement ) কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

**চ। স্যুমপিটারের উদ্ভাবন তত্ত্ব ( Schumpeter's Innovation Theory ) :** অধ্যাপক স্যুমপিটার মনে করেন, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে-সকল উদ্ভাবন দেখা যায়, তাহারই ফলে বাণিজ্যচক্রের

আবর্তন সংঘটিত হয়। উদ্ভাবন বলিতে নিম্নলিখিত যে-কোন এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি বুঝাইতে পারে: (১) কোন নূতন দ্রব্যের উৎপাদন ( new product ), কোন নূতন উৎপাদন-প্রণালীর প্রবর্তন, (৩) কোন কাঁচামালের নূতন উৎসের আবিষ্কার ( new sources of raw materials ), (৪) ব্যবসায় সংগঠনে কোন বিশিষ্ট নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন ( a substantive change in business organisation ) এবং (৫) কোন নূতন বাজারের সৃষ্টি ( opening of new market )।

উপরি-লিখিত যে-কোন একটি 'উদ্ভাবন' প্রবর্তিত হইলে মূলধনের চাহিদা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সংগে সংগে আয় ও মূল্যস্তর বাড়িতে থাকে। এইরূপে উন্নতির পর্যায় আরম্ভ হয়। কিন্তু যখন উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সম্পূর্ণ হইয়া যায় তখন নূতন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ফলে ইহার মূল্যও কিছুটা কমিতে পারে। সেই সংগে পুরাতন দ্রব্যের চাহিদা কমিবার দরুন উহাদের উৎপাদনও কমিয়া যায় এবং বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। এইরূপে পূর্বের উন্নতি ও ঊর্ধ্বগতির পরিবর্তে অবনতি ও মন্দার পর্যায় আসিয়া দেখা দেয়।

**সমালোচনা:** সমালোচনায় বলা চলে বাণিজ্যচক্রের সময়কাল সম্পর্কে এই তত্ত্ব কোন আলোকপাত করিতে পারে না।

**ছ। বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে কেইন্‌সের তত্ত্ব (Keynes' Theory of Business Cycles):** নিয়োগ ও আয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে কেইন্‌স তাঁহার পূর্বলিখিত যুগান্তকারী পুস্তক 'নিয়োগ, সুদ ও টাকাকড়ির ধারণাতত্ত্বে' *( The General Theory of Employment, Interest and Money )* বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশদ আলোচনা করা হয় নাই। যাহা হউক, বাণিজ্যচক্র সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আলোচনা বা ব্যাখ্যার উপর কেইন্‌সের 'সাধারণ তত্ত্বে'র ( General Theory ) বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১]

বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্ট্য হইল সময়ান্তরে নিয়োগ ও আয়ের পরিবর্তন। সুতরাং নিয়োগ ও আয় তত্ত্ব হইতেই বাণিজ্যচক্রের কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, আয় ও নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয় লোকের ভোগ-প্রবণতা ( propensity to consume ) এবং বিনিয়োগের ( investment ) দ্বারা। ভোগ-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে বলিয়া নিয়োগ ও আয়ের পরিবর্তন হয় বিনিয়োগ হারে পরিবর্তনের ফলে। বিনিয়োগের প্রেরণা ( inducement to invest ) নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর: (১) সুদের হার এবং (২ মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা ( marginal efficiency of capital )। সুদের হারের ভূমিকা থাকিলেও বিনিয়োগের চক্রাকার পরিবর্তনের ( cyclical fluctuations ) প্রকৃত বা প্রাথমিক কারণ হইল মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতার পরিবর্তন বা অস্থিরতা। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বলিতে নূতন মূলধন-সম্পদের বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত লাভের হারকে বুঝায়। স্বভাবিকভাবেই মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা দুইটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। ব্যবসায়ী দেখে (ক) মূলধন-সম্পদ হইতে ভবিষ্যৎ আয় ( prospective yields ) কি হইতে পারে এবং (খ) ঐ মূলধন-সম্পদের যোগান-দাম বা উৎপাদন-ব্যয় কত। এই অপ্রত্যাশিত আয় ও উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা মূলধন সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা—অর্থাৎ বিনিয়োগ লাভজনক হইবে কি না, তাহা নির্ধারিত হয়। এখন মূলধন-সম্পদ হইতে প্রত্যাশিত আয় মূলধন-সম্পদের প্রাচুর্যের ( abundance of capital goods ) উপর অংশত নির্ভর করিলেও ব্যবসায়ীদের মনোভাব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। লাভালাভের আশানিরাশার পরিবর্তনের ফলে দেখা দেয় মূলধন-সম্পদের প্রত্যাশিত আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগের পরিবর্তনশীলতা পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের আস্থার ( business confidence ) অতি-চঞ্চলতাই বিনিয়োগ এবং আয় ও নিয়োগের পরিবর্তনের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। মোটকথা অর্থনৈতিক কাজকর্মের সম্প্রসারণ ও

১. Dudley Dillard : *The Economics of J. M. Keynes*

সংকোচনের মূলে প্রধান শক্তি হিসাবে কার্য করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার আকস্মিক ও প্রবল পরিবর্তন ( sudden and violent changes in the marginal efficiency of capital )।

যখন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারিত হইয়া তেজীভাবের ( boom ) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন প্রান্তিক দক্ষতা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় এবং দ্রুতগতিতে চলিতে থাক। ব্যবসায়ীদের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যধিক আশার সঞ্চার হয় এবং তাহারা মনে করে যে ব্যবসায় অবিচ্ছিন্ন গতিতে উন্নতির পথেই চলিতে থাকিবে : বিনিয়োগ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে গুণক প্রভাবের ( multiplier effect ) ফলে আয় ও নিয়োগ বিনিয়োগের তুলনায় অধিকগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অর্থনৈতিক কাজকর্ম যখন তেজী অবস্থায় পৌঁছায় তখন মূলধনের অত্যধিক প্রান্তিক দক্ষতার দুই দিক হইতে আঘাত আসে। প্রথমত, শ্রম ও অন্যান্য উপাদান অপ্রচুর হইয়া পড়ায় নূতন মূলধন-সম্পদের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মূলধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়ায় আয় যাহা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম হইয়া দাঁড়ায়। তৎসত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের মনে আশা ও আস্থার ভাব বজায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পায় না। কিন্তু ব্যবসায়ের তেজীভাব যতই চলিতে থাকে, মূলধন-সম্পদের উৎপাদন-ব্যয় ক্রমাগত তত্তই বাড়িয়া চলে এবং বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও অধিক পরিমাণে আসিতে থাকে। এখন ব্যবসায়ীদের মনে মূলধনের ভবিষ্যৎ আয় সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের অতিরঞ্জিত আশা বা আস্থা ভাঙিয়া গিয়া হতাশায় পরিণত হয়। ইহার ফলে মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা সহসা পরিবর্তিত হইয়া দ্রুত হ্রাস পায়। তখন ব্যবসাবাণিজ্যে আসে সংকট ও মন্দা ( crisis and depression )। বিনিয়োগ হ্রাস পায়, গুণক প্রভাবের ফলে বিনিয়োগ হ্রাসের তুলনায় আয় ও নিয়োগের হ্রাস ঘটে অধিকতর পরিমাণে। অন্যান্য বিষয় অবস্থাকে আরও গুরুতর করিয়া তোলে। লোকের নগদ-পছন্দ ( liquidity preference ) বাড়িয়া যায়, সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং ফটকা বাজারে শেয়ারপত্রের দাম পড়িয়া যায়। অর্থনৈতিক সংকটের সময় সকলে নগদ টাকা-কড়ির আকারে সম্পদ ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। নগদ-পছন্দ ও সুদের হারের বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ আরও কমিয়া যায়।

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাসের দরুন যেমন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সংকুচিত হয় তেমনি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা যখন পুনরুন্নতির দিকে যায় তখন ব্যবসায়ের অবস্থা উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরিয়া আসিতে সময় লাগে। এই সময়ই হইল বাণিজ্যচক্রের মেয়াদ বা সময়। পুনরুন্নতি সুরু হওয়ার জন্য যে-সময়ের প্রয়োজন হয় তাহা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) স্থায়ী মূলধন-সম্পদের ক্ষয়প্রাপ্ত ও অকার্যকর ( wearing out and obsolescence ) হওয়ার সময় এবং (২) তেজী অবস্থার শেষের দিকে যে-অতিরিক্ত দ্রব্যাদি জমিয়া গিয়াছে তাহার নিঃশেষ প্রাপ্তির সময়। স্থায়ী মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত ও অকার্যকর হওয়ার ফলে মূলধন-সম্পদের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং আগের জমা ভোগ্যদ্রব্যাদি নিঃশেষ হওয়ার সংগে সংগে দ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে মূলধন-সম্পদ ও ভোগ্যদ্রব্যাদি অপ্রচুর হইয়া পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অর্থনৈতিক কাজকর্ম আবার সম্প্রসারিত হইতে সুরু করে।

### ৩৬.৭ গতিবৃদ্ধি নীতি ( The Acceleration Principle )

গতিবৃদ্ধি নীতি হইল বিনিয়োগ-নির্ধারক বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি তত্ত্ব। ইহার মূল বক্তব্য হইল এই যে সমাজের প্রয়োজনীয় মূলধনের মজুত বা পরিমাণ ( উহা মজুত মালই হউক অথবা যন্ত্রপাতিই হউক ) প্রাথমিকভাবে উৎপাদনের স্তরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহার সাহায্যে আমরা যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করি তাহা হইল এই যে মূলধন দ্রব্যের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা। একমাত্র ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই মূলধন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হইবে। কেবলমাত্র যখন উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখনই নীট বিনিয়োগ ( অর্থাৎ মোট বিনিয়োগ হইতে অবপূর্তি বাদ দিলে যাহা থাকে ) ধনাত্মক হয়—অর্থাৎ সমাজের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে দেখা

যায় যে বিক্রয় হ্রাসের ফলে নহে, বিক্রয় বৃদ্ধির হার শূন্য হইলেই ( অর্থাৎ বিক্রয় কিছু সময় ধরিয়া ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবার পর এক উচ্চ স্তরে উপনীত হইবার পর যদি অপরিবর্তিত থাকে ) একটি সমৃদ্ধির সময়কাল হঠাৎ শেষ হইয়া যায়।[১]

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। একজন জামার কাপড় প্রস্তুতকারী ফার্মের কথা কল্পনা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ইহার মূলধনের পরিমাণ হইল বাৎসরিক বিক্রয়ের ঠিক দ্বিগুণ। অর্থাৎ, বিক্রয়ের পরিমাণ ১ টাকা হইলে ইহাকে ২ টাকার মত যন্ত্রপাতি রাখিতে হইবে।

সুতরাং যখন ইহার বিক্রয়ের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা হয় তখন ইহার মূলধনের পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকা হইবে এবং ইহা হইল ভিন্ন ভিন্ন বয়স বা সময়কালের মেসিনের অর্থমূল্য। অর্থাৎ, প্রতিটি মেসিনের গড় দাম হইল ৩০,০০০ টাকা। আমাদের মূল অনুমান হইল এই যে প্রতি বৎসরই একটি করিয়া মেসিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ইহাকে সরাইয়া নূতন একটি মেসিন স্থাপন করিতে হয়। সুতরাং বিক্রয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে নীট বিনিয়োগ শূন্য হইবে। ফার্মটির বাৎসরিক মোট বিনিয়োগের হার হইবে ৩০,০০০ টাকা যাহা একটি করিয়া পুরাতন মেসিন সরাইয়া নূতন মেসিন ক্রয়ে ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ হইল অবপূর্তির সমান। ( বাৎসরিক বিক্রয়ের বাকী অংশ—অর্থাৎ ২.৭ লক্ষ টাকা হইল মজুরি ও লভ্যাংশ। ) নিম্নের সারণিটির প্রথম পর্যায়ে ইহাই দেখান হইয়াছে।

এখন ধরা যাউক, চতুর্থ বৎসরে বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইল। অর্থাৎ, ইহা ৩ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪.৫ লক্ষ টাকা হইল। ইহার ফলে মেসিনের সংখ্যাও ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে হইবে। অর্থাৎ, এখন ২০টির পরিবর্তে ৩০টি মেসিনের প্রয়োজন হইবে। নিম্নের সারণিটিতে দেখা যাইতেছে চতুর্থ বৎসরে, ১টির পরিবর্তে ১১টি নূতন মেসিন ক্রয়ের প্রয়োজন হইবে—অবপূর্তি হিসাবে ১টি এবং এই বর্দ্ধিত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ১০টি।

সারণি ৩৫.১ : গতিবৃদ্ধি নীতি

| সময় | বাৎসরিক বিক্রয় | মূলধনের পরিমাণ | নীট বিনিয়োগ | মোট বিনিয়োগ ( নীট বিনিয়োগ+অবপূর্তি ) |
|---|---|---|---|---|
| **প্রথম ধাপ** | | | | |
| প্রথম বৎসর | ৩ লক্ষ টাকা | ৬ লক্ষ টাকা | ০ | ৩০,০০০ টাকা দামের ১টি মেসিন =৩০,০০০ টাকা |
| দ্বিতীয় বৎসর | ৩ " | ৬ " | ০ | " = " |
| তৃতীয় বৎসর | ৩ " | ৬ " | ০ | " = " |
| **দ্বিতীয় ধাপ** | | | | |
| চতুর্থ বৎসর | ৪.৫ লক্ষ টাকা | ৯ লক্ষ টাকা | ৩ লক্ষ টাকা | ৩০,০০০ টাকা দামের ১১ (=১০+১)টি মেসিন=৩.৩ লক্ষ টাকা |
| পঞ্চম বৎসর | ৬ " | ১২ " | ৩ " | " " = " |
| ষষ্ঠ বৎসর | ৭.৫ " | ১৫ " | ৩ " | " " = " |
| **তৃতীয় ধাপ** | | | | |
| সপ্তম বৎসর | ৭.৫ লক্ষ টাকা | ১৫ লক্ষ টাকা | ০ | ৩০,০০০ টাকা দামের ১টি মেসিন =৩০,০০০ টাকা |

১. "A prosperity period may come to end, not simply because sales have gone down, but merely because sales have leveled off at a high level." Samuelson and Northaus

সুতরাং আমাদের উদাহরণে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ৫০ শতাংশ। কিন্তু ইহার ফল হিসাবে যন্ত্রপাতি বা মেসিনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে বহুগুণ অধিক—অর্থাৎ ১ হইতে ১১ অথবা ১000 শতাংশ। ইহাই হইল গতিবৃদ্ধি নীতির মূলকথা। বিনিয়োগ স্তরের উপর ভোগ্যদ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যের বিক্রয় বা চাহিদার পরিবর্তনের এই গতিবৃদ্ধি প্রভাবকে গতিবৃদ্ধি তত্ত্ব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।[১]

যদি পঞ্চম ও ষষ্ঠ উভয় বৎসরেই বিক্রয়ের পরিমাণ একইভাবে ( অর্থাৎ ১.৫ লক্ষ টাকা করিয়া ) বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রতি বৎসরই (১০+১=) ১১টি মেসিনের প্রয়োজন হইবে।

সুতরাং আমাদের উদাহরণে গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ফলে ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয়ের সামান্ত বৃদ্ধি ঘটিলেই বিনিয়োগ ব্যয় ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে:

গতিবৃদ্ধি নীতি অনুসারে, বিনিয়োগ স্তরকে বজায় রাখিতে হইলে প্রতি বৎসর ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়কে একই গতিতে বৃদ্ধি পাইতে হইবে।[২]

যদি সপ্তম বৎসরে ভোগ বা বিক্রয়ের পরিমাণ ৭.৫ লক্ষ টাকা পৌঁছাইবার পর পুনরায় বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে নীট বিনিয়োগ শূন্য হইবে এবং এই অবস্থায় মোট বিনিয়োগ বলিতে অবপূর্তিকেই বুঝাইবে। উপরের সারণিটিতে ইহাই দেখান হইয়াছে। যদি বিক্রয়ের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে উৎপাদনের বর্তমান স্তর বজায় রাখিতে হইলে ৩০,000 টাকা ব্যয় করিয়া একটি মেসিন ক্রয় করাই যথেষ্ট।

অন্যভাবে বলিতে গেলে বিক্রয় বৃদ্ধির হার যদি শূন্য শতাংশ হয় তাহা হইলে মোট বিনিয়োগ ৯০ শতাংশ হ্রাস পাইবে ( অর্থাৎ, ৩ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩০,000 টাকা হইবে ) এবং নীট বিনিয়োগ ১০০ শতাংশ হ্রাস পাইবে ( অর্থাৎ, শূন্যে উপনীত হইবে )। এই প্রসংগে উপরের সারণিটির তৃতীয় ধাপ বা পর্যায়টি দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গুণকের মত গতিবৃদ্ধি নীতিটিও উভয় দিকে কার্য করে। যদি কোন এক সময়ে বিক্রয়ের পরিমাণ ৭.৫ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পায় তাহা হইলে বহুকাল ধরিয়া মোট বিনিয়োগের পরিমাণ শূন্য হইবে। এক্ষেত্রে কতকগুলি মেসিন অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকিবে এবং ইহাদের বাজারে বিক্রয় করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হইবে।

এই প্রসংগে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিক্রয়ের পরিমাণ একটি উচ্চ স্তরে উপনীত হইবার পর অপরিবর্তিত থাকিলে অথবা বিক্রয় বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইলে অর্থ-ব্যবস্থায় অবনতি ( recession ) সুরু হইতে পারে।[৩]

### ৩৬.৮ গতিবর্ধকের সহিত গুণকের ঘাতপ্রতিঘাত ( Interaction of Accelerator with the Multiplier )

গতিবৃদ্ধি তত্ত্বের মূল ধারণাটি হইল গতিবর্ধক সহগ ( the acceleration coefficient or the accelerator )। আমাদের উদাহরণে ১ একক ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে ২ একক মূলধন দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মূলধন ও উৎপন্নের অনুপাত হইল ২। ইহাকেই গতিবৃদ্ধি সহগ বা গতিবর্ধক বলা হয়। ইহার সহিত গুণকের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে জাতীয় আয় ভীষণভাবে উঠানামা করে।

আমাদের উদাহরণে যদি কোন কারণে জামাকাপড়ের চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলে ইহাদের উৎপাদনও হ্রাস পাইবে। উপরন্তু, ইহার ফলে এই শিল্পে যে সকল যন্ত্রপাতি বা মূলধন ব্যবহৃত হয়

---

১. "This accelerated effect of a change in consumption or other items on investment levels gives the acceleration principle its name." P. Samuelson and W. D. Northaus : *Economics* ( 12th edn., 1985 )

২. "According to the acceleration principle, consumption has to continue to keep increasing at the same speed in order for investment to stand still !" Samuelson and Northaus

৩. "Thus, a recession can set in just because sales have stopped growing so rapidly, even if consumption has not dropped absolutely but has only levelled off at a high rate." Samuelson

তাহাদের চাহিদাও হ্রাস পাইবে। এই কারণে মূলধন-প্রস্তুতকারী কার্মগুলি উপকরণসমূহের উপর অর্থ-ব্যয় হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে। ফলে এই উপকরণের মালিকগণ খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের উপর অর্থব্যয় হ্রাস করিবে। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকিবে এবং ব্যয়হ্রাসের ক্ষেত্রেও গুণক প্রভাব কার্য করিবে। অবশেষে জামাকাপড়ের বিক্রয়ের বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে এমনকি হ্রাস পাইতে থাকিবে। ইহার ফলে পুনরায় নীট বিনিয়োগ বর্ধিত হারে হ্রাস পাইবে।

সুতরাং গতিবৃদ্ধি নীতি এবং গুণকের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আমরা একটি পুঞ্জীভূত ব্যয়-ঘাটতির ( অথবা ব্যয়াধিক্যের ) চক্রাকার প্রভাবের মধ্যে পতিত হইতে পারি।[১]

বস্তুত, গতিবৃদ্ধি নীতি অনুসারে মজুতমালের পরিমাণ সর্বদা মোট বিক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ বলিয়া নীতিটি স্বল্পকালীন মজুতমাল চক্রের ( short inventory cycles ) ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে।

কিভাবে পূর্ববর্তীকালের সম্প্রসারণের ফল হিসাবে বর্তমান আয় ও নিয়োগ নিম্নগতিসম্পন্ন হয় আমাদের আলোচনা হইতে তাহার একটি সহজ ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। ধরা যাউক, কোন একটি অর্থ-ব্যবস্থায় বেকারত্বের অবস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও জাতীয় আয় পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে গতিবৃদ্ধি সহগের মাধ্যমে নূতন বিনিয়োগ সৃষ্টি হইবে। এই নূতন বিনিয়োগ, গুণকের মাধ্যমে, জাতীয় আয়কে বহুগুণ বৃদ্ধি করিবে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির হার আপনা হইতেই বজায় থাকিবে।

নিয়োগের পরিমাণ ও আয়ের স্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের শীর্ষে (full employment ceiling) উপনীত হইবে। এই স্তরে জাতীয় আয় ও নিয়োগ সর্বাধিক হইবে। ইহার পর পুনরায় নিয়োগবৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধি সম্ভব নহে। অর্থাৎ ইহার পর সুরু হইবে অবনতি। ইহার কারণ হইল এই যে, যে মুহূর্তে মোট উৎপন্নের পরিমাণ স্থির হইয়া যায় ( বা উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ হয় ) সে মুহূর্তে নীট বিনিয়োগ শূন্য হয় ও মোট বিনিয়োগ হ্রাস পায়। বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে অর্থ-ব্যবস্থায় অবনতি সুরু হয়।

অনুরূপভাবে গতিবৃদ্ধি সহগ ও গুণক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবনতির সর্বশেষ অবস্থা এবং পুনরুন্নতির সুরুকে ব্যাখ্যা করা যায়। যখন উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পায় তখন গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ফলে মোট বিনিয়োগ ঋণাত্মক ( negative ) হইয়া দাঁড়ায়।[২] এই অবস্থায় যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির হারই বিনিয়োগ হ্রাস কত দ্রুত ঘটিতে পারে তাহা নির্ধারণ করে এবং বিনিয়োগ হ্রাসের নিম্ন সীমারেখা টানিয়া দেয়। অর্থ-ব্যবস্থা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ অপেক্ষকের ছেদবিন্দুর কত নিম্নে গমন করিতে পারে তাহা এই সীমারেখা দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকিলে কোন না কোন স্তরে মূলধন দ্রব্য ক্ষয় পাইয়া এমন একটি স্তরে উপনীত হইবে যেখানে গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ফলে ঋণাত্মক বিনিয়োগের ( disinvestment ) অবসান ঘটিবে এবং প্রয়োজন হইবে নূতন বিনিয়োগের। ফলে একটি নূতন চক্র সুরু হইতে এবং ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে।

সুতরাং গতিবৃদ্ধি নীতির মধ্যে অর্থনৈতিক অস্থায়িত্বের একটি কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।[৩]

যদি বিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমাগত উঠানামা করে তাহা হইলে গতিবৃদ্ধি নীতি উহাদের হ্রাসবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত ( intensify ) করিতে পারে। সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতির পর্যায়ে ইহা নীট বিনিয়োগ বা নূতন

---

১. "Thus we may be in a vicious circle where the acceleration principle and the multiplier interact to produce a cumulative deflationary ( or inflationary ) spiral."

P. Samuelson and W. D. Northaus : op. cit.

২. যখন নীট বিনিয়োগ হ্রাসের হার অবপূর্তিকে অতিক্রম করিয়া যায় তখন মোট বিনিয়োগ ঋণাত্মক হয়।

৩. "...In the acceleration principle, we have a powerful factor making for economic instability." Samuelson : op. cit.

করিয়া বিনিয়োগ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিতে পারে এবং সংকোচন বা নিম্নগতির পর্যায়ে বিনিয়োগের পরিমাণ সমভাবে হ্রাস করিতে পারে।

অবশ্য দীর্ঘকালে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কলাকৌশলগত উন্নতির ফলে অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটে তাহা হইলে গতিবৃদ্ধি নীতি প্রাথমিকভাবে একটি উদ্দীপকের ( a stimulating factor ) কার্য করিবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে মূলধনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থ-ব্যবস্থায় বেকারত্ব হ্রাসের প্রবণতা দেখা দিবে।

**৩৬.৯ গতিবৃদ্ধি নহগ সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য ( Some Comments on the Accelerator )**

বিনিয়োগ সম্পর্কে গতিবৃদ্ধি তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নহে। ইহাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই কারণে গতিবৃদ্ধি তত্ত্বটি সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য করা হইয়াছে। এগুলি সংক্ষেপে নিয়ে পেশ করা হইল।

**(১) বিলম্বজনিত অন্তবর্তী কাল ( Time Lag ) :** বিনিয়োগ সর্বদা উৎপন্নের সহিত দৌড়ে পিছাইয়া পড়ে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। যদি এ বৎসর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলে পুরাতন যন্ত্রপাতি ও মূলধন দ্রব্যকে অধিক সময় ধরিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার কারণ মূলধন দ্রব্য অর্জন করিতে যথেষ্ট সময় লাগে। আজ যদি একটি মেসিনের অর্ডার দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে পাইতে ৬ মাস হইতে ১ বৎসর সময় লাগে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিলম্বের পরিমাণ অধিকও হইতে পারে। সুতরাং যদি জামাকাপড়ের চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আজই অধিক সংখ্যায় মেসিন ক্রয় করিয়া জামাকাপড় উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না।

**(২) ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ( Business Outlook ) :** বিনিয়োগের পরিমাণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরও নির্ভর করে। যদি ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায় জগতের মধ্যে আশার আলো দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহারা অধিক পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করিতে উৎসাহী হইবেন। অপরদিকে যদি ব্যবসায় জগতে হতাশার ছায়া নামিয়া আসে তাহা হইলে যে বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[১]

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কোন দ্রব্যের চাহিদা ·´ি ক্ষণস্থায়ী হয় তাহা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়াই স্বাভাবিক। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য চাহিদা বৃদ্ধি স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন।

**(৩) উৎপাদনক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ( Capacity Limit ) :** অর্থ-ব্যবস্থার সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতির স্তরে উৎপন্নের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া ইপ্সিত বিনিয়োগের পরিমাণও ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে মূলধনদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। স্বল্পকালে এই শিল্পগুলির উৎপাদনক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া বিনিয়োগের পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত ঠিক ততটা বৃদ্ধি পায় না, ইহা অপেক্ষা কমই বৃদ্ধি পায়।

**(৪) বিনিয়োগের জন্য অর্থসংগ্রহ ( Financing Investment ) :** বিনিয়োগের পরিমাণ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পন্থার উপরও নির্ভর করে। এ-সম্পর্কে পূর্বে সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে ( ৪৪৭-৮ পৃষ্ঠা )। সাধারণভাবে বলা যায় যে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি আভ্যন্তরীণ সম্পদের উপরই অধিক নির্ভর করে। এই সম্পদ সাধারণ লভ্যাংশ ( dividends ) হইতে উদ্ভূত হয়। শেয়ারের মালিকগণের প্রাপ্য লভ্যাংশ মিটাইয়া কোম্পানীর নিকট যে মোট মুনাফার যে অংশ পড়িয়া থাকে তাহার একটি বৃহৎ অনুপাত পুনরায় বিনিয়োগের কার্যে ব্যবহৃত হয়।

১. "If the general *business outlook* is optimistic, business will be more interested to think that an output increase will be permanent, and more inclined to invest, given the same output change, than if the business outlook is pessimistic."

K. Lancaster : *Macroeconomics* (Rand McNally, 1973)

সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে বিনিয়োগ নির্ধারক বিষয়গুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল মুনাফা। স্বাভাবিক কারণেই মুনাফার পরিমাণ অধিক হইলে বিনিয়োগের পরিমাণও অধিক হইবে। বস্তুত, বিনিয়োগ মুনাফার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, মুনাফা বৃদ্ধি পাইলেই সাধারণত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে আশা করা হয়।[১]

**(৫) বিনিয়োগের প্রকারভেদ ( Types of Investment ) :** যে-কোন অর্থ-ব্যবস্থায় মোট বিনিয়োগের তিনটি উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি হইল : (১) ব্যবসায়ী, কারখানা ও যন্ত্রপাতি ( business plant and equipment ), (২) বসতবাড়ী ( residential building ) এবং (৩) মজুতমাল ( inventories )। প্রথম উপাদানটি লইয়া পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ইহাই হইল ব্যবসায়ীর বিনিয়োগের ( business investment ) মূল উপাদান। দ্বিতীয় উপাদানটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নাই। সুতরাং তৃতীয় উপাদানটি লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। হিসাবশাস্ত্রের যে-কোন ছাত্র বা ছাত্রী জানে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই মোট উৎপন্নের একাংশ মজুত মাল হিসাবে আলাদা করিয়া সরাইয়া রাখে। বস্তুত, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মজুত মালে টান পড়ে এবং মজুত মালে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। অপরদিকে যদি চলতি সময়ে বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় তাহা হইলে মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে মজুতমালে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা যায়।

সুতরাং মজুতমালে বিনিয়োগ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক উভয়ই হইতে পারে। বাস্তব জগতে দেখা যায় যে উৎপাদক ও বণ্টনকারীগণ ( distributors ) বিক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত ( a fixed proportion ) হিসাবেই মাল মজুত করেন এবং এই ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই গতিবৃদ্ধি মডেলের বাস্তব প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।[২]

## বীজগণিতের সাহায্যে গতিবৃদ্ধি তত্ত্বের বিশ্লেষণ ( Algebraic Analysis of the Accelerator )[৩]

উপরের সারণিটিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেগুলিকে অতি সহজে বীজগণিতের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে। উৎপন্নের পরিমাণকে $Q$ চিহ্ন দ্বারা, মূলধনকে $K$ চিহ্ন দ্বারা এবং মূলধন ও উৎপন্নের অনুপাতকে ( the capital-output ratio ) $v$ চিহ্ন দ্বারা দেখান যাইতে পারে। এই অনুপাতটির সাহায্যে $Q$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা প্রয়োজন তাহা দেখান হয়। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি :

$$v=\frac{K}{Q}$$

অথবা $K=vQ$

পূর্ববর্তী $(t-1)$ বৎসরে মূলধনের সহিত উৎপন্নের সম্পর্কটি নিম্নের সমীকরণটির সাহায্যে দেখান যাইতে পারে :

$$K_{t-1}=vQ_{t-1} \quad \cdots \quad (১)$$

অনুরূপভাবে চলতি বৎসরে উৎপন্নের পরিমাণ $Q_{t-1}$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া যদি $Q_t$ হয় তাহা হইলে আমরা লিখিতে পারি :

$$K_t=vQ_t \quad \cdots \quad (২)$$

১. "We would expect investment to vary directly with profits." Lancaster

২. "...because it seems plausible that manufacturers and distributors will keep inventories more or less proportional to sales, inventory investment is the more likely form of investment to fit the simplest accelerator model." Lancaster : op. cit.

৩. অসুবিধা হইলে ছাত্রছাত্রীরা এই অংশটি বাদ দিতে পারে।

প্রথম সমীকরণটি হইতে দ্বিতীয় সমীকরণটি বাদ দিলে আমরা পাই :

$$Kt-Kt-1=vQt-vQt-1$$
$$=v\,(Qt-Qt-1)^{1}$$

এখানে $Qt-Qt-1$ হইল দুইটি বৎসরের উৎপন্নের পরিবর্তনের পরিমাণ। ইহাকে $\triangle Q$ চিহ্ন দ্বারা দেখান যাইতে পারে। অনুরূপভাবে যেহেতু $Kt-Kt-1$ হইল দুইটি বৎসরের মূলধনের পরিবর্তন সেহেতু ইহাকে $\triangle K$ চিহ্ন দ্বারা দেখান যাইতে পারে। যেহেতু একমাত্র নূতন মূলধন দ্রব্য ক্রয় বা বিনিয়োগের ফলেই মূলধন দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিতে পারে সেহেতু আমরা পাই :

$$I=Kt-Kt-1=\triangle K$$

এখন $Kt-Kt-1$ এর পরিবর্তে $I$ এবং $Qt-Qt-1$ এর পরিবর্তে $\triangle Q$ চিহ্ন ব্যবহার করিলে নিম্নের সমীকরণটিও পাওয়া যাইবে :

$$I=v(\triangle Q)$$

ইহাই হইল গতিবৃদ্ধি তত্ত্বের বিধিবৎ বক্তব্য :

**প্রতিটি সময়কালের বিনিয়োগ হইল ঐ একই সময়কালের উৎপন্নের পরিবর্তনের অনুপাত মাত্র।**[2]

## ৩৬.১০ বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধান ( REMEDIES OF THE BUSINESS CYCLE )

বাণিজ্যচক্রের কারণের ন্যায় ইহার প্রতিবিধান সম্পর্কেও অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে কোন মতৈক্য নাই। অর্থবিদ্যাবিদগণ বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন তত্ত্ব অনুযায়ী ইহার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। বাণিজ্যচক্রের এই সকল প্রতিবিধানকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধান ( Monetary Remedies ) এবং (২) সরকারী আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবিধান ( Fiscal Remedies )।

১। **টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধান ( Monetary Remedies ) :** হট্রে ( Hawtrey ), হায়েক ( Hayek ) প্রভৃতির মত যাঁহারা মনে করেন যে ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ বা সুদের হারে পরিবর্তন বাণিজ্যচক্রের জন্য প্রধানত দায়ী, তাঁহারা উহার প্রতিবিধানকল্পে টাকাকড়িসংক্রান্ত উপায়সমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থাসমূহ ( measures to regulate bank credit ) এবং (খ) সুদের হার সম্পর্কে সঠিক নীতি স্থির করা ( an appropriate interest policy )।

(ক) ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ ( Control of bank credit ) : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কি পরিমাণ ঋণ-সৃজন করিবে তাহা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেকাংশ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন, খোলা বাজারে কারবার ইত্যাদির সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনমত ব্যাংক-ঋণ বা ক্রেডিটের পরিমাণ কমাইবার বা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই সকল অস্ত্র বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধানকল্পে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন, ঊর্ধ্বগতির পর্যায়ে বিশেষ করিয়া চরম সমৃদ্ধির সময় ( boom period ) ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি, ঋণপত্র বিক্রয় ইত্যাদির সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিতে পারে এবং ইহার ফলে বাণিজ্যচক্রের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হইতে পারে। সেইরূপ অবনতি ও মন্দার পর্যায়ে ঋণ বা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রসমূহ ব্যবহার করিয়া ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং এই বর্ধিত ঋণ

---

১. সুতরাং $v=\dfrac{Kt-Kt_{-1}}{Qt-Qt_{-1}}=\dfrac{\triangle K}{\triangle Q}$

অর্থাৎ মূলধন উৎপন্নের বর্ধিত অনুপাত ( incremental capital-output ratio )।

২. "Investment per period is proportional to the change in output per period."

Lancaster : op. cit.

ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। এইরূপে ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধান করা যাইতে পারে।

(খ) সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে সঠিক নীতি গ্রহণ ( Adopting an appropriate policy regarding the rate of interest ): হায়েক ( Hayek ) প্রভৃতির মতে, সুদের হার এইরূপ হওয়া উচিত যে, যেন তাহার ফলে বিনিয়োগ ও ইচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের সমতা বজায় থাকে। সেইজন্য এই সমতা যাহাতে বজায় থাকে সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার কর্তৃক সুদ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারিত করিতে হইবে এবং এই 'স্বাভাবিক' হার যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হইবে।

**টাকাকড়িসংক্রান্ত উপায়সমূহের সীমাবদ্ধতা ( Limitations of the Monetary Remedies ):** কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও টাকাকড়িসংক্রান্ত উপায়সমূহই বাণিজ্যচক্র প্রতিবিধানের প্রধান অস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু কেইন্‌সের মতে, এই সকল প্রতিবিধানের কার্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ।

প্রথমত, ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধি ইত্যাদি ঊর্ধ্বগতির সময় বিশেষ কার্যকর হয় না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ঋণ সংকুচিত হইয়া অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হইতে পারে। তৃতীয়ত, মন্দার সময়ে ব্যবসায়ী মহলে নৈরাশ্যবাদের দরুন সুলভ ঋণ-ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। এই সকল কারণে টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহের কার্যকারিতা সম্পর্কে বর্তমানে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

**২। সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবিধান ( Fiscal Remedies ):** আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অধিকাংশের মতে, ফিস্‌ক্যাল বা সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত উপায়সমূহই হইল বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধানের প্রকৃষ্ট পন্থা।

বাণিজ্যচক্রের মন্দার সময় মোট বিনিয়োগ মোট ( পরিকল্পিত ) সঞ্চয় হইতে কম হইতে থাকে এবং সেইজন্য এই অবস্থায় মোট আয়, মোট নিয়োগ এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমিতে থাকে। সুতরাং এই মন্দার সময় সরকার যদি সরাসরি বিনিয়োগ বা জনহিতকারী কার্য ইত্যাদির দ্বারা মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারে তাহা হইলে ইহার ফলে মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে। আয়ের এই বৃদ্ধির দরুন পরবর্তীকালীন সময়ে মোট ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত মূল্যস্তর, নিয়োগ, উৎপাদন ইত্যাদি বাড়িতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে সরকারী ব্যয়নীতির ( policy of public expenditure ) ফলে অবনতি ও মন্দার প্রতিবিধান করা যাইবে।

এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারী ব্যয়নীতি এইরূপভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহার ফলে সমাজে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় যদি বেসরকারী ব্যয়ের পরিবর্ত ( substitute ) হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে এই ব্যয়ের ফলে মন্দাবস্থার কোন প্রতিবিধান হইবে না। যেমন, সরকার যদি অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া তাহার সাহায্যে ব্যয় বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সমাজে মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং একদিকে যেমন সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ সরকারী আয়, বিশেষ করিয়া করজনিত আয় ( tax-income ) কমাইতে হইবে। সেইজন্য মন্দার প্রতিবিধানকল্পে এইরূপ আয়ব্যয় নীতির ফলে ঘাটতি ( deficit ) বাজেটের প্রয়োজন হইতে পারে।

বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির অবস্থাতেও সরকারী আয়ব্যয়-পদ্ধতিকে কার্যকর করা যায়। বাণিজ্যচক্রের উন্নতির প্রথমদিকে যতক্ষণ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান এবং বিশেষ করিয়া শ্রমশক্তি বেকার থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি সমাজের পক্ষে অবশ্যই মংগলজনক। কিন্তু দেখা যায়, পূর্ণনিয়োগাবস্থার পরেও এই ঊর্ধ্বগতি চলিতে থাকে। এই অবস্থায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং সেইজন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ফলে কেবলমাত্র মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই ভুয়া সমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ্ ফাটিয়া গিয়া সংকট ও অবনতি আরম্ভ হয়। অন্যভাবে

বলা যায়, পূর্ণনিয়োগের স্তরের পরও যখন ব্যবসায়িগণ অতিরিক্ত আশাবাদী হইয়া বিনিয়োগ বাড়াইয়া চলেন তখন মোট বিনিয়োগ পরিকল্পিত সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। সেইজন্য এই অবস্থায় যাহাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়া যায় সরকার কর্তৃক সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা উচিত এবং অন্যদিকে করের পরিমাণ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা উচিত। এইরূপে সমাজে মোট ব্যয় ও বিনিয়োগ এরূপ একটি স্তরে রাখা প্রয়োজন যাহাতে একদিকে পূর্ণনিয়োগ বজায় থাকে এবং অপরদিকে পরিকল্পিত সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগের সমতা বজায় থাকে।

উপরি-উক্ত সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহকে বাণিজ্যচক্র-প্রতিরোধক আয়ব্যয়সংক্রান্ত নীতি ( Contra-cyclical Fiscal Policy ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নীতি কার্যকর করিবার জন্য লার্ণার ( A. P. Lerner ) নিম্নলিখিত তিনটি সূত্রের নির্দেশ দিয়াছেন :

(১) অর্থনৈতিক সমাজে যাহাতে সকল সময় মোট ব্যয়ের পরিমাণ যথোপযুক্ত হয় সরকার কর্তৃক সেই সম্পর্কে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বেসরকারী ব্যয়ের ( private spending ) পরিমাণ যদি কম হয় তাহা হইলে সরকারী ব্যয় বাড়াইতে হইবে অথবা করের পরিমাণ কমাইতে হইবে। পক্ষান্তরে বেসরকারী ব্যয় যদি অধিক হইয়া পড়ে তাহা হইলে সরকারী ব্যয় কমাইতে হইবে অথবা করের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

(২) সরকার তাহার নিজস্ব ঋণ-নীতির সাহায্যে সুদের হার এইরূপ স্তরে স্থির করিবে যে তাহার ফলে বিনিয়োগ সকল সময় কাম্য ( optimum ) স্তরে থাকে।

(৩) এই সকল পদ্ধতি কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনমত সরকারী মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে। অর্থাৎ, ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য দরকার হইলে অতিরিক্ত নোট ছাপাইতে হইবে। অন্যথায় বাজেটের আয়ব্যয়ের সমতার নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

---

**উপসংহার—আজিকার দিনের বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধান ( Conclusion—Remedies of Present-day Inflation ) :** বাণিজ্যচক্রের উপরি-বর্ণিত প্রতিবিধানসমূহকে পুরাতন ধর্ম ( Old-time Religion ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বর্তমান দিনের বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধানে উহারা বিশেষ কার্যকর নয়। বর্তমান দিনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এক বিষম সংকটে পতিত : মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধানে যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তবে অর্থ-ব্যবস্থার অবনতি সুরু হয় ; অপরদিকে যদি অবনতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তবে মুদ্রাস্ফীতি অনমনীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সংকটের বাহিরে আসিবার পথ কি—ইহা লইয়াই প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদগণ মাথা ঘামাইতেছেন। তবে তাঁহারা এখনও কোন গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হইতে পারেন নাই।[১]

---

**৩৬.১১ বাণিজ্যচক্রের পূর্বাভাষ প্রদান ( Forecasting of Business Cycles) :** বাণিজ্যচক্র অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ব্যবসাবাণিজ্যের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে অনুমান করিতে বিশেষ উৎসুক যাহাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অবশ্য শুধু ব্যবসায়ীই নয়, ফটকা কারবারীরাও ( speculators ) এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। কারণ, তাহাদের কাজই হইল দামের ওঠাপড়া—বাজারের তেজীমন্দা লইয়া। সরকারকে এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করিতে হয়। কারণ, সময়মত প্রতিবিধান অবলম্বন করিয়া তেজীমন্দার তীব্রতা হ্রাস সরকারের অর্থনৈতিক কার্যের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব, বিভিন্ন দিক দিয়াই বাণিজ্যচক্রের পূর্বাভাস প্রদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

---

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগানভিত্তিক নীতি ( supply principle ) অনুসরণের প্রচেষ্টা করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশ অন্যান্য ব্যবস্থাও অনুসরণ করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হয় নাই। ফলে অধিকাংশ দেশই হইয়া উঠিয়াছে সংরক্ষণবাদী ( protectionists )। *Time* and *Newsweek*, Dec. 6, '82

ইহা অবশ্য বিশেষ সহজ কাজ নহে—বাণিজ্যচক্রের গতি সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী করা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ারই মত। উভয়ই কখনও নির্ভুল হয় না। তবুও কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া বেশ কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে। বলা যায়, অর্থনৈতিক পূর্বাভাস প্রদান এখনও কলাবিদ্যার ( art ) পর্যায়ভুক্ত, ঠিক বিজ্ঞানে পরিণত হয় নাই। ওয়াশিংটনের অর্থবিদ্যাবিদদের সংস্থার ( The Economists' Club of Washington ) ইহাই ছিল সুস্পষ্ট অভিমত। অতীতে এই সংস্থা হইতে অনেক কিছুই ভ্রান্ত অনুমান করা হইয়াছিল যাহার দরুন সংস্থার সতর্কবাণী হইল : নির্দিষ্ট অনুমানের পথে না গিয়া ব্যাপ্তিরই নির্দেশ কর ( Don't deal with specific estimates but in ranges )।

অর্থ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার সর্বপ্রধান নির্দেশক হইল মোট জাতীয় আয় (GNP)। ইহা হইল দেশে উৎপন্ন মোট দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্যের সমষ্টি। মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ অনুমানে মোটামুটি তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় :

**তিনটি পদ্ধতি :** (ক) অগ্রপশ্চাৎ গতি অনুমান পদ্ধতি ( the lead and lag method ) ;

(খ) অতিক্রমণ পদ্ধতি ( the overshoot method ) ; এবং

(গ) পরস্পরবিরোধী বিষয়ের তুলনা-পদ্ধতি ( weighing opposing factors )।

**ক। অগ্রপশ্চাৎ গতি অনুমান পদ্ধতি ( The Lead and Lag Method ) :** এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পরিসংখ্যানের অতীত আচরণের অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে তাহারা কি (১) নিয়মিতভাবে ব্যবসাবাণিজ্যের গতির অগ্রবর্তী হইয়াছিল অথবা (২) ব্যবসাবাণিজ্যের গতির সহিত সমতালে চলিয়াছিল অথবা (৩) ঐ গতির পশ্চাৎবর্তী ছিল। ইহাদের মধ্যে যে শ্রেণীর পরিসংখ্যানগুলি অগ্রবর্তী ( those that lead ) তাহারাই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বাড়িঘর নির্মাণের জন্য চুক্তি ( contracts ) আসল নির্মাণকার্যের পূর্ববর্তী হয়, এবং উৎপাদনকার্য সুরু হইবার অনেক পূর্বেই মালমসলার অর্ডার দেওয়া হয়। মোট জাতীয় আয় বা উৎপন্নের নিম্নগতি নিয়োগ প্রান্তে অবনতি—অর্থাৎ বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হ্রাস হইল মন্দাবস্থার পূর্বাভাস। এগুলি না থাকিলে মন্দাবস্থা ঘটিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। আরও লক্ষণীয় হইল যে ভোক্তা ও খুচরা ক্রেতারা ( consumers and retailers ) তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে কিনা। না দিলে মন্দাবস্থার আশু সম্ভাবনা নাই।

বলা যায়, পরিসংখ্যানের এই সকল অগ্রবর্তী শ্রেণী ( leading series ) হইতে যাহা জানা প্রয়োজন তাহার বেশ কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে। যদি তাহারা একই প্রকার গতি নির্দেশ করে তাহা হইলে সহজেই বুঝা যায় যে ব্যবসাবাণিজ্যের গতি ঊর্ধ্বমুখী না নিম্নমুখী। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণীসমূহ ( the series ) মিশ্র প্রকৃতির হয় বলিয়া অনুমানে অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন, গৃহনির্মাণ শিল্পে মন্দাবস্থা দেখা না গেলেও বস্ত্রশিল্পে উহার সম্ভাবনা বর্তমান থাকিতে পারে।

**খ। অতিক্রমণ পদ্ধতি ( The Overshoot Method ) :** পদ্ধতিটি পূর্ববর্তী পদ্ধতিটির ন্যায় নির্ভরযোগ্য নহে। অতিক্রমণ পদ্ধতিটির অনুমান হইল যে যখনই অর্থনৈতিক কাজকর্ম স্বাভাবিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যায় তখনই দেখা যায় প্রতিক্রিয়া। এবং অতিক্রমণের মাত্রা যতই অধিক হইবে প্রতিক্রিয়ার পরিমাণও তত অধিক হইতে বাধ্য। সমস্যা হইল যে, যে-অবস্থাকে 'স্বাভাবিক' ( normal ) বলিয়া ধরিয়া বিচ্যুতির পরিমাপ করা হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

**গ। পরস্পরবিরোধী বিষয়ের তুলনা পদ্ধতি ( Weighing Opposing Factors ) :** এই পদ্ধতিতে ব্যবসাবাণিজ্যের ঊর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি নির্দেশক বিষয়সমূহের তালিকা প্রণয়ন করিয়া উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের মাধ্যমে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়।

অপ্রধান বা অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে আছে 'বিস্তার-সূচক' ( diffusion indices ), 'চাপ সূচক' ( pressure indices ) ইত্যাদি। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে নিয়োগের পরিমাণ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করিয়া দেখা হয় যে মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি দেখা যায়, ৫০ শতাংশ শিল্পে নিয়োগ

ঊর্ধ্বমুখী তবে ধরিয়া লওয়া হয় যে মোট কাজকর্ম সম্প্রসারিত হইবে। কারণ, কাজকর্ম এই সকল শিল্প হইতে ছড়াইয়া পড়িবে। সাধারণভাবে এই পদ্ধতি হইতে বাণিজ্যচক্রের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। সুতরাং ইহা ব্যবসায়ীদের আশানিরাশার দ্যোতক।

চাপ-সূচকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুপাতের তুলনা করা হয়। অনুপাতগুলি নিম্নলিখিত রূপ :

(ক) স্থায়ী ও অস্থায়ী দ্রব্যের ( durable and non-durable ) মধ্যে অনুপাত। দেখা যায়, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থায়ী উৎপাদনেই অস্থায়ী দ্রব্য উৎপাদন অপেক্ষা বেশী হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং স্থায়ী ও অস্থায়ী দ্রব্যের মধ্যে অনুপাত বাণিজ্যচক্রের গতি নির্দেশ করিতে সহায়তা করে। যদি অনুপাত স্থায়ী দ্রব্যের দিকে ঝুঁকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বাণিজ্যচক্রের গতি ঊর্ধ্বমুখী। বিপরীতপক্ষে উহা নিম্নমুখী।

(খ) কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে অনুপাত। অনুপাতের ঝোঁক কাঁচামালের দিকে হইলে উহা ঊর্ধ্বগতির এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দিকে হইলে উহা নিম্নগতির লক্ষণ।

(গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও গৃহনির্মাণের মধ্যে অনুপাত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে গৃহনির্মাণ কার্য বৃদ্ধি পাইবার দিকে ঝুঁকিবে কিনা।

(ঘ) কোম্পানীর শেয়ার ও বণ্ডের ( debenture, etc. ) মধ্যে অনুপাতও অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতি নির্দেশ করে। যদি লোকে বণ্ড অপেক্ষা শেয়ারেই অধিক বিনিয়োগ করিতে চাহে তবে বুঝিতে হইবে ব্যবসাবাণিজ্যের গতি সম্প্রসারণের দিকে। অবস্থা বিপরীত হইলে ব্যবসাবাণিজ্যের ঋণগতিই অনুমান করিতে হইবে।

---

উপসংহার : উপসংহারে বলা যায়, বর্তমান যুগ হইল পূর্বাভাস প্রদানের যুগ। সরকারী নীতিই হউক বা ব্যবসায়ের কার্যপদ্ধতিই হউক, পূর্বাভাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই পূর্বাভাস নির্ভুল হয় না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা গতিই নির্দেশ করে—আর কিছু নহে। তবুও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করিবার জন্য ইহা এক প্রকার অপরিহার্য বলিলেও চলে।[১]

---

## সংক্ষিপ্তসার

১. অর্থনৈতিক জীবন ও ব্যবসাবাণিজ্যের চক্রাকার পরিবর্তনকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়।

২. বাণিজ্যচক্রের চারিটি সুস্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায় :

(ক) পুনরুদ্ধার, (খ) সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতি, (গ) শীর্ষ ও অবনতি সুরু এবং (ঘ) সংকোচন বা নিম্নগতি।

৩. স্থায়িত্বের দিক দিয়া তিনপ্রকার বাণিজ্যচক্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় :

(ক) দীর্ঘকালীন চক্রপ্রবাহ, (খ) স্বল্পকালীন চক্রপ্রবাহ এবং (গ) মধ্যন্তরকালীন চক্রপ্রবাহ।

৪. বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে নানাবিধ তত্ত্ব আছে। এগুলির মধ্যে আর্থিক তত্ত্ব, কেইন্সের তত্ত্ব এবং গতিবৃদ্ধি ও গুণকের ঘাতপ্রতিঘাত তত্ত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

## প্রশ্নাবলী

১. বাণিজ্যচক্র বলিতে কি বুঝায়? বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

২. বাণিজ্যচক্র কাহাকে বলে? সংক্ষেপে বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে গুণক-গতিবৃদ্ধি তত্ত্বের আলোচনা কর।

[ C. U. B. Com. (H) 1985 ]

অথবা, দেখাও যে গুণক ও গতিবৃদ্ধির যুগপৎ কার্যকারিতা জাতীয় আয়ে বাণিজ্যচক্রজনিত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে। [ C. U. B. Com. (H) 1981 (supp.) ]

৩. গতিবৃদ্ধি তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। আয় নির্ধারণ তত্ত্বে গতিবর্ধক ও গুণকের গুরুত্ব কি?

[ C. U. B. Com. (H) 1986 ]

---

১. Samuelson and Northous : *Economics* ( 12th edn. )

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. P. A. Samuelson and W. D. Northaus :
*Economics* ( 12th edn., McGraw-Hill Kogakusha )
2. J. R. Hicks : *A Contribution to the Theory of Trade Cycles* ( Oxford, 1951 )
3. A. K. Sen : *Contemporary Economics* ( New Central, 1986 )

# ৩৭ টাকাকড়ি ও মূল্যস্তর
## ( Money and Prices )

*1. "Money is the alienated essence of man's work existence ; this essence dominates him and he worships it."* Karl Marx

*2 "Inflation is a rising general level of prices."* C. R. McConnel

এ-পর্যন্ত আমরা আর্থিক আয় নির্ধারক বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকার সাহায্যে জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। আমরা মোট জাতীয় উৎপন্নের তিনটি মূল উপাদান লইয়াও আলোচনা করিয়াছি। উপাদানগুলি হইল যথাক্রমে ভোগব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারী ব্যয়। আর্থিক আয় বা মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ (Q) এবং উহাদের বাজার দামের (P) গুণফল মাত্র। এখন যদি আর্থিক আয়ের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে আমরা জানিতে ইচ্ছুক হইব কি কারণে ইহা ঘটে? দামের পরিবর্তন না পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে?

কেবলমাত্র ব্যয়াধিক্যের ফাঁকের ( inflationary gap ) আলোচনা ছাড়া এ-পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে আমরা নীরবে অনুমান করিয়াছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থ-ব্যবস্থা নিয়োগের খুব উচ্চস্তরে ( অর্থাৎ পূর্ণ নিয়োগাবস্থার নিকটবর্তী স্তরে ) উপনীত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।[১] অর্থাৎ এ-পর্যন্ত আমরা অনুমান করিয়াছি যে মোট ব্যয় ( যাহা হইল ভোগ বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয়ের যোগফল বা সমষ্টিমাত্র ) তালিকার ডানদিকে স্থান পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ইহাই হইল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দ্যোতক। এই অনুমানটিকে ১৯২৯-৩০ সাল হইতে ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত—যখন বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয়—নির্ভুল বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু আজ এই অনুমানটি মোটেই নির্ভুল নহে।

আজিকার দিনে যখন আর্থিক আয় বা মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন মূল্যস্তর এবং উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পাইতে পারে। এবং আজিকার জগতে যখন একটি নূতন সমস্যার—যাহাকে 'বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি' ( stagflation ) বলিয়া অভিহিত করা হয়—সৃষ্টি হইয়াছে তখন আমরা প্রমাণ করিতে পারি না যে অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের স্তরে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে না। দেশে বেকার সমস্যা দেখা দিলেও মজুরির হার ও দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এই অধ্যায়ে আমরা দ্রব্যমূল্যের সাধারণ স্তরের পরিবর্তনের উপরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। যে প্রশ্নগুলি এই প্রসংগে প্রাসংগিক সেগুলি হইল :

১. যুদ্ধের সময় দ্রব্যাদির মূল্য অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় কেন?

২. কেন কখনও কখনও লাফাইতে লাফাইতে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ( galloping inflation ) ঘটে?

৩. কেন ১৮৯২ সালের পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবিষ্কার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের যোগান বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে?

৪. কেন আর্জেন্টিনাতে ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসের হিসাব অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির বাৎসরিক শতকরা হার ছিল ৫৩৩.৭?

এই অধ্যায়ে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং নিঃসন্দেহে কঠিন প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করা হইবে। অধ্যায়ের প্রথম অংশে দ্রব্যমূল্যের বা সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল লইয়া আলোচনা

---

১. এখন আমরা অনুমান করিয়াছি যে সমস্ত তালিকাগুলিকে এ-পর্যন্ত মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ করিয়া চলতি টাকার অংকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

করা হইবে। ইহার পর সরাসরি দ্রব্য বিনিময়, টাকাকড়ির ইতিহাস ও প্রকৃতি এবং টাকাকড়ির যোগান সংক্রান্ত কয়েকটি মূল বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হইবে।

অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব কিভাবে অর্থের যোগানের পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্যের সাধারণ স্তর পরিবর্তিত হয়। এই প্রসংগে আমরা বিনিময়ের সমীকরণটির ( the equation of exchange ) অবতারণা করিব এবং উহার সহিত অর্থের পরিমাণতত্ত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিব। এই সকল ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী অধ্যায়-সমূহে আমরা ব্যাংক-ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতি লইয়া আলোচনা করিব।

আমরা আবিষ্কার করিব যে অর্থের যোগানের পরিবর্তন মোট ব্যয় তালিকা $(C+I+G)$ ডান ও বাঁ উভয় দিকেই স্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এবং আমরা দেখিব যে আধুনিক কালে চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত চিরাচরিত সমস্যা ছাড়াও আরও একটি নূতন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এই নূতন সমস্যাটি হইল ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি।

## ৩৭.১ মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ : সূচকসংখ্যার ব্যবহার ( Measurement of Inflation : Use of Index Numbers )

**সাধারণ মূল্যস্তরে পরিবর্তনের পরিমাপ ( Measurement of Changes in the General Price Level ) :** মূল্যস্তর বা জিনিসপত্রের গড় দাম নানা প্রকারের হইতে পারে—যথা, বিলাসদ্রব্যের মূল্যস্তর, শ্রমিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যস্তর, ইত্যাদি। চালডাল গম আটা তৈল লবণ মসলাপাতি বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি—সকল জিনিসের গড় দামকে 'সাধারণ মূল্যস্তর' বলা যাইতে পারে। এই সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনই দেশের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেইজন্য বিভিন্ন সময়ে ইহার পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয় এবং সাধারণ মূল্যস্তরবৃদ্ধি বা টাকাকড়ির মূল্যহ্রাসের ফলে দরিদ্র চাকুরিয়ারা যাহাতে দুর্দশায় পতিত না হয় তাহার জন্য মাগগি-ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, ইত্যাদি। মূল্যস্তর কমিয়া আসিলে—অর্থাৎ টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মাগ্‌গি-ভাতা আবার কমাইয়া দেওয়া হয়, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা হয়।

কিন্তু এক সময়ের তুলনায় অন্য এক সময়ে মূল্যস্তর বাড়িল কি কমিল এবং কতটা পরিমাণ বাড়িল বা কমিল তাহা বুঝা যায় কিরূপে? ইহা বুঝিবার উপায় হইল সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া পরীক্ষা করা। এই পদ্ধতিকে সূচকসংখ্যা পদ্ধতি ( Device of Index Numbers ) বলা হয়। সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করিয়া দ্রব্যমূল্য বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য ( absolute value ) পরিমাপ করিবার কোন উপায়ই নাই ; যাহা করা যায় তাহা হইল উহার আপেক্ষিক মূল্য ( relative value )—অর্থাৎ অন্য এক সময়ের তুলনায় উহার পরিবর্তন নির্ধারণ করা। টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যত প্রকার দ্রব্য ও যে পরিমাণ সেবা পাওয়া যায় তাহাদের সকলেরই একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে এক টাকার মূল্য হইল ২ কিলোগ্রাম চাল, ৩ কিলোগ্রাম গম, ½ কিলোগ্রাম ডাল, ১ খানি সূক্ষ্ম শাড়ীর এক-দশমাংশ, ১ খানি মোটা ধুতির এক-চতুর্থাংশ, কলেজের ছাত্র-বেতনের এক-ষষ্ঠাংশ, ডাক্তারের ফী'র এক-পঞ্চমাংশ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে যে-তালিকা প্রস্তুত হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহা সীমাহীন হইবে। সুতরাং ইহা সম্ভব নহে।

**মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ : সূচকসংখ্যার ব্যবহার :** এখন প্রশ্ন হইল মুদ্রাস্ফীতি কি ভাবে পরিমাপ করা যায়? উত্তর হইল দ্রব্যাদির খুচরা দামের সূচকের ( retail price index ) পরিবর্তন দ্বারা। ভোক্তারা বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার বাজার হইতে যে যে দামে ক্রয় করে ইহা তাহাদের পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে।

**সূচক সংখ্যা বলিতে কি বুঝায় ? :** একটি সূচকসংখ্যা হইল এমনই একটি পদ্ধতি যাহা দ্বারা কতকগুলি সম্পর্কযুক্ত চলের পরিবর্তনের গড় নির্ধারণ করা হয় এবং এই গড় পরিবর্তনগুলিকে একটি অঙ্কের প্রকাশ করিয়া দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করা হয়।

কতকগুলি শ্রেণীর দ্রব্যাদি নির্বাচন করা হয় এবং একটি বিশেষ বৎসরে—যে বৎসরটিকে ভিত্তি বৎসর ( base year ) বলিয়া গণ্য করা হয়—তাহাদের দামগুলি জানিয়া বা টুকিয়া রাখা হয়। এই বৎসরে দামকে ১০০ বলিয়া ধরা হয়। ( যেমন আমাদের দেশে ১৯৭০-৭১-কে ভিত্তি বৎসর ধরিয়া ১৯৭০-৭১=১০০ বলিয়া প্রকাশ করা হয় )। যদি এই সকল নির্বাচিত দ্রব্যাদির দাম পরবর্তী বারমাসে শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ঐ বৎসরের সূচকসংখ্যা হইবে ১০১। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায় :

**উদাহরণ ১**

| প্রথম বৎসর | | | দ্বিতীয় বৎসর | | |
|---|---|---|---|---|---|
| দ্রব্যাদি | দাম | সূচক | দ্রব্যাদি | দাম | সূচক |
| ক | ২½ পয়সা | ১০০ | ক | ৫ পয়সা | ২০০ |
| খ | ১০ " | ১০০ | খ | ১৪ " | ১৪০ |
| গ | ৭৫ " | ১০০ | গ | ১০৮ " | ১৪৪·০ |
| | | ৩০০ | | | ৪৮৪·০ |
| দ্রব্যমূল্য সূচক = ৩০০ ÷ ৩ = ১০০ | | | দ্রব্যমূল্য সূচক = ৪৮৪·০ ÷ ৩ = ১৬১·৩ | | |

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখি যে তিনটি দ্রব্যের গড় মূল্য এক বৎসরে শতকরা ৬১·৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

**ভারযুক্ত সূচক ( Weighted Index ) :** উপরের উদাহরণটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নহে। ইহার কারণ ইহা প্রতিটি দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছে। বাস্তবে দেখা যায় যে ভোক্তারা সাধারণ কতকগুলি দ্রব্যের উপর অধিক ব্যয় করে আর অন্যান্য কতকগুলি দ্রব্যের উপর কম ব্যয় করে। সুতরাং সূচকসংখ্যা প্রণয়নকালে এই বিষয়টি স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সূচকসংখ্যাটিকে বাস্তবধর্মী হইতে হইলে কতকগুলি দ্রব্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, ভোক্তারা ডালডালের উপর অধিক এবং রেডিও বা বাদ্যযন্ত্রের উপর স্বল্প অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং প্রতিটি দ্রব্যকে উপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। প্রতিটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে ভার প্রয়োগ করা হয় তাহা উহাদের গুরুত্ব নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ভোক্তারা তাহাদের আয়ের শতকরা ১০ ভাগ ক-দ্রব্যের উপর, ৩০ ভাগ খ-দ্রব্যের উপর এবং ৬০ ভাগ গ-দ্রব্যের উপর ব্যয় করে তাহা হইলে ভারগুলি হইবে এইরূপ ১ : ৩ : ৬। এখন প্রতিটি দ্রব্যের পৃথক সূচকগুলিকে তাহাদের ভার দ্বারা গুণ করিতে হইবে। ইহার পরবর্তী স্তরে ভারযুক্ত সূচকগুলির যোগফল নির্ণয় করিয়া উহাদের ভারের যোগফল দ্বারা ভাগ করিলে যে গড় নির্ধারিত হইবে তাহাকে ভারযুক্ত সূচকসংখ্যা বলিয়া অভিহিত করা হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার উদাহরণটিতে ইহা বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে এই ভারযুক্ত সূচক বিভিন্ন ফল প্রদান করিয়াছে। এক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য শতকরা ৫৩·২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে যদিও পূর্ববর্তী উদাহরণে ( অর্থাৎ ভারহীন সূচকে ) বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৬১·১ শতাংশ ( উদাহরণ ১ )। কারণ হইল দ্বিতীয় উদাহরণে ( ভারযুক্ত সূচক ) গ দ্রব্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার দাম ক ও খ অপেক্ষা কম বৃদ্ধি পাইয়াছে।

**উদাহরণ ২**

**প্রথম বৎসর**

| দ্রব্য | দাম | ভার | সূচক | ভারযুক্ত সূচক |
|---|---|---|---|---|
| ক | ২½ পয়সা | ১ | ১০০ | ১০০ |
| খ | ১০ " | ৩ | ১০০ | ৩০০ |
| গ | ৭৫ " | ৬ | ১০০ | ৬০০ |
| | | ১০ | | ১০০০ |

দ্রব্যমূল্য সূচক = ১০০০ ÷ ১০ = ১০০।

**দ্বিতীয় বৎসর**

| দ্রব্য | দাম | ভার | সূচক | ভারযুক্ত সূচক |
|---|---|---|---|---|
| ক | ৫ পয়সা | ১ | ২০০ | ২০০ |
| খ | ১৫ " | ৩ | ১৫০ | ৪৫০ |
| গ | ১০০ " | ৬ | ১৩৩·৩ | ৭৯৯ ৮ |
| | | ১০ | | ১৪৪৯·৮ |

দ্রব্যমূল্য সূচক = ১৪৪৯·৮ ÷ ১০ = ১৪৪·৯।

**সূচকসংখ্যা প্রণয়ন ও ব্যবহারসংক্রান্ত সমস্যা :** সূচকসংখ্যা দ্বারা বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপ করা যায় সত্য কিন্তু ইহাদের প্রণয়ন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এ-সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমত, ভিত্তি বৎসর নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই তবে ভিত্তি বৎসরকে একটি সাধারণ বৎসর ( normal year ) হইতে হইবে যখন যুদ্ধ, বন্যা ও অন্যান্য কোন কিছু দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থা আক্রান্ত হয় না। ভিত্তি বৎসর হইতে আমরা যতই দূরে যাই ইহা ততই অবাস্তব হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়ত, প্রতি বৎসরই কতকগুলি নূতন নূতন দ্রব্য বাজারে ছাড়া হয়। এগুলি সম্পর্কে কি করা উচিত তাহা সূচকসংখ্যায় বলা হয় না।

তৃতীয়ত, সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যাদির গুণাগুণে পার্থক্য ঘটিতে পারে। যেমন, এখন একটি মোটর গাড়ীর দাম গত বছরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ অধিক হইতে পারে কিন্তু অতিরিক্ত দাম গুণগত উৎকর্ষের সূচকও হইতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারযুক্ত সূচক প্রণয়ন করা খুব সহজসাধ্য কাজ নহে, কারণ প্রতিটি দ্রব্যের ভার, আয় ও রুচির পরিবর্তনের ফলে প্রতি বৎসরই পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং সূচকসংখ্যা প্রণয়ন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নতুবা ইহা বাস্তবধর্মী হইবে না।

## ৩৭.২ দ্রব্যমূল্য ও টাকাকড়ির যোগান ( PRICES AND THE SUPPLY OF MONEY )

যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কখনও কখনও দ্রব্যমূল্য অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আবার কখনও কখনও ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে আবার কখনও কখনও মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই বরং হ্রাস পাইয়াছে। মূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিকেই আমরা মুদ্রাস্ফীতি ( inflation ) বলি। অপরপক্ষে মূল্যস্তরের ক্রমাগত হ্রাসকে আমরা মুদ্রাসংকোচ ( deflation ) বলি।

### মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচ কাহাকে বলে ( What Are Inflation and Deflation )

মুদ্রাস্ফীতি বলিতে আমরা সাধারণত এমনই একটি সময়ের কথা ভাবি যখন দ্রব্যাদির ও উপকরণের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, ইহা দ্বারা শুধুমাত্র আমরা ভাত, রুটি, জামাকাপড়, ইত্যাদির দাম বৃদ্ধিকেই বুঝি না। ইহা দ্বারা আমরা ক্রমাগত মজুরি বৃদ্ধি, খাজনা বৃদ্ধি, সুদের হার বৃদ্ধিকেও

বৃদ্ধি। ইহার বিপরীত অবস্থাকেই মুদ্রাসংকোচ বলা হয়। ইহা দ্বারা এমনই একটি সময়ের কথা উল্লেখ করা হয় যখন অধিকাংশ দ্রব্যাদি ও উপকরণের বাজার দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচ বলিতে সাধারণ মূল্যস্তরের উচ্চ বা নিম্ন স্তরকে বুঝায় না, বুঝায় সময়ের ব্যবধানে ইহার পরিবর্তনকে। মুদ্রাস্ফীতি শব্দটিকে দ্রব্যাদির দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের সহিত এক অর্থে ব্যবহার করা ভুল। একটি অর্থ-ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যের সাধারণ স্তরে স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু একই সংগে বিভিন্ন বাজারে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে আপেক্ষিক দামের ( relative prices ) পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতে পারে। যেমন চা-এর দাম প্রতি কেজি ২ টাকা বৃদ্ধি পাওয়া এবং চিনির দাম কেজি প্রতি ১ টাকা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকিতে পারে। অপরদিকে আবার সকল দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হইতে পারে এবং শতকরা ২৫ ভাগ পরিবর্তিত হইতে পারে।[১]

## মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের ফলাফল ( Effects of Inflation and Deflation )

মুদ্রাস্ফীতিই হউক বা মুদ্রাসংকোচই হউক কখন সকল দ্রব্যের দাম একই দিকে বা একই হারে পরিবর্তিত হয় না। এই কারণে দ্রব্যাদির আপেক্ষিক দাম ও সমাজের মোট ব্যয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচ এই দুই প্রক্রিয়ার ফলে (ক) সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে এবং (খ) যদি অর্থ-ব্যবস্থা সুরুতে পূর্ণনিয়োগ অবস্থার নিম্নে অবস্থান করে তাহা হইলে মোট উৎপন্নেরও পরিবর্তন ঘটে।

অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির ( unanticipated inflation ) ফলে অধমর্ণের লাভ হয়, উত্তমর্ণের লোকসান হয়। মুদ্রাসংকোচ হইলে ঠিক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ধরা যাউক এক ব্যক্তি আজ ১000 হাজার টাকা তাহার বন্ধুকে ঋণ দিলেন এবং আজ হইতে এক বৎসর পরে উহা ফিরিয়া পাইলেন। যদি ইতিমধ্যে সকল দ্রব্যের বাজার দাম দ্বিগুণ হইয়া যায় তাহা হইলে অধমর্ণ ঠিক যে টাকা ধার করিয়াছিলেন অর্থের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতার দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার ঠিক অর্ধেক অংশ ফিরাইয়া দিলেন। আর যদি দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উত্তমর্ণের সম্পদ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। বস্তুত, ১৯২০ হইতে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত জার্মানীতে যে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়াছিল তাহার ফলে ঠিক এইরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়

আবার ১৯৩৯ সালের পর আমাদের দেশে যাহারা সরকারী বণ্ড ক্রয় করিয়া ৬ শতাংশ সুদ অর্জন করেন তাঁহারা দেখেন যে সুদ ও আসল উভয় দ্বারাও তাঁহারা ১৯৪৬ সালে সমপরিমাণ দ্রব্যাদি—যাহা ১৯৩৯ সালে আসল দিয়া ক্রয় করা যাইত—ক্রয় করিতে অক্ষম।

অপরদিকে আবার যাহারা বাড়ী, জমি ও অন্যান্য সম্পদে বা শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করেন তাঁহারা মুদ্রাস্ফীতির সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মূলধনী লাভ করিতে থাকেন। ১৯৭৮ সালে যাঁহারা কলিকাতায় ৭0 টাকা স্কোয়ার ফুট দামে ফ্ল্যাট কিনিয়াছিলেন তাঁহারা ১৯৮৬ সালে সেই ফ্ল্যাট ৪৫0 টাকা স্কোয়ার ফুট অনুসারে বিক্রয় করেন।

মুদ্রাস্ফীতির সময় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পায়। যে সময়ে কাঁচামাল ক্রয় করা হয় এবং যে সময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয় তাহাদের মধ্যে ব্যবধান দেখা যায় বলিয়া কম দামে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া অধিক দামে ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হয়। স্থির ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া এবং অন্যান্য ব্যয় দ্রব মূল্য অপেক্ষা স্বল্প হারে বৃদ্ধি পায় বলিয়া মুনাফার বৃদ্ধি ঘটে এবং কখনও কখনও ইহার বৃদ্ধি জীবনধারণের ব্যয় ( cost of living ) অপেক্ষা অধিক হারে ঘটে। বস্তুত যে

১. স্মরণ রাখিতে হইবে যে শুধুমাত্র আপেক্ষিক দাম অপরিবর্তিত থাকিতে পারে, অনাপেক্ষিক দাম নহে। যেমন চা ও চিনি উভয়ের দামই যদি শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহাদের আপেক্ষিক দাম বা উহাদের দামের অনুপাতে কোন পরিবর্তন হইবে না।

২. জীবন-বীমা সম্পদ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি প্রদানের জন্য গচ্ছিত রাখা অর্থের ক্ষেত্রে ইহা প্রকট হইয়াছিল।

সময় ভীষণভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় সে সময়ে যে কোন বোকা লোকও আর্থিক ব্যাপারে পণ্ডিত হইয়া উঠেন।[১]

মুদ্রাসংকোচের সময় ঠিক বিপরীত ঘটনাগুলি ঘটিতে থাকে। উত্তমর্ণগণ ও স্থির আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধমর্ণ ও মুনাফা অর্জনকারী সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিয়া লাভ করিতে চান। যে সময়ে উত্তমর্ণগণ অর্থ ঋণ দেন এবং যে সময়ে তাঁহারা অর্থ ফিরিয়া পান উহাদের ব্যবধানে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে উত্তমর্ণগণ যাহা ফিরিয়া পান তাহার ক্রয়ক্ষমতা প্রদেয় টাকার ক্রয়ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায়। অন্যদিকে এক ব্যবসায়ী যখন অধিক দামে একটি দ্রব্য ক্রয় করিয়া পর স্বল্পদামে দ্রব্যটি বিক্রয় করেন তখন লোকসানের সম্মুখীন হয়।

মুদ্রাসংকোচের সময় স্থির আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেমন অফিস কর্মচারী বা স্কুল শিক্ষকগণের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে যাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত সঞ্চয় দিয়া সরকারী বণ্ড ক্রয় করেন অর্থনৈতিক মন্দার সময় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে।

অপরদিকে আবার জাতীয় আয় ও কর-রাজস্বের তুলনায় সরকারী ঋণের প্রকৃত ভার বৃদ্ধি পায়। আর যাঁহারা মাটির নীচে টাকা পুঁতিয়া রাখেন তাহারা দেখেন যে তাঁহাদের সম্পদের প্রকৃত মূল্য মূল্যস্তর হ্রাসের ফলে প্রতি দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি বৎসরে মূল্যস্তর ১০ শতাংশ হ্রাস পায় তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কিছু না করিয়াই ১০ ভাগ সুদ অর্জন করিবেন। অপরদিকে সেই সকল শিল্পপতিগণ যাঁহারা নূতন নূতন লোক নিয়োগ করিতেছেন তাঁহারা দেখেন যে তাঁহারা মজুরির পরিমাণই উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না, মুনাফা অর্জন করা ত দূরের কথা।

নানাবিধ গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ হইতে যুবকসম্প্রদায়ের নিকট পুর্নবন্টিত হয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতি বৎসরই দেখেন যে তাঁহার স্থির আয় দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

**প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি ( Anticipated Inflation )**

কিছু কাল পর্যন্ত চলার পর মুদ্রাস্ফীতি আর অপ্রত্যাশিত থাকে না। সকলেই মুদ্রাস্ফীতিকে জীবনযাত্রার একটি অংগ বলিয়া ধরিয়া লইয়াই সকল প্রকার হিসাবনিকাশ করেন। ইহার ফলে বাজারে সুদের হার নির্ধারণ করিবার সময় মূল্যস্তর বৃদ্ধির কথাও বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা সকলেই মোটামুটিভাবে আশা করি প্রতি বৎসরে মূল্যস্তর শতকরা - ভাগ বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে আমাদের বণ্ডের বা অন্যান্য আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুদের হারকে ৩ শতাংশের পরিবর্তে ১২ শতাংশ হইতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতির সময় সুদের হারের এই পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ব্রাজিল, চিলি ও অন্যান্য বহু দেশে দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

**উৎপাদন ও নিয়োগের উপর মূল্যস্তর পরিবর্তনের ফলাফল ( Effects of Changes in Price Level on Production and Employment )**

আয় পুর্নবন্টন করা ছাড়া, অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি সমাজের মোট প্রকৃত আয় ও উৎপাদনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলে নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় শিল্পের চাকায় তেল দেওয়া হয় এবং উৎপাদন সর্বাধিক হয়। বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহাই দেখা যায়।

এই কারণেই ব্যবসায়গোষ্ঠী ও শ্রমিকসংঘের নেতাগণ সামান্য মুদ্রাসংকোচ ( little deflation ) এবং সামান্য মুদ্রাস্ফীতির ( little inflation ) গুণাগুণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন

১. "In periods of great inflation, every reckless fool is a great financier."

যে মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষা মুদ্রাসংকোচ হইল অর্থ-ব্যবস্থার দিক দিয়া অধিক ক্ষতিকারক। মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যে ক্ষতি হয় তাহা মুদ্রাসংকোচের সময় ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের ও সমাজের অন্যান্য সকল শ্রেণীর যে লাভ হয় তাহা অপেক্ষা কম।

মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির-আয়বিশিষ্ট শ্রমিকদেরও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে কারণ তাঁহারা নূতন নূতন নিয়োগের সুযোগ পান এবং ফলে ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন। ইহা ছাড়া বণ্ড হইতে প্রাপ্ত সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উত্তমর্ণদের ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। আবার অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বা পেনশনভোগীদের যে ক্ষতি হয় তাহা সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার আর্থিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে অনেকটা পূরিত হয়।

অপরদিকে আবার মুদ্রাসংকোচের ফলে উপকরণসমূহের নিয়োগহীনতা বৃদ্ধি পায়। শ্রম ও মূলধনের চাহিদা ও নিয়োগ হ্রাস পাওয়ার ফলে সমাজের মোট কল্যাণ হ্রাস পায়। সুতরাং এক দিক দিয়া দেখিলে লাভবানদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতির পরিমাণ অধিক হয়। বস্তুত, অর্থ ব্যবস্থায় ভীষণভাবে মন্দা দেখা দিলে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ, এই অবস্থায় উত্তমর্ণের পক্ষে ঋণ আদায় করাও কঠিন হইয়া পড়ে।

উপরের মন্তব্যগুলি হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় কেন অর্থনৈতিক মন্দার সময় ( যখন বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ) ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে কাম্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়—যদিও মোট ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তরের উপর সামান্য ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি হয়। যখন অর্থ-ব্যবস্থা প্রবল মন্দা অবস্থায় উপনীত হয় তখন সরকারী ও বেসরকারী ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নূতন নিয়োগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়। ফলে প্রকৃত আয়ও বৃদ্ধি পাইবে।

এই একই যুক্তি অনুসারে যে মুহূর্তে অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় উপনীত হয় এবং যখনই কলকারখানা বা যন্ত্রপাতির পূর্ণব্যবহারের স্তরে পৌঁছায় একমাত্র তখনই অতিরিক্ত ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

**মুদ্রাস্ফীতি বনাম মুদ্রাসংকোচ ( Inflation versus Deflation )**

যদি আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের মধ্যে নির্বাচন করিতে বলা হয় তাহা হইলে আমরা সকলেই মুদ্রাস্ফীতির সপক্ষে ভোট দিব। ইহার কারণ মুদ্রাসংকোচের ফলে যে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহা সমাজের উপর যে কুফল প্রদর্শন করে তাহা মুদ্রাস্ফীতির ফলে খাজনার উপর নির্ভর ব্যক্তিগণের আয় হ্রাস পাওয়া অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যই খাজনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের যথেষ্ট ক্ষতি করে, কারণ তাঁহাদের আয় স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যদি অর্থ-ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ইহা উৎপাদন ও নিয়োগকে সর্বাধিক করে। অন্যভাবে বলিতে গেলে মোট উৎপাদন ও নিয়োগের দিক হইতে দেখিলে মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাসংকোচ অপেক্ষা কাম্য কিন্তু জাতীয় আয় ও সম্পদের বণ্টনের দিক হইতে ইহা মুদ্রাসংকোচও অধিক কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সমাজের দিকে সেই অবস্থার সর্বাপেক্ষা যে অবস্থায় পূর্ণনিয়োগ ও আয় বন্টনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সমতা পাশাপাশি বজায় রাখা যায়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে যাঁহাদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা অধিক তাঁহারা ( অর্থাৎ দরিদ্রশ্রেণী যাঁহাদের সঞ্চয় প্রবণতা অধিক তাহাদের ( অর্থাৎ ধনীকশ্রেণী ) অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই কারণে দরিদ্রশ্রেণী হইতে ধনিকশ্রেণীর নিকট আয় পূর্ণবন্টিত হইয়া যায়।

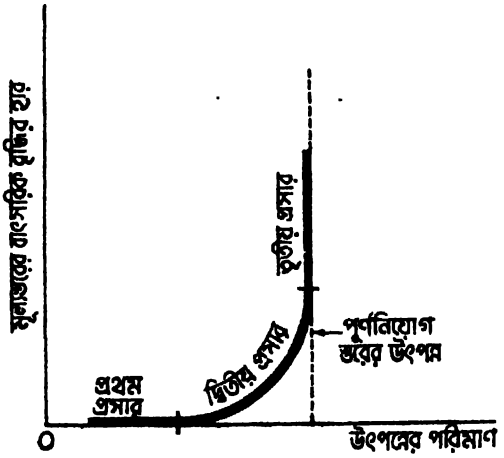
অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের মধ্যে এই দ্বিবিভাজন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইহার কারণ কোনটিই সমাজের দিক দিয়া কাম্য নহে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। ইহার কারণ যে কোন উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকলাপের জন্য মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব বজায় রাখা একান্তভাবে প্রয়োজন। অর্থমূল্যের প্রাণবন্ত হ্রাসবৃদ্ধি ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও নিয়োগ—সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই বিপর্যস্ত করিয়া তুলে। ইহার কারণ পরিবারগোষ্ঠী বা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিকল্পনাগুলি টাকার অংকে গ্রহণ করা হয় এবং এই পরিকল্পনাগুলির মূল অনুমান হইল এই যে সাধারণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব বজায় থাকিবে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের উভয়ই অর্থনৈতিক

স্থায়িত্বের ব্যাপারে জনসাধারণ আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করিয়া দেয়। লোকের মনে অর্থ-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব লইয়া সন্দেহ জাগে। ইহার ফলে অর্থ-ব্যবস্থার ভাঙন ধরা সুরু হয়।

**মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্ব ( Theories of Inflation )**

মূলত দুইটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়—মোট চাহিদা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি। এই কারণে মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে দুই ধরনের তত্ত্ব উপস্থাপন করা হইয়াছে। তত্ত্ব দুইটি লইয়া এখন সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

**(১) চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ( Demand-pull Inflation ) :** পরম্পরাগতভাবে অনুমান করা হইয়াছে যে উদ্বৃত্ত চাহিদার ফলেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। এই অনুমানটি কেইন্‌সের আয় ও নিয়োগ তত্ত্বে যথেষ্ট সমর্থন লাভ করিয়াছে। পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় উপনীত হইবার পর একটি অর্থ-ব্যবস্থায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ ইহার উৎপাদনক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় ব্যবসায়গোষ্ঠীর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এই অতিরিক্ত চাহিদা মিটান সম্ভব নহে। ইহার কারণ অর্থ-ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পূর্ণনিয়োগ স্তরে উপনীত হইয়াছে। এই কারণে এই অতিরিক্ত চাহিদা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহাই চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নামে পরিচিত।



রেখাচিত্র ৩৭.১ : নিয়োগের স্তর ও মূল্যস্তর

এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতির মূল বক্তব্যকে **'অত্যধিক টাকা কতিপয় দ্রব্যকে ধাওয়া করা'** ( too much money chasing too few goods ) শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটির সাহায্যে এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের স্তরে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব হইতেই মূল্যস্তরের বৃদ্ধি সুরু হইয়াছে। পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় অতিরিক্ত ব্যয় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।[১] বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

রেখাচিত্রের প্রথম প্রসার বা স্তরে ( first range ) মোট ব্যয় ( অর্থাৎ $C+I+G$ ) এতই অল্প যে জাতীয় আয় ইহার সর্বাধিক স্তর অপেক্ষা অনেক কম। এক্ষেত্রে সমাজের প্রকৃত উৎপন্ন ( actual output ) ও সম্ভাব্য উৎপন্নের (potential output) মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই অবস্থায় কর্মে যোগদান করিতে ইচ্ছুক এইরূপ বেকারের হার অধিক হয় এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনক্ষমতার একটি বিরাট অংশ অলস হইয়া পড়িয়া থাকে। এখন অনুমান করা যাইতে পারে যে এই অবস্থায় মোট চাহিদা ( aggregate demand ) বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং বেকারত্বের হার হ্রাস পাইবে। কিন্তু এই অবস্থায় মূল্যস্তরের হয় অতি সামান্য বৃদ্ধি ঘটিবে অথবা কোন বৃদ্ধিই ঘটিবে না। ইহার কারণ হইল এই যে চাহিদা বৃদ্ধিতে সাড়া দিয়া উৎপাদকগণ অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবেন। ইহার ফলে উপকরণসমূহের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যেহেতু অর্থ ব্যবস্থায় অলস উৎপাদনক্ষমতা এবং উপকরণসমূহের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সেহেতু চলতি দামে অতিরিক্ত শ্রম ও অন্যান্য উপকরণ নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। একজন বেকার শ্রমিক নিশ্চয়ই ইন্টারভিউ দিবার সময় মজুরি বৃদ্ধির কথা বলিবে না। পঞ্চম অধ্যায়ের চাহিদা ও যোগান বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে চাহিদা বৃদ্ধির

১. "The price level generally begins to rise before full employment is reached. At full employment, additional spending tends to be purely inflation." C. R. McConnell ; *Economics* ( 9th edn., McGraw-Hill, 1985 )

ফলে যখন দাম বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে তখন যোগান বৃদ্ধি চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত দাম বৃদ্ধিকে বানচাল করিয়া দেয়। যেহেতু অর্থ ব্যবস্থায় অলস উপকরণসমূহের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং অতিরিক্ত উৎপাদন লাভজনক হইয়া দাঁড়ায় সেহেতু যোগান বৃদ্ধি সম্ভব ও লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং চাহিদা ও যোগান উভয়ের বৃদ্ধির নীট ফল হইল দাম বৃদ্ধি ব্যতিরেকে উৎপাদন বৃদ্ধি।[১]

যদি মোট চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থা দ্বিতীয় প্রসারে (স্তরে) প্রবেশ করে। এই স্তরে ইহা পূর্ণনিয়োগের দিকে অগ্রসর হয় এবং ইহা সমস্ত উপকরণগুলি পূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে থাকে। কিন্তু উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব হইতেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার কারণ হিসাবে বলা যায় যে যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন অলস উপকরণগুলির যোগান সকল ক্ষেত্রে ও শিল্পে একই সংগে নিঃশেষ হইয়া যায় না। কিন্তু উপকরণগুলির যোগান ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিলে দ্রব্যাদি উৎপাদনের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। কতকগুলি শিল্প অন্যান্য শিল্পের পূর্বেই উহাদের উৎপাদনক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে বলিয়া পুনরায় চাহিদা বৃদ্ধিতে সাড়া দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এই শিল্পগুলিতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির দামবৃদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শ্রমের বিশেষত দক্ষ শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ফলে কতকগুলি ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে পূর্ণনিয়োগ দেখা যায় এবং আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ইহা ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে দাম বৃদ্ধি করিতে বাধ্য করে। শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি বা যোগান হ্রাসের ফলে শ্রমিক সংঘগুলির যৌথ দরাদরির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ইহারা মজুরি বৃদ্ধি -দাবী করে। অর্থ-ব্যবস্থা যখন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় তখন এই দাবী মানিয়া লওয়াই কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। নতুবা ধর্মঘটের ফলে উৎপাদন বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু, মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এই বর্ধিত ব্যয় অতি সহজেই বর্ধিত দাম হিসাবে ভোক্তার গোষ্ঠীর উপর চাপাইয়া দেওয়া যায়। পরিশেষে, অর্থ-ব্যবস্থা যখন পূর্ণনিয়োগের দিকে অগ্রসর হয়, তখন ফার্মগুলি অদক্ষ (অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় স্বল্প উৎপাদনশীল) শ্রমিকদের নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় এবং দাম উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এই স্তরে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহাকে অপূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি (premature inflation) বলা হয় কারণ অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছাইবার পূর্বে এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। পরিশেষে যখন তৃতীয় স্তরে মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন অর্থ-ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রেই পূর্ণনিয়োগের অবস্থা সৃষ্টি হয়। শিল্পগুলি সমগ্রভাবে চাহিদা বৃদ্ধিতে সাড়া দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে। এই স্তরে মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল সর্বাধিক এবং চাহিদা পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে কেবলমাত্র চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিই সৃষ্টি হইবে। যেহেতু মোট চাহিদা সমাজের উৎপাদনক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া যায় সেহেতু মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়।[২]

অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে হইলে অর্থ-ব্যবস্থায় একটি ব্যয়াধিক্যের ফাঁক (inflationary gap) থাকা দরকার।

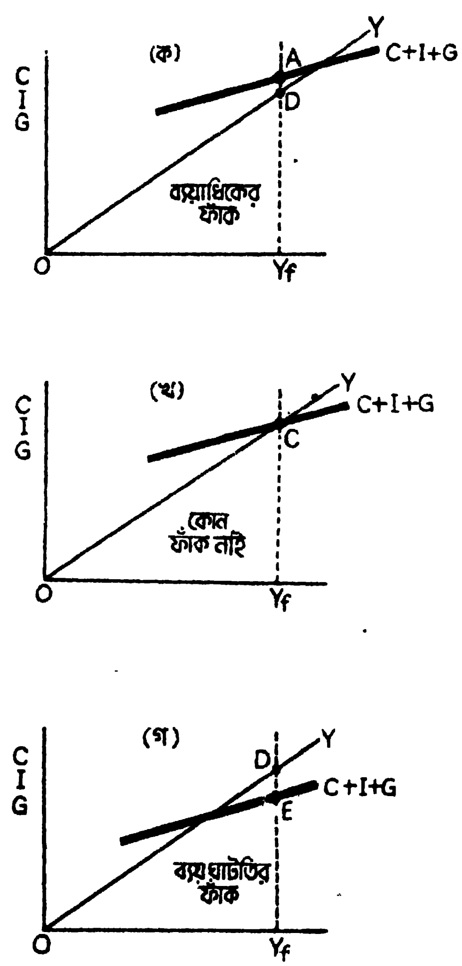
ধরা যাউক একটি কাল্পনিক অর্থ-ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট বৎসরে চলিত দামে মোট উৎপন্নের অর্থমূল্য হইল ৮৫০ কোটি টাকা। ইহা হইতে সরকার কর বাবদ ২০০ কোটি টাকা কাটিয়া লয়। ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রের নিকট ভোগ ও ক্রয়ের জন্য ৬৫০ কোটি টাকা পড়িয়া থাকে। যদি দেশের জনগণের নীট আর্থিক আয় ৬৫০ কোটি টাকা হয় তাহা হইলে এই আয় ভিত্তি বৎসরের দামে (base prices) মোট উৎপন্নের অর্থমূল্যের সমান হইবে। এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত কোন চাপ সৃষ্টি হইবে না এবং মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব (stability) পরিলক্ষিত হইবে।

---

১. "The price-raising effects of the assumed increases in demand are offset by the price-reducing effects of increases in supply. The net result is large output increasing effects and no price-increasing effects." McConnell

২. "Total demand in excess of society's capacity to produce pulls the price level upward." C. R. McConnell

এখন ধরা যাউক এইরূপ একটি অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ব্যয় ২৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইল। যদি কর রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে সরকারী বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টি হইবে এবং এই ঘাটতি মিটাইতে সরকারকে এই পরিমাণ নোট ছাপিতে হইবে। ফলে অর্থের যোগান সম পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে বেসরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক আয় বৃদ্ধি ও সম-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মোট আয় হইবে (৬৫০+২৫০=) ৯০০ কোটি টাকা। ধরা যাউক এই অতিরিক্ত আয়ের একাংশ (৬০ কোটি টাকা) সরকার কর বাবদ কাটিয়া লয়। উপরন্তু জনসাধারণ এই অতিরিক্ত আয়ের একাংশ (৮০ কোটি টাকা) সঞ্চয় করে। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য মোট আয় হইবে (৯০০—৬০—৮০=) ৭৬০ কোটি টাকা। ইহা পূর্বের আয় বা মোট উৎপন্নের দ্রব্যমূল্য (অর্থাৎ ৬৫০ কোটি টাকা) অপেক্ষা অধিক। দুইটির ব্যবধান অর্থাৎ (৭৬০—৬৫০=) ১১০ কোটি টাকাই হইল ব্যয়াধিক্যের ফাঁক। এই অতিরিক্ত আর্থিক আয় মূল্যস্তরের উপর ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি করিবে। যদি মোট উৎপন্ন বা যোগান বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত চলতি আয় (current income) পুনরায় মোট উৎপন্নের অর্থমূল্যের (the value of available output) সহিত সমান হয়। অর্থাৎ মোট উৎপন্নের অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৭৬০ কোটি টাকা হইবে। এই উদাহরণটি হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ব্যয়াধিক্যের ফাঁক বলিতে এমন এক অবস্থাকে বুঝায় যেখানে চলতি দামে প্রত্যাশিত ব্যয় (anticipated expenditure) হইল মোট উৎপন্ন অপেক্ষা অধিক।[1] নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাকে পরিমাপ করা হইয়াছে। (ক) রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে পূর্ণনিয়োগের স্তরে (অর্থাৎ যখন মোট উৎপন্ন হইল $OY_f$ তখন) মোট ব্যয় $C+I+G$ মোট উৎপন্ন অপেক্ষা অধিক। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান (অর্থাৎ $AB$) হইল ব্যয়াধিক্যের ফাঁক। কেইন্‌সের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (খ) রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে যখন মোট ব্যয় ও মোট উৎপন্নের অর্থমূল্যের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয় তখন কোন ফাঁকই থাকে না। এই অবস্থায় মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয়।




রেখাচিত্র ৩৭.২: ব্যয়াধিক্য ও ব্যয় ঘাটতির ফাঁক

পরিশেষে (গ) রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে মোট ব্যয় যদি মোট উৎপন্নের

১. "It is the excess of anticipated expenditure over available output at base (i. e., pre-inflation) prices." K. K. Kurihara: *Monetary Theory and Public Policy.*

অর্থমূল্য অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে ব্যয়ঘাটতির ফাঁক ( deflationary gap ) সৃষ্টি হয়। ফলে মূল্যস্তর হ্রাস পায়।

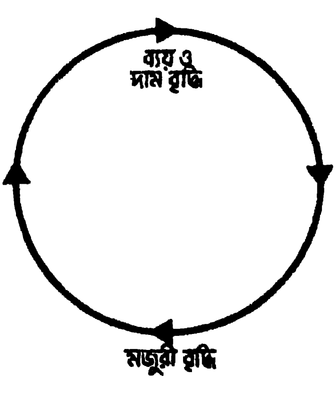
এই প্রসংগে স্মরণ করা যাইতে পারে যে মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলেই আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। জাতীয় আয়ের আলোচনার সময় বিষয়টির উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে আর্থিক আয় বৃদ্ধির অর্থ হইল প্রকৃত আয় বৃদ্ধি। অর্থাৎ উভয়ের বৃদ্ধির মধ্যে কোন তফাৎ নাই। কিন্তু মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আর্থিক আয় বৃদ্ধিকে ইহা দ্বারা ভাগ করিয়াই প্রকৃত আয় বৃদ্ধির পরিমাপ করিতে হইবে। বস্তুত, দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মূল্যস্তরের বৃদ্ধি যদি আর্থিক আয় বৃদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে প্রকৃত আয় হ্রাস পায়। বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিতে হইলে দ্রব্যাদির সূচক সংখ্যা লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন আমরা ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি লইয়া আলোচনা করিতে পারি।

**ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ( Cost-push inflation )**

চাহিদা বৃদ্ধি না ঘটিলেও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং যোগান হ্রাসের ফলেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। সুতরাং এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অর্থ-ব্যবস্থা সর্বদা পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় আছে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

মুদ্রাস্ফীতি ব্যাখ্যাকারা ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত তত্ত্বের অপর একটি নাম হইল মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে বাজারের ক্ষমতা তত্ত্ব ( market power theory of inflation )। এই তত্ত্বে মুদ্রাস্ফীতিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :

শ্রমিক সংঘগুলি মজুরির হারকে ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ভোগ করে। অর্থাৎ বাজারের উপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বস্তুত, তাহাদের ক্ষমতা এতই অধিক যে বাজারের সামান্য চাহিদা ঘাটতি, বেকার সমস্যা ও অলস উৎপাদনক্ষমতা দেখা দিলেও শক্তিশালী শ্রমিক সংঘগুলি মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহার ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বড় বড় কোম্পানীগুলি এই বর্ধিত মজুরিকে দামের অন্তর্ভুক্ত এবং এই সুযোগে দামের মধ্যে মুনাফার অনুপাতটিও সামান্য বৃদ্ধি করে বলিয়া দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় বলা হয় যে মজুরি বৃদ্ধির হার যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতার হার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলেই এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। বস্তুত, মজুরি ও দাম বৃদ্ধির এই চক্র ( the wage-price spiral ) ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে ( রেখাচিত্র ৩৭.৩ )। মজুরি বৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধি পায় এবং দাম বৃদ্ধির ফলে পুনরায় মজুরি বৃদ্ধি পায়। এই কারণে মুদ্রাস্ফীতির হার ত্বরান্বিত হয়। এই প্রক্রিয়া যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না।[১] যেন একটি কুকুর ইহার লেজটিকে ধরিবার জন্য বারবার ঘুরপাক খাইতেছে কিন্তু কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না।




রেখাচিত্র ৩৭.৩ : মজুরী ও দাম বৃদ্ধির চক্রাকার গতিবিধি

এই তত্ত্বটি যে মূল অনুমানটির উপর ভিত্তিশীল তাহা হইল এই যে শ্রমিক সংঘগুলি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির ভীষণভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভোগ করে এবং চাহিদার স্তর যাহাই হউক না

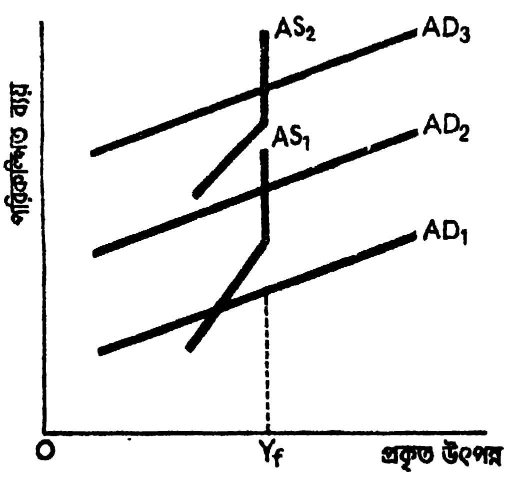
১. "The wage-price spiral keeps inflation going and may accelerate it. As prices increase, workers naturally want higher wages and salaries. As business finds its cost increasing, including wages and salaries, it naturally wants to raise prices to keep from going broke. It is like a dog chasing its tail." E. S. Buffa

কেন ইহারা সীমার মধ্যে থাকিয়া ইহারা ইচ্ছামত মজুরির হার ও মূল্যস্তরে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে পরিচালনা করিতে পারে। এই কারণেই ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে 'প্রশাসনিক দাম' মুদ্রাস্ফীতি ( 'administered price' inflation ) অথবা বিক্রেতার মুদ্রাস্ফীতি ( seller's inflation) বলা হয়।[১]

এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে স্বভাবতই শিল্প পরিচালকগোষ্ঠী শ্রমিক সংঘের উপর দোষারোপ করে। তাহাদের মতে মজুরি বৃদ্ধির ফলেই দাম বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির জন্য শ্রমিক সংঘগুলিই হইল সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এই কারণে ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে অনেক সময় মজুরি-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ( wage-push inftlaion ) আখ্যা দেওয়া হয়। অপরদিকে পরিচালকগোষ্ঠীর অভিযোগকে অস্বীকার করিয়া শ্রমিক সংঘগুলি যে বিপরীত যুক্তিটি খাড়া করে তাহা হইল এই যে বৃহদায়তনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির দাম বৃদ্ধি বা দাম পরিচালনার ক্ষমতা ভোগ করে বলিয়াই এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ইহার সহিত মজুরি বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই কারণ মজুরি বৃদ্ধি না ঘটিলেও বৃহৎ ফার্মগুলি দাম বৃদ্ধি করিতে পারে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অপর একটি রূপ হইল 'দ্রব্য মুদ্রাস্ফীতি' ( commodity inflation )। মূলত কাঁচামাল, শক্তি ও অন্যান্য প্রাথমিক উপকরণের ( primary resources ) অপ্রাচুর্যতা ও দাম বৃদ্ধির ফলেই এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। বস্তুত, ১৯৭৩ সাল হইতে সুরু করিয়া এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই যে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ হইল তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি। বিগত এক দশকেরও অধিক সময় ধরিয়া তৈল রপ্তানীকারী দেশগুলি ( Organization of Petroleum Exporting Countries বা সংক্ষেপে OPEC ) বহুবার তৈলের দাম কৃত্রিমভাবে ( অর্থাৎ যখন বাজারে প্রকৃত অপ্রাচুর্যতা সৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও ) বৃদ্ধি করিয়া ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে।

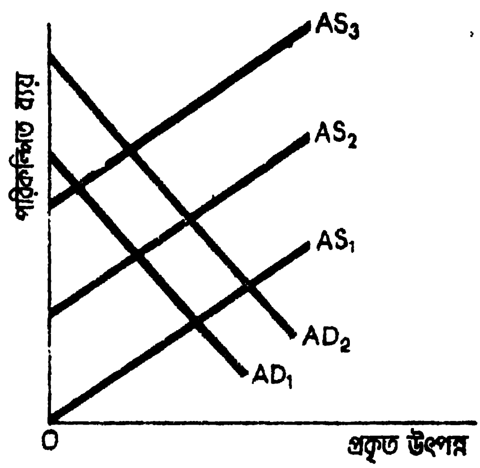
নিম্নের রেখাচিত্রে চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতির তুলনা করা হইয়াছে। প্রথম রেখাচিত্রে মোট চাহিদা রেখার $AD_1$ হইতে $AD_2$-তে স্থান পরিবর্তন দ্বারা উদ্বৃত্ত চাহিদা ( excess demand ) বা মোট চাহিদা বৃদ্ধি দেখান হইয়াছে। অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের স্তরে উপনীত হইলে চাহিদা বৃদ্ধিতে সাড়া দিয়া উৎপাদকগণের পক্ষে যোগান বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে উপকরণসমূহের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায় এবং যোগান রেখাটি $AS_1$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $AS_2$ হয়। উপকরণসমূহের আয় বৃদ্ধির ফলে মোট চাহিদা পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং মোট চাহিদা রেখাটি $AD_2$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $AD_3$ হয়। এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত চলিতে থাকে। টাকার অংকে মোট চাহিদা ও মোট যোগান বৃদ্ধি পায় সত্য কিন্তু প্রকৃত জাতীয় আয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না।




রেখাচিত্র ৩৭.৪ : চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

১. "This theory is obviously based upon the presumption that both unions and businesses typically possess a significant degree of market power and therefore, within limits, can manipulate wages and prices independent of overall conditions of total demand. Thus it is that we find cost-push inflation sometimes is labeled 'administered price inflation or simply sellers' inflation." McConnell : op. cit.

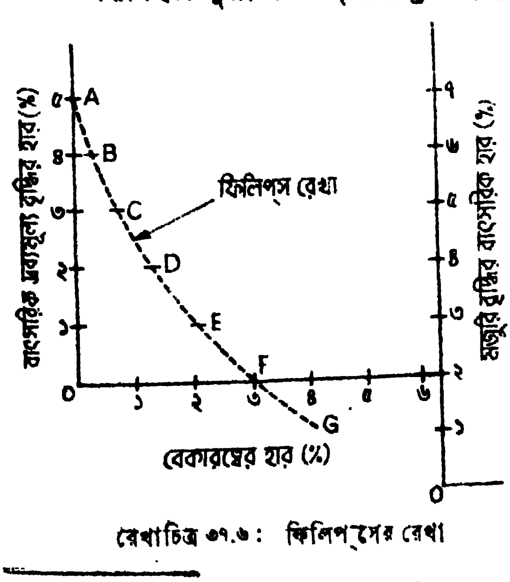
নিম্নের রেখাচিত্রে ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মোট চাহিদা রেখা $AS_1$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $AS_2$ হয়। তত্ত্বগত দিক হইতে দেখিলে দাম বৃদ্ধির ফলে মোট চাহিদা ও জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না। মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক সংঘগুলি অতিরিক্ত মজুরি ও বেতন দাবী করে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মজুরি বৃদ্ধি করিতে বাধ্য করে।[১] উপকরণসমূহের আয় বৃদ্ধি পাইলে উহাদের অর্থ-ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। ফলে মোট চাহিদা রেখাটি $AD_1$ হইতে $AD_2$-তে গমন করে। মজুরি ও অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যোগান রেখাটি পুনরায় ঊর্ধ্বে গমন করে। ফলে পুনরায় মোট আর্থিক চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রকৃত আয়ের ( real national Income ) কোন পরিবর্তন ঘটে না।



রেখাচিত্র ৩৭.৫ : ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে চাহিদা বৃদ্ধি অথবা ব্যয় বৃদ্ধি যাহার ফলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটুক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রক্রিয়া কার্য করে। অবশ্য এই দুই ধরনের মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে একটি তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অর্থ-ব্যবস্থা সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় এবং ইহার ফলে যদি পূর্ণনিয়োগের অবস্থা সৃষ্টি হয় তবেই চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অপরদিকে অর্থ-ব্যবস্থার যে কোন অবস্থাতেই ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে। ইহার কারণ অর্থ-ব্যবস্থার যে কোন অবস্থাতেই এই ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিতে পারে সুতরাং সর্বদাই ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে।[২]

**বদ্ধাবস্থার মুদ্রাস্ফীতি ( Stagflation ) :** মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সহিত বেকারত্বের একটি স্পষ্ট সম্পর্ক আছে। বিষয়টি ১৯৫৮ সালে প্রথম অধ্যাপক এ. ডব্লু. ফিলিপ্‌সই প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর করান। তাঁহার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মত আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ একটি নূতন ধারণা উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহাকে 'বদ্ধাবস্থার মুদ্রাস্ফীতি' ( stagflation ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে এখন সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।



রেখাচিত্র ৩৭.৬ : ফিলিপ্‌সের রেখা

অধ্যাপক ফিলিপ্‌সের মতে আর্থিক মজুরি বৃদ্ধির বাৎসরিক হার নির্ভর করে জনসংখ্যার বা কর্মেযোগদানে ইচ্ছুক শ্রমিকদের কত শতাংশ বেকার হইয়া বসিয়া আছে তাহার উপর।

১. উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অধিকাংশ দেশেই শিল্প শ্রমিকদের মজুরির স্তর ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য সূচকের ( consumer price Index ) উপর ভিত্তি করিয়াই স্থির করা হয়।

২. "The important distinction between demand-pull and cost-push inflation is that while the former is synonymous with an inflationary gap and is thus associated with full employment and buoyant economy, the latter can occur whatever the state of the economy since it is a response to a rise in costs rather than to a rise in demand." Graham Donnelly : *Economics for Managers and Professionals* ( Longman, 1985 )

বেকারত্বের শতকরা হার বৃদ্ধি পাইলে মজুরির হার হ্রাস পাইবে। ফলে ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির হারও কম হইবে। সুতরাং বেকারত্বের শতকরা হারের সহিত মুদ্রাস্ফীতির একটি বিপরীত সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে উহাই দেখান হইয়াছে। অনুভূমিক অক্ষে বেকারত্বের শতকরা হার ( the percentage of people unemployed ) পরিমাপ করা হইয়াছে। ডানদিকের উল্লম্ব অক্ষে মজুরি বৃদ্ধির বাৎসরিক হার এবং বামদিকের উল্লম্ব অক্ষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাৎসরিক হার পরিমাপ করা হইয়াছে। ধরা হইয়াছে যে মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার অপেক্ষা ২ শতাংশ অধিক। অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধির হার যখন ২ শতাংশ তখন মূল্যস্তরের কোন বৃদ্ধি ঘটে না। যখন মজুরি বৃদ্ধির হার হইল ৩ শতাংশ তখন মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার হইল ১ শতাংশ, যখন মজুরি বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ তখন মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার ২ শতাংশ, ইত্যাদি।

রেখাচিত্রের *AG* রেখাটির *A* বিন্দু হইতে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থায় বেকারত্বের হার শূন্য—অর্থাৎ ইহা পূর্ণনিয়োগের অবস্থার নির্দেশক। ইহার ফলে মজুরি বৃদ্ধির হার হইল ৭ শতাংশ ও মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার হইল ৫ শতাংশ। অপরদিকে *F* বিন্দুতে বেকারত্বের হার হইল ৩ শতাংশ, মজুরি বৃদ্ধির হার হইল ২ শতাংশ এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার হইল শূন্য। অর্থাৎ *A* ও *F* বিন্দুতে অর্থ-ব্যবস্থার দুইটি চরম অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। *A* বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ এবং *F* বিন্দুতে মূল্যস্তরে ভারসাম্য দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ একই সংগে দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন এবং পূর্ণনিয়োগ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। অর্থ-ব্যবস্থা যদি *A* বিন্দু হইতে *B* বিন্দুতে গমন করে তাহা হইলে বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতি উভয় সমস্যাই সৃষ্টি হইবে। সুতরাং রেখাচিত্রের *AG* রেখার *A* এবং *F* ব্যতীত সকল বিন্দুতেই মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের সহবস্থান ( co-existence ) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি ( stagflation ) বলা হয়।[১] রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক রহিয়াছে। বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ( হ্রাস ) পাইলে মজুরির হার হ্রাস ( বৃদ্ধি ) এবং মূল্যস্তর হ্রাস ( বৃদ্ধি ) পাইবে। *F* বিন্দুতে দেখা যাইতেছে যে পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে অর্থনৈতিক সমাজকে ভীষণ মাত্রায় বেকারত্ব সহ্য করিতে হইবে। অপরদিকে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বজায় রাখিতে হইলে মুদ্রাস্ফীতিকে মানিয়া লইতে হইবে। এই দুইটি সমস্যার বিনিময়-সর্তকেই ( trade-off ) *AG* রেখাচিত্রটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং ইহাকেই ফিলিপ্‌স রেখা ( the Phillips Curve ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই রেখাটি বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির ধারনাটিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কেবলমাত্র পূর্ণনিয়োগের অবস্থাতেই ঘটিতে পারে এমন কোন কথা নাই। অন্যভাবে বলিতে গেলে কেইন্‌সের তত্ত্বটি বর্তমান যুগে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।


অধ্যাপক ফিলিপ্‌স

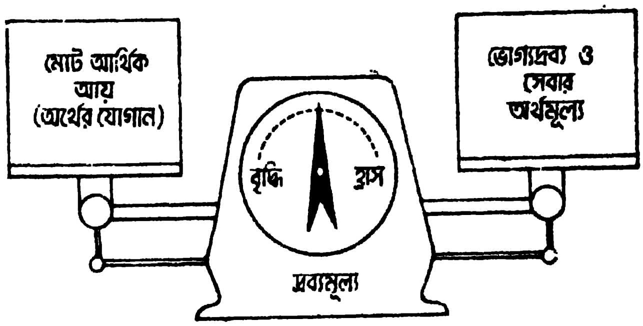
## কাঠামোগত মুদ্রাস্ফীতি ( Structural Inflation )

অতি আধুনিককালে অধ্যাপক সি. পি. কিণ্ডলবার্গার[২] মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে একটি নূতন তত্ত্বের উপস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার জন্য মোট চাহিদা বৃদ্ধির

১. "The new economic term 'stagflation' suggests a stagnant economy with high unemployment, underutilized production capacity and chronically high inflation." R. N. Waud : *Economics*

২. C. P. Kindleberger : *Economic Development* ( 3rd edn., McGraw-Hill )

প্রয়োজন নাই। যদি চাহিদার গঠনের ( composition of demand ) পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে। এই তত্ত্বের মূল কথা হইল যে শ্রমের বাজারে ও উৎপন্নের বাজারে শ্রমিক-সংঘ ও বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকে বলিয়া মজুরির হার ও দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে উর্ধ্বগামী নমনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু নিম্নগামী নমনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায় না। ধরা যাউক একটি অর্থ-ব্যবস্থায় মোট চাহিদা অত্যাধিক নহে। কিন্তু কোন কারণে কতকগুলি ক্ষেত্রে চাহিদা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার অর্থ হইল এই যে এই ক্ষেত্র-গুলিতে দ্রব্যমূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু মজুরি ও দ্রব্যমূল্যের নিম্নগামী অনমনীয়তার ফলে যে সকল ক্ষেত্রগুলিতে চাহিদা হ্রাস পায় সে সকল ক্ষেত্রগুলিতে মজুরি ও দ্রব্যমূল্য মোটেই হ্রাস পায় না। ইহার ফলে সমগ্র অর্থ ব্যবস্থায় মজুরি ও দ্রব্য-মূল্যের দাম বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।




চিত্র ৬৭·৭ : মুদ্রাস্ফীতি যন্ত্র

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে যে তিনটি তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা হইল তাহারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন ( mutually exclusive ) বা একটি অপরটির সহিত সম্পর্কহীন নহে। বস্তুত, তিনটি তত্ত্ব একযোগে কার্য করিতে পারে উদাহরণস্বরূপ, যদি মোট চাহিদা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় এবং এই চাহিদার গঠনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে তাহা হইলে একযোগে চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত এবং কাঠামোগত মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে। এবং বাজারের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি-জনিত বিষয়গুলির কার্যকলাপ সুরু হয় এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতির হার ত্বরান্বিত হয়। ইহা বিশেষত সেই সকল শিল্পেই ঘটে যেখানে শ্রমিকসংঘগুলি হইল প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি হইল কেন্দ্রীভূত।[১]

## মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ ( Causes of Inflation )

মুদ্রাস্ফীতিকে সাধারণত ভোক্তার মূল্য সূচক ( consumer price index ) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আমরা দেখিয়াছি যে মুদ্রাস্ফীতি হইল একটি জটিল বিষয়। তবে ইহার মূল কারণ ও ফলাফল-গুলি সহজেই বাছিয়া ফেলা যায়। বস্তুত, মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে উপরে বর্ণিত তত্ত্বগুলির মধ্যেই মুদ্রা-স্ফীতির কারণগুলি লুকাইয়া আছে। বস্তুত চাহিদা বৃদ্ধি এবং যোগান হ্রাস এই দুইটি মূল কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এখন প্রশ্ন হইল কেন চাহিদা বৃদ্ধি অথবা যোগান হ্রাস অথবা একযোগে উভয়ই ঘটে ? এ সম্পর্কে এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতির আলোচনাকে সহজ করি 'র জন্য আমরা একটি হাতিয়ারের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি। হাতিয়ারটিকে 'মুদ্রাস্ফীতি যন্ত্র' ( the inflation machine ) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষণিকের জন্য অনুমান করা যাইতে পারে যে ভোগদ্রব্যের অর্থমূল্য হইল ভোক্তাদের নিকট যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহার সমান। এই অবস্থায় দেশের সাধারণ মূল্যস্তরে ( general price level ) স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হইবে। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন বাজারে চাহিদা ও যোগানের শর্তাবলীর

১. "The exertion of market power that causes cost-push forces to accentuate this, inflation, particularly in those industries where unions are strong and businesses concentrated."

McConnell

পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যাদির দাম অবশ্যই উঠানামা করিবে। মুদ্রাস্ফীতির যন্ত্রটি যোগান, চাহিদা ও ভারসাম্য দাম সম্পর্কে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভংগী ব্যতীত আর কিছুই নহে।[১]

এখন যদি উপরের যন্ত্রটির বাঁদিকে অধিক পরিমাণ অর্থ চাপান হয় এবং ডানদিকে দ্রব্যাদির ও সেবার অর্থমূল্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে দ্রব্যাদি ও সেবার বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবে। অপ্রচুর দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ভোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিবে। ফলে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

অন্য একটি উপায়ে মেসিনটির বাঁদিকে অধিক ভার চাপান যায়। ইহা হইল অর্থের প্রচলনগতি[২] ( the velocity of circulation of money ) বৃদ্ধি করিয়া। যদি ইহা ঘটে অর্থাৎ যদি একই পরিমাণ অর্থ পূর্বের তুলনায় অধিক ঘন ঘন ব্যয়িত হয় তাহা হইলে অর্থের মোট কার্যকরী যোগান ( total effective supply ) বৃদ্ধি পাইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খুব দ্রুতগতিতে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় তাহা হইলে অর্থের মোট যোগান এবং দ্রব্যমূল্যের বাজারের উপর চাপ বৃদ্ধি পাইবে। অথবা লোকে যদি পূর্বের সঞ্চয় হইতে অর্থ লইয়া ব্যয় করে তাহা হইলেও ঐ একই ফল প্রদর্শিত হইবে। অর্থাৎ অপ্রচুর দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ভোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে।

বস্তুত, পাঁচটি কারণের ফলে উপরের মেসিনটির বাঁদিকের ওজন বা ভার ডানদিকের ভারকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এই পাঁচটি কারণ হইল :

(১) অর্থের যোগান বৃদ্ধি
(২) সরকারী ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়
(৩) যুদ্ধ
(৪) অর্থের প্রচলনগতি বৃদ্ধি এবং
(৫) সঞ্চয় হইতে অর্থ ব্যয়।

**(১) অর্থের যোগান ( The Money Supply ) :** সরকার দ্বারা অর্থের যোগান বৃদ্ধি করার অর্থ হইল মুদ্রাস্ফীতি মেসিনের উপর অধিক অর্থ চাপাইয়া দেওয়া। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে সরকারী তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকই দেশের অর্থের মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা সুদের হার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির জমার অনুপাত পরিবর্তন করিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার হ্রাস এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহা হইলে ভোক্তারা অধিক পরিমাণ অর্থ আয় না করিয়াও ব্যাংক হইতে ভোগ ঋণ ( consumer credit ) লইয়া ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং সুদের হার হ্রাস ও ঋণ পাওয়া অধিক সহজ হওয়ার অর্থ হইল অর্থের কার্যকরী যোগান বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি যন্ত্রের বাঁদিকের ভার বৃদ্ধি।[৩]

**(২) ঘাটতি ব্যয় ( Deficit spending ) :** সরকারী ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের কথাও উল্লেখ করা যায়। যখন সরকারের চলতি রাজস্ব ( current revenue ) অপেক্ষা ইহার চলতি ব্যয় (current expenditure ) অধিক হয় তখন সরকারকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত নোট ছাপাইয়া এই অতিরিক্ত অর্থের যোগান দিয়া থাকে। ইহাই ঘাটতি ব্যয় ( deficit spending ) নামে পরিচিত। ইহার ফলে অর্থের যোগান এবং

---

১. "Prices of individual items will fluctuate based on their conditions of supply and demand, but the aggregate price levels will be stable. The inflation machine is nothing more or less than a broad view of supply and demand and the market clearing price."

E. S. Buffa and B. A. Pletcher : *Understanding business Theory*

২. এই অধ্যায়ের শেষে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

৩. "So, making credit easier and cheaper to obtain has the effect of increasing the money supply and loading the left hand side of the inflation machine." Buffa : op. cit.

মোট কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যদি সমহারে উৎপন্ন বৃদ্ধি না ঘটে তাহা হইলে এই অতিরিক্ত (বা উদ্বৃত্ত) চাহিদা মূল্যস্তরের উপর ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি করে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে ইহাই হইল মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ।

**(৩) যুদ্ধ (War) :** যুদ্ধের সময় ভোগ্যদ্রব্যের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে সামরিক দ্রব্য (যেমন বন্দুক, কামান, জেট বিমান, ইত্যাদি) প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ সরকার বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে উপকরণসমূহ সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে সামরিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে থাকে। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যাদির যোগান ও উহাদের মোট অর্থমূল্য হ্রাস পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি মেসিনের ডানদিকের ভার কমিয়া যায় এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ সমাপ্তি হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন ধরিয়া অতৃপ্ত চাহিদা ও অপ্রাচুর্যতার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

**(৪) টাকার প্রচলনগতি (Velocity of money) :** যখন অর্থের প্রচলনগতি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ একই টাকা দ্রুতগতিতে হাত পরিবর্তন করে তখন অর্থের কার্যকরী যোগান বৃদ্ধি পায় বলিয়া ধরা হয়। ইহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এই অধ্যায়ের শেষে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের (the quantity theory of money) বিশ্লেষণের সময় বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

**(৫) সঞ্চয় হইতে ব্যয় (Spending from saving) :** লোকে যদি পূর্ব হইতেই আশংকা করে যে অদূর ভবিষ্যতে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে সঞ্চিত অর্থের মূল্য হ্রাসের পূর্বেই তাহারা সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি করিতে পারে এবং ইহা মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন জোগাইতে পারে। বস্তুত জনগণের আশা-প্রত্যাশা ও তাহাদের আচরণ মুদ্রাস্ফীতির আগমনকে ত্বরান্বিত করিতে পারে।

**(৬) অন্যান্য কারণ (Other causes) :** মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কতকগুলি কারণ আছে। এগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক কারণটি অন্যতম। বস্তুত তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর যে দেশগুলি বিদেশ হইতে তৈল আমদানি করে তাহাদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারের করনীতিকে মুদ্রাস্ফীতির জন্য আংশিকভাবে দায়ী করা যায়। কোন দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর (sales tax) অন্তঃশুল্ক (excise duty) বসাইয়া দিলে ইহার বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। যদি বাজেট পেশ করিবার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে সকল দ্রব্যের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে অপ্রত্যক্ষ কর চাপান হইবে তাহা হইলে উহাদের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবে। ভারতের ক্ষেত্রে সরকারের করনীতি নিঃসন্দেহে মুদ্রাস্ফীতির একটি অন্যতম কারণ।

### মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation)

মোট উৎপাদন হ্রাস বা মোট চাহিদা বৃদ্ধি মূলত এই দুইটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বলিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন মোট উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা মোট চাহিদা হ্রাস। উপকরণের যোগান সীমিত থাকায় স্বল্পকালে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। উপরন্তু উৎপাদনব্যবস্থা চালু হইতেও সময় লাগে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি দমন করিতে হইলে মোট ব্যয় হ্রাস একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতি (monetary policy) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ফিস্‌ক্যাল বা আর্থিক নীতির (fiscal policy) যথাযথ ব্যবহার। এ প্রসংগে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে মুদ্রাস্ফীতি দমনের দুইটি পদ্ধতি বা পন্থা আছে—চাহিদা হ্রাস অথবা যোগান বৃদ্ধি অথবা উভয়ই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতি ও সরকারের ফিস্‌ক্যাল নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে চাহিদা হ্রাস করার প্রচেষ্টা করা হয়। অপরদিকে উপকরণসমূহের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রব্যাদির মোট যোগান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। আমদানির মাধ্যমেও আংশিকভাবে এই উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। অতি আধুনিক কালে অধ্যাপক লেফার উল্লেখ

করিয়াছেন যে করের হার হ্রাস করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং চাহিদা পরিচালনার মত যোগান পরিচালনাও ( supply management ) সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, লেফারের তত্ত্বে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের তত্ত্বকে যোগান-তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল অর্থবিদ্যা ( supply side economics ) বলা হয়। ইঁহাদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিগান হইলেন অন্যতম। এই কারণে এই অর্থবিদ্যাকে রিগানের অর্থবিদ্যা ( Reaganomics ) আখ্যা দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে এই খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

## ৩৭.৩ সরাসরি দ্রব্য বিনিময় বনাম টাকাকড়ির ব্যবহার ( BARTER VERSUS THE USE OF MONEY )

মানুষের নানাবিধ আবিষ্কারের মধ্যে বোধ হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল টাকাকড়ির আবিষ্কার। টাকাকড়ির আসল উদ্দেশ্য হইল অর্থ-ব্যবস্থাকে চালু রাখা যেমন পেট্রল গাড়ীকে চালু রাখে।[১] এখন প্রশ্ন হইল টাকাকড়ি কাহাকে বলে? উত্তরে বলা হয় টাকাকড়ি হইল টাকাকড়ি যাহা করে ( money is what money does )। অর্থাৎ টাকাকড়ির সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে হইলে টাকাকড়ির কার্যাবলী লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু টাকাকড়ি আবিষ্কারের পূর্বে কিভাবে বিনিময়কার্য সম্পাদিত হইত সে সম্পর্কেও সামান্য ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। টাকাকড়ি প্রচলনের পূর্বে প্রায় সকল দেশেই সরাসরি দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রবর্তিত ছিল। এই সরাসরি দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা লইয়াই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

### সরাসরি দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা ( The Barter System )

মানব সভ্যতার সুরুতে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত এবং ইহার একাংশ সরাসরি বিনিময় করিয়া অন্যান্য দ্রব্যাদি অর্জন করিত। এক্ষেত্রে যে বিনিময় ব্যবস্থা কার্য করিত তাহাকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$C \rightarrow C'$$

যেখানে $C$ হইল একটি দ্রব্য এবং $C'$ হইল অপর একটি দ্রব্য। এখানে $C$ দ্রব্যের বিনিময়ে $C$ দ্রব্য ক্রয় করা হইল।

কালক্রমে এই সরাসরি দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটি দেখা যায়। এই ত্রুটিগুলি হইল চার প্রকারের:

(১) সরাসরি বিনিময় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দুইজন ব্যক্তির অভাব মিলিত হওয়া ( double coincidence of wants ) প্রয়োজন। একজন ব্যক্তি যদি গম বিনিময় করিয়া ধান কিনিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে এমন একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহার গমের প্রয়োজন আছে এবং যাহার কাছে উদ্বৃত্ত চাল আছে।

(২) দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় একজনের পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা সম্ভব নহে কারণ অধিকাংশ দ্রব্যই হইল পচনশীল। চাল, গম ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় না।

(৩) তৃতীয়ত, এই অবস্থায় ঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণ করাও কঠিন। একজন অপর একজনের নিকট হইতে এক ব্যাগ ধান ঋণ করিতে পারে এবং একমাস পরে ইহা ফেরতও দিতে পারে। কিন্তু ফেরত দিবার সময় মত বিরোধ ঘটিতে পারে। যে পরিমাণ ধান ঋণ দেওয়া হইয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণ এবং সেই ধরনের ধান ফেরত দেওয়া কঠিন। নিম্নমানের ধান দিয়াও ঋণ শোধ করা যাইতে পারে।

(৪) পরিশেষে, এই ব্যবস্থায় অধীনে জাতীয় উৎপন্নের ( gross domestic product ) পরিমাপ করাও কঠিন। নানাবিধ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের সঠিক পরিমাপ করিতে হইলে প্রতিটি

---

১. "Money's fundamental purpose is to keep the economy operating, much as a lubricant keeps an engine running." W. P. Alprecht, Jr.

দ্রব্য বা সেবার পরিমাণকে টাকার অংকে প্রকাশ করিতে হইবে। সুতরাং টাকাকে হিসাবনিকাশের একক হিসাবে ব্যবহার না করিলে জাতীয় উৎপন্নের পরিমাপ করা সম্ভব নহে। টাকাকড়ির ব্যবহার হইলেই একমাত্র আমরা দ্রব্যাদির আপেক্ষিক দাম ( relative price ) নির্ধারণ করিতে পারি।

**টাকাকড়ি ( Money )**

সরাসরি দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার উপরোক্ত ত্রুটিগুলিকে দূর করিবার জন্যই প্রয়োজন হইয়া পড়ে অর্থের প্রচলন। অর্থ বলিতে আমরা এমন একটি বস্তু বা দ্রব্যকে বুঝি যাহা ব্যাপকভাবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়াটি কার্যকর হয় তাহা হইল :

$$C \rightarrow M \rightarrow C'$$

অর্থাৎ প্রথম দ্রব্যটি ( *C* ) বিক্রয় করিয়া যে টাকা ( *M* ) পাওয়া যায় তাহা দিয়া অন্য দ্রব্যটি ( *C'* ) ক্রয় করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিনিময় ব্যবস্থা সামান্য জটিল হইয়া পড়ে। কিন্তু সকল দিক বিচার করিলে ইহাই সুবিধাজনক।

বর্তমান দিনের বিশেষীকৃত, মূলধনমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিনিময়ভিত্তিক। বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। টাকাকড়ি দ্বারাই আবার লোকে অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনের সমস্যা মিটানোর প্রচেষ্টা করে। সুতরাং বর্তমান দিনে অর্থনৈতিক কর্মচক্র টাকাকড়িকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হয়—মানুষ টাকাকড়ি উপার্জন ও ব্যয় করিতে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। এই কারণেই বলা হয় যে অর্থবিদ্যা 'মানুষের জীবনযাত্রায় টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়াই আলোচনা করে'।[১] এবং এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থাকে বলা হয় টাকাকড়িভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থা ( money economy )।

টাকাকড়িভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার পূর্ববর্তী হইল প্রত্যক্ষ বিনিময়ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থা ( barter economy ) সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়। সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ে নানা প্রকার অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় মানুষ বিনিময়ের সাধারণগ্রাহ্য মাধ্যম ( common medium of exchange ) বা টাকাকড়ি ব্যবহার করিতে শিখে। এবং টাকাকড়ি বিনিময়কার্যে রূপান্তরসাধন করে।[২] কিভাবে রূপান্তরসাধন করে এবং বর্তমান বিনিময়-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির ভূমিকা কি—সে-সম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে টাকাকড়ির কার্যাবলী হইতে।

**টাকাকড়ির কার্যাবলী ( Functions of Money )** টাকাকড়ির কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

**ক। প্রাথমিক কার্যাবলী ( Primary Functions ) :** এইগুলি হইল অর্থের মুখ্য বা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী। নিম্নলিখিত কার্যাবলী এই পর্যায়ে পড়ে :

**১। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য ( Function as a Medium of Exchange ) :** ইহাই টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য এবং টাকাকড়ির প্রচলন হয় এই কার্য সম্পাদনের জন্যই। বিশেষীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যবস্থায় লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমেই বিনিময় কার্য সম্পাদন করে।

**২। মূল্যের পরিমাপ বা মান হিসাবে কার্য ( Function as a Measure or Standard of Value ) :** যাহা সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে দ্রব্যাদির মূল্য তাহারই অংকে নির্ধারিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের ( barter ) স্থলে টাকাকড়ির প্রচলন হইলে টাকাকড়ির অংকেই সকল মূল্য প্রকাশ করা হয়। এইভাবে প্রকাশিত মূল্যকে দাম ( price ) বলে। বর্তমানে অবশ্য দাম প্রামাণিক মুদ্রার এককের ( standard monetary unit ) অংকেই ঘোষণা করা হয়। এই প্রামাণিক মুদ্রার একককে হিসাবনিকাশের একক ( unit of account ) বলা হয়। এইরূপ করার ফলে শুধু যে প্রত্যেক জিনিসের বিভিন্ন মূল্যের পরিবর্তে

১. "Economics studies the part played by money in human affairs." A. C. Cairncross

২. "Money evolved to facilitate exchanges." Lipsey

একটি করিয়া মূল্য ( দাম ) জানা যায় তাহাই নহে, ইহাতে হিসাবনিকাশ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের সুবিধা হয় এবং উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ভোক্তা তাহার নির্দিষ্ট আয় লইয়া হিসাব করিতে পারে কি কি দ্রব্যাদি সে ক্রয় করিবে; শিল্পপতি উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের দাম হিসাব করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে কিভাবে উহাদিগকে নিয়োগ করিবে। চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে দামও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং দামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদক বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারে; উৎপাদনক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানকে যথাযোগ্য নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারে। চাউলের দাম যদি বাড়ে আর গমের দাম যদি কমে তবে কৃষকের পক্ষে গম অপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহাতে যে শুধু উৎপাদকের মুনাফার অংকই বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, ভোক্তারাও লাভবান হইবে। কারণ, চাউলের দামবৃদ্ধি এই নির্দেশই করিতেছে যে ভোক্তাদের চাউলের জন্য আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে মূল্যের পরিমাপ হিসাবে টাকাকড়ি যে-কার্য সম্পাদন করে তাহার ফলেই মূল্য-ব্যবস্থার ( price system ) উদ্ভব হয়। এই মূল্য-ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে সুশৃংখল করিয়া তুলে।

মূল্যের পরিমাপ হিসাবে টাকাকড়ির এই কার্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের টাকাকড়ির যুগ হইতে যদি আমরা আবার প্রত্যক্ষ বিনিময়ের যুগে ফিরিয়া যাই তবুও বিভিন্ন মূল্য পরিমাপের জন্য একটি সাধারণ মানের ( scale ) প্রয়োজন হইবে। অভাবের সংখ্যা পরিমিত না হইলে সকল বিনিময়-মূল্যের ( exchange values ) তালিকা স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এইরূপ সাধারণ মানকে হিসাবনিকাশের একক ( unit of account ) বলা হয়।

● অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিসাবনিকাশের একক এবং আসল টাকাকড়িতে কোন পার্থক্য দেখা না গেলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। টাকা ( Rupee ) আমাদের দেশে হিসাবনিকাশের একক। আবার ১ টাকার ধাতব মুদ্রা ( পূর্বে রৌপ্য নির্মিত ও বর্তমানে নিকেল নির্মিত ) এবং ইহার প্রতীক ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ইত্যাদি টাকার সকল নোটই আসল টাকাকড়ি হিসাবে বাজারে প্রচলিত। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডে হিসাবনিকাশের একক হইল পাউণ্ড-ষ্টার্লিং। বর্তমান সময়ের লোকে পাউণ্ড-ষ্টার্লিংকে চোখেও দেখে নাই। তাহারা বিনিময়ের কাজকারবার চালায় ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন মূল্যের পাউণ্ড নোটের সাহায্যে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে হিসাবনিকাশের একক অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু উদ্ভূত হইয়াছে নূতন আসল টাকাকড়ি। অনেক সময় ইহার বিপরীতও ঘটিতে পারে—আসল টাকাকড়ি অপরিবর্তিত থাকিয়া হিসাবনিকাশের একক পরিবর্তিত হইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানীতে এইরূপই ঘটিয়াছিল। জার্মান মুদ্রা মার্কের ( Mark ) অকল্পনীয় মূল্যহ্রাসের ( depreciation ) ফলে—অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন অতিমুদ্রাস্ফীতির ( galloping hyperinflation ) ফলে ১৯২২-২৩ সালে জার্মানীতে অধিকাংশ চুক্তি ইত্যাদি মার্কিন মুদ্রা ডলার বা সুইস মুদ্রা ফ্রাংকের ( Franc ) হিসাবে সম্পাদন করা হইত। অর্থপ্রদান অবশ্য মার্কেই করা হইত। প্রদানের সময় হিসাব করিয়া দেখা হইত যে চুক্তিমত মার্কিন ডলার বা সুইস ফ্রাংক প্রদানের জন্য কি পরিমাণ মার্ক প্রয়োজন। সুতরাং ঐ সময় মার্কের মাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য ছিল; হিসাবনিকাশের একক হিসাবে কার্য মার্কিন ডলার ও সুইস ফ্রাংকের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ●

**খ। আনুষঙ্গিক কার্যাবলী ( Secondary Functions ) :** এই কার্যাবলীগুলি প্রাথমিক কার্যাবলীগুলি হইতে উদ্ভূত. এই কার্যাবলীগুলি হইল নিম্নলিখিত তিন ধরনের :

**১। স্থগিত পাওনার মান হিসাবে কার্য ( Function as a Standard of Deferred Payments ) :** টাকাকড়ির অংকে শুধু বর্তমানের নহে ভবিষ্যৎ বা স্থগিত দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, টাকাকড়ি শুধু মূল্যের পরিমাপ করে না, ঋণেরও পরিমাপ করে। ঋণ বলিতে ভবিষ্যতে কোন কিছু প্রদানের প্রতিশ্রুতি বুঝায়। বর্তমানে এই 'কোন কিছু'র হিসাব টাকাকড়ির অংকেই করা হয় এবং উহা প্রদান করা হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে।

মূল্যের পরিমাপ হিসাবে টাকাকড়ি না থাকিলে বর্তমান লেনদেন বা ক্রয়বিক্রয়ে যেরূপ অসুবিধা হইত, তেমনি স্থগিত পাওনার মান হিসাবে টাকাকড়ি না থাকিলে ঋণের কারবারে বিশৃংখলা দেখা দিত। তখন জিনিসপত্রেই ঋণ করিতে হইত, জিনিসপত্রেই উহা পরিশোধ করিতে হইত এবং পরিশোধের জন্য জিনিসপত্র অনুরূপ হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

স্থগিত পাওনার মান হিসাবে টাকাকড়ির ভূমিকার ফলে বর্তমানে এই অসুবিধা আর নাই।● আবার শুধু যে জিনিসপত্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধের অসুবিধা দূর হইয়াছে তাহাই নহে, ঋণের কারবার ব্যাপকতর হওয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে মূলধন বা মোটামুটি দীর্ঘকালীন ঋণের বাজার ( capital market )। এবং ইহা সহায়তা করিয়াছে বিশেষীকরণ ও বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণে।

● স্থগিত পাওনার মান হিসাবে কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য যথাসম্ভব স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যে-ব্যক্তি ১ হাজার টাকা ঋণদান করিয়াছে, টাকাকড়ির মূল্য অর্ধেক হইয়া গেলে ফেরত পাইবার সময়ে প্রকৃতপক্ষে সে অর্ধেক ফেরত পাইবে। লোকে যখন এইরূপ ঘটনার আশংকা করে তখন তাহারা প্রামাণিক মুদ্রার এককের পরিবর্তে অন্য কিছুর অংকে চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯২২-২৩ সালে জার্মানীতে যে এইরূপ ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ●

অনেকের মতে, স্থগিত পাওনার মান হিসাবে টাকাকড়ির কোন পৃথক কার্য নাই। ইহা 'মূল্যের পরিমাপ' হিসাবে কার্যেরই অন্তর্ভুক্ত। 'মূল্যের পরিমাপ' বলিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় মূল্যেরই পরিমাপ বুঝায়। স্থগিত পাওনার পরিমাপ ভবিষ্যৎ মূল্যের পরিমাপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

২। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য ( Function as a Store of Value ) : লোকের আয় একসংগে ব্যয়িত হয় না—ধীরে ধীরে ব্যয়িত হয়। পূর্বে এইরূপ বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্বাহের জন্য জিনিসপত্র মজুত রাখা হইত; বর্তমানে টাকাকড়িই মজুত রাখা হয়। আবার লোকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য, ধনী হিসাবে সুনাম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, ভবিষ্যতে আয়বৃদ্ধি করিবার জন্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। বর্তমানে ইহাও টাকাকড়ির আকারে করা হয়।

**সর্বজনগ্রাহ্যতা বা নগদ অবস্থা** : এইরূপ করিবার প্রধান কারণ হইল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য টাকাকড়ির সর্বজনগ্রাহ্যতা বা নগদ অবস্থা ( liquidity )। জিনিসপত্রের সঞ্চয় করা হইলে সকল সময় উহার ইচ্ছামত রূপান্তর ঘটানো যায় না; কিন্তু টাকাকড়িকে ইচ্ছামত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত করা সকল সময়েই সম্ভব। অতএব লোকে সহজ পরিবর্তনশীল কোন কিছুর আকারেই সম্পদের একাংশকে রাখিতে চায় বলিয়া টাকাকড়িই সঞ্চয় করে। এইরূপ আকাংক্ষাকে নগদ-পছন্দ ( liquidity preference ) বা সর্বজনগ্রাহ্যতার প্রতি আকর্ষণ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কেইন্সের মতে, সর্বজনগ্রাহ্যতার দরুন সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকাকড়ির যে-কার্য তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে সম্পূর্ণ ভুল হইবে যে টাকাকড়ি সঞ্চয়ের আদর্শ ভাণ্ডার। বরং অনেক ক্ষেত্রে টাকাকড়ি অপেক্ষা মূল্যবান ধাতু প্রভৃতিই সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে অধিকতর কাম্য। কারণ, উহাদের মূল্যই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী থাকে—অন্তত সঞ্চয়কারীর প্রতিকূলে পরিবর্তিত হয় না। ভারতে ১৯৪৯ সালে যে-ব্যক্তি 1000 টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল ১৯৮৮ সালে তাহার নিকট উহার মূল্য ২00 টাকা বা এক-পঞ্চমাংশেরও কম দাঁড়ায়; কিন্তু যাহার অনুরূপ মূল্যের স্বর্ণ ছিল তাহার নিকট সঞ্চয়ের মূল্য ২০ গুণ বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে বিগত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের ( Great Trade Depression ) সময় সঞ্চিত টাকাকড়ির মূল্য বেশ কিছুটা বাড়িলেও মূল্যবান ধাতু ইত্যাদির মূল্য সামান্যই কমিয়াছিল। কেইন্সও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকাকড়ির যে কার্য তাহা টাকাকড়ি অপেক্ষা অন্যান্য অনেক স্থায়ী সম্পদ দ্বারা অধিকতর কাম্যভাবে সম্পাদিত হয়। অনেকে আরও অগ্রসর হইয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকাকড়ির কোন কার্যই নাই।

এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া বলিতে পারা যায় যে সর্বজনগ্রাহ্যতার দরুনই সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকাকড়ির ভূমিকা রহিয়াছে এবং এই ভূমিকাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তোলার দায়িত্ব হইল সরকারের। সরকার এই দায়িত্ব সম্পাদন করিবে টাকাকড়ির

মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়া।[১] টাকাকড়ির মূল্য অস্থায়ী হইলে সমাজের কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়। ইহাতে সামাজিক ন্যায় ( social justice ) ব্যাহত হয়। যাহাতে এইরূপ না ঘটে তাহা দেখাই সরকারের কর্তব্য—যাহাকে অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বা কর্তব্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

**৬। সম্পদ স্থানান্তরের মাধ্যম ( Function as a Means of Transferring Value ) :** সরাসরি দ্রব্য বিনিময়ের উপর ভিত্তিশীল অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে বাড়ী, জমি, বাগান ইত্যাদি সম্পত্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যাদির দামের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার মূল্য হিসাব করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ আমরা অস্থাবর ( movable ) এবং স্থাবর ( immovable ) উভয় প্রকারের সম্পত্তি এক স্থান—যেমন দিল্লীতে বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা দিয়া অন্য এক স্থানে—যেমন কলিকাতায়—এই একই ধরনের সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারি। এই ধরনের লেনদেনের জন্য আমরা টাকাকড়ি ব্যবহার করি। এই টাকা চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট, মনিঅর্ডার, ইত্যাদির মাধ্যমে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায়। সুতরাং আমরা দেখি যে টাকাকড়ি আমাদের সম্পদকে স্থানান্তরিত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

**গ। ঘটনাচক্রগত কার্যাবলী ( Contingent Functions )**

এগুলি হইল অর্থের কতকগুলি বিশেষ কার্যাবলী। এগুলিকে ঘটনাচক্রগত বা আকস্মিক কার্য বলিয়া গণ্য করা হয় কারণ ক্রমাগত এগুলির পরিবর্তন হইতে থাকে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে এগুলির সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই শ্রেণীর কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ :

**(১) জাতীয় আয়ের বণ্টন ( Distribution of National Income ) :** একটি দেশের জাতীয় আয় নানাবিধ উপকরণের সমন্বয় ও সমবায়ে সৃষ্ট হয়। এবং এই আয় উপকরণগুলির মধ্যে অবদান অনুসারে বণ্টিত হয়। কিন্তু এই আয় বণ্টিত হয় দ্রব্যাদি ও সেবার বণ্টনের মাধ্যমে। অর্থ-ব্যবস্থায় সকল উপকরণের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে যে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা প্রস্তুত হয় সেগুলিকে উপকরণ-গুলির মধ্যে বণ্টন করিতে হইলে অর্থের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। টাকাকড়িই প্রতিটি উপকরণের অবদান বা উৎপাদনশীলতার পরিমাপ করে এবং জাতীয় আয় বণ্টনে সহায়তা করে।

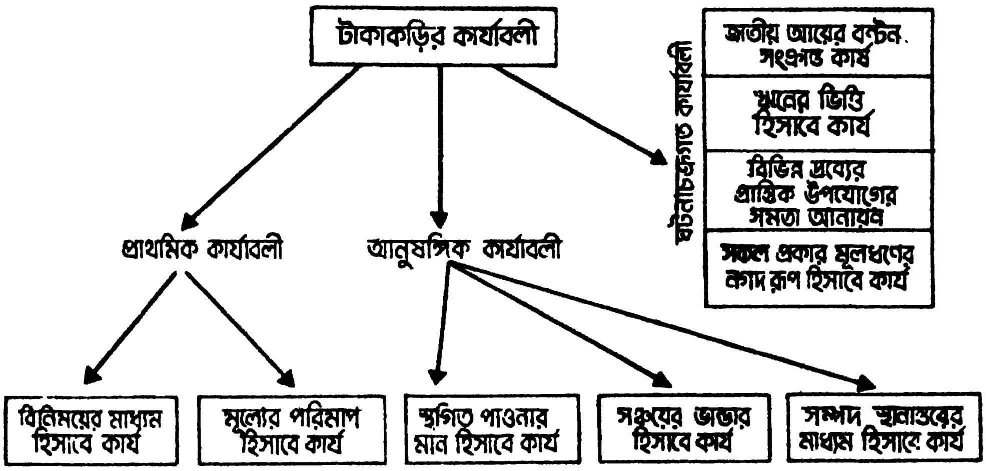
**(২) ঋণের ভিত্তি ( Basis of Credit ) :** আজিকার বিশ্বে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু ঋণ ব্যবস্থার কাঠামো সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অর্থ সরবরাহের ভিত্তির উপর। যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ঋণ ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ ঘটে ; বিপরীতভাবে বলা যায় যখন অর্থের যোগান হ্রাস পায়, তখন ঋণ ব্যবস্থারও সংকোচন ঘটে।

**(৩) বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমতা আনয়ন ( Equalization of Marginal Utilities ) :** আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রতিটি ভোক্তাই তাহার সীমিত অর্থ এমনভাবে ব্যয় করিতে চায় যে তাহার উপযোগ বা সন্তুষ্টি সর্বাধিক হয়। ইহা তখনই সম্ভব যখন সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়। এই বিধি অনুসারে ভোক্তার কল্যাণ তখনই সর্বাধিক হয় যখন প্রতিটি দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক উপযোগের সহিত সমান হয়। এই সূত্রটি পরিবর্তনের সূত্র ( the law of substitution ) নামেও পরিচিত। ভারসাম্যে উপনীত হইতে হইলে একজন ভোক্তাকে তাহার পছন্দসই দ্রব্যাদির ক্রয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বহুবিধ পরিবর্তনসাধন করিতে হয়। একমাত্র টাকাকড়ির ব্যবহার দ্বারাই ইহা সম্ভব। সরাসরি দ্রব্য বিনিময়ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থায় ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন সম্ভব নহে। সুতরাং আমরা দেখি যে একমাত্র টাকাকড়িই একজন ভোক্তাকে বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সমতা আনয়ন করিতে সাহায্য করে।

---

১. ইহা মিলটন ফ্রীডম্যান ইত্যাদি monetarist-দের প্রতিপাদ্য বিষয়।

(৪) সকল প্রকার মূলধনের নগদ রূপ ( Liquidity Form of All Capital ) : একমাত্র আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমেই সকল প্রকারের স্থাবর সম্পত্তিকে ( immovable property ) নগদ সম্পদ—অর্থাৎ টাকায়—রূপান্তরিত করা যায়। একটি আধুনিক সমাজে টাকাকড়ি এমনই একটি মূল্য-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যাহার সাহায্যে সকল প্রকারের মূলধন দ্রব্যকে অতি সহজেই নগদ সম্পদ বা টাকায় পরিণত করা যায়। নিম্নের ছকটিতে উপরে বর্ণিত অর্থের তিন প্রকারের কার্যের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করা হইল :




চিত্র ৩৭.৮ : টাকাকড়ির তিন ধরনের কার্যাবলী

**টাকাকড়ির সংজ্ঞা ( Definition of Money ) :** টাকাকড়ির কার্যাবলী ও ভূমিকার আলোচনার পর টাকাকড়ির একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে যাহাই টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্পাদন করে তাহাই টাকাকড়ি ( 'money is what money does' )। সুতরাং যে-কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ, স্থগিত পাওনার মান এবং সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য করিবে তাহাকেই টাকাকড়ি বলিয়া অভিহিত করা যাইবে।

এই সকল কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-বস্তু টাকাকড়ি হিসাবে প্রচলিত আছে তাহাকে সর্বজনগ্রাহ্য হইতে হইবে—অর্থাৎ বিনিময় পাওনা মিটানোর কার্যে সকলে ঐ বস্তুকে স্বীকার করিয়া লইবে। সেয়ার্সের ( Sayers ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় যে, দেনাপাওনা মিটাইবার কার্যে যে-বস্তু ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তাহাকেই অর্থ বা টাকাকড়ি বলা যায়।[১]

**পূর্ণ সংজ্ঞা :** অতএব, টাকাকড়ির পূর্ণ সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায় : যে-বস্তু বিনিময়কার্য বা দেনাপাওনা মিটানোর উপায় হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য এবং ঐ সংগে মূল্যের পরিমাপ ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার

১. "Money is something that is *widely accepted* for the settlement of debts."
R. B. Sayers : *Modern Banking*

হিসাবে কার্য করে সেই বস্তুকেই টাকাকড়ি আখ্যা দেওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দ্রব্যাদি—পশু, ক্রীতদাস, চর্ম, প্রস্তর, সিগারেট (যুদ্ধের পর জার্মানিতে) ইত্যাদি ইত্যাদি—টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্য বলা হয়, টাকাকড়ি সামাজিক প্রথা (a social convention) মাত্র—প্রথানুসারে সমাজ যাহাই টাকাকড়ি বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় তাহাই টাকাকড়ি।[১]

**টাকাকড়ির ঐতিহাসিক স্তরসমূহ ( Historical Stages of Money )**

প্রাচীন যুগে বহুসংখ্যক দ্রব্যাদি এমনকি গবাদি পশুকেও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইত। গরু, মহিষ, ক্রীতদাস, লোহা, সোনা, ইত্যাদিকে টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হইত। তবে এই সকল দ্রব্যাদি বা গবাদি পশুকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে বহুসংখ্যক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রথমত ছোটখাট বিনিময়কার্য সম্পাদনের জন্য এগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা সম্ভব হইত না। তবে এই সকল দ্রব্যগুলি যে শুধুমাত্র বিনিময়ে ব্যবহৃত হইত তাহাই নহে। এগুলির যথেষ্ট উপযোগিতা ছিল বলিয়া ইহাদের প্রত্যক্ষ চাহিদাও ছিল।[২] বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যে-সকল দ্রব্যাদিকে ব্যবহার করা হইত সেগুলিকে দ্রব্য টাকাকড়ি ( commodity money ) আখ্যা দেওয়া হয়।

ইহারই ঠিক পরবর্তী যুগে কাগজী নোটের প্রচলন সুরু হয়। বিনিময়ের মাধ্যম ব্যতীত কাগজী নোটের কোন মূল্য নেই। সুতরাং কাগজী নোটের কোন প্রত্যক্ষ চাহিদা নাই। কাগজী নোটকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা সম্ভব নহে বলিয়াই কাগজী নোটের পরোক্ষ চাহিদা সৃষ্টি হয়।[৩] আমরা এই কারণেই নিজেদের নিকট সর্বদা কাগজী নোট রাখিয়া থাকি, কারণ পরবর্তী সময়ে ইহাকে ব্যয় করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ সম্ভব হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে টাকাকড়ি হইল একটি কৃত্রিম সামাজিক প্রথা ( an artificial social convention ) মাত্র। যদি কোন কারণে একটি দ্রব্য ( যেমন বাসের কুপন ) টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে জনগণ ইহাকে যথেষ্ট মূল্য দিবে এবং ইহার মাধ্যমে লেনদেন কার্য সম্পাদন করিবে।

আধুনিককালে কাগজী নোটের প্রচলন সর্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ ইহা বিনিময়ের একটি সুবিধাজনক মাধ্যম। ইহা ব্যতীত অতি সহজে ইহাকে বহন করা বা জমাইয়া রাখা যায়। কয়েকটি অতিরিক্ত শূন্য অক্ষর ছাপাইয়া একটি কাগজী নোটের মূল্য বৃদ্ধি করা যায়। অনুরূপভাবে কতকগুলি দশমিক চিহ্ন বসাইয়া ইহাকে ইচ্ছামত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। তবে যেহেতু ইচ্ছামত জনগণ ইহা সৃষ্টি করিতে পারে না সেহেতু ইহার যোগান সর্বদা সীমিত থাকে এবং ইহা অর্থনৈতিক সম্পদ ( economic goods ) বলিয়া গণ্য হয়।

**ব্যাংক দ্বারা সৃষ্ট টাকাকড়ি ( Bank Money )**

অতি আধুনিক কালে ব্যাংক দ্বারা সৃষ্ট আমানতকেও টাকাকড়ির পর্যায়ে ফেলা হয়। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একটি চেককে সর্বদা টাকা বলিয়া গণ্য করা যায় না। ইহার কারণ একজনের ব্যাংকে যদি কোন টাকা জমা থাকে তাহা হইলে তাহার দেওয়া চেককে অর্থে

---

১. Milton H. Spencer: *Contemporary Macroeconomics.* যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানীতে সিগারেটই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সিগারেটের বিনিময়-মূল্য অস্থির ছিল বলিয়া লোকে ভালগুলি খাইয়া ( ধূমপান করিয়া ) ফেলিত এবং ফলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চলিত নিকৃষ্ট সিগারেটগুলি। ইহাই গ্রেসামের বিখ্যাত বিধির ( Gresham's Law ) প্রতিপাদ্য বিষয়।

২. "Most kinds of money tended once to be of some value or use for their own sake."

Samuelson : op. cit.

৩. "Money, as money rather than commodity, is wanted not for its own sake but for the things it will buy." Samuelson

রূপান্তরিত করা ও এই অর্থের সাহায্যে বিনিময় বা লেনদেন সংক্রান্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এই কারণে বলা হয় চেক টাকা নহে, কিন্তু ব্যাংক আমানত অবশ্য টাকা, কারণ ব্যাংকে টাকা থাকিলে সেই টাকা তুলিয়া টাকাকড়ির প্রয়োজন মিটান সম্ভব। যে-কোন দেশেই বড় বড় লেনদেন চেকের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আমাদের দেশের আইন অনুসারে কাহাকেও ২,৫০০ টাকার অধিক অর্থ প্রদান করিতে হইলে চেক বা ড্রাফ্‌ট ব্যবহার করিতে হয়। ব্যাংক ব্যবস্থা দ্বারা কিভাবে টাকাকড়ি সৃষ্টি হয় তাহা পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হইবে।

**টাকাকড়ির প্রকৃতি-অনুধাবন ( Understanding Money )**

অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির ভূমিকা আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিবার জন্য এ-সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক ধারণার কিছুটা পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

**প্রাচীন ধারণা :** প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ টাকাকড়িকে পরদা বা যবনিকার ( veil ) সহিতই তুলনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিমত ছিল যে, টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নহে যাহা অর্থনৈতিক জীবনের বাস্তবতাকে আবৃত করিয়া রাখে। সুতরাং বাস্তবতাকে অনুধাবন করিতে হইলে জিনিসপত্রের উপরই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে টাকাকড়ির মূল্য-পরিবর্তন ইত্যাদি দ্বারা বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ফরাসী অর্থবিদ্যাবিদ সে-কে ( J. B. Say ) অনুসরণ করিয়া বিষয়টির ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে :

ধরা যাউক, টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কবিহীন অর্থ-ব্যবস্থায় ( non-money economy ) আমি কোন একটি দ্রব্য—যেমন আলু—উৎপাদনে একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলাম। ইহার ফলে আলুর উৎপাদন ( বা যোগান ) যেমন বৃদ্ধি পাইবে তেমনি আলু উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকও আলুর চাহিদা বৃদ্ধি করিবে। এইভাবে যোগানের ফলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় ( supply creates its own demand ) বলিয়া অত্যুৎপাদন ( over-production ) বা সাধারণ নিয়োগহীনতা ( general unemployment ) বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

প্রাচীন লেখকগণ এই ধরনের যুক্তিতেই টাকাকড়িকে ঃ বদ্ধ রাখিয়া অর্থবিদ্যা বিশ্লেষণে যুগান্তর ঘটাইতে দেন নাই।

অবশ্য সকল অর্থবিদ্যাবিদই এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করেন নাই বা মানিয়া লন নাই। উদাহরণস্বরূপ, ম্যালথাস অত্যুৎপাদন ও বেকারত্বের সমস্যা লইয়া বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বিশ্বজনীনভাবে যে উৎপন্ন দ্রব্যাদির উদ্বৃত্ত ( 'a universal glut' ) হইয়া ব্যাপক নিয়োগহীনতার সৃষ্টি করিতে পারে তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ধারণাকে ঠিক যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে সমর্থ হন নাই। ফলে সমসাময়িক অর্থবিদ্যাবিদ ( এবং ম্যালথাসের বন্ধুও বটে ) রিকার্ডোর অভিমতই যে অত্যুৎপাদন ও বেকারত্ব সম্ভব নয় তাহা জনমনে সমর্থন পায়—রিকার্ডোই বিতর্কে বিজয়ী হন।[১]

কার্ল মার্ক্স হইলেন অপর একজন অর্থবিদ্যাবিদ—যিনি রিকার্ডো, সে ( J. B. Say ) ইত্যাদির ধারণাকে খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টা করেন। মার্ক্স ধনতন্ত্রের বিবর্তন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে ঐ বিবর্তনের সংগে সংগে ক্রমবর্ধমান হারে নিয়োগহীনতা দেখা দিতে বাধ্য। কারণ দ্বিবিধ : (ক) বিরতি-বিহীন কলাকৌশলগত উন্নয়নের ফলে ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি, এবং (খ) সামগ্রিকভাবে বাজারের অ-পর্যাপ্তি ( overall inadequacy of markets )। অর্থাৎ মার্ক্সের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হইল অত্যুৎপাদন—যাহা বিক্রয় সম্ভব তাহার অধিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করা। ইহার ফলে মন্দাবস্থা ( depressions ) ও সংকটের সৃষ্টি হইতে বাধ্য। এ-ব্যাপারে টাকাকড়ির যে বিশেষ কোন ভূমিকা আছে তাহার ব্যাখ্যা মার্ক্সীয় বিশ্লেষণে পাওয়া যায় না।

---

১. Richard T. Gill : *Economics*—A Text with Readings ( 2nd edn. )

এই দিকে পরিবর্তনের সূচনা করেন সুইডিস অর্থবিদ্যাবিদ উইকসেল ( Knut Wicksell )। তিনি সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা বিষয়সমূহের ( macro-economic matters )—যথা, মন্দাবস্থা, বেকারত্ব ইত্যাদি—সহিত টাকাকড়ির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইংগিত দিয়া সমষ্টিগত বিশ্লেষণের ( macro-analysis ) পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। এবং লর্ড কেইনস্ এই পথেই চলিয়া অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণে যুগান্তর আনয়ন এবং অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের পরিবর্তনে টাকাকড়ির ভূমিকাকে যথাযোগ্য স্থানপ্রদান করিতে সমর্থ হন। কেইনসের যুগান্তকারী গ্রন্থের নামই হইল *The General Theory of Employment, Interest and Money*।

বিষয়টির আর কিছুটা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রাচীন লেখকগণ যে অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির সঠিক ভূমিকা নির্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই তাহার কারণ হইল, তাঁহারা হয় ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক বিষয় বা জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং খাদ্য যোগানের মত সমষ্টিগত বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন—সামগ্রিকভাবে অর্থ ব্যবস্থার কার্যসম্পাদনের ( performance of the economy as a whole ) বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফলে বিশেষ কোন দ্রব্যমূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয়, কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে ইত্যাদিই ছিল তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সকল পণ্যের মূল্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কেন, সকল প্রকার মজুরি এক সময় নামিয়া আসে ও আর এক সময় ঊর্ধ্বমুখী হয় কেন—ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামান নাই।

**আধুনিক বা কেইনসীয় তত্ত্ব :** এই সকল সমস্যারই সমাধানে উইকসেল ও অন্যান্য সুইডিস অর্থবিদ্যাবিদ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কেইনস্ দেখাইলেন যে টাকাকড়ি আবরণমাত্র নহে, মূল্যান্তরসহ সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার নিয়ামক।

প্রাচীন লেখকগণের মতে, টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র—বিনিময়ের জন্যই ইহার চাহিদা। অতএব, ক্রয়বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ যত অধিক হইবে টাকাকড়ির চাহিদাও তত বৃদ্ধি পাইবে।[১] কেইনসের মতে, টাকাকড়ির চাহিদা হইল উহার 'সর্বজনগ্রাহ্যতা'র ( liquidity ) দরুন। সর্বজনগ্রাহ্যতা বলিতে সর্বদ্রব্যের উপর আধিপত্য বুঝায়। এই কারণে টাকাকড়ির যোগান হ্রাস পাইলে স্বল্প পরিমাণ টাকাকড়ি সমপরিমাণ দ্রব্যাদির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। এবং ফলে প্রথমে উহাদের দাম ও পরে উৎপাদনও কমিবে। উৎপাদনহ্রাসের অর্থ হইল শ্রম-সহ উৎপাদনের উপাদানসমূহের নিয়োগহ্রাস। এইভাবে অর্থ-ব্যবস্থা মন্দাভিমুখী হইবে। অপরপক্ষে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলে 'সম্মিলিত চাহিদা' ( aggregate demand ) বৃদ্ধি পাইয়া অর্থ-ব্যবস্থায় তেজী অবস্থা দেখা দিবে। টাকাকড়ির যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে বিনিয়োগ-ব্যয়ে ( investment expenditure ) বিপরীত অবস্থার ( বৃদ্ধি ও হ্রাস ) জন্য। সুতরাং যদি মন্দাবস্থা ও বেকারত্বকে পরিহার করিতে হয় তবে বেসরকারী বিনিয়োগ-ব্যয়ে ঘাটতি সরকারকেই পূরণ করিতে হইবে। ( স্মরণ রাখিতে হইবে যে একজনের ব্যয় হইল অন্য একজনের আয় এবং চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে আয়েরই উপর। )

ব্যয়-ঘাটতি পূরণের জন্য টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি অপরিহার্য। এ-ব্যাপারে ব্যাংক-ব্যবস্থার বিশেষ ভূমিকা আছে, এবং ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ সুদের হারের সহিত সম্পর্কিত।

টাকাকড়ি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে অবশ্যই সহজতর করে। আমাদের সকলের নিকট অধিক টাকা থাকিলে আমাদের সুবিধাই হয়। কিন্তু ইহা অনুমান করা ঠিক নহে যে সমগ্র সমাজের দিক হইতে শুধুমাত্র অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলেই উপকরণসমূহের পূর্ণ ব্যবহার এবং জাতীয় আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। টাকাকড়ি আমাদের বন্ধু বটে, কিন্তু কখনও কখনও ইহা শত্রুও হইয়া দাঁড়ায়। যদি শুধু নোট ছাপাইয়া প্রত্যেকের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অভাবমোচন করা সম্ভব হইত তাহা হইলে কোন দেশেই কোন অর্থনৈতিক সমস্যা থাকিত না। কিন্তু প্রত্যেকের নিকট যদি যথেষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ থাকিত তাহা হইলে অর্থের কোন মূল্য বা কদর থাকিত না,

১. ইহা টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়।

কারণ ইহা দ্বারা কোন কিছুই ক্রয় করা যাইত না। উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি বা অবনতি ( recession ) দেখা দিতে পারে।

এইভাবে সামগ্রিক দিক হইতে অর্থবিদ্যার কেন্দ্রস্থলাধিকারী বিষয়সমূহ ( central matters )—যথা, মুদ্রাস্ফীতি-সহ মূল্যান্তরে হ্রাসবৃদ্ধি, মন্দাবস্থা ও তজ্জনিত দুঃখদুর্দশা, ইত্যাদি—টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত। বস্তুত, টাকাকড়ির মৌল বৈশিষ্ট্য—সর্বজনগ্রাহ্যতা—উহাকে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। টাকাকড়িকে যবনিকা বা আবরণমাত্র বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে—উহাকে অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামক হিসাবেই দেখিতে হইবে।

**নিমিত্ত না লক্ষ্য ? ( Means or End ? ) :** এই কারণে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে টাকাকড়ি—লক্ষ্য নহে, নিমিত্ত মাত্র—অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের জন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা। থরস্টিন ভেবলেন ( Thorstien Veblen ), ওয়ালেস পিটারসন ( Wallace Peterson ) প্রভৃতির মতে অবশ্য অধিকসংখ্যক লোক টাকাকড়িকে লক্ষ্য মনে করিয়া উহা উপার্জনে লাগিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বিকৃত মনের পরিচায়ক, ইহাকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

**তিন ধরনের টাকাকড়ি ( Three Kinds of Money )**

বর্তমান দিনে যে-কোন অর্থ-ব্যবস্থায় তিন ধরনের টাকাকড়ির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় : ছোট ছোট মুদ্রা, কাগজী নোট এবং ব্যাংক ব্যবস্থা কর্তৃক সৃষ্ট টাকা ( বা আমানত )।

**(১) ছোট ছোট মুদ্রা ( Coins ) :** ছোট ছোট লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণত ছোট ছোট মুদ্রা—যেমন ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ২৫ পয়সা—ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মুদ্রাগুলির ধাতব মূল্য উহাদের উপর মুদ্রিত মূল্য অপেক্ষা কম হয় বলিয়া উহাদের নিদর্শন মুদ্রা (token money)[১] বলিয়া অভিহিত করা হয়।

**(২) ক্যারেন্সি ( Currency ) :** আজিকার দিনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল কাগজী মুদ্রা। এই ধরনের টাকার কোন অন্তর্নিহিত মূল্য ( intrinsic value ) নাই এবং ইহার মূল্য একটি কাগজের উপর মুদ্রিত থাকে এবং সরকারী মুখপাত্র বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ইহাকে গ্যারান্টি করেন। ইহাকে সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রকার ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আইনসম্মত বা বৈধ টাকা ( legal tender ) বলিয়া গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা এবং ১০০ টাকার নোট এই শ্রেণীতে পড়ে।

আজিকার দিনে ভারতের সমস্ত মুদ্রা ও ক্যারেন্সিকে আইনসম্মত টাকা ( fiat money ) বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ সরকার আদেশ দেন যে ইহাদের টাকা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমরা সকলেই ইহাদের গ্রহণ করি। আজিকার দিনের টাকাকড়িকে ধাতব উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করিবার কোন অর্থ নাই ( কারণ ইহা দ্বারা আইনসম্মত টাকাকড়ির যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না )।

অর্থের প্রকৃতি অনুসরণ করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে যেহেতু আজিকার দিনে স্বর্ণ-মানপত্র ( gold certificates ) এবং স্বর্ণমুদ্রার ( gold coins ) অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না সেই কারণে এইরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে টাকাকড়ির মূল্য বজায় রাখিতে হইলে ইহাকে সোনার মুদ্রা হইতে হইবে। বস্তুত, আজিকার মুদ্রা-ব্যবস্থায় সোনার কোন ভূমিকা নাই বলিলেই চলে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। টাকাকড়ির মূল্য বজায় রাখিতে হইলে ইহার যোগান সীমিত হওয়া প্রয়োজন। যদি অর্থের যোগান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমনই একটি স্তরে চলিয়া যায় যে ইহা একপ্রকার অবাধলভ্য দ্রব্যে ( free good ) পরিণত হয় তাহা হইলে জনসাধারণ ইহার ব্যবহারে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করিবে না। লোকে যত্রতত্র টাকা খরচ করিতে থাকিবে। ফলে দ্রব্যমূল্য, মজুরি ও আর্থিক আয় আকাশছোঁয়া হইবে। এই কারণে

১. অর্থাৎ যে মুদ্রা নিজস্ব উপাদানের প্রকৃত মূল্যাপেক্ষা অধিকতর মূল্যে চালু থাকে তাহাকেই নিদর্শন মুদ্রা বলা হয়।

ব্যাংক-ব্যবস্থা ও অর্থের উপর সংবিধানিক ক্ষমতা কখনই বেসরকারী শ্রেণীর হস্তে অর্পণ করা হয় না। এই ক্ষমতা সর্বদাই সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

(৩) **চাহিদা আমানত ( Demand Deposits ) :** বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় একই তৃতীয় শ্রেণীর অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা হইল ব্যাংকের আমানত। চেককে টাকা বলিয়া গণ্য করা যায় না কারণ ব্যাংকে টাকা না থাকিলে চেক অসম্মানিত হইতে পারে। কিন্তু ব্যাংকের আমানত অবশ্যই অর্থের পর্যায়ে পড়ে, কারণ ইহার বিরুদ্ধে চেক কাটিয়া আমরা লেনদেন মিটাইতে পারি। এক কথায় টাকাকড়ির সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলি ব্যাংক আমানতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ব্যাংক আমানতকে টাকার পর্যায়ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত।

## স্থির আমানত, তরল সম্পদ ও টাকার নিকটবর্তী সম্পদ ( Fixed Deposits Liquid Assets and Other Near-Money Assets )

এ পর্যন্ত আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে অর্থের যোগান বলিতে ধাতব মুদ্রা, কাগজী নোট এবং ব্যাংকআমানতকেই বুঝায়। এগুলিকে একত্র করিয়া সাধারণত $M_1$ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ব্যাংক আমানত বলিতে আমরা চলতি আমানতকেই বুঝি। কিন্তু অতি আধুনিককালে অর্থের যোগানের আরও বহু উপাদানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, চলতি আমানত ব্যতীত বহুসংখ্যক সঞ্চয় আমানতকেও অর্থের যোগানের অংশীভূত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত স্থির আমানতকেও অর্থের যোগানের মধ্যে ধরিতে হইবে। ইহার কারণ স্থির আমানতের বিনিময়ে ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ করা যায়। এখন উপরের তিনটি উপাদানের সহিত সঞ্চয় ও স্থির আমানতকে যোগ করিয়া আমরা যাহা পাই তাহাকে $M_2$ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। নিম্নের সারণিটিতে ইহাই দেখান হইয়াছে। অবশ্য অর্থের এই নাম তালিকা সম্পর্কে সকল অর্থবিদ্যাবিদ একমত পোষণ করেন না। অনেকের মতে কতকগুলি **তরল সম্পদকেও ( liquid assets )** অর্থের মোট যোগানের মধ্যে ধরিতে হইবে। তরল সম্পদ বলিতে তাঁহারা **অর্থের নিকটবর্তী সম্পদকেই ( near-money assets )** অথবা **অর্থের পরিবর্ত দ্রব্যাদিকেই ( money substitutes )** উল্লেখ করেন। এগুলির মধ্যে আছে **সরকারী বণ্ড ( government bonds ), জীবনবীমা নীতি ( life insurance policy ), ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট** ইত্যাদি। প্রয়োজন হইলে এগুলিকে অতি অল্প ব্যয়েই ( অর্থাৎ অধিক ছাড়বাদ না দিয়াই ) অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। এই আয় সৃষ্টিকারী সম্পদগুলির মধ্যে অর্থের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় বলিয়া এগুলিকে অর্থ না বলিয়া অপূর্ণাংগ অর্থ বা অর্থের নিকটবর্তী সম্পদ বলাই যুক্তিযুক্ত। এগুলিকে অর্থ বলিয়া গণ্য করার বিপক্ষে যুক্তি হইল এই যে, ইহাদের দ্বারা সরাসরিভাবে লেনদেনকার্য সম্পাদন করা সম্ভব নহে। দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় টাকার পরিবর্তে সরকারী বণ্ড গ্রহণ করা হয় না। তবে খোলা বাজারে সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায়। ইহাই হইল সরকারী বণ্ডকে অর্থ হিসাবে গণ্য করিবার সপক্ষে যুক্তি।[১]

**সারণি ৩৭.১ : টাকাকড়ির উপাদানসমূহ**

১. ধাতব মুদ্রা ( coins )
২. কাগজী নোট ( notes )
৩. চলতি আমানত( current deposits )

$M_1$=১+২+৩

৪. সঞ্চয় আমানত ( savings deposits )
৫. স্থির আমানত ( fixed deposits )

$M_2=M_1$+৪+৫

১. এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য Byrns and Stone : *Economics* ( [illegible] পৃষ্ঠা ) দ্রষ্টব্য।

**অর্থের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী ( Properties or Qualities of Money )**

অর্থ মূলত বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু ইহাকে সর্বজনস্বীকৃত হইতে হইলে শুধুমাত্র সরকারের হুকুম বা আদেশই যথেষ্ট নহে। ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা প্রয়োজন। এইগুলি হইল :

**(১) গ্রহণযোগ্যতা ( Acceptability ) :** অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য করিতে হইলে ইহাকে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রাচীন-কালে বহুসংখ্যক দ্রব্য অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বস্তুত এই সকল দ্রব্যাদির অন্তর্নিহিত মূল্য ( intrinsic value ) ছিল বলিয়াই এগুলি টাকাকড়িরূপে ব্যবহৃত হইত। এগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারের চাহিদাই ছিল। দ্রব্যাদি হিসাবে এগুলির প্রত্যক্ষ চাহিদা সৃষ্টি হইত। আবার বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ( অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্যও ) এগুলির পরোক্ষ চাহিদাও সৃষ্টি হইত। অবশ্য বর্তমান সমাজে অর্থের কোন অন্তর্নিহিত মূল্য নাই। ইহা সত্ত্বেও আমরা একটি বিশেষ কারণেই এই ধরনের অর্থ গ্রহণ করি : আমরা জানি অন্যান্য লোকেরা ইহাকে দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবে—অর্থাৎ ইহার পরিবর্তে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে।[১]

**(২) মূল্যের স্থায়িত্ব ( Stability of Value ) :** যদি আশংকা করা হয় যে অর্থের মূল্য কালই ৫০ শতাংশ হ্রাস পাইবে তাহা হইলে কেহই আজ অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবে না। যদি এইরূপ ঘটে এবং লোকে পূর্ব হইতেই অনুমান করে যে অতি দ্রুতগতিতে দ্রব্য-মূল্যের বৃদ্ধির ফলে অর্থের মূল্য সম্পূর্ণভাবে হ্রাস পাইবে, তাহা হইলে দেশের অর্থ ও ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। বস্তুত, ১৯২৩ সালে জার্মানীতে ইহাই ঘটিয়াছিল। অবশ্য বর্তমানে প্রায় সকল অর্থ-ব্যবস্থাতেই মূল্যস্তর সর্বদা বৃদ্ধি পায় বলিয়া কখনই অর্থমূল্যে সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

**(৩) স্থায়িত্ব, বিভাজ্যতা, বহনযোগ্যতা ( Durability, Divisibility, Portability ) :** বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইতে হইলে টাকাকড়িকে অবশ্যই একটি স্থায়ী দ্রব্য হইতে হইবে। ইহাকে শাকসব্জীর মত পচনশীল হইলে চলিবে না। চাল, গম ইত্যাদি দ্রব্য অপেক্ষাকৃতভাবে স্থায়ী কিন্তু গুদামে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাখিয়া দিলে ইহারা পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া এগুলিকে সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। এই কারণেই একজন কৃষক তাহার উদ্বৃত্ত শস্য বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। পরবর্তী বৎসরে শস্য ভাল না হইলে এই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া বাজার হইতে শস্য ক্রয় করিয়া থাকে।

উপরন্তু, টাকাকড়িকে যাহাতে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা যায় তাহা দেখিতে হইবে। নতুবা ছোট ছোট লেনদেনকার্য সম্পাদন করা কখনই সম্ভব হইবে না। মূলত এই কারণেই ভারতে কিছুকাল পূর্বে ২০ টাকা ও ৫০ টাকার নোট চালু করা হইয়াছে।

পরিশেষে দেখিতে হইবে যে অর্থের ওজন যেন অত্যধিক না হয়। ইহার ওজন অত্যধিক হইলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ইহাকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে। এবং বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইলে শুধুমাত্র পরিবহণ ব্যয়ই যে অত্যধিক হইবে তাহা নহে ইহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে নানাবিধ অসুবিধা ( যেমন চুরি হইবার সম্ভাবনা ) দেখা দিবে।

**(৪) সমরূপতা ( Uniformity ) :** গুণগত দিক হইতে টাকাকড়ির বিভিন্ন এককে সমরূপ হইতে হইবে যাহাতে খারাপ টাকা ভাল টাকাকে প্রচলন হইতে সরাইয়া না দিতে পারে। যদি একজনের নিকট দুইটি মুদ্রা থাকে যাহাদের একটির অন্তর্নিহিত বা ধাতব মূল্য হইল ২০ পয়সা ও

---

১. "Today money generally has no intrinsic value, but we accept it in the knowledge that other people will accept it from us, in exchange for goods." Derek Lobley : *Success in Economics*

অন্যটির ধাতব মূল্য হইল শূন্য তাহা হইলে তিনি প্রথম মুদ্রাটি ধরিয়া রাখিবেন এবং দ্বিতীয়টি ব্যয় করিয়া লেনদেনকার্য সম্পাদন করিবেন। ইংলণ্ডে বহুকাল পূর্বে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং উহা হইতেই গ্রেশামের নীতি ( Gresham's Law ) উৎপত্তি হইয়াছে। ইংলণ্ডে একই সংগে সোনা ও রূপার টাকা বাজারে ছাড়া হইয়াছিল। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে সোনার টাকাগুলি বাজার হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে এবং রূপার টাকাগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতেও কিছুকাল পূর্বে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একই সংগে সোনালী রঙের এবং সাদা রঙের ২০ পয়সার মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়। কিছুকাল পরে সোনালী রঙের মুদ্রাটি বাজার হইতে সম্পূর্ণভাবে উধাও হইয়া যায় এবং অন্য মুদ্রাটি পড়িয়া থাকে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে সোনালী মুদ্রার ধাতব মূল্য ২০ পয়সার অধিক হওয়ায় অনেকেই এই মুদ্রাগুলিকে গলাইয়া ফেলে এবং অধিক দামে এগুলিকে ধাতু হিসাবে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। ভারতে বর্তমান মুদ্রাসংকটের ইহাই অন্যতম কারণ।

## কি কারণে টাকাকড়ি মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয় ( What Makes Money Valuable )

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে টাকাকড়ি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে সহজ-সরল করিয়া তুলে। আমার বা তোমার হাতে যদি বেশী টাকা থাকে তাহা হইলে আমি ও তুমি অবশ্যই অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া অভাব মিটাইতে পারি। কিন্তু তোমার বা আমার ক্ষেত্রে যাহা সত্য সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে তাহা সত্য নহে। অর্থাৎ দেশে টাকাকড়ির মোট যোগান বৃদ্ধি পাইলেই যে জনগণের ভোগবায় বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। যদি স্বল্প-কালে মোট উপকরণসমূহের পরিমাণ সীমিত হয় তাহা হইলে মোট জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণও সীমিত হইবে। এই অবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি ও অর্থের মূল্য হ্রাস পাইবে। মুদ্রাস্ফীতি তত্ত্ব আলোচনার সময় এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা এই অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে টাকাকড়ির মূল্য বজায় রাখিতে হইতে ইহার যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থের যোগান সীমিত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার মূল্য বজায় থাকিবে।[১] যদি অর্থের যোগান এইরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয় যে অবশেষে ইহা অবাধলভ্য দ্রব্যে ( free goods ) রূপান্তরিত হয় তাহা হইলে জন-সাধারণের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ থাকিবে। তাহারা যদি যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করিবার সুযোগ পায় তাহা হইলে দ্রব্যাদির বাজার দাম, মজুরি ও আর্থিক আয় আকাশছোঁয়া হইবে। এই কারণে যে-কোন দেশে একমাত্র সরকারকে টাকাকড়ির উপর সংবিধানিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। কোন বেসরকারী ক্ষেত্রে বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা দেওয়া হয় না। এ সম্পর্কে পূর্বে সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে।

## মুদ্রামান ও মুদ্রা-ব্যবস্থা ( Monetary Standards and Monetary Systems )

মুদ্রামান ও মুদ্রা-ব্যবস্থাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে : (১) একধাতুমান ব্যবস্থা, (২) দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা এবং (৩) কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা।

একধাতুমান ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশের বিহিত ( legal tender ) মুদ্রা স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দ্বারা গঠিত হয় অথবা ঐ ধাতুর মূল্যের সহিত মুদ্রার মূল্য যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। মুদ্রা স্বর্ণভিত্তিক হইলে উহাকে স্বর্ণমান এবং রৌপ্যভিত্তিক হইলে উহাকে রৌপ্যমান বলে।

দ্বিধাতুমান ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রা উভয়েই একই সংগে প্রচলিত হইয়া থাকে এবং উভয়েই বিহিত মুদ্রা রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থায় একমাত্র কাগজী নোট বিহিত অথবা প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং কোন ধাতুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকে না।

---

১. "Limitation in the supply of money is the necessary condition if money is to have value." Samuelson

এই বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা-ব্যবস্থার মধ্যে কাগজী মুদ্রামান ছাড়া আর সকলই হইল অতীতের বস্তু। তবে ইহাদের মধ্যে স্বর্ণমানের অস্তিত্বের ভিত্তিতে অর্থবিদ্যার অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থার সংগে এই স্বর্ণমানেরও আলোচনা করা প্রয়োজন।

**স্বর্ণমান ( Gold Standard ) :** দেশের বিহিত মুদ্রার মূল্য যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমান হয়, তাহা হইলে ইহাকে স্বর্ণমান বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, স্বর্ণমানের অধীনে মুদ্রা ও পারস্পরিক স্বর্ণের মূল্য নির্দিষ্ট থাকে। স্বর্ণের সহিত মুদ্রার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে যে রূপে ও যে যে পন্থায় বজায় রাখা হয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া স্বর্ণমানের নিম্নলিখিত প্রকারভেদ করা হইয়া থাকে।

**স্বর্ণমুদ্রামান বা বিশুদ্ধ স্বর্ণমান ( Gold Coin or Gold Currency Standard or Pure Gold Standard ) :** ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অনেক দেশে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যে-স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তাহাকে স্বর্ণমুদ্রামান বলা হয়। ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

(১) স্বর্ণমুদ্রাই ছিল দেশের প্রামাণিক ( standard ) ও বিহিত ( legal tender ) মুদ্রা এবং এই মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ লইয়া গঠিত হইত। এই সংগে কাগজী নোটও বিহিত টাকাকড়ি হিসাবে পরিগণিত হইত; কিন্তু এই কাগজী নোট এবং অন্য সকল প্রকার মুদ্রাকে অবাধে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা চলিত। সুতরাং কাগজী নোট বা অন্যান্য মুদ্রার মূল্য সকল সময়েই স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হইত।

(২) স্বর্ণের অবাধ মুদ্রাংকন ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ, ধাতব স্বর্ণের পরিবর্তে অবাধে নির্দিষ্ট হারে যে-কোন পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইত এবং স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে অনুরূপভাবে ধাতব স্বর্ণ লওয়া যাইত।

(৩) স্বর্ণ অবাধে আমদানি ও রপ্তানি করা চলিত। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের মূল্য এবং বিভিন্ন মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির ও অপরিবর্তিত থাকিত। শুধু তাহাই নহে, কোন দেশে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাইলে সেই দেশের আমদানি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি হ্রাস পাইত। শেষ পর্যন্ত ইহার ফলে স্বর্ণের রপ্তানির জন্য মুদ্রামূল্য পুনরায় পূর্বস্তরে ফিরিয়া আসিত। এইরূপে স্বর্ণমান বিভিন্ন দেশের দ্রব্যমূল্যস্তরে সমতা আনয়ন করিতে সাহায্য করিত।

**স্বর্ণপিণ্ডমান ( Gold Bullion Standard ) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন উঠিয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে যে-নূতন ধরনের স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে স্বর্ণ-পিণ্ডমান আখ্যা দেওয়া হয়। এই স্বর্ণপিণ্ডমান ব্যবস্থায় একমাত্র কাগজী নোট দেশের প্রামাণিক ও বিহিত মুদ্রা রূপে পরিগণিত হয় এবং এই কাগজী নোট একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণের সহিত পরিবর্তন-যোগ্য করা হয়। স্বর্ণপিণ্ডমানের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এইরূপ : (১) এই প্রকার স্বর্ণমানের অধীনে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল না; দেশের বিহিত মুদ্রা বলিতে কাগজী নোটকেই বুঝাইত। (২) নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণে এই কাগজী নোটের মূল্য ধার্য করা হইত। (৩) সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ নির্দিষ্ট হারে কাগজী নোটের বিনিময়ে যে-কোন পরিমাণ ধাতব স্বর্ণ ক্রয় করিতে স্বীকৃত থাকিত এবং একটি ন্যূনতম পরিমাণের ঊর্ধ্বে যে-কোন পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয় করিতেও স্বীকৃত থাকিত। এই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা—স্বর্ণের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করিত না। (৪) স্বর্ণমুদ্রামানের ন্যায় এক্ষেত্রেও অবাধে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি করা চলিত।

**স্বর্ণবিনিময়মান ( Gold Exchange Standard ) :** এই ব্যবস্থা অনেকটা স্বর্ণপিণ্ডমানের ন্যায়। তবে এক্ষেত্রে সরকার বা মুদ্রাপরিচালনার কর্তৃপক্ষ দেশের বিহিত মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে না। তাহার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিতে স্বীকৃত বা প্রস্তুত থাকে। এই প্রকার মুদ্রা-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম

ভারতে প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকার (ভারতীয় টাকার বিনিময়ে) ১ টাকা= ১ শি. ৪ পে. এই হারে যে-কোন পরিমাণ পাউণ্ড-স্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করিত। মনে রাখিতে হইবে, ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রাও স্টার্লিং মারফতে স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলা যাইতে পারে। এইজন্য ইহাকে স্বর্ণবিনিময়মান বলা হয়।

**স্বর্ণমানের সুবিধা (Merits of the Gold Standard):** স্বর্ণমানের প্রথম সুবিধা হইল এই যে ইহার ফলে দেশে প্রচলিত মুদ্রা পৃথিবীর সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয়। স্বর্ণই হইল একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম যাহা প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সকল দেশে অবাধে এবং আগ্রহ সহকারে গৃহীত হইতেছে। ইহা ছাড়া স্বর্ণমান যদি আন্তর্জাতিক হয়—অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে সকল দেশে একই মুদ্রামান প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ফলে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার, তথা বৈদেশিক বিনিময়, সহজ হইয়া পড়ে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। একথা সকলেই স্বীকার করেন, বর্তমানের তুলনায় স্বর্ণমানের রাজত্বের সময় বিভিন্ন দেশের ভিতর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক বেশী সহজে এবং অবাধে চলিতে পারিত।

তৃতীয়ত, স্বর্ণমান যে কেবলমাত্র অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়তা করে তাহাই নহে, বলা হয় স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের (international balance of payments) অসমতাও আপনা হইতে শুধরাইয়া যায়। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয় তাহা দেখা যাউক। যদি কোন কারণে কোন একটি দেশের বৈদেশিক দেনা উহার বৈদেশিক পাওনা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিবার দরুন এই অবস্থায় এই দেশ হইতে স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকিবে। ইহার ফলে দেশের মুদ্রা ও টাকাকড়ির পরিমাণ এবং সেই সংগে মূল্যস্তর কমিয়া যাইবে। কারণ, স্বর্ণমানের তত্ত্ব অনুসারে দেশের টাকাকড়ির পরিমাণ স্বর্ণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মূল্যস্তর কমিয়া গেলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস পায়। ইহার ফলে বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ক্রমশ কমিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই উদ্বৃত্ত সমতায় আসিয়া যায়। অপরপক্ষে বৈদেশিক পাওনা বৈদেশিক দেনা অপেক্ষা বেশী হইলে স্বর্ণ আমদানি হইতে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে রপ্তানিহ্রাস ও আমদানিবৃদ্ধির দরুন অনুকূল উদ্বৃত্ত শেষ হইয়া সমতায় পৌঁছায়।

চতুর্থত, স্বর্ণমানের অধীনে বৈদেশিক বিনিময় হার বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। কারণ, স্বর্ণমান চালু থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় হার স্বর্ণের আমদানি বা রপ্তানি বিন্দুর (specie points) বাহিরে উঠানামা করিতে পারে না।

পরিশেষে, স্বর্ণমান আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরকেও স্থির (stable) রাখিতে সহায়তা করে বলিয়া দাবি করা হয়। বলা হয়, দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা স্বর্ণের সহিত শৃংখলিত থাকে বলিয়া যথেচ্ছ মুদ্রার প্রচলন করা চলে না এবং সেইজন্য মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে না এবং অপরদিকে স্বর্ণের যোগান মোটামুটি স্থির থাকে বলিয়া টাকাকড়ির পরিমাণেও বিশেষ হ্রাস ঘটে না এবং ফলে মুদ্রাসংকোচও দেখা দেয় না। স্বর্ণমানের সমর্থকদের এই দুই দাবি কতদূর মানিয়া লওয়া যায় সে-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে। এখানে প্রসংগত ইহাই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, স্বর্ণমানের সাহায্যে বৈদেশিক বিনিময় হার বজায় রাখা যতটা সম্ভব হয়, আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বজায় রাখা ততটা সম্ভব হয় না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অনেক দেশকে মুদ্রার বিনিময় হার বজায় রাখিতেই আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্বকে বর্জন করিতে হইয়াছে।

**স্বর্ণমানের দোষত্রুটি (Defects of the Gold Standard):** স্বর্ণমানের প্রধান সমালোচনা হইল যে যদিও ইহাকে স্বয়ংক্রিয় মুদ্রামান (automatic standard) বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বয়ংক্রিয় নহে। স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয়তা এবং ইহার সাফল্য নির্ভর করে প্রধানত দুইটি সর্তের উপর: (ক) স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির উপর কোন বাধানিষেধ থাকিবে না, এবং (খ) স্বর্ণের আমদানি বা রপ্তানির মূল্যস্তরের উপর তাহার পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবার পথে সরকার বা কেন্দ্রীয়

ব্যাংক কোন-প্রকার বাধার সৃষ্টি করিবে না। এই সংগে আরও একটি সর্তের বা নিয়মের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা হইল, বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি এবং রপ্তানির উপর বাধানিষেধ থাকিবে না। এই সকল নিয়মকে খেলাধুলার নিয়মের সহিত তুলনা করিয়া 'স্বর্ণমান-ক্রীড়ার নিয়মাবলী' ( Rules of the Gold Standard Game ) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন দেশই এই তিনটি নিয়ম সকল সময় মানিয়া চলে না। যেমন, স্বর্ণ রপ্তানি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত ব্যাংক-রেট বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে সচেষ্ট হয়। অপরপক্ষে স্বর্ণের আমদানি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বর্ধিত স্বর্ণের ভিত্তিতে মুদ্রা বা টাকাকড়ির পরিমাণ না বাড়াইয়া মজুত স্বর্ণের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিতে থাকে। এই সকল কারণে স্বর্ণমানকে স্বয়ংচালিত মান না বলিয়া 'পরিচালিত মান' ( managed standard ) বলিয়াই অভিহিত করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাতে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব অপেক্ষা বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। এমনকি একথাও বলা চলে যে স্বর্ণমানের আওতায় বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময় দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হয়। যেমন, বিনিময় হার প্রতিকূল হইলে স্বর্ণমানের নিয়ম অনুযায়ী মুদ্রাসংকোচ করিতে হয়। এই মুদ্রাসংকোচের ফলে দেশের ধনোৎপাদন, জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। স্বর্ণমানের এই ত্রুটির উপর কেইনস্ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, স্বর্ণমান মূল্যস্তর স্থির রাখে—একথা মানিয়া লওয়া চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্যালিফোর্নিয়ায় নূতন নূতন স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে স্বর্ণের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যায়; ফলে মূল্যস্তর অনেকটা বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ ঐ শতাব্দীরই শেষদিকে স্বর্ণের যোগানহ্রাসের ফলে মূল্যস্তর নামিয়া যায়।

চতুর্থত, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে যখনই কোন কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় কোনরূপ বিশৃংখলা বা বিপর্যয় ঘটে তখনই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে হয়। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং ১৯৩১ সালের মন্দার সময় অনেক দেশেই স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয়। এইজন্য স্বর্ণমানকে 'সুসময়ের বন্ধু' ( fair weather friend ) বলা হয়।

পঞ্চমত, স্বর্ণমান ব্যয়বহুল। স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে অনাবশ্যক বহু পরিমাণ স্বর্ণ মজুত রাখিতে হয়। কাগজী মুদ্রা যেখানে টাকাকড়ির সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে, সেক্ষেত্রে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান ধাতু ব্যবহার করা অপচয় মাত্র। সেইজন্য স্বর্ণমানকে পুরাতন যুগের অর্ধসভ্য নিদর্শন ( barbarous relic of old times ) বলা হয়।

ষষ্ঠত, স্বর্ণমানের ফলে বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বজায় থাকিলেও দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থাকে পরাধীন হইয়া থাকিতে হয়।[১] কারণ, এই ব্যবস্থায় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে বিদেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা তথা বৈদেশিক অর্থ-ব্যবস্থার সহিত শৃংখলিত করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে পৃথিবীর কোন দেশে কোন কারণে যদি অর্থনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা দেখা দেয় তাহা হইলে ঐ বৈদেশিক বিপর্যয় দেশের মুদ্রা ও অর্থ-ব্যবস্থার উপর পূর্ণবেগে আসিয়া আঘাত করে।

**কাগজী মুদ্রামান ( Paper Currency Standard ) :** কাগজী মুদ্রামানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত, এই ব্যবস্থায় কাগজী নোটই দেশের অসীম বিহিত তথা প্রামাণিক মুদ্রারূপে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রচলিত কাগজী মুদ্রার একটি সরকার-নির্দিষ্ট

১. "The gold standard, ...kept exchange rates constant. But it made each country a slave rather than a master of its own economic destiny." Samuelson : *Economics*

স্বর্ণমূল্য থাকে, কিন্তু স্বর্ণের উপর এই মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে না। সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্বনির্ধারিত নীতি অনুযায়ী নোটের প্রচলন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইজন্য এই মুদ্রার মূল্যও এই নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। তৃতীয়ত, যদিও নানা কারণে সরকারী তহবিলে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট স্বর্ণ মজুত থাকে, তবুও কাগজী নোটের পরিমাণ এই মজুত স্বর্ণের উপর নির্ভর করে না। চতুর্থত, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় এবং কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা উপায়ে ঐ নির্দিষ্ট হার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।[১] তবে কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে মৌলিক অসামঞ্জস্য দেখা দিলে, বিনিময় হারের পরিবর্তনও করা হইয়া থাকে। এককথায় এই কাগজী মান ব্যবস্থায় টাকাকড়িসংক্রান্ত নীতি ( monetary policy ) কতকগুলি অন্ধ নিয়মের বশবর্তী না হইয়া দেশের সাধারণ আর্থিক নীতি ( financial policy ) অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এইজন্যই এই কাগজী মানকে পরিচালিত মুদ্রামান ( managed standard ) বলা হয়।

**কাগজী মুদ্রামানের সুবিধা ( Advantages of Paper Currency Standard ) :** কাগজী মানের প্রধান সুবিধা হইল এই যে ইহার ফলে মুদ্রা-ব্যবস্থা সুপরিবর্তনীয় ( flexible ) ও স্থিতিস্থাপক (elastic) থাকে। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় মুদ্রার ও টাকাকড়ির পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো বা কমানো চলে। আধুনিক অর্থবিদ্যার তত্ত্ব অনুসারে মুদ্রা-ব্যবস্থার এই পরিবর্তনশীলতা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। নিয়োগবৃদ্ধি, উৎপাদনবৃদ্ধি, বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন নিবারণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইলে মুদ্রা ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত নীতি ও ব্যবস্থার প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা আবশ্যক। মুদ্রা-ব্যবস্থা স্বর্ণমানের ন্যায় কঠিন নিয়মাবলীর অধীন ( rigid ) হইলে এই পরিবর্তন সম্ভব হয় না: কাগজী মান সুপরিবর্তনীয় হওয়াতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজনমত মুদ্রানীতির পরিবর্তন করা চলে।

দ্বিতীয়ত, ইহাও দেখা গিয়াছে যে স্বর্ণমানেরও পরিচালনা ( management ) প্রয়োজন। কিন্তু স্বর্ণমান-ব্যবস্থার অপরিবর্তনীয়তার দরুন ঐ ব্যবস্থাপনা অনেক সময়ে ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য। পক্ষান্তরে, কাগজী মানের অধীনে মুদ্রা ও টাকাকড়ির ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে সহজ ও ত্রুটিশূন্য হইতে পারে।

তৃতীয়ত, স্বর্ণমানের তুলনায় কাগজী মানের ব্যয় অনেক কম। স্বর্ণের তুলনায় কাগজের মূল্য নাই বলিলেই চলে। সুতরাং কাগজী মুদ্রার সাহায্যে যখন মুদ্রা-ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা যায়, তখন ব্যয়বহুল ও ত্রুটিপূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলিত করিবার সপক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। এই সকল কারণে বর্তমান জগতের সকল দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া কাগজী মান প্রচলিত করিয়াছে।

**ত্রুটি ( Disadvantages ) :** এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও কাগজী মান সম্পূর্ণ ত্রুটিবিহীন নহে। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় অতি-প্রচলন ( over-issue ) এবং তজ্জনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। স্বর্ণমান থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি সম্ভব হয় না। কিন্তু কাগজী মানে ইচ্ছামত মুদ্রার প্রচলন করা চলে বলিয়া ইহাতে যে-কোন সময় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে। কাগজী মানের এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয়, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে যখনই কোন দেশের সরকার ও মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ ( Currency Authority ) বেশী পরিমাণে মুদ্রার প্রচলন করিতে বাধ্য হয়, তখনই তাহারা স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া কাগজী মানের প্রবর্তন করে। সুতরাং বলা যায় যে কাগজী মানের দরুন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না, বরং মুদ্রাস্ফীতির প্রয়োজনে কাগজী মান প্রবর্তিত হয়।

---

১. বর্তমানে অনেক মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার নির্দিষ্ট নহে—ঐ সকল মুদ্রা বৈদেশিক বিনিময় বাজারে ভাসমান ( floating ) বলিয়া অভিহিত। অর্থাৎ, চাহিদা ও যোগানের এই সকল বিনিময় হার নিয়ত নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হয়।

কাগজী মানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সমালোচনা হইল যে এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব থাকে না। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।[১] উৎপাদক বৈদেশিক বিনিময় হারের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লইতে চায় না এবং দেশের মধ্যেই ক্রয়বিক্রয়ের দিকে অধিক ঝুঁকে। এই যুক্তি কতকাংশে সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা সঠিক-ভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে বৈদেশিক বিনিময় হার যে মোটামুটি স্থির থাকে তাহাও ঠিক।

**কাগজী মুদ্রামান ও স্বর্ণ ( Paper Currency and Gold ) :** কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের কাগজী মুদ্রা ও স্বর্ণের মধ্যে একটা কল্পিত সম্পর্ক ছিল, কারণ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রত্যেক সদস্যকে স্বর্ণের ভিত্তিতে মুদ্রামূল্য ঘোষণা করিতে হইত। বর্তমানে এই ব্যবস্থা বাতিল হইয়া অনেক মুদ্রাই ভাসমান ( floating ) অবস্থায় রহিয়াছে—অর্থাৎ বিনিময় হার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নিয়মিত নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হইতেছে।[২]

## ৩৭.৪ টাকাকড়ির চাহিদা ও অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ( THE DEMAND FOR MONEY AND THE QUANTITY THEORY OF MONEY )

এ-পর্যন্ত আমরা টাকাকড়ির যোগান লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন টাকাকড়ির চাহিদা লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। টাকাকড়ির চাহিদা বলিতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নগদ টাকা ধরিয়া রাখাকেই বুঝায়। আমরা সকলেই জানি যে ব্যাংকে টাকা রাখিলে বা বণ্ড কিনিলে সুদ পাওয়া যায়। আবার শেয়ার কিনিয়া ডিভিডেণ্ট বা কোম্পানীর লভ্যাংশ অর্জন করা যায়। ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে বহু লোক কিছু নগদ টাকা সর্বদাই কাছে রাখিতে চায়। ইহার কারণ কি? বস্তুত, ইহার তিনটি কারণ আছে এবং এ-সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই কারণগুলি লইয়া পুনরায় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

**(১) টাকাকড়ির লেনদেন বা চাহিদা ( Transaction or Demand for Money ) :** সকলেই কিছু নগদ টাকা সর্বদা কাছে রাখিতে চায়। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। আমরা অধিকাংশ লোকই মাসে একবার অর্থ উপার্জন করি। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই আমাদের কিছু না কিছু খরচ চালাইয়া যাইতে হয়। সুতরাং আয় ও ব্যয়ের মধ্যে অসমতা দূর করিবার জন্য কিছু নগদ টাকা কাছে রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ, মাস মাহিনা পাওয়ার দুটি দিনের মধ্যে ব্যবধান যথাসম্ভব হ্রাস করিবার জন্য নগদ টাকা ধরিয়া রাখা হয়। এই নগদ টাকার পরিমাণ একজন ব্যক্তির আয়ের সহিত সরাসরিভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, আয় বৃদ্ধি পাইলে একজন ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে তাঁহার নগদ টাকার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণেই একজন ধনীলোকের টাকার চাহিদা সাধারণত একজন দরিদ্র লোকের টাকার চাহিদা অপেক্ষা অধিক হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও টাকাকড়ির এই ধরনের চাহিদা দেখিতে পাওয়া যায়। দিনমজুরকে বা কাঁচামাল সরবরাহকারীকে প্রায় প্রতিদিনই টাকা দিতে হয়। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে টাকাকড়িকে চলতি বা কার্যকরী মূলধন ( working capital ) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার কথা ধরিলে এই একই কথা প্রযোজ্য। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে দেশের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় বলিয়া টাকাকড়ির লেনদেনসংক্রান্ত চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

**(২) টাকাকড়ির সতর্কতামূলক চাহিদা ( Precautionary Demand for Money ) :** লোকে সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যের জন্য কিছু নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে হঠাৎ নিয়োগহীনতা ঘটিতে পারে অথবা একটি পরিবারের সদস্য হঠাৎ অসুস্থ হইতে পারে অথবা দুর্ঘটনার ফলে একজনের অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা সাময়িকভাবে হ্রাস পাইতে পারে।

---

১. "With the exchange rate varying wildly from month to month, the volume of international trade and lending is greatly discouraged." Samuelson

২. পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখ।

এই সকল কারণেই লোকে সামান্য নগদ টাকা কাছে রাখিতে চায়। লেনদেনসংক্রান্ত চাহিদার মত অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদাও আর্থিক আয়ের উপর নির্ভর করে।

**(৩) টাকাকড়ির ফাটকাকারবার সংক্রান্ত চাহিদা ( Speculative Demand for Money ) :** অধ্যাপক কেইন্‌স অবশ্য অর্থের অন্য এক ধরনের চাহিদার কথা উল্লেখ করেন। ইহা হইল ফাটকাকারবার সংক্রান্ত চাহিদা। লোকে বণ্ড, শেয়ার ও আয়-সৃষ্টিকারী নানাবিধ সম্পদ ক্রয়ের জন্য সামান্য নগদ টাকা কাছে রাখিয়া দেয়। টাকাকড়ির এই ধরনের চাহিদা সাধারণত সুদের হারের উপর নির্ভর করে। এ-সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ।

## অর্থের প্রচলনগতি ( The Velocity of Circulation of Money )

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে যখনই জাতীয় আয় ( টাকার অংকে ) বৃদ্ধি পাইয়াছে তখনই টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন যদি ভারতে টাকাকড়ির যোগান ১৯৫০ সালের তুলনায় দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া পরিমিত হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় দশ গুণ অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে।

জাতীয় আয় ও টাকাকড়ির যোগানের মধ্যে কেন এই ধরনের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়? টাকাকড়ির যোগান যাহাকে $M$ দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছি তাহা হইল একটি ভাণ্ডারের পরিমাণ ( stock magnitude ), কারণ যে-কোন একটি সময়ে কোম্পানীর ব্যালান্স সীটের মত ইহাকে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু জাতীয় উৎপন্ন হইল অর্থের একটি বাৎসরিক প্রবাহ ( flow of rupee income per year )। ইহাকে পরিমাপ করিতে হইলে দুইটি সময়ের ব্যবধানে অর্থের হিসাবে ইহার কি পরিবর্তন হইল তাহার উপর দৃষ্টি দিতে হইবে।

এই দুইটি চলের অনুপাতকে প্রকাশ করিবার জন্য অধ্যাপক মার্শাল ও ফিশার 'অর্থের প্রচলন-গতির ধারণাটি প্রবর্তন করেন এবং ইহাকে $V$ দ্বারা চিহ্নিত করেন।

**প্রচলনগতির সংজ্ঞা :** যে গতিতে অর্থের পরিমাণ বা যোগান ক্রমাগত হাত পরিবর্তনের ফলে লেনদেনের মাধ্যমে আয় সৃষ্টি করে, তাহাকেই টাকাকড়ির আয়-সংক্রান্ত প্রচলনগতি ( income velocity ) বলিয়া গণ্য করা হয়। যেমন ১৯৮৬ সালে যদি ভারতের জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকা হয় এবং অর্থের যোগানের পরিমাণ ২,৫০০ কোটি টাকা হয় তাহা হইলে অর্থের প্রচলনগতির মান হইবে ৪। নিম্নের সূত্রটি দ্বারা ইহাকে পরিমাপ করা যায় :

$$v=\frac{GNP}{M}=\frac{p_1q_1+p_2q_2+\cdots}{M}=\frac{sum\ pq}{M}=\frac{PQ}{M}=\frac{১০,০০০}{২,৫০০}=৪$$

যেখানে $P$ হইল দ্রব্যমূল্যের গড় এবং ইহা দ্রব্যমূল্যের সূচকের সহিত তাল রাখিয়া উঠানামা করে, $Q$ হইল প্রকৃত জাতীয় উৎপন্ন ( real GNP ) এবং আর্থিক আয়কে দ্রব্যমূল্যের সূচক দ্বারা ভাগ করিয়াই আমরা প্রকৃত আয়ের হিসাব করি। এক কথায় অর্থের আয়-সংক্রান্ত প্রচলনগতি বলিতে আমরা গড়ে একটি টাকা কতবার হাত বদলাইয়া কি পরিমাণ আয় সৃষ্টি করে তাহাকেই বুঝি ( the number of times a unit of money is received as income )।

যদি কোন বৎসর অর্থ যোগানের গতি খুবই মন্থর হয় তাহা হইলে ঐ বৎসর টাকাকড়ি ব্যয়ের গতিও মন্থর হইবে এবং এক্ষেত্রে $V$-এর মান কম হইবে। আবার যদি জাতীয় আয়ের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ লোকে নগদ টাকা হিসাবে ধরিয়া রাখে তাহা হইলে $V$-এর মান অধিক হইবে। অর্থাৎ, লোকের নগদ পছন্দ বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হইল অর্থের আয়-সংক্রান্ত প্রচলনগতি হ্রাস পাওয়া ( an increased liquidity preference implies a decreased income velocity )।

আবার $V$-এর মান সুদের হারের সহিত বৃদ্ধি পায়। যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখন লোকে ভোগব্যয় হ্রাস করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে প্রচেষ্টা করে। ব্যয়-প্রবাহ হ্রাস পাইলে আয়-প্রবাহও হ্রাস পায় ( কারণ একজনের ব্যয় হইল অন্য একজনের আয় ) এবং টাকার প্রচলনগতিও হ্রাস পায়।

সময়ের ব্যবধানে $V$-এর মানে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। যেমন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ( financial institutions ) স্থাপন, মানুষের স্বভাব, দৃষ্টিভংগি ও প্রত্যাশার পরিবর্তন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর মধ্যে অর্থ পুর্নবন্টন ইত্যাদির ফলে $V$-এর মান সময়ের সহিত তাল রাখিয়া পরিবর্তিত হয়। অবশ্য এই সকল কারণে $V$-এর যে-পরিবর্তন হয় তাহা সর্বদাই যে প্রাণবন্ত বা আকস্মিক হইবে বা উহাদের সম্পর্কে কোন পূর্বাভাস পাওয়া যাইবে না এমন কোন কথা নাই।

**বিনিময়ের পরিমাণগত সমীকরণ ( The Quantity Equation of Exchange )**

অর্থবিদ্যাবিদগণ অর্থের প্রচলনগতির ধারণাটি আবিষ্কার করিবার পরই ইহা হইতে একটি নূতন ধারণার প্রবর্তন করেন। ইহা হইল বিনিময়ের পরিমাণগত সমীকরণের ধারণা। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়[১] :

$$MV \equiv PQ$$

বস্তুত ইহা $V=\dfrac{PQ}{M}$ সমীকরণ হইতে বজ্রগুণন দ্বারা ( অর্থাৎ $M$ কে $V$ দ্বারা গুণ করিয়া ) অতি সহজেই উদ্ভূত হয়। $V$-এর সংজ্ঞা অনুসারে এই সমীকরণটির বাঁদিকের অংশই হইল মোট জাতীয় উৎপন্ন ( *GNP* ) অর্থাৎ প্রতি বৎসরের চলতি জাতীয় উৎপন্নের হার ( the rate of current national product per year )। কিন্তু ইহার ডানদিকও ঐ একই বিষয়ের অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপন্নের প্রকাশ মাত্র।

কেন ঐ দুই পার্শ্ব সমান হয় তাহা লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সমীকরণটির বাঁদিকে আমরা অর্থের যোগান দেখাইয়াছি। ধরা যাউক, এক বৎসরে ভারতে অর্থের যোগান হইল ৩৩৩.৩ টাকা এবং প্রতিটি টাকা গড়ে তিনবার করিয়া হাত পাল্টায় বলিয়া অর্থের যোগান হইল ৩৩৩.৩×৩=১,০০০ টাকা। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে একটি টাকা গড়ে তিনটি টাকার কাজ করে বলিয়া অর্থের প্রকৃত বা কার্যকরী যোগান হইল ১,০০০ টাকা। এ অর্থই হইল জাতীয় আয়ের অপর একটি নাম। এই অর্থ আয়ই দ্রব্যাদি ও সেবার উপর ব্যয়িত হয়। অর্থাৎ, সমীকরণটির ডান দিকটি টাকার চাহিদার পরিমাণের নির্দেশক। ধরা যাউক দ্রব্যাদির পরিমাণ ( $Q$ ) হইল ৫০০ একক এবং উহাদের গড় দাম ($P$) হইল ২ টাকা। অর্থাৎ, ২ টাকা দামে এই ৫০০ একক দ্রব্যাদি ও সেবা ক্রয় করিতে হইলে জনসাধারণের নিকট অন্তত ৫০০×২=১,০০০ টাকা থাকা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলিতে গেলে দেশের অর্থের মোট যোগান ( $MV$ সর্বদাই উৎপাদিত সকল দ্রব্যের আর্থিক মূল্যের ( $PQ$ ) সহিত সমান হইবে।

এক্ষেত্রে $MV$ সর্বদা $PQ$-এর সমান বলিয়া উপরের সমীকরণটিকে একটি অভেদ ( identity ) হিসাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সংজ্ঞা অনুসারে ইহা সর্বদা সত্য ( tautology )। অবশ্য অধ্যাপক ফিশার এই অভেদটির একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। যদি টাকাকড়ির যোগান ( $M$ ), উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যাদি ও সেবার পরিমাণ ( $Q$ ) অথবা অর্থের প্রচলনগতি ( $V$ ) যে-কোনটির বা একসংগে সব কয়টির পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে দ্রব্যমূল্যের স্তরে ( $P$ ) পরিবর্তন ঘটিতে

---

১. অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে এই সমীকরণটি এং [illegible] লেখা হয় :

$$MV = PT$$

অথবা, $$P = \frac{MV}{T}$$

যেখানে $T$ হইল মোট লেনদেনের পরিমাণ। যেহেতু স্বল্পকালে মোট লেনদেনের পরিমাণ ($T$) ও অর্থের প্রচলনগতি ($V$) অপরিবর্তিত থাকে সেহেতু অর্থের যোগান ($M$) বৃদ্ধি পাইলেই মূল্যস্তর ($P$) বৃদ্ধি পায়। এখানে প্রচলনগতি বলিতে একটি টাকা কতবার হাত পাল্টায় তাহাকেই বুঝান হয়। কিন্তু মোট লেনদেনের পরিমাণ সহজে ও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নহে বলিয়া $T$-এর পরিবর্তে $Q$ চলটি ব্যবহার করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। বস্তুত অধ্যাপক স্যামুয়েলসন, লিপ্‌সে এবং অন্যান্য আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বিনিময় সমীকরণটির মধ্যে $Q$ চলটিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এখানে $Q$ হইল মোট জাতীয় উৎপন্ন যাহাকে অতি সহজেই ( টাকার অংকে ) পরিমাপ করা যায়।

পারে। কিন্তু এই অবস্থায় মূল্যস্তর হ্রাস পাইবে না বৃদ্ধি পাইবে সে-সম্পর্কে কোন কিছু সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব নহে। এই ত্রুটিটি দূর করিবার জন্য অধ্যাপক ফিশার অনুমান করিয়াছিলেন যে স্বল্পকালে উৎপাদনক্ষমতা সীমিত হওয়ার এবং কলাকৌশলগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায় মোট জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিবে। ইহা ব্যতীত তিনি অনুমান করেন যে পরিবারগোষ্ঠী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টিভংগি বা আচরণের কোন পরিবর্তন না হইলে অর্থের প্রচলনগতির মানও অপরিবর্তিত থাকিবে। অর্থাৎ: $V=\bar{V}$। এখানে $\bar{V}$ হইল $V$-এর একটি নির্দিষ্ট বা স্থির মান।

ফিশার যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছিলেন যে অর্থের প্রচলনগতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠানগত বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই বিষয়গুলি হইল ব্যাংক ও ঋণ-ব্যবস্থার সংগঠনমূলক কাঠামো ( organisational structure ) ও দক্ষতা এবং অর্থআয়ের পর জনগণের অর্থব্যয়-সংক্রান্ত আচরণ। স্বল্পকালে অর্থের প্রচলনগতি এই কারণে অপরিবর্তিত থাকে যে অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কলাকৌশলের ( যেমন কিভাবে চেক পাশ হয় অথবা কিভাবে ঋণ প্রদান অথবা ঋণ পরিশোধ করা হয় ইত্যাদির ) এবং জনসাধারণের অর্থ-প্রবাহ ও অর্থ-বহির্গমনের ( যেমন মজুরি ও মাহিনা প্রাপ্তির বারংবারতা ও জনসাধারণের অর্থব্যয়ের স্বভাব ) উভয় ক্ষেত্রেই অতি মন্থরগতিতে পরিবর্তন ঘটে।

ফিশার আরও অনুমান করিয়াছিলেন যে প্রকৃত উৎপন্ন $Q$ বিনিময় সমীকরণটির অন্যান্য চলের ( যেমন $M$, $V$ এবং $P$ ) উপর নির্ভর করে না। যেহেতু ক্লাসিক্যাল ও নয়া-ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে অনুমান করা হইয়াছিল যে অর্থ-ব্যবস্থায় সর্বদা পূর্ণনিয়োগের অবস্থা বজায় থাকিবে সেহেতু ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে প্রকৃত উৎপন্ন কলাকৌশলের অবস্থা ( the state of technology ) এবং উপকরণসমূহের ( অর্থাৎ, জমি, শ্রম ও মূলধনের ) যোগান দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য, মজুরি ও সুদের হার সম্পূর্ণভাবে নমনীয় হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণনিয়োগের অবস্থা নিশ্চিত করাও সম্ভব হইবে। উপরন্তু, উপকরণসমূহের যোগান ও কলাকৌশলগত অবস্থার ক্ষেত্রে স্বল্পকালে আদৌ যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তবে তাহা খুবই মন্থরগতিতেই ঘটিবে। সুতরাং প্রকৃত উৎপন্ন স্বল্পকালে নির্দিষ্ট থাকিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। অর্থাৎ: $Q=\bar{Q}$। এখানে $\bar{Q}$ হইল $Q$-এর একটি নির্দিষ্ট বা স্থির মান।

এই অবস্থায় অর্থের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে দ্রব্যমূল্যেরও সমানভাবে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে। এই দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে আমরা অর্থের যোগানের সহিত দ্রব্যমূল্যের স্তরের একটি সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি। এই সম্পর্কটিকে এইভাবে দেখান যায়:

$$P\bar{Q}=M\bar{V}$$

$$\text{অথবা}\quad P=\frac{M\bar{V}}{\bar{Q}}$$

ইহাই হইল অর্থের পরিমাণতত্ত্ব ( the Quantity Theory of Money )। অর্থাৎ, মূল্যস্তর ( $P$ ) প্রত্যক্ষভাবে $M$ এবং $V$-এর সহিত এবং বিপরীতভাবে $Q$-এর সহিত উঠানামা করে। অর্থাৎ, $M$ অথবা $V$ বৃদ্ধি পাইলে $P$ বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু $Q$ বৃদ্ধি পাইলে $P$ হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে $V$ এবং $Q$-এর মান অপরিবর্তিত আছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। সুতরাং $M$ এবং $P$ হইল একে অপরের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে $M$ হইল স্বাধীন চল ( independent variable ) এবং $P$ হইল অধীন চল ( dependent variable )। অর্থাৎ, উভয়ের মধ্যে একটি আপেক্ষিক সম্পর্ক ( functional relation ) আছে—যাহাকে এইভাবে দেখান যায়:

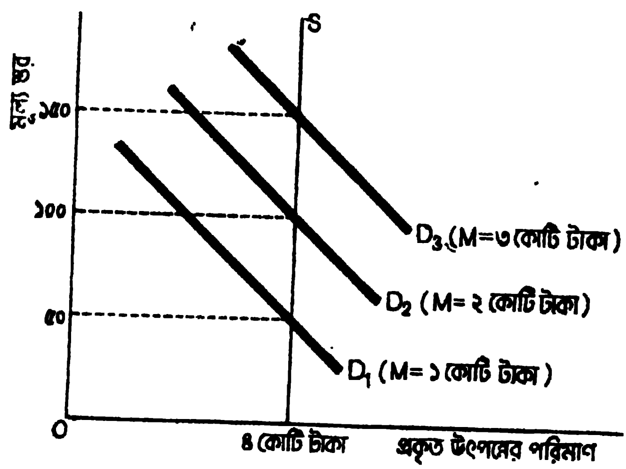
$$\Delta P=f(\Delta M)$$

যেখানে $\Delta$ দ্বারা উভয় চলের সামান্য পরিবর্তন দেখান হইয়াছে। এখন অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া অর্থের যোগান ( অর্থাৎ $\Delta M/M$ ) যদি বৎসরে ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিও ( $\Delta P/P$ ) সমানুপাতিক হইবে। অর্থাৎ, অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অর্থের যোগান

এবং দ্রব্যমূল্যের স্তরের মধ্যে একটি সঠিক ও সমানুপাতিক ( exact and proportional ) সম্পর্ক স্থাপন করে।

এই প্রসংগে আমরা দ্রব্যমূল্যের স্তরের সহিত অর্থের ক্রয়ক্ষমতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি। অর্থের মূল্য বলিতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকেই বুঝান হয়। অর্থাৎ, একটি টাকা দিয়া আমরা দুই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কি কি দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করিতে পারি তাহারই পরিমাপ করি। যদি একটি টাকা দিয়া ১২৮৫ সালে দুটি আপেল কেনা যায় এবং ১৯৮৬ সালে মাত্র একটি আপেল কেনা যায় তাহা হইলে আমরা বলি যে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি এবং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

নিম্নের রেখাচিত্রে টাকাকড়ির যোগানের সহিত মূল্যস্তরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে মোট যোগান দামের পরিবর্তনে কোন সাড়া দেয় না। অপরদিকে মোট চাহিদার সহিত অর্থের যোগানের ঠিক সমানুপাতিক সম্পর্ক রহিয়াছে।[১] যদি সুরুতে টাকাকড়ির যোগান ২ কোটি টাকা হয় তাহা হইলে মোট চাহিদা হইবে $D_2$ ; পূর্ণ-নিয়োগ স্তরে প্রকৃত উৎপন্ন হইবে ৪ কোটি একক এবং মূল্যস্তর হইবে ১০০। এখন যদি টাকাকড়ির যোগান ২ কোটি টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ১ কোটি টাকা করা হয় তাহা হইলে মোট চাহিদা হ্রাস পাইয়া $D_1$ হইবে। ফলে মূল্যস্তর ১০০ হইতে হ্রাস পাইয়া ৫০ হইবে কিন্তু মোট যোগান এবং প্রকৃত উৎপন্ন অপরিবর্তিত থাকিবে। অপরদিকে অর্থের যোগান যদি বৃদ্ধি করিয়া ৩ কোটি টাকা করা হয় তাহা হইলে মোট চাহিদা সম্প্রসারিত হইয়া $D_3$ হইবে এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ হইবে। পূর্বের ন্যায় এক্ষেত্রেও মোট যোগান ও প্রকৃত উৎপন্নের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। সুতরাং নয়া-ক্লাসিক্যাল জগতে অর্থসংক্রান্ত নীতির কেবলমাত্র দাম-প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে, ইহার পরিমাণ-প্রভাব বলিয়া কিছু থাকিবে না।[২]




রেখাচিত্র ৫৭. প্রকৃত উৎপন্নের পরিমাণ

এখন অর্থের পরিমাণতত্ত্বকে সংক্ষেপে পেশ করা যাইতে পারে। বিনিময়ের সমীকরণটি হইতে আমরা জানি যে : $MV=PQ$। ইহা হইতে নিম্নের সম্পর্কটি অনুসৃত হয় :

$$\frac{\Delta M}{M}+\frac{\Delta V}{V}=\frac{\Delta P}{P}+\frac{\Delta Q}{Q}$$

অর্থাৎ, দেখা যাইতেছে যে অর্থের যোগানের শতাংশ পরিবর্তন এবং অর্থের প্রচলনগতির শতাংশ পরিবর্তনের যোগফল সর্বদা মূল্যস্তরের শতাংশের পরিবর্তন এবং প্রকৃত উৎপন্নের শতাংশের পরিবর্তনের যোগফলের সমান হইবে।

---

১. "The price lev and money supply would be exactly proportional to each other."
Byrns and Stone

২. "In the neo-classical world, monetary policy will have only price effects, not quantity effects." Byrns and Stone

ধরা যাউক কোন এক বৎসর প্রকৃত উৎপন্ন ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় যদি অর্থের যোগান ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রচলনগতির যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে মূল্যস্তর ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে।

যদি অর্থের প্রচলনগতি অপরিবর্তিত থাকে (অর্থাৎ $V=\bar{V}$ হয়) এবং পূর্ণনিয়োগের স্তরে প্রকৃত উৎপন্ন নির্দিষ্ট থাকে (অর্থাৎ $Q=\bar{Q}$ হয়), তাহা হইলে $\frac{\Delta V}{V}=0$ এবং $\frac{\Delta Q}{Q}=0$ হইবে। সুতরাং উপরের সমীকরণটি এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{\Delta M}{M}=\frac{\Delta P}{P}$$

অর্থাৎ, অর্থের যোগানের যে কোন পরিবর্তনের ফলে মূল্যস্তরে সমানুপাতিক হারে পরিবর্তন ঘটিবে। ইহাই হইল ফিসারের পরিমাণতত্ত্বের মূল কথা। এই তত্ত্বটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$M\bar{V}=P\bar{Q}$$[১]

**অর্থের পরিমাণতত্ত্ব সম্পর্কে কেম্ব্রিজ অর্থনীতিবিদগণের ভাষ্য (The Cambridge Version of the Quantity Theory)**

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই অর্থের যোগান ও মূল্যস্তরের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক (inverse relationship) খুঁজিয়া পওয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে এই তত্ত্বটিকে সন্তোষজনক ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। ইহার কারণ কি পদ্ধতির (mechanism) মাধ্যমে একটি চলের (variable) পরিবর্তন অন্য চলটির পরিবর্তন ঘটায় পরিমাণতত্ত্ব তাহার নির্দেশক নহে। অর্থাৎ, অর্থের যোগানের পরিবর্তনের ফলে মূল্যস্তরে কিভাবে পরিবর্তন ঘটে এই তত্ত্বে তাহার কোন ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট প্রমাণ নাই। ফিশারের পরিমাণতত্ত্বের এই ত্রুটিটি আংশিকভাবে দূরীকরণের জন্য অধ্যাপক মার্শাল, পিগু এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপক এই তত্ত্বটিকে নবরূপ প্রদান করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা অর্থের চাহিদার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যগুলি কার্য করে সেগুলিকে আরও পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করেন এবং বিনিময়-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত লেনদেনের মোট সংখ্যার পরিবর্ত হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিবর্তনকে বিবেচনা করেন। অর্থের পরিমাণতত্ত্বের এই সংশোধিত রূপকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\pi=\frac{kR}{M} \qquad \text{......(১)}$$

যেখানে $\pi$=টাকার ক্রয়ক্ষমতা ;

$k$=লোকে আয়ের যে অনুপাত নগদ টাকা হিসাবে ধরিয়া রাখিতে চায় ;

$R$=প্রকৃত আয় অথবা প্রকৃত উৎপন্নের পরিমাণ ; এবং

$M$=একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে মোট অর্থের যোগান।

উপরের সমীকরণটিকেই অর্থের পরিমাণতত্ত্বের আয়-প্রবাহ বিনিময় সমীকরণ (**income-flow version of the equation of exchange**) আখ্যা দেওয়া হয়।

বস্তুত, $\pi$ হইল সাধারণ মূল্যস্তরের বিপরীত (reciprocal), অর্থাৎ $\pi=1/P$। যদি প্রকৃত আয়কেও ($R$) সাধারণ মূল্যস্তর দ্বারা গুণ করা হয় তাহা হইলে আমরা আর্থিক জাতীয় আয় পাইয়া থাকি। সুতরাং নিম্নের সমীকরণটির :

$$\pi=\frac{kR}{M}$$

১. বার চিহ্নের সাহায্যে চল দুইটির অপরিবর্তনীয়তাকেই বুঝান হইয়াছে।

একটি বিকল্প রূপ হইল :

$$\frac{1}{P}=\frac{kR}{M}$$

অথবা $M=kRP$

অথবা $M=kY$

যেখানে $Y$ হইল দেশের মোট আর্থিক আয়। আমরা ইচ্ছা করিলে সমীকরণটিকে সাধারণ মূল্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতেও প্রকাশ করিতে পারি। অর্থাৎ, ইহাকে এইভাবে লিখিতে পারি :

$$P=\frac{M}{kR} \qquad \text{......(২)}$$

পরিমাণতত্ত্বের এই সংশোধিত রূপ অনুসারে $k$ (অর্থাৎ, জনসাধারণ তাহাদের আয়ের যে অনুপাত টাকা হিসাবে ধরিয়া রাখিতে চায় তাহা) দীর্ঘকালে অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। ইহার কারণ অর্থের চাহিদা বলিতে মূলত ইহার লেনদেনসংক্রান্ত চাহিদার কথাই চিন্তা করা হয়। অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃতি-বা আচরণের পরিবর্তনের ব্যাপারে জনসাধারণের আস্থার পরিবর্তনের ফলে স্বল্পকালে অর্থের এই ধরনের চাহিদার সামান্য পরিবর্তন ঘটিতে পারে সত্য কিন্তু দীর্ঘকালে ইহার অপরিবর্তিত থাকিবার প্রবণতা দেখা যায়। যদি দীর্ঘকালে $k$-এর মান অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে আর্থিক আয়ের ($Y$) পরিবর্তনকে অর্থের যোগানের পরিবর্তন ($M$) বলিয়া দৃঢ়ভাবে সনাক্ত করা যায়।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই সংশোধিত তত্ত্বটিও সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নহে, কারণ এই তত্ত্বে অর্থের ফাটকা কারবারসংক্রান্ত উদ্দেশ্যের কোন উল্লেখ নাই যদিও অর্থের ও মূলধনের বাজারে এই উদ্দেশ্যটির অস্তিত্ব ভীষণভাবে প্রকট হইয়া উঠে। ফলে, এই তত্ত্বটির উপর ভিত্তি করিয়া অর্থসংক্রান্ত নীতি (monetary policy) প্রণয়ন করা কঠিন। এক কথায় বলা যায় অর্থের পরিমাণতত্ত্ব হইল সাধারণ মূল্যস্তরের উপর অর্থের যোগানবৃদ্ধির সম্ভাব্য ফলাফলের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যতটা উপযোগী অর্থ-ব্যবস্থার অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলির (যেমন অর্থের যোগান ও মূল্যস্তর) সহিত প্রকৃত বিষয়গুলির (যেমন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপন্ন) জটিল সম্পর্কের স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে না।[১]

**সমালোচনা :** অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি মোটেই নির্ভুল নয়। ইহাকে তত্ত্বগত ও বাস্তব বা ব্যবহারিক উভয় দিক হইতেই সমালোচনা করা হইয়াছে।

**(ক) তত্ত্বগত সমালোচনা :** তত্ত্বের দিক হইতে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর সমালোচক হইলেন কেইন্‌স। পরিমাণ তত্ত্ব অনুসারে দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। কেইন্‌সের মতে এই বক্তব্যটি সত্য নহে। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে কিনা তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অর্থ-ব্যবস্থার অবস্থার উপর। যদি দেশে উদ্বৃত্ত শ্রম ও অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যই কাম্য। কারণ, ইহার ফলে মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং উপকরণগুলি পূর্ণভাবে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত হইবে। কিন্তু অর্থ-ব্যবস্থা একবার যদি পূর্ণ-নিয়োগের স্তরে উপনীত হয় তাহা হইলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাওয়া মোটেই কাম্য নহে, কারণ এই অবস্থায় দ্রব্যাদির যোগান সর্বাধিক হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি কোনমতেই সম্ভব

১. "The quantity theory is probably more useful in calling attention to the probable consequences of large and sustained increments in the money supply for the general price level, than as a fully articulated and complete explanation of the complex relationship between monetary and real factors." O. Aboyade : *Integrated Economics* (Addison Wesley, 1983)

নহে। এই অবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যাদির বাজারে দাম অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের পূর্বের উদাহরণে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫০০ একক এবং দেশের অর্থের যোগান ছিল ১,০০০ টাকা বলিয়া প্রতিটি দ্রব্যের দাম ছিল ২ টাকা করিয়া। এখন অর্থের যোগান যদি বৃদ্ধি পাইয়া ১,২৫০ টাকা হয় তাহা হইলে প্রতিটি দ্রব্যের গড় দাম হইবে ২½ টাকা। ইহাই মুদ্রাস্ফীতির নির্দেশক। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলিতে অত্যধিক পরিমাণ টাকার অত্যল্প দ্রব্যাদিকে ধাওয়া করাকেই ( too much money chasing too few goods ) বুঝি। সুতরাং একমাত্র পূর্ণনিয়োগ অবস্থাতেই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি আপন সত্তায় প্রকাশিত হয়।

(খ) দ্বিতীয়ত, ফিশারের তত্ত্ব অনুসারে দীর্ঘকালে প্রকৃত উৎপন্ন অর্থের যোগান অথবা দ্রব্যমূল্য কোনটি দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয় না। সুতরাং ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে মূল্যস্তরের অর্থসংক্রান্ত তত্ত্ব ( monetary theory of the price level ) আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

(গ) ব্যবহারিক ত্রুটি : বাস্তব জগত হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে যে অর্থের যোগানের সহিত মূল্যস্তরের কোন সহগতি ( correlation ) নাই। একমাত্র যুদ্ধ, জরুরী অবস্থা ও অন্যান্য বিশেষ অবস্থার সময় যখন অধিকাংশ দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায় তখনই অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়। অর্থ-ব্যবস্থার স্বাভাবিক অবস্থা থাকার সময় অথবা শান্তির সময় মূল্যস্তরের সহিত টাকাকড়ির যোগানের কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ইহা ছাড়া যখন অতি মুদ্রাস্ফীতি ( hyper-inflation ) দেখা যায়— অর্থাৎ যখন মূল্যস্তর অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে—তখন অর্থের যোগান এবং মূল্যস্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। যেমন, ১৯৮৩ সালে আর্জেন্টিনাতে ৪৩৩.৭ ভাগ মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ ছিল একটি বদ্ধ অর্থ-ব্যবস্থায় ক্রমাগত অর্থের যোগান বৃদ্ধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে যদিও স্বল্পকালে মূল্যস্তরের গতিধারার সহিত অর্থের যোগানের পরিবর্তনের কোন সংগতি লক্ষ করা যায় না দীর্ঘকালে অবশ্যই উহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেন ও ইওরোপের বহু দেশেই এই সম্পর্ক দেখা গিয়াছে।

সুতরাং স্যামুয়েলসনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, "অর্থের পরিমাণতত্ত্ব মূল্যস্তর ও অর্থের যোগানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া অতি মুদ্রাস্ফীতির সময়কে বর্ণনা করিবার পক্ষে খুবই উপযোগী। ইহা দ্বারা মূল্যস্তরের বহু দীর্ঘকালীন গতিধারাও বর্ণনা করা যায়—যেমন, স্পেন ও ইউরোপে নূতন ধনসম্পত্তি আবিষ্কারের পর দেখা গিয়াছিল।"

## টাকাকড়ি সম্পর্কে কেইন্‌সের বক্তব্য ( Keynes on Money )

মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থবিদ্যাবিদই ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মতবাদকে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কেইন্‌সের মতে যদিও অর্থের পরিমাণতত্ত্ব নির্ভুল নহে তবুও ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এই তত্ত্বের ত্রুটিগুলির বা অপর্যাপ্ততার কথা স্মরণ রাখিয়া আমরা এই মূল্যবান সত্যকে কখনই অস্বীকার করিতে পারি না যে, অর্থের যোগান অর্থ-ব্যবস্থার সমষ্টিগত চলগুলির—যেমন বিনিয়োগ, নিয়োগ, উৎপাদন এবং দ্রব্যমূল্য—উপর গুরুত্বপূর্ণ ফল প্রদর্শন করিতে পারে। কেইন্‌স বিশ্বাস করিতেন যে অর্থের যোগানের পরিবর্তন মোট চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, কারণ সুদের হারের সহিত মোট বিনিয়োগের একটি নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতির আলোচনার সময় আমরা এই সম্পর্কটি দেখিতে পাইব। আমরা দেখিব কিভাবে এই অর্থসংক্রান্ত নীতি মোট ব্যয়ের ( $C+I+G$ ) পরিবর্তনসাধন করিয়া জাতীয় আয় ও নিয়োগের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

## আধুনিক পরিমাণ তত্ত্ব ( Modern Quantity Theory )

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিলটন ফ্রিডম্যান ১৯৫৮ সালে অর্থের পরিমাণতত্ত্বকে এক নূতন রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরিমাণতত্ত্ব হইল অর্থের চাহিদা সংক্রান্ত তত্ত্ব। অর্থের চাহিদা

নানা কারণে সৃষ্টি হয় : লোকে বণ্ড বা শেয়ার কিনিতে চায় বলিয়া, লোকে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া মজুত করিয়া রাখিতে চায় বলিয়া, ইত্যাদি। সুতরাং অর্থের চাহিদা হইল মূলধন তত্ত্বের ( capital theory ) অংশ বিশেষ।

## সংক্ষিপ্তসার

১. যে কোন অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহা মূল্যস্তর ও সুদের হারকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে। ইহা ব্যতীত সুদের হারের পরিবর্তন ঘটাইয়া ইহা বিনিয়োগের স্তর ও জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটায়।

২. বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যাহাকে গ্রহণ করা হয় তাহাকেই টাকাকড়ি বলা হয়, যদিও টাকাকড়ি অন্যান্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। উদাহরণস্বরূপ ইহা মূল্যের পরিমাপ বা মান হিসাবে, স্থগিত পাওনার মান হিসাবে এবং সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য করে।

৩. অর্থের দুইটি দিক আছে—যোগানের দিক ও চাহিদার দিক। দেশের মোট অর্থের যোগানের তিনটি উপাদান আছে : (১) মুদ্রা, (২) কাগজী নোট এবং (৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ঋণ যন্ত্র ( credit instruments ) আছে যেগুলিকে অর্থের পরিবর্ত দ্রব্য ( money substitutes ) হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন সরকারী বণ্ড, জীবনবীমা পলিসি, ইত্যাদি। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে চলতি আমানতের সহিত সঞ্চয় আমানত ও স্থির আমানতকেও অর্থের যোগানের মধ্যে ধরিতে হইবে।

৪. অর্থের যোগানে পরিবর্তন ঘটিলে সাধারণ মূল্যস্তরেও পরিবর্তন ঘটে। ক্রমাগত মূল্যস্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে দেশের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় ফলে দ্রব্যাদির বাজার দাম বাড়িতে থাকে। ইহার বিপরীত অবস্থাকে মুদ্রাসংকোচ আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতির পশ্চাতে অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ও কার্য করে যেমন মজুরি ও কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, অপ্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। এই কারণে চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়।

৫. সূচকসংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ করা হয়। অবশ্য সূচকসংখ্যা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

৬. অর্থের যোগানের সহিত মূল্যস্তরের সম্পর্ক লইয়া অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই তত্ত্ব অনুসারে অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মূল্যস্তর সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইবে। লোকে কেন নগদ টাকা ধরিয়া রাখে সে সম্পর্কেও এই তত্ত্বে সামান্য ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে নানাদিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে কেইন্সের সমালোচনাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার মতে একমাত্র পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাতেই অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

## প্রশ্নাবলী

১. টাকাকড়ির যোগান বলিতে কি বুঝায় ? কোন অবস্থায় টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় ? [ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

২. মুদ্রাস্ফীতি বলিতে কি বুঝায় ? মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকাকড়ি সংক্রান্ত ও সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যে-সকল ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয় তাহাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. Com. (H) 1982 ]

৩. (ক) যত্নসহকারে 'টাকাকড়ির চাহিদা' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
(খ) টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের উপর সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ কর।
[ C. U. B. Com. (H) 1983 ]

৪. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
[ C. U. B. Com. (H) 1984 ]

৫. মুদ্রাস্ফীতি বলিতে কি বুঝায় ? একটি দেশে কি কি মূল কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহা আলোচনা কর।
[ C. U. B. Com. (H) 1985 ]

৬. লোকে কি কি কারণে নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চায় ? সুদের হার ও জাতীয় আয়ের উপর নগদ টাকা ধরিয়া রাখার চাহিদা কিভাবে নির্ভর করে ? [ C. U. B. A. 1980 ]

৭. অর্থের পরিমাণতত্ত্বের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর। [ C. U. B. A. 1981 ]

৮. টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যখন অব্যবহৃত সম্পদ ও বেকারত্ব আছে তখন উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান বর্তমান তখন মূল্যস্তরের বৃদ্ধি হইবে। তুমি কি এই বিবৃতির সহিত একমত? যুক্তিদ্বারা তোমার মত সমর্থন কর। [ C. U. B. A. 1983 ]

অথবা, 'পূর্ণনিয়োগ কালেই অর্থের পরিমাণতত্ত্বটি আপন সত্তায় প্রকাশিত হয়' এই উক্তিটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা কর।

[ C. U. B. Com. 1981 ]

[ **ইংগিত :** অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সম্পর্কে কেইন্‌সের সমালোচনা ]

৯. অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আয়-প্রবাহ বিনিময় সমীকরণ ভাষ্যটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

[ B. U. B. Com. 1985 ]

[ ইংগিত : বিনিময় সমীকরণ সম্পর্কে কেম্ব্রিজ ভাষ্যটি লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. R. T. Byrns and G. W. Stone : *Economics* ( Scott. Foresman & Company, 1981 )
2. J. G. Johnson : *Essays in Monetary Economics* ( George Allen & Unwin, 1967 )
3. C. R. McConnell : *Economics* ( 9th edn., McGraw-Hill, 1984 )
4. Joan Robinson : *Selected Economic Writings* ( Cambridge University Press 1982 )

৩৮

# ব্যাংক-ব্যবস্থা ও আমানত-সৃজন
## ( Banking System and Deposit Creation )

1. *"A banker is a man who gives you an umbrella when the weather is fair, and takes it away from you when it rains."* Anonymous

2. *"Banks act as creators of money."* A. C. L. Day

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে যে বর্তমান দিনে ব্যাংকের টাকাকড়ির ( Bank money ) মাধ্যমেও বিনিময়কার্য অনেকাংশে সম্পাদিত হয়, এবং ব্যাংকের টাকাকড়ি বলিতে প্রধানত ব্যাংকের দাবী আমানতই ( demand deposits ) বুঝায়। ব্যাংক-ব্যবস্থা এই আমানতের একাংশ বা অধিকাংশ সৃজন করিতে পারে বা করিয়া থাকে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাউক।

**ব্যাংক-ব্যবসায় ( Banking ) :** ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে : (ক) বণিকদের ব্যবসায় বা বাণিজ্য ( trade ), (খ) মহাজনদের ব্যবসায় ( money lending ) এবং (গ) স্বর্ণকারদের ব্যবসায়। বর্তমান ব্যাংক ব্যবসায়ীর পূর্বপুরুষ বলিয়া এই তিনজনেরই নামোল্লেখ করিতে হয়। তবে ব্যাংক-ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয় বণিকদের ব্যবসায় হইতে।

---

**ক্রমবিকাশ :** প্রথম প্রথম ব্যবসাবাণিজ্য ধাতব মুদ্রার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। ধাতব মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য হইলেও ইহা লুণ্ঠিত হইবার ভয় ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালে বণিকরা আসল টাকাকড়ি বহন না করিয়া টাকাকড়ির মালিকানার নির্দেশক লিখিতপত্র বহন করিত। যে-নগরে বণিকের বাসস্থান ছিল সেখানকার কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বণিকের নিকট হইতে টাকা জমা রাখিয়া এইরূপ লিখিতপত্র প্রদান করিত। অনেক সময় আবার বণিক নিজ নামেই ঐরূপ পত্র বাহির করিত। যাহা হউক, ঐ প্রখ্যাত ব্যক্তি বা বণিকের উপর লোকের বিশ্বাস থাকায় তাহারা নগদ টাকার পরিবর্তে ঐরূপ লিখিতপত্র লইতে আপত্তি করিত না। প্রয়োজনমত তাহারা পত্র-প্রচলনকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া নগদ টাকাও গ্রহণ করিতে পারিত ; অথবা দেনা মিটাইতে ঐ পত্র কাহাকেও সমর্পণ করিতে পারিত। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে নগদ টাকার পরিবর্তে ঋণপত্রের ব্যবহার সুরু হইল। এই ঋণপত্রই পরে বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডিতে পরিণত হয়।

ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বংশ-ইতিহাসে পরবর্তী পূর্বপুরুষ হইল মহাজন বা ঋণ-ব্যবসায়ী। ঋণের ব্যবসায় অতি প্রাচীন। ইহার উদ্ভব হয় টাকাকড়ির প্রচলনের সংগে সংগেই। অতীতে ঋণ-ব্যবসায়ীকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিলেও তাহার যে উপযোগিতা আছে তাহা তাহারা অস্বীকার করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম মহাজন নিজের সঞ্চিত অর্থই ব্যবসায়ে খাটাইত। এইভাবে সে ঋণের ব্যবসায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাহীন সঞ্চিত অর্থের মালিকরা তাহাদের সঞ্চয় খাটাইবার জন্য উহা মহাজনের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মহাজন কিছু কমিশন লইয়া এই টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করিত ; ক্রমেই সে ইহা তাহার নিজের টাকাকড়ির সহিত মিলাইয়া ফেলিয়া খাটাইতে লাগিল এবং যে তাহার নিকট টাকা খাটাইবার জন্য জমা রাখিয়াছিল তাহাকে নির্দিষ্ট সুদ দিতে লাগিল। এইভাবে আমানতগ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য সুরু হইয়া ব্যাংক-ব্যবসায় পূর্ণতর রূপ ধারণ করিল।

টাকাকড়ির সৃজন ( creation of money ) হইল ব্যাংক-ব্যবসায়ের পরবর্তী অধ্যায়। এই কার্য সুরু করে ইংরাজ স্বর্ণকারগণ। প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে ধনী বণিকরা স্বর্ণকারদের নিকট স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়া রসিদ লইত এবং গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত লইবার সময় এই রসিদ প্রত্যর্পণ করিত। পরে এই রসিদ

প্রত্যেকবারেই স্বর্ণকারের নিকট ফেরত না আসিয়া টাকাকড়ির মত দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যেকবারেই গচ্ছিত স্বর্ণ উঠাইয়া দেনা মিটানো এবং পাওনাদারের পক্ষে ঐ স্বর্ণ আবার গচ্ছিত রাখার অসুবিধা দূর হইল। এইরূপ হস্তান্তরযোগ্য স্বর্ণ আমানতের রসিদই পরবর্তী যুগে ব্যাংক নোটে পরিণত হয়।

আরও কিছুদিন পরে দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে সকল সময় আমানত-রসিদও ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। গচ্ছিতকারী তাহার গচ্ছিত স্বর্ণ হইতে কিছু পরিমাণ তাহার পাওনাদারকে প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ স্বর্ণকারকে দিতে পারিত। এইরূপ লিখিত নির্দেশ চেক ছাড়া আর কিছুই নয়। চেকের উদ্ভব হওয়ায় স্বর্ণকার পুরোপুরি ব্যাংক-ব্যবসায়ীতেই পরিণত হইল।

ব্যাংক-ব্যবসায় করিতে করিতে স্বর্ণকারগণ দেখিল যে তাহাদের নিকট যত পরিমাণ স্বর্ণ গচ্ছিত থাকে তাহারা উহার অধিক আমানত-রসিদ ( deposit receipts ) বাজারে ছাড়িতে পারে, কারণ লোকে যাহা জমা রাখে তাহার অতি সামান্য অংশই সাধারণত উঠাইয়া লয়। সুতরাং তাহারা হয় অধিক আমানত-রসিদ ছাপাইয়া লোককে ধার দিতে লাগিল, অথবা গচ্ছিতকারীর হিসাবে অধিক আমানত দেখাইয়া ঐ স্ফীত আমানতের উপর চেক কাটিতে অনুমতি প্রদান করিল। যে-পন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, ইহার ফলে ব্যাংক-ব্যবসায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হইল। অর্থাৎ, ব্যাংক-ব্যবস্থা ( the banking system ) টাকাকড়ি সৃজনের কার্য সুরু করিল এবং ব্যাংক-ব্যবসায় বর্তমান রূপ ধারণ করিল।[১]

---

বর্তমানে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটিভাবে তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, সে হুণ্ডি বাট্টা করা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থ সরবরাহ করে। এই কার্য উত্তরাধিকারসূত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত, ঋণ-ব্যবসায়ীর মত সে সঞ্চয়-সংগ্রহ ও ঋণপ্রদান করে। তৃতীয়ত, সে স্বর্ণকারদের মত নগদ টাকা ছাড়াও চেকের মাধ্যমে দেনা-পাওনা মিটানোর সুব্যবস্থা করিয়া দেয় এবং এই ব্যবস্থা হইতে সে টাকাকড়ি সৃজনও করিয়া থাকে।

**৬৮·১ ব্যাংক-ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ও ব্যাংকের কার্যাবলী ( Definition of Banking and Functions of Banks ) :** ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই ব্যাংকের কার্যাবলী সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। অবশ্য এ-সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন, কিন্তু তাহার পূর্বেই আবার ব্যাংকের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

**অর্থবিদ্যার দিক হইতে সংজ্ঞা :** প্রধানত ব্যাংক ঋণের কারবারী। ইহা আমানত ও শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণগ্রহণ করে এবং এই ঋণগৃহীত অর্থ আবার ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ঋণপ্রদান করে।

এইজন্য একজন আধুনিক লেখক ব্যাংকের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : **ব্যাংক অর্থ-সরবরাহ ব্যাপারে অন্যতম মধ্যস্থ ; ইহা ঋণ আদানপ্রদানের কারবারী।**[২]

বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি বলিয়া ব্যাংকের কারবারকে 'বিশ্বাসের কারবার'ও ( business of dealing in credit ) বলা হয়। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া লোকে ব্যাংকে টাকাকড়ি জমা রাখে, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই আবার ব্যাংক টাকাকড়ি ঋণ হিসাবে প্রদান করে।

---

১. বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। স্বর্ণকারগণ যখন অভিজ্ঞতার ফলে দেখিল যে লোকে তাহাদের নিকট গচ্ছিত স্বর্ণের শতকরা দশভাগের একভাগের অধিক উঠাইয়া লয় না তখন যে-স্বর্ণকারের নিকট ১ হাজার টাকার স্বর্ণ আছে সে উহার দশগুণ বা মোট ২০ হাজার টাকার আমানত-রসিদ মুদ্রণ করিয়া বাজারে ছাড়িতে লাগিল। কেহ ১ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করিতে আসিলে তাহাকে ১ হাজার টাকা স্বর্ণ না দিয়া ঐ অংকের একটি আমানত-রসিদ প্রদান করিল, অথবা তাহার আমানতের ঘরে ঐ পরিমাণ স্বর্ণ বেশী করিয়া জমা দেখাইল। উভয় ক্ষেত্রেই মোট টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া গেল।

২. "A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts." Cairncross

**আইনগত সংজ্ঞা :** এইভাবে যে-কোন ঋণের কারবারীকেই অর্থবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাংক-ব্যবসায়ী বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য দেশেই কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এবং কোন্ কোন্ ঋণ-ব্যবসায়ী ব্যাংকার বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে। উপরন্তু, ব্যাংকার হিসাবে পরিগণিত হইবার জন্ত ব্যবসায়ীকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্সও লইতে হয়।

সুতরাং কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা অনুমোদিত না হইলে আইনের দৃষ্টিতে কোন ঋণের কারবার ব্যাংক বলিয়া গণ্য হয় না।

আইনানুমোদিত ব্যাংক-ব্যবসায়ও আবার বিভিন্ন ধরনের হয়। বস্তুত, বর্তমান বিশেষী-করণের যুগের ( age of specialisation ) ইহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যখন ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানগত ও স্থানগত বিশেষীকরণ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ব্যাংক-ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষীকৃত না হইয়া আর উপায় কি? তাই দেখা যায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ( Commercial Banks ), বিনিময় ব্যাংক ( Exchange Banks ), শিল্প ব্যাংক ( Industrial Banks ), জমিবন্ধকী ব্যাংক ( Land-mortgage Banks ) প্রভৃতি।

**বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী :** এই সকল বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা থাকিলেও মোটামুটিভাবে ব্যাংকের কার্যাবলীর একটি বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান এবং বলা যায় যে মূলত ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীগুলির অন্যতম।

(ক) সঞ্চয়সংগ্রহ ( Collection of Savings ): সঞ্চয়সংগ্রহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কার্য। ব্যাংক সঞ্চয়সংগ্রহ করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে। আমানত প্রধানত দুই ধরনের : (১) চলতি বা দাবি আমানত ( demand deposits ) এবং (২) মেয়াদী আমানত ( time deposits )। চলতি আমানত হইতে আমানতকারী ইচ্ছামত চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে পারে; কিন্তু মেয়াদী আমানত হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা উঠানো যায় না। তবে মেয়াদী আমানত জামিন রাখিয়া টাকা ধার লওয়া যাইতে পারে। ব্যাংক মেয়াদী আমানত বহুদিন ধরিয়া খাটাইতে পারে বলিয়া উহার উপর সুদ চলতি আমানত অপেক্ষা স্বাভাবিক-ভাবেই অধিক হয়।[1]

আমানত আমানতকারীর পাওনা ও আমানতগ্রহণকারী ব্যাংকের দেনার নির্দেশক। এই কারণে চলতি আমানতকে ব্যাংকের দিক দিয়া চলতি দেনা ( demand liability ) এবং মেয়াদী আমানতকে মেয়াদী দেনা ( time liability ) বলা হয়।

(খ) ঋণ ও বিনিয়োগ ( Loans and Investments ): সংগৃহীত সঞ্চয় ব্যক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসাবে প্রদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় কার্য। ব্যাংক নানাভাবে এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, উহা সরাসরি নগদ টাকার ঋণপ্রদান ( cash credit facility ) করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমানতকারী প্রতিষ্ঠানকে জমার অধিক টাকা তুলিবার সুবিধা ( overdraft facility ) প্রদান করিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাংক হুণ্ডি বাট্টা ( discounting bills of exchange ) করিতে পারে। হুণ্ডি বাট্টা করাও একপ্রকার ঋণপ্রদান কার্য। চতুর্থত, উহা শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ডিবেঞ্চার অথবা সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া অর্থ বিনিয়োগ ( invest ) করিতে পারে।

(গ) অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে অর্থসরবরাহ ( Financing of Internal and External Trade ): অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে অর্থসরবরাহ ব্যাংকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। এই

১. আমাদের দেশে আরও একপ্রকার আমানত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে জমা আমানত ( Savings deposits ) বলে। ইহা হইতে বৎসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক চেক কাটিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত টাকা তোলা যায় এবং ইহার সুদ মেয়াদী আমানত অপেক্ষা কম, কিন্তু চলতি আমানত অপেক্ষা বেশী।

কার্য উত্তরাধিকারসূত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া ব্যাংক যে-ঋণপ্রদান করে, তাহার মাধ্যমেই এই কার্য সম্পাদিত হয়। হুণ্ডি বাট্টার সুযোগ থাকায় বিক্রেতা বা রপ্তানিকারী ধারে মাল বিক্রয় বা রপ্তানি করিতে পারে এবং প্রয়োজনমত ক্রেতা বা আমদানিকারী কর্তৃক স্বীকৃত হুণ্ডি ব্যাংক হইতে বাট্টা করিয়া লইতে পারে। ফলে তখন ব্যাংকের টাকাই খাটিতে থাকে।

ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যে অর্থসরবরাহ প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই কার্য সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিবর্তে এক বিশেষীকৃত ব্যাংক দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। এই বিশেষীকৃত ব্যাংককে বলা হয় বিনিময় ব্যাংক ( Exchange Bank )।

(ঘ) টাকাকড়ি-সৃজন ( Creation of Money ): টাকাকড়ি-সৃজন ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কার্য।[১] ব্যাংক-ব্যবস্থা এই কার্য সম্পাদন করে আমানত সৃষ্টির দ্বারা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে ব্যাংক-ব্যবস্থার টাকাকড়ি সৃজন-ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশেষ মতবিরোধ আছে এবং অনেকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি ( bank money ) বর্তমানে কিছুই নাই। এই মতবিরোধের মীমাংসার ইংগিতও পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, বিনিময়ের যে-সকল মাধ্যম ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলিয়া অভিহিত তাহা অন্যান্য প্রকার টাকাকড়ির মতই বিনিময়কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তরও পরিবর্তিত হয়। ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির প্রকৃতি এবং কিভাবে ইহা সৃষ্ট হয় সে-সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করা হইতেছে।

(ঙ) অন্যান্য কার্য ( Other Functions ): ব্যাংকের অন্যান্য কার্যও আছে। ইহা মুদ্রা-বিনিময় ( money changing ) করে, স্বর্ণ, রৌপ্য টাকাকড়ি স্থানান্তরে প্রেরণ করে, স্বর্ণ, রৌপ্য ক্রয়বিক্রয় করে, শেয়ার-ডিবেঞ্চার ক্রয়বিক্রয়ে সহায়তা করে। উপরন্তু, ব্যাংক মক্কেলের এজেন্ট বা ট্রাস্টী হিসাবে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উহা বাড়ীভাড়া ডিভিডেণ্ড প্রভৃতি আদায় করে, চিঠিপত্র আদানপ্রদান করে, হিসাবপত্র প্রভৃতি রাখে, ইত্যাদি। স্বর্ণকারদের উত্তরাধিকার হিসাবে ব্যাংক এখনও মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা ( Utility of Banking ): ব্যাংকের উপরি-উক্ত কার্যাবলী হইতেই ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা বর্ণনা করা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-কার্য (অর্থাৎ উৎপাদনশীল কার্যে সঞ্চয় নিয়োগ) অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য প্রয়োজন হয় এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের। ব্যাংক-ব্যবস্থাই এই যোগসূত্র স্থাপন করে। ব্যাংক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় লইয়া এবং সেই সঞ্চয় শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে।

ব্যাংক-ব্যবস্থার এই ভূমিকার দুইটি দিক আছে: (ক) স্বল্পমেয়াদী বা চলতি মূলধন সরবরাহ এবং (খ) দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী মূলধন সরবরাহ। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনকার্য ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান ( in anticipation of demand ) করিয়াই পরিচালিত হয় বলিয়া চলতি মূলধন সরবরাহ কার্য স্থায়ী মূলধন অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। উৎপন্ন দ্রব্য একদিন বাজারে বিক্রীত হইবে এই আশাতে উৎপাদক কাঁচামাল ক্রয় করিয়া চলে, মজুরি প্রদান করিয়া চলে, ইত্যাদি। ব্যাংকের নিকট হইতে প্রয়োজনমত ঋণ না পাইলে সে সকল সময় এইভাবে প্রাপ্তির পূর্বে ব্যয় করিয়া যাইতে পারিত না, অনুমিত চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিত না।

সাধারণত স্থায়ী মূলধন প্রত্যক্ষভাবে সরবরাহ করে শিল্প, ব্যাংক প্রভৃতির ন্যায় বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান। ইহারা শেয়ার-ডিবেঞ্চারের অবলেখনকার্য ( underwriting ) করে; নিজেরাও কিছু কিছু শেয়ার-ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া থাকে। এইভাবে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রসারিত হয়। অপরদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শেয়ার-ডিবেঞ্চারের জামিনে

---

১. "Banks act as creators of money." A. C. L. Day, *The Economics of Money*

ঋণপ্রদান করে বলিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে শেয়ার-ডিবেঞ্চারে টাকাকড়ি আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা দেখা যায়। এইভাবে অন্তত পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি স্থায়ী মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করিয়া থাকে।

অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যও অধিকাংশে ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে শুধু যে ধারে কেনাবেচা চলে তাহাই নহে, লোকে দূরে থাকিয়াও কেনাবেচা করে।

উভয় প্রকার লেনদেনই সম্ভব হয় ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুণ্ডি ব্যাংকে বাট্টা করিতে পারা যায়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এবং স্বদেশে বসিয়াই বিক্রেতা মালের দাম পাইতে পারে। ব্যাংকে যে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় করে তাহাও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

শুধু উৎপাদন ও বাণিজ্য নহে, ভোগের ক্ষেত্রেও ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা রহিয়াছে। অনেক সময় ব্যাংক হইতে সহজ কিস্তিবন্দীতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বাড়ীঘর, মোটরগাড়ী ইত্যাদি অধিক দামের ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা হয়।

তারপর আছে সঞ্চয়বৃদ্ধি ও মূলধন গঠনকার্যে ( capital formation ) ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা। মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছা আবার অন্যান্যদের সহিত বিনিয়োগের সুযোগসুবিধার উপর নির্ভরশীল। সঞ্চয়ের বিনিয়োগ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণের সঞ্চয়েচ্ছা ব্যাহত হয়। এইজন্য যে-দেশে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির ন্যায় বিনিয়োগের নিরাপদ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই সে-দেশে সঞ্চয়ের হার স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প হয়। এই কারণেই আবার সংক্রামক হারে ব্যাংক ফেল পড়িতে থাকিলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়ের হার কমিয়া আসিয়াছে। অতএব, সুগঠিত ব্যাংক-ব্যবস্থা সঞ্চয়েচ্ছা অব্যাহত রাখার এবং ফলে মূলধন-গঠনের অন্যতম সর্ত।

ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রয়োজনমত টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই কার্য শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। যদি ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি সরবরাহ করা না যাইত তবে সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থা ( developing economy ) পদে পদে ব্যাহত হইত।

**কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা :** পরিশেষে আছে একক ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ( Central Bank ) কার্যাবলী। মুদ্রামূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষাকে সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বা কর্তব্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির বাজারে সংহতিসাধনের মাধ্যমে অর্থ-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা করে। আমাদের দেশের মত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ( developmental planning ) সরকারকে অর্থসংস্থানের জন্য অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর নির্ভর করিতে হয়। যে-পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে সরকার উন্নয়ন কার্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করে তাহাকে ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতি ( deficit financing ) বলা হয়। ইহা আবার 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ঋণ' ( Central Bank Credit ) নামেও অভিহিত।

**৩৮.২ ব্যাংক সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক টাকাকড়ি-সৃজন ( Bank Money and Creation of Money by the Banking System ) :** ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও অস্তিত্ব লইয়া যে মতবিরোধ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা ইতিমধ্যেই করিয়াছি। আমরা এ-সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছি যে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির অস্তিত্ব সত্যসত্যই আছে এবং সরকারের ন্যায় দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থাও টাকাকড়ির যোগান দিয়া থাকে। ব্যাংকের যোগান দেওয়া এইরূপ টাকাকড়িকে ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি ( bank money ) বলা হয়।

ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির মধ্যে ব্যাংকের আমানত ( bank deposit ) এবং ব্যাংক-প্রদত্ত ওভারড্রাফ্‌টের সুবিধাই প্রধান। ব্যাংকে রক্ষিত প্রত্যক্ষ আমানতের মত পরোক্ষভাবে সৃষ্ট ( অর্থাৎ ব্যাংক-সৃষ্ট ) আমানত বা ওভারড্রাফ্‌টের বিরুদ্ধেও চেক কাটিয়া লেনদেনকার্য সম্পাদন করা যায়। সুতরাং আধুনিক লেখকগণের মতে, ব্যাংক আমানতকে ( ওভারড্রাফ্‌টের সুযোগসহ ) টাকাকড়ি

বলিয়া গণ্য করাই যুক্তিসংগত।[১] কিন্তু সকল আমানতের বিরুদ্ধে সকল সময় চেক কাটা যায় না—যাহাকে দাবি-আমানত ( demand deposit ) বলে তাহার বিরুদ্ধেই যায়। আমরা দেখিয়াছি যে সকল আমানত নহে, মাত্র চলতি বা দাবি আমানতকেই সাধারণত টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

---

প্রশ্ন উঠিতে পারে, চেকের পরিবর্তে ব্যাংক-আমানতকেই বা টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য করা হয় কেন? চেকও ত বিনিময়ের মাধ্যম এবং চেকের দ্বারাই ত ব্যাংক-আমানত হস্তান্তরিত হয়। চেককে টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য না করিবার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, ব্যাংকে আমানত না থাকিলে চেকের কোন মূল্য নাই। দ্বিতীয়ত, চেকের মাধ্যমে লেনদেনকার্য একেবারেই সমাপ্ত হয় না; আমানত হইতে টাকা উঠাইবার বা এক আমানত হইতে অন্য আমানতে স্থানান্তরিক করিবার কার্য বাকি থাকে। তৃতীয়ত, চেকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে উহা একখণ্ড কাগজেরই সামিল হয়। চতুর্থত, উহা সকল সময় হস্তান্তরযোগ্য নহে। এই সকল কারণে আধুনিক লেখকগণ চেককে নহে, যাহার বিরুদ্ধে চেক কাটা হয় সেই আমানতকেই টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। চেক টাকাকড়ি হস্তান্তরের অন্যতম নির্দেশপত্র মাত্র; ইহা হুণ্ডি, পোস্টাল অর্ডার প্রভৃতির সমগোত্রীয় এবং টাকাকড়ির পরিবর্ত ( money substitutes ) বলিয়া অভিহিত।[২]

---

তবে ব্যাংক-আমানত বা ব্যাংকের টাকাকড়িকে নগদ টাকাকড়ি বা কারেন্সী হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যাংকের টাকাকড়ির কারেন্সীর মত অতটা সর্বজনগ্রাহ্যতা নাই। আইনের দৃষ্টিতেও ব্যাংক-আমানত টাকাকড়ি নহে। এই দুই কারণে যথাক্রমে ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-আমানতকে 'আমানত টাকাকড়ি' ( deposit money ) এবং কারেন্সি বা আইনানুমোদিত টাকাকড়িতে 'সাধারণ টাকাকড়ি' ( common money ) বলিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়।

**ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক আমানত সৃজন ( Creation of Deposits by the Banking System ):** এখন ব্যাংক ব্যবস্থা কিভাবে টাকাকড়ি বা আমানত সৃজন করে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। আমানতের উদ্ভব হয় দুই প্রকারে: (ক) যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকা বা চেক লইয়া ব্যাংকে জমা দেয় তখন তাহার নামে ঐ টাকা আমানত পড়ে। এইরূপ আমানতকে প্রত্যক্ষ বা আসল আমানত ( actual deposits ) বলা হয়। (খ) এইভাবে আমানতের দরুন টাকাকড়ি না পাইয়াও ব্যাংক পরোক্ষভাবে আমানতের সৃষ্টি করিতে পারে। উহা ঋণগ্রহীতাকে নগদ টাকা না দিয়া তাহার হিসাবে ঐ পরিমাণ টাকা আমানত দেখাইতে পারে।

**ঋণ হইতে আমানত:** ধরা যাউক, ক এর হিসাবে বর্তমান ব্যাংকে ১০০ টাকা আমানত আছে। ক ব্যাংক হইতে ১০০০ টাকা ঋণ করিল। ব্যাংক তাহাকে নগদ ১০০০ টাকা না দিয়া তাহার হিসাবে ঐ পরিমাণ টাকা আমানত দেখাইল। ফলে ক-এর হিসাবে মোট আমানত ১১০০ ( ১০০+১০০০ ) টাকায় পরিণত হইল। এখন ক এই ১১০০ টাকার উপরই চেক কাটিতে পারে। এইভাবে ঋণপ্রদানের মাধ্যমে যে আমানতের উদ্ভব হয় তাহাকে সৃষ্ট আমানত ( created deposit ) বলে। এইজন্যই এইরূপ উক্তি প্রচলিত আছে যে প্রত্যেকটি ঋণ এক একটি আমানতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ( every loan creates a deposit ).

ক সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ১,০০০ টাকার একটি একাউন্ট-এ জমা ( account payee ) দিবার জন্য চেক পাইল। ক এই চেকটি তাহার নিজের ব্যাংকে—অর্থাৎ যে ব্যাংকে তাহার নিজের একাউন্ট আছে জমা দিবে। ধরা যাউক ক P ব্যাংকে

---

১. "From the fact that we can accomplish payments without the use of currency we must draw the conclusion that demand deposits, subject to transfer by cheque, are part of the supply of money." Halm: *Economics of Money and Banking*

২. "They are like tickets for arranging the transfer of money." Pigou

১,০০০ টাকা জমা করিল। এখন আইন অনুসারে প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাংকেই আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। ধরা যাউক এই জমার পরিমাণ হইল শতকরা ১০ ভাগ—অর্থাৎ এক্ষেত্রে ১০০ টাকা। এখন $P$ ব্যাংক ১,০০০ টাকা হইতে ১০০ টাকা জমা রাখিয়া বাকী ৯০০ টাকা ঋণ দান করিতে পারে। ধরা যাউক খ এই টাকা ঋণ হিসাবে লইয়া তাহার ব্যাংকে (যেমন $Q$ ব্যাংকে) জমা করিল। ফলে $Q$ ব্যাংকের আমানত ৯০০ টাকা বৃদ্ধি পাইল। এখন $Q$-ব্যাংক ইহার ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৯০ টাকা জমা রাখিয়া ৮১০ টাকা ঋণ দিতে পারে। এইভাবে ক্রমশ আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই পদ্ধতিটি তখনই বন্ধ হইবে যখন জমা আমানতটির পরিমাণ এতই অল্প হইবে যে উহার দ্বারা নূতন ঋণ প্রদান করা সম্ভব নহে। নিম্নের সারণিটি দ্বারা বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

| ব্যাংকের তালিকা | নূতন আমানত | জমার পরিমাণ | নূতন ঋণ ও বিনিয়োগ |
|---|---|---|---|
| $P$-ব্যাংক | ১,০০০ টাকা | ১০০ টাকা | ৯০০ টাকা |
| $Q$-ব্যাংক | ৯০০ " | ৯০ " | ৮১০ " |
| $R$-ব্যাংক | ৮১০ " | ৮১ " | ৭২৯ " |
| ... | ... | ... | ... |
| অন্যান্য সকল ব্যাংক | ৭,২৯০ " | ৭২৯ " | ৬,৫৬১ " |
| সমস্ত ব্যাংকের যোগফল | ১০,০০০ " | ১০০০ " | ৯০০০ " |

অতএব এককভাবে কোন ব্যাংকের পক্ষে যাহা সম্ভব নয় সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার পক্ষে তাহা সহজেই সম্ভব। একটি ব্যাংকের আমানতের সামান্য বৃদ্ধি ঘটিলে সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে।[১]

**ব্যাংক-গুণক (The Bank Multiplier):** মোট আমানতের পরিমাণ কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে ব্যাংক-গুণকের উপর। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$\text{ব্যাংক-গুণক} = \frac{১}{\text{শতকরা জমার পরিমাণ}}$$

আমাদের উদাহরণে জমার পরিমাণ হইল শতকরা ১০ ভাগ। সুতরাং ব্যাংক-গুণকের মান হইবে $\frac{১}{১/১০} = ১০$। অর্থাৎ $P$-ব্যাংকের আমানত ১,০০০ টাকার মত বৃদ্ধি পাইলে ব্যাংক-ব্যবস্থার মোট আমানতের পরিমাণ ১০,০০০ টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে।[২] পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি দ্বারা ইহা দেখান হইয়াছে।

---

১. আমাদের উদাহরণে আমানত সৃজন এইভাবে বৃদ্ধি পায়:

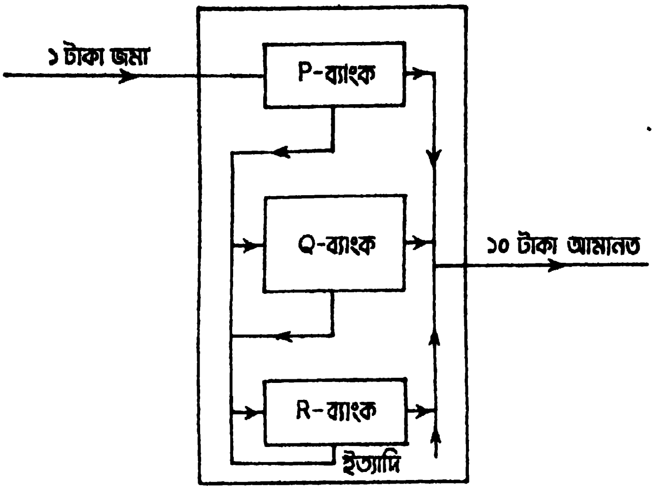
$$১০০০+৯০০+৮১০+\cdots = ১০০০\left[১+\frac{৯}{১০}+\left(\frac{৯}{১০}\right)^২\cdots\right]$$

$$= ১০০০\left(\frac{১}{১-৯/১০}\right) = ১০০০ \times ১০ = ১০,০০০$$

২. ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$\Delta D = Bm(\Delta C) = \frac{1}{r}(\Delta C)$$

যেখানে $\Delta D$ হইল মোট আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ, $\Delta C$ হইল প্রাথমিক আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ এবং $Bm$ হইল ব্যাংক-গুণক যাহা জমার হারের বিপরীত বা অন্যোন্য।




রেখাচিত্র ২৮.১ : ব্যাংক ব্যবস্থা কর্তৃক আমানত সৃজন

রেখাচিত্রের বাঁদিকে দেখা যাইতেছে যে একটি ব্যাংকে ১ টাকার মত জমা রাখা হইতেছে। ইহার ফলে সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থায় সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ যাহার উপর চেক কাটা যায় ১০ টাকার মত বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধুমাত্র একটি ব্যাংক থাকিলে অবশ্য ইহা সম্ভব হইত না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে এই আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাংকেরই অবদান আছে।[১]

আসল বা প্রত্যক্ষ আমানতের উদ্ভবের বেলায় ব্যাংকের ভূমিকা সম্পূর্ণ পরোক্ষ। এক্ষেত্রে ব্যাংক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে; যদি কেহ নগদ টাকা আনিয়া জমা দেয় অথবা চেকের মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরিত করে, তবেই আমানত সৃষ্ট হয়। অপরদিকে সৃষ্ট আমানতের বেলায় ব্যাংকের ভূমিকা প্রত্যক্ষ, উহা সচেষ্ট হইয়া নগদ টাকা ব্যতিরেকেও আমানত সৃজন করে। কিন্তু আমানত সৃজন করিলেই ত হইল না। ঐরূপ সৃষ্ট আমানত হইতে একসময়-না একসময় ঋণগ্রহীতা অথবা তাহার নিকট হইতে চেকপ্রাপ্ত ব্যক্তি নগদ টাকা তুলিতে আসিবে, তখন নগদ টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? এ-সম্পর্কে দুইটি পরস্পরবিরোধী মত আছে। প্রথম মত অনুসারে নগদ টাকা আসিবে অন্যান্য আমানতকারীর জমা টাকা হইতে; দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে ব্যাংক টাকাকড়ির সৃজন করিয়া নগদ টাকার দাবি মিটাইবে। প্রথম ধারণাটি ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের এবং দ্বিতীয় ধারণাটি আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদদের। ব্যাংক ব্যবসায়ীরা বলে, যে-পরিমাণ নগদ টাকা ব্যাংকের তহবিলে থাকে তাহার বেশী ঋণপ্রদান করিবার ক্ষমতা কোন ব্যাংকের নাই; অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, এককভাবে কোন বিশেষ ব্যাংক সমর্থ না হইলেও সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা (the entire banking system) তাহার প্রাপ্ত আমানতের কয়েক গুণের মত আমানত—অর্থাৎ টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে।[২]

**ব্যাখ্যায় উপমার প্রয়োগ:** বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি উপমার অবতারণা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন সহর হইতে রেলস্টেশন বেশ কিছুটা দূরে। ঐ সহর হইতে কলিকাতার যাত্রীদের অনেকে সাইকেলে চাপিয়া স্টেশনে আসে এবং স্টেশনে রামের স্ট্যাণ্ডে সাইকেল জমা রাখিয়া কলিকাতায় যায়। এই সকল যাত্রীর মধ্যে অনেকে প্রাত্যহিক যাত্রী (daily passengers), অনেকে আবার অনিয়মিত যাত্রী (casual passengers)। প্রাত্যহিক যাত্রীদের ফিরিবার সময় মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে; কিন্তু অনিয়মিত যাত্রীদের কে কখন ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই। আরও ধরা যাউক যে কেহই সাইকেলে চাবি দিয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যহ ১০০টি করিয়া সাইকেল জমা পড়িলে স্ট্যাণ্ডের মালিক রাম প্রত্যহই কয়েক ঘণ্টার জন্য ৯০টির মত সাইকেল ভাড়া খাটাইতে পারে। ১০টি সাইকেল তাহাকে সর্বদাই মজুত রাখিতে হয়। কারণ, অনিয়মিত যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন এবং প্রাত্যহিক যাত্রীদের কেহ কেহ (কোন দিনই মোট ১০ জনের অধিক নহে) সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া সাইকেল ফেরত চাইতে পারে। রাম যে সাইকেল ভাড়া খাটাইয়া থাকে তাহা

১. "The banking system as a whole can do what each small bank cannot do : it can expand its loan and investments many times the new reserves of cash created for it." Samuelson

২. 'Each small bank is limited in its ability to creat deposits ... . But the system as a whole can do what each small bank cannot do." Samuelson : *Economics*

সকলেই জানে। রাম সাইকেল জমা রাখিবার জন্য কোন ভাড়া লয় না ; তবে তাহার সর্ত হইল যে সাইকেল ভাড়া খাটাইতে দিতে হইবে। কাহারও সাইকেল ভাড়া থাকা অবস্থায় সে যদি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসে তবে সে অন্য একটি সাইকেলে চাপিয়া সেদিন রেলস্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিবে ; পরের দিন সে আবার তাহার নিজের সাইকেল ফেরত পাইবে। স্টেশনে সাইকেল-স্ট্যাণ্ড একমাত্র রামেরই বলিয়া সকলকে এইরূপ সর্তে রাজী হইতে হয়। উপরন্তু, রাম যে সাইকেল জমা রাখার জন্য ভাড়া লয় না, তাহাও একটি আকর্ষণ।

ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের মতে, তাহাদের অবস্থা সাইকেল-স্ট্যাণ্ডের মালিক রামেরই মত। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসল আমানতের নির্দিষ্ট পরিমাণই ঋণপ্রদান করিতে পারে। রামের পক্ষে যেমন মোট জমা ১০০টি সাইকেলের মধ্যে ৯০টির বেশী ভাড়া খাটানো কোন সময়ই উচিত নহে, তেমনি ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পক্ষেও মোট রক্ষিত আমানতের একটা অংশের অধিক (যাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্দিষ্ট) ঋণপ্রদান করা যুক্তিসংগত নহে। অভিজ্ঞতার ফলে ব্যাংক-ব্যবসায়ী যদি জানে যে মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ নগদ টাকায় রাখাই যথেষ্ট, তবে তাহার নিকট ১০০০ টাকা আমানত হইলে সে ৯০০ টাকা পর্যন্ত ঋণপ্রদান করিতে পারে।

হার্টলে উইদার্স প্রভৃতি আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ বলেন, এক্ষেত্রে রাম ৯০টি সাইকেলের অধিক ভাড়া খাটাইতে পারে এবং ব্যাংক-ব্যবসায়ী ৯০০ টাকার অধিক ঋণপ্রদান করিতে পারে। কারণ, রাম যাহাদের সাইকেল ভাড়া দিবে তাহারা সকলে পূরা সময় ধরিয়াই সাইকেল ব্যবহার করিবে না—কয়েকটি সাইকেল কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে। এগুলিকে আবার ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে। উপরন্তু, রেলস্টেশনে যাহারা রামের নিকট সাইকেল ভাড়া লইবে তাহাদের অনেকে আবার সহরে গিয়া সহরের স্ট্যাণ্ডে সাইকেল জমা রাখিতে পারে। সহরের সাইকেল স্ট্যাণ্ডের মালিকও ঐ সকল সাইকেলের কিছু ভাড়া খাটাইতে পারে।

রেলস্টেশন ও সহরের স্ট্যাণ্ডের কথা একসংগে ধরিলে দেখা যায় যে সাইকেল ভাড়া দেওয়ার পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে সাইকেল জমা পড়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে—অনিয়মিত যাত্রীরা রেল স্টেশনের স্ট্যাণ্ড হইতে সাইকেল ভাড়া লইয়া সহরের স্ট্যাণ্ডে জমা রাখিতেছে এবং সহরের স্ট্যাণ্ড হইতে ভাড়া লইয়া রেলস্টেশনের স্ট্যাণ্ডে জমা রাখিতেছে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলি যে ঋণপ্রদান করিতেছে তাহারই একাংশ ব্যাংকগুলির নিকট আমানত হিসাবে ফিরিয়া আসিতেছে। ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থা পুনরায় আমানত সৃজন করিতে সমর্থ হইতেছে।

**ব্যাংক-ব্যবস্থা কতগুণ ঋণ-সৃজন করিতে পারে :** এখন প্রশ্ন, ব্যাংক-ব্যবস্থা তাহাদের প্রাপ্ত আমানতের কতগুণ পর্যন্ত ঋণপ্রদান করিতে পারে ? আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, ইহা নির্ভর করে ব্যাংকগুলিকে আইন বা প্রথা অনুসারে আমানতের কতটা পরিমাণ নগদ টাকায় রাখিতে হয় তাহার উপর। যদি ব্যাংকগুলিকে আমানতের শতকরা ১০ ভাগ নগদ টাকায় রাখিতে হয় তবে সামগ্রিক-ভাবে উহার ১০ গুণ পর্যন্ত আমানত সৃষ্টি করিতে পারে, যদি শতকরা ২০ ভাগ রাখিতে হয় তবে ৫ গুণ পর্যন্ত আমানত সৃজন করিতে পারে। কিভাবে ইহা সম্ভব হয় তাহা কোন দেশের একটি একচেটিয়া ব্যাংকের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

**একচেটিয়া ব্যাংক (A Monopoly Bank) :** আমাদের উদাহরণে আমরা বহুসংখ্যক ব্যাংক লইয়া আলোচনা করিয়াছি। তবে টাকার যোগান বা আমানত বৃদ্ধির জন্য একাধিক ব্যাংকের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। দেশে যদি একটি মাত্র ব্যাংক থাকে—যাহাকে একচেটিয়া ব্যাংক বলিয়া ধরা যাইতে পারে—তাহা হইলেও ঐ একই ফল ফলিবে।

ধরা যাউক, শতাব্দী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক। অভিজ্ঞতা হইতে শতাব্দী ব্যাংক জানে যে আমানতকারীদের দাবি মিটাইবার জন্য মোট আমানতের শতকরা দশভাগ পর্যন্ত নগদ টাকায় রাখিলেই চলে। এখন ১,000 টাকা নূতন আমানত হইলে শতাব্দী ব্যাংক ১০০ টাকা দাবি মিটাইবার জন্য রাখিয়া ৯০০ টাকা ঋণপ্রদান করিতে পারে। আবার ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে এই ৯০০ টাকা নগদ

না দিয়া তাহার হিসাবে আমানতও দেখাইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে শতাব্দী ব্যাংকের ঋণপ্রদানের ফলে উহার নিকট আমানতের পরিমাণও ৯০০ টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে।

ঋণগ্রহীতা অবশ্য ব্যাংকে টাকা ফেলিয়া রাখিবার জন্য ঋণ করে না। সুতরাং আজ অথবা কাল সে ঐ টাকা তুলিয়া লইয়া অথবা চেকের মাধ্যমে তাহার পাওনাদারকে প্রদান করিবে। ধরা যাউক, চেকের মাধ্যমেই ইহা করা হইল: শতাব্দী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক বলিয়া ঐ শতাব্দী ব্যাংকেই ফিরিয়া আসিবে। ফলে ৯০০ টাকা একজনের আমানতের হিসাব হইতে আর একজনের আমানতের হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র—ব্যাংকের নিকট মোট আমানতের কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে না। ব্যাংক যদি ক-এর হিসাবে ৯০০ টাকা আমানত সৃজন করিয়া থাকে এবং ক যদি খ-কে ঐ টাকা চেকের মাধ্যমে প্রদান করিয়া থাকে তবে ৯০০ টাকা ক-এর হিসাব হইতে খ-এর হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র—শতাব্দী ব্যাংকের নিকট পূর্বাপেক্ষা ৯০০ টাকার অধিক আমানত থাকিয়া যাইবে। এই ৯০০ টাকা হইতে শতকরা ১০ ভাগ বা ৯০ টাকা রাখিয়া ৮১০ টাকা (৯০০ টাকা—৯০ টাকা) ব্যাংক আবার ঋণপ্রদান করিতে পারে এবং এই টাকাও নগদ না দিয়া ঋণগ্রহীতার হিসাবে আমানত দেখাইতে পারে।

এ-পর্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাংকে মাত্র ১০০ টাকা জমা পড়িয়াছে কিন্তু আমানত হইয়াছে (১০০০+৯০০০+৮১০=) ২৭১০ টাকা। সুতরাং শতাব্দী ব্যাংক (২৭১০—১০০০=) ১৭১০ টাকা (আমানত) সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবে দেশের একচেটিয়া ব্যাংক তাহার প্রাপ্ত আমানতের ১০ গুণের মত টাকাকড়ি বা ব্যাংক-আমানত সৃষ্টি করিতে পারে।[১]

ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে শতাব্দী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক। সুতরাং লোকে যখন চেক পাইবে তখন শতাব্দী ব্যাংকেই জমা দিবে। কিন্তু দেশে একটিমাত্র ব্যাংক থাকে না। ফলে লোকে যখন চেক কাটে তখন ঐ চেক অনেক সময় অন্য ব্যাংকে জমা পড়ে বলিয়া টাকাকড়ি এক ব্যাংক হইতে অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে কোন বিশেষ ব্যাংকের আমানত সৃজনের ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু একসংগে সকল ব্যাংকের—অর্থাৎ দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার অবস্থার কোন তারতম্য ঘটে না। 'শতাব্দী ব্যাংক' হইতে টাকাকড়ি 'জাতীয় ব্যাংকে' স্থানান্তরিত হইলে শতাব্দী ব্যাংকের আমানত বা ঋণ সৃজনের ক্ষমতা কমে, কিন্তু জাতীয় ব্যাংকের ক্ষমতা বাড়ে। ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থার ক্ষমতা পূর্বের মতই থাকিয়া যায়।

শুধু ঋণপ্রদানের বেলাতেই নহে, বিনিয়োগক্ষেত্রেও ব্যাংক-ব্যবস্থা অনুরূপভাবে আমানত সৃজন করিতে সমর্থ হয়। ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র বণ্ড প্রভৃতি ক্রয় করে তখন নগদ টাকা না দিয়া তাহার নামে আমানত দেখাইতে পারে। ঋণপত্র বিক্রেতা প্রয়োজনমত ঐ আমানত হইতে টাকা তুলিয়া লইবার অধিকারী হয়। এই আমানতের উপর যে-সকল চেক কাটা হয় তাহার অধিকাংশ আবার ব্যাংকগুলিতে জমা পড়ে।

**আমানত সৃজনের প্রতিবন্ধক**: অবশ্য ব্যাংক-ব্যবস্থার পক্ষে আমানত সৃজনের পথে কতকগুলি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। প্রথমত আমরা দেখিয়াছি, ব্যাংক ঋণগ্রহীতা বা ঋণপত্র ইত্যাদি বিক্রয়কারীর অনুকূলে যে-আমানত সৃজন করে আমানতের অধিকারী তাহার একাংশ তখনই বা কিছু পরে নগদ টাকায় লইতে পারে বলিয়া ব্যাংকগুলিকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছু নগদ টাকা (আমাদের উদাহরণে মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ রাখিয়া দিতে হয়। মোট কত নগদ টাকা ব্যাংক-ব্যবস্থার হাতে থাকিবে তাহা উহার নিজের উপর নির্ভর করে না বলিয়া আমানত সৃজনও কতকটা ব্যাহত হয়। অতিরিক্ত নগদ ১০০ টাকা ব্যাংক-ব্যবস্থার হাতে আসিলে উহা ১০০০ টাকার মত আমানত বা ঋণ সৃজন করিতে পারে; অপরদিকে নগদ ১০০ টাকা উহার হাত হইতে চলিয়া গেলে উহাকে আমানতও ১০০০ টাকার

১. "A single monopoly bank—with many branches which served the whole nation and represented the consolidated banking system would be able to do *at once* what ..each small bank cannot do." Samuelson

মত কমাইতে হয়।[১] এই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে কারবার ( open market operation ), জমার অনুপাতে পরিবর্তন ( variation in the reserve ratio ) ইত্যাদির মাধ্যমে নগদ টাকাকড়ির যোগান পরিবর্তিত করিয়া ব্যাংক-ব্যবস্থার ঋণ-সৃজনের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে জনসাধারণ অধিক পরিমাণ নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে পারে। ফলে ব্যাংকে জমার পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং ব্যাংক-ব্যবস্থার আমানত সৃষ্টির ক্ষমতাও কমিয়া যাইবে। ব্যাংক হইতে যে টাকা উঠাইয়া ভোগ-ব্যয় করা হয় তাহাকে ব্যাংক হইতে নগদ টাকার বহির্গমন বা ছিদ্র ( cash leakage ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই ছিদ্রের আকার যতই বৃদ্ধি পাইবে, আমানত সৃষ্টির পরিমাণ ততই হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংকের আমানত সৃষ্টির পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতির উপর। যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা দেখা দেয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের যোগান হ্রাসে সচেষ্ট হইবে। ফলে ইহা আইন করিয়া ব্যাংকে নগদ টাকা জমা রাখিবার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। আমাদের উদাহরণে ইহাকে শতকরা ১০ ভাগ ধরা হইয়াছে। ইহাকে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ২০ ভাগ করা হইলে ব্যাংক-গুণকের মান ১০ হইতে হ্রাস পাইয়া ৫ হইয়া যাইবে। ফলে মোট আমানত সৃষ্টির পরিমাণ ১০,০০০ টাকার পরিবর্তে মাত্র ৫,০০০ টাকা হইবে। ইহার কারণ, এক্ষেত্রে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংককেই অধিক পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, ইহাদের ঋণপ্রদানের ক্ষমতা সমপরিমাণে হ্রাস পাইবে।

তৃতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামিনের বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করিলেও অধিকাংশ সময় আমানত সম্প্রসারণ করে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের বিরুদ্ধে। ঋণগ্রহীতা যখন উপযুক্ত ঋণপত্র, বণ্ড প্রভৃতি জামিন রাখে বা বিক্রেতা ঐরূপ কোন কিছু বিক্রয় করে তখনই ব্যাংক তাহার অনুকূলে আমানত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং এইরূপে গ্রহণযোগ্য ঋণপত্র প্রভৃতির পরিমাণ ব্যাংক-ব্যবসায় ঋণ-সৃজনের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিয়া থাকে।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে হয় যে ব্যাংক-ব্যবস্থা কতটা আমানত সৃজন করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে সাধারণের, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী-বণিকদের, ঋণগ্রহণের ইচ্ছার উপর। ব্যাংক ব্যবস্থা শুধু হাতে আমানত সৃজন করে না; লোকে ঋণপত্র ইত্যাদি জামিন হিসাবে লইয়া আসিলে তবেই তাহার বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। এই ঋণপত্র ইত্যাদি হইল নিশ্চল সম্পদ ( immovable wealth ), উহাদের সচল ( movable ) বা সর্বজনগ্রাহ্য ( liquid ) করিয়া তোলাই ব্যাংকের কাজ। এই কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে পুরস্কার হিসাবে সুদ দাবি করিয়া থাকে। ব্যবসায়ী-বণিকদের পক্ষে এই কার্য সম্পাদনের প্রয়োজন থাকিলে তবেই তাহারা সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে যখন তেজী অবস্থা চলে, যখন ঋণ করিয়াও উৎপাদন করিলে লাভের সম্ভাবনা অধিক থাকে তখনই ব্যবসায়ী-বণিকরা ঋণ করিতে আগ্রহান্বিত হয়। অপরদিকে ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে লোক উৎপাদনের জন্য ঋণগ্রহণে আগ্রহান্বিত হয় না। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা ঋণপ্রদান করিতে ইচ্ছুক থাকিলেই যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ঋণগ্রহীতা মিলিবে এমন কোন কথা নাই। ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থার পক্ষে তত্ত্বগতভাবে যতটা আমানত সম্প্রসারণ করা সম্ভব ( যেমন, আমাদের উদাহরণ মোট গৃহীত আমানতের ১০ গুণ ) সকল সময় কার্যক্ষেত্রে তাহা ঘটিয়া উঠে না।

চতুর্থত, দেশের লোকে যদি বিনিময়কার্যে চেক অপেক্ষা নগদ টাকা ব্যবহার করিতে অধিক অভ্যস্ত হয় তবে ব্যাংক টাকাকড়ি বা আমানত বিশেষ সৃজন করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেকেই ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ বা চেকের মাধ্যমে মিটানো পাওনা সংগে সংগেই নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া লয়। ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থার নগদ টাকার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ঋণ-সৃজনের ক্ষমতাও হ্রাস

১. "Demand deposits are destroyed when withdrawals from banks occour." P. W. Bekley

করে। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা কি পরিমাণ ঋণ বা আমানত সৃজন করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে ঐ দেশের লোকে নগদ টাকা বা কারেন্সী কি পরিমাণ ব্যবহার করে তাহার উপর।

**উপসংহার :** সুতরাং বলা যাইতে যে পারে ব্যাংক-ব্যবস্থা দ্বারা আমানত মূলত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : জনসাধারণের টাকাকড়ির চাহিদা এবং নিজেদের নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজনীয়তা যাহা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত হয়।

**বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের নীতি ( Principles of Commercial Banking ) :** যে-কোন দেশের ব্যাংক-ব্যবসায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সংখ্যায় ইহারা অন্যান্য ধরনের ব্যাংক হইতে বহুগুণ অধিক হয় এবং সামগ্রিক ঋণের কাজকারবারের ( dealing in credit ) অধিকাংশ ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সুতরাং এই প্রকার ব্যাংক-ব্যবসায়ের নীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পকালীন মূলধন লইয়া কারবার করে। এই মূলধন প্রধানত আমানতের মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়। এইজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়কে আমানতী ব্যাংক-ব্যবসায় ( deposit banking ) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে আমানত আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে ঋণপ্রদান করাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতেই ইহা উচ্চ মুনাফা লাভ করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায় কয়েকটি সুস্পষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির মূলে রহিয়াছে দুইটি পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য : (১) মুনাফা ( profits ) অর্জন করা এবং (২) সম্পত্তি বা পাওনার ( liquidity ) বজায় রাখা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি মুনাফাসন্ধানী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। সুতরাং মুনাফাকে সর্বাধিক করাই ইহাদের আসল উদ্দেশ্য। এই মুনাফার জন্যই ব্যাংকগুলি বিভিন্ন দাবির ( claims ) পরিবর্তে আমানত সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের নিকট ঋণী হয়। আবার আমানত সৃষ্টি বা সরাসরি ঋণপ্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি যে সম্পদ বা পাওনার ( assets ) অধিকারী হয় তাহা হইতেই তাহাদের আয় হয়। জনসাধারণ ব্যাংক-আমানতকে নগদ টাকাকড়ির সমতুল্য মনে করে বলিয়া ব্যাংকের আমানতগ্রহণে রাজী থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাংক-আমানত হস্তান্তরের সাহায্যে লেনদেনের কার্য সকল সময় নাও সম্ভব হইতে পারে, কারণ পাওনাদার ব্যাংক-আমানত বা ব্যাংকের উপর চেক গ্রহণে রাজী নাও হইতে পারে। সুতরাং আমানতকারী জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে আবশ্যক হইলে ব্যাংক-আমানতকে সর্বজনগ্রাহ্য টাকাকড়িতে পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে। অর্থাৎ, ব্যাংক দাবিমত নগদ টাকাকড়ি বা কারেন্সী দিতে সমর্থ—এই বিশ্বাস জনসাধারণের মনে থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে কেহই ব্যাংকের আমানতগ্রহণে বা ব্যাংকে টাকা জমা রাখিতে রাজী হইবে না। যখনই এই বিশ্বাস ক্ষুন্ন হয় তখনই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিপদের সম্মুখীন হয়। জনসাধারণের বিশ্বাসই হইল ব্যাংক-ব্যবসায়ের মূলভিত্তি এবং এ-বিশ্বাসই হইল মুনাফা অর্জনের প্রথম সর্ত। সুতরাং ব্যাংকের কাজকর্ম এমনভাবে পরিচালনা করিতে হয় যাহাতে জনসাধারণের বিশ্বাস অক্ষুন্ন থাকে। এই উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায় যে সকল নীতি মানিয়া চলে তাহার মধ্যে অন্যতম হইল নগদ-অবস্থা ( liquidity ) সংরক্ষণ।

নগদ-অবস্থা বলিতে দাবিমত আমানতের বিনিময়ে নগদ টাকাকড়ি প্রদানের ব্যাংকের ক্ষমতাকে বুঝায়। অর্থাৎ, আমানতকারীদের চাহিদামত তাহাদের পাওনা নগদ টাকাকড়িতে মিটাইবার ব্যাংকের সামর্থ্যই হইল নগদ-অবস্থা।[১] এই নগদ-অবস্থা যাহাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বাণিজ্যিক ব্যাংককে তাহার সম্পদের কতটা কি আকারে রাখিবে তাহা নির্ধারণ করিতে হয়। সম্পদের মধ্যে পূর্ণাংগভাবে নগদ-সম্পদ ( perfectly liquid assets ) হইল টাকাকড়ি।

১. "Liquidity' generally means capacity to produce cash on demand for deposits." Sayers : *Modern Banking*

সুতরাং ব্যাংক যতবেশী নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবে ততই উহার নগদ-অবস্থার মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নগদ-সম্পদের অসুবিধা হইল যে ইহা হইতে কোন আয় হয় না অথচ বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হইল মুনাফা করা। নগদ-সম্পদের পরিমাণ অধিক হইলে ব্যাংকের যথেষ্ট আয় হইবে না এবং ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং নগদ-অবস্থার সংরক্ষণ নীতি ও মুনাফা অর্জন নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে হয়।[১] এই সামঞ্জস্যবিধান করিতে যাইয়া ব্যাংককে প্রথমেই সম্পদের একাংশকে নগদ রিজার্ভ ( cash reserve ) হিসাবে রাখিতে হয়। ব্যাংকের নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকাকড়ি ( till money ) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা লইয়া এই নগদ রিজার্ভ গঠিত। আমানতকারীদের নগদ টাকাকড়ির সাধারণত যে-চাহিদা হইতে পারে তাহা মিটাইবার জন্য এই রিজার্ভ থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমানতের পরিবর্তে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা মিটাইবার সর্বপ্রথম উপায় হইল ব্যাংকের রিজার্ভ ( reserves )। যেহেতু নগদ রিজার্ভ আয়প্রসূ নয় সেইহেতু ব্যাংককে নগদ-অবস্থা ব্যাহত না করিয়া রিজার্ভের পরিমাণ যথাসম্ভব কমাইতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, রিজার্ভের পরিমাণ একদিকে যেন কম বা অন্যদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনটাই না হয়—ব্যাংককে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। রিজার্ভের পরিমাণ অত্যল্প হইলে ব্যাংকের পক্ষে সংকটের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকে, আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে ব্যাংকের আয় কম হয়। ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন বিষয়—যেমন, আমানতকারীদের প্রকৃতি, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রিজার্ভের পরিমাণ স্থির করিতে হয়।

এই রিজার্ভ কি হইবে না-হইবে তাহা নির্ধারণ করার উপরই প্রধানত ব্যাংক ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে। এখন রিজার্ভের সমস্যা ব্যাংকের অন্যান্য আয়প্রসূ সম্পদের প্রশ্নের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। অন্যান্য সম্পদ যত সহজে হস্তান্তরযোগ্য ( shiftable ) হইবে—অর্থাৎ নগদ টাকাকড়িতে রূপান্তরিত করা সহজ হয় ততই নগদ টাকাকড়ির রিজার্ভের ( cash reserve ) পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। নগদ-অবস্থার জন্য সম্পদের শুধু হস্তান্তরযোগ্যতা ( shiftability ) থাকাই যথেষ্ট নয়, সম্পদ হস্তান্তর—অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিতে যাইয়া যেন কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয়, তাহাও দেখিতে হয়।

এক্ষেত্রে নগদ-অবস্থার আকর্ষণ এবং মুনাফার আকর্ষণের মধ্যে বিরোধিতা দেখা যায়। অধিক মাত্রায় নগদ আয়প্রসূ সম্পদ ( liquid earning assets ) হইতে আয় সামান্যই হয়। তৎসত্ত্বেও ব্যাংকের সাধারণ নগদ-অবস্থা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে আয়প্রসূ সম্পদের বেশ খানিকটা অংশ নগদ-অবস্থায় রাখা হয়। এইরূপ অধিক নগদ-সম্পদের দৃষ্টান্ত হইল স্বল্পকালীন নোটিসে সংগ্রহযোগ্য টাকাকড়ি ( money at call and short notice ), স্বল্পমেয়াদী বিল, ইত্যাদি। ব্যাংককে যদিও এই নগদ আয়প্রসূ সম্পদ রাখিতে হয়, তবুও ইহার পরিমাণ অধিক হইলে ব্যাংকের যথেষ্ট আয় হইবে না। অতএব, বাণিজ্যিক ব্যাংককে কম নগদ কিন্তু অধিক আয়প্রদানকারী সম্পদ রাখিতে হয়। যেমন, দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রে বিনিয়োগ, ব্যবসায় ও অন্যান্য ব্যক্তিকে ঋণপ্রদান ( advances ) প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাংক মোটা আয় করিয়া থাকে।

**ব্যাংক-ব্যবসায়ের সার্থকতা :** উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে সর্বদাই মুনাফার আকর্ষণ এবং ব্যাংকের নগদ-অবস্থার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া ব্যাংকের সম্পদ বণ্টন করিতে হয়। এবং এই সংগতিসাধন কার্যেই নিহিত রহিয়াছে ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বিচক্ষণতা ও ব্যবসায়ের সার্থকতা।

---

১. "The perpetual conflict which the banker has to reconcile is that between making as big profits as possible, and maintaining sufficient assets in a liquid form to be able to pay his debts on demand" A. C. L. Day

**বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যালান্স শীট (The Balance Sheet of Commercial Banks):** বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের নীতিগুলির প্রকৃত অনুধাবনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক-সমূহের দেনাপাওনার হিসাব বা ব্যালান্স শীটের পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। একটি কাল্পনিক ব্যালান্স শীট নিয়ে দেওয়া হইল :

( হিসাব কোটি টাকায় )

| দেনা ( Liabilities ) | | পাওনা ( Assets ) | |
|---|---|---|---|
| ১। আদায়ীকৃত মূলধন ( Paid-up Capital ) | ১২৮ | ১। ব্যাংকে রক্ষিত নগদ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা ( Cash in hand and balance with Reserve Bank ) | ৩০০ |
| ২। রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ( Reserves ) | ১২৮ | ২। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট চলতি হিসাবে পাওনা ( Balances with other Banks in Current Account ) | ১২০ |
| ৩। চলতি আমানত ( Demand Deposits ) | ২০৪৪ | ৩। চাহিবামাত্র অথবা স্বল্পকালীন নোটিসে সংগ্রহযোগ্য টাকাকড়ি ( Money at Call and Short Notice ) | ১১০ |
| ৪। মেয়াদী আমানত ( Time Deposits ) | ২৯০০ | ৪। সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদিতে বিনিয়োগ ( Investment in Government Securities, etc. | ১,৬২০ |
| ৫। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা ( Due to other Banks ) | ১৬০ | ৫। প্রদত্ত ঋণ, ক্রীত বিল, ইত্যাদি ( Loans, advances, cash credit, bills purchased, etc. | ৩,২৭০ |
| ৬। অন্যান্য দেনা, যথা— প্রদেয় বিল, ইত্যাদি ( Bills Payable, etc. ) | ৪০০ | ৬। অন্যান্য পাওনা ( Other Assets ) | ২১০ |
| মোট | ৫,৭৬০ | মোট | ৫,৭৬০ |

ক। দেনার খাত : ব্যালান্স শীটটি হইতে দেখা যাইবে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধনের ( যাহা মোট দেনার সমান ) অধিকাংশ—মোট ৫,৭৬০ কোটি টাকার মধ্যে ( ২,০৪৪+২,৯০০= ) ৫,৯৪৪ কোটি টাকা—আমানতের মাধ্যমে সংগৃহীত। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংক-গুলির দেনা প্রধানত হইল আমানতকারীগণের নিকট।

আমাদের উদাহরণে চলতি আমানতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও ঐ দাবি মিটাইবার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে অধিকতর সতর্ক থাকিতে হয়।

দেখা যাইতেছে, আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ পরস্পর সমান (প্রায় সমানও হইতে পারে)। আদায়ীকৃত মূলধন লইয়াই বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায় সুরু করে এবং পরে মুনাফার অবণ্টিত অংশ (undistributed profits) হইতে একটা রিজার্ভ ফাণ্ডের সৃষ্টি করে। আদায়ীকৃত মূলধন বিলীকৃত মূলধনের (issued capital) কতটা অংশ হইবে, রিজার্ভ তহবিল গঠন করিতে হইবে কি না—ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক সময় আইনের নির্দেশ থাকে। আমাদের দেশে ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইনে (Banking Regulation Act, 1949)[১] আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ সম্বন্ধে ধারা লিপিবদ্ধ আছে। আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল এবং মোট গৃহীত আমানতের মধ্যে মোটামুটি ব্যাংকের অবস্থা নির্দেশ করিয়া থাকে।

পরিশেষে, ব্যালান্স সীটটিতে অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেয় এবং প্রদেয় বিল ইত্যাদির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে।

খ। **পাওনার খাত:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যালান্স সীটের পাওনার দিক সাজানো হয় নগদ বা সহজ সংগ্রহযোগ্যতার দিক দিয়া। পাওনার যে-অংশ সর্বাপেক্ষা সহজে সংগ্রহযোগ্য তাহাই সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। ব্যাংকে রক্ষিত নগদ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা সর্বাপেক্ষা নগদ-অবস্থায় (in most liquid form) থাকে। সুতরাং ব্যালান্স সীটের পাওনার দিকে ইহাকেই সর্বপ্রথম দেখানো হয়। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট পাওনাকে সহজে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া আমানতকারীদের দাবি মিটানো চলে। সুতরাং উহার স্থান নগদ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট রক্ষিত রিজার্ভের পরই। এই দিক দিয়াই স্বল্পকালীন নোটিসে সংগ্রহযোগ্য টাকাকড়ির স্থান হইল তৃতীয়, সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদিতে বিনিয়োগের স্থান চতুর্থ, প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদির স্থান পঞ্চম এবং অন্যান্য পাওনা ও সম্পত্তির স্থান সর্বশেষে।

ব্যালান্স সীটটি হইতে আরও দেখা যাইবে যে, প্রদত্ত বিল ইত্যাদিতেই সর্বাধিক পরিমাণ বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এই বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিয়োগ বলিয়া সহজে নগদ টাকায় রূপান্তরযোগ্য নহে। কিন্তু সহজে নগদ টাকায় রূপান্তরযোগ্য মোট বিনিয়োগের (৩নং ও ৪নং খাত) পরিমাণ বিশেষ কম নহে। ইহার সহিত আবার অন্যান্য ব্যাংকের নিকট (রিজার্ভ ব্যাংক সমেত) পাওনা এবং ব্যাংকে রক্ষিত নগদ টাকা ধরিলে উহাদের পরিমাণ নির্দিষ্টকালীন বিনিয়োগের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক হইবে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. প্রধানত ব্যাংক ঋণের কারবারী। ইহা আমানত ও শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণগৃহীত অর্থ হইতে আবার ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ঋণপ্রদান করে।

২. ব্যাংক-ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের হয়। ব্যাংক বলিতে আমরা সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝি।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বহুপ্রকার কার্য সম্পাদন করে যেমন সঞ্চয় সংগ্রহ, ঋণ ও বিনিয়োগ, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে অর্থসরবরাহ, টাকাকড়ি-সৃজন, ইত্যাদি।

৪. সরকারের ন্যায় দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থাও টাকাকড়ির যোগান দিয়া থাকে। ব্যাংকের যোগান দেওয়া টাকাকড়িকে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলা হয়।

৫. অবশ্য ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক টাকাকড়ি-সৃজনের পথে কয়েকটি বাধার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ জনগণের লেনদেনসংক্রান্ত অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির জমার অনুপাত বৃদ্ধি করিলে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস পায়।

## প্রশ্নাবলী

১. এককভাবে কোন ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব না হইলেও সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার পক্ষে 'টাকাকড়ির সৃজন' যে সম্ভব তাহা দেখাও।

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে, এবং

১. পূর্বে নাম ছিল Banking Companies Act

(খ) লেনদেনের জন্য জনসাধারণের নগদ টাকাকড়ির চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তবে টাকাকড়ির সৃজন-পদ্ধতির উপর উহাদের ফল কি হইবে ? [ C. U. B. Com. (H) 1980 ]

২. (ক) অতি সংক্ষেপে ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

(খ) কি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাহাদের আমানত বৃদ্ধিকে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধির কাজে লাগাইতে পারে তাহাও দেখাও। [ C. U. B. Com. (H) Supp. 1981 ]

৩. ব্যাংকসমূহ কি ঋণ-সৃজনে সমর্থ ? সমর্থ হইলে কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে ?

[ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কিভাবে আমানত সৃজন করে ? এই আমানত-সৃজন সংক্রান্ত কার্যকলাপে তাহারা কি কোন প্রকারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে বাধ্য ? [ C. U. B. Com. (H) 1982 ]

৫. (ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কার্যাবলী কি কি ?

(খ) সহজভাবে বক্তব্যটির ব্যাখ্যা কর যে ঋণ আমানত সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং এই আমানত সৃষ্টির কোন সীমাবদ্ধতা আছে কি না তাহার ইংগিত দাও। [ C. U. B. Com. (H) 1983 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. R. S. Sayers : *Modern Banking* ( ELBS )
2. A. A. Walters ( ed. ) : *Money and Banking* ( Penguin )

# ৩৯ | কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা ও মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি
## ( Central Banking and Monetary Policy )

1. *"Central banking is an art, not a Science."* R. B. Sayers

2. *"The quantity of money .... must in every country naturally increase as the value of the annual produce increases."* Adam Smith

**কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব :** বর্তমান পরিচালিত টাকাকড়ির যুগে ( age of managed money ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য বলিয়া উহার কর্তৃত্বও অপরিহার্য। টাকাকড়িকে একটি যন্ত্র-ব্যবস্থার ( mechanism ) সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই যন্ত্র-ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত টাকাকড়িসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান আপনা হইতেই সম্ভব হয়। কিন্তু সুপরিকল্পনা ও সুপরিচালনা কোন যন্ত্র-ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পাদিত কার্য হইতে পারে না।

**টাকাকড়িসংক্রান্ত কর্তৃত্ব :** টাকাকড়ির ক্ষেত্রে এই ভার যাহার উপর থাকে তাহাকে টাকাকড়ি-সংক্রান্ত কর্তৃত্ব ( monetary authority ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ি-সংক্রান্ত এই কর্তৃত্বের অন্যতম অংশ ; অপরটি হইল সরকারের রাজস্ব বিভাগ ( treasury )।[১]

---

**কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে। ঐ সময়ে কয়েকটি দেশের অর্থ-ব্যবস্থা একপ্রকার ভাঙিয়া পড়িলে ইহা অনুভূত হইতে থাকে যে, মাত্র রাজস্ব বিভাগ টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিচালনার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মুদ্রা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং এমনকি স্বয়ংচালিত ( automatic ) স্বর্ণমানেরও ( Gold Standard ) পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হইল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের। এই ধারণার প্রসারের ফলে বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত বা পুনর্গঠিত হইতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা একরূপ বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করে।

---

### ৩৯.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ( AIMS AND FUNCTIONS OF CENTRAL BANK )

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম এজেন্সি। দেশের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা এবং টাকাকড়ির বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই দায়িত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে।

অতএব, ব্যাংক-ব্যবস্থা এবং **টাকাকড়ির বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্য**।[২]

এই প্রধান কার্যকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি সহায়ক কার্যের ( auxiliary functions ) সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ বুঝা যায় যে কিভাবে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকাকড়ির বাজার নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকারী আর্থিক উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হয়। তবে বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি ও সরকারী অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরাসরি সরকারী বিভাগ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাকে বিশেষ মর্যাদা ও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে।

---

১. আমাদের দেশে অর্থমন্ত্রিদপ্তর ( Finance Ministry ) রাজস্ব বিভাগ বা ট্রেজারীর সমতুল্য।

২. "Every Central Bank has one prime function. It operates to control the economy's supply of money and credit." Samuelson : *Economics*

উদ্দেশ্য : যাহা হউক, সকল দেশের আর্থিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল মূল্যস্তর, আন্তর্জাতিক বিনিময় হার ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। মুদ্রা ও ব্যাংক-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই স্থায়িত্ব আনয়নে সহায়তা করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই সকল দেশে যাহাতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রসার ও উন্নয়ন হয় তাহার দিকে নজর রাখিয়াই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিকে নির্ধারিত করা হয়। উপরি-উক্ত এই সকল উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হয়।

১। নোট-প্রচলনসংক্রান্ত কার্য (Function regarding Note-issue): বর্তমান জগতে বিহিত মুদ্রা (legal tender) বা নগদ টাকাকড়ি বলিতে প্রধানত কাগজী নোটকেই বুঝায়।[1]

এই কাগজী নোটের প্রচলন করিবার একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। পূর্বে কোন কোন দেশে, যেমন ইংল্যাণ্ডে, সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও নোট-প্রচলন করিতে পারিত। বর্তমানে এ-ব্যবস্থা কোন সভ্য দেশেই পরিবর্তিত নাই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য সরকার স্বল্প-মূল্যের নোট প্রচলন করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের ১ টাকার নোটের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দেশের টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থা (monetary system) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই দেশের নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ কত হইবে তাহা স্থির করা বা এই টাকাকড়ির পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবশ্য কর্তব্য। সেইজন্য নোট-প্রচলনের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদানের ক্ষমতা তাহাদের নগদ রিজার্ভের উপর নির্ভর করে। এই নগদ রিজার্ভের এক অংশ হইল কাগজী নোট বা নগদ টাকাকড়ি। কাজেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে নোট-প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার থাকা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই নোট-প্রচলনের ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য (Function as a Banker to the Government): কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে। সরকারী অর্থ এখানে জমা থাকে; সরকারী রাজস্বের একটা মোটা অংশ ইহার মাধ্যমে সংগৃহীত হয় এবং ব্যয়ের মোটা অংশ ইহার মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। ইহা ছাড়া সরকারী ঋণের (public debt) পরিচালনা করা, সরকারকে প্রয়োজনমত স্বল্পকালীন ঋণ দেওয়া, সরকারকে টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া, টাকাকড়ির বা আর্থিক ব্যাপারে সরকারের এজেন্ট হিসাবে কার্য করা, ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

দেশের মোট আয়ব্যয়ের একটা মোটা অংশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। কর ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার এক এক সময় কোটি কোটি টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে তুলিয়া লয়, আবার প্রয়োজনমত এককালীন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। দেশের ব্যবসাবাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক জীবনে এই সরকারী আয়ব্যয়ের প্রভাব খুবই সুদূরপ্রসারী। সুতরাং সরকারী আয়ব্যয়কে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া পরিচালিত করিতে হইলে এই পরিচালনাকার্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে হওয়া উচিত। প্রধানত এইজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে।

৩। অপরাপর ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য (Function as a Banker's Bank): কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের, বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের,

---

১. পূর্বে অনেক দেশে স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতব মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মূল্যবান ধাতব মুদ্রার প্রচলন একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। অবশ্য নিকৃষ্ট ধাতু-নির্মিত নিদর্শক মুদ্রা (token money) এখনও ব্যবহৃত হয়।

ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে। প্রত্যেক সভ্য-ব্যাংককে ( member bank ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট তাহাদের আমানত দায়ের ( deposit liability ) একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট অংশ গচ্ছিত রাখিতে হয়। এই গচ্ছিত জমা রাখিবার ব্যবস্থা আইন বা প্রথা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। ইদানীং অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এই রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদানের ক্ষমতা তাহাদের হস্তে যে-পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি আছে তাহার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা ব্যাংকসমূহের ঋণপ্রদান ক্ষমতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদানও করে। নানা কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হঠাৎ নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় উহারা অন্য কোন সূত্র হইতে নগদ টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে না পারিলে স্বল্পকালীন ঋণপত্র ( short-time securities ) জমা রাখিয়া, বিনিময় বিল পুনরায় বাট্টা করিয়া ( rediscounting bills of exchange ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ করে।

**সর্বশেষ ঋণদাতা :** এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা ( lender of last resort ) বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে এই ঋণ পাইবার সুযোগ থাকার দরুন দেশের টাকাকড়ির বাজার ও টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতা ( flexibility ) থাকে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে দেশে অনেক অধিক নগদ টাকাকড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন হইত।

**৪। ঋণ-নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কার্য ( Function regarding Control of Credit ) :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে ঋণ বা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করাই সর্বপ্রধান কার্য। আমরা দেখিয়াছি যে, সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা উহার প্রাপ্ত আমানতের দশগুণের মত টাকাকড়ি বা ব্যাংক আমানত সৃজন করিয়া দেশের মোট টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইতে পারে। ব্যাংকসমূহের টাকাকড়ি সৃজন করিবার এই ক্ষমতা যাহাতে কাম্যভাবে ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

**ঋণ-নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব :** যদি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ঋণের বৃদ্ধি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে মোট টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি বা অন্যান্য বিপর্যয় দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিবে। সেইরূপ যদি ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তাহা হইলে মুদ্রাসংকোচ দেখা দিতে পারে এবং ফলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ কমিয়া যাইতে পারে ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইতে পারে। সেইজন্য কখন কি পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য এবং নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ঐ পরিমাণ ঋণই যোগানের ব্যবস্থার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান দরকার। যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমস্ত ব্যাংক-ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত এবং যেহেতু দেশের মুদ্রা, নোট ও টাকাকড়ির পরিচালনার ভার ইহারই উপর ন্যস্ত, সেই হেতু ঋণ-নিয়ন্ত্রণের কার্য একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সঠিকভাবে চালাইতে পারে।

**ঋণ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্র :** ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানারূপ উপায় বা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে : ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন, খোলাবাজারে কাজ কারবার, রিজার্ভ বা নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন, নৈতিক চাপ, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ, ঋণবরাদ্দ-ব্যবস্থা বা নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এই উপায়গুলির প্রকৃতি, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করা হইতেছে।

**৫। মুদ্রার বহিঃমূল্য সংরক্ষণসংক্রান্ত কার্য ( Function regarding Maintenance of External Value of the Currency ) :** বর্তমান জগতে পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যিক ও লেনদেনের সম্পর্ক রহিয়াছে। দেশের মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত না থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের সরকার নিজ দেশের টাকাকড়ির বহিঃমূল্য বা বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময়-মূল্য স্থির করিয়া দেয় এবং যাহাতে এই বিনিময়-মূল্যের হারে স্থায়িত্ব থাকে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই সকল ব্যবস্থার পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়। দেশে

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে স্বর্ণমানের পরিচালনা করা এবং স্বর্ণের আগমন-নির্গমন ( inflow and outflow ) নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব। স্বর্ণমান না থাকিলেও বৈদেশিক বিনিময়-মূল্য যাহাতে স্থায়ী ( stable ) থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হয় প্রধানত মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য ( internal value ) সংরক্ষণের দ্বারা।

৬। **অন্যান্য কার্যাবলী ( Other Functions ) :** উল্লিখিত কার্যাবলী ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য কিছু কিছু কার্য করিয়া থাকে। যেমন, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্লিয়ারিং হাউস ( clearing house ) হিসাবে কার্য করা, অর্থনৈতিক ও টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণা করা এবং ঐ ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, অনুন্নত দেশে উন্নয়নমূলক কার্যে সহায়তা করা, ইত্যাদি।

## ৩৯.২ ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ ( METHODS OF CONTROLLING CREDIT )

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্রেডিট বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উপায় বা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। এই উপায়সমূহের বিশদ আলোচনা নিম্নে করা হইল :

১। **ব্যাংক রেটের পরিবর্তন ( Variation of the Bank Rate ) :** ব্যাংক-রেট বলিতে একটি বিশেষ সুদের হারকে বুঝায়। প্রথম শ্রেণীর ঋণপত্র জামিন রাখিয়া যে প্রথম শ্রেণীর বিল পুনর্বাট্টা করিবার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে যে নিম্নতর রেট বা হারে টাকা ধার দেয় তাহাকে ব্যাংক-রেট বলে।[১] এই ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট ঋণ বা ক্রেডিটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়ীদিগকে যে হারে টাকা ধার দেয় তাহার সহিত ব্যাংক রেটের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সুদের ন্যূনতম হারকে বাজার-রেট বলা হয়। ব্যাংক-রেটের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কের জন্য ব্যাংক-রেটের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাজার রেটের মোটামুটি সমপরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ব্যাংক-রেট শতকরা ১ ভাগ বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে বাজার-রেট শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রধানত, ব্যাংকব্যবস্থা এইভাবে সরাসরি স্বল্পমেয়াদী লেনদেনে সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী সুদের হারের ( short-term rates of interest ) সহিত দীর্ঘমেয়াদী সুদের হারের ( long term rates of interest ) সম্পর্ক রহিয়াছে। স্বল্পমেয়াদী সুদের হার পরিবর্তিত হইলে দীর্ঘমেয়াদী সুদের হারও উহার সংগে পরিবর্তিত হইবার দিকে ঝুঁকে। যেমন, ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি করার ফলে স্বল্পমেয়াদী সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের নিকট ঋণ পরিহার করিতে চেষ্টা করিবে এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রাদি ( long-term securities ) বিক্রয় করিয়া তাহাদের টাকাকড়ির প্রয়োজন মিটাইবার দিকে ঝুঁকিবে। ব্যাংকগুলিও দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রে বিনিয়োগ হ্রাস করিয়া স্বল্পমেয়াদী মূলধনের দিকে ঝুঁকিবে। ইহার ফলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং উহাদের দাম কমিয়া যাইবে। এই দাম কমিয়া যাওয়ার অর্থ হইল দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন প্রকারের সুদের হারে একসংগে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন করে তখন মাত্র স্বল্পমেয়াদী সুদের হারই পরিবর্তিত হয় না, দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।[২]

---

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে অনেক সময় ইহাকে ডিসকাউন্ট রেট ( Discount rate ) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

২. "In the main the interest rates directly determind by banking policy are rates for short-term financing. ...Any pronounced change in short-term rates is always associated with some change in long-term rates." Sayers : *Modern Banking*

২। **খোলা বাজারে কাজকারবার ( Open Market Operations ) :** বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া বা বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ ক্রয়বিক্রয়কে খোলাবাজারে কাজকারবার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিলে এই সকল ঋণপত্রের ক্রেতাগণ সাধারণত তাহাদের নিজ নিজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর চেক কাটিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাওনা মিটাইয়া দেয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট তাহাদের যে-গচ্ছিত জমা থাকে তাহা হইতে চেকের পাওনা টাকাকড়ি মিটাইয়া দেয়। ইহার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত জমার পরিমাণ কমিয়া যায়। পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট এই জমার পরিমাণের উপরই বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাহাদের ঋণের পরিমাণ সাধারণত কমাইতে বাধ্য হয়। তদ্রূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করে তাহা হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং সেইজন্য ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণের পরিমাণও বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইরূপে খোলাবাজারে কাজকারবারের সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়া থাকে।

৩। **গচ্ছিত আমানত বা জমার অনুপাতের পরিবর্তন ( Variation of Reserve Ratio ) :** অধিকাংশ দেশে আইন অনুসারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট তাহাদের মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক অংশ জমা রাখিতে বাধ্য করা হয়। এই নির্দিষ্ট অংশকে 'গচ্ছিত জমার অনুপাত' ( reserve ratio ) বলা হয়। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই অনুপাতের পরিমাণ ( একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ) বাড়াইতে বা কমাইতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত দায়ের ( deposit liabilities ) অধিকাংশ হইল ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ। সুতরাং এইসকল ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট তাহাদের গচ্ছিত জমার উপর। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে সংগে সংগে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও আমানত তথা ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়। ফলে টাকা-কড়ির যোগান কমিয়া আসে এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধি প্রশমিত হয়। অপরদিকে জমার অনুপাত কমাইয়া দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং শিল্পবাণিজ্য ঋণগ্রহণে আগ্রহান্বিত থাকিলে টাকাকড়ির যোগানও বৃদ্ধি পায়। ইহার দরুণ মূল্যস্তরের নিম্নগতি রুদ্ধ হইতে পারে।

লর্ড কেইনসই প্রথম এই উপায় অবলম্বন করিবার কথা বলেন। বর্তমানে অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই এই পন্থা অবলম্বন বা জমার অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

**ভারতে এই পদ্ধতি :** ১৯৫৬ সাল হইতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক জমার অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি করিতে সমর্থ। বর্তমান আইন অনুসারে প্রত্যেক তপশীলী ব্যাংকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মোট আমানতের ৩ শতাংশ জমা রাখিতে হয়। প্রয়োজনমত রিজার্ভ ব্যাংক উহাকে ৫ গুণ বর্ধিত বা ১৫ শতাংশে লইয়া যাইতে পারে।

৪। **নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ ( Selective Credit Control ) :** ঋণনিয়ন্ত্রণের উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলি হইল পরিমাণগত ( quantitative )। অর্থাৎ, উহার দ্বারা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়। অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রের কোন নির্দিষ্ট দিকে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ইহার সাহায্যে করা যায় না। এই কারণে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে আর এক প্রকারের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে গুণগত বা নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ( qualitative or selective credit control ) বলা হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন দেশের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন, আবার একই সময় অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ সহজলভ্য করিয়া অর্থনৈতিক

কাজকর্মকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। যেমন, শেয়ার বাজারে অবাঞ্ছিত ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ অথবা খাদ্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য মজুত করিয়া মুনাফা-শিকারের প্রচেষ্টা হইলে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার দরকার হইতে পারে। কিন্তু সংগে সংগে আবার উৎপাদনবৃদ্ধির কার্যকে উৎসাহিত করিবারও প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যাংকপ্রদত্ত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ সহজলভ্য করার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যসাধন সাধারণ বা পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ ইহার দ্বারা সর্বক্ষেত্রেই ঋণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, কোন নির্দিষ্ট দিকে ইচ্ছামত ঋণ নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, গুণগত বা নির্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণের ( qualitative or selective control ) যুক্তি হইল যে, কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণ এতই সহজলভ্য হয় যাহার ফলে যোগানের তুলনায় চাহিদার চাপ অবাঞ্ছিতভাবে বাড়িয়া যায় অথবা ফটকা কারবার অত্যধিক প্রসারলাভ করে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়া পড়ে।[১] এখানে সাধারণ পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিশেষ সুফল প্রদান করে না। ইহা ব্যতীত ঘাটতি বাজেট ( deficit financing ) প্রভৃতির ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিরোধের জন্য নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।[২]

---

**সংজ্ঞা :** উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা এইভাবে দিতে পারা যায় : নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা অর্থনৈতিক কাজকর্মের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণ-নিয়ন্ত্রণকে নির্বাচনমূলক বা গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ বলিয়া অভিহিত করা হয়।[৩]

---

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি মোটামুটি দুইটি : (১) বন্ধকের মূল্যের অংশ বাদ দিয়া ঋণদান ( margin requirements ) এবং (২) ঋণ পরিশোধের কিস্তির শর্ত নিয়ন্ত্রণ ( control over instalment terms )। প্রথম পদ্ধতিটি হইল এইরূপ : যখন কোন ব্যাংক শেয়ার বা কোন দ্রব্যের বিরুদ্ধে ঋণ-প্রদান করে তখন ঐ ব্যাংক বন্ধকের ( pledge ) মূল্যের সমপরিমাণ ঋণ না দিয়া মাত্র আংশিক ঋণ দিয়া থাকে। যেমন, কেহ যদি ১০০০ টাকা মূল্যের শেয়ার জামিন দিয়া ৬০০ টাকা ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে জমা ( margin ) হইল শতকরা ৪০ ভাগ। জমার হার যদি শতকরা ১০০ ভাগ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বন্ধক দিয়াও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনরকম ঋণ ব্যাংকের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক আইনের ( The Securities Exchange Act ) দ্বারা ফেডারেল রিজার্ভ কর্তৃপক্ষকে এইভাবে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ভারতে ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে জামিনের ভিত্তিতে কত পরিমাণ ঋণ বাণিজ্যিক ব্যাংক দিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের আছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া রিজার্ভ ব্যাংক এই ক্ষমতা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থায়ী ভোগদ্রব্যের উপর লোকের ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হয়। প্রথম কিস্তির পরিমাণ এবং কিস্তির সংখ্যা আইনের দ্বারা স্থির করিয়া দিয়া ভোগদ্রব্যের জন্য ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি ৫০০ টাকা দামের একটি রেডিও-সেট কিস্তিবন্দীর ভিত্তিতে ক্রয় করিতে চায়। এখন কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দিতে পারে যে প্রথমেই ক্রেতাকে নগদ ১০০ টাকা দিতে হইবে এবং বাকিটা কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে পারিবে। এখন প্রথম প্রদেয় নগদ টাকাকড়ির ( down payments ) পরিমাণ যত অধিক হইবে লোকে তত কম ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। আবার কিস্তির সংখ্যা বা পরিশোধের সময় যত কম হইবে প্রতি কিস্তির টাকার

---

১. **Sayers : *Modern Banking***

২. **Dr. B. K. Madan : *The Role of Monetary Policy in a Developing Economy***

৩. **"The regulation of credit for specific purposes or branches of economic activity is termed *selective or qualitative* credit control" *The Reserve Bank of India—Functions and Working***

পরিমাণও তত অধিক হইবে এবং লোকের ক্রয় করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত কোরিয়ার যুদ্ধের সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল।

৫। **নৈতিক প্রণোদন ( Moral Suasion ) :** সমস্ত ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উপর যথেষ্ট প্রভাব থাকে। এই প্রভাবের উপর ভিত্তি করিয়া অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে অনুরোধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অনুরোধ রক্ষিত হয়। কারণ, এই অনুরোধের সংগে সংগে ইহার প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ইত্যাদিও দেখানো হয়।

৬। **প্রত্যক্ষ আদেশ ( Direct Orders ) :** কোন কোন দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ঋণদান সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে সরাসরি আদেশ জারি করিতে পারে। অনুন্নত দেশে ও যেখানে কোন সংগঠিত ব্যাংক ব্যবস্থা নাই, সেখানে এই উপায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

### ৩৯.৩ ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা ( LIMITATIONS OF THE DIFFERENT METHODS OF CREDIT CONTROL )

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের যে-সকল পদ্ধতি বা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে এ-পর্যন্ত আলোচনা করা হইল সেগুলি সকল সময়ই পূর্ণরূপে কার্যকর নাও হইতে পারে। অর্থাৎ, প্রতিটি পদ্ধতি বা অস্ত্রের কার্যকারিতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ। নিম্নে প্রত্যেকটি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

১। **ব্যাংক-রেট :** ব্যাংক-রেটের কার্যকারিতা প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের সংগে সংগে বাজারে সুদের হারও সমপরিমাণ পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন, এবং (২) বাজারে সুদের হার পরিবর্তনের ফলে ঋণের পরিমাণও পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই শর্ত দুইটি পূরিত হয় না। সাধারণত বাজারের সুদের হার ব্যাংক-রেটকে অনুসরণ করিয়া চলে ; কিন্তু সকল সময় ইহা নাও হইতে পারে। অনেক সময় ব্যাংক-রেট বাড়িলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি নানা কারণে তাহাদের সুদের হার বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। হয়ত তাহাদের হাতে ঋণ দিবার মত যথেষ্ট টাকাকড়ি থাকে ; কাজেই তাহারা সুদের হার বাড়াইতে চাহে না। এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ব্যাংক-রেট বাড়াইবার সংগে সংগে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্য দুই-একটি অস্ত্রশস্ত্রও প্রয়োগ করিতে পারে। যেমন, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে অতিরিক্ত নগদ টাকাকড়ি থাকার ফলে যদি ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধি নিষ্ফল হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাংক খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অথবা রিজার্ভের অনুপাত বাড়াইয়া দিয়া এই অতিরিক্ত নগদ টাকাকড়ি বা রিজার্ভ শুষিয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারে। কাজেই দেখা যায় ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় পৃথক পৃথক রূপে ব্যবহার না করিয়া একত্রে প্রয়োগ করিলে ইহাদের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে বেশী হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ঋণ-নিয়ন্ত্রণের একাধিক অস্ত্র একই সংগে ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনুরূপভাবে ঋণের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হয়ত রেট কমাইল, কিন্তু সেই সময় টাকাকড়ির বাজারে যদি এইরূপ ধারণা থাকে যে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা আশাপ্রদ নহে এবং ঋণ দেওয়া বিপজ্জনক, তাহা হইলে ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন সত্ত্বেও বাজারে সুদের হার না কমিতে পারে। উপরন্তু, যে-সকল দেশ স্বল্পোন্নত এবং যেখানে ব্যাংক-ব্যবস্থা সুসংগঠিত নহে, সেই সকল দেশে যেমন ভারতে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীগণ ( indigenous bankers ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদিও বা ধরিয়া লওয়া হয় যে ব্যাংক-রেট বৃদ্ধির ফলে বাজারের সুদের হারও বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু তবুও ঋণের পরিমাণ না কমিতে পারে। সুদের হার বাড়িলে ব্যবসায়িগণ সাধারণত ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেয় ; কিন্তু অনেক সময় বিশেষ করিয়া বাণিজ্যচক্রের তেজী অবস্থায় ( boom condition ), ব্যবসায়ীগণ মনে মনে লাভের অংক সম্পর্কে এমন উচ্চ আশা পোষণ করিয়া থাকেন যে সুদের হার অল্পস্বল্প বাড়িলে এই উচ্চ হারে ঋণ লইতে তাঁহারা কোন দ্বিধাবোধ করেন না।

ব্যাংক-রেট কমাইয়া ঋণের পরিমাণ বাড়ানো আরও বেশী কষ্টসাধ্য। ব্যাংক-রেট ও সেই অনুপাতে বাজার-রেট কম করিলে ঋণের পরিমাণ তখনই বৃদ্ধি পায় যখন ব্যবসায়িগণ সুদের হারের স্বল্পতার জন্য ঋণ করিতে ইচ্ছুক নন। প্রধানত মন্দার সময় ঋণের পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু মন্দার বাজারে সুদের হার খুব কম করা হইলেও ব্যবসায়িগণ ঋণ লইতে চাহেন না। কারণ, তাঁহারা এই মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয় যে, বিনা সুদে টাকা ধার পাইলেও ব্যবসায়ে লোকসানেরই সম্ভাবনা বেশী। কাজেই এই অবস্থায় সুদের হার যত কমই হউক না কেন, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

২। **খোলাবাজারে কারবার :** খোলাবাজারে কারবারও সকল সময় কার্যকর হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে হয়ত ঋণপত্র বিক্রয় করিল এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক-গুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত জমার পরিমাণ কমিয়া গেল। কিন্তু এই অবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাকসমূহ যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহাদের হ্রাসপ্রাপ্ত নগদ জমার পরিমাণ পূরণ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ কমাইবার প্রয়োজন হয় না। **এই কারণে অনেক সময়ই ঋণপত্র বিক্রয় করিবার** সংগে সংগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক **ব্যাংক-রেটও বাড়াইয়া** দেয়। অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র ক্রয়ের ফলে ব্যাংকগুলির যে জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাতে ঋণের পরিমাণ যে বাড়িবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে সাহস করে না, আবার অনেক সময় ব্যবসায়ীগণও ঋণ লইতে চাহেন না। এই সকল কারণে খোলাবাজারে কাজকারবার অনেক সময় সফল হয় না।

৩। **জমার অনুপাত পরিবর্তন-পদ্ধতি :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির গচ্ছিত আমানতের অনুপাতের পরিবর্তনের সাহায্যে ঋণের পরিমাণ কমানো প্রায় সকল সময়েই সম্ভব, কিন্তু ঋণের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নাও হইতে পারে। কারণ, অনুপাত পরিবর্তনের ফলে গচ্ছিত আমানতের সাহায্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ দিবার ক্ষমতা অবশ্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঋণ দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেই যে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে একথা বলা চলে না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ব্যবসায়ীগণ মন্দার বাজারে ঋণের পরিমাণ অনেক সময়েই বাড়াইতে চাহে না।

---

**উপসংহার :** উপরের আলোচনা হইতে আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপরি-উক্ত উপায়সমূহ ঋণসংকোচের পক্ষে যতটা কার্যকর, ঋণবৃদ্ধির পক্ষে ততটা কার্যকর নহে। এই আলোচনা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে এই সকল অস্ত্র পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহার করিলে যতটা কার্যকর হয়, তদপেক্ষা একাধিক পদ্ধতি একত্রে অবলম্বন করিলে উহারা অধিক ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

---

গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, ঋণের রেশনিং বা প্রত্যক্ষ আদেশ ইত্যাদি সম্পর্কে বলা চলে যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের স্বাধীন বিবেচনার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। অনেকে ইহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ইহা ছাড়া এই ধরণের পদ্ধতির প্রয়োগ সকল সময় করাও সম্ভব বা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না।

## ৩৯.৪ মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি ও উহার লক্ষ্য (MONETARY POLICY AND ITS OBJECTIVES)

দেখা গিয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য দায়িত্ব হইল টাকাকড়ির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া টাকার মূল্যস্তর বজায় রাখা। টাকাকড়ির যোগানকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইবে তাহা নির্ধারণ করাই

মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি ( Monetary Policy ) নামে অভিহিত। এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে টাকাকড়িকে কিভাবে জাতীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সুতরাং আমাদের দেখিতে হইবে মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি কিভাবে কার্য করে।

**মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি কিভাবে কার্য করে :** মৌল প্রশ্ন হইল : কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসংক্রান্ত নীতি কিভাবে দ্রব্যমূল্যের স্তর, দেশের মোট উৎপাদিত দ্রব্য এবং নিয়োগকে প্রভাবান্বিত করে ? এই প্রসংগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১. অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি শুধুমাত্র টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সুদের হার হ্রাস পাইবে। ইহার কারণ জনসাধারণ ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি ( firms ) যে পরিমাণ নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে তাহা অপেক্ষা বাজারে নগদ টাকার যোগান অধিক হইবে। ফলে টাকাকড়ির যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইবে এবং এই অতিরিক্ত টাকা লোকে কেবল একটি কারণেই ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে যদি সুদের হার—যাহাকে টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিবার সুযোগ ব্যয় বলা হয়—হ্রাস পায়।

২. স্মর্তব্য যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি সুদের হ্রাস পায় তাহা হইলে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের বৃদ্ধি ঘটিবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে।

**সুদের হার ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ( Interest Rates and Investment Decisions ) :** মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি টাকাকড়ির মোট যোগানের পরিবর্তনসাধন করিয়া সুদের হারে পরিবর্তন আনয়ন করে এবং এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করে।

সুদের হার বিনিয়োগ-সিদ্ধান্তকে বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রথমত, ইহা ঋণপ্রদানোপযোগী তহবিলের ( loanable funds ) বা টাকা ধার করিবার ব্যয়কে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। বিনিয়োগ বলিতে আমরা আয় সৃষ্টিকারী সম্পদের ( যেমন একটি মেশিন ) ক্রয়কেই বুঝি। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কোন সম্পদ ( asset ) ক্রয় করিবার সময় দুইটি বিষয় বিবেচনা করে : (ক) বিনিয়োজিত অর্থ হইতে কত শতাংশ প্রতিদান ( rate of return on vestment ) পাওয়া যাইবে, এবং (খ) কত শতাংশ সুদে টাকা ধার করিয়া সংশ্লিষ্ট সম্পদটি ক্রয় করিতে হইবে। একমাত্র যখনই মনে করা হয় যে প্রতিদানের হার সুদের হার অপেক্ষা অধিক তখনই সম্পদটি ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **বাজারে ঋণের পরিমাণ বা অর্থের যোগান যতই অধিক হইবে সুদের হার ততই স্বল্প হইবে এবং বিনিয়োগের প্রতি প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইবে।**

মুনাফা-সর্বাধিকীকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ অবশ্য সুদের হার ও নূতন বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রত্যাশিত প্রতিদানের হারের তুলনা করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রতিদানের হার নির্ভর করে যতদিন প্রকল্প বজায় থাকিবে ততদিন ধরিয়া ইহার প্রত্যাশিত প্রতিদানের যোগফলের উপর। যদি এই প্রতিদানের হার সুদের হার ( বা ঋণ করিবার ব্যয় ) অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। **সুতরাং সুদের হারের সামান্য পরিবর্তন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিপরীত পরিবর্তন আনয়ন করে।**[১] অতএব উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির যে ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন তাহা হইল বিশেষ বিনিয়োগ-প্রকল্পের জীবনব্যাপী প্রতিদানের বর্তমান মূল্য ( the present value ), যাহা নির্ধারণ করা হয় ছাড়বাদ দিয়া ( at a discount )। ছাড়বাদের সেই হার যাহা প্রকল্পের বিভিন্ন বৎসরের প্রত্যাশিত আয়ের যোগফলের বর্তমান মূল্যকে উহার ক্রয়মূল্যের অথবা ইহার উপর ব্যয়িত অর্থের সহিত সমতা সৃষ্টি করে তাহাকে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। ( এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ) যতক্ষণ পর্যন্ত সুদের হার ছাড়বাদের হার অপেক্ষা কম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঋণ করিয়া নূতন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

১. "A change in interest rates is likely to bring about an inverse change in investment."
L. Hey

**নীট আয়-প্রবাহ পরিমাপ পদ্ধতি :** প্রতিষ্ঠান-পরিচালকগণকে এ বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য যে পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাকে নীট বা ছাড়বাড় দিয়া আয়-প্রবাহ পরিমাপ পদ্ধতি ( the discounted cash flow method ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতিটি একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনার যৌক্তিকতা বিচারে সহায়তা করে।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ৪২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করিয়া প্রতি বৎসর ৬৯,০০০ টাকা করিয়া তিন বৎসর প্রতিদানের প্রত্যাশা করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিদানের হার নির্ধারণ করিতে হইলে নিম্নের সমীকরণটি ব্যবহার করিতে হইবে :

$$৪২০,০০০ = \frac{১৬৯,০০০}{১+e} + \frac{১৬৯,০০০}{(১+e)^২} + \frac{১৬৯,০০০}{(১+e)^৩}$$

আমাদের উদাহরণে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা—যাহাকে $e$ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে—হইল ১০ শতাংশ। সুতরাং এক্ষেত্রে ঐ বিশেষ বিনিয়োগ যুক্তিযুক্ত হইবে যদি সুদের হার ১০ শতাংশ অপেক্ষা কম হয়। সুদের হার হ্রাস পাইয়া ৮ শতাংশ হইলে পূর্বে যে প্রকল্পটির প্রতিদানের হার শতকরা ১০ ভাগ ছিল ( অর্থাৎ যে প্রকল্পটিকে এ-পর্যন্ত প্রান্তিক প্রকল্প বলিয়া গণ্য করা হইত এবং যাহা গ্রহণ ব্যাপারে শিল্প-পরিচালকগণ নিরপেক্ষ ছিলেন ) তাহা এখন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিপরীতভাবে বলা যায়, যদি সুদের হার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বহুসংখ্যক প্রকল্পই বর্জন করা হইবে।

**একটি স্মর্তব্য বিষয় :** এই প্রসংগে একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মর্তব্য। সুদের হার হ্রাস পাইলেই যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন কথা নাই। যদি অর্থ-ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না করিয়াও উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় সুদের হারের পরিবর্তন ব্যবসায়িক বিনিয়োগকে মোটেই প্রভাবান্বিত করিবে না।

বাস্তবজগতে আমরা বহুসংখ্যক দীর্ঘকালীন প্রকল্পের সম্মুখীন হই যেগুলি সুদের হারের পরিবর্তনে বিশেষ সাড়া দেয় না। কারণ, কোন প্রকল্প সুরু করিয়া কয়েক বছর পরে ইহাকে বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং অধিক সুদে টাকা ধার করিয়াও ইহাতে কোন মতে রূপায়িত করিতে হইবে।

**সরকারী প্রকল্প :** পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় ও সুবিধার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। সুতরাং সুদের হারের কাঠামোর ( অর্থাৎ, স্বল্পকালীন সুদের হারের সহিত দীর্ঘকালীন সুদের হারের সম্পর্কের ) পরিবর্তন এই সকল প্রকল্পকে মোটেই প্রভাবান্বিত করে না।

৩। অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া ব্যবসায়িক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মোট জাতীয় উৎপন্ন এবং ফলে মোট নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

---

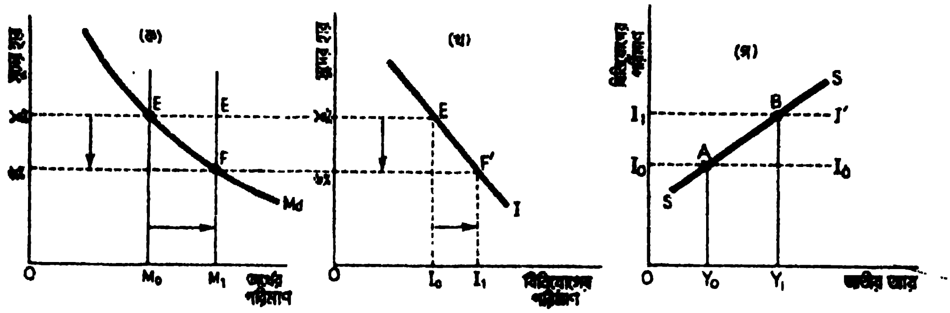
**এই তিনটি মূল বক্তব্য হইতে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে দেশে মন্দা বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবনতি ( recession ) দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সম্প্রসারণমুখী মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।**

---

পর পৃষ্ঠায় ৩৯.১ রেখাচিত্রটির সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :

(ক) রেখাচিত্রটিতে টাকাকড়ির যোগানের সহিত সুদের হারের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। যখন টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ $OM_0$ সুদের হার তখন ১০ শতাংশ। (খ) রেখাচিত্রে সুদের হারের সহিত বিনিয়োগের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। যখন সুদের হার ১০ শতাংশ তখন বিনিয়োগের পরিমাণ হইল $OI_0$। পরিশেষে, (গ) রেখাচিত্রে বিনিয়োগের সহিত জাতীয় আয়ের যোগসূত্র নির্দেশ করা হইয়াছে। যখন বিনিয়োগের পরিমাণ $OI_0$ তখন জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইল $OY_0$। ( স্মরণ করা যাইতে পারে যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা দ্বারাই জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারিত হয়। ) এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া $OM_1$ স্তরে লইয়া গেলে সুদের হার হ্রাস পাইয়া

৬ শতাংশ হইবে। (খ) রেখাচিত্রটিতে (তীর চিহ্ন দ্বারা) দেখান হইয়াছে যে ইহার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ফলে জাতীয় আয় (গ) রেখাচিত্র দ্বারা বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণত দেশে মন্দা বা অবনতি দেখা গেলে এই ধরনের সম্প্রসারণশীল অর্থসংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা হয়।




রেখাচিত্র ৩৯.১ : জাতীয় আয়ের উপর অর্থসংক্রান্ত নীতির প্রভাব

একটি বিকল্প রেখাচিত্রের সাহায্যে আরও সহজভাবে বিষয়টি বুঝান যাইতে পারে: পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, ৫০ কোটি টাকার মত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় আয় বিনিয়োগ গুণকের মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব, নিম্নের ফরমূলাটি স্মরণ রাখা যাইতে পারে:

১ টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি

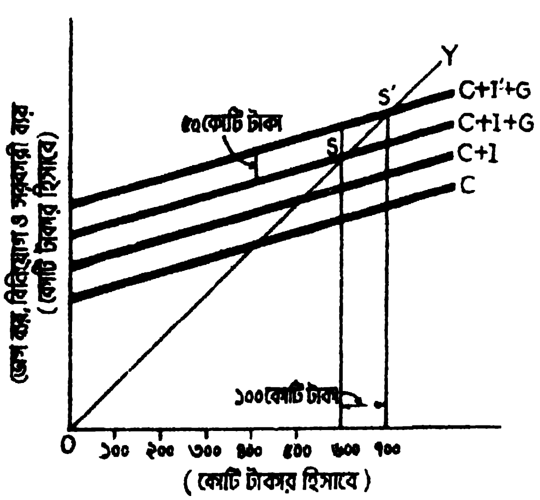
↓

২. সুদের হার হ্রাস

↓

৩. বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং

৪. জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি (গুণকের মাধ্যমে)।




রেখাচিত্র ৩৯.২ : সম্প্রসারণশীল অর্থসংক্রান্ত নীতির প্রভাব

৪। বিপরীতভাবে বলা যায় যে যখন দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিতে সচেষ্ট হয়। টাকাকড়ির যোগান কম হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পায়। সুতরাং মোট চাহিদা হ্রাস করিয়া ইহা অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতি দমনে সাহায্য করে। জাতীয় উৎপন্ন ও নিয়োগও নিম্নমুখী হতে থাকে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. যে-কোন সভ্য দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইল অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক এবং সরকারের ব্যাংক।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কার্য হইল সরকারের অর্থসংক্রান্ত নীতি পরিচালনা করা। এই উদ্দেশ্যে ইহা কতকগুলি পদ্ধতি ব্যবহার করে।

৩. দেশের মোট অর্থের যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া ইহা সুদের হার, বিনিয়োগের স্তর, জাতীয় আয় ও মূল্যস্তরের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ প্রদানের নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে ইহা টাকাকড়ির যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়।

৪. অবশ্য কেইন্‌স উল্লেখ করিয়াছিলেন যে দেশে মন্দা দেখা দিলে অর্থসংক্রান্ত নীতির কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এই সময় মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পায় বলিয়া সুদের হার হ্রাস করিয়াও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। ঋণের যোগান হ্রাস করা যতটা সহজ ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি করা ততটা সহজ নহে।

## প্রশ্নাবলী

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে তুমি কিভাবে পার্থক্য নির্দেশ করিবে? (ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির দিক দিয়া এবং (খ) সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার দিক দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব কি?

[ C. U. B. Com. (H) supp. 1982 ]

২. সুদের হারে পরিবর্তন কিভাবে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করে তাহা দেখাও।

[ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

৩. আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে ঋণের পরিমাণ ও ধরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে? ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।

৪. মুদ্রা-পরিকল্পনার নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর। বর্তমান সময়ে উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কোনটি এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৫. সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর:

(ক) গুণগত ও নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। [ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

(খ) নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ। [ C. U. B. Com. (H) 1984 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. R. B. Sayers : *Modern Banking* ( Oxford & ELBS )
2. E. Mansfeld : *Economics* ( Norton )
3. A. K. Sen : *Contemporary Economics* ( New Central, 1986 )

# ৪০ | টাকাকড়িসংক্রান্ত বিশ্লেষণ এবং আয় বিশ্লেষণের সমন্বয় (Synthesis of Monetary and Income Analyses)

*"The Hicks-Hansen diagram ... helps synthesize the monetarist and Keynesian theories of macroeconomics."* **Paul Samuelson and W. D. Northaus**

সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার সমস্যাকে দুই দিক হইতে দেখা যাইতে পারে : (ক) দীর্ঘকালীন সমস্যা এবং (খ) স্বল্পকালীন সমস্যা।

দীর্ঘকালীন সমস্যা হইল যে-সকল বিষয় জাতীয় আয় ও নিয়োগের পরিমাণ এবং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সম্প্রসারণের হার নির্ধারণ করে তাহাদের লইয়া।

**বর্তমান অধ্যায়ের বিষয়বস্তু :** স্বল্পকালীন সমস্যা হইল যে-সকল বিষয় জাতীয় আয়ে হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করে তাহাদের বাছিয়া লওয়া (to identify) এবং সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা ইহাদিগকে কতদূর নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করা।

---

টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও আয়-বিশ্লেষণ এই স্বল্পকালীন সমস্যার সহিতই সম্পর্কিত।

---

## ৪০.১ আয়-বিশ্লেষণ (Income Analysis)

প্রত্যেক অর্থ-ব্যবস্থায় মোটামুটি চারি প্রকারের বাজার থাকে : দ্রব্যের বাজার (commodity market), টাকাকড়ির বাজার (money market), বণ্ডের বাজার (bond market) এবং শ্রমের বাজার (labour market)

অনুমান করা যাউক, আমাদের কল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ বা সম্পদ (resources) চাহিদা মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত করা সম্ভব। এইরূপ পরিস্থিতিতে দাম অপরিবর্তিতই থাকিবে।

আমাদের কল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় চাহিদা বা ব্যয় তিন অংশে বিভক্ত : (ক) পরিবারের ভোগব্যয় (consumption expenditure of the households), (খ) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure of business firms) এবং (গ) সরকারী-ব্যয় (government expenditure)। ইহার মধ্যে ভোগব্যয় আয়ের বা, আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, ব্যয়যোগ্য আয়ের (disposable income)[১] উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (marginal propensity to consume) একের কম বলিয়া আয় যতটা বৃদ্ধি পায় ভোগব্যয় তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় না—আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা কম হারেই বৃদ্ধি পায় (৩৯ অধ্যায়)।

বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হইল বিপরীতমুখী (inverse)। অর্থাৎ, সুদের হার হ্রাস পাইলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগহ্রাসের গতি লক্ষ করা যায়।

সরকারী ব্যয় অন্যান্য বিষয় (variables) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না কিন্তু অন্যান্য বিষয়কে প্রভাবান্বিত করে।

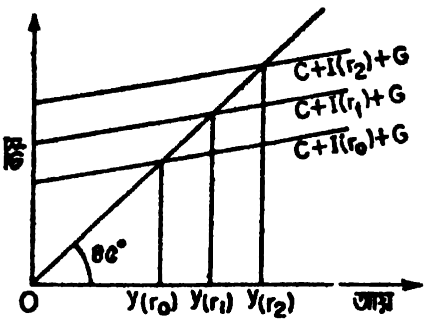
এই অবস্থায় যদি একটি মডেল তৈরী করা হয় তাহা অবশ্যই ভারসাম্য অবস্থায় থাকিবে—অর্থাৎ উহা দেশের মোট আয় ও ব্যয়ের সমতা নির্দেশ করিবে।

আমাদের মডেলে সুদের হার $r_0$ হইলে আয়ের ভারসাম্য হইবে $y(r_0)$। অনুরূপভাবে সুদের হার $r_1$ হইলে ভারসাম্য আয়ের স্তর হইবে $y(r_1)$ এবং সুদের হার $r_2$ হইলে ভারসাম্য আয়ের

---

১. মোট আয় হইতে কর বাদ দিয়ে যাহা থাকে তাহা।

স্তর হইবে $y(r_2)$। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ৪৫° রেখার যে-কোন বিন্দুতে সমাজের মোট ব্যয় ও জাতীয় আয় পরস্পরের সমান। ইহাই ৪৫° রেখার বৈশিষ্ট্য।

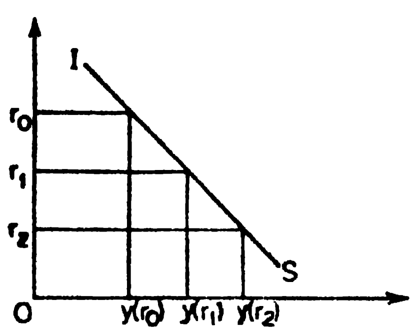


রেখাচিত্র ৪০.১: আয়ের পরিবর্তন

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটি হইতে পূর্ব-প্রতিপন্ন বিষয়টি যে সুদের হার যতই স্বল্প হইবে বিনিয়োগের স্তর এবং ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে আবার ব্যাখ্যা করা যায়। ইহা ঘটে আয়-গুণকের ( income multiplier ) দরুন। অতএব, সুদের হার ও জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পর্কও বিপরীতমুখী। ইহা নিম্নের রেখাচিত্রের মত *IS* রেখার মাধ্যমে দেখান যায়:

রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে সুদের হার অনুভূমিক অক্ষে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, সুদের হার যখন $r_0$ জাতীয় আয়ের পরিমাণ তখন $oy\ (r_0)$ ; ইহার পর সুদের হার কমিয়া $r_1$-এ দাঁড়াইলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইয়া $y(r_1)$ পরিমাণ হইবে ; ইত্যাদি। এই *IS* রেখাটির প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, সরকারী বিনিয়োগ ব্যতিরেকেও সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা (equality) দেখা যাইবে। **এই রেখাটির সাহায্যে সুদের হার ও আয়ের স্তরের সেই বিকল্প সমন্বয়গুলি দেখান হয় যেগুলি দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য সৃষ্টি করে।**

অতএব, আমরা যদি সুদের হার কত তাহা জানিতে পারি তবে বলিতে পারি যে জাতীয় আয়ের স্তর কি হইবে। ইহা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইহা ব্যবসায়ের সিদ্ধান্তের দিক হইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল সুদের হারের পরিমাণ না জানিয়া ভারসাম্য জাতীয় আয় ( equilibrium level of income ) সম্বন্ধে ধারণা করা। কারণ, লোকে শুধু কি পরিমাণ ভোগ বা বিনিয়োগ করিবে সে-সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, কি পরিমাণ মজুত করিবে বা সম্পদের ( wealth ) আকারে ধরিয়া রাখিবে সে-সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১]



রেখাচিত্র ৪০.২ : *IS* রেখা

এই দুই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই পরস্পরনির্ভরশীলতাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি পূর্ণাংগ মডেলের ( a complete model ) অবতারণা করা প্রয়োজন। মডেলটির পটভূমিকা হইল এইরূপ :

## ৪০.২ টাকাকড়িসংক্রান্ত বিশ্লেষণ ( Monetary Analysis )

লোকে যে-সম্পদ ধরিয়া রাখে সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহা মোটামুটি দুই ধরনের—টাকাকড়ি ( money ) ও বণ্ড ( bond )। এখন ব্যক্তির সমস্যা হইল কতটা সে টাকাকড়ির মাধ্যমে ধরিয়া রাখিবে এবং কতটাই বা বণ্ডে নিয়োগ করিবে। স্বল্পকালীন অবস্থায় তাহার সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলে যাহা বণ্ডে নিয়োগ করা হয় না তাহা নিশ্চয়ই টাকাকড়ির আকারে রাখা হয়। সুতরাং টাকাকড়ির আকারে কতটা ধরিয়া রাখা যাইবে তাহা নির্দেশ করিবে বণ্ডে নিয়োগের পরিমাণ।[২]

এখানে আসে টাকাকড়ির চাহিদার প্রশ্ন ( the question of demand for money )।

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রহিয়াছে তাহা হইলে টাকাকড়ির চাহিদা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে: (ক) আয়ের স্তর এবং (খ) সুদের হার। ( মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে

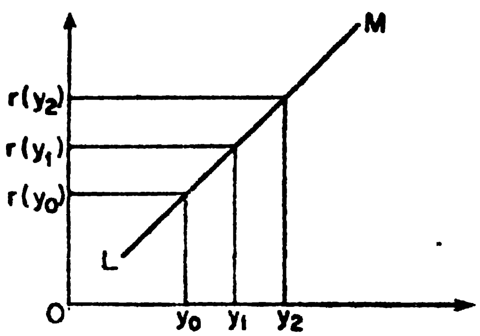
১. D. E. W. Laidler: *The Demand for Money*

২. "Money-holding will automatically determine bond-holding." Laidler

টাকাকড়ির চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্যস্তর হ্রাস পাইলে টাকাকড়ির চাহিদাও কমিবে। তবে অনুমান করিয়া লওয়া হইতেছে যে মূল্যস্তর অপরিবর্তিতই থাকিতেছে।)

আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়ির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন কথা নাই। সম্পদকে (নগদ) টাকাকড়ির আকারে ধরিয়া রাখিলে কোন সুদ বা লভ্যাংশ পাওয়া যায় না। ইহা হইল (নগদ) টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিবার সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost of holding money)। অতএব সুদের হার যত অধিক হইবে সম্পদকে নগদ টাকাকড়ির আকারে রাখিবার ইচ্ছাও তত কম হইবে (এবং ফলে বণ্ডের চাহিদাও তত বেশী হইবে)।[১]

টাকাকড়ির যোগানের ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে স্বল্পকালীন অবস্থায় উহা নির্দিষ্ট এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্রব্যের বাজারের মত টাকাকড়ির বাজারও চাহিদা ও যোগানের সমতার অবস্থায় ভারসাম্যে থাকে।




রেখাচিত্র ৪০.৩ : *LM* রেখা

টাকাকড়ির বাজারের আচরণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আয়ের স্তর এবং সুদের হারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে টাকাকড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে সুদের হারও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জাতীয় আয় ও সুদের হারের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইহা দেখান হয় *LM* রেখা অংকন করিয়া। *L* দ্বারা নগদ পছন্দের (liquidity preference) পরিমাণ বা টাকাকড়ির চাহিদাকে (demand for money)[২] বুঝান হইতেছে এবং *M* নির্দেশ করিতেছে টাকাকড়ির পরিমাণ বা যোগানকে। নিম্নের রেখাচিত্রে এই *LM* রেখা সন্নিবিষ্ট করা হইল :

*LM* রেখার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে ইহার যে-কোন বিন্দুতে টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সম্পূর্ণ সমান হইবে। এই রেখাটির সাহায্যে সুদের হার ও আয়ের স্তরের সেই বিকল্প সমন্বয়গুলি দেখান হয় যেগুলি টাকাকড়ির বাজারে ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

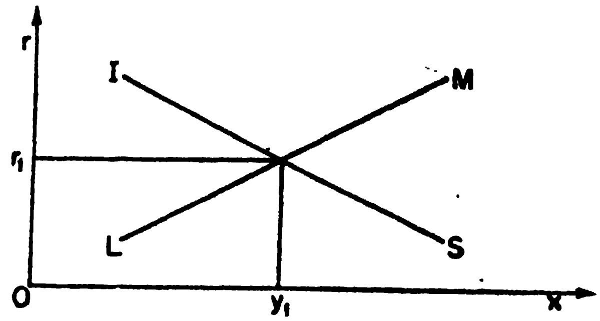
তাহা হইলে সুদের হার ও আয়ের স্তরের মধ্যে দুই প্রকার ভারসাম্য সম্পর্ক দেখা যায় : (ক) সুদের হার ও আয়ের স্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং (খ) টাকাকড়ির পরিমাণের মাধ্যমে সম্পর্ক। প্রথম সম্পর্কটি দেখান হয় আয়-বিশ্লেষণ দ্বারা এবং দ্বিতীয় সম্পর্কটি পরিস্ফুট করা হয় টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই দুই প্রকার সম্পর্কের সমন্বয় সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমন্বয় কার্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

দ্রব্যের বাজার (commodity market) এবং টাকাকড়ির বাজার (money market) পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বস্তুত, ব্যক্তির ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তাহার সম্পদ ধরিয়া রাখিবার (wealth-holding) সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করে এবং ফলে টাকাকড়ির চাহিদার উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আবার দ্রব্যের বাজার ও টাকাকড়ির বাজার—উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার অভিন্ন। অতএব, সাধারণ বা পূর্ণাংগ (general or overall) মডেল *IS* এবং *LM* রেখার সমন্বয়সাধন করিবে—অর্থাৎ যেখানে রেখা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করিবে সেই বিন্দুই বিশেষ সুদের হারে একদিকে সঞ্চয়-বিনিয়োগ এবং অপরদিকে টাকাকড়ির চাহিদা-যোগানের সমতা নির্দেশ করিবে। ইহাকেই অধ্যাপক স্যামুয়েলসন আয়-বিশ্লেষণ ও টাকাকড়িসংক্রান্ত বিশ্লেষণের সমন্বয়

১. আমাদের দেশে স্থায়ী আমানত (fixed deposits) ইত্যাদিকে বণ্ডের পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

২. কেইনসীয় তত্ত্ব অনুসারে টাকাকড়ির চাহিদা আসে নগদ-পছন্দ হইতে, এবং ইহার মূলে কার্য করে তিনটি উদ্দেশ্য : লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য, সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য, এবং ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্য। মূলতত্ত্বে এ-সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

( synthesis of monetary analysis and income analysis ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নের রেখাচিত্রটির মাধ্যমে ইহা ব্যাখ্যা করা হইল :

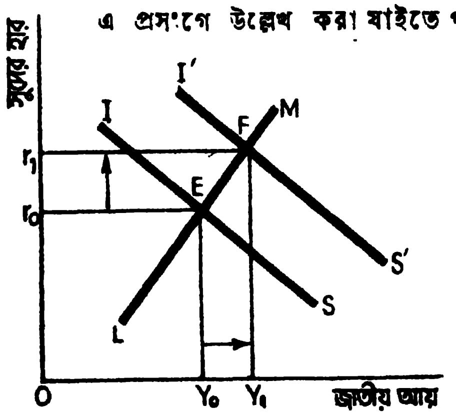



রেখাচিত্র ৪০.৪ : দ্রব্যের বাজার ও টাকাকড়ির বাজারের সাধারণ ভারসাম্য

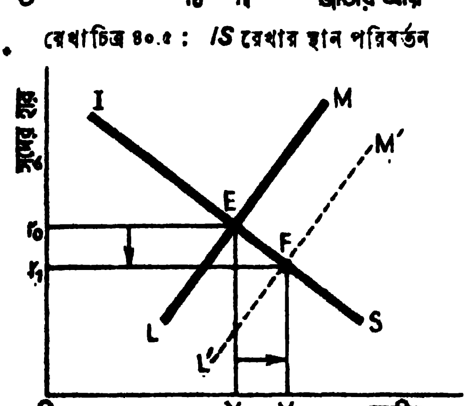
রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে *IS* এবং *LM* রেখা পরস্পরকে *E* বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে এবং সুদের হার হইল $r_1$। এই সুদের হারে আয়ের পরিমাণ $y_1$। এই বিন্দুতে দ্রব্যের বাজার ও টাকা-কড়ির বাজার উভয়ই একযোগে ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বলা যায়।

এই পূর্ণাংগ ভারসাম্য অস্থায়ী ভারসাম্য মাত্র কারণ করধার্য, টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন বা উভয়েরই পরিবর্তনের ফলে নূতন ভারসাম্যের সৃষ্টি হইতে পারে। করধার্য হইল ফিসক্যাল নীতির ব্যাপার এবং টাকাকড়ির যোগান। আর্থিক নীতি সংক্রান্ত ব্যাপার ( a matter of monetary policy )। এইজন্য এই সমন্বয়কে ফিসক্যাল ( রাজস্ব ) ও টাকাকড়িসংক্রান্ত নীতির সমন্বয় ( a synthesis of fiscal and monetary policies ) বলিয়াও বর্ণনা করা যায়।

## ৪০.৩ IS এবং LM রেখার স্থান পরিবর্তন




রেখাচিত্র ৪০.৫ : *IS* রেখার স্থান পরিবর্তন




রেখাচিত্র ৪০.৬ : *LM* রেখার স্থান পরিবর্তন

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ফিসক্যাল নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিলে *IS* রেখা স্থান পরিবর্তন করিবে। অনুরূপভাবে বলা যায় অর্থ-সংক্রান্ত নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিলে *LM* রেখা স্থান পরিবর্তন করিবে। উভয় নীতির পরিবর্তন একসঙ্গে ঘটিলে উভয় রেখাই একযোগে স্থান পরিবর্তন করিবে। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে সম্প্রসারণশীল ফিসক্যাল নীতি প্রয়োগ করা হইলে—অর্থাৎ করের হার হ্রাস ও সরকারীব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে—*IS* রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে টাকাকড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে সর্বশেষে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে ( রেখাচিত্র ৪০.৫ )। আবার অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে *LM* রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইবে। ইহার ফল হিসাবে সুদের হার হ্রাস পাইবে। সুদের হার হ্রাস পাইলে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। পরিশেষে বিনিয়োগ গুণকের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে ( রেখাচিত্র ৪০.৬ )। যখন দুইটি রেখা একই সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে তখন উহাদের সম্মিলিত ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। ইহা নির্ভর করে অর্থসংক্রান্ত নীতি ও সরকারী আয়-ব্যয় নীতির পরিবর্তনের ধরণের উপর।

নিম্নের সারণিটিতে আমাদের মূল বক্তব্যগুলিকে পেশ করা হইল :

| কারণ | ফল | |
|---|---|---|
| | (ক) আয়ের উপর | (খ) সুদের হারের উপর |
| ১। টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি | বৃদ্ধি পাইবে | হ্রাস পাইবে |
| ২। সঞ্চয় তালিকা ঊর্ধ্বে চলিয়া যাওয়া | হ্রাস " | হ্রাস " |
| ৩। বিনিয়োগ তালিকা নিম্নে চলিয়া যাওয়া | বৃদ্ধি " | বৃদ্ধি " |
| ৪। নগদ পছন্দ তালিকার ডানদিকে স্থান পরিবর্তন | হ্রাস " | বৃদ্ধি " |

## সংক্ষিপ্তসার

১. ক্ল্যাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণ টাকাকড়ির বাজারের ভারসাম্য লইয়া আলোচনা করেন।

২. অপরদিকে কেইন্‌স দ্রব্যাদির বাজারের ভারসাম্যের শর্তাবলী বিশ্লেষণ করেন।

৩. দুইটি বাজার পরস্পরনির্ভরশীল বলিয়া একযোগে উভয় বাজারের ভারসাম্যের শর্তাবলী বিশ্লেষণ করা কাম্য। অধ্যাপক হিক্‌স ও হেনসেন এই সমন্বয়সাধনের কার্যটি সম্পাদন করেন। ইহাকেই অধ্যাপক স্যামুয়েলসন আয়-বিশ্লেষণ ও টাকাকড়িসংক্রান্ত বিশ্লেষণের সমন্বয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

## প্রশ্নাবলী

১. আয় বিশ্লেষণ ও টাকাকড়িসংক্রান্ত বিশ্লেষণের সমন্বয় বলিতে কি বুঝ তাহা ব্যাখ্যা করিয়া লিখ।

২. ধরিয়া লওয়া যাউক যে কোন অর্থ-ব্যবস্থায় দুইটি ক্ষেত্র রহিয়াছে—দ্রব্যের বাজার ও টাকাকড়ির বাজার। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় একটি ভারসাম্য মডেল প্রণয়ন কর এবং রেখাচিত্রের মাধ্যমে উহা ব্যাখ্যা কর।

৩. সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর :
অর্থ-ব্যবস্থার সাধারণ ভারসাম্য। [ C. U. B. Com. (H) 1985 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. P. A. Samuelson and W. D. Northaus : *Economics* ( 1 :th Edn., McGraw-Hill )
2. C. Grant : *An Economics Primer* ( Oxford, Basil Blackwell )

# ৪১ | সরকারী আয়-ব্যয় ও ফিস্ক্যাল নীতি
## ( Public Finance and Fiscal Policy )

*1. "Like sex or religion, the public debt is a subject we all love to discuss."* P. A. Samuelson

*2. "By means of appropriately reinforcing monetary and fiscal policies, a mixed economy can avoid the worst excesses of boom and slump."* P. A. Samuelson

### ৪১.১ সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকা ( ECONOMIC ROLE OF THE GOVERNMENT )

যে-কোন আধুনিক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে :

(ক) সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি ( the growth of government expenditure ) ;
(খ) রাষ্ট্র দ্বারা আয় পুনর্বণ্টন ( redistribution of income by the state ) ;
(গ) রাষ্ট্র দ্বারা সরাসরিভাবে অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ ( direct regulation of economic life ) ।

এই অধ্যায়ের সুরুতে আমরা সরকারী ব্যয় লইয়া আলোচনা করিব। ইহার পর সরকারী রাজস্বের মূল সূত্রগুলি লইয়া আলোচনা করিব। এই প্রসংগে আমরা দেখিব যে সরকারী রাজস্বের মূল সূত্র হইল কর।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে সরকারের ফিসক্যাল নীতি—অর্থাৎ ইহার কর বা ব্যয় নীতির মাধ্যমে কিভাবে (ক) বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা এবং (খ) মুদ্রাস্ফীতি ব্যতিরেকে পূর্ণনিয়োগ স্তরে উপনীত হওয়ার ( অর্থাৎ বরাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি দমনের ) প্রচেষ্টা করা হয় সে-সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। অধ্যায়ের শেষাংশে সরকারী ঋণ ও ইহার অর্থনৈতিক ফলাফল লইয়া আলোচনা করা হইবে।

**সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ভোগব্যয় এবং বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের মত সরকারী ব্যয়ও হইল জাতীয় উৎপন্নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে দেশের মোট কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে মোট নিয়োগ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। স্মরণ করা যাইতে পারে যে কেইনসের মডেলে নিয়োগের স্তর নির্ভর করে মোট উৎপন্নের উপর এবং মোট উৎপন্নের পরিমাণ নির্ভর করে মোট কার্যকরী চাহিদার উপর।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে বিগত একশ বৎসরের অধিক সময় ধরিয়া পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত দেশগুলিতে মোট উৎপন্ন ও জাতীয় আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহার সহিত তাল রাখিয়া মোট সরকারী ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি জাতীয় আয়বৃদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রতিটি যুদ্ধ ও জরুরী অবস্থার সময় সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শান্তি ফিরিয়া আসার পর অথবা জরুরী অবস্থা তুলিয়া লওয়ার পরও সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির গতিধারা বজায় থাকে। ইহা কখনই পূর্বের স্তরে ফিরিয়া আসে না। সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির অন্য একটি কারণ হইল দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণ।

পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতেও সরকারী ব্যয় ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

**সরকারী-নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণ বৃদ্ধি ( Growth of Government Control and Regulation )**

ব্যয়বৃদ্ধি ছাড়াও অন্যান্যভাবে সরকারী অর্থনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করে। ইদানিংকালে সরকারী আইন, নিয়ন্ত্রণ ও আদেশ নির্দেশের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানে ভারতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনকার্য সুরু করিবার পূর্বে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। অনুরূপভাবে ভারতে যে-সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার অধিক সেই সকল প্রতিষ্ঠান The Monopolies and Restrictive Trade Practices (1969) আইনের আওতায় পড়িবে। ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি বা নূতন কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে সরকারের নিকট পুনরায় লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত ভারতে যে-সকল বৈদেশিক সংস্থাগুলি কার্য করে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৯৭৩ সালে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ( The Foreign Exchange Regulation Act ) পাশ করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে ভারতে যে-সকল বহুজাতিক সংস্থা আছে তাহাদের ৪০ শতাংশের অধিক বৈদেশিক শেয়ার থাকা চলিবে না। অর্থাৎ, উহাদের মোট শেয়ারের ৬০ শতাংশ ভারতের জনগণের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক আইন দ্বারা শ্রমের শর্তাবলী, ভোগ্যদ্রব্য বণ্টন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন ভারতে ন্যূনতম মজুরি আইন পাশ করিয়া শ্রমের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

সরকার সরাসরিভাবেও আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মূল্য-ব্যবস্থা বা বাজার-ব্যবস্থা দ্বারা সম্পাদিত হয় ইহা সত্ত্বেও বলা যায় সরকার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ নিজেই সম্পাদন করে। উদাহরণস্বরূপ, রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টনের কথা বলা যায়। তবে অধিকাংশ সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মকে পরিকল্পনা আখ্যা দেওয়া যায় না।

**(খ) সরকারী দ্রব্য সরবরাহ ( Supply of Public Goods )**: আমাদের যে-সকল দ্রব্য ভোগ করিয়া উপযোগ লাভ করি তাহাদের দুইভাগে ভাগ করা যায়: বেসরকারী দ্রব্য ও সরকারী দ্রব্য। ভাত, রুটি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি হইল বেসরকারী দ্রব্যের উদাহরণ। এগুলি সাধারণ বেসরকারী সংস্থাগুলি আমাদের সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু আরও কতকগুলি দ্রব্য আছে যেগুলি আমরা ভোগ করি—যেমন রাস্তাঘাট, রাজপথ, সেতু, রাস্তার আলো, খেলার মাঠ, নিরাপত্তা, ইত্যাদি। এগুলি সাধারণত সরকার আমাদের সরবরাহ করে। এগুলি বাজার হইতে পয়সা দিয়া কেনা যায় না। এই মূল্যবান সেবাগুলি ভোগ করিবার জন্য আমাদের কর প্রদান করিতে হয়। তবে শুধুমাত্র যাঁহারা কর প্রদান করেন তাঁহারাই এগুলি ভোগের সুযোগ পান না। সকলেই এই সুযোগসুবিধাগুলি সমানভাবে ভোগ করেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই সকল সরকারী দ্রব্যগুলি যেগুলি আমরা সরকারের নিকট হইতে পাইয়া থাকি সেগুলি বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদিত হয়। যেমন হাসপাতাল হইতে আমরা যে ঔষধ সংগ্রহ করি সেগুলি বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদন করা হয়।

**(গ) স্থায়িত্ব আনয়নকারী অর্থসংক্রান্ত নীতি ও ফিস্ক্যাল নীতি ( Stabilizing Fiscal and Monetary Policies )**: সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল বেকারসমস্যা ও বদ্ধাবস্থা দূরীকরণ। ইহার জন্য যে দুইটি মূল হাতিয়ার বা অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহা হইল: অর্থসংক্রান্ত নীতি এবং ফিস্ক্যাল নীতি। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ফিস্ক্যাল নীতি লইয়া আলোচনা করা হইবে। উল্লেখ করা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ ও ঋণ নীতির ( monetary and credit policies ) সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, নিয়োগ সৃষ্টি এবং দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আনয়নের পক্ষে অর্থসংক্রান্ত নীতি পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। ফলে প্রয়োজন হয় ফিস্ক্যাল নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ। ফিস্ক্যাল নীতি বলিতে সরকারের ব্যয় ও কর

নীতির পরিবর্তনকে বুঝায়। ইহার সাহায্যে মোট উৎপাদন, নিয়োগ, আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয় এবং সাধারণ মূল্যস্তরের উপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করা হয়।[১]

**(৪) সরকারী উৎপাদন ( Government Production )** : ইদানীংকালে সরকার সরাসরিভাবে উৎপাদন ও সেবা কার্যে অংশগ্রহণ করে। ভারতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। যেমন পোষ্ট অফিস, জীবনবীমা, শীর্ষস্থানীয় ২০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদিকে সরকারী ক্ষেত্রের আওতায় আনা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কয়লা, সার, পেট্রল, আগ্নেয়াস্ত্র ও জাতির দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল ক্ষেত্রগুলিতে সরকার প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনকার্য চালাইয়া যায়। ইহা ব্যতীত পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি ব্যাপারেও সরকার সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছে। যে সংস্থাগুলি এই সকল গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করে সেগুলিকে জন উপযোগ সংস্থা ( public utility concerns ) বলা হয়। জনগণের স্বার্থে এগুলিকে সরকারী মালিকানার অধীনে রাখা হয় এবং সরকার দ্বারা এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে বেসরকারী ক্ষেত্র এবং সরকারী ক্ষেত্রের সহাবস্থানই হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের সংস্থার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে ইদানীংকালে সরকারী ক্ষেত্রের ( public sector ) ভীষণভাবে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে ভারতে মাত্র ৫টি সরকারী সংস্থা ছিল। ইহাদের সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৯ কোটি টাকা। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসের শেষে ভারতে ২১৪টি সংস্থার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫,৪১১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।[২] ১৯৮৩-৮৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪৭,২৯৪.৩২ কোটি টাকা।

ভারতের ন্যায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্রগুলি হইতে জাতীয় আয়ের এক মোটা অংশ উদ্ভূত হয় এবং বহু সংখ্যক লোকই এগুলি হইতে জীবিকা অর্জন করে। সরকারী অফিস, কারখানা, জন উপযোগ সংস্থা, সামরিক বাহিনীতে বহু সংখ্যক লোক নিয়োগের সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

**(৫) জনকল্যাণমূলক ব্যয় ( Welfare Expenditure )** : পরিশেষে জনকল্যাণমূলক ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মহামন্দা দেখা দিলে অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়। এই সময় হইতে সরকার কর ও ভরতুকি ব্যবস্থার মাধ্যমে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীর নিকট আয় অথবা ক্রয়ক্ষমতা স্থানান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা করে। দরিদ্র পরিবার, উদ্বাস্তু, স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী, বেকার যুবক ইত্যাদি শ্রেণীকে সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। ফলে উহাদের ক্রয়ক্ষমতা এবং দেশের মোট কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সকল শ্রেণীর লোকেরা উৎপাদন বা সেবা কার্যে অংশগ্রহণ করে না বলিয়া এই ধরনের স্থানান্তর ব্যয়কে (Transfer Expenditure) জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।[৩] মূলত এই ধরনের অর্থব্যয়ের জন্যই একটি আধুনিক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ( welfare state ) আখ্যা দেওয়া হয়।

## ৪১.২ সরকারী ব্যয়নীতি ( PRINCIPLES OF PUBLIC EXPENDITURE )

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বর্তমান দিনে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মূলে আছে বিবিধ কারণ : (ক) রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক দৃষ্টিভংগি

---

১. "Fiscal policy of Government—variations in public expenditure and tax totals, which create a *surplus* or *deficit* rather than a *balanced budget*—has profound effects on unemployment, total production, money and real national incomes and the level of prices." P. A. Samuelson

২. India ( 1985 ) : *Publications Division* ( Govt. of India ), p. 387

৩. স্মরণ করা যাইতে পারে যে কেবল দ্রব্যাদি ও উপকরণসমূহের উপর সরকারের চলতি ব্যয়কে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার যদি কৃষকদের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করে তাহা হইলে ইহার অর্থ-মূল্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে।

পরিহার করিয়া সমাজ-কল্যাণের আদর্শ গ্রহণ, (খ) সরকারী উদ্যোগের উপর লোকের আস্থা বৃদ্ধি, (গ) কেইন্‌সের প্রভাবে ফিস্‌ক্যাল নীতির আমূল পরিবর্তন, (ঘ) প্রতিরক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি এবং (ঙ) অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার দিকে বিশ্বজনীন প্রবণতা। সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে সরকারী ব্যয়নীতি নির্ধারণ করাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য সরকারী ব্যয়নীতি হইল পূর্বোক্ত সর্বাধিক সমাজকল্যাণের নীতি ( principle of maximum social advantage )। অর্থাৎ, সরকারী ব্যয়-নির্বাহের ব্যবস্থা এরূপভাবে করিতে হইবে যেন সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণ সাধিত হয়।

সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত ( corollary ) হিসাবে ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে সরকারের আর যে-সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তেজীমন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাস, কর্মসংস্থান, ব্যয়সংক্ষেপ এবং ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহারই প্রধান।

**ক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ( Economic Development ) :** উন্নত দেশেই হউক আর স্বল্পোন্নত দেশেই হউক বর্তমানে সরকারী ব্যয়নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সরকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন দ্বারা মানুষকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। ইহার জন্য সরকারকে উত্তরোত্তর বর্ধমান ব্যয় নির্বাহ করিয়া যাইতে হয়।

**খ। তেজীমন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাস ( Reduction of Intensity of Booms and Depressions ) :** তেজীমন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়নীতি পরিচালিত করাকে উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ( Functional Finance ) বলা হয়। সরকারী ব্যয় সুপরিচালিত হইলে ইহার দ্বারা যে তেজীমন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাস করা যায়, নিয়োগহ্রাসের সময় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, সাধারণ সময়ে পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছানো যায়—এই ধারণা বর্তমানে একপ্রকার সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে। মূলত ইহা সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা ( Macro-Economic ) আলোচনারই ফল। ব্যক্তির দ্বারা যাহা সম্ভব নয়, সমষ্টির দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে—এই ধারণাই উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয়ের ( Functional Finance ) পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

**গ। ব্যয়সংক্ষেপ ( Economy ) :** ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে ব্যয়হ্রাস বুঝায় না। ব্যক্তিগত ব্যয়হ্রাসের ফলে ভবিষ্যতের ব্যক্তির সুবিধা হইতে পারে ; কিন্তু সরকারী ও সমষ্টিগত ব্যয়হ্রাসের ফলে সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থাই বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। মোটকথা, ব্যয়হ্রাস করা সরকারী ব্যয়নীতির লক্ষ্য নয়, মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখাই উদ্দেশ্য। সুতরাং সরকার উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যয়ের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থাই করে। অতএব, সরকারী ব্যয়নীতির ক্ষেত্রে ব্যয়-সংক্ষেপ বলিতে বুঝায় সম্পদের পূর্ণ ও সম্যক ব্যবহার।

**ঘ। ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহার ( Avoidance of Injurious Effects ) :** ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহার অন্যতম আপেক্ষিক ( relative ) ধারণা। প্রত্যেক পদ্ধতি, প্রত্যেক পরিবর্তনের ফলে কিছু-না-কিছু লোকের লাভ এবং কিছু-না-কিছু লোকের ক্ষতি হয়। সুতরাং ক্ষতিকারক প্রভাবের বিচার সমাজের সামগ্রিক দিক দিয়াই করিতে হইবে, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের দিক হইতে নহে। সরকারী ডেয়ারীতে উৎপন্ন দুগ্ধ স্বল্প দামে বিক্রয় করার ফলে যদি বেসরকারী দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের মুনাফা কমিয়া মোট উৎপাদন হ্রাস পায় তবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে এক্ষেত্রে কোন্‌টি কাম্য।

## ৪১.৩ সরকারী আয় ( REVENUE OF THE GOVERNMENT )

সরকারী আয়কে সাধারণের আয়ও ( Public Revenues ) বলা হয়। সরকারী বা সাধারণের আয়কে সামগ্রিক প্রাপ্তি ( total receipts ) হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। সামগ্রিক প্রাপ্তির মধ্যে সরকারী ঋণও থাকে। ইহা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল সরকারের আয় বা রাজস্ব। অতএব, সরকারী প্রাপ্তিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় : রাজস্ব-নিরপেক্ষ প্রাপ্তি ( non-revenue receipts ) এবং রাজস্ব প্রাপ্তি ( revenue receipts )

রাজস্ব প্রাপ্তিকে আবার অনেক সময় দুই ভাগে ভাগ করা হয় : কর রাজস্ব ( tax revenue ) এবং কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব ( non-tax revenue )। করের মাধ্যমে সরকারের যে আয় বা রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহাকেই কর-রাজস্ব এবং অন্যান্য সূত্র হইতে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহাকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব বলে। এই 'অন্যান্য সূত্র'কে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা চলে : (ক) অনুদান ও দান ( Grants and Gifts ), (খ) শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব ( Administrative Revenues ) এবং (গ) বাণিজ্যিক রাজস্ব ( Commercial Revenues )।

**ক। কর ( Tax ) :** সরকারী রাজস্বের বৃহদংশ সংগৃহীত হয় কর হইতে। কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধার আশা না করিয়া জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে যে-অর্থপ্রদান করিয়া থাকে তাহাকেই কর বলে।[১]

সুতরাং করপ্রদান বাধ্যতামূলক। তবে বলা যাইতে পারে, করপ্রদান সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক নহে, মোটামুটিভাবে বাধ্যতামূলক মাত্র। কারণ, করের প্রকারভেদ অনুসারে বাধ্যতারও পরিমাণভেদ থাকে। যেমন, বসবাসের ( residence ) উপর কর ধার্য থাকিলে উহা সকলকেই প্রদান করিতে হয়, কিন্তু যাহাদের আয় নির্দিষ্ট সীমার উপরে মাত্র তাহাদিগকেই আয়কর প্রদান করিতে হয়।

আবার সংজ্ঞা অনুসারে করের সহিত কোন প্রত্যক্ষ সুবিধার সম্পর্ক না থাকিলেও অনেক সময় দেখা যায় যে কর-সংগৃহীত অর্থ করপ্রদানকারীদের সুবিধার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। যেমন, অনেক সময় বিশেষ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ঐ শিল্পের উপর উন্নয়ন-শুল্ক ধার্য করা হয়, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রামবাসীদের উপর শিক্ষা-সেস্ ধার্য করা হয়, মোটরযানের উপর ধার্য কর ( motor vehicles tax ) হইতে সংগৃহীত অর্থ মোটর চলাচলের উপযোগী রাজপথের উপরই ব্যয় করা হয়, ইত্যাদি।

**খ। অনুদান ও দান ( Grants and Gifts ) :** অনুদান বলিতে এক সরকার হইতে অন্য সরকারকে অর্থসাহায্য বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে এরূপ অর্থসাহায্য করে। আবার সকল প্রকার শাসন-ব্যবস্থাতেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলি সরকারের নিকট হইতে এইরূপ অর্থসাহায্য পাইতে পারে।

অনুদান হইতে দানের ( gifts পার্থক্য হইল যে, দান করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এবং অনুদান আসে সরকার হইতে। দান অধিকাংশ সময়ই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে করা হয়—যেমন, বন্যার্তদের তহবিলে দান, ভূমিকম্প প্রপীড়িতদের তহবিলে দান, যুদ্ধ তহবিলে দান ইত্যাদি।

**গ। শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব ( Administrative Revenues ) :** শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব বলিতে ফী, লাইসেন্স, জরিমানা, জামানত বাজেয়াপ্ত ( forfeitures ), সম্পত্তির স্বত্বলোপ (escheats) প্রভৃতি প্রাপ্তি বুঝায়। শাসনকার্য পরিচালনার উপজাত ( by product ) হিসাবে ইহারা সংগৃহীত হয় বলিয়া সামগ্রিকভাবে এগুলিকে 'শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব' ( administrative revenues ) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[২]

**ঘ। বাণিজ্যিক রাজস্ব ( Commercial Revenues ) :** সরকারী উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রে ( public sector ) উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা বিক্রয় করিয়া যে-দাম পাওয়া যায় তাহাকেই বাণিজ্যিক রাজস্ব বলে। ইহার মধ্যে ডাক-মাসুল, রেল-মাসুল, টেলিফোন ভাড়া ও ব্যবহারের দাম, সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-বেতন, সরকারী বাসের ভাড়া, সরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি সকলই আছে। বাণিজ্যিক রাজস্ব হিসাবে যে মাসুল বেতন দাম প্রভৃতি প্রদান করা হয় তাহা সাধারণত উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু ইহা যে হইবেই এরূপ কোন কথা নাই। বাণিজ্যিক নীতির সহিত

১. "The essence of a tax as distinguished from other charges by Government, is the absence of a direct *quid pro quo.*" Taussig, and "Taxes are compulsory payments to Government without expectation of direct return in benefit to the taxpayer." Taylor

২. "They generally arise as a by-product of the administration." Taylor

সামাজিক বা আর্থিক নীতির সংঘর্ষ বাধিলে সরকারকে শেষোক্ত নীতিই অনুসরণ করিয়া উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা স্বল্প দামেই দ্রব্য বা সেবা যোগান দিতে হইতে পারে। যেমন, অধিকাংশ সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছাত্র-বেতন হইতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় সংকুলান হয় না, তবু দেখা যায় যে সরকার ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহে না।

## ৪১.৪ কর-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য (OBJECTIVE OF TAXATION)

রাজস্বসংগ্রহই কর-ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য।[১] যদিও বর্তমান দিনে সরকার অন্যান্য উদ্দেশ্যে করধার্য করিয়া থাকে, তবুও রাজস্বসংগ্রহকেই কর-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া এখনও বর্ণনা করা যায়। এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নূতন নূতন করধার্য, পুরাতন করের হার পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রকার্য সম্পাদনের জন্য অর্থসংস্থান ছাড়া আর কিছুই নহে।[২]

অন্যান্য যে-সকল উদ্দেশ্যে সরকার কর-ব্যবস্থার ব্যবহার করিয়া থাকে সামগ্রিকভাবে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য (sumptuary motive or objective) বলিয়া অভিহিত করা হয়। সাধারণত করধার্যের ফলেই এইরূপ নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য কতকটা সাধিত হয়। যে-ব্যক্তিকে করপ্রদান করিতে হয় তাহার ভোগের পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং তাহার সম্পদ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়।[৩] সাধারণ ভাষায় 'নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য' বলিতে এইরূপ ব্যক্তিগত ভোগ বা ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ বুঝাইলেও সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রে ইহা রাজস্বসংগ্রহ ছাড়া আর সকল উদ্দেশ্যই (all extra-revenue objectives) নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন মাদকদ্রব্যের উপর কর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ধার্য করা হয়, তেমনি সংরক্ষণ-শুল্কও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ধার্য করা হয়।

**নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা :** এই নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে—যথা, আর্থিক বৈষম্যহ্রাস (reduction of economic inequality), মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের প্রতিবিধান (fighting inflation and deflation), বাণিজ্যচক্রজনিত তেজীমন্দার তীব্রতা হ্রাস, সাধারণ বা বিশেষ বিশেষ পণ্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি।

আর্থিক বৈষম্যহ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকার আয়কর, সম্পত্তিকর (estate duty), সম্পদকর (wealth tax) প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর উচ্চ হারে ধার্য করিয়া থাকে। ইহার ফলে উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোগের পরিমাণ কমিয়া যায়। অপরদিকে আবার ঐ কর-সংগৃহীত অর্থ খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির দাম দমিত রাখা, শিক্ষার প্রসার, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হয়। ইহাতে সাধারণত ধনী অপেক্ষা দরিদ্রদের ভোগের পরিমাণই বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া থাকে। মুদ্রাস্ফীতির সময় প্রত্যক্ষ করবৃদ্ধির ফলে লোকের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়, আর পরোক্ষ কর বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় বলিয়া লোকে ঐ সকল দ্রব্যের ভোগ পরিহার করিয়া সঞ্চয়ে আগ্রহান্বিত হইতে পারে। মুদ্রাসংকোচের সময় করের পরিমাণ হ্রাস করিলে বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে।

কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে বাণিজ্যচক্রজনিত তেজীমন্দার তীব্রতা হ্রাস করাকে 'জাতীয় আয়ের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ' (regulation of the flow of national income) বলা হয়। মন্দার সময় যখন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কমিয়া আসে তখন সরকার করের পরিমাণ হ্রাস ও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে; আবার পূর্ণনিয়োগাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সরকার কর বৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাসের পথে অগ্রসর হয়। এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য 'জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্য' (national income objective) বলিয়া অভিহিত হয়।

১. 'The time honoured objective of taxation is to raise revenue." Taylor
২. "...the primary purpose of taxation is to finance public services." Hicks : *Public Finance*
৩. " taxes shift resources from private to public uses." Samuelson

করধার্যের মাধ্যমে আমদানি-নিয়ন্ত্রণ এই জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আমদানি নিয়ন্ত্রিত হইলে লেনদেন-ঘাটতি দমিত হইয়া জাতীয় আয় অব্যাহত থাকিতে সহায়তা করে।

## ৪১.৫ করসংগ্রহের নীতি ( CANONS OR PRINCIPLES OF TAXATION )

সম্পূর্ণভাবে রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হউক অথবা রাজস্বসংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ উভয় উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হউক করসংগ্রহের কার্য কয়েকটি সুনির্ধারিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ করসংগ্রহের উদ্দেশ্য ও সামাজিক ন্যায় উভয়ই ব্যাহত হইতে পারে।

**অ্যাডাম স্মিথের চারিটি নীতি :** অ্যাডাম স্মিথই প্রথমে করসংগ্রহের চারিটি নীতি ব্যাখ্যা করেন : (ক) সমতার নীতি, (খ) নিশ্চয়তার নীতি, (গ) সুবিধার নীতি, এবং (ঘ) ব্যয়-সংক্ষেপের নীতি।

**ক। সমতার নীতি ( Canon of Equality ) :** অ্যাডাম স্মিথের মতে, রাষ্ট্রকার্য নির্বাহের জন্য সকল নাগরিককেই যথাসম্ভব নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী করপ্রদান করিতে হইবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের আওতায় থাকিয়া যে যেরূপ 'আয়' ( revenue ) ভোগ করে সে সেই অনুপাতেই রাষ্ট্রকার্য নির্বাহের ব্যয়ভার বহন করিবে।[১] প্রত্যেকে যদি সামর্থ্য অনুযায়ী করভার বহন করে তবে করপ্রদানের দরুন যে ত্যাগস্বীকার করিতে হয় তাহার পরিমাণে সমতা আসে। এখন প্রশ্ন, অ্যাডাম স্মিথ কিভাবে করধার্য করিয়া ত্যাগস্বীকারে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন? এই সম্পর্কে অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে, অ্যাডাম স্মিথ গতিশীল হারে করধার্যের নির্দেশ দিয়াছেন : আবার অনেকের মতে, 'অনুপাত' ( proportion ) শব্দটি দ্বারা অ্যাডাম স্মিথ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, করপ্রদানের পরিমাণ আয়ের সমানুপাতেই ( proportional ) হওয়া উচিত। যাহা হউক, অর্থবিদ্যার জনকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, ত্যাগস্বীকারের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকের পক্ষে সামর্থ্য ( ability ) অনুযায়ী করপ্রদান করা উচিত। সেইজন্য ইহাকে সামর্থ্যের নীতিও ( canon of ability ) আখ্যা দেওয়া হয়।[২]

**খ। নিশ্চয়তার নীতি ( Canon of Certainty ) :** নিশ্চয়তার নীতি বলিতে বুঝায় যে, ধার্য করের পরিমাণ, করপ্রদানের সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে করদাতার পূর্বাহ্ণেই সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইহা না হইলে লোকে আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না, এবং ফলে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিবে। অপরদিকে রাষ্ট্রের পক্ষেও করের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। নচেৎ উহার পক্ষে সঠিক বাজেট প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না।

**গ। সুবিধার নীতি ( Canon of Convenience ) :** সুবিধার নীতি বলিতে অ্যাডাম স্মিথ বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, জনসাধারণের নিকট হইতে কর এমনভাবে আদায় করা উচিত যাহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা না হয়। এই নীতির অনুসরণে যাহারা মাস-মাহিনা পায় তাহাদের আয়কর মাহিনা হইতে মাসে মাসে কাটিয়া লওয়া উচিত, কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব কিস্তিতে এবং ফসল তুলিবার পর আদায় করা উচিত, ইত্যাদি।

**ঘ। ব্যয়সংক্ষেপের নীতি ইত্যাদি ( Canon of Economy ) :** ব্যয়সংক্ষেপের নীতি বলিতে বুঝায় কর আদায় ব্যাপারে ব্যয়সংক্ষেপ। অ্যাডাম স্মিথের মতে, কোন কর সংগ্রহ করিতে

---

১. "Subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities ; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state." *Wealth of Nations,*, Modern Library Edition

২. মনে হয় সামর্থ্যের নীতি বলিতে অ্যাডাম স্মিথ গতিশীল কর-ব্যবস্থাই বুঝিয়াছিলেন, কারণ তিনি অন্য একস্থানে বলিয়াছেন : "It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expenses not only in proportion to their revenue but something more than that proportion."

বিপুল ব্যয় হইলে এবং ফলে সরকারী কোষাগারে সামান্য মাত্র অর্থ জমা পড়িলে এইরূপ করধার্য না করাই যুক্তিযুক্ত। পূর্বে এই নীতি অনুসারে যে-কর আদায় করা ব্যয়বহুল তাহা পরিহার করা হইত এবং করসংগ্রহ যাতে স্বল্প ব্যয়ে হয় তাহার প্রচেষ্টা করা হইত। একটি নির্দিষ্ট সীমার নিম্নে আয়কর ধার্য না করিবার ইহাই ছিল অন্যতম কারণ।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ ব্যয়সংক্ষেপের নীতির ব্যাপকতর তাৎপর্য প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে, করসংগ্রহের ব্যয় স্বল্প হইলেই চলিবে না, সংগে সংগে যাহাতে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ হ্রাস না পায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিনিয়োগ ও কর্মস্পৃহা ব্যাহত হইলে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ হ্রাস পায়। অতএব, ইহাদের উপর বিশেষ করের প্রভাব বিচার করিয়াই ঐ কর ধার্য করিতে হইবে।

**আরও কয়েকটি আধুনিক নীতি :** আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ আরও চারিটি নূতন নীতির উল্লেখ করিয়াছেন : স্থিতিস্থাপকতার নীতি, উৎপাদনশীলতার নীতি, সরলতার নীতি, এবং নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের নীতি।

**ঙ। স্থিতিস্থাপকতার নীতি (Canon of Elasticity) :** স্থিতিস্থাপকতার নীতি অনুসারে করধার্য এরূপভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনমত ধার্য করের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা চলে। ইহা করা হইলে সরকারী কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। করদাতাগণও অসুবিধা ভোগ করিবেন না।

**চ। উৎপাদনশীলতার নীতি ( Canon of Productivity ) :** রাজস্বসংগ্রহই কর-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতিটি কর ধার্যের সময় দেখিতে হইবে যেন রাজস্বসংগ্রহ পর্যাপ্ত হয়। দেশের কর-ব্যবস্থায় স্বল্প অর্থাগম হয় এরূপ অসংখ্য কর থাকা অপেক্ষা কয়েকটি উৎপাদনশীল কর থাকাই বাঞ্ছনীয়। উৎপাদনশীলতার নীতি এরূপভাবে অনুসরণ করিতে হইবে যে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হইয়া যেন মোট কর-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস না করে। যেমন, অত্যধিক গতিশীল হারে আয়কর ধার্য করিলে শেষ পর্যন্ত মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ঐ কর অনুৎপাদনশীল বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে।

**ছ। সরলতার নীতি ( Canon of Simplicity )**. করসংগ্রহের ব্যাপারে সরলতার নীতিও অনুসরণের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। যে-সকল কর ধার্য করা হইবে তাহাদের সম্পর্কে সকল বিষয় জনসাধারণ যেন সহজে বুঝিতে পারে।

**জ। নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের নীতি ( Canon of Social Objective ) :** নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক উদ্দেশ্যসাধন কর-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। করসংগ্রহকার্য যাহাতে এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা দেখিতে হইবে।

## ৪১.৬ করের অর্থনৈতিক প্রকৃতি ( ECONOMIC NATURE OF TAXATION )

সরকারকে ইহার নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহার জন্য রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজন। সরকারী রাজস্বের মধ্য সূত্র হইল কর এই কর দুই প্রকারের হয়—প্রত্যক্ষ কর ( direct taxes ) ও পরোক্ষ কর ( indirect taxes )। করপ্রদান হইল বাধ্যতামূলক। এ ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন দাম নাই।

কর-ব্যবস্থার ( the tax system ) প্রাথমিক কার্য হইল সরকারকে নানাবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা। কিন্তু ইহাই কর-ব্যবস্থার একমাত্র কার্য নহে। কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের বন্টনকে প্রভাবান্বিত করা যায়। কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক আয়-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া স্বল্প আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রদান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক হইতে অপর এক শ্রেণীর নিকট ক্রয়ক্ষমতা স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর দ্রব্যাদির ভোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন মদের উপর উচ্চহারে অন্তঃশুল্ক বসাইয়া ইহার ভোগ হ্রাস করা হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইল :

করসংগ্রহের ভিত্তি কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে করসংগ্রহের ব্যাপারে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। এখন এই নীতিগুলি লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

**(ক) সুবিধা বনাম ত্যাগনীতি (Benefit versus Sacrifice Principle):** বলা হইয়া থাকে যে সরকারী কার্যকলাপ হইতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যে সকল সুবিধা ভোগ করেন সেই অনুপাতে প্রত্যেকের উপর কর স্থাপন করিতে হইবে।[১]

অপরদিকে অন্যান্য কয়েকজন অর্থবিদ্যাবিদ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে জনগণের উপর এইরূপ-ভাবে কর স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে কাহাকেও অত্যধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে না হয়—অর্থাৎ যাহাতে জাতীয় আয়ের ন্যায্য ও সঠিক বণ্টন সম্ভব হয়।

এই নীতি দুইটি আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইলেও এগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। ইহার কারণ সরকারী কার্যকলাপ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি কি ধরনের বা কি পরিমাণ সুযোগসুবিধা ভোগ করেন তাহার পরিমাপ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। উপরন্তু একজন ব্যক্তি সরকারী কার্যকলাপ হইতে সত্যসত্যই যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন কিন্তু করপ্রদানের ভয়ে তিনি যে লাভবান হইয়াছেন সেকথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, উপরের নীতি দুইটি হইতে ইহা অনুসৃত হয় যে:

(ক) যাহারা সবদিক দিয়া সমান তাহারা সমহারে করপ্রদান করিবেন;

(খ) যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে যাঁহারা কোন দিক দিয়া সমান নন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন হারে কর প্রদান করিবেন।

এই উক্ত নীতি দুইটির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ ক-ব্যক্তি ও খ-ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে সকল ব্যাপারে সাদৃশ্য থাকিতে পারে। এমন কি উভয়ের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণও এক হইতে পারে। কিন্তু খ-ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ক-ব্যক্তি অপেক্ষা দশগুণ অধিক সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের উপর সমহারে কর স্থাপন করা কি কখনই যুক্তিযুক্ত হইবে?

বস্তুত সুবিধা বা ত্যাগ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া কর-স্থাপনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূত্র (formula) নির্ধারণ করা কঠিন। সকলেই মানিয়া লইবেন যে একজন ধনী ব্যক্তির করপ্রদানের ক্ষমতা একজন দরিদ্র ব্যক্তির করপ্রদানের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক। কিন্তু একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে এক টাকা করপ্রদান করিতে হইলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় এই যুক্তিটি মানিয়া লওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন।

যে-কোন আধুনিক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাতে উপরের নীতি দুইটির সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে তাহাদের কর স্থাপন করা হইয়া থাকে। অবশ্য কর স্থাপনের সময় ত্যাগ নীতি অপেক্ষা সুবিধা নীতির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

**(খ) করপ্রদানের সামর্থ্যতত্ত্ব (The Faculty or Ability Theory of Taxation):** এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেকে তাহার 'সামর্থ্য অনুযায়ী' করপ্রদান করিলে মোট করভার নাগরিকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়।[২]

প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্যকেই সামর্থ্যের মাপকাঠি বলিয়া ধরা হইত—মনে করা হইত যে-ব্যক্তি যত বেশী সম্পত্তির অধিকারী তাঁহার করপ্রদানের সামর্থ্যও তত বেশী। এই ধারণা যে ভুল তাহা উপলব্ধি করিতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। এমন অনেক প্রকারের সম্পত্তি বা সম্পদ আছে যাহা হইতে কোন আয়ই হয় না, আবার সম্পদবিহীন ব্যক্তিও বহু পরিমাণ উপার্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং সম্পত্তির পরিমাণকে করপ্রদান-সামর্থ্যের মাপকাঠি করিলে ন্যায়ের নীতি ব্যাহতই হয়।

---

১. "There is the general notion that different people should be taxed in proportion to the 'benefit' they receive from public activity." P. A. Samuelson: op. cit.

২. "Allocation of tax burdens among individuals on the principle of ability to pay is equalisation of the tax burden." Taylor: *Economics of Public Finance*

সম্পত্তির পর ব্যয়ের পরিমাণকে করপ্রদান সামর্থ্যের পরিমাপ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ধরিয়া লওয়া হইত যে যাঁহারা অধিক ব্যয় করেন তাঁহাদের করপ্রদান-সামর্থ্যও বেশী। এ-ধারণাও যে ভুল তাহা অনুধাবন করিতে বিলম্ব হয় না। দুইজন সম-অবস্থার লোকে যে একই পরিমাণ ব্যয় করিবেন এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। ব্যয়ের পরিমাণকে করপ্রদান-সামর্থ্যের মাপকাঠি করিলে কৃপণ ব্যক্তির কোন সামর্থ্যই নাই বলিয়া ধরিতে হইবে এবং অমিতব্যয়ী ব্যক্তির উপর গুরু করভার এবং মিতব্যয়ী ব্যক্তির উপর লঘু করভার চাপাইতে হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এই কারণে বর্তমানে আয়কে সামর্থ্যের পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আয়কে সামর্থ্যের মাপকাঠি করার পক্ষে কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ ( marginal utility of money ) সকলের নিকট সমান নহে, দুইজনের আয় এক হইলেই যে করপ্রদান-সামর্থ্য সমান হইবে এরূপ কোন যুক্তি নাই। এইরূপ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের পোষ্যসংখ্যা এবং দায়িত্ব ( obligation ) অধিক হইলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ অধিক এবং ফলে করপ্রদান-সামর্থ্য কম হইবে। দ্বিতীয়ত, সকল আয়ের সহিত সমপরিমাণ কষ্টস্বীকার জড়িত থাকে না। অধিকাংশ আয় পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিতে হয়, আবার সম্পত্তি প্রভৃতি হইতে বিনা উপার্জনেই আয় ( unearned income ) হয়। এই দুই প্রকার আয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া একই হারে কর ধার্য করিলে সামর্থ্যের নীতি ব্যাহত হয়।

এই সকল অসুবিধা এড়াইবার জন্য স্ট্যাম্প ( Sir Josiah Stamp ) আয়ের নীতিকে ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করিতে নির্দেশ দেন। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, করধার্যের সময় শুধু আয়ের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, সংগে সংগে আয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্য কয়েকটি বিষয়ের বিচারও করিতে হইবে—যথা, আয় অর্জনের সময়, আয় নিয়মিত না অনিয়মিত, মোট আয় ও নীট আয়ের মধ্যে পার্থক্য কতটা, আয়ের কতটা উপার্জিত ( earned ) ও কতটা অনুপার্জিত ( unearned ) এবং করপ্রদানকারীর পারিবারিক অবস্থা কিরূপ, ইত্যাদি। বর্তমানে ইহাই করা হয়।

অবশ্য একমাত্র আয়কেই করধার্যের ভিত্তি করিলে করভার ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়—একথা অনেক আধুনিক লেখক স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন, আয়ের স[illegible]ত সম্পদ ও ব্যয়ের পরিমাণ ধরিয়া করধার্যের ভিত্তি নির্ধারণ করিলে তবেই করধার্যের বণ্টন ন্যায্য বা আডাম স্মিথের সমতার নীতির অনুগামী হয়। যাঁহার বেশী সম্পদ আছে বা যে বেশী ব্যয় করিতে সমর্থ তাঁহার করপ্রদান ক্ষমতাও অধিক। সুতরাং আয়, সম্পদ ও ব্যয়—এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতেই করধার্য করিতে হইবে।

### ৪১.৭ গতিশীল বনাম সমানুপাতিক কর ( Progressive versus Proportional Tax )

আধুনিককালে গতিশীল কর-ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তির বাৎসরিক আয় ৫০,০০০ টাকা তাঁহাকে অপর একজন ব্যক্তি ( যাঁহার বাৎসরিক আয় মাত্র ১০,০০০ টাকা ) অপেক্ষা অধিক হারে করপ্রদান করিতে হয়। শুধুমাত্র প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক করপ্রদান করেন না তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক হারে করপ্রদান করেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যদি আয়ের ১০ শতাংশ কর হিসাবে প্রদা[illegible] করিতে হয় প্রথম ব্যক্তিকে আয়ের ২৫-৩০ শতাংশ কর হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। ইহা হইতে আমরা কখনই নিশ্চিত হইতে পারি না যে যাঁহাদের আয় অধিক তাঁহারা সরকারী কার্যকলাপ হইতে স্বল্প আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করেন। বস্তুত, একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ইহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে।[১]

আয়কর সাধারণত গতিশীল হয়। গতিশীল হারে আয়কর স্থাপনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাহায্য লইয়াছেন। এই বিধিটির একটি

---

১. "Direct taxes normally tend to take more from those with larger incomes and it is by no means certain that those with larger incomes benefit more than those with small incomes. In fact the opposite will usually be true in a welfare state." L. Hey: *Economics of Public Finance*

মূল অনুমান হইল এই যে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ( the marginal utility of money ) সর্বদা ( অর্থাৎ, আয়ের প্রতিটি স্তরে ) অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু এই অনুমানটির বাস্তব সমর্থন মিলে না। বস্তুত, একজন ব্যক্তির আয় যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাঁহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে একজন ধনী ব্যক্তির নিকট এক টাকার প্রান্তিক উপযোগ একজন দরিদ্র ব্যক্তির নিকট এক টাকার প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা কম হয়। সুতরাং এক টাকা কর প্রদান করিতে হইলে একজন ধনী ব্যক্তিকে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে উহা অপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

গতিশীল কর-ব্যবস্থার অধীনে আয়বৃদ্ধির ফলে অধিক হারে করপ্রদান করিতে হয়। অপরদিকে সমানুপাতিক কর-ব্যবস্থার অধীনে আয়ের প্রতিটি স্তরে একই হারে করপ্রদান করিতে হয়। পরিশেষে পশ্চাদ্‌গামী কর-ব্যবস্থার অধীনে আয়বৃদ্ধির ফলে স্বল্প হারে করপ্রদান করিতে হয়। নিম্নের সারণিতে একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে এই তিনটি কর-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে।

**সমানুপাতিক কর-ব্যবস্থা**

| আয়ের প্রসার | করের হার | প্রদেয় করের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১০,০০১—২০,০০০ | ১০ শতাংশ | ১০০০—২০০০ |
| ২০,০০১—৩০,০০০ | ১০ শতাংশ | ২০০১—৩০০০ |
| ৩০,০০১—৪০,০০০ | ১০ শতাংশ | ৩০০১—৪০০০ |

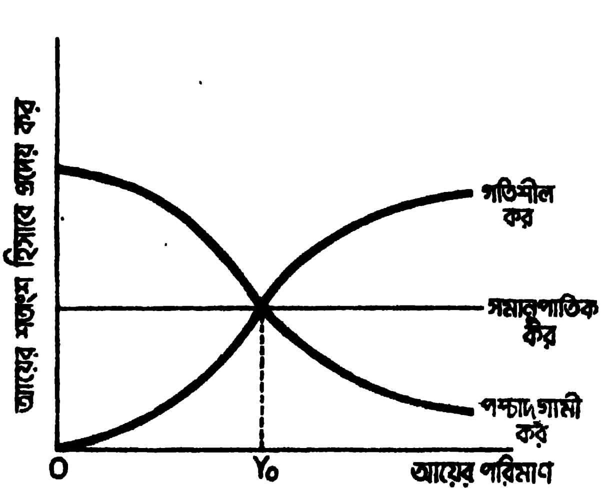
**গতিশীল কর-ব্যবস্থা**

| আয়ের প্রসার | করের হার | প্রদেয় করের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১০,০০০—২০,০০০ | ১০ শতাংশ | ১০০০—২০০০ |
| ২০,০০১—৩০,০০০ | ১৫ শতাংশ | ৩০০০—৪৫০০ |
| ৩০,০০১—৪০,০০০ | ২০ শতাংশ | ৪৫০০—৬০০০ |

**পশ্চাদ্‌গামী কর-ব্যবস্থা**

| আয়ের প্রসার | করের হার | প্রদেয় করের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১০,০০০—২০,০০০ | ১০ শতাংশ | ১০০০—২০০০ |
| ২০,০০১—৩০,০০০ | ৭½ শতাংশ | ১৫০০—২২৫০ |
| ৩০,০০১—৪০,০০০ | ৫ শতাংশ | ১৫০০—২০০০ |

নিম্নের রেখাচিত্রটি হইতে এই পার্থক্যটি সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।




রেখাচিত্র ৪১.১ : আয় ও করের মধ্যে সম্পর্ক

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির ভিত্তি ছাড়াও অন্যান্য ভাবে গতিশীল করের সমর্থন করা হইয়াছে। পিগুর ( Pigou ) মতে, গতিশীল কর-ব্যবস্থাই মোট ন্যূনতম ত্যাগস্বীকার ( least aggregate sacrifice ) তত্ত্বের সহিত সংগতিপূর্ণ। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, ধনী ও দরিদ্রকে যদি একই হারে করপ্রদান করিতে হয় তবে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকে অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। অতএব, মোট ত্যাগস্বীকারের পরিমাণকে ন্যূনতম করিতে হইলে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর উপর অধিক হারে কর-ধার্য করিতে হইবে।

আরও বলা হয় যে, আয় যত অধিক হয় অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণও তত অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই অনুপার্জিত আয়ের দরুন উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে করধার্য করিলে মোট ত্যাগস্বীকারের পরিমাণ কম হয়।

কর-ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য হইল আর্থিক বৈষম্য-হ্রাস। এই দিক দিয়াও গতিশীল করধার্যকরণ সমর্থন করা হয়। এ-সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

পরিশেষে, নিয়োগ ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার যুক্তির অবতারণাও গতিশীল কর-ব্যবস্থার সমর্থনে করা হয়। বলা হয়, আয় যত অধিক হয় ভোগ-প্রবণতার ( propensity to consume ) পরিমাণ ততই কমিয়া আসে। ইহার ফলে উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য এবং সেবার চাহিদাও কমিয়া যায়। উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার কিছুটা অংশ অবিক্রীত থাকার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং শ্রম নিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পায়, অপরদিকে ধনীদের নিকট যে-উদ্বৃত্ত আয় থাকে তাহা অলস সঞ্চয়ের ( idle savings ) আকার ধারণ করে। এই দুরবস্থার উদ্ভব যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য গতিশীল কর-ধার্যের মাধ্যমে এই অলস সঞ্চয় টানিয়া লইয়া বিনিয়োগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় এই নির্দেশের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে অতি-গতিশীল আয়করের অর্থনৈতিক কুফলের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে অতি-গতিশীল আয়কর উদ্যম ও ঝুঁকিবহন (enterprise and risk-taking) ব্যাহত করে। এই অভিমত কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আয়করের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হইলে কিছু লোক তাহাদের আয়ের পরিমাণ অব্যাহত রাখিবার জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিবে, কিছু লোক আবার সেদিকে না গিয়া বেশী অবসর ভোগই কাম্য মনে করিবে। ইহার নীট ফলাফল কি হইবে, সে-সম্বন্ধে সুনিশ্চিত অভিমত প্রদান করা সম্ভব নহে।

অবশ্য অতি-গতিশীল আয়করের ফলে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ ( risky investment ) কর্মোদ্যম অপেক্ষা যে অধিক ব্যাহত হয়, সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। ধরা যাউক, ক ও খ উভয়েই ১ লক্ষ টাকা করিয়া বিনিয়োগ করিল। ক-এর বিনিয়োগ ঝুঁকি বেশী এবং ক এক বৎসর ১৫,০০০ টাকা লাভ করিল কিন্তু পরবর্তী দুই বৎসরে কোন লাভই করিতে পারিল না। খ কিন্তু প্রতি বৎসর ৫০০০ টাকা করিয়া তিন বৎসরে ১৫,০০০ টাকা লাভ করিল। এক্ষেত্রে ক-কে বেশী ও খ-কে কম আয়কর দিতে হইবে বলিয়া ক ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে উৎসাহিত না হইয়া খ-এর পন্থা অনুসরণ করিবে।

তবুও বলা যায় যে, উপরি-বর্ণিত উৎপাদন ও নিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য গতিশীল আয়করকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। তবে গতিশীলতার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেখিতে হইবে যে ব্যক্তির উদ্যম ও উদ্যোগ ব্যাহত হয় নিয়োগ ও উৎপাদন ততটা সম্প্রসারিত হয় কি না। এ-বিচার অবশ্য অতি কঠিন কার্য। সুতরাং অতি-গতিশীল আয়করের সমর্থন মূল্য-বিচার ( value-judgement ) ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিচারে প্রত্যেককে দেখিতে হইবে, একটু বেশী সামাজিক সাম্য কাম্য, না ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্যোগকে আরও একটু উৎসাহিত করাই প্রয়োজন।

## ৪১.৮ উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ( CHARAC ERISTICS OF A GOOD TAX SYSTEM )

এখন উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা নির্দেশ করা যাইতে পারে। বলা যায়, উত্তম কর-ব্যবস্থায় অন্তত দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে। (ক) উহাতে করসংগ্রহের নীতিগুলি ( canons of taxation ) যথাসম্ভব প্রতিপালিত হইবে এবং (খ) উহা কতিপয় সুনির্বাচিত কর লইয়া গঠিত হইবে। 'সুনির্বাচিত' শব্দটিই আর একটি বৈশিষ্ট্যের ইংগিত দেয়। উত্তম কর-ব্যবস্থায় প্রতিটি করের ভার ( incidence ) এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ফলাফল বিচার করিতে হইবে এবং সকল সময়ই দেখিতে হইবে মোট করভার যেন সম্প্রদায়ের করবহন-সামর্থ্যকে ( taxable capacity ) অতিক্রম না করে। মোট করভার করবহন-সামর্থ্যকে অতিক্রম করিলে দেশে সামগ্রিক সম্পদের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং উৎপাদন আয় নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাহত হইয়া জীবনযাত্রার মান হ্রাস করিবে। ফলে আর্থিক নীতির

প্রাথমিক লক্ষ্য—মানুষকে অভাব হইতে মুক্ত করা—দূরে সরিয়া যাইবে। পরিশেষে, কর-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হওয়াও প্রয়োজন। এমনভাবে করধার্য ও করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে উহা সরল হয় এবং কর-প্রবঞ্চনার সুযোগ বিশেষ না থাকে। অধ্যাপক নিকোল্যাস ক্যালডোরের ( N. Kaldor ) মতে, অন্তত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর-ব্যবস্থা নির্ধারণ করিতে হইবে : (ক) ন্যায় ( equity ), (খ) অর্থনৈতিক ফলাফল ( economic effects ) এবং (গ) শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা ( administrative efficiency )। ক্যালডোর এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে দুইটিতে পরিণত করিয়া 'ন্যায়' ও 'অর্থনৈতিক ফলাফল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

## ৪১.৯ করচালনা ও করভার ( SHIFTING AND INCIDENCE OF TAXATION )

করতত্ত্বের আলোচনায় দুইটি মৌলিক বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে: (ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর প্রদান করা হয় ব্যক্তিগত আয়প্রবাহ ( streams of individual income ) হইতে এবং (খ) যে-ব্যক্তির উপর কর প্রাথমিকভাবে ধার্য করা হয় শেষ পর্যন্ত সে উহা বহন নাও করিতে পারে। এই দুই কারণে করতত্ত্বে সর্বদা অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, বিশেষ বিশেষ করের ভার শেষ পর্যন্ত কাহাকে বহন করিতে হয়—করধার্যের ফলে শেষ পর্যন্ত কাহার আয়প্রবাহ হ্রাস পায়—অর্থাৎ ব্যয়ের সংগতি কমে। সুতরাং করভার-নির্ধারণের প্রশ্ন করভার বণ্টনের প্রশ্ন বা সমতার নীতির সহিত সম্পর্কিত।

যে-ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হয় সেই ব্যক্তি করদাতা ( subject of tax ) হিসাবে পরিগণিত হয়। সে অপরের নিকট ঐ কর হস্তান্তরিত করিয়া দিতে সমর্থ হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তিরই আয়ের পরিমাণ কমিবে। এইভাবে এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য এক ব্যক্তির নিকট করভার চালনা করাকে রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রে করচালনা ( tax shifting ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এ সম্পর্কে এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হইবে। করচালনা কার্য শেষ হইলে করভারের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-ব্যক্তির পক্ষে আর করচালনা সম্ভব হয় না তাহাকেই করভার বহন করিতে হয়।

## ৪১.১০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ( DIRECT AND INDIRECT TAXES )

করচালন-সম্ভাব্যতার ( shiftability ) ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দুই প্রকার করের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রত্যক্ষ কর চালনযোগ্য নহে, পরোক্ষ করই চালনযোগ্য। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করপ্রদানের দায়িত্ব ( impact ) এবং করভার ( incidence ) একই ব্যক্তির উপর পড়ে। আয় কর ( income tax ), সম্পদ কর ( wealth tax ), মূলধনী লাভ কর ( capital gains tax ) ইত্যাদি হইল প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করপ্রদানের দায়িত্ব যে বহন করে তাহাকেই করভার বহন করিতে হয় না—সে করচালনা করিতে সমর্থ হয়। অন্তঃশুল্ক, বিক্রয়কর ইত্যাদি হইল পরোক্ষ করের উদাহরণ।

**তুলনামূলক গুণাগুণ ( Comparative Merits and Demerits ) :** প্রত্যক্ষ করের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহা সমতার নীতির ( canon of equality ) অনুকূল। গতিশীলতার মাধ্যমে ইহা দ্বারা সামর্থ্য অনুসারে করসংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ করের নির্দিষ্টতা আছে। সুতরাং ইহা করসংগ্রহের দ্বিতীয় নীতিটিরও অনুপন্থী। তৃতীয়ত, উহা উৎপাদনশীল স্থিতিস্থাপক এবং ব্যয়সংক্ষেপের নীতির সহিত সংগতিপূর্ণ। পরিশেষে, প্রত্যক্ষ করকে সচেতন নাগরিকতার দিক দিয়াও সমর্থন করা হয়। লোকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করপ্রদান করে বলিয়া সরকারি অর্থব্যয়ের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ইহার ফলে জনকল্যাণ সম্প্রসারিত হয়।

অপরদিকে প্রত্যক্ষ করের ত্রুটি হিসাবে বলা হয় যে, ইহা মোটেই জনপ্রিয় নহে। এই কারণে প্রত্যক্ষ করের হার অধিক হইলে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, সমালোচনা প্রভৃতির পরিমাণ বাড়িতে থাকে।

প্রত্যক্ষ কর প্রবঞ্চনা করাও সহজ। মিথ্যা হিসাব দাখিল করিলে আয়কর, ব্যয়কর ইত্যাদিতে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর দেশে শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির প্রসার ঘটায়।[১] দেশে পৌরচেতনা জাগ্রত না হইলে প্রত্যক্ষ কর পরিচালনা করা অনেকটা কঠিন হইয়া পড়ে।

প্রত্যক্ষ কর সকলকে স্পর্শ করে না বলিয়া ইহাতে সকলের নাগরিক চেতনার উন্মেষ ঘটে না।

পরোক্ষ কর স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রিয়; ইহা চিনির আবরণে তিক্ত বটিকার ন্যায়। এই কর প্রদান করিবার সময় লোকে অনেক সময়ই সচেতন থাকে না; ফলে ইহার বিরুদ্ধে অসন্তোষও কম হয়।

পরোক্ষ কর ব্যাপক বলিয়া উৎপাদনশীল। ভোগ্যদ্রব্যের উপর করধার্য করা হইলে রাজস্বের প্রয়োজনে দ্রব্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেই হইল।

কিন্তু পরোক্ষ কর ন্যায্য কর নহে; ইহার ভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই অধিক পড়ে। অতএব, ইহা আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই কারণে কর-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করের প্রাধান্যই নির্দেশ করা হয়।

উপরন্তু, অজ্ঞতা যদি কাম্য বলিয়া বিবেচিত না হয় তবে পরোক্ষ করকে সমর্থন করা যাইতে পারে না। পরোক্ষ করপ্রদানকারী করভার সম্বন্ধে সচেতন থাকে না বলিয়া তাহার পৌরচেতনার উন্মেষ ঘটে না।

পরিশেষে, পরোক্ষ কর-ব্যবস্থা ব্যাপক হইলে করসংগ্রহ করা ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়ায়।

**৪১.১১ করচালনা ও করভার নির্ধারণ ( Determination of Shifting and Incidence ) :** করভার নির্ধারণের জন্য করচালনার গতি, প্রকৃতি ও পরিমাণ—এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এইভাবে বিবেচনা করিয়া করভার নির্ধারণ না করিলে করধার্যের উদ্দেশ্য আংশিক-ভাবে ব্যর্থ হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ভোগ্যদ্রব্যের উপর যখন বিক্রয়কর ধার্য করা হয় তখন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য থাকে যে উহা ভোক্তাদের নিকট চালিত হইয়া করভার যথাসম্ভব সমভাবে বন্টিত হউক। ইহা না হইয়া যদি উৎপাদকদের মুনাফা হ্রাস পাইয়া ঐ দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করে তবে ঐ প্রকার করচালনা কাম্য বিবেচিত নাও হইতে পারে।

করচালনার গতি ( direction ) সম্মুখ ( forward ) এবং পশ্চাৎ ( backward )—এই দুই প্রকার হইতে পারে। পুস্তকের উপর যখন বিক্রয়কর ছিল তখন পুস্তকবিক্রেতাগণ ( book-sellers ) পুস্তকক্রেতা বা পাঠকদের নিকট হইতে প্রথমত ঐ কর আদায়ের প্রচেষ্টা করিত; না পারিলে উহা প্রকাশকদের নিকট হইতে দাবি করিত। পাঠকদের নিকট হইতে বিক্রয়কর আদায়ের প্রচেষ্টা হইল সম্মুখ করচালনার উদাহরণ এবং প্রকাশকদের নিকট দাবি হইল পশ্চাৎ করচালনার দৃষ্টান্ত। প্রথম ক্ষেত্রে পুস্তকবিক্রেতাগণ সম্মুখবর্তী হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পশ্চাতে প্রকাশকদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। সম্মুখ করচালনার ফলে দাম যাহা হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, পশ্চাৎ করচালনার ফলে দাম একই থাকে।

সুতরাং করধার্যের ফলে দ্রব্যের দাম যে সকল সময় বৃদ্ধি পাইবে এরূপ কোন কথা নাই। তবে বিক্রেতা যদি কর পশ্চাৎচালনে বিশেষ সমর্থ হয় তবে উৎপাদক শেষ পর্যন্ত দ্রব্যের গুণহ্রাস করিতে পারে। এই ভার বা ক্ষতি ভোক্তাকেই বহন করিতে হয়। অপরদিকে দ্রব্যের গুণগত তারতম্য না করিয়া অধিক দামে বিক্রয় করিলে ভোক্তাকে অধিক দাম প্রদান করিতে হয়। এইভাবে বিশেষ কোন করচালনার ক্ষেত্রে দ্রব্যের গুণগত মান হ্রাস ঘটিল, না দাম বৃদ্ধি পাইল তাহা নির্ধারণ করাকেই 'করচালনার প্রকৃতি নির্ধারণ' ( determination of the nature of shifting ) বলে।

---

১. উৎপাদনকারী উৎপাদন-শুল্ক ( excise duty ), বিক্রেতা বিক্রয়কর ( sales tax ) প্রভৃতিও ফাঁকি দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের তুলনায় উৎপাদক, বিক্রেতা প্রভৃতির সংখ্যা কম বলিয়া পরোক্ষ কর প্রবঞ্চনার পরিমাণও কম।

পরিশেষে, করচালনা সম্পূর্ণ বা আংশিক হইতে পারে। অর্থাৎ, করদাতা কোন করকে সম্পূর্ণভাবে অপরের নিকট চালনা করিতে পারে, অথবা উহার ভার তাহাকে আংশিকভাবে বহন করিতে হইতে পারে। ইহাকে করচালনার 'পরিমাণ' ( degree ) আখ্যা দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে করচালনার গতি প্রকৃতি ও পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হইবে? এ-সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নীতির নির্দেশ করা যায়। বলা যায়, কোন বিশেষ করকে চালনা করা সম্ভব হইবে কি না এবং কতটা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উহারা সম্মুখ করচালনার ক্ষেত্রে নির্ভর করে চাহিদার এবং পশ্চাৎ করচালনার ক্ষেত্রে নির্ভর করে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদা যত অস্থিতিস্থাপক হইবে সম্মুখ করচালনার সম্ভাবনাও তত অধিক হইবে। লবণ, তৈল, দিয়াশলাই প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে করদাতার পক্ষে সম্পূর্ণ ভারই ভোক্তাদের নিকট চালনা করা সম্ভব। অনুরূপভাবে যোগান যত অস্থিতিস্থাপক হইবে করদাতার পক্ষে পশ্চাৎ করচালনার ক্ষমতাও তত অধিক হইবে। করদাতাকে যখন সম্মুখ ও পশ্চাৎ করচালনার মধ্যে নির্বাচন করিতে হয় তখন সে দেখে যে, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে কাহার স্থিতিস্থাপকতা অধিক। উভয়ই যদি বিশেষ এবং সমস্থিতিস্থাপক হয় তবে করদাতার পক্ষে করচালনা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। অর্থাৎ, তাহাকেই করভার বহন করিতে হইতে পারে।

পরিশেষে, করসমন্বিত দ্রব্যের যে যে পরিবর্ত ( substitutes ) থাকে তাহারা করচালনার গতি প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করে। যেমন, করধার্যের ফলে চা-এর দামবৃদ্ধি বা গুণহ্রাস ঘটিলে লোকে কফির দিকে ঝুঁকিতে পারে বলিয়া চা এর ক্ষেত্রে করচালনার প্রচেষ্টা বিফল হইতে পারে।

**উপসংহার :** উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে, করচালনার গতি প্রকৃতি ও পরিমাণ বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং শর্তবিহীনভাবে করচালনার নীতি-নির্ধারণ করা বিপজ্জনক। তবুও করচালনার যে-সকল সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোন বিশেষ করচালনা করা সম্ভব হইবে কি না বা কতটা সম্ভব হইবে তাহা ঐ করের প্রকৃতির উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে। নীট আয়ের উপর করকে সম্মুখ বা পশ্চাৎ কোনদিকেই চালিত করা যায় না। যে-করের ফলে স্থির বা ধার্য ব্যয় ( fixed cost ) বৃদ্ধি পায় তাহাকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অবস্থা ব্যতিরেকে চালনা করা যায় না। অপরদিকে যে-করের ফলে পরিবর্তনশীল ব্যয় ( variable cost ) নিয়মিত বৃদ্ধি পায় তাহা উৎপাদক-করদাতা মোটামুটিভাবে ভোক্তাদের নিকট চালনা করিয়া দিবে। ইহা সম্ভব না হইলে তাহার মুনাফা হ্রাস পাইবে এবং সে একদিন উৎপাদন বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে।

**৪১.১২ কর-ব্যবস্থা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ( Taxation and the Firm )[১]**

যে কোন দেশের কর-ব্যবস্থা বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রকে ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত করে: সাধারণত অনুমান করা হয় যে উচ্চ হারে আয়কর ধার্য করা হইলে জনগণের কর্মপ্রচেষ্টা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ঝুঁকি বহনের ইচ্ছা হ্রাস পায়। কিন্তু এই অনুমানটি সর্বদা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ইহার বিপরীতই ঘটে। যেমন কর হার বৃদ্ধি করা হইলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কারণ তাঁহারা তাঁহাদের আয় ও জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য আরও কঠিন পরিশ্রম করিতে পারেন। অপরদিকে আবার গতিশীল কর-ব্যবস্থার ফলে কর্মে নিযুক্ত অনেক ব্যক্তিরই অবসর ভোগের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই দুই ধরনের পরস্পরবিরোধী আচরণের সম্মিলিত ( বা নীট ) ফল কি হইবে তাহার মূল্যায়ন করা নিঃসন্দেহে কঠিন।

অবশ্য একটি বিষয়ে অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। গতিশীল কর-ব্যবস্থার অধীনে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাইতে বাধ্য। ইহার কারণ সহজেই অনুধাবন করা যায়।

১. এই অংশটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Com. (Hons.) ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত।

যদি একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে ঐ মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ সরকারকে কর হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। অপরদিকে যদি লোকসান হয় তাহা হইলে সরকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিকে কোন অর্থসাহায্য (অথবা ভরতুকি প্রদান) করিবে না। অবশ্য ইদানিংকালে কর-ব্যবস্থার নানা ধরণের সংশোধনের ফলে করদাতা তাঁহার লোকসানকে সম্মুখগামী বা পশ্চাৎগামী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অর্থাৎ এক বৎসরের মুনাফা হইতে পূর্ববর্তী এক বৎসরের এই লোকসানের পরিমাণ বাদ দিয়া মুনাফার পরিমাণ ও প্রদেয় করের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব। ইহার ফলে এক বৎসরের অস্বাভাবিক আয়কে বিভিন্ন বৎসরের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া এবং প্রতি বৎসরই একটি গড় আয় বজায় রাখিয়া প্রদেয় করের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হইয়াছে।

অবশ্য গতিশীল করের সপক্ষে একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। গতিশীল করের মাধ্যমে ধনীক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া এই অর্থ যদি ভরতুকি হিসাবে দরিদ্র সম্প্রদায়ের নিকট স্থানান্তরিত করা হয় তাহা হইলে দেশের মোট ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহার কারণ দরিদ্র সম্প্রদায়ের ভোগ প্রবণতা অধিক। ফলে নিয়োগের স্তর ও মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হয়।

অবশ্য কোম্পানী আয়করের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। যে কোন আধুনিক কর-ব্যবস্থার অধীনে কোম্পানীর আয়ের উপর দুইবার কর স্থাপনের ফলে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে অধিকাংশ কোম্পানীর সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়। বস্তুত, কোম্পানী আয়ের একাংশ প্রথমেই কোম্পানী আয়কর হিসাবে সরকারের নিকট জমা করিতে হয়। ইহার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহার একাংশ লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ারের মালিকগণকে প্রদান করা হয়। এই লভ্যাংশের উপর কোম্পানীর মালিকগণকে ব্যক্তিগত আয়কর (personal income tax) প্রদান করিতে হয়। ফলে তাঁহাদের বিনিয়োগের ইচ্ছা হ্রাস পায়।

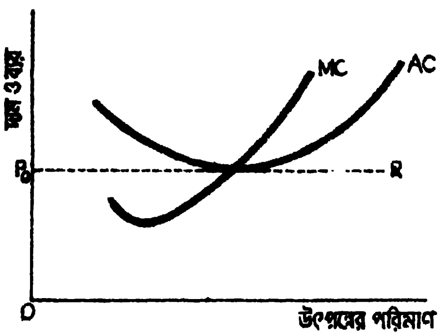
ইহা ব্যতীত কিছু কিছু দেশে উদ্বৃত্ত মুনাফা কর (excess profit tax অথবা surtax) স্থাপন করা হয়। যদি মুনাফার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে এই ধরনের কর প্রদেয়। সুতরাং এই ধরনের করকে দক্ষতার উপর জরিমানা (penalty on efficiency) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা হ্রাস পাইতে বাধ্য।

যে সকল কোম্পানী একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহারা করপ্রদানের ব্যাপারে একটি সুবিধা ভোগ করে। একটি দ্রব্য উৎপাদনের ফলে যদি ইহার লোকসান হয় তাহা হইলে অন্য একটি দ্রব্য হইতে উদ্ভূত মুনাফা হইতে এই লোকসানের পরিমাণ বাদ দিয়া ইহা মুনাফার হিসাবনিকাশ করিতে পারে। ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। একমাত্র এই ব্যবস্থা চালু থাকিলে একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান নূতন একটি দ্রব্য বা দ্রব্যাদি উৎপাদনে উৎসাহিত হইবে।

একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর কর-ব্যবস্থার ফলাফল আংশিকভাবে বাজারের কাঠামোর উপরও নির্ভর করে। আমরা জানি যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের পক্ষে দীর্ঘকালে কোন অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় না। ইহা শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হয়। এই স্বাভাবিক মুনাফার উপর যদি কর স্থাপন করা হয় তাহা হইলে এই প্রান্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (the marginal firm) পক্ষে শিল্পে টিকিয়া থাকা মুস্কিল হইবে। অপরদিকে যদি বাজারে একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে একটি সমানুপাতিক কর স্থাপন করা হইলে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক লাভজনক দাম ও উৎপন্নের সমন্বয় অব্যাহত থাকিবে। পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে উৎপন্নের পরিমাণ ও উল্লম্ব অক্ষে দাম ও ব্যয়ের পরিমাপ করা হইয়াছে। *AC* ও *MC* হইল এই প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। ফার্মটিকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিতে হইলে যে স্বাভাবিক মুনাফার প্রয়োজন এই রেখাদ্বয়ের মধ্যে উহাকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় যদি বাজার দাম *OPo* অপেক্ষা

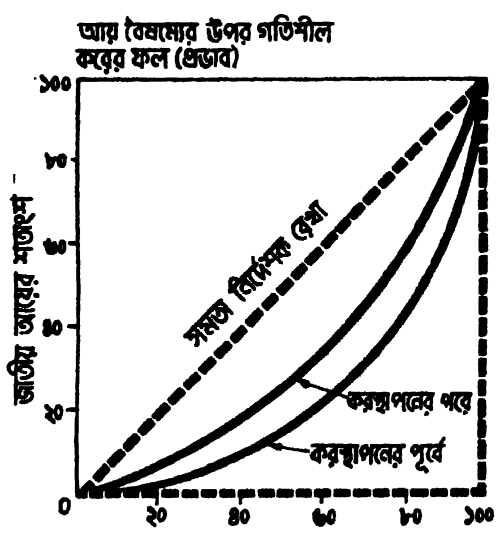
অধিক হয় তাহা হইলে ফার্মটির পক্ষে উহার অতিরিক্ত মুনাফা হইতে একটি সমানুপাতিক করপ্রদান করা সম্ভব হইবে। যদি বাজার দাম *OPo* হয় তাহা হইলে ফার্মটিকে প্রান্তিক ফার্মের পর্যায়ে পড়িবে এবং ইহার পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন কার্য চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে কোন কর-প্রদান করিতে না হয়। অপরদিকে একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের পক্ষে সর্বদা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় বলিয়া করপ্রদান করিয়াও শিল্পে টিকিয়া থাকা সম্ভব। এ সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, (৩য় খণ্ড)। অবশ্য এই অবস্থায় নূতন নূতন ক্ষেত্রে অর্থ-বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।




রেখাচিত্র ৪১.২ : একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর করের প্রভাব

**কর-ব্যবস্থা ও অসমতা ( Taxation and Inequality )**

গতিশীল কর-ব্যবস্থার সপক্ষে একটি যুক্তি হইল এই যে ইহার মাধ্যমে আয়-বৈষম্য হ্রাস করা যায়। বস্তুত এই ধরনের করের মধ্যে কর-প্রদানের পরবর্তী স্তরের আয় হ্রাস করার প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথম লোরেঞ্জ রেখাটির দ্বারা কর প্রদানের পূর্বে আয়-বৈষম্য দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় রেখাটির দ্বারা কর-স্থাপনের পরবর্তী স্তরে আয়-বণ্টনের প্রকৃতি দেখান হইয়াছে। বস্তুত গতিশীল কর-ব্যবস্থা লোরেঞ্জ রেখাকে ৪৫ মাত্রার সমতা-নির্দেশক রেখাটির নিকট সরাইয়া দিয়াছে এবং অসমতার ক্ষেত্রকে হ্রাস করিয়াছে।




রেখাচিত্র ৪১.৩ : গতিশীল আয়কর ও লোরেঞ্জ রেখা

## ৪১.১৩ ফিস্‌ক্যাল নীতি ( FISCAL POLICY )

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখিয়াছি কিভাবে মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের আচরণ দ্বারা জাতীয় আয় ও মোট নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আরও দেখিয়াছি যে দেশের মোট ব্যয়ের বেসরকারী অংশ দুইটি—ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ—প্রতি বৎসরই অল্পবিস্তর উঠানামা করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বাণিজ্যচক্র অতীতে কত অপচয়মূলক ও বেদনাদায়ক হইয়াছে।

**মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার দুইটি ব্যাধি :** বর্তমানে যে-কোন মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহা দুইটি রোগ হইতে ভুগিতেছে : মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যা। কেইন্‌সের মতে, পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা না আসিলে মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বর্তমানে কেইন্‌সের এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে।

**বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি :** আজিকার দিনে অর্থ-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান সমস্যা হইল বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি ( Stagflation )—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যার সহাবস্থান। সমস্যাটির গুরুত্বের জন্য সমাধানের প্রচেষ্টারও অন্ত নাই। যেহেতু মাত্র অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা ( monetary measures ) এই সমস্যার সমাধানে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না সেইহেতু ফিস্‌ক্যাল সরকারের আয়-ব্যয়সংক্রান্ত ব্যবস্থা ( fiscal measures ) প্রয়োগ করা একান্ত অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অধ্যাপক জ্যান্ টিন্‌বারজেন ( Jan Tinbergen ) প্রভৃতির মতে বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের দ্বৈত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে একই সংগে দুইটি অস্ত্রের প্রয়োগ প্রয়োজন। অর্থাৎ, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারসমস্যার ঠিকমত মোকাবিলা করিতে হইলে অর্থ-সংক্রান্ত নীতি ও ফিসক্যাল নীতিকে একযোগে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। ফিসক্যাল নীতি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই সামান্য আলোচনা করিয়াছি। এখন এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। আলোচনা ক্লাসিক্যাল ফিসক্যাল নীতি হইতেই সুরু করা যাইতে পারে।

**ক্ল্যাসিক্যাল ফিসক্যাল নীতি ( The Classical Fiscal Policy ) :** অ্যাডাম স্মিথই প্রথম সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনিই প্রথম একটি আদর্শ কর-ব্যবস্থার নীতি লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহার তত্ত্বই পরে রিকার্ডো ও মিল সংশোধিত আকারে উপস্থাপিত করেন। ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

১. সরকারী বাজেটকে প্রতি বৎসরই সুষম (balanced) হইতে হইবে এবং সরকারী আয় ও ব্যয় খুবই নিম্নস্তরে থাকিবে। একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলে ব্যয় বৃদ্ধি ও করের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা অনুচিত।

২. সরকারী ঋণ আমাদের সন্তানসন্ততি ও বংশধরদের উপর একটি বোঝামাত্র। সকল প্রকার ঋণই অকাম্য। সরকারী ঋণ আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক উভয়ভাবেই মন্দ।

৩. যাহা একজন ব্যক্তি বা পরিবার সম্পর্কে সত্য তাহা দেশের সরকার সম্পর্কেও সমভাবে সত্য। যদি কোন পরিবারের ব্যয় দেশের সম্মিলিত আয় অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে এই পরিবার দেউলিয়া হইয়া যায় এবং দৈন্যদশার সূচনা ঘটে। সরকারও এই নিয়মের বাহিরে নহে।

৪. পরিশেষে অ্যাডাম স্মিথের সহিত একমত হইয়া ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন যে সুষ্ঠু কর-ব্যবস্থা হইল তাহাই যাহা দেশের সুসময়ে ও দুঃসময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের সহায়ক।

**ক। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল নীতি ( Short Run and Long Run Fiscal Policy )**

ফিস্‌ক্যাল নীতি বলিতে আমরা সাধারণত কর ও সরকারী ব্যয়ের সেই রূপদানকেই বুঝি যাহা দ্বারা বাণিজ্যচক্র প্রশমিত হয় এবং যাহা অর্থ-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণশীল করিয়া এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন হইতে মুক্তি দিয়া পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছাইতে সহায়তা করে।[১]

ধরা যাউক বিশেষ বছরে কোন এক অর্থ-ব্যবস্থায় মুদ্রাসংকোচ ও বেকারসমস্যার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এবং বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ এতই অল্প যে দেশে পর্যাপ্ত নিয়োগ সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। এমত অবস্থায় কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ?

ইহা সহজেই অনুমেয় যে কেন্দ্রীয়-ব্যাংক সম্প্রসারণশীল অর্থসংক্রান্ত নীতির ব্যবহার করিয়া বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে প্রচেষ্টা করিবে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি ও কার্যকলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। সেজন্য প্রয়োজন হইল ইহার সহিত

১. "By a positive fiscal policy we mean the process of shaping *taxation* and *public expenditure* in order (a) to help dampen down the swings of the business cycle, and (b) to contribute toward the maintenance of a growing, high employment economy free from excess demand inflation or deflation." Samuelson

ফিসক্যাল নীতি একযোগে প্রয়োগ করায়। কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সরকারী ব্যয়ের স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থ-ব্যবস্থা পুনরায় পূর্ণনিয়োগাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা দেখা দেয় তখন বিপরীত ধরনের ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করা কাম্য। এক্ষেত্রে প্রয়োজন টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিয়া ব্যয়বৃদ্ধি রোধ করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবশ্য নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট হইবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে বলিয়া সরকারকে করের পরিমাণ ( হার ) বৃদ্ধি ও ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া মোট ব্যয় কমাইতে হইবে যাহাতে অর্থ-ব্যবস্থার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে—অর্থাৎ, অর্থ-ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি ব্যতিরেকে পূর্ণ-নিয়োগ অবস্থায় পুনরায় ফিরিয়া যাইতে পারে।

সংক্ষেপে বলা যায়, সরকারের বাজেটসংক্রান্ত বা ফিস্‌ক্যাল নীতি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত নীতির সহিত মিলিত হইয়া একযোগে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যদ্বয়ে—অর্থ-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণশীল করা এবং বাণিজ্যচক্রজনিত মুদ্রাস্ফীতির দমন—পৌঁছানো সম্ভব।

**স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব ( Automatic Stabilizers )**

ফিসক্যাল নীতি অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনিতে সাহায্য করে যদি অবশ্য সরকারী নীতি প্রয়োগকারী আমলাতন্ত্র ( bureaucracy ) অর্থ-ব্যবস্থার গতি ঠিকমত লক্ষ্য করেন, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী অনুমান করিতে পারেন এবং সম্মিলিতভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ধরনের স্বেচ্ছাধীন ফিসক্যাল নীতি দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থার স্বাস্থ্য ফিরাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গল্পের শেষ এখানেই নহে।

আধুনিক ফিসক্যাল ব্যবস্থার কতকগুলি অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে যাহারা কার্যকর হইয়া আপনা হইতেই অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনয়ন করে। এই রহস্যময় স্থায়িত্ব আনয়নকারী বিষয়সমূহ কি কি ? এগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

**১. আপনা হইতেই কর রাজস্বের পরিবর্তন ( Automatic Variation in Tax Revenue ) :** আমরা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি যে সরকারের কর-রাজস্ব নির্ভর করে ব্যক্তিগত ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর। অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে গতিশীল করের তাৎপর্য কি ?

তাৎপর্য হইল, যখনই জাতীয় আয় হ্রাস পাইতে থাকে ( কর-হার অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও ) তখন সরকারের কর-রাজস্বও হ্রাস পাইতে সুরু করে। সুতরাং কর-ব্যবস্থা অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত স্থায়িত্ব আনয়নকারী অন্যতম যন্ত্র।

**কর-ব্যবস্থার স্থায়িত্বের প্রশ্ন :** শতাব্দী পূর্বে অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে কর-রাজস্বের স্থায়িত্ব দেশের পক্ষে ভাল। এই কারণেই তাঁহারা জাতীয় আয়ের সহিত তাল রাখিয়া কর-রাজস্বের হ্রাসবৃদ্ধিকে কখনই ভাল চোখে দেখেন নাই, অথবা মানিয়া লন নাই। [ এ-সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের কর-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নীতি ( canon of stability ) স্মরণ করা যাইতে পারে। ]

বর্তমান দিনে কিন্তু অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদই ইহার বিপরীত ধারণাই পোষণ করেন। ইঁহাদের মতে, বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতিকে প্রশমিত করিতে হইলে বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকা কাম্য। এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টির দুইটি পদ্ধতি আছে : (ক) সরকারী ব্যয়হ্রাস, অথবা (খ) কর-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার মোকাবিলার ব্যাপারে দুইটি পথ খোলা আছে : (ক) সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি, অথবা (খ) কর-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস। বর্তমান কর-ব্যবস্থায় এই পদ্ধতি যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থায়িত্ব আনয়নকারী তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার দরুনই দেখা যায় যে মুদ্রাস্ফীতির সময় কর-রাজস্ব বৃদ্ধি ও মন্দার সময় হ্রাস পায়। ইহা অর্থ-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব আনয়নে ও বাণিজ্যচক্রের প্রশমনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

**২. বেকার-ভাতা ও অন্যান্য হস্তান্তর-ব্যয় ( Unemployment Benefit and Other Transfer Expenditures) :** পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখনই বেকারাবস্থার উদ্ভব হয় তখনই

বেকার-ভাতা (বা ক্ষতিপূরণ) দেওয়া হয়। যখনই আবার বেকারগণ পুনরায় কর্মে যোগদান করে তখন তাহাদের বেকার-ভাতা দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। যখন দেশে নিয়োগের স্তর খুবই উচ্চ তখন কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া জমা রাখা হয়। নিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে এই কর আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতির সময় বেকার-ভাতা দেওয়ার জন্য সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহা ব্যয়বৃদ্ধির দ্রুতগতিকে কিছুটা রোধ করে। বিপরীত দিক দিয়া যখন নিয়োগহীনতার সময় আসে তখন এই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া বেকারদের ভোগব্যয় বজায় রাখিতে সাহায্য করা হয়। সুতরাং আয় যতটা হ্রাস পায় ভোগব্যয় এবং মোট চাহিদার পরিমাণ ততটা হ্রাস পায় না।

**৩. উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও পরিবারের সঞ্চয় ( Savings of Firms and Families ) :** সুনাম বজায় রাখার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণে হউক বহু প্রতিষ্ঠানের প্রথা হইল একই হারে ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ বণ্টন করা যদিও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বল্পকালে তাহাদের মোট মুনাফার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এক্ষেত্রে তাহাদের আয়ের বা মুনাফার যে অংশ ডিভিডেণ্ট হিসাবে বণ্টন না করিয়া পুনরায় বিনিয়োগের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা স্থায়িত্ব-আনয়নকারী-ব্যবস্থা হিসাবে কার্য করে। অনুরূপভাবে বলা যায়, স্বল্পকালীন অবস্থায় আয়ের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেও পরিবারের ভোগব্যয় ও জীবনধারণের মান বজায় রাখিবারই প্রচেষ্টা করা হয়। আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও পরিবারের ভোগব্যয় যতক্ষণ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে এবং জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা করা হয় অথবা জীবনযাত্রার মান খুবই ধীরে ধীরে উন্নত হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থ-ব্যবস্থায় স্থায়িত্বই পরিলক্ষিত হয়।

**স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব আনয়নকারী বিষয়সমূহের সীমাবদ্ধতা ( Limitations of Automatic Stabilizers )**

উল্লিখিত স্থায়িত্ব আনয়নকারী ব্যবস্থাসমূহের একটি সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে—ইহাদের কোনটিই কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব আনয়ন করার ব্যাপারে পর্যাপ্ত নহে। যে-কোন অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্ধিত জাতীয় আয়ের একাংশ কাড়িয়া লওয়ার যে অন্তর্নিহিত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাহার তাৎপর্য হইল গুণকের কার্যকারিতা হ্রাস। টাকাপ্রতি যত বিনিয়োগ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইবে জাতীয় আয় ও নিয়োগের উপর উহার অস্থায়িত্ব অপসারণকারী প্রভাব ততই অধিক হইবে কিন্তু অস্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে দূর হইবে না।

**স্বেচ্ছাধীন নীতির প্রয়োজনীয়তা :** সংক্ষেপে বলা যায়, স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব আনয়নকারী ব্যবস্থা অর্থ-ব্যবস্থার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুটা কমাইতে পারে মাত্র—কখনই সম্পূর্ণভাবে স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে পারে না। ইহার জন্যই প্রয়োজন হয় স্বেচ্ছাধীন ফিস্‌ক্যাল ও অর্থসংক্রান্ত নীতির প্রয়োগ। অর্থাৎ, সরকারকে অর্থের যোগান, কর ও ব্যয়সংক্রান্ত বিষয়ে সরাসরিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

**স্বেচ্ছাধীন ফিস্‌ক্যাল নীতি ( Discretiona · Fiscal Policy ) :** স্বেচ্ছাধীন ফিস্‌ক্যাল নীতির অস্ত্র হইল তিনটি :

(১) জনকল্যাণমূলক ও অন্যান্য কার্যকলাপের পরিবর্তন ;

(২) হস্তান্তর ব্যয়-ব্যবস্থার ( programmes ) পরিবর্তন ; এবং

(৩) বাণিজ্যচক্রের সহিত তাল রাখিয়া কর হারের হ্রাসবৃদ্ধি।

**১। জনসাধারণের কার্যাদি :** জনসাধারণের কার্যাদি ( public works ) বা জনকল্যাণমূলক কার্যাদিতে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া সরকার মোট ব্যয় বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহার ফলে নিয়োগ ও আয় সম্প্রসারিত হয়। রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যানবাহন প্রভৃতিতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা হইলে লোকের আয় বাড়িবে। ইহারা আবার ভোগব্যয় করিবে। ফলে আবার ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয়কারীদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে সরকারী বিনিয়োগ যত হইবে তাহা অপেক্ষা অধিকগুণ আয় বৃদ্ধি হইবে। ইতিপূর্বেই গুণকতত্ত্বে ( The Multiplier Theory ) জাতীয় আয়ের

উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িয়া গেলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়িয়া যাইতে পারে। ফলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল কার্যাদির ফল পাইতে সময় লাগে। আজ কোন প্রকল্প গ্রহণ করিলে কালই ইহার ফল পাওয়া যাইবে না। আবার বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন ফল পাওয়া যায় তখন অর্থ-ব্যবস্থার সমস্যাগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সকল প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে সময়ের কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এখন বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ঘাটতি বাজেট ( deficit budget ) নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ, সরকারকে রাজস্ব-আয় অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ঋণ করিয়া বা নূতন টাকাকড়ি সৃষ্টি করিয়া বাজেট ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। সুতরাং বৎসরের পর বৎসর বাজেটে রাজস্ব-আয় ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলা সমীচীন এই চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন একান্তভাবে প্রয়োজন। যখন লোকের ভোগব্যয় ও বেসরকারী বিনিয়োগ অপ্রচুর হইয়া পড়ে, যখন ব্যবসায়ে মন্দাবস্থা দেখা দেয় তখন লোকের বেকারত্ব ও দুঃখদুর্দশা বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় সরকারকে স্বেচ্ছায় ঘাটতি বাজেট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা বেকারত্বের অবসান করা সম্ভব হইবে না—সরকারকেই সক্রিয়ভাবে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অপরদিকে যখন অতিরিক্ত বিনিয়োগের দরুন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তখন সরকারকে উদ্বৃত্ত বাজেট ( surplus budget ) নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

সরকারী বিনিয়োগের কতকগুলি সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা হয়। (ক) সরকার যে-সকল পরিকল্পনায় ( projects ) বিনিয়োগ করে তাহা হয়ত বেসরকারী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। সুতরাং বেসরকারী বিনিয়োগের সহিত যাহাতে প্রতিযোগিতা দেখা না দেয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। (খ) সরকারী পরিকল্পনা সময়মত কার্যকর করায় বিলম্ব হইতে পারে। এখানে বলা হয় পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে এই ত্রুটি অপসারণ করা সম্ভব। (গ) বলা হয় সরকারী কাজকর্ম প্রসারিত হওয়ার ফলে পরোক্ষভাবে বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পাইবে। কারণ, সরকারী চাহিদার ফলে মালমসলা ও শ্রমের বাজার দাম বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু মন্দাবাজারে এইরূপ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী নাই। (ঘ) অধিক মাত্রায় সরকারী বিনিয়োগ হইতে থাকিলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। (ঙ) সরকারী বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীগণ আর্থিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইতে পারেন ; ফলে বেসরকারী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হইতে পারে।

২. **জনকল্যাণমূলক ব্যয় ( Welfare Expenditures ) :** ইহা ছাড়া সরকারের পক্ষে বহুপ্রকারের স্বেচ্ছাধীন হস্তান্তর ব্যয়মূলক কার্যকলাপ সম্পাদন করা সম্ভব যাহার ফলে অর্থ-ব্যবস্থায় অতিরিক্ত স্থায়িত্ব আনয়ন করা যায়। যেমন, মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারীদের যে পেনশন দেয় তাহা সাময়িকভাবে মুলতবি রাখিতে পারে এবং মন্দার সময় সরকার এই পেনশনের টাকা তাড়াতাড়ি করিয়া বণ্টন করিতে পারে যাহাতে লোকে আরও বেশী ব্যয় করিতে পারে।

৩. **কর-হারে পরিবর্তন ( Changes in Tax Rates ) :** যদি মনে করা হয় যে মন্দাবস্থা বেশীদিন থাকিবে না তাহা হইলে সাময়িকভাবে আয়-করের হার হ্রাস করিয়া ব্যয়যোগ্য আয়ের হ্রাসকে রোধ করা যাইতে পারে, এবং এই হ্রাস পুঞ্জীভূত হইতে থাকিলে তাহার গতিরোধ করা যাইতে পারে।

**কর-হারের পরিবর্তন দ্বারা ব্যয়াধিক্য ঝোঁক ও অর্থ-ব্যবস্থার দীর্ঘকালীন মন্থরতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে।**

অবশ্য জনসাধারণ যদি মনে করে যে করের হার পরিবর্তন সাময়িক মাত্র, এবং ইহা তাহাদের স্থায়ী আয়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে না, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ভোগ-ব্যয়ও বিশেষ হ্রাস করিবে না।

এক কথায় বলা যায়, কর-হার বৃদ্ধি করিলে ব্যয়যোগ্য আয় ( disposable income ) হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে ভোগ-ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং গুণকের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও নিয়োগ হ্রাস পাইবে। অপরদিকে আবার সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে $C+I+G$ তালিকা ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইবে এবং গুণকের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে।

উভয়ের সম্মিলিত ফল কি হইবে বলা কঠিন, কারণ ব্যয়প্রভাব সম্প্রসারণমুখী কিন্তু করপ্রভাব সংকোচনমুখী। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করে ব্যয়ের প্রকৃতি ও কর-ব্যবস্থার বা কাঠামোর উপর। কোন কোন কর—যেমন আয়-কর ও সম্পদ-কর হইল সংকোচনমুখী, আবার কোন কোন কর—যেমন উৎপাদনশুল্ক বা বিক্রয়-কর হইল মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিকারী। এ-সম্পর্কে পূর্ব হইতে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। যখন সরকারী ব্যয় ও করের পরিমাণ একই হারে বৃদ্ধি পায় তখন সরকারী বাজেটকে সুষম ( balanced ) বলা হয়। ইহা অর্থ-ব্যবস্থার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করে না বলিয়াই অনুমান করা হয়। এ-সম্পর্কে গাণিতিক পরিশিষ্টে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ( সুষম বাজেট গুণক অংশ দেখ )।

## ৪১.১৪ সরকারী ঋণ ( PUBLIC DEBT )

**সরকারী ঋণ ( Public Debt ) :** আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে যেরূপ ব্যক্তিকে ঋণ করিতে হয়, সেইরূপ সরকারকেও আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য পূরণ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। সরকারী ঋণ বলিতে সরকার দেশের নাগরিক, অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বৈদেশিক সংস্থাগুলি হইতে যে অর্থ লগ্নী করে তাহার যোগফলকেই বুঝায়। সরকারী স্বল্পকালীন ঋণ বা রাজস্ব বিল ( Treasury Bills ) সহ সরকারী ঋণপত্রই ( securities ) হইল জাতীয় ঋণের বৃহদংশ। কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ ও সরকারী বা রাষ্ট্রীয় ঋণের মধ্যে নিম্নলিখিত মূল পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয় :

(১) সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। যেহেতু রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেইহেতুই তাহার প্রতিনিধি হিসাবে ইচ্ছা করিলে সরকার নাগরিকদিগকে ঋণ দিতে বাধ্য করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ( private organisation ) ঋণদাতা ইচ্ছুক বা রাজী না হইলে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না।

(২) সরকারী ঋণ চিরস্থায়ী হইতে পারে। অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধের কোন নির্দিষ্ট সময় নাও থাকিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের সকল ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে।

(৩) সরকার নিজ নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারে। এইজন্য ইহাকে আভ্যন্তরীণ ( internal ) ঋণ বলা হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত ঋণ এইরূপ আভ্যন্তরীণ হইতে পারে না।

(৪) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া ( bankrupt ) হইয়া যায় ; কিন্তু সরকার কখনও দেউলিয়া হয় না, যদিও কখনও কখনও সরকার তাহার ঋণ অস্বীকার করিয়া থাকে ( repudiates )।

(৫) ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সরকার কর ইত্যাদির সাহায্যে নাগরিকদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করিতে পারে। অথবা, আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাগজী নোট ছাপাইয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির পক্ষে এই সকল উপায় গ্রহণ করা অসম্ভব।

(৬) সর্বোপরি সরকারী ঋণ দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তিগত ঋণের এইরূপ কোন ব্যাপক প্রভাব নাই।

**সরকারী ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল ( Economic Effects of Public Debt ) :** সরকারী ঋণ অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এখানে

সংক্ষেপে এই সকল প্রভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হইল। প্রথমত, সরকারী ঋণের ফলে দেশের টাকাকড়ির যোগান বাড়িয়া যাইতে পারে। যেক্ষেত্রে সরকার ব্যাংক-ব্যবস্থার নিকট হইতে ঋণ করে সেক্ষেত্রে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঋণের ফলে ব্যাংকগুলির হাতে সরকারী ঋণপত্র ( government securities ) জমা পড়ে এবং ঐ ঋণপত্রের পরিবর্তে ব্যাংকগুলি সরকারের নামে আমানত ( deposit ) সৃষ্টি করে। সরকার আবার যখন ঐ আমানত হইতে ব্যয় করিতে থাকে তখন লোকের হাতে টাকাকড়ি চলিয়া যায় এবং ব্যাংকে উহাদের নামে চলতি আমানতের সৃষ্টি হয়। এইভাবে লোকের হাতে টাকাকড়ি বাড়িয়া যায় এবং ব্যাংকের হাতে অতিরিক্ত "রিজার্ভ" ( reserve ) আসিবার ফলে ব্যাংক কর্তৃক ঋণপ্রদানের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। অবশ্য যেক্ষেত্রে সরকার লোকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে টাকাকড়ি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, সরকারী ঋণের দরুন টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া গেলে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, সরকার অতিরিক্ত টাকাকড়ি ব্যয় করিতে থাকিলে স্বাভাবিকভাবেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। অবশ্য দেশে বেকারত্ব থাকিলে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে নিয়োগ, জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, মূল্যবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু পূর্ণনিয়োগাবস্থায় টাকাকড়ি অধিক পরিমাণে ব্যয় হইতে থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ ও প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-বণ্টনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সরকার ঋণ হইতে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়া থাকে। ইহার ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে সম্পদ যেভাবে ব্যবহৃত বা নিয়োজিত হইত তাহা হইতে ভিন্নভাবে ঐ সম্পদ বিনিয়োজিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে দেশের কল্যাণ হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করে সরকার অর্থ কিভাবে ব্যয় করে তাহার উপর।

চতুর্থত, দেশের বণ্টন-ব্যবস্থার উপরও সরকারী ব্যয়ের প্রভাব পড়ে। সাধারণত সরকারী ঋণপত্র বিত্তশালী ব্যক্তিরাই ক্রয় করিয়া থাকে। সরকার যখন ঐ ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদানের জন্য লোকের নিকট করের মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করে তখন ধনী ও দরিদ্র—উভয় শ্রেণীকেই অর্থ প্রদান করিতে হয়। সুতরাং ঋণের ফলে দরিদ্রের নিকট হইতে ধনীর হাতে অর্থ হস্তান্তরিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশ্য সরকারী ঋণ যদি দরিদ্রশ্রেণীর উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে ঐ বৈষম্যের সৃষ্টি হয় না।

পঞ্চমত, বলা হয় যে সরকারের ঋণসংক্রান্ত কার্যকলাপের ফলে সুদের হারে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যখন সরকার টাকাকড়ির বাজারে অতিরিক্ত অর্থের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এই বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের আওতায় অর্থনৈতিক কার্যাবলী শিথিল হয়। অবশ্য টাকাকড়ির বাজার কিভাবে ও কতটা প্রভাবান্বিত হইবে তাহা নির্ভর করে সরকার কিভাবে ঋণসংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা করে।

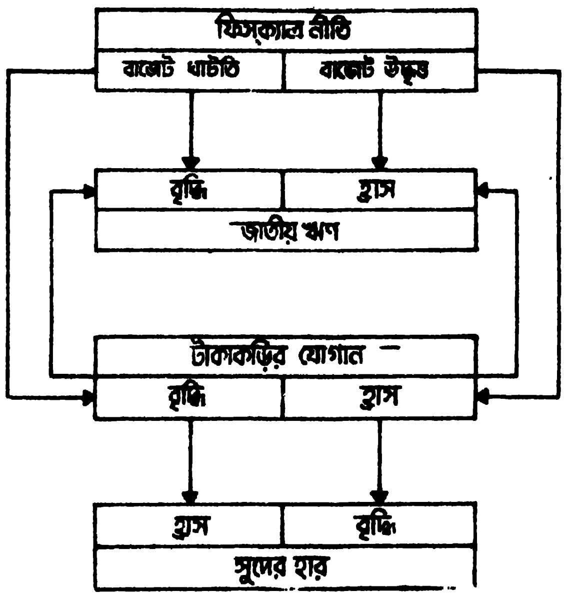
## সরকারী ঋণনীতি, অর্থসংক্রান্ত নীতি ও ফিসক্যাল নীতির মধ্যে সম্পর্ক ( Relation among Debt Policy Monetary Policy and Fiscal Policy )

যখন সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন উহার উপর সুদ প্রদানের জন্য সরকারকে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং দেশের ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারী ঋণনীতি হইল ইহার ফিস্ক্যাল নীতির পরিপূরক।

অবশ্য কখনও কখনও দেশে অর্থের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির জন্যও সরকারী ঋণের গঠনের ( composition ) পরিবর্তনসাধন করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কম সংখ্যক রাজস্ব বিল ( treasury bills ) ছাড়া হয় এবং ইহার বদলে অধিক সংখ্যক দীর্ঘকালীন বণ্ড ছাড়া হয় তাহা হইলে দেশে নগদ টাকা বা সম্পদের ( liquid assets ) পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এই ধরনের কার্যকলাপ সাধারণত সরকারের অর্থসংক্রান্ত নীতির একটি অংশ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সরকারী ঋণ নীতি ইহার ফিস্‌ক্যাল নীতি ও অর্থসংক্রান্ত নীতির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে। সরকারের ফিসক্যাল নীতি, অর্থসংক্রান্ত নীতি এবং ফিস্‌ক্যাল নীতির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাহাকে অতি সহজভাবে নিম্নের রেখাচিত্রটির মাধ্যমে দেখান যাইতে পারে।

সরকারী বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলে তাহাকে নানাভাবে মিটান যাইতে পারে এবং একই সংগে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই ঘাটতি যদি ঋণ করিয়া মিটান হয় তাহা হইলে জাতীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে যদি নোট ছাপাইয়া ঘাটতি পূরণ করা হয় তাহা হইলে সরকারী ঋণ মোটেই বৃদ্ধি পাইবে না। কারণ এক্ষেত্রে সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে বা বাজার হইতে অর্থ লগ্নী না করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে অর্থ লগ্নী করে।




রেখাচিত্র ৪১.৪ : ফিস্‌ক্যাল নীতি, অর্থসংক্রান্ত নীতি ও সরকারী ঋণের মধ্যে সম্পর্ক

অপরদিকে বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে সরকার টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিতে পারে এবং ইহার ঋণের এক অংশ পরিশোধ করিতে পারে। উভয় ব্যবস্থা একই সংগে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য অর্থের যোগান পরিবর্তন সর্বদাই সমস্যাবিজড়িত। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে যখন অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের নিকটবর্তী অবস্থায় বিরাজ করে তখন অর্থের যোগান বৃদ্ধি করিলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। আবার অর্থের যোগান বৃদ্ধি করিলে সুদের হার হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ ( এবং মোট ব্যয় $C+I+G$ ) ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার বৃদ্ধি পায়। অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থার সহিত জড়িত আছে নগদপছন্দের ধারণা। টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলে এবং সুদের হার হ্রাস পাইলে লোকে বেশী নগদ টাকা লুকাইয়া রাখিবে, দেশের বর্তমান উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ব্যয় করিবে না।[১]

অবশ্য যখন সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজারের কাজকর্মের মাধ্যমে বণ্ড বা ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ইহার ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিতে থাকে তখন সরকারী ঋণ ও অর্থের যোগানের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাহা উপরের রেখাচিত্র দ্বারা দেখান যায় না। এমত অবস্থায় ব্যাংকের ঋণযোগ্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সরকার যদি এই ঋণপত্রগুলি নোট ছাপাইয়া ক্রয় করিত তাহা হইলে একই ফল প্রদর্শিত হইত। বিপরীতভাবে বলা যায় যে সরকার যদি অতিরিক্ত ঋণপত্র বিক্রয় করিত তাহা হইলে সরকারের নিকট দেশের মোট অর্থের একটি পরিমাণ হস্তান্তরিত হইত। কেইন্‌সের সুদ তত্ত্ব হইতে

১. "Changes in the supply of money may well affect liquidity 'hoards' rather than expenditure on current output" L. Hey

আমরা জানি যে অধিক সংখ্যায় বণ্ড বিক্রয় করা হইলে বণ্ডের বাজার দাম হ্রাস পাইবে—অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে। সরকার পুনরায় বণ্ড ক্রয় করিয়া লইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রদর্শিত হইবে।

## ৪১.১৫ সরকারী ঋণের ভার ( BURDEN OF PUBLIC DEBT )

### যে মূলধন আমরা ছাড়িয়া যাই ( The Capital We Leave )

অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, যে মূল উপায়ে বর্তমান পুরুষ তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর ভার সৃষ্টি করে তাহা হইল দেশের বর্তমান মূলধনের ক্রমাগত ব্যবহার দ্বারা উহাকে নিঃশেষিত করিয়া অথবা দেশের মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহার পূরণ না করিয়া অথবা মূলধনের বৃদ্ধি না ঘটাইয়া।[১]

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়া এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে : যখন দেশে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা বিদ্যমান থাকে তখন যদি সরকার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ইহাকে যদি সরকারী মূলধন গঠনের কার্যে না ব্যবহার করা হয় এবং এই ঋণগ্রহণের ফলে যে কোন কারণে ( যেমন সরকারী নীতির ফলে অথবা মুদ্রাস্ফীতির ফলে ) যদি বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ পুরুষের উপর ভার সৃষ্টি হইবে। ইহার কারণ ভবিষ্যৎ মূলধন ও উৎপন্নের পরিমাণ যাহা হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা কম হইবে।

### মূলধন স্থানান্তর ( Displacement of Capital )

বস্তুত বৃহদাকারের সরকারী ঋণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল এই যে ইহা জাতির মোট সম্পদ হইতে মূলধনকে সরাইয়া দেয়। কি করিয়া এইরূপ ঘটে তাহা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

আমরা জানি যে জনগণ ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বহু কারণে সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অর্থের কিছু অংশ ব্যাংকে রাখা হয়। বাকী অংশটি দ্বারা সরকারী বণ্ড, কোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। যাঁহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যধিক হয় তাঁহারা জমি, বাড়ী, ইত্যাদি ক্রয় করেন। ব্যাপকভাবে দেখিলে বেসরকারী সম্পদকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয় : (ক) সরকারী ঋণ ( government debt ) এবং (খ) সেই সকল সম্পদগুলি যেগুলি অবশেষে বেসকারী জমি ও মূলধন ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানায় রূপান্তরিত হয়।

আলোচনার সুবিধার জন্য ধরা যাউক লোকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ( উদাহরণস্বরূপ ১০০০ একক ) ধরিয়া রাখিতে চায়। সুতরাং যদি সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জনগণের অন্যান্য সম্পদের মালিকানা হ্রাস পাইবে। এখানে অন্যান্য সম্পদ বলিতে ব্যক্তিগত মূলধন ও অন্যান্য সম্পত্তিকেই বুঝান হইয়াছে। সুতরাং সরকারী ঋণের পরিমাণ যদি ১০০ একক বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থায় বেসরকারী সম্পদ ও মূলধনের মজুত সমপরিমাণ ( অর্থাৎ ১০০ একক ) হ্রাস পাইবে। সুতরাং সরকারী ঋণ বেসরকারী মূলধনকে আংশিকভাবে গ্রাস করিবে।

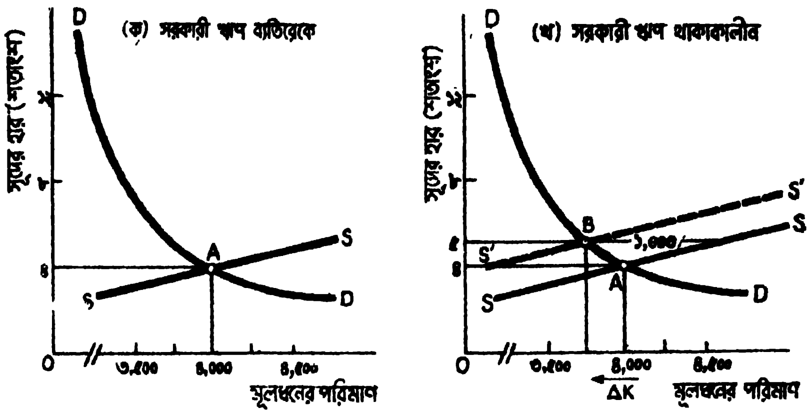
অবশ্য ১০০ একক সরকারী ঋণের ফলে বেসরকারী মূলধনের পরিমাণ ঠিক ১০০ এককই যে হ্রাস পাইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুত, সরকারী ঋণ আংশিকভাবে বেসরকারী মূলধনকে গ্রাস করে সম্পূর্ণভাবে নহে। সরকারী ঋণ বেসরকারী মূলধনকে কতটা সরাইয়া দিবে তাহা মূলত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (ক) উৎপাদনের শর্তাবলী এবং (খ) পরিবারগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের আচরণ।[২]

---

১. "The main way that one generation can put a burden on a later generation is by currently using up the nation's stock of capital goods, or by failing to add the usual investment increment to the stock of capital." Samuelson

২. "Perhaps the most serious consequence of a large public debt arises because it displaces capital from the nation's stock of wealth..... we thus say that *private capital may be displaced by government debt* ...The exact amount of displacement will depend on the conditions of production and on the savings behaviour of households." P. A. Samuelson and W. D. Northaus : *Ibid*

ঠিক কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘকালে মূলধন হ্রাস পায় নিম্নের রেখাচিত্রে তাহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৪১.৩ রেখাচিত্রের (ক) অংশে সুদের হার অথবা মূলধনের প্রতিদানের অপেক্ষক হিসাবে মূলধনের যোগান ও চাহিদাকে দেখান হইয়াছে। সুদের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনের চাহিদা হ্রাস পায়। অপরদিকে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে পরিবারগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রেখাচিত্রে মূলধনের ভারসাম্য পরিমাণ হইল ৪০০০ একক এবং এই স্তরে সুদের ভারসাম্য হার হইল ৪ শতাংশ।




রেখাচিত্র ৪১.৩ : মূলধনের উপর সরকারী ঋণের ফলাফল

এখন অনুমান করা যাইতে পারে যে যুদ্ধ, মন্দা অথবা কর-হার হ্রাসের ফলে সরকারী ঋণের পরিমাণ শূন্য হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০০০ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৪১.৩ রেখাচিত্রের (খ) অংশে ইহার ফলাফল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মূলধনের যোগান রেখা *SS* হইতে বাঁদিক সরিয়া *S'S'* হইয়া দাঁড়ায়। দুইটি রেখার মধ্যে ব্যবধান হইল ১০০০ যাহা সরকারী ঋণ বৃদ্ধিরই নির্দেশক। অর্থাৎ সরকারী ঋণ বৃদ্ধির ফলে পরিবারগোষ্ঠী দ্বারা বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধনের নীট যোগান ১০০০ একক হ্রাস পায়।

ইহার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। সুদের হারের প্রতিটি স্তরে জনগণ যে পরিমাণ মূলধন ধরিয়া রাখিতে চায় তাহা হইল তাহাদের মোট সম্পদের পরিমাণ ও সরকারী ঋণের বিয়োগ ফল মাত্র। সুতরাং বেসরকারী মূলধন ক্রয় করিবার জন্য জনগণের নিকট যে পরিমাণ সম্পদ পড়িয়া থাকে তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে পুরাতন যোগান রেখাকে *SS* হইতে অনুভূমিকভাবে বাঁদিকে ঠিক ১০০০ এককের ব্যবধান রাখিয়া সরাইয়া দিতে হইবে। এক্ষেত্রে রেখাচিত্রের (খ) অংশে মূলধনের নূতন যোগান রেখা হইল *S'S'*।

ইহার ফলে কি ঘটে তাহা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধনের নীট যোগান ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার কারণ পরিবারগোষ্ঠীর মোট সম্পদের সিংহভাগ সরকারী বণ্ডে বিনিয়োগ করা হয়। ফলে কোম্পানীর শেয়ার ও বণ্ডের চাহিদা হ্রাস পায়। বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন দ্রব্যের অপ্রাচুর্যতার ফলে বাজারে সুদের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধন ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। এক কথায় বলিতে গেলে সুদের হার বৃদ্ধির ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। (সুদের হারের পরিবর্তনের সহিত বিনিয়োগের সম্পর্ক লইয়া পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।)

৪১.৩ রেখাচিত্রের (খ) অংশের *B*-বিন্দুতে মূলধনের বাজারে নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধনের মজুত ৪০০০ একক হইতে হ্রাস পাইয়া ৩৭৫০ একক হয়। সুতরাং

দেখা যাইতেছে যে ১০০০ এককের মত সরকারী ঋণ ২৫০ এককের মত উৎপাদনশীল বেসরকারী মূলধনকে স্থানান্তরিত করিয়াছে। ইহার ফলে সমাজের সম্ভাব্য উৎপন্নের পরিমাণ, মজুরী এবং জাতীয় আয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারিত নিঃসন্দেহে উহা অপেক্ষা কম বৃদ্ধি পাইবে।[১]

বিপরীত দিক দিয়া বলা যায় যে যদি দেশে মন্দার অবস্থা বজায় থাকে এবং মোট চাহিদা ( $C+I+G$ ) বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ মোট চাহিদা বা ব্যয় রেখাকে ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিয়া পূর্ণনিয়োগের অবস্থা সৃষ্টি করিবার আর অন্য কোন কার্যকর বা সম্ভাব্য উপায় না থাকে তাহা হইলে সরকার ঋণ করিয়া টাকাকড়ির মোট যোগান ও মোট চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারে। ফলে আয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে আমরা সরকারী ঋণের ভারকে ঋণাত্মক বলিয়া গণ্য করিব। ইহার কারণ এই ঋণ মূলধন গঠন ও ভোগব্যয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ জাগাইবে।

**বৈদেশিক বনাম আভ্যন্তরীণ ঋণ ( External Versus Internal Debt ) :** সরকারী ঋণের আরও একটি দিক আছে : সরকারী ঋণ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক—উভয়ই হইতে পারে। বিদেশ হইতে ঋণ করিলে তাহাকে বৈদেশিক ঋণ বলা হয়। এক্ষেত্রে সরকারকে প্রতি বৎসর দেশের মোট উৎপন্নের একাংশ সুদ ও আসলের অংশ বাবদ বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। ইহার ফলে দেশে দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং বৈদেশিক ঋণ জনসাধারণের উপর ভার না চাপাইয়া পারিবে না।

অপরপক্ষে দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইলে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে এক্ষেত্রে ঋণভারের ( debt burden ) কোন প্রশ্ন নাই। এ ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত।

**দুইটি সমস্যা :** আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে যে দুইটি মূল সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহা লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

**প্রথম সমস্যা :** প্রথমত, সরকারী ঋণের উপর সুদ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিছু লোক সরকারী বণ্ড ক্রয় করে। সরকার তাহাদের প্রতি বৎসর সুদ বাবদ কিছু টাকা দেয়। এই সুদ দিতে হইলে সরকারকে জনসাধারণের একটি গোষ্ঠীর উপর কর ধার্য করতে হয়। অর্থাৎ, কিছু লোক কর বাবদ যে টাকা সরকারকে প্রদান করে সেই টাকা হস্তান্তর ব্যয় হিসাবে সরকারের নিকট হইতে যাহাদের নিকট সরকার ঋণী ( অর্থাৎ যাহারা বণ্ড কিনিয়াছে ) তাহাদের নিকট চলিয়া যায়। অর্থাৎ সরকারী ঋণের ফল হিসাবে জাতীয় আয় পূর্ণবণ্টিত হয় ( যদি অবশ্য আমরা ধরিয়া লই যে করপ্রদানকারী সম্প্রদায় ও সুদলাভকারী সম্প্রদায় হইল সম্পূর্ণ পৃথক )।

যদি সরকারী ঋণের উপর সুদ প্রদানের জন্য কিছু সংখ্যক লোকের উপর অতিরিক্ত করভার চাপান হয় তাহা হইলে তাহাদের কর্মের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পাইতে পারে। এমনকি একই লোক যদি কর বাবদ বৎসরে ১০০০ টাকা দিয়া সুদ বাবদ ১০০০ টাকাই ফেরত পায় তাহা হইলেও তাহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। কোন কর-ব্যবস্থার অধীনে এই অকাম্য ফল হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নহে।[২] অবশ্য ইহা সম্ভব যে রামকে যদি প্রতি বৎসর ১০০০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হয় এবং সরকার প্রতি বৎসর সুদ হিসাবে এই ১০০০ টাকাই রামকে ফেরত দেয় তাহা হইলে রাম অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তাহার ব্যয়যোগ্য আয়কে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তির বা জনসাধারণের দক্ষতা ও কল্যাণ ব্যাহত হইবে।

---

১. "With less capital, potential output, and wages the nation's incomes are lower than they would otherwise be." Samuelson and Nordhaus

২. "There will be the distorting effects on incentives are inescapably present in the case of any taxes" Samuelson

**দ্বিতীয় অবস্থা :** দ্বিতীয়ত, যেহেতু আমরা কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকি না, আমরা অধিকাংশই মনে করি যে সরকারী ঋণবৃদ্ধির অর্থ হইল দেশের সম্পদের বা জনসাধারণের মোট আয়ের নীট মূল্যের বৃদ্ধি।[১] অর্থাৎ, সরকারী ঋণ আমাদের জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধন দ্রব্যের বর্তমান মূল্যের সহিত যুক্ত হইয়া আমাদের বড়লোক করিয়া দিবে। যেহেতু অধিকাংশ লোকই অনুভব করে যে, তাহাদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহারা ভোগের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করিতে—অর্থাৎ সঞ্চয়ের পরিমাণ সামান্য হ্রাস করিতে—ইচ্ছুক হইবে। ইহার ফলে বাজারে ঋণ-প্রদানযোগ্য অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং সুদের হ্রাস বৃদ্ধি পাইবে। ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ প্রকল্পগুলি ব্যাহত হইবে।

উল্লেখ করা যাইতে পারে চিন্তা ভাবনা না করিয়া সরকার ক্রমাগত ঘাটতি-ব্যয় ও ঋণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করিলে অর্থ-ব্যবস্থার স্বাস্থ্য ক্রমাগতই খারাপ হইতে থাকিবে। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের অপচয় হইবে এবং মুদ্রাস্ফীতি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে।

**ডোমারের বক্তব্য**

এই প্রসংগে অধ্যাপক ই. ডোমার অবশ্য একটি বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার মতে সরকারী ঋণের উপর প্রদেয় সুদ করদাতাগণের উপর চাপ সৃষ্টি করে সত্য। কিন্তু সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার সময় যে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অতিরিক্ত আয়-কর—যাহা হইতে সংগৃহীত রাজস্ব দ্বারা সরকারী ঋণের উপর সুদ দেওয়া হয়—জনসাধারণের উপর চাপ সৃষ্টি নাও করিতে পারে। একটি সহজ উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক ১৯৮৫ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১০০ কোটি টাকা এবং এই বৎসর সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ১০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৮৭ সালে ঐ ঋণের উপর ১০ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করে। অর্থাৎ ১ কোটি টাকার মত কর চাপাইয়া সরকার যে রাজস্ব সংগ্রহ করে তাহাই সুদ হিসাবে প্রদান করে। পরবর্তী বৎসর—অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১১০ কোটি হয় এবং সরকারের ঋণের পরিমাণও সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ১১ কোটি টাকায় দাঁড়ায় তাহা হইলে সুদ হিসাবে সরকারকে ১.১ কোটি টাকা প্রদান করিতে হইবে। ফলে জনসাধারণকে ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে করের হার কিন্তু অপরিবর্তিত থাকিবে কারণ সরকারী ঋণ ও জাতীয় আয়ের অনুপাতে অপরিবর্তিত আছে। যদি সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় তাহা হইলে কর-হার বৃদ্ধি পাইবে এবং আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে সরকারী ঋণের ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে যদি জাতীয় আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় কিন্তু সরকারী ঋণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে করের হার ও সরকারী ঋণের ভার—যাহা কর-হার দ্বারা নির্দেশিত হয়—হ্রাস পাইবে।

## ৪১.১৬ ঘাটতি ব্যয় ( DEFICIT FINANCING )

**ধারণার ক্রমবিকাশ :** ঘাটতি ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা বিগত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার হইতে প্রাপ্ত। ঐ সময় সম্প্রদায়ের মোট ব্যয়ের পরিমাণকে অব্যাহত রাখিবার জন্য ঘাটতি ব্যয় নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহার পূর্বে বাজেটের সমতাই ( balancing of the budget ) ছিল সুপরিচালিত সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার গৃহীত নীতি। কিন্তু ঐ সময় হইতে উপলব্ধি করা হয় যে, বাণিজ্য-চক্রের প্রতিরোধে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থারও ভূমিকা রহিয়াছে। সুতরাং বাজেটে সমতা আনয়ন করিলেই চলিবে না ; প্রয়োজনবোধে ঘাটতি ব্যয়ের পদ্ধতিও অবলম্বন করিতে হইবে। মন্দাবস্থায় এই ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই বেসরকারী ব্যয়ের ফাঁক পূরণ করিয়া নিয়োগহীন ব্যক্তিদের

---

১. "Most of us tend to treat the public debt as an addition to our net worth ( added onto the value of the land and machinery we own" Samuelson

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অনেকাংশে করা যায়। উহার মূলে কার্য করে কেইনসীয় অর্থবিদ্যা ( Keynesian Economics )।

ইহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিকাংশ দেশই যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহের জন্য ঘাটতি ব্যয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ফলে বিষয়টির আরও জনপরিচিতি লাভ করে। যুদ্ধোত্তর যুগেও ইহার গুরুত্ব হ্রাস পায় না। পুনর্গঠনকার্যে ( reconstruction ) লিপ্ত অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণকারী দেশসমূহ অর্থসংস্থানের জন্য অল্পবিস্তর এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে ঘাটতি ব্যয় আধুনিক অর্থবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

**ঘাটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝায় :** এখন প্রশ্ন, ঘাটতি ব্যয় বলিতে ঠিক কি বুঝায়? সাধারণত কর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ প্রভৃতি হইতে সরকারের যে-চলতি আয় ( current income ) হয় তাহার অধিক ব্যয় করা হইলে ঐ ব্যয়কে ঘাটতি ব্যয় বলা হয়। সরকার ঋণ করিয়া অথবা সঞ্চিত টাকাকড়ি তুলিয়া অথবা নোট ছাপাইয়া ঐ ব্যয়-সংকুলানের ব্যবস্থা করে।

**ভারতের পরিকল্পনা কমিশন-প্রদত্ত সংজ্ঞা :** ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের একটু অন্যধরনের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছে। ইহাতে ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত টাকাকড়িকে ঘাটতি ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই। অর্থাৎ, কর-রাজস্ব, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা এবং বিভিন্ন প্রকারের ঋণ—এই তিন সূত্র হইতে প্রাপ্ত টাকাকড়ির অতিরিক্ত ব্যয় করা হইলেই তাহা ঘাটতি ব্যয় বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং এইরূপ ব্যয়-সংকুলানের পদ্ধতি হইল দুইটি : (১) সরকারী সঞ্চয় হইতে টাকাকড়ি তোলা এবং (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা। সরকারী সঞ্চয় হইতে টাকাকড়ি তুলিয়া ব্যয় করিলে ঐ টাকাকড়ি ক্রিয়াশীল ( active ) হইয়া ওঠে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া পূরণ করিয়া লয়, অথবা নোট ছাপাইয়াই ঐ ঋণ প্রদান করে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই মোট টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায়।

**ভারতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ-পদ্ধতি :** ঘাটতি ব্যয় বিচার করিবার সময় রাজস্ব খাতের ব্যয় দেখিলেই চলিবে না, মূলধন খাতের ব্যয়ও দেখিতে হইবে। এদেশে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ করিবার সময় দেখা হয় যে (ক) নগদ তহবিল হইতে সরকার কত টাকা উঠাইল, (খ) রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সরকারী স্বল্পমেয়াদী ঋণ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ দ্বারা ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ করা হয়। কিন্তু তৃতীয় ও পরবর্তী পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ করা হয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সরকারের ঋণবৃদ্ধির ( দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী উভয় প্রকার ঋণ ) পরিমাণ দ্বারা।

**ঘাটতি ব্যয়ের সপক্ষে যুক্তি :** এখন ঘাটতি ব্যয় নীতি যুক্তিযুক্ত কি না, এবং যুক্তিযুক্ত হইলে কতটা যুক্তিযুক্ত তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। বলা হইয়াছে, ঘাটতি ব্যয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা লর্ড কেইনস ও আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের তত্ত্ব হইতে গৃহীত। প্রাচীন ধারণা যে, সরকার সকল সময়েই আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে এবং বাজেটে কোন ঘাটতি থাকিবে না, তাহার বিরোধিতা করিয়া কেইনস ও তাঁহার সমর্থকগণ ঘাটতি ব্যয়ের সপক্ষে নানারূপ যুক্তি দেখান। যুক্তিগুলি ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হইল : (১) একমাত্র ঘাটতি ব্যয় নীতির দ্বারাই ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে পূর্ণনিয়োগ প্রবর্তিত রাখা যায়, (২) ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে আয় গুণকের ( income multiplier ) আঙ্কিক মান বেশী হয় বলিয়া ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতি দ্বারা আয়বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করা যায়, (৩) যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে উৎপাদনের অব্যবহৃত উপকরণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না, (৪) স্বল্পোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করিয়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হয়, (৫) স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা কর-রাজস্ব, ঋণগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় প্রভৃতি চিরাচরিত সূত্র হইতে মিটানো সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় দ্রুত উন্নয়নের জন্য ঘাটতি ব্যয় প্রয়োজন। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উন্নয়নমূলক ব্যয়ের

উৎপাদনও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, এবং (৬) অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্রের তুলনায় আর্থিক ক্ষেত্র যতই সম্প্রসারিত হয় টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধির প্রয়োজন ততই দেখা দেয়।

**বিপক্ষে যুক্তি :** কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় উক্ত কেইনসীয় ধারণা অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা যায় না। এই সকল দেশের নানা প্রতিবন্ধকের ( bottleneck ) জন্য কেইনসীয় ধারণা পূর্ণ কার্যকর হইতে পারে না, ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি করিলেও মূলধন-দ্রব্য ও কারিগরি দক্ষতার অভাব হেতু কাম্য উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে না। ফলে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ইহাই ঘটিতেছে। পরিকল্পনার প্রথম দুই দশকে দেখা যায় যে, ভারতে অত্যধিক ঘাটতি ব্যয়ের ফলে টাকাকড়ির যোগান যে-হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, জিনিস-পত্রের যোগান ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পায় নাই। বর্তমানে যেরূপ দ্রুতহারে দাম বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার জন্য ঘাটতি ব্যয় বহুলাংশে দায়ী তাহা অস্বীকার করা যায় না।

**ভারতের দৃষ্টান্ত :** ভারতের ক্ষেত্রে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ১৯৭৪-৭৯—এই পাঁচ বৎসরে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে বার্ষিক ১৩ শতাংশ হারে, কিন্তু জিনিসপত্রের যোগান ( জাতীয় আয়বৃদ্ধির মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করিয়া ) বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল মাত্র ৩৭ শতাংশ হারে। টাকাকড়ি যোগানের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে ঘাটতি ব্যয়ের অত্যধিক বৃদ্ধি।

**কতটা পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় সমর্থনীয় :** এই কারণে একদল আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্ বলেন যে স্বল্পোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয় যুক্তিযুক্ত কি না তাহা দুই দিক দিয়া বিচার করিতে হইবে : (ক) ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ এবং (খ) যে পরিপ্রেক্ষিতে ঘাটতি ব্যয় করা হইবে তাহা এবং ঐ ব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত নীতি।

**ঘাটতি ব্যয়ের ত্রুটি প্রতিবিধানের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা :** ঘাটতি ব্যয়ের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ-নিয়ন্ত্রণে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সজাগ হয়। উহা পরিমাণমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফটকা বাজার, আগাম বাজার প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল কার্যে ব্যাংক ঋণের যোগান অনেকটা হ্রাস করিতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে।

তৃতীয়ত, রাজস্ব-নীতিরও ( fiscal policy ) পরিবর্তনসাধন করিয়া অতিরিক্ত ক্রয়শক্তিকে টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাসমূহকে নিয়মিত অবলম্বন করিয়া যাওয়া হইতেছে।

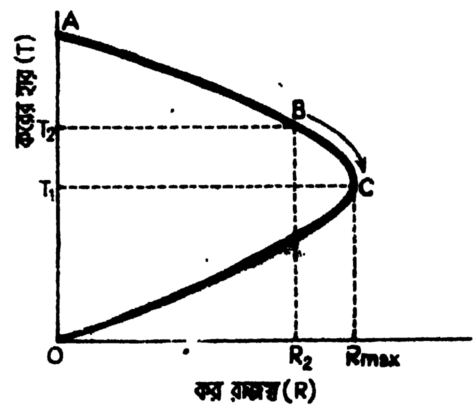
## পরিশিষ্ট

**বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির একটি প্রস্তাবিত প্রতিবিধান—যোগানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অর্থবিদ্যা ( One Proposed Cure for Stagflation—Supply Side Economics )**

অর্থ-ব্যবস্থায় মাথাপিছু আয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার শূন্য হইলে ইহা বদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলা চলে। ইহার প্রতিবিধান হিসাবে ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ ও কেইনস্ সম্প্রসারণমূলক অর্থ-সংক্রান্ত নীতি ও ফিস্‌ক্যাল নীতি প্রয়োগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসরে অবশ্য অর্থ-ব্যবস্থার যোগানের দিকটি মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ইদানিংকালে বহুসংখ্যক অর্থবিদ্যাবিদই মুদ্রা-স্ফীতির প্রতিবিধান হিসাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, একমাত্র সেই সকল অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে প্রয়োগ করিতে হইবে যেগুলি মোট যোগান বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করে। যোগান বৃদ্ধির জন্য মূলত প্রয়োজন করের হার হ্রাস করা। ইহার ফলে শুধুমাত্র কর্মপ্রচেষ্টাই বৃদ্ধি পাইবে না। মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি

পাইবে। ফলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার ত্বরান্বিত হইবে। বস্তুত, ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বাজেটে করের হার হ্রাস করার এই কাম্য ফলগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

যোগানের দৃষ্টিভংগী হইতে অর্থবিদ্যার সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Southern California বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার লেফার (Arthur Laffer)। তাঁহার মতে করের হার এবং কর-রাজস্বের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। করের হার যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে করের প্রান্তিক হার এমন একটি স্তরে উপনীত হয় যে স্তরে জনগণের কর্মের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা উভয়ই হ্রাস পায়। ফলে কর ফাঁকি দিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায় এবং লোকে সেই সকল কর্মে নিযুক্ত থাকিবার প্রচেষ্টা করে যেগুলিতে কর ফাঁকি দিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। নিম্নের রেখাচিত্রে করের হারের সহিত কর রাজস্বের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেখান হইয়াছে যে একটি স্তরের পর করের হার বৃদ্ধি পাইলে কর-রাজস্ব হ্রাস পায়। রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে




রেখাচিত্র ৪১.৬: লেফার রেখা

কর-রাজস্ব (*R*) ও উল্লম্ব অক্ষে করের হার (*T*) পরিমাপ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে $T_1$ হইল করের কাম্য হার, কারণ ইহা কর রাজস্বকে সর্বাধিক করে। ইহার পর যদি করের হার পুনরায় বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে কর-রাজস্ব *Rmax* হইতে হ্রাস পাইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, করের হার $T_1$ হইতে বৃদ্ধি করিয়া $T_2$ করা হইলে কর-রাজস্ব হ্রাস পাইয়া $R_2$ হয়। সুতরাং, কর হারের সহিত কর-রাজস্বের এক বিপরীত সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। *OABC* রেখাটি দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে। এই রেখাটিই লৈফার রেখা (the Laffer Curve) নামে পরিচিত। এই রেখাটির একটি ব্যবহারিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়: যদি অর্থ-ব্যবস্থায় করের হার ইতিপূর্বেই $T_2$ স্তরে পৌঁছাইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয় তাহা হইলে করের হার হ্রাস করা হইলে কর-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. যে-কোন আধুনিক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি, রাষ্ট্র দ্বারা আয় পুনর্বন্টন এবং রাষ্ট্র দ্বারা সরাসরিভাবে অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ—এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

২. সরকারী আয়কে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: (ক) কর-রাজস্ব এবং (খ) কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব। কর-রাজস্ব বলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই উভয় প্রকার কর হইতে সংগৃহীত রাজস্বকেই বুঝায়। কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের মধ্যে আছে বাণিজ্যিক রাজস্ব, সরকারী ঋণ ও ঘাটতি ব্যয়।

৩. কর-রাজস্বের প্রাথমিক কার্য হইল সরকারকে নানাবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা। ইহা ব্যতীত কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের বন্টনকে প্রভাবান্বিত করা যায়।

৪. কর-সংগ্রহের ব্যাপারে কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। এগুলির মধ্যে সুবিধা নীতি ও ত্যাগ নীতিই হইল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

৫. আধুনিক কালে গতিশীল কর-ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে আয়বৈষম্য হ্রাস করার সামাজিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

৬. যে কোন দেশের কর-ব্যবস্থা বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রকে তীব্রভাবে প্রভাবান্বিত করে। সাধারণত অনুমান করা হয় যে উচ্চ হারে আয়কর ধার্য করা হইলে জনগণের কর্মপ্রচেষ্টা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ঝুঁকি বহনের ইচ্ছা হ্রাস পায়।

৭. আজিকার দিনে অর্থ-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান সমস্যা হইল বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যার সহাবস্থান। সমস্যাটির সমাধানে অর্থসংক্রান্ত নীতি পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহার সুষ্ঠু মোকাবিলার জন্য সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি বা ফিস্‌ক্যাল নীতি প্রয়োগ করা একান্ত অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৮. ফিস্‌ক্যাল নীতি বলিতে আমরা সাধারণত কর ও সরকারী ব্যয়ের সেই রূপদানকেই বুঝি যাহা দ্বারা বাণিজ্য-চক্র প্রশমিত হয় এবং যাহা অর্থ-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণশীল করিয়া এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন হইতে মুক্তি দিয়া পূর্ণ-নিয়োগ অবস্থায় উপনীত হইতে সহায়তা করে।

৯. সরকারী বাজেট সংক্রান্ত নীতি বা ফিস্‌ক্যাল নীতি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ-সংক্রান্ত নীতির সহিত মিলিত হইয়া একযোগে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যদ্বয়ে—অর্থ-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণশীল করা এবং বাণিজ্য-চক্রজনিত মুদ্রাস্ফীতির দমন—পৌঁছান সম্ভব।

১০. বর্তমান আয় অপেক্ষা বর্তমান ব্যয় অধিক হইলে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। যখন সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন উহার উপর সুদ প্রদানের জন্য সরকারকে অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পাইতে এবং দেশের ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন দ্রব্যের মোট উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে।

১১. সরকারী ঋণ ইহার ফিস্‌ক্যাল নীতি ও অর্থসংক্রান্ত নীতির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে।

১২. কেইন্‌সের মতে মন্দাবস্থায় ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে নিয়োগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু ইহার ফলে ভারতের ন্যায় স্বল্লোন্নত দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

## প্রশ্নাবলী

১. (ক) ঘাটতি ব্যয় শব্দটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর।
(খ) (i) ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। (ii) ঘাটতি ব্যয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করিয়া থাকে। এই দুইটি বক্তব্যের আলোকে তুমি কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের যন্ত্র হিসাবে ঘাটতি ব্যয়কে সুপারিশ করিবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [ C. U. B. Com. (H) 1983 ]

২. কিভাবে ঘাটতি ব্যয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? বাণিজ্যচক্রের প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা হিসাবে ঘাটতি ব্যয়ের প্রযোজ্যতা ও সীমাবদ্ধতা লইয়া আলোচনা কর।

৩. (ক) ধরা যাউক সরকারী ঋণের সুদ মিটাইবার জন্য আয়করের আশ্রয় লওয়া হইল। এক্ষেত্রে অর্থ-ব্যবস্থার উপর কোন নীট করভার লক্ষ্য করা যাইবে কি?
(খ) সমগ্র জাতীয় আয়ের উপর (i) করহার বৃদ্ধি ও (ii) সরকারী কার্যাদির পরিমাণ হ্রাসের ফল বর্ণনা কর।
[ C. U. B. Com. (H) 1980 ]

৪. সরকারী আয়-ব্যয়সংক্রান্ত নীতিমূলক ব্যবস্থাসমূহ দ্বারা কিভাবে
(ক) পূর্ণনিয়োগ অবস্থা সৃষ্টি করার অর্থনৈতিক লক্ষ্যে এবং
(খ) আয়বৈষম্য হ্রাস করার সামাজিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় তাহা দেখাও।
[ C. U. B. Com. (H) 1982 ]

৫. অর্থনৈতিক কার্যকলাপের চক্রাকার হ্রাসবৃদ্ধি প্রশমিত করার ক্ষেত্রে ফিস্‌ক্যাল নীতির ভূমিকা লইয়া আলোচনা কর। [ C. U. B. Com. 1984 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. P. A. Samuelson and W. D. Northaus : *Economics* ( 12th edn., 1985, McGraw-Hill Kogakusha )

2. E. Solmon : *Economics* ( 2nd edn., Addison Wesley )

# চতুর্থ খণ্ড

## আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থের যোগান

# চতুর্থ খণ্ড

এ পর্যন্ত আমরা আন্তর্জাতিক লেনদেনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছি। এই অবস্থায় জাতীয় আয়ের ভারসাম্যকে এই সমীকরণটির দ্বারা প্রকাশ করিয়াছি:

$$Y=C+I+G$$

কিন্তু আজিকার জগতে কোন দেশই সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ ( self-sufficient ) নহে। সুতরাং ইহাকে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেবা আমদানি করিয়া নিজস্ব চাহিদা মিটাইতে হয়। আর এই সকল দ্রব্য আমদানি করিবার জন্য প্রয়োজন হয় বিদেশী মুদ্রার। নিজস্ব দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে রপ্তানী করিয়া ইহা প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা বা বিদেশী দ্রব্যের উপর ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করিতে হয়।

এই অবস্থায় জাতীয় আয়ের ভারসাম্য সর্তটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$Y=C+I+G+X-M$$

যেখানে $X$ হইল রপ্তানী এবং $M$ হইল আমদানি। $X$ এবং $M$-এর মধ্যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ( the balance of trade ) বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি জটিল বিষয় সন্দেহ নাই। তবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের উপর ভিত্তিশীল।

আন্তর্জাতিক অর্থবিদ্যার চারিটি মূল উপাদান আছে: (১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব, (২) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনদেন সংক্রান্ত তত্ত্ব, (৩) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতিসমূহ। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই সকল বিষয়গুলি লইয়াই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ যোগানকারী সংস্থাগুলির গঠন ও কার্যাবলী লইয়াও আলোচনা করা হইবে।

# ৪২ | বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ও বৈদেশিক বাণিজ্য

## ( Mechanism of Foreign Exchange and Trade )

*"A surplus in the balance of payments generally causes no problems, ........ A deficit in the balance of paments often entails difficult problems of economic policy."* **Bo Soderaten : *International Economics***

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা আবদ্ধ অর্থ-ব্যবস্থা ( closed economy )—অর্থাৎ দেশ বা অর্থ-ব্যবস্থা যেন স্বয়ম্ভর, এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-বিমুখ—লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থা ( open economy ),[১] লইয়াই আলোচনা করিব। অর্থাৎ, আমরা এখন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করিব—বিশেষ দেশ আমদানি-রপ্তানি কার্যে নিয়োজিত হইলে উহা যে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ( monetary mechanisms ) লইয়া আলোচনা করিব এবং পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পশ্চাতে যে আসল বিষয়গুলি ( real factors ) কার্য করিয়া থাকে তাহাদের উপর আলোকসম্পাত করিব। এই সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করিলে অবাধ বাণিজ্যের ( free trade ) প্রতিবন্ধকসমূহের—যেমন শুল্ক, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ( quota ) বাঁধিয়া দেওয়া, ইত্যাদি—ঠিকমত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

**আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। আজিকার জগতে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক দেশই কয়েকটি পণ্য উৎপাদন করে এবং ইহাদের একাংশ রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এবং ঐ বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা অন্যান্য কয়েকটি দ্রব্য আমদানি করে যেগুলি নিজে উৎপাদন করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক। সুতরাং সকল দেশই সব দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় এবং এমন কতকগুলি দ্রব্য ভোগ করিতে পারে যেগুলি নিজেরা উৎপাদন করিতে অসমর্থ।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের অনুসরণে বলা যায়, বৈদেশিক বাণিজ্য আমাদের এক ভোগ-সম্ভাবনা রেখার ( consumption-possibility frontier ) উপর বিরাজ করিতে সাহায্য করে যাহার ফলে আমরা সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারি। স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকিলে আমাদের নিজস্ব উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ( production possibility frontier ) উপর বিরাজ করিতে হয়। ফলে ভোগের পরিমাণ কম হয়।[২] একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। আমেরিকা আমাদের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দিয়া থাকে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা, চিনি ও অন্যান্য দ্রব্য, বিশেষত কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া থাকি। ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকাকালীন যাহা সম্ভব হইত না, তাহা সম্ভব হইয়া উঠে—উভয় দেশই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইল বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সমগ্র বিশ্বে উৎপাদনের উপকরণগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় এবং সকল দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

---

১. উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থার দুই প্রকার অর্থ করা হয়। অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে এমন দেশকে বুঝায় যাহা অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে—অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানিতে নিযুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অবশ্য উন্মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে সেইরূপ দেশকেই বুঝায় যাহার সম্পর্কে খোলাখুলি সবকিছু জানা যায়।

২. "Foreign trade offers a 'consumption-possibility frontier' that can give us more of all goods than can our own domestic production-possibility frontier." Samuelson and Northaus *Economics* ( 12th edn. )

## ৪২.১ বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার ( RATES OF FOREIGN EXCHANGE )

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য এক দেশের মুদ্রা অপরাপর দেশের মুদ্রার পরিবর্তিত করিতে হয়। যে-হারে এইরূপ বিভিন্ন মুদ্রার পরিবর্তন বা বিনিময় হয় তাহাকে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে-হারে এক দেশের মুদ্রা অপর দেশের মুদ্রার সহিত বিনিময় হয় তাহাকে বলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার।

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা দুইটি পৃথক অবস্থা অনুযায়ী আলোচনা করা প্রয়োজন : (১) স্বর্ণমানের অধীনে, এবং (২) অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার অধীনে।

**ক। স্বর্ণমানের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার নির্ধারণ ( Determination of Foreign Exchange Rate under Gold Standard ) :** উভয় দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে দুই দেশের বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের পারস্পরিক স্বর্ণমূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

মনে করা যাক, ভারতীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্য হইল ১ টাকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ৮ টাকা। অর্থাৎ, ভারতীয় মুদ্রা বা টাকার পরিবর্তে যে-পরিমাণ সোনা পাওয়া যায়, মার্কিন মুদ্রার পরিবর্তে তাহার আটগুণ সোনা পাওয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে এই দুই দেশের বৈদেশিক বিনিময়ের হার হইবে ৮ : ১। অর্থাৎ, 'একটি ভারতীয়' টাকার বিনিময়ে মূল্য হইল ⅛ মার্কিন ডলার বা ১২·৫ সেন্ট। ইহার কারণ, উভয় দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিবার দরুন উভয় দেশের সরকার ঐ নির্দিষ্ট হারে তাহাদের মুদ্রার পরিবর্তে সোনা ক্রয়বিক্রয় করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। সেইজন্য এই হারকে টাঁকশালের স্থিরীকৃত হার ( mint par of exchange ) বলা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্বর্ণপ্রেরণের ব্যয়ের দরুন এই দুই দেশের প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ঠিক ৮ : ১ হারে না হইয়া সামান্য কিছু পৃথক হইতে পারে।[১]

ধরা যাক, ভারতের প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের দরুন ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনা রপ্তানি করিবার প্রয়োজন হইল। এখন যদি কোন ব্যবসায়ী তাহার বৈদেশিক দেনা মিটাইবার জন্য সোনা প্রেরণ করিতে চায়, তাহা হইলে ঐ সোনা প্রেরণ করিবার জন্য তাহার কিছু ব্যয় হইবে। সুতরাং যদিও ব্যবসায়ী সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে টাঁকশাল-নির্দিষ্ট হারে সোনা পাইতে পারে তবুও কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেখিবে যে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে বিনিময় হার সোনা প্রেরণের ব্যয়সমেত সরকার-নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা কম ততক্ষণ পর্যন্ত সে বাজারেই ডলার ক্রয় করিবে। মনে করা যাক, সোনা প্রেরণের ব্যয় টাকা প্রতি দশ পয়সা। তাহা হইলে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের অবস্থায় এই বিনিময় হার ১·১০ টাকা=১২·৫ সেন্ট পর্যন্ত হইতে পারে। অনুরূপভাবে অনুকূল উদ্বৃত্তের অবস্থায় ·৯০ টাকা=১২·৫ সেন্ট পর্যন্ত হইতে পারে। বাজারে বিনিময় হার এই দুই সীমা অতিক্রম করিলে সোনার রপ্তানি বা আমদানির সাহায্যে বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটানো হইবে। সুতরাং স্বর্ণমানের অধীনে বাস্তব ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় হার এই দুই সীমার মধ্যে উঠানামা করে। সেইজন্য এই দুই সীমাকে ধাতু-বিন্দু ( specie points ) বলা হয়। অবশ্য যদি বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের অবস্থায় থাকে তাহা হইলে বাজারে বৈদেশিক-মুদ্রার বিনিময় হার টাঁকশাল-নির্ধারিত বিনিময় হারের ঠিক সমানও হইতে পারে।

---

সুতরাং বলা যাইতে পারে, স্বর্ণমানের অধীনে বৈদেশিক বিনিময় হার ধাতু-বিন্দুর দুই সীমার মধ্যে থাকিয়া লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থা অনুযায়ী সামান্য উঠানামা করে।

---

১. "So, except for the trifling costs of melting down, shipping across the ocean, and recoining *all countries on the gold standard had stable exchange rates where par values, or parities, were determined by the gold content of their money unit.*" Samuelson

**খ। অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামানের অধীনে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ( Determination of Foreign Exchange Rate under Inconvertible Paper Currency ) :** স্বর্ণমানের পরিবর্তে অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামান চালু থাকিলে মুদ্রার সহিত সোনার কোন যোগাযোগ থাকে না এবং সেইজন্য বৈদেশিক বিনিময় হার অবাধে উঠানামা করিতে পারে, যদি অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকে।

**দুইটি তত্ত্ব :** এখন প্রশ্ন : এই অবস্থায় বৈদেশিক বিনিময় হার কিরূপে নির্ধারিত হইবে ? এই সম্পর্কে দুইটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে : ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব Purchasing Power Parity Theory ), এবং (২) চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব ( Demand and Supply Theory )।

**১। ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব ( Purchasing Power Parity Theory ) :** সুইডেনের অধ্যাপক গুস্তাভ ক্যাসেল ( Gustav Cassel ) এই তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্যাসেলের মতে, দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময় হার মূলত ঐ দুই দেশের মুদ্রাদ্বয়ের ক্রয়ক্ষমতার ভাগফলের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দুইটি দেশের মুদ্রার নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার ভাগফল যাহা হইবে দেশ দুইটির বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারও তাহাই হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১ টাকা ভারতে যে-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারের সাহায্যে যদি উহার আটগুণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে টাকা এবং ডলারের বিনিময় হার হইবে ৮ : ১। অর্থাৎ, ৮ টাকায় ১ ডলার পাওয়া যাইবে। কারণ, এক্ষেত্রে ভারতে ৮ টাকার ক্রয়ক্ষমতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারের ক্রয়ক্ষমতা সমান। এই ক্রয়ক্ষমতার সমতা নিম্নলিখিত সমীকরণ দিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে :

$$\frac{\text{১ ডলার}}{\text{১ টাকা}}=\frac{\text{ডলারের ক্রয়ক্ষমতা}}{\text{টাকার ক্রয়ক্ষমতা}}\text{।}$$

ধরা যাউক, ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুযায়ী বিনিময় হার হইল ৮ টাকা=১ ডলার। অর্থাৎ, ৮ টাকায় ভারতে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়, আমেরিকায় সে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ১ ডলারে ক্রয় করা যায়। এখন যদি কোন কারণে এই দুই মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হইয়া ১০ টাকা=১ ডলার হয়, কিন্তু উভয় দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বা মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে এই নূতন বিনিময় হার অনুযায়ী ভারতে ডলারের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং ব্যবসায়িগণ ১ ডলার ১০ টাকায় বিনিময় করিয়া ৮ টাকার দ্রব্যাদি কিনিয়া উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালান দিয়া ১ ডলারে বিক্রয় করিতে পারিবে ; এবং ফলে প্রতি ১ ডলার মাল ক্রয়বিক্রয়ে ২ টাকা লাভ করিতে পারিবে ( বুঝিবার সুবিধার জন্য আমদানি ইত্যাদির কোন ব্যয় নাই বলিয়া ধরা হইল।)। সুতরাং এই নূতন বিনিময় হারের ফলে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি বাড়িয়া যাইবে এবং বৈদেশিক বিনিময়ের বাজারে ভারতীয় মুদ্রা বা টাকার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানি কমিয়া যাইবে এবং সেই সংগে টাকার যোগানও কমিয়া যাইবে। একদিকে চাহিদার বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে যোগানের হ্রাস—এই দুই-এর ফলে টাকার মূল্য ( ডলারের বিনিময় ) বাড়িতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিময় হার পূর্বের ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হারে ( অর্থাৎ ৮ টাকা=১ ডলার ) ফিরিয়া না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত টাকার ডলার-মূল্য বাড়িতে থাকিবে। বিনিময় হার ৮ টাকা=১ ডলারে আসিয়া গেলে পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। এইরূপে অধ্যাপক ক্যাসেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অপরিবর্তনীয় কাগজী মানের আওতায় বিনিময় হার ক্রয়ক্ষমতার সমতা দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

---

এই সমতাকে আনুপাতিক সমতা বলা যাইতে পারে।

---

**তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা :** এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন দেশের মূল্যস্তর বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে এবং সাধারণত তাহাই হইয়া থাকে। মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলে ক্রয়-

ক্ষমতার আনুপাতিক হারও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক সমতা অনুযায়ী নির্ধারিত এই বিনিময় হার একটি পরিবর্তনশীল হার ( moving par )। সেইজন্য অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামান প্রচলিত থাকিলে বৈদেশিক হারের উঠানামার কোন সীমা নির্দেশ করা যায় না।

এখন প্রশ্ন : বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ক্রয়ক্ষমতা কিরূপে নির্ধারণ করা হইবে ? প্রকৃতপক্ষে কোন অনাপেক্ষিক ( absolute ) মূল্যস্তর নির্ধারণ করা যায় না। তবে সূচকসংখ্যার সাহায্যে মূল্যস্তরের আপেক্ষিক পরিবর্তন জানিতে পারা যায় এবং তদনুযায়ী আপেক্ষিকভাবে ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হারের পরিবর্তন নির্ণয় করিতে পারা যায়। ধরা যাক, কোন একটি বৎসরে দুইটি দেশের বিনিময় হার ভারসাম্যের অবস্থায় আছে। এখন ঐ বৎসরকে ভিত্তি বৎসর ( Base Year ) হিসাবে ধরিয়া কোন পরবর্তী বৎসরে দুইটি দেশের মূল্যস্তরের পরিবর্তন অনুধাবন করিয়া ঐ পরবর্তী বৎসরের ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হার নির্ণয় করা যায়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে :

মনে করা যাক, ১৯৭০ সালে ভারতীয় টাকা ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ৪ টাকা=১ ডলার। ইহাও ধরা যাক যে ঐ ভিত্তি বৎসরে বিনিময় হার ভারসাম্যের অবস্থায় ছিল এবং উভয় দেশেই মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা ছিল ১০০। এখন ১৯৮৪ সালে ভারতে মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা যদি ৮০০ এবং আমেরিকার মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা ৪০০ হয়, তাহা হইলে এই দুই দেশের ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হার হইবে :

$$১ \text{ ডলার}=\frac{৪\times৮০০}{৪০০}\text{টাকা, অথবা } ১ \text{ ডলার}=৮ \text{ টাকা।}$$

অর্থাৎ, যেহেতু ১৯৭০ সালের তুলনায় টাকার মূল্য ৮ গুণ কমিয়াছে, অথচ ডলারের মূল্য ৪ গুণ কমিয়াছে মাত্র, সেইহেতু ১৯৮৮ সালে টাকার মূল্য ডলারের তুলনায় কমিয়া ১ ডলার=৮ টাকা হইবে।

ক্যাসেল বর্ণিত ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক সমতার উপরি-উক্ত তত্ত্বের নিম্নলিখিত রূপ সমালোচনা করা হয় :

সমালোচনা : যদি কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য লইয়া একটি সূচকসংখ্যা গঠন করা হয় এবং যদি ঐ সূচকসংখ্যার সাহায্যে ঐ মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক সমতার যে-হার পাওয়া যায় তাহার বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশে ক্রয়বিক্রয় করা হয় তাহাদের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রার হার অনুযায়ী সকল সময়েই সমভাবে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে এই তত্ত্ব একটি মূল্যহীন স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্য ( axiomatic truism ) হইয়া দাঁড়ায়।

অপরপক্ষে যদি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল রকম দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার মূল্য লইয়া সূচকসংখ্যা গঠন করা হয় এবং যদি ঐরূপ সূচকসংখ্যার সাহায্যে ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হার নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, বৈদেশিক বিনিময় হার এবং আনুপাতিক ক্রয়ক্ষমতার হার উভয়ের সমতা বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটে না। ইহার কারণ, কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরে যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাদের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারের সংগে সংগেই পরিবর্তিত হইবে—এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর এবং আন্তর্জাতিক মূল্যস্তরের পরিবর্তন অনেক সময় বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

এই তত্ত্বের দ্বিতীয় সমালোচনা হইল যে প্রয়োগের দিক হইতে ইহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ, তুলনার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি বৎসর নির্ধারণ করা খুবই কঠিন।

তৃতীয়ত, অনেক সময় মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির পরিবর্তনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ইহার ফলে মূল্যস্তরের পরিবর্তন নাও দেখা দিতে পারে। সুতরাং মূল্যস্তরের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও বিনিময় হারে পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

চতুর্থত এক দেশ অভ্যাস রুচি ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে যদি বিদেশী দ্রব্যের আমদানিতে পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে মূল্যস্তরের কোনরূপ পরিবর্তন না হইয়াও বিনিময় হার পরিবর্তিত হইতে

পারে। অপরপক্ষে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যদি মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে বৈদেশিক বিনিময় হারে এই পরিবর্তন প্রতিফলিত নাও হইতে পারে। মোটকথা, অধ্যাপক ক্যাসেল তাঁহার তত্ত্বে মূল্যস্তর এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ধরিয়া লইয়াছেন তাহা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলা চলে।

উপসংহার : এই সকল সমালোচনা এবং ত্রুটি সত্ত্বেও বলা চলে যে এই তত্ত্ব আংশিকভাবে সত্য, কারণ দীর্ঘকালীন সময়ে বৈদেশিক বিনিময় হার মূল্যস্তরের দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বিশেষ করিয়া মূল্যস্তরের পরিবর্তন যে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারকে প্রভাবান্বিত করে—এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করে বলিয়া এই তত্ত্বের কিছুটা মূল্য আছে। তবে পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই তত্ত্ব কেবলমাত্র আংশিকভাবে সত্য। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ণয়ের বহুবিধ কারণ আছে, মূল্যস্তর ঐ সকল কারণের মধ্যে অন্যতম মাত্র। সুতরাং আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ কর্তৃক এই তত্ত্ব বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ণয়ের মূল কারণ হিসাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

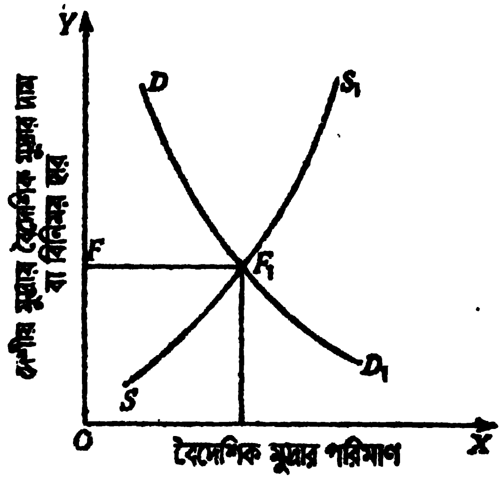
২। চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্ব ( **Demand and Supply Theory or Modern Theory** ) : আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারকে একটি বিশেষ ধরনের মূল্যরূপে গণ্য করা হয়। এই বিনিময় হারের মাধ্যমে এক দেশের মুদ্রার দাম অন্য দেশের মুদ্রায় প্রকাশ করা হয়। যেমন, ডলার ও টাকার বিনিময় হারকে ব্যক্ত করিবার জন্য বলা হয় ডলারের দাম হইল ৮ টাকা—অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা ডলারের এক একক ক্রয় করিতে হইলে ৮ টাকা দিতে হয়। মূল্যতত্ত্বের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী এই বিনিময় হার মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে এবং যে-হারে এই বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়, দেশের মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম সেই হারে নির্ধারিত হয়।

কিভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম স্থিরীকৃত হয় তা এখন দেখা যাক। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আমদানি করা হইলে দেশের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হয়। কারণ, আমদানির ফলে দেশ দেনাদার হয় এবং সেই দেনা মিটাইবার জন্য দেশকে তাহার মুদ্রার বিনিময়ে এই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং আমদানি বৃদ্ধি পাইলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলা যায়, যে-সকল আন্তর্জাতিক কাজকারবারের ফলে দেশের নিকট বিদেশের পাওনা হয় সেই সকল কাজকারবার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি করে। যেমন, দেশের নিকট বিদেশের সুদ বাবদ যদি কোন পাওনা হয়, বা বিদেশ দেশের নিকট হইতে ঋণ করিলে যে-পাওনা হয় তাহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে যে-সকল দফা দেনার ( debit items ) দিকে দেখানো হয়, সেইগুলি হইল বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার দিক। অপরপক্ষে ঐ উদ্বৃত্তের হিসাবে যে-সকল দফা পাওনার ( credit items ) দিকে দেখানো হয়। তাহা হইল বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের দিক। অর্থাৎ, বিদেশে যে-সকল দ্রব্য ও সেবা রপ্তানি করা হয় তাহার মূল্য এবং বিদেশ হইতে ঋণ-বাবদ ও বিনিয়োগ-বাবদ যে-অর্থ পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ হইল বৈদেশিক মুদ্রার যোগান।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, লেনদেন-উদ্বৃত্তের দেনার দিক হইল বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং পাওনার দিক হইল ঐ মুদ্রার যোগান। সুতরাং লেনদেন-উদ্বৃত্ত যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে যোগানের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বেশী হইয়া পড়ে এবং দেশের মুদ্রার হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, সমপরিমাণ দেশীয় মুদ্রার পূর্বের তুলনায় কম বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়, অথবা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে পূর্বের তুলনায় অধিক দেশীয় মুদ্রা দিতে হয়। অনুরূপভাবে বলা যায়, লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে বৈদেশিক বিনিময় হার এইরূপে পরিবর্তিত হয় যে, তাহার ফলে দেশের মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম পূর্বের তুলনায় কমিয়া যায়। লেনদেন-উদ্বৃত্তে সমতা থাকিলে বিনিময় হারও অপরিবর্তিত থাকে।

**সুতরাং বৈদেশিক বিনিময় হারের আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় যে, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার লেনদেন-উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে। এইজন্য ইহাকে লেনদেন-উদ্বৃত্ত তত্ত্বও ( Balance of Payments Theory ) বলা হয়।**

বর্তমানে ক্যাসেলের তত্ত্বের পরিবর্তে এই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বা লেনদেন-উদ্বৃত্ত তত্ত্বকেই গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্ট কোন সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো যাইতে পারে :




রেখাচিত্র ৩২.১ : চাহিদা ও যোগান দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্ধারণ

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে $OY$ অক্ষ দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক মুদ্রার দাম বা বিনিময় হার সূচনা করে এবং $OX$ অক্ষ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সূচনা করে। সুতরাং $DD_1$ রেখা বিভিন্ন বিনিময় হারে কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হইবে এবং $SS_1$ রেখা কি পরিমাণ যোগান হইবে তাহা দেখাইতেছে।

এখানে দেখা যাইতেছে, চাহিদা-রেখা $DD_1$ নিম্নগামী। ইহার অর্থ হইল যে বৈদেশিক মুদ্রার দাম কম হইলে উহার চাহিদার পরিমাণ অধিক হইবে এবং দাম অধিক হইলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ কম হইবে। ইহার কারণ বুঝা শক্ত নয়। ধরা যাক, এক ডলারের দাম ৮ টাকা হইতে কমিয়া ৭ টাকা হইল। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রব্যাদির দাম ভারতের নিকট হ্রাস পাইবে, কারণ যাহা ক্রয় করিতে পূর্বে ৮ টাকা লাগিত তাহা এখন ৭ টাকা ক্রয় করা যাইবে। এইভাবে মার্কিন দেশের দ্রব্যাদির দাম কম হওয়ায় ভারত অধিক পরিমাণে ঐ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবে এবং অধিক মার্কিন দ্রব্যাদি ক্রয় করার দরুন ভারত অধিক পরিমাণে ডলার ক্রয় করিতে চাহিবে। অতএব দেখা যাইতেছে, বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বাড়িলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যায়।

বৈদেশিক মুদ্রার যোগান-রেখা $SS_1$ ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন। ইহার অর্থ, দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং দাম হ্রাস পাইলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। ইহারও কারণ বুঝা কঠিন নয়। ধরা যাক যে, ১ ডলারের দাম বৃদ্ধি পাইয়া ৮ টাকার স্থলে ৯ টাকা হইল। ইহার ফলে মার্কিন দেশে ভারতীয় দ্রব্যাদি পূর্বের তুলনায় সস্তা হইবে এবং ঐ দেশ ভারতীয় দ্রব্যাদি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্রয় করিবে। এই অবস্থায় মার্কিন দেশের ক্রেতারা অধিক ক্রয়ের জন্য অধিক পরিমাণে ডলারের যোগান দিবে। অপরপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইলে উহার যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে চাহিদা ও যোগান রেখা পরস্পর $F_1$ বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। সুতরাং বিনিময় হার $OF$ হইলে চাহিদা ও যোগান সমান হইবে এবং সেইজন্য $OF$ হইবে ভারসাম্যের বিনিময় হার।

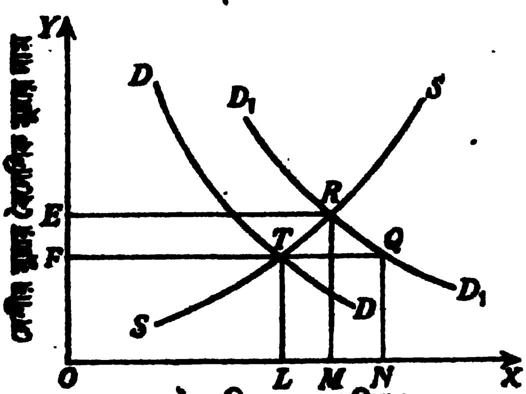
বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অন্য কোন বিনিময় হারে ভারসাম্য অবস্থা আসিতে পারে না। বিনিময় হার যদি $OF$-এর অধিক হয় তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা কম হইবে ; ইহার ফলে আবার বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইয়া $OF$-এ দাঁড়াইবে। অপরপক্ষে যদি ধরা যায় যে বৈদেশিক মুদ্রার দাম $OF$-এর কম, তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার

দাম বৃদ্ধি পাইয়া $OF$-এ দাঁড়াইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈদেশিক মুদ্রার দাম $OF$ হইলে ঐ হারের কোন পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিবে না, কারণ ঐ বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন আবার চাহিদা ও যোগানের অবস্থা যদি অপরিবর্তিত হয় ( change in the conditions of demand or of supply )—অর্থাৎ চাহিদা কিংবা যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার অপরিবর্তিত হইবে। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি হইলে ( অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গেলে ) দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে চাহিদা যদি কমিয়া যায় ( অর্থাৎ চাহিদা-রেখা যদি বামদিকে সরিয়া আসে ) তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে। অনুরূপভাবে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান যদি বৃদ্ধি পায় ( অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার যোগান-রেখা যদি ডানদিকে সরিয়া যায় ) তাহা হইলে দেশের মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে অপরদিকে যোগান কমিয়া গেলে ( অর্থাৎ যোগান-রেখা বামদিকে সরিয়া আসিলে ) বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে।

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে চাহিদার পরিবর্তন হইলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা দেখানো যাইতে পারে :

ধরা যাউক, মার্কিন দেশের দ্রব্যাদির জন্য আমাদের দেশের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ আমরা মার্কিন দেশের দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে চাহিতেছি। এই অধিক পরিমাণে আমদানি করিবার জন্য দেশের ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে টাকার অংকে ডলারের দাম বৃদ্ধি পাইবে, কারণ পূর্বতন দামে যথেষ্ট পরিমাণ ডলারের যোগান পাওয়া যাইবে না। নিম্নের রেখাচিত্রে $SS'$ হইল যোগান-রেখা এবং $DD_1$ হইল চাহিদা-বৃদ্ধির পূর্বের চাহিদা-রেখা। সুতরাং প্রথমে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হইল $OF$। এখন দেশের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চাহিদা-রেখা ডান-দিকে সরিয়া $D_1D_1$ হইয়াছে। এই অবস্থায় দেখা যাইতেছে, বৈদেশিক মুদ্রার পূর্বতন দাম $OF$ থাকিলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হইবে $ON$ কিন্তু যোগান হইবে $OL$। চাহিদা যোগানের তুলনায় অধিক হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং $OE$-তে আসিয়া দাঁড়াইবে। বৈদেশিক মুদ্রার দাম $OE$ হইলে চাহিদা ও যোগান আবার সমান সমান হইয়া দাঁড়াইবে।



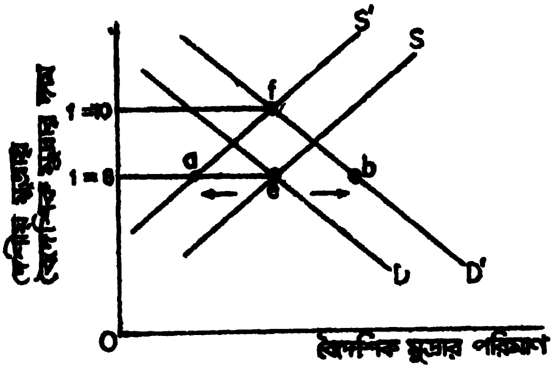
রেখাচিত্র ৪২.২ : বৈদেশিক-মুদ্রা বিনিময় হারের পরিবর্তন

লক্ষণীয় যে, বিনিময় হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পুনরায় ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে।

কারণ, ডলারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কিন দেশে আমাদের দ্রব্যাদি সস্তা হইবে এবং ফলে আমাদের রপ্তানি বাড়িবে। সুতরাং ডলারের যোগানের পরিমাণ ( amount of dollars supplied ) বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে ডলারের দাম বৃদ্ধি পাইলে মার্কিন দেশ হইতে আমদানি কতকটা কমিয়া যাইবে এবং উহার সংগে ডলারের চাহিদার পরিমাণও কতকটা কম হইবে। এইভাবে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া উপরের রেখাচিত্রে $R$ বিন্দুতে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার দাম $OE$-তে দাঁড়াইবে। এই আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পাইলে ঐ মুদ্রার দাম কমিবে।

অনুরূপ যুক্তির সাহায্যে যোগান বৃদ্ধি পাইলে বৈদেশিক মুদ্রার যে দাম কমে এবং যোগান হ্রাস পাইলে যে দাম বাড়ে তাহা সহজেই দেখানো যায়।

**দুইটি তত্ত্বের তুলনা :** উপরের দুইটি তত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে—অর্থাৎ উহাদের মূল বক্তব্য একই। ইহা নিচের রেখাচিত্রটি দ্বারা দেখানো যাইতে পারে :




রেখাচিত্র ৪২.৩ : দুইটি তত্ত্বের তুলনা

ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব অনুসারে ভারতে আমেরিকার তুলনায় সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস পাইবে এবং ডলারের বৈদেশিক মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। যখন আমেরিকার তুলনায় ভারতে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের রপ্তানি পণ্যের তুলনায় আমেরিকার রপ্তানি মূল্যের মূল্য হ্রাস পায়। সুতরাং প্রারম্ভিক বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারে (অর্থাৎ ৮ টাকা=১ ডলার) ভারতে আমেরিকার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। বিপরীতভাবে এই অবস্থায় আমেরিকানগণ ভারতীয় দ্রব্যের ভোগ কমাইয়া দিতে থাকিবে। সুতরাং ভারতে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং ডলারের চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইবে। অপরপক্ষে আবার আমেরিকানগণ ভারতে ডলারের যোগান হ্রাস করিলে ইহার যোগান-রেখা বাঁদিকে সরিয়া যাইবে। ডলারের এই উদ্বৃত্ত চাহিদা (যাহা a এবং b বিন্দুর দ্বারা দেখান হইয়াছে) মুদ্রা-বিনময় হারকে বৃদ্ধি করিয়া ১০ টাকা=১ ডলারে লইয়া যাইবে। সুতরাং দ্রব্যমূল্যের স্তরের পার্থক্যজনিত পরিবর্তনের ফলে মুদ্রা-বিনিময়ের হারের পরিবর্তন হয়।[১] ইহাই ক্রয়ক্ষমতার সমতা-তত্ত্বের মূলকথা।

এখন টাকার ক্রয়শক্তি-হ্রাস বা অবচয়ের (depreciation) ফলে ভারতে আমেরিকার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে—অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে মুদ্রা-বিনিময় হার নির্ধারিত হইবে। ইহাই চাহিদা ও যোগান—অর্থাৎ আধুনিক তত্ত্বের সারমর্ম।

**৪২.২ বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয় ? (What are the Determinants of Supply of and Demand for Foreign Exchange ?) :** বৈদেশিক মুদ্রার দাম (কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে) বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং এই যোগান ও চাহিদা পরিবর্তিত হইলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন : চাহিদা ও যোগানের পিছনে কি কি শক্তি কার্য করে এবং কি কি কারণে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটে যাহার প্রভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার উঠানামা করে (fluctuates)। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে যোগান ও চাহিদার নির্ধারক এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারের উঠানামার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

প্রথমত, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার নির্ভর করে বিদেশের দ্রব্যাদির জন্য দেশের চাহিদা এবং দেশের দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের চাহিদার আপেক্ষিক আতিশয্যের উপর। বিদেশের দ্রব্যাদির জন্য দেশের চাহিদা যত অধিক হইবে তত দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়ত, দেশের জাতীয় আয় যত বৃদ্ধি পায় বিদেশ হইতে দেশের আমদানি তত বৃদ্ধি পায়, কারণ আমাদের বর্ধিত আয়ের একাংশ বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয়।[২] ইহার ফলে

১. "Differential changes in the price levels of two nations cause the exchange rate to change." R. N. Ward

২. ইহার বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইতেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে বিদেশের জাতীয় আয় বাড়িলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে এবং দেশীয় মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার আপেক্ষিক মূল্যস্তরের ( relative prices ) দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইতে পারে। বিদেশের তুলনায় দেশের দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইলে অধিক পরিমাণে বিদেশী দ্রব্য আমদানি হইবে এবং কম পরিমাণে দেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইবে, কারণ বিদেশী সস্তা দ্রব্যের সহিত দেশীয় দ্রব্য প্রতিযোগিতায় পারিবে না। ইহার ফলে অধিক আমদানির পাওনা মিটাইবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং কম রপ্তানির জন্য দেশীয় মুদ্রার জন্য বিদেশে চাহিদা হ্রাস পাইবে। অন্যভাবে বলা যায়, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের তুলনায় অধিক হইবে। ইহার ফলে দেশীয় মুদ্রার অংকে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে বিদেশী দ্রব্যাদির দাম ও উৎপাদন-ব্যয় তুলনায় অধিক হইলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে, কারণ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হয়।

পরিশেষে, মূলধনের গমনাগমনের ( capital movements ) ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার পরিবর্তিত হইয়া থাকে। দেশ হইতে বিদেশকে যত ঋণপ্রদান করা হইবে, পূর্বের ঋণের সুদ বাবদ বিদেশকে যত অধিক পাওনা মিটাইতে হইবে এবং বিদেশ যতই দেশের মধ্যে টাকা রাখিতে চাহিবে না ততই দেশীয় মুদ্রার অংকে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে। ধরা যাক, দেশ বিদেশকে ঋণপ্রদান করিল। ইহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে আবার দেশ বিদেশের নিকট হইতে যত অধিক ঋণ সুদ ইত্যাদি বাবদ পাইবে বৈদেশিক মুদ্রার দাম তত হ্রাস পাইবে, কারণ এই সকল পাওনার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়িয়া যায়।

মূলধন গমনাগমন ( capital movement ) আবার বৈদেশিক মুদ্রার ফটকা কারবারের ( speculation in foreign exchange ) সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। যুদ্ধের গুজব, রাজনৈতিক গোলযোগ ও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারে পরিবর্তনের দরুন লাভালাভের সম্ভাবনাই হইল এই ধরনের মূলধনের গমনাগমনের কারণ। ধরা যাক, টাকার অংকে ডলারের মূল্য সামান্য হ্রাস পাইয়া ৮ টাকা হইতে ৭.৯০ টাকা হইল। এখন অনেকের আশংকা হইতে পারে যে ডলারের দাম আরও হ্রাস পাইবে। ইহারা দামহ্রাসের ভয়ে ডলারের পরিবর্তে টাকা ধরিয়া রাখিবার দিকে ঝুঁকিবে। ফলে ডলারের যোগান বৃদ্ধি পাইবে ও চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং উহার দাম আরও হ্রাস পাইতে থাকিবে। অনুরূপভাবে যুদ্ধের ভীতি বা রাজনৈতিক গোলযোগের দরুন যখন মূলধন এক দেশ হইতে অন্য দেশে সরিয়া যাইতে থাকে তখন ঐ দেশের মুদ্রার দাম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

**৪২.৩ অবাধ পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হারের সুবিধা-অসুবিধা ( The Advantages and Disadvantages of Freely Flexible Exchange Rate ) :** পরিবর্তনশীল বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারের একদিকে যেমন কতকগুলি সুবিধা রহিয়াছে অপরদিকে আবার তেমনি উহার কতকগুলি ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয়।

**সুবিধা :** প্রথমেই বলা হয় যে, পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার থাকিলে কোন দেশ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রয়োজনমত স্বাধীন আর্থিক নীতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।[১] যেমন সংশ্লিষ্ট দেশ আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব বিনা বাধায় নিশ্চিত করিতে পারে অথবা বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে অথবা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিতে পারে, ইত্যাদি। কিন্তু স্বর্ণমানের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারকে স্থির রাখিবার ব্যবস্থা করা হইলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই স্বাধীনতা থাকে না এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত শৃংখলিত করা হয়। দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হউক বা না-হউক, বৈদেশিক

১. "There is much to be said for flexible exchanges. Each country is free to pursue its own internal economic policies, leaving the exchange rate to take care of itself." Samuelson

মুদ্রা-বিনিময় হারকে স্থির রাখিবার জন্য দেশকে উহার আয় ও মূল্যস্তরকে ( income and prices ) পরিবর্তিত করিতে হয়। ধরা যাক যে, দেশের দ্রব্যাদির বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস পাইল এবং রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইতে থাকিল। এখন স্বর্ণমান থাকিলে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানি হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সরকার ও টাকাকড়িসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষকে দেশের আয় ও মূল্যস্তর হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ, মুদ্রা-বিনিময় হারকে স্থির রাখিবার জন্য দেশের মধ্যে মুদ্রাসংকোচন ( deflation )—এমনকি বেকারত্বের সৃষ্টি করিতে হয়। অপরপক্ষে দেশের রপ্তানি আমদানির তুলনায় অধিক হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার থাকিলে এই অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। যেমন, কোন কারণে দেশের দ্রব্যের জন্য বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া গেলে দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সম্প্রসারিত করিয়া আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ( internal balance ) সহজেই আনয়ন করা যায়। ঐ সংগে মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসের মারফত বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। কারণ, দেশীয় মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস পাইলে দেশের রপ্তানি পূর্বের তুলনায় বিদেশী বাজারে সস্তা হয় আর দেশের বাজারে বিদেশের দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে দেশের লেনদেনের প্রতিকূল অবস্থা উন্নতিলাভ করে। অবশ্য উন্নতিলাভ তখনই সম্ভব হয় যখন দেশ ও বিদেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্য চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হয়।

দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার ব্যবস্থা সহজ সরল বলিয়া দাবি করা হয়।[১] প্রত্যেক দ্রব্যের বাজারে যেমন ভারসাম্য দামের মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা আনয়ন করা হয় বৈদেশিক মুদ্রার বাজারেও তেমনি মুদ্রার বিনিময় হার এমন হওয়া প্রয়োজন যে মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান সমান হয়। এখন পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার থাকিলে সহজেই মুদ্রামূল্যহ্রাসের মাধ্যমে এই সমতা—অর্থাৎ বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনয়ন করা সহজ হয়।

**ত্রুটি :** পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হারের উপরি-উক্ত সুবিধা থাকিলেও উহার একাধিক ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমত, উল্লেখ করা হইয়াছে যে মুদ্রা-বিনিময় যখন-তখন পরিবর্তিত হয় বলিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ ঝুঁকি থাকিয়া যায়। যেমন, দেশ যদি রপ্তানির দাম বৈদেশিক মুদ্রায় লইতে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং দাম পাওয়ার পূর্বেই যদি বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যহ্রাস হয় তাহা হইলে দেশের রপ্তানিকারকের লোকসান হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বলা ... যে, এই ঝুঁকি থাকে বলিয়াই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ঋণপ্রদান বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল বিনিময় থাকিলে ভবিষ্যৎ ফটকা কারবারের ( speculation ) ফলে বৈদেশিক দেনাপাওনার ক্ষেত্রে বিশৃংখলার সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন কোন দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে যদি এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে ভবিষ্যতে উহার মূল্য আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে তাহা হইলে ঐ দেশ হইতে অন্যত্র টাকা সরাইয়া লওয়ার হিড়িক দেখা দিতে পারে এবং উহার ফলে ঐ দেশের মুদ্রার মূল্য আরও হ্রাস পাইতে থাকিবে। স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশ এক সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইবে।

তৃতীয়ত, পরিবর্তনশীল বিনিময় হার থাকিলে এক দেশ নিজের আভ্যন্তরীণ বেকারত্বের প্রতিবিধানকল্পে দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়াও মুদ্রার বৈদেশিক মূল্যহ্রাস নীতির ( exchange depreciation ) দিকে ঝুঁকে, কারণ যখন কোন দেশ মুদ্রার বৈদেশিক মূল্যহ্রাস করে তখন বৈদেশিক বাজারে ঐ দেশের রপ্তানি অন্যান্য দেশের দ্রব্যাদির পরিবর্তে অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে। ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও নিয়োগ সম্প্রসারিত হয় কিন্তু অন্য দেশের অর্থনৈতিক কার্যাদি ও প্রয়োগ হ্রাস পায়। এইভাবে এক দেশ নিজের বেকারত্ব অন্য দেশে চালান করিয়া দিতে পারে।

---

১. "An obvious merit of free rate adjustment is its simplicity." Scammell : *International Monetary Policy*

চতুর্থত, কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি এমন হইতে পারে যে মুদ্রামূল্যহ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য সংরক্ষিত করা সহজসাধ্য হয় না। ধরা যাক, কোন দেশ খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানি করে এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। এখন ধরা যাউক, ঐ দেশের বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইল। এই অবস্থায় মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য সহজে আসিবে না। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে বিদেশে শিল্পজাত রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা হয়ত কতকটা বাড়িবে, কিন্তু সেই সংগে আমদানির দাম বৃদ্ধি পাইবে অথচ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যাদির চাহিদা কমিবে না। সুতরাং রপ্তানির খাতে পাওনা বাড়িয়া থাকিলেও আমদানির দরুন দেনাও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা উন্নতির দিকে না যাইয়া অবনতির দিকে যাইতে পারে এবং মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য আরও হ্রাস পাইতে থাকিতে পারে।

**আগাম বিনিময় ( Forward Exchange ) :** বৈদেশিক বিনিময়ের বাজার অনিয়ন্ত্রিত থাকিলে আর একপ্রকার বিনিময় হার বাজারে চালু থাকিতে পারে। ইহাকে আগাম বিনিময় হার ( Forward Exchange Rate ) বলা হয়। বর্তমান না থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় ওঠানামা করিতে পারে। ইহার ফলে বৈদেশিক লেনদেনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় তাহা এড়াইবার জন্য ব্যবসায়িগণ অনেক সময় পূর্ব হইতেই একটি নির্দিষ্ট হারে ভবিষ্যতের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার পূর্ব-নির্দিষ্ট ঐ ভবিষ্যৎ মূল্যকে আগাম বিনিময় বলা হয়। সুতরাং অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামানের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের দুইটি হার প্রচলিত থাকে। একটি বর্তমান হার ( Spot Rate ) এবং অপরটিকে আগাম হার ( Forward Rate ) বলা হয়। যদি ভবিষ্যতে লেনদেন উদ্বৃত্তের অনুকূল অবস্থা অনুমান করা হয় তাহা হইলে আগাম হার বর্তমান হারের তুলনায় দেশীয় মুদ্রার অনুকূলে থাকিবে ; পক্ষান্তরে ভবিষ্যৎ উদ্বৃত্তের অবস্থা প্রতিকূল অনুমিত হইলে আগাম হার প্রতিকূল হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়িগণ অনেক সময় আগাম হারজনিত চুক্তির ঝুঁকি এড়াইবার জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেইজন্য বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সুদের হারের উপরও আগাম বিনিময় হার কিছুটা নির্ভর করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আগাম বিনিময়ের হার দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে ; যথা, (১) ভবিষ্যৎ লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থা এবং (২) বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সুদের হার।

**মুদ্রামানহ্রাস ( Devaluation )** দেশে ক্রমাগত প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইতে থাকিলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের মুদ্রার মূল্যমান কমাইয়া প্রতিকূল উদ্বৃত্ত সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাকে ডিভ্যালুয়েশন বা মুদ্রামানহ্রাস বলা হয়। যেমন, ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারতের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য আমেরিকার ডলারের ( তথা স্বর্ণের ) হিসাবে ৩৬·৫ শতাংশ হ্রাস করা হয় এবং ইহার ফলে আমাদের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সামান্য কিছুটা প্রতিবিধান হয়।

**মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল ( Effects of Devaluation ) :** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মুদ্রামানহ্রাসের দ্বারা প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান করা যায়। কিরূপে ইহা সম্ভবপর হয় তাহার আলোচনা নিম্নে করা যাইতেছে। মুদ্রামানহ্রাসের ফলে দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য কমিয়া যায় এবং সেইজন্য দেশের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের বৈদেশিক মূল্য বা দাম কমিয়া যায়। অপরপক্ষে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য দেশের মুদ্রায় বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং আমদানি হ্রাস পায়। সুতরাং লেনদেন-উদ্বৃত্ত দেশের অনুকূলে আসিতে থাকে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, পূর্বে ভারতীয় কোন দ্রব্য ( রপ্তানি ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২১ সেন্টে বিক্রয় হইত—অর্থাৎ পূর্বতন বিনিময় হারে দ্রব্যটির দাম ১ টাকা। এখন মুদ্রামানহ্রাসের ( Devaluation ) ফলে ঐ দ্রব্যটির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩·৩ সেন্টে বিক্রয় করা হইলেও ভারতীয় ক্রেতা পূর্বের ১ টাকা মূল্যেই পাইবে। সুতরাং দ্রব্যটির দাম মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে কমিয়া যাওয়ায় ঐ দেশে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে ভারতীয় দ্রব্য বিক্রয় হইবে—অর্থাৎ ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে, অনুরূপ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রব্যাদির মূল্য ভারতে বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে বিদেশ হইতে ভারতের আমদানি হ্রাস পাইবে। এইরূপে একদিকে রপ্তানি বৃদ্ধি ও অন্যদিকে আমদানি হ্রাস—এই দুই-এর মিলিত প্রভাবের ফলে অনুকূল উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হইবে বা অন্ততপক্ষে পূর্বের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান হইবে।

মুদ্রামানহ্রাস কতটা কার্যকর হইবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ( elasticity of demand ) উপর। ঐ চাহিদা যত অধিক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হইবে মুদ্রামানহ্রাস তত অধিক পরিমাণে কার্যকর হইবে। পক্ষান্তরে, চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে মুদ্রামানহ্রাস খুব বেশী কার্যকর হইবে না। এক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি অনুধাবন করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে রপ্তানি দ্রব্যের দাম কমিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না। সুতরাং রপ্তানিবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম হইবে। পক্ষান্তরে, ভারতে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ঐ দেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ কমিবে না—অর্থাৎ আমদানির পরিমাণ বিশেষ কমিবে না, আমদানি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইবে মাত্র। তবে বহুবিধ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হয় বলিয়া সাধারণত ডিভ্যালুয়েশন করিলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং আমদানি কমিয়া যায়।

দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং এই অসাম্য যদি মৌলিক কারণের দরুন হয় তাহা হইলেই সাধারণত মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। তবে লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রামানহ্রাস সমর্থন করা হয়। যেমন, ইংল্যাণ্ড যখন ১৯৪৯ সালে তাহার মুদ্রার মুদ্রামানহ্রাস করিল তখন প্রধানত ঐ কারণে ভারতীয় মুদ্রারও ডিভ্যালুয়েশন করা হইয়াছিল।[১] কারণ, স্টার্লিং-মুদ্রাভিত্তিক দেশসমূহের সহিতই ভারতের অধিকাংশ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঐ সময় ভারতীয় মুদ্রামান হ্রাস না করা হইলে ব্রিটেন ও অন্যান্য স্টার্লিং-মুদ্রাভিত্তিক দেশের সহিত আমাদের লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইয়া পড়িত।

## ৪২.৪ বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ( FOREIGN EXCHANGE CONTROL )

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সম্পর্কে যে আলোচনা এ-পর্যন্ত করা হইয়াছে তাহা বৈদেশিক মুদ্রার অবাধ বিনিময় প্রচলিত আছে উহা ধরিয়া লইয়াই করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশেই বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের অধীনে কেহ রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত এমন কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হইতে পারে না যাহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর্তৃক যেক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের সম্মতি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রেও ঐ বিনিময় সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে সম্পাদিত করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে রপ্তানিজনিত পাওনা এবং আমদানিজনিত দেনার পরিমাণ, এমনকি মোট বৈদেশিক দেনাপাওনার পরিমাণ ও দিক্‌নির্দেশ ( direction ) এবং সর্বোপরি বিনিময় হার ইত্যাদি সব কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থাকে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। নিম্নে এই সকল উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

প্রথমত, বিনিময় হার স্থির রাখিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইতে পারে। বিনিময় হার উঠানামা করিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। বিশেষ করিয়া যুদ্ধ ইত্যাদির সময় বিনিময় হারের পরিবর্তনের ফলে অত্যাবশ্যকীয় বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি যাহাতে ব্যাহত না হয়

১. পরে আবার ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ড পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর মুদ্রামান হ্রাস করে।

সেইজন্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিয়া ঐ নির্দিষ্ট হারে মুদ্রা-বিনিময় করিতে বাধ্য করা হয়।

দ্বিতীয়ত, মূলধন, স্বর্ণ অথবা অন্য যে-সকল দ্রব্য দেশের পক্ষে অপরিহার্য মনে হয় তাহাদের রপ্তানি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত মূলধন ও স্বর্ণের রপ্তানি বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং লাইসেন্স ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

তৃতীয়ত, অত্যাবশ্যক দ্রব্যের আমদানি যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইতে পারে এবং সেই সংগে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যাহাতে রপ্তানির ফলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অনাবশ্যক দ্রব্যাদির আমদানির জন্য ব্যয়িত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করিবার জন্যই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সংগে সংগে বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

চতুর্থত, লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধানকল্পে উদ্বৃত্তের সমতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যেও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রাসংকোচ বা মুদ্রামানহ্রাস ইত্যাদির পরিবর্তে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের সমতা আনিবার চেষ্টা করে।

পঞ্চমত, অধুনা কোন কোন দেশ, যেমন ভারতবর্ষ, পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি, মূলধন, কারিগরি দক্ষতা ( technical skill ) ইত্যাদির আমদানি অত্যাবশ্যক। সুতরাং এই সকল দ্রব্য বা সেবা আমদানি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের জন্যও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। সেইরূপ যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে যাহাতে অসুবিধা না হয় সেইজন্য যুদ্ধোত্তর যুগে ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত দেশই বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে।

**বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ( Methods of Exchange Control )**

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সকল বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাদের সংক্ষেপে বর্ণনা নিম্নে করা হইল :

প্রথমত, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বিদেশে টাকা প্রেরণ করা চলিবে না বা বিদেশ হইতে টাকা দেশে আনা চলিবে না, এইরূপ আইন করা যাইতে পারে। ঐ বিধি অনুসারে কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কারণে এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক বিনিময়ের অনুমতি দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কোন্ দেশের মুদ্রা কি পরিমাণ ক্রয় করা যাইবে তাহাও কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দেন এবং দেশবাসী কর্তৃক অর্জিত সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা সরকারী তহবিলে জমা দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেইজন্য আমদানি ও রপ্তানির লাইসেন্স-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অনুযায়ী কি কি দ্রব্য কত পরিমাণ আমদানি বা রপ্তানি করা হইবে এবং কোন্ কোন্ দেশ বা মুদ্রাঞ্চল হইতে আমদানি ও রপ্তানি করা হইবে তাহার প্রকৃতি ও পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, অনেক সময় বিদেশের পাওনা দেশীয় মুদ্রায় আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় ( freezing or blocking of foreign accounts )। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ তাহাদের পাওনা নিজ দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে পারে না। তাহাদের পাওনা দেশীয় মুদ্রায় জমা হয় এবং দেশ হইতে কোন জিনিস ক্রয় করিয়া ঐ জমা হইতে ব্যয় করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার ফলে বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ তাহাদের পাওনা কেবলমাত্র ঐ দেশেই ব্যয় করিতে পারে; অন্যত্র ব্যয় করিতে পারে না।

চতুর্থত, নানা ধরনের চুক্তির সাহায্যে বৈদেশিক বিনিময় তথা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়—যেমন, সরাসরি পণ্য-বিনিময় চুক্তি ( Barter Agreements ), দেনাপাওনা কাটাকাটি করিবার

চুক্তি ( Clearing Agreements ), কি উপায়ে লেনাপাওনা মিটানো হইবে সেই সম্পর্কে চুক্তি ( Payments Agreements ) ইত্যাদি।

**বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের গুণ :** বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের প্রধান গুণ হইল যে, ইহার সাহায্যে বিনিময় হারে পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইহার ফলে বিনিময় হারের অনাবশ্যক উঠানামা এবং বৈদেশিক বিনিময় লইয়া ফটকাবাজী বন্ধ হয়। বিনিময় হার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকে না বলিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছু সুবিধা হয়।

দ্বিতীয়ত, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে রপ্তানিবৃদ্ধি এবং বিশেষ করিয়া অনাবশ্যক আমদানি বন্ধ করা যায় বলিয়া অনেক দেশই এখন বৈদেশিক বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

তৃতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। কারণ, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে এই সকল দেশ বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অত্যাবশ্যক দ্রব্য আমদানি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে না।

বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের অবশ্য অনেক ত্রুটিও আছে।

**ত্রুটি :** বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সকল দেশের লাভ হয় এবং সেইজন্য অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা একযোগে জগতের সকল দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় সুবিধাজনক মনে হইলেও শেষ পর্যন্ত সকল দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়ত, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক সময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক রেষারেষির দরুন রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে পারে।

তৃতীয়ত, দেখা যায় যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে যেরূপ চোরাবাজার ও কালোবাজারের (black market) উদ্ভব হয় সেইরূপ বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ফলে বৈদেশিক বিনিময়েরও কালোবাজারের সৃষ্টি হয়।

চতুর্থত, আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের দরুন বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে অযোগ্যতা, অক্ষমতা, এমনকি অসাধুতার আধিক্যের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের, বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের, সমূহ ক্ষতি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে কঠিন নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ইত্যাদি গোপনে আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে।

**উপসংহার :** উপসংহারে বলা যাইতে পারে, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই সকল দেশের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্তমান অবস্থায় বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ হয়ত অনিবার্য। সুতরাং দেশের বাণিজ্যিক ও বৈদেশিক বিনিময়সংক্রান্ত নীতি এরূপভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন যে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অবাধ বৈদেশিক বিনিময়-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

## সংক্ষিপ্তসার

১. যে হারে বৈদেশিক লেনাপাওনা মিটাইবার জন্য এক দেশের মুদ্রা অপর এক দেশের মুদ্রার সহিত বিনিময় হয় তাহাকে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার বলে।

২. উভয় দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে দুই দেশের বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের পারস্পরিক স্বর্ণমূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। অবশ্য টাঁকশালের স্থিরীকৃত হার হইতে কার্যক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়।

৩. অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামানের অধীনে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের সম্পর্কে দুইটি তত্ত্ব আছে। তত্ত্ব দুইটি হইল ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব এবং চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্ব।

৪. ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব অনুসারে দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময় হার মূলত ঐ দুই দেশের মুদ্রাদ্বয়ের ক্রয়ক্ষমতার ভাগফলের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। অর্থাৎ, দুইটি দেশের মুদ্রার নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার ভাগফল যাহা হইবে দেশ দুইটির বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারও তাহাই হইবে।

৫. আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে বিনিময় হার চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন টাকা ও ডলারের বিনিময় হার ডলারের যোগান ও ডলারের চাহিদার উপর নির্ভর করে এবং যে-হারে ডলারের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়, টাকার অংকে ডলারের দাম সেই হারে নির্ধারিত হয়।

৬. মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার লেনদেন-উদ্বৃত্তের উপরও নির্ভর করে বলিয়া চাহিদা ও যোগান তত্ত্বকে লেনদেন-উদ্বৃত্ত তত্ত্বও বলা হয়। বর্তমানে এই তত্ত্বটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

৭. স্বর্ণমানের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার সাধারণত স্থায়ী হয়। অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামানের অধীনে দেশে বৈদেশিক দ্রব্য ও মূলধনের চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারও উঠানামা করে।

## প্রশ্নাবলী

১. কিভাবে (ক) স্বর্ণমানের অধীনে এবং (খ) অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামানের অধীনে মুদ্রা-বিনিময় হার নির্ধারিত হয়? [ C. U. B Com (H) 1982 ]

২. সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্বের পর্যালোচনা কর। তত্ত্বটি কি বর্তমানে মূল্যহীন?

৩. অনিয়ন্ত্রিত বাজারে দুইটি বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পরস্পর বিনিময়ের হার কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা বুঝাইয়া দাও। [ C. U. B. A. 1986 ]

৪. মুদ্রামানহ্রাস বলিতে কি বুঝায়? মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্যে কিভাবে লেনদেন-ঘাটতির ( অথবা বাণিজ্য-ঘাটতির ) প্রতিবিধান করা যায়?

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. R. N. Waud : *Economics* ( Harper & Row, 2nd Edn )
2. J. E. Meade : *The Balance of Payments* ( Oxford, 1951 )
3. John Beardshaw : *Economics* ( M & E, 1983 )

# ৪৩ আন্তর্জাতিক লেনদেন-উদ্বৃত্ত
## ( The Balance of International Payments )

*"In ordinary usage one speaks of countries that have a favourable balance of payments, or a surplus, and countries that have a negative or unfavourable balance of payments or a deficit. The most important question to be dealt with ... is how a country with a deficit can cure it."* Bo Sodersten

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রাথমিক সমস্যাটির উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের একটি প্রধান সমস্যা হইল এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার সমস্যা। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের এরূপ কোন সমস্যাই নাই। ঐ ক্ষেত্রে দেশের বিহিত মুদ্রার মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানো হয়। কিন্তু এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে বিহিত ( legal tender ) নহে। সুতরাং আন্তর্জাতিক কোন দেনা বা পাওনা মিটাইতে হইলে এক দেশের মুদ্রাকে অপর দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে হয়। ভারতীয় আমদানিকারী এমনকি ভারত সরকারও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাল আমদানি করে, তাহা হইলে মার্কিন রপ্তানিকারীর পাওনা ভারতীয় টাকাকড়িতে মিটানো চলে না। এক্ষেত্রে আমদানিকারীর পক্ষে টাকাকে ডলারে রূপান্তরিত করিয়া তবে দেনা পরিশোধ করিতে হয়।

এখন কি করিয়া এই রূপান্তর সংঘটিত হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময় করিবার জন্য যেরূপ দ্রব্যের বাজার আছে, সেইরূপ বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজারও আছে। এই বাজারকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার ( Foreign Exchange Market ) বলা হয়। বিনিময় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইত্যাদি লইয়া এই বাজার গঠিত। বিভিন্ন দেশের সরকারও অনেক সময় নিজেদের মুদ্রার বিনিময়ে বৈ শিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিয়া এই বাজারে অংশগ্রহণ করে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় কার্যক্ষেত্রে ব্যাংক ইত্যাদির সাহায্যে কি করিয়া সম্ভব তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ভারতীয় ব্যবসায়ী ক ব্রিটিশ রপ্তানিকারী খ-এর নিকট হইতে ১০০ পাউণ্ড-স্টার্লিং মূল্যের একটি রেডিও-সেট ক্রয় করিয়াছে। এক্ষেত্রে ক যে-কোন বিনিময় ব্যাংকের নিকট গিয়া ভারতীয় টাকার পরিবর্তে একশত পাউণ্ড ক্রয় করিতে পারে। যদি প্রতি পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর মূল্য ১৮ টাকা হয় তাহা হইলে ক ১৮০০ টাকা কোন বিনিময় ব্যাংকের ভারতীয় শাখায় জমা দিলে, ঐ ব্যাংক তাহার লণ্ডনস্থ শাখা বা এজেন্টকে জানাইয়া দিবে যে যেন খ-কে ১০০ পাউণ্ড-স্টার্লিং দেওয়া হয়। এইভাবে ভারত কর্তৃক ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়ের ফলে ভারতীয় টাকা পাউণ্ডে রূপান্তরিত হইতে পারে। এই প্রসংগে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই ক্রয়বিক্রয়ের ফলে উল্লিখিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভারতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেল এবং সংগে সংগে লণ্ডনে উহার পাউণ্ডের পরিমাণ কমিয়া গেল।

কার্যক্ষেত্রে ঋণপত্রের মাধ্যমেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হয়। ইহাদের মধ্যে বিনিময় বিল ( Bill of Exchange ), ব্যাংকার্স ড্রাফ্‌ট ইত্যাদিই প্রধান। বিনিময় বিলের সাহায্যে কিভাবে বিদেশে টাকা পাঠানো হয় তাহা নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ভারতের মিঃ বাজোরিয়া লণ্ডনের মিঃ ম্যাকেঞ্জীর নিকট হইতে ১০০০ পাউণ্ডের যন্ত্রপাতি আমদানি করিলেন। মিঃ ম্যাকেঞ্জী মিঃ বাজোরিয়ার নামে একটি বিল কাটিলে মিঃ বাজোরিয়া বা তাঁহার ব্যাংকার ঐ বিল 'স্বীকার করিলাম' ( accepted ) বলিয়া সহি করিয়া দিবেন। তখন মিঃ ম্যাকেঞ্জী কোন বিনিময় ব্যাংকের লণ্ডন অফিস হইতে ঐ বিলটি বাট্টা করিয়া—অর্থাৎ ভাঙাইয়া লইতে পারেন।

বিনিময় ব্যাংক বিলের মেয়াদ শেষ হইলে ঐ বিল তাহার ভারতীয় শাখা মারফং মিঃ বাজোরিয়ার নিকট পেশ করিয়া ঐ টাকা মিঃ বাজোরিয়ার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে।

যাহা হউক, বর্তমান আলোচনার দিক হইতে লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে ইহার ফলে বিনিময় ব্যাংকের পাউণ্ডের পরিমাণ কমিয়া গেল এবং টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেল। অন্যদিকে ভারতের বিক্রেতাগণ যে-সকল বিল ভাঙাইবে তাহার ফলে বিনিময় ব্যাংকের ভার প্রতিষ্ঠানগুলির টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং পাউণ্ডের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে যে-কোন একটি দেশের, যেমন ভারতের, মোট বৈদেশিক দেনা এবং মোট বৈদেশিক পাওনা অনেক সময় কাটাকাটি হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা না হইলে অবশিষ্ট দেনা বা পাওনা মিটাইবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং এই লেনদেনের অসামঞ্জস্য যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রথমে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

## ৪৩.১ লেনদেন-উদ্বৃত্ত ( THE BALANCE OF PAYMENTS )

আমদানি, রপ্তানি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেন বাবদ একটি দেশের অন্যান্য সকল দেশের নিকট পাওনা এবং মোট দেনা এই দুই-এর হিসাবনিকাশকে লেনদেন-উদ্বৃত্ত ( the balance of payments ) বলা হয়।[১] এই হিসাব সাধারণত বৎসরের ভিত্তিতেই করা হয়। এই বৈদেশিক দেনাপাওনার হিসাব বা লেনদেন-উদ্বৃত্তকে নিম্নলিখিত দফায় ভাগ করা যায় :

(ক) দৃশ্য আমদানি-রপ্তানি বা বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ( the balance of trade )।

(খ) অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি।

(গ) মূলধন আমদানি-রপ্তানি।

(ঘ) স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানি বা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে ( foreign exchange reserve ) হ্রাসবৃদ্ধি।

শুধু দৃশ্য আমদানি-রপ্তানির খাতে হিসাবকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ( the balance of trade ) এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় প্রকার আমদানি-রপ্তানির হিসাবকে 'চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত' ( the balance of payments on current account ) বলা হয়।[২] মূলধন আমদানি-রপ্তানিকে মূলধন খাতে ( on capital account ) উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই তিন দফার হিসাব একসংগে করিলে যাহা কিছু দেনাপাওনা থাকে তাহা স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে মিটানো হইয়া থাকে। এখন বিভিন্ন খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্তের বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইতেছে।

**ক। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ( the balance of trade ):** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিন শেষ হইয়াছে বলিয়া বর্তমানে প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা ( goods and services ) বিদেশে রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে অন্য কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা আমদানি করে। রপ্তানি ও আমদানি ( export and imports ) হইল প্রত্যেক দেশের বহির্বাণিজ্যের দুইটি দিক। রপ্তানির যে মোট মূল্য দাঁড়ায় তাহা বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্য, আর আমদানির মোট মূল্য দেশের নিকট বিদেশের প্রাপ্য। অন্যভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির মূল্য হইল দেশের আয়, আর আমদানির মূল্য হইল দেশের ব্যয়।

---

১. "The term ( *balance of payments* ) means just what it says : a nation's total payments to other nations must be equal to, or balance by, the total receipts from other nations."

R. N. Waud

২. এখানে উল্লেখযোগ্য যে অনেক লেখক 'বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' ( balance of trade ) কথাটি দ্বারা কোন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানি এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মূল্যের পার্থক্যকে বুঝাইয়া থাকেন। যেমন, স্ক্যামেল (Scammell) তাঁহার *'International Monetary Policy'* নামক পুস্তকে বলিয়াছেন: "...the balanced of trade is the difference between the value of goods and services sold to foreigners by the residents of the home country and the value of goods and services purchased from foreigners by them."

রপ্তানির মধ্যে যে-সকল পণ্যবস্তু ( merchandise ) থাকে তাহাদের দৃশ্য রপ্তানি ( visible exports ) বলা হয়। অনুরূপভাবে যে-সকল দ্রব্য আমদানি করা হয় তাহার মধ্যে যেগুলি পণ্যবস্তু তাহাদের বলা হয় দৃশ্য আমদানি ( visible imports )। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। চা, পাটজাত দ্রব্য, তুলাজাত দ্রব্য প্রভৃতি যে-সকল বস্তুগত দ্রব্য আমরা বিদেশে পাঠাই তাহা হইল ভারতের দৃশ্য রপ্তানি। অপরদিকে আমরা বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য, শিল্পজ দ্রব্য প্রভৃতি যে-সকল বস্তুগত দ্রব্য আমদানি করি তাহা হইল ভারতের দৃশ্য আমদানি।

এই দৃশ্য আমদানির মোট মূল্য এবং দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্যের পার্থক্যকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ( the balance of trade ) বলা হয়। যখন দেশের দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য দৃশ্য আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন এই উদ্বৃত্তকে বলা হয় 'অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' ( favourable balance of trade )। আবার যখন দৃশ্য আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন উদ্বৃত্তকে বলা হয় 'প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' ( unfavourable or adverse balance of trade )।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। যদি কোন দেশ কোন বৎসরে বিদেশে ১০ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্য রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে ৮ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্য আমদানি করে তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের ২ কোটি টাকা অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আবার যদি কোন দেশ কোন বৎসরে বিদেশে ১০ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে ১২ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্যাদি আমদানি করে তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের ২ কোটি টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

খ। **চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত ( The Balance of Payments on Current Account )**: কোন দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনাপাওনার সম্পূর্ণ চিত্র এই দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি হইতে পাওয়া যায় না। দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি বাবদ দেনাপাওনা ছাড়া সেবামূলক কার্য ও অন্যান্য খাতেও দেশের বিদেশের নিকট দেনাপাওনা হয়—যেমন, (১) কোন দেশ যখন বিদেশের জাহাজাদি ব্যবহার করে তখন তাহার জন্য বিদেশকে মাসুল দিতে হয়; (২) বিদেশী ব্যাংক বা বীমা কোম্পানির মাধ্যমে কাজকারবার করা হইলে তাহার জন্য দেশের নিকট বিদেশের প্রাপ্য হয় এবং দেশকে উহা পরিশোধ করিতে হয়; (৩) কোন দেশ অন্য দেশ হইতে ঋণ করিয়া থাকিলে তাহার জন্য বিদেশকে সুদ দিতে হয়; (৪) কোন দেশের লোক যখন ভ্রমণ বা ব্যবসায় বা শিক্ষার জন্য বিদেশ যাইয়া টাকাকড়ি খরচ করে তখন তাহার জন্য বিদেশের প্রাপ্য হয়; (৫) বিদেশে দূতাবাস প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক দেশকে বিদেশের ব্যয় বহন করিতে হয়; (৬) বিদেশী চলচ্চিত্রের ভাড়া বাবদ দেশকে বিদেশের প্রাপ্য মিটাইতে হয়; (৭) এক দেশ অন্য দেশকে সাহায্যস্বরূপ দান ( donations ) করিতে পারে; ইহার দরুন এক দেশের নিকট অন্য দেশের পাওনা থাকিতে পারে।

কোন দেশকে যেমন এই সকল খাতে বিদেশের পাওনা মিটাইতে হয় তেমনি আবার এই সকল খাতে বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্যও হয় এবং বিদেশকে উহা পরিশোধ করিতে হয়। এখন এই ধরনের যে-সকল খাতে বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্য হয় তাহাদিগকে অদৃশ্য রপ্তানি ( invisible exports ) বলা হয়। কারণ, দৃশ্য রপ্তানির মত এই সকল অদৃশ্য কাজকারবারের সুবিধাভোগের জন্যও বিদেশ হইতে দেশে অর্থাগম হয়। অনুরূপভাবে উপরি-উক্ত ধরনের যে-সকল খাতে কোন দেশকে বিদেশের প্রাপ্য মিটাইতে হয় তাহাদিগকে অদৃশ্য আমদানি ( invisible imports ) বলা হয়।

তাহা হইলে এখন পর্যন্ত দেখা গেল যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন দেশের আমদানি-রপ্তানি দৃশ্য ও অদৃশ্য এই দুই রকমের হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্যের মধ্যে যে-পার্থক্য হয় তাহাকে 'চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত' ( the balance of payments on current account ) বলা হয়। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের মত এই লেনদেন-উদ্বৃত্তও অনুকূল ( favourable ) বা প্রতিকূল ( unfavourable )

হইতে পারে। যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন বলা হয় যে চলতি হিসাবের খাতে দেশের প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত ( unfavourable balance of payments on current account ) হইয়াছে। আবার যখন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল ( favourable balance of payments on current account ) হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

গ। মূলধন রপ্তানি ও আমদানি ( Export and Import of Capital ) : লেনদেন-উদ্বৃত্তের তৃতীয় দফা হইল মূলধনের আমদানি ও রপ্তানি। মূলধনের আমদানি-রপ্তানিকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয় : (১) দীর্ঘকালীন ( long-term ) এবং (২) স্বল্পকালীন ( short-term )। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বা সরকারী চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে দীর্ঘকালের জন্য মূলধনের আমদানি বা রপ্তানিকে দীর্ঘকালীন মূলধনের হিসাবে ধরা হয়। পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ী বা ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান-গুলির পারস্পরিক বৈদেশিক দেনাপাওনার উদ্বৃত্তকে স্বল্পকালীন মূলধনের খাতে রাখা হয়।

মূলধনের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমদানি দেনার খাতে ও রপ্তানি পাওনার খাতে ধরিতে হইবে। কিন্তু মূলধনের ক্ষেত্রে ইহার ঠিক বিপরীত নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ, মূলধনের রপ্তানিকে দেনা হিসাবে এবং আমদানিকে পাওনা হিসাবে ধরিতে হইবে। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। যে-দেশ মূলধন রপ্তানি করে তাহাকে বর্তমানে বিদেশকে ঐ মূলধন যোগাইতে হয়। সুতরাং ঋণ দেওয়ার সময় মূলধন আমদানিকারী দেশকে পাওনাদাররূপে গণ্য করিতে হয়। পরে অবশ্য এই 'পাওনাদার' দেশকে সুদসমেত ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিবার সময় লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের খাতে ঋণ-গ্রহীতাই হইল পাওনাদার ও ঋণদাতা হইল দেনাদার।

মূলধনের আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। লেনদেনের উদ্বৃত্তের অন্যান্য দফার দরুন যদি কোন অনুকূল অথবা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূলধনের দফায় আসিয়া যথাক্রমে দেনা এবং পাওনার খাতে বসিবে। অর্থাৎ মূলধনের—বিশেষ করিয়া স্বল্পমেয়াদী মূলধনের, আমদানি বা রপ্তানির মারফত বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের সমতা আনয়ন করা হয়। সেইজন্য ইহাকে সমতা-আনয়নকারী দ equalising item ) বলা হয়।

ঘ। স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানি ( Gold Moven ts ) : মূলধনের আমদানি-রপ্তানি দ্বারা লেনদেন-উদ্বৃত্তের দেনাপাওনা সম্পূর্ণ না চুকিলে পূর্বে দেনাদার দেশকে স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া ঐ পাওনা মিটাইতে হইত।[১] বর্তমানে ইহার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রাই রপ্তানি করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশেরই একটি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল ( foreign exchange reserve ) আছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য প্রত্যেক দেশেরই মুদ্রা স্বর্ণের সহিত সম্পর্কিত থাকে বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রার আমদানি-রপ্তানিকে স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানি বলিয়াই ধরা হয়।

লেনদেন-উদ্বৃত্তের সমতা ( Equality in the Balance of Payments ) : হিসাবের দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে লেনদেন-উদ্বৃত্ত সকল সময়ই উদ্বৃত্ত শূন্য হয় ( always balances )। অর্থাৎ, লেনদেন-উদ্বৃত্তের দেনার পরিমাণ ও পাওনার পরিমাণ সকল সময় সমান হইয়া থাকে। কিরূপে এবং কি কারণে এই সমতা হয় তাহার ইংগিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখন বিষয়টির আরও একটু বর্ণনা করা হইতেছে।

দেখা গিয়াছে যে, লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবকে চারিটি দফায় ভাগ করা হয়—যথা, (১) বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, (২) অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি, (৩) মূলধন আমদানি-রপ্তানি এবং (৪) স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার আমদানি-রপ্তানি। ইহাও দেখা গিয়াছে, বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত এবং অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি উভয়ে মিলিয়া

১. পূর্বে মূলধনের আমদানি-রপ্তানি বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না। ফলে চলতি হিসাবের খাতে দেনাপাওনাই স্বর্ণ আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে মিটানো হইত।

হইল চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত। এই চলতি হিসাবের খাতে কোন অসমতা হইলে প্রথমে মূলধন আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে এবং তাহাতে না কুলাইলে স্বর্ণ (বা বৈদেশিক মুদ্রা) আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে তাহা দূর করা হয়। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মূলধনের আমদানি-রপ্তানি বলিতে সকল সময় বিদেশ হইতে মূলধন আনয়ন বা বিদেশে মূলধন প্রেরণ বুঝায় না। লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হওয়ার দরুন যদি বিদেশের নিকট দেশের দেনা থাকিয়া যায় তবে ঐ দেনাকেই মূলধন আমদানি বলিয়া ধরা হয়। অনুরূপভাবে লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে বিদেশের নিকট দেশের পাওনাকেই মূলধন রপ্তানি বলিয়া গণ্য করা হয়। লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাব এইভাবে রাখার ফলে স্বতঃসিদ্ধভাবে দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান হইয়া যায়।[১] এক কাল্পনিক দেশের একটি নির্দিষ্ট বৎসরে লেনদেন-উদ্বৃত্তের নিম্নপ্রদত্ত সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

(হিসাব কোটি টাকায়)

| | দেনা | | পাওনা |
|---|---|---|---|
| পণ্য আমদানি | ১১৬৯ | পণ্য রপ্তানি | ৭৭৪ |
| অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানির উদ্বৃত্ত | ২১৮ | | |
| মূলধন খাতে দেনাপাওনার উদ্বৃত্ত | | | ৬৪৭ |
| বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে নীট ব্যয় | | | ৪৬ |
| (মোট) | ১৪৬৭ | | ১৪৬৭ |

বলা হইয়াছে, হিসাবটি সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটি হিসাব। ইহাতে সরকারী সাহায্যকে (official donations) অদৃশ্য রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় (reserve of foreign exchange) হইতে মাত্র নীট ব্যয়ই ধরা হইয়াছে। যাহা হউক, বিশেষ বৎসরে বৈদেশিক দেনাপাওনা বা দেয় এবং প্রাপ্তি যে পরস্পরের সমান হয় তাহাই দেখানো হইয়াছে।

**লেনদেন-উদ্বৃত্তের ভারসাম্য (Equilibrium in Balance of Payments)**

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে লেনদেন-উদ্বৃত্তের তথাকথিত সমতা একটি গাণিতিক সমতা মাত্র। ইহাকে হিসাবরক্ষকের দৃষ্টিকোণ হইতে সমতা (accounting identity or equality) বলা হয়। ইহা হইতে কোন দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। সুতরাং কোন দেশের বৈদেশিক দেনাপাওনা সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার জন্য অর্থবিজ্ঞাবিদগণ অন্য একটি ধারণার সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাকে লেনদেন-উদ্বৃত্তের ভারসাম্য (equilibrium in balance of payments) বলা হয়। বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্য থাকিলে বৈদেশিক বাণিজ্য ও দেনাপাওনার ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে; অপরপক্ষে এই ভারসাম্যের অভাব ঘটিলে দেশের আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার অবস্থা এবং সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

এখন কি কি অবস্থার উদ্ভব হইলে লেনদেনের ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে বলা যায়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

প্রথমত, যদি দেখা যায় যে দেশ হইতে ক্রমাগত স্বর্ণ রপ্তানি বা আমদানি হইতেছে, তাহা হইলে সাধারণত বুঝিতে হইবে যে লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে। অবশ্য স্বর্ণ উৎপাদনকারী

১. "In one sense a country's balance of payments must always balance in the accounting sense as both sides of a company's balance sheet must always show the same total." S. Mukherji: *Economic Environment of Business*

দেশ হইতে স্বর্ণের রপ্তানি হইতে থাকিলে বা ব্যবহারের জন্য ক্রমাগত স্বর্ণের আমদানি হইলে ভারসাম্যে অভাব ঘটিয়াছে বলা চলে না। অর্থাৎ, শুধুমাত্র বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য যদি ক্রমাগত স্বর্ণ প্রেরণ বা গ্রহণ করা হয় তবেই লেনদেনের উদ্বৃত্ত ভারসাম্যহীন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলেও ভারসাম্যের অভাব হইয়াছে বলা যায়। কারণ, অন্যান্য খাতে যখন রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হয় কেবলমাত্র তখনই বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত রপ্তানির তুলনায় আমদানিবৃদ্ধির অর্থ হইল উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাব। প্রতিকূল উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং অনুকূল উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিদেশকে ঋণ দান করিতে হয়।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য না থাকিলে অনেক সময় বৈদেশিক মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারে তারতম্য ঘটে। সুতরাং যদি দেখা যায়, কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার পুনঃ পুনঃ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে।

**রপ্তানি ও আমদানির সমতা ( Equality of Exports and Imports ) :** সাধারণভাবে অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক দেশের মোট রপ্তানি মোট আমদানির সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায় ( exports tend to equal imports )। আবার অনেক সময় ঐ একই অর্থে বলা হয় যে, আমাদের রপ্তানি দ্বারাই আমাদের আমদানির দেনা পরিশোধ করা হয় ( our exports pay for our imports )।

এই ধরনের অনেকটা অর্ধ-সত্যের ন্যায় আমাদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমদানি এবং রপ্তানির এই ধরনের সমতা বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন :

প্রথমত, এই ধরনের উক্তি হইতে যদি মনে করা হয় যে দেশের মোট দৃশ্য আমদানি মোট দৃশ্য রপ্তানির সমান হইবে, তবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানির মূল্য কদাচিৎ মোট দ্রব্য রপ্তানির মূল্যের সমান হইয়া থাকে। সুতরাং আমদানি এবং রপ্তানির সমতা দৃশ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

দ্বিতীয়ত, আমদানি-রপ্তানির সমতা বলিতে যদি ইহা বুঝায় যে দেশের মোট লেনদেনের উদ্বৃত্ত সমান, তাহা হইলে অবশ্য এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই সমতা একটি গাণিতিক সমতা মাত্র, ইহার কোন বাস্তব মূল্য নাই।

তৃতীয়ত, আর একটি অর্থে ইহা বলা যাইতে পারে যে, চলতি হিসাবের খাতে মোট দেনা ঐ খাতের মোট পাওনার সমান হইবার দিকে ঝোঁক থাকে। অর্থাৎ, দীর্ঘকালীন সময়ে স্বর্ণের এবং মূলধনের আমদানি-রপ্তানি বাদ দিয়া অন্যান্য খাতে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আমদানি এবং রপ্তানির সমতা দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে, লেনদেনের উদ্বৃত্ত যে কেবলমাত্র সমান তাহাই নহে, এই উদ্বৃত্তের ভারসাম্য অবস্থায় থাকিবার প্রবণতাও থাকে। লেনদেন-উদ্বৃত্তের সমতা যদি এই তৃতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এই উক্তি সঠিকও বটে, তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

**লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় থাকিবার কারণ ও তাহার পদ্ধতি ( Reasons for and Method of Equilibrium in Balance of Payments ) :** এখন এই লেনদেনের ভারসাম্য বা বিশেষ অর্থে উদ্বৃত্তের সমতা কিরূপে বজায় থাকে বা ভারসাম্যের কোন কারণে অভাব ঘটিলে কি কি কারণে ও কি কি উপায়ে পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থা ফিরিয়া আসে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদ আছে। প্রথম মতবাদটিকে ক্লাসিক্যাল বা চিরাচরিত তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়টিকে আধুনিক মতবাদ বলা হয়।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে অনুযায়ী লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাব বা বৈষম্য প্রধানত স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে বিদূরিত হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য স্বর্ণমানের অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া হয়।

স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির সাহায্যে কিরূপে লেনদেনের উদ্বৃত্তের বৈষম্য আপনা হইতে দূর হইয়া যায় তাহার কিছুটা আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। এখন উহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন দেশের চলতি খাতের হিসাবে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইলে ঐ দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানি হইতে থাকে। ফলে ঐ দেশের মুদ্রার পরিমাণ এবং মূল্যস্তর কমিয়া যাইতে থাকে এবং মূল্যস্তর কমিয়া যাওয়ায় একদিকে আমদানি হ্রাস পাইতে এবং অন্যদিকে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পক্ষান্তরে, অনুকূল উদ্বৃত্তশালী দেশের স্বর্ণ আমদানির ফলে মূল্যস্তর বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং উহার আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপে যতক্ষণ-পর্যন্ত না লেনদেনের উদ্বৃত্ত পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানি এবং মূল্যস্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমদানি এবং রপ্তানির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধন হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত নূতন পারস্পরিক মূল্যস্তরের বা নূতন বাণিজ্য-সর্তের ভিত্তিতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত ভারসাম্যের অবস্থায় আসিয়া যায় এবং চলতি খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত সমান হয়। সুতরাং কোন দেশে স্থায়ীভাবে প্রতিকূল বা অনুকূল উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না।

এই তত্ত্বের কয়েকটি সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ ধরিয়া লইয়াছে যে, দেশে স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িলে বা কমিলে সেই সংগে দেশে টাকাকড়ির পরিমাণও বাড়িয়া বা কমিয়া যায়। কার্যক্ষেত্রে ইহা সকল সময় সত্য হয় না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি স্বর্ণমান প্রবর্তিত থাকিলেও অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বর্ণের আগম (inflow) বা নির্গম (outflow) অনুযায়ী মুদ্রা বা টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে না।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে এই সিদ্ধান্ত টাকাকড়ির পরিমাণ-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করা হয়। কিন্তু আমরা পরিমাণতত্ত্ব আলোচনার সময় দেখিয়াছি যে আধুনিক অর্থবিজ্ঞাবিদগণের মতে, পূর্ণনিয়োগাবস্থা ব্যতীত পরিমাণতত্ত্ব খাটে না। সুতরাং স্বর্ণের আমদানির ফলে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলেও তাহাতে মূল্যস্তর বৃদ্ধি না পাইয়া নিয়োগের পরিমাণ, জাতীয় আয় প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে পারে।

তৃতীয়ত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বও স্বর্ণমানের ভিত্তিতে গঠিত; কিন্তু জগতে স্বর্ণমানের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ফলে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বও মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞাবিদগণ লেনদেনের উদ্বৃত্ত সম্পর্কে একটি নূতন তত্ত্বের প্রবর্তন করিয়াছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানি এবং মূল্যস্তরের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও লেনদেনের উদ্বৃত্তের বৈষম্য পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চাহিবে। কি কারণে ইহা হইয়া থাকে তাহা এখন দেখা প্রয়োজন।

ধরা যাউক, দুইটি দেশের ভিতর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতেছে। এই দুইটি দেশের একটির নাম মনে করা যাউক 'স্বদেশ' এবং অপরটির নাম 'বিদেশ'। এখন মনে করা যাউক, স্বদেশের রপ্তানি কমিবার ফলে এবং বিদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে স্বদেশের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইল এবং বিদেশের অনুকূল উদ্বৃত্ত হইল। স্বদেশের রপ্তানি কম হওয়ায় ঐ দেশে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং তাহার জন্য স্বদেশের আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ইহার ফলে স্বদেশে দ্রব্যাদির চাহিদা এবং আমদানির প্রবণতা (propensity to import) কমিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, বিদেশের রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং দ্রব্যের চাহিদা ও আমদানি-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে স্বদেশের আমদানিহ্রাসের দরুন এবং সংগে সংগে বিদেশের আমদানিবৃদ্ধির দরুন বাণিজ্যিক তথা লেনদেনের উদ্বৃত্ত পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

এই প্রসংগে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল, আধুনিক মতবাদ উদ্বৃত্তের বৈষম্য বিনিয়োগ উৎপাদন কর্মসংস্থান আয় ইত্যাদির হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ছড়াইয়া যাইতে থাকে। সুতরাং এই বৈষম্যের প্রাথমিক কারণ যদি এইরূপ হ্

উৎপাদন, আয় ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি কার্যকর হইবে না। যেমন, উদ্বৃত্তের বৈষম্য যদি ফটকা কারবার ( speculative activities ) বা মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির দরুন হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের বৈষম্য দূর করিবার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক এই উভয় মতবাদ অনুযায়ী বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের বৈষম্যের স্বয়ংক্রিয় উপায়ে ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার প্রবণতা দেখা যায়। তবে প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী মূল্যান্তরের মাধ্যমে এই সমতা সাধিত হয়; অপরপক্ষে আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই সমতা আয়ন্তরের পরিবর্তনের সাহায্যে সংঘটিত হয়। সুতরাং সাধারণভাবে বলা চলে যে, বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অবস্থায় থাকিবার একটি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে।

**প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিবিধানের বিভিন্ন উপায় ( Methods or Measures to Correct Adverse Balance of Payments ) :** লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধানকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এখন এই সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমত, প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করা হয়। দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে স্বর্ণমানের 'নিয়ম' অনুযায়ী স্বর্ণের রপ্তানির ফলে মুদ্রার পরিমাণ এবং মূল্যান্তর কমিয়া যায়। ইহার ফলে আমদানিহ্রাস ও রপ্তানিবৃদ্ধির মাধ্যমে লেনদেন-উদ্বৃত্ত পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

স্বর্ণমান না থাকিলেও বা স্বর্ণের রপ্তানি না হইলেও আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী অনেক সময় প্রতিকূল উদ্বৃত্ত স্বয়ংক্রিয় উপায়ে শুধরাইয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই ধরনের প্রতিবিধান উৎপাদন ও আয়ন্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এইরূপে উভয় ক্ষেত্রেই স্বয়ংক্রিয় উপায়ে অনেক সময় প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান হয়।

কিন্তু আমরা জানি যে সকল সময় এইরূপ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি কার্যকর হয় না। সেইজন্য লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে সরকার সাধারণত নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিয়া থাকে :

(১) **রপ্তানিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা :** দেশের সরকার নানারূপ উপায়ে রপ্তানিবৃদ্ধির চেষ্টা করে। যেমন, রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস করিয়া বা তুলিয়া দিয়া রপ্তানিবৃদ্ধির চেষ্টা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, মজুরির হার কমানো, উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন বা শ্রমিকের দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিবার চেষ্টা করা হয়, যাহাতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য কমিয়া গিয়া রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে। তৃতীয়ত, প্রচার ও উন্নততর বিক্রয়-ব্যবস্থার সাহায্যেও রপ্তানিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়।

(২) **আমদানিহ্রাস :** বর্তমানে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সংশোধনের উপায় হিসাবে এই ব্যবস্থাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার সর্বপ্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। রপ্তানিবৃদ্ধির তুলনায় আমদানিহ্রাস করা অনেক বেশী সহজ। কারণ উচ্চহারে আমদানি-শুল্ক ধার্য করিলে আমদানি কমিয়া যাইতে বাধ্য। শুধু তাহাই নহে 'কোটা', আমদানি লাইসেন্স, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে আমদানির পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে সহজে হ্রাস করা হইয়া থাকে।

(৩) **মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বা মুদ্রামানহ্রাস ( Devaluation ) :** উপরি-উক্ত দুইটি পদ্ধতি পর্যাপ্ত বিবেচিত না হইলে শেষ পর্যন্ত এই উপায় অবলম্বন করা হয়। দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস পাইলে বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যাদির মূল্য পূর্বাপেক্ষা কম হয় এবং ইহার ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেইজন্য আমদানির পরিমাণ কমিয়া যায়। এইরূপে মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান করা হয়।

মুদ্রামানহ্রাসকে সাধারণত শেষ উপায় ( last resort ) হিসাবে অবলম্বন করা হয়। কারণ, এইরূপে বৈদেশিক মূল্যের হ্রাস করিলে দেশের মুদ্রার 'মর্যাদা' ( prestige ) কমিয়া যায় এবং বারংবার

এই উপায় অবলম্বন করিলে মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য সম্পর্কে যে-অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় তাহার ফলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুতররূপে ব্যাহত হইতে পারে।

**৪০.২. আন্তর্জাতিক মূলধন-প্রবাহের মূল তাৎপর্য ( Basic Significance of International Capital Movements ) :** আন্তর্জাতিক মূলধন-প্রবাহের বিভিন্ন রূপকে ( Categories ) চিহ্নিত করিবার জন্য উহাদিগকে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে : (ক) প্রভাবিত ও স্বয়ংক্রিয় ( induced and autonomous ), (খ) স্থিরতা আনয়নকারী ও স্থিরতাবিধ্বংসী ( stabilising and destabilising ), (গ) প্রকৃত ও সমতা আনয়নকারী ( real and equalising ) এবং (ঘ) ভারসাম্য আনয়নকারী ও ফটকা কারবাররূপী ( equalising and speculative )।

সাধারণ ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেই ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকি। এই শ্রেণীবিভাগের মাপকাঠি সম্পূর্ণ বাস্তব ( objective )। সেই মূলধন-প্রবাহকেই সাধারণত 'স্বল্পকালীন' আখ্যা দেওয়া হয় যদি উহা একবৎসর অপেক্ষা কম সময়ের ঋণপত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকে।[১] যদি এই ঋণপত্রের স্থায়িত্ব ( duration ) এক বৎসর অপেক্ষা অধিক হয় অথবা ইহার সহিত যদি কোন মালিকানার স্বত্ব জড়িত থাকে ( consists of a title to ownership )—যেমন শেয়ারের স্টক ( a share of stock ) অথবা একটি সম্পত্তির চুক্তি ( a deed to property )—তবে উহাকে দীর্ঘকালীন মূলধন-প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

সাম্প্রতিক কালে বৈদেশিক মূলধনের গমনাগমনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি পড়িয়াছে জাতীয় কোম্পানীগুলির বৈদেশিক কার্যকলাপের—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর। সাধারণত দেখা যায়, এই ধরনের বিনিয়োগ স্বল্পকালীন ভিত্তিতে সরাসরি লেনদেন-ঘাটতির সৃষ্টি করে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ইহাদের ফল ভাল হয়। বিপরীত দিক দিয়া বলা যায়, মূলধন-আমদানিকারী দেশের লেনদেনে স্বল্পকালীন ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত দেখা যায় এবং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ( অর্থাৎ যখন ঋণ পরিশোধের সময় হয় ) অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেখা দেয় লেনদেন-ঘাটতি। ইহা বিশেষভাবে সত্য হইয়া দাঁড়ায় যদি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের দ্বারা অর্জিত মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হয় এবং উচ্চ হারে বৈদেশিক শুল্ক চাপান হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে লেনদেন-উদ্বৃত্তে ঘাটতি থাকিলে ভারসাম্য আনয়নের প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। এবং আন্তর্জাতিক মূলধন-প্রবাহই এই ভারসাম্য আনয়ন-কার্য সম্পাদন করে। অধিকাংশ সময় বলা হইয়া থাকে যে মূলধন-প্রবাহকে একমাত্র স্বল্পকালীন ভিত্তিতেই হইতে পারে। ইহার কারণ হইল যে-সকল দেশ তাহাদের লেনদেন ( বা বাণিজ্য ) ঘাটতি মূলধন আমদানি করিয়া মিটাইয়া থাকে তাহারা চিরকাল বা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। অবশ্য এ-সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। কারণ, সবকিছুই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মনে রাখিতে হইবে, আজিকার দিনের অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে যে মুদ্রা-ব্যবস্থা ( money system ) বর্তমান তাহাতে মূলধন-প্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এবং ভারসাম্য আনয়নকারী অন্যান্য ধরনের ব্যবস্থার ( other forms of adjustment ) একটি পরিপূরক, ( complement ) হিসাবেই ইহা কার্য করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পরিমাণের উপকরণ রহিয়াছে—অর্থাৎ প্রতিটি দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণের ( জমি, শ্রম, মূলধন, কারিগরী দক্ষতা, জলবায়ু ও আবহাওয়া ইত্যাদি ) পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। তবে প্রতিটি দেশই কিছু কিছু মূলধন বিদেশে বিনিয়োগ করে। এমনকি আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশও—যাহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল মূলধন-দ্রব্যের স্বল্পতা—নেপাল বাংলাদেশ ইত্যাদি আরও স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া থাকে। প্রতিটি দেশই এই বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়কে সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে। বস্তুত, মূলধনের এক দেশ

১. "There is an objective criterion on which to base the classification. A capital movement is short-term if it is embodied in a credit instrument of less than a year's maturity." Kindleberger

হইতে অন্যদেশে চলিয়া যাওয়ার একটি অন্তর্নিহিত প্রবণতা আছে। উদ্দেশ্য হইল প্রতিদান ( return ) বৃদ্ধি করা। সুতরাং ক-দেশে ১০ শতাংশ এবং খ-দেশে ৫ শতাংশ প্রতিদান পাওয়া গেলে মূলধনের পক্ষে খ-দেশ হইতে ক-দেশেই চলিয়া যাইবার ঝোঁক দেখা দিবে।

**মূলধন প্রবাহের ফল :** মূলধন-প্রবাহের কতকগুলি ফল আছে। ইহা যে দেশে চলিয়া যাইতেছে সেই দেশের পক্ষে ইহা কতকগুলি সুফল আনয়ন করিবে। যেমন, মূলধন-আমদানিকারী দেশে মূলধন-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ও উহাদের গুণগত উৎকর্ষতাও দেখা যাইবে। প্রথমত, শ্রমিকের মজুরি ও উৎপাদনশীলতা—উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে দেশের মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে এবং এই বর্ধিত উৎপাদনের একাংশ মূলধন-রপ্তানিকারী দেশকে সুদ বা ডিভিডেণ্ড হিসাবে ফিরাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে এবং ইহা মূলধন-রপ্তানিকারী দেশকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও খোলা আমদানি করিয়া জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবে। মূলধন-প্রবাহের এই গতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—কারণ ইহা নির্দেশ করে যে মূলধন সে-সমস্ত অঞ্চলেই চলিয়া যায় যেখানে ইহার উৎপাদন সর্বাধিক হইবার সম্ভাবনা।

এখন প্রশ্ন, মূলধন-রপ্তানিকারী দেশ কখন তাহার আসল ( principal ) ফিরিয়া পাইবে? সহজ যুক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসল হইতে ভাল প্রতিদান ( return ) পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আসল ফিরাইয়া লওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। আবার যে-সকল দেশে মূলধনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, সে-সকল দেশে সুদের হার কম। সুতরাং মূলধন রপ্তানি করিয়া উচ্চ হারে সুদ অর্জন করাই যুক্তিযুক্ত—আসল ফিরাইয়া লওয়ার কোন যুক্তি নাই। একমাত্র যদি কালের ব্যবধানে একটি দেশ মূলধন রপ্তানি করিবার পর ক্রমাগত দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতে থাকে তবেই দেশ বৈদেশিক মূলধন বিক্রয় করিয়া বা আসল তুলিয়া লইয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইতে পারে।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বল্পকালীন ভিত্তিতে যে মূলধন-প্রবাহ হইয়া থাকে তাহা স্বর্ণ-প্রবাহের পরিবর্ত হিসাবে কার্য করিতে পারে। যখন ইহা ঘটে তখন স্বর্ণ-প্রবাহের ফল হয় টাকাকড়ির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির ফলের মত। যখন ইহা স্থিরতাধ্বংসী ( destabilizing ) হয় তখন উহা স্বর্ণ-প্রবাহের সৃষ্টি করে।

**স্বল্পকালীন মূলধন-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ :** স্বল্পকালীন মূলধন-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। যখন ফটকা কারবার স্থায়ী রূপ নেয় তখন স্বল্পকালীন সুদের হার পরিবর্তন করিয়া মূলধন-প্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আগাম বিনিময় ( forward exchange ) পদ্ধতির দ্বারা ইহা করা যাইতে পারে।

**৪৩.৬ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ( Economic Nationalism ) :** জাতীয়তাবাদ যখন মাথা চাড়া দিয়া উঠে তখন সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। যখন একটি দেশ দারিদ্র্যে পতিত হয় তখন ইহা মূলধন আমদানি করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ঋণ লইবার পর সমস্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে, কারণ দেশকে সুদ ও লভাংশ ( dividend ) প্রদান করিতে হয়। অবশ্য মূলধন আমদানিতে অর্থনৈতিক চাপ ছাড়াও অন্যান্য বিষয় জড়িত থাকিতে পারে।

কোন দেশ বাণিজ্য-ঘাটতি মিটাইবার জন্য মূলধন আমদানি করিতে পারে। বাণিজ্য-ঘাটতি নিয়মিত হইলেই তবে এ-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু এইভাবে এবং এই কারণে মূলধন আমদানির পর জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারে। এবং দেশীয় সরকার বৈদেশিক সরকারের মূলধন জাতীয়করণ বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। ইহার ফলে মূলধন রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। এবং পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার অবাধ ও সরল কার্যকলাপ বহুলাংশে ব্যাহত হয়। বলা হয়, আজিকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার কার্যকলাপের জন্য বিশ্বব্যাপী মূলধন-প্রবাহ বজায় রাখা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। যদি এই সমস্ত ব্যাংক সহায়ক ( accommodating ) মূলধন-প্রবাহকে স্বয়ংক্রিয়

( autonomous ) মূলধন-প্রবাহে পরিণত করিতে পারে তবেই একমাত্র আজিকার মুদ্রা-ব্যবস্থার কার্যকলাপ বজায় রাখা সম্ভব। মূলধন-প্রবাহকে অন্যান্য ব্যবস্থার পরিবর্ত হিসাবে না দেখিয়া পরিপূরক হিসাবে দেখাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত।

মূলধন-প্রবাহের যে বহু প্রকারের রূপ আছে তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গতানুগতিক পদ্ধতি হইল বৈদেশিক ঋণে বিনিয়োগ করা। এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ফল নিজ দেশে বিনিয়োগের ফলের মত। ইহা দ্বারা জাতীয় আয়ের ও বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান যায়। ইহার উপর আছে উৎপাদনের উপকরণের অনুপাতের ( factor proportion ) পরিবর্তন যাহা একমাত্র বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলেই হইয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক বাজারে মূলধন গভীর পথে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা প্রতিষ্ঠানগত বিবেচনা ( institutional considerations ) দ্বারা যত না প্রভাবিত হয় তত বেশী প্রভাবিত হয় মূলধন-দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ব্যবধানের ফলে। ইহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রভাবও মোটেই কম নহে। আধুনিক কালে সরকারও একটি প্রতিষ্ঠানগত ঋণ-প্রদানকারীর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা নানা প্রকারের ঋণ প্রদান করে—বিভিন্ন প্রকারের আমদানি ও রপ্তানির জন্য এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রকল্পের ( project ) জন্য। উদ্দেশ্য হইল অস্থায়ী পরিবেশে স্থায়িত্ব আনয়ন। ইহার জন্য এই ধরনের ঋণকে স্থায়িত্ব-ঋণ ( stabilization loans ) আখ্যা দেওয়া হয়।

বহু অর্থবিদ্যাবিদ আটক ঋণের ( tied loans ) বিরোধিতা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ হইল এই সকল ঋণ দ্বারা মূলধন-আমদানিকারী দেশের জনসাধারণের কল্যাণকে সর্বাধিক করা কখনও সম্ভব নয়। কারণ, ইহার জন্য প্রয়োজন হয় সর্বাপেক্ষা স্বল্প সুদে মূলধন আমদানি করা এবং ইহার দ্বারা সর্বাপেক্ষা স্বল্প দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়। কিন্তু আটক ঋণের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয়। কারণ, ইহার উপর নির্ধারিত সুদের হার সাধারণত আন্তর্জাতিক বাজারের গড় হার অপেক্ষা অধিক এবং ইহার দ্বারা অর্জিত অর্থ সাধারণত ঋণ-প্রদানকারী দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের উপরই ব্যয় করিতে হয়, যাহার মূল্য বাজার-দামের অধিক।

## সংক্ষিপ্তসার

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের একটি প্রধান সমস্যা হইল এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার সমস্যা। অবশ্য বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময় করিবার জন্য যেরূপ দ্রব্যের বাজার আছে, সেইরূপ বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজারও আছে। এই বাজারকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার বলা হয়।

২. আমদানি, রপ্তানি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেন বাবদ একটি দেশের অন্যান্য সকল দেশের নিকট মোট পাওনা এবং মোট দেনা এই দুই-এর হিসাবনিকাশকে লেনদেন-উদ্বৃত্ত বলা হয়। এই হিসাব সাধারণত বৎসরের ভিত্তিতেই করা হয়।

৩. শুধু দৃশ্য আমদানি-রপ্তানির খাতে হিসাবকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় প্রকার আমদানি-রপ্তানির হিসাবকে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত বলা হয়।

৪. মূলধন আমদানি-রপ্তানিকে মূলধন খাতে উদ্বৃত্ত দিয়া অবহিত করা হয়। এই তিন প্রকার হিসাব একসংগে করিলে যাহা কিছু দেনাপাওনা থাকে তাকে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে মিটানো হইয়া থাকে।

৫. হিসাবরক্ষকের দৃষ্টি হইতে দেখিলে বলা যায় যে লেনদেন-উদ্বৃত্ত সর্বদা উদ্বৃত্তশূন্য হয়। অর্থাৎ, লেনদেন-উদ্বৃত্তের দেনার পরিমাণ ও পাওনার পরিমাণ সকল সময় সমান হইয়া থাকে। কিন্তু আসলে অধিকাংশ দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তে ঘাটতি দেখা যায়। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ( ব্যয় ), স্বর্ণ ক্রয় ( বিক্রয় ) ও বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি ( হ্রাস ) করিয়া এইরূপ উদ্বৃত্ত ( ঘাটতির ) মোকাবিলা করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকর না হইলে মুদ্রামানবৃদ্ধি ( হ্রাস ) দ্বারা অনুকূল ( প্রতিকূল ) উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান করা হয়।

## প্রশ্নাবলী

১. প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে উহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে?

২. কোন অর্থে এই উক্তি করা যাইতে পারে যে দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্ত সকল সময়ই সমান হইবে?

৩. দেশের আমদানির মূল্য মিটানো হয় রপ্তানির দ্বারা—কোন্ অর্থে এই উক্তি সত্য ? আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে পার্থক্য থাকিলে তাহা পূরণ করা যায় কিভাবে ?

৪. আন্তর্জাতিক মূলধন গমনাগমনের মূলগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৫. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর :

(ক) লেনদেন-উদ্বৃত্ত, (খ) অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, (গ) মূলধন গমনাগমন।

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. S. Mukherji : *Economic Environment of Business* ( New Central Book Agency, 3rd Edn., 1987 )

2. Bo Sodersten : *International Economics* ( McMillan, 2nd. Edn., 1978 )

# ৪৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের তত্ত্ব

## ( International Trade and the Theory of Comparative Advantage or Cost )

*"A nation as a whole will be better off by specializing according to comparative advantage and trading than it woud be in isolation."* **Bo Sodersten**

*"The principle of* **comparative advantage** *states that total world output is greatest when each good is produced by that nation which has the lower opportunity cost of producing the good—that is, by that nation which has the comparative advantage in the production of the good."* **R. N. Waud**

**আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ ( The Basic cause of International Trade )**

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ সন্ধান করিতে হইবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সম্পদগত বা উৎপাদনক্ষমতার পার্থক্যের মধ্যে। যেমন, সকল অঞ্চলই খনিজ সম্পদে সমপরিমাণ সমৃদ্ধ নয়। কয়লা লৌহ তাম্র নিকেল পেট্রল সকল দেশে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও হয়ত এত স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় যে উৎপাদন-ব্যয় পোষায় না। দ্বিতীয়ত, সকল দেশের মৃত্তিকায় সকল রকমের কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। তৃতীয়ত, অনেক সময় অনেক দেশকে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হইতেও দেখা যায়। ঢাকাই মসলিন এক ধরনের সিল্কের কাপড় মাত্র ; কিন্তু ঐরূপ সিল্কের কাপড় পৃথিবীর আর কোন দেশ বুনিতে পারে নাই। ফলে এক সময় ঢাকাই মসলিনের চাহিদা ছিল সমগ্র সভ্য জগৎ ব্যাপিয়া।

এইভাবে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয় তাহা আজ বহুগুণ ব্যাপকতর রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেক দেশই তাহার দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের কতকগুলি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে এবং তাহার পরিবর্তে আবার অন্যান্য দেশ হইতে কতকগুলি দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য আমদানি করে। বস্তুত, বর্তমানে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—তাকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির বিনিময়ের মাধ্যমেই অভাবমোচন করিয়া থাকে।

**বিশেষীকরণ ও বাণিজ্য ( Specialisation and Trade ) :** মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নয়। যে-কারণে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য চলে সেই কারণেই এক দেশের সহিত অন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়া থাকে। এই কারণটি হইল বিশেষীকরণ। বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদনশীলতা ( productivity ) বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় বলিয়া উহা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়া বর্তমানে অর্থ-ব্যবস্থার মূলভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তির কথা ধরিলে দেখা যায়, কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন করে না। প্রত্যেকেই কোন এক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জন করে এবং অর্জিত অর্থের সাহায্যে অন্যান্য লোকের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহার অভাবপূরণ করে। যেমন, চিকিৎসক চিকিৎসাকার্যেই নিজেকে নিয়োগ করেন, খাদ্যের জন্য মাঠে যাইয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হন না, অথবা নিজে ইট তৈয়ারী করিয়া বাড়ী নির্মাণের চেষ্টা করেন না। এই সকল দ্রব্য তিনি চিকিৎসা হইতে অর্জিত অর্থের বিনিময়ে অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন। এমনকি কৃষিতে তাঁহার দক্ষতা অন্যান্য কৃষকের তুলনায় অধিক হইলেও তিনি চিকিৎসাই করিবেন। কারণ, তাঁহার নিজের দক্ষতা কৃষি অপেক্ষা চিকিৎসাতেই অধিক। এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অভাবপূরণের নানা প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং বিনিময়ের

মাধ্যমে তাহা নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লয়। চাষী চাষ করে, ডাক্তার ডাক্তারি করেন, উকিল ওকালতি করেন, শিক্ষক শিক্ষকতা করেন, শ্রমিক কারখানায় কাজ করে, রাজমিস্ত্রী বাড়ী নির্মাণ করে। কিন্তু সকলেই বিনিময়ের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও অন্যান্য দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

এইভাবে বিভিন্ন লোক বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত থাকায় শুধু যে কর্মদক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহাই নহে, ইহাতে বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্রের উৎপাদনও সম্ভব হয়। ফলে ভোগে বৈচিত্র্য আসে এবং ইহার দরুন জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হয়।

ব্যক্তির মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কর্মবিভাগ দেখা যায়। সকল অঞ্চলের সকল দ্রব্য উৎপাদনে সমান দক্ষতা বা সুযোগসুবিধা থাকে না। যে-অঞ্চলের যে-দ্রব্য উৎপাদনে সুবিধা থাকে সেই অঞ্চল সেই দ্রব্য উৎপাদনে তাহার উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে আমেদাবাদ অঞ্চল কাপড়, পশ্চিমবংগ পাট এবং উত্তর প্রদেশ চিনি উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে বলিয়া এই সকল অঞ্চলে যথাক্রমে বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প এবং চিনিশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে উপাদানগুলি নিয়োগ করে এবং নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করিয়া তাহার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা দেশ যে এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয় তাহাকে ভৌগোলিক বিশেষীকরণ ( geographical specialisation ) বলা হয়। আভ্যন্তরীণ বিশেষীকরণের ফলে দেশের উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান যেমন বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের ফলেও তেমনি বিভিন্ন দেশের এবং সমগ্রভাবে পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ভোগে বৈচিত্র্য আসে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করে। পরে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে দেখা যায়, কোন কোন দ্রব্য পৃথিবীর নানা দেশের সহযোগিতায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শার্টের উল্লেখ করা যায়। শার্টটির তুলা হয়ত মিশরে উৎপন্ন হইয়াছে, কাপড় বুনা হইয়াছে ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকায় তৈয়ারি সেলাই-এর কলে সেলাই হইয়া উহা বাংলাদেশে কেহ পরিধান করিতেছে।

**আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( Domestic and International Trade ) :** এখন প্রশ্ন হইল, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি যদি একই হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনার সার্থকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে মূলত প্রকৃতি এক হইলেও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রথমত, দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধন মোটামুটিভাবে গতিশীল ( mobile )। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রকৃত মজুরি এবং মূলধনের উপর প্রতিদানের হারে ( rate of return on capital ) বিশেষ পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধন অপেক্ষাকৃত গতিবিহীন ( immobile )। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরির হার অধিক হইতে পারে; কিন্তু এই অধিক মজুরি অর্জনের জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যাইতে পারে না।

এই গতিহীনতার একাধিক কারণ আছে। যেমন, ভাষাগত পার্থক্য, দেশপ্রীতি, সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্নতা, অর্থনৈতিক সংগঠনের পার্থক্য, সরকারী বাধানিষেধ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিকদের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। মূলধনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কারণ প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে, যদিও শ্রম অপেক্ষা মূলধন অধিক গতিশীল।[১]

দ্বিতীয়ত, দেশের মধ্যে জলবায়ু, জমির উর্বরতা, শ্রমদক্ষতা প্রভৃতির যতটা পার্থক্য দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই সকল বিষয়ে তাহার অনেক বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনার যুক্তি হিসাবে মাত্র এই কারণ দুইটিকেই দেখানো হইত। তখন ধরিয়া লওয়া হইত যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানসমূহ অবাধে চলাচল

১. C. P. Kindleberger: *International Economics*

করিতে না পারিলেও, দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানি অবাধে চলিয়া থাকে। এই ধারণার সহিত বর্তমান অবস্থার কোন সংগতি নাই। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সরকার শুল্ক ধার্য করিয়া এবং অন্যান্যভাবে আমদানি-রপ্তানির পথেও প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়া থাকে; কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকার সাধারণত এই ধরনের বাধানিষেধ আরোপ করে না। সুতরাং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ন্যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধ নয় বলিয়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যাকে পৃথকভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়।

পরিশেষে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের বলিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার সমস্যা দেখা দেয়। পূর্বে স্বর্ণমানের আমলে এই সমস্যা ছিল না। ফলে তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব এত জটিল রূপও ধারণ করে নাই।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র আলোচনার মূলে আছে পৃথক পৃথক জাতীয় সরকারের (national government) অস্তিত্ব। জাতীয় সরকারের উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা ব্যাহত করিয়া এবং আন্তর্জাতিক অবাধ দ্রব্য-বিনিময় নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থনৈতিক ভূগোলের (economic geography) নির্দেশের প্রতিবন্ধকতা করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবিভক্ত ভারতে যাহা ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার ফলে তাহা অনেকাংশে বহির্বাণিজ্যে পরিণত হয়। ফলে উদ্ভূত হয় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবিধ সমস্যা। পরে পাকিস্তানের মধ্য হইতে আবার বাংলাদেশ সৃষ্ট হইলে এই বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি-পরিবর্তন ঘটে ও জটিলতর হইয়া উঠে।

## আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ও আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি (BASES OF INTERNATIONAL TRADE AND THE PRINCIPLE OF COMPARATIVE ADVANTAGE OR COMPARATIVE COST)

দেখা গেল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূলভিত্তি হইল দেশগুলির মধ্যে শ্রমবিভাগ। এখন এই শ্রমবিভাগ কিভাবে হয় এবং ইহার সুবিধা কি কি, তাহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন। যেক্ষেত্রে এক দেশ কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে এবং অন্য দেশ উহা পারে না, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় দেশটি তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় প্রথম দেশ হইতে ঐ দ্রব্য আমদানি করিলে লাভবানই হইবে। এইরূপ অবস্থায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ অবস্থার দরুনই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল; সকল দেশ সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ ছিল না বলিয়াই প্রাচীনকাল হইতে তাহাদের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় সুরু হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই কারণকে অনাপেক্ষিক সুবিধা (absolute advantage) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যদি এই অনাপেক্ষিক সুবিধাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একমাত্র ভিত্তি হইত—অর্থাৎ মাত্র বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে অক্ষমতার দরুনই যদি বহির্বাণিজ্য সম্পাদিত হইত, তবে বিশ্ববাণিজ্য পরিমাণ ও প্রকৃতিতে কখনই বর্তমান রূপ ধারণ করিত না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ শুধু যে বিপুল তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশকে এমন সমস্ত দ্রব্য আমদানি করিতে দেখা যায় যাহা তাহারা স্বয়ং উৎপাদন করিতে সমর্থ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই দ্বিতীয় ভিত্তিটিই অনুধাবন করিতে কিছুটা অসুবিধা হয়। আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, নিজেরাই যখন উৎপাদন করিতে সমর্থ, তখন ঐ সকল দেশ বিদেশ হইতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি আমদানি না করিয়া স্বয়ং উৎপাদন করে না কেন? যেমন, ইংল্যাণ্ড নিজেই মাখন উৎপাদন করিতে দক্ষ, কিন্তু তবুও ইংল্যাণ্ড অন্য দেশ হইতে উহা আমদানি করে কেন? আপাতদৃষ্টিতে ইহা অদ্ভুত মনে হইলেও ইহার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এই কারণের সন্ধান পাওয়া যায় আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতির (the principle of comparative advantage or cost) মধ্যে। এই নীতির আবিষ্কর্তা হইলেন বিখ্যাত

অর্থবিদ্যাবিদ ডেভিড রিকার্ডো। এই নীতি অনুসারে যে-দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক দক্ষতা (comparative advantage) অধিক সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করিলে এবং যে-দ্রব্য উৎপাদনে উহার আপেক্ষিক দক্ষতা সর্বাপেক্ষা কম সেই দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আমদানি করিলেই লাভবান হইবে।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, ক এবং খ এই দুইটি দেশে যথাক্রমে কাপড় ও খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। ক দেশের উৎপাদনের উপাদানসমূহের দ্বারা ২০০ একক খাদ্য বা ২০০ একক কাপড়, অথবা ১০০ একক খাদ্য এবং ১০০ একক কাপড়, অথবা ১৫০ একক খাদ্য এবং ৫০ একক কাপড়, প্রভৃতি উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ১ একক অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন করিতে হইলে ১ একক খাদ্যের উৎপাদন ত্যাগ করিতে হয় এবং ১ একক অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য ১ একক কাপড়ের উৎপাদন ত্যাগ করিতে হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, ক দেশে ১ একক কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় হইল ১ একক খাদ্য এবং ১ একক খাদ্যের উৎপাদন-ব্যয় হইল ১ একক কাপড়। সুতরাং এক্ষেত্রে সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত (opportunity cost ratio) হইল ১ খাদ্য : ১ কাপড় এবং খাদ্য ও কাপড়ের আনুপাতিক উৎপাদন যাহাই হউক না কেন—এই সুযোগ ব্যয়ের অনুপাত অপরিবর্তিত থাকিতেছে।[১]

এখন ধরা যাউক যে, খ দেশের উৎপাদনের উপাদানসমূহের দ্বারা ৮০ একক খাদ্য কিংবা ১৬০ একক কাপড়, অথবা ৪০ একক খাদ্য এবং ৮০ একক কাপড় প্রভৃতি উৎপাদন করা সম্ভব। এখানে দেখা যাইতেছে, ১ একক খাদ্যের সুযোগ-ব্যয় হইল ২ একক কাপড় এবং ১ একক কাপড়ের সুযোগ-ব্যয় হইল ½ একক খাদ্য। সুতরাং এক্ষেত্রেও সুযোগ-ব্যয় স্থির, তবে ইহার অনুপাত হইল ১ খাদ্য : ২ কাপড়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে ক দেশের পক্ষে খ দেশ হইতে খাদ্য কিংবা কাপড় কোনটাই আমদানি না করিয়া উভয় দ্রব্যই দেশের মধ্যে উৎপাদন করিয়া ভোগ করা লাভজনক, কারণ ক দেশ উভয় দ্রব্য উৎপাদনেই দক্ষ। কিন্তু এই ধারণা ভুল, কারণ ক দেশ উভয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেও উহার আপেক্ষিক বা অধিক সুবিধা (comparative advantage) হইল খাদ্য উৎপাদনে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ক দেশ খাদ্য উৎপাদন করিয়া খ দেশ হইতে কাপড় আমদানি করিলেই লাভবান হইবে। উপরি-উক্ত উদাহরণে ক দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল খাদ্য উৎপাদনে আর খ দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল কাপড় উৎপাদনে। দুই দেশের সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাতের পার্থক্য (difference in cost ratios) হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আসল কারণ হইল বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই সুযোগ-ব্যয়ের পার্থক্য।

**আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পূর্বের অবস্থা :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পূর্বের ও পরের অবস্থা তুলনা করিলে বুঝা যাইবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা কি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়

সারণি ৪৪.১ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পূর্বের অবস্থা

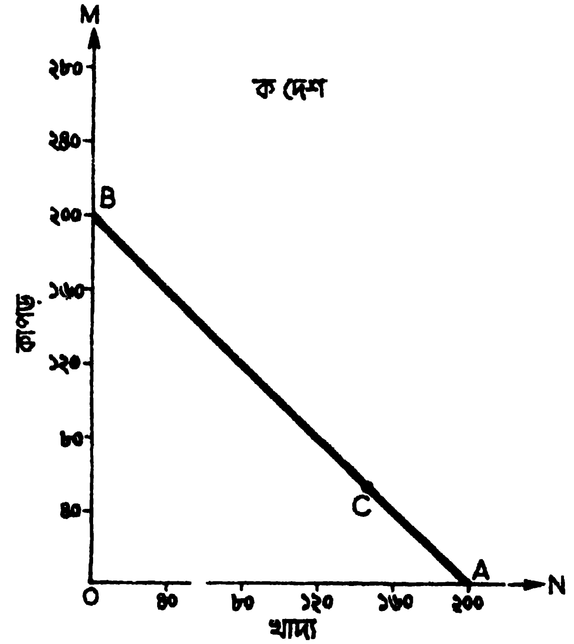
| দেশ | খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার | খাদ্য উৎপাদন | খাদ্য ভোগ | খাদ্যের রপ্তানি (+) বা আমদানি (−) | কাপড় উৎপাদন | কাপড় ভোগ | কাপড়ের রপ্তানি (+) বা আমদানি (−) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক দেশ | ১ : ১ | ১৫০ | ১৫০ | ০ | ৫০ | ৫০ | ০ |
| খ দেশ | ১ : ২ | ৪০ | ৪০ | ০ | ৮০ | ৮০ | ০ |
| মোট | | ১৯০ | ১৯০ | | ১৩০ | ১৩০ | |

১. "The opportunity cost of producing a unit of one commodity is the amount of the next best commodity that the same factors could produce instead". Benham

কেন ? অনুমান করা যাউক যে, ক ও খ দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক নাই, প্রত্যেক দেশ নিজে উভয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ভোগ করে। আরও ধরা যাউক যে, প্রত্যেক দেশ নিজস্ব চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অনুযায়ী এইভাবে উৎপাদন ও ভোগ করে।

**রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা ( Graphical Representation ) :** সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্ব উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ( production-possibilities curve ) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার[1] দেখানো হয় কোন দেশের উৎপাদনের উপাদান কোন এক দ্রব্য—যথা, খাদ্যোৎপাদনে নিয়োগ করা হইলে ঐ দ্রব্য কত পরিমাণ উৎপাদিত হইবে, আবার উপাদানগুলি সরাইয়া লইয়া অপর আর এক দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হইলেই বা দ্বিতীয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ কি দাঁড়াইবে। ইহা ছাড়াও দেখানো হয় যে, কিভাবে এক দ্রব্যের উৎপাদনের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার উদাহরণে দেখা গিয়াছে যে ক দেশের উপাদান দ্বারা ২০০ একক খাদ্য কিংবা ২০০ একক কাপড় অথবা ১০০ একক খাদ্য এবং ১০০ একক কাপড়, অথবা ১৫০ একক খাদ্য এবং ৫০ একক কাপড় প্রভৃতি উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১ একক কাপড়ের উৎপাদন পরিহার করিলে ১ একক অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং ১ একক খাদ্যোৎপাদন পরিহার করিলে অতিরিক্ত ১ একক কাপড় উৎপাদন করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, ১ একক খাদ্যের সুযোগ-ব্যয় হইল ১ একক কাপড় এবং ১ একক কাপড়ের সুযোগ-ব্যয় হইল ১ একক খাদ্য। সুতরাং ক দেশে দুইটি দ্রব্যের সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ খাদ্য : ১ কাপড়। বিষয়টিকে উপরের ৪৪.১নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে। *AB* রেখাটি ক দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা। ক দেশ সকল উপাদান কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করিলে রেখাটির *B* বিন্দুতে উৎপাদন হইবে, আর মাত্র খাদ্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হইলে *A* বিন্দুতে উৎপাদন হইবে। অন্যান্য বিন্দুতে দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন হইবে। *AB* রেখাটি সরলরেখা হওয়ার তাৎপর্য হইল যে, সুযোগ-ব্যয় অপরিবর্তিত ( constant ) থাকিতেছে—অর্থাৎ খাদ্য ও কাপড়ের উৎপাদন যে পরিমাণই হউক না কেন, সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত ১ খাদ্য : ১ কাপড় স্থির থাকিয়া যাইতেছে।

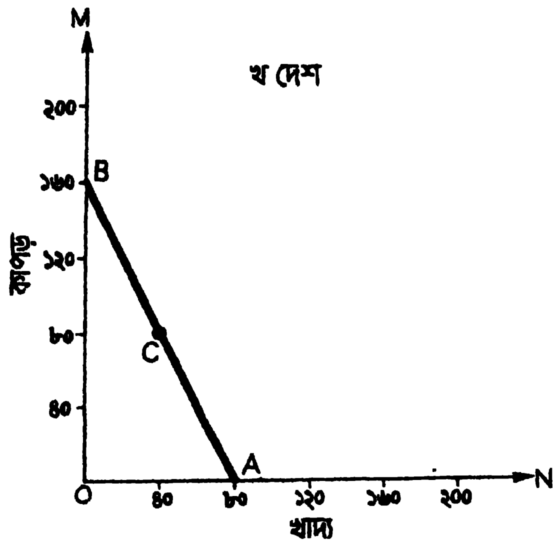



রেখাচিত্র ৪৪.১ : ক-দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা

অনুরূপভাবে খ দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা নিয়ে ৪৪.২নং রেখাচিত্রে দেখানো হইতেছে। ২নং রেখাচিত্রের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা *AB* হইতে দেখা যায় যে, খ দেশের উৎপাদনের সকল উপাদান একমাত্র কাপড় উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে ১৬০ একক কাপড় পাওয়া যাইবে ; ইহা *B* বিন্দুর দ্বারা সূচিত হইতেছে। অপরপক্ষে শুধু খাদ্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হইলে ৮০ একক খাদ্য উৎপন্ন হইবে ;

১. ইহাকে রূপান্তর রেখাও ( transformation curve ) বলা হয়।

ইহা *A* বিন্দুর দ্বারা সূচিত হইতেছে। ইহা ছাড়া উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার অন্যান্য বিন্দুতে দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয় উৎপাদন করা যাইতে পারে। খ দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা *AB* সরলরেখা হওয়ার কারণ হইল যে সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত দুইটি দ্রব্যের উৎপাদনের তারতম্যের ফলে পরিবর্তিত হইতেছে না। এই উদাহরণে দুইটি দ্রব্যের স্থির সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ খাদ্য : ২ কাপড়।




রেখাচিত্র ৪৪.২ : খ-দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা

সরল উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার আরও একটি তাৎপর্য রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকিলে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ঢাল ( slope ) দুইটি দ্রব্যের স্থির বিনিময় হার বা দাম সূচিত করে।[১] যেমন, ক দেশের খাদ্য ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ : ১, আর খ দেশে ঐ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ : ২।

এখন ক ও খ দেশের কোন বাণিজ্য সম্পর্ক না থাকিলে দেশের অভ্যন্তরে যাহা উৎপাদিত হইবে তাহাই দেশের লোক ভোগ করিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, দুইটি দ্রব্যের কত কত উৎপাদন করা হইবে? প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা ধরিয়া লওয়া হইলে উহা নির্ভর করিবে দ্রব্যাদির জন্য চাহিদা ও যোগানের উপর। উপরি-উক্ত রেখাচিত্র দুইটিতে ধরা হইয়াছে যে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অনুযায়ী ক দেশ ৪৪.১নং রেখাচিত্রের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার *C* বিন্দুতে এবং খ দেশ ৪৪.২নং রেখাচিত্রের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার *C* বিন্দুতে উৎপাদন করিয়া দুইটি দ্রব্য ভোগ করিবে। অন্যভাবে বলা যায়, ক দেশ ১৫০ একক খাদ্য ও ৫০ একক কাপড় এবং খ দেশ ৪০ একক খাদ্য ও ৮০ একক কাপড় উৎপন্ন করিয়া ভোগ করিবে।

**আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পরের অবস্থা :** এখন ধরা যাউক, দুইটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ক দেশ শুধু খাদ্য উৎপাদন এবং খ দেশ মাত্র কাপড় উৎপাদন করিতে লাগিল। ফলে মোট খাদ্য উৎপন্নের পরিমাণ হইবে ২০০ একক, আর কাপড় উৎপন্নের মোট পরিমাণ হইবে ১৬০ একক। দেখা যাইতেছে যে ক দেশ মাত্র কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত থাকায় পৃথিবীর মোট উৎপাদন অধিক হইয়াছে। খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৯০ একক হইতে বাড়িয়া ২০০ একক হইয়াছে, আর কাপড়ের উৎপাদন ১৩০ একক হইতে বাড়িয়া হইয়াছে ১৬০ একক। অর্থাৎ, বিশেষীকরণের ফলে পূর্বের তুলনায় ১০ একক অধিক খাদ্য এবং ৩০ একক অধিক কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহার পর প্রশ্ন উঠে, পৃথকভাবে ক বা খ দেশের কি লাভ হইল? ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। ক দেশের অভ্যন্তরে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন হইলে ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে পাওয়া যায় ১ একক কাপড়;

---

১. "A straight-line possibilities curve represents more than constant cost. It is a straight-line, the slope of which can be taken as a price." C. P. Kindleberger

অপরদিকে খ দেশের অভ্যন্তরে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন হইলে ১ একক কাপড়ের বদলে পাওয়া যায় ½ একক খাদ্য।

এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক দেশ ১ একক খাদ্যের বিনিময়ে ১ একক কাপড়ের কম লইতে রাজী হইবে না, কারণ ক দেশের ভিতরেই ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে ১ একক কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। অপরদিকে খ দেশ ১ একক খাদ্যের বিনিময়ে ২ এককের অধিক কাপড় দিতে প্রস্তুত থাকিবে না, কারণ খ দেশের অভ্যন্তরেই ২ একক কাপড় দিলে ১ একক খাদ্য পাওয়া যায়। সুতরাং দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার বা বাণিজ্য-শর্ত ( terms of trade ) হইবে ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে ১ একক কাপড় হইতে ২ একক কাপড়ের মধ্যে হইবে—অর্থাৎ বাণিজ্য-শর্ত দুই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যয়ের ( cost ratios ) মধ্যে থাকিবে।

ঠিক কোথায় খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার দাঁড়াইবে তাহা নির্ভর করিবে উভয় দেশের দুই দ্রব্যের চাহিদার তারতম্যের উপর। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেকটি দ্রব্যের পৃথিবীর যোগান ও চাহিদা ( world supply and demand ) কি তাহার উপর বিনিময় হার নির্ভর করে। খাদ্য ও কাপড়ের যোগানের তুলনায় যদি খাদ্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় তাহা হইলে বাণিজ্য শর্ত ক দেশের অনুকূলে যাইবে। অপরদিকে যদি কাপড়ের চাহিদা তুলনায় তীব্র হয় তাহা হইলে বাণিজ্য-শর্ত খ দেশের অনুকূলে যাইবে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা একটু পরেই করা হইতেছে। ধরা যাউক, বিনিময় হার ( terms of trade ) হইল ১ একক খাদ্য=১⅓ একক কাপড় এবং ক দেশ কেবলমাত্র খাদ্য উৎপন্ন করিয়া তাহার মোট ২০০ একক উৎপন্ন খাদ্য হইতে ৪৫ একক খাদ্য খ দেশে রপ্তানি করিল, অপরদিকে পূর্বোক্ত ১ : ১⅓ হারে ৪৫ একক খাদ্যের পরিবর্তে খ দেশ হইতে ৬০ একক কাপড় আমদানি করিল। এই অবস্থায় এই দুই দেশে উৎপাদন, ভোগ ও আমদানি-রপ্তানির অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে :

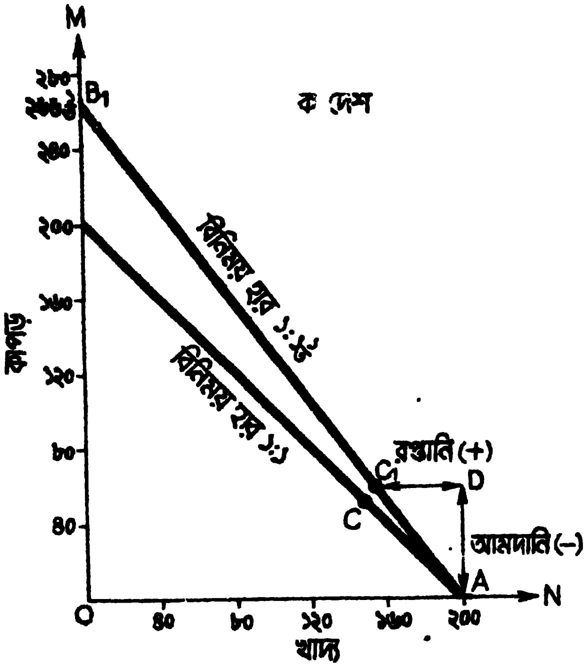
সারণি ৪৪.২ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পরবর্তী অবস্থা

| দেশ | খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার | খাদ্য উৎপাদন | খাদ্য ভোগ | খাদ্যের রপ্তানি (+) বা আমদানি (−) | কাপড় উৎপ.দন | কাপড় ভোগ | কাপড়ের রপ্তানি (+) বা আমদানি (−) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক দেশ | ১ : ১⅓ | ২০০ | ১৫৫ | +৪৫ | ০ | ৬০ | −৬০ |
| খ দেশ | ১ : ১⅓ | ০ | ৪৫ | −৪৫ | ১৬০ | ১০০ | +৬০ |
| পৃথিবী | ১ : ১⅓ | ২০০ | ২০০ | ০ | ১৬০ | ১৬০ | ০ |

**রেখাচিত্রের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণ ( Graphical Analysis of International Trade ) :** উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নের রেখাচিত্র দুইটি অংকন করা হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইলে অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহাই দেখানো হইল।

৪৪.৩ নং রেখাচিত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার ফলে ক দেশের অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা দেখানো হইয়াছে। ৪৪.৩ নং রেখাচিত্রের *AB* রেখাটি হইল ক দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা এবং বিনিময় হার হইল ১ খাদ্য=১ কাপড়, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না হইলে ক দেশে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার *C* বিন্দুতে ১৫০ একক খাদ্য ও ৫০ একক কাপড় উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করিয়া ভোগ করিবে। এখন যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় এবং খাদ্য ও কাপড়ের মধ্যে ভারসাম্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বিনিময় হার যদি ১ খাদ্য : ১⅓ কাপড় হয় তাহা হইলে ক দেশ শুধু খাদ্য উৎপাদন করিবে, কারণ ক দেশের আপেক্ষিক সুবিধা রহিয়াছে খাদ্য উৎপাদনে। এই উৎপাদন উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার *A* বিন্দুতে হইবে—অর্থাৎ ক দেশ ২০০ একক খাদ্য উৎপাদন করিবে এবং খাদ্যের একাংশ রপ্তানি করিয়া কাপড়

আমদানি করিবে। এখন ভোগের ব্যাপারে ক দেশকে আর $AB$ উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখায় সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে না। ঐ দেশের নূতন ভোগ-সম্ভাবনা রেখা ( consumption-possibility curve ) হইবে আন্তর্জাতিক মূল্যরেখা $AB_1$।[১] ৪৪.৩নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে $AB_1$ লাইনের $C_1$ বিন্দু ক দেশের ভোগ নির্দেশ করিতেছে। ইহার অর্থ হইল যে, ক দেশ ২০০ একক খাদ্য উৎপাদন করিয়া ১৭৫ একক ভোগ করিবে এবং বাকী ৪৫ একক খাদ্য রপ্তানি করিয়া উহার পরিবর্তে খ দেশ হইতে ৬০ একক কাপড় আমদানি করিবে। রেখাচিত্রে $C_1D$ রেখা খাদ্য রপ্তানির পরিমাণ এবং $AD$ রেখা কাপড় আমদানির পরিমাণ সূচিত করিতেছে।




রেখাচিত্র ৪৪.৩ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বরূপ : ক-দেশ

অনুরূপভাবে ৪৪.৪নং রেখাচিত্রে দেখানো হইতেছে যে, খ দেশের কাপড় উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা থাকায় ঐ দেশ $B$ বিন্দুতে ১৬০ একক কাপড় উৎপাদন করিয়া ১০০ একক নিজে ভোগ করিবে এবং ৬০ একক কাপড় রপ্তানি করিয়া ক দেশ হইতে ৪৫ একক খাদ্য আমদানি করিবে। এই অবস্থা $BA_1$ রেখার $C_1$ বিন্দুর দ্বারা বুঝাইতেছে। $C_1D$ রেখাটি দ্বারা রপ্তানির পরিমাণ এবং $BD$ রেখাটি দ্বারা আমদানির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে যখন দুইটি দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ তখন উহারা উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার উপর বিরাজ করে এবং উহাদের উৎপাদন ও ভোগ একই বিন্দুতে হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উহাদের একটি পৃথক ভোগ-সম্ভাবনা রেখার সৃষ্টি হয় এবং ইহা উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা হইতে ডানদিকে সরিয়া যায়।[২] উহারা উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা অনুসারে উৎপাদন করে কিন্তু ভোগ-সম্ভাবনা রেখার উপর অবস্থান করিয়া ভোগ করে। এই ভোগের একটি অংশ হইল আমদানিকৃত দ্রব্য। এই বক্তব্যটি উভয় দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের উদাহরণে যেহেতু দুইটি মাত্র দেশ আছে একটি দেশের আমদানি হইল অপর একটি দেশের রপ্তানি। এই বক্তব্যটি বিপরীতভাবেও সত্য।

## আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংক্রান্ত লাভ ( Gains from International Trade )

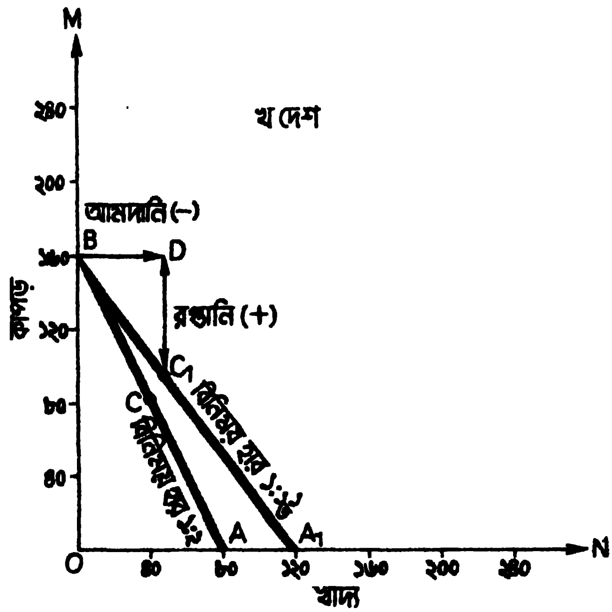
দেখা যাইতেছে, বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশ লাভবান হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না করিয়া প্রত্যেক দেশ যদি খাদ্য ও কাপড় উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করিত তাহা

---

১. ইহাকে বাণিজ্য-সম্ভাবনা রেখাও ( trading possibility frontier ) বলা যাইতে পারে।

২. "Foreign trade offers a consumption-possibility frontier that can give us more of all goods than can one's own domestic production-possibility frontier under non-trade self-sufficiency ( "autarky" ).", Samuelson

হইলে প্রথম হিসাব অনুসারে ক দেশ ১৫৫ একক খাদ্য এবং ৬০ একক কাপড়ের বদলে যথাক্রমে ১৫০ একক খাদ্য এবং ৫০ একক কাপড় ভোগ করিতে পারিত। বিশেষীকরণ ও বাণিজ্যের ফলে ক দেশ ৫ একক অতিরিক্ত খাদ্য এবং ১০ একক অতিরিক্ত কাপড় ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনুরূপভাবে খ দেশও লাভবান হইয়াছে। বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে খ দেশ ৪০ একক খাদ্য ও ৮০ একক কাপড়ের বদলে যথাক্রমে ৪৫ একক খাদ্য ও ১০০ একক কাপড় ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ ৫ একক অতিরিক্ত খাদ্য ও ২০ একক অতিরিক্ত কাপড় ভোগ করিতে পারিতেছে। সামগ্রিকভাবে দেখিলে সমগ্র পৃথিবীতে দুই দ্রব্যের উৎপাদন বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাড়িয়া গিয়াছে।[1] উল্লিখিত হিসাবে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার ১ : ১$\frac{1}{2}$ যে ভারসাম্য বিনিময় হার তাহা বুঝা যাইতেছে এই কারণে যে, সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন ও ভোগ সমান সমান হইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সমতা আসিয়াছে।




রেখাচিত্র ৪৪.৪ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুফল : খ-দেশ

এই উদাহরণ হইতে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায়। ইহা হইল যে দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিকতর দক্ষতা থাকে সেই দেশ সেই জিনিস উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেই ঐ দেশের ও সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং লোকেও অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই সাধারণ সত্যকেই আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি ( principle of comparative advantage or cost ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, কোন ভাল উকিল হয়ত নিজেই ভাল টাইপ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি নিজে টাইপ না করিয়া ঐ কার্যের জন্য লোক নিয়োগ করেন। কারণ, তাঁহার দক্ষতা ওকালতিতে অপেক্ষাকৃত অধিক এবং উহাতে নিযুক্ত থাকিলেই তাঁহার আয় অধিক হয়। তাই নিজে টাইপ করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া মাহিনা দিয়া টাইপ করাইবার জন্য টাইপিস্ট নিয়োগ করেন।

উপরি-উক্ত উদাহরণে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে দুই দেশের উৎপাদন-ব্যয় স্থির ( constant cost ) থাকে। কমবেশী যতই উৎপাদন করা হউক না কেন ক দেশে খাদ্য ও কাপড়ের সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ : ১। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের উপাদানসমূহের দ্বারা ১ একক খাদ্য কিংবা ১ একক কাপড় উৎপাদন করা সম্ভব। খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া কাপড়ের উৎপাদন যতই

১. "Because of specialization and trade, there is an efficient allocation of world resources in production. Each good is produced by the nation which can produce the good at the lower cost. Consequently, each nation is able to have more of both goods." R. N. Waud

কমানো হউক না কেন উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত সমানই থাকে। খ দেশের ক্ষেত্রেও উৎপাদন-ব্যয় স্থির থাকে। কাপড়ের উৎপাদন যতই হ্রাস করা হউক না কেন খাদ্য ও কাপড়ের উৎপাদনের সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত ১ : ২ থাকিবে। উৎপাদন পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন-ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। এই স্থির উৎপাদন-ব্যয় বর্তমান থাকায় ক দেশের খাদ্য খ দেশের খাদ্যের তুলনায় উৎপাদনের সর্বস্তরেই ( at all outputs ) অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে। অপরদিকে খ দেশের কাপড় ক দেশের কাপড়ের তুলনায় সস্তা হইবে। এই অবস্থায় ক দেশ শুধু খাদ্য উৎপাদন করিবে, মোটেই কাপড় উৎপাদন করিবে না। আর খ দেশ শুধু কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবে, মোটেই খাদ্য উৎপাদন করিবে না। সুতরাং বলা যায় যে, স্থির উৎপাদন-ব্যয় বর্তমান থাকিলে বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ ( complete specialisation ) হয়।

## ৪৪.১ বাণিজ্য-শর্ত ( TERMS OF TRADE )

বাণিজ্য-শর্ত সম্পর্কে ইতিপূর্বেই কিছুটা আলোচনা করা হইয়াছে। এখন এই সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা করা যাউক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের যে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় তাহাকে বাণিজ্য-শর্ত বলা হয়। সুতরাং বাণিজ্য-শর্তের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে হারে বা অনুপাতে দ্রব্যাদির বিনিময় হয় সেই হার বা অনুপাতকে ( ratio ) বাণিজ্য-শর্ত বলা হয়। আমাদের উদাহরণে ধরা হইয়াছে যে ক এবং খ দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খাদ্য ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় হার হইল ১ খাদ্য=১$\frac{1}{2}$ কাপড়। সুতরাং বলা যায় যে এক্ষেত্রে বাণিজ্য-শর্ত হইল ১ : ১$\frac{1}{2}$।[১]

এখন এই বাণিজ্য-শর্ত কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা দেখা যাউক। পূর্বের উদাহরণের সাহায্য লইলে বিষয়টি বুঝিতে সুবিধা হইবে। ক দেশে খাদ্য ও কাপড়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিনিময় হার হইল ১ খাদ্য : ১ কাপড়; পক্ষান্তরে খ দেশে ইহাদের আভ্যন্তরীণ বিনিময় হার হইল ১ খাদ্য : ২ কাপড়। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক দেশ ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে ১ একক কাপড়ের দাম লইতে রাজী হইবে না এবং অন্যদিকে খ দেশ ১ একক খাদ্যের বিনিময়ে ২ একক কাপড়ের বেশী দিতে রাজী হইবে না। সুতরাং এই দুই দেশের মধ্যে খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার '১ খাদ্য=১ কাপড়' হইতে '১ খাদ্য =২ কাপড়' পর্যন্ত—এই দুই সীমার মধ্যে থাকিবে। অর্থাৎ বাণিজ্য-শর্ত ১ : ১ হইতে ১ : ২ অনুপাতের মধ্যে নির্ধারিত হইবে।

### বাণিজ্য-শর্ত নির্ধারণ ( Determining the Terms of Trade )

এখন দেখা যাউক, আভ্যন্তরীণ বিনিময় হারের উপরি-উক্ত দুই সীমার মধ্যবর্তী কোন্ অনুপাতে বাণিজ্য-শর্ত নির্ধারিত হইবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে এই দুই সীমার মধ্যবর্তী স্থানে বাণিজ্য-শর্ত স্থিরীকৃত হইবে—অর্থাৎ বাণিজ্য-শর্তে অনুপাত হইবে ১ খাদ্য : ১$\frac{1}{2}$ কাপড়। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য শর্তের সঠিক অনুপাত নির্ভর করিবে এই দুই দেশের দুই দ্রব্যের পারস্পরিক চাহিদার তারতম্যের উপর; অথবা সাধারণ সূত্র হিসাবে বলা চলে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য-শর্ত নির্ভর করিবে ইহাদের পৃথিবীব্যাপী চাহিদা ও যোগানের শক্তির উপর। উপরের উদাহরণে যদি খাদ্যের চাহিদা বস্ত্রের চাহিদার তুলনায় প্রবল হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই ১ একক খাদ্যের বিনিময়ে যথাসম্ভব অধিক বস্ত্র পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ বাণিজ্য-শর্ত ১ খাদ্য : ২ কাপড়ের কাছাকাছি হইবে। পক্ষান্তরে, খাদ্যের তুলনায় কাপড়ের চাহিদা প্রবল হইলে বাণিজ্য-শর্ত অপর সীমা বা ১ খাদ্য : ১ কাপড় এই অনুপাতের নিকটে থাকিবে।

---

১. "Each nation can have more of both goods if each specializes according to its comparative advantage and trades with the other...Then each nation could export some of its speciality in exchange for some of the other nation's speciality at terms of trade represented by the slope of the trading possibilities frontier." R. N. Waud

অন্যভাবে বলা যায়, খাদ্য ও কাপড়ের বিভিন্ন আনুপাতিক মূল্য অনুযায়ী ক এবং খ দেশে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও কাপড়ের চাহিদা হইবে (ক দেশে কাপড়ের চাহিদা ও খ দেশে খাদ্যের চাহিদা)। সুতরাং প্রতিটি সম্ভাব্য আনুপাতিক মূল্য অনুযায়ী আমরা একটি চাহিদা তথা যোগান তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি—অর্থাৎ বিভিন্ন আনুপাতিক মূল্য অনুযায়ী ক দেশ খাদ্যের বিনিময়ে কতটা কাপড় আমদানি করিবে এবং ঐ মূল্যে খ দেশ কাপড়ের বিনিময়ে কতটা খাদ্য আমদানি করিবে তাহার একটি তালিকা করিতে পারি। সাধারণত দেখা যাইবে যে তালিকা অনুযায়ী কেবলমাত্র একটি আনুপাতিক মূল্যে এই দুই দেশের আমদানি ও রপ্তানির সমতা হইতেছে। অর্থাৎ, এই মূল্যে ক দেশ যে-পরিমাণ খাদ্য রপ্তানি করিতে ইচ্ছুক, খ দেশ ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য আমদানি করিতে প্রস্তুত এবং অপরদিকে ঐ অনুপাত অনুযায়ী খ দেশ যে-পরিমাণ কাপড় রপ্তানি করিতে চাহে, ক দেশ ঠিক সেই পরিমাণ কাপড় আমদানি করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ঐ আনুপাতিক মূল্য হইবে ভারসাম্য বাণিজ্য-শর্ত। পূর্বের উদাহরণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ক এবং খ দেশের মধ্যে পারস্পরিক চাহিদার অবস্থা এইরূপ যে তাহার ফলে ১ : ১$\frac{১}{২}$ অনুপাতে ক দেশ ৪ একক খাদ্য রপ্তানি করিতে চায় এবং খ দেশও ঐ একই পরিমাণ খাদ্য আমদানি করিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে, এই অনুপাত অনুযায়ী ৪৫ একক খাদ্যের সমমূল্যের কাপড়—অর্থাৎ ঠিক ৬০ একক খ দেশ রপ্তানি করিতে ইচ্ছুক এবং ক দেশও ঐ পরিমাণ কাপড় আমদানি করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ১ : ১$\frac{১}{২}$ অনুপাতটি হইবে ভারসাম্য বাণিজ্য-শর্ত।

পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্য-শর্ত সম্পর্কে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। বাণিজ্য-শর্ত বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতের উচ্চতম ও নিম্নতম সীমার মধ্যে থাকিবে।

২। ভারসাম্য বাণিজ্য-শর্ত প্রত্যেক দেশে আমদানি ও রপ্তানির সমতা আনয়ন করিবে।

৩। ভারসাম্য বাণিজ্য-শর্তের ফলে সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন ও মোট ভোগ সমান সমান হইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নানাবিধ দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। যদি কোন কারণে দেশের রপ্তানি দ্রব্যসমূহের মূল্যান্তর অপরিবর্তিত থাকিয়া আমদানি দ্র[illegible]র মূল্যান্তর কমিয়া যায় তাহা হইলে সেই দেশের বাণিজ্য-শর্ত পূর্বের তুলনায় অনুকূল হইবে ; পক্ষান্তরে, যদি আমদানি দ্রব্যের মূল্যান্তরের তুলনায় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যান্তর কমিয়া যায় তাহা হইলে বাণিজ্য শর্ত পূর্বের তুলনায় প্রতিকূল হইবে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে বাণিজ্য-শর্তের এইরূপ পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সুতরাং বাণিজ্য-শর্তের পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়। সাধারণত আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের সূচকসংখ্যার সাহায্যে এই পরিবর্তনের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। একটি কল্পিত উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, আমাদের ভিত্তি বৎসর হইল ১৯৮০-৮১ সাল। কাজেই ঐ বৎসরে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যান্তরের সূচকসংখ্যা হইল ১০০। এখন যদি ১৯৮৫-৮৬ সালে রপ্তানি এবং আমদানির মূল্যান্তর যথাক্রমে ৯৪ ও ৯৮ হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে [illegible] বাণিজ্য-শর্ত শতকরা প্রায় ৪ ভাগ প্রতিকূলে গিয়াছে (রপ্তানি মূল্যান্তর হ্রাস ৬%—আমদানি মূল্যান্তর হ্রাস ২%=নীট রপ্তানি মূল্যান্তর হ্রাস ৪%)।

## ৪৪.২ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা (SOME QUALIFICATIONS)

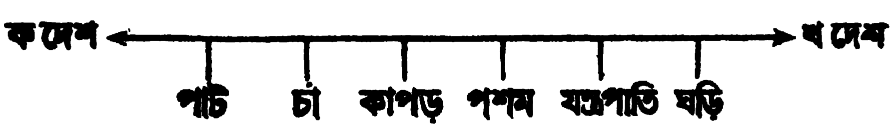
রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া এ পর্যন্ত আমরা বহু বিষয়কে অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু বাস্তব জগতে এই অনুমানগুলি ঠিক প্রযোজ্য নয়। সুতরাং বাস্তবের সংগে সংগতি বজায় রাখিতে হইলে আমাদের আলোচনায় সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করিয়া নানাভাবে পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

প্রথমত, আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে পরিবহণ-ব্যয় বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয়ত, আমরা মাত্র দুইটি দেশ ও দুইটি দ্রব্যের মধ্যে আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। তৃতীয়ত, আমরা ধরিয়া

লইয়াছি যে দুইটি দেশেই উৎপাদন-ব্যয় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। ইহার ফল হিসাবে আমরা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাকে সরলরেখা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছি। এখন এক একটি বিষয়ের আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। পরিবহণ-ব্যয় ( Transport Costs ) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ ও বিশেষী-করণের আলোচনার সময় আমাদের পরিবহণ-ব্যয়ের ( Transport costs ) কথাও বিচার করিতে হইবে। পরিবহণ-ব্যয় থাকার দরুন প্রত্যেক দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কমিয়া যায়, কারণ আমদানিকারী দেশকে আমদানি দ্রব্যের দামের উপরও পরিবহণ-ব্যয় দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবহণ-ব্যয় দুই দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্যের সমান বা অধিক হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিশেষীকরণ সম্ভব হয় না।

২। বহু দ্রব্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( Many Commodities and International Trade ) : খাদ্য ও কাপড় এই দুইটি দ্রব্যের ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। দুই-এর পরিবর্তে বহু দ্রব্যের কথা ধরিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ সূত্র প্রযোজ্য। কোন্ কোন্ দ্রব্য একটি দেশ রপ্তানি বা আমদানি করিবে তাহা নির্ভর করিবে আপেক্ষিক উৎপাদন-ব্যয় ( comparative cost ) এবং ঐ সকল দ্রব্যের পৃথিবীর চাহিদার অবস্থার উপর।[১] যখন কোন দেশ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ তখন আমরা ঐ সকল দ্রব্যকে আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের তারতম্য অনুসারে সাজাইতে পারি। যে-দ্রব্যের উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা সর্বাধিক সেই দ্রব্য প্রথম স্থান অধিকার করিবে ; ইহার পর অন্যান্য দ্রব্য উহাদের আপেক্ষিক সুবিধা অনুসারে স্থান পাইবে। একটি কাল্পনিক উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, দুই দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক সুবিধা হইল এইরূপ




রেখাচিত্র ৩২.৫ : বহুদ্রব্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

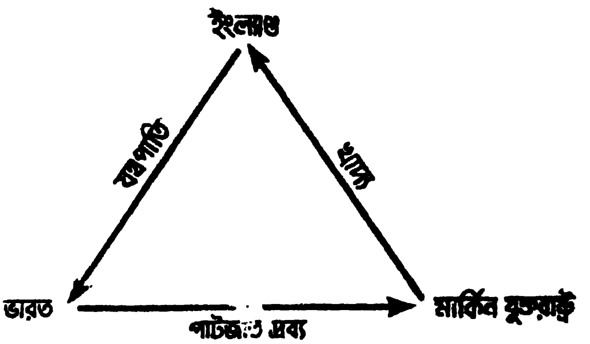
এই উদাহরণে দেখা যায়, ক দেশের আপেক্ষিক সুবিধা সর্বাধিক হইল পাট উৎপাদনে আর খ দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল ঘড়ি উৎপাদনে। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সুরু হইলে ক দেশ পাট রপ্তানি করিবে এবং খ দেশ ঘড়ি রপ্তানি করিবে। এখন প্রশ্ন হইল, অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে কোন্ দেশ কোন্ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিয়া রপ্তানি করিবে ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদার আপেক্ষিক তারতম্যের ( comparative strength of world demand ) ও বাণিজ্য-সর্তের উপর নির্ভর করিবে। বাণিজ্য-সর্ত কোন দেশের পক্ষে যতই সুবিধাজনক হইবে ততই ঐ দেশের পক্ষে কম দ্রব্য রপ্তানি করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হইবে ; অপরদিকে বাণিজ্য-সর্তের সুবিধা যতই কমিয়া যাইবে ততই অধিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবার প্রয়োজন হইবে। যেমন, ক দেশের উৎপন্ন পাট ও চা-এর আন্তর্জাতিক চাহিদা যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বাণিজ্য-সর্তের গতি ক দেশের অনুকূলে যাইবে, ফলে ক দেশ অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি না করিয়া পাট ও চা-এর উৎপাদন ও রপ্তানির দিকে ঝুঁকিবে। অপরদিকে বাণিজ্য-সর্তের সুবিধা কমিয়া যাইতে থাকিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানির জন্য ক দেশকে অন্যান্য দ্রব্যও উৎপন্ন করিয়া রপ্তানির দিকে ঝুঁকিতে হইবে।

৩। বহু দেশ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( Many Countries and International Trade ) : এতক্ষণ মাত্র দুইটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা বলা হইয়াছে। কিন্ত প্রকৃত ক্ষেত্রে বহু দেশ রহিয়াছে এবং এই সকল দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক

১. Samuelson and Nordhaus : *Economics* ( 12th edn. )

বাণিজ্য দ্বিমুখী ( bilateral ) নয়, উহা বহুমুখী ( multilateral )। বহু দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কতকটা জটিলতার সৃষ্টি করিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্র একই। আপেক্ষিক সুবিধার ভিত্তিতেই প্রত্যেক দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়। বাণিজ্যের জন্ত প্রত্যেক দেশের নিকট পৃথিবীর অন্তান্ত সকল দেশকে একসংগে করিয়া একটি দেশ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।[১] তবে বহু দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন মাত্র দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য আবদ্ধ তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্যের সর্ত হইল প্রত্যেকটি দেশ অপর দেশটিতে যতটা দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে তাহার দাম অপর দেশ হইতে যতটা দ্রব্য আমদানি করা হইয়াছে তাহার দামের সমান হইতে হইবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহুমুখী হইবে পৃথকভাবে প্রত্যেক দেশকে প্রত্যেক অপর দেশের সহিত রপ্তানি ও আমদানি ব্যাপারে সমতা রক্ষা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এক দেশের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে অপরাপর দেশের সমতা না থাকিলেও ঐ দেশের ভারসাম্যের অবস্থা আসিতে পারে। আন্তর্জাতিক ঋণগ্রহণ বা ঋণপ্রদানের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারসাম্যের একমাত্র প্রয়োজনীয় শর্ত হইল যে প্রত্যেক দেশের মোট আমদানি ঐ দেশের মোট রপ্তানির সমান হইবে। ঐ দেশ কোন অপর একটি দেশের নিকট হইতে রপ্তানির তুলনায় অধিক আমদানি করিতে পারে, কিন্তু অন্ত আর একটি দেশের নিকট আমদানির তুলনায় অধিক রপ্তানি করিয়া থাকিলে একদিকের ঘাটতি অপরদিকের উদ্বৃত্তের দ্বারা পূরণ হইয়া যায় এবং দেশটির ভারসাম্য বজায় থাকে। পার্শ্বের কাল্পনিক চিত্রটির সাহায্যে কিভাবে বহুমুখী বাণিজ্য চলিতে পারে তার ইংগিত দেওয়া হইল।

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া ডলার অর্জন করিল ; ঐ ডলারের বিনিময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিল ; ইংল্যাণ্ড আবার ঐ ডলার দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে খাদ্য আমদানি করিল। এই কাল্পনিক উদাহরণটি অতি সরল হইলেও ইহা হইতে বহুমুখী বাণিজ্যের আসল ব্যাপারটি বুঝা যায়। এই বহুমুখী পরোক্ষ বাণিজ্যের ফলে যে বিভিন্ন দেশ বিশেষভাবে উপকৃত হয় তাহা বুঝা কঠিন নয়।



রেখাচিত্র ৪৪.৬ : বহুদেশ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

৪। ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( Increasing Costs and International Trade ) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্থির উৎপাদন-ব্যয় থাকিলে বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় স্থির থাকে না। উপরি-উক্ত দুইটি দেশ ক ও খ এবং দুইটি দ্রব্য খাদ্য ও কাপড়ের কথা ধরিয়া বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টান্তে আমরা দেখিয়াছি, ক দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল খাদ্য উৎপাদনে, অপরদিকে খ দেশের সুবিধা হইল কাপড় উৎপাদনে। কিন্তু খ দেশ যতই বেশী কাপড় উৎপাদন করিতে থাকিবে কাপড়ের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ততই বাড়িতে থাকিবে এবং খাদ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় ততই বাড়িতে থাকিবে এবং খাদ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় কমিতে থাকিবে। যেমন, প্রথমে খ দেশে খাদ্য ও কাপড়ের সুযোগ-ব্যয়ের হার যদি হয় ১ : ২—অর্থাৎ ১ একক খাদ্যের উৎপাদন ছাড়িয়া দিলে ১ একক অতিরিক্ত কাপড় উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কাপড়ের উৎপাদন

১. "As far as any country is concerned, all other nations with whom she trades can be lumped together into one group as 'the rest of the world". Samuelson

বাড়াইবার জন্য খাদ্য উৎপাদন হইতে উপাদান ( factors ) যতই সরাইয়া আনা হইবে কাপড়ের উৎপাদন ততই ক্রমহ্রাসমান হইবে। অর্থাৎ কাপড়ের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। যেমন, উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে ২ একক কাপড় উৎপন্ন না হইয়া ২⅓, ১½, ১⅓, ১ প্রভৃতি হারে কাপড় উৎপন্ন হইতে থাকিবে। এক আন্তর্জাতিক মূল্যের অনুপাত যদি ১ একক খাদ্য=১⅓ একক কাপড় হয়, তাহা হইলে খ দেশ কাপড় উৎপাদন সেই পর্যন্তই করিবে যেখানে তাহার আভ্যন্তরীণ খাদ্য ও কাপড়ের উৎপাদ-ব্যয়ের অনুপাত ১ : ১⅓ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর খ দেশের পক্ষে আর অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন না করিয়া দেশের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন করাও লাভজনক। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করিলে ১ একক খাদ্য ক্রয় করিতে ১½ একক কাপড় দিতে হয় ; কিন্তু এখন দেশের মধ্যে ১⅓ একক কাপড় উৎপাদন ছাড়িয়া দিলে ১ এককে অধিক খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, ১⅓ একক কাপড়ের কম দিয়া ১ একক খাদ্য পাওয়া যায়। সুতরাং খ দেশ প্রধানত কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেও কিছুটা খাদ্যও সে উৎপাদন করিবে। অন্যভাবে বলা যায়, উহার বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ হইবে না। অনুরূপ যুক্তি ক দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ক দেশের খাদ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা থাকিলেও ঐ দেশে কিছু পরিমাণ কাপড়ও উৎপন্ন হইবে। অতএব আমরা বলিতে পারি, উৎপাদন-ব্যয় যখন ক্রমবর্ধমান উৎপাদনে বিশেষীকরণ তখন পূর্ণাংগ হয় না।[১]

**৫। ক্রমহ্রাসমান ব্যয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( Decreasing Costs[২] and International Trade ) :** বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে শিল্পে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ও দেখা দিতে পারে। বৃহদায়তনের সুযোগগুলি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বাজার ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন, কারণ তাহা হইলে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আর একটি কারণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কোন দ্রব্যের বাজার প্রসারলাভ করে এবং ঐ দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হইতে থাকে। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের সুবিধা যদি ব্যাপক হয় তাহা হইলে দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশে বিশেষীকরণ সম্পূর্ণ হইবে। সামগ্রিকভাবে বিশেষীকরণ ও বাণিজ্যের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তবে এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্রমহ্রাসমান ব্যয় বর্তমান থাকিলে প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়া কারবারের আবির্ভাব হইতে পারে।

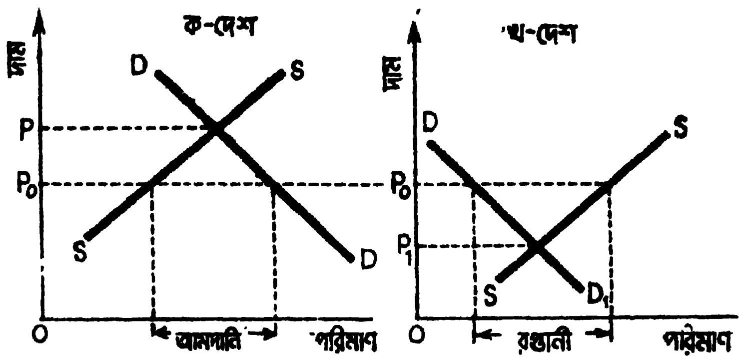
**৬। চাহিদার শর্তাবলীর মধ্যে পার্থক্য ( Differences in Demand Conditions ) :** রিকার্ডোর তত্ত্বকে অনুসরণ করিয়া আমরা যোগানের দিক হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু রিকার্ডোর তত্ত্বের একটি মূল ত্রুটি হইল এই যে তাঁহার তত্ত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নির্ধারক হিসাবে চাহিদার ভূমিকাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব জগতে দেখা যায় যে দুইটি দেশের মধ্যে চাহিদার শর্তাবলীর পার্থক্যের ফলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিতেছে। দুইটি দেশের মধ্যে উপকরণসমূহের পরিমাণ ও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও কেবলমাত্র চাহিদার স্তরের ( বা তীব্রতার ) পার্থক্যের ফলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিতে পারে। যদি একটি দেশে—যেমন ক-দেশে একটি কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ অপর একটি দেশে—যেমন খ-দেশের চাহিদা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ক-দেশে দ্রব্যটির বাজার এবং সুযোগব্যয় অবশ্যই খ-দেশে দ্রব্যটির বাজারদাম এবং সুযোগব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে। যদি উভয় দেশের মধ্যে দাম ও সুযোগব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে ক-দেশে দ্রব্যটির উৎপাদন হ্রাস করিয়া খ-দেশে দ্রব্যটির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে উভয় দেশই লাভবান হইবে।

---

১. "Hence, when there are increasing costs, specialization will not be as complete nor the volume of trade as large, as is the case when costs are constant." R. N. Waud

২. স্মরণ রাখিতে হইবে যে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অপর এক অর্থ হইল ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ( increasing return ) ইহার ফলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইয়া থাকে। এই প্রসংগে C. P. Kindleberger প্রণীত *International Economics* দ্রষ্টব্য।

নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। ক-দেশে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ অধিক হওয়ায় দ্রব্যটির বাজার দাম হইল $OP$। অপরদিকে খ-দেশে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ অল্প হওয়ায় দ্রব্যটির বাজার দাম হইল $OP_1$। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে খ-দেশ দামের ব্যাপারে সুবিধা ভোগ করিতেছে বলা যায়। সুতরাং ইহা দ্রব্যটির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে এবং ইহাই উদ্বৃত্ত দ্রব্য ক-দেশে রপ্তানী করিতে পারে। রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে—ততক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত দ্রব্যটির ক্ষেত্রে দুই দেশের দামের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় ( অর্থাৎ উভয় দেশে যখন দামের সমতা সৃষ্টি হয় তখনই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ফলস্বরূপ ( বাণিজ্যের উভয় দেশেই $OP_0$ দামটি বজায় থাকিবে। )




রেখাচিত্র ৫৪.৭ : অধিক ও স্বল্প চাহিদা বিশিষ্ট দুইটি দেশের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের সম্ভাবনা

## আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা ( ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERNATIONAL TRADE )

আপেক্ষিক সুবিধা ও ব্যয়ের ভিত্তিতে বাধাবিহীনভাবে আন্তর্জাতিক বা ভৌগোলিক বিশেষী-করণ এবং বাণিজ্য সংগঠিত হইলে যে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করা যায় তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কোন দেশ যে-জিনিস উৎপাদন করিতে পারে না তাহা অন্য দেশ হইতে আমদানি করিয়া ভোগ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের ফলে সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন অধিক হয় এবং বিভিন্ন দেশের সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা যায় ; ফলে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের ফলে এক দেশ অন্য দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয় এবং অপর দেশের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। ইহা ব্যতীত, আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান দেশগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কতকটা সহায়তা করে।

অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কতকগুলি অসুবিধাও দেখা দিতে পারে। প্রথমত. প্রাথমিক লাভের ( immediate gain ) জন্য অনেক সময় ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি করা হয়। যেমন, প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কোন দেশ প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ অকাতরভাবে রপ্তানি করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ লইয়া এক দেশ অন্য দেশে স্বল্পমূল্যে মাল চালিয়া ( dumping ) ঐ দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। এরূপ অন্যায্য প্রতিযোগিতার চাপে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা দেখা দিতে পারে।

তৃতীয়ত, অবাধ বাণিজ্য ও বিশেষীকরণের ফলে দেশের অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সুষম প্রসার ( balanced development ) ব্যাহত হইতে পারে। যেমন, কৃষি উন্নতিলাভ করিয়া শিল্প অনুন্নত থাকিতে পারে, অথবা শিল্প প্রসারলাভ করিয়া কৃষি অনুন্নত থাকিতে পারে, অথবামাত্র কয়েকটি শিল্পের প্রসার ঘটিয়া মোট শিল্প-ব্যবস্থা অনগ্রসর হইতে পারে। ফলে এক দেশ অন্য দেশের উপর অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এইরূপ পরমুখাপেক্ষিতা যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় বিপদ টানিয়া আনিতে পারে, কারণ তখন অন্য দেশ হইতে দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াই সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়। এই সম্পর্কে নিম্নে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। তবে এখানে একমাত্র বলা যায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ত্রুটিগুলিকে দূর করিবার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন থাকিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যথাসম্ভব অব্যাহত রাখাই যুক্তিযুক্ত. কারণ ইহার সুবিধাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

**'আয়-প্রভাব' ও বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক ( Income Effects and the Foreign Trade Multiplier ) :** বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্পর্ক নাই এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় ( in a closed economy ) জাতীয় আয়ের ভারসাম্য তখনই হয় যখন দেশের উৎপন্নের পরিকল্পনা ( output plans ) এবং ব্যয়ের পরিকল্পনা ( expenditure plans ) পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এইরূপ হইতে হইলে দেশের পরিকল্পিত সঞ্চয় ( planned savings ) এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগকে ( planned investment ) সমান সমান হইতে হইবে এবং জাতীয় আয়ের ভারসাম্য সেই স্তরে নির্ধারিত হইবে যে-স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় ঠিক পরিকল্পিত বিনিয়োগের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। 'আয় ও নিয়োগ' সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ প্রসংগে ইহাও দেখা গিয়াছে যে বিনিয়োগ ( investment ) পরিবর্তিত হইলে জাতীয় আয় বিনিয়োগের পরিমাণের অধিকগুণ পরিবর্তিত হয়। ইহা বিনিয়োগের গুণক প্রভাবেরই ফল। এখন দেশের বহির্বাণিজ্যের সম্পর্ক যদি ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য কিভাবে নির্ধারিত হইবে? ইহার উত্তরে প্রথমেই বলা যায় যে বহির্বাণিজ্যের কথা ধরিলেও মোটামুটি এক নীতিতে এবং শর্তে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। তবে বহির্বাণিজ্য থাকার দরুন বিষয়টিতে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হইতে বাধ্য। এই জটিলতার কারণ হইল দুইটি : প্রথমত, লোকের আয়ের একাংশ এখন আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় ; দ্বিতীয়ত, দেশের উৎপন্নের একাংশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। সুতরাং দেশের আয় এখন তিনভাবে ব্যবহৃত হয়—(১) আভ্যন্তরীণ দ্রব্যের উপর ভোগব্যয়, (২) আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর ব্যয় এবং (৩) সঞ্চয়। অপরদিকে উৎপন্নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইলে দেখা যাইবে উহাও তিনভাবে ব্যবহৃত হইতেছে—(১) আভ্যন্তরীণ দ্রব্যের ভোগ, (২) রপ্তানি এবং (৩) বিনিয়োগ। এখন অতীতের হিসাবের কথা বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে প্রকৃত বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ প্রকৃত সঞ্চয় ও আমদানির পরিমাণের সহিত সমান হইবে। এই সমতা নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যায় :

আয়=আভ্যন্তরীণ দ্রব্যের ভোগ+আমদানি+সঞ্চয়
উৎপন্ন=আভ্যন্তরীণ দ্রব্যের ভোগ+রপ্তানি+বিনিয়োগ
আয়=উৎপন্ন

সুতরাং, আমদানি+সঞ্চয়=রপ্তানি+বিনিয়োগ।

হিসাবের দিক হইতে আমদানি ও সঞ্চয় এবং রপ্তানি ও বিনিয়োগের মধ্যে সকল সময় সমতা থাকিলেও জাতীয় আয়ের ভারসাম্য হইতে পারে না যদি না আমদানি ও সঞ্চয়ের পরিকল্পনা এবং রপ্তানি ও বিনিয়োগের পরিকল্পনার মধ্যে সমতা থাকে।

অন্যভাবে বলা যায়, দেশের লোক যতটা সঞ্চয় ও আমদানি করিতে ইচ্ছুক তাহার পরিমাণ

যখন ব্যবসায়ীদের পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও বিদেশে দেশীয় রপ্তানির পরিমাণের সমান হয় তখন জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। যখন এই দুই পরিমাণের মধ্যে অসমতা দেখা দেয় জাতীয় আয় তখনই পরিবর্তিত হইয়া নূতন ভারসাম্য অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। বিষয়টিকে পরিস্ফুট করার জন্য ধরা যাউক যে, প্রথমে পরিকল্পিত সঞ্চয় ও আমদানি এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও রপ্তানির মধ্যে সমতা থাকায় জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় আছে। এখন ধরা যাউক, দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হইল। আরও স্পষ্টভাবে ধরা যাউক যে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, কারণ রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে দেশের আয়বৃদ্ধি হয়। জাতীয় আয় কিভাবে এবং কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের (Foreign trade Multiplier) উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং জাতীয় আয়ের পরিবর্তন বুঝাইবার জন্য এই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকতত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন।

**বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (The Foreign Trade Multiplier):** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুণকতত্ত্বের প্রয়োগকেই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক বলা হয়। ইহা দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করা হয় যে দেশের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হইলে দেশের আয় ও নিয়োগ কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়। জাতীয় আয় ও নিয়োগের উপর বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনের এই প্রভাব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে মূল্যস্তর, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার (foreign exchange rates) ও সুদের হার কোনরকম পরিবর্তিত হইতেছে না। ইহা ব্যতীত ধরা হইতেছে যে প্রত্যেক দেশে বেকারত্ব রহিয়াছে; সুতরাং চাহিদা বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে, মূল্যবৃদ্ধি পায় না। এখন ধরা যাউক, দেশের রপ্তানি স্বতন্ত্রভাবে বৃদ্ধি (an autonomous increases) পাইল—অর্থাৎ বিদেশের রুচির পরিবর্তনের ফলে চাহিদাবৃদ্ধির দরুন এই বৃদ্ধি হইল এবং উহার পরিমাণ হইল ৪০০ কোটি টাকা। দেশের এই পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির ফলাফল দেশের আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলাফলের অনুরূপ।[১] স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন বিনিয়োগ বৃদ্ধি (an increase in autonomous investment) পাইলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ যেভাবে বৃদ্ধি পায়, দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলেও অনুরূপভাবে দেশের আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগবৃদ্ধির যেমন গুণক প্রভাব থাকে তেমনি রপ্তানিবৃদ্ধিরও গুণক প্রভাব দেখা দেয়। উপরি-উক্ত ৪০০ কোটি টাকা পরিমাণ রপ্তানি-বৃদ্ধির ফলে প্রথমে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। আমদানির কথা বাদ দিয়া দেখিলে এই সকল ব্যক্তি আবার এই ৪০০ কোটি টাকার একাংশের দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবে এবং অপরাংশ সঞ্চয় করিবে। কতটা ভোগব্যয় করিবে এবং কতটা সঞ্চয় করিবে তাহা প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার (ও সঞ্চয়-প্রবণতার) উপর নির্ভর করিবে। যদি ধরা যায় যে ইহাদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{9}{10}$, তাহা হইলে ইহারা বর্ধিত আয় ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৬০ কোটি টাকা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিবে এবং বাকিটা সঞ্চয় করিবে। এই যে ৩৬০ কোটি টাকা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করা হইল তাহা আবার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে অতিরিক্ত আয় হিসাবে যাইবে। এই সকল ব্যক্তি আবার তাহাদের অতিরিক্ত আয় ৩৬০ কোটি টাকার $\frac{9}{10}$ ভাগ—অর্থাৎ ৩২৪ কোটি টাকা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিবে। এই ভোগব্যয় আবার আর এক শ্রেণীর লোকের হাতে অতিরিক্ত আয় হইয়া দাঁড়াইবে—ইহারা এই আয়ের $\frac{9}{10}$ ভাগ ভোগব্যয় করিবে এবং বাকিটা সঞ্চয় করিবে। এইভাবে আয়ব্যয়ের বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে কিন্তু প্রতিবার আয়বৃদ্ধির এক-দশমাংশ করিয়া সঞ্চয় হইয়া আয়ব্যয় স্রোতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া আয়ব্যয়ের বৃদ্ধি ক্রমশ শ্লথগতি হইয়া শেষ পর্যন্ত থামিয়া যায়। এখন প্রতিবারের আয়বৃদ্ধি যোগ করা হইলে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি হইবে:

$$৪০০ \text{ কোটি টাকা} + ৩৬০ \text{ কোটি টাকা} + ৩২৪ \text{ কোটি টাকা} + \cdots = ৪০০০ \text{ কোটি টাকা।}$$

---

১. "......exports are parallel in their effects to investment." A. C. L. Day

এখন দেখা যাইতেছে, যতটা রপ্তানিবৃদ্ধি ( ৪০০ কোটি টাকা ) হইয়াছে তাহার দশগুণ বৃদ্ধি ( ৪১০ কোটি টাকা × ১০=৪০০০ কোটি টাকা ) হইয়াছে জাতীয় আয়। সংক্ষেপে বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা জানি যে গুণক হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার বিপরীত ( reciprocal of marginal propensity to save ) । *MPS* দ্বারা যদি প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতাকে ( marginal propensity to save ) বুঝানো হয় তাহা হইলে গুণক হইবে—$\frac{১}{MPS}$। এখন গুণক দিয়া রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণকে গুণ করিলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে—অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন=$\frac{১}{MPS}$× রপ্তানিবৃদ্ধি। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$ এবং রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণ হইল ৪০০ কোটি টাকা। সুতরাং জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হইল $\frac{১}{\frac{১}{১০}}$×৪০০ কোটি টাকা= ৪০০০ কোটি টাকা।

কিন্তু জাতীয় আয় এইভাবে বৃদ্ধি পাইবে না, কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক ও জাতীয় আয় নির্ধারিত করিবার সময় আমদানির কথাও ধরিতে হইবে। সুতরাং আমদানির প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে মনে রাখা প্রয়োজন যে জাতীয় আয় ও আমদানির মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে। জাতীয় আয় পরিবর্তিত হইলে আমদানিও পরিবর্তিত হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ জাতীয় আয় পরিবর্তিত হইলে যে-অনুপাতে আমদানি পরিবর্তিত হয় তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা ( the marginal propensity to import )।[১] যেমন, ১০ কোটি টাকা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে যদি ১ কোটি টাকা পরিমাণ আমদানি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$। দেশের পক্ষে আমদানির ফলাফল সঞ্চয়ের ফলাফলের অনুরূপ। সঞ্চয়ের মত আমদানি হইল দেশের আয়ের স্রোত হইতে অপচয় ( leakage ); কারণ, দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে লোকে তাহাদের বর্ধিত আয়ের যে-অংশ দ্বারা বৈদেশিক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে সেই অংশ সরাসরি দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি করে না, বৃদ্ধি করে বিদেশী লোকের আয়। সুতরাং দেশের জাতীয় আয়ের দিক হইতে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ও প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা একই পর্যায়ে পড়ে।[২] এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে যখন রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে দেশের আয়ব্যয় বৃদ্ধি চলিতে থাকে তখন তাহার প্রতি পর্যায়ে দুইভাবে অপচয় ( two leakages ) ঘটে। উল্লেখ করা হইয়াছে, বর্ধিত আয়ের একাংশ সঞ্চিত হইয়া আয়-ব্যয়ের স্রোত হইতে সরিয়া যায়; ইহা ব্যতীত আর একাংশ আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হইয়া দেশের আয়ের স্রোত হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। সঞ্চয় ও আমদানি বাদে বর্ধিত আয়ের বাকী অংশ আয়ব্যয় বৃদ্ধির প্রতি পর্যায়ে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর উপর ভোগব্যয় হয় এবং দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি করে। এখন সঞ্চয়ই যদি একমাত্র অপচয় হইত তাহা হইলে ভোগব্যয় যতটা হইত এবং জাতীয় আয় যতটা সম্প্রসারিত হইতে পারিত, সঞ্চয় ও আমদানি এই দুইভাবে অপচয় হইতে থাকিলে ভোগব্যয় ততটা হইবে না এবং জাতীয় আয়ও ততটা সম্প্রসারিত হইতে পারিবে না। উপরি-উক্ত উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{৯}{১০}$ ও প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\frac{১}{১০}$ হইলে এবং রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা হইলে জাতীয় আয় ৪০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। এখন আমদানির কথা ধরা যাউক। ধরা যাউক যে, প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$। এই অবস্থায় ৪০০ কোটি টাকা রপ্তানিবৃদ্ধি পাইলে, প্রথমে রপ্তানি বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ৪০০ কোটি টাকা

১. The marginal propensity to import is "the *change* in imports with a given change in income." C. P. Kindleberger : *International Economics*

২. "Accordingly marginal propensity to import is in the same category as a marginal propensity to save." K. Kurihara : *Introduction to Keynesian Dynamics*

আয়বৃদ্ধি হইবে। ইহারা এই বর্ধিত আয়ের $\frac{১}{১০}$ ভাগ সঞ্চয় করিবে, $\frac{১}{১০}$ ভাগ দ্বারা আমদানিকৃত দ্রব্য ক্রয় করিবে এবং বাকী $\frac{৮}{১০}$ ভাগ দেশের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে ব্যয় করিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র $\frac{৮}{১০}$ ভাগ—অর্থাৎ ৩২০ কোটি টাকা দেশের আর এক শ্রেণীর হাতে অতিরিক্ত আয় হিসাবে আসিবে। ইহারা আবার ৩২০ কোটি টাকার $\frac{৮}{১০}$ ভাগ—অর্থাৎ ২৫৬ কোটি টাকা দেশীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয় করিবে। ঐ ব্যয় আর এক শ্রেণীর দেশীয় লোকের আয় হইয়া দাঁড়াইবে। এইভাবে আয়ব্যয় বৃদ্ধির পদ্ধতি চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত থামিয়া যাইবে। এখন প্রতিবারের আয়বৃদ্ধি যোগ করিলে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে :

৪০০ কোটি টাকা+৩২০ কোটি টাকা+২৫৬ কোটি টাকা+···=২০০০ কোটি টাকা।

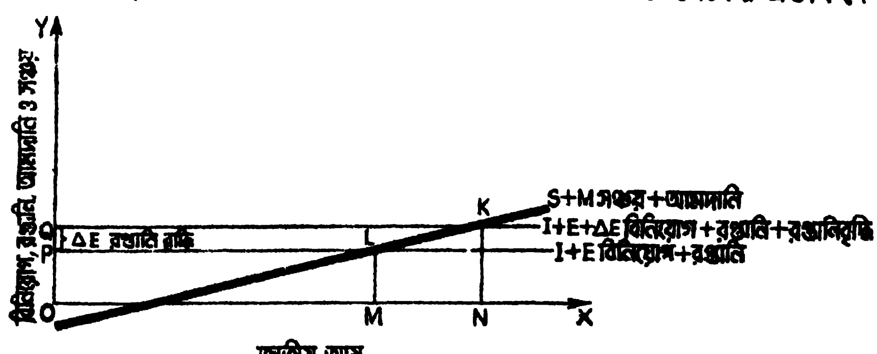
এখানে দেখা যাইতেছে ৪০০ কোটি টাকা রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে দেশের আয় সম্প্রসারিত হইয়াছে ২০০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ রপ্তানিবৃদ্ধির ৫ গুণ, পূর্বের মত ১০ গুণ বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার কারণ অতিরিক্ত আয়ের একাংশ অতিরিক্ত আমদানি ক্রয় বাবদ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে বিষয়টিকে এইভাবে দেখানো যাইতে পারে : রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণকে গুণক দিয়া গুণ করিলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে। এখন গুণক কি হইবে ? আমদানি যখন সঞ্চয়ের মত আয়ব্যয় স্রোত হইতে অপচয় ( leakages ) তখন গুণক হইবে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ও প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা উভয়ের বিপরীত ( inverse )। যেমন, *MPS* যদি প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ( marginal propensity to save ) হয় এবং *MPI* যদি প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা ( marginal propensity to import ) হয় তাহা হইলে গুণক হইবে $\frac{১}{MPS+MPI}$।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$ এবং প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$। সুতরাং গুণক হইল $\frac{১}{\frac{১}{১০}+\frac{১}{১০}}=৫$।

এখন রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকাকে গুণক ৫ দিয়া গুণ করিলেই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ২০০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। এই পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইবে এবং বিনিয়োগ ও রপ্তানির মিলিত পরিমাণ সঞ্চয় ও আমদানির মিলিত পরিমাণের সমান সমান হইবে। এখন বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকিলে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় সেই পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইবে যে-পর্যন্ত না সঞ্চয় ও আমদানির মিলিত পরিমাণ সম্প্রসারিত হইয়া রপ্তানি-বৃদ্ধির পরিমাণের সমান হইয়া দাঁড়ায়।[১] সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়—

রপ্তানিবৃদ্ধি=সঞ্চয়বৃদ্ধি+আমদানিবৃদ্ধি

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে জাতীয় আয়ের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের প্রভাব দেখানো যাইতে পারে :




রেখাচিত্র ৪৪৮: জাতীয় আয়

১. "The cumulative expansion of income comes to a halt when sufficient savings and imports have been generated to offset investment *plus* exports." Kurihara : op. cit.

রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে ( vertical axis ) বিনিয়োগ, রপ্তানি, আমদানি ও সঞ্চয়ের পরিমাণ করা হইয়াছে এবং অনুভূমিক অক্ষে ( horizontal axis ) জাতীয় আয় দেখানো হইয়াছে। প্রথমে ভারসাম্য জাতীয় আয় হইল $OM$, কারণ সঞ্চয়+আমদানি রেখা $S+M$ বিনিয়োগ+রপ্তানি রেখা $I+E$-কে $L$ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে এবং এই ভারসাম্য অবস্থায় বিনিয়োগ ও রপ্তানির সম্মিলিত পরিমাণের সমান, কারণ, উভয়েরই পরিমাণ হইল $ML$। এখন ধরা যাউক, যে দেশের রপ্তানিবৃদ্ধি হইল $\Delta E$—অর্থাৎ $PQ$ পরিমাণ ; ইহার ফলে জাতীয় আয় সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত $ON$ পরিমাণে আসিয়া দাঁড়াইবে, কারণ K বিন্দুতে সঞ্চয়+আমদানি রেখা $S+M$ বিনিয়োগ+রপ্তানি+রপ্তানিবৃদ্ধি রেখা $I+E+\Delta E$-কে ছেদ করিয়াছে। এই নূতন ভারসাম্য আয়ের স্তরে আবার সঞ্চয়+আমদানির মোট পরিমাণ বিনিয়োগ ও রপ্তানির মোট পরিমাণের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকায় রপ্তানিবৃদ্ধি $\Delta E$—অর্থাৎ $PQ$ পরিমাণ হওয়ায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে $MN$ পরিমাণ এবং সঞ্চয় ও আমদানিও $PQ$ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানিবৃদ্ধির সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় আয়ের $MN$ পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে $PQ$ পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির গুণকের প্রভাবে—অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি$=ON-OM=$

$$MN=\left(\frac{১}{MPS+MPI}\right)$$

**আন্তর্জাতিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের উপর প্রভাব ( The Effect of International Trade on the Balance of Payment ) :** এখন দেখা যাউক, রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে দেশের আয়বৃদ্ধি হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্তের ( balance of payments ) অবস্থা কি দাঁড়ায়। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরা যাউক দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত ভারসাম্য অবস্থায় আছে। এখন দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলে দেশের চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, দেশের আয়বৃদ্ধির ফলে দেশের আমদানিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে এই আমদানিবৃদ্ধি রপ্তানিবৃদ্ধির সমপরিমাণ হইবে না। ইহার কারণ কি তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যদি বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে রপ্তানিবৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় সম্প্রসারিত হইয়া সেই স্তরে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছায় যে স্তরে আমদানি ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানিবৃদ্ধির সমপরিমাণ হইয়া দাঁড়ায়। এখন যদি আমদানিবৃদ্ধি ও সঞ্চয়বৃদ্ধি রপ্তানিবৃদ্ধির সমান হয় তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানিবৃদ্ধির সমপরিমাণ আমদানি বৃদ্ধি হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, দেশের জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রতিপদে আয়ের একাংশ সঞ্চয় হইতে থাকিলে রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ততটা সম্প্রসারিত হইতে পারে না যতটা হইলে আমদানিবৃদ্ধির পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণের সমান হয়।[১] উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টান্তে দেখা গিয়াছে যে ৪০০ কোটি টাকা পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ২০০০ কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$ এবং আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$। এখন আমদানি যদি $\frac{১}{১০}$ হয় তাহা হইলে জাতীয় আয়ের ২০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধির ফলে আমদানিবৃদ্ধি হইবে ২০০ কোটি টাকা। এখানে দেখা যাইতেছে, রপ্তানিবৃদ্ধির মোট পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ রপ্তানিবৃদ্ধির অর্ধেক পূরণ হইতেছে আমদানিবৃদ্ধির দ্বারা। সুতরাং আয়-প্রভাবের দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয় না। ( পরিশিষ্ট অংশে গাণিতিক টীকা দ্রষ্টব্য। )

১. "So long as some fraction of income at every stage is leaking into domestic savings, a new dollar of exports will never be able to lift income by enough to call forth a full dollar of new imports." Samuelson

## সংক্ষিপ্তসার

১. বিশেষীকরণের ফলেই ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্ভব হয়।
২. বিশেষীকরণের কারণ দক্ষতার বিভিন্নতা।
৩. আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি অভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কতকগুলি মূল পার্থক্য আছে।
৪. যোগানের দিক হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তিগুলি আপেক্ষিক ব্যয় বা সুবিধার নীতি।
৫. বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত বাণিজ্য-শর্তেরও উন্নতি ঘটে।
৬. বাণিজ্য-শর্ত বলিতে রপ্তানি দ্রব্যাদির সূচক ও আমদানি দ্রব্যাদির সূচকের অনুপাতকেই বুঝান হয়।
৭. স্থির উৎপাদন-ব্যয় অবস্থায় বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ হয়।
৮. পরিবহণ-ব্যয় থাকার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা বহুলাংশে কমিয়া যায়।
৯. দুই-এর পরিবর্তে বহু দ্রব্যের কথা ধরিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ সূত্র প্রযোজ্য।
১০. অনুরূপভাবে বহু দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রিকার্ডোর তত্ত্বটি সমভাবে প্রযোজ্য।
১১. রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলে বৈদেশিক বাণিজ্যে গুণকের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। এই গুণক দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করা হয় যে দেশের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হইলে দেশের আয় ও নিয়োগ কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়।
১২. অপরদিকে আমদানি বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়।

## প্রশ্নাবলী

১. সাধারণতঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন দক্ষতা উন্নত দেশগুলির উৎপাদন দক্ষতা অপেক্ষা কম হয়। ইহা সত্ত্বেও ইহা বাণিজ্যে অবতীর্ণ হয়। কেন? [ C. U. B. Com (H) 1985 ]

২. ধরা যাউক ক ও খ উভয় দেশই নিম্নের সারণিটি অনুসারে রেডিও এবং ঘড়ি এই দ্রব্য দুইটি উৎপাদন করিতে পারে:

| | রেডিও | ঘড়ি |
|---|---|---|
| দেশ | একক প্রতি | শ্রম-ঘন্টার প্রয়োজন |
| ক | 5 | 50 |
| খ | 12 | 40 |

(i) কোন্ দেশ রেডিও উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে? কোন্ দেশ ঘড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে?

রেডিও ও ঘড়ির মধ্যে সম্ভাব্য-বিনিময় হারের কোন্ প্রসারে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য লাভজনক হইবে?

(ii) এমনভাবে নিম্নের সারণিটির শূন্যস্থান পূর্ণ কর যে কোন দেশ দুইটির মধ্যে যে-কোন দ্রব্য আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ না করে:

| | রেডিও | ঘড়ি |
|---|---|---|
| দেশ | একক প্রতি | শ্রম-ঘন্টার প্রয়োজন |
| ক | 5 | 50 |
| খ | 12 | ? |

সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে আপেক্ষিক ব্যয়-নীতির পর্যালোচনা কর। তত্ত্বটি কি দুইটির বেশী দেশ ও পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

৩. "কোন দেশ অপর কোন দেশ অপেক্ষা কোন বিশেষ দ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেই যে প্রথম দেশ উহা উৎপাদন করিবে এবং দ্বিতীয় দেশ হইতে উহা আমদানি করিবে না—এরূপ কোন কথা নাই।" উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৪. আপেক্ষিক ব্যয়ের নীতি বা তত্ত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহা উপযুক্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৫. বাণিজ্য-শর্তের ধারণা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর। কোন দেশের বাণিজ্য-শর্তের পরিবর্তনের পরিমাণ কিভাবে করিবে?

45

# শুল্ক, সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া এবং অবাধ বাণিজ্য

## ( Economics of Tariff, Protection, Quotas and Free Trade )

*"It is quite a jump from the proposition that 'some trade is better ( because it increases production ) than no trade' to the proposition that 'a bit more trade than we have at present is better than a bit less trade'."* R. G. Lipsey

অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ ক্লাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদ অবাধ বাণিজ্যকে সমর্থন করিয়া ইহার সপক্ষে বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ অর্পণ করিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ হইল অবাধ বাণিজ্যের যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে, সেরূপ কতকগুলি অসুবিধাও আছে। এখন দেখা যাউক, এই অসুবিধাগুলি কি কি এবং এগুলির অপসারণের জন্য কিভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়।

### ৪৫.১ অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ ( Free Trade and Protection )

অবাধ বাণিজ্য বলিতে বুঝায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কোনপ্রকার বাধানিষেধ থাকিবে না। অবাধ বাণিজ্যের নীতি প্রবর্তিত থাকিলে বিদেশ হইতে বিনা শুল্কে ও বিনা বাধায় দ্রব্যাদি আমদানি করিতে দেওয়া হয়। অবশ্য বলা হয় যে সরকার রাজস্ব ( revenue ) সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর কিছুটা শুল্ক বসাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা অবাধ বাণিজ্যের নীতি লংঘন করা হয় না; তবে যাহাতে বিদেশী উৎপাদক ও দেশীয় উৎপাদকদের মধ্যে বিভেদাচরণ না হয় সেজন্য যে-ধরনের বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক বসানো হয় সেই ধরনের স্বদেশী দ্রব্যের উপর উৎপাদন-শুল্ক ( excise duty ) বসানো হয়।

অপরদিকে সংরক্ষণ বলিতে বুঝায়, স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পসমূহকে সুযোগসুবিধা প্রদান, দেশের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের ( balance of payments ) গতি পরিবর্তন, জরুরী অবস্থার প্রতিবিধান, পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা।

এই বাধানিষেধ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। প্রথমত, বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক ( protective tariff ) বসানো যাইতে পারে। ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায় এবং দেশের লোক বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশী জিনিসপত্র ক্রয় করে। ইহাতে দেশের উৎপাদকরা বিদেশী উৎপাদকের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও অবশ্য এইরূপ শুল্ক ধার্য করা যাইতে পারে—যথা, আমদানিহ্রাসের মাধ্যমে দেশের প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের গতি রোধ করা, স্বদেশী জিনিসপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করা, ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্বের কিছুটা অবসান করা, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, সরকার দেশীয় উৎপাদকদের সরাসরি অর্থসাহায্য ( bounties and subsidies ) করিতে পারে। ইহার দ্বারা দেশীয় উৎপাদকরা অপেক্ষাকৃত কম দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিদেশী উৎপাদকদের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়ত, সরকার বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ ( quota ) নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক বিদেশী দ্রব্য আসিতে পারে না। লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিয়া আমদানির

১. Samuelson : op.cit.

পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজন এমন সকল কাঁচামালের বিদেশে রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইয়াও দেশীয় শিল্পের সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়। কারণ, বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি না হইলে দেশীয় শিল্প অপেক্ষাকৃত কম দামে উহা পায়। ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হয় এবং সুলভ দামে বাজারে জিনিসপত্র বিক্রয় করা সম্ভব হয়। তবে এরূপ করা হইলে কাঁচামালের উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিশেষে, পরোক্ষভাবেও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। যেমন, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের যুক্তিতে কতকগুলি জিনিস নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে, সরকার প্রভৃতি কর্তৃপক্ষ বিদেশী জিনিসপত্রের পরিবর্তে দেশীয় শিল্পজ দ্রব্যক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিতে পারে, ইত্যাদি। এইরূপ পদ্ধতিকে অদৃশ্য সংরক্ষণ ( invisible protection or tariff ) বলা হয়।

**৪৫.২ অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি ( Arguments in favour of Free Trade )**

অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। এই বিশেষীকরণের ফলে যে-দেশ যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা ভোগ করে সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে উপাদানসমূহ নিয়োগ করে। ফলে সকল দেশে সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়, আর্থিক উন্নতি দেখা দেয় এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। (২) অবাধ বাণিজ্যের ফলে জনসাধারণ স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়, কারণ অবাধ বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে জিনিসপত্রের দাম কম হয়। (৩) অবাধ বাণিজ্যের ফলে শ্রম, মূলধন, জমি ও সংগঠনের প্রকৃত আয় বাড়িয়া যায়, কারণ বিশেষীকরণের ( specialisation ) ফলে তাহাদের উৎপাদন অধিক হয়।

এই সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশ সংরক্ষণ নীতি ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহার কারণও আছে। দেখা গিয়াছে যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে অনুন্নত ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির ব্যবসাবাণিজ্য এবং শিল্পের স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে। শিল্পোন্নত ও সাম্রাজ্যিক দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় এই সকল দেশ পারিয়া উঠে নাই। আপেক্ষিক সুবিধা অধিক হওয়া সত্ত্বেও শিল্পোন্নত দেশগুলি উহার সুযোগ লইতে দেয় নাই। ইহা ছাড়া কোন একটি বিদেশ হইতে অকাম্য দ্রব্যাদি আমদানি করিতে দিতে পারে না। অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা লইয়া এক দেশ অন্য দেশের শিল্পাদি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিকভাবে দাম কমাইয়া ঐ দেশের বাজারে জিনিসপত্র ছাড়িয়াছে ( dumping ) এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

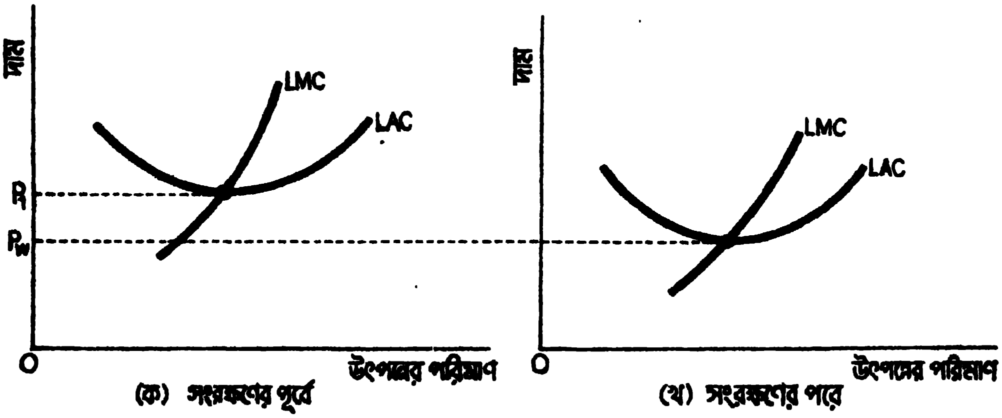
**৪৫.৩ সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি( Arguments in favour of Protection )**

সংরক্ষণ বা অবাধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি প্রদর্শিত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সমর্থনযোগ্য, আর কতকগুলি একরূপ অসমর্থনীয়। আবার কতকগুলি হইল অর্থনৈতিক যুক্তি ( economic arguments ), আর বাকীগুলি রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতির সহিত সম্পর্কিত। নিম্নে সংরক্ষণের সপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তির পর্যালোচনা করা হইল :

১। **শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি ( Infant Industries Argument ) :** অনেক দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইহাদের শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশ বহু পূর্বে শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হওয়ায় ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্পোন্নতি করা যায় নাই। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে এরূপ দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্যের নীতি ক্ষতিকর। এইরূপ দেশে এমন অনেক শিশু-শিল্প থাকে যাহাদিগকে শিল্পোন্নত দেশের পুরাতন শিল্পগুলির সহিত সম্মুখ প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়া দিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। সুতরাং শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে লালনপালন করিতে হইবে, বাল্যাবস্থায় তাহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সংরক্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া বাহির বিশ্বের প্রতিযোগিতায় দেওয়া যাইতে পারে। সংরক্ষণের এই যুক্তিকে 'অপরিণত অর্থ-ব্যবস্থা সংরক্ষণের যুক্তি'

( 'Young Economy Argument' ) বলিয়াও অভিহিত করা যায়। ইহা ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।[১] উন্নয়নকামী কৃষিপ্রধান দেশগুলির পক্ষে এরূপ সংরক্ষণ শিল্পোন্নয়নের পথে সহায়ক হইয়া থাকে।

নানা কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলির উৎপাদন-ব্যয় প্রায়শই অধিক হইতে দেখা যায়। অত্যধিক সুদের হার, পরিবহণ-ব্যয়, শ্রমিকদের প্রযুক্তি শিক্ষাপ্রদান সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে উৎপাদন-ব্যয় উন্নত দেশ অপেক্ষা অধিক হয়। এই সকল কারণে এই শিল্পগুলি বিশ্বের প্রচলিত দামে বিদেশে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্বল্পোন্নত দেশের অধিকাংশ কার্মের ব্যয় রেখার সহিত ৪৫.১ রেখাচিত্রের (ক) অংশের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার ন্যূনতম ( অর্থাৎ $P_1$ ) বিন্দুতে দ্রব্যটির আভ্যন্তরীণ দাম প্রচলিত আন্তর্জাতিক দাম ( $Pw$ ) অপেক্ষা অধিক সেহেতু অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত থাকাকালীন দ্রব্যটি বিদেশ হইতে আমদানি করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। সুতরাং এই অবস্থায় দেশে এই শিল্পটি কখনই গড়িয়া উঠিবে না।




রেখাচিত্র ৪৫.১ : শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি

কিন্তু আমদানি দ্রব্যটির উপর শুল্ক স্থাপন করিলে ইহার দাম $P_1$ অপেক্ষা অধিক হইবে। ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে আমদানি দ্রব্যাদির পরিবর্ত দ্রব্য ( import-substitute item ) উৎপাদন করা লাভজনক হইয়া উঠিবে। যদি দীর্ঘকালে দ্রব্যটি উৎপাদন করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিলে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবে। ৪৫.১ রেখাচিত্রের (খ) অংশে ইহাই দেখান হইয়াছে। শিল্পটির আভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইলে শিল্পটির পক্ষে বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হইবে। এই স্তরে আমদানি-শুল্কটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উঠাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং যে সকল শিল্পের দীর্ঘকালে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের সম্ভাবনা আছে সেগুলিকে স্বল্পকাল বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

তবে শিশু-শিল্প সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি না থাকিলেও স্বার্থান্বেষী শিল্পপতিগণ সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে।

২। শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি ( Diversification of Industries Argument ) : অনেক ক্ষেত্রে শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য সংরক্ষণের দাবি করা হয়।

---

১. "...the infant industry argument has more validity for present-day under-developed nations than for those which have already experienced the transition from an agricultural to an industrial way of life." Samuelson : op. cit.

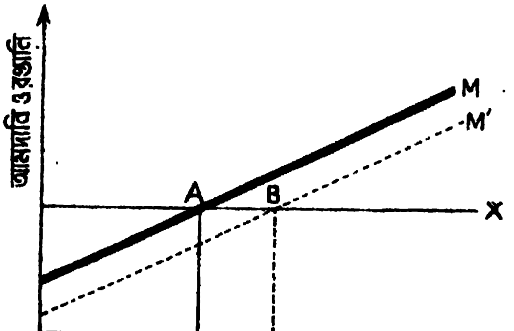
বলা হয়, সংরক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার শিল্পপ্রসার করা হইলে শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য দূর হয়। কিন্তু এই যুক্তি আপেক্ষিক ব্যয়ের নীতির বিরোধী; ইহার প্রয়োগে বেশীদূর অগ্রসর হইলে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

৩। **জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও প্রতিরক্ষার যুক্তি ( National Self-sufficiency and Defence Argument ) :** কতকগুলি ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হয়। দেশে উৎপাদনের সুবিধা থাকিলে খাদ্যশস্য, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য দেশের পক্ষে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই সকল বিষয়ে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইলে যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় দেশ বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে। আবার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেই সংরক্ষণের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণকারী ও আনুষংগিক শিল্পসমূহকে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন, কারণ প্রতিরক্ষা ব্যাপারে বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকা সম্পূর্ণ বিপজ্জনক। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে কয়েকটি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণযোগ্য হইলেও সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা মোটেই ভোগ করা সম্ভব হয় না।

৪। **অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের নীতি ( Argument for Protection against Unfair Competition ) :** অনেক সময় এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যকে অসাধু উপায়ে ধ্বংস করিবার জন্য অস্বাভাবিক স্বল্প দামে ঐ দেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। এই প্রকারের অসাধু প্রতিযোগিতা বা ডাম্পিং-এর হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

### ৪৫.৪ অন্যান্য যুক্তি ( Other Arguments )

সংরক্ষণের সমর্থনে উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি ছাড়া অন্যান্য যুক্তির অবতারণা করা হয়। যেমন, অনেক সময় বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে দেশের শ্রমিকদের উচ্চ হারে মজুরি দেওয়া বা উচ্চ মজুরি বজায় রাখা সম্ভব হয়। ফলে শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান বর্ধিত বা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সংরক্ষণের দ্বারা উচ্চ রাখা সম্ভব হইলেও জনসাধারণ যেখানে স্বল্প দামে বিদেশী দ্রব্য ভোগকরিতে পারিত সেখানে অধিক দাম দিয়া দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে ভোক্তা হিসাবে দেশের লোকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ইহা ছাড়া জিনিসপত্রের দাম চড়া থাকিলে শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয় না। সংরক্ষণের আর একটি যুক্তি হইল যে, মন্দার ( depression ) সময়ে সংরক্ষণ নীতির দ্বারা দেশের নিয়োগ ( employment ) বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইহার বিরুদ্ধে প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত হইল, দেশের আমদানি কমাইলে রপ্তানিও কমিবে। অতএব, দেশের সংরক্ষিত শিল্পে নূতন নিয়োগ হইলেও পুরাতন রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে নিয়োগ কমিয়া যাইবে। তবে বলা হয়, স্বল্পোন্নত দেশে ব্যাপক নিয়োগহীনতা থাকে বলিয়া সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিলে শিল্পপ্রসার ঘটে এবং ফলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।



রেখাচিত্র ৪৫.২ : জাতীয় আয়ের উপর শুল্কের প্রভাব

পার্শ্বের রেখাচিত্রটি দ্বারা বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। আমদানি শুল্ক ধার্য করিলে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইবে, দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং গুণকের কার্যকারিতার ফলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে $X$ হইল রপ্তানি

তালিকা এবং $M$ হইল আমদানি তালিকা। দুইটি তালিকার সংযোগবিন্দু $A$-তে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারিত হইতেছে। এখন $OY_0$ হইল আয়ের প্রাথমিক স্তর। এখন আমদানি শুল্ক ধার্য করিবার পর আমদানি তালিকা নিচে সরিয়া আসিয়া $M'$ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা রপ্তানি তালিকা $X$-কে $B$ বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া $OY_1$ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং একটি দেশে যদি বেকার সমস্যা থাকে তাহা হইলে আমদানি শুল্ক বসাইয়া ইহার সমাধান করা সম্ভব।

লেনদেন-ঘাটতির প্রতিবিধানের জন্যও সংরক্ষণের দাবি করা হয়। বলা হয়, সংরক্ষণের ফলে আমদানি হ্রাস পায় বলিয়া লেনদেন-উদ্বৃত্তে সমতা আসে। এই যুক্তি স্বল্পকালীন অবস্থায় কিছুটা প্রযোজ্য হইলেও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অচল। অর্থাৎ, হঠাৎ যদি লেনদেন-ঘাটতি দেখা দেয় তবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলে অবস্থা ভালর দিকে যাইতে পারে। কিন্তু ক্রমাগতই যদি লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতে থাকে তবে মাত্র আমদানি নিয়ন্ত্রণ কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে না। উপরন্তু, এক দেশ আমদানি নিয়ন্ত্রণ বা সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিলে শেষ পর্যন্ত অন্য দেশও ঐ পথে চলিবে। ফলে রপ্তানিও হ্রাস পাইয়া মোট ফলাফল কি হইবে তাহা অনুমান করা দুষ্কর।

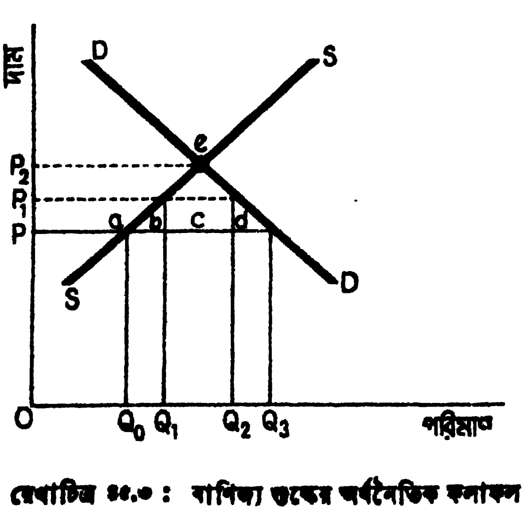
বর্তমান দিনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বার্থেও সংরক্ষণ নীতির সুপারিশ করা হয়। যেহেতু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে বিভিন্ন মূলধন-দ্রব্য আমদানি ও বিশেষজ্ঞ আনয়নের প্রয়োজন হয় সেই হেতু অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করা চলিতে পারে না।

পরিশেষে, আমদানি বা রপ্তানি শুল্ক অপ্রত্যক্ষ করের একটি রূপ বলিয়া সরকারী আয় বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। এই সকল শুল্ক হইতে সরকারী রাজস্বের একটি মোটা অংশ সংগৃহীত হয়।

উপসংহার: অবাধ বাণিজ্যের সমর্থন যাহাই হউক না কেন, উহার দিন শেষ হইয়াছে বলা যায়। সুতরাং কিছু কিছু সংরক্ষণ-ব্যবস্থা থাকিবেই। এই কারণে সংরক্ষণের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকিতে হইবে। সংরক্ষণের ফলে যে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ ব্যাহত হয়, দ্রব্যাদির দাম অধিক হয়, প্রতিযোগিতার অভাবে উৎপাদকের দক্ষতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে শৈথিল্য আসে, একবার সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করা হইলে উহা প্রত্যাহার করা কঠিন হইয়া পড়ে, ইত্যাদি স্মরণ রাখিয়াই সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। নচেৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা—যাহা সভ্যতার দান—ভোগ করা মোটেই সম্ভবপর হইবে না। তবে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের কথা স্বতন্ত্র। এ-সম্পর্কেই পরে আলোচনা করা হইবে।

## ৪৫.৫ বাণিজ্য শুল্কের অর্থনৈতিক ফলাফল ( Economic Effects of Tariff )

বাণিজ্য শুল্কের অর্থনৈতিক ফলাফল লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা পরিস্ফুট করিবার জন্য পার্শ্বের রেখাচিত্রটি ব্যবহার করা হইল।




রেখাচিত্র ৪৫.৩ : বাণিজ্য শুল্কের অর্থনৈতিক ফলাফল

ধরা যাউক, আমরা কোন বিশেষ মূলধন-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু শুধুমাত্র উৎপাদনের ফলে সমস্ত প্রয়োজন মিটান সম্ভব নয় বলিয়া এই দ্রব্যটির একটি অংশ আমদানি করিতে হয়। অবাধ বাণিজ্য চলাকালীন দ্রব্যটির দাম হইল $OP_1$। এখন চাহিদা রেখা $DD$ হইতে দেখা যাইতেছে যে এই দামে ভোগের পরিমাণ হইল $OQ_0$। অপরদিকে

যোগান রেখা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে ঐ একই দামে উৎপাদনের পরিমাণ হইল $OQ_0$। সুতরাং উভয়ের ব্যবধান অর্থাৎ $Q_0Q_3$ হইল আমদানির পরিমাণ।

এখন ধরা যাউক, দ্রব্যটির $PP_1$ পরিমাণ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হইল। ফলে ইহার দাম বৃদ্ধি পাইয়া $OP_1$ হইয়া দাঁড়াইবে। এই বর্ধিত মূল্যে এই দ্রব্যটির উৎপাদন আরও লাভজনক হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া $OQ_1$ স্তরে আসিবে। অপরদিকে আবার ইহার চাহিদা হ্রাস পাইয়া $OQ_2$ হইবে। অর্থাৎ, আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া $Q_1Q_2$ হইয়া দাঁড়াইবে। এই ভোগহ্রাসকে শুল্কের কুফল ( cost of tariff ) বলা হয়।

এই রেখাচিত্রটি হইতে এখন কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা যাইতে পারে। উপরের ত্রিকোণ অংশটি দ্বারা আমরা বাণিজ্য শুল্কের উৎপাদন বা সংরক্ষণ ফল ( production or protective effect ) দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, আমদানি শুল্ক ধার্য করিলে দেশে আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে, ত্রিকোণ *d* অংশটি দ্বারা আমরা ভোগফল ( consumption effect ) দেখাইয়াছি। অর্থাৎ, আমদানি শুল্ক ধার্য করিলে ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। রেখাচিত্রের *c* অংশটি দ্বারা আমরা সরকারী রাজস্বের পরিমাপ করিতে পারি। এই বর্গক্ষেত্রই হইল শুল্কের হার ( $PP_1$ ) এবং নূতন আমদানির পরিমাণের ( $Q_1Q_2$ ) গুণফল। পরিশেষে, *a* অংশটি দ্বারা আমরা আয়-পুনর্বণ্টন দেখাইতে পারি। ভোক্তারা এখন অধিক দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিতেছে। উৎপাদকরা অধিক দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতেছে। ফলে অধিক পরিমাণ অর্থ এখন ভোক্তাগোষ্ঠী হইতে উৎপাদকদের নিকট চলিয়া যাইতেছে। এবং উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে উপকরণসমূহের মালিকদের আয়ও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমদানি শুল্ক অত্যধিক বৃদ্ধি করিলে আমদানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ৪৫.৩ রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, $PP_2$ পরিমাণ আমদানি শুল্ক ধার্য করিলে আমদানির পরিমাণ শূন্য হইয়া যাইবে। ইহাকে বাধাপ্রদানকারী আমদানি শুল্ক ( prohibitive tariff ) বলা যায়।

### ৪৫.৬ স্বল্পোন্নত দেশ ও সংরক্ষণ ( Less Developed Countries [ LDCs ] and Protection )

যাহাদিগকে স্বল্পোন্নত দেশ ( underdeveloped or less developed countries বা সংক্ষেপে LDCs ) বলা হয়[১] তাহাদের পক্ষে অবাধ বাণিজ্যের পথে চলা কোনমতেই সম্ভব নহে। স্বল্পোন্নত দেশ সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত হইবার বহু পূর্বে অধ্যাপক পিগু ( Prof. A. C. Pigou ) উক্তি করিয়াছিলেন, "কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধাসমূহ রহিয়াছে সেখানে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণের দাবি বিশেষ প্রবল।" বস্তুত, সংরক্ষণ ব্যতিরেকে কৃষিপ্রধান স্বল্পোন্নত দেশ কখনই শিল্পোন্নত হইতে পারিবে না—চিরকালই উহাকে কাঁচামাল রপ্তানি ও স্বল্পোৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানি করিয়া কাটাইতে হইবে। এই সকল দেশে শিশু-শিল্পের সংরক্ষণ, জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়ন এবং নিয়োগ সম্প্রসারণ—অন্তত এই কয়টি যুক্তি দ্বারা সংরক্ষণকে সমর্থন করা হয়।

শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি যে এই সকল দেশের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য তাহা আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের উক্তি পুনরুল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে, "যে-সকল দেশ ইতিমধ্যেই কৃষি হইতে শিল্প-জীবন পদ্ধতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা স্বল্পোন্নত জাতিসমূহের দেশেই শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি প্রবলতর।" ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন : "এক অর্থে এই সকল জাতি ( স্বল্পোন্নত দেশ ) এখনও সুষুপ্তির কবলে লিপ্ত ; প্রকৃত ভারসাম্য

১. অনেক সময় 'স্বল্পোন্নত' না বলিয়া উন্নয়নশীল দেশও ( developing countries ) বলা হয়। তবে অধিকাংশ লোক 'স্বল্পোন্নত' ( underdeveloped or less developed ) বর্ণনাটিই ব্যবহারের পক্ষপাতী। Samuelson and Northaus : *Economics*, 12th Edn.

তাহারা এখনও উপনীত হয় নাই। সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই কৃষিজীবীদের উপার্জন শিল্প-শ্রমিকদের উপার্জন অপেক্ষা কম। ইহার দরুনই কৃষির অবনতি এবং শিল্পের অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারণ ঘটিতেছে।" তবুও কিন্তু উপার্জন ও উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য আসিতেছে না। এক্ষেত্রে কিছুটা সংরক্ষণ—যাহাকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ ( Protection for Growth ) বলিয়া অভিহিত করা যায়—অপরিহার্য বলিলেই চলে। এবং ইহা হইল ঠিক শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি নয়, অপরিণত অর্থ-ব্যবস্থার যুক্তি ( Young Economy Argument )।

অতএব, উন্নয়নশীল বা অপরিণত অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিণত করিতে হইলে শিল্প-সংরক্ষণের পথে চলিতেই হইবে।

অনুরূপভাবে মাত্র সংরক্ষণের মাধ্যমেই শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়ন করা সম্ভব। ইহাতেই শিল্প-প্রসার সামঞ্জস্যপূর্ণ ( balanced ) হইয়া উঠিতে পারে।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা স্বয়ম্ভরতা সম্প্রসারণের অন্যতম সর্ত। ইহাকে বলা হয় আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ ( self-sustaining growth )। সংরক্ষণ ইহার জন্যও প্রয়োজনীয়।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইল ব্যাপক নিয়োগহীনতা। শিল্প প্রসারের মধ্যে এই সমস্যার প্রকৃত মোকাবিলা করা সম্ভব। এবং শিল্পপ্রসারের জন্য অপরিহার্য হইল সুবিবেচিত সংরক্ষণ নীতি।

পরিশেষে, সংরক্ষণ-পদ্ধতি ব্যতীত যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করা অসম্ভব তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ( Developmental Planning ) অবাধ বাণিজ্য নীতির পরিবর্তে সংরক্ষণই অনুসৃত হইতে বাধ্য।[১]

### ৪৫.৭ আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া ( Quota Restrictions )

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে একটি দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তে ঘাটতি দেখা দিলে উহা আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে বা কোটা ( quota ) বাঁধিয়া দিতে পারে। ইহা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র দৃশ্য ( visible )—অর্থাৎ দ্রব্য-আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়, অদৃশ্য বা সেবার ক্ষেত্রে নহে। ধরা যাউক, একটি দেশের মোট বাণিজ্য-ঘাটতির পরিমাণ ১০ কোটি টাকার মত। দেশটি এই বাণিজ্য-ঘাটতি মিটাইবার জন্য কোন এক বিশেষ দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ বাঁধিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে ঘাটতি-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তবে এই পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ তখনই কার্যকর হয় যখন দেশ তাহার আমদানির মূল্য ( value ) বাঁধিয়া দেয়। যেমন, ইহা ১০০-এর পরিবর্তে ১০টি মোটর-গাড়ী আমদানি করিতে পারে। অথবা, ১০ লক্ষ টাকার আমদানিকে কমাইয়া ১ লক্ষ টাকায় বাঁধিয়া দিতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্যকর হইবে না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হইবে। কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে গাড়ীর আমদানির পরিমাণ কমাইয়া দিবার সংগে সংগে প্রতিটি গাড়ীর দাম বৃদ্ধি পাইতে পারে। কারণ, গাড়ী রপ্তানিকারী দেশগুলি প্রত্যাঘাতমূলক ব্যবস্থা ( retaliatory measures ) গ্রহণ করিতে পারে। এবং ইহার ফলে বাণিজ্য-ঘাটতির পরিমাণ যতটুকু হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা ছিল, উহা অপেক্ষা কমই হ্রাস পাইবে।

ধরা যাউক, আমরা জাপান হইতে ১০০ টাকা দামের পাঁচটি ট্রানজিস্টর রেডিও আমদানি করি। অর্থাৎ, রেডিও আমদানির জন্য আমরা ৫০০ টাকা ব্যয় করি। এখন ভারত সরকার আমদানি হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং ঠিক করিল যে, ৪টির অধিক অথবা ৪০০ টাকার অধিক রেডিও আমদানি করা চলিবে না। অর্থাৎ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ দুই প্রকারের হইতে পারে—মূল্যগত বা পরিমাণগত। এই আমদানি হ্রাসের ফলে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ধরা যাউক, আমদানি হ্রাস করিয়া ৫ একক হইতে ৪ এককে লইয়া আসা হইল। এই দ্রব্যাদির যোগান হ্রাস পাওয়ার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৩·৩৩ টাকা হইয়া গেল। এখন প্রত্যেকেই এই দ্রব্যটির

---

১. H. Myint : *The Economics of the Developing Countries* ( Oxford 4th edn. )

অপ্রাচুর্যতার জন্য এই বর্ধিত মূল্য দিতে রাজী থাকিবে। সুতরাং ৪টি রেডিও বিক্রয়মূল্য হইবে ৫৩৩·৩৩ টাকা—অর্থাৎ, আমদানি (ক্রয়) মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের মধ্যে একটি পার্থক্য থাকিয়া যাইবে। আমাদের উদাহরণে মোট পার্থক্য হইল ১৩৩·৩৩ অথবা প্রতিটি রেডিও পিছু পার্থক্য হইল ৩৩·৩৩ টাকা। এখন এই পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের ফল অধিকাংশভাবে নির্ভর করিবে একটি বিষয়ের উপর—কে এই ব্যবধানটি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যদি আমাদের সরকার ইহা লাভ করে তাহা হইলে আমরা জাপানকে পূর্বের ন্যায় ৪০০ টাকা দিয়া ৪টি রেডিও আমদানি করিব। ফলে আমাদের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে উন্নতি লক্ষ্য করা যাইবে—বাণিজ্য-ঘাটতির পরিমাণ ১০০ টাকার মত হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য শর্ত ( the terms of trade ) অবশ্য অপরিবর্তিত থাকিবে, কারণ রেডিওর দামে কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। অবশ্য সরকার ১৩৩·৩৩ টাকার মত রাজস্ব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে।

অপরপক্ষে যদি আমদানি হ্রাসের সংগে সংগে জাপান রেডিওর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেয় তাহা হইলে আমরা ৪টি রেডিওর জন্য ৫৩৩·৩৩ ( =৪×১৩৩·৩৩ ) ব্যয় করিব। আমাদের বাণিজ্য-ঘাটতি ৫০০ ( =৫×১০০ ) টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩৩ হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে আমাদের বাণিজ্য শর্ত প্রতিকূল হইবে, কারণ আমাদের রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য অপরিবর্তিত থাকিলেও আমাদের আমদানিদ্রব্যের ( অর্থাৎ, রেডিও ) মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—অর্থাৎ, ১০০ টাকা হইতে ১৩৩⅓ টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরিশেষে আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, বাণিজ্য শুল্কের সহিত পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট মিল থাকিলেও একটি বিষয়ে অমিল আছে—তাহা হইল রাজস্বের ব্যাপারে। পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজস্ব ফল ( revenue effect ) বলিয়া কিছু নাই। তবে যদি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ( state trading ) দ্বারা রেডিওগুলি নিলাম করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সরকার এই বর্ধিত মূল্যকে রাজস্ব হিসাবে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে।

অপরদিকে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের ( quantitative restrictions ) ফলে দেশে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের অপ্রাচুর্যজনিত অভাব ঘটিবে এবং উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহা যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয় ভোক্তারা ( consumers ) বেশী দাম দিয়া ইহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং ভোক্তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলাসজাত দ্রব্যের উপরই এই প্রকারের নিয়ন্ত্রণ চাপাইয়া দেওয়া হয়। আবার দেশে কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে দেশের উদ্যোক্তাগণ ঐ দ্রব্য উৎপাদনে সচেষ্ট হইবে, এবং তাহারা সার্থক হইলে ভবিষ্যতে এই দ্রব্যটি আমদানি না করিয়াও কাজ চালাইয়া লওয়া সম্ভব হইবে। তবে ইহার ফলে যদি বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবে ইহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ, দেশের সম্পদের ( resources ) পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায়, অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে সম্পদ স্থানান্তরিত করিয়াই ইহা সম্ভব হইবে। সুতরাং উৎপাদকগণ কিছুটা লাভবান হইবে সত্য, কিন্তু ভোক্তাদের ক্ষতি ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশ আপেক্ষিক ব্যয় বা সুবিধার নীতিকে উপেক্ষা করিয়া ইহার অপ্রচুর সম্পদের অপব্যবহার করিতে পারে। অর্থাৎ, উৎপাদকগণ উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হইতে উহাদের স্থানান্তরিত করিয়া মুনাফা লাভের জন্য যে কোন ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে মোটেই সংকুচিত হইবে না। ইহার ফলে আয় ও জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হইবে।

## পরিশিষ্ট

### বহুজাতিক সংস্থা ( THE MULTINATIONAL CORPORATION )[১]

দুই বিষয়ের উল্লেখ না করিলে বাণিজ্যনীতি সংক্রান্ত আলোচনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বিষয় দুইটি হইল: (ক) দ্রুতগতিতে কলাকৌশলগত পরিবর্তন এবং (খ) বহুজাতিক সংস্থার উত্থান।

---

১. এই অংশটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Com ( Hons ) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত। B. A. ( Pass ) এ কখনও কখনও ইহার উপর সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করিতে দেওয়া হয়।

বহুজাতিক সংস্থা বলিতে সেই সকল কার্মগুলিকে বুঝায় যাহাদের হেড অফিস একটি দেশে এবং অধিনস্থ কোম্পানীগুলি ( subsidiaries ) হইল অন্যান্য দেশে অবস্থিত। বস্তুত, একটি বহুজাতিক সংস্থা হইল সমজাতীয় কার্যকলাপে নিযুক্ত বহুসংখ্যক কোম্পানীর একটি শিকল যাহা একই পরিচালনাধীনে থাকিয়া বিভিন্ন দেশে কার্যকলাপ চালাইয়া যায়।[১] আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, একটি বহুজাতিক সংস্থা হইল এমনই একটি সংস্থা যাহার বিক্রয়ের পরিমাণ হইল ১০০ মিলিয়ন ডলারের অধিক, যাহা পৃথিবীর অন্তত ছয়টি দেশে কার্যকলাপ চালাইয়া যায় এবং যাহার বিদেশী অধিনস্ত কোম্পানীগুলি উহার মোট সম্পদের ২০ শতাংশের জন্য দায়ী। বস্তুত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ কোম্পানীগুলিই এই শর্তগুলি পূরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারক কার্ম ফোর্ড ( Ford ) শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই গাড়ী উৎপাদন করে না, ইহা ব্রিটেন, জার্মানী ও অন্যান্য দেশেও এই ধরনের সংস্থার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, রয়াল ডাচ্ সেলের ( Royal Dutch Shell ) কথা উল্লেখ করা যায়।

বহুকাল পূর্বে রিকার্ডো উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছিলেন যে, আপেক্ষিক ব্যয় বা সুবিধার নীতির অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের ফলে সকল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। প্রতিটি দেশ ইচ্ছামত সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ অর্জন করিবে যেগুলির ক্ষেত্রে ইহা হইল সর্বাধিক দক্ষ এবং অন্যান্য দেশগুলিকে সে-সকল দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ ছাড়িয়া দিবে যেগুলি উহারা সর্বাধিক সম্ভাব্য দক্ষতার সহিত উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং বাণিজ্যের ফলস্বরূপ বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থায় সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

আজিকার দিনে আমরা দেখি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপানের বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাহাদের নিজ নিজ আপেক্ষিক সুবিধাকে পূর্ণভাবে শোষণ করিবার জন্য সারা বিশ্বে জাল ছড়াইয়াছে এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহারা আবিষ্কার করিয়াছে যে বিদেশের বাজারে কারখানা স্থাপন করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা যায় এবং এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা সারা বিশ্বে ব্যবসার সম্প্রসারণের ফলে যে আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে হয় তাহাকে বহুলাংশে ছাড়াইয়া যায়।

বহুকাল ধরিয়াই বহুসংখ্যক কোম্পানী দেশের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বিদেশের বাজারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লণ্ডনের Virginia Company এবং হাড্‌সনের Bay Company হইল আধুনিক বহুজাতিক সংস্থার পূর্বসূরী ( ancestor )। ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডে অবস্থিত East India Company দুই শতক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর প্রায় ২০ শতাংশ জনগণের উপর রাজত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ভিত্তিশীল বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৮০। বস্তুত, ১৯৩০-এর দশকে United Fruit Company ল্যাটিন আমেরিকার ৪ মিলিয়ন একর জমি নিয়ন্ত্রণ করিত।

### দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে জন্মলাভ করে এবং ক্রমাগত সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে তাহা জানিতে হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ইতিহাস লইয়া অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ১৯৫০-এর দশকে বিশ্বের অর্থ-ব্যবস্থা ভীষণভাবে ডলার সংকটের ( the dollar shortage ) মধ্যে পতিত হয়। এই সংকট বহুকাল পূর্বেই সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইহা আরও প্রকট হইয়া উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-প্রণয়নকারী অথবা সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীগণ যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, এই সংকট দূর করিতে হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আর্থিক মূলধনের ( financial capital ) বহির্গমন একান্তভাবে

---

১. "A multinational corporation is a chain of companies conducting similar operations in several nations under separate national charters but under the same top management."

Kenneth Hemmer

কাম্য। ইহার ফলে ইওরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাকৌশল আমদানি করা সম্ভব হইবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বস্তুত ইহাই ঘটে। কিন্তু যতটুকু আশা করা হইয়াছিল উহা অপেক্ষা অধিক আকারে ইহা ঘটিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহুল পরিমাণ মূলধনের বহির্গমনের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক সংস্থাগুলির দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫০ হইতে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ৩১ বিলিয়ন ডলার হইতে প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৩ বিলিয়ন ডলারে উপনীত হয়। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ হইল বেসরকারী বিনিয়োগ। বস্তুত, ১৯৬০-এর দশকে শিল্প ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্তমানে কতকগুলি বহুজাতিক সংস্থার অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ ইহারা যে-সকল দেশে কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে উহাদের অপেক্ষা অধিক।[১] উপরন্তু, বিশ্বের মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলির যৌথ অবদান হইল প্রায় ১৫ শতাংশ। ইহার মধ্যে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলির অবদান হইল ৪৪ শতাংশ—অর্থাৎ সারা বিশ্বের মোট উৎপন্নের ৬০ শতাংশ। ১৯৬০ সালে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলির মোট বিক্রয়ের অর্থমূল্য ছিল ২০০ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭০ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫০ বিলিয়ন ডলার হইয়া দাঁড়ায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক সংস্থাগুলি কিভাবে সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে কতকগুলি পরিসংখ্যান পেশ করা প্রয়োজন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মগুলি ইউরোপের মোটরগাড়ী শিল্পের ৩০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। অনুরূপভাবে ইহারা পশ্চিম জার্মানির তৈল শিল্পের ৫০ শতাংশ এবং ফ্রান্সের কম্পিউটার শিল্পের ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানির মোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র তিনটি কোম্পানীর—Ford, General Motors এবং Exxon ( পূর্বে যাহার নাম ছিল Standard Oil of New Jersey ) অবদান হইল ৪০ শতাংশ।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির সম্প্রসারণ কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে ১৯৭২ সালে সারা বিশ্বের অর্ধেকের কিছু অধিক সংখ্যক ফার্মের হেড অফিস ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিম্নের সারণিতে বিশ্বের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ পনেরোটি বৃহদাকারের সংস্থাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হইল :

সারণি ৪৫১ : সর্বাধিক বৃহদাকারের ১৫টি বহুজাতিক সংস্থা

| কোম্পানীর নাম | ১৯৭১ সালে মোট বিক্রয় ( বিলিয়ন ডলার ) | মোট বিক্রয়ের শতাংশ হিসাবে বিদেশের বাজারে বিক্রয় | যে-সকল দেশে অধীন সংস্থাগুলি স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| General Motors ( U. S ) | ২৮·৩ | ১৯ | ২১ |
| Exxon ( U. S. ) | ১৮·৭ | ৫০ | ২৫ |
| Ford ( U. S ) | ১৬·৪ | ২৬ | ৩০ |
| Royal Dutch/Shell ( Neth. ) | ১২·৭ | ৭৯ | ৪৩ |
| General Electric ( U. S. ) | ৯·৪ | ১৬ | ৩২ |
| IBM ( U. S.) | ৮·৩ | ৩৯ | ৮০ |
| Mobil Oil ( U. S. ) | ৮·২ | ৪৫ | ৬২ |
| Chrysler ( U. S. ) | ৮·০ | ২৪ | ২৬ |
| Texaco ( U. S. ) | ৭·৫ | ৪০ | ৩০ |

( ক্রমশঃ )

১. "Today the financial resources of some multinational corporations are larger than those of some of the nations in which they operate." Kenneth Hammer

| কোম্পানীর নাম | ১৯৭১ সালে মোট বিক্রয় ( বিলিয়ন ডলার ) | মোট বিক্রয়ের শতাংশ হিসাবে বিদেশের বাজারে বিক্রয় | যে-সকল দেশে অধীন সংস্থাগুলি স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| Unilever ( U. S. ) | ৭·৫ | ৮০ | ৩১ |
| ITT ( U. S. ) | ৭·৩ | ৪২ | ৪০ |
| Gulf Oil ( U. S. ) | ৫·৯ | ৪৫ | ৬১ |
| British Petroleum | ৫·২ | ৮৮ | ৫২ |
| Philips Gloeilampen-fabrieken ( Neth. ) | ৫·২ | * | ২৯ |
| Standard Oil of California ( U. S. ) | ৫·১ | ৪৫ | ২৬ |

* পাওয়া যায় নাই

সূত্র : *United Nations* ; *Business Week*

উপরে বর্ণিত পনেরোটি সর্ববৃহৎ সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি সংস্থা হইল : Nestli and Ciba ( Switzerland ), Necchi and Olivetti ( Italy ), Messy-Ferguson and Alcan Aluminium ( Canada ), Volkswagen and Bayer ( West Germany ), এবং Volvo and Ericsson ( Sweden )।

**গুণাগুণ ( Merits and Defects )**

এখন প্রশ্ন হইল : কেন একটি কোম্পানী বিদেশের বাজারে অনুপ্রবেশ করে ? ইহার সহজ উত্তর হইল এই যে অধিকাংশ ফার্মই মূলতে একটি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সূত্র খুঁজিয়া পাইবার প্রচেষ্টা করে। জাপানের মত যে সকল দেশগুলিতে কাঁচামালের অভাব আছে সেই দেশগুলিকে বাধাহীন ভাবে উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাইতে হইলে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য অন্যান্য বহু কারণে একটি জাতীয় সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থায় রূপান্তরিত হইবার প্রচেষ্টা করে। বস্তুত, একটি দেশ যদি বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে গবেষণার মাধ্যমে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম তাহা হইলে ইহা অবশ্যই বৃহদায়তনে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইবে। ইহার পক্ষে সংকীর্ণ আভ্যন্তরীণ বাজারের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ইহাকে বিদেশের বাজারে অনুপ্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদির মোট চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমপিউটার শিল্পের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় ( research and development costs ) ইতিপূর্বে বহন করা হইয়াছে সেহেতু স্বল্প ব্যয়েই দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া সারা বিশ্বের বাজার ছাইয়া ফেলা যায়।

তৃতীয়ত যখন একটি কোম্পানী অন্য দেশে একটি দ্রব্য বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন দ্রব্যাদি রপ্তানি না করিয়া বিদেশের বাজারে উৎপাদন করাই কাম্য বলিয়া বিবেচনা করে। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলি ইউরোপ ও জাপানে অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করিয়াছে। যদি বিদেশে একটি দ্রব্য স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব হয় তাহা হইলে বিদেশের বাজারেই দ্রব্যটি উৎপাদন করা লাভজনক। ইহার ফলে পরিবহণ-ব্যয় বহন করিতে হয় না এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক প্রদান করিতে হয় না।

চতুর্থত কোন দেশে যদি মজুরির হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি এই দেশে কারখানা স্থাপন করিতে উৎসাহ বোধ করে। এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুসংখ্যক সংস্থা কোরিয়া ও তাইওয়ানে কারখানা স্থাপন করিয়াছে। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে যদি শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি ( labour-intensive methods ) ব্যবহার করা লাভজনক হয় তাহা হইলেই একমাত্র ইহা যুক্তিযুক্ত হয়।

বহুজাতিক সংস্থাগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রক্রিয়াকে ভীষণভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে। ইহারা এক দেশ হইতে আর্থিক মূলধন, পরিচালনাগত দক্ষতা এবং কলাকৌশল স্থানান্তরিত করিবার ক্ষেত্রে যানবাহনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।[১] কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহাদের নানা ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

(১) প্রথমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংস্থাগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছে যে দেশীয় ফার্মগুলি বিদেশে শাখা বিস্তারের ফলে বিদেশী চাকুরী রপ্তানি করা হইয়াছে। ইহার ফলে দেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে।

অনেক সময় যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে দ্রব্য রপ্তানির পরিবর্তে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাহাদের অর্থ, পরিচালনাগত দক্ষতা এবং পেটেন্টগুলি বিদেশে অর্থাৎ তাহাদের অধিনস্ত ফার্মগুলির নিকট রপ্তানি করে। বিদেশে মজুরির হার কম হইলেই সাধারণত বহুজাতিক সংস্থাগুলি এইরূপ করে। বিদেশে স্থাপিত অধিনস্ত ফার্মগুলি হইতে দ্রব্যাদি আমদানি করিয়া সুলভে দেশের বাজারে বিক্রয় করা যায় বলিয়া দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সংস্থাগুলি ভারত হইতে উল কিনিয়া কোরিয়া পাঠাইয়া সোয়েটার উৎপাদন করিতে পারে। সেই সোয়েটারগুলি পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে স্বল্পদামে বিক্রয় করিয়া দেশের শিল্পকে ধ্বংস করিতে পারে।

পরিমাপ করিয়া দেখা হইয়াছে ১৯৬৬ হইতে ১৯৭১ সালের মধ্যে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯ লক্ষের মত নিয়োগ সম্ভাবনা (job opportunities) নষ্ট হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলি যেরূপ বিদেশে নিয়োগ সৃষ্টি করিয়াছে সেরূপ ইউরোপ ও জাপানের যে সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়াছে সেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিপক্ষে অপর একটি যুক্তি হইল এই যে কর প্রদানের ক্ষেত্রে ছোট ছোট দেশীয় ফার্ম অপেক্ষা ইহারা অধিক সুযোগসুবিধা ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফার্ম বিদেশে একটি নূতন শাখা খুলে তখন প্রাথমিক স্তরে ইহার যা লোকসান হয় তাহা কোম্পানীর দেশের করযোগ্য আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়। যখন একটি শাখা লাভজনক হইয়া উঠে, তখন ইহাকে বিদেশের উপর ভিত্তিশীল অধিনস্ত সংস্থায় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। ফলে বিদেশে যদি করের হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানী আয় করের হার অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে এই ব্যবস্থার ফলে মার্কিন সরকারের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থের সাহায্যে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ভরতুকি প্রদান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(৩) বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিপক্ষে তৃতীয় যুক্তিটি হইল এই যে তাহারা স্থানান্তর-দাম নির্ধারণ পদ্ধতি (transfer-pricing technique) প্রয়োগ করিয়া তাহাদের করের বোঝা হ্রাস করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বহুজাতিক সংস্থা গবেষণা ও উন্নয়নের উপর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিল। এই ব্যয় সাধারণ কর প্রদানের সময় মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া হয়। ধরা যাউক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানী আয়করের সর্বাধিক প্রান্তিক হার হইল ৪৮ শতাংশ। অপরদিকে অন্য একটি দেশে—যেমন ভারতে—যদি আয়করের পরিমাণ ৭০ শতাংশ হয় তাহা হইলে কোম্পানীটি ভারতে ইহার অধিনস্ত ফার্মটির আয় হইতে এই ব্যয়ের অধিক পরিমাণ বাদ দিবার প্রচেষ্টা করিবে। ফলে ভারতে কোম্পানীটি বিশেষ কোন কর প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে যে দ্রব্যটি উৎপাদিত হইবে সেটি পৃথিবীর নানা দেশ (যে দেশগুলিতে

১. "The multinationals have greatly altered the process of trade among nations. They have become the vehicle for transferring financial capital, management skill and technology from one nation to another."

কোম্পানীটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে ) স্বল্পদামে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। ইহার ফলে যে দেশে করের হার অধিক সে দেশ হইতে মুনাফা স্থানান্তরিত করিয়া অন্য এক দেশে—যেখানে করের হার কম—লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে। ইহার ফলে ভারত সরকারের ক্ষতি ও মার্কিন সরকারের লাভ হইবে। দেশীয় কোম্পানীগুলি এই ধরনের কৌশলী পরিচালনার ( strategic management ) ক্ষমতা ভোগ করে না।[১]

(৪) বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিপক্ষে চতুর্থ যুক্তিটি হইল এই যে, ইহারা অত্যাধিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে। বিশ্বের বিভিন্ন বাজার কিভাবে ভাগাভাগি হইবে ইহারা তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা ভোগ করে। উপরন্তু, যে-সকল দেশগুলিতে ইহাদের অধীন সংস্থাগুলি স্থাপন করা হয় সেই দেশগুলির কর-রাজস্ব, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং মূলধন গঠনের হারকে প্রভাবান্বিত করে। কখনও কখনও এই অভিযোগও করা হয় যে এই সংস্থাগুলি বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটের ( world monetary crises ) জন্য বহুলাংশে দায়ী।

(৫) ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষমতার সহিত উহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও জড়িত থাকে। এই সংস্থাগুলি প্রায়সই জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা করে।

(৬) পরিশেষে বলা যায় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা লইয়া যতটা চিন্তাভাবনা করে বিদেশের শ্রমিকদের কথা ততটা ভাবে না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৪ সালে ভারতে Union Carbide কোম্পানীতে দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ইহার ফলে বহুলোকের বহু ক্ষতি হয়। অনেকের ধারণা নিছক গাফিলতির জন্যই ইহা ঘটিয়াছে। ইহার কারণ যাহাই হউক না কেন ইহা যে একটি অমার্জনীয় অপরাধ সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নাই।

অপরদিকে যাঁহারা বহুজাতিক সংস্থাগুলির সম্প্রসারণকে সমর্থন করেন তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই কার্মগুলি বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বাধা সরাইয়া দেয়। এই সংস্থাগুলিই হইল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও বিশ্বসমৃদ্ধির প্রাথমিক প্রতিনিধি।[২] ইহা ব্যতীত এই সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেনদেন-উদ্বৃত্তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। এই সংস্থাগুলির সপক্ষে অন্যান্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় সেগুলি হইল এইরূপ :

(১) ইহারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমবায়ের সম্পর্ক গড়িয়া তুলে।

(২) ইহারা সারা বিশ্বের জনগণের প্রয়োজন মিটাইয়াই মুনাফা লাভ করিতে চায়।

(৩) ইহারা স্থানীয় উৎপাদনকারীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ফলে ইহাদের সম্প্রসারণ ঘটে।

(৪) পরিশেষে, ইহারা নূতন ক্রয়ক্ষমতা এবং নূতন কর-রাজস্ব সৃষ্টি করে।

অর্থবিদ্যাবিদগণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে কলাকৌশল ছড়াইয়া দিয়া এই সংস্থাগুলি অন্যান্য দেশে উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি করিয়াছে। উপরন্তু এই ধরনের সংস্থাগুলির কার্যকলাপের ফলে উভয় প্রকার দেশই লাভবান হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেরূপ অন্যান্য দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলির মাধ্যমে কলাকৌশলের আমদানির দ্বারা উপকৃত হয় সেরূপ অন্যান্য দেশগুলির অধীনস্থ সংস্থাগুলির মাধ্যমে যে কলাকৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা হয় তাহার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যথেষ্ট লাভবান হয়। ইহা ব্যতীত এই সংস্থাগুলি অতি সহজে ইহাদের

---

১. "A company will charge an undue percentage of research and development costs to a subsidiary in a country with high taxes. The result is to transfer profits from where the tax is high to where it is low—to the detriment of one national treasury and the benefit of another. National companies do not enjoy this freedom of maneuver." K. Hammer

২. "The multinationals are the prime agents for economic development and world prosperity." K. Hammer

উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যকলাপগুলি অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত করিতে পারে বলিয়া ইহারা বিভিন্ন দেশকে তাহাদের নিজ নিজ আপেক্ষিক সুবিধা অনুসারে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সহায়তা করে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বিশেষীকরণকে সহজ হইতে সহজতর করিয়া এই সংস্থাগুলি বিশ্বের আয় বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে কার্য করে।[১]

দুই পক্ষের যুক্তি বিচার-বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির সম্প্রসারণের ফলে কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুত, অধিকাংশ সমস্যাগুলিই সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল দেশগুলিতে যেখানে এই সংস্থাগুলি অধীনস্থ সংস্থা স্থাপন করিয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে, একটি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা বিদেশের বাজারে একচেটিয়া ক্ষমতা অর্জন ও ভোগ করিতে পারে। অপরদিকে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, একটি দেশে এই ধরনের সংস্থাগুলির অনুপ্রবেশের ফলে পূর্ব হইতেই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে এরূপ এই সংস্থার বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে।

ইহা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টিও উল্লেখ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিদেশের বাজারে কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া সংক্রান্ত অধিকাংশ সিদ্ধান্তগুলিই অতিথি দেশগুলিতে ( host countries ) গ্রহণ করা হয় না—গ্রহণ করা হয় বহুজাতিক সংস্থার হেড্ অফিসে।

পরিশেষে, একটি অতিথি দেশের সরকারের পক্ষে এই বহুজাতিক সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন কারণ এইরূপ একটি সংস্থা অতি সহজেই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে এবং অন্যত্র ব্যবসায় সুরু করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৭ সালে Coca Cola এবং IBM এই সংস্থা দুইটি ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ( Foreign Exchange Regulation Act ) মান্য করিতে রাজী হয় নাই এবং ফলে ইহাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। পরিশেষে, লক্‌হিডের ( Lockheed ) মত কোম্পানীর আচরণের ফলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ইমেজ বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক বাজার হইতে প্রতিরক্ষা চুক্তি লাভের প্রচেষ্টায় এই কোম্পানীটি বিদেশের রাজনৈতিক দিক হইতে বলীয়ান ব্যক্তিগণকে আইন-বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান করিয়াছিল। এই কেলেঙ্কারীর সহিত জাপানের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী টানাকা এবং ডাচ্ রাজকীয় পরিবারের একজন নামী সদস্য জড়িত ছিলেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে অতিথি দেশের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে—যেমন বেকার সমস্যার সৃষ্টি, কর-রাজস্ব হ্রাস ইত্যাদি। ইহাদের যদি দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে ইহারা বিপুল পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে। ফলে দেশের লেনদেন উদ্বৃত্তে ঘাটতি সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং ইহাদের ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ করাই কাম্য।

## সংক্ষিপ্তসার

১. অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। এই বিশেষীকরণের ফলে যে-দেশ যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা ভোগ করে সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে উপকরণসমূহ নিয়োগ করে।

২. অবাধ বাণিজ্যের নানাবিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান যুগে কোন দেশই সংরক্ষণ নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ অবাধ বাণিজ্যের বেশ কয়েকটি ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে এই ত্রুটিগুলি দূরীকরণের প্রচেষ্টা করা হয়।

৩. সংরক্ষণের সপক্ষে বহু সংখ্যক যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি, শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি, জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও প্রতিরক্ষার যুক্তি এবং অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে যুক্তিই হইল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে বোধ করা যায়।

---

১. "...because of the ease with which they can transfer production across national borders, MNCs may make it easier for countries to get established quickly in their activities of comparative advantage. In other words, by making specialization easier, MNCs help increase world income." P. Wonnacott and R. Wonnacott : *Economics* ( Mc-Graw-Hill )

## প্রশ্নাবলী

১. অবাধ বাণিজ্য নীতিকে তুমি কি সমর্থন করিবে? এই নীতি স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে কর কি?

২. আলোচনা করিয়া বুঝাও কেন অবাধ বাণিজ্য তীব্রভাবে সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর কোন দেশই সংরক্ষণ নীতিকে পরিত্যাগ করে নাই। [ C. U. B. Com. (H) 1984, 1986 ]

৩. সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে শিল্প সংরক্ষণ নীতি বিশ্লেষণ কর। কোন্ কোন্ অবস্থায় উহা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে?

৪. তুমি কি এই যুক্তিটি সমর্থন কর যে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ যে সকল সমস্যার সমাধান করে উহা অপেক্ষা অধিক সমস্যার সৃষ্টি করে? [ C. U. B. Com, 1983, 1985 ]

৫. টীকা রচনা কর: (ক) সংরক্ষণ নীতি, (খ) ডাম্পিং, (গ) অবাধ বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক, (ঘ) আমদানির পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া। [ C. U. B. Com. 1981 ]

## অতিরিক্ত পাঠ্য


1. C. P. Kindleberger : *International Economics* ( Richard D. Irwin, 6th edn. )
2. M. H. Spencer : *Contemporary Economics* ( Worth Publishers, 2nd edn. )
3. R. T. Gill : *Economics* ( Goodyear, 2nd edn. )

# ৪৬ আন্তর্জাতিক অর্থযোগানের প্রতিষ্ঠানসমূহ[১]

## ( Modern Institutions of International Finance )

*"Modern mixed economies will not go through the agony of deflating themselves, running the risk of mass unemployment and stagnation merely to obey the rules of the automatic gold-standard game. And if the gold-standard game is not played according to its rules, small disequilibria will not be prevented from accumulating into major disequilibria with ultimate crisis and break-down."* P. A. Samuelson and W. D. Northaus

বহুকাল পূর্বে অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ যতই ব্যাপ্ত হইবে দেশের শ্রম ও মূলধন তত বেশী উৎপাদনশীল হইবে। তবে এই দক্ষতাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদনবৃদ্ধিজনিত লাভের ফল হিসাবে জীবনযাত্রার মান কতটুকু বৃদ্ধি পাইবে তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করিবে বিনিময়ের দক্ষতার উপর। অর্থাৎ, উৎপন্ন দ্রব্যকে বাজারে আনিয়া বিক্রয়যোগ্য করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিবে। আমরা ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে, এই দক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার একটি শর্ত হইল টাকাকড়ির অস্তিত্ব। অর্থাৎ, যে অর্থ-ব্যবস্থায় সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় হয় সেখানে উপরি-উক্ত পদ্ধতির ( অর্থাৎ বাজারের ব্যাপ্তির ) সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু যে-কোন অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির গুরুত্ব অনস্বীকার্য ( অপরিসীম ) সেইহেতু ব্যাপারটি উপলব্ধি করিয়া পৃথিবীর নানা দেশ টাকাকড়ির যোগান ও মুদ্রা-ব্যবস্থার দায়িত্ব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

এই একই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থায় সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ মুদ্রা-ব্যবস্থার ( efficient monetary system )। টাকাকড়ির এই গুরুত্বের কথা স্মরণ রাখিয়াই আমাদের আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা সুরু করাই যে যুক্তিযুক্ত সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

আজিকার আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ( the international community ) নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যেমন, পৃথিবীর বড় বড় ব্যাংকগুলির ঘাটতি, ধনী ও দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান বৃদ্ধি, অবাধ বিশ্ববাণিজ্যের পথে নানাবিধ বাধা ( barriers ) ও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ, ইত্যাদি। এই সকল সমস্যা এক প্রকারে বা অন্য প্রকারে বিশ্ব লেনদেন-ব্যবস্থার ( world payment system ) কার্যকলাপের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত, এই যোগাযোগ ( link ) বা সম্বন্ধই আজিকার আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থায় সংশোধনের ( reform ) দাবি তুলিয়াছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যার পুনরাবির্ভাবের ফলে নূতন ধরনের সংস্কারের দাবি উঠিবে। এই সকল জটিল সমস্যার অনুধাবনের পূর্বে আজিকার আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করা প্রয়োজন। এবং এই অধ্যায়ে আমরা ইহাই করিব। আলোচনা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সৃষ্টি হইতেই সুরু করা যাইতে পারে।

## ৪৬.১ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ( INTERNATIONAL MONETARY FUND )

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) যুদ্ধোত্তরকালের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ যাহাতে সুষ্ঠু ও বাধাবিহীনভাবে চলিতে পারে তাহা লইয়া

১. অধ্যায়টি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Com. ( Hons. ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টিকে বাদ দিতে পারে।

আলাপ-আলোচনা করে। যুদ্ধপূর্ব সময়ের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে-সকল বাধানিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে তাহার ফলে সকল দেশেরই ক্ষতি হয়। সংরক্ষণ-মূলক নীতি, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্য হ্রাস, দ্বিমুখী বাণিজ্য (bilateral trade) প্রভৃতির দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং উহার গতি ব্যাহত হয় যাহাতে এই সকল বাধা অপসারিত হয়, যাহাতে দেশগুলির মধ্যে টাকাকড়ি-সংক্রান্ত (monetary) ও অর্থনৈতিক (economic) সহযোগিতা বজায় থাকে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ (investment) প্রসারলাভ করে তাহার জন্য ১৯৪৪ সালে জুলাই মাসে ব্রেটন উডস্ সম্মেলনে (Bretton Woods Conference) একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইহার ফলে দুইটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রথমটি হইল পুনর্গঠন উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাংক (The International Bank for Reconstruction and Development)।[১] ইহার উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দেশকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানের দ্বারা পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাপারে সহায়তা করা।

**উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী :** অপর প্রতিষ্ঠানটি হইল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (The International Monetary Fund—সংক্ষেপে IMF বা শুধু The FUND)। লর্ড কেইনসের (Lord Keynes) ভাষায় বলা যায়, এই ভাণ্ডার হইল উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল : (১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা প্রবর্তন, (২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, (৩) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব এবং প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্যহ্রাস পরিহার, (৪) চলতি হিসাবের খাতে বহুমুখী লেনদেন-ব্যবস্থার (multilateral system of payments in respect of current transactions) প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে বাধা-নিষেধ অপসারণ এবং (৫) লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব (maladjustment in balance of payments) দূরীকরণের জন্য সাহায্য প্রদান। বেশ কিছুকাল ধরিয়া এই সকল উদ্দেশ্য মর্যাদার সহিত সম্পন্ন করার অর্থভাণ্ডার ১৯৭৪ সাল হইতে সংকটে পতিত হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগতি হইল উহার সদস্যগণ প্রদত্ত মুদ্রা ও স্বর্ণ। প্রত্যেক সদস্যকে যাহা দিতে হইবে তাহার পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; ইহাকে কোটা (quota) বলে। এই কোটা সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থির করা হয়। আবার প্রত্যেক দেশকে তাহার কোটার শতকরা ২৫ ভাগ স্বর্ণে দিতে হয় ; তবে উহা ঐ দেশের সরকারের সঞ্চিত স্বর্ণ ও ডলারের শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইতে পারে না। কোটার বাকী শতকরা ৭৫ ভাগ সংশ্লিষ্ট দেশ নিজস্ব মুদ্রায় দেয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (exchange rate stability) নিশ্চিত করা ; আবার সেই সংগে বিনিময় হার যাহাতে একেবারে অপরিবর্তনীয় (rigid) না হয় তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখা। এইদিক হইতে অর্থভাণ্ডার অপরিবর্তনীয় স্বর্ণমুদ্রামান (gold standard) এবং অনিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রামানের (paper standard) অসুবিধা পরিহার করিতে চাহিয়াছিল।[২] অনিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রামান থাকিলে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অবাধভাবে উঠানামা করিতে থাকে। বিনিময় হার এইভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঝুঁকি অধিক হয় ; ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস পাইয়া থাকে। স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকে বটে, কিন্তু স্বর্ণমানের প্রধান অসুবিধা হইল কোন দেশ স্বর্ণমানের নিয়মাবলী (the rules of the gold standard game) পালন করিয়া চলিলে ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থ-ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। কারণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অনুকূল বা প্রতিকূল হইলে দেশের ভিতর মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি অথবা

---

১. বর্তমান নাম হইল বিশ্ব ব্যাঙ্ক (The World Bank বা সংক্ষেপে The BANK)

২. "......the Fund is trying to avoid the inherent disadvantages and weakness of both an unalterable gold standard and an unregulated paper standard." K. K. Kurihara

মুদ্রাসংকোচ ও মূল্যহ্রাস দেখা দেয়। অর্থভাণ্ডার স্বর্ণমানের অসুবিধা পরিহার করিয়া উহার সুবিধাটুকু বজায় রাখিতেই চাহিয়াছিল—বিনিময় হারে স্থায়িত্ব আনয়ন করাই ছিল উহার উদ্দেশ্য।

বিনিময় হারে স্থায়িত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণে ধার্য করা হইয়াছিল। বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণে ধার্য বলিয়া প্রত্যেক মুদ্রার সহিত অন্যান্য মুদ্রার বিনিময় হারও স্থায়ী ছিল।

কিন্তু এইভাবে বিনিময় হারে স্থায়িত্ব রক্ষিত হইলেও উহা অপরিবর্তনীয় ছিল না। কোন দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনাপাওনার হিসাবে ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হইলে সীমাবদ্ধভাবে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তন করা যাইত। প্রথমে অর্থভাণ্ডারের অনুমতি ব্যতিরেকেই যে-কোন দেশ তাহার মুদ্রার বিনিময় হারে শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিত। ইহার পর আরও শতকরা ১০ ভাগ পরিবর্তন করা যাইত যদি অর্থভাণ্ডার উহাতে সম্মতি প্রদান করিত। অর্থভাণ্ডার তখনই অনুমতি প্রদান করিত যখন দেখা যাইত যে কোন দেশের বৈদেশিক দেনাপাওনার হিসাবে 'মৌলিক অ-সাম্যাবস্থা' (fundamental disequilibrium) রহিয়াছে। 'মৌলিক অ-সাম্যাবস্থা' বলিতে কি বুঝায় অর্থভাণ্ডারের চুক্তির কোন ধারায় তাহা বলা হয় নাই। তবে ইহার লক্ষণ হইল লেনদেন-উদ্বৃত্ত নিয়মিত প্রতিকূল বা অতিমাত্রায় অনুকূল হওয়া এবং উহার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় (বা স্বর্ণ) নিয়মিত হ্রাস বা বৃদ্ধি পাওয়া। মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া লেনদেনের হিসাবে মৌলিক সাম্যাবস্থা পুনরায়নের আশা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় টাকা, মার্কিন ডলার প্রভৃতির মানহ্রাস (devaluation) এবং অপরদিকে জার্মান মার্কের মানবৃদ্ধি (appreciation) করা হইয়াছিল।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগতি হইল সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রদত্ত স্বর্ণ ও মুদ্রা। ইহা হইতে অর্থভাণ্ডার সদস্য-রাষ্ট্রকে প্রয়োজন হইলে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে। যখন কোন দেশের বৈদেশিক দেনাপাওনার চলতি হিসাবের খাতে ঘাটতির (a temporary current-account balance of payments deficit) উদ্ভব হয়, তখন অর্থভাণ্ডার ঐ দেশকে ভাণ্ডার হইতে নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রা ক্রয় করিবার অধিকার (purchasing rights) প্রদান করে। তবে সাধারণত কোন দেশ এক বৎসরে তাহার কোটার শতকরা ২৫ ভাগের অধিক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে না।

১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যগণ 'বিশেষ মুদ্রাপ্রাপ্তির অধিকারে'র (Special Drawing Rights) [SDRs] পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। পরিকল্পনাটি ১৯৭০ সাল হইতে চালু হইয়াছে। এই বিশেষ মুদ্রার ভাণ্ডার প্রতি বৎসর নির্ধারিত হয় এবং উহা হইতে উঠাইয়া লইবার পরিমাণও প্রত্যেক দেশের আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কোটার অনুপাতে প্রত্যেক বৎসর স্থির করা হয়। যে-কোন দেশ ঘাটতি পূরণের জন্য এই বিশেষ অর্থের সাহায্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে। এই বিশেষ মুদ্রাকে 'কাগজী স্বর্ণ' (Paper Gold) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, কারণ ইহা আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বর্ণের তুল্যই কার্য করে।[১]

**আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাম্প্রতিক কার্যাবলী (Recent Activities of the Fund):** সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কার্যকলাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৭৩ সালে তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যের মূল্যের বৃদ্ধি পাইবার ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলি লেনদেন-ঘাটতির সমস্যার সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তাহাদের এই ঘাটতি মিটাইতে অর্থ সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাথমিক দ্রব্যের মূল্যের রপ্তানিমূল্য এত দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধি হয় যে স্বল্পোন্নত দেশগুলি এক জটিল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের এক অন্যতম পথ হইল ত্রাণমূলক মজুতের (buffer stock) ব্যবস্থা। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন অর্থের। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে স্বল্পোন্নত দেশগুলি এই খাতে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে।

১. সম্প্রতি আবার উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তৈল আমদানির জন্য বিশেষ ঋণ দেওয়া হইতেছে।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার ( international monetary system ) অধীনে স্বর্ণের কি ভূমিকা থাকিবে তাহাও এই সংস্থাটি নির্ধারণ করিয়া দেয়। ১৯৭৬ সাল হইতে ইহা স্বর্ণ নিলাম করা শুরু করিয়া দিয়াছে। এ-বিষয়ে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

**আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও স্বর্ণ-মুদ্রামান ( The IMF and Gold Standard ) :** আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারকে কখনও কখনও আন্তর্জাতিক স্বর্ণমুদ্রামানের একটি পরিবর্তিত রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। স্বর্ণমুদ্রামান ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সদস্য দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হারে ভারসাম্য আনয়ন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল একই। স্বর্ণমুদ্রামান-ব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ( currencies ) বৈদেশিক মূল্য ইহার অন্তর্নিহিত স্বর্ণের বাজার-দাম দ্বারা নিরূপিত হইত। এই ব্যবস্থার অধীনে স্বর্ণ ছিল সাধারণ মূল্যমান ( standard of value in general )। অনুরূপভাবে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধীনে প্রতিটি দেশের দায়িত্ব হইল স্বর্ণ বা আমেরিকার ডলারের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদের মুদ্রার সমতামূল্য ঘোষণা করা ( to declare a par value for their currencies in terms of gold or an equivalent amount of US dollar )।

**পার্থক্য :** অবশ্য, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সহিত আন্তর্জাতিক স্বর্ণমুদ্রামান ব্যবস্থার তিনটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যগণ লেনদেন-ঘাটতি সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হইলেই মুদ্রামান হ্রাস ( devalue ) করিতে পারে না, কেবলমাত্র মৌলিক অ-সাম্যাবস্থা ( fundamental disequilibrium ) থাকিলেই পারে। স্বর্ণমুদ্রামান ব্যবস্থার অধীনে একটি দেশ আভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব ( অর্থাৎ পুনর্নিয়োগাবস্থা ও দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব ) ক্ষুণ্ণ করিয়া বাহ্যিক স্থায়িত্ব ( অর্থাৎ লেনদেন উদ্বৃত্তে ভারসাম্য ও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারে স্থায়িত্ব ) বজায় রাখিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমুদ্রামান ব্যবস্থার অধীনে একটি দেশের মুদ্রার মান ইহার স্বর্ণমূল্যের দ্বারা পৃথকভাবে নির্ধারিত হইবে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধীনে সদস্যগণকে কাগজী মুদ্রা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

তৃতীয়ত, স্বর্ণমুদ্রামান ব্যবস্থার অধীনে কোন দেশের লেনদেন-ঘাটতি দেখা দিলে ইহা স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া বা স্বর্ণ দ্বারা বৈদেশিক লেনদেন কার্য চালাইয়া বা দেনা মিটাইয়া লেনদেনসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধীনে একটি সদস্য-রাষ্ট্র ইহার নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ করিয়া লেনদেন ঘাটতি মিটাইতে পারে।

**উপসংহার :** আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এখনও সার্থক হয় নাই। পর পর কয়েকবার মার্কিন ডলারের মানহ্রাসের ( devaluation ) ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারে স্থায়িত্বের পরিবর্তে আসিয়াছে অস্থায়িত্ব। পাউণ্ড এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ( linked ) ভারতীয় মুদ্রা সহ অনেক মুদ্রাই এখন ভাসমান বা পরিবর্তনশীল—অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের প্রভাব দ্বারাই নির্ধারিত হইতেছে। তবে 'বিশেষ মুদ্রাপ্রাপ্তির অধিকার' ( Special Drawing Rights বা সংক্ষেপে SDRs ) বিনিময়-ব্যবস্থায় কিছুটা অভিনবত্বের প্রবর্তন করিয়াছে। ইহার সহিত যদি আরও কিছু ব্যবস্থা—যেমন, কেন্দ্রানুযায়ী মুদ্রাসমূহের মধ্যে নির্ধারিত বিনিময় হার—অবলম্বন করা হয় তবে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মৌলিক উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

## ৪৬.২ বিশ্ব ব্যাংক ( THE WORLD BANK )

১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস্ সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ব্যতীত যে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় তাহাকে বিশ্ব ব্যাংক ( World Bank ) বলা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের উদ্দেশ্য প্রধানত দ্বিবিধ : (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করা এবং (২) পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে সহায়তা করা। এই দুইটি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিশ্ব

ব্যাংক প্রধানত দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিয়া থাকে ; ইহা ছাড়া এই ব্যাংক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের প্রসারের জন্য ঐ সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়া থাকে।[১]

**সংগঠন :** সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান দেশ বিশ্ব ব্যাংকের সদস্য। বাংলাদেশও অন্যতম সদস্য। ১৯৭৯ সালের শেষে ইহার সদস্যসংখ্যা ১৩৮ হইয়া দাঁড়ায়।

**মূলধন ও কার্যসম্পাদন :** ১৯৭৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধনের ( authorised capital ) পরিমাণ প্রায় ৪৩,৮৯৭·৪ মিলিয়ন ডলারের উপর ( ৪,৩৮৯·৭ কোটি ডলারের উপর )। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ন্যায় এক্ষেত্রেও বিভিন্ন সভ্য-রাষ্ট্রের 'কোটা' স্থির করা আছে, তাহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কোটা' (quota) এক-তৃতীয়াংশের উপর এবং ভারতের 'কোটা' প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।

বিশ্ব ব্যাংক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা দেশকে সেই সকল ক্ষেত্রেই ঋণ প্রদান করিয়া থাকে যে-সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প অর্থনৈতিক দিক দিয়া সমর্থনীয় হইলেও যুক্তিযুক্ত বা নিম্ন হারে বেসরকারী ঋণ পাওয়া কঠিন। নিজস্ব মূলধন হইতে ঋণদান ছাড়াও বিশ্ব ব্যাংক বিশ্বের বাজারে মাঝে মাঝে বণ্ড ( bonds ) বিক্রয় করিয়া কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ব্যাংকের সুদের বর্তমান হার হইল ৭½ শতাংশ।

প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিশ্ব ব্যাংক বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণ ঋণদান করিয়া ঐ সকল দেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে সাহায্য করিয়াছে। মুই সাহায্যের পদ্ধতি হইল দীর্ঘকালীন ঋণদান করা।[২]

১৯৮৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা হইতে ভারতের মোট অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৪·৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইহা ছিল সংস্থা দুইটির পুঞ্জীভূত মোট ঋণের ১৪·৬ শতাংশের মত। নিম্নের সারণিতে এই ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হইল :

সারণি ৪৬.১ : বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা হইতে ভারতের ঋণ গ্রহণ।

| দেশ | প্রকল্পের সংখ্যা | বিলিয়ন ডলার | মোট অর্থসাহায্যের শতাংশ হিসাবে |
|---|---|---|---|
| ভারত | ২৬৭ | ২৪·৫ | ১৪·৮ |
| ব্রাজিল | ১৭৯ | ১৭·১ | ৭·৯ |
| ইন্দোনেশিয়া | ১৫৭ | ১০·১ | ৬·১ |
| মেক্সিকো | ৯৪ | ৮·৮ | ৫·৩ |
| তুর্কী | ৯৩ | ৭·২ | ৪·৩ |
| কোরিয়া | ৮৮ | ৬·৫ | ৩·৯ |
| কলম্বিয়া | ১৬৬ | ৫·৬ | ৩·৪ |
| যুগোস্লাভিয়া | ৮২ | ৪·৭ | ২·৮ |
| ফিলিপাইন | ৯৯ | ৪·৬ | ২·৮ |
| পাকিস্তান | ১২৭ | ৪·৬ | ২·৮ |
| অন্যান্য | ৩,০১০ | ৭৬·২ | ৪৫·৯ |
| মোট | ৪,২৮২ | ১৬৫·৯ | ১০০·০ |

সূত্র : *World Bank Annual Report* ( 1986 )

১. "It has the purpose of promoting long-term foreign investment." Halm : *Economics of Money and Banking.*

২. "They ( the bank loans ) are directed towards developing countries at more advanced stages of economic and social growth." *World Bank Annual Report* ( 1986 )

মূল্যায়ন : ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক সার্থক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংকের সাহায্যে বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সুপ্রাপ্য হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তবে একটি বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের উদ্দেশ্য খুব বেশী সফলতা লাভ করিতে পারে নাই—ইহা হইল ব্যক্তিগত মূলধনের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের প্রসার। দ্বিতীয়ত, বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ঋণদান করিবার নীতি সম্পর্কেও এই ব্যাংকের কিছু কিছু সমালোচনা হইয়াছে। ঋণদান ব্যাপারে ব্যাংক অতিমাত্রায় সংরক্ষণমূলক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে।[১] ইহা বলা চলে যে, কোন একটি বিশেষ পরিকল্পনা লাভজনক না হইয়াও দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পরিকল্পনার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যায় না। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়ক-প্রতিষ্ঠান হিসাবে আর একটি নূতন সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এই সংস্থাটির নাম হইল আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (International Development Association [IDA])। ইহার পূর্বেই ১৯৫৬ সালে আন্তর্জাতিক মূলধন সংস্থা (International Finance Corporation) নামে অপর একটি সংস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই তিনটি সংস্থারই যৌথ উদ্দেশ্য (common objective) হইল পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করিয়া উহাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা।[২] ১৯৭৮-৭৯ সালে ইহাদের ঋণদান ও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০,৪৩৬ কোটি আমেরিকান ডলারের মত। ইহা ১৯৭৯ সালে ভারতে ১৪৯.২ কোটি ডলারের মত ঋণদান অনুমোদন (approve) করে।

## ৪৬.৩ আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার সম্ভাবনা (The Prospects of the International Monetary System)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে বিশ্বের অর্থভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে আজিকার বিশ্বে মুদ্রা-ব্যবস্থার (the world monetary system) সম্মুখে যে-সকল সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহাদেরই পর্যালোচনা করা হইবে।

বিগত ৩০ বৎসরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ফলে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহা আজিকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এখন এই বিবর্তন-ইতিহাসেরই পর্যালোচনা করা হইতেছে :

আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহার কেন্দ্রবিন্দু হইল আন্তর্জাতিক নগদপ্রাহ্যতা (International liquidity)। কারণ, নগদপ্রাহ্যতার সহিতই সম্পর্কিত হইল আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রাসংক্রান্ত বিবিধ ব্যবস্থা (international monetary arrangements)।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন ডলার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সঞ্চয়-মুদ্রা (key or reserve currency) বলিয়া পরিগণিত হইত। বস্তুত, ডলার ছিল স্বর্ণের তুল্যই মর্যাদাসম্পন্ন—ডলারের পরিবর্তে সকল সময়ই স্বর্ণ পাওয়া যাইত। এহেন অবস্থায় আন্তর্জাতিক লেনদেনের সম্প্রসারণের সংগে সংগে নিজ লেনদেন-ঘাটতি সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রমাগত ডলারের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে দেখা দিয়াছিল ঐ দেশের নিজস্ব ডলার-ঘাটতি।

এই অবস্থায় অন্যান্য দেশ আশংকা করিতে সুরু করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমাগত লেনদেন ঘাটতি হইতে থাকিলে মার্কিন ডলারের বাজার-দাম ক্রমশই হ্রাস পাইবে। ইহার দরুন তাহারা

---

১. "The Bank may have been too conservative in its practice of lending to self-liquidating projects." Samuelson

২. "The common objective of these institutions to help raise standards of living in developing countries by channeling financial resources from developed countries to the developing world." *World Bank Annual Report* (1980)

মার্কিন ডলার ফেরত দিয়া তৎপরিবর্তে সোনা দাবি করিতে থাকে। ডলারের সম্মান বজায় রাখা এবং বৈদেশিক বাজারে ইহার বিনিময়-মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য আমেরিকা ক্রমাগত সোনা বিক্রয় করিয়া ডলার ক্রয় করিতে থাকে। ইহার ফলে প্রতিটি দেশই চিন্তা করিতে সুরু করে যে এইভাবে সোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে চলিয়া গেলে মার্কিন ডলারের দাম আরও হ্রাস পাইবে এবং ক্রমশই ডলারের পরিবর্তে সোনা দিয়া ইহার মূল্যে স্থায়িত্ব বজায় রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহারা ডলার বিনিময় করিয়া সোনা পাইবার জন্য আরও ব্যগ্র হইয়া উঠে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলারে ছাইয়া যায়। ইহাতে ঐ দেশের নিজস্ব সমস্যা কিছুটা মিটিলেও দেখা দেয় আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিময়ের মাধ্যমের নগদাবস্থায় (liquidity) এক সংকট। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত হয় অন্য এক সমস্যা—ডলার-উদ্বৃত্তের সমস্যা। এই দ্বৈত সমস্যা বিবিধ কারণের সমন্বিত ফল। কারণগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :

**ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি ( Domestic Inflation in the U.S.A. ) :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-ঘাটতির একটি মূল কারণ ছিল মুদ্রাস্ফীতি। এক দিক দিয়া এই মুদ্রাস্ফীতি ছিল মজুরিবৃদ্ধিজনিত ( wage inflation )। ঐ দেশে শ্রমিকদের মজুরি প্রতিবেশী দেশসমূহ হইতে সকল সময়ই অধিক ছিল, এবং মজুরিবৃদ্ধির সহিত উৎপাদনবৃদ্ধির কোন যোগসূত্র ছিল না। এইভাবে মজুরিবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিজাত পণ্যসমূহ বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিল। অপরপক্ষে আবার ঐ একই কারণে বৈদেশিক পণ্য আমেরিকার বাজারে সুলভ হওয়ায় উহাদের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইভাবে এক দিকে রপ্তানিহ্রাস এবং অপরদিকে আমদানিবৃদ্ধির ফলে দেখা দিয়াছিল বাণিজ্য-ঘাটতি। ইহার সহিত অবশ্য জড়িত ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের সহিত সম্পর্কিত মুদ্রাস্ফীতি।

**খ। অর্থসাহায্য ও টাকাকড়িসংক্রান্ত কার্যক্রম ( Aid and Monetary Programmes ) :** অন্যান্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থ-সাহায্যের দরুন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল অনেক অধিক। ইহার পরিমাণ অধিকাংশ সময়েই ইহার বাণিজ্য-উদ্বৃত্তকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ায় লেনদেন-ঘাটতির সমস্যা সৃষ্টি হয়। ইহার উপর রহিছে সামরিক সাহায্য ( military aid ) যাহা লেনদেন-ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

**গ। ডলারের উপর আস্থার অভাব ( Lack of Confidence in U.S. Dollar ) :** ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ডলার ছিল আন্তর্জাতিক সঞ্চয়-মুদ্রা ( international reserve currency )। এমনকি কোন কোন সময় সোনা অপেক্ষা ইহাকে বড় করিয়া দেখা হইত। কিন্তু যেইমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ঘাটতিতে রূপান্তরিত হইল তখনই বিশ্বজুড়িয়া আশংকার সৃষ্টি হইল যে, ডলারের দাম অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় হ্রাস পাইতে বাধ্য। ইহার ফলে সকলেই ডলার বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ ও অন্যান্য মুদ্রা সংগ্রহ করিতে আগ্রহী হইল। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন ডলারের স্থায়িত্ব ব্যাহত হইল এবং মার্কিনী কোষাগার ( treasury ) হইতে সোনার নির্গমনকে আর কোনরূপে প্রতিরোধ করা গেল না।[১]

**ঘ। বিভেদমূলক আচরণ ( Discriminations Against US Goods ) :** যখন বিশ্বে ডলারের অভাব ছিল তখন মার্কিনী রপ্তানির উপর নানাবিধ বিভেদমূলক প্রতিবন্ধক ( barriers ) আরোপ করা হইয়াছিল। আশা করা হইয়াছিল, ডলারের মূল্যহ্রাস ও দুর্বলতা দেখা দিলে এই বিভেদমূলক ব্যবস্থাগুলিকে উঠাইয়া লওয়া হইবে। কিন্তু ইহা না ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ঘাটতির কোন সুষ্ঠু মোকাবিলা সম্ভব হয় নাই।

ইহা ছাড়া আরও তিনটি কারণে মার্কিন দেশে বাণিজ্য-ঘাটতি দেখা দেয় : (১) অন্যান্য দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ( rise in productivity abroad ), (২) বিদেশে মার্কিনী পুঁজির সরাসরি

---

১. The shift in "international liquidity preference led to weakening of the position of the dollar and the consequent gold dr in from the U. S. treasury." Samuelson

বিনিয়োগ ( foreign direct/private investment ) এবং (৩) ১৯৭৩ সাল হইতে সর্বোপরি, তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ( oil price hike )।

**উপসংহার :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও উন্মুক্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থলাধিকারী বলিয়া মার্কিন ডলার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক লেনদেন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য বলিলেও চলে।

**৪০.৪ আন্তর্জাতিক অর্থ-সরবরাহের কাঠামোগত সংস্কার ( Structural Reforms of International Finance )**

১৯৬৮ সাল হইতে অর্থবিদ্যাবিদগণ আন্তর্জাতিক অর্থ-সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। এ-বিষয়ে অনেক কিছু লেখালেখি ও গবেষণা হইয়াছে।

**স্বর্ণ-বিনিময় মান :** ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা ছিল স্বর্ণ-বিনিময় মানের এক প্রকারভেদ ( a modified gold exchange standard )। ইহার অধীনে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে ( IMF ) সদস্যবৃন্দের মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-হার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট ছিল। নির্দিষ্ট বিনিময়-হার বজায় রাখা হইত স্বর্ণের পরিবর্তে মার্কিন ডলারের সহিত অন্যান্য মুদ্রাকে সম্পর্কিত করিয়া। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রই স্বর্ণের পরিবর্তে ডলার সঞ্চয় করিত, এবং ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণের মতই বৈদেশিক লেনদেন-কার্য সম্পাদন করা যাইত।

১৯৬৯-৭০ সালে স্বর্ণ-বিনিময় মানের এই নূতন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। তখন নির্দিষ্ট বিনিময়-হার পুনঃপ্রবর্তনের বিফল প্রচেষ্টার পর একবার ভাসমান বিনিময়-হার ( managed floating exchange rates system ) প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করা হয়। নূতন ব্যবস্থাটি মোটামুটি কার্যকর হয়—বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময়-হার কিছু কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হইলেও বিশ্ব বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থবিদ্যার ভাষায় বলা যায়, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগে ( international division of labour ) কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় নাই।

১৯৭০ সালের মধ্যভাগে কিন্তু এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপর আসে অভূতপূর্ব আঘাত। কারণ, জ্বালানী তৈলের মূল্যবৃদ্ধি। ইহার ফলে কিভাবে আন্তর্জাতিক লেনদেন-ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দেয় তাহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এখন সমস্যা হইল দ্বিবিধ :

(ক) আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কারে স্বর্ণের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন কিনা ?

(খ) বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-হারকে কতদূর পরিবর্তনশীল হইতে দেওয়া চলে ?

**৪০.৫ স্বর্ণের ভূমিকা ( The Role of Gold ) :** সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকবার স্বর্ণ নিলাম করিয়াছে। উদ্দেশ্য দুইটি হইল আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা হইতে স্বর্ণকে বহিষ্কৃত করা, এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহকে স্বর্ণনিলামের মুনাফার একাংশ দেওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সমর্থনযোগ্য হইলেও প্রথমটি লইয়া মতবিরোধের যে যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে—ইতিহাস তাহাই বলে।

বিগত তৃতীয়-চতুর্থ দশকের মহামন্দার ( The Great Depression of the Thirties—মোটামুটি ১৯২৯-৩৪ ) ফলে স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়িলে[১] কেইনস্ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে শেষ পর্যন্ত 'বর্বরসুলভ প্রতীক' ( barbarous relic ) পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ হরিদ্রাবর্ণের ধাতুতেই যে মানুষ সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তাহাদের সঞ্চয়কে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছে, এবং উহার মোহমুক্ত হওয়া যে সহজ নহে তাহা স্মরণ রাখিয়াই বোধহয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে স্বর্ণের সহিত বিশ্ব মুদ্রা-ব্যবস্থার এক নূতন ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়। ব্যবস্থাটির নামকরণ করা হয় স্বর্ণ-সমতা ব্যবস্থা ( gold parity system )।[২] যতদিন মার্কিন ডলার এই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং যতদিন পর্যন্ত অর্থ-

১. স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল যে বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমানের নিয়মাবলী ( rules of the gold standard ) আর মানিতে রাজী হয় নাই। পরোক্ষ কারণ অবশ্য ছিল উক্ত মহামন্দা।

২. ইহা সংক্ষিপ্ত নাম। পুরা নাম হইল আন্তর্জাতিক বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীল স্বর্ণ-সমতা মান ( International Multilateral Gold Exchange Standard ) বা ব্যবস্থা।

ভাণ্ডারের সদস্যদের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠে নাই ততদিন ব্যবস্থাটি ভালই কাজ করিয়াছিল। তারপর আসিল 'ভাণ্ডার ব্যবস্থার সংকট' ( crisis of the Fund System ), এবং আবার প্রয়োজন দেখা দিল আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থা হইতে ঐ বর্বরযুগের ধাতুকে নির্বাসিত করিবার।[১]

অর্থভাণ্ডার ( IMF ) তখন নূতন ব্যবস্থা লইয়া চিন্তা করিতে সুরু করে। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়: (১) আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার বিশেষ মুদ্রা উঠানোর অধিকারকেই ( Special Drawing Rights or SDRs ) প্রাধান্য দান করা হইবে; (২) স্বর্ণের মূল্য আর সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে না; (৩) অর্থভাণ্ডার ও উহার সদস্যদের মধ্যে লেনদেনে স্বর্ণকে আর বাধ্যতামূলকভাবে মাধ্যম করা হইবে না; (৪) নিলামের মাধ্যমে অর্থভাণ্ডারের সঞ্চিত স্বর্ণের একাংশ বিক্রয় করা হইবে এবং উহার মুনাফা বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হইবে; (৫) আর এক অংশ সরকারী দামেই সদস্যগণকে বিক্রয় করা হইবে; (৬) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সদস্যগণের মধ্যে এমন লেনদেন-ব্যবস্থার সূচনা করিতে হইবে যাহাতে পুনরায় সরকারীভাবে স্বর্ণের মূল্য-নির্ধারণের প্রয়োজন না হয়; এবং (৭) বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-কর্তৃপক্ষের মধ্যে যাহাতে প্রয়োজনীয় সহযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যে অর্থভাণ্ডারের মাধ্যমে ব্যবস্থা রচনা করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে, মূলত স্বর্ণের পরিবর্তে বিশেষ মুদ্রা উঠানোর অধিকার বা কাগজী স্বর্ণের ( SDRs or Paper Gold ) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই পরিমার্জিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে উক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে অনেকাংশে কার্যকর করা হইয়াছে।

এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন না হইয়া পারে না। বর্তমানে ইহা আন্তর্জাতিক পরিবর্তনশীলতা হারাইয়াছে বলিয়া মাত্র জাতীয় সম্পদের অংশমাত্র বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। নূতন ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় বেশ কিছুদিন ধরিয়া চলিতে থাকিলে বিনিময়-হারে মোটামুটি স্থিতিশীলতা আসিবে এবং ফলে স্বর্ণের প্রতি আকর্ষণ আরও হ্রাস পাইবে। তবে এই ভবিষ্যবাণী সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হইতে পারে—ব্যবস্থাটির ফলে বিশৃংখলা দেখা দিলে উন্মুক্ত সমাজ ( open societies )[২] আবার স্বর্ণের দিকে ঝুঁকিতে পারে।

**৪৬.৬ আন্তর্জাতিক নগদাবস্থার দীর্ঘকালীন ঘাটতি ( Long-term Shortage of International Liquidity ) :** আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বিবৃতি অনুসারে ১৯৫০-৭৯—এই ২৯ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিমধ্যে সংঘটিত মুদ্রাস্ফীতির কথা ধরিলে ঐ সময়ের মধ্যে আসলে ( in real terms ) বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ অন্তত ৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। ( বর্তমানে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণবৃদ্ধির হার হইল গড়ে বার্ষিক ১০ শতাংশ। উহার মধ্যে ৪ শতাংশ হইল মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধির দরুন। ) বর্তমানে বৎসরে স্বর্ণ উৎপাদকের পরিমাণ মোটের ২ শতাংশের মত। আশংকা হইল যে উহার অধিকাংশটাই ব্যক্তিগত সম্পদে ( individual asset ) পরিণত হইতেছে। সাধারণ ক্ষেত্রে—অর্থাৎ স্বর্ণভিত্তিক আন্তর্জাতিক মুদ্র-ব্যবস্থাধীনে এই অবস্থা চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক নগদাবস্থায় ভীষণ ঘাটতি দেখা দিতে এবং শেষ পর্যন্ত সেই ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা।[৩]

বর্তমানে কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্বের মুদ্রা-ব্যবস্থা স্বর্ণভিত্তিক নহে এবং বিনিময়-হারও বিশেষ পরিবর্তনশীল ( flexible ) বলিয়া প্রতিষ্ঠানগত স্বর্ণসঞ্চয়ের অপ্রতুলতাজনিত আশংকার বিশেষ কারণ নাই। কারণ, বর্তমানে লেনদেন-উদ্বৃত্তে বৈষম্য দূরীকরণ বিনিময়-হারে পরিবর্তনসাধনের মাধ্যমেই করা সম্ভব —ইহার জন্য স্বর্ণ আদানপ্রদানের প্রয়োজন হয় না।

---

১ পরবর্তী অধ্যায় দেখ।

২. উন্মুক্ত সমাজ বলিতে সেই সকল দেশকেই বুঝায় যাহারা বিদেশের সহিত খোলাখুলিভাবে বহির্বাণিজ্য পরিচালনা করে।

৩. বিগত তৃতীয়-চতুর্থ দশকের মহামন্দার সূচনা আন্তর্জাতিক ঘাটতির ফলেই হইয়াছিল।

এইরূপে পরিবর্তনশীল বিনিময়-হারকে বলা হয় ভাসমান বিনিময়-হার (floating exchange rates)।[১] ইহাকে সমস্যার ঠিক সমাধান মনে করা ভুল। সবকিছুই নির্ভর করিবে পরিবর্তনশীলতার পরিমাণের উপর—অর্থাৎ কতটা ভাসিতে দেওয়া উচিত তাহার উপর।

**৩০.৭ পরিবর্তনশীল বিনিময়-হার (Flexible Exchange Rates) :** উক্ত পরিবর্তনশীল বিনিময়-হার অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সমর্থিতও হয় নাই। অনেকে ইহাকে 'ঘৃণ্য' (dirty) বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। ঘৃণ্য এই কারণে যে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে বিনিময়-হারের উপর চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া ঠিকমত প্রতিফলিত হয় না। এই কারণে স্থায়ী বিনিময়-হারের পরিবর্তে ফটকা কারবারজনিত অস্থায়ী বিনিময়-হারই দেখা যাইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ অকাম্য—ঘৃণ্য।

**৩০.৮ আঞ্চলিক ব্লক (Regional Blocks) :** বর্তমান দিনে দেখা যায়, বেশ কয়েকটি দেশ নিজেদের মধ্যে স্থায়ী বিনিময়-হার, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের সংগে পরিবর্তনশীল বিনিময়-হারই বজায় রাখিয়া চলিতেছে। এইভাবে ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠির (the European Economic Community) সদস্যগণ পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে ফরাসী ফ্রাংক, ইতালীয় লিরা, জার্মান মার্ক প্রভৃতির বিনিময়-হার বজায় এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্কিতই রাখিয়াছে। ব্যবস্থাটির একটি বিশেষ সুবিধা আছে। চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহ অনুমিত বিনিময়-হারের ভিত্তিতে পরস্পরের সহিত বাণিজ্য চালাইতে পারে, এবং সংগে সংগে বহির্বিশ্বে তৈলের দামবৃদ্ধি বা অনুরূপ কারণে বাণিজ্য-পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটিলে তাহার সহিতও তাল রাখা সম্ভব।

অপর একটি সুবিধা হইল এইরূপ : ধরা যাউক, ইতালীতে মুদ্রাস্ফীতির হার জার্মানী অপেক্ষা অধিক হইলে ইতালীয় মুদ্রা (Lira) অবনমিত হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠির অন্যান্য সদস্যকে ইতালীয় মুদ্রা ক্রয় করিয়া উহাকে সমর্থন করিবার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। সংগে সংগে অবশ্য ইতালীর কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহাতে অধিক কাগজী মুদ্রা বাজারে না ছাড়ে তাহার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, গোষ্ঠির মধ্যে স্থায়ী বিনিময়-হারে অস্থায়িত্বের উপাদান অবশ্যই রহিয়া যাইবে।

**৩০.৯ নূতন আন্তর্জাতিক রিজার্ভ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা :** ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বর্ণসমতা বা ভাণ্ডার ব্যবস্থায় (Gold Parity or Fund System) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছু পরিমাণে যুক্তরাজ্য (UK) ছিল বিশ্ব-ব্যাংকার। এই দুই দেশের ছিল প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বর্ণ-সঞ্চয়, এবং উহারা দাবির বিনিময় ডলার বা স্টার্লিং অর্জন করিতে ইচ্ছুক ছিল। অনেকেই মনে করেন যে এই দুই মুদ্রার পরিবর্তে নূতন আন্তর্জাতিক সম্পদ সৃষ্টির দিন আসিয়াছে। বর্তমানে বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র এই ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়নেও অগ্রণী হইয়াছে। ব্যাপারটি হইল যে বর্তমান আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করিতেছে না বলিয়া উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

## সংক্ষিপ্তসার

১. আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ মুদ্রা-ব্যবস্থার।

২. ইহা উপলব্ধি করিয়াই এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ যাহাতে সুষ্ঠু ও বাধাবিঘ্নহীনভাবে চলিতে পারে তাহার জন্য ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস্ সম্মেলনে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইহার ফলে দুইটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রথমটি হইল পুনর্গঠন উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাংক। ইহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানের দ্বারা পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাপারে সহায়তা করে।

৩. অপর প্রতিষ্ঠানটি হইল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার হইল উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা।

---

১. লেনদেন-উদ্বৃত্ত দ্বারা নির্ধারিত হইয়া বিশেষ বিশেষ মুদ্রার বিনিময়-হার যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিশেষ সময়ে যেখানে নির্ধারিত হয় হউক।

৪. আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল: (ক) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতার প্রবর্তন, (খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, (গ) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব এবং প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্য হ্রাস পরিহার, (ঘ) চলতি হিসাবের খাতে বহুমুখী লেনদেন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে বাধানিষেধ অপসারণ এবং (ঙ) লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব দূরীকরণের জন্য সাহায্য প্রদান।

৫. বেশ কিছুকাল ধরিয়া এই সকল উদ্দেশ্য মর্যাদার সহিত সম্পন্ন করায় অর্থভাণ্ডার ১৯৭৪ সাল হইতে সংকটে পতিত হয়।

৬. ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যগণ বিশেষ মুদ্রাপ্রাপ্তির অধিকারের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। পরিকল্পনাটি ১৯৭০ সাল হইতে চালু হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কার্যকলাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৭. আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারকে কখনও কখনও আন্তর্জাতিক স্বর্ণমুদ্রামানের একটি পরিবর্তিত রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অবশ্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সহিত আন্তর্জাতিক স্বর্ণমুদ্রামান ব্যবস্থার তিনটি বিষয়ে পার্থক্য আছে।

৮. বিশ্ব ব্যাংকের উদ্দেশ্য প্রধানত দ্বিবিধ: (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করা এবং (২) পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে সহায়তা করা।

## প্রশ্নাবলী

১. "আভ্যন্তরীণ লেনদেনে স্বর্ণ আর প্রয়োজনীয় নহে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজনীয়তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।" পর্যালোচনা কর।

২. স্বর্ণসমতা ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায়? বর্তমানে যে-ব্যবস্থা উহার স্থলাভিষিক্ত তাহার বিশ্লেষণ কর।

৩. কাগু ব্যবস্থার পতনের ফলে আন্তর্জাতিক বিনিময়-বাজারে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

## অতিরিক্ত পাঠ্য

1. R. N. Cooper: *International Finance* (Penguin, 1969)
2. C. P. Kindleberger: *International Economics* (Richard D. Irwin, 6th edn., 1976)

# পরিশিষ্ট ক

## বিভিন্ন ধরনের অর্থ-ব্যবস্থা

**তিন প্রকারের অর্থ-ব্যবস্থা ( Three Types of Economies ) :** আজিকার বিশ্বে মূলত তিন ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় : বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থা ( market economy ), আদেশনির্দেশমূলক প্রধানকারী অর্থ-ব্যবস্থা ( command economy ) এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা ( mixed economy )। সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার পর্যালোচনাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিকল্প অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

**১। বাজারভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থা ( Market Economies )**

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটেন ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাগুলি বাজার-ব্যবস্থা বা মূল্য-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইত। ভোক্তার বা উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হইত না। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা নামেও পরিচিত। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ এই ধরনের স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার গুণগান করিয়াছিলেন। স্মিথের মতে সমাজ একটি অদৃশ্য হস্ত ( invisible hand ) দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ভোক্তা ও উদ্যোক্তার উদ্দেশ্য হইল নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা। কিন্তু সরকারী হস্তক্ষেপ না থাকিলে প্রত্যেকের স্বাধীন কার্যকলাপের ফলে সমাজের কল্যাণ সর্বাধিক হইবে। ইহাই ছিল এ্যাডাম স্মিথের মূল ধারণা। মূল্য-ব্যবস্থা বা বাজার-ব্যবস্থা আপনা হইতেই সমাজের যৌথ সমস্যাগুলির সমাধান করিবে। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় :

**(১) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা :** স্বাতন্ত্র্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উৎপাদকগণ স্বাধীনভাবে কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন এবং কিভাবে করিবেন সে বিষয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে ভোক্তারা কি কি কার্য সম্পাদন করিয়া অর্থ উপার্জন করিবেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্যের উপর এই অর্জিত অর্থ ব্যয় করিবেন সে-বিষয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

**(২) দামের হ্রাসবৃদ্ধিতে সাড়া দেওয়া :** ভোক্তা ও উৎপাদকগণের সিদ্ধান্তগুলি শুধুমাত্র তাহাদের রুচি, পছন্দ এবং ক্ষমতার প্রতিফলক নয়। এই সিদ্ধান্তগুলি বাজারে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও উপকরণ-সমূহের নির্ধারিত দামের হ্রাসবৃদ্ধিতে ভোক্তা ও উৎপাদকগণ কতটা সাড়া দেয় তাহার নির্দেশকও বটে।

**(৩) মূল্য-ব্যবস্থার গুরুত্ব :** তৃতীয়ত, দ্রব্যাদি ও উপকরণসমূহের দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয় বলিয়া চাহিদা ও যোগানের শর্তাবলীর পরিবর্তনের ফলে এই সকল দাম স্বাধীনভাবে উঠানামা করে। বাজার দ্বারা নির্ধারিত এই দামগুলিই অপ্রাচুর্য দ্রব্যগুলিকে প্রকৃত ও সম্ভাব্য ভোক্তার গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার যন্ত্র মাত্র।

**(৪) ভোক্তার সার্বভৌমিকতা ( Sovereignty of the Consumer ) :** বাজার দ্বারা পরিচালিত যে কোন ধরনের অর্থ-ব্যবস্থা ভোক্তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সাড়া দেয়। ইহা সে-সকল দ্রব্যই প্রস্তুত করে যেগুলি ভোক্তারা ভোগ করিতে আগ্রহী এবং যেগুলির জন্য ভোক্তারা দাম দিতে ইচ্ছুক। যদি ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের পরিবর্তন ঘটিবে। যেমন এরূপ কোন অর্থ-ব্যবস্থায় যদি অধিকাংশ লোক রঙিন টি. ভি. সেট কিনিতে চায় তাহা হইলে ইহার মোট চাহিদা ও বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবে। ফলে এই দ্রব্যাদি উৎপাদন অধিকতর লাভজনক হইবে এবং ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। অনুরূপভাবে অধিকাংশ লোক যদি রেডিও না কিনিতে চায় উহার উৎপাদন হ্রাস পাইবে।

**(৫) উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা ( Private Ownership of the Means of Production ) :** বাজার দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থায় আমরা ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাই। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণগুলির যেমন—জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—মালিক হইল ভোক্তার গোষ্ঠী এবং উৎপাদকগণ। উপকরণগুলির সরকারী মালিকানা দৃষ্টিগোচর হয় না।

**(৬) মুনাফালাভের উদ্দেশ্য ( The Profit-motive ) :** পরিশেষে এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মুনাফার প্রত্যাশাই অধিক দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে। যখন একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম কি দ্রব্য প্রস্তুত করিবে এবং কি কি উপকরণ ব্যবহার করিবে এই দুইটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন ইহা দুইটি মূল বিষয়কে বিবেচনা করে। এই দুইটি বিষয় হইল :

(ক) দ্রব্যটির ও উপকরণসমূহের দাম এবং (খ) উৎপাদন সম্ভাবনাসমূহ। ইহা সেই পদ্ধতিটি বাছিয়া লয় যেটি ব্যবহার করিলে মুনাফার সম্ভাবনা সর্বাধিক হইবে।

**গুণাগুণ :** এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়, কারণ উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে মুনাফাসর্বাধিকীকারী উৎপাদকগণের হস্তে ন্যস্ত থা.ে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপসমূহকে—যেমন ভোগ, উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন, বিশেষীকরণ, ইত্যাদি—সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করিবার মাধ্যম বা উপায় হিসাবে এই ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার কয়েকটি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত বলা যায় যে যেহেতু উৎপাদকগণের উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা সেহেতু তাঁহারা সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতেই আগ্রহী যেগুলি ভোক্তারা ভোগ করিতে চায়। সুতরাং এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদন-ব্যবস্থা ভোক্তাদের সদা-পরিবর্তিত অভাব ও প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দেয়। অর্থাৎ, কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে এবং কতটা প্রস্তুত করা হইবে তাহা মূলত ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দ দ্বারাই পরিচালিত হয়।

ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুণটি হইল এই যে এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনকার্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে একজন উৎপাদককে দক্ষ হইতে হয়, অর্থাৎ ন্যূনতম ব্যয়ে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে হয়। আবার ব্যয়কে ন্যূনতম করিতে হইলে উপকরণগুলি যথাসম্ভব দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়।

অবশ্য ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় নানাবিধ দোষত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে শিল্পবিপ্লবের সময়[১] শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া জীবনধারণের উপযোগী অর্থ উপার্জন করিতে হইত। বহু সময় পরিশ্রম করিয়াও শ্রমিকগণ যে অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইত তাহা বাঁচিয়া থাকার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। তাহাদের জীবনযাত্রার মানের সহিত মূলধনের মালিকগণের জীবনযাত্রার কাছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হইত। ইহা ছাড়া বাণিজ্যচক্রের ফলে শ্রমিকগণের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া যায়। কিছুকাল অন্তরই ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মন্দার সৃষ্টি হইত। ইহার ফলে দেখা যাইত বেকারত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক দুর্দশা। কিছুকাল পরে অবশ্য অর্থ-ব্যবস্থায় তেজী ভাব দেখা দিত। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতি একটি স্তরে পৌঁছাইয়া পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত হইত। সুরু হইত মন্দা। প্রতিটি উন্নতি স্তরকে অনুসরণ করিত মন্দা।

বাণিজ্যচক্রের ফলে শ্রমিকশ্রেণী নিরাপত্তার অভাববোধ করিত। ইহা ছাড়া ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় আয়বণ্টন ব্যাপারেও যথেষ্ট অসাম্য পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে ইহাই শেষ কথা নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য নানা প্রকারের ত্রুটি দেখা গিয়াছে। ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাগুলির সম্প্রসারণের ফলে জন্মলাভ করে একচেটিয়া কারবার। ইহার ফলে সমাজে ভোক্তার শোষণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহদায়তনের শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট যেন সারা অর্থ-ব্যবস্থাকে দখল করিয়া বসে। ইহার

১. ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সুরু হইয়াছিল।

৩০ বৎসর পরই—১৯২৯ সাল হইতে—সুরু হয় অর্থনৈতিক মন্দা। যে ক্রতগতিতে এই মন্দা জাতীয় আয়ের হ্রাস ঘটায় এবং যেভাবে ইহা নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয় তাহা হইতে অর্থবিদ্যাবিদ-গণ ভবিষ্যবাণী করেন যে অনিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা বাণিজ্যচক্র সংক্রান্ত অস্থায়িত্ব অপেক্ষা অধিকতর বৃহৎ এক সমস্যার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। তাঁহারা যুক্তি প্রদান করিয়া দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাগুলি যুগব্যাপী বদ্ধাবস্থায় ( secular stagnation ) বন্দি হইতে চলিয়াছে। কেইনসের অনুসরণকারী অধ্যাপক হ্যানসেন এই মত পোষণ করেন। এই অবস্থায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার শূন্য হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

সুতরাং ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটি চোখে পড়ে। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি হইল :

১. আয় বণ্টনে বৈষম্য,

২. আয় ও নিয়োগের ব্যাপারে নিরাপত্তার অভাব,

৩. একচেটিয়া কারবার কর্তৃক ভোক্তার শোষণ এবং

৪. বদ্ধাবস্থায় পতিত হইবার আশংকা বা ভয়।

এই সকল ত্রুটির জন্যই ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য গ্রহণযোগ্য কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার বহু বৎসর ধরিয়া ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার এই ত্রুটিগুলিকে দূর করিবারও যথেষ্ট প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, গতিশীল কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। আবার আধুনিক মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি ও ফিসক্যাল নীতির উপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারের দ্বারা বাণিজ্য-চক্রকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। আইন পাস করিয়া একচেটিয়া কারবারের গতিবৃদ্ধি রোধ করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে তাহাদের ভোক্তাকে শোষণ করিবার ক্ষমতাও হ্রাস পাইয়াছে। পরিশেষে, মূলধন গঠন ও কলাকৌশলগত উন্নতির ফলে যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে তাহার ফলে সুশাসিত বদ্ধাবস্থা সংক্রান্ত ভয় বা আশংকা দূরীভূত হইয়াছে।

আজিকার ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাগুলিকে পরীক্ষা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সরকার সামান্য নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করিলে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূরীভূত হয় এবং ইহা সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করিতে পারে।

## ২। আদেশনির্দেশমূলক অর্থ-ব্যবস্থা ( Command Economies )

পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাগুলিকেই আমরা সাধারণত আদেশনির্দেশমূলক অর্থ-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করি। চীন, সোবিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি হইল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহা ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ-অবস্থা। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা নাই বলিলেই চলে। উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হইল রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র আইন পাস করিয়া সমাজের তিনটি মূল সমস্যার—কি কি দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে, কিভাবে করা হইবে এবং কাহার জন্য করা হইবে—সমাধান করে। রাষ্ট্র জনসাধারণকে কয়েকটি উপকরণ সরবরাহ করিতে, কয়েকটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এবং কতকগুলি দ্রব্য ভোগ করিতে নির্দেশ দেয়। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থাগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

১. ভোক্তা স্বাধীন নয়।

২. সরকার বা রাষ্ট্র হইল শ্রম ব্যতীত অন্যান্য সকল উপকরণের আইনসম্মত মালিক।

৩. উৎপাদনের এককগুলি মুনাফা-সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় না। উৎপাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা।

গুণাগুণ : এই নির্দেশমূলক অর্থ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার কলাকলগুলি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং তত্ত্বগত দিক দিয়া জাতীয় আয়ের ন্যায্য বণ্টন, অর্থ-ব্যবস্থার [illegible] সম্প্রসারণ

এবং বাণিজ্যচক্রজনিত অস্থায়িত্ব দূরীকরণ—এই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আদর্শ ব্যবস্থা সন্দেহ নাই।

অবশ্য বাস্তবজগতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে বাজার-দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থার মত নির্দেশমূলক অর্থ-ব্যবস্থারও কয়েকটি ত্রুটি আছে। ইহা ছাড়া উল্লেখ করা যায় যে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করিবার জন্য যেরূপ নানাবিধ প্রতিবিধান অবলম্বন করা যায় আদেশমূলক অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এরূপ কিছু চিন্তা করা যায় না।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নিম্নলিখিত তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে: (১) প্রতিটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান কি উপকরণ ব্যবহার করিবে, (২) ইহা কি কি দ্রব্য উৎপাদন করিবে এবং (৩) এই উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হইবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সকল সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়। তবে যেহেতু যে কোন অর্থ-ব্যবস্থায় হাজার হাজার উপকরণ[১] দেখিতে পাওয়া যায় এবং হাজার হাজার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেহেতু সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশ-নির্দেশ প্রদান করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা অবশেষে আমলাতন্ত্রের ( bureaucracy ) রূপ গ্রহণ করে। ইহার কাজ হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা ও পরিকল্পনাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। এই পরিকল্পনাগুলি আদেশ-নির্দেশের গুচ্ছ ( sets of command ) ছাড়া আর কিছুই নয়। এই-গুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উপরই নির্ভর করে পরিকল্পনার সার্থকতা।

তত্ত্বগত দিক দিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য এই আমলাতন্ত্রের কোন ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বাস্তব জগতে ইহা সমাজের মৌল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানের পক্ষে একটি জটিল ও অদক্ষ যন্ত্র বলিয়া প্রমাণিত হয়। বস্তুত যে-সকল সমস্যা-গুলির সমাধানের জন্য ইহার উপর নির্ভর করা হয় তাহাদের জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় বলিয়া একটি স্তরে গিয়া এগুলির সমাধানে ইহার অক্ষমতা প্রকাশিত হয়। সুতরাং আমলাতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট পরিকল্পনাগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুসারে আচরণ করে না। কতকগুলি দ্রব্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় আর কতকগুলি দ্রব্যের অপ্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সিদ্ধান্তগ্রহণকারী যন্ত্রটি এতই জটিল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে এত অসংখ্য ধাপ অতিক্রম করিতে হয় যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নানা ধরনের পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের সহিত তাল রাখিয়া দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া এই আমলাতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ভাবাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাই সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যাদির পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলিয়া দ্রব্যাদির গুণগত দিককে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। ইহা ছাড়া দক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া ব্যয় ন্যূনতম করিবার কোন উৎসাহ তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।[২] সুতরাং উৎপাদকগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত কাঁচামাল ও চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য মজুত করিয়া রাখেন এবং সঠিক অনুপাতে মূলধন ও শ্রমের সমন্বয়সাধন বা ব্যবহার করেন না।

## ৩। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা ( Mixed Economies )

আজিকার বিশ্বের অধিকাংশ অর্থ-ব্যবস্থাই হইল উপরে বর্ণিত দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার সংমিশ্রণ মাত্র। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থাকেই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়। এমনকি

১. সাধারণত আমরা জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন এই চারিটি উপকরণের কথাই বলি। কিন্তু বাস্তব জগতে আমরা নানা ধরনের জমি—যেমন উর্বর জমি ও অনুর্বর জমি, নানা ধরনের শ্রম—যেমন দক্ষ শ্রম ও অদক্ষ শ্রম ও অন্যান্য উপকরণ দেখিতে পাই। জমি হইতে যাহা কিছু নিষ্কাশিত হয়—যেমন কাঁচা মাল বা তৈল—তাহা উপকরণের পর্যায়ে পড়ে।

২. সমাজের উৎপাদনকে তখনই দক্ষ বলা হয় যখন উপকরণসমূহের পুনর্বণ্টন দ্বারা অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না।

আজিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল এই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার একটি উদাহরণ। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্রে বেসরকারী ও সরকার উভয় ক্ষেত্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই রাষ্ট্র বা সরকার ও ব্যক্তি উভয়ই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই অর্থ-ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা উভয়ের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। ভোক্তাদের স্বাধীনতা বহুলাংশে বজায় থাকে। উদ্যোগের স্বাধীনতাও খুব একটা ক্ষুণ্ণ হয় না। কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রী প্রস্তুত বা তৈল নিষ্কাশন বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না।

এই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় মূল্য-ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা-ব্যবস্থা উভয়েরই অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অধিকাংশ দ্রব্য বাজার হইতে টাকা দিয়া ক্রয় করি। কিন্তু কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন, সার উৎপাদন, কয়লা উৎপাদন ইত্যাদি সরকার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যে-সকল শিল্পগুলির জাতীয় গুরুত্ব আছে সেগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লওয়া হয়। যেমন ভারতে ব্যাংক শিল্পের একটি বৃহৎ অংশ ও জীবন-বীমা শিল্প বহুকাল পূর্বেই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সরকার পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণ করেন। এখন এই তিন ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার গুণাগুণকে সংক্ষেপে একটি তালিকার মাধ্যমে পেশ করা যাইতে পারে ( সারণি ৪৭.১ )।

**সারণি ৪৭.১ : অর্থ-ব্যবস্থার প্রকারভেদ**

| অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃতি | সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|---|
| ১। মূল্য বা বাজার-ব্যবস্থা দ্বারা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা | ১. ভোক্তার নির্বাচন করিবার ক্ষমতা আছে।<br>২. কোন আমলাতন্ত্র নাই।<br>৩. মুনাফার উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।<br>৪. বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে।<br>৫. অতি সামান্য সরকারী হস্তক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়। | ১. ধনীক শ্রেণীর জন্য বহুবিধ বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত হয়।<br>২. প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেবা—যেমন সার্বজনীন শিক্ষা—প্রস্তুত নাও হইতে পারে।<br>৩. ইহা সামাজিক ব্যয়কে ( অর্থাৎ এক-জনের কার্য সমাজের উপরে যে কুফল প্রদান করে তাহা ) অগ্রাহ্য করে।<br>৪. একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।<br>৫. সংকোচনশীল শিল্পসমূহে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। |
| ২। পরিকল্পিত বা আদেশনির্দেশ দ্বারা পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থা | ১. অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।<br>২. প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেবা—যেমন সার্বজনীন শিক্ষা—সমাজের সকলকে প্রদান করা হয়।<br>৩. আয় ও সম্পদবণ্টনে সাম্য দেখা যায়। | ১. বৃহৎ আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।<br>২. দ্রব্যাদির পরিমাণ নির্ধারণে ভুলত্রুটি দেখা দেয়।<br>৩. ভোক্তার অতি সামান্য নির্বাচনের সুযোগ ভোগ করে।<br>৪. কোন মুনাফা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য নাই।<br>৫. উৎপাদিত দ্রব্যাদি ও সেবার মধ্যে বিশেষ প্রকারভেদ চোখে পড়ে না।<br>৬. ভোক্তার স্বাধীনতা হরণ। |
| ৩। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা | উভয়ের সুবিধাগুলি একজোট করে। | উভয়ের অসুবিধাগুলিও একজোট করে। |

# পরিশিষ্ট খ

## রেখাচিত্রের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ( The Use and Misuse of Diagrams )

পুস্তকাভ্যন্তরে অর্থবিদ্যাবিষয়ক অবস্থাসমূহের প্রতিরূপগুলি ( models ) বহুসংখ্যক রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়। এই পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি দ্রুত উল্টাইয়া যাইলে দেখা যাইবে তাহাদের প্রয়োগ সত্যই কত অধিক। শিক্ষার্থীদের অনেকেই হয়ত এইরূপ চিত্রসমূহের সহিত পরিচিত নহে। সেইজন্য অর্থনীতিবিদগণ যারা ব্যবহৃত সরল লেখগুলি কিরূপে অঙ্কন করা হয় এবং তাহাদের তাৎপর্য কিভাবে ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহা লইয়াই আলোচনা করা হইল।

সাধারণ পাঠকদের অধিকাংশেরই প্রাত্যহিক জীবনে প্রায়ই রেখাচিত্রের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। যদি কেহ চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করেন তবে তাঁহার এইরূপ রেখাচিত্রের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে যাহাতে চিকিৎসামূলক ব্যয়ের গতি-প্রবণতা অঙ্কিত হইয়াছে, অথবা রোগীর অনিবার্য জৈবিক কার্যবলীর আচরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যদি কেহ অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট হন তবে তিনি এইরূপ লেখচিত্রের সাহায্যে এই বিশেষ সময়ের মধ্যে কোন শহরের খুচরা ও পাইকারি দ্রব্য-মূল্যসূচকের পরিবর্তনসমূহ অথবা কোন পরিবারের মোট ভোগব্যয়ের সহিত উহার সংগঠন কাঠামো ও আয়ের সম্বন্ধ অনুধাবন করিতে পারিবেন। যদি কেহ কোন বিধিবদ্ধ বৃহৎ সংস্থার জন্য কাজ করেন, তবে বিক্রয়, মুনাফা এবং অনুরূপ বিষয়সমূহের রেখাচিত্রের সহিত তাঁহার নিয়মিত পরিচিতি ঘটিবে। সংবাদপত্রের আর্থিক প্রসঙ্গের পৃষ্ঠাসমূহেও প্রায়ই এইরূপ রেখাচিত্র দেখা যায়।

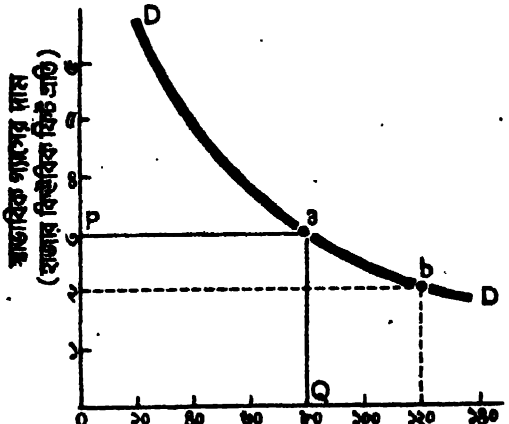
রেখাগুলি উহাদের মাধ্যমে প্রদর্শিত তথ্যসমূহের বিপুলতা এবং ঐ তথ্যগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে উহাদের ভূমিকার জন্য প্রকৃতই অমূল্য। গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানীয় সম্পর্কগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে একনজরে যে পরিমাণ বোধগম্য হয়, বিস্তৃত গদ্যময় বর্ণনা অথবা সংখ্যাসমূহের সুদীর্ঘ ফিরিস্তির সাহায্যে তাহা কখনই হয় না। সুতরাং তথ্যসমূহে রেখার মাধ্যমে কিভাবে চিত্রিত হয় তাহা শিক্ষার জন্য যে আয়াস প্রয়োজন তাহা গ্রহণযোগ্য। বিভ্রান্তিমূলক অথবা বিকৃত রেখা হইতে সহজেই যে-সকল গুরুতর ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে তাহাদের কিভাবে পরিহার করা যায় এখন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

এই পরিশিষ্টে প্রথমত, দুইটি চলরাশির মধ্যে সম্বন্ধে সংক্রান্ত লেখচিত্র কিভাবে অনুধাবন করিতে হয় তাহা আলোচনা করা হইবে। দ্বিতীয়ত, ঢাল ( slope ) শব্দটির সংজ্ঞাসহ উহার পরিমাপ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রণালী বর্ণনা করা হইবে। তৃতীয়ত, দ্বি-মাত্রিক রেখার মাধ্যমে তিনটি চলরাশির পারস্পরিক আচরণ কিভাবে প্রদর্শন করা যায় তাহা ব্যাখ্যা করা হইবে। চতুর্থত, টাকাকড়ির ক্রয়ক্ষমতার, মোট জনসংখ্যার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনসমূহের সহিত বহুসংখ্যক অর্থনৈতিক-রেখাগুলির সামঞ্জস্যবিধান করিয়া কি প্রকারে রেখাগুলির ভুল ব্যাখ্যা পরিহার করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। পরিশেষে, রেখাগুলি যদি সতর্কতার সহিত অঙ্কিত না হয় এবং উহাদের ব্যাখ্যা-গুলি যথাযথ না হয়, তবে সাধারণভাবে আরও কতপ্রকারের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা হইবে।

## অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে রেখাচিত্রের প্রয়োগ

**দ্বি-চল রেখাচিত্র ( Two-Variable Diagrams ) :** বর্তমান ও অন্যান্য পুস্তকে আলোচিত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজন হইল দুইটি চলরাশির যুগপৎ অনুসরণ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাজারের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিতে হইলে একদিকে যেমন পণ্যের মূল্যের উপর নজর রাখিতে হয়, তেমনি অপরদিকে ক্রীতবিক্রীত পণ্যের পরিমাণের উপরও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এইজন্য, দুইটি অর্থনৈতিক চলরাশির যুগপৎ আচরণ প্রতিফলিত করে এইরূপ দ্বি-চল রেখাচিত্রের মাধ্যমে বাস্তব অথবা কাল্পনিক সংখ্যাসমূহকে প্রদর্শন করার প্রয়োজন অর্থনৈতিবিদগণ প্রায়ই অনুভব করেন। রেখাটির পাদদেশে '0' চিহ্নিত মূল্যবিন্দু ( origin *O* ) হইতে শুরু করিয়া অনুভূমিক অক্ষে একটি রেখা বরাবর একটি চলের সংখ্যামানের পরিমাপ লওয়া হয়; রেখাটির পার্শ্বদেশে উল্লম্ব অক্ষে অপর একটি রেখা বরাবর এক্ষেত্রেও মূলবিন্দু হইতে শুরু করিয়া দ্বিতীয় চলটির সাংখ্যমানের পরিমাপ লওয়া হয়। [ রেখাটির নিম্নদেশে বামপ্রান্তে যে বিন্দুতে অক্ষ দুইটি মিলিত হয় তাহাকে মূলবিন্দু বলা হয়। মূলবিন্দুতে উভয় চলের মান শূন্য ]



রেখাচিত্র ১

১ নম্বর চিত্রে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ কার্যে ব্যবহৃত একটি নমুনা রেখা প্রদর্শিত হইল ইহার অন্তর্গত স্থূল রেখাটির মাধ্যমে একটি "চাহিদা-রেখা" "( demand-curve ) অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রটিতে উল্লম্ব রেখা বরাবর প্রাকৃতিক গ্যাসের বাজার দাম এবং অনুভূমিক রেখা বরাবর জনসাধারণের চাহিদার পরিমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। [ চাহিদা-রেখাটিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য এবং ঐ মূল্যে গ্যাসটির চাহিদার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে। ]

মানচিত্রে যেভাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা পাঠ করিতে হয় সাধারণত অর্থনৈতিক রেখাচিত্রের পাঠও সেইভাবে করিতে হয়। ১ নম্বর চিত্রে প্রদর্শিত চাহিদা রেখাটির *a* চিহ্নিত বিন্দুটি সেন্ট লুই শহরে মূল্য ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে একটি কাল্পনিক সম্বন্ধ নির্দেশ করিতেছে। ঐ বিন্দু হইতে বাম অভিমুখে উল্লম্ব অক্ষ পর্যন্ত অঙ্কিত অনুভূমিক রেখাংশ হইতে জানা যায় যে সেন্ট লুই শহরে গ্যাসের গড় দর প্রতি হাজার ঘনফুটে $ ৩; বিন্দুটি হইতে অনুভূমিক রেখার উপর অঙ্কিত লম্ব রেখাংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে ঐ দামে গ্রাহকদের চাহিদার পরিমাণ ৮০ বিলিয়ন ঘনফুট। রেখাটির অন্যান্য বিন্দুগুলি হইতে অনুরূপ তথ্যসমূহ পাওয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ, *b* বিন্দু হইতে জানা যায় যে সেন্ট লুই শহরে প্রতি সহস্র ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম যদি কেবলমাত্র $ ৩ হয়, তবে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—ঐ বর্ধিত পরিমাণ ১২০ বিলিয়ন ঘনফুট।

ইহা লক্ষণীয় যে চিত্রটি হইতে কেবলমাত্র দাম ও চাহিদার তথ্য পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় না, সেন্ট লুই শহরে কি শ্রেণীর মানুষ বাস করেন, তাঁহাদের বসতবাটির আকার কিরূপ অথবা তাঁহাদের গৃহচুল্লীর অবস্থা কি প্রকারের। রেখাটি কেবল দাম এবং ঐ দামে চাহিদার পরিমাণ জানিতে সাহায্য করে—কম বা বেশী আর কোনই তথ্য জানা যায় না।

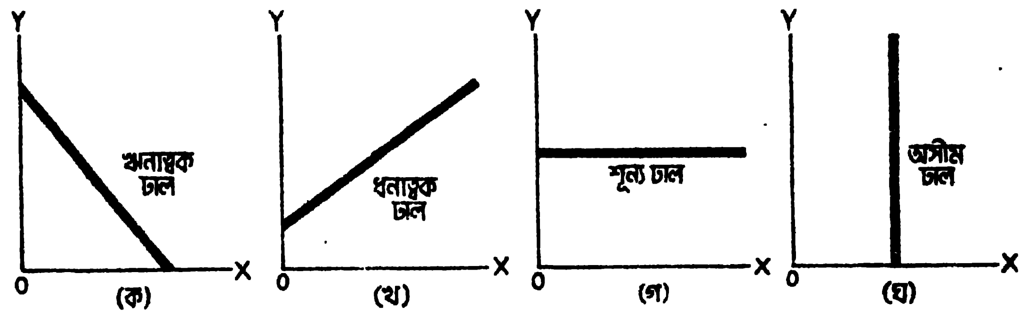
ইহা বিশেষ কৌতূহলের বিষয় যে এইরূপ বিষয়সহ বহু খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে দুইটি সংশ্লিষ্ট মুখ্য চলের প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিবার উদ্দেশ্যে রেখাটি বিষয়গুলির নির্যাসরূপে গৃহীত হয়—আলোচ্য ক্ষেত্রে ঐ মুখ্য চল দুইটি হইল, প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম এবং প্রতিটি দামে গ্যাসের চাহিদার পরিমাণ। বর্তমান পুস্তকে ব্যবহৃত সমুদয় লেখচিত্রের ইহাই হইল মূল বৈশিষ্ট্য। যেমন একটি বিশেষ শহরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ জানিলেই কেহ ঐ শহর সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না, তেমনি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে পাঠক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমগ্র চিত্র ( whole story ) লাভ করিতে পারেন না।

**ঢালের সংজ্ঞা ও উহার পরিমাপ ( The Definition and Measurement of Slope )**

অর্থবিদ্যাবিদগণের ব্যবহৃত চিত্রের অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য হইল যে অঙ্কনে কাগজে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল অথবা বক্ররেখাটি ক্রম ঊর্ধ্বগামী অথবা নিম্নগামী হয়। ১ নম্বর চিত্রে চাহিদা রেখাটি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ( অর্থাৎ গ্যাসের চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে ) স্পষ্টত

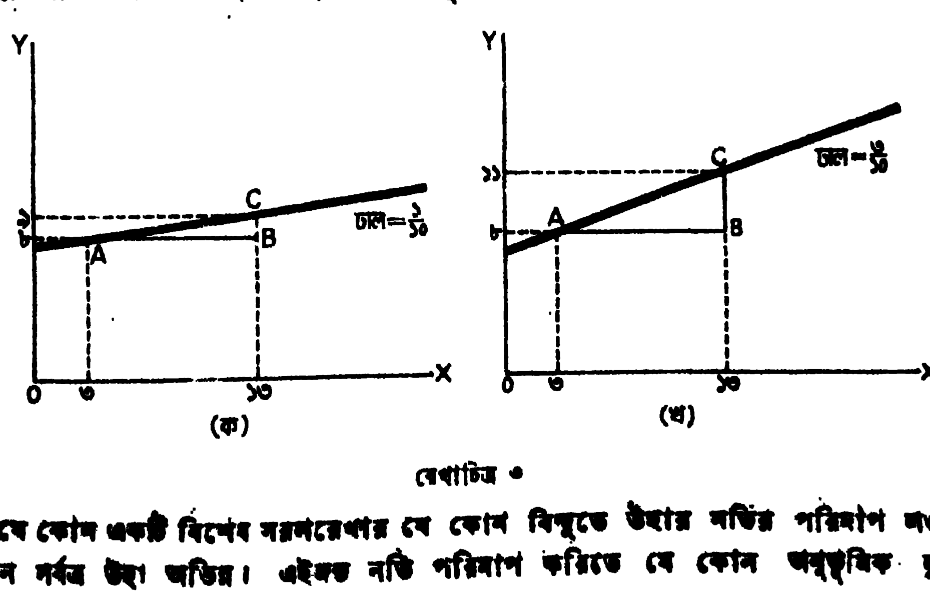
নিম্নগামী হইয়াছে (অর্থাৎ দাম হ্রাস পাইয়াছে)। এইরূপ ক্ষেত্রসমূহে বলা হয় যে রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক অথবা রেখাটি ঋণাত্মকভাবে নত হইয়াছে, কারণ একটি চল যখন বর্ধমান তখন অপর চলটি নিম্নমুখী।

*Y* (উল্লম্ব রেখা বরাবর গৃহীত) এবং *X* (অনুভূমিক রেখা বরাবর গৃহীত) বলিয়া অভিহিত দুইটি অন্যান্য চলের মধ্যে ঋজুরেখ সম্বন্ধের সকল সম্ভাব্য ঢাল ২ নম্বর রেখাচিত্রের চারিটি অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। রেখাচিত্রের (*a*)-অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে ঋণাত্মক ঢাল—ইহা পূর্বোক্ত চাহিদা রেখার সহিত অনেকাংশে সদৃশ। ২ নম্বর রেখাচিত্রের (*b*)-অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে ধনাত্মক ঢাল, কারণ *X* চলের বৃদ্ধির সহিত (দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে) *Y*-চল উত্থিত হয় (পর্বত-আরোহণতুল্য)। রেখাচিত্রের (*c*)-অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে একটি শূন্য-নতি, কারণ *X*-চলের যে কোন মানের জন্য *Y*-চলের মান সর্বত্র অভিন্ন। রেখাচিত্রের (*d*)-অংশে একটি অসীম ঢাল প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহার অর্থ, *Y*-চলের যে কোন মানের জন্য *X*-চলের মান সর্বদা অভিন্ন।




রেখাচিত্র ২

ঢাল কেবলমাত্র একটি গুণগত ধারণা নয়—ইহা একটি সংখ্যামূলক ধারণা। ৩ নম্বর রেখাচিত্রে দুইটি ধনাত্মক কিন্তু বিভিন্ন ঢালবিশিষ্ট সরলরেখা প্রদর্শিত হইয়াছে। রে" চিত্রের (খ)-অংশের রেখাটি স্পষ্টতঃ অধিকতর খাড়া। কিন্তু কি পরিমাণ অধিক? চিত্রস্থ লেবেল (labels) দুইটি হইতে ইহার উত্তর নির্ণয় সম্ভব। রেখাচিত্রের (ক)-অংশে অনুভূমিক রেখা বরাবর ১০ (১৩-৩) একক বিশিষ্ট *AB* দৈর্ঘ্য অতিক্রমণের ফলে উল্লম্ব অভিমুখে এক (৯-৮) একক বিশিষ্ট *BC* দৈর্ঘ্য অতিক্রান্ত হয়। সুতরাং রেখাটির নতি $BC/AB = \frac{১}{১০}$; রেখাচিত্রের (খ)-অংশে ১০ একক বিশিষ্ট ঐ একই অনুভূমিক গতির ফলে উল্লম্ব গতির পরিমাণ ৩ (১১-৮) একক। সুতরাং এস্থলে নতি $\frac{৩}{১০}$—ইহা প্রথমটি অপেক্ষা বৃহত্তর।




রেখাচিত্র ৩

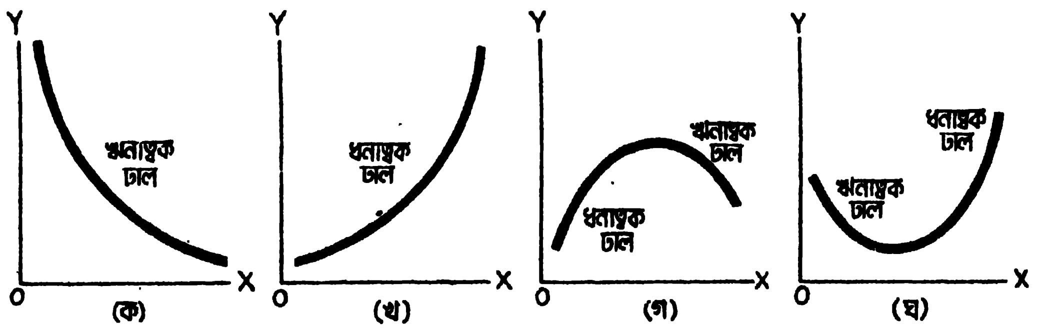
যে কোন একটি বিশেষ সরলরেখার যে কোন বিন্দুতে উহার নতির পরিমাপ লওয়া হউক না কেন সর্বত্র উহা অভিন্ন। এইজন্য নতি পরিমাপ করিতে যে কোন অনুভূমিক দূরত্ব *AB*

এবং সংশ্লিষ্ট নতি-ত্রিভুজ *ABC* মনোনীত করা যাইতে পারে। কিন্তু বক্ররেখাসমূহের ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়।

[ উল্লম্ব অভিমুখে পরিবর্তন এবং অনুভূমিক রেখা বরাবর দক্ষিণদিকে গমনের ফলে অনুরূপ অনুভূমিক পরিবর্তনের অনুপাতই হইল সরলরেখার ঢাল অথবা প্রায়ই ব্যবহৃত উক্তি অনুসারে ঐ ঢাল হইল "উত্থান" ( rise ) ও "দৌড়" ( run )-এর অনুপাত। ]

বক্ররেখাসমূহের নতি বিদ্যমান, কিন্তু বিভিন্ন বিন্দুতে এই ঢালের সাংখ্যমান ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৪ নম্বর রেখাচিত্রের চারিটি অংশে বক্ররেখাসমূহের ঢালের কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। রেখাচিত্রের (ক) অংশে বক্ররেখাটির নতি সর্বত্র ঋণাত্মক, এবং (খ) অংশে বক্ররেখাটির নতি সর্বত্র ধনাত্মক। কিন্তু বক্ররেখা নতির ইহারাই একমাত্র সম্ভাব্য সমুদয় ক্ষেত্র নয়। রেখাচিত্রের (গ) অংশে এইরূপ একটি বক্ররেখার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে যাহার নতি প্রথমে ধনাত্মক কিন্তু পরবর্তীকালে ঋণাত্মক। রেখাচিত্রের (ঘ) অংশে ইহার বিপরীত চিত্র দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে ঢাল প্রারম্ভে ঋণাত্মক এবং অতঃপর ধনাত্মক। কিন্তু কোন মসৃণ বক্ররেখার যে কোন বিশেষ বিন্দুতে ঢালের সাংখ্যমান পরিমাপ সম্ভব। ইহার জন্য বক্ররেখাটির উদ্দিষ্ট বিন্দুতে এইরূপ একটি সরলরেখা অঙ্কন করিতে হয় যাহা বক্ররেখাটিকে ঐ বিন্দুতে স্পর্শ করে কিন্তু বক্ররেখাটিকে ভেদ করে না। এইরূপ সরলরেখাটিকে বক্ররেখাটির ঐ বিন্দুতে স্পর্শক ( tangent ) বলা হয়।




রেখাচিত্র ৪

বক্ররেখার কোন বিশেষ বিন্দুতে নতি হইল বক্ররেখাটির ঐ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক সরলরেখাটির নতি। ৫ নম্বর রেখাচিত্রে একটি বক্ররেখার দুইটি বিন্দুতে স্পর্শক দুইটি অঙ্কন করা হইয়াছে *tt* রেখা *C* বিন্দুতে স্পর্শক এবং *TT* রেখা *F* বিন্দুতে স্পর্শক। বক্ররেখাটির এই দুই বিন্দুতে নতির পরিমাপ উক্ত সংজ্ঞার সাহায্যে করা যাইতে পারে। *C* বিন্দুর ক্ষেত্রে নতির পরিমাপ প্রণালী তাহা হইলে নিম্নরূপ হইবে :

$$C \text{ বিন্দুতে নতি} = tt \text{ রেখার নতি} = \frac{BC \text{ দূরত্ব}}{AB \text{ দূরত্ব}}$$

$$= \frac{৬-২}{১০-০} = \frac{৪}{১০} = +0{\cdot}4$$

অনুরূপ পদ্ধতিতে *F* বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল নির্ণয় করিলে এবং ৫ নম্বর রেখাচিত্র হইতেও দেখা যাইবে যে এই নতির মান অবশ্যই ক্ষুদ্রতর।

$$F \text{ বিন্দুতে নতি} = TT \text{ রেখার নতি} = \frac{১৪-৯}{৫০-০} = \frac{৫}{১০} = +0{\cdot}১$$

**অনুশীলনী**

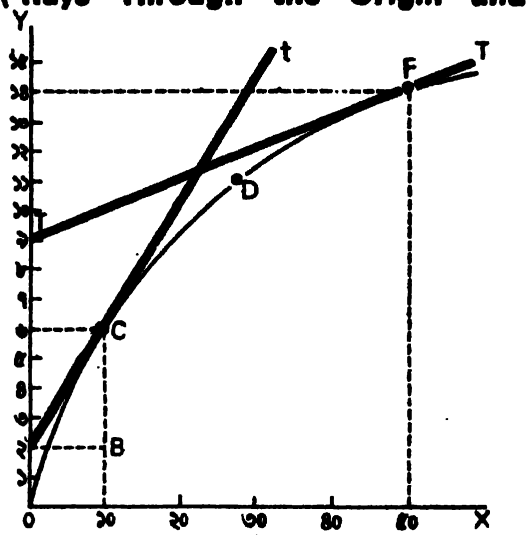
দেখাও যে *D* বিন্দুতে বক্ররেখাটির নতি +০·১ এবং +০·৪-এর অন্তর্বর্তী।

৪ নম্বর রেখাচিত্রের (গ) অংশে উচ্চতম বিন্দুতে অথবা (ঘ) অংশের নিম্নতম বিন্দুতে যদি এই জৈবিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়, তবে কি ঘটিবে? একটি মাপনীর সাহায্যে দেখা যাইতে

পারে। এক্ষেত্রে অঙ্কিত স্পর্শকগুলিকে অনুভূমিক হইতে হইবে। অর্থাৎ উহাদের নতি হইবে শূন্য। ইহা সর্বদা সত্য যে কোন মসৃণ বক্ররেখার নতি যে স্থলে ধনাত্মক হইতে ঋণাত্মকে অথবা ঋণাত্মক হইতে ধনাত্মকে পরিবর্তিত হয়, সেস্থলে অন্ততঃ এইরূপ একটি বিন্দু অবশ্যই থাকিবে যে বিন্দুতে নতি শূন্য হইবে।

পর্বতাকার সদৃশ বক্ররেখার উচ্চতম বিন্দুতে চাল শূন্য। এই প্রসংগে ৪ নম্বর রেখাচিত্রের (গ) অংশে দ্রষ্টব্য। সমতলভূমি সদৃশ বক্ররেখার নিম্নতম বিন্দুতে চাল শূন্য। রেখাচিত্রের (ঘ) অংশ হইতে ইহা পরিস্ফুট হয়।

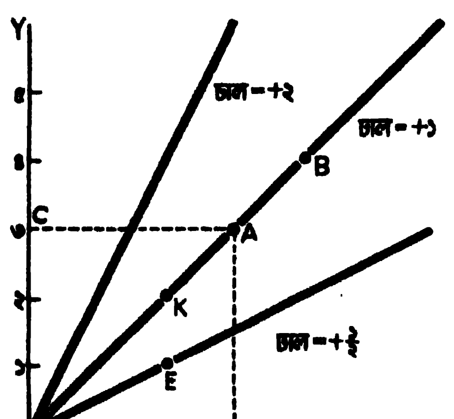
**মূলবিন্দুগামী রশ্মিসমূহ এবং 45° রেখাসমূহ (Rays Through the Origin and 45° Lines)**



রেখাচিত্র ৫

কোন সরলরেখা যে বিন্দুতে উল্লম্ব (Y) অক্ষকে ছেদ করে, তাহাকে Y-ছেদিতাংশ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৫ নম্বর রেখাচিত্রের *tt*-রেখার Y-ছেদিতাংশ হইল ২ এবং *TT* রেখার Y-ছেদিতাংশ হইল ১। যে রেখাসমূহের Y-ছেদিতাংশ শূন্য, তাহাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ এত বেশী যে তাহারা একটি বিশেষ নামে অভিহিত হয়, যথা মূলবিন্দুগামী রশ্মি অথবা রশ্মি। [মূলবিন্দু হইতে কোন রেখার শূন্য-বিন্দু হইতে নির্গত একটি সরলরেখাকে মূলবিন্দুগামী রশ্মি অথবা কখনও কখনও কেবলমাত্র রশ্মি নামে অভিহিত করা হয়।]

৬ নম্বর রেখাচিত্রে তিনটি মূলবিন্দুগামী রশ্মি অঙ্কিত আছে এবং প্রত্যেকের নতি চিত্রটিতে নির্দেশিত হইয়াছে। এক নতিবিশিষ্ট মধ্যরশ্মিটি বহুসংখ্যক অর্থনৈতিক প্রয়োগক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী, কারণ ইহার বিন্দুসমূহের X এবং Y সমান (অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের পরিমাপ একই একক অনুসারে গৃহীত হয়)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, A বিন্দুতে X=৩ এবং Y=৩, B বিন্দুতে X=৪ এবং Y=৪, এবং রশ্মিটির উপরিস্থিত অপর যে কোনও বিন্দুতে অনুরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান। এক নতিবিশিষ্ট যে কোন রশ্মির পক্ষে ইহা যে সর্বদা সত্য, তাহা কিরূপে জানা যায়? যদি মূলবিন্দু (যে স্থলে X এবং Y উভয়েই শূন্য) হইতে যাত্রা করা যায় এবং যদি রশ্মিটির চাল ১ হয়, তবে চালের সংজ্ঞা হইতে জানা যায় যে



রেখাচিত্র ৬

$$\text{চাল} = \frac{\text{উল্লম্বীয় পরিবর্তন}}{\text{অনুভূমিক পরিবর্তন}} = ১।$$

ইহার তাৎপর্য এই যে উল্লম্বীয় পরিবর্তন ও অনুভূমিক পরিবর্তন সর্বদা সমান হইবে—অর্থাৎ চল দুইটির মান অবশ্যই সর্বদা একে অপরের সমান হইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান একক হইলে (অর্থাৎ যোগান একক স্থিতিস্থাপক হইলে) যোগান রেখা একটি 45° সরলরেখার রূপ গ্রহণ করে।

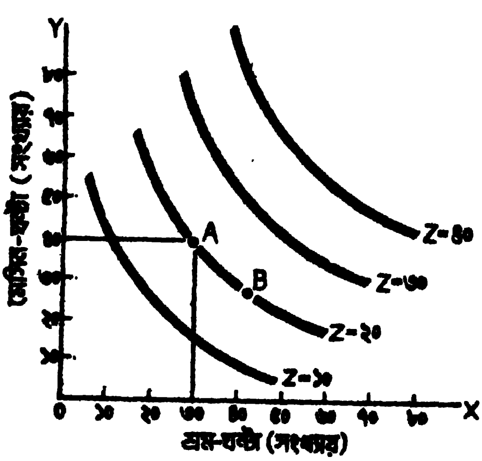
এক নতিবিশিষ্ট ও মূলবিন্দুগামী রশ্মিগুলিকে ৪৫° রেখা নামে অভিহিত করা হয়, কারণ উহারা অনুভূমিক অক্ষের সহিত ৪৫°-কোণ উৎপন্ন করে। কোন তথ্যনির্দেশক বিন্দু যদি ৪৫°-রেখার ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়, তবে জানা যায় যে উহার $Y$-এর মান $X$-এর মান অপেক্ষা অধিক। বিপরীতক্রমে, যখনই ৪৫°-রেখার নিম্নে কোন বিন্দুর সাক্ষাৎ ঘটিবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে উহার $X$-এর মান $Y$-এর মান অপেক্ষা অধিক। [ ৪৫°-রেখা হইল মূলবিন্দুগামী এবং +১ ঢালবিশিষ্ট একটি রশ্মি। ইহার দ্বারা চিহ্নিত বিন্দুগুলি এইরূপ স্থানে অবস্থিত যেখানে চলগুলির উভয় অক্ষ বরাবর গৃহীত পরিমাণের মানগুলি সমান ]।*

## ত্রিমাত্রিক চিত্রকে দ্বিমাত্রিক চিত্রমাধ্যমে প্রকাশ ( SQUEEZING THREE DIMENSIONS INTO TWO )

### সমোন্নত মানচিত্র ( Contour Maps )

কখনও কখনও ছাত্রছাত্রীদের দুইটির অধিক চল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নটির উপস্থাপনে দ্বিমাত্রিক চিত্র যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা যায় না। ইহা দুর্ভাগ্যজনক, কারণ কাগজের মাত্রা মাত্র দুইটি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যবসায়িক সংস্থার সিদ্ধান্তগ্রহণকারী প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করার জন্য তিনটি চলের প্রতি যুগপৎ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হইতে পারে, যথা সংস্থাটি কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ, সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রসামগ্রীর পরিমাণ এবং ঐ সংস্থার মোট উৎপন্নের পরিমাণ।

অর্থবিদ্যায় প্রযুক্ত সমোন্নতি মানচিত্রের অধিকতর অনুরূপ হইল ৭ নম্বর রেখাচিত্র। চিত্রটিতে দেখা যাইবে, যখন চল $X$ ( ইহাকে কোন সংস্থার নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে ) অথবা চল $Y$ ( ইহাকে সংস্থার ব্যবহৃত যন্ত্রসামগ্রীর পরিমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে ) অপরিবর্তিত হয়, তখন $Z$ ( যাহাকে সংস্থাটির উৎপাদনের পরিমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে ) বলিয়া কথিত কোন একটি তৃতীয় চল কি ভাবে পরিবর্তিত হয়। মাউন্ট Everest-এর মানচিত্রের ন্যায় এই চিত্রের যে-কোন বিন্দু তিনটি তথ্য সরবরাহ করে। $A$ বিন্দুতে চিরাচরিত পদ্ধতিতে $X$ এবং $Y$-এর মানের পাঠ ( $X$=৩০ এবং $Y$=৪০ ) লওয়া যাইতে পারে, এবং কোন্ সমোন্নতি রেখার উপর $A$ বিন্দু অবস্থিত তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া $Z$-এর মানও নির্ণয় করা যাইবে ( $A$ বিন্দু $Z$=২০ এই সমোন্নতি রেখার উপর অবস্থিত )। সুতরাং $A$ বিন্দু হইতে জানা যায়, শ্রম-ঘণ্টার সংখ্যা ৩০ এবং যন্ত্রের সচলতা ৪০ ঘণ্টা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ ২০ একক হইবে।




রেখাচিত্র ৭

### রেখাচিত্র ব্যাখ্যার ভ্রান্তিসম্ভাবনা ( Perils in the Interpretation of Diagrams )

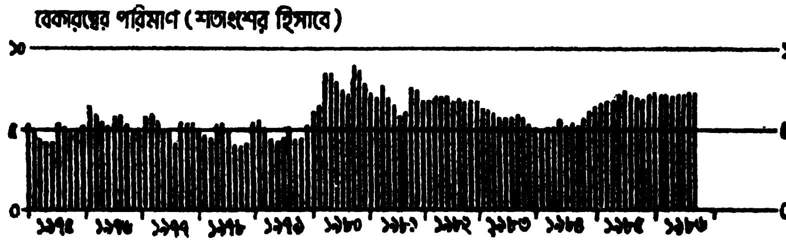
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রবিচারে প্রযুক্ত সাধারণ রেখাচিত্র অনুধাবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমুদয় বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন পরিসংখ্যানীয় তথ্যসমূহ কিভাবে রেখার মাধ্যমে চিত্রিত হয় এবং উহাদের ব্যাখ্যায় সম্ভাব্য ভ্রান্তিসমূহের ব্যাপারে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

**সম্প্রসারণ গতিধারার ব্যাখ্যা (The Interpretation of Growth Trends ) :** পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক অর্থবিদ্যাশাস্ত্রে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা সাধারণ আকারের রেখাচিত্র হইল কোন অর্থনৈতিক চলের বর্ষানুক্রমিক ( অথবা সম্ভবতঃ মাসানুক্রমিক ) আচরণের চিত্রণ—যথা, কোন বিশেষ

* সংজ্ঞাটিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে উভয় চলের পরিমাণ একই একক অনুসারে করা হইয়াছে।

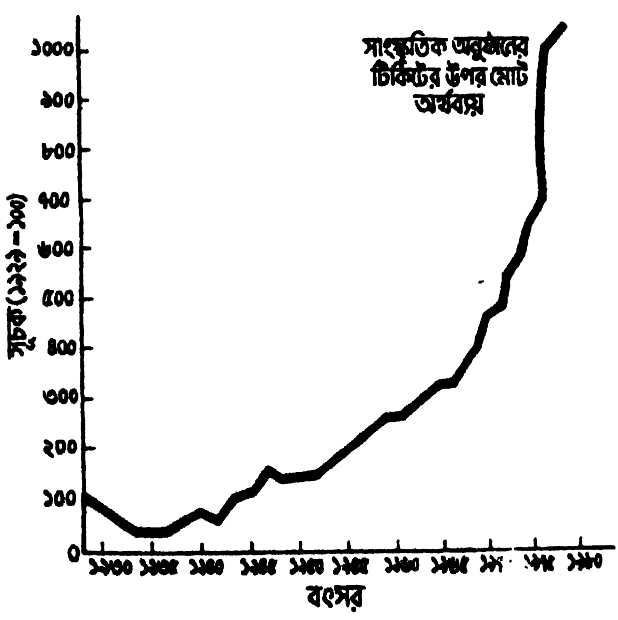
সংস্থার মুনাফা অথবা উহার বার্ষিক পণ্য-বিক্রয়ের পরিমাণ, অথবা ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় বেকার ব্যক্তির সংখ্যা, অথবা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির (সাধারণ) মূল্যস্তরের কোন একটি পরিমাপ। উদাহরণস্বরূপ, ৮ নম্বর চিত্রে এই প্রকারের একটি কালীনসারি (time series) রেখাচিত্র—ইহাতে কোন একটি কাল্পনিক দেশের ১৯৬৫ হইতে ১৯৮১ পর্যন্ত বেকারত্বের মাসানুক্রমিক হার প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় ১৯৭০-এর দশকের প্রথমার্ধে চাকুরিবিহীন শ্রমশক্তির শতকরা হার অপেক্ষাকৃত নিম্ন ছিল এবং ১৯৭৫ ও ১৯৮০-র মন্দার সময় উহা বিশেষভাবে উচ্চ ছিল। কালীনসারি রেখা হইল এক ধরনের বিচল চিত্র—ইহাতে সময়কালকে একটি চল বলিয়া ধরা হয় এবং সর্বদা অনুভূমিক অক্ষে ইহার পরিমাপ করা হয়।

এই ধরনের লেখগুলি প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহের গতিপ্রকৃতির উপর আলোকসম্পাতে ও একটি তাৎক্ষণিক চাক্ষুস ধারণা প্রদানে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু রেখাগুলি অপব্যবহৃত হইলে ইহারা অতীব বিপজ্জনক হইতে পারে। যাঁহারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া রেখাগুলি অঙ্কন করেন, তাঁহারা কেবল নিজেদেরই নহে, অপরকেও বিপথগামী করেন।



রেখাচিত্র ৮

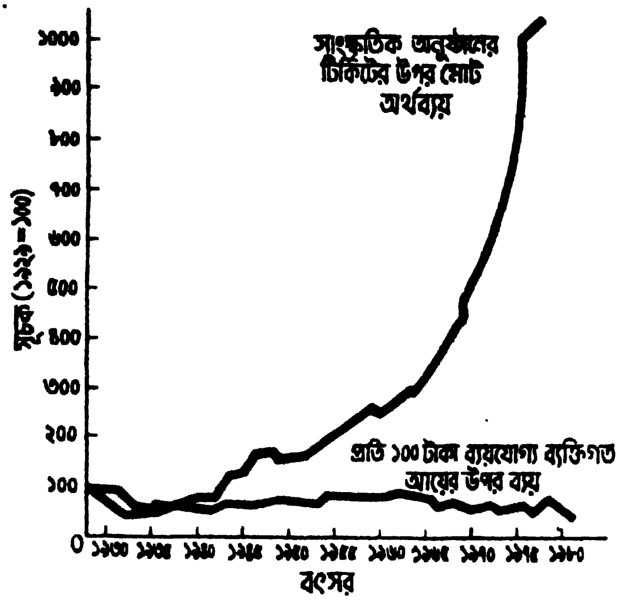
পরবর্তী ঘটনাটির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল রেখাচিত্র ৮। অনেকে অনুভব করেন যে ১৯৬০-এর দশকে সাংস্কৃতিক বাজার হঠাৎ কাঁপিয়া ওঠা (boom) আসন্ন, যাহার ফলে সর্বপ্রকার চারুশিল্পমূলক অনুষ্ঠানের টিকেটের বিস্ফোরণ ঘটে। মনে করা হয় যে রঙ্গালয়ের টিকেটের মূল্যে দ্রুত ঊর্ধ্বগতির কারণ বাজারের ঐ হঠাৎকাঁপিয়া ওঠা। ৯ নম্বর চিত্রে এই অভিযোগের ভিত্তিস্বরূপ কালীনশ্রেণী রেখাটি প্রদর্শিত হইয়াছে। রঙ্গালয়ের টিকেটের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি সুনিশ্চিতভাবে চিত্তস্পর্শী বলিয়া দেখা যায়। ১৯২৯ হইতে ১৯৮০-এর মধ্যে ঐ ব্যয় শতকরা প্রায় ৯৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।



রেখাচিত্র ৯

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাহা প্রতীয়মান হয়, রেখাটির তাৎপর্য তাহা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ রঙ্গালয়ে প্রবেশের ব্যয়ের লোক দেখানো বৃদ্ধির অধিকাংশই বরং তিনটি অতি সাধারণ ঘটনার একটি প্রতিফলন। প্রথমতঃ, ১৯২৯ অপেক্ষা ১৯৮০ সালে জীবিত আমেরিকাবাসীর সংখ্যা অধিকতর হওয়ায় ব্যক্তিপিছু ব্যয় ৯ নম্বর রেখাচিত্রে প্রদর্শিত ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, প্রায় প্রতিটি দ্রব্যের বাজার দাম, কেবল রঙ্গালয়ের টিকেটের দাম নহে, ১৯২৯ অপেক্ষা ১৯৮০ সালে উচ্চতর ছিল। প্রকৃতপক্ষে গড় মূল্যস্তর ১৯২৯-এর দরসীমার পাঁচগুণ অপেক্ষাও অধিক ছিল। তৃতীয়ত, একজন সাধারণ আমেরিকাবাসী ১৯২৯ অপেক্ষা ১৯৮০-তে অধিকতর ধনবান ছিলেন। ফলে তিনি কেবলমাত্র কৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপেই নহে, প্রত্যেক বিষয়েই অর্থ ব্যয়ে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন।

কারণ তিনটির সবগুলিরই মোকাবিলা করা যায় যদি রঙ্গালয়ে প্রবেশের ব্যয়কে মোট ব্যয়যোগ্য আয়ের একটি ভগ্নাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এইরূপ সংশোধনের ফল হিসাবে প্রাপ্ত অবস্থা ১০ নম্বর চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখা যাইবে, রঙ্গালয়ের টিকেটের জন্য একজন সাধারণ আমেরিকাবাসীর ব্যয় প্রসঙ্গে অসংশোধিত তথ্য যে বিস্ফোরণতুল্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে, তাহা কেবল প্রকৃত আয় হ্রাসের নির্দেশক। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাসমূহ কি বিভ্রান্তিকরই না হইতে পারে! এই দৃষ্টান্ত হইতে একটি সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।



রেখাচিত্র ১০

ইহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কালীনসারি রেখার মাধ্যমে চিত্রিত ঘটনাসমূহ স্বয়ং কিছু প্রকাশ করে না। সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় প্রায় প্রত্যেকটি বস্তুই প্রসারণশীল বলিয়া প্রসারণ প্রবণতার ব্যাখ্যায় বিচারবুদ্ধি নিয়োগ করিতে হইবে। কি ধরনের তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা মূল্যস্তর বৃদ্ধি বা ক্রমবর্ধমান আয় অথবা এই তিনটির জন্যই সংশোধন আবশ্যক হইতে পারে।

**কাল-পর্যায় নির্বাচন দ্বারা গতিধারার বিকৃতি সাধন ( Distorting Trends by Choice of the Time Period )**

অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ গতিধারার সম্ভাব্য অপব্যাখ্যা ভিন্নও পরিসংখ্যানীয় তথ্যের প্রয়োগকারীদের রেখাচিত্রের জন্য প্রথম ও শেষকাল পর্যায়ের অনিপুণ নির্বাচনজনিত প্রবণতা-বিকৃতির বিরুদ্ধে অবশ্যই সতর্ক থাকিতে হইবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

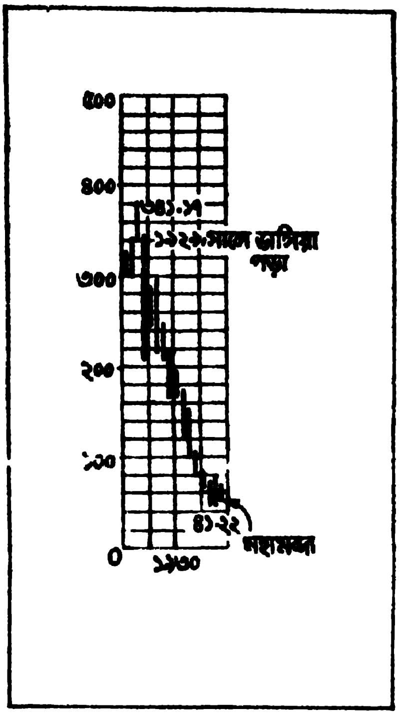
১১ নম্বর এবং ১২ নম্বর চিত্র দুইটিতে যথাক্রমে ১৯২৯-১৯৩২ এবং ১৯৭৩-১৯৭৫ এই বৎসরগুলিব্যাপী স্টক্-বিনিময় কেন্দ্রের গড় দরের আচরণ পরিলক্ষিত হইবে। উভয় ক্ষেত্রে একটি নিম্নমুখী গতিধারা সুস্পষ্ট; ইহা হইতে যে ব্যক্তি অপর কোনও তথ্য অবগত নহেন, তাঁহারও এই ধারণা হইবে যে স্টক্-বিনিময় কেন্দ্রে অর্থ বিনিয়োগ বিপজ্জনক।

কিন্তু কোন চালজ্ঞানযুক্ত শেয়ার-বিক্রেতা সতর্কতার সহিত অপর একটি বর্ষপুঞ্জ নির্বাচনের মাধ্যমে শেয়ার-বিনিময় কেন্দ্রের ঐ একই পরিসংখ্যানসমূহকে ব্যবহার করিয়া ঠিক বিপরীত একটি চিত্র তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইবেন। ১৩ নম্বর চিত্রে ১৯৪০-১৯৬৫ বর্ষসমূহব্যাপী স্টকের গড় মূল্যের আচরণ পরিদৃষ্ট হইবে। প্রসারণের দ্রুতগতি ও আকার সত্যই নাটকীয়। এক্ষেত্রে শেয়ার-বাজারে বিনিয়োগ বরং ভাল বলিয়া মনে হইবে।

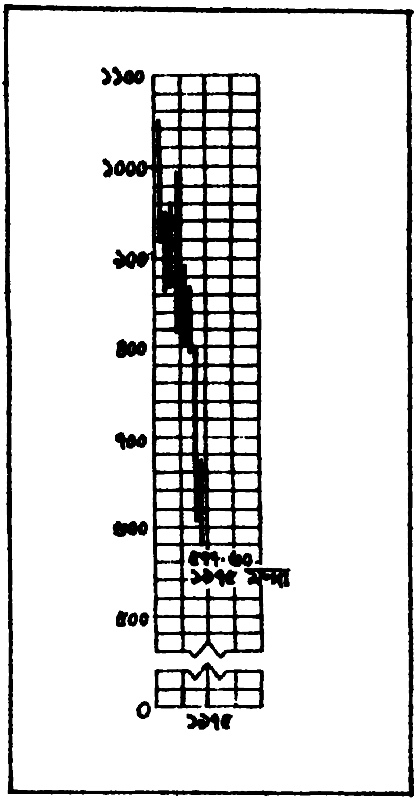
ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘতর ও কম পক্ষপাতদুষ্ট কালপর্যায় নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত অল্পতর বিকৃত চিত্র পাওয়া যাইবে ( ১৪ নম্বর চিত্র )। বিনিয়োগ কখন লাভজনক এবং কখন ক্ষতিকর চিত্রটি তাহারই নির্দেশক।

রেখাচিত্রের জন্য দুর্ভাগ্যজনক অথবা চালজ্ঞানযুক্ত কাল-পর্যায় নির্বাচনজনিত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত বিকৃতির বিরুদ্ধে নিয়ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

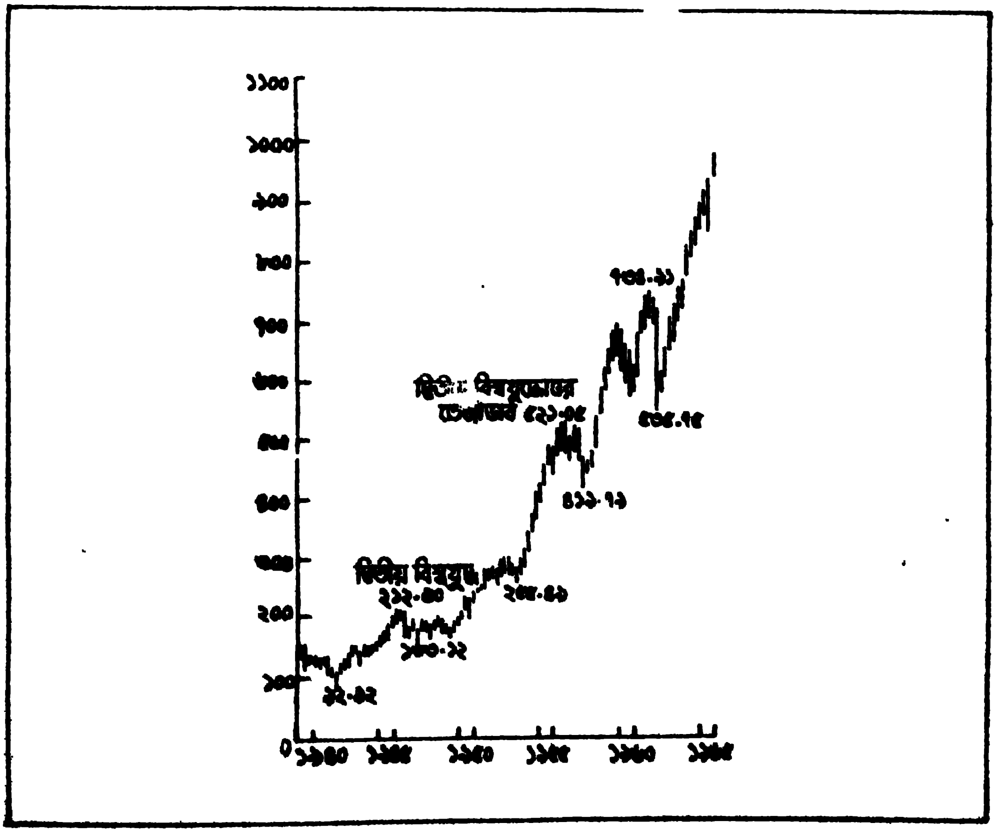
এইরূপ কোন নিয়ম নাই যাহার দ্বারা এই সঙ্কটের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা যায়, কিন্তু কতিপয় সতর্কতা অবলম্বনে সাহায্য হইতে পারে।

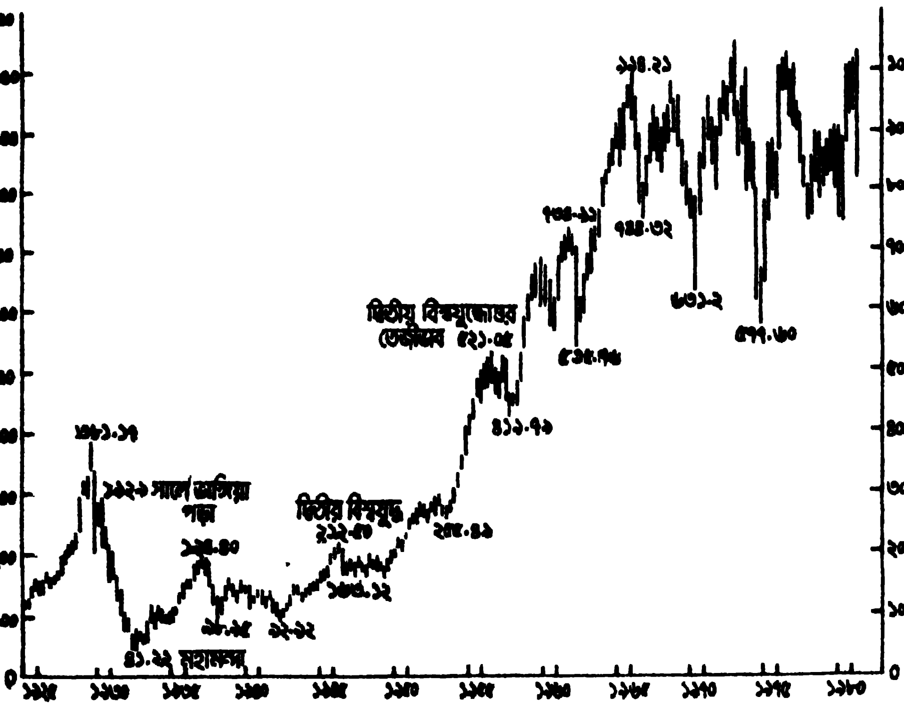



রেখাচিত্র ১১




রেখাচিত্র ১২






রেখাচিত্র ১৪

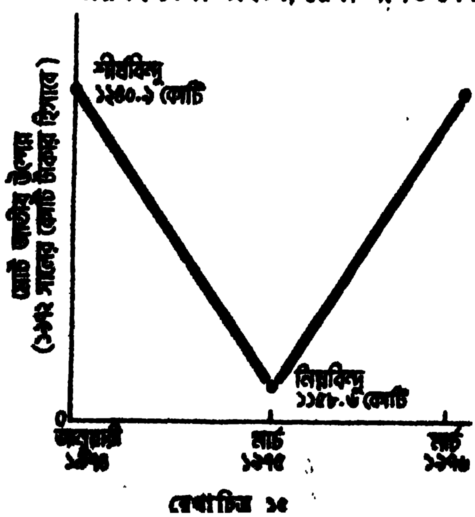
(১) এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকিতে হইবে যেন রেখাচিত্রে প্রদর্শিত প্রথম তারিখটি অস্বাভাবিক উচ্চ অথবা নিম্নবিন্দু না হয়। ১৯২৯ সালে শেয়ারের বাজার দাম অস্বাভাবিক উচ্চ ছিল; ইহার তুলনায় ঠিক পরবর্তী বৎসরগুলিতে একটি নিম্নাভিমুখী গতিধারা লক্ষ্য করা যায়।

(২) একই কারণে ইহাও অবশ্যই দেখিতে হইবে যেন রেখাচিত্রের শেষ তারিখটিও অসাধারণ-ভাবে উচ্চ বা নিম্নবিন্দু না হয় (যদিও ইহা অপরিহার্য হইতে পারে, যদি রেখাচিত্রটিতে যথাসম্ভব আধুনিক ফলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়)।

(৩) ইহাও নিশ্চিত হইতে হইবে যেন (কোন বিশেষ যুক্তিসাপেক্ষ না হইলে) রেখাচিত্রে কেবলমাত্র একটি অতি সংক্ষিপ্ত কালকে চিত্রিত করা না হয়—ইহা সহজেই প্রতিরূপবিরুদ্ধ হইতে পারে।

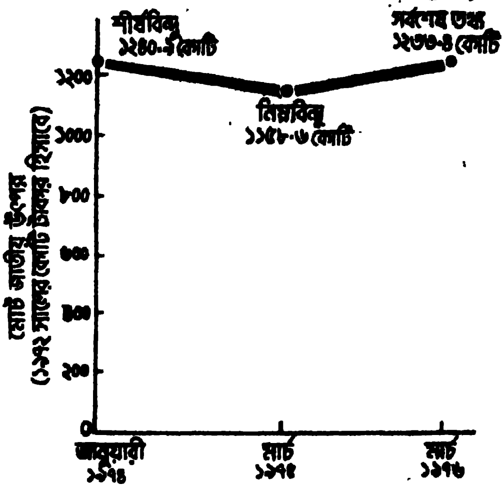
## মূলবিন্দু বর্জনের বিপদ (Dangers of Omitting the Origin)

প্রায়সই দেখা যাইবে, রেখা-বর্ণিত কোন অর্থনৈতিক চলের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে উহা অতি উচ্চ সংখ্যাসমূহ সংশ্লিষ্ট। ইহা যে সত্য তাহার উদাহরণ হইল, মোট জাতীয়উৎপাদন (GNP)-এর রেখাচিত্র—অর্থবিদ্যায় মোট উৎপাদন পরিমাপের ইহা অন্যতম পদ্ধতি। "তিন-শত-পরার্ধ ডলারের অর্থ-ব্যবস্থায়" মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) অঙ্ক-সংখ্যা কখনও শূন্যের নিকটবর্তী হয় না, শূন্য হইতে উহার অবস্থান সুদূর। সেক্ষেত্রে মূলবিন্দু এবং বিবেচ্যকালে বাস্তবতঃ দৃষ্ট নিম্নতম GNP অঙ্ক-সংখ্যার মধ্যবর্তী "অপ্রয়োজনীয় স্থান"টি বর্জনকরণ লোভনীয়। এইরূপ বর্জনের একটি দৃষ্টান্ত ১৫ নম্বর রেখাচিত্রের রেখাটি। ইহার নিম্নতম বিন্দু (যদিও ইহা কোথাও স্পষ্টতঃ উল্লেখিত নহে) প্রায় ১·১ শত-পরার্ধ ডলার।

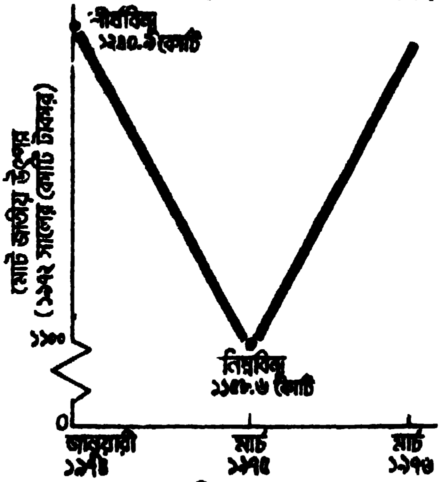



রেখাচিত্র ১৫

চিত্রটির ত্রুটি কি? উত্তর: চিত্রিত মোট জাতীয় উৎপাদনে (in GNP) পতন ও উত্থানের পরিমাণের বিপুল অতিরঞ্জন। ইহা দৃষ্টে ১৯৭৫ সালকে পশ্চাৎগতিকে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনামূলক মন্দা বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ইহার ফলে অর্থ-ব্যবস্থার চিত্রটি হইতে নিম্নাংশ অপসৃত হইয়াছে। মূল বিন্দু ও "অপ্রয়োজনীয় স্থান"-কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অধিকতর তথ্যবহুল একটি রেখা ১৬ নম্বর রেখাচিত্রে প্রদর্শিত হইল। লক্ষণীয়, এই বিকল্প উপস্থাপন বিষয়টিকে কিভাবে যথাযথ রূপে চিত্রিত করিয়াছে। দেখা যাইবে, ১৯৭৫ সালের অর্থ-ব্যবস্থায় মোট জাতীয় উৎপাদনে সত্যই অবনতি ঘটিয়াছিল, কিন্তু ইহা কোথাও প্রায় সেই পরিমাণ গভীর নহে, যে পরিমাণের ধারণা হয় একজন অসতর্ক পাঠকের সংবাদপত্র পাঠ করিয়া।




রেখাচিত্র ১৬




রেখাচিত্র ১৭

রেখাচিত্রে মূলবিন্দু বর্জন বিপজ্জনক, কারণ ইহাতে সংঘটিত পরিবর্তনগুলির পরিমাণের অতিরঞ্জন ঘটে।

ইহা সত্য যে কখনও কখনও মূলবিন্দুর অন্তর্ভুক্তি স্থানের এইরূপ অপচয় ঘটায় যে উহার অন্তর্ভুক্তি অবাঞ্ছিত হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে একটি উত্তম রীতি হইল, রেখাচিত্রে একটি সুস্পষ্ট সতর্কতাজ্ঞাপক ইঙ্গিত অন্তর্ভুক্ত করা, যাহাতে পাঠক স্মরণে রাখিতে পারেন যে মূলবিন্দু বর্জন করা হইয়াছে। ১৭ নম্বর রেখাচিত্রে একটি সতর্কতা-জ্ঞাপনের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

## রেখার খাড়াপনের উপর নির্ভরতার অভাব এবং একক নির্বাচন (Unreliability of Steepness and Choice of Units)

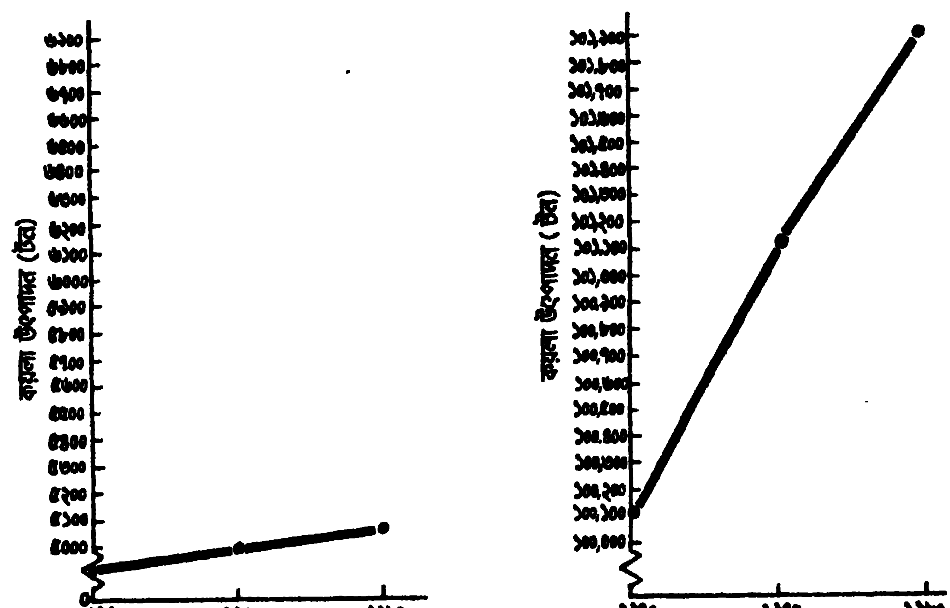
এখন যে শেষ প্রশ্নটি বিবেচনা করা হইবে তাহার ফলাফল সদ্য আলোচিত প্রশ্নটির অনুরূপ। প্রশ্নটি হইল, অর্থনৈতিক কোন রেখার খাড়াগতি হইতে যে ধারণাটি জন্মায় তাহার উপর কখনও আস্থা স্থাপন করা যায় না। শেয়ার বাজার দামের যে রেখা প্রখরভাবে ঊর্ধ্বগামী (অর্থাৎ বৃহৎ ধনাত্মক ঢাল-বিশিষ্ট), তাহা এই আপাত ধারণা সৃষ্টি করে যে দাম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং অপর যে রেখার উত্থানের হার অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত, তাহার আপাত তাৎপর্য এই যে দামবৃদ্ধি মন্থরগতিসম্পন্ন। কিন্তু রেখাটি কিভাবে অঙ্কিত হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া একই প্রকার পরিসংখ্যানীয় তথ্য হইতে অতি দ্রুত অথবা অতি মন্থরগতিতে ঊর্ধ্বগামী দুই প্রকার রেখারই সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সম্ভাবনার কারণটি হইল এই যে, অর্থবিদ্যার পরিমাপের কোন নির্দিষ্ট একক নাই। কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হন্দরে (শতশত পাউণ্ড) অথবা টনে প্রকাশ করা যাইতে পারে। দামের পরিমাণ পয়সা অথবা টাকা অথবা লক্ষ লক্ষ টাকার মাধ্যমে হইতে পারে। সময়ের পরিমাপ দিন অথবা মাস অথবা বৎসরের সাহায্যে করা যাইতে পারে। ইহাদের যে-কোন একটির নির্বাচন সম্পূর্ণ বৈধ, কিন্তু এই নির্বাচনজাত রাশিগুলির সাহায্যে অঙ্কিত রেখাটির আরোহণ অথবা অবরোহণের হারের সমগ্র পার্থক্যের কারণ ঐ নির্বাচনটি।

একটি উদাহরণ হইতে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ধরা যাউক, কোন খনিতে দৈনিক কয়লা উৎপাদনের পরিমাণগুলি ( কাল্পনিক ) নিম্নরূপ—উহাদের পরিমাণ হন্দর এবং টনে প্রদত্ত হইয়াছে ( উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১ টন=২০ হন্দর ):

| বৎসর | উৎপাদনের পরিমাণ ( টন ) | উৎপাদনের পরিমাণ ( হন্দর ) |
|---|---|---|
| ১৯৭০ | ৫০০০ | ১০০,০০০ |
| ১৯৭৫ | ৫০৫০ | ১০১,০০০ |
| ১৯৮০ | ৫০৯০ | ১০১,৮০০ |

এখন চিত্র ১৮ (ক) এবং ১৮ (খ) দ্রষ্টব্য—একটি চিত্রে রাশিগুলি টনে এবং অপরটিতে হন্দরে গৃহীত হইয়াছে। পরিমাপ-এককের পরিবর্তনে তথ্য নির্দেশক লেখটি সম্প্রসারিত অথবা সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে আপনা হইতেই উহার ঢালের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।




রেখাচিত্র ১৮

দুর্ভাগ্যবশত সকল সময় একই পরিমাপ-একক ব্যবহার স্বীকৃত হইলেই যে সমস্যাটির সমাধান হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মাংসের চাহিদা পরিমাপের জন্য পাউণ্ড উপযুক্ত একক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু বস্ত্র অথবা কয়লার চাহিদা পরিমাপের পক্ষে উহা মোটেই উপযুক্ত নহে। ডাকটিকিটের ক্ষেত্রে পয়সা উপযুক্ত অর্থ-সম্বন্ধীয় একক হইতে পারে, কিন্তু বিমান বা মোটরযানের মূল্য প্রকাশে উহা সুবিধাজনক একক নহে।

অর্থবিদ্যা-শাস্ত্রে সাধারণ রেখাচিত্রের ঢালের আপাত তাৎপর্যের উপর কদাপি অধিক আস্থা স্থাপন করা কাম্য নহে।

সমস্যাটির সমাধান করিতে অর্থবিদ্যাবিদগণ একটি প্রয়োজনীয় পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। হ্রাস-বৃদ্ধি পরিবর্তনের হিসাব "লক্ষ লক্ষ টন কয়লা" অথবা "লক্ষ লক্ষ ব্যারেল ( barrel ) তৈল," এইরূপ 'পরম' এককের মাধ্যমে না করিয়া তাঁহারা শতকরা বৃদ্ধিকে সাধারণ একক হিসাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেখা যাইবে, পরম এককের পরিবর্তে শতকরা একক প্রয়োগ দ্বারা সমস্যাটির পরিহার করা যায়। কারণটি অতি সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী উদাহরণের কয়লা উৎপাদনের কাল্পনিক

পরিমাণগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ১৯৭০ হইতে ১৯৭৫ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ টনে ( 5000 হইতে 5050 ) অথবা হন্দরে ( 100,000 হইতে 101,000 ) যাহাতেই লওয়া হউক না কেন, শতকরা বৃদ্ধি অভিন্ন থাকে—পঞ্চাশ যেমন 5000-এর শতকরা এক ভাগ, সেইরূপ এক হাজার 100,000-এর শতকরাএক ভাগ। এককের পরিবর্তন যেহেতু উভয় সংখ্যার সমানুপাতিক পরিবর্তন ঘটায়, ফলাফল সেইহেতু অভিন্ন—শতকরা হিসাবের অঙ্কে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

**সংক্ষিপ্তসার ( Summary )**

(১) অর্থনৈতিক ঘটনা চিত্রণে রেখার ব্যবহার এইরূপ বহুল যে রেখার অঙ্কন পদ্ধতি ও উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু ধারণা অর্জন করা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৌভাগ্যের বিষয়, অর্থবিদ্যা-শাস্ত্রে প্রচলিত রেখাগুলি অতি জটিল নহে।

(২) অধিকাংশ অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ দ্বি-চলবিশিষ্ট চিত্রমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানচিত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ পাঠের ন্যায় চিত্রগুলি হইতে তথ্যসমূহের পাঠ লওয়া হয়—প্রত্যেক বিন্দু যুগপৎ দুইটি চলের মান নির্দেশ করে।

(৩) কতকগুলি ক্ষেত্রে তিনটি চলের যুগপৎ প্রদর্শন অত্যাবশ্যক। এইরূপ ক্ষেত্রে অর্থবিদ্যাবিদগণ সমোন্নতি ( contour ) মানচিত্র ব্যবহার করেন। নামকরণ হইতে ধারণা করা যায় যে এইরূপ মানচিত্রে 'অক্ষাংশ', 'দ্রাঘিমাংশ' এবং 'উচ্চতা' সবগুলি যুগপৎ প্রদর্শিত হয়।

(৪) প্রায়ই রেখাচিত্রে অঙ্কিত একটি সরল অথবা বক্ররেখার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি উহার ঢালের বর্তায়—সংজ্ঞা অনুসারে ঢাল হইল উল্লম্ব পরিবর্তন ও অনুভূমিক পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগফল। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে যদি বক্ররেখাটি আরোহী হয় তবে উহার ঢাল ধনাত্মক এবং উহা অবরোহী হইলে উহার ঢাল ঋণাত্মক।

(৫) সংজ্ঞা অনুসারে রেখাটি সরলরেখা হইলে উহার সর্বত্র ঢালের পরিমাণ একই। বক্ররেখার ঢাল পরিবর্তিত হয়—কিন্তু উহার যে কোন বিন্দুতে ঢাল ঐ বিন্দুতে অঙ্কিত বক্ররেখাটির স্পর্শক সরলরেখার ঢালের সমান।

(৬) কালীনসারি রেখা হইল একটি বিশেষ ধরনের দ্বি-চল চিত্র—পরিসংখ্যানীয় তথ্য চিত্রণে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(৭) একটি মাত্র চিত্রে বিপুল পরিমাণ তথ্য সন্নিবেশিত করিতে কালীনসারি রেখার উপযোগিতা অসীম, কিন্তু যদি উহা সতর্কতার সহিত অঙ্কিত ও ব্যাখ্যাত না হয় তবে উহা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পরিমাপের এককের অনুপযুক্ত নির্বাচনের ফলে অথবা প্রসারণের সুস্পষ্ট উৎসের (যেমন সম্প্রসারী জনসংখ্যা) প্রয়োজনীয় সংশোধনের অভাবে প্রসারণ-প্রবণতা অতিরঞ্জিত হইতে পারে। মূল বিন্দুর বর্জন কালীনসারি রেখার উত্থান ও পতনকে উহাদের প্রকৃত অবস্থা অপেক্ষা অতিরঞ্জিত আকারে প্রতিভাত করে। অথবা, প্রারম্ভিক ও অন্তিম বিন্দুসমূহের সুকৌশল নির্বাচন দ্বারা একই তথ্যসমূহকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন চিত্র মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। এইরূপ রেখাসমূহের পাঠকদের—সংবাদপত্রের পাঠকরাও তাঁহাদের অন্তর্গত—এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই সতর্ক থাকিতে হইবে, নতুবা "ঘটনাসমূহ" ( the facts ) তাঁহাদের বিভ্রান্ত করিবে।

**পুনর্বিবেচনার জন্য ধারণা ( Concepts for Review )**

| | |
|---|---|
| দ্বি-চল চিত্র | Y-ছেদিতাংশ |
| অনুভূমিক ও উল্লম্ব অক্ষদ্বয় | মূলবিন্দুগামী রশ্মি, বা রশ্মি. |
| মূলবিন্দু ( রেখা চিত্রের ) | 45°-রেখা |
| সরল ( অথবা বক্র ) রেখার ঢাল | সমোন্নতি মানচিত্র ( contour maps ) |
| ঋণাত্মক, ধনাত্মক, শূন্য এবং অসীম ঢাল | কালীনসারি রেখা ( time series graph ) |
| বক্ররেখার স্পর্শক | |

# পরিশিষ্ট গ

## গাণিতিক টীকা ( MATHEMATICAL NOTES )

### সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা ( MACROECONOMICS )

**১। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ( The Marginal Efficiency of Capital )**

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বিনিয়োগ ( investment ) দুইটি চলের ( variables )-এর উপর নির্ভরশীল : (১) সুদের হার ও (২) মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ( marginal efficiency of capital )। কেইনস্‌ই এই দ্বিতীয় ধারণাটির প্রবর্তক। ইহা হইল এমন একটি ডিস্কাউন্ট হার ( discount rate ) যাহা কোন সম্পদের ( asset )—তাহা যন্ত্রপাতি হউক বা অন্যকিছু হউক—ক্রয়মূল্যের ( $C$ ) সহিত ইহা হইতে বিভিন্ন বৎসরে প্রত্যাশিত আয়ের ( $R$ ) সমতা সৃষ্টি করে।[১] একটি সমীকরণের সাহায্যে ইহা বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে :

$$(ক)\quad C=\frac{R_1}{১+e}+\frac{R_2}{(১+e)^2}+\frac{R_3}{(১+e)^3}+\cdots\cdots+\frac{R_n}{(১+e)^n}$$

এখন যদি $C$ ও $R$ এর মান ( value ) আমাদের জানা থাকে, তাহা হইতে পরীক্ষানিরীক্ষা পদ্ধতি ( trial and error method ) দ্বারা আমরা একটি সমীকরণ হইতে একটি অজ্ঞাতের ( unknown ), অর্থাৎ $e$-এর মান নির্ণয় করিতে পারি।

যদি প্রতি বৎসর একই হারে আয় হয়, অর্থাৎ $R_1=R_2=\cdots\cdots R_n=R$, তাহা হইলে উপরের (ক) সমীকরণটিকে নূতনভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায় :

$$(খ)\quad C=\frac{R}{১+e}+\frac{R}{(১+e)^2}+\cdots\cdots+\frac{R}{(১+e)^n}$$

$$=R[(১+e)^{-1}+(১+e)^{-2}+\cdots\cdots+(১+e)^{-n}]$$

এই সমীকরণের দুই দিককে $(১+e)^{-1}$ দ্বারা গুণ করিয়া আমরা নিম্নের সমীকরণটি পাই :

$$(গ)\quad C(১+e)^{-1}=R[(১+e)^{-2}+(১+e)^{-3}+\cdots\cdots+(১+e)^{-(n+1)}]$$

এখন সমীকরণ (খ) হইতে সমীকরণ (গ) বিয়োগ করিলে আমরা যে নূতন একটি সমীকরণ পাই তাহা হইল :

$$(ঘ)\quad C[১-(১+e)^{-1}]=R[(১+e)^{-1}-(১+e)^{-(n+1)}]$$

ইহার প্রতি পদকে আবার যদি $(১+e)$ দ্বারা গুণ করি তাহা হইলে পাই :

$$(ঙ)\quad C[১+e-১]=R[১-(১+e)^{-n}]$$

$$\text{অথবা,}\quad C[e]=R[১-(১+e)^{-n}]$$

এখন যদি উপরি-উক্ত মূলধন-দ্রব্য ( asset ) হইতে ক্রমাগত আয় হইতে থাকে তাহা হইলে আমরা জানি যে : যখন $n\to\infty$, $(১+e)^{-n}=0$। সুতরাং আমরা নিম্নের সমীকরণটি পাই :

$$(চ)\quad C[e]=R$$

$$\text{অথবা,}\qquad e=\frac{R}{C}.$$

যেহেতু $C$-এর ও $R$-এর যে মান আমাদের জানা আছে, সেহেতু $e$-এর হার অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়।

১. "It is that rate of return which equates the discounted value of future receipts generated by a capital asset with its acquisition cost." J.C. Poindexter

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি মূলধন-দ্রব্য ক্রয় করা হইল যাহার মূল্য হইল ৪২৭·০২ টাকা। ইহা হইতে প্রত্যাশিত বাৎসরিক আয় হইল ১০০ টাকা যাহা পাঁচ বছর পর্যন্ত পাওয়া যাইবে।

উপরের সমীকরণ (ক)-এ এই মানগুলি হইতে আমরা পাই :

$$৪২৭·০২=\frac{১০০}{১+e}+\frac{১০০}{(১+e)^২}+\frac{১০০}{(১+e)^৩}+\frac{১০০}{(১+e)^৪}+\frac{১০০}{(১+e)^৫}$$

এই সমীকরণটি সমাধান করিয়া আমরা $e$-এর মান যে ৫·৫ শতাংশ তাহা নির্ধারণ করিতে পারি। যদি মূলধন-দ্রব্যটির মূল্য ( $C$ ) হয় ৪৮৫·৩৫ টাকা, $e$ হইবে ১%। আবার $C$=২৯৯ টাকা হইলে $e$ হইবে ২০%।[১]

## ২। ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক আমানত সৃষ্টি ( Creation of Deposits by the Banking System )

যদি আমানত ও নগদ টাকা উভয় ১-এর মত বৃদ্ধি পায় তবে ব্যাংকগুলির নিকট (১$-r$)-এর উদ্বৃত্ত টাকা থাকিবে যাহা ঋণ দেওয়া যাইতে পারে। যখন নূতন ঋণগ্রহীতাগণ এই টাকা ব্যবহার করেন তখন জনসাধারণের নিকট $c$ অংশ থাকিয়া যায় এবং বাকী অংশ অর্থাৎ (১$-c$)(১$-r$) অন্যান্য ব্যাংকে জমা পড়ে।

সুতরাং প্রথম পর্যায়ে ১-এর মত আমানত ( ও নগদ টাকা ) বৃদ্ধি পাইলে দ্বিতীয় পর্যায়ে (১$-c$)(১$-r$) পরিমাণ আমানত বৃদ্ধি পায়। ইহার আবার এক অংশ ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয় এবং ইহা পুনরায় অন্যান্য ব্যাংকে জমা পড়ে, যাহার ফলে তৃতীয় স্তরে আবার আমানত বৃদ্ধি ঘটে। এই পর্যায়ে আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ হইল $(১-c)^২(১-r)^২$। এই পদ্ধতি ক্রমাগত চলিতে থাকে। সুতরাং সর্বশেষে যে আমানত বৃদ্ধি পায় তাহা হইল $\Delta D$। ইহাকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে :

$$\Delta D=১+(১-c)(১-r)+(১-r)^২(১-r)^২+\cdots\cdots$$
$$=\frac{১}{১-(১-c)(১-r)}$$

এখানে $r$ হইল ন্যূনতম নগদ টাকার হার যাহা ব্যাংকগুলি নিজেদের কাছে রাখিয়া দেয় এবং $c$ হইল নগদ টাকার যে-অংশ ব্যাংকে জমা না দিয়া জনসাধারণ নিজেদের কাছে রাখিয়া দেয়। এখন যদি $r$=0·১ এবং $c$=0·২ হয়, $\Delta D$ হইবে ৩·৬ কিন্তু $c=0$ হইলে $\Delta D$ হইবে ১০, কারণ এক্ষেত্রে $\Delta D$=১/$r$। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা কি পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করিতে পারে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : (১) নিজেদের নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা ও (২) জনসাধারণের নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা।

# ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা ( MICROECONOMICS )

## ১। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ( Elasticity of Demand )

চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা বর্ণনা করা হয় :

$$e=-১.\left[\frac{dx}{-dp}.\frac{p}{x}\right]$$

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক $p_0$=৪, $x_0$=১০০, $p_1$=২, $x_1$=১৫০. এখানে $e$ হইবে $\left(\frac{১৫০-১০০}{৪-২}\right).\frac{৪}{১০০}$=১।

১. "In solving for the rate that will make the present value of the returns from a capital asset during its life equal to its cost, we have the rate that Keynes called the marginal efficiency of capital." E. Shapiro

কিন্তু এই শতকরা হারের পরিবর্তন ( percentage change ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসুবিধার ( confusion ) সৃষ্টি করে। যেমন ধরা যাউক $p_0=৮$, $p_1=৬$, $x_0=১$, $x_1=৩$। এখানে দাম কমিলে $e$-এর মান হইবে এইরূপ :

$$e=-\left[\frac{২০০\%}{-২৫\%}\right]=৮.$$ কিন্তু দাম বাড়িলে $e$-এর মান হইবে এইরূপ :

$$e=-\left[\frac{৬৬\%}{৩৩\%}\right]=২.$$

এই কারণে নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করা হয় যাহা চাহিদার পরিমাণ ও দাম উভয়েরই হ্রাস-বৃদ্ধির গড়ের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

$$e=\frac{x_1-x_0}{x_1+x_0}+\frac{p_1-p_0}{p_1+p_0}$$ । এই সূত্রটি আরও নির্ভরযোগ্য ( accurate ) ফল প্রদান করে।

২। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহিত মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের সম্পর্ক ( Relation between T R & e )

যদি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান এককের সমান হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

অর্থাৎ : $TR=p.x=k$ ( constant )

অথবা $x=\frac{k}{p}$

এখন $\frac{dx}{dp}=-\frac{k}{p^2}$ হইবে।[১]

আমরা জানি যে $e=-\left[\frac{dx}{dp}.\ \frac{p}{x}\right]$

$$=\ -\left(\frac{-k}{p^2}.\ \frac{p}{x}\right)=\frac{p.x}{p^2}.\ \frac{p}{x}=\frac{p^2x}{p^2x}$$

$=1$ ( প্রমাণিত হইল )।

৩। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দামের সহিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সম্পর্ক ( Relation between p and MR under perfect competition )

আমরা জানি যে $R=f(x)=xp$ ; এখন $p$ যদি অপরিবর্তিত থাকে যাহা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারেই সম্ভব তাহা আমরা নিম্নের সম্বন্ধটি ( relation ) হইতে পাই :

$$MR=\frac{d}{dx}(TR)=f'(x)\ =p\frac{dx}{dx}+x.\frac{dp}{dx}$$

যেহেতু $\frac{dp}{dx}=0$, সেহেতু $MR=p$ ( প্রমাণিত হইল )

৪। উৎপাদন-ব্যয় ( Cost of Production )

স্বল্পকালীন মোট ব্যয়ের অপেক্ষককে ( function ) এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$C=k+f(x)$$

এখানে $C$ হইল মোট ব্যয়, $k$ হইল মোট স্থির ব্যয় এবং $f(x)$ হইল মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়।

---

১. সূত্রটি হইল এইরূপ : যদি $y=\frac{1}{x}$ হয় তাহা হইলে

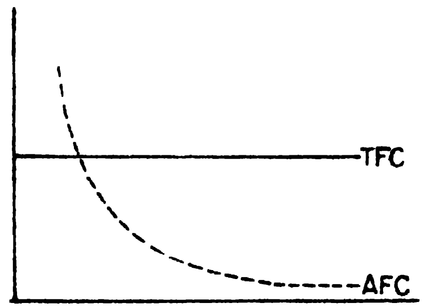
$\frac{dy}{dx}$ হইবে $-\frac{1}{x^2}$ ।

এখন গড় স্থির ব্যয় রেখা হইল একটি সমপরাবৃত্ত ( rectangular hyperbola ) কারণ অক্ষ দুইটির দৈর্ঘ্য সমান।

$$AC=\frac{C}{x}=\frac{k}{x}+\frac{f(x)}{x}$$

যাহার প্রথম অংশ হইল $AFC=\frac{k}{x}$ এবং দ্বিতীয় অংশ হইল $AVC=\frac{f(x)}{x}$

এখন যেহেতু $AFC=\frac{k}{x}$, $x.AFC=k$ এবং $AFC$ হইল একটি সমপরাবৃত্ত। মনে রাখিতে হইবে $AFC=\infty$ যখন $x=0$, $AFC$ শূন্য নহে। নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে ইহা দেখান হইয়াছে :




৫। গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক ( Relationship between AC and MC )

$$C=k+f(x)$$

$$MC=\frac{dC}{dx}=f'(x)$$

ইহা কোন প্রকারেই $k$-এর উপর নির্ভরশীল নহে।

প্রমাণ : $TC_n=FC_n+VC_n$ এবং

$$TC_{n-1}=FC_{n-1}+VC_{n-1}$$

সুতরাং $MC_n=TC_n-TC_{n-1}=VC_n-VC_{n-1}$

যেহেতু $FC_n=FC_{n-1}$ ( প্রমাণিত হইল )

প্রমাণ : আমরা আরও প্রমাণ করিতে পারি যে যখন গড় ব্যয় হ্রাস পায়, তখন প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম।

আমাদের প্রথমে দেখাইতে হইবে যে, $\frac{d(AC)}{dx}<0$, অর্থাৎ গড় ব্যয় হ্রাস পাইতেছে।

অর্থাৎ $$\frac{d\left(\frac{C}{x}\right)}{dx}=\frac{x.\frac{dC}{dx}-C.\frac{dx}{dx}}{x^2}<0$$

অথবা $\frac{dC}{dx}-\frac{C}{x}<0$ অথবা $\frac{dC}{dx}<\frac{C}{x}$

অথবা $MC<AC$ ( প্রমাণিত হইল )

৬। উৎপাদনের স্থিতিস্থাপকতা ( Elasticity of Production )

স্বল্পকালে একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের নিয়োগের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিলে মোট উৎপন্নের পরিমাণও পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনশীল উপকরণটির পরিবর্তনে মোট উৎপন্নের পরিমাণ কতটা

সাড়া দেয় উৎপাদনের স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে তাহারই পরিমাপ করা হয়। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে :

$$e_p = \frac{\text{মোট উৎপন্নের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{পরিবর্তনশীল উপকরণের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\text{মোট উৎপন্নে অনাপেক্ষিক পরিবর্তন/উৎপন্নের প্রাথমিক স্তর}}{\text{পরিবর্তনশীল উপকরণটির অনাপেক্ষিক পরিবর্তন/উপকরণটির নিয়োগের প্রাথমিক স্তর}}$$

$$= \frac{\Delta Q/Q}{\Delta F/F}$$

যেখানে $Q$ হইল মোট উৎপন্নের পরিমাণ এবং $F$ হইল পরিবর্তনশীল উপকরণটির পরিমাণ। ইহাকে এইভাবেই প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{\Delta Q}{\Delta F} \div \frac{Q}{F}$$

যেখানে $\Delta Q/\Delta^F$ হইল প্রান্তিক উৎপন্ন এবং $Q/L$ হইল গড় উৎপন্ন। সুতরাং উৎপাদন স্থিতিস্থাপকতা হইল প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্নের অনুপাত মাত্র।

## ৭। ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা ( Cost Elasticity )

ব্যয় অপেক্ষকের সাহায্যে মোট উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পাইলে মোট ব্যয় কতটা বৃদ্ধি পায় তাহা দেখান হয়। উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-ব্যয় কতটা সাড়া দেয় ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা তাহারই নির্দেশক। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$e_c = \frac{\text{উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{উৎপন্নের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\Delta C/C}{\Delta Q/Q}$$

যেখানে $C$ হইল মোট ব্যয় এবং $Q$ হইল মোট উৎপন্নের পরিমাণ। ইহাকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায় :

$$e_c = \frac{\Delta C}{\Delta Q} \div \frac{C}{Q}$$

যেখানে $\frac{\Delta C}{\Delta Q}$ হইল প্রান্তিক ব্যয় এবং $\frac{C}{Q}$ হইল গড় ব্যয়। সুতরাং ব্যয় অপেক্ষক হইল প্রান্তিব ব্যয় ও গড় ব্যয়ের অনুপাত মাত্র।

## ৮। পূর্ণাংগ ও বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণ ( Pricing under Perfect or Pure Competition )

$$R = f(x) = x.p,\ p = \bar{p}$$

$$MR = \frac{dR}{dx} = f'(x) = p$$

মোট মুনাফা $\pi = R - C = f(x) - g(x)$

প্রান্তিক মুনাফা বা মুনাফার পরিবর্তন $\frac{d\pi}{dx} = f'(x) - g'(x) = 0$ যাহা হইল মুনাফা সর্বাধিকি করণের শর্ত।

সুতরাং $f'(x) = g'(x)$

অর্থাৎ $MR = MC$ ( প্রমাণিত হইল )

মনে রাখিতে হইবে যে আরও একটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখাকে অবশ্যই নিম্ন হইতে ছেদ করিবে।

**৯। বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতার সূত্র ( The point elasticity formula )**

চাহিদা রেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে কিভাবে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায় সে সম্পর্কে পূর্বেই সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে ( ১০৪ পৃষ্ঠা। )

এখন ঐ একই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা করা যাইতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে $E_p$-মান নির্ধারণ করিতে হইলে সহজ কলবিদ্যার ( simple calculas ) সাহায্য লইতে হইবে। আমরা জানি যে :

$$E_p = -\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

ইহাকে এইভাবে লেখা যায় :

$$E_p = -\frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে হইলে ইহাকে এইভাবে নির্ণয় করিতে হইবে :

$$E_p = -\frac{P}{Q} \cdot \frac{dQ}{dP}$$

( দেখা যাইতেছে যে পুনরায় আমরা ঋণাত্মক চিহ্নটির অবতারণা করিয়াছি। )

এখানে $dQ/dP$ এই অনুপাতটি হইল দামের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদার অন্তরকলন ( derivative ), $P$ ও $Q$ হইল আসল দাম ও চাহিদার পরিমাণ যাহাদের পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতার মত আমরা $E_p$-র মান নির্ণয় করিতে চাই।

এই স্তরে পাঠ্যপুস্তকের ১৫৩ পৃষ্ঠার উদাহরণটির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। ১০.৯ রেখা চিত্রের $L$ বিন্দুতে যখন দাম হইল ৩৫ টাকা এবং চাহিদার পরিমাণ হইল ১.৪০০ ( ১.৪ ) তখন আমরা পাই :

$$E_p = -\frac{৩৫}{১.৪} \cdot \frac{dQ}{dP}$$

রেখাটির এই বিন্দুতে $dQ/dP$-এর মান হইল—০.০৯। এক্ষেত্রে $dQ/dP$-এর মান নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের চাহিদা রেখার সমীকরণটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ইহা হইল $Q = -০.০০২P^2 - ০.২৫P + 7 \lim ১০ \leq P \leq ৫০$। যখন ইহাকে $P$-এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্তরকলন (differentiate) করা হয় তখন আমরা পাই :

$$dQ/dP - ০.০০৪P - ০.২৩$$

যখন $P = ৩৫$ তখন আমরা পাই :

$$( ০.০০৪ \times ৩৫ ) - ০.২৩$$
$$dQ/dP = -০.০৯$$

সুতরাং

$$E_p = -\frac{৩৫}{১.৪} \times -০.০৯ = ২.২৫$$

ইহাই হইল চাহিদা রেখার $L$ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার নির্ভুল মান ( true value )। এ পর্যন্ত আমরা $E_p$-এর যে মানগুলি আমরা নির্ণয় করিয়াছি সেগুলি হইল মোটামুটিভাবে নির্ভুল ( approximately correct ), সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল নহে ( not absolutely correct )।

## পরিশিষ্ট ঘ

### মডেল প্রশ্নাবলী ও উহাদের উত্তর

**প্রশ্ন ১।** স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা U-আকৃতির হয় কেন ? [ C. U. B. A. 1986 ]

**উত্তর :** আমরা জানি যে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় হইল মজুরির হার এবং শ্রমিক সংখ্যার গুণফল, অর্থাৎ $TVC=W\times L=$১০০ টাকা$\times$৪$=$৪০০ টাকা। আবার মোট উৎপন্ন $Q$ হইল গড় উৎপন্ন এবং শ্রমিক সংখ্যার গুণফল মাত্র, অর্থাৎ $Q=AP\times L=$Rs. ১০$\times$৪$=$Rs. ৪০। অতএব আমরা গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়কে এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$AVC=\frac{TVC}{Q}=\frac{W\times L}{AP\times L}=\frac{W}{AP}=\frac{১০০}{১০}=১০ \text{ টাকা।}$$

প্রান্তিক উৎপন্ন ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে আমরা অনুরূপ একটি সম্পর্ক দেখাইতে পারি। আমাদের উদাহরণে অতিরিক্ত একজন শ্রমিককে নিয়োগ করা হইলে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ১০০ টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার ফলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৪ একক। অর্থাৎ এই অতিরিক্ত শ্রমিকটির অবদান হইল ৪ একক উৎপন্ন। ইহাকে প্রান্তিক উৎপন্ন বলা হয়। সুতরাং আমরা প্রান্তিক ব্যয়কে এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$MC=\frac{W}{MP}=\frac{১০০ \text{ টাকা}}{৪}=১২.৫০ \text{ টাকা}$$

অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বল্পকালে যখন মাত্র একটি পরিবর্তনশীল উপকরণ ব্যবহার করা হয় তখন নিম্নের সম্পর্ক দুইটি দেখিতে পাওয়া যায় :

$$AVC=\frac{W}{AP} \text{ এবং } MC=\frac{W}{MP}$$

$$\left[\text{কারণ } MC=\frac{\Delta TC}{\Delta Q}=\frac{\Delta TFC}{\Delta Q}+\frac{\Delta TVC}{\Delta Q}=\frac{\Delta L.W}{\Delta Q}=\frac{W}{\frac{\Delta Q}{\Delta L}}\right]$$

এই সম্পর্ক দুইটি হইতে আমরা গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখার আকৃতি নির্ধারণ করিতে পারি। (ক) যখন গড় উৎপন্ন বৃদ্ধি পায় তখন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস পায়। (খ) যখন গড় উৎপন্ন হ্রাস পায়, তখন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যেহেতু গড় উৎপন্ন প্রথমে বৃদ্ধি পায়, ইহার পর সর্বাধিক হয় এবং অবশেষে হ্রাস পায়, সেহেতু গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায়, ইহার পর ন্যূনতম হয় ( যখন গড় উৎপন্ন সর্বাধিক হয় ) এবং অবশেষে বৃদ্ধি পায়। গড় উৎপন্ন রেখার আকৃতি হইতে ইহা অনুসৃত হয় যে, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা U-আকৃতির হইবে।

দ্বিতীয় সম্পর্কটি হইতে আমরা দেখি যে, যখন প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়, তখন প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পায় ; যখন প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পায়, তখন প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যখন প্রান্তিক উৎপন্ন সর্বাধিক হয় তখন প্রান্তিক ব্যয় ন্যূনতম হয়।

যদি একটি ফার্ম স্বল্পকালে একাধিক ( অর্থাৎ বহুসংখ্যক ) পরিবর্তনশীল উপকরণ ব্যবহার করে তখনও এই একই ধরনের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। একই সংগে কতকগুলি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধি পাইবে এবং কতকগুলি উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পাইবে। কিন্তু স্বল্পকালে কতকগুলি উপকরণের নিয়োগের স্তর স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া কতকগুলি উপকরণের গড় উৎপন্ন হ্রাস ক্রমে অন্যান্য উপকরণগুলির গড় উৎপন্ন বৃদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে থাকে। ফলে গড়

পরিবর্তনশীল ব্যয় অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অবশেষে সকল উপকরণের গড় উৎপন্ন অবশ্যই হ্রাস পাইবে কারণ স্বল্পকালে কতকগুলি উপকরণের ব্যবহারের পরিমাণ সীমিত থাকে। এই একই যুক্তির সাহায্যে স্বল্পকালে বহুসংখ্যক পরিবর্তনশীল উপকরণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপন্ন এবং প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে একটি অনুরূপ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। অবশেষে উপকরণসমূহের প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাসের ফলে প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ধরা যাউক, উৎপাদন-ব্যবস্থায় $n$-সংখ্যক পরিবর্তনশীল উপকরণ আছে। এগুলির পরিমাণকে $F_1, F_2 \cdots F_n$ দ্বারা এবং উপকরণগুলির দামগুলিকে যথাক্রমে $p_1, p_2 \cdots p_n$ দ্বারা চিহ্নিত করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি :

$$AVC = \frac{p_1 F_1 + p_2 F_2 + p_3 F_3 + \cdots - + p_n F_n}{Q}$$

$$= \frac{p_1.F_1}{AP_1.F_1} + \frac{p_2.F_2}{AP_2.F_2} + \frac{p_3.F_3}{AP_3.F_3} + \cdots + \frac{p_n.F_n}{AP_n F_n}$$

$$= \frac{p_1}{AP_1} + \frac{p_2}{AP_2} + \frac{p_3}{AP_3} + \cdots + \frac{p_n}{AP_n}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{pi}{APi}.$$

যেখানে $APi$ হইল $i$ সংখ্যক উপকরণের গড় উৎপন্ন। যদি উপকরণগুলির গড় উৎপন্ন হ্রাস পায় তাহা হইলে একটি স্তরের পর গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে।

অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা প্রান্তিক ব্যয়কে এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$MC = \frac{p_1 \Delta F_1 + p_2 \Delta F_2 + p_3 \Delta F_3 + \cdots + p_n \Delta F_n}{\Delta Q}$$

$$= \frac{p_1 \Delta F_1}{\Delta Q} + \frac{p_2 \Delta F_2}{\Delta Q} + \frac{p_3 \Delta F_3}{\Delta Q} + \cdots + \frac{p_n \Delta F_n}{\Delta Q}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{pi}{MPi}$$

পূর্বের ন্যায় উপকরণসমূহের প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পাইলে একটি স্তরের পর প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

প্রশ্ন ২। ধর কলিকাতার ইডেন ময়দানে কোন একটি এক-দিবসীয় প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার সময় তোমাকে সেদ্ধ ডিম বিক্রয় করিবার একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হইল। প্রতিটি ডিমের উপর ব্যয় হইল ৫০ পয়সা। ইহার মধ্যে তোমার শ্রম ব্যয় ও অন্যান্য সকল ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা হইতে তুমি নিজের চাহিদা তালিকাটি প্রস্তুত করিলে। তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইহাই হইল চাহিদার সর্বাধিক নির্ভুল প্রাক্কলন ( estimate ) :

| দাম ( টাকার অংকে ) | ০·৯০ | ০·৯৫ | ১·০০ | ১·০৫ | ১·১০ | ১·১৫ | ১·২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দৈনিক চাহিদার ( বা বিক্রয়ের ) পরিমাণ ( সংখ্যায় ) | ২৪০০ | ২২০০ | ২০০০ | ১৮০০ | ১৬০০ | ১৪০০ | ১২০০ |

তোমার উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। অনুমান করা যাইতে পারে যে তোমার প্রাক্কলন হইল নির্ভুল। এই অনুমানের ভিত্তিতে (ক) চাহিদা তালিকাটির ১·০০ টাকা দামের

কাছাকাছি অংশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ কর। স্থিতিস্থাপকতার কোন ধারণাটি এখানে ব্যবহার করিবে তাহা ব্যাখ্যা কর।

(খ) একদিনে কতগুলি সিদ্ধ ডিম তুমি বিক্রয় করিবে এবং কি দাম ধার্য করিবে?

(গ) ধরা যাউক খেলা শেষ হইবার ঠিক এক ঘণ্টা পূর্বে তুমি দেখিলে যে তোমার নিকট 400টি ডিম পড়িয়া আছে। এই ডিমগুলি পচনশীল। ফলে সন্ধ্যার পরে এগুলি খাওয়া যাইবে না। সুতরাং তোমার অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। এখন তুমি পরিমাপ করিলে যে তুমি নিম্নলিখিত চাহিদা তালিকাটির সম্মুখীন হইয়াছ:

| দাম ( টাকার অংকে ) | ০·৭০ | ০·৬০ | ০·৫০ | ০·৪০ | ০·৩০ | ০·২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিক্রয়ের পরিমাণ ( প্রতি ঘণ্টায় ) সংখ্যায় | ১০০ | ১৫০ | ২০০ | ৩০০ | ৩৫০ | ৪০০ |

তুমি কি দাম ধার্য করিবে এবং কতকগুলি ডিম খেলার শেষে অবিক্রীত পড়িয়া থাকিবে?

**উত্তর**

(ক) ১·00 দামের কাছাকাছি অংশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল:

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের আনুপাতিক (শতকরা) পরিবর্তন}}{\text{দামের আনুপাতিক (শতকরা) পরিবর্তন}}$$

যখন দাম ১·00 টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১·0৫ টাকা হয়, তখন ইহার বৃদ্ধি হার হইল ৫ শতাংশ। ইহার ফলে চাহিদার পরিমাণ ২000 একক হইতে হ্রাস পাইয়া ১৮00 একক হয়। অর্থাৎ চাহিদা ১0 শতাংশ হ্রাস পায়।

$$\text{সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{১0 শতাংশ}}{\text{৫ শতাংশ}} = \text{২}।$$

বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে দাম যদি ১·00 টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া 0·৯৫ টাকা হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ ২000 একক হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২২00 একক হয়। এক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন হইল ৫ শতাংশ এবং চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হইল ১0 শতাংশ।

$$\text{সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{১0 শতাংশ}}{\text{৫ শতাংশ}} = \text{২}।$$

(খ) যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় মুনাফা সর্বাধিক করা তাহা হইলে তোমাকে এমন একটি স্তরে উপনীত হইতে হইবে যে স্তরে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান সর্বাধিক হয়। নিম্নের তালিকাটি দ্রষ্টব্য:

| দাম | বিক্রয়ের পরিমাণ | মোট বিক্রয়লব্ধ আয় | মোট ব্যয় | মুনাফা |
|---|---|---|---|---|
| ০.৯০ | ২৪০০ | ২১৬০ | ১২০০ | ৯৬০ |
| ০·৯৫ | ২২০০ | ২০৯০ | ১১০০ | ৯৯০ |
| ১·০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১·০৫ | ১৮০০ | ১৮৯০ | ৯০০ | ৯৯০ |
| ১·১০ | ১৬০০ | ১৭৬০ | ৮০০ | ৯৬০ |
| ১·১৫ | ১৪০০ | ১৬১০ | ৭০০ | ৯১০ |
| ১·২০ | ১২০০ | ১৪৪০ | ৬০০ | ৮৪০ |

দেখা যাইতেছে যে দাম ১·00 টাকা হইলে মুনাফা সর্বাধিক ( অর্থাৎ ১000 টাকা ) হয় এবং এই দামে ২000 ডিম বিক্রীত হয়।

(গ) পরিমাপ করিয়া দেখা হইয়াছে যে দিনের শেষে ৪০০টি ডিম পড়িয়া থাকে। এই ডিমগুলোকে প্রস্তুত করিতে মোট ব্যয় হইয়াছে ৪০০×০·৫০ টাকা=২০০ টাকা। সুতরাং এখানে লোকসান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং লোকসানের পরিমাণ ন্যূনতম করিতে হইলে ডিমের দাম এমনভাবে স্থির করিতে হইবে যে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় সর্বাধিক হয়। উপরের চাহিদা তালিকাটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিটি ডিমের দাম ০·৭০ টাকা ধার্য করা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৭০ টাকা। অনুরূপভাবে দাম ০·৬০ টাকা ধার্য করা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৯০ টাকা, দাম ০·৫০ টাকা হইলে ১০০ টাকা, দাম ০·৮০ টাকা হইলে ১২০ টাকা, দাম ০·৩০ হইলে ১০৫ টাকা এবং দাম ০·২০ টাকা হইলে ৮০ টাকা। সুতরাং দাম ০·৪০ টাকা স্থির করা হইলে বিক্রয়লব্ধ আয় সর্বাধিক (অর্থাৎ ১২০ টাকা) হইবে। এই অবস্থায় ১০০টি ডিম অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

**প্রশ্ন ৩।** নিম্নের চাহিদা-যোগান তালিকাটি বিবেচনা কর :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক-দ্রব্যের দাম (টাকার অংকে) | ১·০০ | ২·০০ | ৩·০০ | ৪·০০ | ৫·০০ |
| ক-দ্রব্যের দৈনিক চাহিদার পরিমাণ (টনের হিসাবে) | ২৫ | ১৫ | ১২ | ১০ | ৯ |
| ক-দ্রব্যের দৈনিক যোগানের পরিমাণ (টনের হিসাবে) | ৩ | ১২ | ১২ | ১৪ | ২৯ |

(ক) উন্মুখ বাজারে ক-দ্রব্যের ভারসাম্য দাম কি হইবে ?

(খ) প্রতিটি দামে যদি ক-দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ৪ টন করিয়া বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দ্রব্যটির দাম কি হইবে ?

(গ) যদি প্রথম অবস্থায় সরকার টন প্রতি ৫ টাকা ন্যূনতম দাম ধার্য করে তাহা হইলে ইহার ফল কি হইবে ?

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান কর।

**উত্তর**

(ক) উন্মুখ বাজারে ভারসাম্য দাম হইবে ৩ টাকা কারণ ঐ দামে চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণের সমান হইবে।

(খ) যদি প্রতিটি দামে চাহিদার পরিমাণ ৪ টন করিয়া বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দাম যদি ৪ টাকা হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ ১৪ টন হইবে এবং ইহা যোগানের পরিমাণের সহিত সমান হইবে।

(গ) সরকার যদি টন প্রতি ৫ টাকা ন্যূনতম দাম ধার্য করে তাহা হইলে এই দাম উন্মুখ বাজারের ভারসাম্য দাম অপেক্ষা অধিক হইবে। যদি দাম এই স্তরে কিছুকাল ধরিয়া স্থির থাকে তাহা হইলে যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণের অপেক্ষা অধিক হইবে—অর্থাৎ বাজারে উদ্বৃত্ত যোগান সৃষ্টি হইবে। এই অবস্থার মোকাবিলা করিতে হইলে দ্রব্যটিকে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করিতে হইবে। ইহার জন্য রপ্তানির উপর ভরতুকি (subsidy) প্রদান করিতে হইবে যাহাতে কম দামে দ্রব্যটিকে বিদেশে গ্রহণ করা হয়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে দ্রব্যটির একাংশ নষ্ট করিয়া ফেলা যাইতে পারে অথবা বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলিতে প্রেরণ করা যাইতে পারে। অন্য একটি সম্ভাবনা হইল এই যে সরকার দ্রব্যটির উৎপাদন হ্রাস করিতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি উৎপাদকের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট কোটা বাঁধিয়া দেওয়া যাহাতে কেহ ইচ্ছামত দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে না পারে। এইভাবে উৎপাদন হ্রাস করা সম্ভব হইলে উদ্বৃত্তের সমস্যা সৃষ্টি হইবে না।

**প্রশ্ন ৪।** যদি ভেটারজেন্টের দাম কেজি প্রতি ১৮ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ টাকা হয় তাহা হইলে মাসিক চাহিদার পরিমাণ ৩৫,০০০ কেজি হইতে হ্রাস পাইয়া ৩০,০০০ কেজি হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ কর।

উত্তর

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}} \text{।}$$

$$\text{এক্ষেত্রে ইহা হইবে } \left(\frac{৫,০০০/৩৫,০০০}{০২/১৮}\right) \times ১০০ \text{।}$$

প্রশ্ন ৫। যখন একটি পরিবারের বার্ষিক আয় ১০,০০০ টাকা ছিল তখন ইহা ৩ টাকা কেজি দামে ২০০ কেজি চাল ক্রয় করিত। পরবর্তী বৎসর ইহার আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১২,৫০০ টাকা হয় এবং ঐ বৎসর ৩·৫০ টাকা কেজি দামে ইহা ২৫০ কেজি চাল ক্রয় করিল। এই তথ্য হইতে কি তুমি চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে পার? যদি না পার তাহা হইলে কারণটি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

উত্তর: চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিবার সময় ধরিয়া লওয়া হয় ভোক্তার আয় ব্যতীত চাহিদা নির্ধারক অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে। এই অনুমানের ভিত্তিতে আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিমাণ কিরূপ সাড়া দেয় তাহার পরিমাপ করা যায়। আমাদের উদাহরণে ভোক্তার আয় ব্যতীত দ্রব্যটির বাজার দামেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ফলে চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা কেবলমাত্র আয়বৃদ্ধিরই ফল এইরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা সম্ভব নহে।

প্রশ্ন ৬। নিম্নে কলিকাতায় চীনা বাদামের সাপ্তাহিক চাহিদা ও যোগানের উপর কতকগুলি তথ্য প্রদান করা হইল:

| দাম (টাকার অংকে) | চাহিদার পরিমাণ (কেজির হিসাবে) | যোগানের পরিমাণ (কেজির হিসাবে) |
|---|---|---|
| ৯ | ১০০ | ৮০০ |
| ৭ | ৩০০ | ৬০০ |
| ৫ | ৫০০ | ৪০০ |
| ৩ | ৭০০ | ২০০ |
| ১ | ৯০০ | ০ |

(ক) তালিকাটি হইতে চাহিদা ও যোগান রেখা অংকন কর।

(খ) ভারসাম্য দামটি নির্ধারণ কর।

(গ) যদি দাম কেজি প্রতি ৭ টাকা হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত চাহিদা বা যোগানের পরিমাণ কি হইবে? দাম হ্রাস পাইয়া কেজি প্রতি ৩ টাকা হইলে কি অবস্থার সৃষ্টি হইবে?

(ঘ) ধরা যাউক প্রতিটি দামে চাহিদার পরিমাণ দ্বিগুণ হইল। এই অবস্থায় নূতন চাহিদা রেখাটি অংকন কর এবং নূতন ভারসাম্য দামটি নির্ধারণ কর।

(ঙ) প্রাথমিক তথ্য হইতে উদ্বৃত্ত চাহিদা অপেক্ষকটি (the excess demand function) প্রস্তুত কর।

(চ) বাদামের দাম যথাক্রমে কেজি প্রতি ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা ইত্যাদি হইলে প্রাথমিক চাহিদা রেখাটি হইতে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে পরিমাপ কর। এই তথ্যটিকে একটি রেখাচিত্রের রূপ প্রদান কর। (রেখাচিত্রটির অনুভূমিক অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে দেখাও)। কি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রীত হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় সর্বাধিক হইবে?

ইংগিত: ১ নম্বর উদাহরণটির ভিত্তিতে এই প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

(ক) এক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করা সম্ভব নহে কারণ কোন দামেই চাহিদার পরিমাণের সহিত যোগানের পরিমাণের সমতা সৃষ্টি হয় না।

(খ) অবশ্য প্রতিটি দামে যদি চাহিদার পরিমাণ দ্বিগুণ হয় একমাত্র তাহা হইলেই আমরা ভারসাম্যের সন্ধান পাই। চাহিদার পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে ভারসাম্য দাম হইবে ৭ টাকা। এই অবস্থায় আমরা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি। ইহাকে নিম্নে পেশ করা হইল :

| দাম ( টাকার অংকে ) | চাহিদার পরিমাণ ( কেজির হিসাবে ) | মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ( টাকার অংকে ) |
|---|---|---|
| ৯ | ২০০ | ১৮০০ |
| ৭ | ৬০০ | ৪২০০ |
| ৫ | ১০০০ | ৫০০০ |
| ৩ | ১৫০০ | ৪৫০০ |
| ১ | ১৮০০ | ১৮০০ |

সুতরাং বিক্রয়ের পরিমাণ ১000 কেজি হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় সর্বাধিক হয়।

প্রশ্ন ৭। নিম্নের তালিকাটিতে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

| পরিবর্তনশীল উপকরণের ব্যবহার | মোট উৎপন্ন | গড় উৎপন্ন | প্রান্তিক উৎপন্ন |
|---|---|---|---|
| ১ | — | ২০ | — |
| ২ | — | — | ৩৪ |
| ৩ | ৮১ | — | — |
| ৪ | — | ২৬ | — |
| ৫ | — | — | ২১ |
| ৬ | ১৩৮ | — | — |
| ৭ | — | ২১ | — |
| ৮ | — | — | — |
| ৯ | ১৫৩ | — | ৫ |
| ১০ | — | ১৫ | — |

উত্তর

| মোট উৎপন্ন | গড় উৎপন্ন | প্রান্তিক উৎপন্ন |
|---|---|---|
| ২০ | ২০ | ২০ |
| ৫৪ | ২৮ | ৩৪ |
| ৮১ | ২৭ | ২৭ |
| ১০৪ | ২৬ | ২৩ |
| ১১৭ | ২৩·৫ | ১৩ |
| ১৩৮ | ২৩ | ২১ |
| ১৪৭ | ২১ | ৯ |
| ১৪৮ | ১৮·৫ | ১ |
| ১৫৩ | ১৭ | ৫ |
| ১৫০ | ১৫ | —৩ |

প্রশ্ন ৮। ধরা যাউক একটি ফার্ম শ্রম ($L$) এবং মূলধন ($K$) এই দুইটি পরিবর্তনশীল উপকরণ ব্যবহার করিয়া একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে। তোমার নিকট নিম্নের তথ্যটি আছে :

$$P_L = ২ \text{ টাকা}, P_k = ৩০ \text{ টাকা}, MP_L = ৪, MP_k = ৪০$$

(ক) ফার্মটি কি দক্ষতার সহিত উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাইতেছে ? ব্যাখ্যা কর।

(খ) ইহা কি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্ত মূলধনের তুলনায় শ্রমের পরিমাণ অথবা শ্রমের তুলনায় মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিবে ? তোমার উত্তরটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : একটি ফার্মের উদ্দেশ্ত হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। ইহার জন্ত মোট ব্যয়কে ন্যূনতম করিতে হইবে। উৎপাদনতত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে মোট ব্যয় তখনই ন্যূনতম হয় যখন সমোৎপাদন রেখার ঢাল $\left(\text{অর্থাৎ } \frac{MP_L}{MP_k}\right)$ সম ব্যয় রেখার ঢাল $\left(\text{অর্থাৎ } \frac{P_L}{P_k}\right)$-এর সমান হয়

$$\text{এক্ষেত্রে } \frac{MP_L}{MP_k} = \frac{১}{১০} \text{ এবং } \frac{P_L}{P_k} = \frac{১}{১৫}$$

$$\text{অর্থাৎ } \frac{MP_L}{MP_k} > \frac{P_L}{P_k}$$

ইহা হইতে অনুসৃত হয় যে $MP_L > P_L$ এবং $MP_K < P_K$। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরির হার অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একটি ফার্মের পক্ষে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে মূলধনের পরিবর্তে অধিক শ্রম ব্যবহার করাই কাম্য। ইহার ফলেই উপকরণ দুইটির ন্যূনতম ব্যয় সমন্বয়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে।

প্রশ্ন ৯। একটি ফার্ম শ্রম ও মূলধনের তিন সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। শ্রমের একক প্রতি মূল্য ( অর্থাৎ মজুরির হার ) হইল ২ টাকা এবং মূলধনের একক প্রতি মূল্য ( অর্থাৎ সুদের হার ) হইল ৪ টাকা। উৎপাদন পদ্ধতি তিনটি হইল এইরূপ :

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| শ্রম ( একক ) | ৫ | ৬ | ২ |
| মূলধন ( একক ) | ৭ | ৬ | ৯ |

(ক) কোন্ উৎপাদন পদ্ধতিটি নির্বাচন করা হইবে ?

(খ) যদি শ্রমের মূল্য একক প্রতি বৃদ্ধি পাইয়া ৪ টাকা হয় এবং মূলধনের মূল্য হ্রাস পাইয়া ৩ টাকা হয় তাহা হইলে কোন্ উৎপাদন পদ্ধতিটি নির্বাচন করা হইবে ?

উত্তর : (ক) যে উৎপাদন পদ্ধতিটি নির্বাচন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে সেইটা নির্বাচন করা হইবে। সুতরাং তিনটি বিকল্প উৎপাদন পদ্ধতির মোট ব্যয়ের তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে :

$$\text{মোট ব্যয়} = P_L . L + P_k . K$$

| | |
|---|---|
| A পদ্ধতি | ২×৫+৪×৭=৩৮ টাকা |
| B পদ্ধতি | ২×৬+৪×৫=৩২ টাকা |
| C পদ্ধতি | ২×২+৪×৯=৪০ টাকা |

সুতরাং দ্বিতীয় উৎপাদন পদ্ধতিটি নির্বাচিত হইবে।

(খ) উপকরণ দুইটির দামের পরিবর্তন ঘটিলে উহাদের ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটিবে। এক্ষেত্রে আমরা পাই :

| | মোট ব্যয় |
|---|---|
| *A*-পদ্ধতি | ৪×৫+৩×৭=৪১ টাকা |
| *B*-পদ্ধতি | ৪×৬+৩×৫=৩৯ টাকা |
| *C*-পদ্ধতি | ৪×২+৩×৯=৩৫ টাকা |

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি নির্বাচিত হইবে।

প্রশ্ন ১০। ধরা যাউক একটি ফার্ম একটি নির্দিষ্ট কারখানায় মাত্র একটি পরিবর্তনশীল উপকরণ ব্যবহার করিয়া উৎপাদনকার্য চালায়। নিম্নের সারণিতে মোট উৎপন্নের পরিমাণ দেওয়া হইল। ইহা হইতে উপকরণটির গড় ও প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ নির্ণয় কর। রেখাচিত্রের সাহায্যে গড় ও প্রান্তিক উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

| পরিবর্তনশীল উপকরণের ব্যবহার | মোট উৎপন্ন | গড় উৎপন্ন | প্রান্তিক উৎপন্ন |
|---|---|---|---|
| ১ | ১০০ | | |
| ২ | ২৫০ | | |
| ৩ | ৪১০ | | |
| ৪ | ৫৬০ | | |
| ৫ | ৭০০ | | |
| ৬ | ৮৩০ | | |
| ৭ | ৯৪৫ | | |
| ৮ | ১,০৫০ | | |
| ৯ | ১,১৪৬ | | |
| ১০ | ১,২৩৪ | | |

উপরের সারণিটি হইতে নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) যখন প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়, তখন গড় উৎপন্নের ক্ষেত্রে কি ঘটে ?

(খ) যে মুহূর্তে প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পায় সে মুহূর্তে গড় উৎপন্নও কি হ্রাস পায় ? অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্নের মধ্যে কোনটি প্রথমে হ্রাস পায় ?

(গ) যখন গড় উৎপন্ন সর্বাধিক হয় তখন প্রান্তিক উৎপন্ন কি গড় উৎপন্ন অপেক্ষা কম অথবা গড় উৎপন্নের সমান অথবা গড় উৎপন্ন অপেক্ষা অধিক হয় ?

ইংগিত : ১নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

প্রশ্ন ১১। পূর্বের প্রশ্নে ফিরিয়া যাও। মোট উৎপন্নের পরিমাণ পূর্ব হইতে দেওয়া আছে এবং ইহা হইতে তুমি গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন নির্ধারণ করিয়াছ। এখন তোমাকে কয়েকটি অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করা হইল :

(ক) একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট স্থির ব্যয় হইল ২২০ টাকা।

(খ) একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় হইল ১০০ টাকা। এই তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের সারণিটি পূর্ণ কর :

| পরিবর্তনশীল উপকরণটির ব্যবহার | উৎপন্ন মোট | উৎপন্ন গড় | উৎপন্ন প্রান্তিক | ব্যয় স্থির | ব্যয় পরিবর্তনশীল | ব্যয় মোট | গড় ব্যয় স্থির | গড় ব্যয় পরিবর্তনশীল | গড় ব্যয় মোট | প্রান্তিক ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০০ | | | | | | | | | |
| ২ | ২৫০ | | | | | | | | | |
| ৩ | ৪১০ | | | | | | | | | |
| ৪ | ৫৬০ | | | | | | | | | |
| ৫ | ৭০০ | | | | | | | | | |
| ৬ | ৮৩০ | | | | | | | | | |
| ৭ | ৯৪৫ | | | | | | | | | |
| ৮ | ১,০৫০ | | | | | | | | | |
| ৯ | ১,১৪৬ | | | | | | | | | |
| ১০ | ১,২৩৪ | | | | | | | | | |
| ১১ | ১,৩১৪ | | | | | | | | | |
| ১২ | ১,৩৮৪ | | | | | | | | | |
| ১৩ | ১,৪৪৪ | | | | | | | | | |
| ১৪ | ১,৪৯৪ | | | | | | | | | |
| ১৫ | ১,৫৩৪ | | | | | | | | | |
| ১৬ | ১,৫৬৪ | | | | | | | | | |
| ১৭ | ১,৫৮৪ | | | | | | | | | |
| ১৮ | ১,৫৯৪ | | | | | | | | | |

প্রশ্ন ১২। ধরা যাউক একক প্রতি শ্রম ব্যয় হইল ১০ টাকা এবং একক প্রতি মূলধন ব্যয় হইল ৫ টাকা। উপকরণ দুইটির ন্যূনতম ব্যয় সমন্বয়গুলি নিম্নের সারণিটিতে পেশ করা হইল :

| উৎপন্ন | শ্রম | মূলধন |
|---|---|---|
| ১০০ | ৫ | ১০ |
| ২০০ | ৬ | ১২ |
| ৩০০ | ৮ | ১৪ |
| ৪০০ | ১০ | ২০ |
| ৫০০ | ১৩ | ২৮ |
| ৬০০ | ১৮ | ৩৮ |
| ৭০০ | ২৪ | ৫৪ |

(ক) উপরের সারণিটির উপর ভিত্তি করিয়া একটি ব্যয় তালিকা প্রস্তুত কর। এই ব্যয় তালিকায় দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় এবং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় দেখাও।

(খ) রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ব্যয় অপেক্ষকগুলিকে প্রকাশ কর।

(গ) মোটামুটি উৎপন্নের কোন্ স্তরে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ন্যূনতম হয় ?

(ঘ) উৎপন্নের কোন্ কোন্ প্রসারে ( range ) আয়তনজনিত ব্যয়সংকোচের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ? উৎপন্নের কোন্ স্তর আয়তনজনিত ব্যয়বৃদ্ধির নির্দেশক ?

প্রশ্ন ১৩। নিম্নের সারণিটিতে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

| উৎপন্ন | মোট ব্যয় | স্থির ব্যয় | পরিবর্তনশীল ব্যয় | গড় স্থির ব্যয় | গড় মোট ব্যয় | প্রান্তিক ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ১০০ টাকা | ৯০০ টাকা | — | — > | |
| ২ | | | | ৮৫০ | — > | — |
| ৩ | | | | — | — > | ৭০০ টাকা |
| ৪ | | | | ৮০০ | — > | — |
| ৫ | | | | | ৯০০ > | — |
| ৬ | | | | | — > | ১৫,০০ টাকা |
| ৭ | | | ৭,৯০০ টাকা | | — > | — |
| ৮ | | | | | ১,৩০০ > | — |
| ৯ | ১৪,০০০ টাকা | | | | — | |

প্রশ্ন ১৪। কল্পনা কর যে রুচির পরিবর্তনের ফলে ভোগ অপেক্ষকটি জাতীয় আয়ের প্রতিটি স্তরে ২০ কোটি টাকার মত ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করে। দেখাও যে ইহার ফলে জাতীয় আয় ৬০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে ( যদি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{2}{3}$ হয় )। যদি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{4}{5}$, অথবা $\frac{1}{2}$ অথবা $\frac{9}{10}$ হইত তাহা হইলে জাতীয় আয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত ?

প্রশ্ন ১৫। নিম্নের সারণিটির খালি অংশগুলি ভর্তি কর :

| পরিবর্তনশীল উপকরণগুলির | মোট উৎপন্ন | গড় উৎপন্ন | প্রান্তিক উৎপন্ন |
|---|---|---|---|
| ১ | — | ২০ | — |
| ২ | — | — | ৩৪ |
| ৩ | ৮১ | — | — |
| ৪ | — | ২৬ | — |
| ৫ | — | — | — |
| ৬ | ১৫৮ | — | ২১ |
| ৭ | — | ২১ | — |
| ৮ | — | — | — |
| ৯ | ১৫৩ | — | ৫ |
| ১০ | — | ১৫ | — |

প্রশ্ন ১৬। ধর এক ব্যক্তির ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর কোন আস্থা নাই। তিনি ব্যাংক হইতে ১000 টাকা তুলিয়া বাড়ীর পিছনে মাঠের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন। ইহার ফলে দেশের অর্থের মোট যোগান কি প্রভাবিত হইবে ? বিস্তারিতভাবে ( অর্থাৎ ধাপে ধাপে ) আলোচনা কর।

প্রশ্ন ১৭। ধরা যাউক একটি মেসিনের উপর ব্যয় হইল ১000 টাকা এবং ঘন্টা প্রতি মজুরি হইল ৫ টাকা। এই তথ্য হইতে নিম্নের সারণির উপর ভিত্তি করিয়া একটি ফার্মের ব্যয় রেখা অংকন কর।

সারণি : মেসিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া, শ্রমের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া সাইকেল উৎপাদন

| মেসিনের নির্দিষ্ট সংখ্যা | শ্রমের পরিমাণ ( ঘণ্টার হিসাবে ) | সাইকেলের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ৬ | ০ | ০ |
| ৬ | ২৫০ | ২৫ |
| ৬ | ৫০০ | ৬০ |
| ৬ | ৭৫০ | ১০২ |
| ৬ | ১,২৫০ | ১৫০ |
| ৬ | ১,৫০০ | ১৯০ |
| ৬ | ১,৭৫০ | ২২৩ |
| ৬ | ২,০০০ | ২৪১ |
| ৬ | ২,২৫০ | ২৬১ |

প্রশ্ন ১৮। নিম্নলিখিত উদাহরণে ১৯৮০ হইতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের শতকরা পরিবর্তন : (ক) ১৯৭০ সালের দামে এবং (খ) ১৯৮৫ সালের দামে নির্ধারণ কর :

| ১৯৭০ | | |
|---|---|---|
| | কমলালেবু | খেলনা |
| দাম | ২ টাকা | ১ টাকা |
| পরিমাণ | ১,০০০ | ২,০০০ |

| ১৯৮৫ | | |
|---|---|---|
| | কমলালেবু | খেলনা |
| দাম | ৩ টাকা | ২ টাকা |
| পরিমাণ | ৩,০০০ | ২,৫০০ |

কোন্ পরিমাপটি—১৯৭০ সালের দামে অথবা ১৯৮৫ সালের দামে—শতাংশের হিসাবে মোট উৎপন্নের অধিক পরিবর্তন দেখায় ?

প্রশ্ন ১৯। নিম্নের সারণিতে ক-কার্মের সাপ্তাহিক ব্যয় ও বিক্রয়লব্ধ আয়ের উপর কতকগুলি তথ্য সরবরাহ করা হইল :

| উৎপন্নের পরিমাণ ( একক ) | মোট ব্যয় ( '০০০ টাকা ) | মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ( '০০০ টাকা ) |
|---|---|---|
| ৪ | ৪৭ | ৭৬ |
| ৫ | ৫৭ | ৯০ |
| ৬ | ৬৬ | ১০২ |
| ৭ | ৭৪ | ১২০ |
| ৮ | ৮০ | ১২৬ |
| ৯ | ৮৫ | ১৩০ |
| ১০ | ৯১ | ১৩২ |
| ১১ | ৯৯ | ১৩২ |
| ১২ | ১১০ | |

অনুমান কর যে কেবল গোটা এককই ( whole unit ) প্রস্তুত করা হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য ভগ্নাংশ উপেক্ষা কর।

(ক) কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হইলে ক-কার্মের মুনাফা সর্বাধিক হইবে ?

(খ) ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিবার প্রান্তিক ব্যয় কত ?

(গ) ক-কার্মের উপর এককালীন (i) 40,000 টাকা এবং (ii) 45,000 টাকা কর ধার্য করা হইলে ইহার উৎপন্নের উপর এই করের কি ফল হইবে ?

(ঘ) ধরা যাউক, কর বসাইবার পূর্বে একটি নূতন ক্রেতা ফার্মটিকে প্রতি সপ্তাহে ৫ একক দ্রব্য সরবরাহের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদানে ইচ্ছুক ছিল। অনুমান কর যে উপরের ব্যয় তালিকাটির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই এবং অতিরিক্ত দ্রব্য উপরের বিক্রয়লব্ধ আয় তালিকা অনুসারে বিক্রয় করা যাইবে। এখন প্রশ্ন হইল : ক-ফার্ম কি নূতন ক্রেতার সহিত চুক্তিটি সাক্ষর করিবে ? যদি কোন অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহা কি দামে বিক্রীত হইবে ?

উত্তর। (ক) আমরা জানি যে মুনাফা তখনই সর্বাধিক হয় যখন মোট বিক্রয়লব্ধ আয় এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান সর্বাধিক হয়। যখন উৎপন্নের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহে ৯ একক হয় তখনই ইহা ঘটে। এই অবস্থায় মোট মুনাফার পরিমাণ হইল 41,000 টাকা।

(খ) ১০ একক দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে হইলে যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহাই হইল ইহার প্রান্তিক ব্যয়। এক্ষেত্রে ১০ একক দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় হইল ৯১,000 টাকা এবং ৯ একক দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয় হইল ৮৫,000 টাকা। সুতরাং ১০ একক দ্রব্যটি উৎপাদন করিবার প্রান্তিক ব্যয় হইল ৯১,000 টাকা—৮৫,000 টাকা=৬000 টাকা।

(গ) (i) যদি এককালীন 40,000 টাকার মত কর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপন্নের প্রতিটি স্তরে স্থির ব্যয় সমপরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে চলতি দামে একমাত্র ৯ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলেই মুনাফার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। এক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে মুনাফার পরিমাণ হইবে মাত্র ১০০০ টাকা। উৎপন্নের অন্যান্য সকল স্তরেই লোকসান হইবে।

(ii) যদি 45,000 টাকা এককালীন কর স্থাপন করা হয় তাহা হইলে দ্রব্যটি উৎপাদন করা মোটেই লাভজনক হইবে না। বস্তুত, উৎপন্নের কোন স্তরেই মোট বিক্রয়লব্ধ আয় মোট ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে না। সুতরাং উৎপন্নের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন ফার্মটি লোকসানের সম্মুখীন হইবে। যদি ফার্মটি পূর্ব হইতে ইহা অনুমান করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে কর প্রদান অপেক্ষা শিল্প ত্যাগই ইহার পক্ষে অধিক কাম্য। যদি ফার্মটির পক্ষে পূর্ব হইতে ইহা অনুমান করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে ইহা স্বল্পকালে কোনক্রমে উৎপাদনকার্য চালাইয়া যাইবে ( যদি অবশ্য ইহার পক্ষে পরিবর্তনশীল ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হয়। )

(ঘ) প্রশ্নের শেষাংশের সঠিক উত্তর প্রদান করিতে হইলে উৎপন্নের প্রতিটি স্তরে গড় বিক্রয়লব্ধ আয়কে বিবেচনা করিতে হইবে। ইহার পর যদি অনুমান করা হয় যে উৎপন্নের প্রথম ৫ একক ১,00,000 টাকায় বিক্রীত হয় তাহা হইলে বাকী এককগুলি গড় বিক্রয়লব্ধ আয়ে ( অর্থাৎ বাজার দামে ) বিক্রীত হইবে এবং এই অবস্থায় মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হইবে। নিচের সারণিটি দ্রষ্টব্য।

| উৎপন্নের পরিমাণ ( একক ) | মোট ব্যয় ( '000 টাকা ) | গড় বিক্রয়লব্ধ আয় =মোট আয়÷উৎপন্নের পরিমাণ ( '000 টাকা ) | মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ( বিশেষ অর্ডার ধরিয়া ) ( '000 টাকা ) |
|---|---|---|---|
| ৪ | ৪৭ | ১৯ | ১০০ |
| ৫ | ৫৭ | ১৮ | ১১৭ |
| ৬ | ৬৬ | ১৭ | ১৩২ |
| ৭ | ৭৪ | ১৬ | ১৪৫ |
| ৮ | ৮০ | ১৫ | ১৫৬ |
| ৯ | ৮৫ | ১৪ | ১৬৫ |
| ১০ | ৯১ | ১৩ | ১৭২ |
| ১১ | ৯৯ | ১২ | ১৭৭ |
| ১২ | ১১০ | ১১ | |

এক্ষেত্রে মুনাফা-সর্বাধিকীকারী উৎপন্নের পরিমাণ হইল ১০ একক। ইহার কারণ এই স্তরে মোট মুনাফা হইল ৭৪,০০০ টাকা। উৎপন্নের অন্যান্য কোন স্তরে এই পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব নহে। সুতরাং ক-কার্যটি চুক্তিকে গ্রহণ করিবে কারণ ইহার পূর্বে ৪১,০০০ টাকার অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। ইহা ৫ একক অতিরিক্ত দ্রব্য একক প্রতি ১৩,০০০ টাকায় বিক্রয় করিবে।

প্রশ্ন ২০। অনুমান কর যে একটি কাল্পনিক অর্থ-ব্যবস্থা ভারসাম্য অবস্থায় রহিয়াছে। এই অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্র বলিয়া কিছু নাই। ইহা ব্যতীত ইহার সহিত অন্যান্য দেশের কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক নাই। এই অর্থ-ব্যবস্থার গড় ভোগ-প্রবণতা এবং প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা উভয়ের মান হইল $\frac{4}{5}$ এবং প্রতি বৎসর ভোগব্যয়ের পরিমাণ হইল ১৬,০০০ টাকা।

(ক) প্রতি বৎসর বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ কি হইবে ?

(খ) গুণকের মান কি হইবে ?

**উত্তর**

(ক) যদি ভোগব্যয় ১৬,০০০ টাকা হয় এবং এই অবস্থায় ভোগপ্রবণতা $\frac{4}{5}$ হয় তাহা হইলে ১৬,০০০ টাকা হইল জাতীয় আয়ের $\frac{4}{5}$ অংশ। সুতরাং জাতীয় আয় হইবে ২০,০০০ টাকা। জাতীয় আয়ের $\frac{4}{5}$ অংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হইলে ইহার $\frac{1}{5}$ সঞ্চিত হইবে এবং জাতীয় আয়ে ভারসাম্য সৃষ্টি করিতে হইলে সঞ্চয়ের সহিত বিনিয়োগের সমতা সৃষ্টি হইতে হইবে। সুতরাং $\frac{1}{5}$ ( ২০,০০০ ) =৪০০০ টাকা হইল বিনিয়োগ ব্যয়।

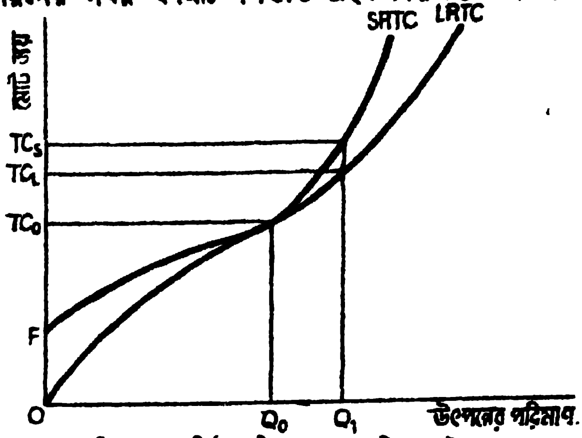
(খ) যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান $\frac{4}{5}$ হয় তবে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান হইবে $\frac{1}{5}$ এবং গুণক হইল ইহার বিপরীত অর্থাৎ ৫।

(গ) যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান $\frac{3}{4}$ হয় তাহা হইলে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান হইবে $\frac{1}{4}$। কিন্তু ইহা হইল ৪০০০ টাকা, কারণ বিনিয়োগ-ব্যয় ( অর্থাৎ সঞ্চয়ের পরিমাণ ) অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সুতরাং জাতীয় আয়ের নূতন ভারসাম্য স্তর হইবে ১৬,০০০ টাকা ( অর্থাৎ ৪×৪,০০০ টাকা )।

প্রশ্ন ২১। কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয় উহার স্বল্পকালীন উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা সাধারণত কম হয় কেন, ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. A. 1980 ]

উত্তর : একটি কার্যের স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়ের সহিত দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের একটি সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সাধারণত বলা হয় যে একটি কার্য দীর্ঘকালে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিন্তু স্বল্পকালে কার্যকলাপ ( অর্থাৎ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্য ) চালাইয়া যায় ( "A firm plans in the long run and operates in the short run" )। বস্তুত, দীর্ঘকালীন সময়কে একটি কার্যের পরিকল্পনা সময়কাল বা দিগন্ত ( planning horizon ) বলা হয়। যেহেতু দীর্ঘকালে সকল উপকরণ পরিবর্তনশীল সেহেতু দীর্ঘকালীন ব্যয় অপেক্ষক একটি কার্যকে সর্বাধিক দক্ষতার সহিত উৎপাদন করিতে—অর্থাৎ উপকরণসমূহের ন্যূনতম ব্যয় সমন্বয়টি ব্যবহার করিতে সহায়তা করে। কিন্তু যে মুহূর্তে একটি কারখানার আয়তন ( plant size ) নির্বাচন করা হয় এবং কার্যটি উৎপাদন কার্য সুরু করে সেই মুহূর্তে কার্যটি স্বল্পকালে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় ( "Once a particular plant size is chosen and the firm begins producing, the firm is in the short run" )। কারখানার আয়তন ইতিমধ্যে স্থির করা হইয়াছে এবং উৎপাদন কার্য চালাইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে। এখন যদি কার্যটি ইহার উৎপন্নের স্তর পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে ইহা সকল উপকরণের ব্যবহারে ভেদ ঘটাইতে পারে না। কতকগুলি উপকরণ, যেমন মূলধন অথবা কারখানা, হইল উৎপাদনের স্থির উপকরণ। সুতরাং কার্যটি সকল উপকরণগুলিকে কাম্যভাবে পরিবর্তন করিতে পারে না। এই কারণে ন্যূনতম ব্যয়ে এই নূতন উৎপন্নের স্তরটিকে উৎপাদন করিতে পারে না।

নিম্নের রেখাচিত্রে এরূপ এই অবস্থা দেখান হইয়াছে। এখানে *LTC* হইল ফার্মের দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা। ধরা যাউক, পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ফার্মটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে প্রতিটি সময়কালে ইহা $Q_0$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা উপকরণসমূহের কাম্য সমন্বয়টিকে বাছিয়া লইবে যাহাতে মোট ব্যয় ন্যূনতম (অর্থাৎ $TC_0$) হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মোট উৎপন্নের পরিমাণ $Q_0$-স্তরে অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা কোন উপকরণ নিয়োগের ক্ষেত্রে ভেদ ঘটাইতে ইচ্ছুক হইবে না। যেহেতু উৎপন্নের এই নির্দিষ্ট স্তরের ক্ষেত্রে ইহার স্বল্পকালীন মোট ব্যয় ইহার দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়ের সমান হইবে। সুতরাং উৎপন্নের এই স্তরে




রেখাচিত্র ১: দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা

(অর্থাৎ উৎপন্নের পরিমাণ $Q_0$ হইলে) স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা *STC* দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা *LTC*-কে স্পর্শ করিবে। কিন্তু স্বল্পকালে কতকগুলি উপকরণের পরিমাণ স্থির থাকে বলিয়া একটি ফার্ম যদি অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে ইহা ন্যূনতম সম্ভাব্য ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে পারে না। $Q_0$ ব্যতীত উৎপন্নের অন্য যে কোন স্তরে স্বল্পকালীন উপকরণ সমন্বয় (input combination) সকল উপকরণ পরিবর্তনশীল হইলে যে সমন্বয়টি বাছিয়া লওয়া হইত উহা অপেক্ষা স্বল্প দক্ষ বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাউক, ফার্মটি উৎপন্নের পরিমাণ $Q_0$ হইতে বৃদ্ধি করিয়া $Q_1$ করিতে চায়। যদি সকল উপকরণগুলি পরিবর্তনশীল হইত, তাহা হইলে ইহা $TC_L$ ব্যয়ে এই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিত। কিন্তু যদি কারখানা এবং অন্যান্য কয়েকটি উপকরণ নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে $Q_1$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয় *STC* রেখা হইতে নির্ধারণ করা যাইবে। এই ব্যয় হইল $TC_S$ যাহা নিঃসন্দেহে $TC_L$ অপেক্ষা অধিক। এক্ষেত্রে স্থির ব্যয় হইল *F* এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় হইল $TC_S - F$। সুতরাং উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে $Q_0$ ব্যতীত উৎপন্নের অন্য যে কোন স্তরে *STC* রেখাটি *LTC* রেখার উপর অবস্থান করে। কেবলমাত্র উৎপন্নের পরিমাণ $Q_0$ হইলে এই রেখা দুইটির মিলন ঘটে—অর্থাৎ দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখাকে স্পর্শ করে। এই অবস্থায় স্বল্পকালীন মোট ব্যয় দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়ের সমান হয়।

স্বল্পকালীন মোট এবং দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখার সম্পর্ক হইতেই আমরা স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে পারি। উপরের রেখাচিত্রের মোট ব্যয় রেখা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে উৎপন্নের পরিমাণ $Q_0$ হইলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের সমান হইবে। যেহেতু $LAC = LTC/Q$ এবং $SAC = STC/Q$, সেহেতু *LTC* যদি *STC*-এর সমান হয় তাহা হইলে *LAC* অবশ্যই *SAC*-এর সমান হইবে। উৎপন্নের অন্য যে কোন স্তরে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে কারণ স্বল্পকালীন মোট (*STC*) ব্যয় দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (*LTC*) অপেক্ষা অধিক হইবে।

**প্রশ্ন ২২।** বাজেটের সীমাবদ্ধতা-সাপেক্ষ কোন ভোক্তার উপযোগ সর্বাধিকীকরণের শর্তাবলীর পর্যালোচনা কর।

অথবা

ভোক্তাবিশেষ কিভাবে তাঁহার সর্বাধিক কল্যাণের অবস্থায় উপনীত হন তাহা দেখাও।

[ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

**উত্তর :** একটি নির্দিষ্ট আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বদা তাঁহার অর্থকে এভাবে ব্যয় করিবার প্রচেষ্টা করিবেন যাহাতে তাঁহার মোট উপযোগ বা কল্যাণ সর্বাধিক হয়। ইহার জন্য যে সূত্রটি পূরিত হওয়া

প্রয়োজন তাহাকে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি ( the law of equi-marginal utility ) বলা হয়। এই বিধিটিকে একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভোক্তা সর্বদা এমনভাবে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন যাহাতে প্রতিটি দ্রব্যের উপর প্রতিটি টাকা ব্যয় করিয়া তিনি যে উপযোগ লাভ করেন তাহা সর্বদা অন্য যে কোন দ্রব্যের উপর ঐ টাকাটি ব্যয় করিয়া তিনি যে উপযোগ লাভ করেন তাহার সমান হয় ( *"If the consumer is a reasonably rational human being we might assume that he purchases just enough of each good so that his satisfaction per rupee spent on each is equal to his per rupee satisfaction of all others."* Norman P. Keiser )। অন্যভাবে বলিতে গেলে তিনি প্রতিটি দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ ততক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে থাকিবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতি দ্রব্যের উপর এক টাকা ব্যয় করিয়া তিনি সমান পরিমাণ অতিরিক্ত ( প্রান্তিক ) উপযোগ লাভ করেন।

বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলনা করা অবশ্যই অসুবিধাজনক কারণ উহাদের বাজার দামের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্যাটির সমাধান করিতে হইলে অনুমান করিতে হইবে যে প্রতিটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগকে ইহার বাজার দাম দিয়া ভাগ করিলে প্রতিটি টাকা হইতে উদ্ভূত পরিতৃপ্তি বা উপযোগের পরিমাপ করা সম্ভব। প্রতিটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ এইভাবে পরিমাপ করা যায় :

$$\frac{A\text{-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{A\text{-দ্রব্যের দাম}}=\frac{B\text{-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{B\text{-দ্রব্যের দাম}}$$

$$=\frac{C\text{-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{C\text{-দ্রব্যের দাম}}$$

যদি $A$-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ২০ হয় এবং ইহার বাজার দাম ২ টাকা হয়, তাহা হইলে টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ হইবে ১০। অনুরূপভাবে $B$-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ১৫ এবং বাজার দাম ১·৫০ টাকা হইলে, টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ হইবে ১০। পরিশেষে $C$-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ৩০ একক এবং ইহার দাম ২ টাকা হইলে, টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ হইবে ১৫, যাহা $A$ এবং $B$ উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অধিক। উপরের সমীকরণটিতে এই মানগুলি বসাইয়া আমরা পাই :

$$\frac{২০}{২\text{ টাকা}}=\frac{১৫}{১·৫০\text{ টাকা}}<\frac{৩০}{২\text{ টাকা}}$$

ইহার অর্থ হইল ভোক্তা অতিরিক্ত পরিমাণে $A$ এবং $B$ দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন কিন্তু তাঁহার নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে $C$ দ্রব্য নাই। সুতরাং তিনি উপযোগ সর্বাধিক করিতে পারেন নাই। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে আমরা জানি যে একজন ভোক্তা যতক্ষণ পর্যন্ত একটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার অর্থ হইল এই যে আমাদের প্রতিনিধি ভোক্তা যদি অধিক পরিমাণে $C$ ক্রয় করেন তাহা হইলে ইহার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইবে। অপরদিকে তিনি যদি $A$ এবং $B$ উভয় দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করেন তাহা হইলে প্রতিটি দ্রব্য হইতে উদ্ভূত প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং $C$ দ্রব্যের ক্রয় বৃদ্ধি করিয়া এবং $A$ এবং $B$ দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ভোক্তা ভারসাম্যের দিকে ধাবিত হইবেন।

### প্রান্তিক উপযোগ ও বাজেট সীমাবদ্ধতা ( Marginal Utility and the Budget Restraint )

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে সীমিত পরিমাণ অর্থ দ্বারা একজন ভোক্তার পক্ষে একই সংগে সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করা সম্ভব নহে। ফলে ভোক্তাকে নির্বাচনের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের নানাবিধ সমন্বয় হইতে তাঁহার সেগুলির উপরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত

যেগুলি তাঁহার সীমিত আয় ( অর্থ ) দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব। ধরা যাউক আমাদের ভোক্তার আয় হইল ২১ টাকা। তাঁহার প্রান্তিক উপযোগগুলিকে নিম্নের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইল :

সারণি ১ : প্রান্তিক উপযোগ ও তিনটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ

| পরিমাণ | A-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ | যখন A-দ্রব্যের দাম=২ টাকা তখন টাকা প্রতি ইহার প্রান্তিক উপযোগ | B-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ | যখন B-দ্রব্যের দাম=১'৫০ টাকা তখন টাকা প্রতি ইহার প্রান্তিক উপযোগ | C-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ | যখন C-দ্রব্যের দাম ৫ টাকা তখন টাকা প্রতি ইহার প্রান্তিক উপযোগ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৪ | ১২ | ১৫ | ১০ | ৫০ | ১০ |
| ২ | ২২ | ১১ | ১৩'৫ | ৯ | ৪৫ | ৯ |
| ৩ | ২০ | ১০ | ১২ | ৮ | ৩৫ | ৭ |
| ৪ | ১৮ | ৯ | ১০'৫ | ৭ | ৩০ | ৬ |
| ৫ | ১৬ | ৮ | ৯ | ৬ | ২৫ | ৫ |
| ৬ | ১৪ | ৭ | ৭'৫ | ৫ | ২০ | ৪ |
| ৭ | ১২ | ৬ | ৬'০ | ৪ | ১৫ | ৩ |
| ৮ | | ৪ | ১'৫ | ১ | ৫ | ১ |
| ৯ | ৪ | ২ | ০'০ | ০ | ০ | ০ |
| ১০ | ২ | ১ | ০'০ | ০ | ০ | ০ |

আমরা আরও অনুমান করি যে ভোক্তা তাঁহার আয় সমগ্রভাবে দ্রব্যাদির ক্রয়ে ব্যয় করেন। উপরের সারণিটিতে আমরা কেবলমাত্র প্রতিটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগই নহে, প্রতিটি টাকার প্রান্তিক উপযোগও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দ্বিতীয় সারণিটি দেখান হইয়াছে ভোক্তা তাঁহার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ( অর্থাৎ ২১ টাকা ) দ্বারা দ্রব্য তিনটির দশটি ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারেন। তিনি যদি A-দ্রব্যটি একটি এককও ক্রয় না করেন তাহা হইলে ৪ একক B এবং ৩ একক C দ্রব্য ক্রয় করিতে

সারণি ২ : ২১ টাকা ব্যয় করিয়া A, B এবং C এই তিনটি দ্রব্যের
কোন বিকল্প সমন্বয়গুলি ক্রয় করা যায়

| সমন্বয় | দ্রব্য A দাম=২ টাকা | B দাম=১'৫০ টাকা | C দাম=৫ টাকা | মোট উপযোগ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ০ | ৪ | ৩ | ১৮১ |
| ২ | ২ | ৮ | ১ | ১৭০ |
| ৩ | ৫ | ৪ | ১ | ২০১ |
| ৪ | ০ | ১৪ | ০ | ৭৪ |
| ৫ | ৩ | ১০ | ০ | ১৪০ |
| ৬ | ৬ | ৬ | ০ | ১৮১'৫ |
| ৭ | ৯ | ২ | ১ | ১৬৬'৫ |
| ৮ | ৮ | ০ | ২ | ১৮৬'৭ |
| ৯ | ১ | ৬ | ১ | ২১৭'৫ |
| ১০ | ৪ | ২ | | |

পারেন। অথবা তিনি ২ একক A, ৮ একক B এবং ১ একক C-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন, ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার মোট ব্যয় হইল ২১ টাকা। প্রথম সারণিটি হইতে প্রতিটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ যোগ করিয়া দ্বিতীয় সারণিটির পঞ্চম স্তম্ভটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতিটি বিকল্প সমন্বয়ের মোট উপযোগ দেখান হইয়াছে। প্রথম সমন্বয়টিতে ভোক্তা ০ একক A-দ্রব্য, ৪ একক B-দ্রব্য এবং ৩ একক C-দ্রব্য ক্রয় করেন। B-দ্রব্যের মোট উপযোগ হইল ১৫+১৩'৫+

১২+১০.৫ ; C-দ্রব্যের মোট উপযোগ হইল ৫০+৪১+৩১। সুতরাং এই সমন্বয়টির মোট উপযোগ হইল ১৮১।

এখন প্রশ্ন হইল : কোন সমন্বয়টি ভোক্তার মোট পরিতৃপ্তিকে সর্বাধিক করিবে? ইহা হইল ১০ নম্বর সমন্বয়টি যেক্ষেত্রে ভোক্তা ৪ একক A-দ্রব্য, ২ একক B-দ্রব্য এবং ২ একক C-দ্রব্য ক্রয় করেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ হইল ৯। ইহার অর্থ হইল ভোক্তা মোট উপযোগ সর্বাধিক করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি প্রতিটি দ্রব্য ঠিক এমনভাবে ক্রয় করিয়াছেন যাহাতে টাকা প্রতি উহাদের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। ইহাই হইল প্রতিটি দ্রব্যের কাম্য বা সঠিক পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া অন্য কোন সমন্বয় ক্রয় করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক মোট উপযোগ লাভ করা সম্ভব নহে।

উদাহরণস্বরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে ভোক্তা ৩ নম্বর সমন্বয়টি ক্রয় করেন। অর্থাৎ তিনি ৫ একক A-দ্রব্য, ৪ একক B-দ্রব্য এবং ১ একক C-দ্রব্য অর্জন করেন। এক্ষেত্রে টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ হইল : A-দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৮, B-দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৭ এবং C-দ্রব্যের ক্ষেত্রে ১০। মোট উপযোগ হইল ২০১। এক্ষেত্রে A ও B উভয় দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ C-দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ অপেক্ষা কম। সুতরাং ভোক্তার দিক হইতে A এবং B-দ্রব্যের ক্রয় হ্রাস করিয়া C-দ্রব্যের ক্রয় বৃদ্ধি করাই কাম্য। ইহার ফলে A এবং B-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি এবং C-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় তিনি যদি ৪ একক A, ২ একক B এবং ২ একক C-দ্রব্য ক্রয় করেন তাহা হইলে তিনি পুনরায় উপযোগ সর্বাধিক ( অর্থাৎ ২০৭.৫ ) করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রশ্ন ২৩। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির সহিত প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যদি উৎপাদনের সকল উপকরণের পরিমাণ স্থির রাখিয়া কেবলমাত্র একটি উপকরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে একটি স্তরের পর পরিবর্তনশীল উপকরণটির প্রতিটি অতিরিক্ত একক নিয়োগের ফলে বর্ধিত বা অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাইবে। নিম্নের সারণিটিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :

সারণি ১ : ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি এবং ব্যয়ের সহিত উহাদের সম্পর্ক

| স্থির উপকরণ | পরিবর্তনশীল উপকরণ | মোট উৎপন্ন ( একক ) | প্রান্তিক উৎপন্ন ( একক ) | মোট স্থির ব্যয় | মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় | মোট ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫০০ একক | ১ | ১ | | ৫০০ টাকা | ১০০ টাকা | ৬০০ টাকা |
| | | | ২ | | | |
| „ | ২ | ৩ | | „ | ২০০ „ | ৭০০ „ |
| | | | ৩ | | | |
| „ | ৩ | ৬ | | „ | ৩০০ „ | ৮০০ „ |
| | | | ৪ | | | |
| „ | ৪ | ১০ | | „ | ৪০০ „ | ৯০০ „ |
| | | | ৬ | | | |
| „ | ৫ | ১৬ | | „ | ৫০০ „ | ১০০০ „ |
| | | | ১০ | | | |
| „ | ৬ | ২৬ | | „ | ৬০০ „ | ১১০০ „ |
| | | | ১০ | | | |
| „ | ৭ | ৩৬ | | „ | ৭০০ „ | ১২০০ „ |
| | | | ৮ | | | |
| „ | ৮ | ৪৪ | | „ | ৮০০ „ | ১৩০০ „ |
| | | | ৫ | | | |
| „ | ৯ | ৪৯ | | „ | ৯০০ „ | ১৪০০ „ |
| | | | ৩ | | | |
| „ | ১০ | ৫২ | | „ | ১০০০ „ | ১৫০০ „ |
| | | | ১ | | | |
| „ | ১১ | ৫৩ | | „ | ১১০০ „ | ১৬০০ „ |
| | | | −৫ | | | |
| „ | ১২ | ৪৮ | | „ | ১২০০ „ | ১৭০০ „ |

এখানে আমাদের অনুমান হইল দুইটি : মোট স্থির ব্যয় হইল ৫০০ টাকা—অর্থাৎ গড় স্থির ব্যয় হইল ১০ টাকা এবং (২) পরিবর্তনশীল উপকরণটির একক প্রতি দাম হইল ১০০ টাকা।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নীতি প্রত্যক্ষভাবে ব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত। উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে মোট উৎপন্ন সমানুপাতিক অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রান্তিক উৎপন্নও বৃদ্ধি পায়। ইহার অর্থ হইল এই যে অতিরিক্ত শ্রমিকগণ এখন সেই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতেছে যেগুলি এ-পর্যন্ত অলস হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য একটি স্তরের পর শ্রমিকগণের সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সত্য কিন্তু সমানুপাতিক হারে নহে। ফলে প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পায়। ইহার কারণ শ্রমের তুলনায় মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে কিছু কিছু শ্রমিককে সর্বসময়ে নিযুক্ত রাখার পক্ষে মেসিনের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হওয়ায় প্রতিটি শ্রমিককে কিছুক্ষণ করিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এই স্তরে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা শুরু হইয়াছে বলা হয়। পরিশেষে শ্রমিকসংখ্যা অত্যধিক হইয়া উঠিলে একজন অপর একজনের কার্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। উপরের সারণিটিতে ইহাই দেখান হইয়াছে। ইহার ফলে প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং এই অবস্থায় দ্রব্যটির বাজার দাম বৃদ্ধি না পাইলে একজন উৎপাদকের পক্ষে অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পায় বলিয়া প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বল্পকালে প্রান্তিক ব্যয় বলিতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিবর্তনকেই বুঝায়। যেহেতু আমাদের উদাহরণে শ্রম হইল উৎপন্নের একমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণ সেহেতু মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় বলিতে শ্রম-ব্যয়কেই বুঝায়। ধরা যাউক, ঘণ্টা প্রতি শ্রম ব্যয় (অর্থাৎ মজুরির হার) হইল ৫ টাকা। এক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রমিকটি নিয়োগ করা হইলে প্রান্তিক উৎপন্ন হইল ৫ একক। সুতরাং একক প্রতি ব্যয় হইল ১ টাকা। ষষ্ঠ শ্রমিককে নিয়োগ করা হইলে অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ হইবে ২ এবং একক প্রতি ব্যয় হইবে ২·৫০ টাকা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কেন প্রান্তিক ব্যয় রেখা ও যোগান রেখা ডা: দিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে পুরাতন ফার্মগুলিকে যদি অধিক পরিমাণে দ্রব্যটি সরবরাহ করিতে হয় তাহা হইলে দ্রব্যটির বাজার দাম বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ২৪। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা কিভাবে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য আনে ব্যাখ্যা কর।
[ C. U. B. A. 1985 ]

অথবা,

কোন দেশের আচমকা নির্বাচিত যে-কোন আয় স্তরেই যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইবে এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু কোন আয় স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান না হইলে জাতীয় আয় পরিবর্তনের মাধ্যমে এমন একটি স্তরে গিয়া পৌঁছাইবে যেন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. A 1983 ]

উত্তর : উৎপাদকের মাধ্যমে আয় সৃষ্টি হয় এবং একটি অর্থ-ব্যবস্থা তখনই ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বলা হয় যখন সমগ্র অর্থ-আয় অর্থ-ব্যয়ের মাধ্যমে আয়ের চক্রাকার প্রবাহের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসে। অর্থ-ব্যবস্থায় এই সরল মডেলটি দুইটি জটিল বিষয়ের অস্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। বিষয় দুইটি হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। সঞ্চয় হইল আয়ের সেই অংশ যাহা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করা হয় না—অর্থাৎ ইহাকে আয়প্রবাহের মধ্যে ফিরাইয়া দেওয়া হয় না। বিনিয়োগ বলিতে মূলধন গঠন প্রক্রিয়া এবং মজুত মালের ( stock ) বৃদ্ধিকে বুঝায়। সুতরাং ইহা আয়প্রবাহের সহিত যোগ হয়।

উপরের দুইটি বিষয়ের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যতা বা ধাঁধার সৃষ্টি হওয়ার কারণ হইল প্রতিটি বক্তব্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এই দুইটি পদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

যখন কেইন্স বক্তব্য পেশ করেন যে সঞ্চয় সর্বদা বিনিয়োগের সহিত সমান হইবে তখন তিনি প্রকৃত ( actual ) সঞ্চয় ও প্রকৃত বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করেন।

মোট জাতীয় উৎপন্ন সৃষ্টির ফলে যে আয় সৃষ্টি হয় তাহা বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় উহাদের অবদান অনুসারে বন্টিত হইয়া যায়। সুতরাং জাতীয় আয় এবং জাতীয় উৎপন্ন হইল সর্বদা একে অপরের সহিত সমান। জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের জন্য এই সমতার প্রয়োজন।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইল একই বিষয়কে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিবার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন উপায় মাত্র। অর্থ-ব্যবস্থায় যে উৎপন্ন উৎপাদিত ( সৃষ্টি ) হয় তাহা হয় বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা দেশের মোট মজুত বিনিয়োগ দ্রব্যের সহিত যোগ হয়। যে আয় উপার্জিত হয় তাহা হয় ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় অথবা সঞ্চিত হয়। যেহেতু মোট উৎপন্ন এবং আয় হইল একে অপরের সমান এবং উভয় স্থানেই ভোগের পরিমাণ হইল সমান ( অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের মোট যোগান—ভোগ্যদ্রব্যের মোট চাহিদা ) সেহেতু $C+S=C+I$ অর্থাৎ $S=I$—অর্থাৎ সঞ্চয় হইবে বিনিয়োগের সহিত সমান।

যখন আমরা বলিয়া থাকি যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইল সমান, তখন আমরা একটি অর্থ-ব্যবস্থার পর্যবেক্ষিত আচরণের ( observed behaviour ) কথাই উল্লেখ করি। পর্যবেক্ষিত আচরণ বলিতে যাহা ঘটিয়াছে বা উপলব্ধি করা হইয়াছে তাহাকেই বুঝায়। কিন্তু কেইন্‌সের আয়-নির্ধারণ বিশ্লেষণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এই দুইটি চলের ইপ্সিত প্রকৃতির ( intended nature ) পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সকল পরিকল্পনাগুলিই আয়প্রবাহের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাইতে থাকে যাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি ভারসাম্য স্তরে জাতীয় আয় সর্বোচ্চ সীমায় বা বিন্দুতে উপনীত হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন কারণে ক্রমাগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই পরিকল্পনাগুলির একে অপরের সহিত সমান হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। যখন সঞ্চয় পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কোন ব্যবধান ( discrepancy ) ঘটে তখন জাতীয় আয়ের স্তরও ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে। ফলে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। আয় পরিবর্তন-প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং ফলে এই পরিকল্পনাগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি নূতন আয়ের স্তর সৃষ্টি হয় যে স্তরে ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগ পুনরায় একে অপরের সহিত সমান হয়। একমাত্র জাতীয় আয় এই ভারসাম্য স্তরে উপনীত হইলেই আয় ও নিয়োগের স্তরে কোন পরিবর্তনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। আয় পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গুণকের কার্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা আয় বৃদ্ধি ও আয় হ্রাস উভয়ই ঘটাইয়া থাকে। নিম্নের সহজ উদাহরণটির সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :

কোটি টাকার হিসাবে

| পরিকল্পিত ( ইপ্সিত ) আয় | ইপ্সিত ভোগ | ইপ্সিত সঞ্চয় | ইপ্সিত বিনিয়োগ | অনিপ্সিত অপরিকল্পিত বিনিয়োগ | প্রকৃত ( পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত ) বিনিয়োগ | পরিকল্পিত ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪০০ | ৩৭০ | ৩০ | ৫০ | ২০ | ৩০ | ৪২০ |
| ৫০০ | ৪৫০ | ৫০ | ৫০ | ০ | ৫০ | ৫০০ |
| ৬০০ | ৫৩০ | ৭০ | ৫০ | ২০ | ৭০ | ৫৮০ |

উপরের সারণিটিতে একটি ভোগ অপেক্ষক দেওয়া যায় যাহা হইতে বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অনুমান করা হয় যে ইপ্সিত বিনিয়োগ হইল আয়-নিরপেক্ষ এবং পরিবারগোষ্ঠীর সকল পরিকল্পনা সর্বদা বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহা হইলে আয়ের একটি ভারসাম্য স্তর নির্ণয় করা যায়।

যখন আয় হইল ৫০০, তখন ভোগ তালিকা নির্দেশ করে যে ভোগব্যয় হইবে ৪৫০ এবং আয়ের বাকী অংশটি ( অর্থাৎ ৫০ ) হইবে সঞ্চয়। আয়ের এই স্তরে আয়-নিরপেক্ষ পরিকল্পিত ( ইপ্সিত ) বিনিয়োগ হইল ৫০। ইহার ফলে মোট পরিকল্পিত ব্যয় ( ভোগ+বিনিয়োগ ) মোট উৎপন্ন বা আয়ের স্তরের সমান হইবে। পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ একে অপরের সমান হওয়ায় অর্থ-ব্যবস্থা

ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে। এই স্তরে আয়ের বা উৎপন্নের স্তরে পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য কো. ..বক্রতার কার্য করে না।

...nge

অবশ্য আয়ের উচ্চ স্তরে ( ৬০০ ), পরিকল্পিত সঞ্চয় পরিকল্পিত বিনিয়োগকে অতিক্রম করিয়া যায়। ফলে পরিকল্পিত ব্যয় পরিকল্পিত আয়ের নিয়ে অবস্থান করে। যেহেতু উৎপাদনের হার বিক্রয়ের হার অপেক্ষা ২০ কোটি টাকা অধিক হয় সেহেতু মজুত মালের স্তর বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে অপরিকল্পিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই স্তরেও প্রকৃত বিনিয়োগ ( অর্থাৎ পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত উভয় প্রকার বিনিয়োগের যোগফল ), প্রকৃত সঞ্চয়ের সমান হইবে। কিন্তু সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীগণের মধ্যে ইচ্ছার ( intention ) মধ্যে পার্থক্য দেখা দেওয়ার ফলে আয়ের স্তর ততক্ষণ পর্যন্ত হ্রাস পাইতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা পুনরায় ভারসাম্য স্তরে ( ৫০০ ) উপনীত হয়।

যদি আয় ৪০০ হইত ভোগব্যয় হইত ৩৭০ এবং সঞ্চয় হইত ৩০। পরিকল্পিত বিনিয়োগ পরিকল্পিত সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হওয়ার ফলে, পরিকল্পিত ব্যয় পরিকল্পিত আয়কে অতিক্রম করিয়া যাইত। ফলে মজুতমালের অর্থমূল্য হ্রাস পাইত। মজুতমালের এই হ্রাসকে অপরিকল্পিত বিনিয়োগ হ্রাস ( unplanned disinvestment ) বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহার ফলে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ হইত ৫০—২০=৩০ যাহা প্রকৃত সঞ্চয়ের সহিত সমান।

**প্রশ্ন ২৫।** আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে: একটি নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার উপর এই দুইটি প্রভাবের ফল ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. Com. (H) 1984 ]

**উত্তর :** ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করিবার সময় আমরা দেখি যে যখন একটি দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পায়, তখন অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় দ্রব্যটি ক্রমশ সস্তা বলিয়া একজন ভোক্তা অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্ত হিসাবে দ্রব্যটিকে ব্যবহার করেন। অপরদিকে যখন একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় তখন অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় ইহা অধিক দামী বলিয়া দ্রব্যটির পরিবর্তে ভোক্তাদের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ইহাই পরিবর্তন-প্রভাব ( substitution effect ) বলিয়া অভিহিত হয়।

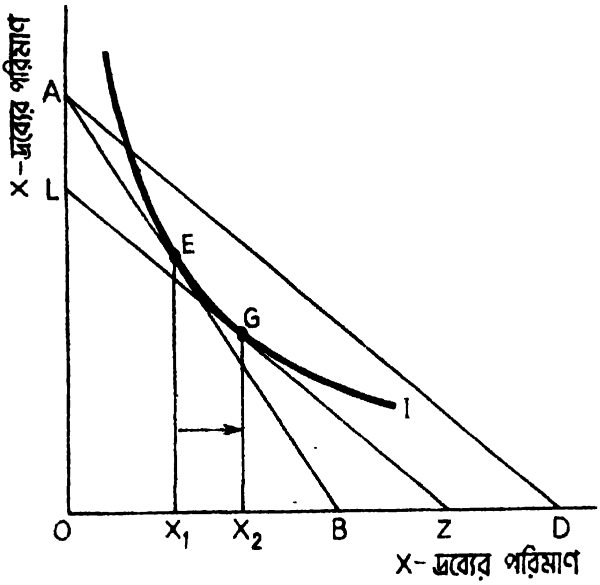
কিন্তু কোন একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে অপর একটি ফল প্রদর্শিত হয়। ইহা আয়-প্রভাব বলিয়া পরিচিত। একটি দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পাইলে যাঁহারা দ্রব্যটি ক্রয় করেন তাঁহাদের প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেহেতু দ্রব্যটির দাম এখন কম সেহেতু যাঁহারা দ্রব্যটি ক্রয় করেন তাঁহারা একই পরিমাণ দ্রব্য পূর্বের তুলনায় কম খরচে ভোগ করিতে সমর্থ হন এবং স্বল্পদামে দ্রব্যটি ভোগ করিবার ফলে তাঁহাদের আয়ের একটি অংশ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা ভোক্তা বা ভোক্তার গোষ্ঠী যে দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইয়াছে সেই দ্রব্যটি ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন। একটি দ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে ঠিক ইহার বিপরীত ফল প্রদর্শিত হয়। ইহার ফলে ভোক্তাদের প্রকৃত আয় ও আর্থিক কল্যাণ ( economic welfare ) হ্রাস পায় কারণ ঐ একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা তাঁহারা পূর্বের দ্রব্য সমন্বয়টিও ক্রয় করিতে সমর্থ হন না। অর্থাৎ এই অবস্থায় তাঁহাদের মোট ভোগ হ্রাস পায় কারণ তাঁহারা যে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে সেটি এবং অন্যান্য দ্রব্যগুলির ভোগের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাধ্য হন। ইহাকেই আয়-প্রভাব ( income effect ) আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুইটি প্রভাবকে এখন পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

**পরিবর্তন-প্রভাব ( Substitution Effect )**

পরিবর্তন-প্রভাবের আলোচনা নিম্নের সংজ্ঞাটির দ্বারা সুরু করা যাইতে পারে :

একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে যে পরিবর্তন-প্রভাব সৃষ্টি হয় তাহা হইল ভোক্তার একই নিরপেক্ষ রেখার উপর অবস্থানকরাকালীন তাঁহার ভোগের পরিবর্তন মাত্র ( The substitution effect of a change in the price of a good is the change in the consumption of the good that would result if the consumer remains on the same indifference curve )।

নিম্নের রেখাচিত্রে পরিবর্তন-প্রভাব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ধরা যাউক, আমাদের ভোক্তা *I* নিরপেক্ষতা রেখার *E* বিন্দুতে ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছেন। এই বিন্দুতে বাজেট রেখা *AB* এই নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে। এক্ষেত্রে ভোক্তা *X* দ্রব্যের $x_1$ একক ক্রয় করেন। এখন যদি *X* দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পায় তাহা হইলে বাজেট লাইনটি আরও চেপ্টা ( flat ) হইয়া *AD* রেখার আকৃতি ধারণ করে।




রেখাচিত্র ১ : পরিবর্তন প্রভাব

এই অবস্থায় ভোক্তার প্রকৃত আয় বা ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া ভোক্তা *I* রেখার উপর অবস্থিত একটি নিরপেক্ষতা রেখায় গমন করেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে পরিবর্তন-প্রভাব দ্বারা আমরা কেবলমাত্র একটি নিরপেক্ষতা রেখার উপর পরিবর্তন লইয়াই আলোচনা করিব। সুতরাং ভোক্তার আয়কে এমনভাবে হ্রাস করিতে হইবে যাহাতে নূতন বাজেট রেখা *AD* বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিয়া ঠিক পুরাতন নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করে। অর্থাৎ, এই অবস্থায় *AD* বাজেট রেখাটিকে সমান্তরালভাবে সরিয়া *LZ* হইতে হইবে। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে *LZ* রেখার ঢাল *X* দ্রব্যের নূতন, হ্রাসপ্রাপ্ত দামের নির্দেশক। কিন্তু ইহা পূর্বের বাজেট লাইন *AB*-এর তুলনায় কম আর্থিক আয়ের নির্দেশক। যেহেতু *LZ* বাজেট রেখাটি *I* নিরপেক্ষতা রেখাটিকে *G* বিন্দুতে স্পর্শ করে, সেহেতু ভোক্তা *X* দ্রব্যের $x_2$ একক ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন।

উপরের রেখাচিত্রে $x_1$ বিন্দু হইতে $x_2$ বিন্দুর দূরত্ব দ্বারা অথবা *I* নিরপেক্ষতা রেখা ধরিয়া *E* বিন্দু হইতে *G* বিন্দুতে গমন দ্বারা পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাপ করা হইয়াছে। ইহা সহজেই দেখা যায় যে এই প্রভাবটি হইল ঋণাত্মক, কারণ মোট উপযোগকে স্থির রাখিয়া একটি দ্রব্যের দাম হ্রাস করিলে ইহার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একটি নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল হইতে ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে একটি দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে ভোক্তার বাজেট রেখা পূর্বের তুলনায় কম খাড়া হয়। সুতরাং ভোক্তার আয় কিছুটা হ্রাস করার পর তাঁহার নূতন বাজেট রেখাটিকে অবশ্যই পুরাতন নিরপেক্ষতা রেখাটিকে এমন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করাইতে হইবে যে বিন্দুতে নিরপেক্ষতা রেখাটির ঢাল—অর্থাৎ পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ( the marginal rate of substitution )—পুরাতন ভারসাম্য বিন্দু অপেক্ষা কম। একমাত্র দ্রব্যটির ( যাহার বাজার দাম হ্রাস পাইয়াছে ) ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই ইহা সম্ভব।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা নিম্নের নীতিটিতে উপনীত হইতে পারি :

**নীতি :** একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে ইহার ভোগের যে পরিবর্তন হয় তাহাই হইল পরিবর্তন-প্রভাব। আয়ের পরিবর্তনের ফলে যখন ভোক্তা একই নিরপেক্ষতা রেখার উপর অবস্থান করে তখনই এই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই প্রভাবকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে একটি দ্রব্যের দামের সহিত ইহার ভোগের পরিমাণের বিপরীত ভেদ ঘটে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, মোট উপযোগকে স্থির বলিয়া ধরিলে চাহিদা রেখার ঢাল অর্থাৎ $\triangle X/\triangle Px<O$ হয়।

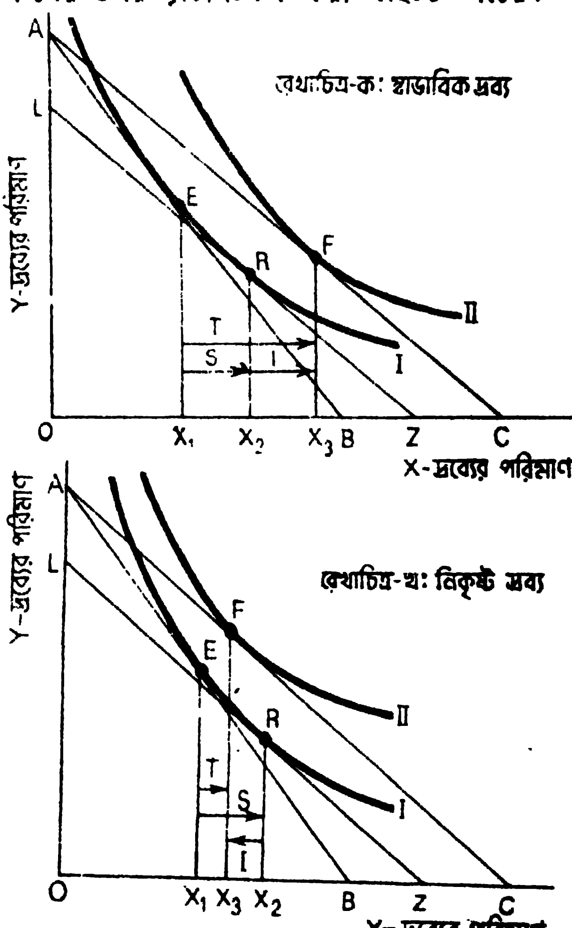
**আয়-প্রভাব ( Income Effect )**

পরিবর্তন-প্রভাবের দিক ( direction ) সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত থাকিতে পারি। কিন্তু আয়-প্রভাব সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। আয়-প্রভাব বিশ্লেষণ করিবার পূর্বে ইহার সংজ্ঞা দিয়া আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে।

**সংজ্ঞা :** দাম পরিবর্তনের ফলে যে আয়-প্রভাব সৃষ্টি হয় তাহা হইল ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তনের ফলে একটি দ্রব্যের ভোগের পরিবর্তন মাত্র ( The income effect from price change is the change in the consumption of a good resulting strictly from the change in purchasing power. )।

পরিবর্তন-প্রভাবের আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে একটি দ্রব্যের দাম কমিলে ভোক্তার আর্থিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, কারণ তিনি শুধু যে সেই দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে সমর্থ হন তাহাই নহে তাঁহার নিকট কিছু উদ্বৃত্ত অর্থও পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় ভোক্তা একটি নিরপেক্ষতা রেখা হইতে ইহা উপরে ও ডানদিকে অবস্থিত অন্য একটি নিরপেক্ষতা রেখার উপর গমন করেন। যেহেতু দাম হ্রাস পাইলে ভোক্তা উপরে অবস্থিত একটি নিরপেক্ষতা রেখায় গমন করেন এবং দাম বৃদ্ধি পাইলে নিম্নে অবস্থিত একটি রেখায় গমন করেন এবং একই নিরপেক্ষতা রেখার উপর পরিবর্তন-প্রভাব ঘটিয়া থাকে সেহেতু আয়-প্রভাব হইল দাম-প্রভাব—অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের মোট প্রভাব ( অর্থাৎ একটি নিরপেক্ষতা রেখা হইতে অন্য এক রেখায় গমন ) এবং পরিবর্তন-প্রভাবের ব্যবধান মাত্র।

দাম হ্রাস পাইলে কিভাবে এই দুই ধরনের ফল প্রদর্শিত হয় নিম্নের ২ নম্বর রেখাচিত্রে তাহা পৃথকভাবে দেখান হইল। প্রথমে রেখাচিত্রের (ক) অংশের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাইতে পারে। *AB* বাজেট রেখা হইতে আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে। ইহা *I* নিরপেক্ষতা রেখাকে *E* বিন্দুতে স্পর্শ করে বলিয়া ইহাই হইল ভারসাম্য বিন্দু। এই অবস্থায় ভোক্তা *X* দ্রব্যের $x_1$ একক ক্রয় করেন। ধরা যাউক, *X* দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইল এবং বাজেট রেখাটি চ্যাপটা হইয়া *AC* আকার ধারণ করিল। এখন *II* নিরপেক্ষতা রেখাটির *F* বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য ঘটিবে। দাম হ্রাসের মোট প্রভাব হইল *X* দ্রব্যের ভোগ $x_1$ হইতে $x_3$ পর্যন্ত বৃদ্ধি। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে $x_1$ হইতে $x_2$-তে ( অর্থাৎ *E* বিন্দু হইতে *R* বিন্দুতে ) গমনাগমন হইল পরিবর্তন প্রভাব।



রেখাচিত্র ২ : আয় প্রভাব

যেহেতু মোট প্রভাব হইল $x_1\ x_3$ এবং পরিবর্তন-প্রভাব হইল $x_1\ x_2$ সেহেতু উভয়ের ব্যবধানই ( অর্থাৎ $x_2\ x_3$—অথবা *R* বিন্দু হইতে *F* বিন্দুতে গমনই ) হইল আয়-প্রভাবের নির্দেশক। সুতরাং পরিবর্তন-প্রভাবকে পৃথক করিবার জন্য ভোক্তার নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা যদি পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ভোক্তা *X* দ্রব্যের ভোগ $x_2$ হইতে বৃদ্ধি করিয়া $x_3$ করিবেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে রেখাচিত্রের (ক) অংশে দ্রব্যটি হইল একটি স্বাভাবিক দ্রব্য। আমরা জানি যে দ্রব্যাদির দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পাইলে একটি স্বাভাবিক দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বাজেট রেখাটিকে *LZ* হইতে পুনরায় *AC*-তে স্থান পরিবর্তন করাইয়া আমরা ইহাই দেখাইবার প্রচেষ্টা করিয়াছি।

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে একটি স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে, আয়-প্রভাব পরিবর্তন-প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করিয়া ( reinforce ) তুলে। অর্থাৎ একটি স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে উভয় প্রভাবই হইল ঋণাত্মক। যখন দাম হ্রাস পায় তখন উভয় প্রভাবের সম্মিলিত ফল হিসাবে দ্রব্যটির ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে যখন দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পায়, তখন উভয় প্রভাবের সম্মিলিত ফল হিসাবে দ্রব্যটির ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়।

একটি নিকৃষ্ট দ্রব্যের ( inferior good ) ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন ফল প্রদর্শিত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দ্রব্যাদির দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন আয় বৃদ্ধির ফলে বিশেষ একটি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে ইহাকে নিকৃষ্ট দ্রব্য বলা হয়।

রেখাচিত্রের (খ) অংশে এই ধরনের একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার সম্ভাব্য আচরণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পূর্বের ন্যায় ভোক্তা $E$ বিন্দুতে ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছেন। এখন যদি $X$ দ্রব্যের দাম হ্রাস পায় তাহা হইলে বাজেট রেখাটি $AC$ হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় $II$ নিরপেক্ষতা রেখাটির উপর $F$ বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য ঘটে। এক্ষেত্রে ভোক্তার ক্রয়ের পরিমাণ হইল $x_2$। সুতরাং মোট প্রভাব হইল $x_1 x_2$।

বাজেট রেখাটিকে পুনরায় $LZ$-এ স্থানান্তরিত করিয়া আমরা দেখি যে, পরিবর্তন প্রভাব হইল $x_1 x_3$। দেখা যাইতেছে যে, পরিবর্তন-প্রভাব মোট প্রভাব অপেক্ষা অধিক—অর্থাৎ $x_2$ হইল $x_3$ অপেক্ষা অধিক ( অথবা $x_1 x_3$ $x_1 x_2$-কে অতিক্রম করিয়া যায় )। আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হয় যে, আয়-প্রভাব আংশিকভাবে পরিবর্তন-প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া যায়। নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে সর্বদা ইহাই ঘটিয়া থাকে।

কেন ইহা ঘটে তাহা জানিতে হইলে পরিবর্তন-প্রভাবকে পৃথক করিবার জন্য ভোক্তার নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। ফলে বাজেট রেখাটি $LZ$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $AC$ হইবে। যেহেতু দ্রব্যটি হইল নিকৃষ্ট সেহেতু আয় বৃদ্ধির ফলে $X$ দ্রব্যের ভোগ হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে $x_3$ হইতে $x_2$ ( অর্থাৎ $I$ এবং $II$ নিরপেক্ষতা রেখাদ্বয়ের মধ্যে $R$ বিন্দু হইতে $F$ বিন্দুতে ) গমনাগমন হইল আয়-প্রভাব। এক্ষেত্রে আয়-প্রভাব হইল ধনাত্মক —$X$ দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে ইহার ভোগের পরিমাণও হ্রাস পায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যদি একটি নিকৃষ্ট দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়, কেবলমাত্র আয়-প্রভাবের ফলে ইহার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

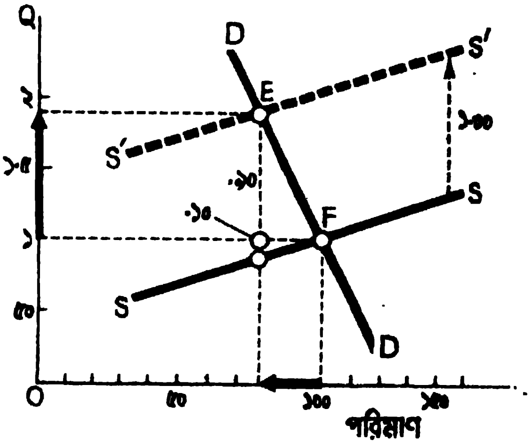
সুতরাং আমরা এই নীতিটি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছি যে :

যদি কেবলমাত্র পরিবর্তন-প্রভাব বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ( হ্রাস ) পাইলে ইহার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস ( বৃদ্ধি ) পাইবে। একটি স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাব এবং পরিবর্তন প্রভাব সর্বদা হাত ধরাধরি করিয়া চলে। একটি নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রভাব দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়।

**প্রশ্ন ২৬।** পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজারে একটি দ্রব্যের উপর একক পিছু নির্দিষ্ট অংকের কর বসাইলে ভারসাম্যের মূল্য কিরূপে পরিবর্তিত হইবে দেখাও। চাহিদা ও যোগানের সম্প্রসারণশীলতা ( স্থিতিস্থাপকতা ) কিরূপে করের বোঝা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বণ্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে আলোচনা কর। [ C. U. B. Com. 1984 ]

**উত্তর :** একটি দেশের বিভিন্ন স্তরের সরকার—যেমন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় সরকার—নানাবিধ দ্রব্য অথবা সেবা অথবা উৎপাদনের উপকরণের উপর বিক্রয়কর অথবা অন্তঃশুল্ক স্থাপন করে। যেমন আমাদের দেশে সিগারেট, পেট্রল, মজুরি ও মুনাফার উপর অন্তঃশুল্ক অথবা পেশাগত কর ( professional tax ) অথবা আয়কর ধার্য করা হয়। চাহিদা ও যোগান রেখার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে এইরূপ করের ব্যষ্টিবাচক ফলাফল ( micro-economic impact )—অর্থাৎ একটি বিশেষ শিল্পের ইহার ফলাফল—বিশ্লেষণ করা যায়।

এইরূপ করের উদাহরণ হইল পেট্রলের উপর কর। ভারতে বহুবারই রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পেট্রলের উপর অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইহার মাধ্যমে নূতন করিয়া পেট্রলের দাম বৃদ্ধি করা হয়। উদ্দেশ্য হইল পেট্রলের ভোগ হ্রাস করিয়া বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ এবং সরকারী বাজাটের ঘাটতি পরিমাণ হ্রাস করা। ধরা যাউক, কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রলের উপর লিটার প্রতি এক টাকা করিয়া অন্তঃশুল্ক ধার্য করিল। এখন প্রশ্ন হইল : এই করের চূড়ান্ত ফলাফল অর্থাৎ করভার ( incidence ) কি হইবে ? অর্থাৎ এই করের বোঝা কে বহন করিবে ? ভোক্তা না শিল্প না উভয়ই ? নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যেই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করা সম্ভব।




রেখাচিত্র ১: করভার

এই রেখাচিত্রে *E* বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান রেখার ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে পেট্রলের বাজারে প্রাথমিক ভারসাম্য ঘটে। এই স্তরে পেট্রলের দাম হইল লিটার প্রতি এক টাকা এবং এই দামে পেট্রলের বাৎসরিক মোট ভোগের পরিমাণ হইল ১০০ বিলিয়ন গ্যালন।

কর স্থাপনের পর ভোক্তাদের চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তনের কোন কারণ নাই। লিটার প্রতি এক টাকা দামে ভোক্তারা এখনও ১০০ বিলিয়ন গ্যালন পেট্রল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

কিন্তু কর স্থাপনের ফলে পেট্রলের যোগান রেখা উর্ধ্বে এবং বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। ইহার বাঁদিকে স্থান পরিবর্তনের কারণ হইল এই যে, কর স্থাপনের ফল হিসাবে প্রতিটি বাজার দামে উৎপাদকগণ পূর্বের তুলনায় স্বল্প পরিমাণে দ্রব্যটি সরবরাহ করিবেন ( অর্থাৎ যোগান দিবেন )। ইহার উর্ধ্বে স্থান পরিবর্তনের কারণ হইল এই যে, কর স্থাপনের পর উৎপাদকগণকে দ্রব্যটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সরবরাহ করিতে উৎসাহিত করিতে হইলে ভোক্তাদের অবশ্যই দ্রব্যটির জন্য অধিক দাম দিতে হইবে—এক্ষেত্রে লিটার প্রতি ১ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা। অর্থাৎ নূতন দাম হইল পুরাতন দাম এবং করের যোগফল। অন্যভাবে বলা যায়, যে-পরিমাণ কর স্থাপন করা হইবে যোগান রেখা ঠিক সেই পরিমাণেই উর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করিবে।

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে *DD* চাহিদা রেখাটি অপরিবর্তিত রহিয়াছে কিন্তু *SS* যোগান রেখাটি সমান্তরালভাবে স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। এখানে *S′S′* হইল নূতন যোগান রেখা। যোগানের প্রতিটি স্তরে দুইটি যোগান রেখার মধ্যে ব্যবধান হইল ১ টাকা।

এখন প্রশ্ন হইল : কর স্থাপনের পর নূতন ভারসাম্য দাম কি হইবে ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে পুরাতন চাহিদা রেখা *DD*-এর সহিত নূতন যোগান রেখা *S′S′*-এর ছেদবিন্দুতে—অর্থাৎ *E′* বিন্দুতে এই নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হয়। যেহেতু যোগানের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে সেহেতু দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্তু পূর্বের তুলনায় দাম অধিক হওয়ায় ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। যদি করটি সম্পূর্ণভাবে ভোক্তাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দ্রব্যটির দাম লিটার প্রতি ১ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা হইবে। ইহার ফলে উদ্বৃত্তের—অর্থাৎ অতিরিক্ত যোগানের সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদকগণের পক্ষে দ্রব্যটি ঐ দামে সম্পূর্ণভাবে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং দ্রব্যটিকে সম্পূর্ণভাবে বিক্রয় করিতে হইলে—অর্থাৎ বাজারে ভারসাম্য অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে উৎপাদকগণকে দাম হ্রাস করিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল এই যে করটি সম্পূর্ণভাবে ভোক্তাদের উপর চাপাইয়া না দিয়া নিজেদের কিছু অংশ বহন করিতে হইবে।

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে দ্রব্যটির দাম ১ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১.৯০ টাকা হইয়াছে। অপরদিকে নূতন ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ—অর্থাৎ উৎপন্নের যে পরিমাণে ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয় তাহা ১০০ বিলিয়ন গ্যালন হইতে হ্রাস পাইয়া ৭৭ গ্যালন হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল কে এই করভার বহন করে—অর্থাৎ কে এই করটি প্রদান করে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে তৈল শিল্পটি করের একাংশ বহন করে কারণ ইহা লিটার প্রতি ১ টাকার পরিবর্তে মাত্র (১.৯১ টাকা—১ টাকা= ) ৯০ পয়সা লাভ করে। কিন্তু করভারটি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভোক্তার বহন করেন। ভোক্তাগণকে এখন লিটার প্রতি ১ টাকার পরিবর্তে ১.৯০ টাকা দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিতে হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে এক্ষেত্রে দ্রব্যটির যোগান মোটামুটিভাবে স্থিতিস্থাপক, কিন্তু চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ার করের ভার অধিকাংশভাবেই ভোক্তাদের বহন করিতে হয়।

এখন আমরা একটি বিপরীত অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে পারি। ধরা যাউক, রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে পেট্রলের উপর কর স্থাপন না করিয়া সরকার লিটার প্রতি ২০ পয়সা ভরতুকি (subsidy) প্রদান করিল। ইহার অর্থ হইল এই যে পেট্রলের যোগান রেখাটি $SS$ হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া $S'S'$ হইবে। এই যোগান রেখাটি নিচে স্থান পরিবর্তন করিবে। দ্রব্যটির বাজার দাম সামান্য হ্রাস পাইবে এবং চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, কর স্থাপনের ফলে যাহা ঘটে ভরতুকি প্রদানের ফলে ঠিক ইহার বিপরীত ফল প্রদর্শিত হইবে। (ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি পরীক্ষা করিতে দেখিতে বলা হইতেছে।)

এই প্রসংগে দুইটি বিষয় উল্লেখ্য :

**১ করভার বলিতে একটি করের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বোঝাকেই (the ultimate economic burden) বুঝায়। ক্রেতার গোষ্ঠী অথবা বিক্রেতার গোষ্ঠী কাহারা অবশেষে করের বোঝা বহন করিবে তাহা যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।[১]**

**২. সাধারণভাবে বলা যায় যে যদি যোগানের তুলনায় চাহিদা অধিক অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে করটি সম্মুখদিকে চালিত হইবে; অপরদিকে চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে করটি পশ্চাতদিকে চালিত হইবে।[২]**

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চাহিদা ও যোগান বিশ্লেষণ বিভিন্ন ধরনের করের অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই বলিয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সিগারেটের উপর কর, শ্রম, মূলধন ও জমির উপর কর ; আমদানি দ্রব্যের উপর কর এবং রপ্তানি দ্রব্যের উপর ভরতুকি ; কৃষিজ-পণ্যের উপর ভরতুকি, ইত্যাদি। চাহিদা ও যোগান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সকল কর ও ভরতুকির অর্থনৈতিক ফলাফল সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

### একটি সাধারণ ভ্রম (A Common Fallacy)

আমরা দেখিয়াছি যে কর স্থাপনের ফলে একটি দ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। এখন উপরের আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নের যুক্তিটি বিচার করা যাইতে পারে :

**চা-এর উপর বিক্রয়কর স্থাপন করা হইলে প্রথমে ইহার বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবে। যেহেতু ভোক্তাদের অধিক দাম দিয়া চা ক্রয় করিতে হইবে সেহেতু ইহার মোট চাহিদা হ্রাস পাইবে। চাহিদা হ্রাসের ফলে দাম পুনরায় হ্রাস পাইবে। সুতরাং কখনই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে কর স্থাপনের ফলে চা-এর বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবে।**

---

১. "The incidence of a tax refers to the ultimate economic burden of the tax. Whether buyers or sellers ultimately bear to tax will depend upon the relative elasticities of supply and demand." Paul Samuelson and W. D. Northaus : *Economics* ( 12th edn., 1985 )

২. "In general, a tax is shifted forward onto consumers if demand is inelastic relative to supply ; a tax is shifted backward to producers if supply is relatively more inelastic than demand." Samuelson and Northaus : op. cit.

এই যুক্তিটি যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুত, যোগান রেখার উপর গমনাগমন এবং যোগান রেখার স্থান পরিবর্তনের মধ্যে আমরা পার্থক্য নির্দিষ্ট করিতে পারি নাই বলিয়া এইরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। উপরের উদ্ধৃতির দ্বিতীয় বাক্যটি ( sentence ) হইল ভুল। এক্ষেত্রে বক্তা চাহিদা রেখার নিম্নে স্থান পরিবর্তনের সহিত চাহিদা রেখা ধরিয়া গমনাগমনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুত, কর স্থাপনের পর চাহিদা রেখা কখনই স্থান পরিবর্তন করে না।[১] সুতরাং কর-স্থাপনের ফলে অবশ্যই দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইবে।

প্রশ্ন ২৭। বিভিন্ন উপকরণের আয়ে খাজনার উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

উত্তর। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অর্থবিদ্যায় খাজনা বলিতে উৎপাদকের উদ্বৃত্তকে বুঝান হয়। শুধুমাত্র জমির ক্ষেত্রেই 'খাজনা' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না, অন্যান্য সকল উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে খাজনার অস্তিত্ব ( বা উপাদান ) দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ 'খাজনা' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যায়। বিষয়টি লইয়া এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে—অর্থাৎ শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের আয়ের ক্ষেত্রে খাজনার উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা ( এবং এগুলির ক্ষেত্রে খাজনা বলিতে কি বুঝায় ) তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

(১) শ্রম: প্রতিটি শ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান উহার সুযোগ ( বা স্থানান্তর ) ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বে বিষয়টি লইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ধরা যাউক একজন শ্রমিক দৈনিক ১০ টাকা মজুরি পাইলে কার্যে যোগদান করিতে চায়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কম পাইলে তাহার কার্যে যোগদানের কোন ইচ্ছাই নাই। অপর একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রমের প্রত্যাশিত বাজার দাম হইল দৈনিক ১২ টাকা। অর্থাৎ দৈনিক ১২ টাকার কম মজুরি পাইলে তিনি কার্যে যোগদান করিতে ইচ্ছুক নন। ধরা যাউক শ্রমের বাজার দাম ( অর্থাৎ দৈনিক মজুরির হার ) হইল ১৫ টাকা। শ্রমের বাজারে যদি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বজায় থাকে তাহা হইলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন শ্রমিককে ভিন্ন ভিন্ন মজুরি প্রদান করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রতিটি শ্রমিকই ১৫ টাকা হারে মজুরি লাভ করিবে। কিন্তু আমাদের উদাহরণে প্রথম শ্রমিকটিকে দৈনিক মাত্র ১০ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রমিকটি দৈনিক ১২ টাকা পাইলেই কার্যে যোগদান করিতে ইচ্ছুক হইবে। এই অবস্থায় প্রথম শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ( actual income ) এবং প্রত্যাশিত আয়ের ( অর্থাৎ সুযোগ ব্যয়ের ) মধ্যে একটি পার্থক্য দেখা দিবে। এই পার্থক্যটি হইল উদ্বৃত্ত বা খাজনা। প্রথম শ্রমিকের ক্ষেত্রে ইহার পরিমাণ হইল ৫ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রমিকের ক্ষেত্রে ৩ টাকা। অর্থাৎ একজন শ্রমিকের সুযোগ ব্যয় ও প্রকৃত আয়ের ব্যবধানকে খাজনার পর্যায়ে ফেলিতে হইবে।

যদি শ্রমের সুযোগ ব্যয় শূন্য হয় তাহা হইলে শ্রমিকের আয়ের সবটুকুই খাজনা বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে কৃষিক্ষেত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রম-উদ্বৃত্ত দেশে শ্রমের সুযোগ ব্যয় ( বা প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ) শূন্য হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। অর্থাৎ শ্রমের পরিমাণ সামান্য হ্রাস করা হইলে মোট উৎপন্নের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই অবস্থায় একজন প্রান্তিক শ্রমিকের আয়ের পুরাভাগই হইল উদ্বৃত্ত বা খাজনা। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক একটি যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে চারভাই একটি ছোট জমি চাষ করে। ইহার বাৎসরিক মোট উৎপন্নের পরিমাণ হইল ৩০ একক। অর্থাৎ মাথাপিছু বা গড় উৎপন্নের পরিমাণ হইল ৭.৫ একক। এখন দেখা গেল যে একজন শ্রমিককে জমি হইতে সরাইয়া লইলে বাকী তিনজন মিলিয়া ঐ একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। এক্ষেত্রে গড় উৎপাদন ৭.৫ একক হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ একক হয়। এই অবস্থায় চতুর্থ শ্রমিকের অবদান শূন্য। কিন্তু নিয়োগের বিকল্প সুযোগ না পাওয়ায় চতুর্থ শ্রমিকটি যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে অন্যান্য ভাইদের সহিত মিলিয়া জমিটি চাষ করিতে থাকে। এক্ষেত্রে যদি তাহার বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ১০০ টাকা হয় তাহা হইলে ইহার পুরাটাই হইল উদ্বৃত্ত বা খাজনা। এক কথায় বলিতে গেলে ভারতের ন্যায় শ্রম-উদ্বৃত্ত দেশে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন শূন্য হয় বলিয়া প্রান্তিক শ্রমিকের আয়ের

ডাক্তারি, হিসাবরক্ষা, আইনগত পরামর্শ প্রদান, চলচিত্রে অভিনয়, গান করা, পুস্তক রচনা ইত্যাদি পেশার ( professions ) এই খাজনার উপাদান এতই বেশী হয় যে ইহা প্রত্যাশিত আয়কে ছাড়াইয়া যায়। একজন ডাক্তারের ( বা উকিলের ) যদি দৈনিক প্রত্যাশিত আয় ৫০০ টাকা হয় কিন্তু আসল আয় ২০০০ টাকা হয় তাহা হইলে উভয়ের ব্যবধানকে যোগ্যতাজনিত খাজনা ( rent of ability ) বলিয়া গণ্য করা হয়। এই ধরনের খাজনার উৎপত্তির মূল কারণ হইল যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা। অমিতাভ বচ্চনের মত অভিনেতা অথবা লিপসে স্যামুয়েলসনের মত গ্রন্থকার অথবা গাভাস্করের মত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের প্রতিভা অতি বিরল বলিয়া এবং রাতারাতি এই প্রতিভার প্রতিলিপি করা ( duplication ) সম্ভব নয় বলিয়া এই ধরনের প্রতিভার যোগান সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়। ফলে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ গাভাস্করের মাসিক আয় যদি ১ লক্ষ টাকা হয় এবং তাঁহার প্রত্যাশিত আয় ( অর্থাৎ ক্রিকেটে যোগদান ও প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে ) যদি ৫ হাজার টাকা হয় তাহা হইলে তাঁহার আয়ের ৯৫ শতাংশই হইল উদ্বৃত্ত বা খাজনা। সুতরাং প্রতিভাধর ব্যক্তিগণের আয়ের মধ্যেও খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

ধরা যাউক একজন ইঞ্জিনিয়ারের মাসিক আয় হইল ৫০০০ টাকা। ইহাকে তাঁহার স্থানান্তর বা সুযোগ ব্যয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যদি তিনি চাকুরী ছাড়িয়া একটি পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ( consultancy firm ) স্থাপন করেন এবং মাসে সমস্ত ব্যয় বাদ দিয়াও ১০,০০০ টাকা রোজকার করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা অতিরিক্ত আয়কে খাজনা বলিয়া গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

**(২) মূলধন :** মূলধনের উপর প্রতিদানকে আমরা সুদ বলিয়া গণ্য করি। সুদের হারকে সাধারণত টাকা অংকে প্রকাশ না করিয়া আসলের ( principle ) শতাংশ ( percentage ) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। সুদের মধ্যেও খাজনার উপাদানও লক্ষ্য করা যায়। ধরা যাউক বাজারে প্রচলিত সুদের হার হইল ৫ শতাংশ। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী আমানতের উপর যে সুদ প্রদান করে তাহাকেই মানদণ্ড হিসাবে ধরিয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সুদের হার নির্ণয় করে। বেসরকারী বহু সংস্থাই জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহের প্রচেষ্টায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তবে যেহেতু এইসব সংস্থাগুলিতে টাকা রাখা ব্যাংকে টাকা রাখার মত নিরাপদ নয় সেহেতু বস্তু সুদে কেহই এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাংক অপেক্ষা অধিক হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। ধরা যাউক একজন ব্যক্তি দীর্ঘমেয়াদী আমানতের উপর বাৎসরিক মাত্র ১০ শতাংশ হারে সুদ পাইলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু অনেক সময় লোভ সামলাইতে না পারিয়া তিনি বাৎসরিক ২৪ শতাংশ সুদের হারে একটি বিনিয়োগ কোম্পানিতে টাকা রাখিলেন। এক্ষেত্রে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য সুদের হারের সহিত প্রাপ্ত সুদের হারের মধ্যে ব্যবধানকে ( অর্থাৎ ২৪ শতাংশ—১০ শতাংশ =১৪ শতাংশ ) উদ্বৃত্ত বা খাজনা বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে।

**(৩) মুনাফা :** মুনাফার ক্ষেত্রেও খাজনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। এই স্বাভাবিক মুনাফাকে উদ্যোগের ন্যূনতম যোগান দাম ( the minimum supply price of entrepreneurship ) বলিয়া গণ্য করা যায়। উৎপাদন কার্য চালাইয়া যাইবার জন্য এই ন্যূনতম প্রতিদান ( minimum return ) অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালেও অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা যায়। নানা কারণে এই অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক মুনাফার সৃষ্টি হয়। ইহাকে মুনাফা না বলিয়া উদ্বৃত্ত বা খাজনা বলিয়া পরিগণিত করাই যুক্তিযুক্ত। অনেক ছোটখাটো ব্যবসায়ী মাসে ২৫০০-৩০০০ টাকার মত মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হইলেই ব্যবসায় চালাইয়া যাইবেন। কিন্তু যদি ইহা অপেক্ষা অধিক মুনাফা লাভে সমর্থ হন তাহা হইলে এই অতিরিক্ত মুনাফাকে খাজনার পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) যদিও খাজনা ও মুনাফা উভয়ই হইল উদ্বৃত্ত উভয়ের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পার্থক্য ( fundamental difference ) লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতিক অপ্রাচুর্যতার জন্য জমির ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু মানুষ-দ্বারা সৃষ্টি অপ্রাচুর্যতার জন্য মুনাফার সৃষ্টি হয়।

(২) জমির খাজনা শূন্য হইতে পারে কিন্তু কখনও ঋণাত্মক ( negative ) হইতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য সকল উপকরণের আয়ের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের বা খাজনার অংক বা পরিমাপটি শূন্য বা ঋণাত্মক হইতে পারে। যেমন একজন শ্রমিকের বর্তমান মাসিক আয় হইল ১০০০ টাকা। ইহাকে তাহার সুযোগ ব্যয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ধরা যাউক কারখানা বন্ধের ফলে তাহাকে চাকরিটি ছাড়িয়া নিতান্ত বাধ্য হইয়া ট্রেনে ফেরিওয়ালার পেশা গ্রহণ করিতে হইল। ফলে তাহার মাসিক আয় ৫০০ টাকা হইয়া দাঁড়াইল। এই অবস্থায় তাহার ক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ হইল—৫০০ টাকা।

**প্রশ্ন ২৮।** প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা মূল্য নিরূপিত না হইয়া যদি আইনের দ্বারা নিরূপিত হয় তবে ফলাফল কি হইবে ?

এই প্রসংগে সর্বোচ্চ মূল্য ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের ফলাফলে পার্থক্য কিরূপ হইবে তাহা দেখাও। [ C. U. B. A. 1983 ]

অথবা,

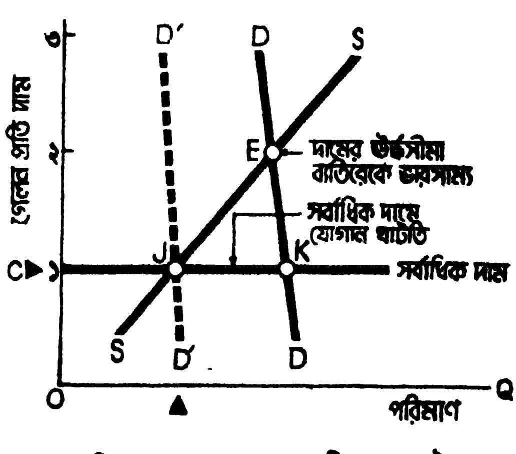
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফল কি ? মূল্য নিয়ন্ত্রণের সহিত রেশনিং ব্যবস্থার সম্পর্ক কিরূপ ? [ C. U. B. A. 1981 ]

অথবা,

দাম নির্ধারণ বলিতে কি বুঝায় ? কখন ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ? এই প্রসংগে আইনানুগ সর্বোচ্চ দাম ধার্যের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। [ C U. B. A. 1985 ]

**উত্তর :** সরকার কখনও কখনও ( যেমন যুদ্ধ অথবা জরুরী অবস্থার সময় ) রাজনৈতিক বা অন্যান্য কারণে আইন দ্বারা কোন একটি দ্রব্যের সর্বাধিক বা ন্যূনতম দাম ( যেমন, ন্যূনতম মজুরি ) স্থির করিয়া থাকে। মূল্য-ব্যবস্থায় এই ধরনের সরকারী হস্তক্ষেপের কতকগুলি অকাম্য ফল প্রদর্শিত হয়। এখন এই ধরনের সরকারী হস্তক্ষেপের অর্থনৈতিক ফলাফল লইয়া সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

**সর্বাধিক দাম ( Price Ceilings ) :** পেট্রলের বাজার লইয়া আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ইহার গ্যালন প্রতি দাম হইল ১ টাকা। এই অবস্থায় যুদ্ধ বা বিপ্লবের জন্য পেট্রলের যোগান ভীষণভাবে হ্রাস পাইল, অর্থাৎ পেট্রলের যোগান রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিল। ফলে পেট্রলের দাম বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ ( অর্থাৎ, গ্যালন প্রতি ২ টাকা ) হইল।




রেখাচিত্র ১: বরাদ্দ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আইন দ্বারা স্থিরীকৃত সর্বাধিক দাম

এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রলের দাম নিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তা করিতে সুরু করিল। এই কারণে পেট্রলের সর্বাধিক দাম পূর্বের ন্যায় গ্যালন প্রতি ১ টাকায় স্থির করিল। পার্শ্বের রেখাচিত্রে *CJK* রেখা দ্বারা আইন দ্বারা স্থিরীকৃত সর্বাধিক দাম দেখান হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল : এই দামে কি ঘটিবে ? ইহার উত্তরে বলা যায় এই দামে যোগান ও চাহিদার মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ, এই নির্দিষ্ট দামে চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইবে বলিয়াই মনে হয়। রেখাচিত্রের $J$ এবং $K$ বিন্দুর ব্যবধান দ্বারা এই উদ্বৃত্ত চাহিদার পরিমাণ দেখান হইয়াছে। এই অবস্থায় সকল ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে না। কিছু কিছু ভোক্তাকে অবশ্যই দ্রব্যটির ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। যদি সরকার দ্বারা দ্রব্যটির দাম স্থির করা না হইত তাহা হইলে ভোক্তাদের মধ্যে নিলামের ফলে ইহার খোলা বাজারে দাম বৃদ্ধি পাইয়া গ্যালন প্রতি ২ টাকা বা উহার অধিক হইত। অর্থাৎ, দ্রব্যটির যোগান অপ্রচুর হওয়ায় উহার ভোগ হইতে বিরত থাকার পরিবর্তে অনেকেই সীমিত পরিমাণ দ্রব্যটির একাংশ অর্জন করিবার জন্য অধিক দাম দিতে রাজী হইতেন।

কিন্তু ১ টাকা অপেক্ষা অধিক দাম গ্রহণ করা আইনবিরুদ্ধ কার্য বলিয়া দ্রব্যটির ক্ষেত্রে কালো-বাজার সৃষ্টি হইবে। আইনবহির্ভূতভাবে অধিক দাম প্রদান করায় অনেকেই দ্রব্যটি অর্জন করিতে প্রচেষ্টা করিবেন। ভারতে বেবী ফুডের ক্ষেত্রে প্রায়ই ইহা দেখা যায়। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য সরকারকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রশাসনিক বরাদ্দ-ব্যবস্থার (administrative rationing) মাধ্যমে সীমিত পরিমাণ দ্রব্যটি অসংখ্য ভোক্তার মধ্যে এরূপভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকেই ঐ নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটির একটি ন্যূনতম পরিমাণ ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে যদি কোন দ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় হইল কোন ধরনের রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা।[১] সুতরাং রেশনিং ব্যবস্থা ব্যতিরেকে দাম নিয়ন্ত্রণ নীতি কখনই সার্থক হইবে না।

## ন্যূনতম দাম ও সর্বাধিক দাম (Minimum Price and Maximum Price)

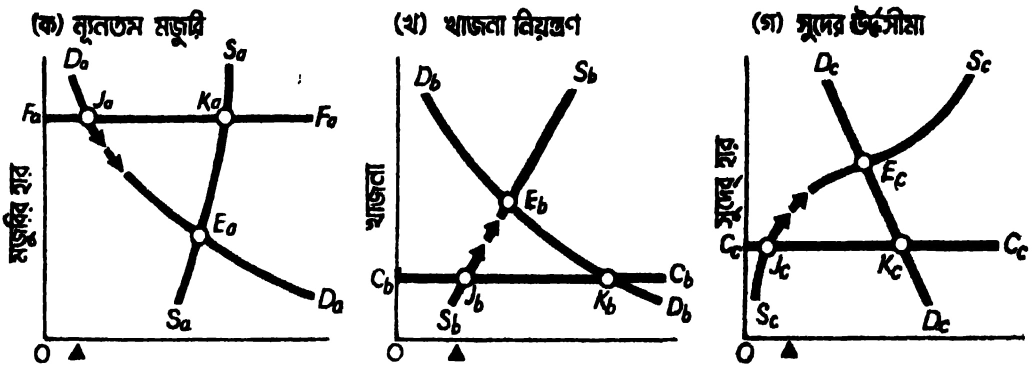
কখন কখনও সরকার আইন দ্বারা ন্যূনতম মজুরি স্থির করিয়া থাকে। ভারতেও কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা করা হইয়াছে। নিম্নের রেখাচিত্র (ক)-এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভারসাম্য স্তরের উপরে (অর্থাৎ $OF_a$ স্তরে) মজুরির হার স্থির করার ফলে শ্রমের যোগান ইহার চাহিদাকে অতিক্রম করিয়া যায়—ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়—$J_aK_a$ অনুভূমিক ব্যবধান দ্বারা ইহার পরিমাপ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমিক সংঘগুলি একটি বণ্টনকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে—সীমিত সংখ্যক চাকুরিগুলি বহুসংখ্যক শ্রমিকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। রেখাচিত্র (খ) দ্বারা খাজনা নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সরকার আইন দ্বারা সর্বাধিক খাজনার পরিমাণ যদি ভারসাম্য স্তরের নিম্নে স্থির করে তাহা হইলে বসবাসের সমস্যার সৃষ্টি হইবে। বাড়ীঘরের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু যোগান হ্রাস পাইবে। অনেকেই নূতন বাড়ী করার পরিকল্পনা পরিহার করিবেন, অনেকেই আবার বাড়ীঘর মেরামতের কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবেন। এখানে উদ্বৃত্ত চাহিদার সৃষ্টি হইবে—$J_bK_b$ দূরত্ব দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে। এই অবস্থায় সেলামী দিয়া বা অন্যান্য উপায়ে লোকে বসবাসের স্থান খুঁজিয়া বাহির করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে ইদানিংকালে ইহাই ঘটিয়াছে। খাজনা নিয়ন্ত্রণের ফলে ২০,০০০ বাড়ী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাড়ীগুলির ভাড়া পরিমাণ সরকারী কর ও বাড়ীগুলি মেরামতের ব্যয় সংকুলানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই কারণে একজন সমালোচক এই উক্তি করিয়াছেন যে, বোমা ফেলিয়া একটি শহরকে ধ্বংস করিবার একমাত্র বিকল্প হইল খাজনা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করা।

পরিশেষে (গ) রেখাচিত্রে আইন দ্বারা সর্বাধিক সুদের হার স্থিরকরণের অর্থনৈতিক ফলাফল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যদি সুদের হার আইন দ্বারা ভারসাম্য স্তরের নিম্নে স্থির করা যায় তাহা হইলে

১. "If for politicial or social reasons market price is not to be permitted to rise high enough to bring quantity demanded down to the level of quantity supplied, ultimately some kind of rationing develops." Samuelson & Northaus : op. cit.

ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের বাজারে উদ্বৃত্ত চাহিদা সৃষ্টি হইবে। ফলে অনেকেই আইন লঙ্ঘন করিয়া বহুগুণ অধিক হারে সুদ প্রদান করিয়া খোলা বাজার হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে প্রচেষ্টা করিবেন। অর্থাৎ এই ধরনের বাজারে কালোবাজারের উৎপত্তি হইবে।




রেখাচিত্র (ক) ন্যূনতম মজুরি রেখাচিত্র (খ) খাজনা নিয়ন্ত্রণ রেখাচিত্র (গ) সুদের হার নিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন ২৯। অর্থ-ব্যবস্থার মৌল উপাদান কি কি? এই সকল উপাদানের প্রত্যেকটি তাহাদের কাজকর্মে কি কি লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া থাকে? [ C. U. B. Com. 1981 ]

উত্তর : সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদিত হয় সমাজভুক্ত ব্যক্তি-সমূহ ( individuals ) দ্বারা। এই ব্যাপারে সকল ব্যক্তির আচরণের পর্যালোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে সকলের আচরণের বিশ্লেষণ সম্ভব নহে বলিয়া আমাদের মত নিয়ন্ত্রণ-সহ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় এই ব্যক্তি সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : (ক) ভোক্তা বা পরিবার ( consumers or households ), (খ) উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( firms ) এবং (গ) সরকারী কর্তৃপক্ষ ( governmental authorities )। ইহারাই হইল অর্থ-ব্যবস্থার মৌল উপাদান।

## অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা ( THE ECONOMIC DECISION-MAKERS )

এই তিনটি শ্রেণী—পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ—আবার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা ( the economic decision-makers ) নামেও অভিহিত। কারণ, অর্থনৈতিক কাজকর্ম ( ভোগ, উৎপাদন এবং উভয়ের নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণ ) সম্বন্ধে ইহারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে।

**ক। ভোক্তা বা পরিবার ( The Consumer or the Household ) :** যেহেতু মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূলে আছে তাহার অভাবমোচনের তাগিদ সেই হেতু অর্থ-ব্যবস্থায় ভোক্তার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ভোক্তা হইল অর্থ-ব্যবস্থার প্রাথমিক মৌল উপাদান বা একক ( primary or basic unit )। কারণ, ভোক্তাকে অর্থ-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কারণ, অভাবপূরণের জন্য বাজারে ভোক্তারা যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদকেরা উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষেতখামার কলকারখানা প্রভৃতি সর্বত্রই যে-উৎপাদনকার্য চলিয়াছে তাহার লক্ষ্য হইল ভোক্তাদের আকাংক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী যোগান দিয়া মুনাফা অর্জন করা।

এই প্রসংগে ভোক্তা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন। যে-ব্যক্তি বাজারে গিয়া ভোগ্যপণ্যাদি ক্রয় করে সেই ভোক্তা নহে। যেমন, রামবাবু যখন বাজারে যাইয়া তরিতরকারী মাছ-মাংস ক্রয় করেন, তখন রামবাবুই ভোক্তা। কিন্তু রামবাবু ক্রয় করিলেও এই সকল দ্রব্য ভোগ করে রামবাবুর পরিবারভুক্ত পরিজনবর্গ। এই সকল পরিজনের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রামবাবুকে জিনিসপত্রাদি ক্রয় করিতে হয়। কেনাকাটার ভার রামবাবুর উপর না থাকিয়া রামবাবুর স্ত্রীর উপর

থাকিতে পারে। তিনিই হয়ত সংসারের সকলের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও সুখবাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বুঝিয়াসুঝিয়া কেনাকাটা করেন। মোটকথা, কেনাকাটা রামবাবুই করুন বা রামবাবুর স্ত্রীই করুন, আসলে ভোগ্যদ্রব্যাদির ক্রেতা হইল পরিবার। এইজন্য বলা হয়, পরিবারই ভোগের একক ( consuming unit )। সুতরাং অর্থবিদ্যায় যখন ভোক্তা ( consumer ) শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন পরিবারকেই ( household ) বুঝায়।

পরিবার যে একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইবে এমন কোন কথা নাই। উহা মাত্র একজনকে লইয়াও গঠিত হইতে পারে। আমাদের উদাহরণে রামবাবুর পরিবারে রামবাবু ছাড়াও অন্যান্য লোক রহিয়াছে। কিন্তু হয়ত শ্যামবাবুর সংসারে শ্যামবাবু ছাড়া আর কেহই নাই; এক্ষেত্রে শ্যামবাবু একলাই তাঁহার পরিবার। একজন লইয়াই গঠিত হউক বা একাধিক ব্যক্তি লইয়াই গঠিত হউক, এই পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলে—অর্থাৎ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে এবং সেখানে উহাদের ক্রয়বিক্রয় হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অর্থ-ব্যবস্থার প্রাথমিক মৌল উপাদান বা ভোগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক হইল পরিবার ( the household )।

**পরিবারের অর্থনৈতিক আচরণ ( Economic Behaviour of the Household ):** প্রত্যেক পরিবারেরই আয় ( সুতরাং ব্যয়সংগতি ) সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ আয় দ্বারাই উহাকে অভাবমোচন বা যথাসম্ভব অধিক উপযোগ আহরণের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই করিতে হয়। এইজন্য পরিবারকে বুঝিয়াসুঝিয়া ব্যয় করিতে হয়, হিসাব করিয়া চলিতে হয়, অভাব ও অভাবপূরণের দ্রব্যাদি বাছিয়া লইতে হয়।

**তিনটি মূল সূত্র:** এই বর্ণনা হইতে ভোক্তা বা পরিবারের অর্থনৈতিক আচরণের তিনটি মূল সূত্র নির্দেশ করা যাইতে পারে:

১। প্রত্যেক পরিবারেরই আয় ( অর্থাৎ ব্যয়ক্ষমতা ) সীমাবদ্ধ;

২। প্রত্যেক পরিবার যথাসম্ভব অধিক অভাবমোচনের প্রচেষ্টা করিয়া থাকে;

৩। প্রত্যেক পরিবারকেই হিসাব করিয়া চলিতে হয়। অর্থবিদ্যায় ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রত্যেক পরিবারই ঠিকমত হিসাব করিয়া চলে—অর্থাৎ উহার ব্যয়নির্বাহ-পদ্ধতি যুক্তিসিদ্ধ ( rational )।

**খ। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( The Firm ):** দেখা গেল যে ভোগের একক হইল পরিবার ( household )—লোকে পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবেই ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে। এই সকল ভোগ্য-দ্রব্যের যোগান আসে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( firm ) হইতে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানই উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ এবং উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সংগঠিত হইতে পারে—উহা একমালিকী কারবার হইতে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান—যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। তবে উহা অবশ্যই লাভ বা মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে। এই কারণে সামবায়িক প্রতিষ্ঠান বা সরকারী উদ্যোগাধীন সংস্থাকে ঠিক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ( the firm ) বলিয়া গণ্য করা হয় না। এই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহই অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় মৌল উপাদান। অর্থ-ব্যবস্থার আংশিক উপাদান বা পরিবার ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সংগে অংগাংগি সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকিবেই।

**গ। সরকারী কর্তৃপক্ষ ( Governmental Authorities ):** বর্তমান দিনে—বিশেষ করিয়া আমাদের মত নিয়ন্ত্রণ-সহ মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার ( Mixed Economy with Control )—তৃতীয় আংশিক উপাদান হইল 'সরকারী কর্তৃপক্ষ', যাহা দ্বারা সরকার ও সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকেই ( all public agencies ) বুঝায়। আমরা আমাদের আলোচনায় 'সরকার' শব্দটিই ব্যবহার করিব।

অর্থ-ব্যবস্থায় সরকার দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, সরকারকে প্রধানতম উৎপাদক ( the biggest single producer ) হিসাবে গণ্য করা যায়, এবং কয়েক ক্ষেত্রে এই উৎপাদন বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ—যথা, জাতীয় প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, বিচার-ব্যবস্থা ইত্যাদি। উপরন্তু, বর্তমান দিনে অনেক দেশেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন-ক্ষেত্র সরকারেরই করায়ত্ত। নিয়ন্ত্রণ-সহ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ( Mixed Economy with Control ) এইরূপ ক্ষেত্রের পরিধি বিশেষ ব্যাপক। রেলপথ বিমানপথ তারবেতার দূরদর্শন হইতে সুরু করিয়া ভোগ্যপণ্য-বন্টন অবধি এই ক্ষেত্রভুক্ত। উপরন্তু, ইহার পরিধিও দিন দিন বিস্তৃততর হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, সরকারকে একাংশে ভোক্তার ভূমিকাতেও দেখা যায়। সরকার সরাসরি ভোগ্যপণ্য ক্রয় করিয়া থাকে দপ্তরসমূহে ব্যবহারের জন্য। ইহা ব্যতীত ভরতুকি ( subsidy ) প্রদানের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের বিক্রয়ে পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, সরকার সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার পালক ও নিয়ামক। অর্থ-ব্যবস্থার এমন কোন দিক নাই যাহা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে না আসিতে পারে। নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা হয় পোষণ ও পুষ্টির জন্য। এই উদ্দেশ্যেই রুগ্ন শিল্পসমূহের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত উহাদের পরিচালনভারও গ্রহণ করে।

পরিশেষে, কর ধার্য, বিনামূল্যে দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ, ভরতুকি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার আয়ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিয়া থাকে। ইহা অবশ্য সরকারের ভূমিকার উপরি-উক্ত তৃতীয় দিকেরই একটি অংশ।

অতএব, যেহেতু অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারের উৎপাদক ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা রহিয়াছে সেই হেতু—ভোক্তার গোষ্ঠী ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সরকারের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ভোক্তা বা পরিবার অনেক ক্ষেত্রেই দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে সরকার হইতে, সরকারকেই তাহারা উৎপাদনের উপকরণ বিক্রয় করে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানও সরকারের অর্ডারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। মালমশলা সংগ্রহের জন্য তাহারা সরকারের মুখাপেক্ষী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশেষ করিয়া আমদানীকৃত কাঁচামালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের মত দেশে শক্তির যোগানও ( power supply ) অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যাহা হউক, বর্তমান সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার দিনে অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

**অর্থ-ব্যবস্থার উপাদানসমূহের লক্ষ্য—সর্বাধিকীকরণের ধারণা ( Goals of the Units of the Economics System—The Concept of Maximisation ) :** উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অর্থ-ব্যবস্থার তিনটি আংশিক উপাদানই—পরিবার, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকার—সর্বাধিকীকরণ লক্ষ্যে ( the maximising aim ) নিয়োজিত। বস্তুত, অর্থ-ব্যবস্থার উপাদানসমূহের আচরণ বিশ্লেষণে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ সর্বাধিকীকরণের ধারণা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই অনুমানের ভিত্তিতেই অগ্রসর হন যে উপযোগ বা পরিতৃপ্তি, মুনাফা ও জনকল্যাণকে সর্বাধিক করাই যথাক্রমে পরিবার বা ভোক্তা, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্তৃপক্ষের আচরণের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিবার তাহার নির্দিষ্ট আয় দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে সেইভাবেই ব্যয় করে যাহাতে উপযোগ বা পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। ধরিয়া লওয়া হয় যে, এইভাবে পরিবারের ব্যয়নির্বাহ-পদ্ধতি সর্বদাই যুক্তিসিদ্ধ ( rational ) হয়।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ সর্বদাই কতকগুলি নির্দিষ্ট অংকের ( fixed numbers ) ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল অংক প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে যে-পরিমাণ সুযোগসুবিধা ( opportunities ) থাকে তাহারই পরিধির পরিচায়ক। যেমন, বাজারের সমীক্ষা ( market survey ) হইতে পরিচালকবর্গ অনুমান করিয়া থাকেন যে আগামী বৎসরে অনুরূপ কোন সময়ে কি পরিমাণ বিক্রয় করা সম্ভব হইবে ( forecasting )। এই সকল অনুমিত অংকের ভিত্তিতেই তাঁহারা কাঁচামাল ক্রয় করিয়া থাকেন, পণ্যপ্রচারক ( sales representatives ) নিযুক্ত করিয়া থাকেন, ইত্যাদি।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার মুনাফা সর্বাধিকীকরণের লক্ষ্যাভিমুখে চলে কাম্য পরিমাণ দ্রব্য ( optimum output ) উৎপাদন এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় ও বিনিয়োগ করিয়া। উৎপাদনের এই উপকরণসমূহ হইতেই ভোক্তাদের আয় অর্জিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ে ভোক্তারা কি পরিমাণ ব্যয় করিবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর।

আজিকার দিনে ভোক্তারা অবশ্য সরকারী কাজকর্ম করিয়াও আয় করে। তবে একদিক দিয়া এই সকল কাজকর্মকে উৎপাদন বলিয়া গণ্য করা যায়। প্রতিরক্ষা, শান্তিশৃংখলারক্ষা, জনসাধারণের দ্রব্যাদি ( public goods ) ইত্যাদিতে উৎপাদনকার্য অবশ্যই প্রতিফলিত হয়। যাহা হউক, ভোক্তা বা পরিবারের ব্যয়িত অর্থই প্রতিষ্ঠানের হইল সর্বাধিকীকরণের প্রচেষ্টার সাফল্যের ভিত্তিমূল।

**পরম্পরাগত বিশ্লেষণ :** সর্বাধিকীকরণ ধারণার ভিত্তির এই বিশ্লেষণ একটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত—যথা, ভোক্তারা যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যই ক্রয় করিবে এমন কোন কথা নাই ; বরং বিক্রয়ের পরিমাণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, দ্রব্যের দাম, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের পরিমাণ ইত্যাদি। অতএব, মুনাফা সর্বাধিকীকরণের লক্ষ্যসাধনের জন্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে বহু বিকল্প পন্থাই রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটিকে বাছিয়া লওয়া হইবে তাহা নির্ভর করে পরিচালকবর্গের উপর। যাঁহারা ঠিকমত বাছিয়া লইতে পারেন তাঁহারাই পরিচালক হিসাবে সার্থক। আর যাঁহারা বাছিতে বাছিতে ভুল করেন তাঁহারা শেষ পর্যন্ত সরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

জনকল্যাণ সর্বাধিক করা যে রাষ্ট্র বা সরকারের লক্ষ্য, বহু শতাব্দী পূর্বে অ্যারিস্টটলের উক্তিতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। বেন্থামের মতে, রাষ্ট্র অবশ্যই সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণসাধনে ( greatest good of the greatest number ) নিয়োজিত থাকিবে। পূর্বোল্লিখিত অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াই রাষ্ট্রের এজেন্সি হিসাবে সরকার এই কার্যে নিয়োজিত থাকে।

**ধারণাটির গুরুত্ব :** সর্বাধিকীকরণের ধারণা নানা দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ—ইহার সাহায্যে ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য উপাদানের আচরণ অনুধাবন করা সহজ হয়। সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ বিচারও ইহার মাধ্যমে সম্ভব। অনেক সময় আবার সরকারী সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণেও ধারণাটিকে কাজে লাগানো যায়। যেমন, কোন শিল্পের জাতীয়করণের আগে ও পরে অবস্থার তারতম্যের বিচারে ধারণাটি সাহায্য করিয়া থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, সর্বাধিকীকরণের ধারণায় প্রতিবিম্বিত হয় অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের আচরণ যাহা হইতে আমরা উহাদের সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করিতে পারি।

**'সন্তুষ্টিকরণ' ( The Satisficing ) :** সর্বাধিকীকরণের ধারণার গুরুত্ব সত্ত্বেও আধুনিক লেখকগণের কেহ কেহ ইহার পরিবর্তে 'সন্তুষ্টিকরণ' ( satisficing ) ধারণা ব্যবহারের পক্ষপাতী। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাইমনের ( Professor Herbert Simon ) ভাষায়, "উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মুনাফা সর্বাধিকীকরণের পরিবর্তে একটি বিশেষ মুনাফার পর্যায়ে পৌঁছিয়া যে-বাজার অধিকার করিয়াছে এবং যে-পরিমাণ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতেই 'সন্তুষ্ট' থাকিতে চায়।" কারণ, আরও মুনাফালাভের প্রচেষ্টা করিলে ( যেমন, একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে ) হিতে বিপরীত হইতে পারে।"

অনুরূপভাবে, পরিবারের অর্থনৈতিক আচরণেও সন্তুষ্টিকরণ-লক্ষ্য প্রতিফলিত হইতে পারে। দল বাঁধিয়া জোরজবরদস্তির মাধ্যমে অতি সস্তায় কোন ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করিলে দীর্ঘকালে ঐ দ্রব্যের যোগান ব্যাহত হইতে পারে। অপরদিকে আবার পরিবারের পক্ষে ব্যয়নির্বাহ পদ্ধতিকে আরও যুক্তিসিদ্ধ করার পরিবর্তে আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই অধিকতর কাম্য বিবেচিত হইতে পারে।

জনকল্যাণ সর্বাধিক করার কোন সীমা নাই বলিয়া সরকারও একটা বিশেষ পর্যায়ে উঠিয়া উহা বজায় রাখিতে পারিলেই আপাতত সন্তুষ্ট হইতে পারে।

এইভাবে অর্থ-ব্যবস্থার তিনটি আংশিক উপাদানই সন্তুষ্টিকরণ দ্বারা পরিচালিত হইলে অর্থ-ব্যবস্থাকে সুপরিচালিত বলিয়া ধরিতে হইবে।

**সর্বাধিকীকরণ হইতে কাম্যতমকরণ ( From Maximisation to Optimisation ) :** এই কারণে বর্তমানে অনেক সময় সর্বাধিকীকরণের পরিবর্তে কাম্যতমকরণ ( optimisation ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যাহাই সর্বাধিক তাহা সকল সময় কাম্য বিবেচিত নাও হইতে পারে। এ-বৎসরে কৃষিজ পণ্যের দাম হঠাৎ পড়িয়া গিয়া ন্যূনতম হইলে পর বৎসর যোগান হ্রাসের দরুন দাম আবার বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। অনুরূপভাবে, হঠাৎ ঘাটতির দরুন কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা করিলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ভবিষ্যতে বিক্রয় হ্রাস পাইবে। আবার সরকার যদি অতি অল্প দামে চাল গম সংগ্রহ করিয়া র‍্যাশনে দামহ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া জনকল্যাণ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা করে তবে পরবর্তীকালে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ব্যাহত হইয়া ঐ লক্ষ্যই ব্যাহত হইতে পারে।

এই কারণে বলা যায় যে, অর্থ-ব্যবস্থার আঞ্চলিক উপাদানগুলি সর্বাধিকীকরণের লক্ষ্য অনুসরণে নিয়োজিত না থাকিয়া কাম্যতমকরণের প্রচেষ্টাই করিয়া থাকে। পরিবার বা ভোক্তা তাহার পরিতৃপ্তি কাম্যতম পর্যায়ে উপনীত হইলে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠান মুনাফার পরিমাণ কাম্যতম হইয়া উঠিলে এবং সরকার জনকল্যাণ কাম্যতম করিতে পারিলেই 'সন্তুষ্ট' হয়। আর বাড়াইবার প্রচেষ্টা করে না।

সরকার যে সকল কার্য পালন করেন তাহার পশ্চাতে কতকগুলি উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণত, সরকারের মূল উদ্দেশ্য হইল সমাজের মোট কল্যাণকে সর্বাধিক করা। অবশ্য সরকার অন্যান্য উদ্দেশ্য দ্বারাও পরিচালিত হয়—যেমন ক্ষমতালাভের আশা এবং সমাজের কয়েকটি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। সরকারের উদ্দেশ্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) **স্বল্পকালীন উদ্দেশ্য :** (১) পূর্ণনিয়োগ অবস্থার সৃষ্টি ;
(২) দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন ;
(৩) বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দূরীকরণ ;

(খ) **দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য :** (৪) দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ;
(৫) আয়বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ;
(৬) মোট উৎপন্নের কাম্য গঠন ;
(৭) অর্থনৈতিক ব্যাপারে নির্বাচনের স্বাধীনতা।

সম্প্রতি সরকার অর্থ-ব্যবস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফলে সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন কতকগুলি সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে তেমনই সৃষ্টি করিয়াছে কতকগুলি সমস্যার। সরকার কতকগুলি নীতি গ্রহণ করিয়া ও উহাদের ঠিকমত পালন করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তাদের আচরণ, ক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

**প্রশ্ন ৩০।** একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অলিগোপলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

**উত্তর :** বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সকল শর্ত পূরিত হয় না বলিয়া পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাও বর্তমান থাকে না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাকে অন্যতম আদর্শ ( an ideal ) বলিয়া গ্রহণ করা হয়। বাস্তব সত্য বলিয়া নহে। নিখুঁত একচেটিয়া কারবার ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা উভয়েই যখন বিরল তখন সত্য হইল এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থা। ইহাকে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ( imperfect competition ) বলা হয়। এই অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই অধিকাংশ শিল্প বা বাজারের বৈশিষ্ট্য।

দুইটি প্রধান কারণের জন্য প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয়। প্রথমত, বিক্রয়-দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে। দ্বিতীয়ত ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হইতে পারে। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি রূপ হইল একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ( Monopolistic Competition )। ইহাতে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা পৃথকীকৃত ( differentiated ) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য ( close substitute products ) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে

সমজাতীয় না হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয়, একচেটিয়া কারবারের মত দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্য (remote substitute) নহে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট প্রভৃতি দ্বারা দ্রব্য পৃথকীকরণের চেষ্টা করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার দ্রব্য উৎকৃষ্টতর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণত মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা (price competition) পথে অগ্রসর হয় না।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগোপলি (Oligopoly) বা কতিপয় প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার। যখন মোটামুটি সমজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজারে এক বা বহুসংখ্যক বিক্রেতার স্থলে মাত্র 'কতিপয় বিক্রেতা' প্রতিযোগিতা করে তখন উহাকে অলিগোপলি বা কতিপয় প্রতিষ্ঠানবিশিষ্ট কারবার বলা হয়। অলিগোপলির একটি বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বিবিক্রেতা-বিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি (Duopoly)। ডুয়োপলিতে দুইজন বিক্রেতা বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

অলিগোপলি আবার পূর্ণাংগ অলিগোপলি (Perfect Oligopoly) এবং অপূর্ণাংগ অলি-গোপলি (Imperfect Oligopoly) হইতে পারে। যখন স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে তখন উহাকে পূর্ণাংগ অলিগোপলি বলে, আর যখন এই স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় হয় না অথচ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয় তখন উহাকে বলা হয় অপূর্ণাংগ অলিগোপলি।

**একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অলিগোপলির গঠন-প্রকৃতি ও আচরণ (Structure and Behaviour of Monopolistic Competition and of Oligopoly):** প্রতিষ্ঠানের আচরণ অনেকাংশেই নির্ভর করে উহার বাজারের গঠন-প্রকৃতির উপর।[১] সুতরাং একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অলিগোপলিভিত্তিক বাজারের গঠন-প্রকৃতি ভিন্ন বলিয়া ঐ দুই বাজারভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আচরণও পৃথক হইতে বাধ্য।

**ক। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা:** অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যখন বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য লইয়া পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে তখন উহাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরা হয়।[২] এরূপ অবস্থায় বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যাকার্যের ফলাফল অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে—বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের উপর এককভাবে প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন, ১০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি যদি বিক্রয় সম্প্রসারণ (sales expansion) করিতে সমর্থ হয় তবে অন্য ৯৯টি প্রতিষ্ঠানের সকলেরই (বা অনেকেরই) বিক্রয়ের পরিমাণ কিছু কিছু কমিবে, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

যেহেতু প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত হইলেও বিশেষীকৃত দ্রব্য (differentiated product) লইয়া কারবার করে সেইহেতু প্রকৃতি-বিচারে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই হইল এক প্রকার একচেটিয়া কারবার। কিন্তু প্রত্যেককেই আবার সকলের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে হয় এবং নূতন প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশে (entry) কোন বাধা থাকে না। মুনাফার হার উচ্চ হইলে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াও থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নূতন নূতন কোম্পানীর নূতন নূতন ব্রাণ্ডের টুথপেস্টের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান পুরাতনদের সামগ্রিক বাজারের কিয়দংশ অধিকার করে, এবং ইহার ফলে সকলের বা অধিকাংশের বাজার কিছুটা সংকুচিত হয়।

একচেটিয়া কারবারীর (monopolist) মতই একচেটিয়া প্রতিযোগী তাহার দ্রব্যের দাম-নির্ধারণ (price-giver or price-setter)। সাধারণত মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার (price competition) পরিবর্তে সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতার পথে চলিলেও কোন কোন সময় একচেটিয়া

---

১. "Market structure determines the behaviour of the firms involved." Kelvin Lancaster: *Modern Economics*

২. "Under monopolistic competition, a large number of firms producing similar but not identical products compose the market."

প্রতিযোগীকে দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে দেখা যায়। এই হ্রাসবৃদ্ধির ফল সর্বাধিক আঘাত করে নিকটতম প্রতিযোগীকে—সকলের মধ্যে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে না। ফলে তখন একচেটিয়া প্রতিযোগিতা অলিগোপলির উপাদানসমন্বিত হয়। কারণ, অলিগোপলির বৈশিষ্ট্য হইল কয়েকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা।

খ। অলিগোপলি: আধুনিক অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা অপেক্ষা অলিগোপলিই অধিক আলোচিত হইতে দেখা যায়।

দ্রব্য সম্পূর্ণ সমজাতীয় না হইলেও বাজার যদি কয়েকজনের মধ্যে বিভক্ত হয় তবেও উহাকে অলিগোপলির দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটরগাড়ী শিল্পের ( automobile industry ) উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার মোটরগাড়ী পরস্পরের পরিবর্ত হইলেও সম্পূর্ণ সমজাতীয় নহে।

অলিগোপলির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান হইল পণ্যের দাম-নির্ধারক ( price-setter )। কিন্তু একের দাম-নির্ধারণ অপরের দামকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে—উৎপাদক বা বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প বলিয়া প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না। এই কারণে অলিগোপলিতে এক প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আচরণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। এবং সাধারণত প্রতিষ্ঠানসমূহ দলবদ্ধভাবে দাম-নির্ধারণ কার্যে অগ্রসর হয়। এই সংঘবদ্ধ আচরণের মধ্যেই রহিয়াছে নিজ নিজ স্বার্থ। অতএব, অলিগোপলিতে দাম-নির্ধারণ কার্য প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্বৈক্তিক পদ্ধতিতে ( impersonally through competition ) সম্পাদিত হয় না—সম্পাদিত হয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মোটামুটি ঐকামত দ্বারা।

এই ঐক্যমতকে একপ্রকার ষড়যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ, ভোক্তাদের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করা—তাহাদের শোষণ করাই ইহার মৌল উদ্দেশ্য।

তবে সকল সময় 'অলিগোপলিক' প্রতিষ্ঠান যে মুনাফা সর্বাধিকীকরণের পথে চলে তাহা নহে। অলিগোপলিতে প্রতিষ্ঠান সাধারণত বৃহদায়তনই হয়। এই সকল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের ( large operations ) বৈশিষ্ট্য হইল 'কলাকৌশলভিত্তিক গঠন' ( te· nostructure )। ইহাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মূলত কলাকুশলীদের ( technocrats ) দ্বারা। তাহারা মুনাফা অপেক্ষা সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যসাধনের দিকেই অধিক দৃষ্টি দেয়। এই কারণে তাহারা সকল সময় দাম বেশী করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না।

পণ্য-বৈচিত্র্য, বিক্রয়-প্রসার ইত্যাদির জন্য অলিগোপলিক প্রতিষ্ঠানকে সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতার কার্যেও অগ্রসর হইতে হয়। প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে শক্তি বজায় রাখার জন্যও ইহা প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন ৩১। সমাজ যে মৌল সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয় তাহাদের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর এবং এই সমস্যাগুলির কিভাবে সমাধান করা হয় তাহা দেখাও। [ C. U. B. Com. (H) 1984 ]

থবা.

সমাজের মৌল সমস্যাগুলির উপর একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখ।

[ C. U. B. Com (H) 1981 Supp ]

উত্তর: অর্থবিদ্যা আমাদের অভাবমোচনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করে। এই আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিবার জন্য উল্লিখিত অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই করা প্রয়োজন। কারণ, অর্থবিদ্যা সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণেরই অভাব মিটানোর সমস্যা লইয়া আলোচনা করে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে যে-কোন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে উহার তিনটি জিনিস রহিয়াছে। প্রথমত রহিয়াছে বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য উহার চাহিদা। দ্বিতীয়ত, অভাবমোচনকারী দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য ব্যবহারোপযোগী নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ বা সম্পদ

( resources ) রহিয়াছে। তৃতীয়ত রহিয়াছে ঐ সম্পদকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত করিবার জন্য উৎপাদনের কলাকৌশল ( technologies )।

---

**সমাজের অর্থ-ব্যবস্থার কার্য :** অর্থনৈতিক সমাজের ( economic society ) কার্য হইল সম্পদ এবং কলাকৌশলের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের অপরিসীম অভাববোধের যথাসম্ভব পরিতৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা করা।

---

**তিনটি মৌল সমস্যা ( Three Central Problems ) :** এই কার্য সম্পাদনে অর্থ ব্যবস্থাকে আবার তিনটি মৌল সমস্যা সম্মুখীন হইতে হয়।

প্রথমত, উহাকে নির্ধারণ করিতে হয় যে কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে এবং কত কত পরিমাণে ( what goods and in what quantities ) উৎপাদন করা হইবে। যেমন, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও খাদ্য-উৎপাদনের ( gun v. butter ) মধ্যে কিভাবে অনুপাত নির্ধারণ করা হইবে।

দ্বিতীয়ত, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে সে-সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয় যে কোন্ কোন্ উপকরণ এবং কলাকৌশলের সমবায়ে উৎপাদন করা হইবে। যেমন, কোন নূতন রেলপথ পাতা হইলে ঐ রেলপথে বাষ্পীয় এঞ্জিন না বৈদ্যুতিক এঞ্জিন চালানো হইবে—সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে হয়, কৃষিক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতি—পশু ও মানবশক্তি, না আধুনিক যান্ত্রিক কৃষি—তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হয়। মূলত ইহা কলাকৌশলের প্রশ্ন ( problem concerning technology )।

তৃতীয়ত, উৎপাদন কাহার জন্য ( for whom ) করা হইবে, সে-বিষয়েও সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া চলিতে হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থ ব্যবস্থাকে ঠিক করিতে হয় যে সমাজভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপন্ন ( Total National Product ) বা জাতীয় আয় ( National Income ) কিভাবে বন্টিত হইবে? জাতীয় আয়ের অধিকাংশই মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হইবে, না ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহ্রাসের জন্য জাতীয় আয়ের ন্যায্য বন্টনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে? জাতীয় আয়ের বন্টন যেভাবে হইবে উৎপাদন-ব্যবস্থাও ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান যদি ক্রমাগত সংকুচিতই হইতে থাকে তবে মোটরগাড়ীর পরিবর্তে বাইসাইকেল উৎপাদনের দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যাইবে।

---

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমস্যা মূলত তিনটি যাহাদিগকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায় : কি এবং কতটা পরিমাণে, কিভাবে এবং কাহার জন্য ( What, How and For Whom ? )।

---

**অপ্রাচুর্য :** এই সমস্যা তিনটির মূলে আছে অপ্রাচুর্য ( scarcity )। উৎপাদনের উপকরণসমূহের অপ্রাচুর্য। উপকরণ যদি অপ্রচুর না হইত, তবে কি উৎপাদন করা হইবে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদন করা হইবে—এই তিনটি সমস্যার কোনটিরই উদ্ভব ঘটিত না। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের সকলের যদি একটি করিয়া আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থাকিত তবে অর্থনৈতিক সমস্যা বলিয়া কোন কিছু থাকিত না ( এবং ফলে অর্থবিদ্যা বা বাণিজ্যিক অর্থবিদ্যা চর্চারও প্রয়োজন হইত না )।

এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অপ্রাচুর্যের ধারণা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ( relative )। অর্থাৎ, অপ্রাচুর্য বলিতে চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রাচুর্যই বুঝায়। উদাহরণ দিয়া বলা যায়, পচা ডিম ভাজা ডিম অপেক্ষা সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে ভাজা ডিমই অপ্রচুর, পচা ডিম নহে। কারণ, পচা ডিমের কোন চাহিদা নাই।

**মূল্য-ব্যবস্থা ( The Price System ) :** সেদিন পর্যন্ত ধরিয়া লওয়া হইত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে, যাহাকে 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা' ( social control mechanism ) বলিয়াও অভিহিত করা যায়।

মূল্য-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় যে, বাজারে অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ( goods and services ) এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের ( factors of production ) দাম নির্ধারিত হইয়া একটি শৃংখলিত ব্যবস্থার সম্ভব ঘটে—যে ব্যবস্থাধীনে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পসমূহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজেই সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনীয় পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারে, দ্রব্যাদির দামও আপনা হইতেই নির্ধারিত হয় এবং খাজনা মজুরি সুদ ইত্যাদি আয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও ঠিকমত বণ্টিত হয়। সুতরাং কি, কিভাবে এবং কাহার জন্য ( What, How and For Whom )—সমস্যা তিনটির সমাধানের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় না। বিষয়টির আরও একটু বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

মূল্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত ধারণার পটভূমিকা হইল ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা ( capitalist economy )। এবং এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা। অর্থ-ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা কার্য করে বিভিন্ন দিক দিয়া—ভোক্তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, উৎপাদক বা ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, এক ধারে উৎপাদকগণ ও অন্য ধারে ভোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন উপকরণ-সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার পশ্চাতে আছে সর্বাধিকীকরণের প্রচেষ্টা ( attempt at maximisation )। ভোক্তারা চাহে তাহাদের পরিতৃপ্তি বা উপযোগকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে, উৎপাদনের উপকরণ-সরবরাহকারীরা ( input suppliers ) চাহে সর্বাধিক আয় অর্জন করিতে এবং উৎপাদকেরা প্রচেষ্টা করে তাহাদের মুনাফা বা ব্যবসায়ের নিরাপত্তা বা ব্যবসায় জগতে ক্ষমতাপ্রতিপত্তিকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে। অবশ্য অনেকের মতে, উৎপাদকের ক্ষেত্রে মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যাহা হউক, এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে বিভিন্ন দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারিত হইয়া যে অবস্থা বা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে বলিয়া ধরা হয়, সংক্ষেপে তাহাকেই বলে মূল্য-ব্যবস্থা ( price system )।

**'অদৃশ্য হস্ত'**: অবাধ প্রতিযোগিতার সমর্থকদের মতে, এই মূল্য-ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ইহার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং বজায় থাকে, ক্রেতারা ন্যূনতম দামে জিনিসপত্র পাইয়া থাকে, উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ-( জমি শ্রম মূলধন ) সরবরাহকারীরা উপকরণের দরুন ( খাজনা মজুরি সুদ ইত্যাদির মাধ্যমে ) উচিত মূল্য পাইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এইভাবে যেন এক 'অদৃশ্য হস্ত' ( an invisible hand ) দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তি অচেতনভাবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থসাধন করে।

অ্যাডাম স্মিথের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে চাহিদা ও যোগানের শক্তিই নির্ধারণ করিয়া দেয় কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত উৎপাদন করা হইবে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদন করা হইবে ( What, How and For Whom ? ) যেমন, লোকে যদি তুলাবস্ত্রের পরিবর্তে টেরিলিনের পোশাকই বেশী পছন্দ করে তবে টেরিলিনের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে, দামও বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন বেশী টেরিলিন-বস্ত্র উৎপন্ন হইবে। অপরদিকে আবার লোকে যদি কফি পান কমাইয়া দেয় তবে চাহিদা হ্রাসের জন্য প্রথমে কফির দাম এবং পরে উৎপাদন কমিয়া আসিবে। প্রথম ক্ষেত্রে তুলাবস্ত্র শিল্প হইতে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কফি-রোপণ হইতে উৎপাদনের উপাদানসমূহ অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

এইভাবে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপাদানসমূহের যোগ্য মূল্য ( খাজনা মজুরি ইত্যাদি ) নির্ধারিত হইবে, সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব হইবে এবং দ্রব্য ও সেবার দাম হইবে ন্যূনতম। স্বাভাবিকভাবেই সামগ্রিক স্বার্থ সাধিত হইবে।

**অদৃশ্য হস্ত ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা**: আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে অস্বীকার করা যায় না। অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে 'অদৃশ্য হস্তে'র ইংগিতে অর্থনৈতিক

সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যায়। উৎপাদকের দিক হইতে 'অদৃশ্য হস্ত' হইল সংবাদাদি সংগ্রহ এবং ন্যূনতম ব্যয়সমূহের (economiser of information and least-cost co-ordinator) অনন্যসাধারণ ব্যবস্থা। ইহার মাধ্যমেই সে জানিতে পারে বাজারে কোন্ দ্রব্যের চাহিদা কত এবং বিভিন্ন উপাদানের দাম কিরূপ চলিতেছে। সুতরাং উৎপাদন-পরিকল্পনা (production planning) করিয়া ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে তাহার পক্ষে মোটেই অসুবিধা হয় না। উপরন্তু, ভোগ্যদ্রব্যের কে কতটা পাইবে তাহাও নির্ধারিত হয়—অর্থাৎ বণ্টনের সমস্যার সমাধানও আপনা হইতে হইয়া যায়।

অতএব, অর্থনৈতিক কাজকর্মের সংগঠনে মূল্য-ব্যবস্থার কার্যকারিতা হইল তিন দিক দিয়া: (ক) সংবাদাদি সরবরাহ, (খ) (দামবৃদ্ধির দ্বারা) উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান এবং (গ) আয়বণ্টন।

বস্তুত, এই অবাধ ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই (free or perfect competition) হইল 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য' (checks and balances) স্থাপনের কার্য করিয়া মূল্য-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতা যদি বর্তমান না থাকে তবে সমগ্র তত্ত্বটিকেই পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিতে হয়।

**মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় মূল্য-ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি (Working of the Price System in Mixed Economies):** বস্তুত, বর্তমানে পূর্ণাংগ বা অবাধ প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। প্রধান কারণ, ধনতন্ত্রের দিন শেষ হইয়া প্রত্যেক অর্থ-ব্যবস্থাই অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, সাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রও শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করিতে পিছুপাও হয় নাই। অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার স্থলে নিয়ন্ত্রণ-সহ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাই (Mixed Economy with Control) অধিকতর কাম্য। প্রশ্ন হইল, বর্তমান দিনের এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় মূল্য-নির্ধারণের ক্রিয়াপদ্ধতি কিভাবে এবং কতদূর কার্য করে?

মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায়, ইহা নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ বাজারের প্রতিযোগিতার পরিমাণের উপর। বাজারে প্রতিযোগিতার পরিমাণ যত অধিক হইবে অ্যাডাম স্মিথ বর্ণিত অদৃশ্য হস্ত তত বেশী ক্রিয়া করিবে। অপরপক্ষে প্রতিযোগিতার পরিমাণ যত কম হইবে মূল্য-ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ততই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে।

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টাই ঘটিতেছে। তাই দেখা যায়, উৎপাদক দ্রব্য-মূল্যকে, শ্রমিক-সংঘ মজুরিকে, মূলধন-মালিক সুদকে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ। সরকারও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ (price control) করিয়া থাকে, বরাদ্দের ব্যবস্থা (rationing) করিয়া থাকে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের স্বার্থে উৎপাদনকার্যেও অংশগ্রহণ করে।

জর্জ বার্নার্ড শ খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহাকে ঠিকমত অনুসরণ করিবার প্রচেষ্টা কখনও করা হয় নাই। অনুরূপভাবে বলা যায়, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাকে প্রবর্তিত রাখিয়া মূল্য-ব্যবস্থাকেও কখনও পুরোপুরি কার্যকর করিবার আগ্রহ দেখা যায় নাই। বর্তমানে ত' নহেই। তবুও কিন্তু মূল্য-ব্যবস্থার দুইটি মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় মোটেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নাই, এবং কোন দিনই ও কোন অর্থ-ব্যবস্থাতেই হইবে না। বিষয় দুইটি হইল: (ক) চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান (price is determined by demand and supply) দ্বারা, (খ) শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণও নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি দ্বারা।

অতএব বলা যায়, শেষ পর্যন্ত চাহিদা ও যোগানই সমাজের মৌল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিয়া থাকে—ঠিক করিয়া দেয় কি উৎপাদন করা হইবে কাহার জন্য উৎপাদন হইবে, যদিও বা বর্তমান দিনের কোন অর্থ-ব্যবস্থাই সমস্যা তিনটি সমাধানের ভার সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হস্তের উপর ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া নাই।

এইখানেই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার গুণ নির্দেশ করা হয়। বলা হয়, বাজার-ব্যবস্থা যাহাতে ঠিকমত ক্রিয়া করিয়া লক্ষ্যসাধন করিতে পারে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা তাহা নিশ্চিত করিতে পারে। তবুও কিন্তু চাহিদা ও যোগানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিয়া যায়।

**প্রশ্ন ৩২।** সমাজের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার কিভাবে স্থান-পরিবর্তন ঘটিবে ?

(ক) জমি, মূলধন ও শ্রম—সকল উপাদানেরই যদি সমপরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে।

(খ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যদি সম পরিমাণ সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। [ C. U. B. Com. (H) 1980 ].

**উত্তর :** মানুষের অভাবের সীমাহীনতা কিন্তু উপকরণের অপ্রাচুর্যই অর্থনৈতিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। অভাব যে সীমাহীন তাহার কারণ শুধু উন্নত জীবনযাত্রার মানের ( higher standard of living ) দাবিই নহে। ইহার পশ্চাতে আছে মোটামুটি সকল দেশেরই ( ফলে পৃথিবীরও ) নিয়মিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

এখন সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান অভাব দাবি করে যথাসম্ভব দক্ষতার সহিত পরিমিত সম্পদ বা উপকরণসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে সমাজের অভাব মিটানর। এবং প্রত্যেক অর্থনৈতিক সমাজকে ( economy society ) এই দাবি মানিয়া লইতে হয়।

কিন্তু দাবি কতদূর পূরণ করা সম্ভব তাহা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক দক্ষতার উপর। দুইটি বিষয় সমাজের অর্থনৈতিক দক্ষতা ব্যাহত করিতে পারে : (ক) খোলা বা প্রচ্ছন্ন নিয়োগহীনতা ( open or disguised unemployment ), (খ) ভ্রান্ত সম্পদ-বণ্টন ( resource misallocation )। এই প্রসংগে নীয়োগহীনতা বলিতে সকল প্রকার সম্পদেরই নিয়োগহীনতা বা অব্যবহার বুঝান হইতেছে, শুধু মানবিক সম্পদ বা শ্রমকে নহে। বিষয়টিকে উত্তাবন-সম্ভাবনা সীমান্তের ধারণার ( concept of the production possibility frontier ) সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

**উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্ত ( The Production-Possibility Frontier ) :** উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমান্ত নির্দেশ করা হয় একটি বক্ররেখার ( curve ) মাধ্যমে। ইহাকে বলা হয় উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা ( Production-possibility Curve )।

**রূপান্তর রেখা :** ইহা আবার রূপান্তর রেখা ( transformation curve ) নামেও অভিহিত। কারণ, এই রেখা হইতে বুঝা যায় যে দ্রব কে অন্য একটি দ্রব্যে কত পরিমাণে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

এইভাবে দুইটি মাত্র দ্রব্যের উদাহরণ লইয়া উৎপাদন সম্ভাবনা বা রূপান্তর রেখার প্রকৃতি-পরিচয় প্রদান ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। যদিও অবশ্য প্রত্যেক অর্থনৈতিক সমাজের পক্ষে অসংখ্য দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের প্রয়োজন হয় বলিয়া রূপান্তরকার্য ( transformation ) বা নির্বাচনও অসংখ্য এবং বিশেষ জটিল প্রকৃতির )।

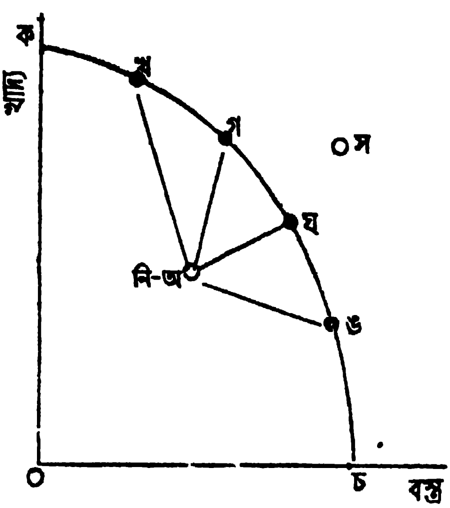
ধরা যাউক, সমাজের দুইটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইল খাদ্য ও বস্ত্র—দেখা যাইতেছে, আমাদের কল্পিত সমাজের সম্মুখে নিম্নলিখিত ৬টি বিকল্প উৎপাদন-সম্ভাবনা রহিয়াছে :

| সম্ভাবনা | বস্ত্র | খাদ্য | সুযোগ-ব্যয় ( এক একক অধিক বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কত পরিমাণ খাদ্যোৎপাদন পরিহার করিতে হয় ) |
|---|---|---|---|
| ক | ০ | ২০ | ১ |
| খ | ১ | ১৯ | ২ |
| গ | ২ | ১৭ | ৪ |
| ঘ | ৩ | ১৩ | ৫ |
| ঙ | ৪ | ৮ | ৮ |
| চ | ৫ | ০ | |

যদি সমস্ত সম্পদ বা উপকরণ খাদ্য উৎপাদনেই নিয়োগ করা হয় তবে ২০ একক খাদ্য উৎপন্ন হইবে এবং কোন পরিমাণ বস্ত্রই উৎপাদন করা যাইবে না। (ইহা চিন্তাই করা যায় না।) ইহাকেই সম্ভাবনা-ক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে খাদ্যের উৎপাদন যদি ১ একক পরিমাণ হ্রাস করা হয় তাহা হইলে যে পরিমাণ উপকরণ বাঁচিবে তাহা দ্বারা ১ একক বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। ইহা হইল সম্ভাবনা-খ। এইরূপ সকল সম্ভাবনাই উপরের ছকটিতে নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ক ও চ হইল প্রান্তিক (extreme) সম্ভাবনার নির্দেশক। কারণ, এই দুই ক্ষেত্রে মাত্র একটি করিয়া দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে।

স্মর্তব্য বিষয় হইল যে উপকরণ স্থানান্তরিত করিয়া খাদ্যকে বস্ত্র অথবা বস্ত্রকে খাদ্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

উপরের উৎপাদন-সম্ভাবনা নির্দেশক ছকটিকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখায় রূপান্তরিত করা হইল




ক হইতে চ-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হইল যে সংশ্লিষ্ট সমাজ উপকরণসমূহকে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন হইতে সরাইয়া বস্ত্রের উৎপাদনে নিয়োজিত করিতেছে। ইহাকে বলা হয় বিনিময়করণ (trade off)। অর্থ হইল একটি দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস করিয়া তবেই আর একটি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

**সুযোগ ব্যয় বা স্থানান্তর ব্যয়:** ইহাই পূর্বোল্লিখিত সুযোগ ব্যয় বা স্থানান্তর ব্যয় (opportunity cost or transfer cost) নামেও অভিহিত।

**উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা:** ক খ চ পর্যন্ত বিন্দুগুলি যোগ করিলে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাহাই হইল উল্লিখিত সমাজের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা (production possibility curve of society)। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহাকে রূপান্তর রেখা (transformation curve) বলা হয়।

অপরিহার্যভাবে বিষয়টি কলাকৌশলের (technology) প্রশ্নের সংগে সম্পর্কিত।

**তাৎপর্য:** উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার তাৎপর্য হইল নিম্নলিখিত রূপ:

যে অর্থ ব্যবস্থায় পূর্ণনিয়োগাবস্থা (full employment) প্রবর্তিত সেখানে একটি দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করিয়া তবেই আর একটি দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং বলা যায়, পরিবর্তন (substitution) পূর্ণনিয়োগাবস্থা প্রবর্তিত এরূপ অর্থ-ব্যবস্থার জীবন-পদ্ধতির অপরিহার্য বিধি এবং উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমান্ত (production-possibility frontier) সমাজের সম্মুখে নির্বাচন তালিকারই দ্যোতক।

পূর্ণনিয়োগাবস্থা প্রবর্তিত না থাকিলে কিন্তু পরিবর্তন না করিলেও চলিতে পারে। কারণ তখন অনিয়োজিত উপকরণের সাহায্যে যে-কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

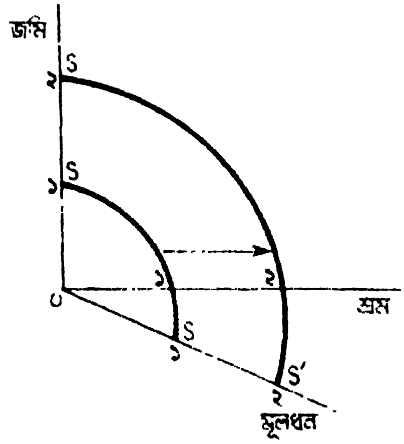
উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা সমাজের উৎপাদন সীমান্তের নির্দেশক মাত্র—ইহার দ্বারা বুঝায় সমাজ কি কি পরিমাণে দ্রব্যাদি (আমাদের উদাহরণে দুইটি দ্রব্য) উৎপাদন করিতে সমর্থ। ইহার তাৎপর্য ইহা নহে যে সমাজ বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইয়া সেইমত সম্ভাব্য সর্বাধিক উৎপাদন করিতেছে। উপকরণসমূহ পূর্ণভাবে নিয়োজিত না হইলে, অথবা সম্পদ বন্টনে অব্যবস্থা ঘটিলে কার্যক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার নিচে কোন স্থানে নির্দেশিত হইবে।

### উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার স্থান পরিবর্তন

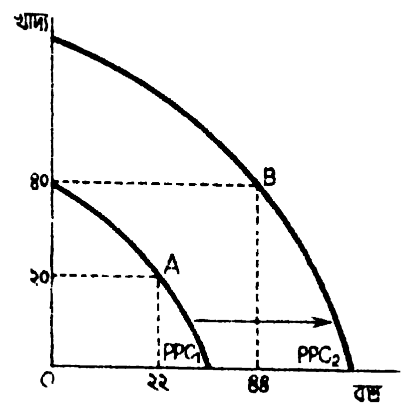
স্বল্পকালে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে উহা স্থান পরিবর্তন করিতে পারে। ইহার পশ্চাতে দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত, উপকরণসমূহের বৃদ্ধির

ফলে উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দ্যোতক। দ্বিতীয়ত, কলাকৌশলগত উন্নতির ফলে স্থির উপকরণগুলির উৎপাদনশীলতা ( বা উৎপাদন শক্তি ) বৃদ্ধি পাইতে পারে। ফলে সম-পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করিয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই দুই প্রকারের সম্ভাবনাকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

**(ক) উপকরণসমূহের যোগান বৃদ্ধি :** ধরা যাউক জমি, শ্রম ও মূলধন এই তিনটি উপকরণের সমপরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিল। ফলে উৎপন্নের পরিমাণও সমপরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, উপকরণের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে উৎপন্নের পরিমাণও দ্বিগুণ হইবে। এই অবস্থাকে সুষম সম্প্রসারণ ( balanced growth ) বলা হয়। ইহার অপর একটি নাম হইল আয়তনের সমহারে প্রতিদান ( constant return to scale )। (ক) রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে সুরুতে অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিটি উপকরণ ১ একক করিয়া




(ক) উপকরণের যোগান রেখা




(খ) উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা

ব্যবহার করিতেছে। *SS* রেখা দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে। ফলে ২০ একক খাদ্য ও ৪৪ একক বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা (খ) রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে। এখন যদি প্রতিটি উপকরণের যোগান দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে উৎপন্নের পরিমাণও দ্বিগুণ হইবে। (খ) রেখাচিত্রে *A* এবং *B* বিন্দু দুইটি তুলনা করিলে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

**(খ) কলাকৌশলগত উন্নয়ন :** কলাকৌশলগত উন্নয়নের ফলে উপকরণসমূহের দক্ষতা এবং ফলে উহাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে। নিম্নের রেখাচিত্রে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উপকরণসমূহের পরিমাণবৃদ্ধির মত কলাকৌশলগত উন্নতি হইল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

**প্রশ্ন ৬৩।** 'চাহিদার পরিবর্তন' ও 'চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের' মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর ;

**উত্তর :** অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন আমরা একটি বিশেষ চাহিদা বা যোগান তালিকার কথা ভাবিতে পারি। এই তালিকাটি সাধারণত বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ দেখাইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব জগতে ইহা ঘটে না। অন্যান্য সকল বিষয় যাহাদের উপর চাহিদা নির্ভর করে সেগুলির ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে থাকে। সাধারণত চাহিদা নির্ধারক বিষয়গুলিকে আমরা একটি অপেক্ষকের সাহায্যে দেখাইয়া থাকি। একটি বিশেষ দ্রব্যের —যেমন চা-এর—চাহিদা-অপেক্ষককে এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে :

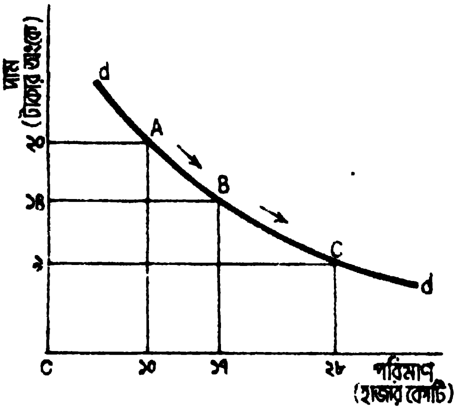
$$Q_t = f(P_t, Y, P_c, P_s, t, \text{ইত্যাদি})$$

এখানে $Q_t$ হইল চা-এর চাহিদার পরিমাণ, $P_t$ হইল ইহার বাজার দাম, $Y$ হইল ভোক্তার ( বা ভোক্তাগণের ) আর্থিক আয়, $P_c$ হইল পরিপূরক দ্রব্যের—যেমন চিনির—বাজার দাম এবং $P_s$

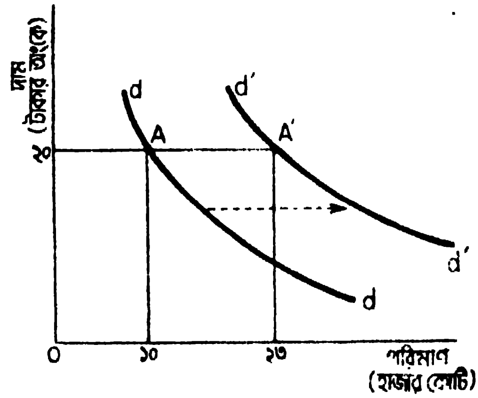
হইল পরিবর্ত দ্রব্যের—যেমন কফির—বাজার দাম। সাধারণত আলোচনার সুবিধার জন্য অনুমান করা হয় যে চা-এর বাজার দাম ব্যতীত অন্যান্য চলগুলি স্বল্পকালে অপরিবর্তিত থাকে। এই কারণে আমরা চাহিদা অপেক্ষকটিকে এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$Q_t = f(P_t)\ ।$$

এক্ষেত্রে দ্রব্যটির বাজার দাম যতই হ্রাস পাইবে দ্রব্যটির চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। একজন ভোক্তার চাহিদা রেখার সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যখন চা-এর বাজার দাম হইল কেজি প্রতি ২০ টাকা তখন উহার চাহিদা হইল ১০,০০০ কেজি। বাজার দাম হ্রাস পাইয়া ১৪ টাকা এবং পরে ৯ টাকা হইলে চা-এর চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৭,০০০ হাজার কেজি এবং ২৮,০০০ কেজি হইবে। অর্থাৎ, একটি দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে আমাদের প্রতিনিধি ভোক্তা বা ভোক্তার গোষ্ঠী তাঁহার বা তাঁহাদের চাহিদা রেখার *A* বিন্দু হইতে *B* বিন্দু এবং পরে *C* বিন্দুতে গমন করিবে। ইহাকে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন ( change in quantity demanded ) বলা হয়।




রেখাচিত্র ১ : চাহিদা রেখার উপর গমনাগমন




রেখাচিত্র ২ : চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন

কিন্তু 'চাহিদা' শব্দটি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। চাহিদা বলিতে আমরা একটি দ্রব্যের সমগ্র চাহিদা রেখাকেই বুঝিয়া থাকি। চাহিদার বৃদ্ধি ( expansion of demand ) বলিতে একটি চাহিদা রেখার ডানদিকে স্থান পরিবর্তনকেই বুঝায়। অনুরূপভাবে চাহিদার হ্রাস ( contraction of demand ) একটি চাহিদা রেখার বাঁদিকে স্থান পরিবর্তনকেই বুঝায়। চাহিদা রেখার একটি বিশেষ বিন্দুকে ইংগিত করিতে গিয়া আমরা সাধারণত একটি বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণ বা দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণের কথাই উল্লেখ করি। একটি চাহিদা রেখার উপর গমনাগমন বলিতে একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে উহার চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনকেই বুঝায়। ইহা দ্বারা একটি দ্রব্যের সমগ্র চাহিদা তালিকাটির কোন পরিবর্তন বুঝায় না।

এখন ধরা যাউক, কি কি কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। বাস্তব জগতে ভোক্তার আয় অন্যান্য দ্রব্যের দাম ও ভোক্তার রুচি ও পছন্দের ক্রমাগতই পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। ফলে একটি দ্রব্যের চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে একটি দ্রব্যের দাম ব্যতীত অন্যান্য সকল চলের পরিবর্তনের ফলেই উহার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন ঘটিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মোটর গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পেট্রলের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে ( এই বৃদ্ধির পশ্চাতে অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে )। অনুরূপভাবে যখন রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন হয়, যখন আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং যখন পরিবর্ত দ্রব্যের ( যেমন কফির ) অথবা পরিপূরক দ্রব্যের ( যেমন চিনির ) বাজার দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তখন একটি দ্রব্যের চাহিদা তালিকা স্থান পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ, ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পাইলে একটি দামে সে অধিক চা ক্রয় করিতে পারে। উপরের দ্বিতীয় রেখাচিত্রটির দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে। অনুরূপভাবে দেখান যায় যে অন্যান্য সকল বিষয়

অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও চিনির বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং চা-এর চাহিদা রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। একটি পরিপূরক দ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে আসল দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস পায়। একটি পরিবর্ত দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে ঠিক বিপরীত ফল প্রদর্শিত হইবে। যেমন কফির বাজার দাম হ্রাস পাইলে চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং চা-এর চাহিদা রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। ভোক্তার রুচি ও পছন্দের পরিবর্তনের ফলেও ইহা ঘটিতে পারে। যেমন, কোন কারণে ভোক্তাদের কফির প্রতি আকর্ষণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে একই দামে লোকে কম চা ক্রয় করিবে এবং চা-এর চাহিদা রেখা বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে।

সুতরাং বাস্তব জগতে আমাদের চাহিদা বৃদ্ধির সহিত চাহিদার পরিমাণের বৃদ্ধির পার্থক্য নির্দেশ করিতে হইবে। এক কথায় চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বলিতে একই চাহিদা রেখার উপর গমনা-গমন বুঝায় এবং চাহিদার পরিবর্তন বলিতে চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন বুঝায়।

**প্রশ্ন ৩৪।** একটি দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় শেয়ার বাজারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। এই প্রসংগে শেয়ারের দাম যে সকল বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহাদের লইয়া আলোচনা কর।

**উত্তর :** একটি শেয়ার বাজার হইল শেয়ার বিনিময় করিবার একটি সংগঠিত বাজার। এই বাজারে সাধারণত পুরাণ শেয়ারগুলির ক্রয়বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয় এবং ইহা হইল দেশের মূলধনের বাজারের ( the capital market ) একটি অন্যতম উপাদান বা অংশবিশেষ।

এক ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার কার্যকলাপের জন্য একটি সুসংগঠিত শেয়ার বাজারের অস্তিত্ব থাকা একান্ত প্রয়োজন। একটি দেশের অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই শেয়ার বাজার যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য একটি দক্ষ শেয়ার বাজারের গুরুত্ব অপরিসীম :

(১) ইহা সরকার ও শিল্পের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা এবং জনসাধারণের পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য করিয়া তোলে। যদি জনসাধারণকে শিল্পক্ষেত্রে ও সরকারকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয় তাহা হইলে এক শর্ত [illegible]রিত হওয়া প্রয়োজন। জনসাধারণ যখনই ইচ্ছা তখনই যেন তাহাদের বিনিয়োগকে অর্থাৎ শেয়ারগুলিকে অতি সহজে বিক্রয় করিতে পারে। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি একমাত্র শেয়ার বাজারই দিতে পারে কারণ ইহা হইল শেয়ারের চিরস্থায়ী বাজার। সুতরাং পরোক্ষভাবে শেয়ারবাজার জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে এবং সরকারকে ঋণ প্রদান ও শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করে।

(২) দ্বিতীয়ত, ফটকাকারবারীদের যাহাদের জবার ( jobber ) বলা হয় তাহাদের শেয়ারের দামের স্বল্পকালীন হ্রাসবৃদ্ধি ন্যূনতম করিতে সাহায্য করে। যদিও ফটকাকারবারীগণ নিজেরাই স্বল্প দামে শেয়ার ক্রয় করিয়া অধিক দামে বিক্রয় করে, স্বল্পকালে তাহারা অন্যান্য অর্থাৎ বহিরাগত ব্যক্তিগণের ফটকাকারবারকে অনেকটা রোধ করে। বিষয়টিকে সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যখন কোন একটি বিশেষ শেয়ারের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন সকলেরই প্রত্যাশা হইল যে শেয়ারটির দাম আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে সকলেই শেয়ারটি কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। কিন্তু একজন জবার জানে যে শেয়ারের এই দাম বৃদ্ধি হইল একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। অতি শীঘ্রই শেয়ারের বাজার দাম হ্রাস পাইবে। যখন সকলেই শেয়ার ক্রয় করিতে উৎসাহী তখন জবারগণ শেয়ার বিক্রয় করিতে থাকিবে। ফলে শেয়ারের যোগান বৃদ্ধি এবং বাজার দাম হ্রাস পাইবে। এই যুক্তিটি বিপরীতভাবে সত্য। যখন একটি শেয়ারের দাম ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে তখন সকলেই মনে করে যে দাম আরও হ্রাস পাইবে। ফলে সকলেই শেয়ারটি বিক্রয় করিতে থাকে। ইহার ফলে দাম হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ অবস্থায় জবারগণ শেয়ারটি ক্রয় করিবে কারণ তাহারা জানে যে শেয়ারের এই দাম হ্রাস একটি স্বল্পকালীন ব্যাপার মাত্র। অতি শীঘ্রই শেয়ারের

বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং শেয়ার বেচাকেনা করিয়া জবারগণ শেয়ার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি যথাসম্ভব রোধ করে।

(৩) তৃতীয়ত, শেয়ার বাজার বিভিন্ন ধরনের শেয়ারের দামগুলির বিজ্ঞাপন দেয়। শেয়ার বাজারে প্রকাশিত চলতি দামগুলির ভিত্তিতে জনসাধারণ তাহাদের বিনিয়োগের ভাগ্য নির্ধারণ করিতে পারে এবং তাঁহাদের সঞ্চয় মুনাফা-অর্জনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চালিত ( বা প্রবাহিত ) করে। যে সকল কোম্পানী অধিক মুনাফা অর্জন করে এবং ডেভিডেণ্ট ঘোষণা করে তাহাদের শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায় এবং সকলেই ঐ সকল দক্ষ কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে ইচ্ছুক হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে কেহই অদক্ষ কোম্পানীর—অর্থাৎ যে কোম্পানী কেবলই লোকসানের সম্মুখীন হয়—শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় না। সুতরাং বলা যায় যে শেয়ার বাজার সমাজের সীমিত মূলধন সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করে।

(৪) চতুর্থত, শেয়ার বাজার জনসাধারণকে জালিয়াতির হাত হইতে রক্ষা করে। যে সকল কোম্পানীর শেয়ারের তালিকা সরকারীভাবে প্রকাশিত হয় সে সকল কোম্পানীর বাজারে যথেষ্ট সুনাম আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। শেয়ার লইয়া কারবার করিবার অনুমতি একমাত্র সেই সকল সভ্যদেরই দেওয়া হয় যাহাদের কার্যকলাপ সংক্রান্ত ব্যাপার শেয়ার বাজারের 'কাউন্সিল ( stock exchange council ) সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। যদি কোন কোম্পানীর কার্যকলাপ বা আচরণ লইয়া সন্দেহ থাকে তাহা হইলে সেই কোম্পানীর শেয়ার লইয়া লেনদেন করিবার অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়।

(৫) পরিশেষে বলা যায় যে শেয়ার বাজারে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রতিফলিত হয়। শেয়ারের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে দেশে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। বিপরীতভাবে বলা যায় যে ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী যে মন্দা দেখা গিয়াছিল তাহার অন্যতম কারণ ছিল আমেরিকার বিখ্যাত শেয়ার বাজার—ওয়াল স্ট্রীটের হঠাৎ ভাঙিয়া পড়া।

অন্যান্য দ্রব্যের মত প্রতিটি শেয়ারের দামও নির্ধারিত হয় যোগান ও চাহিদার পশ্চাতে যে সকল বিষয়গুলি কার্য করে তাহাদের দ্বারা। শেয়ার বাজার হইল এমনই একটি জায়গা যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতাদের এজেন্টগণ মিলিত হয়। ক্রেতাদের কিনিবার ইচ্ছা এবং বিক্রেতাদের বিক্রয় করিবার ইচ্ছা বহু বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই যে সকল শেয়ার হইতে অধিক লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ট পাওয়া যায় ক্রেতাগণ সেই সকল শেয়ারের দিকেই ঝুঁকে। অনুরূপভাবে বলা যায় যে ক্রেতাগণ একটি বিশেষ শেয়ারের জন্য অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে যদি অবশ্য তাহারা মনে করে যে কোম্পানীটির ডেভিডেণ্ট এবং সম্পদের দাম ভবিষ্যতে অধিক হইবে। এই প্রত্যাশার পশ্চাতে অনেক কারণ থাকিতে পারে। যদি কোন কোম্পানী নূতন কলাকৌশল প্রবর্তন করে অথবা কোন বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয় অথবা নূতন নূতন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে তাহা হইলে ইহার মুনাফার পরিমাণ অধিক হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। বিপরীতভাবে বলা যায় যে বাজারে সুদের হার যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বিভিন্ন শেয়ার বাজার দাম হ্রাস পাইবে কারণ এরূপ অবস্থায় লোকে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াকে শেয়ার কেনা অপেক্ষা অধিক লাভজনক বলিয়া মনে করিবে। আবার যাহা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শেয়ার ক্রয় করিয়াছিল তাহারা তাহাদের শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম তাহা সুদে খাটাইতে ইচ্ছুক হইবে। সাধারণত দেখা যায় যে, যে সকল শেয়ারগুলির দাম শেয়ার বাজারের পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলিও কিনিবার জন্য লোকে অধিক আগ্রহী হয় কারণ এগুলিকে অতি সহজে বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব।

**প্রশ্ন ৩৫।** (ক) মুনাফা-অর্জনকারী ও মজুরি-অর্জনকারী ও (খ) বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরি অর্জনকারীদের মধ্যে আয়ের পার্থক্য কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে? [ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

**উত্তর:** (ক) বাস্তব জগতে শ্রমিকদের এবং উদ্যোক্তাদের আয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে যে অসমতা পরিলক্ষিত হয় তাহা তাহাদের আপেক্ষিক চাহিদা ও যোগান রেখার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। ইহা সত্যই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে একজন কয়লাখনির

শ্রমিক যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া খনি হইতে কয়লা নিষ্কাশন ও উত্তোলন করে তাহার মাসিক আয় হইল মাত্র ৩০০ টাকার মত। অপরদিকে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মাসিক গড় আয় হইল ২০০০ টাকার মত। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। কয়লা খনিতে যাহারা কাজ করে তাহারা মূলত নিরক্ষর ও অদক্ষ হয়। এই কারণে তাহাদের যোগান একটি বিশেষ মজুরিতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক বলা যায়। সুতরাং তাহাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও এবং তাহাদের উদ্ভূত চাহিদা রেখা ডানদিকে সরিয়া গেলেও তাহাদের মজুরি অপরিবর্তিত থাকে। বিপরীতভাবে বলা যায়, একজন উদ্যোক্তার মূল কার্য হইল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। বাস্তব জগতে খুব কম ব্যক্তিই এই ঝুঁকি বহন করিতে ইচ্ছুক এবং সমর্থ। অধিকাংশ লোকই ঝুঁকি বহন করা অপছন্দ করে এবং নিরাপদ চাকুরি বা পেশা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে। এই কারণেই যে কোন অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমিক ও চাকুরিজীবীদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পায় এবং একই সংগে দেখিতে পাওয়া যায় উদ্যোক্তাদের অপ্রাচুর্যতা। অন্যভাবে বলা যায় উদ্যোক্তাগণ অর্থ-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহারা অগ্রণী না হইলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হইত না এবং সৃষ্টি হইলেও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত না। এই কারণে উদ্যোক্তাদের চাহিদা অধিক।[১] এই কারণেই মুনাফার হার ও স্তর সাধারণত অধিক হয়।

আয়ের স্তরের পার্থক্যের অপর একটি কারণ হইল সম্পদের ও সম্পত্তির মালিকানার তফাৎ। অধিকাংশ অর্থ-ব্যবস্থায় যে আয়-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাহার অন্যতম মূল কারণ হইল সম্পদের মালিকানার তফাৎ। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্বর্গীয় জি. ডি. বিড়লার কথা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বহুকষ্টে যে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আপনা হইতেই তাঁহার বংশধরগণের হাতে চলিয়া যায় এবং তাঁহার বংশধরগণ বিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সম্পদের মালিকানার গুরুত্ব ব্যক্তিগত দক্ষতাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং আজিকার বৃহদায়তন শিল্পের মালিকগণের আয়ের পরিমাণ অধিক হওয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল তাঁহাদের পিতা ও পিতামহের প্রদত্ত সম্পত্তি। সম্পদের মালিকানা নির্ভর করে অংশত অতীতের উপর এবং মূলত একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর এবং ইহা নানারূপ গ্রহণ করিতে পারে। একটি বেসরকারী উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থায় আয়-বণ্টন অবশ্যই সম্পদ-বণ্টনের উপর নির্ভর করে।

(খ) এখন আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব কি কি কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে আয়ের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রসংগে আমাদের দেখিতে হইবে কেন বিভিন্ন ধরনের শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা বিভিন্ন মজুরির স্তরে মিলিত হয়। যেমন দক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মজুরির স্তর উচ্চ হয়, অদক্ষদের ক্ষেত্রে নিম্ন হয়।

বস্তুত বিভিন্ন পেশার মধ্যেই কেবলমাত্র মজুরির পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। একই পেশার মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের আয় ও উপার্জনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এবং এই প্রসংগে আমরা মজুরির অনুভূমিক ও উল্লম্ব পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিব। মজুরির অনুভূমিক পার্থক্য বলিতে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত সমজাতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যে মজুরির পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই বুঝায়। ধরা যাউক শ্রমিকগণ দক্ষতা, শিক্ষা ও অন্যান্য সকল দিক দিয়া সমান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা দেখি একজন শ্রমিক চা-বাগানে কাজ করিয়া মাসে হয়ত ৬০০ টাকা রোজকার করে, আর একজন শ্রমিক চটকলে কাজ করিয়া মাসে ৫০০ টাকা রোজকার করে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা আশ্চর্যজনক বলিয়াই মনে হয়। এখন ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতে পারে।

---

১. "For risky industries long-run costs of production must be high enough to include a positive profit premium to compensate for aversion to risk and coax out the supply of risk bearing." Samuelson

শ্রমিকগণ একটি বিশেষ স্থানে বা পেশায় আপেক্ষিকভাবে কম মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইতে পারে যদি অবশ্য ঐ স্থানে অবস্থিত বা ঐ পেশায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে অন্যান্য কতকগুলি সুযোগসুবিধা লাভ করা যায়। যেমন, অধিকাংশ শ্রমিকই কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লীর মত বড় বড় শহরে কম মজুরিতে কাজ করিতে ইচ্ছুক হয় কারণ এই সকল স্থানে সন্ধ্যায় বা ছুটির দিনে শ্রমিকের নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য অতিরিক্ত কাজ যোগাড় করা সম্ভব। ইহা ছাড়া কোন পেশায় যদি দ্রুত পদোন্নতি বা ভবিষ্যতে অধিক আয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে একজন শ্রমিক কর্মজীবনের প্রাথমিক স্তরে স্বল্প বেতনের চাকুরি গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া স্বল্প মজুরির ক্ষতিপূরণ হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়—যেমন স্বল্প দামে খাদ্য ও স্বল্প খাজনায় বাসস্থান অথবা কার্যের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও চিকিৎসা ও শুশ্রূষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এই সকল অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা লাভের ফলে একজন শ্রমিকের নিকট একটি বিশেষ ক্ষেত্র বা পেশার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

অধ্যাপক মার্শাল এই প্রসংগে নীট সুযোগসুবিধা ( net advantage ) ধারণাটি প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে একটি পেশার আপেক্ষিক আকর্ষণ শুধুমাত্র মজুরি দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, হয় নীট সুযোগসুবিধা দ্বারা। মজুরি হইতে পেশাগত খরচ ( occupational expenses ) বাদ দিয়া এবং উপরোক্ত সুযোগসুবিধাগুলি যোগ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাকেই এককথায় নীট সুযোগসুবিধা বলা হয়। যেমন একজন শ্রমিককে কারখানায় কাজ করিতে হইলে জামাকাপড় ও যানবাহনের উপর কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আর্থিক মজুরি হইতে অবশ্যই ইহাকে বাদ দিতে হইবে।

প্রতিযোগিতার ফলে সাধারণত দুইটি ক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র বা পেশার মধ্যে যে মজুরির পার্থক্য দেখা যায় তাহা ক্রমশ দূরীভূত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই নীট সুযোগসুবিধার পার্থক্য বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মজুরির সমতা পরিলক্ষিত হইবে না।

মজুরির পার্থক্যের অপর একটি কারণ হইল শ্রমের স্বাধীন গমনাগমনের ক্ষেত্রে বাধা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেও শ্রমিকরা নূতন শিল্প বা কর্মক্ষেত্রে গমন করিতে দ্বিধাবোধ করে কারণ তাহা কিছুটা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। ইহার কারণ নূতন কোন পেশায় যোগদান করিতে হইলে বহু বৎসর ধরিয়া অর্জিত কৌশল বা বিদ্যাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং নূতন ক্ষেত্রে যোগদান করিলে প্রাথমিক স্তরে নূতন করিয়া কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক। একজন শ্রমিকের বয়স যতই বৃদ্ধি পাইবে একটি বৃত্তি বা পেশার সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা গ্রহণ করা ততই কঠিন হইয়া পড়ে এবং নূতন কর্মক্ষেত্রে শ্রমিককে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহা ছাড়া দক্ষতা, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, পারিবারিক টান, অথবা কেবলমাত্র আলস্য বা কুঁড়েমির জন্য একজন শ্রমিক এক ক্ষেত্র ছাড়িয়া অন্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে চায় না।

এখন আমরা মজুরির উল্লম্ব পার্থক্য লইয়া আলোচনা করিতে পারি। উল্লম্ব পার্থক্য বলিতে আমরা একই পেশা বা ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্যকেই বুঝি। এই পার্থক্যের কারণ হইল শ্রমিকদের বা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমতা বা দক্ষতার পার্থক্য। এই কারণেই একজন দক্ষ শ্রমিক একজন অদক্ষ শ্রমিক অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হয়। ইহাও বিভিন্ন পেশার মধ্যে আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। যেমন শহরের সর্বাপেক্ষা পরিচিত আইনজীবী ( বা ব্যবসায়িক পরামর্শদাতা ) একজন সাধারণ আইনজীবী ( বা ব্যবসায়িক পরামর্শদাতা ) অপেক্ষা বহুগুণ অধিক অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। ইহার মূল কারণ হইল প্রতিভাগত অথবা প্রকৃতিদত্ত দক্ষতার তফাৎ।

আয় বৈষম্যের অপর একটি কারণ হইল শিক্ষাগত পার্থক্য। একজন ব্যারিস্টার সাধারণত জীবনের ৯-১০ বৎসর নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করেন। এই সময়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে কিছুই রোজকার করেন না। বরঞ্চ তাঁহাকে পকেট হইতে বহু টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই কারণে যে সকল ব্যারিস্টারগণ নিজেদের পেশায় সামান্য সাফল্য লাভ করেন তাঁহারা

উচ্চ হারে কী ধার্য করেন। উদ্দেশ্য হইল জীবনের প্রাথমিক স্তরের খরচ ও ত্যাগকে সুদে আসলে উসুল করা।

পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আয় বৈষম্যের অপর একটি কারণ হইল সুযোগসুবিধার তফাৎ। ধনী পিতামাতার সন্তানসন্ততি উচ্চশিক্ষার সুযোগলাভ করে বলিয়া এবং তাহাদের সংস্কৃতিক পটভূমি ও সামাজিক পরিচিতি অনেক ব্যাপক বলিয়া তাহারা পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে এবং পরামর্শ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ একজন ডাক্তারের বা স্থপতি নির্মাতার পুত্রের পক্ষে খুবই উচ্চ আয়ের স্তর হইতে কর্মজীবন সুরু করা মোটেই কঠিন কাজ নহে। অপরদিকে একজন মেধাবী ছাত্রকে ডাক্তারি পাশ করিবার পর বেশ কয়েক বছর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হয় এবং অনেকের ক্ষেত্রে কখনই জীবনসংগ্রাম সুমধুর হইয়া ওঠে না। সারাজীবন অর্থ-উপার্জনের জন্য সংগ্রাম করিতে হয়।

প্রশ্ন ৩৬। যে সকল কারণে উপভোগ এবং ব্যয়যোগ্য আয়ের মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তিত হইতে পারে তাহা আলোচনা কর। ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তনের কারণগুলির মধ্যে কোনগুলি সরকারী নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে ইহা দেখাও। [ C. U. B. A. 1984 ]

উত্তর : সমাজের মোট ব্যয় শুধুমাত্র ব্যয়যোগ্য আয় ও ভোগপ্রবণতার উপর নির্ভর করে না ইহা অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। এই অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে সুদের হার, সরকারের ফিস্‌ক্যাল নীতি, আয় বন্টনের প্রকৃতি, বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য, মূলধনী লাভ ও ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়কে উল্লেখ করা যায়। এই বিষয়গুলির যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলেই উপভোগ ও ব্যয়যোগ্য আয়ের ( disposable income ) মধ্যে পরিবর্তন ঘটিবে। এই বিষয়গুলির মধ্যে সুদের হার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অর্থসংক্রান্ত নীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের যোগান বৃদ্ধি করিয়া সুদের হার হ্রাস করিতে পারে। ইহার ফলে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। অনুরূপভাবে করের পরিমাণ (স্তর) অথবা করের হার বৃদ্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস করিতে পারে। ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস পাইলে ভোগ ও সঞ্চয় উভয়ই হ্রাস পাইতে পারে। কর ও ভরতুকি ব্যবস্থার মাধ্যমেও সরকার জাতীয় আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে—ফলে ভোগব্যয়ের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। করের মাধ্যমে ধনীক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া ভরতুকি হিসাবে ঐ অর্থ যদি দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনর্বন্টন করা হয় তাহা হইলে দেশের মোট ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহার কারণ ধনীক সম্প্রদায় অপেক্ষা দরিদ্র সম্প্রদায়ের ভোগ-প্রবণতা সাধারণত অধিক হয়।

প্রশ্ন ৩৭। লোকের নগদ অর্থ ধরিয়া রাখার ইচ্ছা এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ করিবার ইচ্ছা এই উভয়ের উপর সুদের হার হ্রাসের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

[ C. U. B Com. 1985 ]

উত্তর : সুদের হার হ্রাস পাইলে জনসাধারণের নগদ টাকা ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। সুদের হার হইল নগদ টাকা ধরিয়া রাখার সুযোগ ব্যয় (opportunity cost of holding money)। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে এই সুযোগব্যয় বৃদ্ধি পায় বলিয়া লোকের নগদ অর্থ ধরিয়া রাখার ইচ্ছা হ্রাস পায়। আরও পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে ব্যাংকে টাকা রাখিলে সুদ পাওয়া যায় কিন্তু নগদ টাকা ধরিয়া রাখিলে এই সুদ নষ্ট হয়। সুতরাং সুদের হার যত বৃদ্ধি পায় অর্থের ফাটকা কারবার সংক্রান্ত চাহিদা ( speculative demand for money ) তত হ্রাস পায়।

সুদের হার হ্রাস পাইলে বিনিয়োগের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে সুদের হার যতই হ্রাস পায় বিনিয়োগের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৩৮। কখন একচেটিয়া কারবারী তাহার দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক দাম ধার্য করিতে পারে? দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হইলে একচেটিয়া কারবারীর বিক্রয়লব্ধ আয় কি বাড়িবে?

[ C. U. B. A. 1966 ]

**উত্তর :** যখন বিভিন্ন বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হয় তখনই দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হয়। দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হইলে একচেটিয়া কারবারীর মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পায়। মোট ব্যয় যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধির অর্থ হইল মোট মুনাফা বৃদ্ধি। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক একজন একচেটিয়া কারবারী ৪ টাকা দামে একটি দ্রব্যের ১০০ একক বিক্রয় করে। তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৪০০ টাকা। যদি তাহার মোট ব্যয় ৩০০ টাকা হয় তাহা হইলে তাহার মোট মুনাফা হইবে ১০০ টাকা। এই অবস্থায় সে তাহার বাজারকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দুইটি বাজারে ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করিতে পারে। যদি প্রথম বাজারে সে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি করিয়া ৭ টাকা এবং দ্বিতীয় বাজারে দাম হ্রাস করিয়া ৩ টাকা ধার্য করে এবং দুইটি বাজারে যথাক্রমে ৪০ এবং ৬০ একক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পাইয়া ৭ টাকা ×৪০+৩ টাকা×৬০= ৪৬০ টাকা হইবে। মোট ব্যয় স্থির থাকাকালীন মোট মুনাফা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬০ টাকা−৩০০ টাকা= ১৬০ টাকা হইবে।

**প্রশ্ন ৩৯।** কেইন্‌সের বিনিয়োগ গুণক তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। [ C. U. B. Com. (H) 1984 ]

অথবা,

ভোগ-প্রবণতা ও বিনিয়োগ গুণকের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও। [ C. U. B. Com. (H) 1981 ]

**উত্তর :** কেইন্‌সের আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব অনুসারে ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগের সমতা সৃষ্টি হইলেই জাতীয় আয় ভারসাম্যে উপনীত হয়। কেইন্‌সের তত্ত্বের একটি মূল অনুমান হইল এই যে বিনিয়োগ হইল আয় নিরপেক্ষ। ইহা মূলত মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ধরা যাউক কোন কারণে যেমন মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি অথবা সুদের হার হ্রাস পাওয়ার ফলে বিনিয়োগ অপেক্ষক ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করিল। ইহার ফলে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য—অর্থাৎ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা ব্যাহত হইবে। অবশ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। এই বর্ধিত আয়ের একাংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চিত হইবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বর্ধিত সঞ্চয় বর্ধিত বিনিয়োগের সহিত সমান হয় অর্থাৎ, $S+\triangle S=I+\triangle I$ হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় আয়ে পুনরায় ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়া আসিবে তাহা মূলত নির্ভর করে বিনিয়োগ গুণকের ( investment multiplier ) উপর।

কেইন্‌সের তত্ত্বে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে নিয়োগ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে; অনুরূপভাবে বিনিয়োগ হ্রাস পাইলে নিয়োগ ও জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে।

ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আমরা জানি যে বেসরকারী বিনিয়োগ হইল মোট জাতীয় উৎপন্নের ( GNP ) একটি উপাদান মাত্র। এই উপাদানটির বৃদ্ধি ঘটিলে স্বভাবতই মোট জাতীয় উৎপন্নের বৃদ্ধি ঘটিবে। কিন্তু ইহাই কেইন্‌সের তত্ত্বের শেষ কথা নহে।

কেইন্‌সের তত্ত্বে দেখান হইয়াছে যে বিনিয়োগের সামান্য বৃদ্ধি ঘটিলে জাতীয় আয়ের উহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি ঘটিবে। জাতীয় আয়ের উপর বিনিয়োগের এই বর্ধিত ফলকেই ( amplified effect ) বিনিয়োগ গুণক আখ্যা দেওয়া হয়। এই গুণকটি হইল এমন একটি আঙ্কিক সহগ ( numerical coefficient ) যাহার দ্বারা জাতীয় আয়ের উপর বিনিয়োগের প্রতি একক বৃদ্ধির ফল দেখান হয় ( *"The word 'multiplier' itself is used for the numerical coefficient showing the size of the increase in output resulting from each unit increase in investment."* Samuelson and Northaus )।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক আমাদের অর্থ-ব্যবস্থায় ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিল এবং ফলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিল ৩০০ কোটি টাকা। সুতরাং গুণক হইল ৩। যদি জাতীয় আয়ের ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি ঘটিত তাহা হইলে গুণক হইত ৪।

সুতরাং গুণক হইল এমন একটি সংখ্যা যাহার দ্বারা বিনিয়োগের পরিবর্তনকে গুণ করিতে হইবে যাহার ফলে আমরা জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ করিতে পারি। (*"The multiplier is the number by which the change in investment must be multiplied in order to determine the resulting change in total output."* Samuelson and Northaus)।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি কাঠের আলমারি তৈয়ারী করার জন্য আমি ১০০০ টাকা খরচ করিলাম। এই টাকা অলস উপকরণসমূহের (idle resources) উপর ব্যয়িত হইবে। ফলে এই উপকরণসমূহের মালিকগণের আয় ১০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, প্রথম স্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরে দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। আমার বিনিয়োজিত অর্থ ছুতোর মিস্ত্রী ও কাঁচামাল সরবরাহকারীগণ আয় হিসাবে লাভ করিবেন। যদি তাঁহাদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $\frac{২}{৩}$ হয় তাহা হইলে এই অর্থ হইতে ৬৬৬.৬৭ টাকা তাঁহারা নূতন ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিবেন। ফলে এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারীগণের অর্থ আয় সম-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। যদি তাঁহাদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $\frac{২}{৩}$ হয় তাহা হইলে তাঁহারা ইহা হইতে ৪৪৪.৪৪ টাকা ব্যয় করিবেন (অর্থাৎ ৬৬৬.৬৭ টাকার $\frac{২}{৩}$ অথবা ১০০০ টাকার $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{২}{৩}$)। সুতরাং এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত চলিতে থাকিবে এবং প্রতি স্তরের ব্যয় হইবে পূর্ববর্তী স্তরের ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ।

**পুনর্ব্যয়ের শৃঙ্খল (The chain of respending)**

সুতরাং প্রাথমিক স্তরে ১০০০ টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগ ব্যয় হইলে ইহার ফল হিসাবে পরবর্তী স্তরগুলিতে অর্থ ব্যয় ও অর্থ পুনর্ব্যয়ের ফল হিসাবে জাতীয় আয় বিনিয়োগ ব্যয় অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একজনের ব্যয় হইল অপর একজনের আয়। এই আয় সৃষ্টি প্রক্রিয়া (the income generation process) ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভোগ-ব্যয়ের শেষ বৃদ্ধি নূতন করিয়া আয় সৃষ্টি করিতে না পারে।

আমাদের উদাহরণে আয়বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটি হইবে এইরূপ :

| | |
|---|---|
| ১০০০ টাকা | ১ × ১০০০ টাকা |
| + | + |
| ৬৬৬.৬৭ " | $(\frac{২}{৩}) \times ১০০০$ " |
| + | + |
| ৪৪৪.৪৪ " | $(\frac{২}{৩})^২ \times ১০০০$ " |
| + | + |
| ২৯৬.৩০ " | $(\frac{২}{৩})^৩ \times ১০০০$ " |
| + | + |
| ১৯৭.৫৩ " | $(\frac{২}{৩})^৪ \times ১০০০$ " |
| + | + |
| ⋮ | ⋮ |
| ৩০০০ টাকা | $\frac{১}{১-\frac{২}{৩}} \times ১০০০$ টাকা, অথবা ৩ × ১০০০ টাকা |

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভোগপ্রবণতা $\frac{২}{৩}$ হইলে, গুণক হইবে ৩ এবং ইহার দুইটি উপাদান হইল—প্রাথমিক স্তরে ১ বিনিয়োগ ব্যয় এবং পরবর্তী স্তরে ২ অতিরিক্ত ভোগ পুনর্ব্যয় (consumption respending)।

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা [illegible] হইলে, গুণক হইত ৪। ইহা $\frac{১}{২}$ হইলে, গুণক হইত ২।

গুণকের আঙ্কিক মান (numerical value) প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার উপর নির্ভর করে। অথবা ইহাকে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা যায়। যদি প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা

১/৪ হইত তাহা হইলে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইত ৩/৪ এবং গুণক হইত ৪। যদি প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইত ১/৩ গুণক হইত ৩। যদি প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $1/X$ হইত তাহা হইলে গুণক হইত $X$।

সুতরাং বিনিয়োগ গুণক হইল সর্বদা প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার বিপরীত (reciprocal)। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{১}{১-\text{প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা}}=\frac{১}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা}}$$

কেইন্‌সের আয় তত্ত্বের একটি মূল সূত্র হইল এইরূপ :

$$\text{উৎপন্নের (আয়ের) পরিবর্তন}=\frac{১}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা}}\times\text{বিনিয়োগের পরিবর্তন}$$

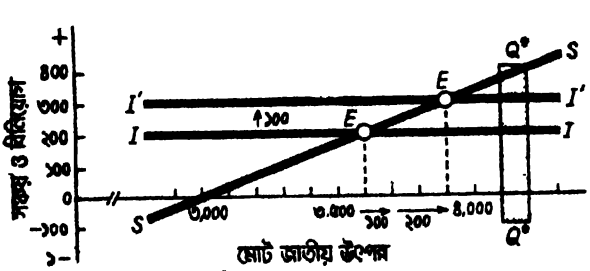
$$=\frac{১}{১-\text{প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা}}\times\text{বিনিয়োগের পরিবর্তন}$$

অন্যভাবে বলিতে গেলে, অতিরিক্ত ভোগব্যয়ের পরিমাণ যতই অধিক হইবে গুণকের মান তত বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে অতিরিক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ যতই অধিক হইবে প্রতি স্তরে ভোগব্যয় ততই হ্রাস পাইবে। ফলে গুণকের মান হ্রাস পাইবে।

**রেখাচিত্রের সাহায্যে গুণকের ব্যাখ্যা ( Graphical of the multiplier representation )**

রেখাচিত্রের সাহায্যে অতি সহজেই গুণক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাউক প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল ১/৩। এই স্তরে জাতীয় আয় হইল ৩৬০০ কোটি টাকা এবং ইপ্সিত সঞ্চয় ও ইপ্সিত বিনিয়োগ হইল ২০০ কোটি টাকা। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি অথবা সুদের হার হ্রাস পাওয়ার ফলে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিল—অর্থাৎ ২০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০ কোটি টাকা হইল। এক্ষেত্রে গুণকের আক্ষরিক মান হইবে ৩ এবং জাতীয় আয় ৩০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে—অর্থাৎ ৩৬০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯০০ কোটি টাকা হইবে।

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এখানে ($II$) পুরাতন বিনিয়োগ তালিকাটি উর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করিয়া $I'I'$ হইয়াছে। ইহা পুরাতন সঞ্চয় তালিকাকে $E'$ বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে বিনিয়োগ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে জাতীয় আয় উহা অপেক্ষা তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগের নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটিলে ইহার ফল হিসাবে জাতীয় আয়ের কতটা পরিবর্তন ঘটিবে তাহা মূলত নির্ভর করে সঞ্চয় তালিকাটির আকৃতি ও ঢালের উপর। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সঞ্চয় তালিকাটির ঢাল হইল প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা এবং গুণক হইল ইহারই বিপরীত। সুতরাং প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান যতই কম হইবে সঞ্চয় তালিকাটি ততই চেপটা হইবে এবং গুণকের মান ততই অধিক হইবে। রেখাচিত্রে অনুভূমিক দূরত্ব হইল উল্লম্ব দূরত্বের ঠিক তিন গুণ।




রেখাচিত্র ১ : কিভাবে গুণক কার্য করে

পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের [illegible]তার ফলেই জাতীয় আয়ে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। মুনাফা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য নষ্ট হয়। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধি পায়

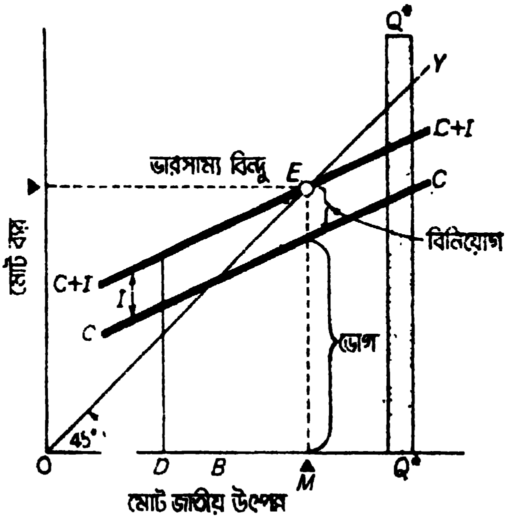
এবং এই বর্ধিত আয়ের একাংশ সঞ্চিত হয়। ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ব্যবধান ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। এই আয় বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত বর্ধিত সঞ্চয় পুনরায় বর্ধিত বিনিয়োগের সহিত সমান হয় এবং জাতীয় আয়ে পুনরায় ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়া আসে অর্থাৎ নিম্নের শর্তটি পূরিত হয় :

$$S+\triangle S = I+\triangle I$$

**প্রশ্ন ৪০।** আয়-ব্যয় দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর নির্ধারণের তত্ত্বটি আলোচনা কর। [ C. U. B. Com. (H) 1985 ]

**উত্তর :** কেইন্‌সের আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের মূল কথা হইল এই যে নিয়োগের স্তর নির্ভর করে মোট উৎপন্নের উপর এবং মোট উৎপন্ন নির্ভর করে মোট কার্যকরী চাহিদার ( aggregate effective demand ) উপর। তাঁহার তত্ত্ব অনুসারে মোট চাহিদা দ্বারা মোট উৎপন্ন ও মোট আয় নির্ধারিত হয়। জাতীয় আয় তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন মোট ইপ্সিত চাহিদা মোট উৎপন্নের সমান হয়। এখানে মোট চাহিদা বলিতে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনদ্রব্য উভয়ের সম্মিলিত চাহিদাকেই বুঝান হইয়াছে। নিম্নের রেখাচিত্রে কেইন্‌সের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

রেখাচিত্রে $CC$ হইল ভোগ অপেক্ষক। ইহার দ্বারা জাতীয় আয়ের প্রতিটি স্তরে ইপ্সিত ভোগের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। ইহার সহিত বিনিয়োগ অপেক্ষকটি যোগ করিয়া আমরা সম্মিলিত $C+I$ তালিকাটা অঙ্কন করি। কেইন্‌সের মডেলে বিনিয়োগ হইল আয় নিরপেক্ষ। সুতরাং জাতীয় আয়ের সকল স্তরে ইহা স্থির থাকে বলিয়া অনুমান করা হয়।




রেখাচিত্র ১ : কিভাবে ভোগ ও বিনিয়োগ জাতীয় আয় নির্ধারণ করে।

ইহার পরবর্তী স্তরে আমরা একটি 45 মাত্রার সরলরেখা অঙ্কন করি। এই রেখাটির মূল বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই রেখার যে কোন বিন্দুতে উল্লম্ব অক্ষের দূরত্ব অনুভূমিক অক্ষের দূরত্বের সমান। অর্থাৎ এই রেখার যে কোন বিন্দুতে মোট ভোগ ও মোট বিনিয়োগের যোগফল ( উল্লম্ব অক্ষে যাহাকে পরিমাপ করা হইয়াছে ) সর্বদা মোট উৎপন্ন বা আয়ের ( যাহাকে অনুভূমিক অক্ষে পরিমাপ করা হইয়াছে ) সমান হয়।

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে কেবল যখন মোট ইপ্সিত ব্যয়, যাহাকে $C+I$ রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে, মোট উৎপন্নের সমান হয় তখনই অর্থ-ব্যবস্থা ভারসাম্যে উপনীত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে মোট ব্যয় বা $C+I$ রেখা দ্বারা উৎপন্নের প্রতিটি স্তরে ভোক্তার গোষ্ঠী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত চাহিদা দেখান হইয়াছে। রেখাচিত্রের $E$ বিন্দুতে অর্থ-ব্যবস্থা ভারসাম্যে উপনীত হয় কারণ এই বিন্দুতে $C+I$ রেখা 45 মাত্রার রেখাটিকে ছেদ করে। এখানে একমাত্র $E$ বিন্দুই হইল অর্থ-ব্যবস্থার ভারসাম্য বিন্দু কারণ এই বিন্দুতে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনদ্রব্যের উপর মোট ইপ্সিত ব্যয় মোট উৎপন্নের সহিত সমান।

### কিভাবে জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে

উপরের রেখাচিত্রে তখনই ভারসাম্য ঘটে যখন ইপ্সিত বা পরিকল্পিত ব্যয় ( অর্থাৎ, ভোগ ও বিনিয়োগ ) পরিকল্পিত উৎপন্নের ( planned output ) সমান হয়। কিন্তু $E$ ব্যতীত অন্য কোন বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটিবে না। ধরা যাউক অর্থ-ব্যবস্থা $E$-এর পরিবর্তে $D$ বিন্দুতে অবস্থান করে। এই অবস্থায়

ইপ্সিত চাহিদা পরিকল্পিত উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে। ইহার অর্থ হইল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবে ভোক্তার গোষ্ঠী উহা উপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্ডারের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

এইরূপ ভারসাম্যহীন অবস্থায় উৎপাদকগণ উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এই অতৃপ্ত চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা করিবে। ফলে শ্রম ও অন্যান্য উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। অবশেষে মোট উৎপন্ন ও মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে।

এই একই যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে অর্থ-ব্যবস্থা যদি *E* বিন্দুর ডানদিকে অবস্থান করে তাহা হইলে মোট ইপ্সিত চাহিদা পরিকল্পিত উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি সমগ্রভাবে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না। এই অবস্থায় তাহাদের মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং তাহারা উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস করিবে। উৎপাদন হ্রাস পাইলে উপকরণসমূহের চাহিদাও হ্রাস পাইবে। ফলে নিয়োগ ও জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে।

এই প্রসংগে ইপ্সিত ও প্রকৃত পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। জাতীয় আয় তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ভোক্তার গোষ্ঠী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের ইপ্সিত ভোগ ও বিনিয়োগ তালিকার উপর অবস্থান করে। অর্থ-ব্যবস্থায় সমৃদ্ধি বা মন্দা যাহাই দেখা যাউক না কেন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা একে অপরের সমান হইবে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই প্রকৃত বিনিয়োগের সহিত ইপ্সিত বিনিয়োগের পার্থক্য দেখা দেয় কারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের সহিত বিক্রয়ের ভেদ ঘটিবে। ফলে উহারা অনিচ্ছাকৃতভাবে মজুত মাল ধরিয়া রাখিতে অথবা মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে। কেবলমাত্র যখন উৎপন্নের স্তর এমনই যে স্তরে ইপ্সিত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফল ইপ্সিত উৎপন্নের সহিত সমান হয় তখন মোট উৎপন্ন বা আয় অথবা ব্যয়ের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধির কোন প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ( *"Saving and investment will always be exactly equal, in recession or boom. But actual investment will often differ from* planned *investment when firms find their planned sales unequal to their planned product and when they consequently face an involuntary build-up or run down of inventory investment. Only when the level of output is such that planned spending on C+I equals planned output will there be no tendency for output, or income, or spending to change."* Paul A Samuelson and W D. Northaus )।.

**একটি পাটিগাণিতিক বিশ্লেষণ ( An Arithmetical Analysis )**

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে কেন ইপ্সিত ব্যয় ও ইপ্সিত উৎপন্ন একে অপরের সমান হইলে জাতীয় উৎপন্ন বা আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ঘটে। নিম্নের সারণিটি দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের সমাবস্থা স্তর ( break-even level of income ) হইল ৩০০০ কোটি টাকা। জাতীয় আয়ের এই স্তরে সমগ্র জাতি এতই দরিদ্র যে ইহা সঞ্চয় করিতে পারে না।

আমাদের অনুমান হইল এই যে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ৩০০ কোটি টাকা হইলে ভোগ ও সঞ্চয়ের পরিবর্তন হইবে যথাক্রমে ২০০ কোটি টাকা ও ১০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এখানে ভোগ-প্রবণতা হইল ⅔ এবং সঞ্চয় প্রবণতা হইল ⅓। এই প্রবণতা দুইটির মান স্বল্পকালে অপরিবর্তিত থাকে।

সারণিটির চতুর্থ স্তম্ভে দেখা যাইতেছে যে মোট বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের সকল স্তরে অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল আয়-নিরপেক্ষ ( autonomous )। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের প্রতিটি স্তরে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ২০০ কোটি টাকা মূলধনদ্রব্য ক্রয় করিতে চায়—ইহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক নহে।

সারণিটির প্রথম স্তম্ভে ( column ) জাতীয় আয়ের বিভিন্ন স্তর দেখান হইয়াছে। পঞ্চম স্তম্ভে মোট ইপ্সিত ব্যয় ( অর্থাৎ ইপ্সিত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফল ) দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি কি পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য ও বিনিয়োগদ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে এই স্তম্ভে তাহাই দেখান হইয়াছে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তার গোষ্ঠী যে পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ মূলধনদ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যদি একযোগে ইহা

**আয়-ব্যয় দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে আয় নির্ধারণ**

( কোটি টাকার হিসাবে )

| (১) জাতীয় উৎপন্ন ও ব্যয়যোগ্য আয় | (২) ইপ্সিত ভোগ | (৩) ইপ্সিত সঞ্চয় | (৪) ইপ্সিত বিনিয়োগ | (৫) মোট ইপ্সিত ব্যয় (C+S) | (৬) উৎপন্নের স্তর |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪,২০০ | ৩,৮০০ | ৪০০ | ২০০ | ৪,০০০ | হ্রাস পাইবে |
| ৩,৯০০ | ৩,৬০০ | ৩০০ | ২০০ | ৩,৮০০ | হ্রাস পাইবে |
| ৩,৬০০ | ৩,৪০০ | ২০০ | ২০০ | ৩,৬০০ | অপরিবর্তিত থাকিবে |
| ৩,৩০০ | ৩,২০০ | ১০০ | ২০০ | ৩,৪০০ | বৃদ্ধি পাইবে |
| ৩,০০০ | ৩,০০০ | ০ | ২০০ | ৩,২০০ | বৃদ্ধি পাইবে |
| ২,৭০০ | ২,৮০০ | ১০০ | ২০০ | ৩,০০০ | বৃদ্ধি পাইবে |

অপেক্ষা অধিক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে উহাদের নিকট উৎপন্নের একাংশ অবিক্রীত অবস্থায় ( অর্থাৎ মজুত মাল হিসাবে ) পড়িয়া থাকিবে। উপরের সারণিটি হইতে দেখা যাইতেছে যে যদি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সামগ্রিকভাবে ৪২০০ কোটি টাকার মত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে ( অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ যদি ৪২০০ কোটি টাকা হয় ) তাহা হইলে মোট ব্যয় ( অর্থাৎ $C+I$ ) হইবে ৪০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট জুতা, জামা, মোটরগাড়ী, বই ইত্যাদি দ্রব্যের মজুত মালের পরিমাণ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাহারা উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং ফলে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে. অপরদিকে উৎপন্নের পরিমাণ ২৭০০ কোটি টাকা হইলে ইপ্সিত ব্যয় হইবে ৩০০০ কোটি টাকা। ফলে মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। ফলে নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই হইল কেইন্‌সের আয় ও নিয়োগতত্ত্বের মূল কথা।

সুতরাং আমরা দেখি যে যখন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তখন তাহা উৎপাদন হ্রাস করে। ফলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়। অপরদিকে যখন তাহারা যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তখন তাহার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইবে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। ( *"When business firms as a whole are temporarily producing more than they can profitably sell, they will want to contract their operations, and GNP will tend to fall. When they are selling more than their current production, they increase their production and GNP rises."* **Samuelson and Northaus** )।

কেবলমাত্র যখন চতুর্থ স্তম্ভের উৎপন্নের স্তর পঞ্চম স্তম্ভের ইপ্সিত মোট ব্যয়ের সমান হয় কেবল তখনই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ভারসাম্যে অবস্থান করে। এই অবস্থায় তাহাদের উৎপন্নের পরিমাণ ভোগ্য-দ্রব্য ও মূলধন ( বিনিয়োগ ) দ্রব্যের মোট চাহিদা মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে। এই অবস্থা মোট জাতীয় উৎপন্নের হ্রাস বা বৃদ্ধি কোনটিই ঘটিবে না।

# সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. ১৯৮২

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা কি অভিন্ন ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

উঃ : যেহেতু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সেহেতু নিয়ের সূত্রটি হইতে আমরা পাই :

$$MR = AR\left(1-\frac{1}{E_p}\right)$$

$$= AR\ (1-0) \text{ কারণ } ep \to \infty$$

$$= AR$$

অর্থাৎ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (*MR*) হইল গড় বিক্রয়লব্ধ আয়ের (*AR*) সমান। এইরূপ বাজারে একটি ফার্ম দাম-গ্রহীতা বলিয়া একটি নির্দিষ্ট দামে ইহা একটি দ্রব্য যতখুশী বিক্রয় করিতে পারে।

২। একটি দরিদ্র দেশে বাজারে সাধারণভাবে জিনিষপত্রের চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ ?

উঃ : সাধারণত এক দরিদ্র দেশে বিলাসদ্রব্য অপেক্ষা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়।

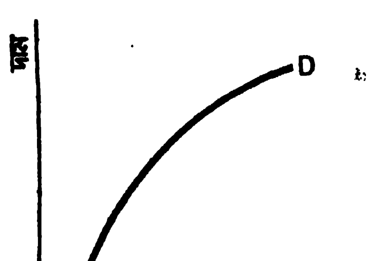
৩। মূল্য নির্ধারণতত্ত্ব আলোচনায় 'স্বল্পকালীন' সময় বলিতে কি বুঝ ?

উঃ : স্বল্পকালীন সময় বলিতে এমন একটি সময়কালকে বুঝায় যখন উৎপাদনের সকল উপকরণগুলির পরিবর্তন সম্ভব হয় না। অর্থাৎ ইহা দ্বারা সাধারণত এমন একটি সময়কালকে বুঝান হয় যখন মূলধনের পরিমাণ ও কারখানার আয়তন নির্দিষ্ট থাকে এবং শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ স্বল্পকালে কতকগুলি উপকরণ স্থির ও কতকগুলি উপকরণ পরিবর্তনশীল হয়।

৪। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের দায় তাহাদের ক্রীত শেয়ারেই সীমাবদ্ধ থাকে—ইহার অর্থ কি ?

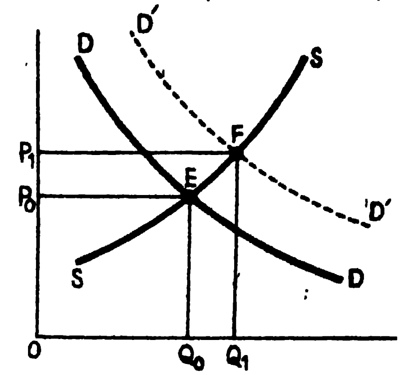
উঃ : ইহার অর্থ হইল এই যে কোম্পানী উঠিয়া গেলে একজন অংশীদারের মোট লোকসান তাঁহার শেয়ারের বাজার মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কোম্পানীর দেনা মিটাইবার জন্য কোনও অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি লইয়া টানাটানি করা বা আটক হয় না।

৫। একটি অস্বাভাবিক চাহিদা রেখা অঙ্কন কর এবং উহা কেন অস্বাভাবিক তাহা বর্ণনা কর।




উঃ : পার্শ্বের চাহিদা রেখাটি একটি অস্বাভাবিক চাহিদা রেখার উদাহরণ। ইহা দ্বারা একটি শেয়ারের চাহিদাকে ব্যাখ্যা করা যায়। যদি কোন শেয়ারের বাজার দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বিনিয়োগকারীগণ মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে দাম আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে তাঁহারা বর্ধিত দামে অধিক পরিমাণে শেয়ারটি ক্রয় করিবার প্রচেষ্টা করেন। এখানে চাহিদার পরিমাণ বর্তমান দাম অপেক্ষা ভবিষ্যত বা প্রত্যাশিত দাম দ্বারা পরিমাণ অধিক প্রভাবান্বিত হয়। এই অবস্থায় চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। ইহা অবশ্য চাহিদার সূত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

৬। একটি চাহিদা রেখা ও একটি যোগান রেখা অঙ্কন করিয়া ভারসাম্য মূল্য নির্দেশ কর। এখন যদি চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে, নূতন ভারসাম্যের মূল্যটি নির্দেশ কর।




উঃ: এখানে $E$ হইল আসল ভারসাম্য বিন্দু। এখন চাহিদা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করিবে। এই অবস্থায় $F$ বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য ঘটিবে এবং নূতন দাম হইবে $OP_1$ যাহা পূর্বের দাম ($OP_0$) অপেক্ষা অধিক।

৭। কোন একটি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান। যখন এই জিনিষটির মূল্য চার টাকা, বাজারে ইহার চাহিদা ৩০০ একক। যদি এই জিনিষের দাম কমিয়া ৩ টাকা হয়, ইহার চাহিদা কত হইবে?

উঃ: ৪০০ একক। প্রথমে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়=৪ টাকা×৩০০=১২০০ টাকা। পরবর্তী স্তরেও ইহা ১২০০ টাকা। আমরা জানি যে চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এককের সহিত সমান হইলে দামের বৃদ্ধি বা হ্রাস যাহাই ঘটুক না কেন মোট বিক্রয়লব্ধ আয় অপরিবর্তিত থাকে।

৮। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন-সংগঠক দামের পরিবর্তন ছাড়া অন্য প্রতিযোগিতার আশ্রয় লইতে পারে। এই প্রকার মূল্য ব্যতিরেকে প্রতিযোগিতার দুইটি উদাহরণ দাও।

উঃ: বিজ্ঞাপন ব্যয় এবং (২) একটি নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া বিনামূল্যে বিক্রয়ের পরবর্তীকালীন সেবা ( after-sales service ) প্রদান।

৯। একটি দ্রব্যের বিভিন্ন এককের জন্য একজন ক্রেতার সর্বোচ্চ মূল্যের তালিকা নিম্নরূপ হইলে এবং জিনিষটির বাজার দর ৬০ পয়সা হইলে তাহার ক্রয়ের পরিমাণ নিরূপণ কর।

প্রথম ইউনিট সর্বোচ্চ মূল্য—১ টাকা
দ্বিতীয় ইউনিট সর্বোচ্চ মূল্য—৮০ পয়সা
তৃতীয় ইউনিট সর্বোচ্চ মূল্য—৬০ পয়সা
চতুর্থ ইউনিট সর্বোচ্চ মূল্য—৪০ পয়সা

উঃ: এই ভোক্তা প্রথম তিনটি একক ক্রয় করিবে, চতুর্থ এককটি ক্রয় করিবে না কারণ ইহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার দাম অপেক্ষা কম। প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ( অর্থাৎ ক্রেতার নিকট সর্বোচ্চ মূল্য ) ইহার বাজার দাম অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যটি ক্রয় করা হয়। যখনই দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ বাজার দামের সমান হয় তখনই ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হয়। এই অবস্থায় কোন অতিরিক্ত একক ক্রয় করা হয় না।

১০। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিতেছে। সওদাগরি ব্যাংকগুলির জমা নগদের উপর ইহা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে?

উঃ: একটি কেন্দ্রীয় খোলা বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিলে জনসাধারণ নগদ টাকা দিয়া শেয়ারগুলি ক্রয় করিবে। ফলে জনসাধারণের নিকট মোট টাকার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। ফলে সওদাগরি ব্যাংকগুলিতে তাঁহারা পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ অর্থ জমা দিবেন। উপরন্তু অনেকেই ব্যাংক হইতে টাকা তুলিয়া শেয়ার ক্রয় করিবেন। উভয়ের সম্মিলিত ফল হিসাবে সওদাগরি ব্যাংকগুলির জমা নগদের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

১১। দুইটি দেশের মধ্যে একটি দেশ যদি সকল দ্রব্য উৎপাদনে অন্য দেশটি অপেক্ষা অধিক দক্ষ হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি সম্ভব?

উঃ: ইহা অবশ্যই সম্ভব। কারণ, একটি দেশ উভয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনাপেক্ষিক সুবিধা ( absolute advantage ) কিন্তু মাত্র একটি দ্রব্য উৎপাদনে সর্বদা আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে।

অর্থাৎ অন্য দ্রব্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহা আপেক্ষিক অসুবিধা ভোগ করে। সুতরাং ইহার পক্ষে একটি দ্রব্য উৎপাদন করা ও অন্য দ্রব্যটি বিদেশ হইতে আমদানি করাই কাম্য। নিম্নের উদাহরণটির সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :

**একজন শ্রমিকের সারাদিনের উৎপাদন**

| | পাট | গম |
|---|---|---|
| ভারত | ৮০ | ৮০ |
| বাংলাদেশ | ৬০ | ৩০ |

এক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ভারত অনাপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে বলিয়া ইহার পক্ষে গম উৎপাদন ও রপ্তানী করা এবং বাংলাদেশ হইতে পাট আমদানি করা অবশ্যই লাভজনক।

১২। যদি জাতীয় আয় আরও সমতার ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করা হয়, তবে সমাজের সম্মিলিত সঞ্চয়ের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে ?

উঃ : ক.বি. ( বি. এ ) ১৯৮৬ সালের ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। দেশে সুদের হার যদি কমিয়া যায়, বিনিয়োগের উপর ইহার কি প্রভাব আশা কর ?

উঃ : অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন যদি সুদের হ্রাস পায় তাহা হইলে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার কারণ, পূর্বে যে প্রকল্পগুলি লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই সুদের হারের পরিবর্তনের ফলে সেগুলি এখন লাভজনক হইয়া উঠিবে। ফলে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হইবে।

১৪। যদি জনসাধারণের আয় বর্ধিত হয় তাহা হইলে জনগণের নগদ পছন্দের উপর ইহার কি প্রভাব দেখা যাইবে ?

উঃ : আয় বৃদ্ধির ফলে অর্থের লেনদেনসংক্রান্ত ও সতর্কতামূলক চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিবে। ফলে অর্থের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। তবে ইহার ফলে অর্থের ফাটকাকারবার সংক্রান্ত চাহিদার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। কেইন্‌স নগদ পছন্দ শব্দটি দ্বারা মূলত অর্থের ফাটকা কারবারসংক্রান্ত চাহিদার কথাই উল্লেখ করেন।

১৫। যদি চায়ের মূল্য কমিয়া যায়, তাহা হইলে চিনির চাহিদা ও কফির দ্বারা কিরূপে প্রভাবিত হইবে ?

উঃ : চায়ের বাজার দাম হ্রাস পাইলে চায়ের চাহিদা ও ফলে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, চা ও চিনি হইল একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য। অপরদিকে চা-এর বাজার দাম হ্রাস পাইলে কফির চাহিদা হ্রাস পাইবে কারণ চা ও কফি হইল একে অপরের পরিবর্ত দ্রব্য।

১৬। এমন দুইটি অবস্থা নির্দেশ কর যেখানে টাকার যোগান বাড়া সত্ত্বেও দাম বাড়িবে না।

উঃ : (১) উপকরণসমূহের ক্ষেত্রে ও শিল্প ক্ষেত্রে অলস উৎপাদন ক্ষমতা এবং (২) অর্থের যোগান বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া সমহারে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি।

১৭। ধরা যাউক, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অবাধে নিরূপণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং ইংলণ্ড ও ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত। যদি ভারত মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়ে কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার কোন চিহ্ন না থাকে, এই অবস্থায় পাউণ্ড স্টারলিং-এর মূল্যের হিসাবে টাকার মূল্যের কি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে ?

উঃ : এক্ষেত্রে পাউণ্ডের মূল্যের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস পাইবে। ইহাই হইল কাগজী মুদ্রামানের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণসংক্রান্ত ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের মূল কথা।

১৮। একটি উৎপাদন-সংগঠনের ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় কেন প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে প্রবেশ করে না বুঝাইয়া বল।

উঃ : প্রান্তিক ব্যয় বলিতে অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হয় তাহাকেই বুঝায়। অপরদিকে স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয়ের সহিত উৎপাদনের পরিমাণের কোন সম্পর্ক নাই। উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হইলেও স্থির ব্যয় বহন করিতে হয়। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় বলিতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিবর্তনকেই বুঝায়। ইহার সহিত স্থির ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নাই। যেমন :

$$MCn = TCn - TCn_{-1}$$
$$= [FCn + VCn] - [FCn_{-1} + VCn_{-1}]$$
$$= FCn - FCn_{-1} + VCn - VCn_{-1}$$
$$= VCn - VCn_{-1} \text{ কারণ } FCn = FCn_{-1}$$

১৮। কালোবাজারের দাম খোলা বাজারের দামের চেয়ে বেশী হয় কেন ?

উঃ : সাধারণত কোন দ্রব্যের মোট চাহিদা ইহা মোট যোগান অপেক্ষা অধিক হইলেই (অর্থাৎ বাজারে উদ্বৃত্ত চাহিদা সৃষ্টি হইলেই) কালোবাজারে দ্রব্যটি বিক্রীত হয়। এই অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট দামে সকলের পক্ষে দ্রব্যটি ক্রয় করা সম্ভব হয় না বলিয়া অনেকেই অধিক দাম দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিতে বাধ্য হন। এই দামকে ভারসাম্যহীন দাম বলা হয়। সিনেমার টিকিটের ক্ষেত্রে ইহা প্রায়ই ঘটে।

১৯। একটি দেশে মোট বাৎসরিক ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা এবং ঐ দেশে মোট অর্থের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা হইলে মুদ্রার প্রচলনগতি নিরূপণ কর।

উঃ : আমরা জানি যে ;

$$PT = MV$$

$$\text{অথবা } V = \frac{PT}{M}$$
$$= \frac{১০০০}{১০০} = ১০$$

অর্থাৎ অর্থের প্রচলন গতি হইল ১০।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. ১৯৮৩

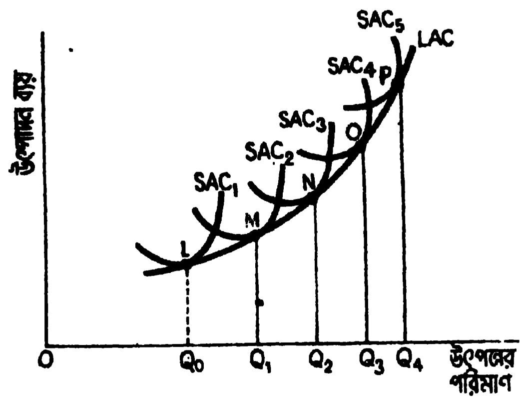
১। নিষ্প্রয়োজন হীরা কেন এত দামী এবং অতি প্রয়োজনীয় জল কেন এত সস্তা তাহা প্রান্তিক উপযোগিতার ধারণার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিয়া দাও।

উঃ : প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্ব অনুসারে একটি দ্রব্যের বাজার দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা নির্ধারিত হয়, ইহার মোট উপযোগ দ্বারা নহে। হীরার মোট উপযোগ অতি অল্প কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ অধিক হওয়ায় ইহা অতি দামী। যাহার নিকট ১০টি হীরার টুকরো আছে তিনি অতিরিক্ত একটি হীরার টুকরো অর্জন করিতে এবং ইহার জন্য উপযুক্ত দাম দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। অর্থাৎ ইহার প্রান্তিক উপযোগ অধিক হওয়ায় দামও অধিক হয়। অপরদিকে জলের মোট উপযোগ অধিক কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ ২-৩ গ্লাস জলপানের পর আমাদের আর অতিরিক্ত জলপানের কোন ইচ্ছা থাকে না। ফলে অতিরিক্ত এক গ্লাস জলের জন্য আমরা কোন দাম দিতে প্রস্তুত থাকি না। ইহাকেই মূল্যের ধাঁধা আখ্যা দেওয়া হয়।

২। যদি একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ঊর্ধ্বগামী হয় তবে দেখাও যে এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান উৎপাদন স্বল্পকালীন গড়-ব্যয়ের সর্ব নিম্নস্তর ছাড়াইয়া গিয়াছে।

উঃ : এই রেখাচিত্রে পাঁচটি স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা অংকন করা হইয়াছে। ইহাদের মোড়ক রেখা *LAC*-ই হইল দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা। দেখা যাইতেছে যে স্বল্পকালীন উৎপন্নের পরিমাণ $OQ_0$

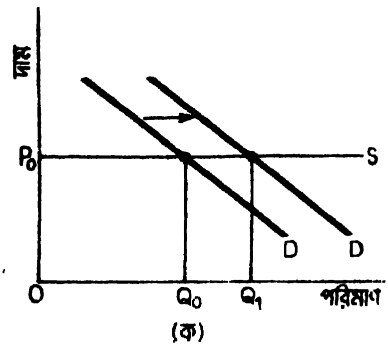
হইলে গড় উৎপাদন ব্যয় ন্যূনতম ($LQ_0$) হয়। ইহাকেই উৎপন্নের কাম্য স্তর বলিয়া গণ্য করা হয়। এখন যদি দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বগামী হয় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান গড় উৎপাদন ব্যয় ($MQ_1$ অথবা $NQ_2$) ইত্যাদি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের সর্বনিম্নস্তর ($LQ_0$) ছাড়াইয়া গিয়াছে।

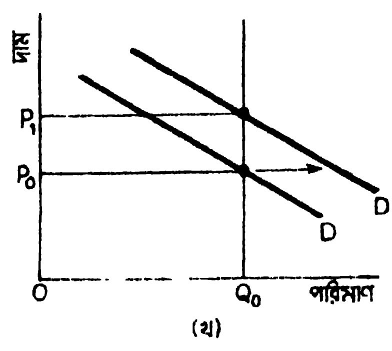



৩। দেখাও যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও যোগান যদি সম্পূর্ণ সম্প্রসারণশীল হয়, তবে মূল্য বৃদ্ধি হইবে না এবং চাহিদা বৃদ্ধি হইলেও যোগান যদি সম্পূর্ণ অসম্প্রসারণশীল হয়, তবে বিক্রীত জিনিষের কোন পরিবর্তন হইবে না।

উঃ: (ক) রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দামের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

(খ) রেখাচিত্রে ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখান হইয়াছে। যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণের কোন পরিবর্তন হইবে না।



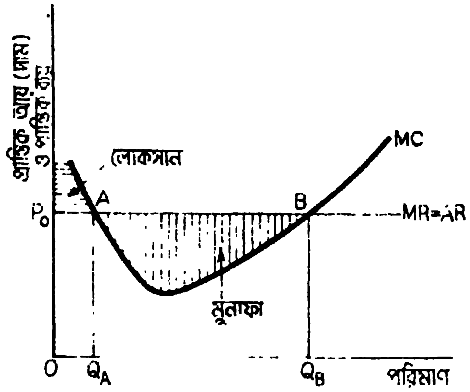

(ক) (খ)

৪। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি উৎপাদক সংস্থা বিজ্ঞাপনের উপর অর্থ ব্যয় করিতে রাজী থাকিবে না কেন?

উঃ: বিজ্ঞাপন ব্যয় দুইটি ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, ইহা দ্রব্য পৃথকীকরণে ( product differentation ) সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, ইহার ফলে একটি ফার্মের চাহিদা ( বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয় ) রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে। ফলে ফার্মের বাজারের ভাগ ( market share ) বৃদ্ধি পায়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এই দুটির কোনটিরই প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের বাজারে সকল ফার্মই একটি সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহা ব্যতীত এই ধরনের বাজারে চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় বলিয়া একটি ফার্ম একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যতখুশী বিক্রয় করিতে পারে। উভয় কারণে এইরূপ বাজারে বিজ্ঞাপন ব্যয়ের কোন ভূমিকা নাই।

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি উৎপাদক-সংস্থা কেন ইহার উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে ঊর্ধ্বগামী প্রান্তিক ব্যয় রেখা দ্বারা পরিচালিত হয়? নিম্নগামী প্রান্তিক ব্যয় রেখার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না কেন?

উঃ: একটি ফার্ম প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমতা সৃষ্টি করিয়াই মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করে। কিন্তু প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সহিত সমান হইলেই যে মুনাফা সর্বাধিক হইবে এমন কোন কথা নাই। মুনাফা সর্বাধিকীকরণের জন্য একটি পর্যাপ্ত শর্তও পূরণ করিতে হইবে—প্রান্তিক ব্যয় রেখা অবশ্যই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখাকে নিম্ন হইতে ছেদ করিবে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।




একটি ফার্ম যদি নিম্নগামী প্রান্তিক ব্যয় রেখা দ্বারা পরিচালিত হইয়া মাত্র *OQA* একক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে ইহার লোকসান হইবে। অপরদিকে ইহা যদি ঊর্ধ্বগামী প্রান্তিক ব্যয় রেখা দ্বারা পরিচালিত হইয়া *OQb* একক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে হইয়া মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে।

৬। মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে যৌথ দরাদরি কাহাকে বলে?

উঃ: যদি শ্রমের বাজারে মাত্র একজন ক্রেতা ও একজন বিক্রেতা থাকে তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরির হার নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে শ্রমের একমাত্র বিক্রেতা হইল শ্রমিক সংঘ এবং ইহার একমাত্র ক্রেতা হইল কোম্পানীর মালিকপক্ষ। সুতরাং এই ধরনের বাজার হইল দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবারের উদাহরণ। বাস্তব জগতে যৌথ দরাদরির মাধ্যমেই মজুরির হার নির্ধারিত হয়। মজুরির হার স্বল্প না অধিক হইবে তাহা মূলতঃ নির্ভর করে দুই পক্ষের দরাদরির আপেক্ষিক ক্ষমতার উপর। শ্রমিক সংঘ মালিক পক্ষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইলে মজুরির হার অধিক হইবে।

৭। উৎপাদক-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের অধিক হইলে গড় ব্যয় বাড়িবে না কমিবে? প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় সমান হইলে গড় ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া কি হইবে?

উঃ: প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের অধিক হইলে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় একে অপরের সমান হইলে গড় ব্যয় অপরিবর্তিত থাকিবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যখন গড় ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে তখনই প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের সমান হয়।

৮। সরকারের ব্যয়িত অর্থ কখন একটি দেশের সম্মিলিত চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাইবে এবং কখনই বা ইহার ফল এইরূপ হইবে না?

উঃ: যখন সরকারী ব্যয় কর রাজস্ব অপেক্ষা অধিক হয় তখন একটি দেশের মোট কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু করের পরিমাণ যদি ভীষণভাবে বৃদ্ধি ঘটে এবং সরকারী ব্যয় ইহা অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট সম্মিলিত চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিবে না। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে জাতীয় আয় তখনই ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন নিম্নের শর্তটি পূরিত হয়

$$C+S+T=C+I+G$$

অথবা $$S+T=I+G$$

যদি সরকারী ব্যয় ( $G$ ) করের পরিমাণ ( $T$ ) অপেক্ষা অধিক হয় তবে সরকারী ব্যয় সম্মিলিত চাহিদা বৃদ্ধি করিবে। অপরদিকে $T$ $G$ অপেক্ষা অধিক হইলে সরকারী ব্যয়ের ফলে সম্মিলিত চাহিদা হ্রাস পাইবে।

৯। একটি অস্বাভাবিক যোগান রেখা অঙ্কন কর এবং ইহার গড়ন স্বাভাবিক নহে কেন বুঝাইয়া দাও।

উঃ: শ্রমের পশ্চাতমুখী যোগান রেখা একটি অস্বাভাবিক যোগান রেখার উদাহরণ। ইহার গড়ন স্বাভাবিক না হওয়ার দুইটি কারণ আছে—আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাব।

১০। যদি কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখিয়া জমির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে কি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের সূত্রটি কার্যকর হইবে?

উঃ: উৎপাদনের অন্যান্য সকল উপকরণের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি কেবলমাত্র একটি উপকরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে সত্য কিন্তু সমানুপাতিক হারে নহে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সুতরাং শ্রমের পরিবর্তে জমি যদি পরিবর্তনশীল উপকরণ হয় তাহা হইলেও এরূপ ঘটিবে।

১১। যৌথ মূলধনী সংস্থা আইনের চক্ষে একটি ব্যক্তিবিশেষ—এই উক্তিটির তাৎপর্য কি?

উঃ: এই উক্তিটির তাৎপর্য হইল এই যে একটি যৌথ মূলধনী সংস্থার একটি পৃথক আইনগত মর্যাদা ( a separate legal status ) আছে। কোম্পানীর একজন শেয়ারের মালিকের মত কোম্পানীকে মর্যাদার সহিত দেখা হয় এবং ইহাকে পৃথকভাবে কর প্রদান করিতে হয়।

১২। কোন দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে ঐ দেশে রপ্তানী হইতে প্রাপ্ত আয় কখন বৃদ্ধি পাইবে?

উঃ: যখন উভয় দেশের আমদানি দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপকতার মানের যোগফল (the sum of the import elasticities of demand for imports in the two countries ) এককের অধিক হয়। ইহাই মার্শাল-লার্নার শর্ত বলিয়া পরিচিত।

১৩। যদি বাজারে সুদের হার পড়িয়া যায় তবে জনসাধারণের হাতে টাকা ধরিয়া রাখার পরিমাণ কিরূপে প্রভাবিত হইবে?

উঃ: সুদের হার হইল অর্থ বা নগদ টাকা ধরিয়া রাখার সুযোগ ব্যয় ( the opportunity cost of holding money ) মাত্র। ইহার কারণ নগদ টাকার ধরিয়া রাখার অর্থ হইল সুদ অর্জন হইতে বঞ্চিত থাকা। সুদের হার বৃদ্ধির অর্থ এই সুযোগ ব্যয়ের বৃদ্ধি। ফলে জনসাধারণের নগদ টাকা ধরিয়া থাকার পরিমাণ হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ সুদের হার ১০ শতাংশ হইলে লোকে যে পরিমাণ নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহিবে ১৫ শতাংশ হারে তাহাদের মধ্যে উহা অপেক্ষা কম অর্থ ধরিয়া রাখার প্রবণতা দেখা দিবে।

১৪। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্যোগের স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝ?

উঃ: উদ্যোগের স্বাধীনতা বলিতে একজন ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার দিক হইতে যে কোন দ্রব্য উৎপাদন করিবার অথবা যে কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত হইবার স্বাধীনতাকে বুঝায়। ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় এই ধরনের স্বাধীনতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয় বলিয়া এই ধরনের স্বাধীনতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৫। একটি উৎপাদন সংস্থার স্থির ব্যয় বলিতে কি বুঝায়? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাও।

উঃ: স্থির ব্যয় বলিতে মোট ব্যয়ের সেই উপাদানটিকে বুঝায় যাহার সহিত উৎপন্নের পরিমাণের কোন সম্পর্ক নাই—অর্থাৎ উৎপাদনের পরিবর্তনের ফলে যেগুলির মধ্যে কোন ভেদ ঘটে না। স্বল্পকালেই এইরূপ ঘটে। দীর্ঘকালে অবশ্য সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল। স্থির ব্যয়ের উদাহরণ হইল কারখানার জমি বা অফিস বাড়ীর ভাড়া, অবপূর্তি, ব্যাংকগুলিকে প্রদেয় সুদ, সরকারকে প্রদেয় বার্ষিক লাইসেন্স ফী, ইত্যাদি।

১৬। সংরক্ষণের সমর্থনে শিশু শিল্পের যুক্তি বলিতে কি বুঝ?

উঃ: ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে কতকগুলি শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে কিছুকাল ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের হাতঘড়ি শিল্পকে যদি এইভাবে বাঁচাইয়া রাখা না হইত তাহা হইলে বিদেশী ঘড়িতে আভ্যন্তরীণ বাজার ছাইয়া যাইত এবং কেহই দেশী ঘড়ি ক্রয় করিত না। সুতরাং যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি দেশীয় শিল্প (domestic industry) স্ব-নির্ভরতা অর্জন করিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে শিশুর মত যত্নে রাখিতে হইবে। নতুবা ইহা অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১৭। চাহিদার মূল্য-স্থিতিস্থাপকতা যদি একের সমান হয় তবে প্রান্তিক আয়ের সংখ্যাগত পরিমাণ কত?

উঃ: আমরা জানি যে $MR=P\left(1-\frac{1}{Ep}\right)$। যদি $Ep$ (চাহিদার মূল্যানুগ-স্থিতিস্থাপকতার সহগের) মান এককের সমান হয় তাহা হইলে $MR$ (প্রান্তিক আয়) শূন্যে পরিণত হইবে।

১৮। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ভবিষ্যতে নিম্নগামী হইবে জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইলে টাকার প্রচলনগতি কিরূপ প্রভাবিত হইবে?

উঃ: জনসাধারণের মনে যদি এই প্রত্যাশা সৃষ্টি হয় যে সাধারণ মূল্যস্তর ভবিষ্যতে অথবা অদূর ভবিষ্যতে নিম্নগামী তাহা হইলে তাহাদের মোট ক্রয় বা লেনদেনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুসারে $V=\frac{PT}{M}$; এখন $T$ এর মান হ্রাস পাইলে এবং সাধারণ মূল্যস্তর ($P$) ও অর্থের মোট যোগান ($M$) অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থের প্রচলন গতি হ্রাস পাইবে।

১৯। 'নিকৃষ্ট' জিনিষ কাহাকে বলে?

উঃ: ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইলে অধিকাংশ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তব জগতে এরূপ কতগুলি দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলির আচরণ ভিন্ন ধরনের হয়। সাধারণত আয় বৃদ্ধির ফলে এই সকল দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। যেমন সস্তা জামা-কাপড, কম দামী খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। আয় বৃদ্ধির ফলে এগুলির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এক কথায় বলা যায় যে নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান (the coefficient of income elasticity of demand) ঋণাত্মক হয়।

২০। উৎপাদনের উপাদানের চাহিদাকে 'উদ্ভূত' চাহিদা বলার কারণ কি?

উঃ: একটি দ্রব্যের চাহিদা হইল প্রত্যক্ষ চাহিদা। যেমন আমি একটি কমলালেবু কিনিয়া সরাসরিভাবে পরিতৃপ্তিলাভ করিতে বা অভাবমোচন করিতে পারি। কিন্তু একটি উপকরণের কোন প্রত্যক্ষ চাহিদা নাই। অর্থাৎ একটি উপকরণের চাহিদা হইল পরোক্ষ চাহিদা। যেমন গমের চাহিদা আছে বলিয়াই গম চাষযোগ্য জমির চাহিদা সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায় একটি উপকরণের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা। ইহা একটি দ্রব্যের—অর্থাৎ যে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে উপকরণটি ব্যবহৃত হয়—চাহিদা হইতে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ছুতোর মিস্ত্রীর চাহিদা আসবাবপত্রের চাহিদা হইতেই সৃষ্টি হয়।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. ১৯৮৪

১। উৎপাদক সংস্থা কিরূপে সঞ্চয় করে?

উঃ: কর প্রদানের পর একটি উৎপাদক সংস্থার নিকট যে পরিমাণ মুনাফা পড়িয়া থাকে তাহার একাংশ লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ারের মালিকগণের নিকট লভ্যাংশ হিসাবে বন্টন করা হয়।

ইহার পর যে অংশ পড়িয়া থাকে তাহা কোম্পানীর সম্প্রসারণের জন্য সরাইয়া রাখা ( অর্থাৎ সঞ্চয় করা ) হয়। যদি অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কখনও কখনও লভ্যাংশ হিসাবে অতি সামান্য অর্থই বণ্টন করা হয়, এমনকি কখনও কখনও কোন অর্থই বণ্টন করা হয় না।

২। ফটকার উদ্দেশ্যে দ্রব্য গুদামজাত করার অর্থ কি ? মূল্যবৃদ্ধির উপর ইহার ফলাফল কি ?

উঃ : ফটকাকারবার বলিতে স্বল্পদামে বাজার হইতে একটি দ্রব্য কিনিয়া অধিক দামে দ্রব্যটি পরবর্তী একটি সময়ে বিক্রয় করাকেই বুঝায়। যে মুহূর্তে দ্রব্যটি বাজার হইতে সরাইয়া ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য মজুত করিয়া রাখা হয় সে মুহূর্তে দ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস পায় এবং ইহার বাজার দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

৩। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি হিসাবে সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে পৃথক আলোচনা কর।

উঃ : একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হইল জনসাধারণের ব্যাংক। ইহা জনসাধারণের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্প-মেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ( এবং কখনও কখনও ভোক্তার গোষ্ঠীকেও ) ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। অপরদিকে একটি কেন্দ্রীয়-ব্যাংক হইল অন্যান্য সকল ব্যাংকের ব্যাংক এবং সরকারের ব্যাংক। ইহার জনসাধারণের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বা যোগসূত্র নাই। ইহার তিনটি মূল কার্য হইল : (ক) নোট ছাপাইয়া দেশের অর্থের বা বিনিময়ের মাধ্যমের প্রয়োজন মিটান, (খ) অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং (গ) সরকারের অর্থসংক্রান্ত নীতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। ইহা ব্যতীত সরকারের ব্যাংক বলিয়া ইহা সরকারের হইয়া অন্যান্য বহুসংখ্যক কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

৪। কেন ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা + সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতা = ১ বুঝাইয়া দাও।

উঃ : জাতীয় আয়ের একাংশ ভোগ্য দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয়, বাকী অংশ সঞ্চিত হয়। যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ভোগ ও সঞ্চয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধির যে অংশ ভোগ্য দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয় না তাহা আপনা হইতেই সঞ্চিত হয়। এই কারণেই প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মানের যোগফল সর্বদা এককের সমান :

$$Y = C + S$$

অথবা $$\Delta Y = \Delta C + \Delta S$$

অথবা $$\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

অথবা $$1 = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

যেখানে $Y$ হইল জাতীয় আয়, $C$ হইল মোট ভোগ ব্যয় এবং $S$ হইল মোট সঞ্চয়। এখানে $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$ হইল প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এবং $\frac{\Delta S}{\Delta Y}$ হইল প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা।

৫। অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা কাহাকে বলে ? বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে কয়েকটি অদৃশ্য বিষয়ের উল্লেখ কর।

উঃ : যখন একটি দেশের মোট দৃশ্য রপ্তানীর পরিমাণ ইহার দৃশ্য আমদানির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তখন ইহার বৈদেশিক বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে কয়েকটি 'অদৃশ্য' বিষয় হইল : ব্যাংক-ব্যবস্থা, বীমা-ব্যবস্থা, পর্যটন-ব্যবস্থা এবং যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত লেনদেন।

৬। অবাধ দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের পার্থক্য নির্দেশ কর।

উঃ : ১৯৮৬ সালের ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। চাহিদা রেখা ডানদিকে সরিয়া যাওয়ার তাৎপর্য কি ?

উঃ: সাধারণত ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পাইলে অথবা একটি পরিবর্ত দ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পাইলে একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করে। ইহাকে চাহিদার পরিবর্তন বলা হয়। ইহার তাৎপর্য হইল একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ক্রয় করা।

৮। লম্ব যোগান রেখার অর্থ কি ?

উঃ: যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান শূন্য হইলে অর্থাৎ যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হইলে যোগান রেখাটি উল্লম্ব হয়। এই অবস্থায় দামের স্তর যাহাই হউক না কেন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হয় অর্থাৎ দামের পরিবর্তনে যোগান মোটেই সাড়া দেয় না। অত্যল্প-কালীন সময়ে এইরূপ যোগান রেখা দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন কলিকাতার একটি শাকশব্জীর বাজারের একটি নির্দিষ্ট সময়ের যোগান রেখা।

৯। দাম নিয়ন্ত্রণের সহিত রেশনিং ব্যবস্থার সম্পর্ক বুঝাইয়া দাও।

উঃ: রেশনিং ব্যবস্থা চালু না করিলে দাম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী হয় না। রেশনিং ব্যবস্থার অবর্তমানে দাম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিলে কালোবাজারের সৃষ্টি হয় এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভোক্তা অধিক দাম দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিতে সমর্থ হন। অধিকাংশ লোকের পক্ষে অধিক দাম দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করা সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার দ্রব্যটি—যাহার যোগান অপ্রচুর—বিভিন্ন ভোক্তার মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে সমর্থ হয়।

১০। নিম্নোক্ত কারবারী সংস্থাগুলির মধ্যে কোনগুলিতে কারবারের দেনার জন্য মালিকদের ব্যক্তিগত দায় সীমাহীন ?

(অ) একক মালিকানার কারবার, (আ) অংশীদারী কারবার, (ই) যৌথ মূলধনী সংস্থা।

উঃ: (অ) এবং (আ)।

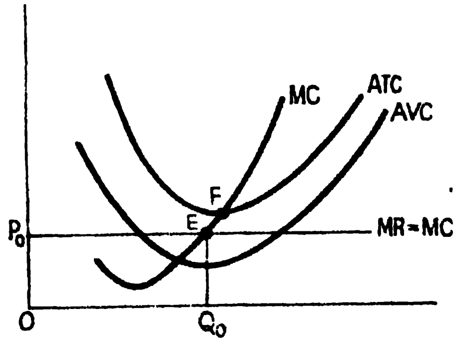
১১। কোন যৌথ মূলধনী সংস্থা উঠিয়া গেলে নিম্নোক্তদের মধ্যে কাহার পাওনা আগে মেটান হইবে ?

(অ) সাধারণ শেয়ার হোল্ডার, (আ) প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার, (ই) বণ্ড হোল্ডার বা ঋণপত্র-ক্রেতা।

উঃ: (ই)।

১২। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার স্বল্পকালীন সময়ে ভারসাম্য অবস্থায় উৎপাদন সংস্থার লোকসানও হইতে পারে। এ কথা কি সত্য ?

উঃ: কথাটি সত্য। স্বল্পকালে একটি উৎপাদন-সংস্থার যেরূপ মুনাফা লাভের সম্ভাবনা থাকে ঠিক সেরূপ লোকসানের সম্মুখীন হইবারও সমান সম্ভাবনা থাকে। যদি একটি ফার্ম অদক্ষ হয় তাহা হইলে ইহার গড় ব্যয় দ্রব্যটির বাজার দাম অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। ফলে ভারসাম্য অবস্থায় ইহা লোকসানের সম্মুখীন হইতে পারে। পার্শ্বের নিম্নের রেখাচিত্রটি দ্বারা বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যায়।




এখানে $E$ হইল ভারসাম্য বিন্দু কারণ এই বিন্দুতে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু গড় ব্যয়প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (অথবা বাজার দাম) অপেক্ষা অধিক হওয়ায় একক প্রতি লোকসানের পরিমাণ হইল $EF$।

১৩। অপূর্ণাংশ খাজনা কাহাকে বলে ?

উঃ: ১৯৮৬ সালের ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। সুদের হার কমিয়া গেলে বাজারে বর্তমানের ঋণপত্রের দাম কি কমিবে না বাড়িবে ?

উঃ: কেইন্‌সের নগদ পছন্দ তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে বর্তমান ঋণপত্রের দাম হইল সুদের বিপরীত ( reciprocal ) অর্থাৎ,

$$\text{ঋণপত্রের দাম} = \frac{\text{ঋণপত্র হইতে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক আয়}}{\text{সুদের হার}}$$

ধরা যাউক, একটি ঋণপত্র হইতে প্রতি বৎসর ১০ টাকা পাওয়া যাইবে। যদি সুদের হার ৫ শতাংশ হয় তাহা হইলে ইহার বর্তমান মূল্য হইবে ১০÷৫ শতাংশ=২০০ টাকা। যদি সুদের হার হ্রাস পাইয়া ২½ শতাংশ হয় তাহা হইলে ঋণপত্রটির বাজার দাম বৃদ্ধি পাইয়া ৪০০ টাকা হইবে।

১৫। গুণক কাহাকে বলে ?

উঃ: কেইন্‌সই প্রথম যুক্তি প্রদর্শন করেন যে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ইহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসাবে জাতীয় আয় বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি পাইবে। গুণক হইল এমন একটি সংখ্যা যাহা দ্বারা বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিকে গুণ করিয়া আয় বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কেইন্‌সের আয়তত্ত্বের মূল সমীকরণটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\triangle Y = m(\triangle I)$$

$$\text{যেখানে}\quad m = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{s}$$

এখানে $\triangle Y$ হইল আয়ের পরিবর্তন, $\triangle I$ হইল বিনিয়োগের পরিবর্তন এবং $m$ হইল গুণক। গুণক হইল প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার ( $s$ ) বিপরীত ( reciprocal )। যদি $s=\frac{1}{5}$ হয় তাহা হইলে গুণকের মান হইবে ৫। এই অবস্থায় যদি ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে ব্যয় ও পুনর্ব্যয়ের মাধ্যমে জাতীয় আয় ৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

১৬। ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে টাকা ধরিয়া রাখার অর্থ কি ?

উঃ: যদি একজন বিনিয়োগকারী মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে বণ্ডের বাজার দাম হ্রাস পাইবে তাহা হইলে তিনি এখন বণ্ড না কিনিয়া কিছু পরিমাণ নগদ টাকা ধরিয়া রাখিবেন। পরে স্বল্প দামে তিনি বণ্ড কিনিয়া এবং ভবিষ্যতে অধিক দামে এই বণ্ড বিক্রয় করিয়া মূলধনী লাভের প্রচেষ্টা করিবেন। সুতরাং লোকে মাত্র লেনদেন সংক্রান্ত ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থ ধরিয়া রাখে না, ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যেও কিছু নগদ টাকা ধরিয়া থাকে।

১৬। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অপচয়ের একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উঃ: একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে একটি শিল্পে নূতন ফার্মের বাধাহীন অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকায় শিল্পক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অলস উৎপাদন ক্ষমতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতার ফলে প্রতি ফার্মের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ ইহার উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা কম হয়। ইহাই একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অপচয়ের একটি দৃষ্টান্ত।

১৭। একটি উৎপাদক সংস্থার গড় স্থির ব্যয় রেখা কিরূপে অংকন করিয়া দেখাইবে ?

উঃ: স্বল্পকালে মোট স্থিরব্যয় উৎপন্নের বিভিন্ন স্তরে ( অর্থাৎ শূন্য হইতে উৎপাদন ক্ষমতা পর্যন্ত ) অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া উৎপন্নের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে গড় স্থিরব্যয় ততই হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে গড় স্থিরব্যয় রেখা একটি সমপরাবৃত্তের ( rectangular hyperbola ) রূপ গ্রহণ করে—অর্থাৎ সর্বদাই নিম্নমুখী হয়।

১৮। তোমার বিবেচনায় টাকা আধুনিককালে কি সম্পদ জমাইয়া রাখার উপযুক্ত মান হিসাব কার্য করে ?

**উঃ :** টাকাকড়ি অবশ্যই সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য করে। তবে আধুনিককালে প্রায় সকলেই সমস্ত ডিমগুলি একই বাক্সে না রাখার ('not putting all the eggs in the same basket') নীতি অনুসরণ করেন। বিশেষত দেশে দ্রুতগতিতে মুদ্রাস্ফীতি হইতে থাকিলে ব্যাংকে অধিক পরিমাণে টাকা না রাখিয়া অন্যান্য সম্পদে—যেমন কোম্পানী শেয়ারে অথবা বাড়ী, জমি ইত্যাদিতে অর্থ বিনিয়োগ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. ১৯৮৫

১। শ্রমের সচলতা ও অন্য যে-কোন উপাদানের সচলতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ?

**উঃ :** শ্রমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পেশাগত সচলই দেখিতে পাওয়া যায় না, ভৌগলিক সবলতাও লক্ষ্য করা যায়। উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলির ক্ষেত্রে এই ভৌগলিক সচলতা (geographical mobility) পরিলক্ষিত হয় না। একজন শ্রমিক ইচ্ছা করিলে কলিকাতা হইতে বিহারে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে পশ্চিমবঙ্গ হইতে একখণ্ড জমি বিহারে স্থানান্তরিত করা যায় না।

২। কোন্ অবস্থায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ পরস্পরের সমান এবং কোন্ অবস্থায় উহারা পরস্পর হইতে পৃথক হইবে ?

**উঃ :** পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ (average revenue) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ (marginal revenue) পরস্পরের সমান হয়। অপরদিকে একচেটিয়া কারবার অথবা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ অপেক্ষা কম হয়।

৩। চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

**উঃ :** একটি দ্রব্যের (যেমন কফির) বাজার দামের পরিবর্তনে অপর একটি দ্রব্যের (যেমন চা-এর) চাহিদা কিরূপ সাড়া দেয় চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা তাহারই পরিমাপ করে। দ্রব্য দুইটি যদি একে অপরের পরিবর্ত হয় তাহা হইলে চাহিদ ক্রমস্থিতিস্থাপকতার সহগের মান ধনাত্মক হয়। অপরদিকে দ্রব্য দুইটি একে অপরের পরিপূরক হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান ঋণাত্মক হয়।

৪। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা যদি ১ হয়, তবে প্রান্তিক আয় কত হইবে ?

**উঃ :** চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান একক হইলে প্রান্তিক আয় শূন্যে পরিণত হইবে কারণ আমরা জানি যে $MR = P\left(1 - \frac{1}{Ep}\right)$।

৫। 'বাণিজ্য উদ্বৃত্ত' এবং 'লেনদেন-উদ্বৃত্তে'র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

**উঃ :** বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের মোট দৃশ্য রপ্তানী ও মোট দৃশ্য আমদানির ব্যবধানকে বুঝায়। কিন্তু লেনদেন উদ্বৃত্ত হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের সহিত একটি দেশের মোট অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি সুষ্ঠু রেকর্ড মাত্র। এই লেনদেনের মধ্যে দৃশ্য রপ্তানী, দৃশ্য আমদানি, অদৃশ্য রপ্তানী, অদৃশ্য আমদানি ছাড়াও মূলধনী লেনদেনকেও ধরা হয়।

৬। মূল্য নির্ধারণতত্ত্ব আলোচনায় 'স্বল্পকালীন সময়' বলিতে কি বুঝায় ?

**উঃ :** স্বল্পকালীন সময় বলিতে এমন একটি সময়কে বুঝায় যখন মোট যোগান অস্থিতিস্থাপক ও মোট চাহিদা পরিবর্তনশীল হয়। এই অবস্থায় যোগান অপেক্ষা চাহিদাই দামের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে। অধ্যাপক মার্শলই প্রথম স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন।

৭। 'নিকৃষ্ট' দ্রব্য বলিতে কি বুঝায় ?

উঃ : ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পাইলে যে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় তাহাকেই সাধারণত নিকৃষ্ট দ্রব্য বলা হয়। এই ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়।

৮। উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখা বলিতে কি বুঝায় ?

উঃ : সকল উপকরণের পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা দুইটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের কোন কোন বিকল্প সমন্বয় উৎপাদন করা যায় উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখা দ্বারা তাহাই দেখান হয়। ইহা আবার রূপান্তর রেখা নামেও অভিহিত হয়। কারণ, এই রেখা হইতে বুঝা যায় যে একটি দ্রব্যকে অন্য একটি দ্রব্যে কি পরিমাণে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

৯। কোন পণ্যের যোগান রেখা ডানদিকে সরিয়া গেলে ভারসাম্য দামের কি পরিবর্তন হইবে, যদি যোগান রেখা (ক) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় এবং (খ) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় ?

উঃ : যোগান রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইলে চাহিদা রেখার ডানদিকে স্থান পরিবর্তনের ফলে দামের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। অপরদিকে যোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হইলে চাহিদা রেখা যতটা সরিয়া যাইবে দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম ঠিক ততটাই বৃদ্ধি পাইবে।

১০। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় সাধারণতঃ গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা কম হয় কেন ?

উঃ : গড় মোট হইল গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের যোগফল। সুতরাং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা কম হয়। গড় স্থির ব্যয় সর্বদা ধনাত্মক হয় বলিয়াই গড় মোট ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে একটি ব্যবধান থাকিয়া যায়।

১১। নিম্নোক্ত উক্তিগুলি ঠিক না ভুল ?

(অ) গড় ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বগামী হইলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা উহার (গড় ব্যয় রেখার) উপরে থাকে।

(আ) গড় ব্যয় রেখা প্রান্তিক ব্যয় রেখার উপরে থাকিলে প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি ঊর্ধ্বগামী অথবা নিম্নগামী হইতে পারে।

উঃ : (অ) ঠিক।

(আ) ঠিক।

১২। প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবনতা কত হইবে নির্ধারণ কর, যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবনতা (অ) ০.৭৫ এবং (আ) $\frac{৮}{৯}$ হয়।

উঃ : (অ) ০.২৫, (আ) $\frac{১}{৯}$।

১৩। উপাদানের চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা বলা হয় কেন ?

উঃ : ১৯৮৩ সালের ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

১৪। যদি আইনত সংরক্ষিত নগদ অর্থের অনুপাত ১০ শতাংশ হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত ১০০ টাকা নগদ অর্থ জমা পাইলে সমস্ত ব্যাঙ্ক মিলিয়া অতিরিক্ত কত টাকা ঋণ দিতে পারে ?

উঃ : আমরা জানি যে ব্যাংক গুণক বা আমানত গুণক

$$=\frac{১}{\text{সংরক্ষিত নগদ আয়ের অনুপাত}}=\frac{১}{\frac{১}{১০}}=১০।$$

সুতরাং ১০০ টাকা নগদ টাকা জমা পড়িলে সমস্ত ব্যাংক মিলিয়া ১০×১০০ টাকা=১০০০ টাকা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করিতে পারে।

১৫। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আচরণে কি মৌলিক প্রেরণা কাজ করে বলিয়া অনুমান করা হয় ?

উঃ : মুনাফা সর্বাধিকীকরণ।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. ১৯৮৬

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ?

উঃ : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ও জনসাধারণকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইল অন্যান্য ব্যাংকসমূহের ব্যাংক। উপরন্তু ইহা হইল সরকারের ব্যাংক এবং ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসংক্রান্ত নীতি পরিচালনা করে। জনগণের সহিত ইহার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই।

২। নিম্নোক্ত উক্তিগুলি ঠিক না ভুল ?

(ক) জমির যোগান সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল।

(খ) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উঃ : (ক) সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার দিক হইতে দেখিলে উক্তিটি সত্য কারণ জমির মোট যোগান স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু একজন কৃষকের দৃষ্টিভংগী হইতে দেখিতে বক্তব্যটি সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে কারণ জমির বিকল্প ব্যবহার দেখিতে পায়।

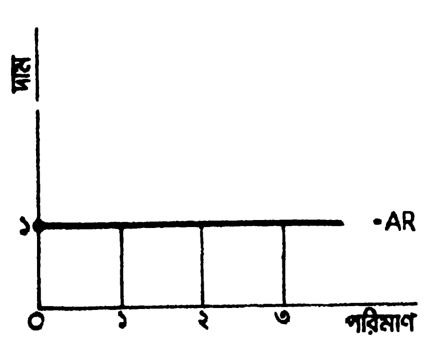
উঃ : (খ) এই বক্তব্যটি সত্য। ক্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে কেবল কৃষির ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরীক্ষা-নিরিক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিধিটি প্রযোজ্য।

৩। চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতার ঋণাত্মক হওয়ার তাৎপর্য কি ?

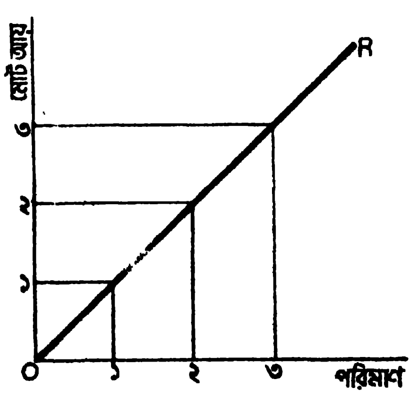
উঃ : কোন দ্রব্যের আয়-স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হওয়ার তাৎপর্য হইল এই যে দ্রব্যটি হইল একটি নিকৃষ্ট দ্রব্য ( inferior good )।

৪। মনে কর যে কোন উৎপাদকের গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ ( average revenue ) রেখা হইল একটি অনুভূমিক সরলরেখা। এই অবস্থায় উহার মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থরেখা আঁকিয়া দেখাও।

উঃ : সাধারণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রেই একটি উৎপাদকের গড় বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় কারণ উৎপাদকটি হইল একজন দামগ্রহীতা (price-taker)। সুতরাং নির্দিষ্ট দামে ইহা দ্রব্যটি যতখুশী বিক্রয় করিতে পারে। এই অবস্থায় ইহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বিক্রয়ের সহিত সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় বলিয়া মোট বিক্রয়লব্ধ আয় রেখাটির উৎস হইতে উৎপত্তি হয় এবং ইহা একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখার রূপ গ্রহণ করে। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।




গড় বিক্রয়লব্ধ আয়রেখা




মোট বিক্রয়লব্ধ আয়রেখা

৫। (ক) মনে কর যে প্রতি কিলোগ্রাম চিনির দাম ৫ টাকা হইতে কমিয়া ৪ টাকা হওয়ায় চিনির চাহিদা ১০০০ কুইন্টাল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০০ কুইন্টাল হইল। ইহা কি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার না চাহিদার পরিবর্তনের উদাহরণ ?

(খ) মনে কর যে দাম অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু চিনির চাহিদা ১০০০ কুইন্টাল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০০ কুইন্টাল হইল। ইহা কি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার না চাহিদার পরিবর্তনের উদাহরণ?

উঃ: (ক) দামের পরিবর্তনে চাহিদা কতটা সাড়া দেয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তাহারই পরিমাপ করে। সুতরাং উপরের উদাহরণটি হইল চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উদাহরণ।

(খ) এই উদাহরণটিতে দাম অপরিবর্তিত থাকাকালীন চাহিদা নির্ধারক অন্য একটি বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহা হইল চাহিদার পরিবর্তনের একটি উদাহরণ।

৬। প্রতিযোগিতা পূর্ণাংগ হইলে দীর্ঘকালীন সময়ে দ্রব্যের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের বেশী বা কম হইতে পারে না। কেন?

উঃ: পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের অনুপ্রবেশ ও শিল্প ত্যাগের অবাধ সুযোগ থাকায় দীর্ঘকালে কোন ফার্মই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে না। এ একই কারণে ইহাকে লোকসানের সম্মুখীন হইতে হয় না। স্বল্পকালে বাজার দাম একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইলে ইহা দীর্ঘকালে শিল্প ত্যাগ করিবে। যদি বহুসংখ্যক ফার্ম শিল্প ত্যাগ করে তাহা হইলে মোট যোগান হ্রাস পাইবে। দ্রব্যটির বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং অবশেষে বাজার দাম ইহার গড় মোট ব্যয়ের সহিত সমান হইবে। অপরদিকে যদি স্বল্পকালে একটি ফার্ম বা কয়েকটি ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হয়—অর্থাৎ ইহাদের গড় ব্যয় দ্রব্যটির বাজার দাম অপেক্ষা কম হয়—তাহা হইলে দীর্ঘকালে নূতন ফার্মের শিল্পে অনুপ্রবেশ ঘটিবে। ফলে মোট যোগান বৃদ্ধি ও বাজার দাম হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই অতিরিক্ত মুনাফা (excess profit) শূন্যে পরিণত হয়—অর্থাৎ বাজার দাম প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গড় মোট ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে দ্রব্যের দাম উৎপাদন ব্যয়ের বেশী বা কম হইতে পারে না।

৭। অপূর্ণাংগ খাজনা কাহাকে বলে?

উঃ: অপূর্ণাংগ খাজনা শব্দটি ১৮৯০ সালে অধ্যাপক মার্শালই প্রথম প্রবর্তন করে। ইহার দ্বারা মানুষ দ্বারা সৃষ্ট সেই সকল সম্পদের (man-made assets) অতিরিক্ত আয়কেই বুঝায় যে সম্পদগুলির স্বল্পকালীন যোগান অস্থিতিস্থাপক। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশেষ ধরনের মেসিনের কথা উল্লেখ করা যায়। ইহার যোগান স্বল্পকালে নির্দিষ্ট থাকাকালীন যদি ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ইহা হইতে অর্জিত আয়ের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অবশ্য দীর্ঘকালে এই সম্পদগুলির যোগান অধিক অস্থিতিস্থাপক হয় বলিয়া এই অতিরিক্ত আয় সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়। এই কারণেই এই উদ্বৃত্তকে ঠিক খাজনার পর্যায়ে ফেলা যায় না। ইহাকে 'অপূর্ণাংগ' খাজনা আখ্যা দেওয়া হয়।

৮। অবাধ দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ: অবাধ (বা অবাধলভ্য) দ্রব্য বলিতে সেই সকল দ্রব্যকেই বুঝায় যাহাদের যোগান চাহিদা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। ফলে কেহই ইহাদের জন্য দাম দিতে চাহে না। উদাহরণস্বরূপ, আলো, বাতাস, রৌদ্র, সমুদ্রের জল, মরুভূমির বালি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপরদিকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিতে সেই সকল দ্রব্যকেই বুঝায় যাহাদের মোট চাহিদা মোট যোগান অপেক্ষা অধিক বলিয়া উহাদের ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্যতা দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন জমি, মূলধন, কাঁচামাল, দক্ষ শ্রম, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, মোটরগাড়ী ইত্যাদি।

৯। (ক) উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচরাচর কি কি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়?

(খ) কখনও কখনও উপকরণগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। ওই চতুর্থ ভাগটির কি নাম দেওয়া হয়?

উঃ: (ক) জমি, শ্রম ও মূলধন। (খ) সংগঠন।

১০। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিকট ভবিষ্যতে নিম্নগামী হইবে জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইলে টাকার প্রচলনগতি কিরূপে প্রভাবিত হইবে ?

উঃ : যদি জনসাধারণের এই প্রত্যাশার সৃষ্টি হয় যে সাধারণ মূল্যস্তর অদূর ভবিষ্যতে নিম্নগামী হইবে তাহা হইলে তাহারা বর্তমান ভোগ হ্রাস করিবে। ফলে মোট ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং অর্থের প্রচলনগতিও হ্রাস পাইতে থাকিবে।

১১। যদি জাতীয় আয় আরও সমতার ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করা হয়, তবে সমাজের সম্মিলিত সঞ্চয়ের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে ?

উঃ : সাধারণত অনুমান করা হয় যে স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোকদের ভোগ প্রবণতা অধিক ( অর্থাৎ সঞ্চয় প্রবণতা কম ) হয়। অধিক আয়বিশিষ্ট লোকদের ক্ষেত্রে ইহার ঠিক বিপরীত ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যদি ধনীক সম্প্রদায়ের আয়ের একাংশ করের মাধ্যমে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং ভরতুকির মাধ্যমে ইহা দরিদ্র জনগণের নিকট পুনর্বণ্টন করা হয় তাহা হইলে দেশের মোট ভোগ বৃদ্ধি ও মোট সঞ্চয় হ্রাস পাইবে। অধ্যাপক কেইন্‌স নিজেই এই মতটি পোষণ করেন।

১২। বাণিজ্য-শর্তের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

উঃ : বাণিজ্য-শর্ত হইল রপ্তানি দ্রব্য আমদানি দ্রব্যের মূল্যের অনুপাত মাত্র। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{বাণিজ্য-শর্ত} = \frac{\text{রপ্তানি দ্রব্যাদির মূল্যসূচক}}{\text{আমদানি দ্রব্যাদির মূল্যসূচক}} \times ১০০$$

রপ্তানি দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি অথবা আমদানি দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের ফলে বাণিজ্য-শর্তের উন্নতি ঘটে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অবশ্য ইহার বিপরীত ঘটিতে দেখা যায়।

১৩। আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলিতে কি বুঝায় ?

উঃ : মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদিত ও সেবাকার্য সম্পাদিত হয় উহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিমাত্র। এই সকল দ্রব্য উৎপাদন ও সেবা-কার্য সম্পাদন করিতে হইলে জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন এই চারিটি উপকরণের ব্যবহার করিতে হয়। এই উপকরণগুলি উৎপাদন ক্ষেত্রে উহাদের অবদান অনুসারে অর্থপ্রদান করিতে হয়। এই অর্থের সাহায্যে উপকরণসমূহের মালিকগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেবা সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ, মোট উৎপন্ন হিসাবে যাহা উৎপাদিত হয় তাহা আবার আয় হিসাবে উপকরণসমূহের মালিকগণের নিকট ফিরিয়া যায়। অর্থাৎ, মোট জাতীয় উৎপন্ন=মোট জাতীয় আয়। ইহাকেই আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলে।

১৪। অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য বলিতে কি বুঝায় ?

উঃ : অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য বলিতে এরূপ একটি অবস্থার কথা চিন্তা করা যেখানে মোট রপ্তানি মূল্য মোট আমদানি মূল্য অপেক্ষা কম হয়—অর্থাৎ যখন বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয়-রেখা কিরূপ অংকন করিয়া দেখাও।

উঃ : একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয়-রেখা সমপরাবৃত্তের ( rectangular hyperbola ) রূপ গ্রহণ করে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠ্যপুস্তকের মূল অংশ দ্রষ্টব্য।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. ( পাস ) ১৯৮২

১। চাহিদা : (১) ক্রেতার আয়ের ; (২) দ্রব্য / সেবার মূল্যের ; (৩) পরিবর্ত দ্রব্য / সেবার মূল্যের ; (৪) ক্রেতার রুচি ও পছন্দবোধের ; (৫) সব কয়টির, অপেক্ষক অথবা কোনটিরও অপেক্ষক নহে।

উঃ : চাহিদা উপরে উল্লিখিত সব কয়টি চলের অপেক্ষক।

২। প্রযুক্তিগত কৌশলের পরিবর্তন চাহিদা এবং / অথবা সরবরাহ রেখাসমূহকে প্রভাবিত করে কোনদিকে প্রভাবিত করে না।

উঃ: প্রযুক্তিগত (অথবা কলাকৌশলগত) পরিবর্তন যোগান (সরবরাহ) রেখাকে প্রভাবিত করে।

৩। আয়-প্রভাব ধনাত্মক হইলে দাম-প্রভাব ধনাত্মক হইবে: (১) সর্বদা; (২) কদাপি নহে; (৩) প্রায়ই সত্য।

উঃ: (১) সর্বদা।

৪। প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখার ন্যূনতম বিন্দু দিয়া অতিক্রম করে। কেন?

উঃ: যখন গড় ব্যয় ন্যূনতম হয় এবং অপরিবর্তিত থাকে তখন প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের সমান হয়।

৫। সকল নিকৃষ্ট দ্রব্যকেই কি 'গিফেন দ্রব্য' বলা যায়?

উঃ: যে-সকল নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্র ঋণাত্মক আয়-প্রভাব ধনাত্মক পরিবর্তন প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং ফলে দাম প্রভাব ঋণাত্মক হয়, সেগুলিকে একটি বিশেষ ধরনের নিকৃষ্ট দ্রব্যের পর্যায়ে ফেলা হয়। এগুলিই গিফেন দ্রব্য নামে পরিচিত।

৬। কোথায় প্রতিযোগী ফার্মের 'আয়-ব্যয় সমতা বিন্দু'র অবস্থিতি ঘটে?

উঃ: গড় ব্যয় রেখার ন্যূনতম বিন্দুতে।

৭। প্রদত্ত দ্রব্য সমন্বয়গুলি: (১০, ১২), (১১, ১৪) ও (১৮, ১৬) কয়টি নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থিত।

উঃ: দুইটি। (১০, ১২) সমন্বয়টি একটি নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থিত। অপর দুইটি সমন্বয় একটি রেখার উপর অবস্থিত। কারণটি সহজেই অনুমেয়।

৮। আধুনিক তত্ত্বানুসারে সমান অবস্থান ও উর্বরতাবিশিষ্ট দুই খণ্ড জমিতে অবশ্যই খাজনার উদ্ভব হইবে। ইহার সমর্থনযোগ্য দুইটি যুক্তির উল্লেখ কর।

উঃ: (ক) স্থানান্তর ব্যয়ের সহিত মোট উৎপন্নের বাজার দামের ব্যবধান; (খ) যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা।

৯। দ্রব্য সরবরাহ বৃদ্ধির সহিত মূল্যস্তর বৃদ্ধি হইলে উহা: (১) মুদ্রাস্ফীতি; (২) মুদ্রা-সংকোচন; (৩) বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে; (৪) কোনটি নির্দেশ করে না।

উঃ: (৪)।

১০। 'অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তরের প্রত্যক্ষ ও আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটে।' এই বিবৃতির পশ্চাতে নিহিত অনুমানগুলি ব্যক্ত কর।

উঃ: (১) পূর্ণনিয়োগ অবস্থা এবং (২) যুদ্ধের সময় অথবা জরুরী অবস্থায় মোট যোগানের স্বল্পকালীন অস্থিতিস্থাপকতা।

১১। কখন রাজস্ব নীতিকে 'চক্রবিরোধী' বলা যায়?

উঃ: যখন সরকারী আয়বৃদ্ধি নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব হয়। বস্তুত, কেইন্‌সই প্রথম উল্লেখ করিয়াছিলেন রাজস্ব নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যচক্রের অবসান ঘটান যায়।

১২। প্রান্তিক মূল্য উৎপাদন কোথায় প্রান্তিক আয়-উৎপাদনের সমান এবং কোথায় প্রথমটি দ্বিতীয়টির অধিক হয়?

উঃ: দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে $MR=P$ হইবে এবং $MRP=MR\times MPP=VMP=P\times MPP$ হইবে। কিন্তু দ্রব্যের বাজারে যদি একচেটিয়া কারবার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে $MR<P$ হইবে এবং $MRP<VMP$ হইবে।

১৩। একচেটিয়া উৎপাদক কি দীর্ঘকালে ন্যূনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে সমর্থ ?

উঃ: চাহিদা রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা সর্বদা নিম্নমুখী হয় বলিয়া একচেটিয়া কারবারী দীর্ঘকালে কখনই ন্যূনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে না।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. ( পাস ) ১৯৮৩

১। চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে কোন্‌টি প্রাসঙ্গিক: (অ) পরিবর্ত দ্রব্য; (আ) পরিপূরক দ্রব্য; (ই) বিপরীতধর্মী দ্রব্য।

উঃ: (অ) এবং (আ)।

২। যোগান রেখা ডানদিকে সরিয়া আসিলে ভারসাম্য মূল্যের (অ) বৃদ্ধি, (আ) হ্রাস পাইবে এবং (ই) অপরিবর্তিত থাকিবে।

উঃ: যদি চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয় অথবা উল্লম্ব সরলরেখা হয় তাহা হইলে যোগান রেখা ডানদিকে সরিয়া আসিলে ভারসাম্য মূল্য হ্রাস পাইবে। কিন্তু চাহিদা রেখা যদি অনুভূমিক সরলরেখা হয় তাহা হইলে ভারসাম্য দাম অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। পূর্ণাংগ প্রতিযোগী ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় সমান হইবে। (অ) সত্য; (আ) প্রায়শঃ সত্য; (ই) ভ্রান্ত ধারণা।

উঃ: (অ)।

৪। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে মূল্য ও ন্যূনতম গড় ব্যয় পরস্পরের সমান। সুতরাং মুনাফার উদ্ভব হয় না। ইহা কি সমর্থনযোগ্য ?

উঃ: পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি দাম তখনই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উপনীত হয় যখন ইহার ন্যূনতম গড় ব্যয় প্রচলিত বাজার দামের সহিত সমান হয়। এই অবস্থায় মোট বিক্রয়লব্ধ আয় মোট উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় বলিয়া কোন অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টি হয় না। একটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

৫। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি বিবৃত করে প্রান্তিক ‌ ঃপাদন ক্রমশঃ হ্রাস এবং মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহা কি স্বীকারের যোগ্য ?

উঃ: কোন একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইলে ইহার ফলে যদি মোট উৎপন্নের পরিমাণ সমানুপাতিক অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অবশ্যই প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পাইবে। ইহাই হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির মূল কথা।

৬। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটিলে শ্রমশক্তির সরবরাহের (অ) বৃদ্ধি; (আ) হ্রাস ঘটে অথবা (ই) অপরিবর্তিত থাকে।

উঃ: প্রথমে বৃদ্ধি ও পরে হ্রাস ঘটে। বক্তব্যটি একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমের মোট যোগান অবশ্যই বৃদ্ধি পায়।

৭। দুইটি নিরপেক্ষ রেখা (অ) পরস্পরকে ছেদ করে; (আ) পরস্পরের সমান্তরাল হয়; (ই) কিছুই ঘটে না।

উঃ: (ই)।

৮। নীট জাতীয় আয়ে (অ) আভ্যন্তরীণ সকল উপাদানের মোট মূল্য; (আ) বিদেশ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ; (ই) অবচয়ের মোট পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত হয়।

উঃ: (অ) এবং (আ)।

৯। চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি (অ) সুদের হার বৃদ্ধি; (অ) সুদের হার হ্রাস; (ই) সরকারী ব্যয়-সংকোচন বা রেশনিং-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উঃ: (অ) এবং (ই)।

১০। বর্ধিত অর্থ সরবরাহ মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটাইবে : (অ) সত্য ; (আ) প্রায়শঃ ; (ই) কদাপি নহে।

উঃ : (আ)।

১১। বাণিজ্যচক্রের চারিটি প্রধান স্তর দেখা যায়। এই স্তরগুলির উল্লেখ কর।

উঃ : ক. বি. ১৯৮৫ সালের বি. কম. ( পাস ) প্রশ্নের ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

১২। চিনির মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে, চায়ের মূল্য : (অ) বৃদ্ধি ; (আ) হ্রাস ঘটিবে অথবা (ই) মূল্য অপরিবর্তিত থাকিবে।

উঃ : (অ)। একটি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাইলে ইহা দ্বারা যে দ্রব্যটি উৎপাদিত হয় তাহার দামও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরা চিনির দাম বৃদ্ধি পাইলে প্রতি কাপ চায়ের দাম বৃদ্ধি পাইবে, যদিও প্যাকেটে করিয়া যে চা বিক্রয় করা হয় তাহার দাম অপরিবর্তিতই থাকিবে।

১৩। পরিবর্তনশীল অনুপাত বিধি এবং ফার্মের আয়তন পরিবর্তনের সূত্র পরস্পরের সমান নহে : (অ) সর্বদা ; (আ) প্রায়শঃ এবং (ই) কদাচিৎ নহে।

উঃ : (আ)।

১৪। কোন পণ্যদ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা যদি একক হয়, তবে ২ টাকা মূল্যে ৩০টি দ্রব্য ক্রয় করা হয় : অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৫ টাকা হয় তখন ঐ দ্রব্যটির কতগুলি একক ক্রয় করা হইবে তাহা নির্ণয় কর।

উঃ : ১২টি ( কারণ ২ টাকা ×৩০=৬০ টাকা এবং ৫ টাকা ×১২=৬০ টাকা। স্মরণ করা যাইতে পারে যে চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক হইলে মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে )।

১৫। অর্থের মূল্য নির্ভর করে : (অ) অর্থের পরিমাণ ; (আ) অর্থের প্রচলন গতি অথবা (ই) জনসাধারণের আর্থিক আয়ের উপর।

উঃ : (অ) এবং (আ)।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. ( পাস ) ১৯৮৪

১। কোন ব্যক্তি প্রতি একক ৫ টাকা দামে একটি দ্রব্য ৫ একক কিনিল। উক্ত ব্যক্তি প্রথম এককের জন্য ১২ টাকা, দ্বিতীয় এককের জন্য ১১ টাকা, তৃতীয় এককের জন্য ১০ টাকা এবং চতুর্থ এককের জন্য ৮ টাকা দাম দিতে সম্মত ছিল। এক্ষেত্রে তাহার ভোগোদ্বৃত্ত কত ?

উঃ : এক্ষেত্রে ভোক্তার মোট ব্যয় হইল ২৫ টাকা কিন্তু মোট উপযোগ হইল ১২+১১+১০+৮+৫=৪৬ টাকা। অতএব ভোক্তার উদ্বৃত্ত হইল ২১ টাকা।

২। কোন একটি দ্রব্যের চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা একের বেশী। এই দ্রব্যটি কি বিলাস সামগ্রী না অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী না নিকৃষ্ট সামগ্রী ?

উঃ : দ্রব্যটি বিলাস সামগ্রী অথবা অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী যে কোন একটি হইতে পারে। কারণ দুইটিই স্বাভাবিক দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান ধনাত্মক ( positive ) হয়।

৩। যোগান রেখার ঢাল সাধারণতঃ ( ইতিবাচক / নেতিবাচক ) কোন্‌টি ঠিক ?

উঃ : ইতিবাচক—অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী।

৪। চাহিদা রেখা ডানদিকে সরিয়া গেলে ভারসাম্য দামের কি অবস্থা হইবে চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

উঃ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮২ সালের বি. এ. পরীক্ষার ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। প্রতি ঘন্টার মজুরি যখন ৩ টাকা তখন একজন শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করিত। যদি মজুরির হার বৃদ্ধি করিয়া ৪ টাকা করা হয় তাহা হইলে সে দৈনিক ৭ ঘন্টা কাজ করে। শ্রমিকটির এরূপ আচরণের ব্যাখ্যা কর।

উঃ: মজুরি বৃদ্ধির অর্থ হইল আয় বৃদ্ধি। আয় বৃদ্ধির ফলে একজন শ্রমিকের মধ্যে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলি (যেমন, অবসর) ভোগ করিবার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে কর্ম-প্রবণতা হ্রাস পায়। এই কারণে একজন শ্রমিকের শ্রমের যোগান রেখা সাধারণত পশ্চাদ্মুখী হয়।

৬। পণ্য করের করপাত যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলির একটি উল্লেখ কর।

উঃ: (১) চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা: দ্রব্যটির চাহিদা যতই অস্থিতিস্থাপক হইবে ভোক্তার করভার ততই অধিক হইবে। অপরদিকে দ্রব্যটির যোগান যতই অস্থিতিস্থাপক হইবে করভার ততই অধিক হইবে।

(২) পরিবর্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব ও সংখ্যা; এবং

(৩) দ্রব্যের প্রকৃতি—দ্রব্যটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য না বিলাস দ্রব্য। অবশ্য এই তিনটি বিষয়ই পরস্পরসম্পর্কিত। ইহা ব্যতীত করভারের প্রকৃতি ও পরিমাণ বাজারের অবস্থার উপরও নির্ভর করে।

৭: তিনটি উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা সৃষ্টি করে—লেনদেন উদ্দেশ্য, সাবধানতার উদ্দেশ্য, এবং ফটকা-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য। একজন ব্যক্তি বাড়ি ভাড়া দিবার জন্য কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখিল। তিন জাতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে এই টাকাগুলির চাহিদা কোন্‌টির মধ্যে পড়িবে?

উঃ: লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য। (বিশদ আলোচনার জন্য মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

৮। বিচারমূলক (নির্বাচনমূলক) ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায়?

উঃ: নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা অর্থনৈতিক কার্যকর্মের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণকে নির্বাচনমূলক বা গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই ধরনের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি মোটামুটি দুইটি: (১) বন্ধকের মূল্যের অংশ বাদ দিয়া (margin requirements) এবং (২) ঋণ পরিশোধের কিস্তির শর্ত নিয়ন্ত্রণ (control over instalment terms)।

৯। ভারতীয় আমদানিকারীরা ভারতীয় মদ্রা 'রুপীর' চাহিদাকারী না যোগানদার?

উঃ: যোগানদার।

১০। সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে দুইটি সার্থক যুক্তি উল্লেখ কর।

উঃ: (১) শিশু-শিল্প সংরক্ষণ যুক্তি এবং (২) বাণিজ্য উদ্বৃত্তসংক্রান্ত যুক্তি।

১১। বহুজাতিক কর্পোরেশন বলিতে কি বুঝায়?

উঃ: বহুজাতিক সংস্থা বলিতে এমন একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যাহার হেড অফিস একটি দেশে অবস্থিত হয় কিন্তু যাহা পৃথিবীর বহুদেশে অধীন সংস্থা স্থাপন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইয়া যায়। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

১২। 'মিশ্র অর্থনীতি' কাহাকে বলে?

উঃ: মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের একটি সংমিশ্রণ। ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা হইল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের সহবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। উপরন্তু মূল্য-ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা-ব্যবস্থা উভয়েরই অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. (পাস) ১৯৮৫

১। ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বলিতে কি বুঝায়?

উঃ: ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত। ভোগ প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে উপযোগ বা আকাংক্ষা কমিতে কমিতে আসিয়া প্রান্তিক এককের দামের

সমান হয়। দাম কিন্তু সকল এককের জন্যই একক। সুতরাং ভোক্তা প্রান্তিক এককের পূর্বে কতকটা 'উদ্বৃত্ত তৃপ্তি' উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাকে 'ভোক্তার উদ্বৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধ্যাপক মার্শালের মতে: "যখন কোন ব্যক্তি বেশী দাম দিতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে ক্রয় করিতে সমর্থ হয় তখন সে যে-সুবিধা ভোগ করে তাহা ঐ ভোক্তার উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।"

২। সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক ইউনিট কি কি?

উঃ: পরিবারগোষ্ঠী ও বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান। পরিবারগোষ্ঠীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ভোক্তা ( the consumer ) এবং উপকরণের মালিক ( the factor owner ) আধুনিক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় অপর একটি একক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা 'সরকার' নামে অভিহিত। সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, অন্যান্য দুইটি একককে নিয়ন্ত্রণ করা।

৩। চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মক / ঋণাত্মক। কোনটি সত্য?

উঃ: সাধারণ একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক। কিন্তু চাহিদার সূত্রের কতকগুলি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মকও হইতে পারে।

৪। স্বাভাবিক দ্রব্য ও নিকৃষ্ট দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ: ১৯৮৫ সালের বি. এ. ( পাস ) পরীক্ষার ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। এ কথা ঠিক যে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় ( SAC ) কখনও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ( LAC ) অপেক্ষা কম হয় না। কেন?

উঃ: ইহার কারণ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হইল স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাসমূহের মোড়ক মাত্র। যেহেতু স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলি হইতেই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হয় সেহেতু স্বল্প-কালীন গড় ব্যয় কখনই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হইতে পারে না।

৬। একচেটিয়া বাজার বলিতে কি বোঝায়?

উঃ: এইরূপ বাজার বলিতে একচেটিয়া কারবারীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে বোঝায়। ইহা হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একচেটিয়া কারবারের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। উভয় প্রকার বাজারের সহিত এই বাজারের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—যেমন একচেটিয়া কারবারের মত চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়। আবার পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত এই ধরনের বাজারে নূতন ফার্মের অবাধ প্রবেশের সুযোগ থাকে। ১৯৩৩ সালে অধ্যাপক এডওয়ার্ড চেম্বারলিনই প্রথম একচেটিয়া প্রতিযোগিতা শব্দটি ব্যবহার করেন।

৭। খোলাবাজারী বেচাকেনা ( OMO ) কাহাকে বলে?

উঃ: বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ ক্রয়বিক্রয়কে খোলাবাজারে কাজকারবার বলা হয়। এইরূপ কাজকারবারের সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়া থাকে।

৮। একটি যথাযথ বাণিজ্যচক্রের চারিটি পর্যায়ের নাম কর।

উঃ: (১) পুনরুন্নতি ( Revival ), (২) ঊর্ধ্বগতি ( Expansion ), (৩) সমৃদ্ধির চরম অবস্থা ও অবনতির সূত্রপাত ( Peak or Upper Turning Point ), (৪) নিম্নগতি ( Contraction )।

৯। দুইটি দেশ যদি উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতায় সমান হয়, তাহা হইলে তাহাদের বাণিজ্য ঘটিবে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে উত্তর দাও।

উঃ: রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে ঘটিবে না, কারণ এক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে আপেক্ষিক দক্ষতার কোন তফাৎ পরিলক্ষিত হইবে না। তবে দুই দেশে যদি রুচি ও পছন্দের তফাৎ দেখা যায় তাহা হইলে দুইটি দেশের মধ্যে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা সমান হইলেও উহাদের মধ্যে বাণিজ্য ঘটিবে।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. (পাস) ১৯৮৬

১। 'সুযোগ খরচ' কাহাকে বলে ?

উঃ : একটি দ্রব্য অর্জন করিতে হইলে অন্য একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইল প্রথম দ্রব্যটির সুযোগ-ব্যয়। উদাহরণ, আমার নিকট ৫০০ টাকা আছে। আমার উদ্দেশ্য হইল এই টাকা দিয়া একটি ঘড়ি অথবা একটি সাইকেল ক্রয় করা। যদি আমি একটি সাইকেল ক্রয় করি তাহা হইলে ঘড়ি ক্রয় করা সম্ভব হইবে না। এক্ষেত্রে ঘড়িটি হইল সাইকেলের সুযোগ-ব্যয়, কারণ সাইকেল ক্রয় করিতে গিয়া আমাকে ঘড়ি ক্রয় করার সুযোগ হারাইতে হইয়াছে।

২। যে কোনো দেশের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মধ্যে যে-কোন চারিটি সমস্যা উল্লেখ কর।

উঃ : (১) মুদ্রাস্ফীতি, (২) বেকারত্ব, (৩) দারিদ্র এবং (৪) বহির্বাণিজ্য ঘাটতি।

৩। 'আয় প্রভাব' কাহাকে বলে ?

উঃ : চাহিদা-নির্ধারক অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকাকালীন যে কোন ক্রয়যোগ্য দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস পাইলে ভোক্তার প্রকৃত আয় (real income) অথবা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে সে দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ক্রয় করে। ইহাই 'আয় প্রভাব' নামে পরিচিত। অবশ্য আয়-প্রভাব আর্থিক আয়-বৃদ্ধিতেও দেখা যায়।

৪। ক্রেতারা একই দামে যদি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে চায় তাহা হইলে ঐ ঘটনাকে তুমি কি চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বলিয়া গণ্য করিবে, না চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন বলিয়া গণ্য করিবে ?

উঃ : চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন।

৫। 'উৎপাদক অপেক্ষক' কাহাকে বলে ?

উঃ : উৎপন্নের পরিমাণ উপকরণসমূহের উপর নির্ভর করে। উপকরণসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলে উৎপন্নের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের সহিত উপকরণসমূহের সম্পর্ক উৎপাদন অপেক্ষকের সাহায্যে দেখান হয়। ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করা হয়, $Q=f(K, L,$ ইত্যাদি$)$। এখানে $Q$ হইল উৎপন্নের পরিমাণ, $K$ হইল মূলধনের পরিমাণ এবং $L$ হইল শ্রমের পরিমাণ। অন্যান্য উপকরণসমূহের কথাও বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই উৎপাদন অপেক্ষকের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে কত অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাহা দেখান হয়। এক্ষেত্রে উৎপন্নের পরিমাণ হইল অধীন চল এবং উপকরণসমূহ হইল স্বাধীন চল।

৬। 'স্বল্পকালীন সময়' কাহাকে বলে ?

উঃ : 'স্বল্পকালীন সময়' বলিতে এমন একটি সময়কালকে বুঝায় যে সময় উৎপাদনের সকল উপকরণগুলিকে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। স্বল্পকালে সাধারণ শ্রমকে পরিবর্তনশীল উপকরণ এবং মূলধন ও কারখানার আয়তনকে স্থির উপকরণ বলিয়া ধরা হয়।

৭। টাকার দাম বা অর্থের মূল্য বলিতে কি বুঝায় ?

উঃ : টাকার দাম বা অর্থের মূল্য বলিতে ইহার ক্রয়ক্ষমতাকে বুঝায়—অর্থাৎ এক টাকা দিয়া আমরা কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারি। অর্থের মূল্য বা টাকার ক্রয়ক্ষমতার দ্রব্য-মূল্যের সহিত বিপরীত ভেদ ঘটে। অর্থাৎ সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে টাকার দাম হ্রাস পায়। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে এইরূপ ঘটে।

৮। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো দুইটি পদ্ধতি উল্লেখ কর।

উঃ : মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন মোট চাহিদার পরিমাণ হ্রাস অথবা মোট যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি। মোট চাহিদা হ্রাসের জন্য সাধারণত দুই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়—ফিস্ক্যাল নীতি এবং অর্থসংক্রান্ত নীতি। ফিস্ক্যাল নীতি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং অর্থসংক্রান্ত নীতি পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা।

৯। 'ঘাটতি ব্যয়' কাহাকে বলে?

উঃ: যখন কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি ব্যয় ইহার চলতি রাজস্ব অপেক্ষা অধিক হয় তখন সরকারী বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায়। অতিরিক্ত কর স্থাপনের মাধ্যমে এই ঘাটতি দূর করার প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি কিছুটা ঘাটতি থাকিয়া যায় তাহা হইলে সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ লগ্নী করে। পরিশেষে ঘাটতি দূরীকরণের জন্য এই দুইটি পদ্ধতি পর্যাপ্ত বিবেচিত না হইলে সরকার কেন্দ্রীয় বাংকের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ লগ্নী করে। ইহাই 'ঘাটতি ব্যয়' নামে পরিচিত।

১০। 'দৃশ্য আমদানি-রপ্তানি' এবং 'অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি'—এই কথা দুইটির দ্বারা কি বুঝায়?

উঃ: একটি দেশের মোট রপ্তানিকে দুইভাবে ভাগ করা যায়—দৃশ্য রপ্তানি ও অদৃশ্য রপ্তানি। দৃশ্য রপ্তানি বলিতে দ্রব্য রপ্তানি বুঝায় এবং অদৃশ্য রপ্তানি বলিতে বুঝায় নানা ধরনের সেবা রপ্তানি। যেমন ভারত সরকার ইঞ্জিনিয়ার ও দক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে পারে। অনুরূপভাবে দৃশ্য আমদানি বলিতে দ্রব্য আমদানি এবং অদৃশ্য আমদানি বলিতে সেবা আমদানিকে বুঝায়। কোন একটি প্রকল্পকে সার্থক রূপদানের জন্য বিদেশ হইতে দক্ষ শ্রমিক আমদানি করা হইল ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. (পাস) ১৯৮৬

### রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

**পূর্ণমান—৮০**

**প্রশ্নগুলির মান সমমূল্যের**

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। কোন্ কোন্ কারণে যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় সংগঠনের অন্যান্য রূপের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে কর।

২। উৎপাদনের মোট, গড় এবং প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা u-আকৃতির হয় কেন?

৩। ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যে-কোন অর্থ-ব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

৪। কোন দ্রব্যের মোট যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। উল্লম্ব যোগান রেখার অর্থ কি?

৫। কখন একচেটিয়া কারবারী তাহার দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক দাম ধার্য করিতে পারে? দাম পৃথক্‌করণ সম্ভব হইলে একচেটিয়া কারবারীর মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বাড়িবে কি?

৬। কোন উপকরণের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপাদন ও প্রান্তিক আয়-উৎপাদন কাহাকে বলে? পণ্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে যে প্রান্তিক আয়-উৎপাদন হইবে, তাহার সহিত বাজারে উৎপাদনকারীর একচেটিয়া অধিকার থাকিলে প্রান্তিক আয়-উৎপাদনের কি পার্থক্য হইবে?

৭। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কিভাবে অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে তাহা দেখাও। উহাদের এই ক্ষমতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৮। 'গুণক' কাহাকে বলে? গুণকের সহিত প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার সম্পর্ক দেখাও।

৯। কোন্ অবস্থায় শ্রমিকসংঘ নির্দিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ও নিয়োগ উভয়ের পরিমাণই বাড়াইতে সমর্থ হয় ব্যাখ্যা করিয়া বল।

১০। অনিয়ন্ত্রিত বাজারে দুইটি বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পরস্পর বিনিময়ের হার কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা বুঝাইয়া দাও।

# পরিশিষ্ট ৬

## পরীক্ষায় কি করিয়া ভাল ফল পাওয়া যায়

যে কোন পরীক্ষায় সহজে কৃতকার্য হইতে হইলে দুইটি মূল বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, তোমাকে জানিতে হইবে তোমার কাজ কি। দ্বিতীয়ত, তোমাকে জানিতে হইবে কিভাবে একটি প্রশ্নের উত্তর দ্রুতগতিতে, সংক্ষেপ এবং যুক্তিসম্মতভাবে দিতে হয়। কেবলমাত্র রচনামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর লেখা ক্রমাগত অনুশীলন করিয়াই এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

## একটি ভাল উত্তর বলিতে কি বুঝায়?

যে কোন পরীক্ষায় তিনটি বিষয় ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ :

(১) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ( neatness )

(২) ভাল হাতের লেখা ( legible handwriting )

(৩) উত্তরের ছক ( layout of answer )

## সূচীপত্র

প্রথমে শিখিয়া লইতে হইবে কিভাবে তুমি প্রশ্নের উত্তরটি সাজাইবে। প্রশ্নের ভূমিকা অংশে অর্থাৎ প্রথম একটি অথবা দুইটি অনুচ্ছেদে তোমার মূল বক্তব্য ও তোমার দৃষ্টিভংগিটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে পেশ করিবে এবং উত্তরের মধ্যে যে সকল পদগুলি ব্যবহার করিবে সেগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে প্রশ্নের প্রকৃতি অনুসারে তোমার উত্তরের মূল পয়েন্টগুলি বর্ণনা অথবা ব্যাখ্যা করিবে।

বানান সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন থাকা উচিত। বানান ভুল হইলে নম্বর কাটিয়া লওয়া হয়। অর্থবিদ্যার মত বিষয়ে বহুসংখ্যক পদ ( technical terms ) ব্যবহার করা হয়—যেমন নগদ পছন্দ, ঋণসৃজন, বিশেষীকরণ, গুণক, গতিবর্ধক, বাণিজ্যচক্র, লেনদেন উদ্বৃত্ত, ভারসাম্য, নিরপেক্ষতা রেখা, স্থিতিস্থাপকতার সহগ ইত্যাদি। এই বানানগুলি যেন নির্ভুল হয় সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে একটি অভিধান সংগে রাখিতে হইবে। যে শব্দটির অর্থ তুমি ঠিকমত জান না বা যে শব্দটি ঠিকমত উচ্চারণ করিতে পার না সেগুলি মাঝে মাঝে লিখিয়া ফেলিবে।

## পরীক্ষা কেন্দ্রে কি করিতে হইবে

প্রথমে সযত্নে মনোযোগ সহকারে প্রশ্নপত্রটিকে পড়িয়া ফেলিতে হইবে। প্রতিটি প্রশ্ন ভাল করিয়া পড় ও নিজের মনে দুইটি প্রশ্ন কর :

(১) পরীক্ষক তোমার উত্তরপত্র হইতে তোমার সম্পর্কে ঠিক কি আশা করেন?

(২) তুমি কি একটি ভাল উত্তর লেখার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত? প্রয়োজন হইলে দ্রুতগতিতে মূল বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত কর। যেমন ধরা যাউক মুদ্রাস্ফীতির কারণের উপর একটি প্রশ্ন দেওয়া হইল। এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিতে হইবে :

(ক) মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে? ( সম্ভব হইলে মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে দু-একটি সংজ্ঞা প্রদান করা ও উদাহরণের সাহায্যে ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। )

(খ) মুদ্রাস্ফীতি কত প্রকারের হয়?

(গ) মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলি কি কি? ( এই প্রসংগে চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে মিশ্র চাহিদা-ব্যয় মুদ্রাস্ফীতির কথা উল্লেখ করিতে হইবে। এই প্রসংগে মজুরি বৃদ্ধি ও ঘাটতি আয়ের ভূমিকা লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইবে। পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অর্থের যোগান বৃদ্ধি

পাইলেই যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। মূল্যস্তরের উপর অর্থ যোগানের ফল মূলত নির্ভর করে অর্থ-ব্যবস্থার অবস্থার উপর।)

সঠিকভাবে প্রশ্ন নির্বাচনও ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন নির্বাচন করিতে না পারিলে (অর্থাৎ ভুল প্রশ্ন নির্বাচন করিলে) ভাল ফল লাভ করা সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

যদি তোমাকে তিন ঘন্টার মধ্যে ৬টি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয় তাহা হইলে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ৩০ মিনিটের মধ্যে লিখিয়া ফেলাই কাম্য। ইহার কারণ প্রথম প্রশ্নটির উত্তর লিখিতে যদি ১ ঘন্টা সময় চলিয়া যায় তাহা হইলে হয়ত সামান্য অধিক নম্বর লাভের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ইহার ফলে বাকী ২ ঘন্টায় দ্রুতগতিতে ৫টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইবে। ফলে সঠিক উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও কেবল সময়ের অভাবের জন্য অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরের মান হ্রাস পাইতে বাধ্য।

পরিশেষে উত্তরপত্র জমা দিবার পূর্বে একবার ইহার উপর চোখ বুলাইলে ভাল হয়। কারণ ইহার ফলে ছোটখাট যে সকল ভুল চোখে পড়ে সেগুলিকে দূর করা সম্ভব হয়।

* * *

আমরা সকলেই জানি যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলে নম্বর কাটা যায়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হইল এই যে এমন কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই যাহা সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক। তুমি জান বলিয়া একটা বিষয় যদি অকারণে উল্লেখ কর তাহা হইলে পরীক্ষক বিরক্ত বোধ করিতে পারেন এবং তোমার সম্পর্কে একটি খারাপ ধারণা পোষণ করিতে পারেন। ইহার ফলে পরবর্তী প্রশ্নগুলির উত্তর সঠিক এবং point অনুসারে হওয়া সত্ত্বেও নম্বর কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের উপর প্রশ্ন থাকিলে উত্তরের আয়তনবৃদ্ধির জন্য বা জ্ঞানের পরিধি দেখাইবার জন্য দীর্ঘকালীন ভারসাম্য লইয়া আলোচনা করা সম্পূর্ণভাবে নিষ্প্রোয়জন।

উত্তরের সিদ্ধান্তটি যেন মূল বক্তব্যকে অনুসরণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থাৎ উত্তরের মূল অংশে যাহা বলা হইয়াছে সিদ্ধান্তে যেন তাহাই জোর দিয়া বা সংক্ষেপে বলা হয়। উত্তরের মধ্যে যেন কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

অর্থবিদ্যার মত বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেখাচিত্রের প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজনমত রেখাচিত্রের ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে পরীক্ষক খুশী হইবেন বলিয়াই মনে হয়। অনেক সময় রেখাচিত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই ছাত্রছাত্রীদের মান নির্ধারণ করা হয়। তবে রেখাচিত্র অংকন করিবার সময় প্রায়শই ভুল হয়। সেজন্য রক্ষাকবচ হিসাবে বাড়ীতে বিষয়টি লইয়া চর্চা বা অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। রেখাচিত্রগুলি যেন পরিষ্কার হয় এবং প্রতিটি রেখাচিত্রের নীচে একটি নাম দেওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. ( অনার্স ) ১৯৮৭

# ADVANCED BUSINESS ECONOMICS (Honours)

## First Paper

*Full Marks*—100

*Answer* any six *questions*

*The questions are of equal value*

1. Examine the relation between
   (*a*) Marginal cost and average cost
   (*b*) Marginal Revenue and Average Revenue
   (*c*) Supply curve of the firm and supply curve of the industry in a competitive market.

2. What is production-possibility frontier of a society? Examine the implications and utility of the concept.

3. Define Multinational corporations. Discuss the techniques of controlling multinational corporations and critically comment on their efficacy.

4. Discuss the utility of the concept of elasticity of demand in economic theory. Show why and how price-elasticity varies on different points on a straight line demand curve.

5. "Interest rates are the price, not of savings but of parting with liquidity." Explain and critically discuss the liquidity preference theory of interest. Can the rate of interest become zero? Give reasons for your answer.

6. "A constant tug of war between the competing aims of liquidity and profitability summarises the functions of a modern bank." Discuss.

7. Critically examine the view that trade cycle is a Purely Monetary Phenomenon.

8. If a single seller wants to sell his product at two different prices to two different groups of customers, what conditions are necessary for the success of such a policy, and how shall he divide his total output between the two markets?

9. Explain the terms net national product and national income. Are they identical? Give reasons for your answer. Explain briefly the various ways national income is measured.

10. Discuss the theory of determination of national income. Trace out the effects of a rise in autonomous expenditure on the level of equilibrium income.

11. Distinguish between balance of trade and balance of payments. "Balance of payments always balances." Explain fully.

*Or*

In what circumstances would you advocate state interference v production and distribution ?

12. Write short notes on *any two* of the following :—
(*a*) Selling cost.
(*b*) Oligopoly.
(*c*) Shut-down points.
(*d*) Acceleration principle.
(*e*) Representative firm.
(*f*) Person disposable income.

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. ( পাস ) ১৯৮৭

## ECONOMIC PRINCIPLES AND PLANNING (Pass)

### Seventh Paper

### *Group A*

১। যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(ক) উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কাহাকে বলে ? (খ) যে-কোন চারিটি অর্থনৈতিক ল উল্লেখ কর। (গ) প্রায়-খাজনা বলিতে কি বুঝায় ? (ঘ) ভোগ কাহাকে বলে ? (ঙ) প্রান্তি উপযোগ কি ? (চ) চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে ? (ছ) প্রান্তিক আয় কি ? (জ) নিকৃষ্ট দ্রব্য কাহাকে বলে ? (ঝ) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময় কাহাকে বলে ? যোগান রেখা কি ? (ট) সম-উৎপাদন রেখা কাহাকে বলে ? (ঠ) অলিগোপলি কাহাকে ব (ড) মুদ্রামান ব্যবস্থা কাহাকে বলে ? (ঢ) সংরক্ষণ নীতি বলিতে কি বুঝায় ?

### *Group B*

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। যোগান রেখা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় চাহিদা রেখা ডান দিকে সরে গেল ভারসাম্য দামের অবস্থা কি হবে, রেখা চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে দাম ও ন্যূনতম গড় খরচ পরস্পরের সমান হ। সুতরাং তখন মুনাফা হয় না। একথা কি সত্যি ? রেখা চিত্রের সাহায্যে উত্তর দাও।

৪। প্রান্তিক খরচ কেবল পরিবর্তনীয় খরচের উপর নির্ভর করে—এ কথাটি প্রমাণ কর।

৫। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কি ভাবে টাকার যোগান সম্প্রসারিত করে আলোচনা কর।

৬। আধুনিক খাজনা তত্ত্ব অনুযায়ী কোন উপাদানের খাজনা কি শূন্য হতে পারে ?

৭। টাকার পরিমাণের সঙ্গে দামস্তরের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

৮। সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে দুটি সার্থক যুক্তি দেখাও।

## Group A

1. *Answer any* ten *questions* :—

(i) What is production possibility curve ? (ii) State any four of the economic goals. (iii) What is Quasi-Rent ? (iv) What is consumption ? (v) What is marginal utility ? (vi) What is price-elasticity of demand ? (vii) What is marginal revenue ? (viii) What are inferior goods ? (ix) What is short period and long period ? (x) What is supply curve ? (xi) What are iso-quants ? (xii) What is oligopoly ? (xiii) What is a monetary system ? (xiv) What is meant by the policy of protection ?

## Group B

*Answer any* five *questions*

2. Show, with the help of a diagram, what will happen to equilibrium price, if the demand curve shifts to the right, supply curve remaining constant.

3. Under perfect competition price equals minimum average cost in the long run, so there is no profit. Give your answer with the help of a diagram.

4. Prove that marginal cost depends only on variable cost.

5. Discuss how can the commercial banks expand the supply of money ?

6. Can rent of a factor of production be zero according to the modern theory of rent ?

7. Analyse the relationship between quantity of money and price level.

8. Show two sound reasons in favour of the policy of protection.

# কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. ( পাস ) ১৯৮৭

## ECONOMICS (Pass)

### First Paper

*Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable*

## Group A

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :— 2 × 10=20

(ক) চাহিদার মূল্য-স্থিতিস্থাপকতা একক বলিতে কি বুঝায় ?

(খ) উৎপাদকের বিক্রয়লব্ধ গড় আয়ের সহিত প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক কি ?

(গ) উৎপাদন-অপেক্ষকের (production function) ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ফার্মের স্থির ব্যয়ের মধ্যে কি কি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় ?

(ঙ) কার্মের আলোচনায় স্বল্পকালীন সময় বলিতে কি বুঝায় ?
(চ) পূর্ণপ্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।
(ছ) বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকিলে দাম ও প্রান্তিক আয় সমান হয় কেন ?
(জ) কোন উপকরণের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপাদন ও প্রান্তিক আয় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য কি ?
(ঝ) অর্থের যোগান বলিতে কি বুঝায় ?
(ঞ) ব্যাংকের আমানত কাহাকে বলে ?
(ট) "ভোগপ্রবণতা" ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
(ঠ) একটি উন্নত দেশের সহিত একটি অনুন্নত দেশের বাণিজ্য কি সম্ভব ? ব্যাখ্যা কর।
(ড) উৎপাদকের স্বাভাবিক মুনাফা (normal profits) কি ?
(ঢ) শ্রমের পশ্চাদ-বক্রমাণ যোগান রেখা অঙ্কন করিয়া দেখাও এবং ইহার কারণ নির্দেশ কর।
(ণ) কোন দেশের লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাবে (Balance of Payments) কি কি উপাদান থাকে ?

## *Group B*

### পূর্ণমান—৮০

### প্রশ্নগুলির মান সমমূল্যের

### যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। অর্থনীতিতে "চাহিদা" কথাটি বলিতে কি বুঝায় ? দ্রব্যের মূল্য ব্যতীত আরও তিনটি এমন কারণের উল্লেখ কর যেগুলি দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। উপযুক্ত উদাহরণ-সহযোগে উত্তর দাও। 4+12

৩। কোন কার্মের দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন গড়ব্যয়রেখার সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর। এই প্রসঙ্গে তোমার অনুমানগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ কর। 16

৪। কোন কার্মের যোগান রেখা বলিতে কি বুঝায় ? পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালীন সময়ে কার্মের ও শিল্পের যোগান রেখা কিরূপে নির্ধারণ করিবে ? 4+8+4

৫। একচেটিয়া কারবারে কিভাবে ভারসাম্য উৎপাদন ও দাম নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ কর।

৬। মোট জাতীয় উৎপাদন, নীট জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। নিম্নোক্ত উপাদানগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে না—(ক) পরোক্ষ কর, (খ) প্রত্যক্ষ কর, (গ) অবক্ষয়, (ঘ) সুদ ? 6+10

৭। "অর্থনৈতিক খাজনার" সংজ্ঞা দাও। যে-কোনো উপাদানের আয়ে খাজনা জাতীয় অংশ কিভাবে থাকিতে পারে তাহা ব্যাখ্যা কর। 4+12

৮। আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা কর। 16

৯। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন দেশের পক্ষে উপকারী কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। 16

১০। অর্থের চাহিদা সম্বন্ধে ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। যে সমস্ত বিষয়ের উপর অর্থের চাহিদা নির্ভর করে সেগুলি বিশ্লেষণ কর। 4+12

১১। অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। বাণিজ্যশুল্ক আরোপ করিয়া সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর। 4+12

## Group A

*The figures in the margine indicate full marks*

1. Answer *any ten* questions :— 2×10=20

(*i*) What do you mean by unitary price-elasticity of demand ?

(*ii*) What is the relation between average revenue and marginal revenue of a firm ?

(*iii*) Explain the concept of the production function.

(*iv*) What are the items included in the fixed cost of a firm ?

(*v*) What do you mean by the short run and the long run in the theory of the firm ?

(*vi*) State the characteristics of perfect competition.

(*vii*) Why are price and marginal revenue equal under perfect competition ?

(*viii*) What is the difference between marginal physical product and marginal revenue product of a factor ?

(*ix*) What is meant by the supply of money ?

(*x*) What are bank deposits ?

(*xi*) Explain the concept of the consumption function.

(*xii*) Is trade between a developed country and an under-developed country possible ? Explain

(*xiii*) What are "normal profits" of a producer ?

(*xiv*) Draw and explain a backward-bending supply curve of labour.

(*xv*) What are the items included in the balance of payments accounts of a country ?

## Group B

*Full Marks*—80

*Answer* any five *questions*

*The questions are of equal value*

2. What is meant by the term 'demand' in Economics ? Name three factors, other than the price of a commodity, which have an influence on the demand for that commodity. Give suitable examples.

3. Explain the relation between the long run and short run average cost curves of a firm stating your assumptions.

4. What do you mean by the supply curve of a firm ? How would you derive the short run supply curve of a firm and industry under perfect competition ?

5. Analyse how equilibrium output and price are determined under monopoly.

6. Distinguish between Gross National Product, Net National Product and National Income. Which of the following items are excluded from National Income—(*a*) indirect taxes, (*b*) direct taxes, (*c*) depreciation, (*d*) interest ?

7. Define "economic rent". Explain how there can be a rent element in the earnings of any factor of production.

8. Discuss the functions of a modern Central Bank.

9. Explain why international trade is of benefit to a country.

10. Discuss the concept of the demand for money. Explain the factors on whicn the demand for money depends.

11. Distinguish between free trade and protection. Examine the arguments in favour of tariff protection.

## কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. ( অনার্স ) ১৯৮৭

## ADVANCED BUSINESS ECONOMICS (Honours)

Time—Four hours | Full Marks—100

*Answer any six questions*

*The questions are of equal value*

*Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.*

1. What are the central problems of every economic society ? Show how these problems are solved by the operation of the price system.

2. What do you mean by value added ? Show that the value added method and the final product method give the same figure of national product in an economy.

3. Analyse the impact of change in autonomous investment expenditure on the equilibrium level of income of a country.

4. What do you mean by the quantity theory of money ? Give any one version of the quantity theory. What are its limitations ?

5. Show how the commercial banking system as a whole can make a multiple expansion of deposits on the basis of their excess reserves. What are the limits to such expansion ?

6. What are the functons of a central bank ? Briefly describe them.

7. Distinguish between point price elasticity and arc price elasticity of demand. Show that the point price elasticity of demand on a straight line demand curve varies between zero and infinity.

8. Define consumer's surplus. How can it be measured ? What is the utility of this concept ?

9. Define average product and marginal product. State and explain the law of variable proportions with the help of average product and marginal product curves.

10. Show how a perfectly competitive firm will determine its equilibrium output level. Will the firm produce in the short run even if it is losing ?

11. What do you mean by collective bargaining ? Do you think that collective bargaining can raise wages without reducing the level of employment ? Give reasons.

12. Distinguish between balance of trade and balance of payments. In what sense is it true to say that balance of payments always balances ?

## কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. ( পাস ) ১৯৮৭

## ECONOMIC PROBLEMS AND PLANNING (Pass)

*The questions are of equal value*

*Candidates are required to give their answers in their one words as far as practicable.*

### *Group A*

1. Explain the law of diminishing marginal utility. Illustrate your answer graphically. Are there any exceptions to this law ?

2. Distinguish between fixed cost and variable cost. "If a firm does not cover the average variable cost in the short-run, it will stop production." Explain.

3. Discuss the conditions of equilibrium of a firm under perfect competition both in the short run and in the long run. Illustrate your answer graphically.

4. Discuss the Ricardian theory of rent. How does it differ from the modern theory of rent ?

5. Give a precise definition of inflation. What measures would you suggest for the control of inflation in a country ?

6. Do banks create credit ? If so, how and to what extent ?

7. Distinguish between 'Balance of Trade' and 'Balance of Payments'. What methods are generally adopted by a country to correct an adverse balance of payments ?

8. What are the main features of a socialist economic system ? Discuss the arguments for and against this system from an economic point of view.

বঙ্গানুবাদ

[ ক-বিভাগ হইতে অন্ততঃ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ]

## ক-বিভাগ

১। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর এবং চিত্রসহকারে বর্ণনা কর। এই বিধির কি কোন ব্যতিক্রম আছে ?

২। স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। "যদি কোন প্রতিষ্ঠান উহার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় স্বল্পকালে তুলিতে না পারে, তাহা হইলে উহা উৎপাদন বন্ধ করিবে"। ব্যাখ্যা কর।

৩। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্তগুলি আলোচনা কর এবং চিত্রসহকারে বর্ণনা কর।

৪। রিকার্ডীয় খাজনা তত্ত্ব আলোচনা কর। আধুনিক খাজনা তত্ত্বের সহিত ইহার পার্থক্য কি ?

৫। মুদ্রাস্ফীতির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দাও। কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তুমি কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিবে ?

৬। ব্যাংকগুলি কি ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে ? যদি তাহা হয় তবে উহারা কিভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত তাহা পারে ?

৭। 'বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' ও 'লেনদেন-উদ্বৃত্ত'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিবার জন্য কোন দেশ সাধারণতঃ কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করে ?

৮। সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ? অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহার পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি আলোচনা কর।